বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্ত, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ
ব্যক্তিগণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, স্থায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ্‌, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান

ষোড়শ ভাগ।

যু—রোচ্য

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১২

বিশ্বকোষ

ষোড়শ ভাগ।

যু, নিন্দন। চুরাদি৹ আত্মনে৹ সক৹ লট্। লট্ যাবয়তে।
যু, ২ বন্ধ। ক্র্যাদি৹ উভয়৹ সক৹ সেট্। লট্ যুনাতি, যুনীতে। লোট্ যুনাতু, যুনীতাং। যু, ৩ মিশ্রণ। ৪ অমিশ্রণ। অদাদি৹ পরস্মৈ৹ অক৹ সেট্। লট্ যৌতি। লিট্ যুযাব, যুযুব। লুট্ যবিতা। লৃট্ যবিষ্যতি-তে। অযাবীৎ, অযাবিষ্টাং অযাবিষুঃ। ক্র্যাদিরনিট্। লুট্ যোতা, যোষ্যতি-তে। লুঙ্ অযৌষীৎ, অযৌষ্ট। কর্ম্মণি যূয়তে। লুঙ্ অযাবি। সন্ যিযবিষতি, যুযূষতি। যঙ্ যোযূয়তে। যঙ্ লুক্ যোযবীতি, যোযোতি। চুরাদি যুধাতু সন্ যিযাবয়িষতি। লুঙ্ অযীযবৎ।

যুই (দেশজ) যূথিকা পুষ্প।

যূঁই (দেশজ) যূথিকা পুষ্প, যুই ফুল।

যুক (দেশজ) দাড়ির পাল্লা।

যুকি (দেশজ) মাপ করা, পরিমাণ নির্দ্দেশ করা।

যুকু (অব্য৹) যুজ-কিপ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। নিন্দা, গমন।

যুক্ত (দেশজ) ১ স্বভাব। ২ শিল্প।

যুক্ত (ত্রি) যুজ্যতে স্ম ইতি যুজ-ক্ত। ১ ন্যায্য, ন্যায়াগত দ্রব্যাদি, যে সকল দ্রব্য ন্যায়ানুসারে লাভ করা যায়।

"জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি॥" (শকুন্তলা ১অ৹)

২ অপৃথক্‌ভূত, মিলিত।

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥"

(আনন্দলহরী ১।৪৭)

যুজ্যতে স্ম যোগেনেতি ক্ত। ৩ অভ্যস্তযোগ, যে যোগীর যোগাভ্যাস হইয়াছে।

"যোগী তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ।" (ভাষাপরি৹ ৬৬)

যুক্ত ও যুঞ্জানভেদে যোগী দুই প্রকার।

'যোগাভ্যাসবশীকৃতমানসঃ, সমাধিসমাসাদিতবিবিধসিদ্ধি-যুক্ত ইত্যুচ্যতে, অয়মেববিশিষ্টযোগবত্বাৎ বিযুক্ত ইত্যুচ্যতে, সর্ব্বদেতি চিন্তাসহকারিণং বিনাভানং সর্ব্ববিষয়াণাং প্রত্যক্ষং'

(সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

যে সকল যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত বশীভূত করিয়াছেন এবং সমাধি দ্বারা সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে যুক্ত কহে। যাহারা যুক্ত যোগী, তাহাদের চিন্তা ব্যতীতও সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই যুক্ত যোগী অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সকলই প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন করিয়া থাকেন, তাহাদের কোন বিষয়ই চিন্তা করিতে হয় না। যুঞ্জান যোগী চিন্তা অর্থাৎ সমাধি অবলম্বন করিয়া সকল অবগত হইতে পারেন।

গীতায়ও ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥" (গীতা ৬।৮)

যিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, কূটস্থ

এখন "মানবযুগ" যদি কালবাচক করা হয়, তবে এক যুগের পরিমাণ কি তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজনীয়। অথর্ব্ববেদে (৮।২।২১) একটী স্তোত্রে এই ভাবের প্রার্থনা আছে—"আমরা তোমায় ১০০০০০০ বৎসর, ২।৩ অথবা ৪ যুগ পরিমিত জীবন কামনা করি।" এখানে যুগ শব্দের অর্থ অন্ততঃ দশ হাজার বৎসরবাচক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ঋগ্বেদে যুগ শব্দের অর্থ অতি অল্পকালবাচক ছিল—তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক "the Arctic Home in the Vedas" নামক পুস্তকে ঋগ্বেদের ৩।১১৩৮, ১।১২৩।২; ৮।৭৮৬, ১০।১০৫।৮, ঋক্গুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ঋগ্বেদের ব্যবহৃত যুগ শব্দের অর্থ এক বৎসর কালেরও ন্যূন সময়বাচক ছিল। কোন কোন স্থলে "যুগ" শব্দ এক মাস কাল সময়ের অর্থেও ব্যবহৃত হইত। ক্রমে এই শব্দ দীর্ঘকালবাচক হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পুরাণবক্তা সৌতির নিকট ঋষিগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় যুগ চতুষ্টয়ের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় সৌতি প্রত্যুত্তরে যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম্ম, যুগসন্ধি, যুগাংশ ও যুগসন্ধান, যুগসংখ্যার এই ছয় প্রকার বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছেন।

যুগনিরূপণ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুষঙ্গপাদে ৩১ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সময়সংজ্ঞক শব্দের মধ্যে একটী লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু কাল লাগে, তাহার নাম নিমেষ। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মানবীয় অহোরাত্রের বিধানকর্ত্তা সূর্য্য। ইহার মধ্যে দিবা কর্ম্মচেষ্টার জন্য এবং রাত্রি নিদ্রার জন্য কল্পিত। মানবীয় পরিমাণে এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিবা এবং শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। মানুষমানের ত্রিশ মাসে পিতৃগণের এক মাস এবং উক্ত মানের ৩৬০ মাসে পিতৃগণের এক সম্বৎসর হইয়া থাকে। মানুষ মানের শত বর্ষে তাঁহাদের তিন বৎসর চারি মাস হয়। লৌকিক মানে যে অব্দ নির্দ্দেশ আছে, শাস্ত্রে তাহা দিব্য অহোরাত্র নামে উল্লিখিত। এই দিব্য রাত্রিদিনের বিভাগ এইরূপ;—উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি।

মানবীয় ত্রিশ বৎসরে দিব্য এক মাস এবং একশত বৎসরে দিব্য তিন মাস দশ দিন হয়। দৈব বৎসরাদি গণনার নিয়ম এইরূপেই জানিতে হইবে।

মানবীয় তিনশত ষাট বৎসরে দিব্য এক বৎসর এবং মানবমানের তিন হাজার ত্রিশ বৎসরে সপ্তর্ষিগণের এক বৎসর।

মানবমানের নয় হাজার নব্বই বৎসরে ক্রৌঞ্চ এক বৎসর এবং উক্ত মানের ছত্রিশ হাজার বৎসরে দিব্য এক শত বৎসর।

মনুষ্যের তিন নিযুত ষাটহাজার বৎসরে দিব্য এক হাজার বৎসর। দিব্য প্রমাণ দ্বারা এইরূপই যুগসংখ্যা নিরূপিত হইয়াছে। যুগসংখ্যার কল্পনা সর্ব্বত্রই দিব্য প্রমাণে স্থির হয়।

ভিন্ন ভিন্ন যুগ ও যুগসন্ধির মান।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন,—এই ভারতবর্ষে চারিটী যুগ নিরূপিত হইয়াছে, প্রথম কৃত বা সত্য, দ্বিতীয় ত্রেতা, তৃতীয় দ্বাপর এবং চতুর্থ কলি। এই চারি যুগের মধ্যে সত্য যুগের পরিমাণ চারি হাজার বৎসর। ইহার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ উভয়ই চারিশত বৎসর। ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর। সন্ধ্যা তিনশত ও সন্ধ্যাংশ তিনশত বর্ষ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই হাজার এবং সন্ধ্যা দুই শত ও সন্ধ্যাংশ দুইশত বর্ষ।

কলিযুগের পরিমাণ দুই হাজার বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বর্ষ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের মোট দিব্য পরিমাণ বার হাজার বৎসর।

মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৪৪০০০০ বর্ষ। অন্যান্য যুগেরও মানুষমান উক্ত অনুপাতে স্থির করিতে হইবে। মনুষ্যমানে চারিযুগের মোট পরিমাণ—৪৩২০,০০০ বর্ষ।

বিষ্ণুপুরাণে অভিহিত হইয়াছে, পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, ত্রিংশদ্ অহোরাত্রে শুক্ল কৃষ্ণপক্ষদ্বয়াত্মক মাস, ছয় মাসে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হয়। দক্ষিণ অয়ন দেবগণের রাত্রি এবং উত্তরায়ণ দিবা; সুতরাং মনুষ্য মানের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবা ও রাত্রি। এইরূপ দেবমানের বার হাজার বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ হইয়া থাকে। সুতরাং তিন হাজার বর্ষে এক এক যুগ হয়। প্রতি যুগের পূর্ব্ব সন্ধ্যার পরিমাণ ক্রমে চারি, তিন, দুই ও একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও [illegible]। এইরূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহার চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। (বিষ্ণুপু॰ ১।৩ অ॰)

এই চারিযুগের মধ্যে সৃষ্টির প্রথমে সত্যযুগ, এবং তৎপর ত্রেতা ও দ্বাপর এবং শেষে কলিযুগ হইয়া থাকে। প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের সৃষ্টি ও অন্তিম কলিযুগে সমস্ত উপসংহার করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে পাদমাত্র থাকিবে।

মৈত্রেয় পরাশরের নিকট কলিযুগের মাহাত্ম্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কলিযুগে মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, এই যুগে যাহার যাহা মনে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিবে, এবং আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই উপাসনা করিবে এবং সকলে সকল আশ্রমে অশুদ্ধ ভাবে প্রবেশ করিবে। মনুষ্যগণ ধর্ম্মের জন্য ব্যয় না করিয়া গৃহনির্ম্মাণ ও ভোগসুখে অর্থব্যয় করিবে। স্ত্রীগণ নানাবিধ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। ক্ষীণ সুহৃদের প্রার্থনায় অণুমাত্রও স্বার্থক্ষতি করিবে না। শূদ্রগণ 'ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের কোন বিশেষ নাই' ভাবিয়া গর্ব্বিত হইবে। লোক সকল দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধিদ্বারা নিতান্ত পীড়িত, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ, লোক সকল পাষণ্ড ও অল্পায়ু হইবে। এইযুগে অষ্টম, নবম এবং দশমবর্ষবয়স্ক পুরুষ সহবাসেই পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তমবর্ষবয়স্কা বালিকারা সন্তান প্রসব করিবে। এই সময়ে ১২ বৎসরে বৃদ্ধ এবং ২০ বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এইযুগে জীবের প্রজ্ঞা অল্প, ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি অতিকুৎসিত এবং অন্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে। শ্বশুর ও শাশুড়ী এবং শ্যালক পূজ্য এবং তাহাদের অনুগত হইয়া পিতা মাতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে। যাহার স্ত্রী সুন্দরী, তিনি সুহৃদ্ হইবেন। মেঘ সম্যক্‌বর্ষী না হওয়ায় ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইবে। যাহা কিছু দোষশব্দবাচ্য ও সাধুবিগর্হিত, সেই সমস্তই এই যুগে ধর্ম্ম হইবে। কিন্তু কলিযুগের এই সকল দোষ থাকিলেও একটী মহৎগুণ এই যে, সত্যকালে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে। (বিষ্ণুপু০ ৬।১-২অ০)

দেবী ভাগবতে লিখিত আছে যে, কলিযুগ প্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতীয় আচার, সন্ধ্যাবন্দন ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিবে। চারিবর্ণই স্বকীয় শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ম্লেচ্ছাচারী হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শূদ্রের দাসত্ব, এবং তাহারা পাচক পত্রবাহক প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিবে। পৃথিবী শস্যহীনা, তরুসকল ফলহীন, স্ত্রীগণ পুত্রহীন ও গাভীসকল দুগ্ধশূন্য হইবে। দম্পতীর পরস্পর প্রীতি থাকিবে না। গৃহস্থ সকল সত্যহীন, রাজা প্রতাপশূন্য, প্রজা সকল করভারপীড়িত, নদ, নদী, দীর্ঘিকাদি জলশূন্য, বর্ণচতুষ্টয় ধর্ম্ম ও পুণ্যহীন হইবে। পুরুষ স্ত্রী ও বালক কুৎসিতচরিত্র ও কুৎসিতাকারসম্পন্ন এবং লোকমুখে সর্ব্বদা কুবার্ত্তা ও কুৎসিত শব্দাদি অবস্থান করিবে। কোন কোন গ্রাম ও নগর জনশূন্য হইবে। কলির প্রভাবে বস্তুতঃ এই সকল অনিষ্ট ঘটিবে। দেবভক্তগণ নাস্তিক, পুরবাসিগণ হিংসক, দয়াহীন ও নরঘাতক হইবে। পুরুষ ও স্ত্রীসকল সর্ব্বদাই নিয়ত ব্যাধিযুক্ত ও খর্ব্বাকৃতি হইবে। মানব ১৬ বৎসরে জরাযুক্ত ও ২০ বৎসরে প্রাণত্যাগ করিবে। স্ত্রীগণ ৮ বৎসরেই ঋতুমতী এবং ১৬ বৎসরে বৃদ্ধা এবং অধিকাংশ স্ত্রীই বন্ধ্যা হইবে। চারিবর্ণই কন্যাদি বিক্রয় করিবে। মনুষ্যগণ প্রকাশ্যে মাতা, পত্নী, পুত্রবধূ, ভগিনী ও কন্যা ইহাদের ব্যভিচারলব্ধ ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। হরিনাম বিক্রয় করিয়া মানব অর্থ সঞ্চয় করিবে, মানব কন্যা, পুত্রবধূ, ভগিনী প্রভৃতি সকল অগম্যাগমন করিবে, কেবল মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল স্ত্রীর সহিতই বিহার করিবে, এবং পঙ্‌ক্তিপঙ্‌ক্তীর নির্ণয় থাকিবে না। বেশ্যা, রজস্বলা, বৃদ্ধা ও কুট্টিনী স্ত্রী বিপ্রগণের রন্ধনশালার পাচিকা হইবে। আহারাদির নির্ণয় ও যোনিবিচার কিছুই থাকিবে না। সমস্ত লোক স্ত্রীর বশীভূত এবং প্রতিগৃহেই স্ত্রীগণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। গৃহিণীই গৃহের ঈশ্বরী হইবে। স্ত্রী কন্যাদি ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। সহাধ্যায়িগণের সহিত সদ্ভাবশালিও থাকিবে না। পরিচয় মাত্রই লোকের বন্ধুতা হইবে অন্য কোনরূপ উপকারাদির সংশ্রব পরস্পর থাকিবে না। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত পুরুষ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। এই যুগপ্রভাবে যখন জনসমাজের কোন মাত্র বিভেদ না থাকায় লোক সকল ম্লেচ্ছ হইয়া পড়িবে, তখন ভগবান্ বিষ্ণু কল্কি অবতার হইয়া ইহাদের ধ্বংস করিয়া পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিবেন।

এই সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে ধর্ম্ম পূর্ণ ভাবে বিরাজমান থাকিবেন। জগতে ব্রাহ্মণগণ তপস্বী ও ধার্ম্মিক হইয়া বেদান্ত প্রভৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন। প্রতিগৃহে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ও ধর্ম্মিষ্ঠা হইবে। বিপ্রভক্ত ক্ষত্রিয়গণ রাজা, এবং তাহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী, ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বদা পুণ্যকার্য্যে রত থাকিবেন। বৈশ্য ও শূদ্র তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে। কেহ কিঞ্চিন্মাত্রও পাপানুষ্ঠান করিবে না। সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযুক্ত এবং সকলেরই বুদ্ধি অতি নির্ম্মল হইবে। অধর্ম্মের লেশ মাত্রও থাকিবে না। ধর্ম্ম ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, সুতরাং অতি অল্পমাত্র অধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। দ্বাপরে দ্বিপাদ এই জন্য তখনকার লোকের পাপপুণ্য মিশ্রিত হইবে।

এই রূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৩৬০ যুগ অতীত হইলে দেবগণের এক যুগ হয়। (দেবীভাগবত ৯।৮অ০)

বৃহৎপরাশরসংহিতায় যুগচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানই একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুত্তমম্।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥"

(বৃহৎপরাশর ১ অ০)

চারিযুগের সংহিতানির্ণয়বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,

"কৃতে তু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতম স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥"

(পরাশরস০ ১ অ০)

সত্যযুগে মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্র, ত্রেতায় গৌতমসংহিতা, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিতসংহিতা এবং কলিযুগে পরাশর সংহিতাই ধর্মশাস্ত্র।

সত্যযুগে পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে পতিত হইতে হয়, ত্রেতায় পতিত স্পর্শে, দ্বাপরে পতিতান্ন ভক্ষণে এবং কলিযুগে কর্মদ্বারাই পতিত হইতে হয়। সত্যযুগে যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট যাইয়া দান, ত্রেতায় আহ্বান করিয়া দান, দ্বাপরে প্রার্থনা করিলে দান এবং কলিকালে সেবা করিলে দান করা থাকে। এই সকল দানের মধ্যে যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট যাইয়া দানই উত্তম, আহূত দান মধ্যম, যাচ্যমান দান অধম এবং সেবাদান নিষ্ফল। সত্যযুগে জীবের প্রাণ অস্থিগত, ত্রেতায় মাংসগত, দ্বাপরে রুধিরগত এবং কলিকালে অন্নগত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সত্যযুগে শাপ তৎক্ষণাৎ ফলবান্ হয়, ত্রেতায় দশ দিনে, দ্বাপরে একমাসে এবং কলিতে সম্বৎসরে শাপ ফলিয়া থাকে। কলিযুগে ধর্ম, সত্য, ও আয়ু, চতুর্থাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রতিযুগেই যুগধর্মে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ পূজ্য ও মাননীয়।

"কৃতে সম্ভাষ্য পতিতস্ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে ভক্ষণেঽন্নস্য কলৌ পততি কর্ম্মণা ॥
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচ্যমানস্তু সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥
অভিগম্যোত্তমং দানং আহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচ্যমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলম্ ॥
কৃতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমেব চ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলৌ অন্নাদ্যমেব চ ॥
কৃতে তাৎক্ষণিকঃ শাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দিনৈঃ।
মাসেন দ্বাপরে জ্ঞেয়ঃ কলৌ সম্বৎসরেণ তু।
যুগে যুগেষু যেঃধর্মাস্তেষু ধর্মেষু যে দ্বিজাঃ ॥
তে দ্বিজা নাবমন্তব্যা যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ।
ধর্মশ্চ সত্যমায়ুশ্চ তুর্য্যাংশেন কলৌ যুগে ॥"

(বৃহৎপরাশর স০ ১ অ০)

মনুতে লিখিত আছে, যে, সত্যযুগে চারিশতবর্ষ পরমায়ু, ত্রেতায় তিনশত, দ্বাপরে দুইশত, এবং কলিতে শতবৎসর পরমায়ু। সত্যযুগে লোক সকল অরোগী এবং সকল বিষয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ত্রেতাদি যুগে এই সকল পাদপাদহীন জানিতে হইবে। শ্রুতিতে 'পুরুষ শতায়ুঃ' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে,কিন্তু সত্যযুগে চারিশত,ও ত্রেতায় তিনশত বৎসর পরমায়ু হইবে, এইরূপ হইলে শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু শত শব্দের অর্থ কলিপর অর্থাৎ কলিযুগে জীবের শতবর্ষ পরমায়ু হইবে, কিন্তু বহুত্বপর এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে আর বিরোধ হয় না।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ ॥" (মনু ১।৮৩)

'শতায়ুর্বৈপুরুষ ইত্যাদি শ্রুতৌ তু শতশব্দো বহুত্বপরঃ কলিপরো বা' (কুল্লূক)

এই যে আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুকৃতি বা দুষ্কৃতি বশে ইহারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মার আয়ু বৃদ্ধি, এবং পাপীর আয়ুর হ্রাস হয়।

"তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥" (মনু ১।৮৬)

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, এবং কলিযুগে দানই একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

"ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমধ্বরঃ।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥"

(কূর্ম্মপু০ ২৮ অ০)

সত্যযুগে ধ্যান যজ্ঞ, ত্রেতায় জ্ঞানযজ্ঞ, দ্বাপরে কর্ম্মযজ্ঞ এবং কলিযুগে এক মাত্র দানযজ্ঞই প্রধান ধর্ম্ম। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করিবার জন্য চারি যুগে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সত্যযুগে সর্ব্বভূতহিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে চক্রবর্ত্তী স্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন। দ্বাপরে বেদব্যাসরূপ ধারণ করিয়া এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত ও পশ্চাৎ শত শাখায় বহুলীকৃত করেন, এবং পুনর্ব্বার উহাকে অনেক অংশে বিভাগ করিয়া দেন। কলিযুগের শেষে কল্কিরূপ গ্রহণ করিয়া দুর্বৃত্তদিগকে সৎপথে আনয়ন করেন। (বিষ্ণুপু০ ৩২ অ০)

বৃহৎসংহিতায় যুগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,— প্রভবাদি ষষ্টিসম্বৎসরে ১২টী যুগ হয়, সুতরাং ৬০ বৎসরে ১২টী যুগ হইলে প্রতি পাঁচ বৎসর করিয়া এক একটী যুগ হইয়া

থাকে। এই দ্বাদশ যুগের দ্বাদশ জন অধিপতি আছেন। এই অধিপতিগণের নাম যথা—বিষ্ণু, সুরেজ্য, বলভিদ্‌, অগ্নি, ত্বষ্টা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদ, পিতৃগণ, বিশ্ব, সোম, শক্রানিল, অশ্বি ও ভগ। এই যুগাধিপতিগণের নামানুসারে যুগ সকলের নাম হয়। যথা নারায়ণযুগ, বৃহস্পতিযুগ, ইন্দ্রযুগ ইত্যাদি।

পাঁচ পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই যুগের অন্তর্বর্ত্তী পাঁচ পাঁচ বৎসরের আবার ৫টী করিয়া সংজ্ঞা আছে, ইহাদের, নাম যথা—১ সংবৎসর, ২ পরিবৎসর, ৩ ইদাবৎসর, ৪ অনুবৎসর, ৫ ইদ্বৎসর, অধিপতি যথা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রজাপতি, ও মহাদেব।

পূর্ব্বে যে ১২টী যুগের কথা বলা হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রথম চারিটী যুগ, যাহাদিগের অধিপতি বিষ্ণু, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও অনল এই চারি যুগই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তৎপরবর্ত্তী চারিটী যুগ মধ্যম এবং শেষ চারিটী যুগ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। প্রথম বিষ্ণু যুগ। বৃহস্পতি যে সময় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের প্রথমাংশ প্রাপ্ত হইয়া মাঘ মাসে উদিত হন, তখনই প্রভা নামক বৎসর আরম্ভ হয়। এই বৎসর প্রাণিগণের হিতকারক। দ্বিতীয় বর্ষের নাম বিভব, তৃতীয় শুক্ল, চতুর্থ প্রমোদ এবং পঞ্চম বৎসরের নাম প্রজাপতি। এই বৎসর সকল উত্তরোত্তর শুভপ্রদ। এই সকল বৎসর রাজগণ পৃথিবীকে এরূপভাবে শাসন করেন যে, তাঁহাদিগের শাসনগুণে পৃথিবী শালী, ইক্ষু, ও যবাদি শস্য সকলের নিষ্পাদনকারিণী এবং জনসমূহ ভয়শূন্য ও শত্রুতাবিহীন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ বৃহস্পতি যুগে যে পাঁচটী বৎসর, তাহাদের নাম অঙ্গিরা, শ্রীমুখ, ভাব, যুবা ও ধাতা, তন্মধ্যে প্রথম তিনটী বৎসর অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। অপর দুইটা স্বভাবাপন্ন, অঙ্গিরা আদি তিনটী বর্ষে দেবগণ উত্তমরূপ সুবৃষ্টি করেন এবং লোকগণ নিরাতঙ্ক ও নির্ভয় হয়। শেষ দুইটী বৎসরে যদিও সমভাবে সুবৃষ্টি হয়, কিন্তু রোগ ও সমর হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির বিচরণ বশে ঐন্দ্রনামক যে তৃতীয় যুগ প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রথম বর্ষের নাম ঈশ্বর, দ্বিতীয় বহুধান্য, তৃতীয় প্রমাথী, চতুর্থ বিক্রম, এবং পঞ্চম বৃষ। ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ শুভপ্রদ, এমন কি প্রজাদিগের সম্বন্ধে যেন সত্যযুগের অনুকরণ করে। প্রমাথীবর্ষ অত্যন্ত পাপদায়ক। বিক্রম ও বৃষ নামক বর্ষ সুভিক্ষপ্রদ হইলেও এই বর্ষে রোগ ও ভয়াদি হইয়া থাকে।

চতুর্থ হুতাশ নামক যুগের প্রথম বর্ষের নাম চিত্রভানু, এই বৎসর উৎকৃষ্ট ফলদাতা। দ্বিতীয় বর্ষের নাম সুভানু, ইহা মধ্যফলবিশিষ্ট। তৃতীয় বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। চতুর্থ বৎসরের নাম পার্থিব, এই বৎসর পৃথিবী শস্যশালিনী হয়। পঞ্চম বর্ষের নাম ব্যয়, এই বর্ষে প্রাণিগণ কামোদ্দীপ্ত ও উৎসবাকুল হইয়া শোভা পায়।

ত্বাষ্ট্র নামক পঞ্চম যুগের প্রথম বর্ষের নাম সর্ব্বজিৎ, দ্বিতীয় সর্ব্বধারী, তৃতীয় বিরোধী, চতুর্থ বিকৃত, এবং পঞ্চম খর। এই পাঁচটীর মধ্যে দ্বিতীয় বর্ষটী মঙ্গলকারক, এবং অবশিষ্ট গুলি ভয়ের কারণ জানিতে হইবে।

প্রোষ্ঠপদ নামক ষষ্ঠ যুগে প্রথম বৎসরের নাম নন্দন, দ্বিতীয় বিজয়, তৃতীয় জয়, চতুর্থ মন্মথ এবং পঞ্চম দুর্মুখ। এই পাঁচটী বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি তিনটী উৎকৃষ্ট, মন্মথ বৎসর সমফলী এবং পঞ্চম অত্যন্ত হেয়।

সপ্তম পিতৃযুগের প্রথমবর্ষ হেমলম্ব, দ্বিতীয় বিলম্বী, তৃতীয় বিকারী, চতুর্থ শর্ব্বরী এবং পঞ্চম প্লব, ইহার প্রথমবর্ষে ঈতিভয় ও ঝঞ্ঝাবিশিষ্ট বারিবর্ষণ, দ্বিতীয় বর্ষে শস্যবৃষ্টি অল্প, তৃতীয়বর্ষে অতিশয় উদ্বেগ ও অত্যন্ত উৎপাত, চতুর্থবর্ষে দুর্ভিক্ষ ও ভয় এবং পঞ্চমে সুবৃষ্টি ও শুভ হইয়া থাকে।

অষ্টম বৈশ্বযুগের প্রথম বর্ষের নাম শোভকৃৎ, দ্বিতীয় শুভকৃৎ, তৃতীয় ক্রোধী, চতুর্থ বিশ্বাবসু এবং পঞ্চম পরাভব। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর প্রজাদিগের প্রীতিকারক। তৃতীয় বৎসর বহুদোষপ্রদ, এবং অবশিষ্ট দুইটী বৎসর সমফলী, কিন্তু পরাভববর্ষে অগ্নি, শস্ত্র, রোগ, পীড়া এবং ব্রাহ্মণ ও গো সকলের ভয় হয়।

নবম সোম্য যুগের প্রথম বৎসরের নাম প্লবঙ্গ, দ্বিতীয় কীলক, তৃতীয় সৌম্য, চতুর্থ সাধারণ, ও পঞ্চম রোধকৃৎ। ইহাদের মধ্যে কীলক ও সৌম্য বৎসর অত্যন্ত শুভপ্রদ। প্লবঙ্গ বৎসরে প্রজাদিগের অত্যন্ত কষ্ট, সাধারণ বৎসরে সামান্য বৃষ্টি ও ঈতিভয় হয়। রোধকৃৎ বৎসরে সুবৃষ্টি ও পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়া থাকে।

দশম শক্রাগ্নিদৈবতযুগের প্রথম বৎসরের নাম পরিধাবী, ২য় প্রমাদী, ৩য় আনন্দ, ৪র্থ রাক্ষস এবং ৫ম অনল। তন্মধ্যে পরিধাবী নামক বৎসরে মধ্যদেশ নাশ, রাজার হানি, সামান্য বৃষ্টি ও অগ্নিভয় হয়। প্রমাদী বৎসরে লোক সকল অত্যন্ত অলস এবং নানাপ্রকার বিপ্লব ঘটে। আনন্দবর্ষ আনন্দদায়ক এবং রাক্ষস ও অনলবৎসর ক্ষয়জনক।

একাদশ অশ্বিনামকযুগের প্রথমবৎসরের নাম পিঙ্গল, ২য় কালযুক্ত, ৩য় সিদ্ধার্থ, ৪র্থ রৌদ্র এবং ৫ম দুর্ম্মতি। ইহার প্রথমবর্ষে অত্যন্ত বৃষ্টি, চৌরভয়, শ্বাস ও কাস হয়। কালযুক্তবর্ষ অত্যন্ত রোগকারী, সিদ্ধার্থ বর্ষ শুভফলপ্রদ, রৌদ্র বৎসর অশুভফলপ্রদ, এবং দুর্ম্মতি বৎসর মধ্যফলী হইয়া থাকে।

দ্বাদশ ভগাধিদৈবতযুগের প্রথম বর্ষের নাম দুন্দুভি, ২য় উদ্গারী, ৩য় রক্তাক্ষ, ৪র্থ ক্রোধ এবং ৫ম ক্ষয়। ইহার মধ্যে প্রথম বর্ষ শুভফলপ্রদ, দ্বিতীয় বর্ষে রাজার ক্ষয় ও অসমান বৃষ্টি, তৃতীয় বৎসরে দংষ্ট্রিজন্তু ভয় ও রোগ, চতুর্থ বর্ষে যুদ্ধাদি দ্বারা রাজনাশ, পঞ্চম ক্ষয় নামক বর্ষে ক্ষয় হয়, এই বৎসর ব্রাহ্মণদিগের ভীতিপ্রদ ও কৃষীবলের বৃদ্ধিকারী এবং পরধনাপহারী বৈশ্য ও শূদ্রগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিত ৮অ০)

যুজ্যতে বলীবর্দ্দো অস্মিন্নিতি। ৫ রথহলাদ্যঙ্গ। চলিত জোয়ালি। "নাবেব নঃ পারয়তং যুগেব" (ঋক্ ২।৩৯।৪) (সায়ণ) 'যুগা ইব যথা রথস্য যুগে নভ্যেব' যথা চ রথচক্রনাভি ফলকে। যুগ্যাদ্গত যানাঙ্গ, রথ, শকট, লাঙ্গল প্রভৃতির অঙ্গবিশেষ।

যুগকীলক (পুং) যুগস্য কীলকঃ। যুগকাষ্ঠের কীলক। চলিত জোয়ালের খিল, পর্য্যায় শম্যা। (অমর)

যুগক্ষয় (পুং) যুগস্য ক্ষয়ঃ। যুগের ক্ষয়, যুগের নাশ।

যুগচ্ছদ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত আপটাগাছ। (বৈদ্যকনি০)

যুগন্ধর (পুং) যুগং ধারয়তীতি ধারি (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজিধারিসহিতপিদমঃ। পা ৩।২।৪৬) ইতি খচ্, ততো মুম্। কুবর, যুগকাষ্ঠ যে কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে, গাড়ীর বোম, লাঙ্গলের ঈষ প্রভৃতি। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

"নিষধো মাল্যবান্ বিন্ধ্যো হেমকুটো যুগন্ধরঃ।"(শব্দরত্না০)

৩ বৃষ্ণিপুত্র, ইনি সাত্যকির পৌত্র। (হরিবংশ ১৬০।৩১)

যুগপ (পুং) গন্ধর্ব্ব। (ভারত ১।১৩৩।৫৩)

যুগপত্র (পুং) যুগং পত্রমস্য। ১ কোবিদারবৃক্ষ। (হেম) ২ যুগ্মপর্ণ বৃক্ষমাত্র। স্বার্থে-কন্।

যুগপত্রিকা (স্ত্রী) যুগং পত্রমস্যাঃ, কপ্-টাপ্, অকারস্যেত্বং। শিংশপাবৃক্ষ। (ত্রিকা০)

যুগপদ্ (অব্য০) যুগমিব পদ্যতে পদ-ক্বিপ্। একদা, এককালীন, একেবারে।

"কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশং॥" (ভাগবত ৩৬।২)

যুগপার্শ্বগ (পুং) যুগস্য পার্শ্বং গচ্ছতীতি গম-ড। অভ্যাসার্থ লাঙ্গলপার্শ্ববদ্ধ গো, চলিত পাটে বাঁধা গরু।

যুগমাত্র (ক্লী) যুগং মাত্রা যস্য। যুগপরিমাণ, হস্তচতুষ্ক, চারিহস্ত পরিমাণ।

যুগল (ক্লী) যুজ্যতে পরস্পরং সংগচ্ছত ইতি যুজ, 'বৃষাদিভ্যঃ কলচ্' ইত্যাদিনাং কুত্বং। যুগ্ম, জোড়া।

যুগলক (ক্লী) যুগ্মক। যে দুইটী শ্লোকে কোন বিষয়ের পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে।

যুগলমন্ত্র (পুং) যুগলাখ্যো মন্ত্রঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্র।

"ইদং রহস্যং পরমং লক্ষ্মীনারায়ণাহ্বয়ম্।
রাজংস্তবাপি বক্ষ্যামি প্রপত্তিং শরণাগতিম্॥
যস্মাৎ পরতরো মন্ত্রো নাস্তি সত্যং ব্রবীমি তে।
যস্মাৎ পরতরো ধর্ম্মো নাস্তি লোকেষু কশ্চন॥
সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং মধ্যে যুগলসংজ্ঞকম্।
মন্ত্রং হি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং কৃষ্ণজপ্যমনুত্তমম্॥
সর্ব্বতো যুগলং মন্ত্রং কার্য্যং পরতরং নৃপ।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং জাতু জ্ঞেয়ং তত্ত্বদুপাসকৈঃ॥"
(পাদ্মোত্তরখ০ ২৫ অ০)

যুগলাখ্য (পুং) যুগলমিব আখ্যা যস্য। বর্ব্বরকবৃক্ষ, চলিত বাবলাগাছ। (রাজনি০) (ত্রি) ২ যুগ্মনামক।

যুগবাহু (ত্রি) দীর্ঘবাহু। যুগবদায়ত বাহু।

যুগাংশক (পুং) যুগস্য অংশকঃ ক্ষুদ্রাংশ ইতি। ১ বৎসর। (হারাবলী) ২ যুগবিভাজক।

যুগাক্ষিগন্ধা (স্ত্রী) বৃদ্ধদারকলতা, বীজতাড়ক। (পর্য্যায়মু০)

যুগাদি (পুং) যুগের আদি। সৃষ্টির প্রারম্ভ।

যুগাদিকৃৎ (পুং) শিব।

যুগাদিজিন (পুং) যুগের আদিতে যে জিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষভ।

যুগাদিজিন শ্রী, ঋষভদেবের নামান্তর।

যুগাদীশ (পুং) ঋষভদেব।

যুগাদ্যা (স্ত্রী) যুগস্য আদ্যা আদিভূতা। যুগারম্ভতিথি, যে তিথিতে প্রথম যুগারম্ভ হইয়াছিল, তাহাকে যুগাদ্যা কহে।

বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অতএব ঐ তিথি যুগাদ্যা, এইরূপ কার্ত্তিকমাসের শুক্লা নবমীতে ত্রেতাযুগ, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে দ্বাপরযুগ, এবং পৌষমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত, সুতরাং এইসকল যুগপ্রবর্ত্তিকা তিথি যুগাদ্যা। এই তিথিতে তিথিকৃত্য বিষয়ে তিথি যুগ্মতা নাই, যে দিন এই তিথিতে রবি উদিত হইবে, সেই দিনই তিথিকৃত্য হইবে। এই তিথি অনন্তপুণ্যজনক, ইহাতে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিলে অনন্ত ফলদায়ক হয় এবং পাপাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহাও অনন্তফলপ্রদ হয়। অতএব এই তিথিতে কদাচ পাপাদির অনুষ্ঠান করিবে না।

"বৈশাখে শুক্লপক্ষেতু তৃতীয়ায়াং কৃতং যুগম্।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতাখ নবমেহহনি॥
অথ ভাদ্রপদে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাম্ভ দ্বাপরম্।
মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতম্॥

যুগারম্ভাস্ত তিথয়ো যুগাদ্যাস্তেন বিশ্রুতাঃ ॥
এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ।
উপপ্লবে চন্দ্রমসো রবেশ্চ ত্রিষষ্টকাস্বপ্যয়নদ্বয়ে চ ॥
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥
যুগাদ্যাবর্ষবৃদ্ধিশ্চ সপ্তমী পার্ব্বতী প্রিয়া।
রবেরুদয়মীক্ষ্যন্তে ন তত্র তিথিযুগ্মতা ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যুগাধ্যক্ষ (পুং) যুগস্য অধ্যক্ষঃ। ১ প্রজাপতি, যুগাধিপতি। ২ শিব।

যুগান্ত (পুং) যুগানামন্তো যত্র, যুগানামন্তো বা। ১ প্রলয়। প্রলয়ে যুগ ধ্বংস হয়, এইজন্য উহাকে যুগান্ত কহে। ২ যুগশেষ।

যুগান্তক (পুং) যুগান্ত এব স্বার্থে কন্। প্রলয়কাল।

যুগান্তর (ক্লী) অন্যৎ যুগং যুগান্তরং। অপর যুগ, ভিন্ন যুগ।

যুগিন্ (ত্রি) দুইখানি।

যুগেশ (পুং) যুগস্য ঈশঃ। যুগের অধিপতি। (বৃহৎস০ ৮।২৩)

যুগোরস্থ, সৈন্যসমাবেশভেদ। সেনা সাজাইবার প্রকারভেদ।

যুগ্ম (ক্লী) যুজ্যতে ইতি যুজ্ (যুজিরুচিতিজাংকুশ্চ। উণ্ ১।১৪৫) ইতি মক্। ১ দ্বয়, জোড়া। পর্য্যায়—দ্বন্দ্ব, যুগল, যুগ। (অমর) ২ মিলন, দুই দুই তিথির মিলনকে তিথিযুগ্ম কহে, তিথির ব্যবস্থা বিষয়ে প্রথমেই যুগ্মাদর দেখিয়া তিথির ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে, কোন তিথির সহিত কোন তিথির যুগ্মত্ব আছে, তাহার বিষয় তিথিতত্ত্বে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়া তিথির সহিত তৃতীয়া, এইরূপ চতুর্থীর সহিত পঞ্চমীর, ষষ্ঠীর সহিত সপ্তমীর, অষ্টমীর সহিত নবমীর, একাদশীর সহিত দ্বাদশীর, চতুর্দ্দশীর সহিত পৌর্ণমাসীর এবং প্রতিপদের সহিত অমাবস্যার যে মিলন, তাহাকে যুগ্ম কহে। এইরূপে তিথিযুগ্ম স্থির করিয়া তৎপরে তৎকৃত্যাদির বিষয় নির্ণয় করিতে হয়।

"যুগ্মাগ্নিকৃতভূতানি ষণ্মুন্যোর্বসুরন্ধ্রয়োঃ।
রুদ্রেণ দ্বাদশীযুক্তা চতুর্দ্দশ্যাথ পূর্ণিমা ॥
প্রতিপদাপ্যমাবাস্যা তিথ্যোর্যুগ্মং মহাফলম্।
এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥"

'দ্বিতীয়াতৃতীয়য়োশ্চতুর্থীপঞ্চম্যোঃ ষষ্ঠীসপ্তম্যোঃ অষ্টমীনবম্যোরেকাদশীদ্বাদশ্যোঃ চতুর্দ্দশীপৌর্ণমাস্যোঃ প্রতিপদমাবাস্যয়োর্যুগ্মং মেলনং' (তিথিতত্ত্ব)

৩ দ্বয়বিশিষ্ট। (মনু ৩। ৪৮) ৪ মিথুনরাশি। ৫ দুই শ্লোকের সম্বন্ধ, যে স্থলে দুই শ্লোকে অন্বয় একত্র হয়, তাহাকে যুগ্ম কহে।

"দ্বাভ্যাং যুগ্মমিতি প্রোক্তং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকম্।
কলাপকং চতুর্ভিঃ স্যাত্তদূর্দ্ধং কুলকং স্মৃতম্ ॥" (সাহিত্যদ০)

যুগ্মক (ত্রি) দুইটী শ্লোক, যাহার একটী ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয় করা হইয়াছে।

যুগ্মকণ্টকা (স্ত্রী) বদরীবৃক্ষ, কুলগাছ। (মদনপাল)

যুগ্মজ (পুং) যুগ্মং জায়তে জন-ড। যুগ্মজাতি, যমজ।

যুগ্মৎ (ত্রি) সমান। (শতপথব্রা০ ৯।৩।৩।৫)

যুগ্মধর্ম্মন্ (ত্রি) ১ মিলনশীল। ২ মিথুনধর্ম্মী।

যুগ্মন্ (ত্রি) যুগ্ম, জোড়া। (শতপথব্রা০ ৯।৩।৩।৪)

যুগ্মপত্র (পুং) যুগ্মং পত্রমস্য। ১ রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। (রত্নমালা) ২ ভূর্জবৃক্ষ। ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০) (ক্লী) যুগ্মং পত্রং। ৪ যুগলপর্ণ। স্বার্থে-ক। যুগ্মপত্রক।

যুগ্মপত্রিকা (স্ত্রী) যুগ্মং পত্রমস্যাঃ (শেষাদ্বিভাষা। পা ৫।৪।১৫৪) ইতি কপ্, টাপি অত-ইত্বং। শিংশপাবৃক্ষ। (শব্দরত্না০)

যুগ্মপর্ণ (পুং) যুগ্মং পর্ণমস্য। ১ কোবিদারবৃক্ষ। ২ সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (রাজনি০) স্ত্রিয়াং টাপ্। যুগ্মপর্ণা বৃশ্চিকালীক্ষুপ। (শব্দ০ চি০) (ক্লী) যুগ্মং পর্ণং। ৩ যুগলপত্র।

যুগ্মফলা (স্ত্রী) যুগ্মং ফলমস্যাঃ। ১ ইন্দ্রচির্ভিটী, ইন্দীবরালতা। ২ বৃশ্চিকালীলতা, চলিত বিছুটীলতা। (রাজনি০) ৩ গন্ধিকা। (রত্নমালা)

যুগ্মফলিনী (স্ত্রী) হুণ্ডিকা, চলিত খিরুই। (পর্য্যায়মুক্তা০)

যুগ্মফলোত্তম (পুং) ফলভেদ (Asclepias Rosea)

যুগ্মবিপুলা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

যুগ্মাঞ্জন (ক্লী) যুগ্মং অঞ্জনং কর্ম্মধা০। অঞ্জনদ্বয়। স্রোতোঽঞ্জন এবং সৌবীরাঞ্জন। (বাভট)

যুগ্মাদর (পুং) যুগ্মস্য আদরঃ। তিথিবিশেষ যোগ দ্বারা তিথিখণ্ড বিশেষের আদর।

তিথির ব্যবস্থা স্থলে যুগ্মাদর দ্বারাই তিথির ব্যবস্থা স্থির করিতে হয়। যেরূপ দ্বিতীয়া তিথির সহিত তৃতীয়া তিথির যুগ্মত্ব আছে, কিন্তু প্রতিপদের সহিত দ্বিতীয়ার যুগ্মত্ব নাই, সুতরাং প্রতিপদ্‌যুক্তা দ্বিতীয়া আদরণীয়া নহে, কিন্তু দ্বিতীয়া যুক্তা তৃতীয়া আদরণীয়া, এইরূপ যে তিথির সহিত যে তিথির যুগ্মতা আছে, তাহাই গ্রহণীয়, এইজন্য উহাকে 'যুগ্মাদর' কহে। [যুগ্ম দেখ]

যুগ্মাদরণ (ক্লী) যুগ্মস্য আদরণং। যুগ্মতিথিপূজ্যতা।

"ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যুগ্মিন্ (ত্রি) যুগ্ম সম্বন্ধীয়।

যুগ্য (ক্লী) যুগায় হিতং যুগ (উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২)

ইতি যৎ, যুগমর্হতীতি বা 'দণ্ডাদিভ্যঃ যৎ, যদ্বা যুজ্যতে ইতি যুজ্ (যুগ্যাঞ্চ পত্রে। পা ৩।১।১২১) ইতি ক্যবন্তো নিপাতিতঃ। ২ বাহন, যান।

"যজ্ঞাপবর্ত্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য তু।

তত্র স্বামী ভবেদ্দণ্ড্যো হিংসায়াং দ্বিশতং দমম্॥"(মনু ৮।২৯৩)

(পুং) যুগং বহতীতি যুগ্য (তদ্বহতি রথযুগপ্রাসঙ্গং। পা ৪।৪।৭৬) ইতি যৎ। ২ যুগবোড়া, যুগবাহী পশু।

যুগ্যবাহ (পুং) অশ্বচালক। স্যন্দোয়ান।

যুঙ্গিন্ (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। গঙ্গাপুত্রের কন্যা এবং বেশধারীর ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।

বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ ব্রহ্মখ॰)

যুচ্ছ্, প্রমাদ, অনবধানতা, ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ যুচ্ছতি। লোট্ যুচ্ছতু। লিট্ যুযুচ্ছ। লুট্ যুচ্ছিতা। লুঙ্ অযুচ্ছীৎ।

যুজ্, যোগ, যুক্তি। রুধাদি॰ উভয়॰ সক॰ অনিট্। লট্ যুনক্তি, যুঙ্ক্তঃ, যুঞ্জন্তি। যুঙ্ক্তে। লোট্-হি যুঙ্ গ্ধি। আনি যুনজানি। ঘ-যুঙ্ক্ত। লিঙ্ যুঞ্জ্যাৎ, যুঞ্জীত। লুঙ্ অযুনক্, অযুঙ্ক্ত, অযুঞ্জাতাং অযুঞ্জত। লিট্ যুযোজ, যুযুজে। লুট্ যোক্তা। লৃট্ যোক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অযুজৎ, অযৌক্ষীৎ, অযুক্ত। কর্ম্মণি লট্ যুজ্যতে। লুঙ্ অযোজি সন্ যুযুক্ষতি-তে যঙ্ যোযুজ্যতে। যঙ্ লুক্ যোযুজীতি, যোযোক্তি।

যুজ—২ সংযম, বন্ধন চুরাদি॰ পক্ষে ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। যোজয়তি, যোজতি। লুঙ্ অযূযুজৎ। অযোজীৎ। যুজ ৩ নিন্দা। চুরাদি॰ আত্মনে॰ সক॰ সেট্। যোজয়তে। যুজ ৪ সমাধি। দিবাদি॰ আত্মনে॰ অক॰ অনিট্। লট্ নিযুজ্যতে।

অনু+যুজ=অনুযোগ। প্রশ্ন। অভি+যুজ্=অভিযোগ। আ+যুজ=সংযমন। প্রশংসা। উদ্+যুজ=উদ্যোগ। উপ+যুজ=উপযোগ। ভোগ। সেবা। নি+যুজ=নিয়োগ। প্রেরণ। প্র+যুজ=প্রয়োগ, প্রেরণ। উল্লেখ। উদাহরণ। অর্পণ। অনুপ্র+যুজ=পশ্চাদ্প্রয়োগ। বিপ্র+যুজ=বিপ্র-যোগ। বিয়োগ। বি+যুজ=বিয়োগ। সন্+যুজ=সংযোগ।

যুজ্, (ত্রি) যুজ—যোগে কিন্। ১ যোগকর্তা। মেলনকর্ত্তা।

"গুহায়াং নিরগাবাক্তী সিংহো মৃগমিব স্রাজন্।

ভ্রাতরং যুঙ্ক্ ভিন্নং ন্যায়ো যোকেন্যাপুরযান্নিনঃ॥" (ভট্টি ৩।১১৮)

যুজ্ শব্দের প্রথমার একবচনে 'যুঙ্' এইরূপ পদ হয়। ২ যুগ্ম, জোড়া। ৩ সম, ইহা ছন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদস্থ।

"বিষমে যদি সৌ সলগা দলে ভৌ যুজি ভাদ্ গুরুকাবুপচিত্রং।"

(ছন্দোমঞ্জরী ৩১)

(পুং) ৪ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই অর্থে এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত, 'যুজৌ' এইরূপ পদ হইবে। (ত্রিকা॰)

যুক্ত (ত্রি) ১ সংযুক্ত। ২ যোগ করার যোগ্য। ৩ সংযোগ। ৪ সামভেদ।

যুঞ্জক (ত্রি) যুক্ত। কার্য্যনিযুক্ত।

যুঞ্জন্ধ (স্ত্রী) স্নানভেদ।

যুঞ্জবৎ (পুং) পর্ব্বতভেদ, পাঠান্তর মুঞ্জবান্। (মার্ক॰পু॰ ১৩০।৩২)

যুঞ্জাতক (পুং) বৃক্ষবিশেষ। ইহার গুণ—বলকর, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, তর্পণ, বৃংহণ, বাতপিত্তনাশক, স্বাদু ও বৃষ্য। (চরকসূ॰২৭অ॰)

যুঞ্জান (পুং) যুজ-শানচ্। ১ সারথি। ২ বিপ্র। (মেদিনী), ৩ যোগিবিশেষ। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, যুক্ত ও যুঞ্জানভেদে যোগী দুই প্রকার। এই যুঞ্জান যোগী চিন্তা করিলে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমাধি অবলম্বন করিয়া সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকেন।

"যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।

যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ॥" (ভাষাপরি॰ ৬৫)

'চিন্তা ধ্যানং তদেব, কারণং তৎসহকারাৎ স্থূলসূক্ষ্মব্যব-হিতবিপ্রকৃষ্টান্ অর্থান্ মনঃ প্রত্যক্ষীকরোতি।' এই যুঞ্জান যোগী ধ্যানস্থ হইয়া সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারেন, কিন্তু যুক্ত যোগীর আর ধ্যানের আবশ্যক করে না। [যুক্ত দেখ]

যুঞ্জানক (ত্রি) যোগীভেদ। [যুঞ্জান দেখ]

যুঝা (দেশজ) যুদ্ধ করা।

যুটি (দেশজ) পরস্পর একত্র মিলিত করা।

যুড়াই (দেশজ) শান্তি লাভ করি, আনন্দ লাভ করি।

যুড়ান (দেশজ) শান্তি লাভ করা, সুখ প্রাপ্ত হওয়া।

যুড়ি (দেশজ) ১ জোড়া, একত্র করা, সেলাই করা। ২ যুগ্ম, যথা যুড়ি গাড়ী।

যুড়িয়াধান (দেশজ) ধান্যভেদ।

যুৎ (স্ত্রী) যুত-ক্বিপ্। দীপ্তি।

যুত, দীপ্তি। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ অক॰ সেট্। লট্ যোততে। লুঙ্ অযোতিষ্ট। ণিচ্ যোতয়তি। লুঙ্ অযূযুতৎ।

যুত (ত্রি) যু-ক্ত। ১ অন্তঃপুরচর। (মেদিনী) (ত্রি) ২ যুক্ত, অপৃথগ্ভূত, মিলিত।

"শ্রীর্ভিন্নং তান্দেশনয়ামিহোচৈঃ,

সে যেঃ স্নিগ্ধংশীধু পুস্পাণি সঙ্গঃ॥" (ভট্টি ৯।১৯)

৩ হস্তীকে পদাঘাত।

যুতক (ক্লী) যুত-ক। ১ সংশয়। ২ যুগ। ৩ নারীবস্ত্রাঞ্চল। ৪ যুক্ত। ৫ চলনাগ্র। ৬ যৌতুক। ৭ মৈত্রীকরণ। (শব্দরত্না°) ৮ স্ত্রীবস্ত্রভেদ। (হেম) ৯ সংশ্রয়। ১০ শূর্পাগ্র।

যুতদ্বেষস্ (ত্রি) পৃথক্কৃতশত্রুক। (ঋক্ [illegible])

যুতবেধ (পুং) চন্দ্রের সহিত পাপগ্রহের যোগ হইলে তাহাকে যুতবেধ কহে। পাপগ্রহের সপ্তমে চন্দ্র থাকিলে অথবা চন্দ্র পাপযুক্ত হইলে যুতবেধ হয়, যুতবেধে বিবাহ ও যাত্রাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। [যামিত্র শব্দ দেখ]

যুতা (হিন্দী) বিমাতা।

যুতি (স্ত্রী) যু-ক্তিন্। যোগ, মিলন।

যুৎকার (ত্রি) যুদ্ধকারী। "জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা" (ঋক্ ১০।১০৩।২) 'যুৎকারেণ যুদ্ধকারিণা' (সায়ণ)

যুদ্ধ (ক্লী) যুধ্যতে ইতি যুধ ভাবে ক্ত। যোধন, চলিত লড়াই। পর্য্যায়—আয়োধন, জন্য, প্রধন, প্রবিদারণ, মৃধ, আস্কন্দন, সংখ্য, সমীক, সাম্পরায়িক, সমর, অনীক, রণ, কলহ, বিগ্রহ, সংপ্রহার, অভিসম্পাত, কলি, সংস্ফোট, সংযুগ, অভ্যামর্দ্দ, সমাঘাত, সংগ্রাম, অভ্যাগম, আহব, সমুদায়, সংযৎ, সমিতি, আজি, সমিৎ, যুধ্, সংরাব, আনাহ, সম্পরায়ক, বিদার, দারণ, সংবিৎ, সম্পরায়, তীক্ষ্ণ, অবরোধ, বলজ, আমর্দ্দ, অভিমর, সমুদয়। (জটাধর)

বৈদিক পর্য্যায়—রণ, বিবাক্, বিখাদ, নদনু, ভর, আক্রন্দ, আহব, আজি, পৃতনাজ্য, অভীক, সমীক, মমসত্য, নেমধিতা, সঙ্ক, সমিতি, সমন, মীড়্‌হ, পৃতনা, স্পৃধ, মৃধ, পৃৎসু, সমৎসু, সমর্য্য, সমরণ, সমোহ, সমিথ, সঙ্খ, সঙ্গ, সংযুগ, সঙ্গথ, সঙ্গম, বৃত্রতূর্য্য, পৃক্ষ, আণি, শূরসাতি, সমনীক, খল, খজ, পৌংস্য, মহাধন, বাজ, অজ্ম (অজ্মন্), সদ্ম, সংযৎ, সংবত এই ৪৬টী যুদ্ধের পর্য্যায়। (বেদনি° ২।১৭)

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে, যুদ্ধে নিম্নোক্ত বিষয় সকল বর্ণনা করিতে হয়। যথা—চর্ম্ম, বর্ম্ম, বল, চয়, ধূলি, তূর্য্যধ্বনি, সিংহনাদ, শবমণ্ডল, রক্তনদী, ছিন্নছত্র, রথ, চামর, হস্তী, অশ্ব, কেতু, বিদীর্ণকুম্ভকহস্তিকুম্ভমুক্তা, ব্যূহরচনাবস্থিত সেনা ও সুরপুষ্পবৃষ্টি। (কবিকল্পলতা)

"অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি সংগ্রামে যদবাপ্নুয়াৎ॥
ইতি যজ্ঞবিদঃ প্রাহুর্যজ্ঞকর্ম্মবিশারদাঃ।
তস্মাত্তে প্রবক্ষ্যামি যৎফলং শস্ত্রজীবিনাম্॥" (অগ্নিপু° যুদ্ধপ্র°)

প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল লাভ না হয়, একমাত্র ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। পরসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে মৃত্যু হইলে তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশোলাভ বিষ্ণুলোকে গতি এবং চারিটী অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়।

"ধর্ম্মলাভোঽর্থলাভশ্চ যশোলাভস্তথৈব চ।
যঃ শূরো বধ্যতে যুদ্ধে বিমৃদ্নন্ পরবাহিনীম্॥
বিষ্ণোঃ স্থানমবাপ্নোতি এবং যুধান্ রণাজিরে।
অশ্বমেধানবাপ্নোতি চতুরস্তেন কর্ম্মণা॥" (অগ্নি°পু°যুদ্ধপ্র°)

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে যে, সমতল স্থানে রথযুদ্ধ, বিষমক্ষেত্রে হস্তিযুদ্ধ, মরুভূমিতে অশ্বযুদ্ধ, দুর্গমস্থানে পত্তিযুদ্ধ, জলে নৌকাযুদ্ধ এবং বিপত্তিকালে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধই বিধেয়। যুদ্ধকালে সেনাপতি সৈন্যদিগকে সূচীমুখ করিয়া রাখিবেন, কারণ ইহাতে অল্প সৈন্য বহু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে।

"রথযুদ্ধং সমে দেশে বিষমে হস্তিসঙ্গরঃ।
অশ্বযুদ্ধং মরৌ দেশে পত্তিযুদ্ধঞ্চ দুর্গমে॥
অন্তরে সর্ব্বযুদ্ধঞ্চ তোয়ে নৌকাযুদ্ধং জলপ্লুতে।
সংহত্য যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্।
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং হি বহুভিঃ সহ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

রাজাদিগের দুর্গই একমাত্র প্রধান বল। যদি রাজগণ অল্প বলবান্ হইয়াও দুর্গবলসম্পন্ন হন, তাহা হইলে তিনি স্থির বলবান্ হইয়া থাকেন। একজন ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা প্রাকারস্থ হইয়া শতসংখ্যক যোদ্ধৃপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। শত দশ সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, সুতরাং দুর্গই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"রাজ্ঞো বলং নহি বলং দুর্গমেব বলং বলম্।
অপ্যল্পবলবান্ রাজা স্থিরো দুর্গবলাদ্ ভবেৎ॥
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাৎ দুর্গং বিশিষ্যতে॥" (যুক্তিকল্পতরু)

দুর্গ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে দুই প্রকার। পর্ব্বত ও নদ্যাদি আশ্রয় করিয়া যে দুর্গ হয়, তাহা অকৃত্রিম, ইহা শত্রুনৃপতিগণের একপ্রকার অলঙ্ঘনীয়। প্রাকার, পরিখা ও অন্যান্য আশ্রয় করিয়া যে দুর্গ হয় তাহা কৃত্রিম, ইহা শত্রুগণের লঙ্ঘ্য ও অলঙ্ঘ্য দুইই অর্থাৎ লঙ্ঘন করিতেও পারে, নাও পারে।

"অকৃত্রিমং কৃত্রিমঞ্চ তৎপুনর্দ্বিবিধং ভবেৎ।
যদ্দৈবঘটিতং দুর্গং গিরিনদ্যাদি সংশ্রিতম্॥
অকৃত্রিমমিদং জ্ঞেয়ং দুর্লঙ্ঘ্যমরিভূভুজাম্।
প্রাকারপরিখাদ্যন্যসংশ্রয়ং [illegible]।
কৃত্রিমং নাম তজ্জ্ঞেয়ং লঙ্ঘ্যালঙ্ঘ্যন্তু বৈরিণাম্॥" (যুক্তিকল্পতরু)

মহাভারতে রাজধর্ম্মানুশাসন-পর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হই-

যাছে,—সত্য, ধৈর্য্য, নিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও কৌশল দ্বারাই যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সকলেরই সরল ও বক্র দুই প্রকার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা লোকের অনিষ্ট না করিয়া সমাগত বিপদ্ সমুদয় অবগত হইবে। অরাতিগণ রাজ্য মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভূপতি বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে তাহারা কখনই স্বার্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

যুদ্ধার্থী ভূপতিগণ গজ, চর্ম্ম, বৃষ, অজগরের অস্থি, ও কণ্টক, চামর, শাণিত অস্ত্র, পীত লোহিত বর্ম্ম, নানাবর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম্ম এবং কৃতনিশ্চয় যোধগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন, চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধার্থ সেনাসংযোগ করাই উচিত। কারণ ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণা ও শস্যশালিনী হয় এবং শীত বা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব ঐ দুইমাসই শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে যে কোন সময়ে হউক না কেন, তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থলপথ বা জলপথ দিয়া যুদ্ধ যাত্রা করা উচিত। জয়ার্থী ভূপতি সেনাদিগকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। সৎকুলসম্ভূত মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকেই সৈন্যগণের অগ্রণী করা বিধেয়। স্বীয় দুর্গ একদ্বারযুক্ত ও সলিলসম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত শত্রুগণকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণ শূন্যপ্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্য সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব সেই স্থানে সসৈন্যে অবতরণপূর্ব্বক পদাতিগণকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

সপ্তর্ষিগণকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া অচলের ন্যায় স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয়শত্রুগণকেও পরাজয় করিতে পারা যায়। যুদ্ধজয়ে শুক্র অপেক্ষা সূর্য্য এবং সূর্য্যাপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

সংগ্রামনিপুণ বীরগণ বারিকর্দ্দমবিবর্জ্জিত লোষ্ট্রবিহীন প্রাকারাদি শূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহীদিগের, উদকবিহীন কাদযুক্ত অবন্ধুর প্রদেশকে রথীদিগের, ক্ষুদ্রবৃক্ষাদি সঙ্কুল প্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পর্ব্বত, উপবন ও বেণুবেত্রসমাকুল বহু দুর্গ সমন্বিত প্রদেশ পদাতিকদিগের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। সৈন্য মধ্যে পদাতিসংখ্যা অধিক হইলে উহা সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত। নির্ম্মল দিনে রথাশ্ববহুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে যুদ্ধ করিতে হইলে সৈন্য মধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সৈন্য রাখা আবশ্যক। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া এই সকল নিয়ম অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্য সংযোজনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রে যুদ্ধ যাত্রা করেন, সতত তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে প্রসুপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পান বা ভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর আহত, নিবারিত, বিশস্ত, কার্য্যান্তরব্যাপৃত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির আহরণকর্ত্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজার বা অমাত্যের পরিচর্য্যানিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা বিধেয় নহে।

রাজা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় যোদ্ধাকে আহ্বান করিয়া কহিবেন যে, এক্ষণে জয়লাভার্থ সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমাদিগকে শপথ করিতে হইবে। এবং আমাদের মধ্যে যাহারা ভীরুস্বভাব আছেন, অথবা যাহারা নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধ সাধন করিবে, তাহারা যেন এই সময়েই ক্ষান্ত হয়। তাহারা যেন সমরাঙ্গণে গমন করিয়া আত্মীয়ের বিনাশ বা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করে। বীরপুরুষেরা আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হইয়া থাকে। অতএব আমরা নিরপেক্ষভাবে সংগ্রামে গমন করিয়া হয় জয়লাভ, না হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করিব।

রাজা বা সেনাপতি এইরূপে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। যুদ্ধকালে খড়্গচর্ম্মধারি-পদাতি-সৈন্যগণকে অগ্রভাগে, ও শকটারোহী সৈন্যগণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন করিয়া মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরগণকে সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যাহারা অগ্রবর্ত্তী থাকিবেন, তাঁহারা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণকে রক্ষা করিবেন। মনস্বিগণ সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাহাদের রক্ষাবিধানে যত্নবান্ হইবে। ভীরুদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ যত্নসহকারে তাহাদিগের সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। সেনাপতি সমরপ্রবৃত্ত অল্পসংখ্যক সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অধিক সৈন্যের সহিত অল্পসৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি সৈন্যদিগকে উৎসাহিত

করিবার জন্ত কহিবেন, 'শত্রুপক্ষীয়েরা পলায়ন করিতেছে, এবং আমাদের মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা নির্ভীক-চিত্তে প্রহার কর' এবং সৈন্তগণের উৎসাহবর্দ্ধন শঙ্খ, বেণু, শৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পনব প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি সহকারে সিংহ-নাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচার-প্রচলিত শস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করাই প্রশস্ত। বীর-পুরুষেরা ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

বর্ম্মধারী না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ও একত্র হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা রাজার অকর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি যুদ্ধে অক্ষম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ম্ম ধারণ করিয়া আগমন করিলে নর-পতি বর্ম্ম ধারণ এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিলে তাহার সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। বিপক্ষ যদি কপটতা আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে ভূপতিও কপট যুদ্ধ করিবেন। অশ্বারোহী হইয়া কদাপি রথীর অভিমুখে গমন করিবে না, রথারোহণ করিয়া রথীর অভিমুখী হওয়া উচিত। বিপন্ন, ভীত, বা পরাজিত ব্যক্তির প্রতি কদাচ অস্ত্রনিক্ষেপ করা উচিত নহে। বিষলিপ্ত বা কুটিল বাণ লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত, দুর্ব্বল, অপত্য-হীন, শস্ত্ররহিত, বিপন্ন, ছিন্ন কার্ম্মুক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্ম যুদ্ধ করিতেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুদিগের সতত ধর্ম্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম বিনষ্ট করা বিধেয় নহে। যিনি শঠতা সহকারে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তিনি আপনি আপনার বিনাশের মূলীভূত হন। অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ পরম ধর্ম্ম। এইজন্ত যুদ্ধকে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ কবচধারণ-পূর্ব্বক সৈন্তসাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধ যজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকেন। কুঞ্জরগণ এই যুদ্ধযজ্ঞের ঋত্বিক্, অশ্বগণ অধ্বর্য্যু, অরাতির মাংস হবি, শোণিত আজ্য, এবং শৃগাল, গৃধ্র ও কাকগণ উহার সদস্ত। ঐ সদস্তগণ ঐ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবি ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাণিত প্রাস, তোমর, খড়্গ, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের স্রুক্ এবং শত্রুশরীরভেদী নিশিত সায়ক উহার স্রুব। শাণিত খড়্গ উহার স্ফিক্; প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহার নিবন্ধন যে রুধিরধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্তগণ মধ্যে 'মার কাট' প্রভৃতি যে সকল শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা সামগান। শত্রু পক্ষীয়ের সেনামুখ উহার আজ্যস্থালী, হস্তী, অশ্ব এবং চর্ম্মধারী মনুষ্যও সমুদায় শ্যেনচিহ্ন বহ্নি। সহস্র সৈন্ত নিহত হইলে যে কবন্ধ উত্থিত হয়, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণবিশিষ্ট খাদির যূপ, দুন্দুভি উহার উদ্গাথা। যে মহাবীর ভয়াবহ ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিই যুদ্ধ যজ্ঞের অবভৃত স্নানের উপযুক্ত পাত্র। যিনি নির্ভীকচিত্তে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন, তাহার অশেষ প্রকার সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। যে যোদ্ধা ভীতচিত্তে সমরপরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষ শরে নিহত হয়, সে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে। (ভারত শান্তিপ০ ৯৪-১০২ অ০)

মনুসংহিতা, নীতিময়ুখ, কামন্দকীয় নীতিসার, বৃদ্ধ শার্ঙ্গ-ধর, নীতিপ্রকাশিকা ও শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে যুদ্ধে ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

"ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশমাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥"

(নীতিময়ূখধৃত মনু-বচন)

যুদ্ধ ক্ষেত্রে যিনি যান হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া-ছেন, তাহাকে হনন করা বিধেয় নহে। ক্লীব, অঞ্জলিবদ্ধ, মুক্তকেশ এবং যে 'আমি আপনার শরণাগত' এই কথা বলে, তাহাদিগকে হনন করা অনুচিত। নিদ্রিত, যুদ্ধযোগ্য পরিচ্ছদবিহীন, নগ্ন ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকেও আঘাত করিবে না। যিনি যুদ্ধ করিতেছেন না, কেবল মাত্র যুদ্ধ অবলোকন করিতেছেন, এবং যিনি অপরের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, যিনি বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ, এই সকল ব্যক্তিকে হনন করা, বিশেষ নিষিদ্ধ। ইহা ভিন্ন বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, স্ত্রীবেশধারী, ব্রাহ্মণ, আয়ুধব্যসনপ্রাপ্ত, অর্থাৎ যাহার অস্ত্র ফুরাইয়াছে, মুখে তৃণকারী, ইহাদিগকেও হনন করিতে নাই। কূট আয়ুধ, বিষলিপ্ত অস্ত্র এবং অত্যুষ্ণ অস্ত্র ও বিবিধ যন্ত্রাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা বিধেয় নহে।

"ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
দিগ্ধৈরত্যুষ্ণৈরস্ত্রৈর্যন্ত্রৈশ্চৈব পৃথগ্বিধৈঃ॥" (নীতিপ্রকাশিকা)

ধর্ম্মযুদ্ধে কূটাস্ত্রাদি ব্যবহার বিশেষ নিষিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে কামানাদি দ্বারা যে যুদ্ধ হয়, উহা কূটাস্ত্র মধ্যে পরি-গণিত। সুতরাং কামানাদি দ্বারা যে যুদ্ধ তাহা ধর্ম্মবিগর্হিত।

ধর্ম্মযুদ্ধ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যে, প্রজাপালনকারী রাজা সমান, অধম ও উত্তম ব্যক্তি কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। রাজগণ পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছু হইয়া সমধিক শক্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবেন। এই যুদ্ধে যিনি পরাঙ্মুখ না হন, তিনি স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

"সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মরন্॥
আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥" (মনু)

রাজা সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবেন, বিধিপূর্ব্বক অস্ত্রাদির শিক্ষা শ্রমবিধি বলিয়া অভিহিত। যতদিন না অস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত হয়, ততদিন শ্রমবিধির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। শ্রমক্রিয়া সুসিদ্ধ না হইলে ও অভ্যস্তাস্ত্র পাছে ভুলিয়া যায় সেই জন্য বৎসরের মধ্যে দুই মাস করিয়া শিক্ষিতাস্ত্রের পরিচালন করা বিধেয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাসই উহার পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু অন্য ঋতুতে ইহার পরিচালন করিতে নাই।

"এবং শ্রমবিধিং কুর্য্যাৎ যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শ্রমে সিদ্ধে চ বর্ষাসু নৈব প্রাহুং শ্রমং করে॥
পূর্ব্বাভ্যাসস্য সন্ধারণার্থবিস্মরণহেতবে।
মাসদ্বয়ং শ্রমং কুর্য্যাৎ প্রতিবর্ষং শরদৃতৌ॥" (শার্ঙ্গধর)

সেনা সকল পত্তি, সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ, অনীকিনী ও অক্ষৌহিণী এই কয়ভাগে বিভক্ত। ইহাদের সংখ্যাদির বিষয় নীতিপ্রকাশিকায় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট—

পত্তি—১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি, ৩ অশ্বারোহী, এই সকল একত্র থাকিলে পত্তি নামে অভিহিত হয়।

সেনামুখ—৩০ রথী, ৩০ গজারোহী, ৩০০০০০ পদাতি ও ৩০০০ অশ্বারোহী একত্র মিলিত থাকিলে তাহাকে সেনামুখ কহে।

গুল্ম—৯ রথী, ৯০ গজারোহী, ৯০০০ অশ্বারোহী ও ৯০০০০০ পদাতি সৈন্য থাকিলে তাহাকে গুল্ম কহে।

গণ—২৭ রথী, ২৭০ হস্তী, ২৭০০০ অশ্ব, ও ২৭০০০০০ পদাতি এই সকল সমবেত হইলে তাহার নাম গণ।

বাহিনী—৮১ রথ, ৮১০ হস্তী, ৮১০০০ অশ্ব, ৮১০০০০০ পদাতি এই সকল মিলিতের নাম বাহিনী।

পৃতনা—২৪৩ রথ, ২৪৩০ হস্তী, ২৪৩০০০ অশ্ব, এবং ২৪৩০৭০০০ পদাতি, থাকিলে পৃতনা বলে।

চমূ—৭২৯ রথ, ৭২৯০ হস্তী, ৭২৯০০০ অশ্ব, ৭২৯০০০০০ সৈন্য থাকিলে তাহাকে চমূ কহে।

অনীকিনী—২১৮৭ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০০০ অশ্ব এবং এক বিংশতি কোটি সপ্তাশীতি লক্ষ পদাতি থাকিলে তাহাকে অনীকিনী কহে।

অক্ষৌহিণী—উক্ত অনীকিনীর দশ গুণ সৈন্য থাকিলে তাহাকে অক্ষৌহিণী কহে।*

শার্ঙ্গধরকৃত ধনুর্ব্বেদসংগ্রহে অক্ষৌহিণীর পরিমাণ এই-রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—এই অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে ২১৮০০ রথ, ৭০ সামন্ত রাজা, ৭০ হস্তী, ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫১১০ অশ্ব থাকিবে।

রাজা এই সকল সেনার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

---

* "একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ হয়াস্ত্রয়ঃ।
যত্রাং সা পত্তিরেতেষাং সহায়ান্ প্রক্রমেৎবুধা॥
সেনামুখে তু গুণিতাস্ত্রয়শ্চৈব রথা গজাঃ।
ত্রিংশত্ত্রিলক্ষপদগা ত্রিসহস্রং হি বাজিনঃ॥
গুল্মে নব রথাঃ প্রোক্তা নাগানাং নবতিং বিদুঃ।
অশ্বানাং নবসাহস্রং নব লক্ষাঃ পদাতয়ঃ॥
গণাখ্যেষু শতাঙ্গানাং রথানাং সপ্তবিংশতিঃ।
স্তম্বেরমাণাং দ্বিশতং সপ্ততিং প্রাহুরার্য্যকাঃ॥
সপ্তবিংশতিসাহস্রা বাজর্ব্বাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
সপ্তবিংশতিলক্ষাস্তু কৃতাস্তাস্ত্র পদাতয়ঃ॥
বাহিন্যাং স্যন্দনাং প্রোক্তা হ্যেকাশীত্যা নিয়োজিতাঃ।
দশোত্তরাষ্টশতকাঃ পাদ্বিকস্তাত্র কীর্ত্তিতাঃ॥
একাশীতিসহস্রাস্তু তুরঙ্গাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একাশীতিকলক্ষা বৈ বিখ্যাতাঃ পাদচারিণঃ॥
ত্র্যশ্চ চত্বারিংশচ্চ দ্বিশতং পৃতনা রথাঃ।
চতুঃশতঞ্চ ত্রিংশচ্চ দ্বে সহস্রে চ দন্তিনাং॥
তুরঙ্গাণাং সহস্রাণি ত্রিচত্বারিংশদেবঃ তু।
দ্বে লক্ষে চৈব রাজেন্দ্র দ্বে কোটী চ নৃণাং ভবেৎ॥
চম্বাখ্যে সপ্তম ব্যূহে গণনাং বচ্মি বিস্তরাৎ॥
চম্বাং সপ্তশতং চৈকন্যূনত্রিংশত্রথাঃ স্মৃতাঃ॥
সপ্তৈব চ সহস্রাণি দ্বেশতে নবতি স্তথা।
গজানাং সপ্ত লক্ষাণি চৈকোনত্রিংশদেব তু॥
সহস্রাণি হয়ানাঞ্চ পদাতীনাঞ্চ্যো শৃণু।
সপ্তকোট্যশ্চ চৈকোনত্রিংশল্লক্ষাণি ভূপতে॥
অনীকিন্যাংস্তু দ্বে সহস্রে সপ্তাশীত্যধিকশতং।
রথানামথ নাগানাং গণনাং বচ্মি তেহনঘ॥
একবিংশৎসহস্রাণি তথাচাষ্ট শতং নৃপ।
সপ্ততিশ্চেতি অশ্বানাং সংখ্যাং শৃণু সমাহিতঃ॥
একবিংশতিলক্ষাণি সপ্তাশীতিসহস্রকম্।
একবিংশতিকোট্যশ্চ পদাতীনাং নরাধিপ॥
সপ্তাশীতিশ্চ লক্ষাণাং বিদ্ধি বুদ্ধিমতাং বর।
এতদ্দশগুণা বা স্যাৎ রাজক্ষৌহিণীঃ নৃপ॥" (নীতিপ্রকাশিকা)

পতাকাদি স্থাপন করিবেন। কারণ উহাতে তিনি নিজ বা পর পক্ষ স্থির করিতে পারিবেন। এই যে সকল সৈন্যের উল্লেখ করিয়াছি, রাজা ইহাদের উপর এক জন সেনাপতি নিযুক্ত করিবেন। এই সেনাপতি সৎকুলোদ্ভব, জিতেন্দ্রিয়, নানা বিদ্যায় ও যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী ও সুনিপুণ, সুন্দরাকৃতি, ইঙ্গিতবোদ্ধা, সৈন্যনীতিতে অভিজ্ঞ, দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হইবেন।

যিনি সকল সেনার উপর আধিপত্য করিবেন, তাঁহাকে সেনাপতি, ইহা ভিন্ন অক্ষৌহিণীপতি, পত্তিপতি, সেনামুখনেতা, গুল্মনায়ক, গণনায়ক, অনীকিনীপতি, চমূপতি প্রভৃতি থাকিবে। এই সকল অধিপতি নিজ নিজ অধীনস্থ সৈন্যপরিচালনা করিবেন, কিন্তু ইঁহারা সকলেই প্রধান সেনাপতির অধীন থাকিবেন। রাজা সেনাপতির ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে পত্তি, গুল্ম প্রভৃতির আধিপত্যে নিযুক্ত করিবেন। যাহারা সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাদৃশ ব্যক্তিই সপ্তবিধ সেনাপতির উপযুক্ত পাত্র। কার্য্যবিশেষে দুই দুই বা তিন তিন সেনার উপর এক কিংবা ততোঽধিক অধিপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

যিনি যেরূপ সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করেন, সেই সৈন্যের উপরই তাঁহার স্বাধীনতা থাকিবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা কোন প্রধান সেনাপতি থাকিলে তিনি তাহারই অধীন হইয়া থাকিবেন।

পত্তি প্রভৃতি আটজন দলপতি আপন আপন জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিবেন। জ্যেষ্ঠানুসারী থাকিয়া স্ব স্ব সৈন্যদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যিনি সর্ব্বসেনাপতি, তিনি সকলকে অনুগামী করিয়া সুনিয়মে অনুশাসন ও পরিচালনাদি করিবেন। পত্তি প্রভৃতি প্রত্যেক সৈন্যবিভাগে আবার তিন জন করিয়া অধিপতি নিযুক্ত করিবেন। এই অধিপতি উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহারা সকলে আপন আপন প্রধানের অধীন থাকিবেন।

সেনাপতিগণ আপন আপন সৈন্যমধ্যে বিভাগ ক্রমে প্রতিদিন এক একটী করিয়া সঙ্কেত প্রচার করিবেন। ইহা কেবল তিনিই জ্ঞাত থাকিবেন। সেনাপতিগণ আপন আপন সেনাদিগকে একস্থানে রাখিবেন না, এবং প্রতিদিন তাহাদের পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কেননা সৈন্যগণ একস্থানে ও অপরিবর্ত্তিত থাকিলে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে।

সেনাপতি যুদ্ধকালে সৈন্যদিগকে ব্যূহাকারে রচিত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। ব্যূহের বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। নীতিময়ূখকার ছয় প্রকার ব্যূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও গরুড়পুরাণপ্রভৃতিতে অনেক প্রকার ব্যূহের উল্লেখ আছে, তাহা হইলেও তাঁহার মতে এই ৬ প্রকারের মধ্যে সকল ব্যূহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

"যন্তপ্যত্র চ গরুড়াদয়ো ব্যূহভেদেনোক্তাস্তথাপ্যেতেষ্বান্তর্ভাবাৎ ষোঢ়ৈব ব্যূহভেদা জ্ঞেয়াঃ। ব্যূহস্ত মকরশ্যেন-সূচীশকটবজ্রসর্ব্বতোভদ্রভেদাৎ ষোঢ়া॥" (নীতিম॰)

এই ছয় প্রকার ব্যূহ যথা—১ মকর, ২ শ্যেন, ৩ সূচী, ৪ শকট, ৫ বজ্র, ও ৬ সর্ব্বতোভদ্র। কোন স্থলে কিরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যে স্থানে সম্মুখে ভয় থাকে, তথায় মকরব্যূহ, অথবা শ্যেন বা সূচীব্যূহ করিতে হয়। পশ্চাদ্ভাগে ভয় থাকিলে শকটব্যূহ, পার্শ্বদ্বয়ে ভয়কারণ থাকিলে বজ্রব্যূহ, এবং যে স্থলে সকল দিকেই ভয় সম্ভাবনা থাকে, তথায় সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ করিতে হয়। অগ্নিপুরাণে দশ প্রকার ব্যূহ প্রধান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন যুদ্ধকালে প্রাণীর অঙ্গের সাদৃশ্য লইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গঠন প্রকার অবলম্বন করিয়া বহুবিধ ব্যূহ রচিত হইয়া থাকে।

"গরুড়ো মকরব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ॥
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সূচীব্যূহস্তথৈব চ।
ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ নৈকধা॥"

(অগ্নিপু॰ রণদীক্ষাপ্রকরণাধ্যা॰)

দশ প্রকার ব্যূহ যথা—গরুড়, মকর, চক্র, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র ও সূচী।

সেনাপতি যুদ্ধস্থান অবলম্বন করিয়া শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে আপনার সৈন্য রচনা করিবেন। অল্প সৈন্য সমবেত হইয়া বহুর সহিত, ইচ্ছা হইলে বহু অল্পের সহিত, আবশ্যক মতে বহু সৈন্যকেও বিস্তৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। নীতিসার ও নীতিময়ূখ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেনাপতি ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার সর্ব্বাগ্রভাগে অবস্থান করিবেন। অন্যান্য বীরপুরুষ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিবে। কিন্তু এই সকল সৈন্য সর্ব্বপ্রযত্নে অগ্রে সেনাপতিকে রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোক, অর্থ, রাজা, খাদ্য দ্রব্য ও ভাণ্ডরক্ষক এই সকল ব্যূহের মধ্যস্থলে রাখিতে হয়।

হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সৈন্যই ব্যূহে বিন্যস্ত থাকে, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে ইহাদিগকে সাজাইতে হয়। যত প্রকার ব্যূহ আছে, সকল ব্যূহেই এক সাধারণ নিয়মানুসারে হস্ত্যশ্বাদির সমাবেশ করিতে হয়।

প্রথমে ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার উভয়পার্শ্বে অশ্বারোহী, অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী, রথের পার্শ্বে হস্ত্যারোহী এবং হস্তীর পার্শ্বে পদাতিসৈন্য থাকিবে।

নীতিময়ূখকারের মতে প্রত্যেক ব্যূহে দুইজন করিয়া সেনাপতি থাকা প্রয়োজন, কারণ একজন সম্মুখভাগ আর এক জন পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিবেন। যুদ্ধকুশল সেনাপতি চতুরঙ্গবল অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধোপকরণযুক্ত সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগে গমন ও অবস্থান করিবেন এবং খেদপ্রাপ্ত, পলায়মান ও ভগ্নক্ষত সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন।

অগ্নিপুরাণে রণদীক্ষা অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, রাজা এককালে সকল সৈন্য ব্যূহে নিয়োজিত করিবেন না, তিনি সমস্ত সৈন্যকে পাঁচভাগে বিভাগ করিবেন। ইহার মধ্যে দুই ভাগ পক্ষে এবং দুইভাগ অনুপক্ষে এবং একভাগ লুকাইয়া রাখিবেন। বিবেচনানুসারে একভাগ বা দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। অপর তিনভাগ ইহাদের রক্ষার্থে নিযুক্ত করিবেন। রাজা যদি সৈনাপত্যে অবস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে তিনি কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবেন না। অন্যূন এক ক্রোশ দূরে অবস্থান করিবেন এবং সুদৃঢ় রক্ষিবর্গে পরিবৃত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিবেন। যুদ্ধকালে যদি প্রধান সেনাপতি পলায়ন করেন, তাহা হইলে কাহারও যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করা বিধেয় নহে। সকলেরই আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করা উচিত।

ব্যূহ মধ্যে সৈন্যসঞ্চালনের নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে যে, সেনাপতি যোদ্ধৃগণকে সংহত করিবেন না, বা বিরল থাকিতে দিবেন না, অস্ত্রসঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয়, অস্ত্রে অস্ত্রে ঠেকাঠেকি না হয় এইভাবে সৈন্যদিগকে পরিচালন করিবেন। যখন শত্রুসৈন্য বা ব্যূহ ভেদ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখন সংহত হইয়া অর্থাৎ বহু সৈন্য একত্র ও স্রোতের ন্যায় হইয়া ভেদ করিতে হইবে এবং পরসৈন্য যখন আপন সৈন্যদিগকে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিবে, তখনও তাহা সংহত হইয়া রক্ষা করিতে হইবে।

এরূপ নিয়মে ব্যূহ প্রস্তুত করা আবশ্যক যে, ইচ্ছা করিবা মাত্র এই ব্যূহ তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্যূহ রচনা করা যাইতে পারে। হস্তিসৈন্যের চারিটী পাদরক্ষক রথের জন্য চারিটী অশ্বসৈন্য এবং চারিটী চর্ম্মধারী এবং ইহাদের রক্ষার জন্য চারিজন ধনুর্দ্ধারী নিযুক্ত করা আবশ্যক।

রণমুখে চর্ম্মী অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্য রাখিতে হইবে। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে ধনুর্দ্ধারী, এবং ইহাদের পৃষ্ঠদেশে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী ও তৎপশ্চাতে হস্তিসৈন্য স্থাপন করিতে হয়।

এই সকল সৈন্য অতিশয় যত্নের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবেন। যাহারা শূর, উৎসাহী ও নির্ভীক, তাহাদিগকেই সম্মুখভাগে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ভীরু একত্র হইলে ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যায়, এজন্য তাহাদিগকে কদাপি সম্মুখে দিবে না। যুদ্ধস্থলে কোন ব্যক্তি হত বা আহত হইলে তাহাদিগকে রণস্থল হইতে অপনয়ন করিতে হয়, চর্ম্মধারী যোদ্ধা শত্রুসৈন্য ভেদ, সৈন্যের রক্ষা ও দল বাঁধিয়া থাকিলে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্নকরণ এই সকল কার্য্য করিবেন। ধনুর্দ্ধারিযোদ্ধৃগণ শত্রুদিগকে বিমুখ এবং যাহাতে তাহারা অগ্রসর হইতে না পারে, তাহা করিবেন। রথীরা শত্রুদিগের ত্রাস উৎপাদন করিবেন। গজের দ্বারা সংহতের ভেদ, প্রাচীর, তোরণ ও অট্টালিকাদি ভেদ করিবেন। বন্ধুর ভূমিতে পদাতিসৈন্যের দ্বারা, সমতলস্থানে রথিসৈন্য দ্বারা ও জলকর্দ্দমাদিযুক্ত স্থানে গজ সৈন্যদ্বারা যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যূহরচনাপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া যুদ্ধারম্ভ করিতে হয়। এই সময় গ্রহগণ ও বায়ু অনুকূল হইলে যুদ্ধে প্রায়ই জয় হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে প্রধান প্রধান সৈন্যদিগের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করা আবশ্যক। (অগ্নিপু॰ রণদীক্ষাপ্র॰)

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহস্থ সেনা ও সেনাপতিগণ কিরূপভাবে সঞ্চরণ বা কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, শুক্রনীতিতে তাহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—সৈন্যগণ সমবেত হইলে ব্যূহ রচনার জন্য বাদ্য বা সঙ্কেত ধ্বনি করিতে হয়, ইহা শুনিয়া সৈন্যগণ পূর্ব্বের শিক্ষানুসারে ব্যূহাকারে অবস্থান করিবে। এই বাদ্য বা সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া অপর কেহ জানিতে না পারে যে কোন প্রকার ব্যূহ রচিত হইয়াছে। ইহা কেবল স্বীয় সৈন্যেরাই অবগত থাকিবে।

রাজা বা সেনাপতি বহুবিধ ব্যূহ রচনা করিবেন। যে স্থলে যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, তথায় অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেন। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি ব্যূহসঙ্কেত সকল উচ্চরবে শুনাইবেন। ব্যূহের বাম বা দক্ষিণভাগে এবং সময় বিশেষে মধ্যস্থলে থাকিয়া এরূপ উচ্চরবে সাঙ্কেতিক শব্দ করিবেন যেন ব্যূহস্থ সকল সৈনিকই তাহা শুনিতে পায়।

সৈনিকগণ সেই সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া শিক্ষাকালে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিল, তদনুসারে কার্য্য করিবে। সম্মীলন, প্রসরণ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রয়াণ, অপযান, পর্য্যায়ক্রমে সাম্মুখ্য, সমুত্থান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, বা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, পৃথক্করণ,

অগ্রে অগ্রে পর্য্যায় ক্রমে পংক্তিপ্রবেশ, ভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্রনিপাত, শীঘ্র সন্ধান, শীঘ্র অস্ত্রাদি গ্রহণ, শীঘ্র আত্মরক্ষা, অথবা আপনাকে লুক্কায়িত করা, পরকীয় সৈন্ত বা প্রহরীর প্রতীঘাত করা, দুই দুই, তিন তিন বা চারি চারিজনে একত্র হইয়া পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন করা, পিছু হাঁটা, সম্মুখদিকে বা পশ্চাদ্‌ভাগে পলায়ন করা অথবা শত্রুর দিকে ধাবিত হওয়া ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য পূর্ব্বশিক্ষা অনুসারেই করিবে, কদাচ ইহার অন্তথাচরণ করিবেন না।

ব্যূহস্থিত সৈনিক অব্যর্থতার জন্ত প্রথমে একটু অগ্রে ধাবিত হইয়া পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ পিছু হাঁটিয়া অস্ত্রত্যাগ করিবে। বিক্ষিপ্তাস্ত্র সৈনিক বসিয়া পড়িবেন, বা পিছু হাঁটিয়া আসিবে। বিপক্ষকে যখন উপবিষ্ট দেখিবে, তখনই অমনি তৎসমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শুক্রনীতিতে ব্যূহরচনার বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; রাজা বা সেনাপতি যেরূপ সঙ্কেত প্রকাশ করিবেন, সৈনিকগণ তদনুসারে হয় একে একে না হয় দুয়ে দুয়ে কিংবা বহুজনে শিক্ষানুরূপ সঞ্চরণ করিবে। বলাকাসমূহ যেমন আকাশে পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন বা ভ্রমণ করে, যুদ্ধ স্থান ও সৈন্তবল বিবেচনা করিয়া সেইরূপ ক্রৌঞ্চব্যূহ করিতে হইবে। বক যেরূপ দল বাঁধিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ দলে দলে ইহা সাজান হয় বলিয়া এই ব্যূহের নাম ক্রৌঞ্চব্যূহ।

শ্যেনব্যূহ—ইহার পঙ্‌ক্তিক্রমে গ্রীবাদেশ সূক্ষ্ম, পুচ্ছদেশ মধ্যম, পক্ষদ্বয় স্থূল করা আবশ্যক। শ্যেনব্যূহের পক্ষ বিস্তৃত, গলদেশ ও পুচ্ছ মধ্যম, মুখ শ্যেনপক্ষীর ন্তায়।

মকরব্যূহ—চতুষ্পদাকার, বক্ষ্রদেশ স্থূল ও দীর্ঘ, ওষ্ঠ দ্বিগুণ। সূচীব্যূহের মুখ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও সমদণ্ডাকার, এবং রন্ধ্রযুক্ত।

চক্রব্যূহের মার্গ অর্থাৎ প্রবেশযোগ্য পথ একটী, ৮টী কুণ্ডলাকৃতি পঙ্‌ক্তির দ্বারা বেষ্টিত।

সর্ব্বতোভদ্রব্যূহের চতুর্দ্দিকে ৮ পরিধি, ইহার প্রবেশ যোগ্য দ্বার নাই, ইহা বলয়াকৃতি ৮টী পঙ্‌ক্তি দ্বারা নির্ম্মিত ও গোল। সকল দিকেই ইহার মুখ থাকে। শকটব্যূহ শকটাকার, ব্যালব্যূহ সর্পাকার। এইরূপ অন্তান্ত ব্যূহও অন্তান্ত জন্তুর আকারবিশিষ্ট।

বিপক্ষপক্ষের সৈন্ত অল্প কি অধিক এবং রণভূমি সম বা বন্ধুর, তাহা স্থির করিয়া এক বা ততোধিক ব্যূহ রচনা করিতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া সেনাপতি মিশ্রব্যূহও রচনা করিতে পারেন।

রাজাদিগের বহু শত্রু, এবং পররাজ্যের সহিত তাহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা। এইজন্ত তাহাদের এক একটী দুর্গমাস্থান প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। এই সকল দুর্গমা দুর্ভেদ্য স্থান দুর্গ নামে অভিহিত হয়। ইহা রাজাদের একটী প্রধান সম্পদ্। রাজগণ দুর্গে অবস্থান করিয়া বহু সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। [দুর্গের বিবরণ দুর্গ শব্দে দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধকালে রাজা বা সেনাপতি মুহুর্মুহুঃ উৎসাহবর্দ্ধক বাক্যের দ্বারা যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। বীরগণ ঐ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া জীবনাস্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে।

রণে জয়লাভ হইলে রাজা যোধগণকে পারিতোষিক প্রদান করিবেন, ইহার বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। রণক্ষেত্রে যোধগণ সেনাপতির আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিলে রাজা তাহাকে সমাদর, সর্ব্বসমক্ষে তাহার প্রশংসা এবং পারিতোষিক প্রদান করিবেন। যে শূর শত্রুরাজাকে বধ করে, রাজা তাহাকে হৃষ্ট হইয়া নিযুত খর্ব্ব (সুবর্ণ মুদ্রা) প্রদান করিবেন, যুবরাজ বা প্রধান সেনাপতি বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ, অক্ষৌহিণীপতি বধ করিলে তদর্দ্ধ, মন্ত্রী বা প্রধানামাত্যকে বধ করিলে তদর্দ্ধ পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। অনীকিনী, চমূ, পৃতনা, বাহিনী, গণ, গুল্ম, সেনামুখ ও পত্তি এই সকলের অধিপতিদিগকে বধ করিতে পারিলে অর্দ্ধক্রমে পারিতোষিক পাইবে।

যতবার রণযাত্রা হইবে, তাহার প্রত্যেক যাত্রাতেই রাজা সৈন্ত ও ভৃত্যদিগকে আহার ও আচ্ছাদন (খোরাক-পোষাক) নিজ কোষ হইতে প্রদান করিবেন। কিন্তু যখন রণাদি থাকিবে না, তখন কেবলমাত্র তাহাদিগকে বেতন দিবেন।

পর রাজ্য জয় হইলে যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠিত হইবে, রাজা তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ গ্রহণ করিবেন এবং অপরার্দ্ধ সৈনিকদিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন।

কোন সৈনিক রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রাজা তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে মাসিকবৃত্তি প্রদান করিবেন। কেহ আহত হইলে রীতিমত তাহার চিকিৎসা করাইবেন। কোন সৈনিক রণে আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলেও তাহার জীবিকা প্রদান করা বিধেয়।

"যুদ্ধে স্বার্থে মৃতা যে চ শত্রুভিস্তৎস্ববন্ধুষু।
সেবয়া জীবিতা যে চ দেয়ং তেষাং হি জীবনম্ ॥" ইত্যাদি।
(নীতিপ্রকা৹)

যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণত ধনুঃ, ইষু, ভিন্দিপাল, শক্তি, দ্রুঘণ, তোমর, নলিকা, লগুড়, পাশ, চক্র, দন্তকণ্টক, ভুশুণ্ডী, পরশু,

সৌশীর্ষ, অসি, ক্ষুর, লবিত্র, তূণ, প্রাস, পিণাক, গদা, মুষল, সীর, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, ময়ুখী, শতঘ্নী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণপাশ, বায়ু অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শির, বিদ্যা, অবিদ্যা, গন্ধর্ব, নন্দন, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্বাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন, নাগাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

মহাভারতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে পরস্পর ধর্ম্ম নিয়ম প্রচার করা হইত, উভয়পক্ষ পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইত যে, আমরা অধর্ম্ম বা অন্যায়পূর্ব্বক রণ করিব না, আরব্ধ সময় সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আমাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইবে। দিন দিন দৈনিক আহবের অবসানে রাত্রিকালে আমাদের শত্রুতা বিদূরিত হইবে। তুল্যযোগ অতিক্রম, অন্যায়াচরণ ও কেহ কাহাকে প্রতারণা করিব না। বাক্‌যুদ্ধ কালে বাক্‌যুদ্ধ ও অস্ত্রযুদ্ধকালে অস্ত্রকাণ্ডই হইবে। পলায়িত ও ব্যূহচ্যুত ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে রণ করিবে, তাহাতে কেহ প্রতিকূল কি প্রতিবন্ধক হইবে না। অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে। বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে প্রহার করিবে না, নিরস্ত্র ও বর্ম্মরহিত ব্যক্তিকে প্রহার করা বিধেয় নহে। সারথি, ভারবাহী, শাস্ত্রনেতা, দাস ও বাদ্যকর প্রভৃতিকে বধ করা নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বে যে সকল অস্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছি, ইহা ভিন্ন যৌথাস্ত্র অর্থাৎ যন্ত্রাত্মক বহুবিধ অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশম্পায়নপ্রোক্ত ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে যে, কলিকালে ঐ সকল অস্ত্র বিকৃত হইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, কালের পরিবর্ত্তনে মানবের দেহ, শক্তি ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দেহ, শক্তি ও বুদ্ধির বিকারবশতঃ লৌহগুলিকা বা সীসক-গুলিকার নিক্ষেপক, লৌহাদি নির্ম্মিত যন্ত্র সকল এবং অন্যান্য প্রাণিসংহারক যন্ত্র সকল দ্বারা কলিকালের লোক সকল কূটযুদ্ধ করিবে। এই সকল কূটযুদ্ধ ধর্ম্মবিগর্হিত, এবং ইহাতে কিছু মাত্র পৌরুষ নাই।

"এতানি বিকৃতিং যান্তি যুগপর্য্যায়তো নৃপ।
দেহশক্ত্যনুসারেণ তথা বুদ্ধ্যনুসারতঃ॥
যন্ত্রাণি লৌহসীসানাং গুলিকাক্ষেপণানি চ।
তথা চোপলযন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্যপরাণ্যপি।
কূটযুদ্ধসহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥"

* (বৈশম্পায়নপ্রোক্ত ধনুর্ব্বেদ)

ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রাচীন রণপ্রণার অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। পুরাকালের শুম্ভনিশুম্ভ, ও রামরাবণের রণ, কুরুপাণ্ডবের ভারতসমরকথা যথাযথভাবে পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদিতে বর্ণিত আছে। ভারতের ঐ সকল সুবিখ্যাত ও সর্ব্বজনপরিচিত মহাযুদ্ধ যে সময়ে সংঘটিত হয়, সেই সমকালে প্রাচীন সমৃদ্ধ আসিরীয়া, বাবিলোনীয় প্রভৃতি রাজ্যে খৃষ্টপূর্ব্বের প্রায় ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রথারোহণে রণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। এখন নিনিভে, খোর্শাবাদ, নিমরুদ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন ধ্বস্তকীর্ত্তির মধ্যে প্রস্তরফলকাঙ্কিত যে সকল রণচিত্র প্রতিফলিত রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে আসিরীয় ও বাবিলোনীয় প্রাচীন জনগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে রথারোহণে যুদ্ধ করিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে য়ুরোপেও তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতেও কামান বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল। য়ুরোপেও প্রথমে কাড়াবিন্ (Carabine) নামক বন্দুকের ব্যবহার ছিল। তৎপরে বন্দুক ও কামানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে রোমক, বর্ব্বর, হূণ ও কার্থেজীয়দিগের রণে অক্ষয় খ্যাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। কার্থেজীয় হানিবল একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। গ্রীক কবি হোমারের গ্রন্থে ইউলিসিস্ প্রভৃতি মহাবীরের উল্লেখ দেখা যায়। জরক্ষেশ ও দরায়ুস প্রভৃতি পারস্যরাজ এবং মাকিদনপতি আলেকসান্দারের যুদ্ধকাহিনী জগতে অতুলনীয়। মোগলপতি চেঙ্গিশ খাঁর দেশবিধ্বংসী পরাক্রমের কথা ইতিহাসে বিবৃত আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে যখন ভারতে ইংরাজ, ফরাসী, মুসলমান প্রভৃতি খণ্ডবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া স্ব স্ব প্রতিপত্তি স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তখন য়ুরোপের বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ানের (বোনাপার্ট) প্রাদুর্ভাব হয়। নেপোলিয়ান যুদ্ধবিদ্যার অনেক সংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল রণে, কামান, বন্দুক, তরবারি ও বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দের ট্রান্সভাল সমরে 'লঙ্ টম্' নামক বিখ্যাত কামান নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে জর্ম্মণির প্রসিদ্ধ ধাতুবিদ্ সামুয়েল মাক্সিম 'Maxim gun' নামক সুপ্রসিদ্ধ কামানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ কামানের সাহায্যে ঘণ্টায় ২ বা ৩ শত গোলা নিক্ষেপ করা যায়। ইংরাজরাজ টিরা অভিযানে ও বর্ত্তমান তিব্বত অভিযানে ঐ 'মাক্সিম গান্' আগে আগে চালাইয়া ছিলেন।

বর্ত্তমান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুষজাপান যুদ্ধে যেরূপ

বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতেছে, এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ আর জগতে সংঘটিত হয় নাই। নেপোলিয়ানের অষ্ট্রো-লিট্‌জ্ সমর ও ইংরাজ নৌসেনাপতি নেল্‌সনের ট্রাফল্‌গার রণ বর্ত্তমান ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতে গজনী-পতি মামুদ, মহম্মদঘোরি, বাবরশাহ, নাদির শাহ প্রভৃতির আক্রমণ কালে অনেকবার সমর ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাতে উভয় পক্ষের বলাবল সমতুল্য ছিল না। ঐ সময় হইতে ভারতীয় রাজন্যগণের মধ্যেও স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা লইয়া সংখ্যাতীত রণক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল রণের মধ্যে ইংরাজাধিকারে ভারতীয়ের স্বাধীনতাপ্রয়াস উপলক্ষে মহারাষ্ট্র-সমর ও সিপাহী-বিদ্রোহ সামান্ত রণকৌশলের পরিচায়ক নহে।

৩ গ্রহদিগের পরস্পরমিলনকে যুদ্ধ কহে, ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহের পরস্পর মিলনই যুদ্ধ নামে, চন্দ্রের সহিত মিলন সমাগম এবং সূর্য্যের সহিত মিলন অস্ত নামে অভিহিত হয়। বৃহৎসংহিতায় এই গ্রহযুদ্ধের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"বিয়তি চরতাং গ্রহাণামুপর্য্যুপর্য্যাত্মমার্গসংস্থানাং।
অতিদূরাদ্দৃগ্‌বিষয়ে সমতামিব সম্প্রয়াতানাম্॥
আসন্নক্রমযোগাদ্ভেদোল্লেখাংশুমর্দ্দনাসব্যৈঃ।
যুদ্ধং চতুষ্প্রকারং পরাশরাদ্যৈর্মুনিভিরুক্তং॥" (বৃহৎস° ১৭।২-৩)

উপর্য্যুপরি ভাবে আত্মমার্গসংস্থিত গ্রহগণের যে অতি দূর হইতে দর্শন-বিষয়ে সমতা তাহাকে গ্রহযুদ্ধ কহে। পরাশরাদি মুনিগণ এই গ্রহযুদ্ধকে আসন্ন ক্রমযোগ হেতু ভেদ, উল্লেখ, অংশুমর্দ্দন ও অপসব্য এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছেন।

গ্রহদিগের ভেদ যুদ্ধ হইলে অনাবৃষ্টি, সুহৃদ্ ও কুলীনগণের ভেদ হয়। উল্লেখে শাস্ত্রভয়, মন্ত্রিবিরোধ ও দুর্ভিক্ষ, অংশুমর্দ্দনে রাজগণের যুদ্ধ ও রোগ এবং অপসব্যে নৃপতিগণের সমর উপস্থিত হইয়া থাকে।

সূর্য্য মধ্যাহ্নে আক্রন্দ, পূর্ব্বাহ্নে পৌর এবং অপরাহ্নে যায়ী। (আক্রন্দ, পৌর ও যায়ী ইহা গ্রহদিগের এক প্রকার গতি।) বুধ, গুরু ও শনি ইহারা সর্ব্বদা পৌর, চন্দ্র নিত্য আক্রন্দ, কেতু, কুজ, রাহু, ও শুক্র ইহারা যায়ী অর্থাৎ গ্রহসকল ঐ প্রকার গতিবিশিষ্ট।

যে গ্রহ দক্ষিণদিকস্থিত রুক্ষ, কম্পিত, অপ্রাপ্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত অর্থাৎ বক্রী ক্ষুদ্র অন্তগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত, বিকৃত, নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ বোধ হয়, সেই গ্রহ পরাজিত হইয়া থাকে, আর ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে গ্রহ জয়ী বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু বিপুলমণ্ডল স্নিগ্ধ ও দ্যুতিমান্ হইয়া দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী হইলেও তাহাকে জয়ী বলা যায়। এই লক্ষণটী কেবল শুক্রের পক্ষে জানিতে হইবে। কারণ শুক্র ভিন্ন কোন গ্রহই জয়ী হইয়া দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী হয় না। আর ইহাও জানা উচিত যে, শুক্র দক্ষিণদিকেই থাকুক বা উত্তরেই থাকুক প্রায়ই সময়ে জয়ী হয়।

"উদক্‌স্থো দক্ষিণস্থো বা ভার্গবঃ প্রায়শো জয়ী।" (সূর্য্যসি°)

গ্রহযুদ্ধকালে দুইটী গ্রহই যদি রশ্মিযুক্ত, বিপুলমণ্ডল ও স্নিগ্ধ হয়, তাহাকে অন্যোন্যপ্রীতি কহে। এইরূপ হইলে পৃথিবীতে রাজগণের যুদ্ধকালে সমতা হয়।

গ্রহদিগের এইরূপ নক্ষত্রাদির সহিতও সমর হইয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ যে সকল দেশ ও দ্রব্যাদির অধিপতি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে যে গ্রহ বা নক্ষত্র যখন পরাজিত হয়, তখন সেই সেই দ্রব্য বা সেই সেই দেশের অনিষ্ট হইয়া থাকে। যে গ্রহ জয়ী হয়, তদধীন দ্রব্য ও দেশের শুভ হইয়া থাকে।

(বৃহৎস° ১৭ অ°)

যুদ্ধক (ক্লী) যুদ্ধমেব স্বার্থে ক। যুদ্ধ।

যুদ্ধকারিন্ (ত্রি) যুদ্ধং করোতি কৃ ণিনি। যুদ্ধকর্ত্তা, যিনি যুদ্ধ করেন।

যুদ্ধকীর্ত্তি (পুং) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যভেদ।

যুদ্ধপুরী (স্ত্রী) নগরভেদ।

যুদ্ধভূ (স্ত্রী) যুদ্ধস্য-ভূঃ বা যুদ্ধোপযুক্তা-ভূঃ। যুদ্ধের ভূমি, যুদ্ধোপযুক্তভূমি, যে ভূমিতে যুদ্ধ করা যাইতে পারে।

যুদ্ধময় (ত্রি) যুদ্ধ-স্বরূপে ময়ট্। ১ যুদ্ধস্বরূপ। ২ রণসম্বন্ধীয়। ৩ রণপ্রিয়।

যুদ্ধমুষ্টি (পুং) উগ্রসেনের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

যুদ্ধমেদিনী (স্ত্রী) যুদ্ধোপযুক্তা মেদিনী। রণভূমি।

(রামায়ণ ৬।১৯।১৬)

যুদ্ধরঙ্গ (পুং) যুদ্ধে রঙ্গো রাগো যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। (শব্দচ°) যুদ্ধস্য রঙ্গঃ। ২ যুদ্ধস্থল।

"অন্যোহন্যং জয়িরে ক্রুদ্ধাঃ যুদ্ধরঙ্গগতা নরাঃ।" (ভারত ৭।৯৫।১৮)

যুদ্ধবৎ (ত্রি) যুদ্ধং বিদ্যতেঽস্য যুদ্ধ (বলাদিভ্যোমতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৬) ইতি মতুপ্, মস্য ব। ১ রণবিশিষ্ট। এই সূত্রানুসারে পক্ষে ইন্ প্রত্যয় করিয়া 'যুদ্ধিন্' এইরূপ পদও হইবে।

যুদ্ধবস্তু (ক্লী) যুদ্ধার্থং বস্তু। যুদ্ধোপকরণ, যুদ্ধের দ্রব্য।

যুদ্ধবিদ্যা (স্ত্রী) যুদ্ধস্য বিদ্যা। যুদ্ধবিষয়কবিদ্যা।

যুদ্ধবীর (পুং) যুদ্ধে বীরঃ। রণনিপুণ, রণকুশল।

যুদ্ধশালিন্ (ত্রি) যুদ্ধ-শাল-ণিনি। ১ যোধপুরুষ, যোদ্ধা, রণকারী। ২ সাহসী।

যুদ্ধসার (পুং) যুদ্ধস্য সারঃ। ঘোটক। (শব্দচ০)

যুদ্ধস্থল (ক্লী) যুদ্ধস্য স্থলং। যুদ্ধের স্থান।

যুদ্ধাচার্য্য (পুং) যুদ্ধস্য আচার্য্য। রণশিক্ষাদাতা, যাহার নিকট রণকৌশল শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্মণ যুদ্ধাচার্য্য হইলে নিন্দিত হন।

"পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ।" (মনু ৩।১৬২)

যুদ্ধাজি (পুং) অঙ্গিরার গোত্রাপত্য।

যুদ্ধাধ্বন্ (পুং) যুদ্ধস্য অধ্বা। ১ রণে গমন। ২ যুদ্ধপথ।

যুদ্ধাবসান (ক্লী) যুদ্ধস্য অবসানং। যুদ্ধের শেষ।

যুদ্ধিন্ (ত্রি) যুদ্ধমস্যাস্তীতি (বলাদিভ্যো মতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৬) ইতি পক্ষে ইনি। যুদ্ধবিশিষ্ট, যুদ্ধবান্।

যুদ্ধোন্মত্ত (ত্রি) যুদ্ধে উন্মত্তঃ। অতিশয় যুদ্ধপরায়ণ। (পুং) ২ রাক্ষস। (রামায়ণ ৫।১২।১৪)

যুদ্ধোপকরণ (ক্লী) যুদ্ধস্য উপকরণং। যুদ্ধের উপকরণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি, যাহা দ্বারা যুদ্ধ করা যায়।

যুদ্ধ্ (স্ত্রী) রণভূমি, রণক্ষেত্র।

যুধ,যুদ্ধ। দিবাদি০ আত্মনে০ অক০ অনিট্, হননার্থে সকর্ম্মক। লট্ যুধ্যতে। লোট্ যুধ্যতাং। লিট্ যুযুধে। লুট্ যোদ্ধা। লৃট্ যোৎস্যতে। আশীর্লিঙ্ যোৎসীষ্ট। লুঙ্ অযুদ্ধ, অযুৎসাতাং, অযুৎসত। সন্ যুযুৎসতে। যঙ্ যোযুধ্যতে। যঙ্লুক্ যোযোদ্ধি। ণিচ্ যোধয়িতা। লুঙ্ অযুযুধৎ।

যুধ্ (স্ত্রী) যোধনমিতি যুধ্-ক্বিপ্। যুদ্ধ, সংগ্রাম।

"যো ন দেবাসুরৈঃ সর্ব্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।
তং পশ্য সুখসংবৃদ্ধং তৃণেষু সহ সীতয়া॥"
(রামায়ণ ২।৫২।১০)

যুধাংশ্রৌষ্টি (পুং) জনৈক ঋষি। (ঐতরেয়ব্রা০ ৮।২১)

যুধাজি (পুং) অঙ্গিরার বংশধর।

যুধাজিৎ (পুং) ১ ক্রোষ্টু নৃপপুত্র, মাদ্রী গর্ভজাত নৃপভেদ। (হরিবং ৩৫ অ০) ২ কেকয়পুত্র, ভরতের মাতামহ। ৩ বৃষ্ণিপুত্র। ৪ উজ্জয়িনী-রাজভেদ।

যুধান (পুং) যুধ্যতেঽসৌ যুধ (যুধি বুধি দৃশঃ কিচ্চ। উণ্ ২।৯০) ইতি আনচ্, স চ কিৎ। ১ ক্ষত্রিয়। ২ রিপু। (উজ্জ্বল)

যুধামন্যু (পুং) রাজভেদ। ভারতযুদ্ধকালে ইনি পাণ্ডব পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।" (গীতা ১।৬)

যুধাসুর (পুং) রাজা নন্দের নামভেদ।

যুধিক (ত্রি) যুধ-ক্বিক্। যোদ্ধা।

যুধিঙ্গম (পুং) যুদ্ধে গমন। (অথর্ব্ব০ ২০।১২৪।১১)

যুধিষ্ঠির (পুং) যুধি সংগ্রামে স্থিরঃ (গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ। পা ৮।৩।৯৫) ইতি ষত্বং। (হলদন্তাৎ সপ্তম্যাঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৬।৩।৯) ইতি অলুক্। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র, পর্য্যায় অজাতশত্রু, শল্যারি, ধর্ম্মপুত্র, অজমীঢ়। (হেম)

হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় স্বনামখ্যাত রাজা। ইনি পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, কুন্তী দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত মন্ত্র যথাবিধানে জপ করিয়া ধর্ম্মের সহযোগে এই পুত্র লাভ করেন। কার্ত্তিকমাসের পূর্ণাতিথি অর্থাৎ শুক্লাপঞ্চমীতে চন্দ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কুন্তী এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। জন্মগ্রহণকালে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, "পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,বিক্রান্ত, নরোত্তম,সত্যবাদী, ভূমণ্ডলের একচ্ছত্রাধিপতি, ত্রিলোকবিশ্রুত যশস্বী, তেজস্বী, ব্রতপরায়ণ এবং যুধিষ্ঠির নামে বিখ্যাত হইবেন।" এইরূপে যথাক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর উদরে নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি হয়। অনন্তর মৈথুনধর্ম্মের অনুগামী হইয়া ভূপাল পাণ্ডু হতচেতন হন। [পাণ্ডু দেখ।]

পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপিত হইলে, কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম বন্ধুগণের সহিত সমস্ত কুরুগণকে ও সহস্র সহস্র বিপ্রশ্রেষ্ঠকে ভোজন করাইলেন। তদনন্তর তাঁহারা কৃতশৌচ পাণ্ডবগণকে লইয়া হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

পাণ্ডবগণ বেদবিহিত সংস্কারসমূহ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ সহকারে পিতৃগৃহেই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত ক্রীড়া করিতেন। এখানে তাঁহারা বাল্যক্রীড়ারত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন। পিতামহ ভীষ্মদেব পৌত্রগণের বিশিষ্টরূপ বিদ্যা ও বিনয়শিক্ষার নিমিত্ত বাণপ্রয়োগনিপুণ, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ বীর্য্যশালী দ্রোণাচার্য্যকে নিযুক্ত করেন। মহাভাগ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরাদিকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। অল্পকালের মধ্যেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সর্ব্বশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করেন। যুধিষ্ঠির রথিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। বর্শা চালনায় তাঁহার লক্ষ্য স্থির ছিল। তিনি শাসন ও পরিদর্শন কার্য্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায় সেরূপ প্রখর প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১৩৪ অধ্যায়ে দ্রোণনিগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনব্যতীত পাণ্ডবকৌরবগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, লক্ষ্য জ্ঞান ও যুদ্ধশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। [দ্রোণাচার্য্য দেখ।]

শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া সংবৎসর অতীত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই আচরণে বিরক্ত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া দুর্য্যোধন অন্ধ পিতাকে তিরস্কারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সৌভাগ্যনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শকুনি, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া সপুত্রা কুন্তীদেবীকে দগ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। এই কুমন্ত্রণার ফলে পাণ্ডবগণের বারণাবতে গমন ও জতুগৃহদাহব্যাপার সংঘটিত হয়। বিদুরের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও কুন্তী নৌকাযোগে পলায়ন করেন এবং ঘটনাচক্রে এক নিষাদী পঞ্চপুত্রসহ তাহাতে দগ্ধীভূত হয়।

অতঃপর পাণ্ডবগণকে মৃত জানিয়া দুর্য্যোধনাদি মহোল্লাসে কিছুকাল যাপন করেন। পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীসহ এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেন। এখানে হিড়িম্ববধ ও হিড়িম্বাবিবাহ ঘটে। [ভীমসেন দেখ।]

দ্রুপদদুহিতা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় পঞ্চভ্রাতা দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে যাইয়া উপনীত হন। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া যাজ্ঞসেনী লাভ করেন। সকলের প্রার্থনায়ও যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পত্নীত্বে বরণ করিতে চাহেন নাই; অবশেষে কুন্তীর আদেশক্রমে পাঁচ ভায়ে তাঁহাকে বিবাহ করেন। দুই দিন করিয়া দ্রৌপদী প্রত্যেকের ঘরে থাকিতেন। কেবল দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহারা কেহই দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করেন নাই।

যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশস্ত্র থাকিত। একদিন যখন দ্রৌপদী তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন দস্যুভয়দমনার্থ অস্ত্র লইতে তথায় প্রবেশ করেন। যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ, পিতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার পিতার স্বরূপ, সুতরাং অর্জ্জুনের আগমনে কোন পাপ হয় নাই বলিয়া মিষ্টবাক্যে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বারিত হইলেও অর্জ্জুন পাপক্ষালনের জন্য বনগমন করেন।

পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপাট স্থাপন করেন। যুধিষ্ঠির রাজাসনে আসীন হইয়া প্রজাপালন করিতে থাকেন। তাঁহার ন্যায় কেহই ন্যায়পরতা ও সুবিচারপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের বলে প্রজাপুঞ্জও ধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং বসুন্ধরাও ধনধান্যে পূর্ণা হইয়াছিলেন। এক্ষণে অক্ষুণ্ণ প্রতাপ পাণ্ডবগণকে দমন করিতে না পারিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ধনৈশ্বর্য্যে পাণ্ডবরাজকোষ পূর্ণ হইয়াছিল।

অর্জ্জুন বানপ্রস্থ হইতে ফিরিয়া আসিলে পর যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দিগ্বিজয়কালে মগধরাজ জরাসন্ধ পাণ্ডবের অধীনতাস্বীকারে অস্বীকার করায় কৌশলে নিহত হন। [রাজসূয় দেখ।]

রাজসূয়-যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও সম্মান নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধন হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পক্ষীয় কৌরবগণও পাণ্ডবগণের বিরোধী হইয়া পড়েন। তদনুসারে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিয়া অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত করেন। পাশা খেলিতে খেলিতে রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষনিপুণ শকুনির নিকট একে একে রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, ভ্রাতা, স্ত্রী, সকলই হারিয়া তাঁহার দাস হইলেন। দ্রৌপদীও দাসীরূপে সভায় আসিতে আদিষ্ট হইলেন, তিনি আসিতে সম্মত না হওয়ায় দুঃশাসনকর্ত্তৃক কেশাকর্ষিত হইয়া সভায় আনীত হন; এই সময় ভীম ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের শান্তিপূর্ণ মুখের ইঙ্গিতে ধীরভাব ধারণ করেন।

যখন বাহিরের এই গোলযোগের ব্যাপার অন্তঃপুরে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি বাহিরে আসিয়া পুত্রদিগকে এই অন্যায় আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "তোমরা দুর্য্যোধনের এই আচরণ ভুলিয়া যাও।" কিন্তু দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পুনরায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। প্রতিজ্ঞা রহিল, এইবার যে বাজী হারিবে, সেই দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবর্ষ অজ্ঞাত বাস করিবে।

পুনরায় খেলা আরম্ভ হইল। শকুনির কৌশলে যুধিষ্ঠির এবার পাশায় হারিলেন, পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীসহ বনগমন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ বনবাস কালে তাঁহারা দস্যুহস্ত হইতে একবার দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করিতে চেষ্টা পান। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া শেষে জয়দ্রথ পাণ্ডবহস্তে বন্দী হন। যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় পাণ্ডবগণ জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া আসিলে, পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসের নিমিত্ত বিরাটভবনে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের কর্ম্মচারী পরিচয়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। যুধিষ্ঠির অক্ষহৃদয়জ্ঞ কঙ্ক নামক ব্রাহ্মণ বেশে, ভীম সূপকার, অর্জ্জুন ক্লীবনর্ত্তকী, নকুল অশ্বচিকিৎসক ও সহদেব গোপালক এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপে অবস্থান করেন। এখানে কীচক কর্ত্তৃক দ্রৌপদী অপমানিত হইলে ভীম ক্রোধে তাহাকে নিধন করেন। অর্জ্জুন উত্তর-গোগৃহের যুদ্ধে সারথি হইয়াছিলেন। [বিরাট দেখ।]

অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তীর্ণ হইলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ্যপ্রত্যর্পণের জন্য দুর্য্যোধনের নিকট দূত

রণে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণের প্ররোচনায় তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। যুদ্ধে তাহার আদৌ অভিলাষ ছিল না।

যুধিষ্ঠির হস্তিনারাজ্য ও পরে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলে, দাম্ভিক দুর্য্যোধন উত্তর করিয়াছিলেন যে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দান করিব না। এই সূত্রে মহাভারতীয় বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হয়। ঐ সময়ে পাণ্ডব পক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা প্রভৃতি এবং কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, শাল্ব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোধগণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ হয়।

[অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও গীতা দেখ]

ভারতীয় সমরে শল্যরাজকে পরাজয় ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের আর বিশেষ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভীম ও অর্জ্জুনই ভারতযুদ্ধে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বাক্যে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে মৃত্যুমুখে পতিত করায় যুধিষ্ঠিরের কাপুরুষতাই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং এই পাপের জন্য তাঁহাকে নরকদর্শনও করিতে হইয়াছিল।

কর্ণের সহিত রণে পরাজিত হইয়া অপমানে ও বিপক্ষের লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহত হইয়া যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে তিরস্কার করেন। কারণ তিনি ঐ রণে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমকে কোন সাহায্য করেন নাই। অর্জ্জুন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা মত গাণ্ডীবনিন্দাকারী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে হনন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মধ্যস্থ হইয়া অর্জ্জুনকে এই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন। [মহাভারত দেখ]

ভারতীয় মহাসমরের অবসান হইলে, যুধিষ্ঠির শোকে অভিভূত হন। কর্ণের জন্য তিনি বিশেষ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও অপরাপর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করেন। বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে সসম্মানে রাখিয়া তিনি কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর তিনি সসাগরা ধরার উপরে পাণ্ডবীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্ব্বে ঐ যজ্ঞের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবী গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করেন, ইহাতেও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা বিশেষ শোকাবিষ্ট হন। দুই বৎসর পরে মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বজ্রানলে ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রাণত্যাগবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। তজ্জন্য শোকাভিভূত পঞ্চভ্রাতা গঙ্গাতীরে তর্পণ ও ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করিয়াছিলেন।

মুষলপ্রভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি অপর ভ্রাতৃ চতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া পরীক্ষিতকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া হিমালয় দেশে মহাপ্রস্থান করেন। কর্ম্মফলে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী হিমালয়বক্ষে মনুষ্যশরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেন।

দেবিকা নামক পত্নীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের যৌধেয় নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার পুত্রের নাম দেবক এবং পত্নীর নাম যৌধেয়ী লিখিত হইয়াছে। (ব্রহ্মপুরাণ ২১২ অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯,১৪,১৫অঃ, ১০।৭৪,৭৫অঃ, দেবী ভাগবত ২।৭ অঃ, মার্কণ্ডেয়পু° ৫অঃ, স্কান্দে নাগরখ° হাটকেশ্বরমাহাত্ম্য ১৪৫, ২১৫, ২১৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ আছে।)

প্রাচীন রাজবংশের তালিকায় ও কোন কোন শিলালিপিতে যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখ দেখা যায়। রাজতরঙ্গিণীর মতে কলির ৬১৫ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চালুক্যরাজ পুলিকেশির শিলালিপিমতে, এখন যে কল্যব্দ চলিতেছে, তাহাই ভারতযুদ্ধাব্দ।

[যুধিষ্ঠিরাব্দের বিবরণ সংবৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

যুধেন্য (পুং) যোধনার্হ, যুদ্ধোপযুক্ত। "রণেষু প্রপশ্যস্তো যুধেন্যানি ভূরি" (ঋক্ ১০।১২০।৫) 'যুধেন্যানি যোধনার্হাণি' কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বন' ইতি যুধের্হার্থে কেন্য প্রত্যয়:'। (সায়ণ)

যুধীয় (ত্রি) যুধ-ঈয়। যোদ্ধা।

যুধ্ম (পুং) যুধ্যতে বা যুধ্যতে যেন ইতি যুধ (ইষি যুধি ইন্ধি দসিশ্যাধূসূভ্যোমক্। উণ্ ১।১৪৪) ইতি মক্। ১ সংগ্রাম। ২ ধনু। (মেদিনী) ৩ বাণ। ৪ যোদ্ধা। "কৃণোতি যুধ্ম ওজসা জনেভ্যঃ" (ঋক্ ১।৫৫।৫) 'যুধ্মঃ যোদ্ধা' (সায়ণ) ৫ শেষ সংগ্রাম। ৬ শরভ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

যুধ্য (ত্রি) যুদ্ধ করিবার যোগ্য, যাহার সহিত যুদ্ধ করা যাইতে পারে।

যুধ্যামধি (পুং) যুধ্যামধি নামক সপত্ন। "যুধ্যামধিং শিশাদভীকে" (ঋক্ ৭।১৮।২৪) "যুধ্যামধিং যুধ্যামধি নামকং সপত্নং' (সায়ণ)

যুধ্বন্ (ত্রি) যুদ্ধকারী। "যুধ্বাসন্ শক্তিভিরোধ" (ঋক্ ৯।৬৬।১৬) 'যুধ্বা সন্ শক্রভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বন্' (সায়ণ)

যুপ, বিমোহন, ব্যাকুলীকরণ। দিবাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ যুপ্যতি। লোট্ যুপ্যতু। লিট্ যুযোপ, যুযুপতুঃ। লুট্ যোপিতা। লুঙ্ অযোপীৎ, অযুপৎ। সন্ যোযুপিষতি। যঙ্ যোযুপ্যতে, যঙ লুক্ যোযুপ্তি।

যুযু (পুং) অশ্ব।

যুযু (দেশজ) জন্তু, ছোট ছোট ছেলেদিগকে ভয় দেখাইবার জন্ত বলা হয় 'জুজু' ধরিয়া লইয়া যাইবে।

যুযুক্খুর (পুং) যুনিন্দিতঃ যুক্ যোজনাংস্ত, তাদৃশঃ খুরো যস্ত। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র। (শব্দচ॰)

যুযুজানসপ্তি (ত্রি) যুজ্যমান অশ্ব। "ভূয়তো যুযুজানসপ্তী" (ঋক্ ৬।৬২।৪) 'যুযুজানসপ্তা যুজ্যমানাশ্বৌ' (সায়ণ)

যুযুৎসা (ত্রি) যোদ্ধুমিচ্ছা যুধ-সন্, আপ্। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা।

যুযুৎসু (ত্রী) যোদ্ধুমিচ্ছু, যুধ-সন্ সনন্তাত্মঃ। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। "যুযুৎসু করণো নৃপ" (ভরত)

যুযুধন্ (পুং) মিথিলা রাজভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।২৫)

যুযুধান (পুং) যুধ্যাতেহসৌ যুধ (যুচি যুধিভ্যাঃ সম্বচ্চ। উণ্ ২।৯১) ইতি আনচ্, কিৎকার্য্যং সন্বৎকার্য্যঞ্চ। ১ সাত্যকি।

"শৈনেয়স্তু শিনেনপ্তা যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।" (ত্রিকা॰)

২ ইন্দ্র। ৩ ক্ষত্রিয়। (ত্রি) ৪ যোদ্ধা।

যুযুধি (ত্রি) শত্রুকর্ত্তৃক যুধ্যমান পুরুষ। "যুযুধয়ঃ ন জগ্মুয়ঃ" (ঋক্ ১।৮৫।৮) 'যুযুধয়ঃ শত্রুভির্যুধ্যমানাঃ পুরুষাঃ' (সায়ণ)

যুবক (পুং) যুবন্-কন্ যুবা। ১৬ বৎসরের পর ৩৫ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিকে যুবক কহে।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালঃ পঞ্চত্রিংশৎ যুবা নরঃ।" (হারীত ১।৫ অঃ)

যুবখলতি (ত্রি) যুবা খলতি (যুবা খলতিপলিতবলিন জরতীভিঃ। পা ২।১।৬৭) ইতি সমাসঃ। রোগযুক্ত যুবা, যে যুবকের মাথায় 'খলতি' ইন্দ্রলুপ্ত অর্থাৎ টাক্ আছে, ইন্দ্রলুপ্তরোগবিশিষ্ট যুবক। কর্ম্মধারয় সমাসে বিকল্পে পর নিপাত 'খলতিযুবা' এইরূপ পদও হইবে। 'যুবতী খলতী' ইহাতে 'যুবখলতী' এইরূপ পদ হইবে। ইন্দ্রলুপ্তরোগগ্রস্তা যুবতী।

যুবগণ্ড (পুং) যূনাং গণ্ড আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্ত, যুবগণ্ড অর্শ আদ্যচ্। যুবকদিগের গণ্ডস্থ ব্রণবিশেষ, চলিত বয়সফোড়া।

''যুবগণ্ডো যবগণ্ড স্যাৎ বয়স্কোটাঙ্কয়ে বয়ম্।' (শব্দরত্না॰)

যূনাং গণ্ডঃ। ২ যুবকদিগের গণ্ডস্থল।

যুবজরতী (ত্রী) যুবতির্জ্জরতী (যুবাখলতিপলিতবলিন জরতীভিঃ। পা ২।১।৬৭) ইতি সমাসঃ। যুবতী হইয়াও জরাতুরা, অথচ জরতী।

যুবজানি (পুং) যুবতী জায়া যস্যেতি (জায়য়া নিঙ্। পা ৫।৪।১৩৪) ইতি নিঙ্। যুবতীপতি। যাহার পত্নী যুবতী, তাহাকে যুবজানি কহে।

"যুবজানির্ধনুষ্পাণির্ভূমিষ্ঠং খবিচারিণঃ।

রামো বজ্রক্রুধো হন্তি কালকল্পশিলীমুখঃ॥" (ভট্টি ৪।১৩)

যুবতি (ত্রী) যুবন্ (যূনস্তি। পা ৪।১।৭৭) ইতি-তি। প্রাপ্ত যৌবনা, যৌবনবতী।

যুবতী (ত্রী) যু-শতৃ-ঙীপ্। প্রাপ্তযৌবনা। পর্য্যায় যুবতী, যূনী, তরুণী, তলুনী, দিকরী, ধনিকা, মধমা, দৃষ্টরজাঃ, মধ্যমিকা, ঈশ্বরী, বর্য্যা, বয়স্থা। (রাজনি॰)

স্ত্রীদিগকে ১৬ বৎসরের পর ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত যুবতী কহে। এই যুবতী স্ত্রীসংসর্গে বলক্ষয় হয়।

"বালা তু প্রাণদা প্রোক্তা যুবতী প্রাণহারিণী।

প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণমাদিশেৎ॥" (রাজব॰)

রাজবল্লভের মতে যোগ্যা স্ত্রী মাত্রই যুবতী পদবাচ্য। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, ভাগুরির মতে স্ত্রীসাধারণকে যুবতী কহে। বাৎস্যায়নের মতে প্রাক্‌যৌবনা রমণীই যুবতী।

'যোগ্যা যুবতী ইতি রাজবল্লভঃ' স্ত্রী সামান্তং যথা—

"প্রমদা চেতি বিজ্ঞেয়া যুবতিশ্চ তথা স্মৃতা। ইতি ভাগুরিঃ। প্রাক্ যৌবনা ইতি বাৎস্যায়নঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

রাজবল্লভের মতে দুষ্টার্ত্তবা স্ত্রী যুবতী। ২ প্রিয়ঙ্গু। ৩ স্বর্ণযূথিকা। (বৈদ্যকনি॰) ৪ হরিদ্রা। (শব্দচন্দ্রিকা)

যুবতীষ্টা (ত্রী) যুবতীনামিষ্টা। স্বর্ণযূথিকা। (রাজনি॰)

যুবদ্দেবত্য (ত্রি) তোমরা দুইজন দেবতা যার।

(শত॰ ব্রা॰ ৮।২।১।১২)

যুবদ্রিক্ (ত্রি) তোমাদের দুইজনের প্রতি অভিলক্ষিত।

যুবামেব গচ্ছন্ ধ্রিতঃ প্রাপ্তঃ। (ঋক্ ৪।৪৩।৭ সায়ণ)

যুবধিত (ত্রি) তোমাদের দুইজনের উপযোগী।

(ঋক্ ৬৬৭।৯)

যুবন্ (ত্রি) যৌতীতি যু (কনিন্ যু বৃষিতক্ষি রাজিধন্বিদ্যু প্রতিদিবঃ। উণ্ ১।১৫৬) ইতি কনিন্। ১ তরুণ। (পুং) যৌবনাবস্থাবিশিষ্ট। কাহারও কাহার মতে ১৬ বৎসরের পর ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যুবা। কোন মতে ১৬ বৎসরের পর ৭০ বর্ষ পর্য্যন্ত যুবা।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।

বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্॥"

(ভরতধৃত স্মৃতি)

হারীতের মতে ১৬ বর্ষ পরে ৩৫ পর্য্যন্ত যুবা।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালঃ পঞ্চত্রিংশৎ যুবা নরঃ।"(হারীত ১।৫ অ॰

পর্য্যায়—বয়স্থ, বয়ঃস্থ, তরুণ, গর্ভরূপ, বেটক। (জটাধর)

যুবনাশ্ব (পুং) সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। গৌরীর গর্ভে প্রসেনজিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র মান্ধাতা।

"তস্যাঃ প্রসেনজিজ্জজ্ঞে লেভে ভার্য্যা পতিব্রতা।
গৌরী নামাভিশপ্তা সা নদীভূতা তরঙ্গিণী।
তস্যাঃ প্রসেনজিজ্জজ্ঞে যুবনাশ্বং মহীপতিম্॥"
(অগ্নিপু॰ সগরোপাখ্যানাধ্যায়)

যুবনাশ্বজ (পুং) যুবনাশ্বাৎ জাতঃ জন-ড। মান্ধাতৃরাজ। (হেম)

যুবন্যু (ত্রি) যৌবনবিশিষ্ট, যুবক। (ঋক্ ৫।৪২।১৫)

যুবপলিত (ত্রি) যুবা পলিতঃ। যুবা বয়সে পলিতকেশ, যৌবনাবস্থায় যাহার কেশ পলিত হইয়াছে।

যুবপ্রত্যয় (ত্রি) যুবা অর্থে ব্যবহৃত প্রত্যয় অর্থাৎ যে প্রত্যয়ান্ত পদ যুবাকে মাত্র বোধ করায়।

যুবমারিন্ (ত্রি) যৌবনাবস্থায় যাহার মৃত্যু হইয়াছে।

যুবযু (ত্রি) যুবা কাময়মান, যিনি যুবা কামনা করেন। "ন জন্মূর্বযুঃ সুদানূ" (ঋক্ ৬।৪১।৮) 'যুবযুঃ যুবাং কাময়মানাঃ সদাতয়ঃ' (সায়ণ)

যুবরাজ (পুং) তাবিবুদ্ধ বিশেষ। পর্য্যায় মৈত্রেয়, অজিত (ত্রিকা॰) যুবা যাসো রাজা যূনাং বা রাজা, ট সমাসান্তঃ। ২ রাজপুত্র, পর্য্যায় কুমার, ভর্তৃদারক। (অমর)

"যদি জায়েত বঃ পুত্রঃ স ভবেত্তদনন্তরম্।
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে॥" (ভারত ১।৭৩।১৬)

যুবরাজত্ব (ক্লী) যুবরাজস্য ভাবঃ ত্ব। যুবরাজের ভাব বা ধর্ম্ম, যুবরাজের কার্য্য।

যুবরাজ্য (ক্লী) যুবরাজের পদ।

যুববলিন (ত্রি) যুবা বলিনঃ। যৌবনাবস্থায় বলিযুক্ত।

যুবশ (ত্রি) যুবা, প্রকৃষ্ট যৌবনোপেত। "ধেনুঃ কর্ত্তা যুবশা কর্ত্তা" (ঋক্ ১।১৬১।৩) 'যুবশা যুবানৌ শস্তানৌ প্রকৃষ্টযৌবনোপেতৌ' (সায়ণ)

যুবা (স্ত্রী) অগ্নির বাণভেদ। (তৈত্তিরীয় সং ৫।৫।৯।১)

যুবাকু (ত্রি) তোমাদের দুই জনের অধিকৃত। (ঋক্ ১।৩।৩)

যুবাদত্ত (ত্রি) তোমাদের দুই জনকে যাহা দেওয়া হইয়াছে। "যুবাদত্তস্য ধিষ্ণ্যা" (ঋক্ ৮।২৬।১২) 'যুবাদত্তস্য যুবাভ্যাং বং তোতৃভ্যো দীয়তে তং' (সায়ণ)

যুবানপিড়কা (স্ত্রী) যৌবনকৃত মুখব্রণ, বয়ঃস্ফোটক, বয়স ফোড়া।

যুবানীত (ত্রি) তোমাদের দুইজন কর্তৃক আনীত। (ঋক্ ৮।২৬।১২)

যুবাম (স্ত্রী) নগরভেদ।

যুবায়ু (ত্রি) তোমাদের উভয়কে কামনাকারী। (ঋক্ ১।১৩৫।৬) এই অর্থে 'যুবযু' পদও হইবে।

যুবাযুজ্ (ত্রি) তোমাদের দুই জনের জন্য যুজ্যমান অশ্বাদি। (ঋক্ ১।১১৯।৫)

যুবাবৎ (ত্রি) তোমাদের দুই জনের তুল্য। (ঋক্ ৩।৬২।১)

যুষ্টগ্রাম (পুং) প্রাচীন নগরভেদ। (রাজতর॰ ৩।৮)

যুষ্মদ্ (সর্ব্বনাম ত্রি॰) যোষতি ভজতীতি যুষ (যুষ্যসিভ্যাং মদিক্। উণ্ ১।১৩৮) ইতি মদিক্। তুমি, মধ্যম পুরুষ। এই শব্দের তিন লিঙ্গেই সমানরূপ হয়।

যুষ্মদীয় (ত্রি) যুষ্মদ্-ঈয়। তোমাদের সম্বন্ধীয়, তোমাদের।

যুষ্মদ্বিধ (ত্রি) যুষ্মাকং বিধাইব বিধা যস্য। তোমাদের সদৃশ, তোমাদের তুল্য।

"সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা যুষ্মদ্বিধান্ মৃগয়ে গ্রামসিংহান্"
(ভাগবত ৬।১৮।১০)

যুষ্মাদত্ত (ত্রি) তোমাদের দ্বারা দত্ত। (ঋক্ ৫।৫৪।১৩)

যুষ্মাদৃশ্ (ত্রি) তোমাদের তুল্য।

যুষ্মাদৃশ (ত্রি) তোমাদের সমান।

যুষ্মানীত (ত্রি) তোমাদের দ্বারা পরিচালিত। (ঋক্ ৭।৫২।৭।২)

যুষ্মাবৎ (ত্রি) তোমাদের ন্যায়। (ঋক্ ২।২৯।৪)

যুষ্মেষিত (ত্রি) আপনাদিগের প্রেরিত। "যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্ত্যেষিত আ" (ঋক্ ১।৩৯।৮) 'যুষ্মেষিতঃ যুষ্মাভিঃ প্রেষিতঃ' (সায়ণ)

যুষ্মোত (ত্রি) তোমাদের প্রিয় বা অনুগত। (ঋক্ ৪।৭।২৮।৪)

যূ (স্ত্রী) যূষ। (হেম)

যূই (দেশজ) যূথিকা পুষ্প। ইহা শ্বেতবর্ণ ও ক্ষুদ্রাকার। গন্ধ তীব্র ও মধুর। ইহা দ্বারা সুবাসিত তৈল এবং ইহা হইতে প্রস্তুত আতর সৌখীনদিগের আদরের জিনিষ। সাধারণে ইহার মালা গাঁথিয়া গলায় পরে।

যূইপাণী (দেশজ) (Justicia nasuta) গুল্মভেদ।

যূক (পুং) যৌতীতি যু (অজিযুধূনীভ্যো দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৪৭) ইতি কন্, দীর্ঘশ্চ। মৎকুণ, চলিত উকুন।

যূকদেবী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ।

যূকা (স্ত্রী) যূক স্ত্রিয়াং টাপ্। মৎকুণ, চলিত উকুন, ও যূকী। পর্য্যায় কেশকীট, স্বেদজ, ষট্পদ, পালী, বালকৃমি॰ (জটাধর) ইহা স্বেদজ।

"স্বেদজং দংশমশকং যূকা মক্ষিকমৎকুণম্।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্॥" (মনু ১।৪৫)

২ কৃমিবিশেষ। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে কৃমি দুই প্রকার। বাহ্যমল অর্থাৎ ঘর্ম্ম, কফ, রক্ত ও পুরীষ হইতে

ইহাদের উৎপত্তি হয়। এই কৃমি বিংশতি প্রকার। যূকাখ্য কৃমি শারীরিক মলজাত। ইহার আকৃতি ও বর্ণ তিল-সদৃশ। এই সকল কৃমি কেশ ও বস্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যে গুলি বহু পাদ-সমন্বিত, তাহাদিগকে যূক (উকুন) এবং যে গুলি সূক্ষ্ম, তাহাদিগকে লিখা (নিকী) বলে। যূকাখ্য কৃমি কেশে এবং লিখা বস্ত্রে অবস্থান করে। এই কৃমি হইতে ক্রমে পিড়কা, কণ্ডূ ও কোটাদি উৎপন্ন হয়।

ইহার আক্রান্ত উপদ্রব হইলে ধুতুরাপাতা বা পানের রসের সহিত পারদ লেপন করিলে উকুন আশু বিনষ্ট হয়। ধুতুরা পাতার রস বা কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলেও যূক মরিয়া যায়। (ভাবপ্র॰ কৃমিরোগাধি॰)

"বাহ্যো বিংশতিবিধা বাহ্যস্তত্র মলোদ্ভবাঃ।
তিলপ্রমাণসংস্থানসবর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ॥
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিক্ষ্যাশ্চ নামতঃ।
দ্বিধা তে কোঠপিড়কাঃ কণ্ডূগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে॥"

(মাধব নিদান ক্রিম্যধি॰)

হারীতের চিকিৎসিতস্থানে লিখিত আছে যে, ক্রিমি বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুই প্রকার। ইহার মধ্যে বাহ্য-ক্রিমি যূকা এবং আভ্যন্তর ক্রিমি কিঞ্চুলুক নামে প্রসিদ্ধ। এই যূকা আবার অতিবিকটা, চর্ম্মাক্তা, চর্ম্মযূকিকা, বিন্দুকী, বর্ত্তুলা, সূক্ষ্মসম্ভবা ও সংকূপা ভেদে ৭ প্রকার। ইহারা সকলেই রক্ত, অতি সূক্ষ্ম, কৃষ্ণবর্ণ এবং মস্তক আশ্রয়ে অবস্থিত।

চিকিৎসা—বিড়ঙ্গ ও গন্ধোৎপল কল্ক যোগে গোমূত্রসিদ্ধ কটুতৈল পাক করিয়া মস্তকে দিলে উকুন আশু দূর হয়। কেশে গোমূত্রের সহিত বলামূলের প্রলেপ দিলেও ইহার উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

"বিড়ঙ্গগন্ধোৎপলকল্কযোগাৎ গোমূত্রসিদ্ধং কটুতৈলমেতৎ।
অভ্যঙ্গযোগেন শিরোরুহাণাং যূকাদি লীক্ষাপ্রচয়ং নিহন্তি॥
গোমূত্রেণ বলামূললেপো যূকানিবারণঃ।" (কামরত্ন)

২ পরিমাণভেদ।

"পাদরসূঃ পরং সূক্ষ্মং ত্রসরেণুর্মহীরজঃ।
বালাগ্রঞ্চৈব লিক্ষা চ যূকাং চাথ যবোঽষ্টকম্॥" (মার্কপু॰ ৪৯।২৭)

যবোদর অর্থাৎ যবের অর্দ্ধেক পরিমাণকে যূকা কহে। ৩ রক্তোদ্ভব। ৪ কৃমি। (বৈদ্যকনি॰)

যূকাণ্ড (পুং) লিখ্যা, চলিত লিকি, এক প্রকার উকুন।

যূকারী (স্ত্রী) শাকলিকা, চলিত লিকনাশিনী। (বৈদ্যকনি॰)

যূকাব্যাস (পুং) অশ্বপট্ট বৃক্ষ, চলিত তাগোলগাছ। (রাজনি॰)

যূতি (স্ত্রী) যু-ক্তিন্ উতি যূতি জূতি সাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ। পা ৩।৩।৯৭) ইতি ক্তিন্ নিপাতনাদীর্ঘশ্চ। মিশ্রণ।

"কয়োমি বো মহির্দ্ধীর্ন শিবধঃ সাবিত্রিযূপঃ।" (শ্রুতি ৭।৬৯)

যূথ (স্ত্রী) যু-মিশ্রণ (তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ইতি থক্ প্রত্যয়েন নিপাতিতং। সজাতীয় সমূহ, পশু পক্ষীর স্বজাতীয়গণ, সমূহ, দল।

"তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি।
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি রক্ষাসি রাঘব॥" (রামায়ণ ২।৫৩।৩১)

যূথক (ত্রি) যূথ-কন্। সমূহযুক্ত।

"অধীরনাদো গন্ধর্ব্বৈরাগীতবাদিত্রযূথকৈঃ।" (ভাগ॰ ১২।৮।২৯)

'গীতবাদিত্রযূথকৈঃ গায়কাদি সমূহাদিভিঃ' (স্বামী)

যূথগ (পুং) চাক্ষুষ মন্বন্তরের দেবগণভেদ।

যূথনাথ (পুং) যূথস্য নাথঃ। ১ যূথপতি, দলপতি। ২ বন্যকরি-সমূহের প্রধান, পর্য্যায়—যূথপ। (অমর)

যূথপ (পুং) যূথং পাতীতি—পা-ক। ১ অরণ্য-হস্তীর প্রধান। (শব্দরত্না॰) ২ প্রধান রাজ।

"রাজা পাণ্ডুর্মহারণ্যে মৃগব্যালনিষেবিতে।
চরন্ মৈথুনধর্ম্মস্থং দদর্শ মৃগযূথপম্॥" (ভাগবত ১।১৮।৫)

যূথপতি (পুং) যূথস্য পতিঃ। যূথপ। দলপতি।

যূথপরিভ্রষ্ট (পুং) যূথাৎ পরিভ্রষ্টশ্চলিতঃ। যূথ হইতে পলায়িত হস্তী। (শব্দমালা) (ত্রি) যূথভ্রষ্টমাত্র, দলচ্যুত, যাহারা দল হইতে চ্যুত হইয়াছে।

যূথপশু (পুং) দশবাংশের এক অংশরূপ রাজকর।

যূথপাল (পুং) যূথং পালয়তীতি অণ্। যূথপ, যূথপতি।

যূথভ্রষ্ট (পুং) যূথাদ্ভ্রষ্টশ্চলিতঃ। যূথপরিভ্রষ্ট। যূথ হইতে পলায়িত হস্তী। (ত্রি) যূথভ্রষ্ট মাত্র।

"আসীৎ সংবিগ্নহৃদয়া যূথভ্রষ্টা মৃগী ইব।" (ভাগবত ৪।২৮।৩৬)

যূথমুখ্য (পুং) সেনাপতি।

যূথ্য (ত্রি) যূথ—চতুর্থ্যর্থেষু (অশ্মাদিভ্যো যঃ। পা ৪।১।৮০) ইতি য। ১ যূথ যে দেশে আছে। ২ যূথ হইতে নির্বৃত্ত। ৩ যূথের নিবাসস্থান। ৪ যূথের অদূরভব।

যূথশস্ (অব্য॰) যূথ বাহার্থে শস্। যূথসমূহ।

"অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ।" (ভাগ॰ ৫।১০।২৬)

যূথহত (ত্রি) যূথাৎ হতঃ পরিভ্রষ্টঃ। যূথভ্রষ্ট।

যূথাগ্রণী (পুং) অগ্রং নীয়তে নী-কিপ্, যূথস্য অগ্রণীঃ। দল-পতি, যূথের অগ্রণী।

"বীরযূথাগ্রণীর্যেন মহামোহপি যুধি জোষিতঃ।" (ভাগ॰ ৯।২২।২০)

যূথিকা (স্ত্রী) যূথং পুষ্পসমূহমস্যা অস্তীতি যূথ-ঠন্-টাপ্। ১ পাঠা। (রাজনি॰) ২ অম্বষ্ঠক। (মেদিনী) ৩ পুষ্প-

বিশেষ, চলিত জুঁইফুল। (Jasminum auricalatum) হিন্দী—যূহী, স্বর্ণযূহী। মহারাষ্ট্র পাণ্ডরীযূই। কলিঙ্গ বিলি যোলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—গণিকা, অম্বষ্ঠা, মাগধী, ইহা পীতবর্ণ হইলে হেমপুষ্পিকা নামে অভিহিত হয়। যূথী, প্রহসন্তী, শিখণ্ডিনী, বাসন্তী, বালপুষ্পিকা, বহুগন্ধা, ভৃঙ্গানন্দা। ইহার গুণ—স্বাদু, শীতল, শর্করারোগ, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা এবং নানা প্রকার ত্বক্‌দোষনাশক। সকল প্রকার যূথিকাই রস ও বীর্য্য তুল্য ; কিন্তু স্বর্ণযূথিকা সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর ও অতিশয় গন্ধযুক্ত। ভাবপ্রকাশমতে যূথিকা ও স্বর্ণযূথিকা এই পুষ্পদ্বয় শীতবীর্য্য, তিক্ত, মধুর, কষায় ও কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক এবং ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

যূথী (স্ত্রী) যূথ-অর্শ আদ্যচ্, ততো ঙীষ্। যূথিকা। (শব্দর৽)

যূথীন (পুং) যূথং পাতীতি যূথ-খ। যূথপ। (শব্দচ৽)

যূথ্য (ত্রি) যূথে ভবঃ যূথ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। যূথভব।

যূন (ক্লী) ১ বন্ধনী। ২ রজ্জু।

যূনি (স্ত্রী) ১ যোগ। ২ মিশ্রণ। (সিদ্ধান্তকৌ৽)

যূনী (স্ত্রী) যুবন্-ঙীষ্ (শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে। পা ৬।৪।১৩৩) ইতি বস্ত উত্বং। যুবতী।

যূপ (পুং ক্লী) যৌতি মিশ্রয়তীতি যূয়তে যুজ্যতেঽস্মিন্নিতি বা (কুযুভ্যাং চ। উণ্ ৩।২৭) ইতি প, দীর্ঘত্বঞ্চ। যজ্ঞে পশুবন্ধনকাষ্ঠ। এই যূপ চারি হস্ত পরিমাণ যজ্ঞোডুম্বর বৃক্ষে প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা গোল, স্থূল ও দেখিতে সুন্দর করা উচিত ; ইহার মস্তকে একটী বৃষ অঙ্কিত করিতে হইবে।

কলিকালে বিল্ব ও বকুল বৃক্ষের যূপ প্রশস্ত।

"চতুর্হস্তো ভবেদ্‌যূপো যজ্ঞবৃক্ষসমুদ্ভবঃ।
বর্ত্তুলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্ত্তব্যো বৃষমৌলিকঃ॥
ভবিষ্যো,—বিল্বস্ত বকুলস্যৈব কলৌ যূপঃ প্রশস্যতে।"
(সামবেদি-বৃষোৎসর্গতত্ত্ব)

২ জয়স্তম্ভ। ৩ যাগস্তম্ভ।

"সংগ্রামনির্বিষ্টসহস্রবাহুরষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপঃ।
অনন্যসাধারণরাজশব্দো বভূব যোগী কিল কার্ত্তবীর্য্যঃ॥"
(রঘুব৽ ৬।৩৮)

পশুবন্ধনার্থ যজ্ঞভূমিতে যে কাষ্ঠ প্রোথিত হয়, তাহাকে যূপ কহে। চলিত ইহাকে হাড়িকাঠ কহে।

যূপক (পুং) প্রক্ষবৃক্ষ। (মদ৽ব৽)

যূপকটক (পুং) যূপস্য কটক ইব। যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞ সমাপ্তিসূচক পশুবন্ধনের জন্য যে স্তম্ভ আরোপিত হয়, তাহার নাম যূপ, এই যূপের অগ্রভাগে যে বলয়াকৃতি বা ডমরুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কাষ্ঠবিকার দেওয়া হয়, তাহাকে যূপকটক কহে। কাহারও কাহার মতে যূপাগ্রে যে লৌহবলয় দেওয়া হয়, তাহাই যূপকটক। পর্য্যায়—চাষাল। (অমর)

যূপকর্ণ (পুং) যূপস্য কর্ণ ইব। যূপৈকদেশ, পর্য্যায় ধৃতাবলি। (হেম)

যূপকেতু (পুং) ভূরিশ্রবার নামান্তর।

যূপদারু (ক্লী) যূপনির্ম্মাণার্থ (বেল বা যজ্ঞডুম্বুরের) কাষ্ঠ।

যূপদ্রু (পুং) যূপায় দ্রুঃ। খদির বৃক্ষ, রক্ত খদির। (ত্রিকা৽)

যূপদ্রুম (পুং) যূপায় দ্রুমঃ। খদির বৃক্ষ। রক্তখদির।

যূপধ্বজ (পুং) যজ্ঞ।

যূপলক্ষ্য (পুং) যূপো লক্ষ্য উপবেশনার্থমস্য। পক্ষী। (শব্দমালা)

যূপবৎ (ত্রি) যূপ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। যূপবিশিষ্ট।

যূপবাহ (ত্রি) যূপবহনকারী, যাহারা যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠ বহন করে। (ঋক্ ১।১৬২।৬)

যূপব্রস্ক (ত্রি) যূপার্হ বৃক্ষছেদনকারী।

"যূপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালাং।" (ঋক্ ১।১৬২।৬)
'যূপব্রস্কা যূপবাহাশ্ছিন্নস্য বোঢারঃ' (সায়ণ)

যূপাক্ষ (পুং) রাক্ষসভেদ।

যূপাগ্র (ক্লী) যূপস্যাগ্রং। যূপের অগ্রভাগ, পর্য্যায় তর্ম্ম।

যূপাহুতি (স্ত্রী) যূপকাষ্ঠস্থাপনসময়ের পূজোপহার।

যূপ্য (ত্রি) যূপ মর্হতি যূপ (ছন্দসি চ। পা ৫।১।৬৭) ইতি যৎ। পলাশবৃক্ষ, যূপযোগ্য।

যুযুবি (ত্রি) সকলের পৃথক্‌কর্ত্তা। "পথেষ্টাং দ্বিষো যুযোতি যুযুবিঃ" (ঋক্ ৫। ৫০। ৩) 'যুযুবিঃ সর্ব্বস্য অমিশ্রয়িতা পৃথক্ কর্ত্তা' (সায়ণ)

য়ুরোপ, একটী মহাদেশ। প্রাচীন মহাদ্বীপের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে উরল পর্ব্বত, উরল নদী, কাস্পিয়ান সাগর ; দক্ষিণে—ককেশস্ পর্ব্বত, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর। ভূপরিমাণ—৩৮ লক্ষ বর্গ মাইল। সেণ্টভিন্‌সেণ্ট অন্তরীপ হইতে কারা নদীর মোহানা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৪০০ মাইল এবং লাপলাণ্ডের অন্তর্গত নর্ডকিন অন্তরীপ হইতে মাটাপান অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তার ২,৪০০ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ২১টী দেশ আছে, যথা—

উত্তরে—রুষিয়া, ডেন্মার্ক, হলণ্ড (নেদারলণ্ড), বেলজিয়ম। উত্তর-পশ্চিমে—গ্রেটবৃটেন (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলস্) আয়র্লণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেন (স্কান্দিনেভিয়া)।

মধ্যে—ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড, জর্ম্মণ সাম্রাজ্য, অষ্ট্রিয়া-হঙ্গেরি। দক্ষিণে—পর্ত্তুগাল, স্পেন, ইতালী, গ্রীস, তুরুক, বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, রুমাণিয়া ও মন্তেনিগরো।

সমুদ্রতীরসংলগ্ন দেশভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর ও উপসাগর দেখা যায়, ঐ সকলের নাম ও স্থানসন্নিবেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উত্তরে—শ্বেতসাগর (হোয়ায়িট সি) রুষিয়ার উত্তর; বল্টিকসাগর রুষিয়া, সুইডেন ও প্রুসিয়ার মধ্যে; এই সাগরের উত্তরাংশে বোথনিয়া উপসাগর এবং পূর্ব্বাংশে ফিন্‌লণ্ড ও রীগা উপসাগরদ্বয়।

দক্ষিণে—ভূমধ্যসাগর (মেডিটারেনিয়ান্ সী) য়ুরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে আদ্রিয়াতিক সাগর ইতালী, অষ্ট্রিয়া ও তুরুষ্কের মধ্যে; আর্কিপিলেগো বা ইজিয়ান সাগর, গ্রীস্ ও এসিয়াটিক তুরুষ্কের মধ্যে। কৃষ্ণসাগর রুষিয়ার দক্ষিণ; আজব সাগর কৃষ্ণসাগরের উত্তর।

পশ্চিমে—উত্তরসাগর বা জর্ম্মণমহাসাগর, এই সাগরের এক দিকে গ্রেট বৃটেন, অপর দিকে বেলজিয়ম, হলণ্ড, প্রুসিয়া ডেন্মার্ক ও নরওয়ে; কাটিগাট ডেন্মার্ক ও সুইডেনের মধ্যে; বিস্কে উপসাগর ফ্রান্সের পশ্চিম।

য়ুরোপের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর সীমায় এবং মধ্যস্থিত সাগরসমূহে নানা দ্বীপ আছে। ঐ সকল প্রায়ই য়ুরোপীয় রাজগণের অধিকৃত। নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল,—

উত্তর মহাসাগরে—ফ্রান্‌স্ জোসেফলণ্ড, নবজেম্বলা, স্পিট্‌স্‌বর্গেন ও লফোডেন দ্বীপপুঞ্জ।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—আইসলণ্ড, ফারোদ্বীপপুঞ্জ, শেটলণ্ড ও অর্কনী, হেব্রাইডিস্, গ্রেট বৃটেন ও আয়র্লণ্ড, মান, আজোর্স ও এঙ্গল সী।

বল্টিকসাগরে—জীলণ্ড, ফিউনেন, রিউগেন, বরণহম, লালণ্ড, ইউসেল, ডাগো, ওসোণ্ড, গটলণ্ড ও আলণ্ড দ্বীপপুঞ্জ।

ভূমধ্যসাগরে—বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ (মাজর্কা, মিনর্কা, ইভীকা, ফরমেন্তারা) কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, এলবা, লিপারীদ্বীপপুঞ্জ, মাল্টা, য়োনীয়া দ্বীপপুঞ্জ (করফু) প্যাক্সো, সেন্টমরা, ইথাকা, সিফালোনিয়া, জান্তি ও সেরিগো। গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে, ক্রীট (কাণ্ডিয়া)।

ইজিয়ান সাগরে—নিগ্রোপন্ট, সাইক্লাডিজ্। প্রায়োদ্বীপের মধ্যে—উত্তর পশ্চিমে—স্কান্দিনেভিয়া (নরওয়ে ও সুইডেন) ও জট্‌লণ্ড (ডেন্মার্কের উত্তরাংশ)। এবং দক্ষিণে—আইবিরিয়ান উপদ্বীপ, (পর্ত্তুগাল ও স্পেন), ইতালী, মোরিয়া গ্রীসের দক্ষিণ, ক্রিমিয়া (রুষিয়ার দক্ষিণ)।

এখানে দুইটী মাত্র যোজক আছে। করিন্থ নামক যোজকটী মোরিয়াকে উত্তর গ্রীসের সহিত যোগ করিতেছে এবং পেরিকপ্ ক্রিমিয়াকে রুষিয়ার সহিত যোগ করিতেছে।

অন্তরীপ—নর্ডকিন ও উত্তর অন্তরীপ (নর্থ কেপ) নরওয়ের উত্তর, নেজ নরওয়ের দক্ষিণ।

মাটাপান গ্রীসের দক্ষিণ; স্পার্তিবেন্তো ইতালির দক্ষিণ; পাসারো সিসিলির দক্ষিণ।

য়ুরোপা ও টেরিফা স্পেনের দক্ষিণ; ট্রাফালগার, স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম; সেণ্ট ভিনসেণ্ট—পর্ত্তুগালের দক্ষিণ পশ্চিম; রোকা পর্ত্তুগালের পশ্চিম, অর্টিগাল ও ফিনিষ্টার স্পেনের উত্তর-পশ্চিম; লাহোগ ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম, কেপ্-ক্লিয়ার আয়র্লণ্ডের দক্ষিণ, লিজার্ড‌পয়েণ্ট ও লাণ্ডসএণ্ড, ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম; স্ক, জট্‌লণ্ডের উত্তর।

প্রণালী,—সাউণ্ড, জিলণ্ড ও সুইডেনের মধ্যে; গ্রেট বেল্ট, জিলণ্ড ও ফিউনেনের মধ্যে; লিট্‌ল বেল্ট, ফিউনেন ও ও ডেন্মার্কের মধ্যে। ইংলিস্ প্রণালী (চেনল) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে; ডোবর, ইংলিশ প্রণালীর সহিত উত্তর সাগরকে যোগ করিতেছে; সেণ্ট জর্জ্জ প্রণালী (চেনল); ওয়েল্‌স্ ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে; জিব্রল্টর, ভূমধ্যসাগরকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের সহিত যোগ করিতেছে; বেনিফাসিয়ো, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপের মধ্যে; মেসীনা, ইতালি ও সিসিলি দ্বীপের মধ্যে; দার্দ্দনেলিজ, ইজিয়ান ও মর্ম্মরা সাগরের মধ্যে; কনস্তান্তিনোপল বা বস্‌ফরস্ প্রণালী, মর্ম্মরা সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে, য়েনিকালে আজব ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে।

পর্ব্বত ও পর্ব্বতমালার নাম—

উরল পর্ব্বত, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে; কায়োলেন, নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে; ডোভ্‌রেফিল্ড, নরওয়ে দেশে; গ্রাম্পিয়ান স্কটলণ্ডের মধ্যাংশে; চিভিয়ট, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের মধ্যে; পিরেনিজ (পিরেনিজ পর্ব্বত পশ্চিম দিকে ফিনিষ্টার অন্তরীপ পর্য্যন্ত কান্তাব্রিয়ান নামে বিস্তৃত হইয়াছে) ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে; কাষ্টাইল, সিয়ামরিনা, সিয়ানিভেডা, স্পেন দেশে; আপিনাইন, ইতালি দেশে; আল্‌স্ শ্রেণী ইতালির উত্তর ও ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে বিস্তৃত; য়ুরোপের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মণ্ট ব্লঙ ১৫৮০০ ফিট উচ্চ। জুরা, ফ্রান্স ও সুইজর্লণ্ডের মধ্যে কার্পেথিয়ান পর্ব্বত, অষ্ট্রিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে; বল্কান বা হেমস্ও পিন্দাজ্ তুরস্কে।

আগ্নেয় পর্ব্বত—হেক্‌লা আইসলণ্ড দ্বীপে; এত্‌না,

সিসিলি দ্বীপে ; ষ্ট্রম্বলী (লিপারি দ্বীপ পুঞ্জের একটী দ্বীপে) ; ভিসুভিয়স ইতালি দেশে (নেপল্‌সের নিকট)।

হ্রদসমূহ— ওনেগা, লাডোগা, সৈমা ও পৈইপুস রুষিয়ায় ; ওয়েনার, ওয়েটার, মেলার ও হিয়েলমার সুইডেনে ; জেনেবা লুশাটেল, কনস্তান্‌স বা বোদেন্‌ সি, জুরিক, ও লুসর্ণ, সুইজর্লণ্ডে ; মাগ্‌জোরে কমো, গর্দা, উত্তর ইতালিতে ; বালাটন বা প্লাটেন্‌ সি হঙ্গেরিতে, নিউসাইডলার-সি অষ্ট্রিয়ায় ; উইণ্ডার-মিরি ও ডর্‌ওয়েণ্ট-ওয়াটার বা কেজ্‌ইক ইংলণ্ডে, লোমণ্ড ও কেট্রিন স্কটলণ্ডে।

হ্রদ ব্যতীত য়ুরোপে অসংখ্য নদ ও নদী প্রবাহিত আছে, তন্মধ্যে দানিয়ুব প্রধানা। যে যে দেশে যে যে নদী প্রবাহিত, নিম্নে তাহাদের নাম লিখিত হইল,—

রুশিয়ায়,—পেশোরা উরল পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িতেছে ; উত্তর ডুইনা শ্বেতসাগরে পড়িতেছে, ওনেগা ওনেগা উপসাগরে পড়িতেছে, নিভা লাডোগা হ্রদ হইতে বাহির হইয়া ফিনলণ্ড উপসাগরে পড়িতেছে ; দক্ষিণ ডুইনা রীগা উপসাগরে পড়িতেছে ; নিষ্টার কার্পেথিয়ান পর্ব্বত ও নিপার মধ্য-রুষিয়া হইতে বাহির হইয়া উভয়েই কৃষ্ণসাগরে পড়িতেছে ; ডন আজব সাগরে পড়িতেছে। ভল্‌গা (য়ুরোপের মধ্যে বড় নদী) ভাল্‌ডাই পাহাড় এবং উরল উরল-পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উভয় নদী কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে।

স্কান্দিনেভিয়ায়,—গ্লমন (নরওয়েতে) ডোভরেফিল্ড পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে, গোটা (সুইডেন) উভয় নদী কাটিগাট উপসাগরে পড়িতেছে।

ইংলণ্ডে,—হম্বর ও টেমস্‌ উত্তর সাগরে পড়িতেছে ; শেভরণ বৃষ্টলপ্রণালীতে পড়িতেছে।

স্কটলণ্ডে,—টে গ্রাম্পিয়ান পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উত্তরসাগরে পড়িতেছে। আয়র্লণ্ডে,—স্যানন আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে।

ফ্রান্সে,—সিন ইংলিশ প্রণালীতে ও লয়ার বিস্কে উপ-সাগরে পড়িতেছে, গারোণ পিরিনিজ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বিস্কে উপসাগরে পড়িতেছে ; রোণ সুইজর্লণ্ডের আল্পস্‌ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া লিয় উপসাগরে পড়িতেছে।

স্পেন ও পর্ত্তুগালে,—ডুয়ো, টেগস্‌ ও গোয়াদিয়ানা আট-লাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে ; গোয়াদেল-কুবার ও ইব্রো স্পেনে প্রবাহিত হইয়া ১মটী আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়ি-তেছে ও ২য়টী ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে।

জর্ম্মণ সাম্রাজ্যে,—রাইন আল্পস্‌ পর্ব্বতে বাহির হইয়া সুইজর্লণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণি দিয়া উত্তরসাগরে পড়িতেছে ; ওডর জর্ম্মণি দিয়া বাল্টিক সাগরে পড়িতেছে ; ভিষ্টুলা, কার্পেথিয়ান পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া পোলণ্ড ও প্রুসিয়া দিয়া বল্টিক সাগরে পড়িতেছে ; দানিয়ুব আল্পস্‌ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়ার উত্তর প্রান্ত দিয়া কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে।

ইতালি দেশে,—পো আল্পস্‌ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া আড্রিয়াতিক সাগরে এবং টাইবর আপিনাইন পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে।

য়ুরোপীয় রাজ্য ও নগরাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জ য়ুরোপের পশ্চিম ; ইহাকে গ্রেট বৃটেন ও আয়র্লণ্ড বলে। পূর্ব্বে বৃটীশ দ্বীপ কতিপয় স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রধান। য়ুরোপে গ্রেট বৃটেনই বৃহৎ দ্বীপ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স (দক্ষিণে) এবং স্কটলণ্ড (উত্তরে)। এক্ষণে এই সমস্ত রাজ্য এক রাজার শাসনা-ধীন। ইংলণ্ড ৪০টী, ওয়েলস ১২টী ও স্কটলণ্ড ৩৩টী কাউ-ন্টিতে (সায়ারে) বিভক্ত।

ইংলণ্ড—রাজধানী লণ্ডন (টেমস নদীর ধারে, পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর ও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান) ; লিভারপুল (মার্সে নদীর মোহানায় ; বাণিজ্যে ও লোকসংখ্যায় ইহা ২য় নগর) ; বৃষ্টল (এখানে কাচ, পিত্তল ও সাবানের কাজ হয়) ; হাল (বন্দর) ; নিউকাসল (কয়লার জন্ত বিখ্যাত) ; ডোভার (বন্দর) ; সাউদাম্‌টন (ডাকের বাষ্পীয় অর্ণবযানের প্রধান আড্ডা)। ম্যাঞ্চেষ্টর (কাপড়ের জন্ত বিখ্যাত) ; অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত প্রসিদ্ধ) কাণ্টরবরী, (এখানে সুন্দর ভজনালয় আছে) ; উইণ্ডসর, (টেমস্‌ নদীর ধারে, এখানে রাজপ্রাসাদ আছে)। লণ্ডন, লিবারপুল, সণ্ডরলণ্ড, পোর্টস্‌মাউথ ও প্লাইমাউথ, এই কয়টী পোত-নির্ম্মাণের প্রধান স্থান ; গ্রিনউইচ্‌ (মানমন্দিরের জন্ত বিখ্যাত)।

ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ইংরাজ বলে ; ইহারা বলবান্‌, সাহসী, তেজস্বী, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্‌, স্বাধীনতাপ্রিয় ও রণ-নিপুণ। ইহাদের ভাষাকে ইংরাজী ভাষা কহে। ইংলণ্ডের পার্লিয়েমেণ্ট নামে প্রজাদিগের এক প্রতিনিধি সভা আছে। এই সভার আজ্ঞা অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। স্কটলণ্ডের অধিবাসীদের স্কচ্‌ ও আয়র্লণ্ডের অধিবাসী-দের আইরিস বলে। ইংলণ্ডেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ডের একজন

প্রতিনিধি এ দেশ শাসন করিয়া থাকেন, ইঁহাকে লর্ড লেপ্টেনাণ্ট বলে। বৃটীশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না; কারণ পৃথিবীর সকল অংশেই ইহাঁদের অধিকার আছে।

ওয়েল্‌স—কার্ডিফ ও সোয়ান্‌সি (দক্ষিণ ওয়েল্‌সের বন্দর), মণ্টগোমরী।

স্কটলণ্ড—এডিন্‌বরা (এই নগরের দৃশ্য বড় সুন্দর, এখানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে), গ্লাসগো, (বৃহৎ নগর, বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত), গ্রীনক্, ডণ্ডী, বালমোরাল (এখানে ইংলণ্ডেশ্বরের গ্রীষ্মনিকেতন আছে)।

আয়র্লণ্ড—ডবলিন (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ), বেলফাষ্ট (উত্তর-পূর্ব্বে), কর্ক (দক্ষিণে), লণ্ডনডরী (উত্তরে) ওয়াটারফোর্ড (দক্ষিণে, বন্দর)।

বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধিকার ও উপনিবেশ।

য়ুরোপে—জিব্রাল্টার, মাল্‌তা ও গাজো।

এশিয়ায়—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মপ্রদেশ; সিংহলদ্বীপ, ষ্ট্রেট্‌ সেট্‌ল্‌মেণ্ট, হঙ্কং, সাইপ্রস, মলয় উপদ্বীপ এবং আরব মধ্যস্থিত আশ্রিত রাজ্যসমূহ।

আফ্রিকায়—কেপকলোনি, নেটাল, বাসুতোলণ্ড, গাম্বিয়া, সিয়ালিওন্, গোল্ড কোষ্ট, লাগোস, মরিশস্, সেণ্ট হেলেনা, আসেনসন দ্বীপ, বৃটীশ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকা, নিগার রাজ্য, মিশরীয় সুদান ও আশ্রিত রাজ্যসমূহ এবং নবাধিকৃত ট্রান্সভাল্ ও অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট ইত্যাদি।

আমেরিকায়—কানাডারাজ্য, নিউফাউণ্ডলণ্ড, লাব্রাদর, বর্ম্মাদস্, বৃটীশ হন্দুরাস, বৃটীশ গায়েনা, ফকলণ্ড দ্বীপ ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জামেকা প্রভৃতি।

ওশেনিয়ায়—অষ্ট্রেলিয়া, তাস্‌মানিয়া, নিউজিলণ্ড; নিউগিনি, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ ও বোর্ণিওর কিয়দংশ।

ফ্রান্স—পারিস (সিন নদীর তীরে); লিয়ঁ (রোণ নদীর তীরে, রেশমী কাজের জন্য বিখ্যাত); মার্সেলস (ভূমধ্যসাগরের কূলে, প্রধান বন্দর), বর্দোঁ (গেরোণ নদীর তীরে, এখান হইতে ব্রাণ্ডি মদ, তৈল ও নানাপ্রকার ফল রপ্তানী হয়); নাঁতস্ (লয়ার নদীর তীরে বাণিজ্য স্থান); হেবার (সিন নদীর মোহানায়); কালে (ডোভার প্রণালীতে, এই নগরটী বহুকাল ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে ফরাসী বলে; ইহারা শিষ্টাচারী, প্রফুল্লচিত্ত, সরল ও সমরগৌরবপ্রিয়। কৃষিকর্ম্ম সামান্য লোকদিগের প্রধান অবলম্বন। শিল্পকর্ম্মে ফ্রান্সকে ইংলণ্ডের পরেই গণনা করিতে হয়। ইহারা কারুকার্য্যে বড় দক্ষ। মদ এখানকার মূল্যবান্ বাণিজ্য দ্রব্য। এখান হইতে রেশম, পশম, চর্ম্ম ও ব্রাণ্ডি রপ্তানি হয়। এদেশে সাধারণতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রচলিত।

ফ্রান্সের বিদেশীয় অধিকার।

ফ্রান্সের অধিকারে কর্সিকা দ্বীপ, প্রধান নগর আইয়াচো।

এশিয়ায়—চন্দননগর, পুঁদিচেরী ও মাহী (ভারতবর্ষে), নিম্ন কোচিন, টঙ্কিন, ফরাসী-শ্যাম, আনাম ও কাম্বোডিয়া (আশ্রিত রাজ্য)। আফ্রিকায়—আলজীরিয়, তিউনিস, সেনিগাল, ফরাসী-সুদান, ফরাসী-গিনি, ফরাসী-কঙ্গো ইত্যাদি।

দক্ষিণ আমেরিকায়—ফ্রেঞ্চগায়েনা। ওশেনিয়ায়—নিউ কালিডোনিয়া, সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

মোনাকো—(ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ক্ষুদ্ররাজ্য), একজন গবর্ণর জেনারলের শাসনাধীন। নগর—মোনাকো, কাণ্ডামাইন, মণ্টেকারলো।

বেলজিয়ম—ব্রুসেল্‌স্ (সেন নদীর তীরে, কার্পেট ও জরির কার্য্যের জন্য বিখ্যাত); অণ্টোয়ার্প (বাণিজ্যপ্রধান নগর); গেণ্ট (এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে); লিয়েজ (লোহার কাজের জন্য বিখ্যাত); অষ্টেণ্ড (বন্দর, উত্তর মহাসাগরের উপকূলে)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে বেলজীয়ান বলে; ইহারা কৃষিকর্ম্মে পারদর্শী। স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যে ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

হলণ্ড (নেদারলণ্ড)—আমষ্টার্ডাম (আমষ্টেল নদীর মোহানায়); হেগ (উপকূলে) লেডেন (রাইন নদীর তীরে), রটর্ডাম (বন্দর)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ বলে, ইহারা পরিশ্রমী, সমুদ্রের ধারে এক প্রকাণ্ড বাঁধ বাঁধিয়া দেশ রক্ষা করিতেছেন। এ দেশ উর্ব্বরা।

ওলন্দাজদিগের বিদেশীয় অধিকার।

এসিয়ায়—যবদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা, বাঙ্কা ও আম্বয়না, সিলিবিসের কিয়দংশ, নিউ গিনি, মলকাস ইত্যাদি (ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ)।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়—কুরাকা ও অরুবা প্রভৃতি দ্বীপ এবং ডচ্ গায়েনা বা সুরিনম।

জর্ম্মণ-সাম্রাজ্য—মধ্য য়ুরোপের ২৬টী রাজ্য লইয়া এই সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রুসিয়া, বাভেরিয়া, ওর্টেম্বুর্গ, ও শক্সেনি প্রধান।

ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয় যুদ্ধের পর প্রুসিয়ার রাজা জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ (কই-সর Kaiser) হইয়াছেন। বার্লিন নগর রাজধানী বলিয়া স্থির হইয়াছে।

প্রুসিয়া—বার্লিন (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত); পোটডাম (বার্লিনের পশ্চিম, এখানে অনেকগুলি রাজপ্রাসাদ আছে), ফ্রাঙ্কফোর্ট (সেন নদীর ধারে); ডানজিগ্ (ভিষ্টুলা নদীর মোহানাস্থ বন্দর); ষ্টেটীন (ওডার নদীর মোহানায়); মেমেল (উত্তর-পূর্ব্ব সীমাস্থ বন্দর); কলোন (রাইন নদীর তীরে, অডিকোলন নামক গন্ধ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত), একলা-শাপেল বা আকেন (পশ্চিম সীমায়—উষ্ণপ্রস্রবণ জন্য বিখ্যাত)।

বাভেরিয়া—প্রধান নগর মিউনিক (এখানে নানাবিধ চিত্র ও ভাস্করকার্য্য আছে); ও নুরেনবর্গ (মধ্যভাগে)।

জর্ম্মণীর বিদেশীয় অধিকার।

আফ্রিকায়—টোগোলণ্ড, কেমেরুণ, জর্ম্মণ দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকা, জর্ম্মণ-পূর্ব্ব-আফ্রিকা। প্রশান্ত মহাসাগরে—সলোমন পুঞ্জ, মার্সাসপুঞ্জ, বিসমার্ক আর্কিপিলেগো ইত্যাদি।

সুইজর্লণ্ড—বার্ণ (আর নদীর ধারে, এখানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে); জেনেভা (রোণ নদীর তীরে, ঘড়ির জন্য বিখ্যাত); জুরিক (জুরিক হ্রদের ধারে); নুশাটেল (নুশাটেল হ্রদের ধারে)। এখানকার অধিবাসদিগকে সুইস্ বলে। এখানে বাহাদুরী কাষ্ঠ, ঘড়ি, পনির প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে।

অষ্ট্রো-হঙ্গেরী—(Austro-Hungary)

অষ্ট্রিয়া—ভিয়েনা (দানিয়ুব নদীর তীরে, প্রধান বাণিজ্য স্থান); প্রেগ্ (বোহিমিয়ার প্রধান নগর); ত্রিয়েস্ত (আড্রি-য়াতিক সাগরের উপকূলে); ক্রাকো (ভিষ্টুলা নদীর তীরে)।

হঙ্গেরি—বুদা বা ওফেন ও পেস্ত (দানিয়ুব নদীর উভয় তীরে)।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বোসনিয়া ও হারজেগোবিনা (তুরুস্কের প্রদেশদ্বয়) অষ্ট্রিয়ার শাসনে আসিয়াছে।

বসোনিয়া—সিরাজিভো। হারজেগোবিনা—মুষ্টার।

রুষিয়া,—সেণ্টপিটার্সবর্গ (রাজধানী, নিভা নদীর তীরে); আর্কেঞ্জেল (উত্তর ডুইনা নদীর মোহানার নিকট); ওয়ার্সা (ভিষ্টুলা নদীর তীরে, পূর্ব্বে পোলণ্ডের রাজধানী ছিল); রীগা (রীগা উপসাগরে, রপ্তানী দ্রব্যের আড়ত), হেলসিংফোর্স (ফিনলণ্ডের প্রধান নগর); মস্কৌ (মধ্যভাগে, রুষিয়ার প্রাচীন রাজধানী); নিজনি-নব গরদ্ (ভল্গা নদীর তীরে); ওডেসা ও খারশন (কৃষ্ণসাগরতীরস্থ বন্দর); শিবাস্তোপল (ক্রিমিয়ার দুর্গের জন্য বিখ্যাত), অষ্ট্রাকান (ভল্গা নদীর মোহানার নিকট, মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত)।

য়ুরোপীয় রুষিয়া য়ুরোপের প্রায় পূর্ব্বার্দ্ধ ব্যাপিয়া আছে। অধুনা এই সাম্রাজ্য পোলণ্ড ও ফিনলণ্ড সহ ৬৮টী গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত। এদেশ অতি বিস্তীর্ণ, এইজন্য স্থানভেদে এখানে শীত ও গ্রীষ্মাদি ঋতুর তারতম্য হইয়া থাকে। উত্তর-মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী ভূমি চিরতুষারাচ্ছন্ন। য়ুরোপের অপরাপর সাম্রাজ্য অপেক্ষা এখানকার লোকসংখ্যা অধিক এবং অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত। রুষিয়ার সম্রাট্‌কে "জার" (সিজার শব্দের অপভ্রংশ) বলে। রুষিয়ার মধ্যভাগ ও দক্ষিণপশ্চিমাংশ উর্ব্বরা। ১৮৭৮ খৃষ্ট অব্দে বার্লিন্ নগরের সন্ধি অনুসারে বাসারাবিয়া প্রদেশ রুষিয়ার অধিকারে আসিয়াছে। প্রধান নগর কিশিনেফ।

স্কান্দিনেভিয়া—নরওয়ে ও সুইডেন একত্র এই নামে পরিচিত। এ রাজ্য পর্ব্বত ও হ্রদাকীর্ণ।

নরওয়ে—ক্রিষ্টিয়ানা (দক্ষিণ পূর্ব্বে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে); বার্জেন ও ট্রণ্ডেম (পশ্চিমে) এ দুইটী বন্দর।

নরওয়ে পার্ব্বত্য দেশ। ১৮১৪ খৃষ্ট অব্দে সুইডেনের সহিত মিলিত হইয়া একজন রাজার শাসনাধীন হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় দেশের শাসনপ্রণালী বিভিন্ন। নরওয়ের অধিবাসীদের নরউইজিয়ান্ বলে, ইহারা পরিশ্রমী ও সাহসী।

সুইডেন—ষ্টকহলম্ (মেলার হ্রদের নিকট, সমুদ্র-বন্দর); গোথেনবর্গ (দক্ষিণ-পশ্চিমে বাণিজ্যস্থান); কারল্‌সক্রোণা (দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সুইডেনের রণতরীর প্রধান আড্ডা); অপ্‌শালা (এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে)।

সুইডেনের অধিবাসিগণ 'সুইডিস্' নামে অভিহিত। ইহারা সুশিক্ষিত ও পরিশ্রমী। লাপলণ্ডের (বোথনিয়া উপসাগরের উত্তর) কিয়দংশ নরওয়ে-সুইডেনের ও কিয়দংশ রুষিয়ার অধিকৃত।

ডেন্মার্ক (দ্বীপগুলসহ)—কোপেনহেগেন (জিলণ্ডের পূর্ব্বে); এলশিনর। এখানকার অধিবাসীদিগকে দিনেমার বলে।

আইসলণ্ড (প্রধান নগর রিকিয়াভিক); গ্রীনলণ্ড এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সেণ্টেটমাস ইত্যাদি দ্বীপ ডেন্মার্কের অধিকারে আছে।

স্পেন—মাদ্রিদ, বার্সিলোনা (উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে); সালামানকা (এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে); সেবিল (গোয়া-দেলকুইবার নদীর তীরে); করুণা (আটলাণ্টিক মহাসাগরের বন্দর); জিব্রাল্টার (দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে স্পানিয়ার্ড বলে। ভূমধ্যসাগ-রের মাজর্কা, মিনর্কা, ইভিকা প্রভৃতি দ্বীপ স্পেনের অধিকারে আছে। বিদেশীয় অধিকার—প্রশান্ত মহাসাগরে—ক্যারো-লাইন, সুলু ইত্যাদি। আফ্রিকায়—কেনারী দ্বীপপুঞ্জ

কর্ণজোপো, আনাবন, সানজুয়ান ইত্যাদি। আমেরিকায়—পর্তোরিকো।

পিরেনিজ পর্ব্বতের আন্দোরা নামক ক্ষুদ্র প্রদেশ স্পেনদেশস্থ অর্গেল নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজকের ও ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্বাধীনে। এখানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত।

পর্ত্তুগাল—লিসবন (টেগস্ নদীর ধারে); অপর্তো (ডাইরো নদীর মোহানার নিকট, পোর্ট নামক সুরার জন্য বিখ্যাত)।

পর্ত্তুগাল ৬টী প্রদেশে বিভক্ত। এখানকার অধিবাসীদিগকে পর্ত্তুগীজ বলে। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা বটে, কিন্তু কৃষিকর্ম্মের তেমন উন্নতি নাই। বিদেশীয় অধিকার—এশিয়ায় গোয়া, দমন, ও দীউ (ভারতবর্ষে); তাইমুর (ভারত-মহাসাগরে), মাকো (চীন দেশে)। আফ্রিকায়—পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, কেপভার্দ্দ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

১৭৪৫ খৃষ্ট অব্দের ভূমিকম্পে লিসবনের ৬০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ইতালী—রোম (টাইবার নদীর তীরে, এখানকার সেণ্ট-পিটার গীর্জা বড় সুন্দর); নেপল্‌স (পশ্চিম উপকূলে, ইতালীর মধ্যে বড় নগর।) মিলান (জেনাও) উত্তরপূর্ব্ব উপকূলের প্রধান বন্দর; ভিনিস (আড্রিয়াতিক সাগরের উত্তরাংশে); ফ্লরেন্স, ব্রিন্দিসী (আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত) য়ুরোপ হইতে এশিয়ায় যাতায়াতের সময় এখানে ডাকষ্টীমার থামে। এখান হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত আছে।

সম্প্রতি সান্‌সেরিণো প্রদেশ ভিন্ন সমগ্র ইতালী (সার্ডিনিয়া ও সিসিলি দ্বীপসহ) একজন রাজার শাসনাধীন এবং ইতালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত।

এখানকার অধিবাসীদিগকে ইতালিয়ান বলে। বিদেশীয় অধিকার—আফ্রিকায় ইরীত্রিয়া (লোহিতসাগর উপকূলে), সোমালিলও ও গালা প্রভৃতি।

সিসিলি-দ্বীপ—পালার্মো।

সার্ডিনিয়া—কাগলিয়ারী।

মাল্টা,—ভালিতা (ইংরাজদিগের ভূমধ্যসাগরস্থ রণতরীর প্রধান আড্ডা)।

গজো,কমিনো (সিসিলির দক্ষিণ) ইংরাজদিগের অধিকারে।

গ্রীস—আথেন্স (ইজিনা উপসাগরের উত্তর); পাএস (করিন্থ উপসাগরে প্রবেশপথের নিকট, বন্দর); স্পার্টা (দক্ষিণে)।

অধিবাসীদিগকে গ্রীক বলে; ইহারা নাবিকের কার্য্যে বড় পটু।

য়ুরোপীয় তুরুক্ক—কনষ্টাণ্টিনোপল বা ষ্টাম্বুল (বস্‌ফোরস্ প্রণালীতে); গালিপোলি (দার্দানেলজ প্রণালীর নিকট); আড্রিয়ানোপল; সালোনিকা।

ইস্‌লামধর্ম্মই অত্রত্য রাজধর্ম্ম। এখানকার রাজা স্বেচ্ছাচারী; তাঁহাকে সুলতান ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে উজির বলে।

কাণ্ডিয়া (ক্রীত)—কাণ্ডিয়া।

করদ রাজ্য—বুলগেরিয়া ও পূর্ব্ব রুমাণিয়া—সোফিয়া; ফিলিপপোলি (পূর্ব্ব রুমাণিয়ার প্রধান নগর)।

পূর্ব্ব রুমাণিয়া বুলগেরিয়ার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ বুলগেরিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

সামস দ্বীপ (এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে)।

নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি রুষ-তুরুক্কের যুদ্ধের পর ১৮৭৮ খৃষ্ট অব্দে বার্লিন নগরের সন্ধি অনুসারে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

রুমাণিয়া—বুখারেষ্ট; জাসে (মল্ডেভিয়ার প্রধান নগর)। সার্ব্বিয়া—বেলগ্রেড। মণ্টেনিগ্রো—সণ্টিনে।

মলডেভিয়া, ওয়ালাশিয়া ও দোব্রুজা প্রদেশ লইয়া রুমাণিয়া রাজ্য।

প্রকৃতি ও অধিবাসী।

য়ুরোপ পরিমাণে এসিয়ার এক-চতুর্থাংশেরও কম। ভৌগোলিক বিবরণানুসারে ইহা এসিয়া মহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে সম্বদ্ধ। য়ুরোপের সমগ্র দেশভাগ কর্কটক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে গ্রীষ্মাভাব ঘটিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উত্তরদিকের অধিকাংশ স্থান সুমেরু-কেন্দ্রের (Arctic-zone) মধ্যগত থাকায় অর্থাৎ ৫৭° অক্ষরেখার উত্তরবর্ত্তী দেশসমূহের শৈত্যের প্রাবল্যহেতু ধান্যগোধূমাদি আদৌ জন্মে না। এই হেতু তত্তদ্দেশে নিরন্তরই জনসংখ্যার হ্রাস ঘটিয়া থাকে। পর্ব্বতময় স্কটলণ্ডের উত্তরাংশে, নরওয়ে ও সুইডেনে এবং রুষিয়ার উত্তরভাগে অত্যধিক হিমপাত হওয়ায় কোনরূপ শস্যাদি জন্মে না। তজ্জন্য ঐ সকল দেশের দক্ষিণে যেভাগে গোধূম জন্মিয়া থাকে, সেই ভাগেই লোকের বসতি দেখা যায়। য়ুরোপের পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব্ব দিকেই শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক, এক অক্ষরেখায় অবস্থিত এডিনবরা নগরী অপেক্ষা মস্কউ নগরে শীতাধিক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে।

য়ুরোপ ও এসিয়ার প্রাকৃতিক গঠন লইয়া তুলনা করিলে উভয় মহাদেশকেই প্রায় একরূপ বলিয়া কল্পনা করা যায়। য়ুরোপের দক্ষিণে স্পেন, ইতালী ও তুরুক্ক রাজ্য যেরূপ প্রায়োপদ্বীপাকারে বিলম্বিত আছে, এসিয়ার দক্ষিণেও তদ্রূপ আরব, ভারত ও গঙ্গাবহির্ভূত উপদ্বীপ (Trans-Gangetic

Peninsula) বিদ্যমান আছে। স্পেনের উত্তর হইতে পিরিনিজ, আল্‌পস্‌ ও কার্পেথিয়ান্‌ পর্ব্বতশ্রেণী যেরূপ সমসূত্রে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে, মধ্য এসিয়ার উচ্চ ভূমিতেও সেইরূপ একটী সমরেখায় গিরিশ্রেণী বিস্তৃত দেখা যায়। উত্তর য়ুরোপ ইংলণ্ডের পূর্ব হইতে য়ুরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত যেমন সমতল ক্ষেত্রে বিরাজিত, এসিয়ার সাইবিরিয়া রাজ্য তেমনই সুদীর্ঘ সমতল প্রান্তরে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে।

স্পেন, ইতালী ও তুরুক রাজ্য, য়ুরোপের মধ্যে গ্রীষ্মপ্রধান। এই কারণ এখানে অল্প পরিমাণে ধান্যাদি উৎপন্ন হয়। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, প্রুসিয়া ও পোলণ্ডের সমতল ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পোলণ্ড ও মধ্য রুষিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভিসচুলা, ওডার, নিপার ও নিষ্টার নদী দ্বারা জলপ্লাবিত হওয়ায় উহা সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর হইয়াছে এবং উহাই য়ুরোপের শস্যভাণ্ডার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এখান হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় শস্যহীন দেশে প্রচুর পরিমাণে গোধূম রপ্তানি হয়।

গ্রীষ্মাভাব হেতু এখানে বন্য জীব জন্তু এবং বৃক্ষলতাদির একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। রুষিয়ার উত্তরে এবং অষ্ট্রিয়ার পার্ব্বতীয় জঙ্গলে ভয়াবহ নেকড়ে বাঘ (Wolf) ভিন্ন অন্য কোন বন্য জন্তু এখানে নাই। এমন কি, চিতা, বিড়াল প্রভৃতিও এখানে দৃষ্ট হয় না। সেক্সপীয়রের গ্রন্থে যে "bearded pard' নামক জীবের উল্লেখ আছে, তাহাকে স্পেনদেশীয় pardine lynx বলিয়া জানা যায়। য়ুরোপ সভ্যতার শীর্ষসোপানে আরোহণ করায়েও বর্ত্তমানে বন্য হিংস্র জন্তুর সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কারণ ভূতত্ত্বের আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, প্রাচীন কালে য়ুরোপে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বৃষ ও হরিণ প্রভৃতি জন্তু ছিল। শীকারপ্রিয় য়ুরোপবাসীর হস্তে অথবা হিমপ্রলয়ে সম্ভবতঃ ঐ সকল জীবজন্তুর ক্ষয় ঘটিয়াছে। সমগ্র য়ুরোপ মহাদেশ অনুসন্ধান করিলে শতাধিক বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতি কর্ত্তৃক এরূপ হীনভাবে রক্ষিত হইলেও য়ুরোপবাসী জাগতিক উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন। কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি সাহিত্য, কি সামরিক কৌশল সকল বিষয়ে য়ুরোপীয়গণ অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা উন্নতির উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছেন।

য়ুরোপবাসিগণ আপনাকে প্রাচীন আর্য্য বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত করেন। যথাক্রমে কেল্টিক্‌-ইতালীয় বা রোমক হেলেনীয় টিউটন, স্লেভিক ও হ্রাকীয়গণ পামীর বা মধ্যএসিয়া হইতে য়ুরোপে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। স্কটলণ্ড, আয়রলণ্ড, ওয়েলস, কর্ণওয়াল, পশ্চিম ফ্রান্স ও স্পেনে কেল্টিকগণের বাস দেখা যায়। ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ওলাসিয়া ও মলডাভিয়া নামক স্থানে রোমকগণ এবং গ্রীস ও গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জে হেলেনসগণের বাস রহিয়াছে। ইংরাজ, ওলন্দাজ, জর্ম্মণ ও স্কান্দিনেবিয়গণ টিউটনশাখা বলিয়া পরিচিত। টিউটনদিগের প্রাচীন মিসোগথিক্‌ (Mœso-Gothic) ভাষার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া অধ্যাপক বপ্‌ (Comparative grammar) লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা এই ভাষা অধিকতর সংস্কৃতের অনুগামী। তুরুক, হঙ্গেরী, বোহেমিয়া ও পোলণ্ড প্রান্তর ভাগে শেষ ঔপনিবেশিক আর্য্যগণের বংশধরেরা বসবাস করিতেছে। এতদ্ভিন্ন সমগ্র য়ুরোপের নানাস্থানে প্রায় তিন লক্ষ "জিপ্‌সীর (Gipsy) বাস আছে। উহাদের ভাষা ও আকৃতি প্রকৃতি প্রায় হিন্দুর মত। ভারতীয় ভারদিগের সহিত ইহাদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

সমাগত আর্য্য ব্যতীত পিরিনিজ ও লাপ্‌লণ্ড ভূভাগে কতকগুলি প্রাচীন অনার্য্যজাতির বাস আছে। মোঙ্গলীয় বা তুর্কগণ তুরুকে, তাতারগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ রুষিয়ার এবং মগয়ারগণ হঙ্গেরীতে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তুর্কগণ ব্যতীত বর্ত্তমান য়ুরোপের সমস্ত অধিবাসীই প্রায় খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী। ঐ খৃষ্টান্‌দিগের মধ্যে মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িক প্রভেদ আছে। গ্রীকসমাজের (Greek church) নেতা রুষ-সম্রাট্‌, রোমান্‌-কাথলিক সমাজের নেতা রোমের পোপ। প্রোটেষ্টাণ্ট সমাজের কোন বিশিষ্ট নেতা নাই। ধর্ম্ম অনুসারে লাটিন্‌ বা রোমকগণ রোমান-কাথলিক, টিউটনগণ প্রোটেষ্টাণ্ট ও রুষসাম্রাজ্যবাসিগণ গ্রীকচার্চের অধীন। গ্রীক ও ক্রীতবাসীদিগের মধ্যেও রোমান-কাথলিকই অধিক।

এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০০ লক্ষ। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজদিগের ভাষা অনেকাংশে লাটিন্‌ মিশ্রিত। জর্ম্মণ, ফ্লেমিস্‌, ওলন্দাজ, সুইডিস্‌, দিনেমার ও ইংরাজদিগের ভাষায় টিউটনদিগের ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। পোলণ্ড, রুষিয়া, বোহেমিয়া ও য়ুরোপীয় তুরুকে স্লাভনিক ভাষার ছায়া দেখা যায়। ওয়েলস্‌, স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড, উত্তরপশ্চিমফ্রান্স ও লাপ্‌লণ্ডে কেল্টিক্‌ভাষার ব্যবহার আছে। বর্ত্তমান গ্রীক ও অন্যান্য কএকটী ভাষা এক্ষণে য়ুরোপখণ্ডে প্রচলিত রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকভাষার সহিত বর্ত্তমান গ্রীকভাষার অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান কালে য়ুরোপ মহাদেশ বিস্তৃততর, প্রাধান্য ও

সাধারণতন্ত্র নামক শাসনপ্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে। রাজকীয় বিভাগ লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, য়ুরোপ মহাদেশ রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া, হঙ্গেরী, জর্ম্মণি ও তুরুষ্ক নামক চারিটী সাম্রাজ্য বিভক্ত। প্রুসিয়া, বাভেরিয়া, যুর্টেম্বার্গ ও স্যাক্সনিরাজ্য, বদেন, মেক্লেন্‌বর্গ, স্বেরিন, হেসি, ওল্ডেনবর্গ, সেক্সবিমার, মেক্লেনবর্গ, ষ্ট্রীলিটজ্ নাম গ্রাণ্ড ডচি ও ব্রান্সউইক, সেক্সমেনিঞ্জেন, এন্‌হাল্ট, সেক্সকোবার্গ গোথা ও সেক্স অল্টেনবর্গ নামক ডচি এবং বল্‌-বেক্, লিপে, স্বার্জবার্গ রুডোলষ্টেড স্বার্জবার্গ-সোণ্ডারশুজেন, ক্ষোউম্বার্গ-লিপে ও রিউস্ গ্রীজ্ নামক সামন্ত রাজ্য (Principality) এবং এল্‌সাস্‌লোরেন্ প্রদেশ ও হাম্বার্গ, লুবেক, ব্রেমেন প্রভৃতি ফ্রি-টাউন লইয়া জর্ম্মণ সাম্রাজ্য গঠিত।

তুরুষ্ক, সার্ভিয়া, মণ্টিনিগ্রো ও রুমাণিয়া লইয়া তুরুষ্ক সাম্রাজ্য।

এতদ্ভিন্ন বেল্‌জিয়ম, ডেনমার্ক, গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড, গ্রীস, হলণ্ড, ইতালী, স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন ও নরওয়ে এবং জর্ম্মণির অন্তর্ভুক্ত চারিটী রাজ্য লইয়া এখানে সর্ব্বসমেত ১৩টী রাজ্য আছে। আঁদোরে, ফ্রান্স, সানমারিণো ও সুইজর্লণ্ড নামক রাজ্যচতুষ্টয় সাধারণতন্ত্র বলিয়া গণ্য।

য়ুরোপের ইতিহাস বলিতে সমগ্র সভ্য জগতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যার উন্নতির ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক।

পৌরাণিক গ্রীক কাব্য পাঠে জানা যায় যে, জুপিটর এখানে য়ুরোপাকে (Europa) আনিয়া রাখেন, তদবধি এই স্থান য়ুরোপ নামে খ্যাত হয়। বোকার্ট (Bochart) ফিনিকীয় Urappa শব্দ হইতে য়ুরোপ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। ফিনিকীয় Urappa ও গ্রীক্ leuks prosopos শব্দ একপর্য্যায়বাচক। উহার অর্থ শ্বেত বা সুন্দর-বর্ণ। সম্ভবতঃ য়ুরোপবাসীর শ্বেতকায় দেখিয়া এই মহাদেশকে ঐ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকিবে। মুসেঁ গেবেলিন্ (M. Gebelin) ফিনিকীয় "Wrab" শব্দ হইতে নামোৎপত্তি স্বীকার করেন। তাঁহার মতে ফিনিকীয়ায় অর্থাৎ এশিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া এই স্থানের নাম য়ুরোপ হইয়াছে। Wrab শব্দের অর্থ পশ্চিম। কারণ ফিনিকীয় বণিকগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাণিজ্যব্যপদেশে ভূমধ্যসাগরের য়ুরোপীয় উপকূলে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা পশ্চিম দিকে আসিয়াছিল বলিয়া এই স্থানকে Wrab পশ্চিম শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকিবে।

য়ুরোপীয় পুরাবিদেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, য়ুরোপের অধিবাসিগণ এশিয়া হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে। যে সময়ে এশিয়া মহাদেশে সুবৃহৎ ও মহাসমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যসমূহ বিদ্যমান থাকিয়া জাতীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রচার করিতেছিল, সেই সময়ে য়ুরোপ বর্ব্বরতায় নিমজ্জিত ছিল। য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে গ্রীকরাজ্য বর্ব্বরতা হইতে অভ্যুত্থিত এবং অনতিকাল মধ্যেই উচ্চ শিক্ষা ও সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়। গ্রীকগণ জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ইতালী এবং গল ও স্পেনরাজ্যের সমুদ্রোপকূলে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সময় হইতেই রোম নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দে রোমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

অভ্যুত্থিত রোমের বীরচেতা অধিবাসিগণের বাহু বলে ক্রমে সমগ্র ইতালী এবং সর্ব্বশেষে য়ুরোপ মধ্যে একটী সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়। তৎকালে কেবল মাত্র উত্তর-য়ুরোপবাসী জাতি মাত্র রোমের অধীনতাপাশ বহন করে নাই।

রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতনে য়ুরোপে বর্ব্বর জাতির (barbarians) প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। বর্ব্বরগণ এশিয়ার নানাস্থান হইতে দলে দলে অগ্রসর হইয়া য়ুরোপলুণ্ঠন এবং তদ্দেশবাসীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে থাকে। বর্ব্বর জাতির সমাগমের পর, কএক শতাব্দ ধরিয়া য়ুরোপ মহাদেশে অরাজকতাস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। অতঃপর ভিসিগথ (Visigoth)-গণ স্পেনরাজ্যে, ফ্রাঙ্কগণ (Franks) গলরাজ্যে, লম্বর্ডগণ (Lombard) ইতালীতে, সাক্সনগণ (Saxon) উত্তর জর্ম্মণিতে, আভেরী (The Avari) দক্ষিণ জর্ম্মণিতে এবং সর্ব্বশেষে এঙ্গ্লো-সাক্সনগণ ব্রিটেন রাজ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে রাজপাট স্থাপন করেন। পূর্ব্ব য়ুরোপে গ্রীক-সাম্রাজ্যই কনষ্টাণ্টিনোপলে বিগত রোমরাজ্যের পরিচায়ক ছিল।

প্রায় খৃষ্টীয় ৮০০ অব্দে বিখ্যাত যোদ্ধা ও দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সার্লিমেন (Charlemagne) পশ্চিম য়ুরোপের অধিকাংশ স্থান অধিকারপূর্ব্বক একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। সেই বীরবরের বংশধরগণ আপনাদের রাজশক্তি অপ্রতিহত রাখিতে অশক্ত হওয়ায় শাসনশৃঙ্খলায় শৈথিল্য উপস্থিত হয় এবং গৃহবিবাদহেতু সেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ইতালী, লোরেণ, প্রোভেন্স, বার্গাণ্ডি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে উত্তর য়ুরোপের মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন রুষিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাজ্য শক্তিসঞ্চয়ে সমুন্নত হইয়া য়ুরোপীয় অপরাপর শক্তির সমকক্ষ হইয়া উঠে।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে মুরগণ স্পেনীয় প্রায়োদ্বীপ আক্রমণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকে। তাহাদের সমৃদ্ধ রাজ্যশাসনের পরিচয় যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। কর্ডোভার মুরকীর্ত্তি জগতে অতুলনীয়। লিয়ো, কাষ্টাইল, আর্গো ও পর্ত্তুগালের খৃষ্টান্ রাজগণের অভ্যুদয়ে তাহারা চির সাধের স্পেনসাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্তিনোপল অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাজপাট স্থাপন করে। ঐ সময় হইতেই য়ুরোপের সমৃদ্ধিশালী অপরাপর রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা কাল কল্পনা করা যায়। [মুর দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ইউনাইটেড্ নেদারলণ্ড প্রদেশসমূহ স্পেনীয় শাসনশৃঙ্খল উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন মুকুট গ্রহণ করে এবং ১৮শ খৃষ্টাব্দে পদার্পণ করিয়াই প্রুসিয়া স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠিত হয়। ৯১১ খৃষ্টাব্দে সংগঠিত জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সম্যক্‌রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ৯৯২ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ড একটী স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের রুষ রাজাদেশানুসারে উহা রুষসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া পূর্ব্বেই কতকগুলি প্রদেশ অধিকার করিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লবে য়ুরোপে যে সাধারণ রণরঙ্গ সমুৎপাদিত হয়, তাহা হইতে য়ুরোপের অনেক ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ফরাসী-সম্রাট্ ১ম নেপোলিয়ান্ ঐ সময়ে য়ুরোপের সর্ব্বত্র স্বীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ফরাসী সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিবার পর, অনেকাংশে পূর্ব্বতন রাজ্যশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীকগণ তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের অধীনতা পাশ উন্মোচন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নেদারলণ্ডস্ হলণ্ড ও বেলজিয়ম নামক দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ৩য় নেপোলিয়ানের সহিত ইতালীরাজের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইলে, অষ্ট্রিয়া-সম্রাট্ লম্বডিরাজ্য ফরাসী সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করেন। নেপোলিয়ান্ পরে উহা সার্ডিনিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রুমানিয়ার সামন্তরাজ্য সংগঠিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ব্যতীত জর্ম্মণ-সামন্ত রাজ্যগুলি একতাবদ্ধ হইয়া একটী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিন্ নগরের সন্ধিপত্রানুসারে তুরুষ্কের সুলতানের অধিকৃত কতকগুলি প্রদেশ স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য করা হইয়াছিল।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্য্যায় লিখিত হইল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তত্তৎ দেশ নামে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এখানে বিভিন্ন দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস উল্লেখ করা গেল না। [তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

যূষ্, বধ, ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ যূষতি। লোট্ যূষতু। লিট্ যুযূষ। লুট্ যূষিত। লুঙ্ অযূষীৎ লৃট্ যূষিষ্যতি। সন্ যুযূষিষতি। যঙ্ যোযূষ্যতে। যঙ্‌লুক্ যোযূষীতি।

যূষ (পুং ক্লী) যূষ-ক। মুদ্গাদি কাথরস, মুদ্গাদির ঝোল। যুগ বা মৎস্যাদির যে ঝোল হয়, তাহাকে যূষ কহে।

"বৈদলান্ বিতুষান্ ভৃষ্টান্ চতুর্ভাগাম্বুসাধিতান্।
নিষ্পীড্য তোয়মেতেষাং সংস্কৃতং যূষ উচ্যতে॥" (পর্য্যায়মু°)

দাইল ভাজিয়া তাহার তুষ (খোসা) ফেলিয়া দিবে, পরে চারি ভাগ জলে উহা সিদ্ধ করিয়া উহাতে লবণাদি মিশ্রিত করিবে, তদনন্তর উহা উত্তমরূপ নিপীড়ন করিয়া ছাকিয়া লইলে তাহাকে যূষ কহে। এই যূষ বহু প্রকার।

এই যূষের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে। মুদ্গযূষ কফনাশক, অগ্নিকর, বমন ও বিরেচন দ্বারা শুদ্ধশরীর ব্যক্তিদিগের মুখপ্রিয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। মুদ্গযূষ দাড়িম ও দ্রাক্ষা সংযোগে প্রস্তুত হইলে তাহাকে রাগষাড়ব কহে। মসূর, মুদ্গ ও কুলত্থ লবণ সংযোগে প্রস্তুত হইলে রুচিকর, লঘুপাক ও দোষের অবিরোধী হয়। ইহা কফ ও পিত্তের অবিরোধী, বাতব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং বায়ুরোগীর পক্ষে সুপথ্য, রুচিকর, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় ও লঘুপাক।

পটোল ও নিম্বের যূষ কফঘ্ন, মেদঃশোধক, পিত্তনাশক, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় এবং কৃমি, কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক। মূলকের যূষ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, প্রসেক, অরুচি ও জ্বরনাশক এবং কফ, মেদ ও গলরোগে বিশেষ উপকারী। কুলত্থের যূষ বায়ুনাশক, শ্বাস, পীনস, কাস, অর্শ, গুল্ম, ও উদাবর্ত্ত রোগে হিতকর। দাড়িম ও আমলা দ্বারা উহা প্রস্তুত হইলে মুখপ্রিয়, দোষের সংশমনকারী ও লঘুপাক হয়। মুদ্গ ও আমলকের যূষ বলকর, পিত্তজনক, মূর্চ্ছা ও মেদোনাশক, পিত্ত ও বায়ুদমনকারী, সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্তের হিতকর। যব, কুল ও কুলত্থের যূষ কণ্ঠশোধনকর ও বায়ুনাশক। সকল প্রকার মুগাদি ও শমীধান্যের যূষ উক্ত প্রকার গুণসম্পন্ন, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক।

যূষমাত্রই হৃদ্য এবং বায়ু ও কফের হিতকর। তৈল, লবণ, ঘৃত ও ঝাল এই সকল দ্বারা প্রস্তুত না হইলে তাহাকে 'অকৃত যূষ' এবং তৈল, লবণ ও ঝাল সংযুক্ত হইলে তাহাকে কৃতযূষ কহে। দধি, কাঁজি ও কলায়রস রস সহ যে সকল

যূষ প্রস্তুত হয়, তৎসমুদায় উত্তরোত্তর লঘু ও হিতকর। সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত যূষ লঘু ও হিতকারী। দধি, দধিমস্তু ও অম্ল দ্বারা পক্ক হইয়া রস প্রস্তুত হইলে তাহাকে কাম্বলিক যূষ কহে।

মাংসের যূষ তৃপ্তিকর; শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকারক, সংঘাতকর, এবং শুক্র ওজঃ ও বলবর্দ্ধক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫ অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"অষ্টাদশগুণে নীরে শমীধান্তশৃতো রসঃ।
বিরলোহে ঘনঃ কিঞ্চিৎ পেয়াতো যূষ উচ্যতে।
উক্তঃ সএব নির্যূহো রুচিকৃচ্চ বিশেষতঃ॥"

শমীধান্য (মুগ মুসুর প্রভৃতি) আঠার গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিলে সিক্থ (সিটা) বিরহিত অথচ পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে যূষ বলা যায়। ইহা রুচিকারক। যূষের প্রকারান্তর-কুট্টিতদ্রব্য (যূষের উপাদান শমীধান্যাদি) একপল, শুণ্ঠী অৰ্দ্ধতোলা ও পিপ্পলী অৰ্দ্ধ তোলা এই সকল একত্র চারিসের জলের সহিত পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিলে তাহাকে যূষ কহে। ইহা বলকারক, লঘুপাক, রুচিকারক, কণ্ঠশোধক এবং কফনাশক।

মুদ্গযূষবিধি দুইপল ও মুগ চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া যখন একসের অবশেষ থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া চটকাইতে হইবে, যখন দাইল ও জল একেবারে মিশিয়া যাইবে, তখন উহা ছাকিয়া লইয়া উহাতে দাড়িমের রস এক পল মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে উহাতে সৈন্ধব, শুণ্ঠী, ও ধনে ইহাদের চূর্ণ মিলিত চারিতোলা, এবং জীরা ও পিপুল মিলিত একতোলা ধীরে ধীরে মিশাইতে হইবে। এই মুদ্গ যূষ অতি উৎকৃষ্ট, অগ্নিদীপ্তিকারক, শীতবীর্য্য, লঘু, ব্রণ, দাহ, কফ, পিত্ত, জ্বর ও রক্তদোষনাশক। মিলিত মুগ ও আমলকীর যূষ ভেদক, শীতবীর্য্য, পিত্ত, বায়ু, পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও মদরোগনাশক।

মসুরযূষ ধারক, পুষ্টিকারক, মধুররস এবং প্রমেহরোগনাশক। (ভাবপ্র°) জ্বরাদি রোগে এইরূপ প্রণালীতে যূষ প্রস্তুত করিয়া পথ্য দিতে হয়।

হারীতের প্রথমস্থানে নবম অধ্যায়ে এই যূষের বিধি ও গুণের বিষয় লিখিত আছে। সারকৌমুদীর মতে রন্ধনদ্রবকেই যূষ কহে। 'রন্ধনদ্রবো যূষঃ' (সারকৌ°)

(পুং) যূষতীতি যূষ-ক। ২ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

যুসুফ, আকাএদ যুসুফ নামক দেবতত্ত্বসম্বন্ধীয় একখানি আরবীয় গ্রন্থরচয়িতা, আহ্মদনগরে ইঁহার বাস ছিল।

যুসুফআমিরী (মৌলানা) জনৈক মুসলমান কবি। ইনি শাহরুক মীর্জার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া তৎপুত্র বাইসনুঘর মীর্জার গুণবর্ণনাপূর্ব্বক একখানি কাব্য রচনা করেন।

যুসফআদিল শাহ, বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আদিনাম যুসুফ আদিল খাঁ। তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী-রাজবংশধর সুলতান ২য় মহম্মদ শাহের জনৈক সভাসদ ছিলেন। উক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর, সুলতান ২য় মাহ্মুদ রাজা হন। তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহার ধ্বংসসাধনে ষড়যন্ত্র করিতেছে দেখিয়া যুসুফ আদিল আহ্মদাবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার বিজাপুর রাজধানীতে-গমন করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি বিজাপুরের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন।

যুসুফ আহ্মদনগর ছাড়িয়া আসিবার কালে বাহ্মণীরাজের বৈদেশিক সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাঁহার অনুগমন করেন। এইরূপে স্বদলে বিজাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি তথায় একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে কল্পনা করেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ যুদ্ধে জয় করিয়া আপনার রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকেন।

এইরূপে অর্থবলে ও সৈন্তবলে রাজশক্তিসম্পন্ন হইয়া তিনি ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে মালিক আহ্মদ বহ্রীর অনুমোদনক্রমে শাহ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। বিজাপুরে তাঁহার নামে খুৎবা পঠিত হয়। দোর্দণ্ড প্রতাপে ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর নগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

যুসুফ আনাটোলিয়াবাসী ২য় মোরাদের পুত্র বলিয়া সাধারণের ধারণা, রাজরক্ষী সেনাদলে নিযুক্ত করিবার জন্য জনৈক বণিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া তাহাকে আহ্মদাবাদে আনা হয়। [আদিলশাহী বংশ দেখ।]

যুসুফ আলি খাঁ, রামপুরের জনৈক নবাব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি ইংরাজের পক্ষে থাকিয়া বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে বার্ষিক লক্ষ টাকা আয়ের একটী ভূসম্পত্তি এবং মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি দান করেন।

যুসুফ আবুল হাজি, স্পেন দেশের অন্তর্গত গ্রাণাডা রাজ্যের মূর রাজা। ইনি ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার দ্বারা আল্হাম্ব্রার বিখ্যাত শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ প্রাসাদের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাহিত হয়। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি তথাকার দুর্গের বিচার নামক প্রবেশ দ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। উহার কারুকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে আলহাম্‌রার মস্‌জিদে ইনি গুপ্ত শত্রুকর্তৃক নিহত হন।

য়ুসুফ খাঁ (মীর্জা), জনৈক মোগল সেনাপতি। তিনি সম্রাট্‌ অকবর শাহের অধীনে আড়াই হাজারী মনসবদার ছিলেন। পরে উক্ত সম্রাটের রাজত্বের ৩০ বর্ষে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যে আবুলফজলের অধীনে তিনি বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন। ১০১০ হিঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি সৈয়দবংশীয় ও মসদ্‌বাসী ছিলেন।

য়ুসুফ খাঁ, সিন্ধুপ্রদেশের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। তিনি সম্রাট্‌ শাহজাহের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার রচিত ঠট্টের ইদ্‌গা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়স্থল। উহার গাত্রস্থ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে উহার গঠনকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

য়ুসুফজৈ, উত্তর-পশ্চিম-ভারত সীমান্তবাসী আফগান জাতি। ইহারা স্বাধীন। কতকলোক ইংরাজাধিকারে এবং কতকগুলি ইংরাজরাজ্যসীমার বহির্ভাগে বাস করে। হাজার্ণো ও মহাবন পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরদিক্‌স্থিত স্বাধীন স্বাত ও বুনের জেলা এবং উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ের দক্ষিণস্থ স্বাত ও সিন্ধুনদীর মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূভাগে ইহাদের বাস আছে। ইহারা যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়া আছে, তাহার উত্তরে চিত্রল ও যসিন্‌, পশ্চিমে বজাবর ও স্বাতনদী, দক্ষিণে কাবুলনদী এবং পূর্ব্বে সিন্ধুনদ।

হাজার্ণ ও মহাবন পর্ব্বতের দক্ষিণ যে সকল য়ুসুফজৈ বাস করে, তাহারা ইংরাজরাজের শাসনাধীন। ঐ স্থানে প্রাচীন পুষ্কলাবতী জনপদ বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা। য়ুসুফজৈ জাতির সমগ্র বাসভূমিই প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

য়ুসুফজৈগণ গজনী ও কান্দাহারের মধ্যবর্ত্তী আপনাদের প্রাচীন বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে আসিয়া বাস করিবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশে ইহারা মীর্জ্জা-উলঘবেগ কাবুলীর রাজ্যকালে কএকবার কাবুল আক্রমণ করিয়া ছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় উহারা তদ্দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাত ও বজাবর প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন এখানে সুলতানী বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। সুলতানীগণ আপনাদিগকে আলেকসান্দারের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। সম্ভবতঃ তাহারা যবন-রাজবংশের কোন শাখা হইবেন।

ইহারা প্রথমে স্বাত ও বজাবর এবং পরে কাবুল ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এখন ইহারা লোদে সিন্ধু বা কাবুল নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সম্রাট্‌ বাবর শাহের সময়ে নবাগত হইলেও স্বকীয় বীর্য্যবলে অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহারা একটী বিস্তীর্ণ উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সানি-রাণিজৈ শাখার য়ুসুফজৈগণ ইংরাজসীমা অতিক্রম করিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। ঐ সময়ে সর্‌ কলিন কাম্বেল একদল সেনা লইয়া উহাদের বিরুদ্ধে গমন করেন। রাণিজৈগণ তদবধি ইংরাজরাজের প্রস্তাবিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আর কখনও বিরুদ্ধাচারী হয় নাই। রাণিজৈগণ ইংরাজাধিকারের বহির্ভাগে সানি ও স্বাত প্রবাহিত জেলায় বাস করিতেছে।

য়ুসুফজৈ প্রান্তরে যে বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষসমূহ পতিত রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই এখনও উৎখাত হয় নাই। ঐ সকলে বৌদ্ধবিহারাদি বিদ্যমান ছিল। সাবলধর, শাহরি-বহলোল, ও জমালগড়ীর বিবিধ প্রাচীন কীর্ত্তি ও প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি হইতে জানা যায়, যে এখানে প্রাচীনকালে ভারতীয় ভাস্করগণ যবনরাজদিগের অধীনে থাকিয়া এই সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতি গঠন করিয়াছিল। ঐ কয় স্থানের ধ্বংসরাশি সমগ্র প্রদেশের দশাংশের একাংশও হইবে না। এখনও স্বাত, বজাবর, বুনের, নবা গ্রাম, খড়কি, পাজা প্রভৃতি নানাস্থানে অতীতকীর্ত্তির অসংখ্য নিমজ্জিত স্মৃতি ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ সকল কীর্ত্তি দর্শন করিলে প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ঐ সকল ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। গজনীপতি মামুদের হস্তেই ইহার শেষ ধ্বংস সাধিত হয়।

য়ুসুফজৈগণ আপনাদিগকেই প্রকৃত আফগান ও বনি ইস্‌রাএলের বংশধর বলিয়া গণনা করে। ইহাদের নামের অর্থ য়ুসুফের (Joseph) বংশধর বা য়ুসুফ-জাত এবং ইহাদের দেশের অনেকগুলি স্থানবাচক ও জাতিবাচক নাম বাইবেল গ্রন্থের নামানুসারে কল্পিত দেখা যায়। এমন কি স্থূলদৃষ্টিতে অনেকেই স্বদেশকে দ্বিতীয় পালেস্তিন বলিয়া মনে করিতে পারেন।

ইহারা প্রতিহিংসাপ্রিয়, পরশ্রীকাতর, অর্থলোলুপ, দুর্দ্ধর্ষ, স্বাধীনতাভিলাষী ও রণকুশল। বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস ও আশ্রিতের প্রতি দয়া ইহাদের একটী মহদ্‌গুণ। খাটক প্রভৃতি অন্যান্য আফগান জাতির সহিত যুদ্ধ ব্যতীত ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী শিখজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইহারা আপনাদের যুদ্ধকৌশল ও দুর্দ্ধর্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল।

য়ুসুফমহম্মদ খাঁ, সম্রাট্‌ অকবর শাহের সৈন্যের ভ্রাতা এবং

পাঁচ হাজার মন্সবদার। ৯৭৩ হিঃ অত্যধিক মদ্যপানে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

য়ুসুফমহম্মদ খাঁ, তারিখ-মহম্মদ-শাহী নামক ইতিবৃত্ত-প্রণেতা। ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদশাহের রাজ্যকালের ঘটনা-সমূহ ঐ গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

য়ুসুফ্ বিন্ মহম্মদ, কাএদাৎ উল্ অথ্‌বার নামক হেকিমী-গ্রন্থ-রচয়িতা।

য়ুসুফশাহ পূরবী, বাঙ্গালার জনৈক পাঠান শাসনকর্ত্তা। বর্বাক শাহের পুত্র। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। [বাঙ্গালা দেখ।]

য়ুসুফ, শেখ, মূলতানের প্রথম মুসলমান রাজা। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ হইতে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মূলতান দিল্লী সরকারের শাসনাধীন থাকে। য়ুসুফ এই সময় মধ্যে মূলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সাময়িক রাষ্ট্রবিপ্লবে, তিনিও অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রয়াসী হইয়া আপনাকে মূলতানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। মূলতান এবং উচ্চবাসী জনগণ য়ুসুফের জ্ঞান, বিদ্যা ও মহানুভবতা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। য়ুসুফ কোরেশজাতীয় আরব ছিলেন।

সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই য়ুসুফ স্বীয় লঙ্গাজাতীয় শ্বশুর রায়-সেহরা কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দিভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হন। অতঃপর রায় সেহরা জামাতার স্থলে কুতব্ উদ্দীন্ মাহ্মুদ লঙ্গা নাম গ্রহণ করিয়া রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আইন-ই-অকবরী নামক মুসলমান ইতিহাসে য়ুসুফের সপ্তদশ বর্ষ রাজত্বের কথা লিখিত আছে।

য়ুসুফ শেখ, গুজরাতবাসী জনৈক মুসলমান-গ্রন্থকার। ইনি তজ্‌কিরাৎ উল্ আত্‌কিয়া নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

যে (দেশজ) যদ্‌শব্দের অপভ্রংশ, বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু, যিনি।

য়েজদ্, খোরাসানের অন্তর্গত একটী বিভাগ ও তাহার প্রধান নগর। এখানকার অধিবাসীরা বহুপূর্ব্বকাল হইতে ভারতে আসিয়া রেশমের বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে। এই নগর পারস্যের মরুদেশের মধ্যস্থিত "ওয়েসিস্" বলিয়া কথিত। এখানকার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ মুসলমান, সূর্য্যোপাসক ও য়িহুদী।

য়েজ্দেগার্দ্দ ৩য়, পারস্যের শেষ নরপতি। ইনি খলিফা ওমারের পুত্র আবদুল্লা কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তাঁহার সেনাপতি রস্তম ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে কদেশিয়ার যুদ্ধে আরবসৈন্য-গণকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন, অবশেষে রস্তমের মৃত্যু হইলে আরবগণ সাসানীয়দিগের ছত্র অধিকার করিয়া লয়। ক্রমান্বয়ে আরবগণ আসিরীয়রাজ্য ও টেসিফোন্ অধিকার করেন। যলুনা ও নহবন্দ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া য়েজদেগার্দ্দ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পলায়ন করেন। ঐ সময়ে পারস্য-রাজশক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে। নহবন্দনগর মিসির-রাজধানী হফ্‌বতান নগরের উপর স্থাপিত।

উদ্ধত আরবগণ রস্তমের ভ্রাতা ইস্কান্দিয়ারের সাহায্যে পারস্যরাজের পশ্চাদনুসরণ করিয়া অক্ষু নদীতীর পর্য্যন্ত গমন করে। রাজা চীনসম্রাট্ ও খাকন তুর্কদিগের সাহায্য লাভ করিয়া কএকবৎসর যুদ্ধ করেন। অবশেষে তুর্কগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ৬৫২ খৃষ্টাব্দে আরবীয়গণের ভয়ে পলায়মান রাজা একটী কুটীর মধ্যে নির্দ্দয়রূপে নিহত হন। তখন খলিফা ওমান্ ৮ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিতেছিলেন।

য়েজিদ্ ১ম, ওম্মরবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা। তিনি আলীর পুত্র হসেনকে কার্বালা-রণক্ষেত্রে নিহত করেন। ঐ জন্য পারসিকগণ তাঁহাকে বিশেষ নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহার অধিকারে মুসলমানগণ সমগ্র খোরাসান ও খ্‌বারিজম্ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনি একজন সুবক্তা ও কবি ছিলেন। হাফিজ সময় সময় তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যারোহণ ৬৮০ খৃষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ৬৮৩ খৃষ্টাব্দ।

য়েজিদ্, ২য় ও ৩য় ওম্মরবংশের নবম ও দ্বাদশ খলিফা।

য়েজিদি, ইউফ্রেটিস্ নদীতীরবাসী মুসলমান জাতিবিশেষ।

য়েডুর, কৃষ্ণানদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। এখানকার বীরভদ্রের মন্দির বহু প্রাচীন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের সংস্কারকালে উহার গঠনাদির অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। মহাশিবরাত্রি পর্ব্বোপলক্ষে এখানে একমাসকাল-স্থায়ী একটী মেলা হয়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে পেশবা বালাজী বাজীরাও এখানে সসৈন্যে আসিয়া ছাউনী করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম ভাউ-পরিচালিত কাপ্তেন লিট্‌লের অধীনস্থ ইংরাজসৈন্য টিপুসুলতানকে দমনার্থ এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছিল।

যেদেত্তোর, মহিসুররাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ১৩৮ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ১২°২৮′২০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°২৫′২০″ পূঃ। এখানকার অর্কেশ্বর মন্দির দেখিবার জিনিষ।

যেদ্দতুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। কাবেরী-নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে নদীতীরে একটী সুন্দর মন্দির আছে।

যেন (দেশজ) যথা, যেরূপ, অনুমত্যর্থ।

যেনূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ১৩° ১′ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°১১′ ৫″ পূঃ। এখানে ৩৮ ফিট উচ্চ একটী জৈনপ্রতিমূর্ত্তি আছে।

যেন্ন, সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী নদীপ্রপাত।

যেফদরে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহমদনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে মহাকালীর উদ্দেশে নির্ম্মিত দুইটী গুহা আছে।

যেমত (দেশজ) যেমন, যেরূপ, যদ্রূপ, যথা।

যেমন (দেশজ) যেরূপ, যদ্রূপ।

যেমন্‌তেমন (দেশজ) যথাতথা।

য়েমেন, আরবদেশের দক্ষিণপশ্চিমকোণে অবস্থিত একটী প্রদেশ। পশ্চিম উপকূলে লোহিতসাগর এবং দক্ষিণ ভারত-মহাসাগর দ্বারা বিধৌত। ভূপরিমাণ ৭০ হাজার বর্গমাইল।

এই স্থানের উত্তর অংশ পার্ব্বতীয় এবং দক্ষিণ সমতল বা তেহামা নামে খ্যাত। দক্ষিণবিভাগ বালুকাপূর্ণ মরুস্থান হইলেও সমুদ্রোপকূলে অনেকগুলি বাণিজ্যবহুল নগর আছে; তন্মধ্যে তর্সেন্, লোহেয়, বৈত্‌-এল্‌-ফকি, মোচা, জেবিদ, আবিদা, নেজরান্, হামদান ও সান প্রভৃতি নগর উল্লেখযোগ্য। ঐ গুলির কতক উপকূলবর্ত্তী প্রবালদ্বীপে এবং অপর কতক-গুলি এক একটী উপবিভাগের সদররূপে পরিগণিত।

এই বিভাগের সর্ব্ব পশ্চিমকোণে ইংরাজাধিকৃত আদেন নগরী বিদ্যমান। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সহিত মিশরীয় এবং য়ুরোপীয় বাণিজ্য এই নগর দিয়া পরিচালিত হইত। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে রোমকগণ ভারতীয় বাণিজ্য বহুতে গ্রহণ-মানসে ঐ নগর ধ্বংস করিয়া দেন। ১১শ শতাব্দে আদেন পুনরায় সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। য়ুরোপীয় বণিকগণ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতাগমনের পথ আবি-ষ্কার করিলে এই স্থানের সমৃদ্ধি হ্রাস হইতে থাকে। তখন তুর্কগণ এই নগর অধিকার করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ যখন এই স্থান জয় করে, তখন লোকসংখ্যা প্রায় হাজার ছিল। কিন্তু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে নানা জাতীয় বণিকের সমাগম হওয়ায় উহার জনসংখ্যা প্রায় ২০ গুণ বাড়িয়া যায়।

(আদেন দেখ।)

যেমুনুর, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কুলবর্গীয় মুসলমান সাধু রাজা বাঘেশ্বরের উদ্দেশে এখানে প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে একটী মেলা হয় এবং তদুপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক লোকসমাগম হয়। প্রবাদ, বিজাপুরের আদিল-শাহীবংশের অধঃপতনের (১৪৮৯-১৬৮৭) অব্যবহিত পরে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরে খাজাবন্দ নবাজ ও কুলবর্গীয় শাহমীর আবদুল কাদরী নামে দুইজন প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধুর আবির্ভাব হয়। কাদরী ব্যাঘ্রে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন বলিয়া সাধারণে "রাজা বাঘেশ্বর" বলিয়া পূজিত হন।

যেরদ্দ, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পাটন হইতে ১৷০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার একটী আম্রবনে যেদোবা নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। চৈত্রপৌর্ণমাসীতে এখানে একটী মেলা হয়।

যেরকুল বড়ু, দাক্ষিণাত্যবাসী আদিম জাতি বিশেষ। নেল্লূর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। গোমাংস ব্যতীত ইহারা অন্য জীবজন্তুর মাংসভোজনে দ্বিধা বোধ করে না। বর্ত্তমানকালে অনেকে বৈষ্ণব ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা শবদাহ করে।

নেল্লূরবাসী সত্যতানুকারী যেরকলগণ ঝুড়ী বোনে এবং গৃহপালিত পক্ষী, শূকর, গর্দ্দভ ও কুকুর প্রভৃতি পশু পোষে। দস্যুবৃত্ত ও কন্যাহরণ করিয়া তাহাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা ইহাদের অন্যতম ব্যবসা।

ইহারা ক্ষুদ্রাকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ়কায়। নাসা ক্ষুদ্র, চক্ষু ও কপাল নিম্নগত। সামান্য কৌপীন ব্যতীত ইহাদের আর পরিধেয় বাস নাই। ইহারা মাথায় চুল গাঁইট বাঁধিয়া রাখে। ইহাদের প্রথম বিবাহে প্রায় ৫০৲ টাকা খরচ লাগে, কিন্তু দ্বিতীয় দারপরিগ্রহকালে ৩৪ টাকা মাত্র খরচ করিলেই চলে।

ইহাদের মধ্যে আর একটী নূতন প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। কোন গৃহস্থের প্রথম দুই কন্যা তাহার মাতুলের প্রাপ্য। সে ভাগিনেয়ীদ্বয়কে লইয়া নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দেয়। মাতুলকে ৫০৲ টাকার স্থলে ৫৲ টাকা মাত্র দিতে হয়। যদি মাতুলের পুত্র না থাকে, তাহা হইলে সে ঐ কন্যাপণ দিয়া ভাগিনেয়ী লইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ দিতে পারে।

যেরকুদ্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য উপনিবেশ। শেভরয় পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। অক্ষা° ১১°৪১′৩৮″ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮°১৩′৫″ পূঃ। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৮২৮ ফিট উচ্চ। স্থানীয় জলবায়ু প্রীতিপ্রদ।

যেরাবর, দাক্ষিণাত্যের কুর্গরাজ্যের অন্তর্গত কোড়গের সর্দারগণের অধীন আদিম জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব্বে ক্রীতদাসের স্থায় বিক্রীত হইত। কখন কখন অর্থ লইয়া স্বীয় প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কুর্গ ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, কমিশনর ইউল সাহেব নিয়ম করিলেন যে, ইহাদিগকে দেনার দায়ে দাসরূপে কেহ আর বিক্রয় করিতে পারিবে না।

ইহারা মধ্যমাকৃতি, বলিষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ। মাথার চুল খোঁচা খোঁচা। ইহারা ভূতের পূজা করে। পূজাকালে কোন পুরোহিত থাকে না। ইহাদের বিশ্বাস, মলয়ার উপকূলে ইহাদের আদিম বাস ছিল। ভাষা অনেকাংশে মলয়ালমদিগেরই মত।

যেরূপ (দেশজ) যদ্রূপ, যৎসদৃশ।

যেলগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য অধিত্যকা প্রদেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থান ৪৪৩৭ ফিট।

যেলান্দুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান পূর্ণাইয়াকে ইংরাজরাজ এই ভূসম্পত্তি দান করেন। ভূপরিমাণ ১৩২ বর্গ মাইল।

২ মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২°৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫´ পূঃ। হোন্‌হোলে নদীতীরে অবস্থিত। বিজয়নগর-রাজবংশের অধিকারকালে এই স্থান একটী সামন্ত রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার গৌরেশ্বর মন্দিরে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

যেলুসবিরা, দক্ষিণভারতের কুর্গ রাজ্যের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯১ বর্গ মাইল। ১৭শ শতাব্দে রাজা দোদ্দ বীরপ্প মহিসুররাজের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। এখানে কফি, ধান্য প্রভৃতির চাস হয়। স্থানীয় মল্লদীপর্ব্বত ৪৪৮৮ ফিট উচ্চ।

যেল্লম্ম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত একটী পণ্ডশৈল। এখানে সরস্বতী নদীর গর্ভে যেলগাম্ দুর্গের নিকট একটী প্রাচীন জৈনমন্দির আছে। এখানে ১৪০৩ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক পাওয়া যায়। ১৫০৮-১৫২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এখানে মহামারীর মন্দির স্থাপন করেন। পার্শ্বে গণপতির মন্দির বিরাজিত। প্রতিবৎসর মার্গশীর্ষ ও চৈত্র-পূর্ণিমায় এখানে দেবীর উদ্দেশে দুইটী মেলা হয়।

যেরমল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। কর্ণুল ও কড়াপা জেলায় বিস্তৃত। অক্ষা° ১৪°৩১´ হইতে ১৫°৫১´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১০´ হইতে ৭৮°৩২´৩০´´ পূঃ মধ্য। সমগ্র পর্ব্বত জঙ্গলাবৃত। সেই বনমধ্যে চেঞ্চুয়ার ও কোরাবা নামক পার্ব্বতীয় অসভ্যজাতির বাস আছে।

যেল্লাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর কাণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ১৫° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৫´ পূঃ।

যেল্লুরগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ৩॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন দুর্গ, একণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। এই গিরিদুর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩৩৮৫ ফিট উচ্চ।

যেবাষ (পুং) যবাষ।

যেষ, যত্ন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ যেষতে। লোট্ যেষতাং। লিট্ যিযেষে। লুঙ্ অযেষিষ্ট। গিচ্ যেষয়তি। লুঙ্ অযিযেষৎ।

যেষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় গমনকারী। 'যাত্রিতমঃ' (সায়ণ)

যেহেতু (দেশজ) যৎকারণ, যদ্ধেতু।

যো (দেশজ) যোত্র শব্দজ। ১ উপায়। ২ সুযোগ। ৩ মূলধন।

যোআলি (দেশজ) যুড়িবার কাঠ, যোক্ত্র।

যোঁক (দেশজ) জলজ কীটবিশেষ। [জলোকা দেখ।]

যোঁকা (দেশজ) ১ মাপগ্রহণ। ২ পরিমাণ নির্দ্ধারণ।

যোঁকাই (দেশজ) মাপনির্দ্দেশকার্য্য, দুইটী দ্রব্য পরস্পরে সংলগ্ন করিয়া তাহার মান বা পার্থক্য নির্দ্দেশ।

যোক্তৃ (ত্রি) যুজ-তৃণ্। যোগকর্ত্তা।

"যোগায় যোক্তারং শোকায়াভিসর্ত্তারং" (শুক্লযজু° ৩০।১৪)

'যোক্তারং যোগকর্ত্তারং' (মহীধর)

যোক্ত্র (ক্লী) যুজ্যতেঽনেনেতি যুজ (দাম্নীশসযুযুজস্তুতুদেতি। পা ৩।২।১৮২) ইতি ষ্ট্রন্। হলবন্ধনরজ্জু, যোতদড়ি, যোআলি। পর্য্যায়—আবন্ধ, যোত্র। (অমর)

"অবৈর্হরীণাং বৃষন্ যোক্ত্রমশ্রেঃ" (ঋক্ ৫।৩৩।২)

'যোক্ত্রং নিয়োজনরজ্জুং' (সায়ণ) ২ মন্থনরজ্জু।

"ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।

মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুরমিতৌজসঃ॥" (রামা° ১।৪৫।১৮)

যোক্ত্রক (ক্লী) যোক্ত্র।

যোগ (পুং) যুজ সমাধৌ ভাবাদৌ যথাযথং ঘঞ্। ১ সংযোগ, মেলন। ২ উপায়। ৩ সন্নহন, বর্ম্মপরিধান। ৪ ধ্যান। ৫ সঙ্গতি। ৬ যুক্তি। (অমর) ৭ প্রেম।

"ধীরান্ গুণান্ প্রবিতত্য প্রয়ৎনতঃসতো

তাং প্রেমদামরচকার চ যোগযুক্তঃ।" (দেবীভাগবত ৩।১৫।১৩)

'যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ' (নীলকণ্ঠ) ৯ ছল। (মহু ৮।১৯৫)

১০ অপূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তি। ১১ বপুস্থৈর্য্য। ১২ প্রয়োগ।

১৩ বিষ্কুম্ভাদি। ১৪ নৈয়ায়িক। ১৫ ধন। (হেম) ১৬ ভেষজ, ঔষধ। ১৭ বিশ্বাসঘাতক। ১৮ দ্রব্য। ১৯ কার্ম্মণ। (মেদিনী) ২০ লাভ। ২১ শুভকাল। ২২ প্রণিধি, চর। ২৩ শকট। ২৪ নৌকাদিযান। ২৫ কৌশল। ২৬ পরিণাম। ২৭ নিয়ম। ২৮ উপযুক্ততা। ২৯ সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। ৩০ বশীকরণোপায়। ৩১ সূত্র। ৩২ যুক্তি। ৩৩ সম্বন্ধ। ৩৪ সদ্ভাব। ৩৫ ধন-সম্পত্তির উপার্জ্জন ও বর্দ্ধন। ৩৬ 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' পাতঞ্জলোক্ত সকল বিষয় হইতে অন্তঃকরণবৃত্তির নিরোধরূপব্যাপার।

৩৭ 'সংযোগং যোগমিত্যাহু র্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।'

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য অর্থাৎ যে উপায় দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক হইতে পারে, তাহার নাম যোগ। ৩৮ সমুদয় শব্দের অবয়বার্থ সম্বন্ধ। ৩৯ 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' কর্ম্মবিষয়ে কৌশল, কর্ম্মবিষয়ে কৌশলের নাম যোগ। যথাবস্থিত বস্তুর অন্যথারূপ প্রতিপাদন। ইহার তাৎপর্য্য এই,—একমাত্র কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, কর্ম্মবশেই জীব সুখ-দুঃখ-ভোগাদি নানাপ্রকার বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে কর্ম্ম সংসারের বন্ধনহেতু হয় না, অথচ মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে, তাদৃশ কর্ম্মই যোগ। অতএব যথাবস্থিত বস্তুর অন্যথাপ্রতিপাদন হওয়ায় যোগ হইল। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' কর্ম্মে যে কুশলতা অর্থাৎ যে কর্ম্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহাই যোগ।

জ্যোতিষোক্ত যোগ।

৪০ জ্যোতিষোক্ত রবি-চন্দ্র-যোগাধীন বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশ সংখ্যক কালবিশেষ। এই সকল যোগ যথা—১ বিষ্কুম্ভ,২ প্রীতি, ৩ আয়ুষ্মান্, ৪ সৌভাগ্য, ৫ শোভন, ৬ অতিগণ্ড, ৭ সুকর্ম্মা, ৮ ধৃতি, ৯ শূল, ১০ গণ্ড, ১১ বৃদ্ধি, ১২ ধ্রুব, ১৩ ব্যাঘাত, ১৪ হর্ষণ, ১৫ বজ্র, ১৬ অসৃক্, ১৭ ব্যতীপাত, ১৮ বরীয়ান্, ১৯ পরিঘ, ২০ শিব, ২১ সিদ্ধ, ২২ সাধ্য, ২৩ শুভ, ২৪ শুক্র, ২৫ ব্রহ্ম, ২৬ ইন্দ্র, ২৭ বৈধৃতি। জ্যোতিষে এই সকল যোগের শুভাশুভের বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"পরিঘস্ত ত্যজেদর্দ্ধং শুভকর্ম্ম ততঃ পরম্।
ত্যজ্যাদৌ পঞ্চ বিষ্কুম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকা॥
গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ।
বৈধৃতিব্যতিপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ।
শেষা যথার্থনামানো যোগাঃ কার্য্যেষু শোভনাঃ॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই সকল যোগের মধ্যে পরিঘযোগের প্রথমার্দ্ধ, বিষ্কুম্ভযোগে আদি ৫ দণ্ড, শূলযোগের প্রথম ৯ দণ্ড, গণ্ড ও ব্যাঘাত যোগে ৬ দণ্ড, হর্ষ ও বজ্রযোগের ৯ দণ্ড এবং বৈধৃতি ও ব্যতীপাত যোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুভকার্য্য করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর যে সকল যোগ অভিহিত হইয়াছে, ঐ-সকল যোগ শুভ। উহাতে সকল কার্য্যই করা যাইতে পারে।

৪১ তিথিবার নক্ষত্রের অন্যতর বা অন্যতমের সম্বন্ধবিশেষ। তিথি বা বার বিশেষ অথবা তিথি, বা নক্ষত্র বিশেষ অথবা নক্ষত্র বিশেষের মিলনে যোগ হয়, যেরূপ অমৃতযোগ, সিদ্ধিযোগ, অর্দ্ধোদয় যোগ ইত্যাদি। তিথি বা বারাদির সহিত যুক্ত হওয়ায় উহা যোগ নামে কথিত হয়।

৪২ অঙ্কশাস্ত্রে দুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ, দুই রাশিকে একত্র করা, চলিত ঠিক দেওয়া।

৪৩ সুশ্রুতে লিখিত আছে; "যেন বাক্যং যুজ্যতে স যোগঃ" অর্থাৎ যৎকর্ত্তৃক বাক্যযুক্ত হয়, তাহাই যোগ।

(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬৫ অধ্যায়)

দর্শনোক্ত যোগ।

যোগের বিষয় এই রূপ আছে—

'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ দুই প্রকার; রাজযোগ ও হঠযোগ। পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনে রাজযোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে হঠযোগ বর্ণিত হইয়াছে। (এই দুই যোগের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।)

ভাগবতে ইহার আবার তিন প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

(ভাগবত ১১।২০।৬-৮)

জীবের কল্যাণপ্রদ তিনপ্রকার যোগ কথিত হইয়াছে—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিন প্রকার যোগ অবলম্বন করিয়া জীব অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। অধিকারিনিয়মে এই যোগ অবলম্বন করা বিধেয়। অধিকারীর মধ্যে যাহারা কর্ম্মনির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনাসক্ত, তাহারা জ্ঞানযোগ, যাহারা কর্ম্মাসক্ত বা কামী, যাহাদের কামনাবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই, তাহারা কর্ম্মযোগ, এবং যাহারা নির্ব্বিণ্ণ বা অতিসক্ত নহে এবং ভগবৎকথাশ্রবণে যাহাদের রতি হয়, তাঁহারাই ভক্তিযোগের অধিকারী।

ভগবান্ গীতায় নিষ্কাম যোগ উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য গীতাকে "যোগশাস্ত্র" কহে। তাই আমরা গীতার ২য় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ, ৩য় কর্ম্মযোগ, ৪র্থ জ্ঞানকর্ম্মযোগ, ৫ম কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, ৬ষ্ঠ ধ্যানযোগ, ৮ম তারকব্রহ্মযোগ, ৯ রাজগুহ্যযোগ, ১০ বিভূতিযোগ, ১২ ভক্তিযোগ, ১৩ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগ, ১৪ গুণত্রয়যোগ, ১৫ পুরুষোত্তমযোগ ও ১৮শ অধ্যায়ে সন্ন্যাসযোগ বিবৃত দেখি। এতন্মধ্যে সাংখ্যযোগই সাধারণতঃ "যোগ" নামে খ্যাত।

পাতঞ্জল বা যোগদর্শন।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে সাংখ্যযোগেরই পরিচয় দিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের একটী নামও সাংখ্যপ্রবচন। তাহার কারণ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিলের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও সমর্থন করিয়াছেন। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই পঁচিশটী সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। পাতঞ্জলদর্শনেও এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষত্ব এই—"সাংখ্যাচার্য্য কপিল ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন নাই, কিন্তু পতঞ্জলি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উপর আর একটী অধিক তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই ঈশ্বর। পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্য মতে এই ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র—তিনি পুরুষ-বিশেষ। সে জন্য নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাকে "সেশ্বর সাংখ্য" বলা হয়। বলিতে কি পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব ও চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায়প্রসঙ্গ তুলিয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলকে পৃথক্ করিবার আর কোন বিশেষত্ব থাকে না।

[সাংখ্যদর্শন দেখ]

পাতঞ্জলদর্শন চারিপাদে বিভক্ত। এই চারিপাদের নাম যথাক্রমে সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথম পাদে যোগের উদ্দেশ ও লক্ষণ, যোগের উপায়, ও প্রকারভেদ, দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল, ও কর্ম্মফলের দুঃখত্ব, হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়, তৃতীয়ে যোগের অন্তরঙ্গ, অঙ্গ, পরিণাম, যোগসিদ্ধিতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ পাদে কৈবল্য মুক্তির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। *

এই চারিপাদে মোট ১৯৫ সূত্র। ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণই যোগশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই ঈশ্বরতত্ত্ব কি? মহর্ষি পতঞ্জলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

(যোগসূ০ ১।২৪)

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, ও আশয়ের সম্পর্কশূন্য, পুরুষবিশেষই ঈশ্বর।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং।" (যোগসূ০ ১।২৫)

অর্থাৎ তাঁহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" (১।২৬)

তিনি (ব্রহ্মাদি) পূর্ব্ব আচার্য্যগণেরও গুরু; কারণ তিনি কালের অতীত।

ক্লেশ পাঁচ প্রকার;—অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান), অস্মিতা, (বিভিন্ন বস্তুতে অভেদপ্রতীতি), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণভয়)। কর্ম্ম সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ ও পুণ্য); বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল। কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ—জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ। আশয় অর্থাৎ বিপাকের অনুরূপ সংস্কার। সাধারণ পুরুষ এই সকলের সংস্রব এড়াইতে পারে না। অবশ্য মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদির কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না; কিন্তু মুক্তির পূর্ব্বে তিনিও ক্লেশাদির অধীন ছিলেন। কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনকালেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না। কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত। পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বহু নহেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তিনি ত্রিকালেরই অতীত। ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে কল্প মন্বন্তরের প্রারম্ভে শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন, তাঁহারা সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরের নিকট হইতে। এইজন্য তাঁহাকে পূর্ব্বগুরুগণেরও গুরু বলা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদী অপেক্ষা সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ। এইরূপ জ্ঞানেরও কমবেশী আছে। যাঁহাতে জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর।

তাই পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ত্ব ২৫টি নহে, ২৬টি। কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে। বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—"ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধন-তদবান্তরফলবিভূতি-তৎপরমফল-

---

* "যোগস্যোদ্দেশনির্দ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণং।
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেঽস্মিন্ উপবর্ণিতাঃ।
ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্ বিপাকান্ কর্ম্মণামিহ।
তদ্দুঃখত্বং তথা ব্যূহান্ পাদে যোগস্য পঞ্চকম্।
অত্রান্তরঙ্গান্যঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ।
সংযমাদ্ভুতিসংযোগস্তাসু জ্ঞানং বিবেকজম্।" (যোগবার্ত্তিকে বাচস্পতিমিশ্র)

কৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি।" অর্থাৎ প্রধানাদির প্রতিপাদন যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে ; কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গৌণ ফল বিভূতি ও তাহার পরম ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। সুতরাং যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয় ; সেই জন্যই ইহার অপর নাম যোগদর্শন।

যোগশাস্ত্রের চারি পর্ব্ব,—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে,

"সর্ব্বং দুঃখমেব বিবেকিনঃ। হেয়ং দুঃখমনাগতম্।" (যোগসূ° ২।১৫—১৬)।

সংসার দুঃখময় ; অতএব হেয়।

এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি? প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ।

"দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।" (যোগসূ° ২।১৭)

কিন্তু এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে ; ইহারই নাম হান।

"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।" (যোগসূ° ২।২৫)।

এই হানের উপায় কি? প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান।

"বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" (যোগসূ- ২।২৬)

এ সম্বন্ধে ব্যাস বলিয়াছেন,—'যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলো সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্।'—(২।১৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।)

অর্থাৎ যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ভৈষজ্য, এই চারি ভাগে বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি ব্যূহে বিভক্ত ; যথা সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি ও মুক্তির উপায়। দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের অত্যন্তনিবৃত্তি হান, হানের উপায় সম্যগ্দর্শন।

এই যে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জল মতে মোক্ষলাভের অদ্বিতীয় পন্থা, সে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় কি? সাংখ্যেরা বলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই সেই সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। পাতঞ্জলের মতে কিন্তু সে পরিচয় যথেষ্ট নহে। সেই জন্যই যোগশাস্ত্রের অবতারণা। কারণ পতঞ্জলির মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যোগ।

এই যোগ কি?

যোগের লক্ষণ।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (যোগসূত্র° ১।২)

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ।

'সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতীতি' (ব্যাসভাষ্য)

যোগের লক্ষণে সর্ব্বশব্দ প্রবেশ অর্থাৎ সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ, যদি এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগের লক্ষণ যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তিদোষ ঘটিয়া থাকে, কারণ সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তের ধ্যেয় আকারে সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকে, সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় কিছু না কিছু থাকিয়া যায়, একেবারে সকল সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয় না, সুতরাং কিরূপে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে?

যোগের লক্ষণে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধকে যোগ বলে, এইরূপ লক্ষণ যদি না করা হয়, তাহা হইলে ব্যুত্থান (ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত) অবস্থায় যোগ হইতে পারে। কারণ তাহাতে কোন না কোন বৃত্তির নিরোধ আছে। কারণ চিত্তবৃত্তির স্বভাব এই যে, একের আবির্ভাব কালে অপরের তিরোভাব হয়। এখন দেখা যাইতেছে, সর্ব্বশব্দপ্রবেশ বা অপ্রবেশ অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি নিরোধ বা চিত্তের সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ এই দুই লক্ষণই দুষ্ট হয়। সর্ব্বশব্দের প্রবেশ করিলে লক্ষ্যে (সংপ্রজ্ঞাতসমাধিতে) লক্ষণ যায় না, এবং সর্ব্বশব্দ প্রবেশ না করিলে অলক্ষ্যে (ক্ষিপ্তাদি অবস্থায়) লক্ষণ যায় বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

ভাষ্যকার ইহার মীমাংসা এইরূপ করিয়াছেন, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" এই সূত্রের সহিত একবাক্যতা করিয়া 'দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবস্থিতিহেতুশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ' অর্থাৎ যে চিত্তবৃত্তি নিরোধটী দ্রষ্টার (আত্মার) স্বরূপে অবস্থানের কারণ হয়, তাহাকে যোগ কহে। যে উপায় অবলম্বন করিলে পুরুষ দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, সেই উপায়ই যোগ।

ক্ষিপ্তাদি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ সকল ওরূপ নহে, উহাতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয় না। সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সাত্ত্বিকবৃত্তি থাকে বলিয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান না হইলেও অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় হইয়া থাকে। সম্প্রজ্ঞাত হইতেই অসম্প্রজ্ঞাতের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আত্মার স্বরূপাবস্থানের হেতু।

ভাষ্যকার বলেন 'যোগঃ সমাধিঃ, স চ সার্ব্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ, তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতসমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতঃ, বিচারানুগতঃ, আনন্দানুগতঃ অস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ।' (যোগভাষ্য ১।১)

যোগের অর্থ সমাধি, বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্রভেদে চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার। ইহাকে চিত্তভূমি কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ভূমিতে যোগ হইতে পারে না, কেবল একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থায়ই যোগ হইয়া থাকে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই চিত্তের উপাদান, সুতরাং উহার ধর্ম্ম সকল চিত্তে নিহিত আছে। যে সময় রজোভাগের আধিক্য বশতঃ তদ্দ্বারা চিত্ত চালিত হইয়া তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় বিষয়ান্তরে গমন করে, তাহাকে ক্ষিপ্ত বলে। এ অবস্থায় চিত্ত কিছুতেই স্থির হয় না, সর্ব্বদাই অত্যন্ত চঞ্চল থাকে, সুতরাং চিত্তের এইরূপ অবস্থায় কিছুতেই যোগ হইতে পারে না। চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা থাকিতে যোগাবলম্বন বিড়ম্বনা মাত্র। আলস্য, তন্দ্রা ও মোহ প্রভৃতি বৃত্তিকে মূঢ় কহে। এই অবস্থায়ও যোগ হয় না। সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিয়া কখন স্থির ভাব অবলম্বন করাকে বিক্ষিপ্ত ভূমি কহে। এই অবস্থায় যদিও কখন চিত্তস্থির হয়, তাহা হইলেও ইহাতে যোগ হয় না; কারণ উহা বিক্ষেপের উপসর্জ্জন অর্থাৎ বিক্ষেপ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত। বিক্ষিপ্ত চিত্তে যদিও কখন সাত্ত্বিকভাব আবির্ভূত হইয়া চিত্তের স্থিরতা জন্মায়, তথাপি উহা বিক্ষেপ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরিহিত।

এক বিষয়ে জ্ঞানধারার নাম একাগ্র। সংস্কারমাত্র শেষ থাকিয়া সমুদায় বৃত্তিনিরোধের নাম নিরুদ্ধভূমি। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুই চিত্তভূমিতে যোগ হইতে পারে। চিত্ত যখন ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্তাবস্থার অতীত হইয়া একাগ্রাবস্থায় উপনীত হয়, তখনই যোগাবলম্বন বিধেয়।

চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধভূমিতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত এই দ্বিবিধ যোগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একাগ্রে 'মধুমতী' 'মধুপ্রতীকা' ও 'বিশোকা' এই তিনটী অবস্থা, আর নিরুদ্ধ ভূমিতে কেবল সংস্কারশেষ অবস্থা হইয়া থাকে।

'সম্প্রজ্ঞায়তে ধ্যেয়স্বরূপমত্র' অর্থাৎ যে অবস্থায় ধ্যেয়ের যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত কহে। সাধক যখন যোগাবলম্বন করিয়া যোগের সিদ্ধিতে অভীষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে ক্ষীণ করে, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, ক্লেশ পঞ্চকের আশ্রয়ে থাকিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম ফল প্রদানে সমর্থ হয়। বিষয়ভেদে এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কানুগত প্রভৃতি চারি ভাগে বিভক্ত। বিরাট্ পুরুষ চতুর্ভুজ প্রভৃতি স্থূল মূর্ত্তি বিষয়ে বৃত্তিধারাকে বিতর্কানুগত; স্থূলের কারণ সূক্ষ্ম বিষয়ে সমাধির নাম সবিচার; ইন্দ্রিয় বিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ; অস্মিতা অর্থাৎ গ্রহীতৃ (আত্মা) বিষয়-সমাধির নাম অস্মিতানুগত।

'বিতর্কঃ চিত্তস্য আলম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ, সূক্ষ্মঃ বিচারঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একাত্মিকা সম্বিদ্ অস্মিতা, তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ঃ বিতর্ক বিকলঃ সবিচারঃ তৃতীয়ঃ বিচারবিকলঃ সানন্দঃ চতুর্থঃ তদ্বিকলঃ অস্মিতামাত্র ইতি সর্ব্বে এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ।'* (ভাষ্য)

কোনও একটী স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়া কেবল তদাকারে চিত্তের বৃত্তিধারাকে সবিতর্ক সমাধি বলে, ঐ বস্তুর সূক্ষ্মভাব অবলম্বন করিয়া তদাকারেই চিত্তবৃত্তি ধারার নাম সবিচার সমাধি (এস্থলে স্থূল শব্দে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ মাত্রই বুঝিতে হইবে এবং উহার কারণভূত সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম শব্দবাচ্য), আনন্দ শব্দে আহ্লাদ, স্থূল-ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ প্রভৃতি) বিষয়ে চিত্তবৃত্তি ধারার নাম সানন্দ সমাধি। অহঙ্কারতত্ত্ব বিষয়ে চিত্তবৃত্তি ধারাকে অস্মিতা সমাধি বলে। ইহাতে বিশেষ এই, অহঙ্কার তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়া সমাধিতে আত্মতত্ত্বও ভাসমান হয়।

এই চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোগের মধ্যে প্রথমটীর (সবিতর্ক) মধ্যে উক্ত চারিটী সমাধিই সন্নিবিষ্ট থাকে। দ্বিতীয়টীতে (সবিচার) বিতর্ক থাকে না, অন্য তিনটী থাকে। তৃতীয়টীতে (সানন্দ) বিতর্ক ও বিচার থাকে না, অন্য দুইটী থাকে। চতুর্থ টীতে (অস্মিতা) বিতর্ক, বিচার ও আনন্দ এই তিনটী থাকে না, কেবল অস্মিতা মাত্র থাকে। এই চতুর্ব্বিধ সম্প্রজ্ঞাতযোগ* সালম্বন অর্থাৎ ইহাতে কোননা কোন অবলম্বন থাকে।

উল্লিখিত চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোগকে প্রকারান্তরে তিন প্রকার বলা যাইতে পারে, গ্রাহ্যবিষয়ক, গ্রহণবিষয়ক ও গৃহীতবিষয়ক। গুণত্রয়ের তামসভাগ হইতে পঞ্চভূত ও সাত্ত্বিকভাগ

* "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতা রূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (যোগসূ° ১।১৭)

হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। গ্রাহ্য বিষয় স্থূল সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। স্থূলপঞ্চমহাভূত বিষয়ে সমাধির নাম সবিতর্ক, সূক্ষ্ম পঞ্চভূতবিষয়ে সমাধির নাম সবিচার। (যাহার দ্বারা জ্ঞান হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) বা গ্রহণবিষয়ও স্থূল সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ; চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্থূল এবং ইন্দ্রিয় সকলের কারণ অহঙ্কার তত্ত্ব সূক্ষ্মগ্রহণ ইন্দ্রিয়রূপ স্থূলগ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ এবং অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্মগ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম অস্মিতা। সর্ব্বত্রই কার্য্যকে স্থূল ও কারণকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। অহঙ্কার বিষয়ে সমাধিকে গ্রহীতৃবিষয়ক বলে, কারণ ইহাতে গৃহীতা (আত্মা) অহঙ্কারের সহিত অভিন্ন ভাবে ভাসমান হয়।

পূজা সন্ধ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যাইতে পারে।

যে অবস্থায় একটীও বৃত্তির উদয় হয় না, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। সংপ্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইলেই অসংপ্রজ্ঞাত যোগ হইয়া থাকে।

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বকঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ"

(যোগসূ° ১।১৮)

চিত্তের সমুদয় বৃত্তি তিরোহিত হইলে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। অসংপ্রজ্ঞাত যোগের কারণ পরবৈরাগ্য, ইহাতে চিন্তনীয় কোনই বস্তু থাকে না, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

কোনও বিষয় অবলম্বন না করিয়া চিত্ত অবস্থান করিতে পারে, ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ শত সহস্র বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় সমস্ত বিষয় হইতে একেবারে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়া কিরূপে সম্ভবে? ইহাতে একটু প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, সংপ্রজ্ঞাতযোগে যদি চিত্ত শতসহস্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, তবে আরও একটু উন্নতি লাভে একেবারে নিরালম্বে থাকিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

অসংপ্রজ্ঞাত-যোগই যোগের চরম ভূমি। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইলে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যে কোনও রূপে চিত্তের বৃত্তি হইয়া উহা পুরুষে প্রতিবিম্বিত হওয়াকেই বন্ধন বলে।

সর্ব্বথাভাবে চিত্তবৃত্তি পুরুষে পতিত না হইলেই মুক্তি হয়। চিত্তের হইলেই পুরুষে পতিত হয়, কিন্তু অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কোনরূপ বৃত্তি থাকেনা, যোগ দ্বারা সমস্ত বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই যোগের চরম লক্ষ্য।

কেহ কেহ 'ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্' এই সূত্রভাষ্যের অভিপ্রায়ানুসারে 'ক্লেশকর্ম্মাদিপরিপন্থী চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ ক্লেশকর্ম্মাদির বিনাশক হয়, এই জন্য উহাকে যোগ কহে। যে উপায় অবলম্বন করিলে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের অতীত হইতে পারা যায়, তাহাই যোগ।

চিত্ত প্রখ্যা-প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ যথাক্রমে সত্ত্বরজস্তমঃস্বভাব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক না হইলে তাহাতে প্রখ্যাদি ধর্ম্মের সম্ভাবনা থাকিত না, কারণের গুণই কার্য্যে সংক্রামিত হয়। প্রখ্যাশব্দে প্রসাদলাঘব, প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বিকধর্ম্ম, প্রবৃত্তিশব্দে পরিতাপ শোক প্রভৃতি সমস্ত রাজসধর্ম্ম ও স্থিতিশব্দে গৌরব আবরণ প্রভৃতি সমস্ত তামসধর্ম্ম জানিতে হইবে। চিত্ত গুণত্রয়ের কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত সমস্ত ধর্ম্মই তাহাতে আছে।

ক্ষিপ্তাদি পাঁচটী চিত্তভূমির কথা বলিয়াছি, তন্মধ্যে রজোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাবের নাম ক্ষিপ্ত অবস্থা, ইহাতে উন্মত্তের ন্যায় চিত্ত জাগতিক বিষয়-ব্যাপারে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে, ক্ষণকালও পরমার্থ পথে স্থিররূপে অবস্থান করিতে পারে না। মূঢ় অবস্থা ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, তখন তমোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাব হওয়ায় চিত্ত মোহজালে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া ভাল মন্দ বিচারে সর্ব্বথা অসমর্থ হয়। তখন মনুষ্যে ও পশুপ্রভৃতিতে ভেদ থাকে না বলিলেও চলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থা পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট।

চিত্তকে জয় করিতে হইলে অগ্রে তাহার বিষয় অর্থাৎ যোগের আলম্বন স্থূল পদার্থকেই ধরা কর্ত্তব্য। পরে যত সঙ্কোচ করিতে শক্তি জন্মে, ততই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম বিষয়ে অবগাহন করিয়া পরিশেষে এমন কি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও চিত্ত স্থির থাকিতে পারে। চিত্তকে জয় করিতে পারিলে আর যোগের আবশ্যক থাকে না।

একাগ্রাবস্থায় সাত্ত্বিকবৃত্তির উদয় (চিত্ত ও পুরুষের ভেদস্ফুরণ) হয়, তখনও রজোগুণের অংশ অল্প মাত্রায় সত্ত্বের সাহায্য করে. একাগ্র অবস্থা ও নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগভূমি। ইহার মধ্যে একাগ্রাবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং নিরুদ্ধ অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইয়া থাকে।

'পুংপ্রকৃত্যোর্ব্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যভিধীয়তে।' (যোগবার্ত্তিক) যে উপায় দ্বারা পুরুষপ্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হয়, তাহাই যোগ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সৃষ্টির আদিতে প্রত্যেক পুরুষের এক একটী সূক্ষ্মশরীর উপাধিভাবে সৃষ্ট হয়। উহা প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। যেমন স্ফটিকের উপাধি জবাকুসুম, মুখের উপাধি দর্পণ, সূর্য্য ও চন্দ্রের উপাধি জলাশয়, তদ্রূপ

এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর পুরুষের উপাধি। যেমন জবাকুসুমরূপ উপাধির ধর্ম রক্তিমাগুণসন্নিহিত স্বচ্ছ স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ উক্ত দেহত্রয়রূপ উপাধির ধর্ম স্থূলতা, কৃশতা, সুখদুঃখজ্ঞান প্রভৃতি পুরুষে আরোপিত হয়, ইহাতেই সুখী, দুঃখী প্রভৃতিরূপে পুরুষ আবদ্ধ হয়। জবাকুসুমকে দূর করিতে পারিলে স্ফটিকে আর রক্তিমা জন্মে না, স্ফটিক আপনার স্বচ্ছধবলভাবে অবস্থান করে। এইরূপ উক্ত দেহত্রয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ বিনাশ করিতে পারিলে পুরুষের আর বন্ধন (সংসার) থাকে না, তখন স্বকীয় স্বচ্ছনির্ম্মলরূপে অবস্থান করিয়া মুক্ত হইতে পারে। কেবল চিত্ত পুরুষের বিষয় নহে, বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তিযুক্ত চিত্তই পুরুষের বিষয়, অর্থাৎ বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তেরই ছায়া পুরুষে পড়ে। 'কখনও বৃত্তি হয় না' চিত্তকে এই-রূপ করিতে পারিলেই পুরুষের মুক্তি হয়। এই উপায়ই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ।

যোগ করিতে হইলে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে, প্রথমে তাহার বিষয় জানা আবশ্যক। বৃত্তি না জানিয়া তাহাকে নিষেধ করা যায় না। চিত্তের বৃত্তি অসংখ্য, উহা শতসহস্র জীবনে জানিলেও শেষ হয় না, এই জন্য পতঞ্জলি চিত্তের বৃত্তিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক একটী করিয়া বৃত্তিসকল জানা যায় না সত্য, কিন্তু পাঁচ প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিলে অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। এই পাঁচটী বৃত্তি কি ?

"প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ" (যোগসূ° ১।৬)

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দ্বারা বাহ্যবস্তুর সহিত চিত্তের উপরাগ (সম্বন্ধ) হইলে ঐ বাহ্যবিষয়ে সামান্য ও বিশেষস্বরূপ অর্থের বিশেষ নিশ্চয় যাহাতে প্রধান থাকে, এইরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। 'ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপ-রাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণ-প্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণং' (ব্যাসভাষ্য) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইলে সেই বস্তুতে চিত্তের অনুরাগ জন্মে। পরে প্রথমে সামান্য বস্তুরূপে অবস্থিতি করিয়া সেই সেই বিষয়ের বিশেষরূপ অববোধ হয়। ইহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগম এই তিনটী প্রমাণ। [প্রমাণ শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য]

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং" (যোগসূ° ১।৮)

এক বস্তুকে অন্যরূপে জানার নাম বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞান; যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান ইত্যাদি। প্রথমে শুক্তি রজত প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞান জন্মে, পরিশেষে এটা রজত নহে, কিন্তু শুক্তি, এইরূপ যথার্থজ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্ব জ্ঞান বাধিত হয়।

'এটী ইহা কিনা' ইত্যাদি সংশয়জ্ঞানও বিপর্য্যয়ের অন্ত-র্গত। বিপর্য্যয় ও সংশয়ের প্রভেদ এই, বিপর্য্যয়স্থলে বিচার করিয়া পদার্থের অন্যথাভাব প্রতীতি হয়, জ্ঞানকালে তাহা হয় না। সংশয় স্থলে জ্ঞান-কালেই পদার্থের অস্থিরতা প্রতীত হয়, অর্থাৎ সংশয় স্থলে পদার্থ সকল 'এটী এইরূপই' এইরূপ ভাবে নিশ্চয় হয় না। উত্তরকালে জ্ঞান হইলে 'ওটী ওরূপ নহে' এইরূপে বাধিত হয়।

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" (যোগসূ° ১।৯)

বিষয় না থাকিলেও (নরশৃঙ্গ প্রভৃতি) শব্দ শ্রবণ করিলে সকলেরই একরূপ জ্ঞান হয়, উহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে। শব্দের এমনই একটী অনির্ব্বচনীয় প্রভাব আছে যে, অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, উচ্চারিত হইলেই একটা অর্থ বুঝাইয়া দেয়। মীমাংসক বলিয়াছেন, "অত্যন্তমপি অসত্যার্থে শব্দো জ্ঞানং করোতি হি" অর্থাৎ পদার্থ সকল অসৎ হইলেও শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে, নরশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি পদার্থ নাই, তথাপি ঐ সকল শব্দ শ্রবণ করিলে একটা অর্থ বুঝায়, ইহা-কেই বিকল্পবৃত্তি বলে। সত্যস্থলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটী বর্ত্তমান থাকে। বিকল্প স্থলে অর্থ থাকে না, কেবল শব্দ ও জ্ঞান থাকে। বিকল্পবৃত্তি দ্বারা কোনও স্থলে অভেদে ভেদ, কোথাও বা ভেদে অভেদ প্রতীত হইয়া থাকে।

"অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিদ্রা।" (যোগসূ° ১।১১)

অর্থাৎ যে বৃত্তির অভাবপ্রত্যয়ই আলম্বন, তাহাই নিদ্রা। সুতরাং নিদ্রা একটী প্রত্যয় বা [illegible] বিশেষ। কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় উহার স্মরণ হয়। আমি সুখে নিদ্রা গিয়া-ছিলাম, আমার মন নির্ম্মল হইয়া স্বচ্ছবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, এইটী সাত্ত্বিক স্মরণ। আমি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়া অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা রাজসিক স্মরণ। আমি অতিশয় মূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর ভারবোধ হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া অলস হইয়াছে, চিত্ত নাই বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে, এইটী তাম-সিক স্মরণ। নিদ্রাকালে তমোবিষয়ে চিত্তবৃত্তি না হইলে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির উক্তরূপ স্মরণ হইতে পারে না, চিত্তে আশ্রিত বৃত্তি বিষয়ে স্মৃতিও হইতে পারিত না, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, নিদ্রাকালে তমোবিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হইয়া-ছিল, অতএব নিদ্রা একটী প্রত্যয় বিশেষ অর্থাৎ অনুভব।

"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।"

অর্থাৎ অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ (অচৌর্য্য) তাহাকে স্মৃতি কহে। চিত্ত, প্রমাণ, বিপর্যয় প্রভৃতি দ্বারা অধিগত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থের বিষয় করে না, এইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম স্মৃতি। সংস্কারকে দ্বার করিয়া অনুভবই স্মৃতির জনক হইয়া থাকে।

এই স্মৃতি দুই প্রকার,—ভাবিতস্মর্ত্তব্যা ও অভাবিতস্মর্ত্তব্যা। যাহার স্মর্ত্তব্য (স্মরণের বিষয়) ভাবিত অর্থাৎ কল্পিত, তাহাকে ভাবিতস্মর্ত্তব্য, এবং যাহার স্মরণের বিষয়টী পূর্ব্বের ন্যায় কল্পিত নহে, তাহাকে অভাবিতস্মর্ত্তব্য কহে।

উক্ত পাঁচটী বৃত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ" (যোগসূ° ১।৫)

'ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যঃ অক্লিষ্টাঃ ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতা-হপ্যক্লিষ্টাঃ' ইত্যাদি। (ভাষ্য)

ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। অবিদ্যাদিক্লেশ যাহার কারণ, যাহাতে সংসারবন্ধন হয়, তাহাই ক্লিষ্টবৃত্তি। অক্লিষ্টবৃত্তি ইহার বিপরীত, ইহাতে সংসারবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়।

অবিদ্যাদি ক্লেশ যে সকল বৃত্তির কারণ, যাহা হইতে সুখ দুঃখ জন্মে, যাহারা কর্ম্মানুসারে ফলজননে ক্ষেত্রস্বরূপ হয়, তাহাদিগকে ক্লিষ্ট বা সাংসারিক চিত্তবৃত্তি বলে। খ্যাতি অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের ভেদজ্ঞান যাহার বিষয়, যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়ের অধিকার বা কার্য্যারম্ভের বিরোধী হয়, তাহাকে অক্লিষ্টবৃত্তি কহে। অক্লিষ্টবৃত্তির বিষয় খ্যাতি অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান, ইহা হইলে আর চিত্তের কার্য্য থাকে না।

'বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তং জ্ঞেয়ং প্রকৃতিচেষ্টিতম্।'

বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্তই প্রকৃতির চেষ্টা, তখন অকিঞ্চিৎকর চিত্ত আত্মায় ন্যায় নির্গুণভাবে কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়।

সচরাচর ক্লিষ্টবৃত্তি কিরূপে জন্মিবে? কিরূপেই বা বিবেকখ্যাতিরূপ স্বকার্য্য করিতে সমর্থ হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ক্লিষ্টপ্রবাহ পতিত হইলেও অক্লিষ্টবৃত্তির অক্লিষ্টতা নষ্ট হয় না, যে যাহা সে তাহাই থাকে, অক্লিষ্টবৃত্তি ক্লিষ্টের অন্তঃপাতী হইলেও ক্লিষ্ট হইয়া যায় না। ক্লিষ্টের ছিদ্রে অক্লিষ্ট বৃত্তি হইতে পারে।

ক্লিষ্টবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ও অক্লিষ্ট বৃত্তিকে নিবৃত্তিমার্গ বলা যাইতে পারে। বিষয়লোলুপ ঘোর সংসারীর চিত্তেও বৈরাগ্য দেখা যায়, শ্মশানক্ষেত্রে ইহা অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন, এইটী ক্লিষ্টের ছিদ্র, এই ছিদ্রে অক্লিষ্ট বৃত্তি জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে উগ্রতপা ঋষিদিগেরও যোগভ্রংশ শুনা যায়। এইটী অক্লিষ্টের ছিদ্র, এই ছিদ্রে ক্লিষ্টবৃত্তি প্রবলবেগে উৎপন্ন হয়। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই উভয় পক্ষে সংসারক্ষেত্রে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, এই উভয়েরই বিচরণস্থল চিত্তভূমি।

প্রথমে অক্লিষ্ট বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ক্লিষ্ট বৃত্তির নিরোধ করিতে হইবে, পরে পরবৈরাগ্য দ্বারা অক্লিষ্ট বৃত্তিকেও নিরোধ করিতে পারিলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। সংস্কারই সংস্কারের নাশক হইয়া থাকে। অক্লিষ্টসংস্কার দ্বারা ক্লিষ্টসংস্কার নষ্ট হয়।

উক্ত পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর চিত্তবৃত্তি নাই। এই চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ করিতে হইবে। কারণ, চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগহেতু চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নির্গুণ। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবা আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাজিতা আনিলে স্ফটিক নীলবর্ণ ধারণ করে; বাস্তবিক স্ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। সেইরূপ, কেবল নির্ম্মল পুরুষে সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে, পুরুষ তাহাদের সহিত সারূপ্য লাভ করিয়া আপনাকে সুখী দুঃখী মনে করে। বাস্তবিক পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই নাই। ইহা কেবল বৃত্তির উপরাগ মাত্র।

এই যে পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির বিষয় অভিহিত হইল। এই সকল চিত্তবৃত্তিই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। এই সকল বৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে যে সকল ক্লিষ্টবৃত্তি উত্তরোত্তর বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি করে, প্রথমে তাহাই নিরোধ করিতে হইবে। অক্লিষ্টবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গে ধর্ম্মবৃত্তি সকলকে প্রথমে নিরোধ করিতে হইবে না। প্রথমে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্তিমার্গের বাধা দিতে হইবে। এই অক্লিষ্টবৃত্তি দৃঢ় হইলে পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি হয় না।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।"৩ "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।"১।৪

যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না। তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন।

এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের প্রণালী কি? পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে কোনটির অনুসরণ করিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে।

১ম। "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ।"(যোগসূ° ১।১২)

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।

২। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা।" (যোগসূ° ১।২৩)

অথবা, ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এ সম্বন্ধে ভাষ্যকার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'কিমেতস্মাৎ এবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি। অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিৎ উপায়ো ন বেতি। ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা। প্রণিধানাৎ ভক্তিধানাৎ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি।' (১।২৩ ব্যাসভাষ্য)

অর্থাৎ এই অভ্যাস বৈরাগ্য হইতেই কি অচিরে সমাধিলাভ হয়, অথবা ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে ? তদুত্তরে বলি যে, বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া "ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক" এইরূপে অনুগৃহীত করেন, এই প্রকার সঙ্কল্পসহকারে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয়।

৩। "প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" (যোগসূ° ১।৩৪)

অথবা প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারাও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।' অর্থাৎ, প্রাণায়ামও সমাধিলাভের অন্যতম উপায়।

৪। "বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী"(১।৩৫)

অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণা দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা করিলে যোগী অলৌকিক গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দ প্রভৃতির অনুভব করেন, তাহাতে তাহার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব, চিত্তস্থৈর্য্যের ইহাও অন্যতম উপায়।

৫। "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।"—(১।৩৬)

অথবা (হৃৎপদ্মে ধারণা করিলে) যে শোক-রহিত জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা হইতে পারে। জ্যোতির সাক্ষাৎকারও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৬। "বীতরাগ-বিষয়ং বা চিত্তম্।"(১।৩৭)

'অথবা যাঁহারা বীতরাগ, (বিষয়বিরক্ত) তাঁহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়'; অর্থাৎ, নিষ্কাম মহাত্মার ধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৭। "স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা।"—(১।৩৮)

"অথবা, স্বপ্নজ্ঞান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির হয়।' অর্থাৎ, স্বপ্নে মূর্ত্তিবিশেষ কিংবা সাত্ত্বিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যাইতে পারে।

৮। "যথাভিমতধ্যানাৎ বা।"—(১।৩৯)

অভিমত যে কোন বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, অভিমতধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

সাধনাবস্থায়, যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়; ইহাদিগকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে। পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় পাদে এই সকল সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে। ইহারা প্রকৃত যোগসাধনার পক্ষে নহে কিন্তু—অন্তরায়।

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ"—(৩।৩৭)

অর্থাৎ, সমাধিরহিতের পক্ষে এই সকল বিভূতি বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গমাত্র। এই উপসর্গ কি ?

"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তে হন্তরায়াঃ" (যোগসূ° ১।৩০)

যাহা দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ একাগ্রতা বিনষ্ট হয়, তাহাকে অন্তরায় বলে, ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই ৯টী অন্তরায়।

ধাতু, বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য জন্য ব্যাধি, চিত্তের কার্য্যকারিতা শক্তির অভাবই স্ত্যান, এই বস্তুটী এইরূপ কি না ? এইরূপ জ্ঞানই সংশয়, সমাধির উপায়ের অনুষ্ঠানই প্রমাদ, তমোগুণের আধিক্যবশতঃ চিত্তের এবং কফাদির আধিক্যবশতঃ শরীরের গুরুতাপ্রযুক্ত প্রযত্নের অভাবের নাম আলস্য, সর্ব্বদা বিষয়সংযোগরূপ তৃষ্ণাবিশেষই অবিরতি, এক বস্তুতে অন্যবস্তু বলিয়া জানার নাম ভ্রান্তিদর্শন, মধুমতী প্রভৃতি সমাধিভূমির লাভ না হওয়া অলব্ধভূমিকত্ব।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।"

শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না, তাই সূত্রকার প্রথম ব্যাধিকেই বিঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয় ও বিপর্য্যয় এই দুইটীই চিত্তের বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং যোগ বৃত্তির বিরোধী, কারণ যুগপদ্ চিত্তের বৃত্তি হয় না, 'জ্ঞানদ্বয়স্যাযোগপদ্যাৎ'। ব্যাধি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি না হইলেও ইহারা যোগের বিরুদ্ধ বিক্ষেপ বৃত্তি উৎপাদন করিয়া যোগের প্রতিপক্ষ হয়।

অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারাই কার্য্যকারণভাব গৃহীত হয়, সুতরাং অন্তরায় থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, না থাকিলে হয় না, অতএব ব্যাধি প্রভৃতি অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপক জানিতে হইবে।

সকল বিষয়েই যে পর্য্যন্ত পরিপক্ব না হওয়া যায়, ততদিন বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়, ধ্যেয় সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত পদে পদে যোগভ্রংশ হইতে পারে, অতএব বিশেষ প্রণিধান সহকারে যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, শরীরকম্পন, শ্বাস ও প্রশ্বাস হইয়া থাকে।

এই সকল বিক্ষেপ নিবারণের জন্য ঈশ্বর অথবা অভিমত অন্য কোন বিষয়ে চিত্ত নিবেশ করিতে হইবে। যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে চিত্তকে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিতে হয়, চিত্ত অপ্রসন্ন থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না। যোগ ত দূরের কথা। সুতরাং যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়, যোগী যত্ন সহকারে তাহাই করিবেন। চিত্তপ্রসাদের উপায় কি?

"মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনং" (যোগসূ° ১।৩৩)

সুখিগণের প্রতি প্রেম, দুঃখীর প্রতি দয়া, ধার্ম্মিকে হর্ষ ও পাপিগণের প্রতি ঔদাসীন্য করিলে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চিত্তশুদ্ধির কারণ, স্বরূপ এবং ফলই বা কি? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, জগতের সমস্ত সুখী লোকের প্রতি সৌহার্দ্দ করিবে, ইহা করিতে পারিলে চিত্তের যে ঈর্ষানল আছে, তাহা বিনষ্ট হইবে। যেরূপ নিজের দুঃখদূর করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা হয়, তদ্রূপ অন্য প্রাণীর দুঃখ দূর করিতে যত্ন করিবে। ইহাতে পরাপকাররূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়, ধার্ম্মিক লোক দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে গুণে দোষারোপ অর্থাৎ অসূয়া নিবৃত্তি হয়, অধার্ম্মিক লোকের প্রতি উদাসীন থাকিবে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে ক্রোধরূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে চিত্তে শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ রাজসতামসবৃত্তি-তিরোহিত হইয়া সাত্ত্বিকবৃত্তি উদয় হইতে থাকে, তখন চিত্তপ্রসন্ন হইয়া সুস্থির হয়, পূর্ব্বের ন্যায় আর তড়িদ্বেগে বিষয়দেশে গমন করে না।

যোগের অঙ্গ।

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টা-বঙ্গানি। (যোগ সূ° ২।২৯)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ। সাধন ভিন্ন সিদ্ধ হওয়া যায় না, এই জন্য যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিধেয়, যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয় (মিথ্যা)-জ্ঞানের ক্ষয় হইয়া থাকে। উহার ক্ষয় হইলে সম্যক্ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে থাকে, যোগাঙ্গানু-ষ্ঠানের তারতম্যানুসারে অশুদ্ধিরও তিরোধান হয় এবং অশুদ্ধির বিনাশ হইলে তদনুসারে জ্ঞানেরও দীপ্তি বৃদ্ধি হয়, ঐ বৃদ্ধি হইতে বিবেকখ্যাতি হইয়া থাকে।

উক্ত আটটী অঙ্গের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার একয়টী বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী অন্তরঙ্গ।

"অহিংসা সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" (যোগসূ° ২।৩০) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটীকে যম কহে। কোনও প্রকারে কোনও কালে প্রাণীর প্রাণ বিয়োগ হয়, এইরূপ চেষ্টা না করাকে অহিংসা কহে। পরবর্ত্তী সত্যাদি যম ও শৌচাদি নিয়ম সমস্তই অহিংসামূলক, অর্থাৎ অহিংসা রক্ষা না করিয়া সত্যাদির অনুষ্ঠান করা বিফল।

এই অহিংসা বৃত্তির স্বচ্ছতার নিমিত্ত সত্যাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা না হইলে অসত্য প্রভৃতি দোষে অহিংসা মলিন হইয়া যায়। যথার্থ বাক্ ও মনকে সত্য কহে। অর্থাৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শব্দ জন্য বাক্যের ও মনের জ্ঞান হইয়াছে, তদ্রূপেই শ্রোতার যাহাতে জ্ঞান জন্মে, এ প্রকারে কথা বলিলে সত্য বলা হয়।

প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে পরের দ্রব্য গ্রহণ করাকে স্তেয় (চৌর্য্য) বলে। উহার অভাবের নাম অস্তেয়। কেবল চুরি না করা নহে, মন হইতে পরের দ্রব্যে স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-নিবৃত্তির নাম ব্রহ্মচর্য্য। বিষয়ের সহিত উপভোগ্য বস্তুর উপার্জ্জন, রক্ষা, ক্ষয়, সঙ্গ, ও হিংসা দোষ অনুভব করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকার নাম অপরিগ্রহ। বিষয়-বৈরাগ্যের অপর নামও অপরিগ্রহ। "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ" (যোগসূ° ২।৩২) শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচ প্রকার নিয়ম। মৃত্তিকা ও জলাদির মার্জ্জনা ও মেধ্য পবিত্র বস্তু আহার করার নাম বাহ্য শৌচ। চিত্তের মল (ঈর্ষাসূয়াদি) দূর করার নাম অন্তঃশৌচ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম তপস্যা, উপ-নিষদ্, গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা ওঙ্কার জপকে স্বাধ্যায়, পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। ইহাদিগকে নিয়ম কহে।

[বিশেষ বিবরণ নিয়ম শব্দ দেখ]

যম ও নিয়ম এই দুইটী সিদ্ধ হইলে তৎপরে তৃতীয় যোগা-ঙ্গের অনুষ্ঠান বিধেয়। তৃতীয় যোগাঙ্গ আসন।—

"স্থিরসুখমাসনং" (যোগসূ° ২।৪৬)

স্থিরভাবে অধিককাল থাকিলে যাহাতে কষ্টবোধ না হয় তাহাকে আসন বলে, তাদৃশ আসনই যোগের অঙ্গ। যোগ-ভাষ্যে পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিক, দণ্ডাসন, সোপা-

ভদ্র, পর্য্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তিনিষদন, উষ্ট্রনিষদন, সমসংস্থান, স্থিরসুখ ও যথাসুখ প্রভৃতি আসনের উল্লেখ আছে। শয়ন করিয়া থাকিলে নিদ্রা আসে, অন্যভাবে থাকিলে শরীর ধারণেই ব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং অধিককাল থাকা যায় না, এই নিমিত্ত আসনের উপদেশ আছে, যে ভাবে অধিক কাল থাকিলেও কোনরূপ কষ্ট হয় না, তাহাই স্থিরসুখ আসন, উহার কিছুই নিয়ম নাই। আসন কত প্রকার হইতে পারে, তাহারও কিছু নিয়ম নাই। গুরুর উপদেশ ব্যতীত আসন শিক্ষা হয় না, তাহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে, এবং অতি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। আসন সমুদয় শিক্ষা করিবার সময় কষ্টকর বোধ হয়। একবার সুন্দররূপে অভ্যস্ত হইলে আর কষ্ট হয় না। যে পর্য্যন্ত বিনা ক্লেশে আসনে উপবিষ্ট হওয়া যায়, ততদূর অভ্যাস করিতে হইবে। এই আসন দুই প্রকার। বস্ত্র, অজিন ও কুশ প্রভৃতি বাহ্য আসনের নাম পদ্ম ও স্বস্তিকাদি শারীর আসন। যোগপ্রদীপে যোগসাধন আসনের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আসন-সিদ্ধির পর প্রাণায়াম করিতে হয়।

"শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" (যোগসূ° ২।৪৯) শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সংযমকে প্রাণায়াম বলা যায়। রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিন প্রকার প্রাণায়াম বহিঃস্থিত বায়ুকে অন্তঃপ্রবেশকরণকে শ্বাস ও অন্তরের বায়ুকে বহিঃনিঃসরণ করাকে প্রশ্বাস বলে। এই উভয়বিধ ক্রিয়ার নিরোধ প্রাণায়াম। [প্রাণায়াম দেখ]

যম, নিয়ম ও আসন জয়ের পর প্রত্যাহার যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রত্যাহার—"স্वविষয়া সম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" (যোগসূ° ২।৫৪) চিত্ত শব্দাদি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণও নিশ্চল হইয়া চিত্তের অনুকরণ করে, ইহাকে প্রত্যাহার কহে। ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় শব্দাদির সহিত সংযোগ না হইলে চিত্তের স্বরূপের যেন অনুকরণ হয়। ইন্দ্রিয়নিরোধের নামই প্রত্যাহার। [প্রত্যাহার দেখ]

যমাদি পাঁচটী বহিরঙ্গ-সাধনের পর অন্তরঙ্গ-সাধন আবশ্যক।

ধারণা—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (যোগসূ° ৩।১)

অপর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাভিচক্র প্রভৃতি অন্তর্বিষয় এবং দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বহির্বিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা। নাভিস্থান, হৃৎপদ্ম, মস্তকজ্যোতিঃ, নাসিকার অগ্রভাগ, জিহ্বার অগ্রভাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্যোদ্দেশে চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেই ধারণা হয়।

ধারণা সিদ্ধ হইলে তৎপরে ধ্যানানুষ্ঠান বিধেয়।

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং" (যোগসূ° ৩।২)

বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা হয়, সেই বিষয়াকারে বারংবার চিত্তবৃত্তি পরিণত হওয়াকে ধ্যান বলা যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যে কোনও বিষয়ে চিত্তের ধারণা হইয়াছে, সেই বিষয়ে বারংবার সদৃশরূপে বৃত্তি হওয়াই ধ্যান। কেবল ধ্যেয় আলম্বন ভিন্ন অন্য বিষয়ে কোনরূপ চিত্তবৃত্তি হইবে না, কিন্তু ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তির সদৃশপ্রবাহ হইবে। তাহা হইলে ধ্যান সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। ধ্যানের পর সমাধি, ইহাই যোগের চরমফল, সমাধি হইলে আর যোগানুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকে না।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ"

(যোগসূ° ৩।৩)

ধ্যান পরিপক্ক হইয়া যখন ধ্যেয়াকারেই ভাসমান হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার মত বোধ হয়। সেই অবস্থার নাম সমাধি।

জবাকুসুমের সন্নিধানে পরিশুদ্ধ স্ফটিকের স্বীয় শুক্লগুণ ভাসমান হয় না, তদ্রূপ বিষয়াকারে সর্ব্বথা লীন হইয়া চিত্তবৃত্তি পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হয় না, এইরূপ অবস্থাই সমাধি।

এই সমাধি দ্বিবিধ, সবীজ ও নির্ব্বীজ। সবীজ সমাধিতে চিত্তের আলম্বন থাকে; সে অবস্থায় চিত্তের সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক বৃত্তি তিরোহিত হয় না। সেই জন্য সবীজ সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। নির্ব্বীজ সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে; সেই জন্য এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

"বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।"

(যোগসূত্র ১।১৭)

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ।"

(যোগসূত্র ১।১৮)

ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে,—

'ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে।'

তৎকালে ধ্যেয় বস্তু সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়। কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। উক্ত দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্ব্বিধ—সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার; ইহাদিগকে সবীজ বলে।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।"

(যোগসূত্র ১।৫১)

তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্ব্বীজ সমাধি হয়। এই নির্ব্বীজ সমাধিই পাতঞ্জলের অনুমোদিত যোগ।

'তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে।'
১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

এই নির্ব্বীজ সমাধি বা যোগ আয়ত্ত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। তখন পুরুষকে শুদ্ধমুক্ত বলে। ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য।

"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।" (৩।৫৫)

'জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যম্, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলং কেবলীভবতি।'(ব্যাসভাষ্য)

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শনের (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয়; অদর্শনের নিবৃত্তি হইলে পঞ্চ ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে কর্ম্ম পরিপক্ক হইয়া আর ফল জন্মাইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায় প্রকৃতি আর পুরুষের দৃশ্য হয় না। পুরুষ তখন কেবল (স্বতন্ত্র) হন, এবং নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন।

"তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্পম্।" (৪।৩০)

"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।" (৪।৩৪)

অর্থাৎ সেই সমাধিযোগের অবস্থায় অবিদ্যাদি সমস্ত ক্লেশ ও কর্ম্মরূপ আবরণ হইতে চিত্ত-সত্ত্ব মুক্ত হইলে তাহার সর্ব্বত্র প্রসার হয়। তখন তাহার জ্যোতিঃ সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সে অবস্থায় যোগীর অজ্ঞাত বিষয় কিছুই থাকে না। যে যোগসিদ্ধের এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি আর পরিণত হইয়া ভোগ বা অপবর্গ জন্মায় না। ইহাই কৈবল্য, ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি। এ অবস্থায় চিতিশক্তি (পুরুষের) স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সকল যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইলে নানাবিধ সন্তোষ ও ক্ষমতা, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ এবং পরিশেষে কৈবল্যমুক্তি লাভ হইয়া থাকে, তখনই যোগের চরম ফল হইয়াছে স্থির করিতে হইবে।

গীতা ও পাতঞ্জল।

প্রথমেই লিখিয়াছি, গীতাও যোগশাস্ত্র বলিয়া খ্যাত। এখন দেখা যাউক গীতায় ও পাতঞ্জলে কোন প্রকার পার্থক্য আছে কিনা? উভয়ের বিশেষত্ব কি? গীতা যোগপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। গীতার মতে—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" (গীতা ৬।৪৬)

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও।

গীতা পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন।—

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥" (গী০ ৬।১০)

যোগী একাকী নির্জ্জনে থাকিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন।

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরং।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥"(৬।১১-১৩)

তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থানে, কুশ, অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন। সেখানে তিনি মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত, আসনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন।

শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়া এবং দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া, স্থিরভাবে অবস্থান করিবেন।

"প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥" (৬।১৪)

যোগী প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া ভগবান্‌কে সার করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন।

"সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥" (গী০ ৬।৪-৬)

সংকল্পজ সমস্ত কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন। ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হইবেন। মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না। চঞ্চল অস্থির মন, যথা যথা ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন।

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥"(গী॰ ৫।২৭-২৮)

যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রূযুগলের মধ্যে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করত, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ পরিহার করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিলেন। 'শুচি দেশে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন';—ইহা আসনের উপদেশ। 'নাসার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিবেন',—ইহা প্রাণায়ামের উপদেশ। 'বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন',—ইহা প্রত্যাহারের উপদেশ। 'ব্রহ্মচারি-ব্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ' ইত্যাদি যমের উপদেশ। 'ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংযম, আশা পরিত্যাগ' ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ। 'নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে সংস্থাপন' ইত্যাদি ধারণার উপদেশ। 'ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতাসাধন' ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ। 'কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিবে',—ইত্যাদি সমাধির উপদেশ।

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। পুরুষ চিৎস্বরূপ, এ মতে তিনি আনন্দঘন নহেন, অতএব পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি—সুখদুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু অনন্ত সুখের কথা নাই। গীতায় ভগবান্ কিন্তু যোগের ফল অত্যন্ত সুখ ব্যক্ত করিয়াছেন।

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥"(৬।২১-২৩)

যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বোধ হয় না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না,—দুঃখের সংস্পর্শশূন্য এই অবস্থার নামই যোগ। নির্ব্বেদশূন্যচিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে। অতএব গীতার মতে যোগের অবস্থায় নিরতিশয় সুখলাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়।—

"প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥" (গীতা ৬।২৭-২৮)

প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সুখ অনুভব করেন। নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিরত আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-রূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

"বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥" (গীতা ৫।২১)

যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে যে সুখ, সেই সুখ অনুভব করেন এবং ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।

পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন; যোগের যে চরম অবস্থা নির্ব্বীজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র; ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় কি না স্পষ্ট উল্লেখ নাই। গীতার মতে কিন্তু যোগ দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ হয়।

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥" (গীতা ৬।১৫)

সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া আত্মাতে (ভগবানে) স্থিতিরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করেন।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥" (গীতা ৬।২)

সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিশীল সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন। সমস্ত ভূতে যে আত্মা বিরাজিত, তিনি পরমাত্মা (ভগবান্) ভিন্ন আর কে? পূর্ব্বেই পাতঞ্জলদর্শনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি,—

"পুংপ্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া।"

অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্য-জ্ঞান), তাহাকেই যোগ বলে।

কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যোগ শব্দের সংযোগ অর্থই অনুমোদিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ। বলা বাহুল্য সে সংযোগ, প্রযত্ন বা উদ্যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না।

"আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।

তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥"(বিষ্ণুপু°৬।৭।৩১)

অর্থাৎ, আত্মার যত্নসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।

গীতায় ভগবান্ যোগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই মতই গীতায় অনুমোদিত। কারণ, গীতা যোগীকে মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।" গীতা ৬।১৪।

গীতা আরও বলিতেছেন যে,

"শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।" গীতা ৬।১৫।

যোগের ফলে যে নির্ব্বাণপরমা শান্তিলাভ করা যায়, তাহা আমাতে (ভগবানে) থাকার ফল।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, "ঈশ্বর-প্রণিধান" তাহাদিগের অন্যতম। এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় উপায়, পতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না। যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য যেমন অন্যান্য উপায়ের অনুসরণ করিতে পারেন, সেইরূপ ইচ্ছা হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন।

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য পতঞ্জলি সাধককে 'ক্রিয়াযোগের' অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ক্রিয়াযোগ আয়ত্ত হইলে চিত্ত সমাধির অনুকূল হয়।

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।" (যোগসূত্র ২।১)

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানের নাম ক্রিয়াযোগ। সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি সমাধিযোগে অধিকারী। বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্যক্তি সমাধিযোগের অধিকারী নহে, কিন্তু ক্রিয়াযোগের অধিকারী। প্রথমাধিকারী প্রথমে ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিবে, তদ্দ্বারা কালে তাহার ক্লেশ সকল ক্ষীণ হয় এবং সমাধিযোগের অধিকার জন্মে।

তপস্যাবিহীন ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হয় না, আদি রহিত চিরকাল প্রবহমান ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ও অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ সংস্কার দ্বারা চিত্রীকৃত। অতএব চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের সমুদ্রেক তপস্যা ভিন্ন অপনীত হয় না। এই জন্য চিত্ত-প্রসাদন তপস্যা এরূপভাবে করিতে হইবে যে, যাহাতে ধাতুবৈষম্য না হয়। কারণ শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না। সুস্থ ব্যক্তিরই তপশ্চর্য্যা সম্ভব। প্রণব প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ অথবা উপনিষদ্ প্রভৃতি মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। পরম গুরু ঈশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া অর্পণ বা ক্রিয়ার ফলত্যাগকে ঈশ্বর-প্রণিধান কহে। ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

"কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভং।
তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥"

ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আমি ভালমন্দ যাহা কিছু করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনাতে অর্পণ করিলাম। আমি যাহা কিছু করি, তাহা আপনার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই করি। ইহাই ক্রিয়ার অর্পণ বা ঈশ্বরপ্রণিধান। প্রণবজপ ও প্রণবার্থ-ভাবনারও অপর নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। চিত্তের একাগ্রতা ও স্থৈর্য্যসম্পাদনের অনেক উপায় অভিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধান উৎকৃষ্ট এবং সুলভ উপায়।

পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ পঞ্চবিধ নিয়মের অন্যতম। সুতরাং পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান গৌণ। কারণ, ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র।

"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ"(যোগসূ°২।৩২)

ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাতে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র। ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" (গীতা ২।৪৭)

কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার নহে।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" (গীতা ৯।২৭)

যাহা কিছু করিবে, যাহা খাইবে, যাহা যজিবে, যাহা দিবে বা যাহা তপিবে, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধান এই ধরণের কথা। ধ্যান-যোগ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। পতঞ্জলির মতে যে কোনও বিষয়ে চিত্তের একতানপ্রবাহই ধ্যান। ভগবান্ই যে ধ্যেয় (ধ্যানের বিষয়) হইবেন, তাঁহাকেই যে ধ্যান করিতে হইবে, এরূপ স্পষ্ট কোন কথা নাই।

পতঞ্জলির মতে,যোগী ঈশ্বর-প্রণিধান করেন, অর্থাৎ ভক্তি-পূর্ব্বক ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মসন্ন্যাস করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁহার পক্ষে সুলভ করিয়া দেন। তাহার ফলে, যোগীর আত্মা ভগবানে সংযুক্ত হয় না—বিবেকজ্ঞান,নিষ্পন্ন হয় মাত্র। "ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপি অন্তরায়াভাবশ্চ' (যোগসূ° ১।২৯)। অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ব্যাধি প্রভৃতি বিঘ্ন দূর হয় এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয় না। 'প্রত্যা-মতিঃস্ব আত্মনি সাক্ষাৎকারহেতুর্ন পরাত্মনি।' (বাচস্পতিমিশ্র, ঐ সূত্রের টীকায়)।

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার পাতঞ্জলদর্শনের পরিচয়স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন—"ঈশ্বর-প্রণিধানং নামাভিহিতানামনভিহিতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমগুরৌ ফলানপেক্ষয়া সমর্পণম্।" কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্‌ বা" এই সূত্রের বার্ত্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ লিখিয়াছেন,—"প্রণিধানমত্র ন দ্বিতীয়পাদবক্ষ্যমাণং, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত-কারণীভূতসমাধির্ভাবনাবিশেষ এব। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্‌ ইত্যাগামিসূত্রৈণৈব আত্মপ্রণিধানস্ত অত্র লক্ষণীয়ত্বাৎ। * * ব্রহ্মাত্মনা চিন্তনরূপতয়া প্রেমলক্ষণভক্তিরূপাবক্ষ্যমাণাৎ প্রণিধানাদাবর্জ্জিতোঽভিমুখীকৃত ঈশ্বরস্তং ধ্যায়িনমভিধ্যানমাত্রেণ অস্ত সমাধিমোক্ষৌ আসন্নতমৌ ভবেতামিত্যিচ্ছামাত্রেণ যোগাশক্ত্যাদিভিরুপায়ানুষ্ঠানমান্দ্যেঽপ্যনুগৃহ্লাতি আনুকূল্যং ভজতে অতস্তস্মাদভিধ্যানাদপি প্রণিধানবিশিষ্টাদিবায়া যোগিনামাসন্নতমৌ সমাধিমোক্ষৌ ভবতঃ"—(১।২৩ সূত্রের যোগবার্ত্তিক)। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই সূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ নহে—ঈশ্বরে চিত্তার্পণ বা ভাবনা বিশেষ—ভক্তিসহকৃত ব্রহ্মচিন্তন।

কিন্তু গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ।

তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন,—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"
(গীতা ৬।৪৭।)

তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, আমাতে (ভগবানে) চিত্ত সংযুক্ত করিয়া আমাকে ভজনা করেন।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"(গীতা ৬।৩০-৩১)

যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না, এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না।

যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করে, সে যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করে :

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগী যদি দেহত্যাগকালে ওঁকাররূপ ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তবেই পরমগতি প্রাপ্ত হন।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্‌।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌॥"

সেই জন্য ভগবান্‌ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ।" (গীতা ৯।৩৪)

আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।

ভগবানে চিত্তার্পণই যে শ্রেয়োলাভের উপায়, তাহা শাস্ত্রের অন্যত্রও উপদিষ্ট হইয়াছে।

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্‌ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো মধ্যর্পিতং স্থিরম্‌॥"
(ভাগবত ৩।২৫।৪১)

তীব্রভক্তিযোগে (আমাতে ভগবানে) স্থির চিত্তার্পণই ইহলোকে মুক্তির উপায়।'

এই যোগের বিষয় যাহা অভিহিত হইল, ইহার ন্যায় রাজ-যোগ, এইক্ষণ হঠযোগ ও অন্যান্য যোগের বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

হঠযোগ।

হঠযোগ করিতে হইলে প্রথমে দেহকে শোধন করিয়া লইতে হয়, দেহ বিশুদ্ধ না হইলে যোগের উপযুক্ত হয় না, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শোধন বিশেষ আবশ্যক। সপ্তবিধ সাধন দ্বারা দেহকে শোধন করিতে হয়,সপ্তবিধ সাধন যথা—শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত।

"শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবম্‌।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্য সপ্তসাধনম্‌॥"(দত্তাত্রেয় সংহিতা)

ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীরের শোধন, আসন দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রা দ্বারা শরীরের স্থিরতা, প্রত্যাহার দ্বারা শরীর-স্থৈর্য্য, প্রাণায়াম দ্বারা শরীর লাঘব, ধ্যান দ্বারা ধ্যেয়ের প্রত্যক্ষতা এবং সমাধি দ্বারা নির্লিপ্ততা লাভ হয়। এই সপ্ত সাধনসম্পন্ন হইলে অবশেষে নিশ্চয়ই মোক্ষ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়, এখন এই ষট্‌কর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক এবং কপালভাতি, এই ষট্‌-কর্ম্ম আচরণ করিলে শরীরের চৈতন্য হয়। যাহাদের শরীরে মেদ ও শ্লেষ্মার আধিক্যদোষ আছে, তাহারাই এই ষট্‌কর্ম্মের আচরণ করিবেন, যাহাদের শরীর উক্ত রূপ দুষ্ট নহে, তাহারা ষট্‌কর্ম্মাচরণ করিবেন না।

ধৌতি—ধৌতি চারি প্রকার, অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি ও মূলশোধন। এই চারিপ্রকার আচরণ করিয়া শরীরকে মলবিহীন করিতে হয়।*

অন্তর্ধৌতি—ইহা চারিপ্রকার, বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার ও বহিষ্কৃত। এই চারিপ্রকার অন্তর্ধৌতি দ্বারা শরীর মলশূন্য হয়।

বাতসার—স্বীয় মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া বারংবার বায়ুপান করিবে এবং ঐ বায়ু উদর মধ্যে চালিত করিয়া পশ্চাৎ মুখদ্বারা বাহির করিবে। প্রভাত ও সন্ধ্যা এই দুই সময় ইহার আচরণ করিতে হয়। এই ধৌতি অতি গোপনীয়, ইহা দ্বারা দেহ নির্ম্মল, সর্ব্বরোগনাশ এবং দেহের অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।†

বারিসার—মুখদ্বারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমশঃ জলপান করিবে, পরে ঐ জল উদরে চালিত করিয়া উদর হইতে গুহ্যদেশ দিয়া উহা বাহির করিতে হয়। এই ধৌতি-যোগসাধনে মলদেহ শোধন হইয়া দেবদেহ প্রাপ্ত হয়।

অগ্নিসার—শ্বাস রুদ্ধ করিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ মেরুদণ্ডে একশত বার সংলগ্ন করিবে, ইহাতে কোষ্ঠাগ্নির বিশুদ্ধিতা এবং যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

বহিষ্কৃত ধৌতি—কাকীমুদ্রা অর্থাৎ কাকের চঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া বায়ুপানপূর্ব্বক উদর পরিপূর্ণ করিতে হইবে, পরে ঐ বায়ু উদর মধ্যে অর্দ্ধপ্রহর কাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া পরে গুহ্যদেশ দিয়া চালিত করিবে।

প্রক্ষালন—যোগী নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া শক্তিনাড়ীকে বহিষ্কৃত করিবে, পরে ঐ নাড়ীর মলসমূহ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ উহা ধুইতে হইবে। পরিশেষে উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা হইলে ঐ নাড়ীকে উদর মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট করাইবে। এই প্রক্ষালন যোগ অতি গোপনে করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত যোগী চারিদণ্ড কাল শ্বাস ধারণ করিতে সমর্থ না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই প্রক্ষালন যোগানুষ্ঠান করিবে না।*

দন্তধৌতি—ইহা পাঁচ প্রকার, দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণরন্ধ্র এবং কপালরন্ধ্র। খদিররস বা মৃত্তিকা দ্বারা দন্তমূল মার্জ্জন করিতে হইবে, যেন তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেদ না থাকে।

জিহ্বামূলধৌতি—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলী একত্র গলার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া জিহ্বার মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জন করিতে হইবে, বারংবার এইরূপে জিহ্বা-মার্জ্জনদ্বারা কফদোষ নিবারিত হয়। নবনীত দ্বারা জিহ্বাকে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন ও দোহন এবং জিহ্বার অগ্রভাগ লৌহযন্ত্র-দ্বারা টানিয়া বাহির করিতে হইবে, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল এই দুই সময়ে উক্তরূপে জিহ্বা মার্জ্জন করিতে হয়, ইহাতে জিহ্বা দীর্ঘ এবং জরা মরণ ও রোগাদি নষ্ট হয়।

কর্ণধৌতি—তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণকুহর মার্জ্জন করিবে, ইহাদ্বারা কর্ণে নাদান্তর প্রকাশ পায়।

কপালরন্ধ্রধৌতি—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কপালের

* "ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ং।
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব নসংশয়ঃ॥
শোধনং—
ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতিঃ লৌলিকী ত্রাটকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ॥
মেদশ্লেষ্মাধিকঃ পূর্ব্বং ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ।
অন্যথা নাচরেত্তানি দোষাণামপ্যভাবতঃ॥
অন্তর্ধৌতির্দন্তধৌতির্হৃদ্ধৌতির্মূলশোধনং।
ধৌতি চতুর্বিধাং কৃত্বা ঘটং কুর্ব্বন্তু নির্ম্মলম্॥"
† "বাতসারং বারিসারং অগ্নিসারং বহিষ্কৃতম্।
ঘটস্য নির্ম্মলার্থায় অন্তর্ধৌতিশ্চতুর্বিধা॥
কাকচঞ্চুবদাস্যেন পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
চালয়েদুদরং পশ্চাদ্বর্ত্মনা রেচয়েচ্ছনৈঃ॥"
(ঘেরণ্ড সংহিতা)

* "আকণ্ঠং পূরয়েদ্বারি বক্ত্রেণ চ পিবেচ্ছনৈঃ।
চালয়েদুদরেণৈব চোদরাদ্রেচয়েদধঃ॥
বারিসারং পরং গোপ্যং দেহনির্ম্মলকারকম্।
সাধয়েত্তং প্রযত্নেন দেবদেহং প্রপদ্যতে॥
নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ।
অগ্নিসারমেষা ধৌতিযোগিনাং যোগসিদ্ধিদা॥
কাকীমুদ্রাং শোধয়িত্বা পূরয়েদুদরং মরুৎ।
ধারয়েদর্দ্ধযামন্তু চালয়েদধোবর্ত্মনা॥
নাভিমগ্নো জলে স্থিত্বা শক্তিনাড়ীং বিসর্জ্জয়েৎ।
করাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলবিসর্জ্জনং॥
তাবৎ প্রক্ষাল্য নাড়ীঞ্চ উদরে বেশয়েৎ পুনঃ॥
ইদং প্রক্ষালনং গোপ্যং দেবানামপি দুর্লভম্।
কেবলং ধৌতিমাত্রেণ দেবদেহো ভবেদ্ধ্রুবং॥
যামার্দ্ধং ধারণাং শক্তিং যাবন্ন সাধয়েন্নরঃ।
বহিষ্কৃতং মহদ্ধৌতিস্তাবচ্চৈব ন জায়তে॥
স চাবস্তুং ক্ষালনঞ্চ কুর্য্যান্নাড্যাদিশোধনং।
নেউলীযোগমার্গেণ নাড়ীক্ষালনতৎপরঃ॥
ভবত্যেব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা।
কেবলং প্রাণবায়োস্তু ধারণাৎ ক্ষালনং ভবেৎ॥" (ঘেরণ্ড সংহিতা।)

রন্ধ্রদেশ মার্জ্জিত করিতে হইবে। প্রতিদিন ইহা নিদ্রাবসানে, ভোজনশেষে এবং সায়ংকালে করিতে হয়।

হৃদ্ধৌতি তিন প্রকার—দন্তধৌতি, বমনধৌতি ও বাসধৌতি।

দন্তধৌতি—কলার মাজ, বা হরিদ্রার মাজ অথবা বেত্রদণ্ড, হৃদয় মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করাইয়া পরিচালনপূর্ব্বক বাহির করিবে। ইহা প্রথমে কোমলপদার্থের দণ্ড হইতে শেষে ক্রমশঃ কঠিন পদার্থের দণ্ডদ্বারা অভ্যাস করিতে হয়। ইহাতে কফপিত্তাদি ক্লেদ মুখ হইতে নির্গত হয়।

বমনধৌতি—আহারের শেষে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া জলপান করিতে হয়, পরে ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সেই জল বমন করিয়া ফেলিবে।

বাসধৌতি—প্রথমে চতুরঙ্গুল বিস্তৃতি সূক্ষ্মবসনখণ্ড ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিয়া পুনর্ব্বার বহিষ্কৃত করিবে। ইহা অভ্যাস হইলে ৩২ হস্ত পরিমাণ বস্ত্র উক্তরূপে গলাধঃকরণ করিয়া পরে উহা বাহির করিতে হইবে।

মূলশোধন—যে কাল পর্য্যন্ত মূলশোধন অর্থাৎ গুহ্যদেশ প্রক্ষালন করা না হয়, সে পর্য্যন্ত অপানবায়ুর কুটিলতা থাকে। অতএব এই অপানবায়ুর কুটিলতা নষ্ট করিবার জন্য মূলশোধন করিতে হয়। হরিদ্রামূল বা মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক জল দিয়া বার বার গুহ্যদেশ ধৌত করিতে হইবে।

বস্তি—ইহা দুই প্রকার, জলবস্তি ও শুষ্কবস্তি। জলবস্তি জলে এবং শুষ্কবস্তি স্থলে করিতে হয়। জলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উৎকটাসনে উপবেশন করিয়া গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হইবে, ইহার নাম জলবস্তি। স্থলে এইরূপ ক্রিয়ার নাম শুষ্কবস্তি।

নেতিযোগ—অর্দ্ধহস্ত পরিমিত সরু সূতা নাকের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পরে মুখ দিয়া বাহির করিতে হইবে, ইহাদ্বারা খেচরীসিদ্ধি ও কফদোষ নষ্ট হয়।

লৌলিকী যোগ—অতিবেগে উদরকে উভয়পার্শ্বে সঞ্চালিত করিবে, ইহাতে সকল রোগ নষ্ট এবং অগ্নি-বৃদ্ধি হয়।

ত্রাটক—যে পর্য্যন্ত চক্ষু হইতে জল পতিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিমেষ না ফেলিয়া কোন সূক্ষ্মবস্তু লক্ষ্য করিয়া নিরীক্ষণ করিবে। এই ত্রাটক যোগ অভ্যাস করিলে শাম্ভবীমুদ্রাসিদ্ধি এবং চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

কপালভাতিযোগ, ইহা তিনপ্রকার—বাতক্রম, ব্যুৎক্রম ও শীৎক্রম।

বাতক্রম—বামনাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত করিবে, এবং দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া বামনাসারন্ধ্র দ্বারা রেচন করিবে, পূরক ও রেচক করিবার কালে বেগে বায়ুচালন এবং অধিক কাল বায়ুধারণ করিবে না।

ব্যুৎক্রম—নাসাযুগ দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া লইয়া মুখদ্বারা রেচন করিবে, এবং এইরূপে মুখ দিয়া লইয়া নাসা দিয়া বাহির করিতে হইবে।

শীৎক্রম—মুখদ্বারা শীৎকার অর্থাৎ শোষণ করিয়া জলগ্রহণ পূর্ব্বক নাসারন্ধ্র দিয়া রেচন করিবে। এই যোগানুষ্ঠানে শ্লেষ্মদোষ নিবারিত হয়।

যোগী যোগের প্রারম্ভে এই সকল দেহশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসন শিক্ষা করিবেন। দেহ বিশুদ্ধ না হইলে আসন কোন ফলদায়ক হয় না, এই জন্য দেহশোধন প্রথমে বিশেষ আবশ্যক। জীব জন্তুর সংখ্যার ন্যায় আসনের সংখ্যা অসংখ্য, তাহার মধ্যে ৩২ প্রকার আসন যোগোপযোগী, এই আসন যথা—সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র, মুক্ত, বজ্র, স্বস্তিক, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনু, মৃত, গুপ্ত, মৎস্য, মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, পশ্চিমোত্তান, উৎকট, সংকট, ময়ূর, কুক্কুট, কূর্ম্ম, উত্তানকূর্ম্মক, উত্তানমণ্ডুক, বৃক্ষ, মণ্ডুক, গরুড়, বৃষ, শলভ, মকর, উষ্ট্র, ভুজঙ্গ এবং যোগাসন এই ৩২ আসন। [এই সকল আসনের বিবরণ যোগাসন শব্দে দেখ।]

যোগীর দেহশুদ্ধির পর আসনসিদ্ধি হইলে তৎপরে মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়, এই মুদ্রাও বহুবিধ, তন্মধ্যে ২৫ প্রকার মুদ্রা যোগোপকারিণী। আসন জয় করিয়া মুদ্রা অভ্যাস করিতে পারিলে তখন যোগপথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সকল মুদ্রা যথা—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ানমুদ্রা, জলন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরণী, যোনি, বজ্রোণী, শক্তিচালিনী, তাড়াগী, মাণ্ডবী, শাম্ভবী, অধোধারণা, আম্ভসীধারণা, বৈশ্বানরীধারণা, বায়বী-ধারণা, নভোধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী, ও ভুজঙ্গিনী। এই সকল মুদ্রা অভ্যাসে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হন এবং ষট্‌চক্রস্থিত পদ্ম ও গ্রন্থিসকল ভেদ হইয়া থাকে। ব্রহ্মরন্ধ্রমুখস্থিতা নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগান বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু মুদ্রাভ্যাস ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। [মুদ্রা দেখ।]

যোগী বৎসরের মধ্যে বসন্ত ও শরৎ ঋতুতে যোগারম্ভ করিবেন, অন্য ঋতুতে যোগ আরম্ভ করিলে যোগ সিদ্ধ হয় না, বরং নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে। যোগী প্রথম কুশাসন, হরিণ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অথবা কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্ব

বা উত্তর মুখে উপবেশন করিবেন। পরে পূর্ব্বে যে ধৌতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা ধৌতিযোগ সিদ্ধি হইলে প্রাণায়াম যোগের অনুষ্ঠান করিবেন। গুরুর উপদেশানুসারে সগর্ভ ও নিগর্ভ প্রাণায়ামযোগ শিক্ষা করিতে হইবে।

প্রাণায়াম উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে ধ্যান করিতে হইবে, এই ধ্যান তিন প্রকার, স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্যোতিঃ।

যাহাতে মূর্ত্তিময় ইষ্টদেবতাকে বা পরমগুরুকে ভাবনা করা যায়, তাহার নাম স্থূল ধ্যান, যাহা দ্বারা তেজোময় ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে চিন্তা করা যায়, তাহাকে জ্যোতির্ধ্যান বলে এবং যাহা হইতে বিন্দুময় ব্রহ্ম ও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান দ্বারা দর্শন করিবার শক্তি জন্মে, তাহাকে সূক্ষ্মধ্যান কহে।

যোগী স্বীয় অন্তরে নয়ন নিমীলন করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবে যে, সুন্দর অমৃতরাশিপূর্ণ একটী মহাসাগর বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সাগরের মধ্যে রত্নদ্বীপ বিরাজিত আছে। তাহাতে রত্নময় বালুকা সকল অপূর্ব্ব দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছে। কদম্ব-বিটপিসমূহ দ্বারা রত্নদ্বীপের চারিদিকে সাতিশয় শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে। কদম্বোদ্যানের চারিদিকে মালতী মল্লিকা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পে বিভূষিত হইয়া বিরাজিত আছে। এই উপবনের অভ্যন্তরে মনোরম কল্পতরু আছে। তাহার চতুর্ব্বেদময় চারিটী শাখা। এই কল্পবৃক্ষতলে মণিমাণিক্যময় বেদী আছে, এই বেদীর উপর নিজ ইষ্টদেবতা বিরাজমান আছেন। যোগী এইরূপে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবেন। ইহাই স্থূল ধ্যান।

তেজোধ্যান— গুহ্য দেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্ত্তী মূলাধারপদ্মে সর্পিণীর আকারে কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত আছেন। এইস্থলে জীবাত্মা প্রদীপ-শিখার আকারে স্থিত আছেন। এখানে তেজোরূপী ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হয়। এই ধ্যান দ্বারা যোগ সিদ্ধি এবং আত্মার প্রত্যক্ষতা হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মধ্যান—যোগীর অনেক ভাগ্যবলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়া আত্মার সহযোগে নেত্ররন্ধ্রপথে নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধস্থ রাজমার্গ নামক স্থলে বিচরণ করে, বিচরণ কালে সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে তাহার সূক্ষ্মত্ব ও চঞ্চলত্বহেতু ধ্যানযোগে দর্শন করিতে পারা যায় না, অতএব যোগী শাম্ভবীমুদ্রা অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনীর ধ্যানপরায়ণ হইবে। এই ধ্যানে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

ধ্যানযোগ সিদ্ধ হইলে সমাধি হইয়া থাকে। যোগী সমাধি যোগ অনুষ্ঠান করিবার কালে মনকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মার সহিত সংমিলিত করিবে, ইহারই নাম সমাধি। এই সমাধিযোগ-সাধনে যোগীর এইরূপ জ্ঞান হয় যে, আমিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আমি, আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ আমি নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ এবং সচ্চিদানন্দরূপ, ইহাই যোগের চরমফল।

এই সমাধিযোগ আবার ছয় প্রকার—১ ধ্যানযোগসমাধি, ২ নাদযোগসমাধি, ৩ রসানন্দযোগসমাধি, ৪ লয়সিদ্ধিযোগসমাধি, ৫ ভক্তিযোগসমাধি, ও ৬ রাজযোগ সমাধি।

ধ্যানযোগ-সমাধি—প্রথমে শাম্ভবী মুদ্রা অবলম্বন করিয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, পরে বিন্দুময় ব্রহ্মকে দৃষ্টিপথ মধ্যে আনয়ন করিয়া মনকে ঐ বিন্দুস্থানে নিযুক্ত করিতে হইবে, পরে শিরঃস্থ ব্রহ্মলোকময় আকাশ মধ্যে জীবাত্মাকে আনয়ন এবং জীবাত্মার মধ্যে ঐ শিরঃস্থ ব্রহ্মলোকময় শূন্য স্থানকে আনয়ন করিতে হইবে। যোগী এইরূপে জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকময় দেখিয়া অর্থাৎ পরমাত্মাতে লীন করিয়া মুক্ত ও সদানন্দযুক্ত হইবে। [সমাধিযোগ ও হঠযোগ শব্দ দেখ।]

যোগীর সমাধিযোগ সিদ্ধ হইলে তাহার আর কিছুই অভিলষণীয় থাকে না, তখন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে পরিত্রাণ পায়। (ঘেরণ্ডসংহিতা ও দত্তাত্রেয়সং°)

[যোগী শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

যোগীর কর্ত্তব্য।

যোগশিক্ষা করিতে হইলে যোগাভ্যাসরত ব্যক্তিকে প্রথমে পথ্যাপথ্যের নিয়ম জানিয়া চলিতে হয়, কারণ কুপথ্যকারী ব্যক্তি কদাচ যোগানুষ্ঠান করিতে পারে না। যোগী কটু, অম্ল, রুক্ষ, লবণ ও সর্ষপতৈলাদি বর্জ্জন করিবে, যোগীর পক্ষে অতিভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। গোধূম, শালি, যব, ষষ্টিক ধান্য, ঘৃত, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, কর্পূরাদিবাসিত এবং চূর্ণবিহীন তাম্বুল সেবন হিতকর। যোগীর স্ত্রীসঙ্গ বিশেষ নিন্দিত। যোগী সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, সর্ব্বদা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানরত এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপবর্জ্জিত হইয়া যোগ অনুষ্ঠান করিবেন।*

---

*যোগিনাং পথ্যং—

গোধূমশালিযবষষ্টিকভোজনান্নং ক্ষীরাদ্যখণ্ডনবনীতসিতা মধূনি।
শুণ্ঠীকপোলককলাদিকপঞ্চশাকং মুদ্গাদিদিব্যমুদকং যতীন্দ্রপথ্যং॥
তেষামপথ্যং—
কট্বম্লতিক্তলবণোষ্ণহরীতশাকসৌবীরতৈলতিলসর্ষপমৎস্যমদ্যং।
আজাদিমাংসদধিতক্রকুলত্থকোলপিণ্যাকহিঙ্গুলশুনাদ্যমপথ্যমাহুঃ॥
যদি সঙ্গং করোত্যেষ বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আয়ুঃ ক্ষয়ো বিন্দুহীনাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গবর্জ্জং কুর্য্যাদভ্যাসমাদরাৎ।
যোগিনোঽঙ্গস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ॥" (দত্তাত্রেয়সংহিতা)

এই সকল নিয়মানুসারে চলিতে পারিলেই যোগাভ্যাস করিবার নিশ্চয়ই অধিকার জন্মে। যোগাভ্যাসের সময় অন্য কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা রাখিতে নাই, যোগাবলম্বী প্রথমে বিষয়-বাসনা, সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয়লিপ্সাদি সমুদয় বিষয় হইতে অপসৃত হইয়া যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইবেন। ইহা ভিন্ন যোগাভ্যাসের পূর্ব্বে প্রথমে স্বরোদয় শাস্ত্র উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কারণ এই শাস্ত্রে নাড়ী সমূহের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। নাড়ীসমূহের বিষয় অবগত হইতে পারিলে যোগসাধনের উপযোগিতা লাভ হয়। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ীই প্রধান। প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে এই তিনটী নাড়ীর জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক।

যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে স্বরসাধনেরও বিশেষ প্রয়োজন। যোগিগণ কুম্ভককাল ভিন্ন দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বায়ু প্রবেশকালে ভোজন এবং বাম নাসিকায় বায়ু প্রবেশকালে শয়ন করিবেন। কারণ বাম নাসিকাতে বায়ু বহনকালই কুণ্ডলিনী দেবীর নিদ্রাকাল এবং দক্ষিণ নাসায় বায়ুবহন কালই জাগরণ-কাল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যোগের প্রকার।

যোগ অনেক প্রকার, সদ্‌গুরুর নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার যোগেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। যোগ সাধন করিতে যাইয়া অন্যায় আচরণে যোগভ্রষ্ট হইলে কঠিন ও দুঃসাধ্য পীড়া হইয়া থাকে, অতএব এই যোগাবলম্বনকালে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

বিবিধ যোগ, যথা—রাজযোগ, রাজাধিরাজযোগ, পঞ্চাঙ্গযোগ, জপনিয়মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, হঠযোগ, নেতিযোগ, দন্তিযোগ, ধৌতিযোগ, নেউলীযোগ, গজকরিণীযোগ, বস্তিযোগ, লৌলিক যোগ, কপালভাতিযোগ এবং পঞ্চমকারাদিযোগ। যোগাবলম্বন করিতে হইলে আসন করিয়া যোগ শিক্ষা করিতে হয়, কারণ আসন ভিন্ন কোন যোগ হয় না, এই জন্য যোগীর যে বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে, তাহার বিষয়ও অবগত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন কতকগুলি মুদ্রা এবং দেহস্থিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রারচক্র বা পদ্ম ইহাদের তথ্য অবগত হইতে হয়।

এই সকল উত্তমরূপে অবগত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্জ্জনে গুরুর উপদেশানুরূপ যোগ শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নচেৎ প্রতিপদে স্খলিত হইবার সম্ভাবনা।

যোগের বল।

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—

"নাস্তি মায়াসমং পাশং নাস্তি যোগাৎ পরং বলং।
নাস্তি জ্ঞানাৎ পরো বন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ॥
অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণাদি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে॥
সুকৃতৈর্দুষ্কৃতৈঃ কার্য্যৈর্জায়তে প্রাণিনাং ঘটঃ।
ঘটাদুৎপদ্যতে কর্ম্ম ঘটিযন্ত্রং যথা ভ্রমেৎ॥
ঊর্দ্ধ্বাধো ভ্রমতে যদ্বদ্‌ ঘটিযন্ত্রং গবাং বশাৎ।
তদ্বৎ কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমতে জন্মমৃত্যুভিঃ।
আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জীর্য্যমাণঃ সদা ঘটঃ॥
যোগানলেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥" (ঘেরণ্ডসংহিতা)

যেরূপ মায়ার সমান বন্ধন নাই, জ্ঞানের সমান মিত্র নাই ও অহঙ্কারের সমান শত্রু নাই, তদ্রূপ যোগের তুল্য আর শ্রেষ্ঠ বল নাই। যেরূপ 'ক' 'খ' প্রভৃতি অক্ষর সমূহ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে সকলশাস্ত্র শিক্ষালাভ করা যায়, সেইরূপ এই যোগাভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জীবের সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য এবং অসৎ কর্ম্ম দ্বারা পাপভোগায়তন এই পার্থিব শরীর সৃষ্ট হইয়াছে, যেরূপ কর্ম্ম করা যায়, তদনুরূপ ফল এই শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটিকাযন্ত্র যেরূপ ঊর্দ্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হয়, তাদৃশ জীবসমূহ কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থানুগত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। মানবশরীর আমমৃত্তিকাময় কলসের ন্যায়, জীবন জলের ন্যায়, ও যোগ অগ্নির ন্যায়। যেরূপ জলপূর্ণ আমমৃত্তিকা কলস গলিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঐ কলস যদি অগ্নিতে পোড়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহা আর গলিয়া যায় না পরন্তু স্থায়ী হয়, তদ্রূপ এই দেহ ক্ষীণ ও জীর্ণ হইতেছে, অতএব এই দেহকে যোগরূপ অনলে দাহ করিলে অর্থাৎ যোগাবলম্বন করিলে ইহা দৃঢ় ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

যোগাভ্যাস করিতে হইলে যোগীর নিকট উপদেশ লইতে হয়। যাহারা যোগী নহেন, অর্থাৎ যোগাভ্যাসে সিদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহাদের কথা বা নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগাবলম্বন করিলে গতি স্খলিত হইবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন,—

"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং।
অত্র মা সংশয়ো ভূদ্বো জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্॥"

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

যোগের সমান বল নাই এবং সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই। ষষ্ঠ প্রকার বল আছে, তাহার মধ্যে যোগবলই প্রধান।

যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা অশেষবিধ, অদ্ভুত, অসাধ্য ও অভাবনীয় শক্তিসম্পন্ন হন। যোগসিদ্ধ হইলে বাক্‌সিদ্ধি, ইচ্ছানুসারে গমনাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, অতিসূক্ষ্মদর্শন, পরশরীরপ্রবেশ, অন্তর্ধান, অন্তর্যামিত্ব, শূন্যপথে অবিরোধে ও অনায়াসে বিচরণ, কায়ব্যূহ, দেহধারণ, অণিমালঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি, দেবতুল্যতা ও মৃত্যুঞ্জয়ত্বলাভ ইত্যাদি ক্ষমতা জন্মে। ব্রহ্মাণ্ডে যোগীর অসাধ্য ও অগোচর কিছুই থাকে না।

মানব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যোগাবলম্বন করিয়া ইহলোকে উৎকট ব্যাধি হইতে বিমুক্ত এবং দীর্ঘজীবন লাভ ও পরকালে পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসই জীবের জীবন। শ্বাস বহির্গত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে, এবং ঐ শ্বাস প্রবেশ ও নির্গম যাহা ক্রমাগতই হইতেছে, তাহা দ্বারাই দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

"যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তত্র নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ॥" (ঘেরণ্ডসং)

যতক্ষণ দেহে বায়ু বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ দেহী জীবিত বলিয়া অভিহিত, এই বায়ু দেহ হইতে নির্গত হইলে মৃত্যু হয়, অতএব দেহে বায়ু থাকিতে থাকিতে তাহাকে রোধ করা বিধেয়। দেহমধ্যে বায়ু রোধ করিয়া রাখিতে পারিলেই চিরজীবী হইতে পারা যায়। এই শ্বাসরোধক্রিয়া অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন, ইহা অতীব সাবধান ও সতর্কতার সহিত ক্রমশঃ ধীরে ধীরে করিতে হয়। [যোগশাস্ত্র শব্দে অপর বিবরণ, ইতিহাস ও যোগ গ্রন্থের বিষয় দ্রষ্টব্য।]

যোগকক্ষা (স্ত্রী) যোগপট্ট। 'যোগকক্ষাং যোগপট্টং' (স্বামী)

যোগকন্যা (স্ত্রী) যশোদা-গর্ভজাত কন্যা। বসুদেব ইঁহাকে অপহরণ করিয়া দেবকীর কাছে লইয়া যান। কংস ইঁহাকে নিহত করিতে অগ্রসর হইলে ইনি হস্তচ্যুত হইয়া শূন্যে অন্তর্ধান করেন। (হরিবংশ) [কংস দেখ।]

যোগকরণ্ডক (পুং) রাজা ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী।

যোগকরণ্ডিকা (স্ত্রী) বৌদ্ধ পরিব্রাজিকাভেদ।

যোগকুণ্ডলিনী (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

যোগক্ষেম (ক্লী) যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ তয়োঃ সমাহারঃ। অলব্ধবস্তুর লাভ ও লব্ধবস্তুর রক্ষা, অনাগতের আনয়ন এবং আগতের রক্ষণ।

"দিবাবকদ্বাভা পালে রাত্রৌ স্বামিনি তদ্গৃহে।
যোগক্ষেমেহন্যথা চেত্তু পালো বক্তব্যতামিয়াৎ॥"(মলমাসতত্ত্বধৃত বৃহস্পতি)

"অনাগতস্য চানেতা আগতস্য চ রক্ষকঃ।
ন্যাসাবপি যদাকোহপি তদা স্বামী ন দোষভাক্॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য যোগ শব্দে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং ক্ষেম অর্থে তদ্রক্ষণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী যোগশব্দে ধনাদি লাভ এবং ক্ষেম শব্দে তাহার রক্ষা বা মোক্ষ অর্থ করিয়াছেন।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"
(গীতা ৯।২২)

'যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপণং ক্ষেমং তদ্রক্ষণং তদুভয়ং বহামি' (শঙ্কর) 'যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমং তৎপালনং মোক্ষং বা' (স্বামী) 'যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ' এই দুইটী শব্দে ইতরেতরদ্বন্দ্ব সমাস করিলে দ্বিবচন হইয়া 'যোগক্ষেমৌ' এইরূপ পদ হয়। সমাহারদ্বন্দ্ব করিলেই ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন হইবে।

ভট্টিটীকায় ভরত ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, অলব্ধ ফল পুষ্পাদির সাধন যোগ এবং লব্ধশরীরাদির পালন ক্ষেম। জয়মঙ্গল বলেন, শরীরের স্থিতি ও পালনের নাম যোগক্ষেম।

"যোগক্ষেমকরং কৃত্বা সীতায়া লক্ষ্মণং ততঃ।
মৃগতাম্রপদী রামো জগাম গজবিক্রমঃ॥" (ভট্টি ৫।৫০)

'ফলপুষ্পাদেরলব্ধস্য সাধনং যোগঃ শরীরাদের্লব্ধস্য পালনং ক্ষেমঃ।' (ভরত) 'যোগক্ষেমৌ শরীরস্থিতিপালনে' (জয়মঙ্গল)

যোগগতি (স্ত্রী) অগ্নিত্ব।

"পাবকঃ পাবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা।
বসিষ্ঠশাপাদুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ॥"(ভাগ' ৪।২৪।৪)

'যোগগতিং অগ্নিত্বং' (স্বামী)

যোগেন গতিঃ। ২ যোগদ্বারা গমন।

যোগস্য গতিঃ। ৩ যোগের গতি। ৪ আদিম অবস্থা।

যোগচক্ষুস্ (ত্রি) যোগ এব চক্ষুর্যস্য। ব্রাহ্মণ, ইহারা যোগদ্বারা অবলোকন করেন বলিয়া ইহাদিগকে 'যোগচক্ষুঃ' কহে। (মার্কণ্ডেয়পু' ৯৭।৯)

যোগচর্য্যা (স্ত্রী) যোগানুষ্ঠান।

যোগচর (পুং) যোগেষু চরতীতি চর (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬) ইতি ট। ১ হনুমান্। (শব্দরত্না')

যোগচন্দ্র মুনি, যোগসারপ্রণেতা।

যোগচূর্ণ (ক্লী) মন্ত্রপূত চূর্ণবিশেষ।

যোগজ (পুং) যোগেভ্যো জায়তে জন-ড। ১ প্রত্যক্ষসাধন অলৌকিক সন্নিকর্ষভেদ। যাহা দ্বারা যোগীদিগের অলৌকিক বস্তু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকেরা অলৌকিক সন্নিকর্ষকে তিনভাগে বিভাগ করিয়াছেন, সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ: এই যোগজ অলৌকিক সন্নিকর্ষ

আবার দুই প্রকার, যুক্ত ও যুঞ্জান। এই অবস্থা যোগদ্বারা লাভ করা যায় বলিয়া, ইহার নাম যোগজ হইয়াছে। যাহারা যোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহাদের অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। ঐ ক্ষমতার তারতম্যানুসারে যুক্ত ও যুঞ্জান এই দুইভাগ হইয়াছে। যে সকল যোগী চিন্তা না করিয়াও অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয় হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্যায় অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা যুক্ত এবং যাঁহারা চিন্তা করিয়া অর্থাৎ সমাধি বা ধ্যানস্থ হইয়া উহা অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে যুঞ্জান কহে। সর্ব্বদা যোগের সহিত মিলিত বলিয়া যুক্ত, আর যোগের সহিত মিলিত হইতে পারেন বলিয়া যুঞ্জান নাম হইয়াছে।

"অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণো যোগজস্তথা॥
যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তা সহকৃতোঽপরঃ॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ ৬৫,৬৬)

'যোগজ যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্মবিশেষঃ, শ্রুতিপুরাণাদি-প্রমাণক ইত্যর্থঃ, যুক্তযুঞ্জানরূপযোর্দ্বৈবিধ্যাৎ ধর্ম্মস্য দ্বৈবিধ্য-মিতি। যোগাভ্যাসভাবশত্যা বশীকৃতসমাধিসমাসাদিত-বিবিধসিদ্ধির্যুক্ত ইত্যুচ্যতে। অয়মেব বিশিষ্টযোগবত্ত্বাৎ যুক্ত ইত্যুচ্যতে' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

২ অগুরু, কাষ্ঠাগুরু। (ভাবপ্র॰)

যোগতত্ত্ব (ক্লী) যোগস্য তত্ত্বং। ১ যোগের তত্ত্ব, যোগের বৃত্তান্ত।
২ উপনিষদ্ভেদ।

যোগতল্প (পুং) যোগনিদ্রা।

"একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা॥"

(ভাগবত ২।১০।১৩)

যোগতস্ (অব্য) একত্র। একযোগে। যোগানুসারে। যথাযোগ্য সময়ে।

যোগতারকা (স্ত্রী) যোগতারা, যোগনক্ষত্র।
"তাস্বেব যদি চ যোগতারকাসাবুপৈতি বপুষা যদাপি বা।"

(বৃহৎস॰ ২৪।৩৪)

যোগতারা (স্ত্রী) কোন নক্ষত্রের প্রধান তারকা।

যোগতীর্থ, তীর্থভেদ। (যোগিনীতন্ত্র)

যোগত্ব (ক্লী) যোগের ভাব বা অবস্থা।

যোগদা, আসামের অন্তর্গত নদীভেদ।

যোগধাম (ক্লী) যোগস্য ধামং। ১ যোগধারা ধাম, জলবায়ু স্থান।

"যোগাধমনবিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহম্।
যত্র বাপ্যুপধিং পশ্যেৎ তৎসর্ব্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ॥" (মনু ৮।১৬৫)

'যোগদানং যোগশব্দশ্ছলবাচী ছলেন বন্ধকবিক্রয়দান-প্রতিগ্রহাঃ ক্রিয়ন্তে' (কুল্লুক)

২ অভ্যাসকে যোগশাস্ত্রসম্মত শিক্ষাদান দ্বারা তদ্বিষয়ে অভ্যস্তকরণ।

যোগদালা, রঘুনাথপুরের নিকটবর্ত্তী পঞ্চকূট শৈলের অন্ত-র্গত একটী পর্ব্বত। (দেশা॰)

যোগদিন (ক্লী) অহর্গণকে ৮৩৩ দিয়া পূরণ করিয়া ৩৫৩০০ যোগ করিয়া ২০ হাজার দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহা নক্ষত্রদিন ও যোগদিন নামে খ্যাত।

যোগদেব (পুং) জৈন গ্রন্থকারভেদ।

যোগধর্ম্মিন্ (ত্রি) যোগধর্ম্ম অভ্যস্তীতি ইনি। যোগা-বলম্বী, যোগী।

"ইতি তদ্গুণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্ম্মিণাং।" (ভাগ॰৩।১৬।১(

যোগধারণা (স্ত্রী) যোগাভিনিবেশ।

যোগধারা, নদীভেদ, ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশিয়াছে।

(হিমবৎ ৩৩।৩৩)

যোগনন্দ (পুং) নবনন্দের মধ্যে একজন। [নন্দ দেখ।]

যোগনাড়ী (স্ত্রী) অষ্টাঙ্গযোগসাধনকালে নাড়ীর অবস্থা বিশেষ।

যোগনাথ (পুং) শিব।

যোগনাবিক (পুং) মৎস্যবিশেষ, পর্য্যায় গর্গাট। (হারাবলী)

যোগনিদ্রা (স্ত্রী) যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিস্তদ্রূপা নিদ্রা। ১ যুগাবসানে বিষ্ণুর নিদ্রা, সেই নিদ্রারূপা দুর্গা।

"যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু॰ ৮১।৪৯)

যোগেন সন্নহনোপায়াদিনা সাধ্যা নিদ্রা। ২ বীরদিগের নিদ্রা।
"মার্গে চ দুর্গে বিনিবিষ্টসৈন্যো বিধায় রক্ষাং বিধিবদ্বিধিজ্ঞঃ।
সন্নদ্ধপার্শ্বস্থিতবীরযোধঃ সেবেত সাধ্বীং সুখযোগনিদ্রাং॥"

(কামন্দকীয় নীতিসা॰)

৩ যোগরূপ নিদ্রা, চিত্তের বিষয়ান্তর নিবৃত্তিরূপ নিদ্রা। চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ, চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে তখন আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না, এইজন্য ঐ অবস্থা নিদ্রা নামে অভিহিত হইয়াছে। ৪ প্রলয়কালে ব্রহ্মার বা পরমেশ্বরের সর্ব্বজীব সংহারেচ্ছাহেতু যোগব্যাপার।

যোগনিদ্রালু (পুং) বিষ্ণু। ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়কালে যোগ-নিদ্রায় মগ্ন থাকেন, এইজন্য তাঁহাকে যোগনিদ্রালু কহে।

যোগনিলয় (পুং) শিব।

যোগন্ধর (পুং) ১ অস্ত্রশস্ত্রাদির শোধনার্থক মন্ত্রবিশেষ। ২ শতানীকের মন্ত্রিভেদ। ৩ পিত্তলের মাযান্তর।

যোগপট্ট (ক্লী) যোগস্য পট্টঃ বসনবিশেষঃ যোগার্থং পট্টমিতি বা। বসনবিশেষ, যে বস্ত্রদ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বন্ধন হয়, তাহাকে যোগপট্ট কহে। জীবৎপিতৃক ব্যক্তি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমানে ইহা ধারণ করিবেন না।

"পাদুকে যোগপট্টঞ্চ তর্জন্যাং রৌপ্যধারণম্।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি জীবতি॥
পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বদ্ধং বসনবন্ধুরম্।
পরিবেষ্টা বধূর্জ্ঞ্যেত্তিজ্ঞেয়ং যোগপট্টকম্॥"
(পদ্মপু০ কার্ত্তিকমা০ ২ অ০)

২ যোগপদক, পূজাদিতে ধার্য্য উত্তরীয়-বিশেষ।

"অভাবে ধৌতবস্ত্রাণাং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
কুতপো যোগপট্টং বা দ্বির্বাসা যেন বা ভবেৎ॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

যোগপতি (পুং) যোগস্য পতিঃ। ১ বিষ্ণু।
২ যোগেশ্বর শিব।

যোগপত্নী (স্ত্রী) পীবরী, যোগা, যোগমাতা।

যোগপথ (পুং) যোগস্য পন্থাঃ, ৬তৎ, সমাসান্তাদন্তাদেশঃ। যোগের পথ, যোগমার্গ।

যোগপদ (ক্লী) যোগাবস্থা।

যোগপদক (ক্লী) যোগস্য পদকং। পূজাদিতে ধার্য্য উত্তরীয় বিশেষ। চলিত যোগপাটা। এই যোগপদক ব্যাঘ্রচর্ম্ম মৃগচর্ম্ম এবং সূত্রনির্ম্মিত ভেদে ত্রিবিধ। ইহা যজ্ঞসূত্রের ন্যায় ধার্য্য। ইহার বিস্তার চারি আঙ্গুল হইবে।

"ত্রিবিধং যোগপদকমাদ্যং ব্যাঘ্রাজিনোদ্ভবম্।
দ্বিতীয়ং মৃগচর্ম্মাঢ্যং তৃতীয়ং তন্তুনির্ম্মিতম্।
চতুর্মাত্রং প্রবিস্তারং দৈর্ঘ্যেণ যজ্ঞসূত্রবৎ॥"

'চতুর্মাত্রং চতুরঙ্গুলমাত্রং' (বীরমিত্রোদয়ধৃত সিদ্ধান্তশেখর)

যোগপাতঞ্জল (পুং) পাতঞ্জলির শিষ্যসম্প্রদায়। ইহারা যোগধর্ম্মের আচার্য্য ছিলেন বলিয়া এই নামে পরিচিত।

যোগপারগ (পুং) ১ যোগাভ্যস্ত। ২ শিব।

যোগপীঠ (ক্লী) যোগস্য যোগার্থং বা পীঠমাসনং। দেবতাদিগের যোগাসন।

"যন্ত্রং যোগপীঠস্য পদ্মং পত্রে বিচিন্তয়েৎ।
শাখাদীত্যাসনাদীহ চত্বার্য্যপি বিচিন্তয়েৎ॥"
(কালিকাপু০ ৬ অ০)

যোগপ্রাপ্ত (ত্রি) যোগ দ্বারা লব্ধ।

যোগভাবনা (স্ত্রী) যোগস্য ভাবনা। ১ যোগবিষয়ক ভাবনা, যোগের চিন্তা। ২ বীজগণিতোক্ত অঙ্কপ্রকরণ ভেদ। গুণফলের সমষ্টি দ্বারা অঙ্কানুপাত (Composition of numbers by the sum of the products) করাকে যোগভাবনা বলা হইয়া থাকে।

যোগভবপুর, নগরভেদ। (জানরাজ ১৭১)

যোগভ্রষ্ট (ত্রি) যোগমার্গ হইতে বিচ্যুত।

যোগময় (ত্রি) স্বরূপার্থে ময়ট্। ১ যোগস্বরূপ। ২ বিষ্ণু।

যোগময়জ্ঞান (ক্লী) যোগবল লব্ধ বুদ্ধি।

যোগমহিমন্ (পুং) যোগস্য মহিমা। যোগের ক্ষমতা, যোগের প্রভাব।

যোগমাতৃ (স্ত্রী) ১ দুর্গা। ২ পীবরী।

যোগমায়া (স্ত্রী) যোগ এব মায়া। ভগবতী, বিষ্ণুমায়া।
"ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥"
(ভাগবত ১০।৩ অ০)

যোগমালী, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ২৭।৫১)

যোগমূর্ত্তিধর (পুং) ১ শিব। ২ পিতৃগণভেদ।

যোগযাত্রা (স্ত্রী) ১ জ্যোতিষোক্ত উপযুক্ত যাত্রাকাল। বরাহমিহিরকৃত যোগযাত্রা নামক গ্রন্থে উহা বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে।

যোগযুক্ত (ত্রি) যোগেন যুক্তঃ। যোগী, যোগ দ্বারা যুক্ত।

যোগযোগিন্ (ত্রি) যোগনিমজ্জিত। যোগাসনে উপবিষ্ট।

যোগরঙ্গ (পুং) যোগেন রঙ্গো রাগো যস্য। নারঙ্গ, নাগরঙ্গ বৃক্ষ। (রাজনি০)

যোগরত্ন (ক্লী) ঐন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রভাবে প্রস্তুত রত্ন।

যোগরথ (পুং) যোগ এব রথঃ, বা যোগস্য রথঃ। যোগপ্রাপ্তি সাধন। "আসাক্ষ্যারোপসুপর্ণমেনমুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ।" (ভাগবত ৮।৫।২৯)

যোগরহস্য (ক্লী) যোগস্য রহস্যং। যোগের রহস্য বা গুহ্য বিষয়।

যোগরাজ (পুং) ১ মধ্বের সমসাময়িক জনৈক জ্যোতিষাচার্য্য। ২ ত্রিস্কন্ধভূষণ ও যোগরত্নাবলী নামক জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণেতা। ৩ স্মৃতিকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে মঙ্খক কর্ত্তৃক উল্লিখিত জনৈক কবি।

যোগরাজগুগ্গুলু (পুং) যোগরাজাখ্যঃ গুগ্গুলুঃ। উরুস্তম্ভ ও বাতরক্তরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—

চিতা, পিপুলমূল, যবানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, জীরা, দেবদারু, চই, এলাচি, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুথা, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, বরুণ-

চিনি, বেণার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র, ও তেজপত্র এই সকল সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এই সকলের তুল্য পরিমাণ গুগ্‌গুলু মিলিত করিতে হইবে। পরে উহা ঘৃত দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া যথেচ্ছ আহার করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে আহারের কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না। ইহাতে মন্দাগ্নি, আমবাত, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, অর্শ এবং সন্ধি ও মজ্জাগত বাতরোগ নষ্ট হয় এবং অগ্নিদীপ্তি, তেজ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(ভাবপ্র॰ আমবাতরোগাধি॰)

ইহা ভিন্ন বাতব্যাধি-রোগাধিকারে মহাযোগরাজগুগ্‌গুলুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার প্রস্তুত প্রণালী—

মহাযোগরাজগুগ্‌গুলু—শুণ্ঠী, পিপ্পলীমূল, চই, মরিচ, চিতা, ভাজা হিং, যবানী, সর্ষপ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রেণুকা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, কট্‌কী, আতইচ, বামনহাটী, বচ, সূচীমুখী, তেজপত্র, দেবদারু, পিপ্পলী, কুড়, রাস্না, মুথক, সৈন্ধব, এলাচি, গোক্ষুর, হরিতকী, ধনে, বহেড়া, আমলকী, দারুচিনি, বেণারমূল ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে, পরে এই সকল চূর্ণের সমষ্টি পরিমাণ গুগ্‌গুলু ঘৃতদ্বারা মর্দন করিয়া উহার সহিত মিলিত করিতে হইবে। পরে উহা পিণ্ডাকৃতি করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিতে হয়। প্রথমে ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবনীয়। ক্রমে এই মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ২ তোলা পরিমাণ সেবন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ পরম রসায়ন। ইহা সেবন করিয়া স্ত্রীপ্রসঙ্গ, আহার ও পান যথেচ্ছারূপে করিতে পারিবে, তৎপক্ষে কোন নিয়ম নাই।

এই ঔষধসেবনে অর্শ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, মন্দাগ্নি, শ্বাস, কাস, অরুচি, মেহ, নাভিশূল, ক্রিমি, ক্ষয়, সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, শুক্রদোষ ও রজোদোষ প্রভৃতি আশু বিনষ্ট হয়। ইহা অনুপান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রোগে আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই ঔষধ রাস্নাদিকাথের সহিত সংযোগ করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, কাকোল্যাদিগণের কাথ সহযোগে সেবনে পিত্তজরোগ, আরগ্বধাদিগণের কাথের সহিত সেবনে কফজরোগ, দারুহরিদ্রার কাথের সহিত সেবনে মেহ, গোমূত্রের সহিত সেবনে পাণ্ডু, মধুর সহিত সেবনে মেদোবৃদ্ধি, নিম্বের কাথের সহিত সেবনে কুষ্ঠ, অমৃতার কাথের সহিত সেবনে বাতরক্ত, শুক মূলার কাথসহ সেবনে শোথ, পাকলের কাথসহ সেবনে মূষিক-বিষ, ত্রিফলার কাথের সহিত সেবনে দারুণ নেত্রবেদনা এবং পুনর্ণবার কাথের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র॰ বাতব্যাধিরোগাধি॰)

যোগরাজোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

যোগরূঢ় (পুং) যোগার্থপ্রতিপাদকো রূঢ়ঃ। যোগার্থ-প্রতিপাদনাত্তর রূঢ্যর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন শব্দের পরস্পর (প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের) অর্থ সঙ্গত রাখিয়া যে সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহাদিগের যাবতীয় বস্তুকে না বুঝাইয়া উহাদিগের মধ্যে যদি কেবল একটীকে মাত্র বোধ করায় তবে উহাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। শব্দ তিন প্রকার—যোগরূঢ, রূঢ় এবং যৌগিক। অলঙ্কার-কৌস্তভে লিখিত আছে,—শব্দ সকল তিন প্রকারে বিভক্ত। পঙ্কজ প্রভৃতি শব্দ যোগরূঢ় শব্দের অন্তর্গত। পঙ্ক—জনি—ড প্রত্যয়ে পঙ্করূপ জনি কর্ত্তার অভিধায়ক কোন একটী যোগ দ্বারা পদার্থেরই উপলব্ধি হয়। কিন্তু কুমুদাদি অর্থের উপলব্ধি হইবে না। যোগার্থ প্রতীতি হইবার পর যে রূঢ়ি অর্থ বুঝায়, তাহারই নাম যোগরূপ। এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা-সঙ্কেত-বলে সহসা পদ্মেরই স্মরণ হইয়া থাকে।*

"স্বান্তর্নিবিষ্টশব্দার্থস্বার্থয়োর্বোধকৃন্মিথঃ।
যোগরূঢ়ং ন যত্রৈকং বিনাপ্যস্যাস্তি শাব্দধীঃ॥"

'যন্নাম স্বাবয়ববৃত্তিলভ্যার্থেন সমং স্বার্থস্যান্বয়বোধকৃৎ তন্নাম যোগরূঢ়ং যথা পঙ্কজকৃষ্ণসর্পাধর্ম্মাদি। তদ্ধি স্বান্ত-র্নিবিষ্টানাং পঙ্কাদিশব্দানাং বৃত্তিলভ্যেন পঙ্কজনিকর্ত্ত্রাদিনা সমং স্বশক্যস্য পদ্মাদেরন্বয়ানুভাবকং পঙ্কজমিত্যাদিতঃ পঙ্কজান কর্ত্তৃপদ্মমিত্যানুভবস্য সর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। ইয়াংস্তু বিশেষো যদ্রূঢ়-মপি মণ্ডপরথকারাদিপদং যোগার্থবিনাকৃতস্য রূঢ়ার্থস্যেব রূঢ়ার্থবিনাকৃতস্যাপি যোগার্থস্য বোধকং মণ্ডপে শেতে ইত্যাদৌ যোগার্থস্য মণ্ডপানকর্ত্ত্রাদেরিব মণ্ডপং ভোজয়েৎ ইত্যাদৌ সমুদিতার্থস্য গৃহাদেরযোগ্যত্বেন অন্বয়াবোধাৎ। যোগরূঢ়ন্তু পঙ্কজাদিপদমবয়ববৃত্ত্যা রূঢ়ার্থমেব সমুদায়শক্ত্যা চাবয়ব-লভ্যার্থমেবানুভাবয়তি নত্বন্যং ব্যুৎপত্তিবৈচিত্র্যাৎ তত্রৈব সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ। অতএব পঙ্কজং কুমুদমিত্যত্র পঙ্কজনিকর্ত্তৃত্বেন ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নমিত্যাদৌ চ পদ্মত্বেন পঙ্কজপদস্য লক্ষণয়ৈব কুমুদস্থলপদ্ময়োর্বোধঃ।' (বার্ত্তিক)

বার্ত্তিক-মতে—শীর অবয়ববৃত্তি (প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা)

* 'তে শব্দা পুনস্ত্রিধা ভবন্তি। যোগরূঢ়াঃ পঙ্কজাদয়ঃ। পঙ্কজনি ড প্রত্যয়ৈঃ পঙ্কজনিকর্ত্রভিধান ক্রমে যোগেনাপি পদার্থ এব প্রতিপাদ্যতে ন কুমুদাদ্যর্থ ইতি। যোগার্থপুরস্কারেণাপি রূঢ়ার্থ এবেতি যোগরূঢ়াঃ। [illegible] [illegible]' (অলঙ্কারকৌস্তভ ॰ কিরণ)

লভ্য অর্থের সহিত যাহা স্বীয় (রূঢ়) অর্থের অন্বয় বুঝাইয়া দেয়, তাহারই নাম যোগরূঢ়। যথা পঙ্কজ, কৃষ্ণসর্প, অধর্ম্ম ইত্যাদি।

ইহার মর্ম্ম এইরূপ,—যেমন পঙ্কজ শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট পঙ্ক (কর্দ্দম) জনি (উৎপত্তি) ড (কর্ত্তৃবাচ্যে), ইহাদিগের প্রত্যেকের অর্থ সঙ্গত রাখিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে পঙ্কজাত বস্তুমাত্রেরই উপলব্ধি হয়, কিন্তু এস্থলে তাহা না হইয়া পঙ্কজশব্দের স্বীয়শক্তি দ্বারা পঙ্কজাত এক পদ্মকে মাত্রই বোধ করাইতেছে। অপর রূঢ় শব্দের সহিত ইহার বিশেষত্ব এই যে রূঢ় (মণ্ডপরথকারাদি) শব্দ যোগার্থের (প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থের) বোধক কোন পদার্থকে না বুঝাইয়া কেবল স্বীয় শক্তিদ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহারই মাত্র উপলব্ধি হয়; যেমন মণ্ডপশব্দে মণ্ডপানকর্ত্তাকে না বুঝাইয়া শব্দশক্তিবলে গৃহকেই বোধ করে; কিন্তু যোগরূঢ়শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ রাখিয়াই রূঢ্যর্থ প্রকাশ করে, পৃথক্ কোন বস্তুকে বোধ করায় না। আবার যদি কোন স্থলে "পঙ্কজ কুমুদ" এবং যে ভূমিতে জাত পঙ্কজ এরূপ প্রয়োগ থাকে, তবে সেই স্থলে লক্ষণা শক্তি দ্বারা পঙ্কজ শব্দে যথাক্রমে কুমুদ ও স্থলপদ্মকে বুঝাইতেও পারে।

যোগরোচনা (স্ত্রী) ঐন্দ্রজালিক প্রলেপবিশেষ। ইহা গাত্রে মাথাইলে লোকে অন্যের অদৃশ্য হইয়া থাকে।

যোগবৎ (ত্রি) যোগ-অস্ত্যর্থে-মতুপ্-মস্য ব। যোগযুক্ত, যোগী।

যোগবাণী, হিমালয়স্থ তীর্থভেদ।

যোগবর্ত্তিকা (স্ত্রী) ভোজবিদ্যাবিষয়ক আলোকভেদ (Magic lantern)।

যোগবহ (ত্রি) সংযোগে সম্পাদিত।

যোগবাশিষ্ঠ, আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থভেদ। দেবর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বেদান্ততত্ত্ব ও আত্মার চিরশান্তিবিষয়ক যোগোপদেশ দান করেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি বাল্মীকিকৃত রামায়ণের উত্তরখণ্ড বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম বাশিষ্ঠ-রামায়ণ। বৈরাগ্য, মুমুক্ষুব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্ব্বাণ নামক ৬ প্রকরণে গ্রন্থখানি বিভক্ত। ইহার ভাষা ও ভাবতত্ত্ব সাধারণের পক্ষে কঠিন্। অদ্বয়ারণ্য, আত্মসুখ, আনন্দ-বোধেন্দ্র-সরস্বতী, গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী, মাধবসরস্বতী, সদানন্দ প্রভৃতি ইহার টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যোগবাহ (পুং) যোগস্য বাহঃ যোগং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-অণ্। ১ অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপাধ্মানীয়।

যোগবাহিন্ (ত্রি) যোগং বহতি বহ-ণিনি। ১ যোগভারা-বহনশীল। ২ ক্ষীরবিশেষ, সর্জ্জিকাক্ষার। ৩ পারদ। ৪ তেষ-জাদ। ৫ রোগবিশেষে মিলিত ঔষধের প্রয়োগ। ঔষধ সকলের একত্র মিলনে যে গুণ হয়, তাহাকে যোগবাহী কহে।

"যোগবাহিরসাঃ সর্ব্বে সর্ব্বরোগগলগ্রহে।" (রসেন্দ্রসারস০)

যোগবাহী (স্ত্রী) যোগং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-অণ্ ততো ঙীষ্। ১ ক্ষারবিশেষ। (হেম) ২ পারদ।

যোগবিদ্ (ত্রি) যোগং বেত্তি বিদ্-কিপ্। ১ যোগজ্ঞ, যিনি যোগের সমস্ত তত্ত্ব অবগত আছেন। (পুং) ২ মহাদেব। ৩ ভোজবাজীকর। ৪ ভেষজাভিজ্ঞ (Compounder of medicines)।

যোগবিভাগ (পুং) কোন একটী যুক্ত বস্তুর দুই ভাগ। একটী বিধি ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে দুইটী নিয়ম প্রবর্ত্তন।

যোগশব্দ (পুং) ধাত্বর্থ-বোধক শব্দ, যাহা যোগরূঢ় নহে।

যোগশরীরিন্ (ত্রি) ১ যোগার্থশরীরধারী। ২ যোগী।

যোগশায়িন্ (ত্রি) অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধধর্ম্মচিন্তা বা যোগ-অভিভূত।

যোগশাস্ত্র (ক্লী) যোগপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং। যে শাস্ত্রে যোগের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় বিবৃত হইয়াছে, পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র। সংস্কৃত ভাষায় বহুতর যোগশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রচলিত আছে, নিম্নে অকারাদিক্রমে সেই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উদ্ধৃত হইল;—[পাতঞ্জল-দর্শন শব্দে ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠায় যোগশাস্ত্রের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।]

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
অজপাগায়ত্রী-পুরশ্চরণপদ্ধতি ...	শঙ্করাচার্য্য।
অদ্ভুতযোগ	
অধ্যাত্মযোগ	
অমনস্ক	সুন্দরদেব
অমনস্ককল্প	
অমনস্কযোগ	
অল্লমপ্রভুদেব (স্বাত্মারাম কর্ত্তৃক হঠপ্রদীপিকায় উদ্ধৃত)	
অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা	
অষ্টাঙ্গযোগ	শঙ্করাচার্য্য
আচারপদ্ধতি	বাসুদেবেন্দ্র।
আসনাধ্যায়	
ঈশ্বর-বামদেব-সংবাদ	
কাকচণ্ডীশ্বর (স্বাত্মারাম কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)	
কপিলগীতা	কপিল
কেবলকুম্ভক	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
কুম্ভকপদ্ধতি	সুন্দরদেব
ক্রিয়াযোগ	(১) বিট্‌ঠল আচার্য্য (২) বেঙ্কট যোগিন্
খেচরীবিদ্যা (মহাকাল যোগশাস্ত্রোক্ত)	আদিনাথ
গোরক্ষশতক বা জ্ঞানশতক	গোরক্ষনাথ (মীননাথশিষ্য)
গোরক্ষশতকটিপ্পণ... ...	মথুরানাথ শুক্ল
গোরক্ষশতকটীকা	শঙ্কর
গোরক্ষসংহিতা	গোরক্ষনাথ
ঘেরণ্ড-সংহিতা	
চতুরশীত্যাসন	গোরক্ষ
ছায়াপুরুষাববোধন	
জগপারত্রীযোগশাস্ত্র (অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্রোক্ত)	
জ্ঞানামৃত	গোরক্ষনাথ
জ্ঞানামৃতটিপ্পণ	সদানন্দ
জ্ঞানপ্রদীপ বা যোগসারসংগ্রহ	
তত্ত্বপক্ষশীর্ষযোগচিন্তা	
তত্ত্ববিন্দু	রামচন্দ্র পরমহংস
তত্ত্বশারদী	বাচস্পতি মিশ্র
তত্ত্বার্ণব	
তত্ত্বার্ণবটীকা	রামানন্দ তীর্থ
তত্ত্বাববোধ	ঐ
তিলক (যোগসূত্রভাষ্যটীকা) ...	বাচস্পতি মিশ্র
দশাঙ্গযোগ	
দৃষ্টান্তর	
দেহস্থ-স্বরোদয়	
	নাগবোধ (ক্ষেমরাজ ও স্বাত্মারাম উদ্ধৃত)
নাড়ীজ্ঞানদীপিকা	
ন্যায়রত্নাকর বা নবযোগকল্লোল ...	ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত
পবনবিজয়	শিব
পাতঞ্জল বা পাতঞ্জলসূত্র (যোগসূত্র দ্রষ্টব্য)	
পাতঞ্জলরহস্য	শ্রীধরানন্দ যতি
	প্রভুদেব (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
বন্ধত্রয়বিধান	
	বিন্দুনাথ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
	বিলেশয় ঐ
ব্রহ্মসিদ্ধান্তপদ্ধতি	
ভগবতী গীতা	
	ভবদেব মিশ্র (১৬৩৩খৃঃ) (পাতঞ্জলীয়াভিনব-ভাষ্য, যোগদর্পণটীকা, যোগবিন্দু-টীকা, যোগসংগ্রহ, যোগসূত্রবৃত্তি-টিপ্পণ প্রভৃতি রচয়িতা)
	ভবানী-সহায় (যোগচিন্তামণি-টিপ্পণকার)
	ভালুকি (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
	ভুবন (শক্তিরত্নাকরধৃত)
	মৎস্যেন্দ্র
	মন্থানভৈরব (হঠপ্রদীপিকা ধৃত)
	মহাদেব (যোগসূত্রটীকা ও হঠপ্রদীপিকাটীকা,
মহেশসংহিতা	মহেশ
	মানানন্দ (শক্তিরত্নাকর-ধৃত)
	মীন বা মীননাথ (গোরক্ষনাথের গুরু)
	মূলদেব (শক্তিরত্নাকরধৃত)
মুদ্রাপ্রকাশ	রূপারাম
যাজ্ঞবল্ক্যগীতা (যোগী যাজ্ঞবল্ক) ও গীতা)	
যোগকল্পক্রম	কুলমণি শুক্ল
যোগকল্পলতা	মথুরানাথ শুক্ল
যোগগ্রন্থ ...	১ দত্তাত্রেয়, ২ বেঙ্কটাচার্য্য
যোগগ্রন্থটীকা	গুণাকরমিশ্র
যোগচন্দ্রটীকা	রামানন্দ তীর্থ
যোগচন্দ্রিকা	১ গোবর্দ্ধন যোগীন্দ্র ও নারায়ণ তীর্থ
যোগচন্দ্রিকা বা যোগসূত্রটীকা ...	অনন্ত
যোগচর্য্যা	
যোগচিন্তামণি	১ গোরক্ষমিশ্র, ২ বালশাস্ত্রিন্ গোদে, ৩ শিবানন্দ সরস্বতী, ৪ গদাধর মিশ্র।
যোগচিন্তামণিটীকা	ভবানীসহায়
যোগচূড়ামণি	
যোগচূড়ামণ্যুপনিষদ্	
যোগজ্ঞান	আনন্দ সিদ্ধ
যোগতত্ত্ব	
যোগতত্ত্বপ্রকাশ	
যোগতত্ত্ববোধ বা যোগতত্ত্বোপনিষদ্	
যোগতরঙ্গ	১ রমাশঙ্কর, ২ বিশ্বেশ্বর দত্ত, (দেবতীর্থ স্বামিন্)
যোগতারাবলী ...	১ শঙ্করাচার্য্য, ২ শুক।
যোগদর্পণ (হেমাদ্রি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)	
	[কৃষ্ণনাথ ও ভবদেব কর্ত্তৃকতট্টীকা]
যোগদীপিকা (সুন্দরদেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগন্যাস	
যোগপদ্ধতি	ধরণীধর

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগপ্রকাশ	
যোগপ্রকাশটীকা	কৃষ্ণনাথ
যোগপ্রদীপ	দেবীসিংহদেব
যোগপ্রদীপিকা	
যোগপ্রবেশবিধি	
যোগবিন্দুটিপ্পণ	ভবদেব
যোগবীজ (সুন্দরদেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগভাস্কর (সুন্দরদেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)	কবীন্দ্রাচার্য্য
যোগমঞ্জরী	
যোগমণিপ্রদীপিকা	
যোগমণিপ্রভা বা যোগসূত্রবৃত্তি ...	রামানন্দ সরস্বতী
যোগমহিমা	গোরক্ষনাথ
যোগ বা যোগিযাজ্ঞবল্ক্য	
যোগরত্নসমুচ্চয়	
যোগরত্নাকর	বীরেশ্বরানন্দ
যোগরসায়ন (শিবভাষিত)	
যোগরহস্য (সুন্দরদেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগবর্ণন	মথুরানাথ শুক্ল
যোগ-বাচস্পত্য (ব্যাসকৃত যোগসূত্রভাষ্যটীকা)	বাচস্পতি মিশ্র
যোগবার্ত্তিক	বিজ্ঞানভিক্ষু
যোগবাশিষ্ঠ	বশিষ্ঠপ্রোক্ত
যোগবিন্দুটিপ্পণ	ভবদেব
যোগবিবরণ	বশিষ্ঠ।
যোগবিবেক ...	১ হরিশঙ্কর, ২ বৃন্দাবন শুক্ল
যোগবিবেকটিপ্পণ	রামানন্দ তীর্থ
যোগবিষয়	মার্কণ্ডেয়
যোগবীজ	শিব
যোগবৃত্তি	ভোজরাজ
যোগবৃত্তিসংগ্রহ	উদয়ঙ্কর
যোগশতক	
যোগশতকব্যাখ্যানম্	সনাতন গোস্বামী
যোগশাস্ত্র ...	১ দত্তাত্রেয়, ২ পতঞ্জলি, ৩ বশিষ্ঠ।
যোগশিক্ষা	হরিহর
যোগসংগ্রহ ...	ভবদেব ভট্ট, শ্রীকৃষ্ণ শুক্ল।
যোগসংগ্রহটীকা	পূর্ণানন্দ
যোগসাধন	
যোগসার (মল্লিনাথ ও সুন্দরদেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগসারসংগ্রহ	কৃষ্ণ শুক্ল
„	বিজ্ঞানভিক্ষু
যোগসারসমুচ্চয়	হরিসেবক
যোগসারাবলি	
যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা	
যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি	গোরক্ষনাথ
যোগসিদ্ধিপ্রক্রিয়া (পদ্মনাভকর্ত্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগসুধাকর	
যোগসূত্র (যোগানুশাসনসূত্র বা সাংখ্যপ্রবচন বা পাতঞ্জল)	

টীকা যথা—

১ অনন্তকৃত যোগসূত্রার্থচন্দ্রিকা বা পদচন্দ্রিকা, ২ আনন্দ শিষ্যকৃত যোগসুধাকর, ৩ উদয়ঙ্করকৃত যোগবৃত্তিসংগ্রহ, ৪ উমাপতি ত্রিপাঠীকৃত ঐ, ৫ ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত কৃত নবযোগকল্লোল ও ৬ বিজ্ঞানভিক্ষুশিষ্য ভাবগণেশ কৃত ৭ জ্ঞানানন্দ কৃত ঐ টীকা, ৮ নারায়ণভিক্ষু রচিত যোগ-সূত্রার্থোদ্যোতনিকা বা যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, ৯ নারায়ণতীর্থ বা নারায়ণেন্দ্র সরস্বতীকৃত ঐ টীকা, ১০ ভবদেব কৃত পাতঞ্জলীয়াভিনবভাষ্য, ১১ ভবদেব কৃত যোগসূত্রবৃত্তি-টিপ্পণ, ১২ ভোজদেব কৃত রাজমার্ত্তণ্ড, ১৩ মহাদেব কৃত ঐ, ১৪ রামানন্দ কৃত যোগমণিপ্রভা, ১৫ রামানন্দতীর্থ সরস্বতীকৃত ঐ, ১৬ বৃন্দাবন শুক্ল, ১৭ শঙ্কর ও ১৮ সদা-শিবকৃত ঐ টীকা, ১৯ রামানুজ কৃত যোগসূত্রভাষ্য, ২০ ব্যাসকৃত যোগসূত্রভাষ্য, ২১ নাগেশ কৃত পাতঞ্জল-সূত্রবৃত্তিভাষ্যব্যাখ্যা, ২২ বাচস্পতি মিশ্র কৃত তিলক বা পাতঞ্জলসূত্রভাষ্যব্যাখ্যা, ২৩ রাঘবানন্দ যতিকৃত পাতঞ্জল-রহস্য, ২৪ শ্রীধরানন্দযতিকৃত ঐ, ২৫ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত পাতঞ্জলভাষ্যবার্ত্তিক বা যোগবার্ত্তিক।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগসূত্রটিপ্পণ	বৃন্দাবন শুক্ল
যোগসূত্রবৃত্তি	১ ক্ষিমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ ও ২ নারায়ণ তীর্থ, ৩ সদাশিব
যোগহৃদয় (সুন্দরদেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগাক্ষরনিঘণ্টু	
যোগাখ্যান	যাজ্ঞবল্ক্য
যোগাচার (মল্লিনাথ কর্ত্তৃক কুমারসম্ভব-টীকায় উদ্ধৃত)	
যোগানুশাসন	আধারেশ্বর
যোগাভ্যাসলক্ষণ	
যোগাভ্যাস প্রকরণ	

গ্রন্থ ... গ্রন্থকার

যোগাবলি ... ... রামানন্দতীর্থ
যোগাসনলক্ষণ
যোগেশার্ণব
যোগোপদেশ ... ... পরাশর
রন্তিদেব (শক্তিরত্নাকরোদ্ধৃত যোগাচার্য্য)
রাজমার্ত্তণ্ড (যোগসূত্রবৃত্তি) ... ভোজদেব রণরঙ্গমল্ল
রাজযোগ ... ... রামচন্দ্র পরমহংস
রাজযোগবিধি
রাজযোগোৎসব ... ... ঈশ্বর
লঘুচন্দ্রিকা ... ... নারায়ণ ভট্ট
লয়যোগ
বর্ণপ্রবোধ ... ... দত্তাত্রেয়
বশিষ্ঠসার ... ... তীর্থশিব
বিরূপাক্ষ (হঠদীপিকাধৃত)
বিবেকমার্ত্তণ্ড ... ... গোরক্ষনাথ
বিবেকমার্ত্তণ্ড (সুলতান গিয়াস্‌উদ্দীনের সভাস্থ) রামেশ্বর ভট্ট
শব্দানুবিদ্ধসমাধিপঞ্চক
শারদানন্দ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
শিবযোগ
শিবযোগদীপিকা
শিবরামগীতা
শিবসংহিতা ... ... শিবপ্রোক্ত
শিবসংহিতাটীকা ... ... সদানন্দ
ষট্‌চক্রক্রম বা ষট্‌চক্রনিরূপণ বা ষট্‌চক্রভেদ পূর্ণানন্দ
ষট্‌চক্রভেদটীকা ... ... রমানাথ সিদ্ধান্ত
ষট্‌চক্রসজ্জনরঞ্জিনী ... ... রামবল্লভ
ষট্‌চক্রদীপিকা ... ... ব্রহ্মানন্দ
ষট্‌চক্রদীপিকাবর্ত্তি ... ... পূর্ণানন্দ
ষট্‌চক্রধ্যানপদ্ধতি ... ... ব্রহ্মচৈতন্য যতি
ষট্‌চক্রনির্ণয়
ষট্‌চক্রভেদটিপ্পনী ... ... শঙ্কর
ষট্‌চক্রবিবৃতিটীকা ... ... বিশ্বনাথ বামদেব
ষট্‌চক্রস্বরূপ
ষট্‌চক্রাদিসংগ্রহ ... ... মথুরানাথ শুক্ল
ষট্‌চক্রোপনিষদ্দীপিকা
ষোড়শমুদ্রালক্ষণ ... ... ভক্ত যোগী
সদাচারপ্রকরণ ... ... শঙ্করাচার্য্য
সনৎকুমারস্বরোদয় ... ... রাম

সপ্তভূমিকাবিচার
সমাধিপ্রকরণ
সাংখ্যপ্রবচন বা পাতঞ্জল যোগসূত্র
সাংখ্যযোগদীপিকা
সারগীতা
সিদ্ধখণ্ড ... ... রামচন্দ্র সিদ্ধ
সিদ্ধপাদ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
সিদ্ধবুদ্ধ (হঠদীপিকাধৃত)
সিদ্ধসিদ্ধান্ত ... ... নিত্যানন্দ সিদ্ধ
সিদ্ধান্তপদ্ধতি ... ... গোরক্ষনাথ
সুরানন্দ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
স্পর্শযোগশাস্ত্র (সুন্দরদেবধৃত)
স্বাত্মারাম বা আত্মারাম যোগীন্দ্র (হঠপ্রদীপিকাকার)
স্বরোদয় ... ... ব্যাস
হঠতত্ত্বকৌমুদী ... ... সুন্দরদেব
হঠপ্রদীপিকা বা হঠদীপিকা ১ স্বাত্মারাম, ২ চিন্তামণি
হঠপ্রদীপিকাজ্যোৎস্না টীকা ১ ব্রহ্মানন্দ, ২ উমাপতি, ৩ রামানন্দতীর্থ, ৪ ব্রজভূষণ ও ৫ মহাদেব
হঠযোগ ... ১ আদিনাথ ও ২ গোরক্ষনাথ
হঠযোগবিবেক ... ... বামদেব
হঠযোগসংগ্রহ ... ... মথুরানাথ শুক্ল
হঠযোগাধিরাজ ... ... শিব
হঠযোগাধিরাজটীকা ... রামানন্দতীর্থ
হঠযোগাধিরাজসংগ্রহ ... রামানন্দ তীর্থ
হঠরত্নাবলী (সুন্দরদেবধৃত)
হঠসঙ্কেতচন্দ্রিকা ১ শঙ্কর দাস ও (বিশ্বনাথদেব সুত) ২ সুন্দরদেব
হরিহরযোগ।

যোগশিক্ষা (স্ত্রী) যোগস্য শিক্ষা। ১ যোগাভ্যাস। ২ উপনিষদ্‌ভেদ। কোন কোন স্থলে ইহার নাম 'যোগশিখা' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগস্ (ক্লী) যুজ্ (অক্ষ্যাদিযুজিভুজিভ্যঃ কুশ্চ। উণ্ ৪।২১৫) ইতি অসুন্, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। ১ সমাধি। ২ কাল। (উজ্জ্বল)

যোগসমাধি (পুং) যোগেন সমাধিঃ। যোগদ্বারা সমাধি। যোগ যখন সিদ্ধ হয়, তখন সম্প্রজ্ঞাত ও পরে অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি লাভ হয়।

যোগসার (পুং) যোগস্তৌষধপ্রয়োগস্য সারঃ। সর্ব্বরোগ-হরণোপায়। যে উপায় অবলম্বন করিলে আর ব্যাধি হয় না,

তাহাকে যোগসার কহে। বৈদ্যকে ঋতুচর্য্যাস্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে, অমুক ঋতুতে অমুক দ্রব্য নিষিদ্ধ। সেই ঋতুতে সেই সেই দ্রব্য বর্জ্জনীয়। দোষের বৃদ্ধি না হইলে ব্যাধি হয় না, যে উপায় অবলম্বনে দোষ বৃদ্ধি না হইয়া সমান থাকে, তাহাই যোগসার।

"সর্ব্বরোগহরং সিদ্ধং যোগসারং বদাম্যহম্।
শৃণু সুব্রত সংক্ষেপাৎ প্রাণিনাং জীবহেতবে॥"(গরুড়পু°১৭২অ)

যোগসিদ্ধ (পুং) যোগেন সিদ্ধঃ। যোগদ্বারা সিদ্ধ, যাহারা যোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

"যোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ।"(ভাগ° ৯।১২।৬)

যোগসিদ্ধা (স্ত্রী) বাচস্পতির ভগিনীভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

যোগসিদ্ধিপ্রক্রিয়া (স্ত্রী) যোগস্য সিদ্ধেঃ প্রক্রিয়া। যোগসিদ্ধির উপায়, যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে যোগসিদ্ধি লাভ হয়।

যোগসিদ্ধিমৎ (ত্রি) যোগসিদ্ধির্বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। যোগসিদ্ধিযুক্ত, যিনি যোগদ্বারা বিবিধ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

যোগসূত্র (ক্লী) যোগপ্রতিপাদকং সূত্রং। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত সূত্রসমূহ। পতঞ্জলি এই সকল সূত্রে যোগের বিধিনিয়মাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইজন্য উহাকে যোগসূত্র কহে।

[যোগশাস্ত্র দেখ]

যোগসেবা (স্ত্রী) যোগসাধন, যোগচর্য্যা।

যোগস্থ, যিনি যোগাবলম্বন করিয়া আছেন।

যোগাই (দেশজ) যোগাড় দেওয়া, কোন কর্ম্মনির্ব্বাহের সাহায্য করা।

যোগাকর্ষণ (ক্লী) (Cohesion) যোগ ও আকর্ষণ। যে গুণ দ্বারা একাধিক পরমাণু একত্র হইয়া থাকে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, পরমাণুসমূহের সমষ্টিকরণ, বন্ধন।

যোগাগ্নিময় (ত্রি) যোগরূপ বহ্নি বা শক্তিসমন্বিত। যোগদ্বারা সিদ্ধ।

যোগাঙ্গ (ক্লী) যোগস্য অঙ্গং। যোগের অঙ্গ, পাতঞ্জলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ৮টী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[বিশেষ বিবরণ যোগশব্দে দেখ।]

যোগাচার (পুং) বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চারিশ্রেণীর বৌদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। যোগাচার মতে বাহ্যবস্তুমাত্রই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। ঐ ক্ষণিক বিজ্ঞান আবার দুইপ্রকার, প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আর সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম আলয়বিজ্ঞান। কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া ঐ জ্ঞান থাকে। (সর্ব্বদর্শনস°)

২ বৌদ্ধ পণ্ডিতবিশেষ ৩ যোগানুষ্ঠান।

যোগাচার্য্য (পুং) ১ যোগোপদেষ্টা। ২ ইন্দ্রজালশিক্ষক।

যোগাঞ্জন (ক্লী) রোগপ্রশমনকারী অঞ্জন বা প্রলেপৌষধ বিশেষ।

যোগাড় (দেশজ) ১ কর্ম্মনির্ব্বাহের উপায়, কর্ম্মের উদ্যোগ। ২ সংগ্রহ।

যোগাত্মন্ (ত্রি) যোগঃ আত্মা স্বরূপঃ যস্য। যোগী।

যোগাধমন (ক্লী) যোগেন আধমনং। ছলদ্বারা বন্ধক।

"যোগাধমনবিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহং।
যত্র বাপ্যুপধিং পশ্যেৎ তৎসর্ব্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ॥" (মনু)

যোগান (দেশজ) প্রতিদিন দেওয়া। কম না পড়ে তাহা করিয়া দেওয়া।

যোগানন্দ (পুং) যোগে আনন্দো যস্য। যোগাবলম্বনে যাহার আনন্দ হয়।

যোগানন্দ, ১ সাংখ্যকারিকাব্যাখ্যা ও সাংখ্যসূত্রবিবরণপ্রণেতা। ২ ক্রীড়াবলীকাব্যরচয়িতা, ইঁহার পিতার নাম কালিদাস।

যোগানুযোগ (ক্লী) যোগ ও অনুযোগ। (প্রজ্ঞাপা° ৩৩৪)

যোগানুশাসন (ক্লী) অনুশিষ্যতেঽনেন অনুশাসনং যোগস্য অনুশাসনং। যোগশাস্ত্র।

যোগান্ত (পুং) মঙ্গলগ্রহকক্ষার সপ্তমভাগের একাংশ।

যোগান্তর (ক্লী) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগ।

যোগান্তরায় (ক্লী) যোগের বিঘ্নোৎপাদক আলস্যাদি দশবিধ বিষয়। লিঙ্গপুরাণের ৯ম অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

যোগাপত্তি (পুং) প্রচলিতপ্রথার বা আচার ব্যবহারের সংস্কার। (আশ্ব° শ্রৌ° ১।১।১১)

যোগাম্বর (পুং) বৌদ্ধদেবতাভেদ।

যোগারম্ভ (পুং) যোগেন ঋতুযোগেন আরম্ভঃ। নারঙ্গ।

যোগারূঢ় (ত্রি) যোগং বিষয়ানবৃত্তিং যমাদিকং বা আরূঢ়ঃ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি ও তৎসাধনকর্ম্মে অনাসক্ত।

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥
যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥" (গীতা ৬।৩-৪)

যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, যোগসাধনের পক্ষে

কর্ম্মই তাঁহার কারণস্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই পরম সাধন। অন্তঃকরণশুদ্ধি-জনিত তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ। যিনি এইরূপ যোগে আরূঢ় হইতে চাহেন, তিনি আরুরুক্ষু নামে অভিহিত। বেদ-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইলে যোগারূঢ় হওয়া যায়। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় পরিপক্ব হইলে তাহাকে আর কর্ম্ম করিতে হয় না, কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবনই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

যখন মানব শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত এবং সকল প্রকার সংকল্পবর্জ্জিত হন, তখনই তাহাকে যোগারূঢ় কহে। যখন মানবের সাধনগুণে জগৎ মিথ্যাজ্ঞান হওয়ায় মনোবেগ ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ে ধাবিত হয় না, যখন নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ও নিষিদ্ধ কোন প্রকার কর্ম্মেই চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নিজ কোন প্রয়োজন সিদ্ধিরই আবশ্যকতা থাকে না, এবং অমুক কার্য্য করিতে হইবে, অমুক কার্য্য করিলে অমুক ফল হইয়া থাকে, মনো-বৃত্তির অন্তর্মুখতাবশতঃ অন্তঃকরণে যাহার এরূপ সংকল্পের তরঙ্গ উত্থিত হয় না, তিনিই যোগারূঢ়।

মনোবৃত্তি নিরোধ করিবার সামর্থ্যই যোগীর প্রধান লক্ষণ। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন যে,"যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ" মনের সমস্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের বৃত্তি পাঁচপ্রকার। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মনের অনুভববিশেষের নাম প্রমাণ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তি-ভেদে মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। শব্দশ্রবণপূর্ব্বক বিশেষ অর্থবাদশূন্য চিন্তা বিশেষের নাম বিকল্প, যেরূপ বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম ইত্যাদি শব্দশ্রবণে তত্তাবতের প্রকৃতার্থ অভাবে কোন যথার্থ অনুভূতি না হওয়ায় একটী অলীক চিন্তা মাত্র উদয় হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি এই বৃত্তিনিচয় যে তমোগুণের গভীর আবেশে স্ফুরিত হয় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। পূর্ব্বানুভূত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম স্মৃতি। এইরূপ সকল চিত্তবৃত্তি যিনি নিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই যোগারূঢ়। [বিশেষ বিবরণ যোগ শব্দে দেখ]

যোগাসন (ক্লী) যোগস্যাসনং, যোগসাধনমাসনমিতি বা। ব্রহ্মাসন, ধ্যানাসন, পদ্মাসনাদি। (ভট্টিটীকা ৭।৭৭ জয়মং)

যে আসনে বসিয়া যোগাভ্যাস করা হয়, তাহাকে যোগাসন কহে। আসন ব্যতীত যোগাভ্যাস করা যায় না, এইজন্য যোগাবলম্বীর আসন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

এই আসনের বিষয় ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

জীবজন্তুর সংখ্যার ন্যায় আসনের সংখ্যাও অনন্ত, তাহার মধ্যে মহাদেব চতুরশীতি লক্ষ আসনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল আসনের মধ্যে চতুরশীতি প্রকার আসনই প্রধান। আবার তাহাদের মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে ৩২ প্রকার আসনই শুভদায়ক। মর্ত্ত্যলোকে এই ৩২ প্রকার আসনে আসীন হইয়া যোগাভ্যাস করা বিধেয়।

৩২ প্রকার আসন যথা—১ সিদ্ধ, ২ পদ্ম, ৩ ভদ্র, ৪ মুক্ত, ৫ বজ্র, ৬ স্বস্তিক, ৭ সিংহ, ৮ গোমুখ, ৯ বীর, ১০ ধনুঃ, ১১ মৃত, ১২ গুপ্ত, ১৩ মৎস্য, ১৪ মৎস্যেন্দ্র, ১৫ গোরক্ষ, ১৬ পশ্চিমোত্তান, ১৭ উৎকট, ১৮ সঙ্কট, ১৯ ময়ূর, ২০ কুক্কুট, ২১ কূর্ম্ম, ২২ উত্তানকূর্ম্মক, ২৩ উত্তানমণ্ডূক, ২৪ বৃক্ষ, ২৫ মণ্ডূক, ২৬ গরুড়, ২৭ বৃষ, ২৮ শলভ, ২৯ মকর, ৩০ উষ্ট্র, ৩১ ভুজঙ্গ, ৩২ যোগ (যোগাসন), এই ৩২ প্রকার আসন সিদ্ধিপ্রদ।

"আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীবজন্তবঃ।
চতুরশীতিলক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা॥
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শোনং শতং কৃতম্।
তেষাং মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্।
সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ॥
মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা॥
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথা চোত্তানকূর্ম্মকম্।
উত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বৃষং॥
শলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনম্।
দ্বাত্রিংশদাসনানি মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদম্॥"(ঘেরণ্ডসংহিতা)

এই সকল আসনের লক্ষণ ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

১ সিদ্ধাসন—জিতেন্দ্রিয় ও যোগী ব্যক্তি একগুল্‌ফদ্বারা যোনিস্থান (গুহ্যদেশের ঊর্দ্ধভাগ অবধি কোষমূলের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত স্থানকে যোনি কহে) পীড়িত করিয়া ও অপর গুল্‌ফ উপস্থের উপরে রাখিয়া হৃদয়ের উপরে চিবুক স্থাপন করিবে এবং স্থির ও অবক্রশরীর হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে উভয়ভ্রূদেশের মধ্যভাগ অবলোকন করিবে, এইরূপে উপবেশন করিলে তাহাকে সিদ্ধাসন কহে। এই সিদ্ধাসন দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

প্রকারান্তর—যোগজ্ঞ সাধক যত্নপূর্ব্বক একপাদমূলদ্বারা

যোনিদেশ পীড়িত করিয়া অপর পাদমূল লিঙ্গের উপর সংস্থাপিত করিবে এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা উভয় ভ্রূর মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিবে। এইরূপে অবস্থান করিলে তাহাকেও সিদ্ধাসন কহে। এই আসন নির্জনস্থানে নিরুদ্বিগ্ন, স্থিরচিত্ত, অবক্রশরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সিদ্ধাসন অভ্যাস দ্বারা শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীর এই আসন নিত্য সেবনীয়। এই আসন দ্বারা সাধক অনায়াসে পরম গতি প্রাপ্ত করিতে পারেন। সিদ্ধাসন সকল আসনের শ্রেষ্ঠ।

২ পদ্মাসন।—পদ্মাসন দুইপ্রকার, বদ্ধপদ্মাসন ও মুক্তপদ্মাসন। বামউরুর উপরে দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপরে বামচরণ সংস্থাপিত করিয়া দুইহস্ত দ্বারা পৃষ্ঠভাগ হইতে দুইপদের বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে এবং বক্ষঃস্থলে চিবুক রাখিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে হইবে। এইরূপে অবস্থান করিলে তাহাকে বদ্ধপদ্মাসন কহে। এই আসন অভ্যাসে সমস্ত ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। কেবল বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বামচরণ স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি দুই করতল বিন্যাস করিলে মুক্তপদ্মাসন হয়।

অন্যবিধ—বাম উরুর উপরে দক্ষিণপাদ ও বামহস্ত এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বামপাদ ও দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া রাখিয়া নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টিসংস্থাপনপূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা স্থাপিত করিবে এবং চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া ক্রমে বায়ু যথাশক্তি আকর্ষণপূর্ব্বক উদরে পূরণ ও ধারণ করিবে ও পশ্চাৎ যথাসাধ্য অবিরোধে রেচন করিতে হইবে। এই আসন সর্ব্বব্যাধিনাশক। কেবল বুদ্ধিমান্ যোগীই এই আসন অভ্যাস করিতে সমর্থ। ইহার অনুষ্ঠানে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু সমানরূপে নাড়ীচ্ছিদ্রে চলিতে থাকে, তজ্জন্য প্রাণায়াম সময়ে বায়ুর গতি সরল হয়। যে যোগী পদ্মাসনস্থ হইয়া যথাবিধানে প্রাণ ও অপানবায়ুর পূরণ রেচন প্রভৃতি করেন, তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

৩ ভদ্রাসন—অণ্ডকোষের নিম্নভাগে উভয় গুল্ফ বিপরীত ভাগে সংস্থাপিত করিয়া উভয়পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলি দুই হস্তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ দিয়া ধারণপূর্ব্বক জালন্ধরবন্ধ করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে হইবে। ইহাকে ভদ্রাসন কহে। এই আসনাভ্যাসে সমস্ত ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

৪ মুক্তাসন—গুহ্যমূলে বামপাদমূল ও তাহার উপরে দক্ষিণপাদমূল সংস্থাপিত করিবে এবং মস্তক ও গ্রীবা সমান করিয়া অবক্র শরীরে অর্থাৎ ঠিক সরল হইয়া বসিবে। ইহার নাম মুক্তাসন, এই আসন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ।

৫ বজ্রাসন—উভয় জঙ্ঘা বজ্রাকৃতি করিয়া চরণযুগল গুহ্যদেশের দুইপার্শ্বে সংস্থাপিত করিবে, ইহাকে বজ্রাসন কহে।

৬ স্বস্তিকাসন—উভয় জানু ও উরুর মধ্যে উভয়পাদতল সংস্থাপিত করিয়া ত্রিকোণাকৃতি আসন বন্ধনপূর্ব্বক সরলশরীরে উপবিষ্ট হইলে তাহাকে স্বস্তিকাসন কহে। এই আসন অভ্যাস করিলে কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না, এবং সকল দুঃখনষ্ট হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। এই আসনের অপর নাম সুখাসন।

৭ সিংহাসন—উভয় গুল্ফ অণ্ডকোষের নিম্নে পরস্পর উল্টা করিয়া পশ্চাদ্দিকে ঊর্দ্ধভাগে বহিষ্কৃত করিবে এবং উভয়জানু ভূমিতে সংস্থাপিত করিয়া ঐ দুই জানুর উপরে মুখ প্রকাশিতরূপে উন্নত করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক জালন্ধরবন্ধ অবলম্বন করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। ইহার নাম সিংহাসন, এই আসনাভ্যাসে সকল রোগ নষ্ট হয়।

৮ গোমুখাসন—পাদযুগল ভূমিতে সংস্থাপনপূর্ব্বক পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে নিবেশিত করিয়া স্থির শরীরে গোমুখের ন্যায় ঊর্দ্ধে মুখ করিয়া বসিবে। ইহার নাম গোমুখাসন।

৯ বীরাসন—একচরণ একউরুদেশে সংস্থাপিত করিবে, এবং অন্যচরণ পশ্চাদ্ভাগে রাখিতে হইবে। ইহাকে বীরাসন কহে।

১০ ধনুরাসন—ভূমিতে পাদযুগল দণ্ডের ন্যায় সমান করিয়া প্রসারণপূর্ব্বক দুই হস্ত দিয়া পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ঐ দুই চরণ ধারণ করিয়া সমস্ত শরীরকে ধনুকের ন্যায় বক্র করিতে হইবে, এইরূপে ধনুরাসন হয়।

১১ মৃত বা শবাসন—শবের ন্যায় চিৎ হইয়া শয়ন করিলেই শবাসন হয়। এই আসন দ্বারা শ্রমদূর ও চিত্তের বিশ্রাম হইয়া থাকে। ইহার অন্য নাম মৃতাসন।

১২ গুপ্তাসন—উভয় জানুর মধ্যে উভয় চরণ গোপন করিয়া রাখিবে এবং উভয়পাদের উপরি গুহ্যদেশ স্থাপিত করিবে। ইহার নাম গুপ্তাসন।

১৩ মৎস্যাসন—মুক্ত পদ্মাসন করিয়া দুই কুর্পর (কণুই) দ্বারা মস্তক বেষ্টনপূর্ব্বক চিৎ হইয়া শয়ন করিবে। ইহাকে মৎস্যাসন কহে।

১৪ গোরক্ষাসন—উভয়জানু ও উরুর মধ্যে উভয় চরণ উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া অপ্রকাশিতরূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক উভয় হস্ত চিৎ করিয়া গুল্ফদ্বয় আচ্ছাদিত করিবে, এবং

কণ্ঠদেশ সঙ্কুচিত করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। এইরূপে এই আসন হয়।

১৫ মৎস্যেন্দ্রাসন—উদরকে পৃষ্ঠবৎ সরল করিয়া অবস্থিত হইবে এবং বামচরণ নত করিয়া দক্ষিণজানুর উপরে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরে দক্ষিণ কনুই ও দক্ষিণহস্তের মুখ বিন্যাস করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ দেখিবে, ইহাকে মৎস্যেন্দ্রাসন কহে।

১৬ পশ্চিমোত্তানাসন—ভূমিতে চরণদ্বয় দণ্ডবৎ সরলরূপে প্রসারিত করিয়া ও উভয় হস্তদ্বারা যত্নপূর্ব্বক ঐ পদযুগল ধারণ করিয়া জঙ্ঘাযুগলের মধ্যে মস্তক সংস্থাপিত করিতে হইবে, এইরূপে পশ্চিমোত্তানাসন হয়।

উগ্রাসন—দুই চরণকে অসংলগ্নরূপে প্রসারিত করিয়া দুই হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক উভয় জানুর উপরে মস্তক রাখিবে। ইহার নাম উগ্রাসন। কেহ কেহ ইহাকেও পশ্চিমোত্তানাসন কহেন। এই আসনসাধনে যোগাভ্যাস করিলে আশু যোগ সিদ্ধ হয়।

১৭ উৎকটাসন—দুইচরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ভূমি অবলম্বনপূর্ব্বক দুই গুল্ফ অবলম্বন ব্যতিরেকে শূন্যে রাখিয়া ঐ দুই গুল্ফের উপরে গুহ্যদেশ স্থাপিত করিবে। ইহাকে উৎকটাসন কহে।

১৮ সঙ্কটাসন—বামপাদ ও বামজঙ্ঘামূল ভূমিতে রাখিয়া বামচরণ দক্ষিণচরণ দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক উভয়জানুতে উভয় হস্ত স্থাপিত করিবে। ইহার নাম সঙ্কটাসন।

১৯ ময়ূরাসন—উভয় করতল দ্বারা পৃথিবী অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় কূর্পর (কনুই) উপরে নাভির উভয় পার্শ্বভাগ স্থাপন করিয়া মুক্তপদ্মাসনের ন্যায় পদযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া শূন্যে দণ্ডের ন্যায় সমানভাবে উত্থিত হইবে। ইহাকে ময়ূরাসন কহে।

২০ কুক্কুটাসন—কোন মঞ্চের উপরিভাগে মুক্তপদ্মাসন করিয়া উভয় জানু ও উভয় ঊরুর মধ্যে উভয় হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক দুই কূর্পর দ্বারা উপবিষ্ট হইবে। ইহার নাম কুক্কুটাসন।

২১ কূর্ম্মাসন—অণ্ডকোষের নিম্নে দুই গুল্ফ পরস্পর বিপরীতক্রমে রাখিয়া গ্রীবা, মস্তক ও শরীর সরল করিয়া উপবিষ্ট হইবে, ইহাকে কূর্ম্মাসন কহে।

২২ উত্তানকূর্ম্মাসন—কুক্কুটাসন হইয়া উভয় হস্তদ্বারা কন্ধরধারণপূর্ব্বক কূর্ম্মের ন্যায় উত্তান হইবে, ইহাকে উত্তানকূর্ম্মাসন কহে।

২৩ মণ্ডূকাসন—দুই পদতল পৃষ্ঠদেশে গ্রহণপূর্ব্বক ঐ দুই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী পরস্পর সংস্পৃষ্ট করিবে ও উভয় জানু সম্মুখভাগে রাখিবে, ইহাকে মণ্ডূকাসন কহে।

২৪ উত্তান-মণ্ডূকাসন—মণ্ডূকাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় কূর্পর দ্বারা মস্তক ধারণপূর্ব্বক ভেকের ন্যায় উত্তান হইয়া অবস্থিত হইবে। ইহাকে উত্তান-মণ্ডূকাসন কহে।

২৫ বৃক্ষাসন—বাম ঊরুমূলে দক্ষিণপাদ রাখিয়া ভূমিতে বৃক্ষের ন্যায় সরলভাবে অবস্থান করিবে। ইহার নাম বৃক্ষাসন।

২৬ গরুড়াসন—উভয় জঙ্ঘা ও ঊরুদ্বারা ভূমি পীড়িত করিয়া ও উভয়জানু দ্বারা স্থিরশরীর হইবে, পরে জানুদ্বয়ের উপরে দুই হস্ত রাখিবে, ইহাকে গরুড়াসন কহে।

২৭ বৃষাসন—দক্ষিণ গুল্ফের উপর পায়ুমূল অর্থাৎ গুহ্যদেশ সংস্থাপন করিয়া তাহার বামভাগে বামপদ উল্টাইয়া ধরিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে, ইহার নাম বৃষাসন।

২৮ শলভাসন—অধোমুখে শয়নপূর্ব্বক দুইহস্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া উভয় করতল দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিবে ও দুই চরণ শূন্যে অর্দ্ধহস্তপ্রমাণ ঊর্দ্ধে রাখিবে। ইহাকে শলভাসন কহে।

২৯ মকরাসন—অধোমুখে শয়ন করিয়া ভূমিতে বক্ষঃস্থল স্থাপনপূর্ব্বক দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দুই হস্তদ্বারা মস্তক ধারণ করিবে। ইহাকে মকরাসন কহে। এই আসন অভ্যাসে দেহের অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

৩০ উষ্ট্রাসন—অধোমুখে শয়ন করিয়া উভয় পদ উল্টা করিয়া পৃষ্ঠদেশে আনয়নপূর্ব্বক উভয় হস্তদ্বারা ধারণ এবং উদর ও মুখ আকুঞ্চিত করিবে, ইহার নাম উষ্ট্রাসন।

৩১ ভুজঙ্গাসন—চরণের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি অবধি নাভি পর্য্যন্ত সমস্ত অধোভাগ ভূমির উপরে বিন্যস্ত করিয়া দুই করতল দ্বারা ভূমি ধারণপূর্ব্বক সর্পের ন্যায় ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলিত করিবে। ইহার নাম ভুজঙ্গাসন। এই আসন অভ্যাসে দেহের অগ্নি বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বরোগ বিনষ্ট ও কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হন।

৩২ যোগাসন—উভয় চরণ চিত করিয়া হাঁটুর উপরে সংস্থাপনপূর্ব্বক দুই হস্ত চিত করিয়া ঐ আসনের উপরে রাখিবে এবং পূরক দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুম্ভক দ্বারা নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে, ইহার নাম যোগাসন। এই যোগাসন যোগসাধনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত (ঘেরণ্ডসংহিতা)

এই যে যোগসাধন আসনের বিষয় উল্লিখিত হইল, এই সকল আসনই গুরুগম্য, উপযুক্ত সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে আসন সকল অভ্যাস করা বিধেয়। নচেৎ প্রতিপদে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। [যোগশব্দ দেখ।]

যোগিত (ত্রি) ১ যোগযুক্ত। ২ মন্ত্রমুগ্ধ। ৩ কৌতুক-ক্রিয়াবলে উন্মত্তীকৃত।

যোগিতা (স্ত্রী) ১ যোগীর ভাব বা ধর্ম্ম। [যোগিন্ দেখ।] ২ অপর বিষয়ের সহিত সংযোগসূত্রে আবদ্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত।

যোগিত্ব (ত্রি) ১ যোগভাবাপন্নত্ব। ২ যোগীর ভাব।

যোগিদণ্ড (পুং) যোগিনাং দণ্ডঃ অবলম্বনযষ্টিঃ। বেত্র।

যোগিন্ (ত্রি) যোগোঽস্ত্যস্য যোগ-ইনি যদ্বা যুজ সমাধৌ যুজির যোগে বা (সংপৃচানুরুধেতি। পা ৩।২।১৪২) ইতি ঘিনুণ্। যোগযুক্ত, যোগাবলম্বী।

"স্বর্ণে লোষ্ট্রে গৃহেঽরণ্যে সুস্নিগ্ধচন্দনে তথা।
সমতা ভাবনা যস্য স যোগী পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈ॰ গণপতি॰ ৩৫ অ॰)

স্বর্ণ বা লোষ্ট্র, গৃহ বা অরণ্য অথবা সুস্নিগ্ধচন্দনে যাহার সমান ভাবনা, অর্থাৎ যিনি ভাল মন্দ, সুখ, দুঃখ, উভয়ই তুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহাকে যোগী কহে। গীতায় অভিহিত হইয়াছে যে,—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥" (গীতা ৭অ॰)

হে অর্জ্জুন! যিনি আপনার ন্যায় সকলকে অবলোকন করেন, এবং যাহার সুখ বা দুঃখ উভয়ই তুল্য, তিনি যোগী। যিনি যোগাবলম্বন করেন, তাঁহাকেও যোগী কহে।

[বিশেষ বিবরণ যোগশব্দ দেখ]

২ শিব।

৩ (যোগী) যোগসিদ্ধ ব্যক্তি। যিনি যোগাভ্যাসে সতত নিরত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ যোগিসম্বন্ধে গীতায় বলিয়াছেন যে, তপস্বী অপেক্ষা, এমন কি সকল কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। [যোগ দেখ]

যোগদর্শনে অবস্থাভেদে চারিপ্রকার যোগীর উল্লেখ পাওয়া যায়,—প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ও অতিক্রান্তভাবনীয়। যাঁহারা কেবল যোগশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, যাঁহাদের পরচিত্তাদি বিষয়ে জ্ঞান দৃঢ় হয় নাই, হইবার উপক্রম হইয়াছে মাত্র, তাঁহাদিগকে প্রথমকল্পিক যোগী কহে। দ্বিতীয় মধুভূমিক—ইহার অপর নাম ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ, এই শ্রেণীর যোগীরা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের জয়াভিলাষী। তৃতীয় প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ—ইঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন। ভূত ও ইন্দ্রিয়জয়বশতঃ পরচিত্তাদি জ্ঞানে ইঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। চতুর্থ অতিক্রান্তভাবনীয়, এই যোগীর কেবল চিত্তলয় অবশিষ্ট থাকে, তদ্ভিন্ন আর সকল সমাধিই সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে।

যোগের আরম্ভ হইতে কৈবল্য পর্য্যন্ত চারি অবস্থার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথমকল্পিক যোগীর পক্ষে দেবগণের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থার যোগিগণ দেবগণ অপেক্ষা উন্নত, সুতরাং দেবগণ তাঁহাদের প্রলোভন দেখাইতে সমর্থ নহেন, কেবল দ্বিতীয় অবস্থাই প্রলোভন কাল, এই অবস্থায় চিত্ত দৃঢ় হয় নাই, কেবল সিদ্ধির অঙ্কুর দেখা দিয়া থাকে মাত্র, এই সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ যোগীর চিত্তশুদ্ধি অবগত হইয়া স্বর্গাদিস্থানের বিবিধ উপভোগ্য বিষয় দ্বারা তাঁহাদের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পাছে যোগসিদ্ধিপ্রভাবে যোগিগণ দেবতাদের অধিকারচ্যুতি ঘটায়, এই ভয়ে দেবগণ তাঁহাদের নিকট আসিয়া বলেন, 'আপনি এই স্থানে অবস্থিতি ও বিহার করুন. এই ভোগ কমনীয়, এই কন্যা চিত্তহারিণী. এই ঔষধ জন্মমৃত্যু-বিনাশক, এই রথ গগনচারী. এই কল্পবৃক্ষ আপনার সকল মনোরথ পূরণ করিবে,' ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। *

যোগী যদি ইহাতে প্রলুব্ধ হন, তাহা হইলে যোগভ্রষ্ট হইয়া পরিশেষে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। যতদিন অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ না হয়, ততদিন যোগী কিছুতেই যোগপথ পরিত্যাগ করিবেন না, যত বিভীষিকা বা সম্পদ্-লাভ হউক না কেন, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে গুরুর উপদেশানুসারে যোগ করিতে থাকিবেন, কিছুতেই যোগত্যাগ করিবেন না।

বর্ত্তমান কালে যোগিগণ শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক কণফট্ প্রভৃতি যোগি-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বহুপ্রাচীন না হইলেও, প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতবর্ষে যোগীদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। দত্তাত্রেয় নারদ, এমন কি, দেবাদিদেব মহাদেবও পরম যোগী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

হঠপ্রদীপিকা, দত্তাত্রেয়সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে যোগিসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় আসন-প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সমুদায়ের যথাযথ প্রণালী নিবদ্ধ হইয়াছে। সহজানন্দ চিন্তামণি স্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের হঠপ্রদীপিকায় যোগিদিগের চারিটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উপদেশে প্রধান প্রধান হঠযোগীর নাম; যোগসাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল ক্রিয়াসমূহের বিবরণ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ; যোগাধিকারের লক্ষণ ও যোগিদিগের ভোজন-

* "তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎকুর্ব্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্ত্বশুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোঃ ইহাস্যতাং, ইহরম্যতাং কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়সমিদং যানং, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ স্বগুণৈঃ সর্ব্বমিদমুপার্জ্জিতমায়ুষ্মতা, প্রতিপদ্যতামিদমক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়মিতি।" (যোগভাষ্য ৩।৫১)

নিয়ম। দ্বিতীয়ে ধৌতি, বস্তী প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম ও কএক প্রকার কুম্ভকের লক্ষণ; তৃতীয়ে দশপ্রকার মুদ্রাসাধন বিবরণ এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধির বিষয় ও নানারূপ সিদ্ধাবস্থার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

অত্রি ও অনুসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয় ঋষি ভগবানের ষষ্ঠ অবতার ও পরমযোগী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি যোগধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদাদি সাধকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। (ভাগবত ১।৩)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল সরোবরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তৎপ্রতিপাদিত সংহিতায় মন্ত্রযোগের নিকৃষ্টত্ব সূচিত হইয়াছে এবং লয়যোগের সূচনাপ্রসঙ্গে নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি, ভূতলে শয়ন, মৃত্যুঞ্জয়ধ্যান প্রভৃতির অঙ্গ ও প্রণালীক্রমে অষ্টাঙ্গ হঠযোগের সবিস্তার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের মতে—

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ॥
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥"

গোরক্ষ-সংহিতাকার গুরু গোরক্ষনাথ স্বকীয় গ্রন্থে হঠপ্রদীপিকা ও দত্তাত্রেয়সংহিতার যোগপ্রকরণ-পদ্ধতির অনুসরণ করিলেও যম ও নিয়ম ব্যতীত ষড়্‌যোগাঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তদ্‌গ্রন্থে ষট্‌চক্র-সাধনের বিশেষ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

অহিংসাদি দশ প্রকার যমনিয়ম* পালন ব্যতীত যোগীদিগকে ভোজনবিষয়ে আরও নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়। কেবল পরিমিতাহারই যোগীর পক্ষে প্রশস্ত নহে। অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, উষ্ণদ্রব্য, হরীত শাক, বদরীফল, তৈল, তিল, সর্ষপ, মৎস্য, মদ্য, ছাগলাদির মাংস, দধি, তক্র, কুলত্থ, কলায়, বরাহমাংস, পিণ্যাক, হিঙ্গু ও লশুনাদি দ্রব্য যোগীদিগের অভক্ষ্য। গোধূম, শালিধান্য, যব, ষষ্টিকধান্যরূপ সুচারু অন্ন, ক্ষীর, অখণ্ডনবনীত, চিনি, মধু, শুণ্ঠী, কপোলকফল, পঞ্চশাক, মুদ্গ প্রভৃতি ও উত্তমজল প্রভৃতি সামগ্রী সংযমীদিগের সুপথ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিন্দুধারণ করিলে যোগীদিগের যোগাঙ্গসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অতএব বিন্দুক্ষয়জনিত আয়ুনাশ ও বলহানি প্রতিবিধান জন্য যোগিগণের সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। এতদ্ভিন্ন আরও বিধান আছে যে, হঠযোগীরা উপদ্রবশূন্য নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত থাকিয়া যোগমঠে প্রবেশপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবেন। যে স্থানে যেরূপ ভাবে এই মঠ নির্ম্মাণ করিতে হয়, হঠপ্রদীপিকায় তাহার এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে,—

"স্বল্পদ্বারমরন্ধ্রগর্ত্তপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তম্
সম্যগ্‌গোময়সান্দ্রলিপ্তমমলং নিঃশেষবাধোজ্‌ঝিতম্।
বাহ্যে মণ্ডপকূপবেদিরচিতং প্রাকারসংবেষ্টিতম্
প্রোক্তং যোগমঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈর্হঠাভ্যাসিভিঃ॥"

(হঠপ্রদীপিকা)

অর্থাৎ, যোগমঠ ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট, রন্ধ্রহীন, গর্ত্তযুক্ত, নাতি উচ্চ বা নাতি নিম্ন, গোময় দ্বারা সম্যগ্‌রূপে লিপ্ত, পরিষ্কৃত ও যোগের বিঘ্নদায়ক দ্রব্য পরিশূন্য হওয়া কর্ত্তব্য। উহার বাহিরে মণ্ডপ, কূপ ও বেদিরচিত থাকিবে এবং সমগ্র স্থান প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইবে। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন সম্মার্জ্জনার দ্বারা মঠ পরিষ্কৃত এবং ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুলু ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্বারা মঠ সুবাসিত রাখা যোগীর একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপে সুবাসিত গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাসে নিরত হইবেন। যোগাসনে উপবিষ্ট হইবার যে সকল কৌশল আছে, যোগীরা তাহাকে আসন বলিয়া থাকেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৮৪ প্রকার আসনের উল্লেখ দেখা যায়। সংহিতামতে, যোগসাধনব্যাপারে যে সকল প্রকার আসন বিহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পদ্মাসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু হঠপ্রদীপিকায় সিদ্ধাসনেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত দেখা যায়।

গোরক্ষসংহিতায় পদ্মাসনের অনুষ্ঠান-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—

"বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা-
প্যন্যোরূপরি তস্য বন্ধনবিধৌ ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ম্।
অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়ে-
দেতদ্‌ব্যাধিবিনাশকারি যমিনঃ পদ্মাসনং প্রোচ্যতে।"

(গোরক্ষ সংহিতা)

এইরূপে আসনবদ্ধ হইয়া প্রাণায়াম করিতে হয়, অর্থাৎ নাসিকাদ্বারা শরীর মধ্যে বায়ুপূরণ ও ধারণ করিয়া পশ্চাৎ রেচন অভ্যাস করিবে। প্রথম অভ্যাসকালে জল ও দুগ্ধপানই প্রশস্ত; কিন্তু উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে পর আর এ নিয়ম পালন করিতে হয় না।

* "অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জ্জবম্।
ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীমতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥" (হঠপ্রদীপিকা ১উপ॰)

শরীর মধ্যে বায়ুকে স্তম্ভন অর্থাৎ নিশ্বাস অবরোধ করাকে কুম্ভক বলা যায়। কুম্ভককালে ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব বৃত্তি হইতে নিরোধের নাম প্রত্যাহার। শীৎকার, ভ্রমরী প্রভৃতি নানাপ্রকার কুম্ভকের উল্লেখ দেখা যায়। হঠপ্রদীপিকা-রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, যোগীরা অভ্যাসবলে রেচন ও পূরণ না করিয়াও কুম্ভকসাধন করিতে সমর্থ হন। ক্রমাগত অভ্যাসবলে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাঁহারা পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ক্রমশঃ ভূমিপরিত্যাগপূর্ব্বক শূন্যে অবস্থান করিতে পারেন। ঐ সময়ে তাহাদের বিচিত্র শক্তি লাভ হইয়া থাকে। অল্প বা বহুভোজন করিলেও তাঁহারা পীড়িত হন না। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে শরীরের লঘুতা ও দীপ্তি এবং জঠরাগ্নিবৃদ্ধি ও দেহের কৃশতা সমুপস্থিত হইয়া থাকে।

যদি এরূপে শরীর শুদ্ধ না হইয়া শ্লেষ্মাদি ঘটিত পীড়া জন্মে, তাহা হইলে যোগিগণ ধৌতি, নেতী প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার সাধন করিয়া থাকেন। হঠপ্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, ১২ হাত দীর্ঘ ও ৪ অঙ্গুলী প্রস্থ একখণ্ড জলসিক্ত বস্ত্র গুরূপদিষ্ট পথদ্বারা ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া পরে তাহা নির্গত করিয়া ফেলিবে, ইহাকে বস্তিকর্ম্ম বা ধৌতিকর্ম্ম কহে। ইহার দ্বারা কাস, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফরোগ প্রভৃতি বিংশতি-প্রকার ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। এইরূপে নাসারন্ধ্রে সূত্র প্রবেশ করাইয়া মুখদ্বারা নির্গত করণের নাম নেতীকর্ম্ম। নেত্রযুগল স্থির করিয়া অশ্রুপাত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার নাম ত্রাটককর্ম্ম। শরীরের মধ্যে জলপূরণ, বায়ুপূরণ এবং তদুভয়ের বহির্নির্গমন প্রভৃতি শোধকব্যাপার অনুষ্ঠানেরও আদেশ আছে। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে যোগীরা কএকপ্রকার অঙ্গভঙ্গী অভ্যাস করিয়া থাকেন, উহাকে মুদ্রা বলা যায়। কপাল-বিবরের অভ্যন্তরে জিহ্বাকে বিপরীতভাবে প্রবিষ্ট ও বদ্ধ করিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি সংন্যস্ত করার নাম খেচরীমুদ্রা। ইহা যোগসাধনকালে বায়ুরোধের বিশেষ উপযোগী। [মুদ্রা দেখ।]

কখন কখন যোগীরা পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে এবং মস্তক অধো-ভাগে রাখিয়া ব্যায়ামকুশলীর ন্যায় অবস্থান করেন। এই প্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রথমে ক্ষণকাল হইতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অভ্যাস করিতে হয়। এরূপ অনুষ্ঠানে কেশের শুক্লতা ও মাংসকুঞ্চনাদিরূপ বার্দ্ধক্যচিহ্ন সকল ছয় মাসের মধ্যে অপহৃত হইয়া যায়। প্রতিদিন একপ্রহরকাল অভ্যাসে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া থাকে।

ষট্‌চক্রভেদ যোগীদিগের একটী প্রধান সাধন এবং হংস-মন্ত্রজপ অতি মহদ্ব্যাপার। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় 'হং' শব্দে বায়ু বহির্গত হয় এবং 'স' শব্দে শরীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে। দিবারাত্রে জীব ২১৬০০ বার এই মন্ত্র জপ করে। এই অজপা নাম গায়ত্রী যোগীদিগের মোক্ষদায়িকা।

শরীর মধ্যে স্থানবিশেষে বায়ুধারণের নাম ধারণা। পৃথিবী, আম্ভসী, আগ্নেয়ী, বায়বী ও নভোধারণা ভেদে ইহা পাঁচ প্রকার। পায়ু দেশের ঊর্দ্ধে এবং নাভির অধোভাগে পাঁচ দণ্ডকাল বায়ুধারণের নাম পৃথিবী-ধারণা। নাভিস্থলে রক্ষিত হইলে আম্ভসী, নাভির ঊর্দ্ধমণ্ডলে আগ্নেয়ী, হৃদয়ে বায়বী এবং ভ্রূমধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মস্তকের সমুদায় স্থানে বায়ুধারণের নাম নভোধারণা। যোগীদিগের বিশ্বাস যে, পৃথিবী ধারণা করিলে পৃথিবীতে মৃত্যু হয় না, আম্ভসী ধারণা করিলে জলে মৃত্যু ঘটে না, আগ্নেয়ীধারণা করিলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ হয় না, বায়বী ধারণা করিলে কোনভয় থাকে না এবং নভোধারণা করিলে কিছুতেই মৃত্যু হয় না। এই কারণে গোরক্ষনাথ বায়ুস্থির রাখিবার জন্য যোগীদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান হইতে আদেশ দিয়াছেন।

"গজ বাধিয়া রাজা পবন বাধিয়া যোগী।
ধান্ত বাধিয়া গৃহস্থ বিন্দু বাধিয়া ভোগী॥"

যোগশাস্ত্রে সগুণ অর্থাৎ সাকার দেবতার এবং নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করিবার বিধি আছে। যোগিগণ সগুণ উপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন এবং নির্গুণ ধ্যানদ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, সমাধি সিদ্ধ হইবার পর মানব ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ বা দেহরক্ষা করিয়া সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। দত্তাত্রেয়সংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে—

"সর্ব্বলোকেষু বিচরেদণিমাদিগুণান্বিতঃ।
কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া দেবো ভূত্বা স্বর্গেঽপি সঞ্চরেৎ॥
মনুষ্যো বাপি যক্ষো বা স্বেচ্ছয়াপি ক্ষণাদ্ভবেৎ।
সিংহব্যাঘ্রগজো বাপি স্যাদিচ্ছাতোঽন্যজন্মতঃ॥"

অর্থাৎ সাধক যোগী যদ্যপি দেহত্যাগের বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি অবলীলাক্রমে পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন, নতুবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যবলে দেবাদি বিভিন্ন মূর্ত্তিরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সর্ব্বলোকে অশেষবিধ সুখসম্ভোগ করিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

যোগশব্দে যোগীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারিত হওয়ায় এবং যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ, মুদ্রা, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত থাকায় এখানে বিশদভাবে লিখিত হইল না। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

বর্ত্তমান কালে আমরা কএক জন যোগী পুরুষের যোগ-

বলের কথা ইংরাজরাজপুরুষদিগের মুখেও শুনিয়া থাকি। মান্দ্রাজবাসী শিশাল নামক এক দক্ষিণদেশীয় যোগী কুম্ভক দ্বারা শূন্যে উত্থিত হইয়া জপ করিতেন*। পঞ্জাবকেশরী রাজা রণজিৎ সিংহের দরবারে জেনারল ভেঞ্চুরা ও কাপ্তেন ওয়েডের সমক্ষে হরিদাস সাধুর যোগসমাধি ও দশমাস কাল ভূগর্ভমধ্যে অবস্থানকথা সকলেই জ্ঞাত আছেন।† কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৫৪ শকে কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুরের ভূকৈলাস নামক স্থানে এক যোগিপুরুষ আনীত হন, ভূকৈলাসরাজ সত্যচরণ ঘোষাল তৎকালে জীবিত ছিলেন। ডাঃ গ্রেহাম তাঁহার নাসারন্ধ্রে এমোনিয়া ধারণ করিয়াও যোগভঙ্গ করিতে পারেন নাই। যোগভঙ্গ হইবার পর ঐ যোগী দুল্লানবাব বলিয়া আপনার পরিচয় দেন। তিনি দুই একটার অধিক কথা কহিতেন না। ১৭৫৫ শকে উদর-ভঙ্গ রোগে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

অধুনাতন যোগীদিগের মধ্যে নানা সাম্প্রদায়িকবিভাগ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কণফটযোগী, অওঘড়যোগী, মচ্ছেন্দ্রী, শারঙ্গীহার, ডুরীহার, ভর্ত্তৃহরি, কাণিপা ও অঘোরপন্থী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকের নাম উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীলোকে যোগধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যোগিনী বা নাথিনী বলা যায়। ইহারা গেরুয়া বস্ত্র, ত্রিশূলাদি শিবচিহ্ন ও কর্ণে মুদ্রাও ব্যবহার করে। অনেককে অলঙ্কার দ্বারা শরীর অলঙ্কৃত করিতেও দেখা যায়। স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া গৃহস্থযোগী "সংযোগী" নামে খ্যাত।

উত্তরপশ্চিম ভারতে যোগিসম্প্রদায়ী বহুলোকের বাস আছে। উহাদের মধ্যে অওঘর ও গোরখপন্থীর সংখ্যাই অধিক। যোগিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য হইতেই পশ্চিমাঞ্চলীয় যোগী সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি ও পুষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোকের মুখে ঐ দ্বাদশ জনের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়—

১ সত্যনাথ, ধর্ম্মনাথ, কায়নাথ, আদিনাথ, মৎস্যনাথ, অভয়পন্থীনাথ, কালেপ (কাণিপা), ধ্বজপন্থী, হণ্ডীবিরঙ্গ, রামজী, লক্ষ্মণজী, দরিয়ানাথ।

২ আইপন্থী, রামজী, ভর্ত্তৃহরি, সংনাথ, কাণিবাকি (জালন্ধরনাথের শিষ্য,) কপিলমুনি, লক্ষ্মণ, নটেশ্বর, রতন নাথ, সন্তোষনাথ, ধ্বজপন্থী (হনুমানের শিষ্য), মীননাথ।

৩ শান্তনাথ, রামনাথ, অভঙ্গনাথ, ভরঙ্গনাথ, ধন্নাথ, গজাইনাথ, ধ্বজনাথ, জালন্ধরনাথ, দর্পনাথ, কনকনাথ, মীননাথ ও নাগনাথ।

কাবুল ও পেশাবর জেলায় যে সকল যোগী দেখা যায়; তাহাদের আচার ব্যবহার অহিন্দুজনোচিত। বৌদ্ধপ্রধান প্রাচীন জনপদে হিংসাদ্বেষপূর্ণ এরূপ যোগি-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান দেখিয়া বৈদেশিক জাতিতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ ইহারা ভোটদেশীয় হইবে।

অন্যান্য যোগীদিগের মধ্যে ভর্ত্তৃহরি ও নন্দিয়া যোগীদিগকে হিন্দু বলা যায় এবং ভজরীগণ প্রায়ই মুসলমান। শেষোক্ত যোগিগণ দাড়ি রাখে, গুদড়ী পরিধান করে, মাথায় পাগ্ড়ী বাঁধে ও স্কন্ধে ঝুলী লইয়া বিচরণ করে। ভর্ত্তৃহরি যোগীরা শারঙ্গী বাজাইয়া পথে পথে বেড়ায়। গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও হস্তে বৈরাগী-ছড়ি লইয়া যায়। ইহারা সামুদ্রিকবিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

নন্দিয়া যোগীরা ঐরূপে গেরুয়া বসন পরিধান ও মালাদি ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহারা শারঙ্গী বাজাইয়া গান করেনা, তাহারা প্রায়ই পাঁচপদযুক্ত অথবা কোন বিকৃত গোপালন করিয়া দেবস্থান বা মেলাদিতে অর্থোপার্জ্জন করে। মহাদেবের অনুচর নন্দী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করায় এই শ্রেণীর যোগীরা নন্দিয়া নামে সাধারণে খ্যাত। ইহারা পুরুষপর-ম্পরায় ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বালকেরা দীক্ষাকালে মস্তক মুণ্ডন করে ও গুরুর নিকট হইতে গুদড়ী প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভর্ত্তৃহরি যোগীরা ভর্ত্তৃহরি, রাজা গোপীচাঁদ ও মহাদেবের উদ্দেশে গান করিয়া বেড়ায়। ভজরী ও নন্দী যোগীরা কখনও গান করে না। যাহারা গান করে, তাহারা কেবল মহা-দেবের মহিমাই সংকীর্ত্তন করিয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের যোগিগণ জাহির পীর, হীরা ও রঞ্জার প্রেমগীতি এবং অমর-সিংহ রাঠোরের বীরত্বকাহিনী গান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্জ্জির কাজ করে, কেহ বা রেশম কাটে।

মার্কোপোলো চুগী (chugi) শব্দে যোগীদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহারা ব্রাহ্মণ (A braimau) ও ধর্ম্মসম্প্রদায়। দেবোপাসক স্বতন্ত্র ইহারা প্রায়ই ১৫০ হইতে ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে*।

যোগিনী (স্ত্রী) যোগ-ইনি, যোগিন্, ঙীপ্। ১ যোগযুক্তা নারী। "তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যুভে দ্বিজ।"

(মার্কণ্ডেয়পু০ ৫২।৩১)

২ ভগবতীর সখীরূপা আবরণদেবতা। এই যোগিনী কোটিবিধ। ইহাদের মধ্যে চতুঃষষ্টি প্রধানা, দুর্গাপূজার

* Saturday Magazine, Vol I. p, 28.

† W. G. Osborne's Court and Camp of Runjit Sing, p. 124.

* Marco Polo's Travels, Vol. II, p. 130.

সময় এই সকল যোগিনীর পূজা করিতে হয়। প্রধানা চতুঃষষ্টি যোগিনীর এইরূপ নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

১ নারায়ণী, ২ গৌরী, ৩ শাকম্ভরী, ৪ ভীমা, ৫ রক্তদন্তিকা, ৬ ভ্রামরী, ৭ পার্ব্বতী, ৮ দুর্গা, ৯ কাত্যায়নী, ১০ মহাদেবী, ১১ চণ্ডঘণ্টা, ১২ মহাবিদ্যা, ১৩ মহাতপা, ১৪ সাবিত্রী, ১৫ ব্রহ্মবাদিনী, ১৬ ভদ্রকালী, ১৭ বিশালাক্ষী, ১৮ রুদ্রাণী, ১৯ কৃষ্ণপিঙ্গলা, ২০ অগ্নিজ্বালা, ২১ রৌদ্রমুখী, ২২ কালরাত্রি, ২৩ তপস্বিনী, ২৪ মেঘস্বনা, ২৫ সহস্রাক্ষী, ২৬ বিষ্ণুমায়া, ২৭ জলোদরী, ২৮ মহোদরী, ২৯ মুক্তকেশী, ৩০ ঘোররূপা, ৩১ মহাবলা, ৩২ শ্রুতি, ৩৩ স্মৃতি, ৩৪ ধৃতি, ৩৫ তুষ্টি, ৩৬ পুষ্টি, ৩৭ মেধা, ৩৮ বিদ্যা, ৩৯ লক্ষ্মী, ৪০ সরস্বতী, ৪১ অপর্ণা, ৪২ অম্বিকা,৪৩ যোগিনী,৪৪ ডাকিনী,৪৫ শাকিনী, ৪৬ হাকিনী, ৪৭ হাকিনী, ৪৮ লাকিনী, ৪৯ ত্রিদশেশ্বরী, ৫০ মহাষষ্ঠী, ৫১ সর্ব্বমঙ্গলা, ৫২ লজ্জা, ৫৩ কৌশিকী, ৫৪ ব্রহ্মাণী, ৫৫ মাহেশ্বরী, ৫৬ কৌমারী, ৫৭ বৈষ্ণবী, ৫৮ ঐন্দ্রী, ৫৯ নারসিংহী, ৬০ বারাহী, ৬১ চামুণ্ডা, ৬২ শিবদূতী, ৬৩ বিষ্ণুপ্রিয়া, ৬৪ মাতৃকা। এই চতুঃষষ্টি যোগিনী।

(বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত দুর্গাপূজাপ০)

কালিকা-পুরাণে চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম অন্যরূপ লিখিত আছে। যথা—ব্রহ্মাণী,চণ্ডিকা,রৌদ্রী,ইন্দ্রাণী,কৌমারী,বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা,চামুণ্ডা,শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শাঙ্করী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভদ্রকালী, ভয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী, মহামোহা, প্রিয়ঙ্করী, বলবিকারিণী, বলপ্রমথিনী, মনোন্মথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, উমা, তারা, মহানিদ্রা, বিজয়া, জয়া, শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী,কাত্যায়নী ও মহাগৌরী।

(কালিকাপু০ ৫২, ৫৩ অ০)

এই সকল যোগীনীরও পূজা করিতে হয়। তিথিবিশেষে যোগিনী এক এক দিকে অবস্থিতি করেন, ইহার বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রতিপদ ও নবমী তিথিতে যোগিনী পূর্ব্বদিকে থাকে, উহার নাম ব্রহ্মাণী, দ্বিতীয়া ও দশমী তিথিতে উত্তরে, উহার নাম মাহেশ্বরী, তৃতীয়া ও একাদশীতে উত্তরে, নাম কৌমারী, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতকোণে, নাম নারায়ণী, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, নাম বারাহী, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, নাম ইন্দ্রাণী, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে নাম চামুণ্ডা, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে, নাম মহালক্ষ্মী। যোগিনী সম্মুখ করিয়া যাত্রা করিতে নাই।

"ব্রহ্মাণী সংস্থিতা পূর্ব্বে প্রতিপন্নবমীতিথৌ।
মাহেশ্বরী চোত্তরে চ দ্বিতীয়া দশমী তিথৌ॥
স্থিতাগ্নেয়ে চ কৌমারী তৃতীয়ৈকাদশীতিথৌ।
নারায়ণী চ নৈর্ঋতে চতুর্থী দ্বাদশী তিথৌ॥
পঞ্চম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং বারাহী দক্ষিণে তথা।
ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব চতুর্দ্দশ্যামিন্দ্রাণী পশ্চিমে তথা॥
সপ্তম্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ চামুণ্ডা বায়ুগোচরে।
যোগিনীসম্মুখে নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ॥"(গরুড়পু০৫৯অ০)

যোগিনী ভ্রমণ সম্বন্ধে খনার বচনে লিখিত আছে যে,—

"পূ, বা, দ, ঈ, প, অ উনি।
চারি চারি দণ্ডে ফিরে যোগিনী।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে দেবী যায়, দক্ষিণে সম্মুখে ধীরে থায়॥ (খনা)

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে,—

"প্রতিপন্নবমী পূর্ব্বে রামা রুদ্রাশ্চ পাবকে।
শরত্রয়োদশী যাম্যে বেদা মাসাশ্চ নৈর্ঋতে॥
ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী পশ্চাৎ বায়ব্যাং মুনিপূর্ণিমে।
দ্বিতীয়া দশমী যক্ষে ঐশান্যাং চাষ্টমী কুহূঃ॥
যোগিনী নবদণ্ডান্ত শেষা বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
দক্ষসম্মুখযোগিন্যাং গমনং নৈব কারয়েৎ॥
বামে শুভকরী দেবী পৃষ্ঠে সর্ব্বার্থসাধিনী।
বধবন্ধকরী চাগ্রে দক্ষিণে মৃত্যুদায়িনী॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যোগিনী প্রতিপদ্ ও নবমীতে পূর্ব্বে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋত কোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে অবস্থান করে। যাত্রাদি শুভকার্য্যে যোগিনীর শেষ ৯ দণ্ড পরিবর্জ্জনীয়। দক্ষিণ ও সম্মুখস্থ যোগিনীতে যাত্রা করিলে বধবন্ধনাদি হয়, এবং বাম ও পৃষ্ঠস্থ যোগিনীতে গমন করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

কোন শুভকার্য্যে গমন করিতে হইলে যোগিনীর শুভাশুভ দেখিয়া যাত্রা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভূতডামরে যোগিনী-সাধনের বিধি আছে, যথাবিধি যোগিনীসাধন করিলে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমং।
সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা।
যাসামভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশোঽভূদ্ধনাধিপঃ॥" (ভূতডামর)

এই যোগিনীসাধন সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ, অতি গোপনীয় এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ। যক্ষাধিপতি এই যোগিনীসাধন করিয়া ধনাধিপ হইয়াছেন।

নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে যোগিনীসাধন করিতে হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া'হৌঁ'এই মন্ত্রে আচমন করিবে,পরে 'ওঁ সহস্রারং হুং ফট্' এই মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করিয়া মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে হইবে। তদনন্তর 'হ্রীং' এই মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। ঐ পদ্ম-মধ্যে যোগিনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পীঠপূজাপূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"পূর্ণচন্দ্রনিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।
পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাম্ ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে। যথাবিধানে পূজা করিয়া 'ওঁ হ্রীঁং আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা' এই মূলমন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হইবে, প্রতিদিনই সায়ং, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন কালে পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্যান করিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপে একমাসকাল জপ করিয়া মাসান্ত-দিনে বৃহতী পূজা ও বলি দিতে হয়। তৎপরে একাগ্রমনে দেবীকে জপ করিতে হইবে।

পরে দেবী সাধকের দৃঢ়ভক্তি জানিয়া নিশীথসময়ে তাহার নিকট উপস্থিত হইবেন। তখন সাধক দেবীকে উপস্থিত দেখিয়া পাদ্যাদি দান করিয়া পুষ্পাঞ্জলিহস্তে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করিবেন। সাধক দেবীকে মাতা ভগিনী বা ভার্য্যাভাবে সম্বোধন করিবেন। দেবীকে মাতৃসম্বোধন করিলে দেবী বিত্ত, উত্তমদ্রব্য, রাজত্ব এবং সাধক যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই প্রদান করিয়া তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে নানাবিধ দ্রব্য ও দিব্যবস্ত্রপ্রদান করিয়া দিব্যকন্যা আনিয়া দেন, সাধক এই সাধনাবলে ভূত-ভবিষ্যৎ বলিতে পারে, এবং যাহা প্রার্থনা করে, দেবী তৎ-সমুদয় প্রতিদিন প্রদান করিয়া থাকেন।

যদি দেবী সাধকের ভার্য্যা হন, তাহা হইলে সাধক সর্ব্বরাজপ্রধান এবং স্বর্গে বা পাতালে সকল স্থানে গমন করিতে পারে, এই সাধনে দেবী যে সকল দ্রব্যপ্রদান করেন, তাহা অবর্ণনীয়। সাধক এই ভাবে সাধনা করিয়া কদাচ অন্য স্ত্রীসম্ভোগ করিবেন না, কেবল দেবীর সহিতই সম্ভোগ করিবেন। *

* "তাসামাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং প্রিয়ে।
যস্যাঃ সাধনমাত্রেণ রাজত্বং লভতে নরঃ ॥

অন্যবিধ যোগিনীসাধন—

"অতোঽন্যৎসাধনং বক্ষ্যে নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
নদীতীরং সমাসাদ্য কুর্য্যাৎ স্নানাদিকং ততঃ ॥" (ভূতডামর)

এই যোগিনীসাধন পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ঠিক করিয়াছিলেন। এই সাধন করিতে হইলে নদীতীরে যাইয়া স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাপন করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া চন্দন দ্বারা মণ্ডল লিখিতে হইবে, ঐ মণ্ডল মধ্যে স্বীয় মন্ত্র লিখিয়া আবাহন করিয়া মনোহরাকে ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাং।
চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাং সদা কামদুঘাং বিচিত্রাং ॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে

অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভং।
প্রাসাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং ততঃ ॥
প্রণবান্তে সহস্রারং হুংফট্ দিগ্‌বন্ধনং চরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥
ষড়ঙ্গং মায়য়া কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ।
তস্মিন্ পদ্মে তথা মন্ত্রী জীবন্যাসং সমাচরেৎ ॥
পীঠে দেবীং সমভ্যর্চ্চ্য ধ্যায়েদ্দেবীং জগৎপ্রিয়াম্।
ওঁ পূর্ণচন্দ্র নিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং ॥
পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাং।
ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভং ॥
প্রণবান্তে ভুবনেশি আগচ্ছ সুরসুন্দরী।
বহ্নের্জায়া জপেন্মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ দিনে দিনে ॥
সহস্রৈকপ্রমাণেন ধ্যাত্বা দেবীং সদা বুধঃ।
মাসান্তে ব্যাপ্য দিবসং বলিপূজাং সুশোভনং ॥
কৃত্বা চ প্রজপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরী।
সুদৃঢ়ং সাধকং জ্ঞাত্বা যাতি সা সাধকালয়ে ॥
সুপ্রেম্না সাধকাগ্রে সা সদা স্মেরমুখী ততঃ।
দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্ ॥
সুচন্দনং সুমনসো দত্ত্বাভিলষিতং বদেৎ।
মাতরং ভগিনীং বাথ ভার্য্যাং বা ভক্তিভাবতঃ ॥
যদি মাতা তদা বিত্তং দ্রব্যঞ্চ সুমনোহরম্।
নৃপতিত্বং প্রার্থিতং যত্তদ্দদাতি দিনে দিনে ॥
পুত্রবৎপালয়েল্লোকে সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতং।
স্বসা দদাতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যং বস্ত্রং তথৈব চ ॥
দিব্যকন্যাং সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে।
যদ্ যদ্ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যাতীতি তৎ পুনঃ ॥
ভার্য্যা বা যদি বা দেবী সাধকস্য মনোহরা।
রাজেন্দ্রঃ সর্ব্বরাজানাং সংসারে সাধকোত্তমঃ ॥
স্বর্গে লোকে চ পাতালে গতিঃ সর্ব্বত্র নিশ্চিতা।
যদ্ যদ্ দদাতি সা দেবী কথিতুং নৈব শক্যতে।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ সম্ভোগং করোতি সাধকোত্তমঃ ॥" (ভূতডামর)

হইবে। পূজাবসানে 'ওঁ হ্রীং মনোহরে স্বাহা' এই মূল মন্ত্র দশহাজার বার জপ করিতে হইবে।

এইরূপে একমাস জপ করিয়া মাসান্ত দিবসে নিশীথ সময় পর্য্যন্ত জপ করিতে হইবে। এইরূপে জপাদি করিতে থাকিলে মনোহরা দেবী সাধককে নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়া তাহাকে বর দিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হন। তখন সাধক ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা তাহার অর্চনা এবং 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মাংসবলি দিয়া পূজা করিবে। তখন মনোহরা সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাহার প্রার্থিত বর প্রদান এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ দান করেন। প্রতিদিন সাধক এইসকল সুবর্ণই ব্যয় করিয়া ফেলিবেন, নচেৎ দেবী আর তাহাকে দিবেন না। এই সাধনাতে অন্যস্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সাধনবলে সাধকের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকে।

অপর প্রকার যোগিনীসাধন—

সাধক বটবৃক্ষতলে যাইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"প্রচণ্ডবদনাং গৌরীং পক্কবিম্বাধরাং প্রিয়াম্।
রক্তাম্বরধরাং বামাং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাং॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মাংসোপহারে দেবীর পূজা করিবে। "ওঁ হ্রীঁ হূঁং রক্তকর্ম্মাণি আগচ্ছ স্বাহা" দেবীর এই মূলমন্ত্র প্রতিদিন দশ হাজার করিয়া জপ করিতে হইবে। প্রতিদিন ইহাকে উচ্ছিষ্ট রক্ত দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করা বিধেয়। এইরূপ করিলে দেবী তাহাকে অনুরক্ত জানিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন। পরে সাধক তাহাকে অর্চনা করিলে দেবী সপরিবারে তাহার ভার্য্যা হইয়া থাকেন। ইহা সিদ্ধ হইলে নিজপত্নী ত্যাগ করিতে হয়। দেবী তাহার ভার্য্যা হইয়া সকল অভিলাষ পূরণ করেন।

কামেশ্বরী নামক যোগিনীসাধন—

ইহাতে সাধক পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যথা বিধানে দেবীর পূজা করিবে।

দেবীর ধ্যান—

"কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং চলৎখঞ্জনলোচনাং।
সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্রশিলীমুখীং॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা এবং 'ওঁ হ্রীঁং আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা' এই মূল মন্ত্র শয্যায় উপবেশন করিয়া এক সহস্র জপ করিতে হইবে। প্রতিদিনই এইরূপে সহস্র জপ করিতে হয়। এইরূপে একমাস করিয়া মাসান্তদিন ঘৃত ও মধু দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে দেবীর পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। দেবী নিশীথকালে সাধকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া থাকেন। দেবী তাহাকে পতির ন্যায় সেবা ও বিবিধ দ্রব্য প্রদান করেন, এইরূপে সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট থাকিয়া প্রভাত কালে গমন করেন।

রতিসুন্দরী যোগিনীসাধন—

সাধক পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া ভূর্জ্জপত্রে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা—

"সুবর্ণবর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
নূপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা" এই মূল মন্ত্রে পূজা করিয়া সহস্রবার এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। এই পূজায় জাতীপুষ্প বিশেষ প্রশস্ত। পরে প্রতিদিন এইরূপে এক হাজার করিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। এক মাস এইরূপে জপ করিয়া শেষ দিনে দেবীর পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। তখন সুন্দরী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া নিশীথ সময়ে তাহার নিকট আগমন করেন। সাধক সেই সময় তাঁহাকে অর্চনা করিবেন। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রীতিপ্রদ ভোজনাদি দ্বারা সাধককে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করিয়া প্রভাতকালে সাধকের আজ্ঞানুসারে চলিয়া যান। সাধক নির্জ্জন স্থানে বা প্রান্তরে এইরূপে সিদ্ধ হইয়া স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া তথায় অবস্থান করিবেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলে সাধক বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পদ্মিনী নামক যোগিনীসাধন—

সাধক স্বগৃহে বা শিব সমীপে পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া রক্তচন্দন দ্বারা "ওঁ হ্রীং আগচ্ছ পদ্মিনি স্বাহা" এই মূল মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিতে হইবে। পরে তাহার ধ্যান করিয়া যথা বিধানে পূজা করিবে।

ধ্যান যথা—

"পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং।
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাং॥"

এই ধ্যানে পূজা করিয়া এক সহস্র মূল মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে প্রতিদিন করিয়া মাসান্ত পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধানে পূজা করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। পরে দেবী নিশীথ সময়ে সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহার

ভার্য্যা হন এবং তাহাকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। পদ্মিনী এইরূপে প্রতিদিন তাহার প্রতি পতিব্যবহার করিয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান। সাধক স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পদ্মিনীকেই ভজনা করিবেন।

নটিনী যোগিনীসাধন—

বিশ্বামিত্র এই যোগিনীসাধন করিয়াছিলেন। সাধক অশোকতরুতলে গমন করিয়া মূলমন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করিবেন, পরে এই বিদ্যার ধ্যান করিতে হইবে।

ধ্যান যথা—

"ত্রৈলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।
বিচিত্রালঙ্কৃতাং রম্যাং নর্ত্তকীবেশধারিণীম্ ॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। 'ওঁ হ্রীঁ নটিনি স্বাহা' দেবীর এই মূল মন্ত্র, প্রতিদিন হাজার করিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপে একমাস পূজা ও জপ করিয়া শেষ দিনে মহতী পূজা আবশ্যক। এইরূপে জপ করিয়া পূজা করিতে থাকিলে অর্দ্ধরাত্র সময়ে দেবী সাধককে প্রথমে একটু ভয় প্রদর্শন করান। ইহাতে সাধক ভীত না হইয়া বিধিমত জপ করিতে থাকিবেন। পরে দেবী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বরগ্রহণ করিতে আদেশ করেন, সাধক দেবীর ঐ বাক্য শুনিয়া তাহাকে মাতা, ভগিনী বা ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিবেন। সাধক দেবীকে যেরূপ সম্বোধন করিবেন, দেবীও তদনুরূপ আচরণ করিয়া সাধককে সন্তুষ্ট করেন। মাতৃ-সম্বোধন করিলে দেবী তাহাকে পুত্রবৎ পালন এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ ও নানাবিধ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে দেবকন্যা, নাগকন্যা, বা রাজকন্যা আনিয়া দেন, ইহাতে সাধক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয় জানিতে পারে। ভার্য্যা সম্বোধন করিলে বিপুলধন ও সকল অভিলাষ পূরণ করেন।

মৈথুনপ্রিয়া যোগিনীসাধন—

ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে ন্যাসাদি করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা—

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাং।
মঞ্জীরহারকেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্ ॥"

এইরূপে ধ্যান এবং প্রতিদিন এক সহস্র করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। মূলমন্ত্র "ওঁ হ্রীঁ গন্ধানুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা" এই সাধনা কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিতে হয়, ইহাতে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যাতে পূজা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। পরে পূর্ণিমা তিথিতে গন্ধাদি দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিয়া সমস্ত দিবারাত্র মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। দেবী প্রভাতকালে সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহার অভিলষিত বরপ্রদান করেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, যক্ষ বা রাক্ষসকন্যা ইহারা সাধককে চর্ব্ব-চোষ্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য আনিয়া দেন। দেবী সাধককে প্রতিদিন শতসুবর্ণ প্রদান করেন। দেবী এইরূপ বর দিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করেন। এই সিদ্ধিবলে সাধক চিরজীবী, নীরোগ, সর্ব্বজ্ঞ, সুন্দর এবং সকলের অধিপতি হইয়া থাকে। (ভূতডামর)

যে সকল ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপদেশানুসারে এই সকল সাধন করিতে হয়, কারণ গুরূপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সাধক নিজে নিজে এই সকল করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না।

বৃহদ্ভূতডামরে ইহা ভিন্ন চতুঃষষ্টিযোগিনীসাধনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহার বিষয় বর্ণিত হইল না। চতুঃষষ্টিযোগিনী সপ্তকোটি যোগিনীর মধ্যে প্রধান।

এই সকল যোগিনীর যথাবিধানে চক্রধারণ করিয়া সাধনা করিতে হয়, এই চক্রধারণ ব্যতীত সিদ্ধ হওয়া যায় না।

"ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগিনীচক্রমুত্তমম্।
যেন বিনা ন সিধ্যন্তি কলৌ ভূতেন্দ্রনায়িকা ॥"

(বৃহদ্ভূতডা°)

যোগিনীতন্ত্রেও ইহার সাধনাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যোগিনীচক্র (ক্লী) যোগিনীদিগের সাধন জন্য যে চক্র করিতে হয়। (প্রভাসখ°)

যোগিনীপুর (ক্লী) বিশালের অন্তর্গত নগরভেদ। যন্ত্ররাজমতে ২৮।৩৯ অক্ষাংশে অবস্থিত।

যোগিপত্নী (স্ত্রী) যোগীর স্ত্রী।

যোগিপুর, গয়ার অন্তর্গত ফল্গুনদীতীরবর্ত্তী নগরভেদ।

(ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৩৭।৪)

যোগিভট্ট, পঞ্চাঙ্গতত্ব নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

যোগিমাতৃ (স্ত্রী) যোগীর মাতা।

যোগিরাজ্ (পুং) যোগীশ্রেষ্ঠ।

যোগিবীর, (ত্রি) মহাসিদ্ধ, সিদ্ধযোগী।

যোগী, বঙ্গদেশবাসী হিন্দুজাতির শ্রেণীবিশেষ। সাধারণে যুগী নামে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কার্পাসবস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধানব্যবসা ছিল, এখনও হীনাবস্থাপন্ন অনেকে উক্ত বৃত্তি-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। ইংরাজী শিক্ষায় প্রভাবে সমধিক সমুন্নত হইয়া এক্ষণে অনেকে বস্ত্রবয়নবৃত্তি পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। শিক্ষার তারতম্যানুসারে অথবা অবস্থার বিভেদে অনেকেই ইংরাজ-গবর্মেণ্টের অধীনে সবজজ হইতে কেরাণীবৃত্তি এবং কৃষিবৃত্তি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রাচীনতম পুরাণ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে এই জাতির উৎপত্তিবিষয়ক কোন উল্লেখ না থাকিলেও বর্ত্তমান শিক্ষিত যোগিসম্প্রদায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত রুদ্র ও রুদ্রপুত্রগণের উৎপত্তিপ্রসঙ্গ ধরিয়া এবং বৃদ্ধশাতাতপ ও আগমসংহিতোক্ত ঈশ্বরোদ্ভূত যোগপরায়ণ একাদশ রুদ্র হইতে মহাযোগী ও বিন্দুনাথাদির জন্ম স্বীকার করিয়া নাথবংশীয় যোগিগণ হইতেই বাঙ্গালার যোগীদিগের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রন্থলিখিত বিবরণের স্থূলমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নিতে তদীয় ললাটদেশ হইতে মহান্, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধকেশ, রুচি, শুচি, পিঙ্গলাক্ষ ও কালাগ্নি নামে একাদশ রুদ্র আবির্ভূত হন। এই যোগপরায়ণ রুদ্রগণের কলা, কলাবতী, কাষ্ঠা, কালিকা, কলহপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণা, রাস্না, প্রম্লোচা, ভূষণা ও শুকী নাম্নী একাদশ পত্নী ছিলেন। রুদ্র ও রুদ্রপত্নীগণ হইতে বহুসংখ্যক পুত্র জন্মে। ইঁহারা সকলেই যোগধর্ম্মপরায়ণ ও শিবপার্ষদ ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে মহাযোগী ও কলা হইতে বিন্দুনাথের জন্ম হয়। এই বিন্দুনাথই নাথবংশীয় যোগীদিগের আদিপুরুষ; কশ্যপদুহিতা কৃষ্ণার সহিত বিন্দুনাথের বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র রুদ্রকুলপ্রকাশক আদিনাথ হইতে যথাক্রমে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ছায়ানাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি মহাত্মারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিন্দুনাথ গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও যোগধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এই হেতু তাঁহার বংশধরগণ ত্রিদণ্ডী ও যোগপট্ট ধারণ, ভস্মানুলেপন, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া নাথ গুরুর উপদেশানুসারে পরমগুরুর চিন্তা করিয়া থাকেন। আগমসংহিতার একস্থলে লিখিত আছে যে "বিন্দুনাথো মম কায়স্তস্মাৎ যোগী নিরঞ্জনঃ।" এবং "অনাদিগোত্রশ্চ যোগী উৎপত্তৌ রুদ্রকুলকে। তত্রৈব শিবগোত্রস্ত কাশ্যপগোত্রে বিবাহিতম্॥" ইহাদ্বারা রুদ্রকুলসম্ভূত যোগীর পবিত্রতা এবং শিবগোত্রীয়ের সহিত কাশ্যপগোত্রীয়গণের বিবাহসম্বন্ধস্থাপন স্বীকৃত হইতেছে।

যোগিসম্প্রদায় চন্দ্রাদিত্য-পরমাগম নামক একখানি আগমসংহিতার বচন দোহাই দিয়া বলেন যে, সূর্য্যবংশীয় সুধন্বরাজকন্যা সূর্য্যবতী মহাদেবকে পতিরূপে পাইয়া তাঁহার ঔরসে পুত্রোৎপাদনের আশায় কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। একদিন পিপাসাক্রান্ত হইয়া তিনি নর্ম্মদাতীরে জলপানার্থ সমাগত হন। যে পদ্মপত্র ছিঁড়িয়া তিনি জল গ্রহণ করেন, তপস্তুষ্ট মহাদেব তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ পূর্ব্ব হইতেই সেই পত্রে বীর্য্যবিন্দু স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। জলসহ বীর্য্যবিন্দু পান করায় সূর্য্যবতী গর্ভবতী হইলেন। যথাসময়ে একটী সুপুত্র প্রসূত হইলে ঐ পুত্রের নাম রাখা হইল যোগনাথ। স্বয়ং মহাদেব গুরু ও আচার্য্যরূপে উপনয়নাদি সংস্কারপূর্ব্বক তাহাকে যোগ ও আগমনিগমাদি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দেন। যোগনাথ (বিন্দুনাথ) তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাদেবের আদেশানুসারে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক কশ্যপকন্যা সুরতিকে বিবাহ করেন। যোগনাথ ও সুরতি হইতে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, সচেতননাথ, কপিলনাথ, ও নানকনাথ নামক ছয়পুত্র গৃহবাসী এবং গিরি, পুরী, ভারতী, শৈল, নাগ, সরস্বতী, রামানন্দ, শ্যামানন্দ, সুকুমার ও অচ্যুত নামক দশপুত্র গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিতে থাকেন। যোগনাথের পুত্র বলিয়া ইঁহারা "যোগী" আখ্যায় অভিহিত হন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ ত্রিশূল, কেহ ডমরু, কেহ কমণ্ডলু, কেহ বা রক্তচেলী, কেহ বা নাগযজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। ইঁহারা সকলেই যোগশাস্ত্র, আগম, বেদ ও পুরাণাদিতে পারদর্শী ছিলেন। সেই যোগিপুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ পরে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। তাহারা বিপ্রের ন্যায় আগমাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং সর্ব্বদা বেদকার্য্যে রত থাকিতেন, ঐ পুত্রগণের মধ্যে মহাদেবপ্রিয় সদানন্দযোগী পূর্ব্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে যাইয়া বসতি করেন। তিনি যোগপট্ট ধারণ করিতেন।

দশাশৌচ যোগীরা আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃদ্ধশাতাতপীয় নামক গ্রন্থের দোহাই দিয়া থাকেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, বারাণসীধামের নিকটে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকন্যাগণ সূত্র প্রস্তুত করিতেন। অবধূতনামা নাথযোগীর শিষ্যসম্প্রদায়ের ঔরসে উক্ত ব্রাহ্মণকন্যাদিগের গর্ভে বহুসংখ্যক পুত্র ও কন্যা জন্মে, ব্রহ্মার আদেশে নারদঋষি কাশীধামে আসিয়া অবধূতগণকে উক্ত সন্তানসন্ততিগণের জাতিনির্ণয় প্রশ্ন করেন। অবশেষে স্থির হইল যে, অবধূত ও ব্রাহ্মণ কন্যাগণের সন্তানেরা শিবগোত্রীয় এবং বৈশ্যকন্যাগণের গর্ভজাত সন্তানেরা নাথ নামক স্বতন্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইবেন। প্রথমোক্ত সন্তানেরা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় দশদিন অশৌচ পালন করিবেন এবং শেষোক্তেরা বৈশ্যের মত অশৌচ গ্রহণ করিবেন। এই উভয় শ্রেণীরই বেদে অধিকার থাকিবে, বিবাহকালে মাতৃগণের পূজা

ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে নান্দীশ্রাদ্ধ করিবে। তাহারা পবিত্র যোগপট্ট ও যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। অবধূত আরও বলিয়াছেন যে, মুখাগ্নিদানের পর তাহারা শবদেহের সমাধি করিতে পারিবে।"

পূর্ব্ববঙ্গে দশাশৌচ যোগিগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত বলিয়া স্বীকার করিয়া দশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিলেও তাহারা কখন ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করে নাই।

মাস্ত (মাসাশৌচ) শাখার যোগীরা বৃহৎযোগিনীতন্ত্রের বচনপ্রমাণে মহাদেব হইতে আট জন সিদ্ধের উৎপত্তি স্বীকার করে। ঐ সিদ্ধগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক যোগ করিতে থাকেন, যোগবলে শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাঁহারা দেবাদিদেবের অপ্রিয়ভাজন হইয়া উঠেন। শিব মায়াবলে ৮টী যোগিনী সৃষ্টি করিয়া সিদ্ধগণকে প্রলোভনার্থ প্রেরণ করেন। রমণীর কমনীয় রূপে মুগ্ধ হইয়া সিদ্ধগণ যোগমার্গ হইতে স্খলিত হন। তাঁহাদের সহবাসে যোগিনীগণের গর্ভে যে সন্তানসন্ততি উদ্ভূত হয়, তাহারা মাস্তযোগীর আদিপুরুষ।

আর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, কাশীবাসী জনৈক অবধূত সন্ন্যাসীর (শিবাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ) দুই পুত্র ছিল, তাহার ব্রাহ্মণপত্নীগর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র হইতে দশাশৌচ যোগী এবং বৈশ্যপত্নী-গর্ভজাত কনিষ্ঠতনয় হইতে মাস্তদিগের উৎপত্তি হয়। সম্ভবতঃ এই দুইটী স্বতন্ত্র থাকের মৃতাশৌচপদ্ধতির পার্থক্য নিরীক্ষণ করিয়াই এরূপ একটী কিংবদন্তী রচিত হইয়াছে।

এতদ্দেশে প্রচলিত কিংবদন্তী ও যোগীজাতীর সামাজিক সংস্থান আলোচনা করিয়া ডাঃ বুকানন অনুমান করেন যে, যে বংশে রাজা গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশীয় বঙ্গেশ্বরগণের রাজত্বকালে এই যোগিসম্প্রদায় সম্ভবতঃ তাঁহাদের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের সহিত পশ্চিমভারতবর্ষ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। যোগিগণ পালবংশীয় রাজন্যগণকে পাল উপাধিধারী নাথ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ সেই বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবের সময় বাঙ্গালায় যোগিগুরুগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রঙ্গপুরের যোগীরা রাজা মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের উদ্দেশে রচিত গীত গাইয়া থাকে।

পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও উপাখ্যানমূলক কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিয়া, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ব্বতন সিদ্ধযোগী নাথবংশীয়গণ হইতে বাঙ্গালায় যোগিগণ সমুদ্ভূত হইলেও, কোন বিশেষ কারণে অথবা রাজবিদ্বেষবশে এই বর্ণাশ্রমাচারী জাতিবিশেষের অধঃপতন ঘটিয়াছিল।

বৌদ্ধপ্রভাবের সময়ও এই যোগি-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লোপ হয় নাই। বৌদ্ধমতে মৎস্যেন্দ্রনাথাদি বৌদ্ধ এবং হিন্দুমতে তাঁহারা শৈব বলিয়াই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।

যাহাই হউক বাঙ্গালায় পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে যোগীদিগের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইলেও, তাহারা বৌদ্ধরাজগণের গুরুত্ব স্বীকার করায় সাময়িক বিপ্লব বশতঃ অনেকাংশে বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। রাজা গোপীচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র প্রভৃতি রাজগণপ্রসঙ্গে যোগিগুরু হইতে দীক্ষাপ্রাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে সম্ভবতঃ বঙ্গবাসী যোগিগণের আচারহীনতার সূত্রপাত হয়, অথবা বৌদ্ধ প্রাধান্যের হ্রাস ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটিলে বৌদ্ধবিদ্বেষী হিন্দুগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রাহ্মণপুরোহিতের সম্মানবৃদ্ধি এবং নাথগুরুদিগের সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে গোপালভট্টবিরচিত "বল্লালচরিতম্" নামক আধুনিক গ্রন্থে একটী রাজবিরোধের কথা আছে;—

"বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন যে সময়ে বল্লভানন্দ প্রমুখ সুবর্ণবণিকজাতির অস্পৃশ্যতা প্রতিপাদন করেন, সেই সময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও যোগীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। একদা শিবচতুর্দ্দশী নিশীথে রাজপুরোহিত বলদেব ভট্ট রাজার কাম্যপূজাদানার্থ জটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হন। মন্দিরস্থ যোগিগণ রাজপূজোপহারে লুব্ধ হইয়া বলদেবের নিকট হইতে ঐ সকল উপভোগ্য দ্রব্য গ্রহণে প্রয়াস পাইলে এই সূত্রে উভয়ের মনোবাদ ঘটে। পরে পুরোহিতের মুখে লোভের কথা শুনিয়া রাজা বল্লাল এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, 'অদ্য হইতে যাহারা যোগীদিগের সঙ্গে একাসনে উপবেশন, ইহাদের দানাদি গ্রহণ, যজন যাজনাদি অথবা কেবলমাত্র সাহায্যও করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। সুতরাং ইহাদের যোগপট্ট ও যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ ব্যর্থ হইবে।' তৎপর তিনি যোগীদিগের বৃত্তি (শিবোত্তর) প্রভৃতি কাড়িয়া লইলেন ইত্যাদি। এই আদেশ প্রচারিত হইবার পর বঙ্গবাসী যোগিগণের কতকাংশ বাঙ্গালা ছাড়িয়া পলায়ন করিল, কেহবা যোগপট্টাদি পরিত্যাগ ও জাতীয় ধর্ম্মবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপনে নানাবিধ ব্যবসা অবলম্বনপূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিল। রাজাদেশে হিন্দুসমাজে হীনশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় পর, অধিকাংশ যোগীই বস্ত্রবয়নে ব্রতী হইল।"

(বল্লালচরিত উ০খ০ ১১-৩২ শ্লোক)

এই সময় হইতেই তপঃপ্রভব নাথবংশীয় যোগিগণ যাঁহারা পূর্ব্বে পালরাজবংশের অধিকারে বাঙ্গালায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা-ভাজন ছিলেন ও সমাজে যোগিগুরু বলিয়া সমাদৃত হইতেন, তাহারাই অন্যভাবে নানা বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নীচ বলিয়া গণ্য হইলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে "গেঁয়ে যুগী ভিক্ পায় না" এই প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

রাজা বল্লালসেনের সময় হইতে বাঙ্গালায় যোগিসম্প্রদায় সমাজে নিম্নস্থান লাভ করিলেও তাহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের টোলে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে বাধা প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু ইহাতেও ইহারা সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। ইংরাজাধিকারে ইংরাজী শিক্ষাগুণে ইহাদের বর্ত্তমানে অনেক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি ঘটিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে যোগিজাতি মাত্রই নোয়াখালি জেলার দালাল-বাজারের রায়বংশের বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকেই স্বজাতির মুখপাত্র বলিয়া বিবেচনা করে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে যোগিবংশীয় ব্রজবল্লভ রায় মেঘনা নদীতীরবর্ত্তী ইংরাজবণিকদিগের চরপাতার কুঠীর দালাল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ রাধাবল্লভ রায় তথাকার যাচনদার ছিলেন। ব্রজবল্লভের পুত্র বাক্‌তা কাপড়ের কারবার চালাইয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুরের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি এবং নিষ্কর (লাখরাজ) ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন। এখনও তদ্বংশধরগণ ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন।

আজ সাতাস আটাশ বৎসর হইল, প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত জেলা-সমূহবাসী যোগিগণ একযোগে উপবীত ধারণ করেন। এই সূত্রে ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাদ বাধে এবং তাহাতে ফৌজদারী আদালতে কএকবার মকদ্দমা উপস্থিত হয়।

বর্ত্তমান যোগীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ নাথ, দেবনাথ, অধিকারী, বিশ্বাস, দালাল, গোস্বামী, যাচন্দার, মহন্ত, মজুমদার, নাথজি, পণ্ডিত, রায়, সরকার, চৌধুরী, ভৌমিক, শর্ম্মা, দেবশর্ম্মা, ভট্টাচার্য্য, মহাত্মা, মণ্ডল, মল্লিক, বক্সি, চক্রবর্ত্তী, স্থানপতি প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে শ্রেণী ও থাক বিভাগ আছে। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, বঙ্গজ, খেলেন্দ, ঘোলঘরে প্রভৃতি নামে ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন থাক গঠিত হইয়াছে। অবলম্বিত ব্যবসানিবন্ধন গৃহী যোগীদিগের মধ্যে হালুয়া, কবলে, মণিহারী, রঙ্গরেজ, গৃহস্থ (ইহাদের মধ্যে আবার ধানাই মণ্ডল, জানবার, ভগনভাজন ও পাবন নামে চারিটী বিভাগ আছে)। ধর্ম্মাশ্রমাচারীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী (কণকট্ট), দণ্ডী, ধর্ম্মঘরে, জাট, কাণিপা, ডুরীহার, অঘোর-পন্থী, ভর্ত্তৃহরি ও শার্ঙ্গহার নামক কয়টী শ্রেণীবিভাগ আছে। কোন কোন জেলায় কুলীন, মধ্যল্য ও বাঙ্গাল নামে তিনটী স্বতন্ত্র সামাজিক মর্য্যাদাগত শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। কোন কোন অঞ্চলে রঘু, মাধব, নিমাই ও পাগমল এই চারি ঘর কুলীন বলিয়া সমাজে আদৃত। ইহাদের মধ্যে কাশ্যপ, শিব, আদিনাথ, আলম্বি (আলম্যান?), অনাদি, বটুক, বীরভৈরব, গোরক্ষ, মৎস্যেন্দ্র, মীন ও সত্য গোত্র প্রচলিত আছে। ইহারা সাধারণে যুগী, যোগী, বা নাথ নামে পরিচিত।

বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ যুগী ও যুঙ্গীকে একজাতি বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাদের মতে যুগী ও যুঙ্গী এক পর্য্যায়বাচক; অবস্থার তারতম্যানুসারে এবং জাতীয় নিকৃষ্ট ব্যবসায় জন্য যুঙ্গীগণ যুগী হইয়াও সমাজে হেয় হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। যুগী বা যোগী ইহারা এক, কিন্তু যুঙ্গীগণ একটী নিকৃষ্ট বর্ণ-সঙ্কর জাতি মাত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যুঙ্গী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

"গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

অর্থাৎ বেশধারীর ঔরসে গঙ্গাপুত্রের কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহারাই যুঙ্গী নামে খ্যাত। এই যুঙ্গীগণ অতি নীচ জাতি। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। তাহারা নাথ-বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, কুত্রাপি তাহাদের নাথ উপাধি নাই এবং কোনরূপ সদাচারে প্রবৃত্ত নহে। অনেকে হল চালনা করে, ঢাক বাজায়, পাল্‌কী বহন করে। কেহ কেহ বা চুণের কার্য্য করে।

বঙ্গের বিভিন্ন জেলাবাসী যোগীদিগের মধ্যে আচার ব্যবহারাদির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। দক্ষিণ বিক্রমপুর, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় প্রধানতঃ মাস্য (মাসাশৌচ) শ্রেণীর এবং উত্তর বিক্রমপুর, প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে দশাশৌচ যোগীদিগের বাস আছে। ইহারা পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানাদি করে এবং একে অপরের পাচিত অন্ন খায়।

বস্ত্রবয়নবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করায় হালুয়া যোগিগণ সমাজে হেয় হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিপুরার চূর্ণদগ্ধকারী এবং মুর্শিদাবাদের কৃষিবৃত্তিধারী যোগীরা বৃত্তি-বিভ্রাট হেতু সমাজে হীন বলিয়া বিবেচিত। ঐরূপ কারণেই সূত্ররঞ্জকারী রঙ্গরেজ যোগী, কম্বলপ্রস্তুতকারী কম্বুলে-যোগী

এবং গালার অলঙ্কার ও খেলনাপ্রস্তুতকারী মণিহারী যোগী সমাজে নির্বাসন লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালার পশ্চিমসীমান্তবাসী ধর্ম্মঘরে যোগীরা ধর্ম্মরাজ, শীতলাদেবী ও মনসাদেবীর পূজা করিয়া থাকে এবং সময় সময় দেবীমূর্ত্তি হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে গীতসহকারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এই কারণে অন্যান্য যোগীদিগের নিকট ইহারা অশ্রদ্ধেয়। এই নিম্নশ্রেণীর যোগীদিগের মধ্যে তাম্রনির্ম্মিত অঙ্গুরী বা বলয়পরিধান ব্যতীত আর কোনরূপ সংস্কার ছিল না; কিন্তু এক্ষণে অনেকে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া পূর্ব্বতন যোগিগণের প্রথামত সামবেদীয় সংস্কারতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া ভবদেবভট্টবিরচিত সামবেদীয় সংস্কারপদ্ধতির অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতেছে। ইহারা টোলে যাইয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্র বসিতে আসন পায় না।

ইহাদের মধ্যে একমাত্র অনাদি বা শিবগোত্র এবং শিব, শম্ভু, সরোজ, ভূধর, শঙ্কর ও আপ্নবৎ প্রভৃতি প্রবর আছে। বিবাহকালে সগোত্রে কন্যাদান করিতে হয় দেখিয়া ইহারা বলে যে, ঐ সময়ে বর শিব-গোত্রীয়ই থাকেন, কেবলমাত্র কন্যা কাশ্যপগোত্র হইয়া যায়। সর্ব্বত্রই এ নিয়ম বলবৎ নাই। কোথাও কোথাও অন্যান্য গোত্রের সহিত আদান প্রদান হইয়া থাকে। মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, বীরভৈরব প্রভৃতি গোত্র এবং কুলীন, মধ্যল্য ও বাঙ্গাল অথবা ব্রাহ্মণ-যোগী, দণ্ডী যোগীপ্রভৃতি যে সকল শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে গোত্র বা বংশমর্য্যাদানুসারে বিবাহ দিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। উচ্চশ্রেণীর যোগীরা নিম্ন ঘরে বিবাহ করিলে সমাজে হীন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

যোগিগণ বিবাহাদি ব্যাপারে সামবেদীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলে। বিবাহকালে তাঁহাদের স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি পৌরোহিত্যে ব্রতী হয়। কিন্তু নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম জেলায় স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। অন্যত্র ইহাদের স্বতন্ত্র পুরোহিত নাই। কর্ত্তব্যানুরোধে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বিধবার বিবাহ প্রচলিত নাই।

বিবাহাদি সংস্কার ও দেবপূজাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই এই পুরোহিতবর্গ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিক্রমপুর অঞ্চলে এই পুরোহিতগণের উপর এক এক জন অধিকারী আছেন। তিনি সকল কর্ম্মেই পুরোহিতদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, এমন কি, ব্রাহ্মণ-যোগী ও সন্ন্যাসী-যোগীদিগের উপরও তিনি ধর্ম্মগুরুরূপে মন্ত্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না। দুঃখের বিষয় উক্ত উভয় শ্রেণীর যোগিগণ কোনরূপেই অধিকারীর নিকট আপনাদের অধীনতা স্বীকার করেন না; কারণ অধিকারী একজন নির্ব্বাচিত ব্যক্তি মাত্র। পূর্ব্বে এই অধিকারীর কার্য্য বংশপরম্পরানুগত ছিল, পরে উপযুক্ত বংশধরের অভাবে বর্ত্তমান কালে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকারীদিগেরও স্বতন্ত্র পুরোহিত থাকে। পুরোহিতের যাজন ব্যতীত, তিনি কিংবা তাহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি কোন কর্ম্মই সমাধা করিতে সমর্থ নহেন।

ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর যোগী-ব্রাহ্মণগণ উপবীতধারী। ঢাকাজেলাবাসী অনেক যোগীরই বর্ত্তমান সময়েও উপবীত নাই। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে উপবীতী ও নিরুপবীতী উভয় প্রকার যোগী দেখা যায়। ১২৮৪-৮৫ বঙ্গাব্দে বাঙ্গালার যোগীসাধারণ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে ব্রাহ্মণদিগের সহিত কএকটী মোকদ্দমার পর আন্দুল, হবিব্‌পুর প্রভৃতি স্থানের সভার মীমাংসায় কলিকাতা ও তদুপকণ্ঠবাসী যোগিগণ উপনয়ন গ্রহণ করেন।

যোগীদিগের মধ্যে শিবরাত্রিই প্রধান পর্ব্ব। কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পূজাপর্ব্বও ইঁহারা পালন করেন। এতদ্ভিন্ন গ্রাম্যদেবতা সিদ্ধেশ্বরীর পূজাও ইহারা ধুমধামে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, কাশী, গয়া, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম), নেপাল প্রভৃতি তীর্থস্থানে ইঁহারা গমনাগমন করেন। যজ্ঞডুম্বর, তুলসী, বট, পিপ্পল ও তমালবৃক্ষে ইঁহাদের বিশেষ ভক্তি আছে।

ময়মনসিংহের যোগীদিগের মধ্যে যে স্বশ্রেণীগত ব্রাহ্মণ আছে, উহারা "ব্রহ্মশর্ম্মা" নামে অভিহিত। সাধারণে উহাদিগকে 'মহাত্মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ঔরসে যোগী-কন্যার গর্ভজাত বলিয়া স্বীকার করেন।

অধিকাংশ যোগীই শিবের উপাসক। কৃষ্ণের উপাসনাকারী বৈষ্ণব যোগীদিগের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কেহ কেহ শক্তির উপাসনাও করেন।

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতবংশীয় গোঁসাইগণ যোগীদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া থাকেন। যোগী ব্রাহ্মণদিগের অনেকেই ইংরাজী লেখা পড়া করে না। যাহারা সংস্কৃত লেখা পড়া শিখে, তাহারা পাঠকের কার্য্য করে। ইহাদের মধ্যে কএকঘর সুন্দরবনের কপিলমুনি তীর্থের মোহান্ত দেখা যায়। ফাল্গুন মাসের বারুণী উৎসবের সময় স্থানে স্থানে যোগিগণ পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন।

শবদেহের সমাধির সময় প্রায় সকল যোগীই একরূপ প্রথার অনুসরণ করে। নাভি কলসী জলে শবদেহকে স্নান

করাইয়া নূতন বস্ত্র পরান হয়। বৈষ্ণব হইলে গলার তুলসী-মালা ও হস্তে জপমালা এবং শৈব হইলে রুদ্রাক্ষমালা দেওয়া হইয়া থাকে। অনন্তর কোথাও কোথাও তাহার বামস্কন্ধোপরি কএকটা কড়িপূর্ণ থলি রাখিয়া যোগীর যোগসমাধির ন্যায় অবস্থান করাইয়া ৮ ফুট গভীর গর্ত্তের মধ্যে সেই যোগাসনে উপবিষ্ট শবদেহ নামাইয়া দেওয়া হয়। গর্ত্তের মধ্যে মৃতদেহ উত্তরপূর্ব্বমুখে স্থাপিত হইলে উপর হইতে মাটী ফেলিয়া গর্ত্ত বুজাইয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, মৃত্তিকা প্রোথিত করিবার পূর্ব্বে ঐ শবদেহের মুখে অগ্নি দান করা হইয়া থাকে। সমাধিকার্য্য সমাধা হইবার পূর্ব্বে মৃতের নিকট আত্মীয়েরা তিল, মধু, তুলসী, কদলী, চিনি, ঘৃত, প্রভৃতি পক্ব অন্নে মিশাইয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া প্রেতোদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকে। শবদেহস্থাপনের নিমিত্ত বসুমতীকে ৩ হইতে ৭ কড়া কড়ি দেওয়া হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগেরও সমাধিপ্রথা পুরুষের ন্যায়। অধুনা যোগীসাধারণ শবদাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা অপরাপর হিন্দুর মত শবস্নানান্তে পিণ্ডদান করে। ঐ পিণ্ডের তণ্ডুল অগ্নিযোগে পাক করা হয়। পিণ্ডদানের পর যথারীতি মুখাগ্নি দিয়া শবদাহ করে। শবসমাধি অথবা দাহের পর "কাচা" পরে। দশ দিনে তাহারা ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিয়া দশ পিণ্ড দেয়। একাদশ দিনে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

[যোগিন্ শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উত্তর-পশ্চিমভারতের নানা স্থানে, কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত বহর বিভাগে এবং নেপালরাজ্যে ও উড়িষ্যা দেশের স্থানে স্থানে নানা শ্রেণীর যোগীজাতির বাস আছে। তাহাদের আচার ব্যবহার বঙ্গবাসী যোগিজাতির অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

হিমালয়-পার্ব্বত্য-প্রদেশসমূহ হইতে বাঙ্গালার সময় সময় হাথরে বা মুড়ঘরিয়া নামক একপ্রকার ভিক্ষুকের দল আসিয়া থাকে, উহারা কুকুর বিড়ালাদির মাংস খায় এবং ঘাটে মাঠে সামান্য বস্ত্রাচ্ছাদনী মধ্যে স্ত্রীপুত্র লইয়া দলে দলে ছাউনী করিয়া থাকে। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। চৌরকার্য্যে ইহারা বিশেষ পটু। ইহারা ভিক্ষালাভের প্রত্যাশায় সাধারণে যোগী বলিয়া পরিচয় দিলেও,অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার দর্শন করিলে ইহাদের অতি অন্ত্যজ জাতি বলিয়াই বিবেচিত হয়। বাঙ্গালার যোগীজাতির সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

যোগীন্দ্র (পুং) যোগিনামিন্দ্রঃ। যোগীশ্বর, যোগিশ্রেষ্ঠ।

যোগীকুণ্ড, হিমালয়স্থ তীর্থভেদ। (হিমবৎ ৩৩।১৭)

যোগীশ (পুং) যোগিনামীশঃ। ১ যোগীশ্বর। ২ যাজ্ঞবল্ক্যের নামান্তর। ৩ ললিতাক্রমদীপিকারচয়িতা।

যোগীশ্বর (পুং) যোগিনামীশ্বরঃ। ১ যাজ্ঞবল্ক্যমুনি। (হেম) ২ দানবাক্যসমুচ্চয়প্রণেতা। (ত্রি) ৩ যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যোগীশ্বরী (স্ত্রী) যোগিনামীশ্বরী। ১ দুর্গা।

"যোগিশক্রাদয়ো দেবাঃ সনকাদ্যাস্তপোধনাঃ।
তেষাং স্বামী তথা যোগী ঈশ্বরী প্রভুপালনা॥
আত্মেন্দ্রিয়মনাদীনাং সংযোগো যোগ উচ্যতে।
তেষাং বা যোজনাদ্‌যোগী যোগৈশ্বর্য্যবিবোধনা॥"(দেবীপু০৪৫অ০)

যোগেন্দ্র (পুং) যোগিশ্রেষ্ঠ। মহাযোগী।

যোগেন্দ্ররস, রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী,—বিশুদ্ধ রসসিন্দূর ১ তোলা এবং স্বর্ণ, কান্তলৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ প্রত্যেকে ৷৷০ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া তিন দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। পরে ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ত্রিফলার জল অথবা চিনির সহিত অবস্থানুসারে সেবন করাইবে। এই যোগবাহি-রস বাতপিত্ত জাত সকল প্রকার রোগনাশক। ইহাতে প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, অপস্মার, ভগন্দরাদি গুদাময়, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি অচিরে উপশমিত হয়। দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে রাত্রিতে গব্য দুগ্ধই প্রশস্ত।

যোগেশ (পুং) যোগস্য ঈশঃ। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি। (হেম) (ত্রি) যোগেশ্বর। (ভাগ০ ৪।১৯।৬)

যোগেশ্বর (পুং) যোগানামীশ্বরঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

"ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি॥
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ॥ (ভাগ০ ১।১অ০)

২ শিব। (ভারত ১৩।১১।৩২৩) ৩ দেবহোত্রতনয়। (ভাগবত ৮।১৩।৩২) (ত্রি) ৪ যোগযুক্ত।

যোগেশ্বর, ১ জনৈক কবি। ২ খেচরচন্দ্রিকা ও যোগেশ্বর-পদ্ধতিরচয়িতা। ৩ ব্রহ্মবোধিনীপ্রণেতা।

যোগেশ্বর, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গভেদ।

যোগেশ্বরচক্র (ক্লী) চক্রভেদ। (প্রাণতোষিণী)

যোগেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (হেম)

যোগেশ্বরত্ব (ক্লী) যোগেশ্বরস্য ভাবঃ ত্ব। যোগেশ্বরের ভাব বা ধর্ম্ম, যোগৈশ্বর্য্য।

যোগেশ্বরী (স্ত্রী) যোগিনামীশ্বরী। ১ দুর্গা। ২ বন্ধ্যা-কর্কোটকী। ৩ শক্তিমূর্ত্তিভেদ। (সহ্যাদ্রি ৩৩।১২৭)

যোগেষ্ট (ক্লী) যোগে সন্ধিচ্ছিদ্রাদিপূরণে ইষ্টং। সীসক।

"নাগং মহাবলং চীনং পিষ্টং যোগেষ্টসীসকং।" (বৈদ্যকরত্নমা০)

যোগৈশ্বর্য্য (ক্লী) যোগস্য ঐশ্বর্য্যং। যোগের ঐশ্বর্য্য, যোগসিদ্ধ হইলে যে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়, তাহার নাম যোগৈশ্বর্য্য, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য।

যোগোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

যোগ্য (ত্রি) যোজ্যতে ইতি যুজ্-ণিচ্-ণ্যৎ, বা যোগায় প্রভবতি যোগ-(যোগাদ্‌যচ্চ। পা. ৫।১।১০৩) ইতি যৎ। ১ প্রবীণ। ২ যোগার্হ।

"কান্ত্যা গিরা সূনৃতয়া চ যোগ্যা ত্বমেব কল্যাণি তয়োস্তৃতীয়া।"
(রঘু ৬।২৯)

৩ উপায়ী। ৪ শক্ত। ৫ যোজনসাধনভূত।

"ঋতস্য বা কেশিনা যোগ্যাভিঃ" (ঋক্ ৩।৬।৬)

'যোগ্যাভিঃ যোজনসাধনভূতাভিঃ রজ্জুভিঃ' (সায়ণ)

৬ শকটাদিযোজনীয়।

"যোক্ত্রেণ হি যোগ্যং যুঞ্জন্ত্যস্তি বৈ পত্ন্যা"(শত৽ব্রা৽ ১।৩।১।১৩)

'যোগ্যং যোজনীয়মনডুদশ্বাদিকং' (ভাষ্য৽)

(পুং) ৭ পুষ্যানক্ষত্র। (ক্লী) ৮ ঋদ্ধি নামৌষধ।

৯ বৃদ্ধিনামৌষধ। (অমর)

যোগ্যতা (স্ত্রী) যোগ্যস্য ভাবঃ যোগ্য-তল্-টাপ্। ক্ষমতা।

"তথাস্থানস্থযোগ্যানি যোগ্যতাং যান্তি কালতঃ।
যোগ্যাস্ত্বযোগ্যতাং যান্তি কালবশ্যা হি যোগ্যতা॥"
(মার্কণ্ডেয়পু৽ ১১৩।১)

২ শাব্দবোধকারণবিশেষ। যোগ্যতা থাকিলে শাব্দবোধ হইয়া থাকে, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহ বাক্য নামে অভিহিত হয়। যে স্থলে পদার্থের পরস্পর-সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা হয় না, তথায় যোগ্যতা হয়। 'বহ্নিনা সিঞ্চতি' বহ্নিদ্বারা সেক করিতেছে, এই স্থলে পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ হয় না বলিয়া ইহা বাক্য হয় না।

"বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তপদোচ্চয়ঃ। যোগ্যতা পদার্থানাং পরস্পরসম্বন্ধে বাধাভাবঃ, পদোচ্চয়স্যৈতদ-ভাবেঽপি বাক্যত্বে বহ্নিনা সিঞ্চতি ইত্যপি বাক্যং স্যাৎ"
(সাহিত্যদ৽ ১।৬)

নৈয়ায়িকদিগের মতে তৎপদার্থে তৎপদার্থবত্তার নাম যোগ্যতা অর্থাৎ একপদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম যোগ্যতা। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণই যোগ্যতাকে শাব্দবোধের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ ইহা স্বীকার করেন না।

"পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা।"(ভাষাপরি৽)

'একপদার্থে অপরপদার্থসম্বন্ধো যোগ্যতা। নব্যাস্তু যোগ্যতা-জ্ঞানং ন শাব্দবোধে কারণং' (সিদ্ধান্তমুক্তা৽)

যোগ্যত্ব (ক্লী) যোগ্যস্য ভাবঃ ত্ব। যোগ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, যোগ্যতা।

যোগ্যা (স্ত্রী) যোগ্য-টাপ্। ১ অভ্যাস।

"অপরঃ প্রণিধানযোগ্যয়া মরুতঃ পঞ্চ শরীরগোচরান্।"(রঘু ৮।১৯)

'প্রণিধানযোগ্যয়া সমাধ্যভ্যাসেন' (মল্লিনাথ)

২ অর্কযোষিৎ। (মেদিনী) ৩ শাস্ত্রাভ্যাস, পর্য্যায় খুরলী, শ্রম, অভ্যাস।

"এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যার্হেষু যথাবিধি।
দ্রব্যেষু যোগ্যাং কুর্ব্বাণো ন প্রমুহ্যতি কর্ম্মসু॥
তস্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছন্ শস্ত্রক্ষারাগ্নিকর্ম্মসু।
যস্য যত্রেহ সাধর্ম্ম্যং তত্র যোগ্যাং সমাচরেৎ॥"
(সুশ্রুত সূত্রস্থা৽ ৯অ৽)

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, শস্ত্রক্রিয়াদি কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহাকে যোগ্যা কহে। যে কর্ম্ম করা হইবে, তাহাতে উপযুক্ত হওয়ার নামই যোগ্যা।

৪ যুবতী।

"নিদাঘশরদোর্বালা প্রৌঢ়া বর্ষাবসন্তয়োঃ।
হেমন্তে শিশিরে যোগ্যা ন বৃদ্ধা কাপি শস্যতে॥" (রাজব৽)

যোগ্যানুপলব্ধি (স্ত্রী) যোগ্যস্য অনুপলব্ধিঃ। অভাবজ্ঞান-সাধনবিশেষ।

যোজক (ত্রি) যোজয়তীতি যুজ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ সংযোগ-কারক, মেলক, মিলনকারী।

"উন্নহ্যন্তি রথং নাগা গ্রামণ্যো রথযোজকাঃ।
চোদয়ন্তি রথং পৃষ্ঠে নৈঋতা বলশালিনঃ॥" (ভাগ৽ ১২।১১।৪৮)

২ যে সংকীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহদ্ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

যোজন (ক্লী) যুজ্যতে মনো যস্মিন্নিতি যুজ্-ল্যুট্। ১ পরমাত্মা। ২ যোগ। ৩ একত্রকরণ, সংঘটন, মেলন। ৪ চতুঃক্রোশী, চারিক্রোশ বা ১৬ হাজার হাতে একযোজন। লীলাবতীমতে ৩২ হাজার হাতে একযোজন হয়।

"যবোদরৈরঙ্গুলমষ্টসংখ্যৈর্হস্তোঽঙ্গুলৈঃ ষড়্‌গুণিতৈশ্চতুর্ভিঃ।
হস্তৈশ্চতুর্ভির্ভবতীহ দণ্ডঃ ক্রোশঃ সহস্রদ্বিতয়েন তেষাং॥
স্যাদ্‌যোজনং ক্রোশচতুষ্টয়েন তথা করাণাং দশকেন বংশঃ।"
(লীলাবতী)

যোজনগন্ধা (স্ত্রী) যোজনং গন্ধোঽস্যাঃ যোজনাৎ গন্ধোঽস্যা ইতি বা। ১ কস্তূরী। ২ সীতা। ৩ ব্যাসমাতা সত্যবতী।

"ইত্যুক্তেন তু সা কন্যা ক্ষণমাত্রেণ ভাবিনী।
কৃতা যোজনগন্ধা তু সুরূপা চ বরাননা॥"
(দেবীভাগ৽ ২।২।১৮) [মৎস্যগন্ধা দেখ]

যোজনগন্ধিকা (স্ত্রী) যোজনগন্ধা স্বার্থে ক, টাপ্, ইত্বঞ্চ। যোজনগন্ধা।

যোজনপর্ণী (স্ত্রী) যোজনায় সন্ধিস্থানাদের্মেলনার্থং পর্ণং যস্যাঃ। মঞ্জিষ্ঠা। (রত্নমালা)

যোজনবল্লিকা (স্ত্রী) যোজনবল্লী, স্বার্থে কন্ টাপ্। মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি০)

যোজনবল্লী (স্ত্রী) যোজনগামিনী অতিদীর্ঘা বল্লী যস্যাঃ। মঞ্জিষ্ঠা। (অমর) [মঞ্জিষ্ঠা দেখ]

যোজনা (স্ত্রী) যুজ-ণিচ্-অন্-টাপ্। যোগকারণা।

যোজনীয় (ত্রি) যুজ-অনীয়র্। যোজনযোগ্য, মিলনযোগ্য, যোগের উপযুক্ত, যোগের যোগ্য।

যোজন্য (ত্রি) ১ যোজনীয়, সম্বন্ধীয়। ২ যোজন-ব্যবধান।

যোজয়িতব্য (ত্রি) যুজ-ণিচ্-তব্য। যোজনের উপযুক্ত।

যোজিত (ত্রি) যুজ-ণিচ্-ক্ত। কারিতযোজন, যে যোগ করাইয়াছে।

"অহং দণ্ডধরো রাজা প্রজানামিহ যোজিতঃ।"(ভাগ০৪।২১।২২)

মেলিত। ২ নিয়মিত। ৩ রচিত।

যোজিতৃ (ত্রি) যুজ-ণিচ্-তৃচ্। যোজক, যোগকারক।

যোজ্য (ত্রি) ১ সংযোগযোগ্য, মিশাইবার যোগ্য। ২ ব্যবহারযোগ্য। ৩ যোগের বস্তু।

যোটক (পুং) যোটন, মেলন। বিবাহকালে বর ও কন্যার কোষ্ঠী দেখিয়া বিবাহে শুভাশুভ স্থির করার নাম যোটক। বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কন্যার পরস্পরের জন্মরাশি, জন্মনক্ষত্র ও রাশ্যধিপতি গ্রহ হইতে যে শুভাশুভ বিচার করা যায়, তাহাকেই যোটক কহে।

এই যোটক আটভাগে বিভক্ত, যথা বর্ণকূট, বশ্যকূট, তারাকূট, যোনিকূট, গ্রহমৈত্রীকূট, গণমৈত্রীকূট, রাশিকূট ও ত্রিনাড়ীকূট।

"বর্ণো বশ্যং তথা তারা যোনিশ্চ গ্রহমৈত্রকম্।
গণমৈত্রং ভকূটঞ্চ নাড়ী চৈতে গুণাধিকাঃ॥" (মুহূর্ত্তচিন্তা০)

বর ও কন্যার পরস্পরের বর্ণের একতা বা মিত্রতা হইলে একগুণফল, তাহার সহিত বশ্যতাযোগে দ্বিগুণফল, তারাশুদ্ধিযোগে ত্রিগুণফল, এইরূপ অষ্টপ্রকারে শুভ হইলে দম্পতীর পূর্ণশুভফল হইয়া থাকে। দোষ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে।

বর্ণকূট—প্রথমে মেষাদি দ্বাদশ রাশির বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে, পরে বরের রাশি অপেক্ষা যদি কন্যা শ্রেষ্ঠবর্ণা হয়, তাহা হইলে সেই কন্যাকে কদাচ বিবাহ করিবে না। বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিলে ভর্ত্তার অশুভ হইয়া থাকে। শূদ্রবর্ণ অপেক্ষা বৈশ্যবর্ণ শ্রেষ্ঠ, বৈশ্য অপেক্ষা ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণবর্ণ শ্রেষ্ঠ।

"ক্ষাত্রবিট্শূদ্রবিপ্রাঃ স্যুঃ ক্রমান্মেষাদিরাশয়ঃ।
তত্র বর্ণাধিকা কন্যা নৈবোদ্বাহ্যা কদাচন॥
বর্ণশ্রেষ্ঠা তু যা নারী বর্ণহীনস্তু যঃ পুমান্।
বিবাহং যদি কুর্ব্বীত তস্য ভর্ত্তা বিনশ্যতি॥" (দীপিকা)

বশ্যকূট—যদি বরের রাশি মিথুন, কন্যা, তুলা, কুম্ভ ও ধনু ইহার কোনটীর পূর্ব্বার্দ্ধ হয় এবং যদি মেষ, বৃষ, কর্কট, বিছা, মকর, মীন ও ধনু ইহার যে কোনটীর শেষার্দ্ধ কন্যার রাশি হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা বরের বশীভূতা হইয়া থাকে। আর যদি বরের সিংহরাশি হয়, এবং কন্যার মেষ, বৃষ, মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনু, কুম্ভ ও মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ, ইহার অন্যতম রাশি হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা উক্ত বরের বশীভূতা হয়। কিন্তু কন্যার রাশি কর্কট, বিছা, মীন ও মকরের শেষার্দ্ধ, ইহার অন্যতম হইলে সেই কন্যা সিংহরাশি বরের বশীভূতা হয় না। মিথুন, তুলা ও কুম্ভ ইহার অন্যতম যদি কন্যার রাশি হয়, আর মেষ, বৃষ, কর্কট ইহার মধ্যে কোন একটী বরের রাশি হয়, তাহা হইলে সেই পতি পত্নীকে বশীভূতা করিতে পারেন না, অথচ স্বয়ংই পত্নীর বশীভূত হইয়া থাকেন। কন্যার সিংহরাশি হইলে সেই কন্যা প্রায়ই পতিকে বশীভূত করিয়া থাকে।

বশ্যাবশ্য এইরূপে স্থির করিতে হয়,—সিংহরাশি ব্যতীত চতুষ্পাদরাশি সকল দ্বিপাদরাশির বশীভূত হয়, জলজ রাশি সকল দ্বিপাদরাশির ভক্ষ্য, আর সরীসৃপ ও কীটসংজ্ঞক রাশি সকল দ্বিপাদ রাশির বশ্য। সরীসৃপ ও এইরূপে রাশি ভিন্ন দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ রাশি সকল সিংহরাশির বশীভূত হইয়া থাকে।

বিবাহে বরের রাশির সহিত কন্যার বশ্যতা বিচার করিতে হয়। বরের রাশি কন্যার রাশির বশ্য হইলে সেই পুরুষ স্ত্রীপরায়ণ এবং কন্যার রাশি বরের রাশির বশ্য হইলে সেই কন্যা পতির সম্পূর্ণ বশ্যা ও পতিপরায়ণা হয়। কন্যার রাশি বরের রাশির বশীভূতা না হইলে সেই বিবাহে নানাবিধ অশুভ ও কলহাদি হয়।

"এবং বশ্যসমাযোগে দম্পত্যোঃ প্রীতিরুত্তমা।
বশ্যাভাবেঽপি দম্পত্যোর্বিবাহঃ কলহপ্রদঃ॥" (দীপিকা)

তারাকূট—বরের জন্মনক্ষত্র হইতে কন্যার জন্মনক্ষত্র-গণনায় যদি ১,২,৪,৬,৮, বা ৯,ইহার মধ্যে কোন একটী হয়,তাহা হইলে বরের তারা শুদ্ধ হয়। ৯এর অধিক হইলে ৯ বাদ দিয়া উক্ত নিয়মে তারাশুদ্ধি দেখিতে হয়। বর ও কন্যা এই উভয়েরই তারাশুদ্ধি দেখা আবশ্যক। বরের নক্ষত্র হইতে কন্যার নক্ষত্র ও কন্যার নক্ষত্র হইতে বরের নক্ষত্র তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম, ইহার যে কোন একটী হইলে উভয়েরই তারা অশুদ্ধ হইয়া থাকে। বর ও কন্যা উভয়েরই তারা শুদ্ধ, এরূপ অতি অল্পই হয়,

এই জন্য কেবল বরের তারা শুভ দেখিয়া বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

যোনিকূট—শতভিষা ও অশ্বিনীনক্ষত্রের ঘোটকযোনি, স্বাতি ও হস্তার মহিষযোনি, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও ধনিষ্ঠার সিংহ-যোনি, ভরণী ও রেবতীর হস্তিযোনি, কৃত্তিকা ও পুষ্যার মেষ-যোনি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও শ্রবণার বানরযোনি, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়ার নকুলযোনি, রোহিণী ও মৃগশিরার সর্পযোনি, জ্যেষ্ঠা ও অনুরাধার হরিণযোনি, আর্দ্রা ও মূলার কুকুরযোনি, উত্তর-ফল্গুনী ও উত্তরভাদ্রপদের গোযোনি, চিত্রা ও বিশাখার ব্যাঘ্র-যোনি, অশ্লেষা ও পুনর্ব্বসুর বিড়ালযোনি এবং মঘা ও পূর্ব্ব-ফল্গুনীর ইন্দুরযোনি।

গো ও ব্যাঘ্রযোনি পরস্পর বিরুদ্ধ; হস্তী ও সিংহযোনি, অশ্ব ও মহিষযোনি, কুকুর ও হরিণ, নকুল ও সর্প, বানর ও মেষ, বিড়াল ও ইন্দুর ইহাদের পরস্পর বৈরতা জানিতে হইবে।

যদি বর ও কন্যার এক যোনি হয়, তাহা হইলে সেই বিবাহে শুভ, ভিন্ন যোনি হইলে মধ্যম এবং বৈরযোনি হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। ইহাতে গর্গমুনির মত এই যে, প্রীতিযোনির অভাবে অর্থাৎ বৈরযোনিতে কদাচ বিবাহ করিবে না, কারণ ইহাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা, কিন্তু যদি কন্যার রাশি বরের বশ্য হয়, তাহা হইলে বৈরযোনি বিবাহে দোষাবহ নহে।

"একযোনিষু সম্পত্তি র্দম্পত্যোঃ সঙ্গমে সদা।
ভিন্নযোনিষু মধ্যা স্যাদরিভাবে ন চেত্তয়োঃ ॥" (অত্রি)
"যোনেরভাবে নোদ্বাহঃ কার্য্যঃ স তু বিয়োগদঃ।
রাশিবশ্যক যত্রাস্তি কারয়েত্তু দোষভাক্ ॥" (গর্গ)

গ্রহমৈত্রকূট—গ্রহগণের স্বাভাবিক যে শত্রু মিত্র প্রভৃতি নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে উহা নিরূপণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, বর ও কন্যার রাশ্যধিপ গ্রহের যদি পরস্পর মিত্রতা থাকে, তাহা হইলে সেই বিবাহে উভয়ের পরম সুখ,সম হইলে মধ্যম-প্রীতি এবং বৈরতা হইলে পরস্পর শত্রুতা ও কলহাদি হইয়া থাকে। বর ও কন্যার রাশ্যধিপের মিত্রতা হইলে যেরূপ শুভ, উভয়ের রাশ্যধিপগ্রহ এক হইলেও তদ্রূপ ফল হইয়া থাকে। ইহার প্রতিপ্রসব বৃহন্নারদসংহিতায় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে যে,—বর ও কন্যার রাশি যদি পরস্পর তৃতীয় ও একাদশ, চতুর্থ ও দশম এবং সমসপ্তক হয়, তাহা হইলে রাশ্যধিপের শত্রুতা থাকিলেও বিবাহে শুভ হইয়া থাকে।

"দম্পত্যোর্দ্বতী প্রীতির্গ্রহমৈত্র্যাং সমে সমা।
বৈরে বৈরমবাপ্নোতি তয়োরেকাধিপে শুভম্ ॥" (কশ্যপ)
"একাদশে তৃতীয়ে চ সপ্তমে চ চতুর্থকে।
গ্রহমৈত্রীং বিনা কুর্য্যাচ্ছুভয়োঃ সমসপ্তকে ॥" (বৃহন্নারদীয়)

গণকূট—বর ও কন্যার জন্মনক্ষত্র হইতে গণকূট বিচার করিতে হয়। জন্মনক্ষত্রানুসারে বর ও কন্যার গণ নিরূপণ করিয়া যদি উভয়েরই এক গণ হয়, তবে দম্পতীর শুভ, দেব-গণ ও নরগণে মধ্যমশুভ, দেবগণ ও রাক্ষসগণে শত্রুতা এবং নরগণ ও রাক্ষসগণে উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হইয়া থাকে। জ্যোতিস্তত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি বরের নরগণ এবং কন্যার রাক্ষসগণ হয়, তাহা হইলেও বরের মৃত্যু বা নির্দ্ধনতা হইয়া থাকে।

এই গণমেলকের প্রতিপ্রসবও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে গর্গ মুনির মত এই যে, যদি বরের রাক্ষসগণ এবং কন্যার নরগণ হইয়া সদ্ভকূট অর্থাৎ রাজযোটক মেলক হয়, এবং পরস্পরের রাশ্যধিপতির মিত্রতা, রাশিবশ্য ও মিত্রযোনি হয়, তাহা হইলে সেই বিবাহে কোন দোষ না হইয়া শুভ হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ মুনির মতে যদি কন্যার রাক্ষসগণ এবং বরের নরগণ হয়, আর পূর্ব্বোক্ত রাজযোটক মেলক হয়, তাহা হইলে সেই বিবাহে দোষ হয় না।

"স্বজাতৌ পরমা প্রীতির্মধ্যমা দেবমানুষে।
দেবাসুরে বৈরতা চ মৃত্যুর্মানুষরাক্ষসে ॥
রাক্ষসী চ যদা কন্যা মানুষশ্চ বরো ভবেৎ।
দেবাসুরে বৈরতা চ মৃত্যুর্মানুষরাক্ষসে ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
"রক্ষোগণো যদা পুংসাং কুমার্য্যাঃ নৃগণো ভবেৎ।
সদ্ভকূটং খগপ্রীতির্যোনিশুদ্ধিঃ শুভপ্রদা ॥" (গর্গ)
"গ্রহমৈত্রী রাশিবশ্যং সদ্ভকূটং ভবেদ্যদি।
সদ্গণাভাবজনিতো দোষঃ কোঽপি ন বিদ্যতে ॥" (বশিষ্ঠ)

ভকূট—বর ও কন্যার যদি একরাশি হয়, অথবা পরস্পর সমসপ্তম, চতুর্থদশম, বা তৃতীয়একাদশ হয়, তাহা হইলে রাজ-যোটক মেলক হয়, এই রাজযোটক মেলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; বর ও কন্যার যোটক মেলক হইয়া যদি তাহার সহিত গ্রহমৈত্র, গণ, বর্ণ ও তারা শুদ্ধি হয়, তাহা হইলে দম্পতীর নানাবিধ সুখ ঐশ্বর্য্যাদি হইয়া থাকে।

রাজমার্ত্তণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, বর ও কন্যার রাজযোটক মেলক হইয়া যদি উভয়ের রাশ্যধিপের শত্রুতা থাকে, বা বরের নক্ষত্র হইতে কন্যার নক্ষত্রগণনায় বিপৎ, প্রত্যরি বা বধতারা হয় বা উভয়ের মধ্যে একের রাক্ষসগণ ও অন্যের নরগণ, নাড়ীনক্ষত্রে বেধ, অথবা কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা হয়, তাহা-হইলে এই রাজযোটকের শুভশক্তিপ্রভাবে ঐ সকল দোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

"একরাশৌ চ দম্পত্যোঃ শুভং স্যাৎ সমসপ্তমে।
চতুর্থদশমে চৈব তৃতীয়ৈকাদশে তথা ॥
ন রাজযোগে গ্রহবৈরিতা চ ন তারশুদ্ধি র্ন গণত্রয়ং স্যাৎ।
ন নাড়ীদোষো ন চ বর্ণদুষ্টির্গর্গাদয়স্তে মুনয়ো বদন্তি ॥"
(রাজমার্ত্তণ্ড)

বিষমসপ্তম—বর ও কন্যার পরস্পর যদি মেষ ও তুলা, মিথুন ও ধনু, এবং সিংহ ও কুম্ভ ইত্যাদি রূপ বিষম ও সপ্তম রাশি হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিষমসপ্তম কহে, উহাতে কখন বিবাহ দিবে না, এইরূপ বিবাহে নানারূপ অশুভ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

"যোটকে সপ্তকে মেষতুলে যুগ্মহয়ৌ তথা।
সিংহঘটৌ সদা বর্জ্জ্যৌ মৃতিস্তত্রাব্রবীচ্ছিবঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ষড়ষ্টকাদিদোষ—বর ও কন্যার রাশি যদি পরস্পর ষষ্ঠ ও অষ্টম হয়, তাহা হইলে সেই বিবাহে কন্যার মৃত্যু হয়, দ্বিদ্বাদশ হইলে ধনহীনতা এবং নবপঞ্চক হইলে সন্তানহানি হইয়া থাকে।

মিত্রষড়ষ্টক—ষড়ষ্টক নিন্দনীয় হইলেও মিত্রষড়ষ্টক বিশেষ দোষাবহ নহে, কিন্তু অরিষড়ষ্টকে কদাচ বিবাহ দিবে না। বর ও কন্যার রাশি যদি মকর ও মিথুন, কন্যা ও কুম্ভ, সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বিছা ও মেষ এবং কর্কট ও ধনু হয়, তাহা হইলে উক্ত দুই দুই রাশির অধিপতির পরস্পর মিত্রতা হেতু মিত্রষড়ষ্টক হইয়া থাকে। মিত্রষড়ষ্টক স্থলেও যদি কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম হয় ও বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি ষষ্ঠ হয়, তাহা হইলে কদাচ বিবাহ দিবে না। মিত্রষড়ষ্টক স্থলে তারাশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। বরের নক্ষত্র হইতে গণনায় কন্যার নক্ষত্র যদি বিপদ্, প্রত্যরি বা বধ, ইহার একটী হয়, তাহা হইলে কদাচ বিবাহ দিবে না, কিন্তু যদি জন্মতারা সম্পদ্, ক্ষেম, সাধক, মিত্র বা পরমমিত্র হয়, তাহা হইলে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

অরিষড়ষ্টক—বর ও কন্যার রাশি যদি মকর ও সিংহ, কন্যা ও মেষ, মীন ও তুলা, কর্কট ও কুম্ভ, বৃষ ও ধনু এবং বিছা ও মিথুন হয়, তাহা হইলে এই সকল রাশ্যধিপতির সহিত পরস্পর শত্রুতা থাকায় অরিষড়ষ্টক হইয়া থাকে। এই অরিষড়ষ্টকে বিবাহ হইলে দম্পতীর নিরন্তর কলহ হইয়া থাকে।

ষড়ষ্টক ও নবপঞ্চমাদিতে এইরূপ প্রতিপ্রসব দৃষ্ট হয়। বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি পঞ্চম হইলে সেই কন্যা মৃতবৎসা হয়, কিন্তু নবম হইলে পুত্রবতী ও পতিব্রতা হইয়া থাকে। বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হইলে কন্যা ধনহীনা এবং দ্বাদশ হইলে ধনবতী হয়। বর ও কন্যার রাশ্যধিপ গ্রহদ্বয়ের যদি মিত্রতা থাকে, বা উভয়ের রাশ্যধিপ গ্রহ এক হয় এবং বরের নক্ষত্র হইতে কন্যার নক্ষত্রগণনায় তারাশুদ্ধ হয় ও কন্যার রাশি বরের রাশির বশ্য হয়, তাহা হইলে ষড়ষ্টক, নবপঞ্চম ও দ্বিদ্বাদশ-যোগেও বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে দম্পতীর শুভ হইয়া থাকে।

যদি বর ও কন্যার এক নক্ষত্র হইয়া এক রাশি হয়, তাহা হইলে সেই বিবাহে কন্যা ধনবতী ও পুত্রবতী হয়, এবং যদি বর ও কন্যার এক নক্ষত্র হইয়া রাশি ভিন্ন হয়, তাহা হইলেও দম্পতীর শুভ হইয়া থাকে। আর যদি বর ও কন্যার ভিন্ন নক্ষত্র হইয়া এক রাশি হয়, তাহাতে বিবাহ হইলেও বিশেষ শুভ হয়।*

নাড়ীকূট—সর্পাকার ত্রিনাড়ী চক্রে অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র নিম্নলিখিত নিয়মে বিন্যাস করিয়া বেধ অনুসারে শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। অশ্বিনী, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই ৯টী আদ্যনাড়ী বা ক্রোড়নাড়ী নক্ষত্র। ভরণী, মৃগশিরা, পুষ্যা, পূর্ব্বফল্গুনী, চিত্রা, অনুরাধা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ এই ৯টী মধ্যনাড়ী নক্ষত্র। কৃত্তিকা, রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা, স্বাতি, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও রেবতী এই ৯টী পৃষ্ঠ-নাড়ী নক্ষত্র। বর ও কন্যা উভয়ের জন্মনক্ষত্র যদি এক নাড়ীস্থ হয়, তাহা হইলে নাড়ীবেধ হইয়া থাকে। এই নাড়ীবেধে বিবাহ বর্জ্জনীয়।

নাড়ীবেধের ফল—বর ও কন্যা উভয়ের জন্ম নক্ষত্র আদ্যনাড়ীস্থ হইলে বরের, পৃষ্ঠনাড়ীস্থ হইলে কন্যার ও মধ্য-

* "ষড়ষ্টকে নিধনতাং সমুপৈতি নারী দ্বিদ্বাদশে চ নিয়তং ধনহীনতা চ।
পাণিগ্রহো যদি ভবেন্নবপঞ্চকর্ক্ষে সন্তানহানিমতুলাং মুনয়ো বদন্তি।
যদি কন্যাষ্টমে ভর্ত্তা ভর্ত্তুঃ ষষ্ঠে চ কন্যকা।
ষড়ষ্টকং বিজানীয়াদ্ বর্জ্জিতং ত্রিদশৈরপি।
মিত্রাদিযোগেঽপি ষড়ষ্টকাদৌ তারা বিপৎপ্রত্যরিনৈধনাখ্যাঃ।
বর্জ্জ্যা বিবাহে পুরুষোড়ুতো হি প্রীতিঃ পরা জন্মসু তারকাসু।
পুংসো গৃহাৎ সুতগৃহে সুতহা চ কন্যা ধর্ম্মে স্থিতা সুতবতী পতিব্রতা চ।
পুংসো গৃহাদ্ধনগৃহে ধনহা চ কন্যা রিপ্‌ফে স্থিতা ধনবতী পতিব্রতা চ।
একর্ক্ষা চ যদা কন্যা রাশ্যেকা চ যদা ভবেৎ।
ধনপুত্রবতী নারী ভর্ত্তা চ চিরজীবকঃ।
নক্ষত্রমেকং যদি ভিন্নরাশির্ন দম্পতী তত্র সুখং লভেতাং।
বিভিন্নমৃক্ষং যদি চৈকরাশিস্তদা বিবাহঃ শুভসৌখ্যদায়ী।
সৌহৃদ্যে হ্যুভয়োর্দ্বয়োরপি গ্রহয়োরেকাধিপত্যেঽপি চ
তারাবশ্যসুমিত্রমিত্রজননক্ষেমাখ সম্পদ্ যদি।
ষট্‌কাষ্টে নবপঞ্চমে ব্যয়ধনে যোগেঽপি পুংযোষিতোঃ
প্রীত্যায়ুঃসুখবৃদ্ধিপুষ্টিজনকঃ কার্য্যো বিবাহস্তদা ॥" (রাজমার্ত্তণ্ড)

নাড়ীস্থ হইলে উভয়ের মৃত্যু হয়। অতএব নাড়ীবেধে কদাচ বিবাহ দিবে না। কিন্তু যদি বর ও কন্তার একরাশি বা রাজযোটকাদি শুভ মেলক হয়, তাহা হইলে নাড়ীবেধে বিবাহ হইতে পারে। ইহাতে শ্রীপতির মত এই যে, বর ও কন্তার যদি মিত্রতা থাকে, অথবা উভয়ের রাশ্যধিপ এক হয় এবং বরের তারাশুদ্ধি ও বশ্যরাশি হয়, তাহা হইলে নাড়ীবেধে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

"প্রাঙ্‌নাড্যা বেধতো ভর্ত্তা মধ্যনাড্যোভয়স্তথা।
পৃষ্ঠনাড়ী বাধে কন্তা ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
তস্মান্নাড়ী সদা ত্যাজ্যা দম্পত্যোঃ শুভমিচ্ছতা।
একরাশ্যাদিযোগে তু নাড়ীদোষো ন বিদ্যতে॥
সুহৃদেকাধিপযোগে তারাবলে বশ্যরাশৌ বা।
অপি নাড্যাদির্বিরোধে ভবতি বিবাহো হিতার্থায়॥"
(শ্রীপতিস°)

এইরূপ নিয়মে যোটক মিলন করিয়া বিবাহ দিতে হয়।

যোট্‌পাট্ (দেশজ) কোন কার্য্য সিদ্ধির জন্ত যোগাড়। যোট্‌পাট্ বলিলে অনেক সময়ে ষড়যন্ত্র করা বা কার্য্যসিদ্ধার্থ অর্থসংগ্রহ করাও বুঝায়।

যোটা (দেশজ) ১ মিলন। ২ যোগদান। ৩ মেলা বা পাওয়া।

যোটান (দেশজ) ১ সংগ্রহ করণ। ২ গো অশ্বাদিকে শকটে সংযোজন।

যোটাযোটি (দেশজ) পরস্পর একত্র সম্মিলন।

যোড় (দেশজ) ১ সমকক্ষ, সমান। ২ ধুতিচাদর। ৩ স্ত্রী ও পুরুষ একত্র। ৪ কপোতাদির সঙ্গম। ৫ যুগ্মবস্ত্রের এক খানি। ফুলদান, গোলাপপাশ প্রভৃতি যোড়া বস্তুর একটা।

যোড়ন (দেশজ) ১ আরম্ভণ। ২ সংযোজন।

যোড়বাঙ্গলা (দেশজ) মন্দিরসংলগ্ন গৃহবিশেষ।

যোড়া (দেশজ) ১ যুগ্ম (কাপড়াদির দুইখানা)। ২ দুইটী বস্তুকে পরস্পর সংযোজিত করা। ৩ পরস্পরে সম্বন্ধ। ৪ কার্য্যে ব্যাপৃত বা সংলিপ্ত করা। ৫ পতিপত্নী।

যোড়েতাড়ে (দেশজ) নানা দ্রব্য বা বিষয়ের যোগে।

যোত (দেশজ) যোঁয়াল বাঁধিবার দড়ি। গাড়িতে অশ্ব জুড়িবার চর্ম্মরজ্জুবিশেষ। যোত্র৭

যোতদার (পারসী) ১ কৃষক। ২ যাহারা জমিদারের অধীনে জোত জমা রাখে।

যোতা (দেশজ) অশ্বাদিকে রজ্জুবদ্ধকরণ।

যোতু (পুং) যূয়তে জায়তে অনেনেতি যু বাহলকাৎ তু। পরিমাণ। (উজ্জ্বল)

যোত্র (ক্লী) যূয়তে ২নেনেতি যু (দাম্নীশসযুযুজস্তুতুদসিসিচমিহপতদংশনহ করণে। পা ৩।২।১৮) ইতি ষ্ট্রন্। যোক্ত্র।

"তয়তারাভিসংবীতাঃ স্ব যোত্রার পশবো যথা।"
(গৌঃ রামায়ণ ২।৪৫।২৯) [যোক্ত্র দেখ]

যোদ্ধৃ (পুং) যুধ্যতীতি যুধ-তৃচ্। যুদ্ধকর্ত্তা, পর্য্যায় ভট, যোধ। (অমর)

যোদ্ধব্য (ক্লী) যুধ-তব্য। যুদ্ধার্হ, যুদ্ধের যোগ্য।

"কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে।" (গীতা ১।২২)

যোধ (পুং) যুধ্যতীতি যুধ-অচ্। যোদ্ধা, যুদ্ধকারী।

"সঙ্কেতমিলিতৈস্তৈস্তৈর্যোধাদ্যৈঃ সৈনিকৈঃ সহ।
নিষ্প্রাবৎসেশ্বরং চণ্ড মহাসেনাস্তিকঞ্চ তৎ॥"
(কথাসরিৎসা° ১২।২২)

যোধক (পুং) যুধ্যতীতি যুধ-ণ্বুল্। যোদ্ধা।

যোধন (ক্লী) যুধ্যতে ২নেন করণে ল্যুট্। ২ যাহা দ্বারা যুদ্ধ করা যায়, অস্ত্র। যুধ-ল্যুট্। যুদ্ধ।

"যোধনেষু স্বরূপেণ দমো যস্য দুরাত্মনঃ।
স দমো বারয়ত্যেষ হস্মি তস্য রিপোর্গুরুং॥"(মার্কপু° ১৩৬।১৭)

যোধনপুরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

যোধনীপুর (ক্লী) নগরভেদ।

যোধপুর, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। [মারবাড় দেখ।]

যোধপুর, যোধপুর বা মারবাড় সামন্তরাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৪´ পূঃ। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে যোধরাও কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। তদবধি রাঠোরবংশীয় রাজগণ এখান হইতেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত গণ্ডশৈলমালার দক্ষিণ ঢালুদেশের উপর এই নগর অবস্থিত। ইহার পার্শ্বদেশে ৮০০ ফিট্ একটী স্বতন্ত্র পর্ব্বতশিখরে যোধপুরের পার্ব্বত্য দুর্গ, ইহার মধ্যস্থলে মহারাজের প্রাসাদ। দুর্গ হইতে কএক শত ফিট নিম্নে নগর; উহা রাজপ্রাসাদ, ঠাকুরগণের অট্টালিকা ও দেবমন্দির প্রভৃতি নানাবিধ সুরম্য হর্ম্ম্যমালায় সুসজ্জিত। বর্ত্তমান যোধপুর নগরের তিন মাইল উত্তরে মারবাড়ের পরিহার-রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী মন্দোর নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দোরে এখনও প্রাচীনবংশের অনেক স্মৃতিনিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। [মন্দোর দেখ।]

যোধপুর রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ হওয়ায় এখানে আর লিখিত হইল না। [মারবাড় দেখ।]

যোধরাও, যোধপুরাধিপতি রাজা রণমল্লের পুত্র। ইনি কনোজাধিপতি রাঠোর-কুলতিলক জয়চাঁদের পৌত্র শিবাজীর বংশধর। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৩২ খৃঃ) ইনি যোধপুর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দোর হইতে তথায় রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। নগরস্থাপনের পর প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইনি পরলোকগত হন। ইঁহার চতুর্দ্দশ পুত্র পিতার জীবিত কালেই স্ব স্ব ভুজবলে স্বতন্ত্ররাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

যোধসংরাব (পুং) যোধানাং সংরাবঃ। যোদ্ধৃপুরুষদিগের যুদ্ধের জন্য পরস্পরের প্রতি আহ্বান; পর্য্যায়, ক্রন্দন। (অমর)

যোধসিংহ, পঞ্জাবের জনৈক শিখসর্দার।

যোধাগার (পুং) যোধস্য আগারঃ। যোধদিগের আগার।

যোধাবাঈ, যোধপুররাজ মালদেবের কন্যা ও রাজা উদয়সিংহের ভগিনী, উদয়সিংহ স্বীয় ভগিনীকে মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের হস্তে তদীয় পত্নীরূপে সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থমন্য জ্ঞান করেন। যোধাবাঈর বিবাহের পর সম্রাটের অনুগ্রহে রাজা উদয়সিংহের বিশেষ মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

যোধাবাঈ, যোধপুররাজ উদয়সিংহের কন্যা ও রাজা মালদেবের পৌত্রী। উদয়সিংহ মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের প্রসাদপ্রার্থী হইয়া পুনরায় স্বীয় কন্যার সহিত ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্পুত্র মীর্জা সেলিমের (জাহাঙ্গীরের) বিবাহ দেন। এই কন্যার নাম জগৎ গোঁসাম্বিনী ও বালমতী ছিল। যোধপুর-রাজকন্যা বলিয়া মোগল-সরকারে ইনিও স্বীয় পিতৃস্বসার ন্যায় যোধাবাঈ আখ্যা লাভ করেন। ইঁহার গর্ভে সম্রাট্ শাহ জহানের জন্ম হয় (১৫৯২ খৃষ্টাব্দ)। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে আগ্রা নগরে ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে ইঁহার স্ব ইচ্ছায় নির্ম্মিত সোহাগপুরের প্রাসাদপার্শ্বস্থ সমাধিমন্দিরে ইঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। এখনও তথায় ঐ প্রাসাদ ও সমাধিমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

যোধাবাঈ, মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজপুতপত্নী। ইনি বিকানিররাজ রায়সিংহের কন্যা। বেগমমহলে যোধাবাঈ নামে পরিচিতা ছিলেন।

যোধিন্ (ত্রি) যুধ-ইন্। যুদ্ধকারী। এই শব্দ প্রায়ই উপপদ যোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা—'গজযোধী, হয়যোধী, বাহুযোধী' ইত্যাদি।

যোধিবন, স্থানভেদ।

যোধিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের নবনগর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও প্রধান বন্দর। এই নগর অক্ষা° ২২°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°২৬´৩০´´ পূঃ। কচ্ছোপসাগরের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে মৎস্যজীবীর বাসভূমি একখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। এক্ষণে কার্পাস ও পশমের বাণিজ্যহেতু স্থানীয় সমৃদ্ধি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে একটী দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, দরবারগৃহ এবং বিচারাদালত প্রভৃতি সমুদ্রোপকূল হইতে অদূরে স্থাপিত আছে। পর্ধারি, বলম্বা, হরিয়ানা ও বনস্থলী নামক চারিটী উপবিভাগ লইয়া যোধিয়-মহল-রাজস্ব-বিভাগ গঠিত হইয়াছে।

যোধীয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন যোধঃ যোধ-ঈয়সুন্। যোদ্ধৃতম, অতিশয় যোদ্ধা। "প্রতীচশ্চিৎ যোধীয়ান্" (ঋক্ ১।১৭৩।৫) 'যোধীয়ান্ যোদ্ধৃতমঃ' (সায়ণ)

যোধেয় (পুং) যুধ-ভাবে-ঘঞ্, যোধং যুদ্ধং করোতীতি খ। যোদ্ধা।

যোধ্য (ত্রি) যুধ-ণ্যৎ। যোধনীয়, যুদ্ধার্হ।

"পুমস্তমাংসি সোম যোধ্যা" (ঋক্ ৯।৯।৭) 'যোধ্যা যোধনীয়ানি' (সায়ণ)

যোনল (পুং) যবস্য নল ইব নলঃ কাণ্ডোঽস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শস্যবিশেষ, পর্য্যায়, যবনাল, জূর্ণাহ্বয়, দেবধান্য, ক্ষেত্তোলা, বীজপুষ্পিকা। (হেম)

যোনি (পুং স্ত্রী) যৌতি সংযোজয়তীতি যু (বহি শ্রি শ্রু যুদ্রু-গ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ। উণ্ ৪।৫১) ইতি নি। ১ আকর। (মেদিনী) ২ কারণ।

"ঋষয়ো রাক্ষসীমাহুর্বাচমুন্মত্তদৃপ্তয়োঃ।
সা যোনিঃ সর্ব্ববৈরাণাং সা হি লোকস্য নির্ঋতিঃ॥"
(উত্তরচরিত ৬অ°)

৩ জল। (হেম) ৪ কুশদ্বীপস্থিত নদীবিশেষ।

"ধুতপাপা নদী নাম যোনিশ্চৈব পুনঃ স্মৃতাঃ।
সীতা দ্বিতীয়া বিজ্ঞেয়া সা চৈব হি নিশা স্মৃতা॥"
(মার্ক°পু° ১২১।৭১)

৪ তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ, যোনিতন্ত্র।

"সনৎকুমারকং তন্ত্রং যোনিতন্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
তন্ত্রান্তরঞ্চ দেবেশি! নবরত্নেশ্বরং তথা॥" (মহাসিদ্ধিসারতন্ত্র)

৫ প্রাণিদিগের উৎপত্তিস্থান, ইহা চতুরশীতি লক্ষ প্রকার, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ ভেদে চারি প্রকার, ইহার মধ্যে ২১ লক্ষ অণ্ডজ, ২১ লক্ষ স্বেদজ, ২১ লক্ষ উদ্ভিজ্জ ও ২১ লক্ষ জরায়ুজ। জীব এই চতুরশীতি লক্ষ যোনি কর্ম্মফলানুসারে পরিভ্রমণ করে। এই সকলের মধ্যে মনুষ্যযোনি শ্রেষ্ঠ ও দুর্লভ। কারণ জীব মানবযোনি প্রাপ্ত হইলে মুক্তির জন্য যত্ন করিতে পারে এবং সাধনবলে মুক্ত হইতে পারে।

"চতুরশীতি লক্ষাণি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ।
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ॥"

একবিংশতিলক্ষাণি হ্যণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
স্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাস্তৎপ্রমাণতঃ ॥
জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যাদ্যাশ্চ জন্তবঃ।
সর্ব্বেষামেব জন্তুনাং মানুষত্বং সুদুর্লভম্ ॥" (গরুড়পু০২অঃ)

নিবন্ধধৃত বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে চতুরশীতি লক্ষযোনির এইরূপ উল্লেখ আছে। জলযোনি ৯ লক্ষ, স্থাবরযোনি ২০ লক্ষ, কৃমিযোনি ১১ লক্ষ, পক্ষিযোনি ১০ লক্ষ, পশুযোনি ৩০ লক্ষ, মনুষ্যযোনি ৪ লক্ষ, এই চতুরশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া জীব পরে ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্ ॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ ॥"

কর্ম্মবিপাকে লিখিত আছে যে, স্থাবরযোনি ৩০ লক্ষ, জলযোনি ৯ লক্ষ, কৃমিযোনি ১০ লক্ষ, পক্ষিযোনি ১১ লক্ষ, পশুযোনি ২০ লক্ষ এবং মানবযোনি ৪ লক্ষ, জীব এই সকল যোনি ভ্রমণ করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করে।

"স্থাবরাস্ত্রিংশল্লক্ষশ্চ জলজা নবলক্ষকঃ।
কৃমিজা দশ লক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চ পক্ষিণঃ ॥
পশবো বিংশলক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে ॥" (কর্ম্মবিপাক)

প্রাণীদিগের সাধারণতঃ চারি প্রকার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান, যথা—জরায়ু, অণ্ড, স্বেদ ও উদ্ভিদ্। এই চারি প্রকার যোনি হইতেই ঐ সকল ভেদ হইয়াছে জানিতে হইবে। জীব বারংবার নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করে, মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ না করিয়া জীব শ্রবণমননাদি করিতে পারে না, এইজন্ত মানবযোনি শ্রেষ্ঠ।

পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে, পাপকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই কুযোনিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পাপিগণ নরকভোগের পর যথাক্রমে স্থাবর, কৃমি, জলজ, ভূচর, পক্ষী, পশু ও নরযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে ধার্ম্মিক মনুষ্য এবং তৎপরে মুমুক্ষু হইয়া জন্মগ্রহণ করে।
(বিষ্ণুপু০ ২।৬ অ০)

কুযোনিপ্রাপ্তির কারণ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি হোমানুষ্ঠান, বিষ্ণুপূজা, আত্মবিদ্যালাভ এবং সুতীর্থগমন করেন নাই, তাহার কুযোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে; যিনি আর্ত্তকে সুবর্ণ, বস্ত্র, তাম্বুল, রত্ন, অন্ন, ফল, জল প্রভৃতি দান করেন নাই, যিনি ব্রহ্মস্ব ও স্ত্রীধন লোভবশে বলে বা ছলে হরণ করেন, যিনি ধূর্ত্ত, পরবঞ্চক, নাস্তিক, চৌর, বকধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী, বালক, বৃদ্ধ ও আতুরের প্রতি নির্দ্দয়, সত্যবর্জ্জিত, অগ্নি ও বিষদাতা, মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানকারী, অগম্যাগামী, গ্রামযাজী, ব্যাধবৃত্তিপরায়ণ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিত, সর্ব্বদা মাদকদ্রব্যপানরত, দেবদ্বেষী; পিতা, মাতা, স্বসা, অপত্য ও ধর্ম্মপত্নীদিগের ত্যাগকারী, লুব্ধ এবং ধর্ম্মদূষক ইত্যাদি পাপানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণেরই কুযোনিতে গতি হইয়া থাকে। (পদ্মপু০ উত্তরখণ্ড ১৮ অ০)

শাস্ত্রে যাহা পাপকার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুষ্ঠানকারীমাত্রেরই নিন্দিত যোনিতে গতি হইয়া থাকে।

যিনি সর্ব্বদা পুণ্যানুষ্ঠান করেন, কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপানুষ্ঠান করেন না, এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি করেন, তাহার আর প্রতিযোনি ভ্রমণ করিতে হয় না।

৬ ভগ। পর্য্যায় বরাঙ্গ, উপস্থ, স্মরমন্দির রতিগৃহ, জন্মবর্ত্ম, অধর, অবাচ্যদেশ, প্রকৃতি, অপথ, স্মরকূপক, অপ্রদেশ, পুষ্পী, সংসারমার্গক, সংসারমার্গ, গুহ্য, স্মরাগার, স্মরধ্বজ, রত্যঙ্গ, রতিকুহর, কলত্র, অধঃ, রতিমন্দির, স্মরগৃহ, কন্দর্পকূপ, কন্দর্পসম্বাধ, কন্দর্পসন্ধি, স্ত্রীচিহ্ন। (জটাধর) ইহার আকৃতি—

"শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা।
তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা ॥" (ভাবপ্র০)

যোনির আকৃতি শঙ্খনাভির আকৃতি সদৃশ তিনটী আবর্ত্ত বিশিষ্ট এই জন্য উহার অপর একটী নাম ত্র্যাবর্ত্তা,এই ত্র্যাবর্ত্তা-যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিত।

সামুদ্রিকে ইহার শুভাশুভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—
"শুভঃ কমঠপৃষ্ঠাভো গজস্কন্ধোপমো ভগঃ।
বামোন্নতশ্চেৎ কন্যাজঃ পুত্রজো দক্ষিণোন্নতঃ ॥
আখুরোমগূঢ়মণিঃ সুশ্লিষ্টঃ সংহতঃ পৃথুঃ।
তুঙ্গঃ কমলপর্ণাভঃ শুভাশ্বত্থদলাকৃতিঃ ॥
কুরঙ্গখুররূপো যশ্চুল্লিকোদরসন্নিভঃ।
রোমশো বিবৃতাস্যশ্চ গর্ভনাশোঽতিদুর্ভগঃ ॥" (সামুদ্রিক)

কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় বিস্তৃত এবং হস্তীর স্কন্ধের ন্যায় উন্নত যোনিই মঙ্গলদায়ক। যোনির বামভাগ উন্নত হইলে কন্যা এবং দক্ষিণ ভাগ উন্নত হইলে পুত্র হইয়া থাকে। যে যোনি দৃঢ়,অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত এবং উপরিভাগ মূষিকগাত্রবৎ বিরললোমযুক্ত, এবং যাহার মধ্যভাগ অপ্রকাশিত, দুইপার্শ্বে মিলিতপ্রায়, গঠনে ও বর্ণে কমলদলের ন্যায়, ক্রমশঃ অধোদিকে সূক্ষ্ম ও সুন্দর এবং আকৃতিতে অশ্বত্থপত্রের ন্যায় ত্রিকোণ এইরূপ যোনিই সুপ্রশস্ত ও মঙ্গলদায়ক।

যে যোনি হরিণের ক্ষুরের ন্যায় অন্নায়ত, উনানের অভ্যন্তর ভাগের ন্যায় গহ্বরবিশিষ্ট, লোমপূর্ণ, এবং যাহার মধ্যভাগ প্রকাশিত ও অনাবৃত, সেই যোনি নিন্দিত ও অমঙ্গলপ্রদ।

যোনিকন্দ (পুং) যোনৌ কন্দ ইব। যোনিরোগবিশেষ। [যোনিরোগ শব্দ দেখ]

যোনিকুণ্ড (ক্লী) ১ তান্ত্রিকমতে কুণ্ডলের চক্রবিশেষ। ২ ভগগর্ত।

যোনিগুণ (পুং) গর্ভের গুণ। জরায়ুগুণে জীবের যে সকল গুণ বর্ত্তায়।

যোনিগ্রন্থ (পুং) ছন্দোশাস্ত্র।

যোনিচ্ছেদ (ক্লী) মিশর, সোমালী প্রভৃতি আফ্রিকাবাসী বালিকাগণের বস্তি ও জরায়ুপথ পরিষ্কার রাখিয়া, অবশিষ্ট যোনিকপাটদ্বয়ে সূচিকাবিদ্ধকরণরূপ ব্যাপারভেদ। আফ্রিকাবাসীরা স্ব স্ব কন্যাগণের ভগাঙ্কুর ছেদ করিয়া উক্ত মার্গদ্বয় ব্যতীত সমগ্র যোনিকপাটের পার্শ্বদ্বয় চাঁচিয়া পরস্পর সূচিকা-সংযোগে সংবদ্ধ করিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস, জরায়ু-পথের এইরূপ খর্ব্বতাপ্রযুক্ত যুবতী কন্যাগণ গুপ্তপ্রণয়ে আসক্ত হইয়া সঙ্গমসুখনিরত হইতে পারে না। আট বৎসরের অনধিক বর্ষ বয়স্কা বালিকাগণেরই সতীত্বরক্ষার্থ এই ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু সোমালী-যুবতীগণের সাধারণতঃ ১৫।১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়ায়, তাহারা বিবাহের পূর্ব্বেও এই কুকর্ম্মে রত হইতে পারে, এমন কি, কন্যার পিতা ভাবী জামাতার নিকট হইতেও কখন কখন প্রতি রাত্রির জন্য ১২ডলার গ্রহণ করিয়া প্রণয়ীযুগলকে সহবাসসুখে রাত্রি যাপন করিতে দেন। এরূপ সহবাসে গর্ভলক্ষণ সূচিত হইলে বিশেষ কলঙ্কের কথা। ঐ সময়ে ঐ প্রণয়ীযুগলকে দাম্পত্য-সূত্রে আবদ্ধ করা ভিন্ন কৌলিক মর্য্যাদা রক্ষার অন্য উপায় নাই। তাই বালিকাবস্থায় সংবদ্ধযোনি বিবাহের পর স্বয়ং বর অথবা কোন নীচজাতীয়া রমণী শস্ত্রদ্বারা উন্মোচিত করিয়া থাকে। ঐ সময়ে যখন কন্যাকে বরসহ এক ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়, তখন বাহিরে অপর সাধারণে বাদ্যোদ্যম করিয়া থাকে। যে হেতু সেই গোলমালে বহিঃস্থ কেহ কন্যার যোনি-বিদারণনিবন্ধন-চীৎকার শুনিতে পায় না।*

যোনিজ (ত্রি) যোনের্জায়তে ইতি জন-ড। যোনিনিঃসৃত শরীরাদি, যোনি হইতে জাত, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রাণিসমূহ।

"সা চ ত্রিধা ভবেদ্দেহ ইন্দ্রিয়ং বিষয়স্তথা।

যোনিজাদির্দ্বিধেদ্দেহ ইন্দ্রিয়ং ঘ্রাণলক্ষণম্॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

'যোনিজাদীতি। যোনিজমযোনিজমিত্যর্থঃ। যোনিজমপি জরায়ুজমণ্ডজঞ্চ। জরায়ুজং মানুষাদীনাং অণ্ডজং সর্পাদীনাং। অযোনিজং স্বেদজোদ্ভিজ্জাদিকং। স্বেদজাঃ কৃমিদংশাদ্যাঃ। উদ্ভিজ্জস্তরুগুল্মাদ্যাঃ। নারকিনাং শরীরমপি অযোনিজং।' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

যোনি হইতে দেহাদির উৎপত্তি হয়, এই জন্য দেহাদি যোনিজ নামে অভিহিত। ইহা দুই প্রকার জরায়ুজ ও অণ্ডজ। মনুষ্যাদির দেহ জরায়ুজ এবং সর্পাদির দেহ অণ্ডজ। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ অযোনিজ; কৃমিদংশাদি স্বেদজ ও তরু-গুল্মাদি উদ্ভিজ্জ। নারকীদিগের শরীরও অযোনিজ।

যোনিত্ব (ক্লী) যোনের্ভাবঃ ত্ব। কারণত্ব, যোনির ভাব বা ধর্ম্ম।

যোনিদেবতা (স্ত্রী) যোনির্দেবতা যস্য। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র।

যোনিদেশ (পুং) ১ জরায়ুকুসুম। ২ যোনিস্থান।

যোনিদোষ (পুং) ১ উপদংশরোগ। ২ স্ত্রীরোগ।

যোনিদ্বার (ক্লী) যোনের্দ্বারং। ১ ভগদ্বার। ২ গয়াধামস্থ তীর্থভেদ। এই তীর্থে স্নান করিলে বহু পুণ্য হয়।

যোনিন্ (ত্রি) যোনিবিশিষ্ট।

যোনিনাসা (স্ত্রী) জননেন্দ্রিয়ের উপরাংশে, যোনিকবাট-দ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ নাসিকাকৃতি স্থান। কৌট।

যোনিপূজা (স্ত্রী) যোনিযন্ত্র অঙ্কন দ্বারা তান্ত্রিক মতে দেবতার আরাধনা। (প্রাণতোষিণী)

যোনিভ্রংশ (পুং) যোনের্ভ্রংশঃ। ১যোনিবহির্গমন। ২ জরায়ুর স্থানচ্যুতি হেতু রোগভেদ। (সুশ্রুত নিদান ৮ অ০)

যোনিমৎ (ত্রি) গর্ভসম্বন্ধীয় বা মাতৃসম্বন্ধীয়।

যোনিমুক্ত (ত্রি) মোক্ষপ্রাপ্ত, যাহাকে আর জীবযোনি ভ্রমণ করিতে হইবে না।

যোনিমুখ (ক্লী) যোনের্মুখং। যোনিদ্বার।

যোনিমুদ্রা (স্ত্রী) যোন্যাকৃতি মুদ্রা হস্তভঙ্গী। মুদ্রা বিশেষ। দেবতাদির পূজায় মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়। দেবপূজাতে প্রদর্শনীয় অঙ্গুলিরচিত যোন্যাকার মুদ্রাবিশেষ।

কালিকাপুরাণে যোনিমুদ্রার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে, উভয় করের সকল অঙ্গুলি গুলি সংযোজিত করিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয়কে বজ্রতুল্য বদ্ধ ও সংযুক্ত করিয়া বামহস্তের অনামিকামূলে তাহার অগ্রভাগ যোগ করিবে, এবং দক্ষিণের মধ্যমামূলে বাম অগ্র যোজিত করিবে। এইরূপে যোগ করিবার পর অঙ্গুলিগুলি আবর্ত্তিত করিলে মধ্যে যে যোনির আকার হয়, তাহার নাম যোনিমুদ্রা। এই যোনি-মুদ্রা ভগবতী দুর্গাদেবীর অতিশয় প্রীতিকরী।

অন্যবিধ—উত্তান অঞ্জলি করিয়া দুইটী অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলে নিক্ষেপ করিবে, পরে তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করিলে

* Anthro. Soc. Born. II.

যেরূপ মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোনিমুদ্রা। এই মুদ্রা দেবতা সকলের প্রীতিদায়িনী। (কালিকাপু° ৬৬ অ°)

তন্ত্রসারেও এই মুদ্রার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[মুদ্রা শব্দে তদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য]

যোনিরঞ্জন (পুং) যোনিদোষভেদ। (নিদান) আর্ত্তব নিঃস্রাবের ব্যতিক্রম বশতঃ এই রোগের উৎপত্তি ঘটে।

যোনিরোগ (পুং) যোনেঃ রোগঃ। ভগগদ, উদাবর্ত্তাদি স্ত্রীরোগ। বৈদ্যকগ্রন্থে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দুষ্টৈর্দোষৈঃ প্রদূষিতাৎ।
আর্ত্তবাদ্‌বীজতশ্চাপি দৈবাদ্বা স্যুর্ভগে গদাঃ ॥" (ভাবপ্র°)

অনিয়মিত আহার ও বিহারহেতু বাতাদি দুষ্ট হইয়া শুক্র এবং শোণিতকে দূষিত করে, সেই দূষিত-শুক্র-শোণিত হইতে অথবা দৈববশতঃ যোনিতে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

যোনিরোগের নাম—বায়ু দূষিত হইয়া উদাবর্ত্তা, বন্ধ্যা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা ও বাতলা এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তদোষে লোহিতক্ষরা, প্রস্রংসিনী, বামিনী, পুত্রঘ্নী ও পিত্তলা এই ৫ প্রকার; কফদোষে অত্যানন্দা, কর্ণিনী, আনন্দচরণা, অতিচরণা ও শ্লেষ্মলা এই পাঁচপ্রকার এবং ত্রিদোষদুষ্ট হইলে ষণ্ডী, অণ্ডিনী, মহতী, সূচীবক্ত্রা ও ত্রিদোষিণী নামক যোনিরোগ উপস্থিত হয়; অতএব সর্ব্বসমেত যোনিরোগ বিংশতিপ্রকার।

যে যোনিরোগে অতি কষ্টের সহিত ফেনাযুক্ত আর্ত্তব নির্গত হয়, তাহার নাম উদাবর্ত্তা, আর্ত্তব নষ্ট হইলে তাহাকে বন্ধ্যা, যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা বোধ হইলে তাহাকে বিপ্লুতা এবং মৈথুনের সময় অত্যন্ত বেদনা হইলে তাহাকে পরিপ্লুতা, যোনি কর্কশ, স্তব্ধ এবং শূল ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হইলে তাহার নাম বাতলা। পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার যোনিরোগেই বাতবেদনা হয়, কিন্তু বাতলারোগে উহা আধিক্যরূপে প্রকাশ পায়। যোনি হইতে দাহের সহিত রক্তস্রাব হইলে তাহাকে লোহিতক্ষরা কহে। প্রস্রংসিনী যোনিরোগে যোনি স্বস্থান হইতে অধোদেশে লম্বিত ও বায়ু জন্ত উপদ্রবযুক্ত হয়, এই রোগে সন্তানপ্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। পুত্রঘ্নী যোনিরোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু বায়ুর প্রকোপে রক্তক্ষয় হওয়ায় সেই গর্ভ পুনঃ পুনঃ নষ্ট হইয়া যায়। এই চারিটী পিত্তজ যোনিরোগে অতিশয় দাহ, পাক, জ্বর প্রভৃতি পিত্তজন্ত উপদ্রব সকল হইয়া থাকে।

অত্যানন্দা নামক যোনিরোগে অতিরিক্ত মৈথুনেও তৃপ্তি হয় না। যোনি মধ্যে কফ ও রক্ত দ্বারা মাংসকন্দের ন্যায় গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণিনী রোগ কহে। মৈথুনকালে পুরুষের রেতঃপাত হওয়ার অগ্রেই স্ত্রীর রেতঃপাত হওয়ায়, স্ত্রী বীজগ্রহণে অসমর্থ হইলে বা অতিরিক্ত মৈথুনের জন্য স্ত্রীর বীজগ্রহণশক্তি নষ্ট হইলে অতিচরণা নামক যোনিরোগ জন্মে। শ্লেষ্মলা যোনিরোগে যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত ও অত্যন্ত শীতলস্পর্শ হয়।

আর্ত্তবশূন্য অল্পস্তন স্ত্রীর মৈথুনকালে যোনি খরস্পর্শ বোধ হইলে, তাহাকে ষণ্ডী নামক যোনিরোগ কহে। অল্পবয়স্কা ও সূক্ষ্মদ্বার-যোনিবিশিষ্টা রমণী স্থূললিঙ্গ পুরুষের সহিত সহবাস করিলে তাহার যোনি অণ্ডকোষের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, ইহাকে অণ্ডিনী যোনিরোগ কহে। যোনি অতিশয় ছিদ্রযুক্তা হইলে বিবৃতা এবং সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্টা হইলে সূচীবক্ত্রা। ষণ্ডী প্রভৃতি চারিটী যোনিরোগ ত্রিদোষজাতা, সুতরাং এই চারিটী যোনিরোগে ত্রিদোষের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়। এই চারিটী যোনিরোগ অসাধ্য। ইহা ভিন্ন অন্যান্য যোনিরোগ সাধ্য, অর্থাৎ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয়।

যোনিকন্দের লক্ষণ—দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিশয় মৈথুন, এবং কোনও কারণে যোনিদেশ ক্ষত হইলে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া যোনিতে পূয়রক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও মান্দার ফলের ন্যায় আকৃতিযুক্ত এক প্রকার মাংসকন্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে যোনিকন্দ কহে। চলিত কথায় ইহার নাম "প্যাদ"। বায়ুর আধিক্য থাকিলে এই কন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ ও ফাটা ফাটা দাগযুক্ত হয়। পিত্তের আধিক্যে কন্দ রক্তবর্ণ এবং তাহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার আধিক্যে উহা নীলবর্ণ ও কণ্ডূযুক্ত এবং ত্রিদোষের আধিক্যে ঐ সকল লক্ষণ মিলিত ভাবে প্রকাশ পায়।

যোনিরোগ-চিকিৎসা।

নষ্টার্ত্তবা নারী প্রতিদিন মৎস্য, কাঁজি, তিল, মাষকলায়, উদশ্বিৎ (অর্দ্ধজলতক্র) ও দধি সেবন করিবে। তিক্ত লাউর বীজ, দন্তী, পিপ্পলী, গুড়, ময়নাফল, সুরাবীজ ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজের আটা দিয়া পিষিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইলে আর্ত্তব নিঃসরণ হয়। লতা-কটকীর পাতা, স্বর্জিকাক্ষার, বচ ও শাল এই দ্রব্যগুলি শীতল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয় রজঃ নিঃসৃত হয়।

বন্ধ্যাচিকিৎসা—শ্বেত ও রক্তবেড়েলা, যষ্টিমধু, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও নাগকেশর এই সকল মধু, দুগ্ধ ও ঘৃত সহ পান করিলে বন্ধ্যানারীর গর্ভ হয়। অশ্বগন্ধার কাথ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া

দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে উহা নাবাইতে হইবে, ঋতুস্নানের পর ঐ কাথ ঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে বন্ধ্যারোগ বিনষ্ট হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে লক্ষণামূল উদ্ধৃত করিয়া ঋতুস্নানান্তে ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিলে নিশ্চয় গর্ভ হয়। পীতঝিণ্টীর মূল, ধাইফুল, বটের অঙ্কুর ও নীলোৎপল এই সকল দুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া পান করিলে এবং গজপিপ্পলী, জীরা, শ্বেতপুষ্পা ও শরপুঙ্খা এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া পান করিলে নিশ্চয় গর্ভ হয়। একটী পলাশপত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বীর্য্যবান্ পুত্র হয়, শূকশিম্বীমূল, কপিত্থমজ্জা ও লিঙ্গিনী বীজ, এই সকলের কল্ক দুগ্ধের সহিত পান এবং পুত্রজীব বৃক্ষের মূল, বিষ্ণুক্রান্তা ও লিঙ্গিনী এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া আটদিন পান করিলে গর্ভ হয়।

যোনিরোগে প্রথমে স্নেহাদি প্রয়োগ, উত্তরবস্তি, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ এবং পিচুধারণ কর্ত্তব্য।

তগরপাদুকা, কণ্টকারী, কুড়, সৈন্ধব, ও দেবদারু এই সকলের কল্কদ্বারা তিলতৈল পাক করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া ঐ তুলা যোনিতে ধারণ করিলে বিপ্লুতা যোনির বেদনা বিনষ্ট হয়।

বাতলা, কর্কশা, শুষ্কা ও অল্পস্পর্শা যোনিতেও এইরূপ পিচুধারণ কর্ত্তব্য। সংবৃতাযোনিরোগাক্রান্তা নারীকে নির্বাত গৃহে রাখিয়া যোনিতে কুম্ভীস্বেদ প্রদান এবং পূর্ব্বোক্ত তৈল দ্বারা পিচু প্রয়োগ করিবে।

পিত্তলা যোনিরোগে পরিষেক, অভ্যঙ্গ ও পিচু ব্যবহার, আর পিত্তঘ্ন শীতলক্রিয়া ও স্নেহার্থ ঘৃত প্রয়োগ করিতে হয়। প্রস্রংসিনী যোনিরোগে যোনিতে ঘৃতম্রক্ষণ ও ক্ষীর দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিয়া বেশবার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বন্ধন করিতে হইবে। (শুণ্ঠী, মরিচ, পিপ্পলী, ধনে, কৃষ্ণজীরা, দাড়িম ও পিপ্পলীমূল এই সকলের মিলনকে বেশবার কহে।) যোনিদাহকালে চিনি-সংযুক্ত আমলকীর রস বা সূর্য্যাবর্ত্ত বৃক্ষের মূল তণ্ডুলধৌত জলের সহিত পান করিবে। যোনি হইতে পূয়স্রাব হইলে সৈন্ধব ও গোমূত্রের সহিত নিষ্পেষিত নিম্বপত্রাদি শোধনদ্রব্যের পিণ্ড দ্বারা যোনি পূরণ করিবে। যোনি পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে বচ, বাসক, পটোল, প্রিয়ঙ্গু ও নিম্বচূর্ণ অথবা শোনাকাদির কাথ করিয়া যোনিপূরণ করিবে।

পিপ্পলী, মরিচ, মাষকলাই, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধব এই সকল দ্বারা প্রদেশিনী অঙ্গুলির ন্যায় দীর্ঘ ও বিস্তৃতবর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে প্রয়োগ করিলে যোনির শ্লেষ্মাবিকার নষ্ট হয়। কর্ণিনীযোনিরোগে নিম্বপত্রাদি শোধনদ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত বর্ত্তি প্রদান করিতে হয়। গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তীর কাথ করিয়া ধারাপাতে প্রক্ষালন করিলে যোনিগত কণ্ডূ নষ্ট হয়। খদির কাষ্ঠ, হরীতকী, জাতীফল, নিম্ব ও গুবাক, ইহাদের চূর্ণ মুগের যূষের সহিত মিলিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া পরে ঐ যূষ যোনি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে যোনি সঙ্কীর্ণ হয় এবং উহা হইতে জলস্রাব হয় না। শূকশিম্বীর মূল দ্বারা যথাবিধানে কাথ প্রস্তুত করিয়া প্রক্ষালন করিলে যোনি সঙ্কীর্ণ হয়।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, করলা, তুলসী, বচ, বাসক, সৈন্ধব, যবক্ষার ও যমানী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতে অল্প পরিমাণে ভাজিয়া চিনির সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্নির বলানুসারে যথামাত্রায় সেবন করিলে যোনিরোগ নষ্ট হয়। ইন্দুরমাংসের কাথের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে নিশ্চয়ই যোনিরোগ বিনষ্ট হয়।

ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ ত্রিফলা, নীলঝিণ্টি, পীতঝিণ্টি, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, শোনালু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদ ও শতমূলী এই সকল মিলিত একসের, দুগ্ধ ১৬ সের; যথা-বিধানে এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে যোনিরোগ আশু প্রশমিত হয়।

জীববৎসা ও একবর্ণা গাভীর দুগ্ধজাত ঘৃত চারিসের, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলা, মেদ, মহামেদ, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, নীলোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, শ্বেত ও রক্তচন্দন এবং লক্ষণামূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক অর্দ্ধছটাক পরিমাণ, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। এই ঘৃত যথাবিধানে বনঘুটিয়ার আগুনে পাক করিয়া পান করিলে শরীর পুষ্ট হয়, ইহাতে সকল প্রকার রজোদোষ ও যোনিদোষ প্রভৃতি আশু নিবারিত হয়।

যোনিকন্দের চিকিৎসা—গেরিমাটী, আম্রবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত যোনিতে পূরণ করিলে এবং ত্রিফলার কাথের সহিত এই সকল চূর্ণ ও মধু মিলিত করিয়া প্রক্ষালন করিলে যোনিকন্দ নষ্ট হয়।

(ভাবপ্র॰ যোনিরোগাধি॰)

সুশ্রুতে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—বাতপ্রধান যোনিরোগে বায়ুনাশক ঘৃতাদি সেবন করাইবে; গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তী ইহাদের কাথদ্বারা যোনি-

সেক করিতে হইবে। তগরপাদুকা, বার্ত্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু, ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে পিচু (তুলার পাঁইজ) ভিজাইয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। পিত্তপ্রধান যোনিরোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা এবং ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে প্রবেশ করান আবশ্যক। শ্লেষ্মপ্রধান যোনিরোগে রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় স্থূলবর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া উহা যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। কর্ণিকা-নামক যোনিরোগে কুড়, পিপুল, আকন্দপত্র ও সৈন্ধব ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ বর্ত্তি যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইলে রোগ আরোগ্য হইবে। শুলফা ও কুলের পাতা পেষণ করিয়া তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বিদীর্ণযোনি প্রশমিত হয়। করলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয়। প্রস্রংসিনী নামক যোনিরোগে ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিলে তাহা পুনরায় স্বস্থানে অবস্থিত হয়। যোনির শিথিলতা-নিবারণ জন্য বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা, ও হরিদ্রা সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে, এবং কস্তূরী, জায়ফল ও কর্পূর অথবা মদনফল ও কর্পূর মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনি মধ্যে পূরণ করিবে। যোনির দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য আম, জাম, কপিত্থ, টাবালেবু ও বেল ইহাদের কচিপাতা, যষ্টিমধু ও মালতীফুল এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। বন্ধ্যারোগ নিবারণের জন্য অশ্বগন্ধার কাথে দুগ্ধপাক করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া ঋতুস্নানের পর সেবন করিবে। পীতঝাঁটীর মূল, ধাইফুল, বটের শুঙ্গ ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে, অথবা শ্বেতবেড়েলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, বটেরশুঙ্গ ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য মধুতে পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যারোগ নিবারিত হয়। কন্দরোগবিনাশের জন্য ত্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা দ্বারা যোনি ধৌত করিবে। গিরিমাটী, আত্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, মধু মিশ্রিত করিয়া কন্দে প্রলেপ দিবে। ইন্দুরের সদ্যমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তিলতৈলের সহিত পাক করিবে, মাংস সম্যক্‌রূপে গলিয়া গেলে পাক শেষ করিতে হইবে, পরে ঐ তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে কন্দরোগ নিবারিত হয়। ফলঘৃত, ফলকল্যাণ-ঘৃত ও কুমারকল্পদ্রুমঘৃত প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ উপকারী।

এই রোগের পথ্যাপথ্য—দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ও ছোলার ডাউল, মোচা, কাঁচকলা, উচ্ছে, ডুমুর, পটোল ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতি তরকারী এবং সহ্য হইলে মধ্যে মধ্যে ছাগ-মাংসের রস আহার করিবে। অল্পপরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোলও খাইতে পারে। রাত্রিতে ক্ষুধা অনুসারে রুটি প্রভৃতি ভোজন করা আবশ্যক। সহ্যমত ৩ বা ৪ দিন অন্তর স্নান বিধেয়। জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে লঘু আহার কর্ত্তব্য এবং স্নান নিষিদ্ধ।

গুরুপাক ও কফজনক দ্রব্য, মৎস্য, মিষ্টদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, দুগ্ধসেবন, অগ্নিসন্তাপ, রৌদ্রসেবন, হিম্ লাগান, মদ্যপান, উচ্চস্থানে উঠা নাবা, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সঙ্গীত ও উচ্চ শব্দোচ্চারণ এই রোগে বিশেষ নিষিদ্ধ। রজোরোধ হইলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া আবশ্যক। মাষকলায়, তিল, দধি, কাঁজি, মৎস্য ও মাংস ভোজন এই অবস্থায় উপকারী। (সুশ্রুত)

যোনিলিঙ্গ (ক্লী) রোগভেদ (Cliteris)।

যোনিবেশ (পুং) ক্ষত্রিয়ের বাসভূমি জনপদবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপ)

যোনিশূল (ক্লী) যোনিরোগবিশেষ, যোনিপীড়া।

যোনিশূলঘ্নী (স্ত্রী) যোনিশূলং হন্তি হন্-ক্বিপ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শতপুষ্পা, চলিত শুলফা। (বৈদ্যকনি॰)

যোনিসংবরণ (ক্লী) গর্ভজন্য রোগ, যোনিসঙ্কোচ। (সুশ্রুত)

যোনিসম্বৃত্তি (স্ত্রী) জননেন্দ্রিয়ের আকুঞ্চনরোগ।

যোনিসঙ্কর (পুং) যোন্যা সঙ্করঃ। যোনিদ্বারা সঙ্কর, বর্ণসঙ্কর।

"কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্ যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু॥" (মনু ১০।৬০)

যোনিসম্ভব (পুং) যোন্যাঃ সম্ভবতি যোনি-সম্-ভূ-অপ্। যোনি হইতে উদ্ভূত, যোনিজ।

যোন্যর্শস্ (ক্লী) যোনিজাতমর্শঃ। যোনিজাত অর্শরোগ। পর্য্যায়—কন্দসংজ্ঞ, যোনিকন্দ। [যোনিরোগ ও কন্দ দেখ]

যোপন (ক্লী) ১ চিহ্নলোপকরণ। ২ পীড়ন। ৩ উত্ত্যক্তকরণ। অত্যাচার সহযোগে নিগৃহীতকরণ।

যোমা, পূর্ব্বভারত সীমান্তবর্ত্তী একটী পর্ব্বতমালা। কাছাড়ের পূর্ব্ব হইতে আরাকানের মধ্য দিয়া নেগ্রিসবন্দর পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ মাইল বিস্তৃত, কিন্তু অক্ষা॰ ২২°৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ১৩°১১´ পূঃ মীলপর্ব্বত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে ৭০০ মাইল আসিয়া সেও পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার

দ্বারা আরাকান ব্রহ্মরাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৪ হইতে ৫ হাজার ফিট্ উচ্চ। নেগ্রিস অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতশিখরে একটী সুন্দর পাগোদা (মন্দির) আছে।

যোষণা (স্ত্রী) অসতী স্ত্রী। "সরজ্জারো ন যোষণাং" (ঋক্ ৯।১০১।১৪) 'যোষণাং অসতীং স্ত্রিয়ং' (সায়ণ)

যোষন্ (স্ত্রী) গতভর্ত্তৃকা স্ত্রী, বিধবা স্ত্রী।

"অভ্রাতরো ন যোষণো ব্যন্তঃ পতিরিপো।" (ঋক্ ৪।৫।৫) 'যোষণো গতভর্ত্তৃকা যোষিতঃ।' (সায়ণ) ২ স্তুতি। "দানা মিত্রং ন যোষণা" (ঋক্ ৫।৫৩।১৪) 'যোষা স্তুতিঃ' (সায়ণ)

যোষা (স্ত্রী) যৌতি মিশ্রীভবতি যু মিশ্রণে বাহুলকাৎ স (উণ্ ৩।৬২) স্ত্রিয়াং টাপ্। নারী, স্ত্রী।

"যথা দারুময়ী যোষা নটাদীনাং প্রচেষ্টতে।
তথা স্বকর্ম্মবশগো দেহী সর্ব্বত্র বর্ত্ততে ॥"(দেবীভা০৩।২৫।১)

যোষিৎ (স্ত্রী) যোষতি পুমাংসং, যুধ্যতে পুংভিরিতি বা যুষ্ ইতি। (হৃসৃরুহিযুষিভ্য ইতি। উণ্ ১।৯৯) নারী, স্ত্রী।

যোষিতা (স্ত্রী) যোষিৎ-টাপ্। স্ত্রী, যোষিৎ। "যোষিৎ স্ত্রী, অজাদি পাঠাৎ কুঞ্চা শব্দাৎ টাপি যোষিতেতি কেচিৎ" (উজ্জ্বল ১।৯৯)

"স্ত্রীবধূরবলা নারী প্রিয়া রামা জনির্জ্জনী।
যোষা যোষিৎ যোষিতা চ জোষিজ্জোষা চ জোষিতা ॥"

যোষিৎপ্রিয়া (স্ত্রী) যোষিতাং প্রিয়া। হরিদ্রা। (ভাবপ্র০)

যোষিন্ময় (ত্রি) যোষিৎ স্বরূপে ময়ট্। যোষিৎস্বরূপ, স্ত্রীস্বরূপ, স্ত্রীময়।

"তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কো ন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্।
ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহ মায়য়া ॥"
(ভাগবত ৩।৩১।৩৭)

যোস্ (পুং) রোগ বা ভয়ের পৃথক্করণ।

"শং যোর্যত্তে মনুর্হিতং তদীমহে" (ঋক্ ১।১০৬।৫)
'যোঃ পৃথক্ কর্ত্তব্যাণাং ভয়ানাং যাবনং পৃথক্করণং' (সায়ণ)

যৌ, আরাকানের পূর্ব্বসীমান্তবাসী পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। পগানের পশ্চিমস্থ খোন্দবেন নদীতীর হইতে আরাকান পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এই জাতির বাস আছে। ইহাদের ভাষা কতকাংশে ব্রহ্মদেশীয় ভাষার অনুরূপ।

যৌকরীয় (ত্রি) যূকর (কৃশাশ্বাদিভ্যশ্ছণ্। পা ৪।২।৮০) ইতি চতুর্ষু অর্থেষু ছণ্। ১ যূকর হইতে নিবৃত্ত। ২ শূকরের অদূরভব। ৩ যূকরদেশবাসী। ৪ যূকর দেশযুক্ত।

যৌক্তস্রুচ (ক্লী) সামভেদ।

যৌক্তাশ্ব (ক্লী) সামভেদ।

যৌক্তিক (পুং) যুক্তিং করোতীতি যুক্তি-ঘঞ্। ১ নর্ম্মসচিব। (ত্রি) ২ যুক্তিযোগ্য, প্রামাণিক, যুক্তিকারী।

যৌগ (পুং) যোগদর্শন-মতাবলম্বী।

যৌগক (ত্রি) যোগস্যায়মিতি যোগ-অণ, স্বার্থে কন্। যোগসম্বন্ধী।

যৌগন্ধর, যৌগন্ধরক (পুং) যুগন্ধর (বিভাষা কুরুযুগন্ধরাভ্যাং। পা ৪।২।১৩০) বুঞ্। যুগন্ধরবংশীয়। বুঞ্ বিকল্পে হয়, এইজন্য একস্থলে বুঞ্ হইল না 'যৌগন্ধর' এই পদ হইল।

যৌগন্ধরায়ণ (পুং) যুগন্ধরস্য গোত্রাপত্যং, যুগন্ধর (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ইতি ফক্। ১ যুগন্ধরের গোত্রাপত্য। ২ রাজা উদয়নের মন্ত্রিভেদ।

যৌগন্ধরায়ণীয় (ত্রি) যৌগন্ধরায়ণ সম্বন্ধীয়।

যৌগন্ধরি (পুং) যুগন্ধর (সাল্বাবয়বেতি। পা ৪।১।১৭৩) ইতি অপত্যার্থে ইঞ। ১ যুগন্ধরের গোত্রাপত্য। ২ যুগন্ধরগণের অধিপতি।

যৌগপদ (ক্লী) যুগপদ্ ভাবে, একেবারে হওয়া।

"বিরোধি তৎ যৌগপদৈককর্ত্তরি
দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম্ম নর্চ্ছতি ॥" (ভাগ০ ৪।৪।২০)
'যুগপদ্ভাবঃ যৌগপদং' (স্বামী)

যৌগপদ্য (ক্লী) যুগপদ্ভাব, সমকালীন।

যৌগবরত্র (ক্লী) যুগবরত্রাণাং সমূহঃ (খণ্ডিকাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৪৫) ইতি সমূহার্থে অঞ্। যুগবরত্রসমূহ।

যৌগিক (ত্রি) যোগায় প্রভবতীতি যোগ (যোগাদ্ যচ্চ। পা ৫।১।১০২) ইতি ঠঞ্। প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি নিষ্পন্ন অর্থবাচক শব্দ, যোগ অর্থাৎ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন যে অর্থবাচক শব্দ তাহাকে যৌগিক কহে। ইহা তিন প্রকার—যোগরূঢ়, রূঢ় ও যৌগিক।

"যোগরূঢ়াশ্চ রূঢ়াশ্চ যৌগিকাশ্চেতি তে ত্রিধা ॥
আদিতেয়াদিশব্দা যৌগিকাঃ অদিতেরপত্যানীতি ঢক্ প্রত্যয়েন কেবলং যোগার্থ এব" (অলঙ্কারকৌ০ ২ কিরণ)।

আদিতেয়াদি শব্দ যৌগিক,এই শব্দ 'অদিতেরপত্যং পুমান্' অদিতি শব্দের উত্তর ঢক্ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই স্থলে প্রকৃতি অদিতি এবং প্রত্যয় অপত্যার্থে ঢক্, যোগজ অর্থ অদিতির অপত্য পুত্র। এইস্থলে কেবল যোগার্থ বোধ হওয়ায় এই শব্দ যৌগিক হইয়াছে।

"যোগলভ্যার্থমাত্রস্য বোধকং নাম যৌগিকং।
সমাসতদ্ধিতাক্তঞ্চ কৃদন্তশ্চেতি তত্রিধা ॥"
(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)

যে স্থলে যোগলভ্যার্থ মাত্রের বোধক হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত প্রত্যয় যোগ করিয়া যে স্থলে যোগলভ্য অর্থ বোধ হয়, তাহাকেই যৌগিক কহে। ইহা তিন প্রকার সমাস, কৃৎ ও তদ্ধিতান্ত; সমাসান্ত দুই পদের একত্র মিলন করিয়া যে স্থলে যোগার্থ লাভ হয়, তাহাকে সমাস-যৌগিক; যে স্থলে প্রকৃতির সহিত কৃৎ প্রত্যয় করিয়া যোগার্থ বোধ হয়, তথায় কৃদ্‌যৌগিক এবং তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা এইরূপ অর্থবোধ হইলে তদ্ধিত-যৌগিক বলে।

নৈয়ায়িকদিগের মতে অর্থবোধক শক্তিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে পদ কহে। ইহা চারি প্রকার—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ় এবং যৌগিকরূঢ়।

যে স্থলে অবয়বার্থ বোধ হয়, তাহাকে যৌগিক কহে; যথা পাচকাদি। যে অবয়বশক্তি নিরপেক্ষ হইয়া সমুদয় শক্তিমাত্র দ্বারা বোধ হয়, তাহা রূঢ়, যথা গোঘটাদি। এবং যে স্থলে অবয়বশক্তিবিষয়ক সমুদয় শক্তি বিদ্যমান থাকিয়া অর্থ বোধ হয়, তথায় যোগরূঢ়, যথা পঙ্কজাদি। যে স্থলে অবয়বার্থ ও রূঢ়ার্থ এই উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে বোধ হয়, তথায় যৌগিকরূঢ়, যেমন উদ্ভিদাদি।

"শক্তং পদন্তু কচিদ্যৌগিকং কচিদ্রূঢ়ং কচিদ্যোগরূঢ়ং কচিদ্যৌগিকরূঢ়ং। যত্র অবয়বার্থ এব বুধ্যতে তদ্যৌগিকং। যথা পাচকাদিপদং। যত্রাবয়বশক্তিনৈরপেক্ষেণ সমুদায়শক্তিমাত্রেণ বুধ্যতে তদ্রূঢ়ং। যথা গোঘটাদিপদং। যত্র তু অবয়বশক্তিবিষয়ে সমুদয়শক্তিরপ্যস্তি তদ্যোগরূঢ়ং যথা পঙ্কজাদিপদং। যত্রাবয়বার্থরূঢ়ার্থয়োঃ স্বাতন্ত্র্যেণ বোধস্তদ্যৌগিকরূঢ়ং। যথা উদ্ভিদাদিপদং।" (ভাষাপরি° সিদ্ধান্তমুক্তা° ৮°)

[যোগরূঢ় দেখ] ২ অগুরু।

"অযোগুরুঃ সমুদ্দিষ্টো যৌগিকো লোহনামভিঃ।" (গরুড়পু°)

যৌজনশতিক (ত্রি) যোজনশতং গচ্ছতীতি যোজনশত-(ক্রোশশতযোজনশতয়োরুপসংখ্যানং। পা ৫।১।৭৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠঞ্। যোজনশত-গমনকর্ত্তা। 'যোজনশতাদভিগমনমর্হতীতি' এই বাক্যে 'ঠঞ্' করিলে যোজন শতাভিগমনকর্ত্তা এইরূপ অর্থ হয়।

যৌজনিক (ত্রি) যোজনং গচ্ছতীতি যোজন (যোজনং গচ্ছতি। পা ৫।১।৭৪) ইতি ঠঞ্। একযোজন-গমনকর্ত্তা।

যৌট্, সম্বন্ধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ যৌটতি। লোট্ যৌটতু। লিট্ যুযৌট। লুঙ্ অযৌটীৎ। ণিচ্ যৌটয়তি, লুঙ্ অযুযৌটৎ।

যৌড়্ সম্বন্ধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ যৌড়তি। লুঙ্ অযৌড়ীৎ।

যৌতক (ক্লী) যুতকয়োরিদং যুতক-অণ্ যুতকমেবেতি স্বার্থে অণ্ বা। যৌতুক।

যৌতকি (পুং) যুতকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৮°)

যৌতব (ক্লী) পরিমাণ। (অমর)

যৌতুক (ক্লী) যুতকং যোনিসম্বন্ধঃ তত্র ভবমিতি ষ্ণ, যুতয়োর্ধূবরয়োরিদমিতি বা। বিবাহকালে দম্পতীর লব্ধ ধন, অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকালে লব্ধ ধনকেও যৌতুক কহে। পরিণয়কালে বা পুত্রকন্যার সংস্কারাদি কার্য্যে যে ধন লাভ হয়, তাহাই যৌতুক, ইহাতে স্ত্রীর অধিকার, এই জন্য ইহাকে স্ত্রীধন কহে। এই ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব আছে। স্ত্রীধন যৌতুক ও অযৌতুক ভেদে দুই প্রকার। এই যৌতুক ধনে প্রথমে অদত্তা কন্যা অধিকারিণী, তৎপরে বাগ্‌দত্তা, পরে দত্তা কন্যা, এই দত্তা কন্যার মধ্যে পুত্রবতী বা সম্ভাবিতপুত্রা এতদুভয়েরই তুল্যাধিকার, পুত্রবতী বা সম্ভাবিতপুত্রা কন্যা না থাকিলে, বন্ধ্যা বা বিধবা, এতদুভয়েরই তুল্যাধিকার জানিতে হইবে। ইহার পর পুত্র, দৌহিত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, সপত্নীপুত্র, সপত্নীপৌত্র ও সপত্নীপ্রপৌত্র ইহাদের যথাক্রমে অধিকার জানিতে হইবে। অযৌতুক স্ত্রীধনে কন্যা অধিকারিণী হইবে না, পুত্র অধিকারী হইবে।

"ঊঢ়ায়া যৌতুকধনে প্রথমং কুমারী, তদভাবে বাগ্‌দত্তা অধিকারিণী। এতয়োরভাবে ঊঢ়য়োঃ পুত্রবতীসম্ভাবিতপুত্রয়োর্যুগপদধিকারঃ। একাভাবে চাপরায়াঃ, এতয়োরভাবে বন্ধ্যাবিধবয়োস্তুল্যাধিকারঃ ইত্যাদি।" (দায়ভাগে শ্রীকৃষ্ণতর্কা°)

"মাতুস্তু যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।
দৌহিত্র এব চ হরেদপুত্রস্যাখিলং ধনং॥" (মনু ৯।১৩১)

মাতার যৌতুকলব্ধ ধন কুমারীর প্রাপ্য, এবং অপুত্রের সমস্ত ধন দৌহিত্রের প্রাপ্য। [দায়ভাগ শব্দ দেখ]

যৌথিক (ত্রি) যূথসংঘাতী। "মামেব মাতাপিতরৌ ভ্রাতৃজ্ঞাতীন্ যৌথিকান্" (ভাগ° ৫।৮।৯) 'যৌথিকান্ যূথসংঘাতিনঃ' (স্বামী)

যৌথ্য (ত্রি) যূথ (সংকাশাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।২।৮°) ইতি চতুর্ষ্বর্থেষু ণ্যঃ। ১ যূথ হইতে নিবৃত্ত। ২ যূথের অদূরভব। ৩ যূথের নিবাসযুক্ত স্থান। ৪ যূথবিশিষ্ট।

যৌধ (ত্রি) যুদ্ধপ্রিয়। সমরকুশল।

যৌধাজয় (ক্লী) সামভেদ।

যৌধিক (ত্রি) যুদ্ধপ্রকরণভেদ। (হরিবংশ ৩১৬।২°)

যৌধিষ্ঠির (ত্রি) যুধিষ্ঠিরস্য ইদমিতি যুধিষ্ঠির-অণ্। যুধিষ্ঠিরসম্বন্ধী।

"সা চ যৌধিষ্ঠিরী সেনা গাঙ্গেয়শরতাড়িতা।
প্রতিপৎপাঠশীলানাং বিদ্যেব তনুতাং গতা॥" (মহাভারত)

(পুং) ২ যুধিষ্ঠিরের অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। যৌধিষ্ঠিরী, বাসুদেবের পত্নীবিশেষ।

"কৌশিক্যাং সুতসোমায়াং যৌধিষ্ঠির্য্যাং যুধিষ্ঠিরঃ।
কাপালী গরুড়শ্চৈব জজ্ঞাতে চিত্রযোধিনৌ॥"(হরিবংশ১৬০।২০)

যৌধিষ্ঠিরি (পুং) যুধিষ্ঠিরস্য অপত্যং যুধিষ্ঠির (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি অপত্যার্থে ইঞ্। যুধিষ্ঠিরের অপত্য।

যৌধেয় (পুং) যোধমর্হতীতি যোধ-ঢঞ্ যদ্বা (পার্শ্বাদি যৌধেয়াদিভ্যামণঞৌ। পা ৫।৩।১১৭) ইতি স্বার্থে অঞ্। ১ যোদ্ধা। ২ যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ইনি শৈব্যরাজদৌহিত্র। রাজা যুধিষ্ঠির শৈব্যের দেবিকা নাম্নী কন্যা স্বয়ম্বরে লাভ করেন। এই কন্যার গর্ভে যৌধেয় জন্ম গ্রহণ করে। (ভারত ১।৯৫।৩৬) ৩ নৃগুরাজপুত্র। (হরিবংশ ৩১।২৫)

যৌধেয়, উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসী যুদ্ধপ্রিয় জাতি বিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৫৮ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে এবং বিভিন্ন শিলালিপিতে এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনিতে এই বীর্য্যশালী জাতির উল্লেখ দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, পঞ্জাবের শতদ্রুতীরবাসী এই জাতি আলেক্সান্দারের ভারতাভিযানের বহুপূর্ব্বে যোদ্ধৃসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যৌধেয়রাজগণের প্রচলিত মুদ্রা দিল্লী, লুধিয়ানা, ধ্বস্তপ্রায় বেহাত নগর ও পূর্ব্বসীমায় যমুনা-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা তাঁহাদের রাজ্যবিস্তৃতির অনুমান করা যায়। সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপ রুদ্রদামার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজা রুদ্রদাম ৭২ সম্বতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন।

গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে মালব, ও আর্জ্জুনায়নের পর এবং মদ্র ও আভীরদিগের অগ্রে যৌধেয়দিগের স্থান নির্ণীত থাকায় অনেকে উঁহাদিগকে বর্ত্তমান যোহিয় জাতি বলিয়া অনুমান করেন। বরাহমিহির হেমতাল, গান্ধার প্রভৃতি দেশের সমীপে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই যৌধেয়গণ যুধিষ্ঠিরতনয় যৌধেয়ের বংশধর। শৈব্যবংশীয় রাজা গোবসনের কন্যা দেবিকার গর্ভজাত। পুরাণাদিতে দেবিকা যৌধেয়ী, পৌরাণী প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশে উশিনরতনয় নৃগহ যৌধেয়গণের আদিপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন। রাজা নৃগ শিবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

বর্ত্তমান কালে যৌধেয়গণের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষুদ্রাকারগুলি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারগুলি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দে মুদ্রাঙ্কিত। বড়গুলিতে "জয় যৌধেয়গণস্য" লিপি অঙ্কিত আছে। যৌধেয়-রাজ ব্রহ্মণ্যদেবের রূপ্যমুদ্রার বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহাকে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মণ্যধর্ম্মসেবী বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

যৌধেয়ক (পুং) যৌধেয় জাতি।

যৌন (ক্লী) যোনেরিদং যোনি-অণ্। যোনিসম্বন্ধাধীন পাপ, এই পাপে সদ্যঃ পতিত হইতে হয়।

"সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাৎ সদ্যো হি শয়নাশনাৎ॥"(বৌধায়ন)

এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। ২ উৎপত্তিকারণ। (ত্রি) ৩ যোনি সম্বন্ধীয়। (পুং) ৬ উত্তরাপথজাত জাতিবিশেষ।

"উত্তরাপথজন্মানঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি তানপি।
যৌনকাম্বোজগান্ধারাঃ কিরাতা বর্ব্বরৈঃ সহ॥"
(ভারত ১২।২০৭।৪৩)

যৌপ (ত্রি) যূপকাষ্ঠ সম্বন্ধীয়।

যৌপ্য (ত্রি) যূপ (সংকাশাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।২।৮০) ইতি ণ্য। যূপের অদূরভব, যূপের নিকট।

যৌযুধানি (পুং) যুযুধানের গোত্রাপত্য।

যৌবত (ক্লী) যুবতীনাং সমূহঃ যুবতি (যুবতিভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮) ইতি অণ্ পুংবদ্ভাবশ্চ। যুবতিসমূহ।

"রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা-
বহো বিবুধযৌবতং বহসি তন্বি! পৃথ্বীগতা॥"(গীতগো° ১০।১৫)

যুবতিভিঃ কৃতমিতি অণ্। নৃত্যবিশেষ। নটীগণ মিলিত হইয়া নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া মধুর ভাবে যে নৃত্য করে, তাহাকে যৌবত কহে।

"মধুরং বহু লীলাভির্নটীতি যত্র নৃত্যতে।
বশীকরণবিদ্যাভং তন্নাসং যৌবতং মতং॥"(সঙ্গীতদামো°)

৩ পরিমাণ। (অমরটীকায় ভরত)

যৌবতেয় (পুং) যুবতীর পুত্র।

যৌবন (ক্লী) যুবন্ (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ইতি অণ্। যুবার ভাব, পর্য্যায় তারুণ্য, বয়স্। (জটাধর) ১৬ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবনসময়।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্॥" (স্মৃতি)

নবযৌবন লক্ষণ—

"দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিৎ চলাক্ষং মেদুরস্মিতং।
মনাগভিব্যক্তভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

যৌবনক (ক্লী) যৌবন।

যৌবনকণ্টক (পুং ক্লী) যৌবনে কণ্টকমিব দুঃখদত্বাৎ। যুবগণ্ড, চলিত ব্রণফোড়া। (শব্দমালা)

যৌবনপিড়কা (স্ত্রী) যৌবনে পিড়কা। যৌবনকালে মুখজাত ক্ষুদ্র স্ফোটক, চলিত বয়স্ফোড়া। ইহার লক্ষণ—
"শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতশোণিতৈঃ।
জায়ন্তে পিড়কা যূনাং বক্ত্রে যা মুখদূষিকাঃ॥"(সুশ্রুত১।১৪অ০)
দূষিত কফ, বায়ু ও শোণিত যুবাদিগের মুখদেশে শাল্মলী কণ্টকসদৃশ যে পিড়কা জন্মায়, তাহাকে মুখদূষিকা বা যৌবনপিড়কা কহে। [পিড়কা শব্দ দেখ]

যৌবনপ্রাপ্ত (পুং ক্লী) যৌবনের শেষ সময়।

যৌবনমত্ত (ত্রি) যৌবনগর্ব্বিত।

যৌবনমত্তা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহা চারি চরণাত্মক, প্রতি চরণে ১৬টী অক্ষর। উহার ১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬ বর্ণ লঘু ও অপর চারিটী গুরু।

যৌবনলক্ষণ (ক্লী) যৌবনস্য লক্ষণং চিহ্নং। ১ লাবণ্য। ২ তারুণ্যচিহ্ন। ৩ স্তন। (মেদিনী)

যৌবনবৎ (ত্রি) যৌবনং বিদ্যতে যস্য মতুপ্ মস্য ব। যৌবনবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

যৌবনাশ্ব (পুং) যুবনাশ্বস্যাপত্যমিতি যুবনাশ্ব-অণ্। মান্ধাতৃরাজ। (ত্রিকা০) [মান্ধাতা দেখ]
"যৌবনাশ্বোঽথ মান্ধাতা চক্রবর্ত্ত্যবনীপ্রভুঃ।
সপ্তদ্বীপবতীমেকঃ শশাসাচ্যুততেজসা॥"(ভাগ০ ৯।৬অ০)

যৌবনাশ্বক (পুং) যৌবনাশ্ব স্বার্থে কন্। মান্ধাতৃরাজ।

যৌবনাশ্বি (পুং) যুবনাশ্বের বংশসম্ভূত বলিয়া মান্ধাতৃরাজ অপত্যার্থে এই শব্দে উক্ত হইয়া থাকে।

যৌবনিক (ত্রি) যৌবন সম্বন্ধি।

যৌবনিন্ (ত্রি) যৌবনবিশিষ্ট।

যৌবনোদ্ভেদ (পুং) যৌবনস্য উদ্ভেদঃ। ১ যৌবনোদ্গম, প্রথম যৌবনপ্রাপ্তি। ২ কামদেব।

যৌবরাজিক (ত্রি) যুবরাজ (কাশ্যাদিভ্যষ্ঠঞ্ঞিঠৌ। পা ৪। ২। ১১৬) ইতি ঠঞ্। যুবরাজ সম্বন্ধীয়।

যৌবরাজ্য (ক্লী) যুবরাজের পদ, যুবরাজের ভাব বা ধর্ম্ম, পিতৃসত্ত্বে পুত্রের রাজ্যপদ।

যৌষিণ্য (ক্লী) স্ত্রীত্ব। রমণীভাব।

যৌষ্মাক (ত্রি) যুষ্মদ্-অণ্। (তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ। পা ৪। ৩। ২। ইতি প্রকৃতের্যুষ্মকাদেশঃ। যুষ্মৎসম্বন্ধি।
"ইত্যাদ্যাস্বসু জল্পৎসু মিলিতেষত্র তৎক্ষণং।
বিদ্যাধরো ধূমশিখো যৌষ্মাকোঽবাতরদ্দিবঃ॥"
(কথাসরিৎসা০ ১১২।২০৫)

যৌষ্মাকীন (ত্রি) যুষ্মদ্ (যুষ্মদস্মদোরন্যতরস্যাং খঞ্চ। পা ৪। ৩। ১।) ইতি খঞ্। (তস্মিন্নণি চেতি। পা ৪। ৩। ২।) ইতি যুষ্মাকাদেশঃ। যুষ্মৎসম্বন্ধী, ভবৎসম্বন্ধীয়।

র

র রেফ, রকার, ব্যঞ্জনবর্ণ ভেদ, ইহা স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যস্থ হেতু অন্তঃস্থবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, জিহ্বাগ্র-দ্বারা মূর্দ্ধস্থান ঈষৎস্পর্শ হইয়া এই শব্দ উচ্চারিত হয়, এই জন্য ইহা আভ্যন্তর প্রযত্ন, বাহ্যপ্রযত্ন, সংবার, নাদ,ঘোষ, অল্পপ্রাণ। ইহার লিখনপ্রকার—

"দক্ষতঃ কুণ্ডলী রেখা বামাদ্দক্ষগতাপ্যধঃ।
পুনর্দ্দক্ষগতা রেখা ততোঽধোগত্য চোর্দ্ধতঃ॥
ভবানী শঙ্করো বহ্নিস্তাসু তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ।
অর্দ্ধমাত্রা ব্রহ্মরূপা মহাশক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

দক্ষিণ হইতে কুণ্ডলী ভাবে রেখা করিয়া উহা আবার বাম হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত টানিয়া অধোগতা করিতে হইবে। পুনর্ব্বার দক্ষগতা রেখা উর্দ্ধ হইতে অধোগতা করিলে এই বর্ণ হইবে। এই সকল রেখায় ভবানী, শঙ্করী ও বহ্নি নিত্য অবস্থিত আছেন, এই বর্ণ ব্রহ্মরূপিণী অধোমাত্রা মহাশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। অন্য প্রকার—

"উর্দ্ধাধঃক্রমতো রেখা ত্রিকোণাধোগতা হি সা।
বিধিরীশঃ কেশবশ্চ তাসু তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ॥
উর্দ্ধস্থিতা তু যা মাত্রা সা শক্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
তস্য মধ্যগতা রেখা বহ্নিরূপা হি সা স্মৃতা॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

উর্দ্ধাধঃক্রমে একটী করিয়া রেখা করিয়া উহাকে ত্রিকোণ করিতে হইবে, পরে উর্দ্ধদিকে একটী মাত্রা এবং মধ্যে একটী রেখা দিলে এই বর্ণ হইবে। ত্রিকোণের তিনটী রেখায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থিত আছেন, উর্দ্ধস্থিতা মাত্রা শক্তি এবং মধ্যগতা রেখা অগ্নিরূপিণী জানিতে হইবে। এই বর্ণের ধ্যান—

"ললজ্জিহ্বাং মহারৌদ্রীং রক্তাস্যাং রক্তলোচনাং।
রক্তবর্ণামষ্টভুজাং রক্তপুষ্পোপশোভিতাং॥
রক্তমাল্যাম্বরধরাং রক্তালঙ্কারভূষিতাং।
মহামোক্ষপ্রদাং নিত্যামষ্টসিদ্ধিপ্রদায়িকাং
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥"

এই রূপে এই বর্ণের ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম-মন্ত্র—

"ত্রিশক্তি সহিতং দেবি! আত্মাদি-তত্ত্বসংযুতং।
সর্ব্বতেজোময়ং বর্ণং সততং প্রণমাম্যহং॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এই বর্ণের স্বরূপ রকার কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্ত, বিদ্যুল্লতাকার পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময় এবং ত্রিবিন্দু সহিত।

"রেফঞ্চ চঞ্চলাপাঙ্গি! কুণ্ডলীত্রয়সংযুতং।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবাত্মকং সদা।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনুতন্ত্র ৬)

ইহার বাচক শব্দ বা পর্য্যায়—রক্ত, ক্রোধিনী, রেফ, পাবক, ওজস, প্রকাশ, অদর্শন, দীপ,রত, কৃষ্ণ, অপর, বলী, ভুজঙ্গেশ, মতি,সূর্য্য, ধাতুরক্ত, প্রকাশক, ব্যাপক, রেবতী, দাস,কৃষ্ণাংশ, বহ্নিমণ্ডল, উগ্ররেখা, স্থূলদণ্ড, বেদকণ্ঠপলা, প্রকৃতি, সুগল, ব্রহ্মশব্দ, গায়ক, ধন, শ্রীকণ্ঠ, উষ্মা, হৃদয়, মুণ্ডী, ত্রিপুরসুন্দরী, সবিন্দু, যোনিজ, জ্বালা, শ্রীশৈল ও বিশ্বতোমুখী।

"রো রক্তঃ ক্রোধিনী রেফ পাবকস্তোজসো মতঃ।
প্রকাশাদর্শনো দীপো রতকৃষ্ণাপরংবলী॥
ভুজঙ্গেশো মতিঃ সূর্য্যো ধাতুরক্তঃ প্রকাশকঃ।
ব্যাপকো রেবতীদাসং কৃষ্ণাংশো বহ্নিমণ্ডলঃ॥
উগ্ররেখা স্থূলদণ্ডো বেদকণ্ঠপলা পুরা।
প্রকৃতিঃ সুগলো ব্রহ্মশব্দশ্চ গায়কো ধনং॥
শ্রীকণ্ঠ উষ্মা হৃদয়ং মুণ্ডী ত্রিপুরসুন্দরী।
সবিন্দুর্যোনিজো জ্বালা শ্রীশৈলো বিশ্বতোমুখী॥"

(বর্ণাভিধানতন্ত্র)

মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ দক্ষিণ স্কন্ধে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই শব্দ প্রয়োগ করিতে নাই 'রস্তু দাহ' যদি কেহ কাব্যের আদিতে ইহা প্রয়োগ করে, তাহা হইলে দাহ হয়। (বৃত্তরত্নাকর)

২ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত গণবিশেষ। "রলমধ্যঃ" (ছন্দোম০১।৮) ছন্দঃশাস্ত্রে 'র' বলিলে মধ্যবর্ণ লঘু বুঝিতে হইবে, প্রথম ও শেষ বর্ণ গুরু এবং মধ্যবর্ণ লঘু। ৩ ধাতুসুবন্ধবিশেষ। (কবিকল্পদ্রুম)

র (পুং) রাতি উর্দ্ধং গচ্ছতীতি রা-ডঃ। ১ পাবক। ২ তীক্ষ্ণ। (মেদিনী) ৩ কামবহ্নি। (শব্দরত্না০)

রইকাঠ (দেশজ) পুষ্করিণীর জল পরিমাণার্থ মধ্যস্থলে প্রোথিত কাষ্ঠ দণ্ড।

রওআক্‌ (তামিল) গৃহভিত্তির সংলগ্ন বারাণ্ডা বা দালান।

রওআনা (পারসী) ১ গমন, যাত্রা। ২ দ্রব্যাদি প্রেরণ।

রংহ্, গতি। অদন্ত চুরাদি, উভয়০ সক০ সেট্। লট্ রংহয়তি-তে। রহি রংহ্, ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রংহতি। লুঙ্ অরংহীৎ।

রংহস্ (ক্লী) রম্যতে যেন ইতি রম (রমেশ্চ। উণ্ ৪।২১৩) ইতি অসুন্ হুগাগমশ্চ। ১ বেগ।

"অলং মহীপাল তব শ্রমেণ প্রযুক্তমপ্যস্ত্রমিতো বৃথা স্যাৎ।
ন পাদপোন্মূলনশক্তিরংহঃ শিলোচ্চয়ে মূর্চ্ছতি মারুতস্য॥"
(রঘু ২।৩৪) ২ মহাদেব। (ভারত ১৪।৮।১৫) ৩ বিষ্ণু।
(হরিবংশ ২৫২।১৮)

রক্, স্বাদ। চুরাদি০ পরস্মৈ সক০ সেট্। লট্ রাকয়তি। লিট্ রাকয়ামাস। লুঙ্ অরীরকৎ।

রকম্ (আরবী) প্রকার।

রকমা (আরবী) বিভিন্ন প্রকারের।

রকার (পুং) র বর্ণ।

রক্ত, (ক্লী) রজ্যতে অনেনেতি রন্জ ক্ত। ১ কুঙ্কুম। ২ তাম্র। ৩ প্রাচীনামলক। (মেদিনী) ৪ পদ্মক, রক্তপদ্ম। (রত্নমালা) ৫ সিন্দুর। ৬ হিঙ্গুল। (রাজনি০)

৭ শরীরস্থ সপ্তধাতুর অন্তর্গত ধাতুবিশেষ। পর্য্যায় রুধির, অসৃজ্, লোহিত, অস্র, ক্ষতজ, শোণিত, পলঙ্কার, রোহিত, রঞ্জক, কীলাল, অঙ্গজ, রোধির, স্বজ, ত্বগ্জ, শোণ, লোহ, চম্মজ।

ইহার স্বরূপ—

"যদা রসো যকৃদ্যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ।
রাগং পাকশ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংজ্ঞকঃ॥
রক্তং সর্ব্বশরীরস্থং জীবস্যাধার উত্তমঃ।
স্নিগ্ধং গুরু চলং স্বাদু বিদগ্ধং পিত্তবদ্ভবেৎ॥
জীবো বসতি সর্ব্বস্মিন্ দেহে তত্র বিশেষতঃ।
বীর্য্যে রক্তে মলে যস্মিন্ ক্ষীণে যাতি ক্ষয়ং ক্ষণাৎ॥"(ভাবপ্র০

আমরা যে সকল বস্তু আহার করি, তাহা প্রথমে রস রূপে পরিণত হয়, ঐ রস যকৃতে যাইয়া রঞ্জক পিত্ত দ্বারা পাক হইয়া রক্তবর্ণ হয়, এই জন্য উহাকে রক্ত কহে। এই রক্ত সকল শরীরেই অবস্থিত, এবং ইহা জীবনের শ্রেষ্ঠ আধার স্বরূপ। ইহা স্নিগ্ধ, গুরু, চলনশীল এবং মধুর রস। কিন্তু ইহা দূষিত হইলে বিদগ্ধ পিত্তের ন্যায় অর্থাৎ অম্ল হয়। সমস্ত শরীরই জীবের বাসস্থান, কিন্তু বীর্য্য, রক্ত ও মল এই তিনই বিশেষ আধার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, কারণ এই তিনের ক্ষয় হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই জীবের ক্ষয় হইয়া থাকে।

রক্তের আশ্রয়স্থান—

"যকৃৎ প্লীহা চ রক্তস্য মুখ্যস্থানদ্বয়োঃ স্থিতং।
অন্যত্র সংস্থিতবতাং রক্তানাং পোষকং ভবেৎ॥"(ভাবপ্রকাশ)

রক্তের প্রধান আশ্রয়স্থান যকৃৎ ও প্লীহা, ইহা এই দুই স্থানে অবস্থিত হইয়া অন্যস্থানস্থিত রক্তকে পোষণ করে।

"রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমারুতেরিতঃ।
রঞ্জিতঃ পাচিতস্তত্র পিত্তেনায়াতি রক্ততাং॥
রক্তং সর্ব্বং শরীরস্থং জীবস্যাধারমুত্তমম্॥"
(শার্ঙ্গধর পূ০ ৬ অ০)

আহারজাত রস প্রথমে হৃদয়ে গমন করে, পরে উহা সমান বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া পিত্ত কর্তৃক পাচিত ও রঞ্জিত হইয়া রক্তবর্ণ হয়। ইহা সর্ব্ব শরীরে অবস্থিত এবং জীবের উত্তম আধার। সুশ্রুতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রস ধাতু হইতে রক্ত হয়, রস ধাতুর অর্থ-গমন করা, সুতরাং অহরহ গমন করে বলিয়া উহাকে রস কহে, এই রস ভুক্ত দ্রব্য হইতে একদিনেই উৎপন্ন হইয়া ৩০১৫ কলা অর্থাৎ পাঁচ দিনের কিছু বেশী সময়ে এক এক ধাতুতে অবস্থান করিয়া অন্য ধাতুতে পরিণত হয়, সুতরাং এই সময় মধ্যে রস রক্ত রূপে পরিণত হয়।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু শরীরকে ধারণ করে, এই জন্য ইহাদিগকে ধাতু কহে। এই সকল ধাতুর ক্ষয় ও বৃদ্ধি রক্তের উপর নির্ভর করে। রক্তক্ষয় হইলে সমস্ত ধাতু ক্ষীণ হইয়া পড়ে, রক্ত বৃদ্ধি পাইলে সমস্ত ধাতুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ—যে রক্তের বর্ণ ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় উজ্জ্বল, অসংহত, অর্থাৎ অনতিঘনতরল, এবং অলক্তাদির বর্ণ-বিশিষ্ট, তাহাই বিশুদ্ধ রক্ত। বায়ু কর্তৃক রক্ত দূষিত হইলে ফেনিল, ঈষদ্রক্তযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, পরুষ, তনু (পাতলা), শীঘ্র প্রসরণশীল, অস্কন্দী অর্থাৎ গাঢ়ত্ব বিহীন হইয়া থাকে।

পিত্তদূষিত লক্ষণ—রক্ত পিত্ত কর্তৃক দূষিত হইলে নীল, পীত, হরিৎ বা শ্যামবর্ণ, আমগন্ধি পিপীলিকা ও মক্ষিকাদির অভিলষিত ও তরল হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মদূষিত রক্তের লক্ষণ—কফ দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে উহার বর্ণ গেরিমাটীর জলের ন্যায় পাণ্ডু, লোহিত, স্নিগ্ধ, শীতল, ঘন, পিচ্ছিল, চিরস্রাবী ও মাংসপেশীর ন্যায় হয়।

ত্রিদোষদূষিত রক্তলক্ষণ—ত্রিদোষ অর্থাৎ সন্নিপাত দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে উহা পূর্ব্বোক্ত বাতাদির লক্ষণ যুক্ত, কাঞ্জির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

বাতপৈত্তিকাদি মিলিত দ্বিদোষ দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে উহাতে পূর্ব্বোক্ত মিলিত দ্বিদোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, দূষিত রক্ত দ্বারা রক্ত দুষ্ট হইলে রক্ত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

রক্তের স্থান—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যকৃৎ ও প্লীহাই রক্তের

প্রধান স্থান। রক্ত ঐ দুই স্থান হইতেই দেহের সমুদয় শোণিত-ক্রিয়ার আনুকূল্য করে। রক্ত উষ্ণও নহে শীতলও নহে, স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ, গুরু, মাংসগন্ধযুক্ত এবং পিত্তের ন্যায় বিদাহ-গুণবিশিষ্ট।

রক্ত-প্রকোপের কারণ—পিত্তের প্রকোপ হইলেই রক্তকুপিত হয়, অথবা যদি সর্ব্বদা দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য আহার, দিবাভাগে নিদ্রা, অতিশয় ক্রোধ, অগ্নিতাপসেবন, রৌদ্রসেবন, শ্রম, অভিঘাত, অজীর্ণজনক বা বিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন ইত্যাদি অহিতাচরণে রক্ত কুপিত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত না হইলে রক্ত কুপিত হয় না। অতএব সেই অনুযঙ্গী দোষ যে যে কালে কুপিত হয়, রক্তেরও সেই সেই কালে প্রকোপ হইয়া থাকে। কোন দোষ কুপিত হইলে কোষ্ঠদেশে বেদনা ও দেহে দূষিত রক্তের সঞ্চার, অম্লরসযুক্ত পানীয় দ্রব্যে অভিলাষ, অন্নে অরুচি এবং হৃদয়ে শ্লেষ্মার আশ্রয় হইয়া থাকে। রক্তক্ষীণ হইলে দ্রাক্ষা, দাড়িম, মাখম ও স্নেহসংযুক্ত লবণ, রক্তসিদ্ধ মাংস সেবনে অভিলাষ হয়।

"দ্রাক্ষাদাড়িমশুক্লানি সস্নেহলবণানি চ।
রক্তসিদ্ধানি মাংসানি রক্তক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥"

(ভাবপ্রকাশ)

রক্ত-সঞ্চালন—জীবসমূহের বক্ষোমধ্যে দুইটী যন্ত্র আছে, একটীর নাম ফুস্‌ফুস্ ও অপরটীর নাম হৃৎপিণ্ড। রক্তই জীবের মূলাধার। জীবগণ যাহা আহার করে, উহা পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত হয়, রক্ত শরীরের সর্ব্বত্রই ব্যাপিয়া আছে। ইহার চলাচলের নিমিত্ত শরীরের সমস্ত অংশেই পথ বা নালী আছে। এই নালী ধমনী শিরা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। বৃক্ষাদি স্থাবরগণ যেরূপ পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, জঙ্গম জীবগণও সেইরূপ পাকস্থালীস্থ অন্ন হইতে রক্তসংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। ক্ষেত্রস্থিত পয়ঃ-প্রণালীসমূহ যেমন ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র জল বহন করিয়া শস্য-সমূহকে বাঁচাইয়া রাখে, শরীরের ধমনী এবং শিরা সকলও তদ্রূপ দেহের সকল স্থানে রক্ত বহন করিয়া শরীরকে সজীব রাখে। এই সকল নালীস্থ রক্ত শরীরের সমস্ত অংশে জলবৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

সাধারণতঃ ধরিতে গেলে জীবের হৃদ্‌পিণ্ডই রক্তের আধার। হৃদ্‌পিণ্ড হইতে ইহা ধমনীতে এবং ধমনী হইতে শিরামণ্ডলে প্রবাহিত হয়। তাহা হইতে শোণিত ফুস্‌ফুস্ দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরিয়া আসে এবং হৃদ্‌পিণ্ড হইতে পুনর্ব্বার তাহা ধমনীতে ও শিরায় গমন করে। এইরূপে শরীর-যন্ত্রের অভ্যন্তরে শোণিত অবিরতই চলাচল করিতেছে। শোণিত নালীর মধ্যে কোথাও কোন দ্রব্য থাকিলে রক্তপ্রবাহে তাহা বাহির হইয়া থাকে। রক্ত দূষিত হইলে সমগ্র শরীরকে মুহূর্ত্ত মধ্যে দূষিত করে।

রক্ত-সঞ্চালনের পথ—হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ফুস্‌-ফুসের ধমনী দিয়া শোণিত ফুস্‌ফুসে প্রবাহিত হয়। তাহার পর ফুস্‌ফুসের কৈশিক নালী ও শিরাসমূহ দ্বারা তাহা হৃদ্‌-পিণ্ডের বামদিকে ফিরিয়া আইসে, অতএব ইহা দ্বারা জানা যায় যে, রক্ত দুইটী পথ দিয়া সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটী ছোট ও অপরটী বড়। হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ফুস্‌ফুসে এবং তথা হইতে হৃদ্‌পিণ্ডের বামপার্শ্বে একটী ছোট পথ; আর হৃদ্‌পিণ্ডের বাম হইতে প্রবাহিত হইয়া রক্ত সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়, তাহার পর হৃদয়ের দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া আসে এইটী বৃহৎ পথ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে রক্তসঞ্চালনপ্রণালী একটী মাত্র বলা যাইতে পারে, কারণ সমগ্র শোণিতপ্রবাহেই এককালে ফুস্-ফুসের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ শোণিত মানবের জীবন, ইহার শোধনের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ আবশ্যক। রক্তশোধনার্থ বায়ু প্রতি মিনিটে ন্যূনাধিক ২০ বার ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে দূষিত হইয়া বহির্গত হয়। বায়ু বিশুদ্ধ না হইলে তদ্দ্বারা রক্তশোধিত হইতে পারে না, দেহস্থ দূষিত পদার্থসমূহ বহির্গত হইতে না পারিলে দেহের বিশেষ অনিষ্ট ও নানাবিধ পীড়া হইয়া থাকে।

রক্তসঞ্চালনপ্রণালী—জীবদেহ সর্ব্বদাই সক্রিয়, জীব নিজে ক্রিয়াশূন্য হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিলেও তাহার শরীরযন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রতিক্ষণে নানাপ্রকার কার্য্য চলিতেছে, হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, ধমনী, শিরা, পাকস্থলী প্রভৃতি অবিরত স্ব স্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, যে শক্তির একবার অপচয় বা ক্ষয় হয়, শরীরযন্ত্রের মধ্য হইতে তাহার আর পুনর্ব্বার পূরণ হয় না। তাহা বাহিরের দ্রব্য দ্বারা পূরণ করিতে হয় সেই বাহিরের দ্রব্য খাদ্য। জীব যাহা আহার করে, তাহা পাকস্থলীতে যাইয়া, রক্ত ও মলমূত্রাদি পদার্থে পরিণত হই-তেছে। এই রক্ত দ্বারা ক্ষয়িত শক্তির পুনর্ব্বার পূরণ হয়, এবং মলমূত্রাদি শরীরের দূষিত পদার্থ সমুদয় লইয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। অতএব শোণিতই জীবের শক্তি, ইহার বর্ণ লাল বলিয়া ইহাকে রক্ত কহে।

রক্ত একটী ক্ষারবহুল তরল পদার্থ, ইহাতে জলীয়, কঠিন ও বায়ব পদার্থ আছে, স্ত্রী ও পুরুষ এবং বয়স ও অবস্থা-

ভেদে ঐ সকল পদার্থের পরিমাণের প্রভেদ হইয়া থাকে। স্থূল কথায় বলিতে গেলে রক্তের একশত ভাগে ৭৯ ভাগ জল, এবং ২১ ভাগ শুষ্ক কঠিন দ্রব্য দেখা যায়। বায়ুতে যবক্ষারজন ও অম্লজনের পরিমাণ যেরূপ, রক্তেও কঠিন দ্রব্যের পরিমাণ ঠিক সেইরূপ। ফলকথা রক্তে প্রায় এক চতুর্থাংশ শুষ্ক কঠিন পদার্থ, অবশিষ্ট সমস্তই জল। ২১ ভাগ কঠিন দ্রব্যের মধ্যে ১২ ভাগ ইহার শ্বেত ও লাল কণিকা, অবশিষ্ট ৯ ভাগের মধ্যে ৬ ভাগ এল্‌বিউমেন নামক পদার্থ এবং তিন ভাগ লবণ, বসা ও শর্করা। এতদ্ব্যতীত শরীরের আভ্যন্তর শক্তিক্ষয় জন্য যে সকল পদার্থ শরীর হইতে নির্গত হয়, তাহার কিছু অংশ এবং ফাইব্রিন্‌ নামক একপ্রকার তন্তুসদৃশ পদার্থের কিছু অংশও রক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্তের পরিমাণের প্রায় অর্দ্ধাংশ বায়ব পদার্থ, অর্থাৎ ১০০ ঘন ইঞ্চ রক্তে কিছু কম ৫০ ঘন ইঞ্চ বায়ব পদার্থ আছে। এই সকল বায়ব পদার্থ অঙ্গারাম্ল, অম্লজন ও যবক্ষারজন। বলা বাহুল্য এই কএকটী বায়ব-পদার্থ বহির্বায়ুতেও বিদ্যমান আছে। বহির্বায়ুতে প্রায় বার আনা যবক্ষারজন, সিকি অম্লজন এবং অঙ্গারাম্লের সামান্য লেশমাত্র দেখা যায়। কিন্তু রক্তে বায়ব পদার্থের পরিমাণ এরূপ নহে। রক্তে প্রায় দশ আনা অঙ্গারাম্ল ও কিছু কম ছয় আনা অম্লজন বিদ্যমান, এবং অতি সামান্য মাত্র যবক্ষারজন আছে।

স্ত্রীজাতির অপেক্ষা পুরুষদিগের রক্তে লালকণার পরিমাণ অধিক, এজন্য ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্বও অধিক। গর্ভিণীদিগের শোণিতে লালকণার পরিমাণ কম, সেই জন্য অসত্বা অপেক্ষা তাহাদিগের রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্বও অল্প। তামসিক প্রকৃতি বা ক্রোধনস্বভাব লোকের রক্তে কঠিন দ্রব্যের বিশেষতঃ লাল-কণিকার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর। আমিষভোজী অপেক্ষা শাকভোজীর রক্তে কঠিন দ্রব্য কম। রক্তমোক্ষণে রক্তের লাল-কণিকার পরিমাণ হ্রাস হয়।

রক্তের বর্ণের ভিন্নতা।—শরীরের সকল স্থানে রক্তের বর্ণ এক প্রকার নহে। ধমনীসমূহে যে রক্ত থাকে, তাহা শিরাসমূহের রক্তের সদৃশ নহে। আবার শিরামণ্ডলের সর্ব্বত্র ঠিক একরূপ রক্ত দেখা যায় না। ধমনীর রক্তের বর্ণ উজ্জ্বল লাল, কারণ ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক অম্লজন থাকে। শিরামণ্ডলের রক্ত বেগুণী বর্ণ, কারণ ইহাতে অম্লজনের পরিমাণ অল্প। ইহা ভিন্ন ধমনীর শোণিত যত শীঘ্র জমাট বাধে, শিরার শোণিত তত শীঘ্র জমাট বাধে না। আবার ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ ও প্লীহার শিরা সমুদায়ের রক্ত অন্যান্য শিরার রক্ত হইতে ভিন্ন প্রকার।

রক্তের পরিমাণ।—জীবশরীরে কতটুকু রক্ত থাকে, তাহা অভ্রান্তরূপে নিশ্চয় করা কঠিন। তবে পরীক্ষা দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, শরীরের সমগ্রভাগের প্রায় $\frac{১}{১২}$ হইতে $\frac{১}{১৪}$ ভাগ রক্ত জীবশরীরে থাকে। তবে অবস্থাভেদে ইহার কিছু তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আহারের অল্পক্ষণ পরে শরীরে রক্তের যে পরিমাণ থাকে, উপবাসে তাহার অপেক্ষা কিছু কম হয়।

রক্তের উপাদান।—রক্তের চারিটী প্রধান উপাদান। যথা রস, কস, কণিকা এবং তন্তু। রক্তের যে তরল অংশে কণিকাগুলি ভাসমান থাকে, তাহাকে ইহার রস কহে। রক্ত হইতে রক্তের জমাট অন্তরিত হইলে যে মলিনবর্ণ তরল পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ইহার কস। কণিকা দুই প্রকার শ্বেত বা বর্ণহীন এবং লাল। সুস্থ শরীরের রক্তে শ্বেত কণিকা অপেক্ষা লাল কণিকার পরিমাণ অনেক অধিক। কেন না এই কণিকাগুলিই রক্তের সার পদার্থ, এবং ইহাদের সত্তা বশতঃই শোণিতের বর্ণ লাল হইয়া থাকে।

রক্তের উদ্ভব।—লাল কণিকা-সমূহ রক্তের প্রধান সার পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, জীবের পর্শুকা অর্থাৎ পঞ্জরাস্থিসমূহের অভ্যন্তরে যে রক্তবর্ণ মজ্জা থাকে, তাহা হইতে রক্তের লাল কণা উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হয়। আবার কাহারও মতে, প্লীহার উপাদান মধ্যে লাল ও বর্ণহীন উভয় বিধ কণিকাই উদ্ভূত হয়।

রক্তের ক্রিয়া।—রক্ত জীব-জীবনের প্রধান সাধন। ইহা জীবশরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তর সকল যন্ত্রের জীবন স্বরূপ, কেননা ইহা দ্বারা সকলেরই ক্রিয়াকুশলতা সাধিত হয়। যে স্নেহপদার্থ মস্তিষ্কের প্রধান উপাদান, শোণিত হইতেই তাহা উৎপন্ন হয়। একমাত্র শোণিত দ্বারাই শারীরিক সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তশোধন।—রক্ত প্রথমে হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া ধমনীপথে শরীরের সকল স্থানে ভ্রমণ করে এবং শিরাপথে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে, ইহার নাম রক্তসঞ্চালন। রক্ত সমস্ত শরীরে ভ্রমণ করাতে দূষিত হইয়া পড়ে এবং সেই দূষিত অবস্থাতেই বৃহৎ শিরা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ কোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয়, তথা হইতে দক্ষিণ জঠরে এবং ঐ স্থান হইতে ফুস্‌ফুসের ধমনী দ্বারা ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে, তথায় অম্লজনবাষ্প গ্রহণ করিয়া শোধিত হয়। ফুস্‌ফুস হইতে এই বিশুদ্ধ রক্ত ফুস্‌ফুসের শিরা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের বামকোষ্ঠে আসিয়া থাকে। তথা হইতে বাম উদরে, এবং এই স্থান হইতে আদি কণ্ডরা (aorta) দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র পুনর্ব্বার

সঞ্চালিত হয়। পরে ঐ রক্ত বৃহৎ ধমনী হইতে ক্ষুদ্র ধমনীসমূহে, তৎপরে ধমনীসমূহ হইতে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম কৈশিক নালী সকলে, কৈশিক নালী হইতে শিরাসমূহে এবং ঐ সকল শিরা হইতে দূষিত অবস্থায় রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও বিস্ফারণে রক্তের এইরূপ চলাচল হইতেছে।

হৃৎকোষ্ঠে রক্তের পরিমাণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক হৃদয়ে প্রায় ৪ হইতে ৬ ঔন্স রক্ত ধরে। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে ঐ পরিমাণ রক্ত শরীরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, এবং হৃৎপিণ্ডের বিস্ফারণে আবার ঐ পরিমাণে রক্ত ইহার কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে। এইরূপে হৃৎপিণ্ড অবিরত সঙ্কোচিত ও বিস্ফারিত হইতেছে। এই অবিরত বিস্ফারণ ও সঙ্কোচনের জন্য শরীরের কণ্ডরা, ধমনী ও শিরা প্রভৃতি শোণিতনালী সমুদায় সর্ব্বদা রক্তপরিপূর্ণ থাকে।

শরীরের রক্ত দূষিত হইলে তাহা মোক্ষণ করিয়া ফেলা বিধেয়। কিন্তু ক্ষীণ ব্যক্তির অম্লভোজন হেতু শোথ হইলে তদবস্থায় এবং পাণ্ডুরোগী, অর্শরোগী, উদররোগী, শোষরোগী ও গর্ভিণী নারী ইহাদের শোথাবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করিতে নাই। অস্ত্র দ্বারা দুই প্রকারে রক্তস্রাবক্রিয়া সম্পাদন হয়, তাহার একটীকে প্রচ্ছান ও অন্যটীকে শিরাব্যধন কহে।

অসময়ে অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে, চিকিৎসকের দোষে অস্ত্র ভালরূপে প্রযুক্ত না হইলে, অত্যন্ত শীতাধিক্য ও বাতাধিক্যকালে, ভোজনের পূর্ব্বে বা ভুক্তমাত্রেই অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে, অথবা শোণিত অত্যন্ত গাঢ় থাকিলে রক্তস্রুত হয় না, এবং স্রাবিত হইলেও অল্পমাত্রায় হইয়া থাকে। যাহারা মদ্য বা বিষপানে মত্ত, মূর্চ্ছাগ্রস্ত, পরিশ্রান্ত, নিদ্রাভিভূত ও ভীত এবং যাহাদের বাত, মল ও মূত্র রুদ্ধ, প্রায়ই তাহাদের রক্ত স্রাবিত হয় না।

রক্ত অস্রাবে দোষ—উল্লিখিত কারণে দূষিত রক্ত নির্গত না হইলে তাহা শরীরে থাকিয়া কণ্ডু, শোথ, রক্তবর্ণতা, দাহ, পাক ও বেদনা উৎপাদন করে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাবের কারণ।—অনভিজ্ঞ চিকিৎসককর্ত্তৃক অত্যন্ত উষ্ণকালে ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি বা যাহাকে অত্যন্ত স্বেদ দেওয়া হইয়াছে, রক্তমোক্ষণার্থ তাহার প্রতি অস্ত্রপ্রযুক্ত হইলে অথবা রোগীর শরীর রক্তস্রাবার্থ অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে অপরিমিতরূপে রক্ত নিঃসৃত হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে শিরঃশূল, অন্ধতা, চক্ষুরোগ, ধাতুক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মে, এমন কি শেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

রক্তস্রাবের নিয়ম ও লক্ষণ।—অনতিশীতোষ্ণ কালে যে ব্যক্তিকে অধিক স্বেদ দেওয়া হয় নাই এবং যে ব্যক্তি সূর্য্যতাপাদি দ্বারা সন্তাপিত নহে, ঈদৃশ ব্যক্তিকে প্রথমে তিলের যবাগূ পান করাইয়া পরে তাহার রক্ত মোক্ষণ করিতে হয়। রক্তস্রাব হইবার সময়ে যখন রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ শোণিত স্রুত হইতে থাকে, অথবা আপনিই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, বা দেহের লঘুতা, বেদনার উপশম, রোগের বল হ্রাস ও চিত্তের প্রফুল্লতা এই সকল চিহ্ন যখন লক্ষিত হয়, তখন বুঝা যায় যে সম্যক্‌প্রকারে রক্তস্রাব হইয়াছে।

উপযুক্তরূপে রক্তস্রাব না হইলে এলাইচ, কর্পূর, কুড়, তগরপাদুকা, আকনাদি, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধূল, হরিদ্রা, আকন্দের কুঁড়ি ও ডহরকরঞ্জের ফল এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে কএকটী পাওয়া যায়, তাহা একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণের সহিত মিশাইয়া ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিলে সম্যক্ প্রকারে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাবের চিকিৎসা।—অধিকমাত্রায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, ধূনা, রসাঞ্জন, শাল্মলীপুষ্প, শঙ্খ, ঝিনুক, মাষকলায়, যব ও গোধূম এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষতস্থানে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিতে হইবে। শাল বা অর্জ্জুনবৃক্ষ, অরিমেদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও ধামনি এই সকল বৃক্ষের ত্বক্ চূর্ণ বা পট্টবস্ত্র দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম, সমুদ্রফেন বা লাক্ষাচূর্ণ, ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। পাট বা কার্পাস প্রভৃতি বন্ধনযোগ্য দ্রব্য ক্ষতস্থানে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিলে, ক্ষতস্থান শীতল জল দ্বারা আবৃত করিলে, রোগীকে শীতলদ্রব্য ভোজন করিতে দিলে ও শীতল গৃহে রাখিলে, ক্ষতস্থানে শীতল জলের পরিষেক বা শীতল প্রলেপ দিলে আশু স্রাব নিবারিত হয়। রোগীকে কাকোল্যাদিগণের কাথে ইক্ষু, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অপরিমিত মাত্রায় শোণিতস্রাব হইলে ধাতুক্ষয়বশতঃ অগ্নিমান্দ্য ঘটে এবং বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়, সুতরাং সে অবস্থায় রোগীকে অল্পশীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, ও ঈষদম্ল বা অম্লরসবিহীন দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া বিধেয়।

রক্তস্রাবনিবারক উপায়।—রক্তস্রাব চারিটী উপায়ে নিবারণ করিতে পারা যায়, যথা সন্ধান, স্কন্দন, দাহন ও পাচন। কষায় দ্রব্যদ্বারা ব্রণের সন্ধান অর্থাৎ সঙ্কোচন, শীতক্রিয়া দ্বারা রক্তের গাঢ়তা-সাধন, তীক্ষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা পাচন এবং

দাহ দ্বারা শিরাসঙ্কোচন করিবে। শৈত্যকার্য্য দ্বারা রক্ত গাঢ় না হইলে তখন সন্ধান ক্রিয়া, সন্ধানকার্য্যে ফল না পাইলে পাচন, এই তিনপ্রকারে কোনরূপ ফল না দর্শিলে দাহনক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। এইরূপে রক্তের দোষ নিঃশেষিত হইয়া রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইলে ব্যাধি পুনরায় উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। দোষ থাকিতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে পুনরায় আর রক্ত মোক্ষণ না করিয়া সংশমনাদি ঔষধ দ্বারা দোষের সংশোধন করিয়া লইবে, কারণ রক্তই শরীরের মূল এবং দেহধারণের প্রধান উপাদান; সুতরাং দেহ-রক্ষক শোণিত সৰ্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়।

যে ব্যক্তির রক্তস্রাব করা হইয়াছে, তাহার বায়ুবৃদ্ধি হইলে তখন শীতল প্রসেকাদি দ্বারা উক্ত প্রকুপিত বায়ুর শমতা করিবে। আর বেদনার সহিত যদি শোথ জন্মে, তবে ঈষদুষ্ণ ঘৃতদ্বারা পরিষেক করিলে বিশেষ উপকার হয়।

সাধারণ জীবরক্তসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত।

আহার্য্যের তারতম্যানুসারে জীবদেহে বলবর্দ্ধক এক-প্রকার রসের সঞ্চার হয়। উহা শিরাপ্রশিরাদিতে প্রবাহিত থাকিয়া দেহকে সজীব ও সতেজ রাখে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে কোন কোন জীবদেহে ঐ রস রক্তাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন ঐ তরল রক্তে (Liquor Sanguinis) কণিকাসমূহ (Corpuscles) ভাসমান দেখা যায়। রক্তের তরলাংশে প্রধানতঃ জলের ভাগই অধিক; ঐ জলে বিমিশ্র-ভাবে ফাইব্রিন্, আল্‌বুমেন, ক্লোরাইড্‌স্ অব্ সোডিয়ম্ ও পোটাসিয়াম্, এবং ফস্‌ফেটস্ অব সোডা, লাইম ও ম্যাগ্‌নেশিয়া বিদ্যমান থাকে। এতদ্ভিন্ন উহাতে কতকাংশ বসা আছে, রাসায়নিকেরা উহাকে "এক্‌ট্রা ক্টিভ্ ম্যাটার" বলিয়া থাকেন।

রক্ত-কণিকাসকল সাধারণতঃ শ্বেত ও লাল বর্ণের হইয়া থাকে। শ্বেত কণিকাগুলি অপেক্ষাকৃত বিরল ও বৃহদাকার হয় এবং রক্তবর্ণ কণিকাসমূহ ক্ষুদ্রাকার হইলেও সংখ্যায় অধিক হইয়া থাকে। উক্ত উভয় প্রকার কণিকাই অণুবিশিষ্ট (Molecules)। শ্বেত বা বর্ণহীন কণিকা হইতে লাল কণিকাগুলির উৎপত্তি হইলেও কশেরুকাস্থিযুক্ত জীবসজ্যের (Vertibrate Animals) দেহে উহার বর্ণবৈশিষ্ট্য সম্পাদিত হয়। পক্ষী, সরীসৃপ, ও মৎস্যাদির শরীরের রক্তকণিকা-গুলি প্রায়ই ডিম্বাকৃতি ও থালার ন্যায় চেপ্টা এবং মনুষ্য ও স্তন্যপায়ী জন্তুসাধারণের দেহে উহা গোলাকার হইতে দেখা যায়। ঐগুলি কুব্জপৃষ্ঠ হওয়ায় উহার মধ্যস্থল হইতে চারিধার অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া থাকে। এই কারণে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দর্শনকারীর চক্ষে মধ্যভাগ উহার বীজস্বরূপ (Nucleus) বলিয়া বিবেচিত হয়।

মনুষ্যশরীরে যে সকল রক্তকণিকা দেখা যায়, তাহা প্রধানতঃ ১/৩২০০ হইতে ১/২৮০০ ইঞ্চ পরিমাণের হইয়া থাকে; কিন্তু সরীসৃপাদির শরীরে উহা সৰ্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়। উক্ত শ্রেণীর (Proteus) জীবশরীরস্থ কণিকাগুলি ১/৩৬৮ ইঞ্চ ব্যাসের হয় এবং অণুবীক্ষণাদি কাচযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টি করিলে উহার দীর্ঘত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। রাসায়নিকের পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, ঐ সকল রক্তকণিকায় ১০০০ অংশের মধ্যে ৩১২ ভাগ কঠিন দ্রব্য (Solid Matters), বসা ও এক্‌স্‌ট্রাক্টিভ এবং কতক পরিমাণে ধাতব পদার্থ (Mineral Matters) মিশ্রিত আছে। গ্লোবিউলিন্ (Globuline) ও হিমাটিন্ (Hœmatine) নামক পদার্থবিশেষের সংমিশ্রণে উহার বর্ণেরও পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে।

গ্লোবিউলিন্ গুলি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বিভিন্না-কারের দানা বাঁধিয়া থাকে। মনুষ্যদেহ এবং মাংসাশী পশুমাত্রের শরীরস্থ শোণিত পলাকারে (Prismatic form) দানা বাঁধে। ইন্দুর ও ছুছুন্দরীর ত্রিকোণাকৃতি (tetra-hedral) এবং কাঠবিড়ালীর ষট্‌কোণাকৃতি (hexagonal) হইয়া থাকে। হিমাটিন্ নামক পদার্থে ৪৪ ভাগ অঙ্গার, ২২ ভাগ উদজন, ৩ ভাগ যবক্ষারজন, ৬ ভাগ অক্সিজন ও ১ ভাগ লোহ মিশ্রিত আছে।

দেহ ভিন্ন করিয়া রক্ত বাহিরে আনিলে, অথবা রক্তস্রোতঃ-সমূহ (Blood-vessels) হইতে রক্ত ভিন্ন পথে আসিয়া কোন স্থানে সঞ্চিত হইলে রক্তের রূপান্তর ঘটে। ঐ সময়ে ফেব্রিণ নামধেয় তন্তুসমূহ স্ত্যানীভূত হইয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হয় এবং রক্তকণিকাসমূহ পরস্পরে সম্বদ্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। উহাকে 'ক্লট' (Clot = crassamentum) বলে।

রক্ত এইরূপ জমাট বাধিয়া গেলেও উহার জলীয় অংশে শুক্লাংশ ও লাবণিক পদার্থসমূহ (Saline Matters) বিদ্য-মান থাকে, তখন যে রক্তের 'কল্‌তানি' বা জলীয় অংশ নির্গত হইতে থাকে, তাহাকে মস্তু (Serum) বলা যায়। রক্তে বিভিন্ন পদার্থের অবস্থানের তারতম্যানুসারে রসরক্তের (Serum) ও স্ত্যানীভূত রক্তের (clot) পার্থক্য পরিমাণ অবধারিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উহা হইতেই জমাট রক্তের দৃঢ়তা এবং সেই পরিবর্ত্তন জন্য সময়ের ন্যূনাধিক্য উপলব্ধি করা যায়। যদি ফাইব্রিন্ তন্তুর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে জমাট বাঁধিতে বিলম্ব লাগে। পরিমিত তাপ

এবং বায়ু স্পৃষ্ট হইলে সহজেই রক্ত জমিয়া থাকে, কিন্তু শৈত্যসংলগ্ন হইলে, অথবা বায়ুরহিত স্থানে রাখিয়া দিলে রক্ত জমিতে বিশেষ বিলম্ব হয়। এতদ্ভিন্ন বজ্রাঘাত প্রভৃতি কোনরূপ আকস্মিক কারণে মৃত্যু ঘটিলে, শবদেহমধ্যস্থিত রক্ত জমিতে বিলম্ব ঘটে। সাধারণতঃ মৃত্যুর পরও দেহস্থ রক্ত শিরাসমূহে তরল থাকে; কিন্তু জীবিতাবস্থায় যদি শিরা হইতে বিচ্যুত হইয়া রক্ত কোন স্থানে আসিয়া জমে, তাহা দেহ হইতে বহির্গত রক্তের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শরীরাভ্যন্তরে জমিয়া যায়।

অনেক সময়ে সাংঘাতিক বা দোষস্থ জ্বরে, অথবা নাসাদূষিকা (Glanders) ও দোষস্থ সপূয়ব্রণ (Malignant pustule) প্রভৃতি রোগের রক্তে বিষ মিশ্রিত হইলে, কিংবা শীতাদ (scurvy) প্রভৃতি রোগের ন্যায় রক্তাল্পতার (Poorness of blood) এবং শ্বাসরোধনিবন্ধন মৃত্যু ঘটিলে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রক্তে ফাইব্রিন্‌তন্তুর আধিক্যানুসারেই স্ত্যানীকৃত রক্তের আকৃতি ও দার্ঢ্য সংঘটিত হয়। সাধারণতঃ সুস্থ এবং সবলকায় জীবদেহে ১০০০ অংশে ২ ভাগ মাত্র তন্তু বিদ্যমান থাকে। শরীরে কোন কারণে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, ইহার সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে রক্ত কোমল অথচ টানসহ রক্তপিণ্ডে (tough clot) পরিণত হয়। তখন ঐ জমাট খণ্ডের উপরে আদৌ রক্তবর্ণ কণিকাসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা কিছু থাকে, তাহা ঐ রক্তপিণ্ডের আবরণের অভ্যন্তর দিকে গমন করে। উপরের এই বর্ণহীন আবরকত্বক্‌ "Buffy coat" নামে পরিচিত। প্রাচীনকালের চিকিৎসকগণ রক্তপিণ্ডের আবরকত্বকের ঐরূপ বর্ণবৈপরীত্যকে প্রদাহের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া অবগত ছিলেন এবং তাঁহারা উহার অপনোদনার্থ রক্তমোক্ষণ করাইতেন, কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, মৃৎপাণ্ডু (chlorosis or green sickness) অথবা অন্য কোন অবস্থায় রক্তে লাল রক্তকণিকা অপেক্ষা ফাইব্রিন্‌তন্তুর আধিক্য ঘটিলে ঐরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। রক্তাল্পদেহীয় স্ত্যানীভূত রক্তপিণ্ডগুলি (clots of the impoverished blood) স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র ও শিথিল (small and loose) হইয়া থাকে এবং তাহা প্রচুর পরিমাণে রক্তরস (serum) মধ্যে ভাসিতে দেখা যায়।

হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত যেমন বিভিন্ন শিরাপথে প্রবাহিত হয়, তেমনই উহার বর্ণবৈচিত্র্য ঘটিতে থাকে। ক্লরিড্‌ স্কার্লেট নামক ধামনিক রক্তস্রোতঃ কৈশিকা নাড়ী মধ্যে প্রবাহিত হইবার পর, অক্সিজন পরিত্যাগ করিয়া কার্ব্বণিক এসিডে পূর্ণ হইয়া থাকে, ঐ সময়ে উহার বর্ণ গাঢ়লালবর্ণ (dark purple) ধারণ করে। পরে উহা ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়মধ্যে প্রেরিত হইলে পুনরায় কমলালেবুর ন্যায় লাল (scarlet) বর্ণ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু ফুস্‌ফুসে আসিবার পর, কার্ব্বণিক এসিড পরিত্যাগ করিয়া রক্ত পুনরায় নূতন অক্সিজন গ্রহণ করিতে থাকে। এইরূপে প্রত্যেক শিরা ও প্রশিরা মধ্যে রক্ত সঞ্চালিত হইবার সময় বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সংযোজন ও বিয়োজন হেতু রক্ত পুনঃ পুনঃ দূষিত ও পরিষ্কৃত হইয়া একবর্ণ হইতে ভিন্নবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আহার্য্য হইতে জীবশরীরে রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ রস শিরা মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যকৃৎ মধ্যে আসিলে পিত্তের মিশ্রণহেতু রক্তবর্ণ হয়, পরে রক্তাশয়ে বা হৃৎপিণ্ডে পরিচালিত হইয়া তথা হইতে শিরা-প্রশিরা-যোগে সর্ব্বত্রই প্রেরিত হইয়া থাকে। এই কারণে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ হৃৎপিণ্ড এবং শিরা সকলকেই রক্তপ্রবহণের প্রকৃষ্ট উপায় জানিয়া তত্তদংশকে রক্তপ্রবহণক্রিয়ার (Circulation of blood) যথাযথ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

[হৃদয় ও শিরা দেখ]

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, রক্তকণিকায় অক্সিজন মিশ্রিত হওয়ায় সম্ভবতঃ তৎপ্রভাবেই রক্তের বর্ণবৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অক্সিজনের সাহায্যে কণিকাসমূহ একীভূত হয় এবং তাহাতেই রক্তের বহিরাবরকের (reflecting surface) এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কার্ব্বণিক এসিডের মিশ্রণে রক্ত পাতলা এবং অপেক্ষাকৃত শিথিল (more flaccid) হয়।

রক্তবর্ণের এই রূপান্তর পরীক্ষা করিতে হইলে, বহির্নির্গত জীবরক্তের উপর উপরোক্ত বাষ্পগুলি (gases) সংযোগ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

অন্যান্য জীবদেহের রক্ত বাদ দিয়া মনুষ্যশরীরের রক্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, একমাত্র লোহিত রক্তকণিকাগুলিই মনুষ্যদেহপরিবর্দ্ধনের উপযোগী। স্বভাবতঃই উহা অক্সিজন-হরণের (absorbing oxygen) শক্তি ধারণ করে। হৃদয়ের বামভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়া উহা প্রবল বেগে শরীরের বিভিন্ন স্থানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম শিরাসমূহে প্রবিষ্ট হয় এবং জীবদেহে একটী জীবনী শক্তি (lifegiving stimulus) প্রদান করিয়া থাকে, ঐ রক্ত যখন কার্ব্বণিক এসিড গ্রহণ করে, তখন রক্ত সম্পূর্ণরূপে বিষাক্ত হইয়া যায় এবং যদি তাহা অধিকক্ষণ শরীরে অবস্থান করে, তাহা হইলে

অচিরে জীবদেহের নাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে জগদীশ্বরের অপার করুণায় সেই দূষিত রক্ত ফুস্ফুসে সমানীত হইবার পর সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হইয়া পুনরায় অক্সিজেন বাষ্প-গ্রহণান্তর পরিশোধিত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। অতঃপর পুনরায় উহা স্বকীয় কার্য্যকারিতাশক্তি বিস্তার করিয়া জীবনব্যাপী কাল পর্য্যন্ত সেই এক ঐশী নিয়মবশে শরীরের সর্ব্বত্র ও সকল শিরা-প্রশিরাদিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। অবশেষে উহা তেজোহীন হইয়া মনুষ্যজীবনের অবসান-সময়ে অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয় ও ইহারও বিলয়প্রাপ্তি ঘটে। বলা বাহুল্য যে, জীবিতাবস্থায়ও রক্তের ক্ষয় হইয়া থাকে। অধিকচিন্তা, কঠিন পরিশ্রম ও সাংঘাতিক পীড়াসমূহেও অনেক সময়ে শরীর হইতে রক্তের নাশ ঘটিতে দেখা যায়।

সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তির শরীরে নিরন্তর নবোদ্ভূত রক্ত সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হইয়া ক্রমশঃ মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও সর্ব্বশেষে শুক্রে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এই রক্তজ শুক্রের ক্ষয় আছে। ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসিগণেরও সমাধিকালীন ঐকান্তিক চিন্তা হেতু এই ওজঃশক্তির ক্ষয় ঘটিয়া থাকে। ঐশীনিয়মে এই ক্ষয়বিধান না থাকিলে নিঃসন্দেহে এই জীবদেহ ফাটিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, "It goes on its useful circuit through the body till, following the laws which governs the cells and bodies composed of them., it wears out, degenerates and dies."

রক্তপ্রবাহই শ্বাসপ্রশ্বাসের ((Respiration) একটী মূলকারণ ও প্রধানতম উপাদান। জগদীশ্বর রক্তপ্রবহণের নিমিত্ত যেরূপ শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতিকে তৎকার্য্যের উপযোগী ও সহায়করূপে সংগঠন করিয়াছেন, সেইরূপ শিরা সকলও রক্ত ধারণ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া শরীর মধ্যে বলবর্দ্ধন করিতেছে। রক্তের উপযোগিতা ও উপকারিতা লক্ষ্য করিয়া তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসের তারতম্য ঘটাইয়াছেন। মনুষ্যশরীরের রক্তরক্ষার জন্য যেরূপ বায়ুর আবশ্যক, তিনি ঠিক সেই পরিমাণের শ্বাসগ্রহণব্যবস্থা সম্পাদিত করাইতেছেন, সুতরাং বলিতে হইবে যে, যেমন রক্তদোষনাশের জন্য শ্বাসের ব্যবস্থা, সেইরূপ রক্তের বিভিন্নতানুসারে তিনি শ্বাসেরও তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যশোণিতের বিভিন্নতা অনুসারে আমরা যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্যের তারতম্য উপলব্ধি করিয়া থাকি, তদ্রূপ বিভিন্নশ্রেণীর পক্ষী ও পশ্বাদিতে বিভিন্ন প্রকার ধাতুজ রক্তের অবস্থানহেতু শ্বাসকার্য্যের বিশেষ বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। সিংহ, ব্যাঘ্র, ছাগ, মূষিক প্রভৃতি পশু এবং অষ্ট্রীচ্ হইতে ক্ষুদ্রতম চটক পক্ষী পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবজন্তুর শরীরে যে পরিমাণে যেরূপ রক্ত প্রবাহিত, তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসাদির প্রণালীও তদনুসারে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ (ঐ সকল জীবাদিকে চক্ষুগোচর করিলে) স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে। ইহার আরও একটী প্রমাণ এই যে, যে দুর্গন্ধে মনুষ্যাদির শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, সেই দুর্গন্ধে অনায়াসে অন্য জীব বাস করিতে সমর্থ হয়। মূষিকের দগ্ধগন্ধকবৎ গন্ধ যেরূপ অসহনীয়, অন্য কোন জীবের আর সেরূপ দেখা যায় না।

[বিস্তৃত বিবরণ শ্বাসপ্রশ্বাস শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রক্ত পান করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, বরং সুস্থ ও সবলকায় পশুপক্ষী প্রভৃতির রক্তসেবনে রক্তাল্পতা-ব্যাধিগ্রস্ত রোগী মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু যদি রুগ্ন অথবা দূষিত রোগীর রক্ত পান করা যায়, তাহা হইলে শরীরে নানা ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রক্তাল্পতা (anæmia) প্রভৃতিতে রোগীর দেহে বলসঞ্চয়ের জন্য meat-juice নামক রক্তমিশ্রিত পথ্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বতন কালে জিঘাংসাবশবর্ত্তী হইয়া লোকে শত্রুর রক্ত পান করিত। মহাভারতপাঠে জানা যায় যে, শত্রুর দর্পনাশের জন্য মধ্যম পাণ্ডব ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করিয়াছিলেন। বাইবেল-গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে হত্যাকারীর দণ্ডবিধান জন্য সামাজিক কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল না। অথবা রাজদণ্ডেও তাহারা দণ্ডিত হইত না। হতব্যক্তির কোন নিকট আত্মীয় প্রতিহিংসাবশবর্ত্তী হইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিত এবং যেখানে তাহাকে পাইত, সেইখানে তাহাকে নিহত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিত। হিব্রুজাতির মধ্যে এইরূপ জিঘাংসাপরায়ণ ব্যক্তিকে রক্তহিংসক (Goël বা Avenger of Blood) বলা হইয়া থাকে। মুসা উক্তরূপে (হত্যাকারীর প্রতিহিংসায়) জীবহিংসা-রহিতের ব্যবস্থা করেন (Numb. xxxv)। তজ্জন্য তিনি হত্যাকারীকে নিরাপদ রাখিবার জন্য বাইবেল নির্দ্দিষ্ট ছয়টী আশ্রয়নগরীতে (Cities of Refuse) প্রেরণের আদেশ দেন। কিন্তু তৎকালে হত্যাকারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া তিনি অর্থবিনিময়ে জীবনরক্ষার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন নাই। কোরাণেও রক্তহিংসকের (Avenger of Blood) প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেখানেও হত্যাকারীর নিকট হইতে উপযুক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখনও আরববাসিগণের মধ্যে ঐ প্রাচীন প্রথা বলবত্তী দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন বর্ব্বর ও অর্দ্ধসভ্য বিভিন্ন দেশবাসী জাতির

মধ্যে বংশগত, পারিবারিক, অথবা জাতিগত বিবাদসূত্রে ঐরূপ রক্তহিংসার প্রচলন আছে। বর্ণিও, সিলেবিস, যব প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে অসভ্যজাতির মধ্যে এখনও রণে বন্দীকৃত শত্রুর রক্তমাংসভোজনের কথা শুনা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং বাইবেলের প্রাচীন বিভাগে (Old Testament) যজ্ঞে নিহত রক্তাক্ত পশু (animals in sacrifice)-মাংস ভক্ষণ (Eating of blood) অথবা বলপূর্ব্বক পশুহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(পুং) ৮ লোহিতবর্ণ। ৯ কুসুম্ভ। ১০ হিজ্জল। (রাজনি°) ১১ বন্ধূক। (ভাবপ্র°)

কবিকল্পলতায় রক্তবর্ণ বস্তর এইরূপ উল্লেখ আছে। শোণ, ভৌম, তীক্ষ্ণাংশু, তাম্র, কুঙ্কুম, তক্ষক, গুঞ্জা, ইন্দ্রগোপ, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, কুঞ্জরবিন্দু, দৃগন্তর, অধর, জিহ্বা, অসৃক্, মাংস, সিন্দুর, ধাতু, হিঙ্গুল, কুক্কুটশিখা, তেজ, সারসমস্তক, মাণিক্য, হংসের চঞ্চু ও অঙ্ঘ্রি, শুক ও মর্কটের মুখ, চকোর, কোকিল ও পারাবতের নখ, অগ্নি, কুসুম্ভ, কিংশুক, অশোক, জবা, বন্ধূক, পাটল, কমল, দাড়িমীপুষ্প, বিম্ব ও কিম্পাকপল্লব, তাম্বূলরাগ, মঞ্জিষ্ঠা, অলক্তক, রক্তচন্দন, নখক্ষতস্থান, ধর্ম্ম ও রৌদ্ররসাদি এই সকল রক্তবর্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।*

১২ রক্তশিগ্রু। ১৩ রক্তরোহিতক। ১৪ মৎস্যবিশেষ। (বৈদ্যকনি°) ১৫ সবিষ মণ্ডুকভেদ। ১৬ মহাবিষ বৃশ্চিকভেদ। ১৭ মন্দবিষ বৃশ্চিকভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°) (ত্রি) ১৭ অনুরক্ত। ১৮ নীল্যাদিরঞ্জিত। ১৯ ক্রীড়ারত। (ধরণি)

রক্তক (পুং) রক্তং রক্তবর্ণং কায়তি প্রাপ্নোতীতি কৈ-ক। ১ অম্লান বৃক্ষ। ২ বন্ধূক বৃক্ষ। ৩ রক্তবস্ত্র। ৪ অনুরাগী। ৫ বিনোদী। ৬ রক্তশিগ্রু। ৭ রক্তৈরণ্ড। (রাজনি°) ৮ অশ্ববিশেষ।

"পীতকো হরিতঃ প্রোক্তঃ কষায়ো রক্তকঃ স্মৃতঃ।
পক্কতালনিভো বাজী কষায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
(অশ্ববৈদ্যক ৩।১০০)

রক্ত এব স্বার্থে কন্। (ত্রি) ৯ লোহিতবর্ণ। ১০ রক্তশব্দার্থ। ১১ পত্রাঙ্গচন্দন-বৃক্ষ। (রাজনি°)

রক্তক, স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ (Pentapetes phœnicea) পর্য্যায়—বন্ধূক, বন্ধুজীব, অর্কবল্লভ, পুষ্পরক্ত। ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানসমূহে পঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত স্থানে এবং বোম্বাইবিভাগে এই গুল্ম অধিক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ধান্যক্ষেত্র ও জলসিক্ত জলা ভূমিতেই ইহা বেশী জন্মে। স্থানবিশেষে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত।—হিন্দী দোপোহরিয়া; বাঙ্গালা—কাঠলাল, বাঁধুলী; সাঁওতালী—বড়েবহা, পঞ্জাবী—গুল দুপহারিয়া; মরাঠী—তাম্বড়ীদুপারী; তামিল—নাগপুর।

ইহার ফুল বড় ও গাঢ় লালবর্ণের হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে ঐ ফুল পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় এবং পরদিন প্রভাতে ঝরিয়া যায়। ফুলের পাপ্ড়ী ও পুষ্পকোষ হইতে যে আটাবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহা শৈত্যগুণবিশিষ্ট ও ধারকতাশক্তিসম্পন্ন।

এই শ্রেণীতে Ixora coccinea ও Gomphrena globosa নামে আরও দুই প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখা যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বৃক্ষগুলি বাঙ্গালার রঙ্গন, রজন এবং সংস্কৃতে বন্ধূক, রক্তক ও বন্ধুজীবন নামে খ্যাত। ডাঃ রক্স্বার্গের মতে চীন ও মলাক্কা হইতে এই বৃক্ষ ব্রহ্মদেশে ও ভারতে আনীত হইয়াছে। ভারতের উষ্ণপ্রধান অংশের উদ্যানাদিতে এই বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা দেখা যায়।

ইহার ফুল দুই তোলা ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিয়া তাহাতে ৪ গুঞ্জা-পরিমিত জীরা ও নাগকেশর উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক পরে সেই চূর্ণে মাখম ও মিশ্রী মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। আমরক্ত রোগে দিবসে দুইবার সেবন করাইলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। অল্প জলের সহিত শিলাখণ্ডে ইহার শিকড় (শুষ্ক অথবা কাচা মাত্রা ১৫ হইতে ২০ রতি) পেষণ করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে রক্তাতিসারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ১ পাইণ্ট প্রুফ্ স্পিরিটে ৪ ঔন্স পরিমাণ শুষ্ক শিকড় ফেলিয়া টিংচার প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলেও রোগের উপশম হইয়া থাকে।

এই পুষ্প শিব ও বিষ্ণুর পূজায় দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে লাল সাদা ফুল হয়। উদ্যানশোভা বৃদ্ধির জন্য অনেকে ইহা রোপণ করে। পশ্চিমভারতে গুল মখমল ও লালগুল নামে পরিচিত। ইংরাজী নাম Everlasting flower.

* "শোণানি ভৌমতীক্ষ্ণাংশুতাম্রকুঙ্কুমতক্ষকাঃ।
গুঞ্জেন্দ্রগোপখদ্যোতবিদ্যুৎকুঞ্জরবিন্দবঃ॥
দৃগন্তাধরজিহ্বাসৃঙ্মাংসসিন্দূরধাতবঃ।
হিঙ্গুলং কুক্কুটশিখা তেজঃ সারসমস্তকম্॥
মাণিক্যং হংসচঞ্চ্বঙ্ঘ্রী শুকমর্কটয়োর্মুখং।
চকোরকোকিলপারাবতনেত্রনখাগ্নয়ঃ॥
কুসুম্ভকিংশুকাশোকজবাবন্ধূকপাটলাঃ।
কমলং দাড়িমীপুষ্পং বিম্বকিম্পাকপল্লবৌ॥
তাম্বূলরাগো মঞ্জিষ্ঠালক্তকং রক্তচন্দনং।
ত্রেতা নখক্ষতক্ষেত্রধর্ম্মরৌদ্ররসাদয়ঃ॥"
(কবিকল্পলতা ২। ২ কুসুম)

রক্তকঙ্গু (পুং) ধূনক (Panicum Italicum)। (বৈদ্যকনি০)

রক্তকণ্টা (স্ত্রী) বিকঙ্কত বৃক্ষ, চলিত বঁইচিগাছ। (বৈদ্যকনি০)

রক্তকণ্ঠ, রক্তকণ্ঠিন্ (ত্রি) ১ মিষ্টস্বরবিশিষ্ট। (পুং) ২ কোকিল।

রক্তকদম্ব (পুং) কদম্বভেদ। ইহার পুষ্প অপেক্ষাকৃত লাল-বর্ণের হইতে দেখা যায়।

রক্তকদলী (স্ত্রী) কদলীভেদ, লোহিতকদলী, চলিত চাঁপা-কলা। (বৈদ্যকনি০)

রক্তকন্দ (পুং) রক্তং রক্তবর্ণঃ কন্দোঽস্য। ১ বিদ্রুম। (হেম) ২ পলাণ্ডু। ৩ রক্তালু। (রাজনি০) স্বার্থে কন্।

রক্তকন্দল (পুং) রক্তং রক্তবর্ণং কন্দলং নবাঙ্কুরো যস্য। প্রবাল, রক্তপ্রবালদ্রুম। (ত্রিকা০)

রক্তকমল (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং কমলং। রক্তোৎপল, পর্য্যায়—কোকনদ, রক্তাম্ভোজ, অরুণকমল, শোণপদ্ম, অর-বিন্দ, রবিপ্রিয়, রক্তবারিজ। গুণ—কটু, তিক্ত, মধুর, শীতল, রক্তদোষনাশক, পিত্ত, কফ ও বাতপ্রশমক, সন্তর্পণকারক ও বলকর।

রক্তকম্বল (ক্লী) কম্বলং জলমাশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি অর্শ আদ্যচ্, রক্তং রক্তবর্ণং কম্বলমুৎপলমিতি। রক্তোৎপল।

এই স্বনামপ্রসিদ্ধ জলজ পুষ্প (Nymphœa Lotus) রক্তনাল নামে প্রচলিত। বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি পুরাতন জলাশয়ে পদ্মের ন্যায় এই লতা জন্মে। স্থানবিশেষে ইহা স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। পশ্চিমভারতে কম্বল, ছোট কম্বল; বাঙ্গালায়—শালুক, নাল, রক্তকম্বল, ছোট শুঁদী; উড়িষ্যায়—ধবলকৈঁ, রঙ্গকৈঁ; সিন্ধু—কুনি, পুনি; দাক্ষিণাত্য—অগ্নিফুল; গুজরাতী—কম্বল, নীলোপল; তামিল—অল্লী তমরৈ, অম্বল; তেলগু—অল্লিতমর, তেল্ল-কলব, কোতেক, এরকলুব (লালনাল), কল্হারম্; কণাড়ী—নদলেহবু, মলয়ালম্—অম্পল; ব্রহ্মদেশে—ক্যাহ-ফুল্যা-কিয়ানি; সিংহল—ওলু; সংস্কৃত পর্য্যায়—কমল, কুমুদ, কহ্লার, হল্লক (হেলা?), সন্ধ্যক; আরব ও পারস্য—নীলুফর।

ভারতবাসী সাধারণে ইহার মূল, কন্দ, নাল, ফল ও বীজ খাইয়া থাকে। কখন কখন উহার কন্দ সিদ্ধ করিয়া ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া খাইতে দেখা যায়। পুষ্পকোরকমধ্যে যে বীজ থাকে, তাহাকে বালি-খোলায় ভাজিলে খৈ প্রস্তুত হয়। উহাকে সাধারণে ভেটের বা ঢেঁপের খৈ বলে।

উদরাময়, বিসূচিকা, জ্বর ও যকৃতের পীড়াসমূহে ইহার ফুল শুষ্ক ও সঙ্কোচক ঔষধরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কখন কখন হৃৎপিণ্ডের বলকারক ঔষধ (Cardiac tonic) রূপে ইহা প্রয়োগ করা হয়। অতিসার, আমরক্ত ও অর্শ রোগে ইহার শিকড়চূর্ণ স্নিগ্ধকারক ঔষধরূপে সেবন করান যায়। কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্ম্মরোগে বীজ বিশেষ উপকারী। পাকাশয় ও অন্ত্র হইতে রক্তবমন হইলে ফুল ও ডাঁটাচূর্ণ সেবন করাইলে উপকার দর্শে। ইহা বিষঘ্ন।

রক্তকম্বল, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। ইহা প্রায় ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ফুলগুলি লালবর্ণের হয়। গাছে বকফুলের ন্যায় বড় বড় সোটা হইলে তন্মধ্যে লালবর্ণের গোলাকার বীজ জন্মে। ঐ বীজ উভয়দিকেই কুব্জপৃষ্ঠ। গুঞ্জা ফলের ন্যায় ইহাও তৌলকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা জপের সংখ্যা নিরূপণার্থ এক একটী রক্তকম্বল গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা সাধারণে পবিত্র এবং কুঁচিলার ন্যায় বিষাক্ত বলিয়া গৃহীত।

রক্তকরবীর (পুং) রক্তং রক্তবর্ণঃ করবীরঃ। লোহিতবর্ণ করবীর পুষ্পবৃক্ষ, হিন্দী লাল-কনেল। সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তপ্রসব, গণেশ-কুসুম, চণ্ডীকুসুম, ক্রূর, ভূতদ্রাবী, রবিপ্রিয়। গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, বিশোধন, ত্বক্‌দোষ, ব্রণ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও বিষনাশক। (রাজনি০) করবীর, স্বার্থে কন্। রক্তকরবীরক। [করবীর দেখ।]

রক্তকা (স্ত্রী) পানীয়ামলক। (বৈদ্যকনি০)

রক্তকাঞ্চন (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণঃ কাঞ্চনঃ। স্বনাম-খ্যাত পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ। (Bauhinia variegata) সংস্কৃত পর্য্যায়—বিদল, চমরিক, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুদার। (জটাধর)

স্থানীয় নাম, হিন্দী—কাচনার, কোনিয়ার, কুরাল, পদ-রিয়া, খৈরাল, গুরিয়াল, গবিয়ার, বরিয়াল, কলিয়ার, কান্দন, খৈরবাল; বাঙ্গালা—রক্তকাঞ্চন; মেচী—কুর্মাঙ্গ; কোল—সিঙ্গিয়া; ভূমিজ—কুলোল; সাঁওতাল—জিঞ্জিয়া; নেপাল—তকি; লেপচা—রা; মধ্যপ্রদেশে—কাচনার; মরাঠী—কাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন; কোঙ্কণী—কাঞ্চন; বোম্বাই—কোবিদার; তামিল—সেগপুমুম্বরী; কণাড়ী—কাঞ্চীবলদো; উড়িয়া—বোরধ; ব্রহ্ম—বেচিন্।

হিমালয়ের পার্ব্বত্য বনবিভাগে ৪০০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। ভারতীয় বন জঙ্গলে ও গণ্ডশৈলমালায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার গাঢ় লাল ও সাদা ফুলে উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে দেখিয়া সমতল ক্ষেত্রবাসী অনেকেই ইহার আদর করেন।

বৃক্ষনির্য্যাস 'সেম্লা গঁদ' নামে খ্যাত। জলে রাখিলে অল্পপরিমাণে মিশ্রিত হইয়া যায় এবং তাহা হইতে চেরিগাছের গঁদের ন্যায় গন্ধ নির্গত হয়। গাছের ছালে চামড়া রঙ্ ও

পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। বীজে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়।

ইহার মূলের কাথ অজীর্ণ, উদরাময় ও উদরাধ্মান-রোগে বিশেষ উপকারী। চিনির সহিত পুষ্প মাড়িয়া সেবন করাইলে রেচনকার্য্যের পোষকতা করে। ছাল, পুষ্প বা মূল চাউল-ভিজান-জলের সহিত পেষণ করিয়া স্ফোটকের উপর পুলটিসের ন্যায় প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া উঠে এবং পুয তরল হয়। ছালের গুণ—ধাতুপরিষ্কারক, বলবর্দ্ধক ও মলরোধক। গলগণ্ড, চর্ম্মরোগ ও ক্ষতাদিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শরীরস্থ রক্ত ও রস অবিকৃত রাখে বলিয়া ইহা কুষ্ঠাদি রোগেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শুষ্ক কুঁড়ি শৈত্যগুণ-বিশিষ্ট ও ধারক এবং উদরাময় রোগে বিশেষ উপকারী। ইহাতে উদরস্থ কৃমি বিদূরিত হয়।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অর্থাৎ ফাল্গুন মাস হইতেই এই বৃক্ষ পুষ্প ও ফলভরে অবনত হইয়া পড়ে। দুই মাসের মধ্যে বীজ পাকিয়া উঠে। কেহ কেহ পশুমাংসের সহিত ইহার কুঁড়ি রাঁধিয়া খায়।

ইহার কাষ্ঠ ধূসর বর্ণ এবং মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা দৃঢ় কিন্তু কাষ্ঠখণ্ড ক্ষুদ্র হওয়ায় কোন কাজেই আইসে না। কৃষকদিগের অস্ত্রাদির বাঁট সাধারণতঃ ইহাতেই প্রস্তুত হয়। বৌদ্ধযুগের ভাস্করকার্য্যসমূহে এই বৃক্ষ দেখিয়া ইহার পবিত্রতা অনুমান করা যায়।

এই শ্রেণীর বৃক্ষের সহিত B. purpura শ্রেণীর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সামান্য পার্থক্য থাকিলেও এই বৃক্ষও রক্ত-কাঞ্চন বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় নাম,—পঞ্জাবী—কৈরাল, করাড়, করালী; হিন্দি—কোলিয়ার, কোনিয়ার, কন্দন, খৈরবাল, সোণা; নেপাল—খৈরালো; লেপচা—কচিক্; বাঙ্গালা—দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন, কৈরাল; কোল—বুরুজু; লোহারডাগা—কৈনার; সাঁওতাল—সিজি-যাড়; মলয়ালম্—কুন্দরব; গোঁড়—কেদবরী; মরাঠী—রক্ত-চন্দন, অভমস্তি, রক্তকাঞ্চন, দেবকাঞ্চন; তামিল—পেয়া আরেমন্দরে; তেলগু—কাঞ্চন, পেদ্দ-আরে, বোদন্তচেট্টু; কণাড়ী—মুরাল, কাঞ্চীবাল; ব্রহ্ম—মহলয়কাণি, মহহ্লেগণি।

উপরোক্ত বৃক্ষের ন্যায় ইহার গঁদ ও ছালের গুণ ও প্রয়োগ প্রায় একরূপ। ছালের গুণ ধারক, শিকড় বায়ুনাশক ও বলবর্দ্ধক এবং ফুল বিরেচক। গাছের ছালের কাথে ক্ষত ধৌত করা হইয়া থাকে। ইহার ফুল অনেকে রাঁধিয়া খায়।

B. tomentosa নামক ঐ জাতীয় বৃক্ষ সাধারণে কাঞ্চন বা কাঞ্চনী নামে প্রচলিত। ইহার ছালের আঁশে দড়ি প্রস্তুত হয়। ইহা উদরাময় ও কৃমিনাশক। যকৃতের প্রদাহে ইহার মূলের ছালের কাথ বিশেষ ফলপ্রদ।

রক্তকান্তা (স্ত্রী) রক্তঃ রক্তবর্ণঃ কান্তঃ দন্তোহস্যাঃ। রক্ত-পুনর্নবা। (রাজনি°)

রক্তকাশ, রোগবিশেষ। এলোপাথিকমতে ইহাকে Hæmoptysis বলে। কণ্ঠনালী (Larynx), শ্বাসনালী ও ফুস্ফুস্ হইতে উজ্জ্বল বর্ণের রক্ত বহির্গত হইতে রক্তোৎকাশ রোগ হইয়াছে জানিতে হইবে।

পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিবার কালে অত্যন্ত কুন্থন করিলে বা কাশি থাকিলে এবং অত্যুচ্চ স্বরে গান করিলে অথবা বাঁশী বাজাইলে রক্তবমন হইতে পারে। শীতাদ, ধূম্ররোগ (purpura) এবং শোণিত তরলকারী উক্তরূপ পীড়াসমূহে, অথবা রজোরোধ হইলে মুখ দিয়া রক্ত নির্গমনের সম্ভাবনা। কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী বা বায়ুনলীতে রক্তাধিক্য, প্রদাহ কিংবা কর্কট রোগ জন্মিলে এবং ফুস্ফুসে গুটি (tubercle) সঞ্চিত হইয়া তজ্জন্য প্রদাহ, ক্ষত, স্ফোটক, আঘাতবোধ, বিগলন বা পচাধরা ভাব হইলে, অথবা হাইডেটিড্ (hydatid) কৃমি ও কর্কট রোগ থাকিলে রক্তোৎকাশ দেখা দিতে পারে।

বক্ষাবরক দ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানের (mediastinum) অর্ব্বুদ শ্বাসনালীতে সংযুক্ত হইলে, হৃৎপিণ্ডের রোগ সকলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ কোটরের বিবৰ্দ্ধন কিংবা বামকোটরের প্রসারণ থাকিলে, ফুস্ফুসীয় ধমনী ও শিরার পীড়াসমূহে, কোন বায়ুনলী মধ্যে থোরাসিক্ এনিউরিজম্ প্রকাশ পাইলে, কখন কখন মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইয়া বায়ুনলী বা শ্বাস-নালীর মধ্যে অধঃস্থ হয়, পরে তাহা পুনরুদ্গীর্ণ হইয়া হিমপ্‌টিসিস্ উৎপন্ন করে। কাশি ও অধিক পরিশ্রম দ্বারা রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এই ব্যাধিতে সচরাচর ফুস্ফুসের কৈশিকা হইতে এবং কোন কোন স্থলে ফুস্ফুসীয় ধমনীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা গুলির বিদারণহেতু রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগে উক্ত ধমনীর শাখা প্রশাখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এনিউরিজম্ উৎপন্ন হয়। তাহাদের বিদারণ হেতু অনেক সময় অধিক পরিমাণে রক্তো-দগম হইয়া থাকে।

অকস্মাৎ এই পীড়ার আরম্ভ হইতে দেখা যায়। শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষোমধ্যে ভার বোধ ও জ্বালা এবং গলায় তিক্ত লাবণিক আস্বাদ ও সুড়সুড়ির ন্যায় স্পর্শানুভব প্রভৃতিই রক্ত বহির্গমনের পূর্ব্বলক্ষণ। কাশি যায় কিংবা সহসা ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিয়া থাকে, কখন কখন অত্যধিক রক্ত বহির্গত হইয়া মুখ ও নাসিকা পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে।

সকল সময়েই বমনোদ্রেক থাকে। শ্লেষ্মার সহিত বিন্দু বিন্দু রক্ত বহির্গত হয় কিংবা এককালে অধিক রক্ত নিঃসৃত হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করে। বহির্গত রক্ত ফেনিল ও উজ্জ্বল লালবর্ণ। ফুসফুসীয় ধমনী হইতে অথবা সহসা প্রচুর পরিমাণে রক্তোদ্গম হইলে তাহা কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়। অধিক রক্তস্রাবের পর শোণিত শ্লেষ্মার সহিত কিংবা সংযতভাবে বহির্গত হইতে থাকে। থোরাসিক্ এনিউরিজমের রক্ত দেখিতে লাল জেলির মত। যক্ষ্মারোগে রক্তোদ্গম হইলে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা সেই রক্তে টিউবার্কেল ব্যাসিলাস পাওয়া যায়। এই রোগ গুরুতর হইলে রোগীর মুখমণ্ডল ফিকা ও ম্লান, হস্তপদের স্পন্দন, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং রক্তস্রাবের অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন সামান্য জ্বরের লক্ষণও বিকাশ পায়। নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, কিন্তু কোমল থাকে।

ইহার ভোগ-কালের কোন স্থিরতা নাই; পীড়া পুনঃ পুনঃ হইতে দেখা যায়। কখন কখন সাময়িক রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু গুরুতর লক্ষণসমূহের শান্তির পর কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত শ্লেষ্মার সহিত অল্প অল্প রক্ত বহির্গত হয়।

এই সময়ে রোগীর বক্ষোপরি আঘাত করিলে শব্দের কোন পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয়না,কিন্তু ষ্টেথস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে আকর্ণন করিলে বুজ্ বুড়ীর ন্যায় শ্বাসশব্দ অনুভূত হইয়া থাকে। মুখ, নাসিকা, কিম্বা পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব হইলে এই পীড়া বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। নাসা ও মুখ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে উহার নিরাকরণ করা যাইতে পারে। ফুস্ফুসীয় ধমনী হইতে কখন কখন কৃষ্ণাভ রক্ত নির্গত হয়, তখন রক্তপিত্ত রোগের সহিত ইহার ভ্রম জন্মিয়া থাকে। অতএব এরূপ স্থলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগ নির্ণয় ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবেন। [রক্তপিত্ত দেখ।]

এই রোগে আশু মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নাই। তবে ফুস্ফুস হইতে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাবহেতু শ্বাসরোধ অথবা রক্ত স্রাবের লক্ষণ সমুদায় উপস্থিত হইয়া মৃত্যু ঘটায়। কখন কখন নিঃসৃত রক্তের দ্বারা ফুসফুসের প্রদাহ জন্মে এবং তাহা হইতেই পরিশেষে যক্ষ্মা আসিয়া উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—রোগীকে শীতলগৃহে শায়িতাবস্থায় রাখিয়া মুহুর্মুহুঃ বরফ চুষিতে দিবে। মস্তক উপাধানোপরি উচ্চ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বক্ষোপরি মাষ্টার্ড প্লাষ্টার। শুষ্ক কপিং, পদদ্বয়ে উষ্ণ জলের সেঁক বা জোনাড্স্ বুট পরাইয়া দিবে। অত্যন্ত রক্তোদ্গম হইলে হস্তপদে এস্মার্কস্ (Esmarchs) ব্যাণ্ডেজ অথবা সাধারণ ব্যাণ্ডেজ বন্ধন করা উচিত। কখন কখন বক্ষোপরি বরফ সংলগ্ন করিলে উপকার পাওয়া যায়।

গ্যালিক এসিড্, প্লম্বাই এসিটেট, সলফিউরিক্ এসিড ডিল্, আর্গট, তার্পিণ তৈল, টিং হামেমেলিস প্রভৃতি সঙ্কোচক ও হৃৎপিণ্ডের অবসাদক ঔষধসমূহ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহার্য্য। এসিড্ গ্যালিক ও প্লম্বাই এসিটেট অহিফেন সহযোগে সেবন করাইলে বিশেষ ফলদায়ক হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রবল থাকিলে ডিজিটেলিস্ ব্যবহার করা উচিত। ভিকেরিয়াস্ হিমপ্টিসিস্ (Vicarious Hæmoptysis) হইলে উরুদেশে জলৌকা বসাইতে হয়। আর্গটিন্ কিংবা স্ক্লেরোটিক্ (sclerotic acid) এসিড্ ত্বকের নিম্নে ইঞ্জেক্ট করিলেও উপকার দর্শে। রোগী বলিষ্ঠ হইলে লাবণিক বিরেচক ঔষধ সকল প্রয়োগ করা বিধেয়। লক্ষণ গুরুতর হইলে অপর জীবশরীরের রক্ত রোগীর শরীরে প্রবেশ (Transfusion of blood) করান উচিত।

এই রোগে নিম্নলিখিত ঔষধ সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

℞

এসিড গেলিক—grv	৫ গ্রেণ
এসিড সলফিউরিক্ ডিল—	১০ ফোঁটা
টিং কার্ডেমম্ কোং—	১০ "
এক্সট্রাক্ট আর্গট লিকুইড্	১০ "
জল	১ ঔন্স

১ মাত্রা ৩ বা ৪ ঘণ্টা অন্তর।

℞

ওলিয়ম্ টেরিবিন্থ—	১০ ফোঁটা
মিউসিলেজ—	৩০ "
জল	১ ঔন্স

একমাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর।

রক্তকাষ্ঠ (ক্লী) রক্তং কাষ্ঠং যস্য। ১ পত্তঙ্গ, পত্রাঙ্গচন্দন কাষ্ঠ। (রাজনি০) ২ লোহিত বর্ণদারু, লালবর্ণ কাষ্ঠ।

রক্তকুমুদ (ক্লী) রক্তং লোহিতবর্ণং কুমুদং। রক্তকৈরব।

রক্তকুরুণ্ডক (পুং) রক্তবর্ণঃ কুরুণ্ডকঃ। রক্তঝিণ্টী, রক্তঝাঁটি। গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, বর্ণবর্দ্ধক, শোথ ও জ্বরনাশক; বাতরোগ, কফ, রক্তরোগ, পিত্ত, আধ্মান, শূল, শ্বাস ও কাসনাশক। (বৈদ্যকনি০)

রক্তকুষ্ঠ (দেশজ) বিসর্পরোগভেদ (St Anthony's fire বা Erysipelas)। ইহাতে সর্ব্বশরীরবিস্তীর্ণ প্রবলত্বক্ প্রদাহ উৎপন্ন হয় এবং কখন কখন সমস্ত দেহ রক্তবর্ণ হইয়া কুষ্ঠের ন্যায় বিগলিত হইতে আরম্ভ করে। [বিসর্প দেখ।]

রক্তকুসুম (পুং) রক্তানি রক্তবর্ণানি কুসুমানি যস্য। পারি-

তন্ত্র, চলিত পালতে-মাদার গাছ। ২ ধম্বন বৃক্ষ, ধামনাগাছ। ৩রক্তকাঞ্চন। স্ত্রিয়াং টাপ্। রক্তকুসুমা,দাড়িম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

রক্তকৃমিজা (স্ত্রী) লাক্ষা, লাহা। (বৈদ্যকনি°)

রক্তকেশর (পুং) রক্তাঃ কেশরাঃ কিঞ্জল্কাঃ অস্য। পারিভদ্র। (রত্নমালা)

রক্তকৈরব (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং কৈরবং। রক্তকুমুদ। (জটাধর)

রক্তকোকনদ (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং কোকনদং। রক্তোৎপল, রক্তপদ্ম। (জটাধর)

রক্তখদির (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণঃ খদিরঃ। রক্তবর্ণপুষ্পবিশিষ্ট খদির-বৃক্ষ। পর্য্যায়—রক্তসার, সুসার, তাম্রসারক, বহুশল্য, যাজ্ঞিক, কুষ্ঠনোদন, যূপদ্রুম, অত্রখদির, অরুন্। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কষায়, গুরু, তিক্ত, আমবাত, অস্রবাত,ব্রণ ও ভূতজ্বরনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায়—গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য, যজ্ঞিয়। গুণ—শীতল, দন্ত-রোগে উপকারী, কণ্ডু, কাস, অরুচিনাশক, তিক্ত, কষায়, মেদোঘ্ন, ক্রিমি, মেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আমপিত্ত, অস্র, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও কফনাশক। (ভাবপ্র°)

রক্তখাড়ব (পুং) খর্জ্জুরবৃক্ষভেদ।

রক্তখাণ্ডব (পুং) দ্বৈপ খর্জ্জুরী বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

রক্তগতজ্বর (পুং) রক্ত ধাতুগত জ্বররোগভেদ। ইহার লক্ষণ—এই জ্বররোগে রক্তনিষ্ঠীবন, দাহ, মোহ, ছর্দ্দন, বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়কা ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

"রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহচ্ছর্দ্দনবিভ্রমৌ।
প্রলাপঃ পিড়কা তৃষ্ণা রক্তস্রাবে ভবেন্নৃণাম্॥" (মাধবনি°)

[জ্বর শব্দ দেখ।]

রক্তগন্ধক (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং গন্ধকং। বোল নামক গন্ধ-দ্রব্য, চলিত খুনখারাপী। (রাজনি°)

রক্তগন্ধা (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা। (বৈদ্যকনি°)

রক্তগর্ভা (স্ত্রী) নখরঞ্জনীবৃক্ষ, চলিত মেহদী গাছ। (বৈদ্যকনি°)

রক্তগুল্ম (পুং) রক্তজো গুল্মঃ মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। স্ত্রী-দিগের রক্তজন্য গুল্মরোগ।

ইহার লক্ষণ—অপক্ব গর্ভস্রাব হইলে কিম্বা যথাকালে প্রসব হওয়ার পর অথবা ঋতুকালে অহিতকারক আহার বিহারাদি আচরণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া রজোরক্তকে দূষিত করে। তজ্জন্য গর্ভাশয় মধ্যে রক্তগুল্ম জন্মিয়া থাকে। ইহাতে অত্যন্ত দাহ, বেদনা এবং পৈত্তিক গুল্মের সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাতে ঋতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ, স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গম, বিবিধ দ্রব্যভোজনে ইচ্ছা, মুখ হইতে জলস্রাব ও আলস্য প্রভৃতি যাবতীয় গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে গর্ভলক্ষণের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, গর্ভস্পন্দনকালে কোনরূপ বেদনা থাকে না এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের সমুদয় অঙ্গ এক সময়ে স্পন্দিত না হইয়া হস্তপদাদি এক একটী অঙ্গবিশেষ সর্ব্বদা স্পন্দিত হয়; আর রক্তগুল্মে সমস্ত পিণ্ডটীই অত্যন্ত বেদনা জন্মাইয়া দীর্ঘকাল পরে স্পন্দিত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত গুল্মরোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে লিখিত আছে যে, রক্তগুল্মে প্রসবকাল অর্থাৎ দশম মাস গত হইলে রোগিণীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচক দিবে।

গুলঞ্চ, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামনহাটী ও পিপুল একত্র বাটিয়া তিল কাথের সহিত সেবন করিলে রক্ত-গুল্ম উপশমিত হয়। অপর পুরাতন গুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বামনহাটি এই সমুদায়ের সহিত তিলের ক্বাথ, যবক্ষার ও ত্রিকটুর সহিত মদ্য অথবা পলাশছাল ভস্মের জলে সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে রক্তগুল্ম রোগে উপকার দর্শে।

এতদ্ভিন্ন দন্তীগুড়াদি উষ্ণ বিরেচক দিয়া ভেদ করাইয়া রক্ত-প্রদর-বিহিত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে বিরেচন না হয়, তাহা হইলে ক্ষার বা সিজ আটার সহিত তিলপিষ্টক ব্যবস্থা করিবে। অধিক রক্তস্রাব হইলে রক্ত-পিত্তনাশক ক্রিয়া করা আবশ্যক, ভেলার কল্ক ও কষায় দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্মে এবং মধুযোগে পান করিলে কফগুল্ম বিদূরিত হয়।

পারদ, তুঁতিয়া, গন্ধক, জয়পাল, পিপুল ও সোঁদালফলের মজ্জা একত্র সিজের আটায় ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। আমলকীর বা তেঁতুল-পত্রের রস অনুপানে সেব্য। পথ্য দধি ও অম্ল। শুষ্ক মাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্কশাক, দাইল, আলু ও মিষ্টফল গুল্মরোগে অপথ্য। (ভৈষজ্যর° গুল্মাধিকার)

[বিশেষ বিবরণ গুল্মরোগ দেখ]

রক্তগৈরিক (ক্লী) স্বর্ণগৈরিক। (বৈদ্যকনি°)

রক্তগ্রন্থি (পুং) ১ রক্তলজ্জাবতী। ২ রক্তজন্য গ্রন্থিরোগ। (সুশ্রুত নি° ১১ অ°)

রক্তগ্রীব (পুং) ১ কপোত, পায়রা। (বৈদ্যকনি°) ২ রাক্ষস। (হেম)

রক্তঘ্ন (পুং) রক্ত হন্তীতি হন্ (অমনুষ্য কর্তৃকে চ। পা ৩।২।৫৩) ইতি টক্। ১ রোহিতক বৃক্ষ। (ত্রি) ২ রক্তনাশক। স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। রক্তঘ্নী দূর্ব্বাবিশেষ, চলিত গাঁটিয়া দূর্ব্বা।

রক্তচন্দন, স্বনামপ্রসিদ্ধ গন্ধকাষ্ঠ ও বৃক্ষবিশেষ (Pterocarpus santaliuus)। দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ কড়াপা, উত্তর আর্কট ও কর্ণূল জেলায় প্রচুর পরিমাণে এই বৃক্ষ

জন্মিতে দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিভিন্ন জেলায় এবং বোম্বাই ও বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এই বৃক্ষের চাস আছে। ঈষদুষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুতে এবং পার্ব্বত্য ভূমিতেই ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই গাছ বেশী বড় হয় না। গন্ধযুক্ত ও লাল বর্ণ এই কাষ্ঠ সাধারণের বিশেষ আদরণীয়।

সংস্কৃত পর্য্যায়—তিলপর্ণী, পত্রাঙ্গ, রঞ্জন, কুচন্দন, তাম্রসার, তাম্রবৃক্ষ, চন্দন, লোহিত, শোণিতচন্দন, রক্তসার, তাম্রসারক, ক্ষুদ্রচন্দন, অর্কচন্দন, রক্তাঙ্গ, প্রবালফল, পত্তঙ্গ, পত্তগ, রক্তবীজ। ইহার গুণ—অতি শীতল, তিক্ত, চক্ষুগত রক্তদোষ, ভূতদোষ, পিত্ত, কফ, কাস, জ্বর, ভ্রান্তি, বমথু ও তৃষ্ণা-নাশক। (রাজনি০)

বিভিন্ন দেশে এই কাষ্ঠ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—রথ্তোচন্দন, উন্দম্, লালচন্দন, রকতচন্দন; বাঙ্গালা—কুচন্দন, তিলপর্ণী, রঞ্জন, রক্তচন্দন, লালচন্দন; উড়িয়া—রক্ত-চন্দন; পঞ্জাব—চন্দনলাল; বোম্বাই—রক্তাঞ্জলী, রক্তচন্দন, লালচন্দন; মরাঠী—রক্তচন্দন, তাম্বাদচন্দন, তাম্বাদ-গন্ধ হাচা-ছেক্কা; গুর্জ্জর—রতাঞ্জলি; দাক্ষিণাত্য—লালচন্দন, উন্দম্; তামিল—সেয়াপুচন্দনম্, সেনসন্দনম্, লালচন্দন, রক্তচন্দন; তেলগু—কুচন্দনন্, এর-গন্ধপুচেক্ক, রক্তচন্দন, লালচন্দন, সেয়পুচন্দনম্, চন্দম্, এড়চন্দনম্, রক্তগন্ধম্, গেড়চন্দন; কণাড়ী—কেমপুগন্ধচেকে, হোন্নে, রক্তচন্দন, অগুরু; মলয়ালম—উরুগুচন্দনম্, রক্তচন্দনম্; ব্রহ্ম—সন্দকু, নস-নি; সিঙ্গাপুর—রক্তহন্দন, রতহন্দন; সংস্কৃত—রক্তচন্দন, অগুরু-গন্ধকাষ্ঠ, রঞ্জন, কুচন্দন, তিলপরি; আরব—সন্দলিয়ামার, উন্দম্; পারস্থ—বকম্, সন্দলে-সুর্খ, সুন, উন্দম্, দলসুর্খ; ইংরাজী—Sanders Red বা Red sandal wood. ফরাসী—Sautale Rouge; জর্ম্মণ—Rotbes Sandelholz; ইতালী—Sandalo-rose, দিনেমার—Sandel-Hout.

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যবাসিগণ ব্যবসার নিমিত্ত এই বৃক্ষের চাষ করিয়া থাকে। তাহারা মে ও জুন মাসে বীজ সংগ্রহ করিয়া একখণ্ড জমি প্রস্তুত করে। সাধারণতঃ ৮ ফুট চতুরস্র নরম মৃত্তিকাযুক্ত ভূমিতে প্রায় ৭ বা ৮ শত বীজ ১ ইঞ্চ গভীর মাটীর মধ্যে বপন করিতে দেখা যায়। পরে তাহাতে একরাত্রি অন্তর প্রতি তৃতীয় সন্ধ্যায় জল ঢালিয়া দেয়। বপন করিবার পূর্ব্বরাত্রে যদি বীজগুলি উত্তমরূপে ভিজাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে ২০ দিন, নচেৎ ৩০ হইতে ৩৫ দিন পর্য্যন্ত লাগে।

অঙ্কুর উদ্গম হইবার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধান-তার সহিত অল্প অল্প জলসিঞ্চন করে এবং সেই জমি হইতে আগাছা উঠাইয়া ফেলে। ছয়মাসে গাছগুলি বাড়িয়া উঠিলে সেই চারা গাছ আমূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া পৃথগ্ভাবে ঝুড়িতে তুলিয়া ছায়ার মাঝে রাখিয়া দেয় এবং প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে তাহার উপরে জল ছিটাইয়া দিয়া থাকে। যখন ঐ শিকড়গুলি ঝুড়ির গায় উত্তমরূপে জড়াইয়া ধরে, তখন উপযুক্ত ক্ষেত্রে গর্ত্ত খুড়িয়া এক একটী ঝুড়ি স্বতন্ত্র স্থানে পুঁতিয়া ফেলে; ক্রমে গাছ বাড়িয়া সারবান্ হইলে তাহা কাটিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। বোম্বাইপ্রদেশের বসিজেলায় এই ভাবেই রক্তচন্দনের চাষ হইয়া থাকে। বৈশাখে উপ্ত বীজের চারা গাছগুলি এইরূপে আশ্বিন মাসে রোপিত হইয়া প্রায় ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। অতঃপর বৃক্ষগুলি ছেদন করিয়া রৌদ্রে শুকান হইয়া থাকে। সরু সরু শিকড়গুলি শুকাইয়া রঙের জন্য বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

বৈজ্ঞানিকের ভাষায় রক্তচন্দনের লালবর্ণ পদার্থকে "Santalin" বলে। কোন একখানি পাথরে (চন্দনপিঁড়ি) চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে লালবর্ণের যে গাঢ় পদার্থ বাহির হয়, তাহা সাধারণে দেবমূর্ত্তিপূজা ও তিলকাদি ধারণ জন্য ব্যবহার করে। ইহার ক্বাথে কার্পাসবস্ত্র রঞ্জিত হইয়া থাকে। দেশীয় তরল ঔষধাদিতে রঙ রাখিবার জন্য য়ুরোপীয় ঔষধাগারসমূহে প্রভূত পরিমাণে চন্দন রপ্তানী হয়। এতদ্ভিন্ন তদ্দেশে চর্ম্ম ও কাষ্ঠাদি রঞ্জিত করিবার জন্য রক্তচন্দনের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। কেহ ব্যঞ্জনাদির বর্ণ ও গন্ধ বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শ্রীখণ্ড বা শ্বেতচন্দন, পীতচন্দন ও রক্তচন্দনের গুণ লিপি বদ্ধ হইয়াছে। প্রথমোক্ত দুইটী চন্দনবৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম Santalum album। [চন্দন দেখ]

রক্তচন্দন শৈত্যগুণবিশিষ্ট বলিয়া সাধারণে শ্বেতচন্দনের ন্যায় স্নানের পর ঘসা রক্তচন্দনও অঙ্গে লেপন করিয়া থাকে। মাথা ধরিলে চন্দনপিঁড়িতে জল দিয়া চন্দন ঘসিয়া দুই রগে এবং কপালে দিলে তৎক্ষণাৎ পীড়ার উপশম হয়। ইহা ধারক ও বলবর্দ্ধক। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ঔষধাদিতে ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মুসলমান হাকিম-গণের মতে পিত্তস্রাবে শ্বেতচন্দন এবং রক্তস্রাবে রক্তচন্দন ব্যবহার্য্য। মলে পিত্ত ও রক্ত থাকিলে উভয় প্রকার কাষ্ঠের ক্বাথ সেবন করান যাইতে পারে। তিলতৈলের (gingelly-oil) সহিত রক্তচন্দনচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অনেকে স্নানের পর অঙ্গে লেপন করিয়া থাকে। উহাতে চর্ম্মরোগ বিদূরিত হয়। জ্বর ও স্ফোটক প্রদাহে ইহা জ্বালা-উপশমকারী। ইহা দৃষ্টি-

ধর্ম্মিবৃদ্ধিকর ও মূর্ত্রকারক। শিরের অর্দ্ধাংশবেদনা শোকণকার্য্যে চন্দনবৎ জল বিশেষ উপকারী ও শৈত্যগুণপ্রদ। দীর্ঘকাল-স্থায়ী রক্তামাশয়ে ইহার বীজকোষের কাথ ধারক ও বলকারক ঔষধরূপে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ইহাতে সন্তলিক এসিড্ (Santalic acid) আছে। ইথার, এল্-কোহল ও ক্ষারমিশ্রিত জলে, অথবা ঘন এসেটিক্ এসিডে উক্ত গন্ধনির্য্যাস (Resinoid substance = santalin) নিক্ষেপ করিলে দ্রব হইয়া যায়; অধঃক্ষিপ্ত পদার্থ চুনির ন্যায় লালাভায় এবং গন্ধ ও স্বাদহীন। বিডেল (Weidel) সাহেব চন্দনের ঐ বর্ণবিহীন দানায় $C_8 H_6 O_3$ এইরূপ রাসায়নিক বিশ্লেষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। রক্তচন্দন কাষ্ঠে ইহার সংযোগ করিলে হরিতাভ এক প্রকার গুঁড়া পাওয়া যায়। উহা পটাশের সহিত গলাইলে *Resorcin* নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

রক্তচন্দনের ন্যায় আর এক শ্রেণীর বৃক্ষ (Adenanthera pavonina) দেখা যায়। উহা বাঙ্গালায় রক্তকন, রক্তকম্বল, রঞ্জন, কখন কখন রক্তচন্দন নামে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। আসামে উহা চন্দন নামেই পরিচিত; বাজারে অজ্ঞ লোককে ঠকাইবার জন্য দোকানদারেরা প্রকৃত রক্ত-চন্দনের পরিবর্ত্তে এই কাষ্ঠ বিক্রয় করে। প্রভেদের মধ্যে এই জাতীয় কাষ্ঠে সেরূপ সুবাস নাই, এই কারণে অনেক ব্যাপারী চন্দনকাষ্ঠের সহিত একস্থানে রাখিয়া ইহাতে কৃত্রিম গন্ধ করিয়া লয়।

স্থানবিশেষে ইহাও স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। সাঁওতালী—বীর মুনরা; তামিল—অনৈগুণ্ডুমণি; তেলগু—বন্দি গুরুবেন্দা, পেদ্দ-গুরিগিন্‌দা; মলয়ালম্—মঞ্জাডি, মরাঠী—থাল, থোরিগুঞ্জ, দাক্ষিণাত্য—বড়ি-গুম্‌চী, হট্টীগুম্‌চী; কণাড়ী—মঞ্জাটী; সিংহলী—মদটেয়া; মগ—ঙ্গড্; আন্দামান—রেছেড়া, ব্রহ্ম—ছ্‌বেগী।

বাঙ্গালা, দক্ষিণভারত ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বস্থানেই এই বৃহদাকার বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়; ইহার নির্য্যাস "মদতিয়া" নামে পরিচিত। এই কাষ্ঠ সাধারণতঃ রক্তচন্দন কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, কখন কখন ইহা রক্তে অন্তও গৃহীত হইয়া থাকে।

ইহার বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। বীজচূর্ণ বিস্ফোট-কের উপর লাগাইয়া দিলে শীঘ্রই আরাম ও অন্যান্য উপশমিত হয় এবং না পাকিয়া উঠে। একখণ্ড প্রস্তরে জল দিয়া বীজ ঘসিয়া আহত স্থানে প্রলেপ দিলে মাথাধরা এবং গাত্রজ্বালা-দের প্রারম্ভে গায়ে লাগাইলে অচিরে আরাম লাভ হইয়া শরীর শীতল হয়। বাতরোগে বীজের কাথ বিশেষ উপকারী। বীজচূর্ণ জলে গুলিয়া গায়ে মর্দ্দন করিলে খাম্‌চি, ফোস্কা, ব্রণ প্রভৃতি চর্ম্মস্ফোট সারিয়া যায়। হেকিমগণ অর্শোদিরোগে ইহার গুঁড়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

পত্রের কাথ গেঁটে-বাত ও চৌরঙ্গীবাতে বিশেষ উপকারী। অধিককাথ সেবনে পুরুষত্বের হানি করে। রক্তমূত্র (Hæmaturia) ও রক্তস্রাবে (Hæmorrhage from the bowels) এই কাথ বিশেষ ফলপ্রদ। উদরাময় এবং আমরক্তে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এই কাথ ধারক ও বলকারক ঔষধরূপে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কোষপ্রদাহে (orchitis) ইহার কাষ্ঠ অথবা চূর্ণ জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। এই চূর্ণ ৩০ রতি মাত্রায় ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অচিরে বমন হয়। ইহার বীজ উজ্জ্বল লালবর্ণ, প্রত্যেকের ওজন প্রায় ২ রতি, অনেকে তৌলকার্য্যে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কেহ কেহ বীজের বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া মালা গাঁথিয়া পরে। ইহার গুঁড়া সোহাগার সহিত পেষণ করিলে উত্তম আটা প্রস্তুত হয়। চন্দনভ্রমে এই কাষ্ঠ ঘসিয়া অনেকে তিলক ধারণ করে।

ইহার কাষ্ঠ লালবর্ণ, দৃঢ় ও ভারসহ। এই কারণে দক্ষিণভারতবাসিগণ ইহাতে গৃহের আসবাব ও দরজা জানালা প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

শক্তিপূজায় রক্তচন্দন বিশেষ প্রশস্ত। রক্তচন্দনে কালী ও তারা প্রভৃতির যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবার বিধান আছে। শক্তিদেবতামাত্রকেই রক্তচন্দন দ্বারা পূজা করিতে হয়।

রক্তচিত্রক (পুং) রক্তো রক্তবর্ণশ্চিত্রকঃ। ক্ষুপবিশেষ, চলিত রাঙ্গচিতা, (Plumbago Rosea or Coccinea) মহারাষ্ট্র—রক্তচিত্রকু, কলিঙ্গ—কেম্পিনচিত্রকমূল, তৈলঙ্গ—এররচিত্র, তামিল শিবপ্পু চিত্তির। সংস্কৃত পর্য্যায়—কাল, অত্যাল, কালমূল, অতিদীপ্য, মার্জ্জার, অগ্নি, দাহক, পাবক, চিত্রাঙ্গ, মহাঙ্গ। গুণ—কোষ্ঠকর, রুচিকারক, [illegible] রস-নিয়ামক, লোহবেধক ও রসায়ন। (রাজনি°)

রক্তচিল্লিকা (স্ত্রী) বথুয়াশাক, চিল্লিবেতো। (বৈদ্যকনি°)

রক্তচূর্ণ (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং চূর্ণং। ১ সিন্দূর। (হারাবলী) ২ রক্তবর্ণচূর্ণবায়। (পুং) ৩ কম্পিল্লক, [illegible] [illegible] পার্থে কন্।

রক্তচ্ছর্দ্দি (স্ত্রী) [illegible]

রক্তজ (ত্রি) [illegible] [illegible]। রক্ত হইতে উৎপন্ন, [illegible]

রক্তজকৃমি (পুং) রক্তজন্ত কৃমিরোগ। [কৃমিরোগ দেখ]

রক্তজন্তুক (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণো জন্তুঃ স্বার্থে কন্ বা রক্তা আসক্তা জন্তবোঽস্মিন্। ১ ভূনাগ, শীলক। (রাজনি॰) ২ রক্তবর্ণ জন্তুমাত্র।

রক্তজবা, স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষবিশেষ (Hibiscus rosa-sinensis)। একমাত্র চীনদেশেই এই বৃক্ষের ফুলে বীজ উৎপন্ন হয়। ভারতের নানা স্থানে জবা গাছ আছে বটে, কিন্তু তাহার ফুল হইলেও তাহাতে বীজ জন্মে না। ভারতের সমতল ক্ষেত্রস্থ উদ্যানসমূহে বিভিন্ন শ্রেণীর জবা গাছ পুষ্পভারে সুশোভিত দেখা যায়। সাধারণতঃ পঞ্চদল (পাঁচটী পাপড়ীযুক্ত), পঞ্চমুখী (বহুপাপড়ী) ও চীনে জবা বা ইয়ারিং আকৃতির জবা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত, পীত, রক্ত, বেগুনী ও নীলরঙ্গের জবাও এদেশে জন্মে। চীনদেশ জবার উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাদের দেশবাসিগণ ইহার প্রকার-বিশেষকে এখনও "চীনের জবা" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

স্থানভেদে এই পুষ্প বিভিন্ন নামে প্রচলিত। হিন্দুস্থানে—জাসুং, জাসুম্; বাঙ্গালা—জবা, জপা, জিবা, অরু; দাক্ষিণাত্য—গুদেল, কুধল, জাসুং, জাসুম; বোম্বাই—জাসবন্দ; মরাঠী—জাসবন্দ, দসিন্দব-ফুল; গুজরাতী—জসুব; তামিল—সপ্পং-তপ্পু; তেলগু—জবপুষ্পমু, জপা পুষ্পমু, দাসান; কণাড়ী—দাসবল; মলয়ালম্—চেম্পারট্টিপুব, অরুম্পরট্টি; ব্রহ্ম—কৌঙ্‌য়ান্; সংস্কৃত—জব, জপ-পুষ্পম্, জপা; আরব ও পারস্ত—অঙ্গারে-হিন্দী; ইংরাজী—Shoe-flower, China-rose; ফরাসী—ketmi-de Cochin Chine।

এই পুষ্প জলে ভিজাইয়া রাখিলে এক প্রকার গাঢ় লাল রঙ্ পাওয়া যায়। বালকেরা কাগজে লাল রঙ্ করিবার জন্ত জবা ফুল ঘসিয়া লয়। উহাতে অল্পমাত্র এসিড্ বা অম্লরস সংযোগ করিলে অত্যল্প কালের মধ্যে ঐ রক্তাভ বর্ণ উজ্জ্বলতা ধারণ করে। পুষ্পদলে জুতার বর্ণ কাল করে বলিয়া ইংরাজগণ ইহার সু-ফ্লাউয়ার নাম দিয়াছেন। চীনদেশেও এই পুষ্প হইতে ভ্রূ ও জ্রূর কৃষ্ণবর্ণ কলপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ছালের তন্তুতে দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে।

পুষ্পগুণ—স্নিগ্ধকর ও প্রদাহনাশক। মূত্রকৃচ্ছ্র, অত্যাবে জ্বালা প্রভৃতি কারণে পুষ্পদলের নির্য্যাস বা ইন্‌ফিউজন দেওয়া যায়, ইহা স্নিগ্ধকারক এবং অল্পে শৈত্যকারক। জবা পুষ্পের রস ও অলিভ তৈল সমভাগে লইয়া জলীয়াংশ জলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিলে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা কেশবর্দ্ধনের বিশেষ উপযোগী। ইহার পত্র-রস উত্তেজকগুণবিশিষ্ট, কোষ্ঠ-নিবারক, স্নিগ্ধকর ও মূত্রবিরেচক। অত্যধিক রক্তস্রাব রোগে (menorrhagia) জবা-পুষ্প ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহার মুকুলচূর্ণ জলের সহিত প্রমেহ (gonorrhœa) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

[জবা দেখ।]

রক্তজিহ্ব (পুং) রক্তা রক্তবর্ণা শোণিতপানাৎ আস্বাদ্যা বা জিহ্বা যস্য। ১ সিংহ। (শব্দমা॰) (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ জিহ্বাযুক্ত।

রক্তজ্বরী (দেশজ) অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত যে সকল জ্বরে রক্ত জ্বলিয়া উঠে বা বিষাক্ত হয়। এই জন্ত তাহাকে রক্তজ্বরী বা রক্তজ্বরা কহে।

রক্তঝাবুক, স্বনামখ্যাত লালঝাউ গাছ (Tamarix dioica)। আজমীঢ় ও পঞ্জাবের ২৫০০ ফিট্ উচ্চ ভূমে এই বৃক্ষ জন্মে।

রক্তঝিণ্টী (স্ত্রী) রক্তা রক্তবর্ণা ঝিণ্টী। রক্তবর্ণ ঝিণ্টী পুষ্পবৃক্ষ। পর্য্যায়—কুরবক।

রক্ততর (ক্লী) স্বর্ণগৈরিক। (বৈদ্যকনি॰)

রক্ততা (স্ত্রী) রক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। রক্তের ভাব বা ধর্ম্ম, রক্তত্ব, রক্তবর্ণত্ব।

"নক্তিতং পাচিতস্তত্র পিত্তেনায়াতি রক্ততাম্।" (শার্ঙ্গধরস॰)

রক্ততুণ্ড (পুং) রক্তো তুণ্ডো যস্য। ১ শুকপক্ষী। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ লোহিতমুখযুক্ত।

রক্ততুণ্ডক (পুং) রক্ততুণ্ড-কন্। ১ ভূনাগ। স্বার্থে কন্। ২ রক্ততুণ্ডার্থ।

রক্ততৃণ (ক্লী) তৃণবিশেষ। (বৈদ্যকনি॰) স্ত্রিয়াং টাপ্। রক্ততৃণা, গোমূত্রিকাতৃণ। (রাজনি॰)

রক্ততেজস্ (ক্লী) মাংস।

রক্তত্রিবৃৎ (স্ত্রী) রক্তা ত্রিবৃৎ। রক্তবর্ণ ত্রিবৃৎ, চলিত লাল তেউড়ী। পর্য্যায়—কালিন্দী, ত্রিপুটা, তাম্রপুষ্পিকা, সুবর্ণা, মসূরী, অমৃতা, কাকনাসিকা। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রেচন, গ্রহণী, মল ও বিট্‌গ্রহারক এবং হিতকারী। (রাজনি॰)

রক্তদন্তিকা (স্ত্রী) রক্তা দন্তাঃ অস্যাঃ, রক্তদন্তা স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। চণ্ডিকা। শুম্ভনিশুম্ভের সহিত যুদ্ধকালে দেবী চণ্ডিকা অসুরদিগকে ভক্ষণ করিবার সময় তাঁহার দন্তসকল দাড়িমীকুসুমসদৃশ রক্তবর্ণ হইয়াছিল, এইজন্ত তিনি রক্তদন্তিকা নামে খ্যাত হন।

"ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্॥"
(মার্কণ্ডেয়পু॰ দেবীমা॰ ৯১।৪১)

রক্তদলা (স্ত্রী) রক্তানি দলান্যস্যাঃ। ১ নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য। ২ চিবিল্লিকা। (রাজনি॰)

রক্তদূষণ (ত্রি) রক্তদোষকারী, যাহাতে রক্ত বিষাক্ত হয়।

রক্তদুষ্ট (ত্রি) দূষিত রক্ত, বিষাক্ত রসযুক্ত।

রক্তদৃশ্ (পুং স্ত্রী) রক্তা দৃক্ দৃষ্টির্যস্য। ১ কপোত। (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট।

রক্তদ্রুম (পুং) রক্তবীজাসন বৃক্ষ, চলিত পিয়াল গাছ।

রক্তধরা (স্ত্রী) মাংসাভ্যন্তরে অবস্থিত দ্বিতীয়া কলা।

রক্তধাতু (পুং) রক্তো রক্তবর্ণো ধাতুঃ। ১ গৈরিক। ২ তাম্র। ৩ রক্তবর্ণধাতু মাত্র। ৪ শরীরস্থ রক্ত ধাতু।

রক্তনদী, রক্তময় নদী। এ দেশে সংস্কার আছে যে স্বপ্নে রক্ত-নদী সন্দর্শন করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়।

রক্তনয়ন (ত্রি) ১ আরক্তনেত্র, রক্তবর্ণ চক্ষুঃ। (পুং) পেক-জাতীয় পক্ষিবিশেষ (Perdix Rufa)।

রক্তনাড়ী (স্ত্রী) দন্তমূলগত রক্তজ নাড়ীরোগবিশেষ।

রক্তনাল (পুং) রক্তো নালোহস্য। জীবশাক। (রাজনি॰)

রক্তনাসিক (পুং) রক্তা নাসিকাস্য। ১ পেচক। (শব্দর॰) (ত্রি) ২ রক্তনাসিকাযুক্ত।

রক্তনির্যাস (পুং) রক্তবীজাসন বৃক্ষ। (রাজনি॰)

রক্তনীল (পুং) মহাবিষ বৃশ্চিকবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা॰ ৮অ॰)

রক্তনেত্র (পুং) রক্তং নেত্রং যস্য। ১ সারসপক্ষী। ২ কপোত। (ত্রি) ৩ রক্তবর্ণনেত্রযুক্ত। (ক্লী) ৪ রক্তবর্ণ চক্ষুঃ।

রক্তপ (পুং) রক্তং পিবতীতি পা-ক। ১ রাক্ষস। (মেদিনী) (ত্রি) ২ রক্তপানকর্ত্তা, রক্তপায়ী।

রক্তপক্ষ (পুং) রক্তৌ পক্ষাবস্য। গরুড়।

রক্তপট (ত্রি) ১ রক্তবস্ত্র, রক্তবস্ত্রধারী। ২ শ্রমণ।

রক্তপত্র (পুং) পিণ্ডালু। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ রক্ত-বর্ণপত্রবিশিষ্ট।

রক্তপত্রা (স্ত্রী) রক্ত পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি॰) ২ নাকুলী।

রক্তপত্রিকা (স্ত্রী) রক্তানি পত্রাণি অস্যাঃ স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। ১ নাকুলী। ২ রক্তপুনর্নবা। ৩ লোহিতপত্র।

রক্তপাদী (স্ত্রী) ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ, লজ্জাবতী লতা।

রক্তপদ্ম (পুং ক্লী) রক্তো রক্তবর্ণো পদ্মঃ; রক্তবর্ণ কমল, রক্তোৎপল। [পদ্ম দেখ।]

রক্তপর্ণ (পুং) ১ রক্তপুনর্নবা। (বৈদ্যকনি॰) (ত্রি) ২ রক্ত-বর্ণ পর্ণবিশিষ্ট।

রক্তপল্লব[ক] (পুং) ১ অশোকবৃক্ষ। (রাজনি॰) ২ লোহিতপত্র।

রক্তপা (স্ত্রী) রক্তং পিবতীতি পা-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ জলৌকা। ২ ডাকিনী। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ শোণিতপায়ী।

রক্তপাকী[কা] (স্ত্রী) পচ্যতে ইতি পচ-বঞ্, রক্ত রক্তবর্ণঃ পাকো যস্যাঃ। বৃহতী। (রত্নমালা)

রক্তপাতা (স্ত্রী) রক্তং পাতয়তীতি পত-ণিচ্-অচ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। জলৌকা। (শব্দরত্না॰)

রক্তপাদ (পুং) রক্তৌ পাদাবস্য। ১ শুকপক্ষী। (হেম॰)

"চাষাংশ্চ রক্তপাদাংশ্চ সৌরং বল্লূরমেব চ।
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধা সোপবাসস্ত্র্যহং চরেৎ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭৫)

(ত্রি) ২ লোহিতচরণযুক্ত।

রক্তপায়িন্ (ত্রি) রক্তং পাতুং শীলমস্য, পা-ণিনি। রক্তপান-শীল। ২ মৎকুন, ছারপোকা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্, রক্তপায়িনী, জলৌকা।

রক্তপারদ (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং পারদং। হিঙ্গুল। (হারাবলী)

রক্তপাষাণ (পুং ক্লী) গিরিমৃত্তিকা। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তপিটিকা (স্ত্রী) রক্তবর্ণ বিস্ফোট।

রক্তপিণ্ড (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং পিণ্ডমিব। জবাপুষ্প।

রক্তপিণ্ডক (পুং) রক্তং পিণ্ডমিবেতি রক্তপিণ্ড ইবার্থে কন্। ১ রক্তালু। (রাজনি॰) ২ জপাবৃক্ষ।

রক্তপিণ্ডালু (পুং) রক্তবর্ণ পিণ্ডালু, চলিত লাল-চুবড়ি আলু। মহারাষ্ট্র—রাতালু, কলিঙ্গ—কেংপি নহেড়ল। ইহার গুণ—শীতল, মধুর, অম্ল, শ্রমঘ্ন, দাহ ও পিত্তনাশক, বলকর, গুরু, ও পুষ্টিকর। (রাজনি॰)

রক্তপিত্ত (ক্লী) রক্তদূষণং পিত্তমিতি মধ্যপদলোপিকর্ম্ম-ধারয়ঃ, রক্তঞ্চ পিত্তঞ্চ রক্তপিত্তমিতি দ্বন্দ্ব ইতি সুশ্রুতঃ, রক্তঞ্চ তৎপিত্তঞ্চেতি রক্তপিত্তং রাগপ্রাপ্তপিত্তমিতি কর্ম্ম-ধারয়ঃ ইতি চরকঃ। রোগবিশেষ, রক্তপিত্তরোগ।

এই রোগের নিদান—অগ্নি ও রৌদ্রাদির আতপসেবন, ব্যায়াম, শোক, পথপর্য্যটন, মৈথুন, এবং মরিচাদি তীক্ষ্ণ-বীর্য্য দ্রব্য, ক্ষার, লবণ ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য অতিরিক্তরূপে ভোজন করিলে পিত্ত কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। স্ত্রীলোকদিগের রজোরোধ হইলেও এই রোগ হইবার সম্ভা-বনা থাকে। এই রোগে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও কর্ণ এই সকল ঊর্দ্ধ মার্গ এবং গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গ এই সকল অধোমার্গ দ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে, এই পীড়া অতি মাত্র বর্দ্ধিত হইলে সমস্ত রোমকূপ দ্বারাও রক্তস্রাব হইতে পারে।

এই রোগের পূর্ব্বলক্ষণ—রক্তপিত্তরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অবসন্নতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গম হইতেছে বলিয়া অনুভব, বমন এবং নিঃশ্বাসে রক্ত বা লোহের গন্ধের ন্যায় গন্ধ প্রভৃতি অনুভূত হয়।

দোষভেদে লক্ষণ—রোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে বাত-আদি দোষের আধিক্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশিত

হয়। রক্তপিত্তে বায়ুর আধিক্য থাকিলে শ্যাব বা অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, পাতলা ও রুক্ষ রক্তনিঃসৃত হয়, ইহাতে গুহ্য, যোনি বা লিঙ্গ এই সকল অধোমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তের আধিক্য থাকিলে বটাদি ছালের কাথের ন্যায় বর্ণযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রের ন্যায়, চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ, ঝুলের ন্যায় বর্ণ, বা সৌবীরাঞ্জনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়। শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে ঘন, ঈষৎ পাণ্ডুযুক্ত, অল্পস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত নির্গত হয়, এবং ইহাতে মুখ, নাসিকা, চক্ষু, ও কর্ণ এই সকল ঊর্দ্ধমার্গ দ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে। দুই দোষের বা তিন দোষের আধিক্য থাকিলে সেই দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের মিশ্রিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বিদোষজ মধ্যে বাতশ্লেষ্মজনিত রক্তপিত্তে ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় মার্গদ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়।

এই রোগে সাধ্যাসাধ্য।—যে রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধমার্গগত অর্থাৎ মুখনাসিকাদি দ্বারা রক্ত নিঃসৃত, অল্পবেগযুক্ত, উপদ্রবশূন্য এবং হেমন্ত বা শীতকালে প্রকাশিত, তাহা সুখসাধ্য হয়। যে রক্তপিত্ত অধোমার্গগত অর্থাৎ গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গপথ দ্বারা নিঃসৃত হয় এবং যাহা দ্বিদোষজাত, তাহা যাপ্য। যে রক্তপিত্তরোগে ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই উভয়মার্গ দ্বারা রক্তনির্গত হয় ও ত্রিদোষজ, তাহা অসাধ্য। রোগী বৃদ্ধ, মন্দাগ্নিযুক্ত, আহারশক্তিহীন, বা অন্যান্য ব্যাধিযুক্ত হইলেও রক্তপিত্ত রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

এই রোগের উপসর্গ—দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের অম্লপাক, সর্ব্বদা অধৈর্য্য, হৃদয়ে বেদনা, তৃষ্ণা, মলভেদ, মস্তকে সন্তাপ, সর্ব্বাঙ্গে পচাগন্ধ, আহারে বিদ্বেষ, অজীর্ণ এবং রক্তে পচা দুর্গন্ধ, রক্তের বর্ণ মাংসধৌতজলের ন্যায় অথবা কর্দ্দম, মেদ, পূয, বা যকৃৎখণ্ডের ন্যায় কিংবা পাকাজামের ন্যায় ও ইন্দ্রধনুর মত নানা বর্ণ হয়।

মৃত্যুলক্ষণ—যে রক্তপিত্তে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, এবং উদগারে রক্তবর্ণ দেখিতে পায় অথবা সমুদায় পদার্থ রক্তবর্ণ বলিয়া অনুভব করে, কিংবা অধিক পরিমাণে রক্তবমন করে, তাহার অবিলম্বে মৃত্যু হইয়া থাকে।

অবস্থাভেদে চিকিৎসা—এই রোগে রোগী বলবান্ থাকিলে সহসা রক্তস্রাব বন্ধ করা উচিত নহে। কারণ ঐ দূষিত রক্ত দেহে রুদ্ধ হইয়া থাকিলে পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, ও জ্বর প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যাহারা দুর্ব্বলরোগী বা অতিরিক্ত রক্তস্রাবজন্য যাহাদের বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা, তাহাদের রক্ত রুদ্ধ করাই বিধেয়। দূর্ব্বাঘাসের রস, দাড়িম্বফুলের রস, গোময় বা ঘোড়ার বিষ্ঠার রস চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। বাসকের পাতার রস, যজ্ঞডুমুর ফলের রস, লাক্ষাভিজান জল ও আয়াপানের পাতার রস সেবন করিলে ঐরূপ রক্তস্রাব রুদ্ধ হইয়া থাকে। একআনা পরিমিত ফট্‌কিরিচূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও আশ্চর্য্যরূপে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। রক্তাতিসার ও রক্তার্শরোগের রক্তরোধক অন্যান্য যোগসমূহও এইরোগে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ, চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ বা জলের নস্য, দূর্ব্বাঘাসের রস, দাড়িম্বফুলের রস, আলকুশীর রস, পলাণ্ডুর রস, গোময় বা অশ্ববিষ্ঠার রস, অলক্তকরস বা হরীতকীভিজান জল এই সকল দ্রব্যের নস্য লইলে উপকার হয়। কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলেও উক্তরূপে নস্য লইবে। মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে কাশ, শর, কৃষ্ণইক্ষু ও উলুখড়ের মূল মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, একসের জলের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। শতমূলী ও গোক্ষুর মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। রক্তচন্দন, বেলশুট, আতইচ, কুড়চির ছাল ও বাবলার আটা মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ১ সের একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া রক্তপাত আশু নিবারিত হয়। কিস্‌মিস, রক্তচন্দন, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, বাসকপাতার রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে মুখ ও নাসিকাদি দ্বারা রক্তস্রাব নিবারিত হয়। গ্রথিত অর্থাৎ ডেলা ডেলা রক্তস্রাব হইলে পায়রার বিষ্ঠা অতি অল্প মাত্রায় মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিলেও আশু উপকার হয়। ইহা ভিন্ন, হিম, ধান্যকাদি, হ্রীবেরাদি ও অটরূষকাদির কাথ, এলাদিগুড়িকা, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, খণ্ডকাদ্যলৌহ, রক্তপিত্তান্তক লৌহ, বাসাঘৃত ও হ্রীবেরাদ্য তৈল প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। রক্তপিত্তের সহিত জ্বর থাকিলে রক্তবর্ণ তেউড়ী, শ্যামবর্ণ তেউড়ী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পিপুলচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মোদকসেবনে রক্তপিত্ত ও জ্বর এই উভয় রোগেরই শান্তি হয়। এতদ্ভিন্ন রক্তপিত্তনাশক ও জ্বরনাশক এই উভয়বিধ ঔষধ মিলিতভাবে এই অবস্থায় প্রয়োগ করিতে

হয়। শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে রাজযক্ষ্মরোগের ন্যায় চিকিৎসা করা বিধেয়। বাসক পাতার রসের সহিত তালীশপত্রচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্বাস, কাস এবং স্বরভঙ্গে উপকার হইয়া থাকে। (সুশ্রুত রক্তপিত্তরোগাধি°)

ভাবপ্রকাশের মতে রক্তপিত্ত রোগীকে প্রথমে রক্তরোধক ঔষধ প্রদান করিতে নাই, কারণ ইহাতে ঐ দূষিত রক্ত রুদ্ধ হইয়া হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বরাদি রোগ উৎপাদন করে।

শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, উড়ীধান্য, কোদ্রব, রক্তশালি, শ্যামা ও কাঙ্গনী ধান্য এই সকলের অন্ন রক্তপিত্ত রোগীকে আহারার্থ প্রদান করা বিধেয়। মসূর, মুগ, ছোলা, বনমুগ, অড়হর, এই সকল দাইলের যূষ দেওয়া যাইতে পারে। দাড়িম, আমলকী, পলতা, নিম্ব, বেত্রাগ্র, প্লক্ষ, বেতসপত্র, ও নটে এই সকল শাক, ধবল বা পাণ্ডুবর্ণ কপোতক, শশক, কপিঞ্জল, হরিণ ও কালপুচ্ছ এই সকলের মাংসরস, রক্তপিত্তরোগে হিত-কর। ধনে, আমলকী, বাসক, কিসমিস ও ক্ষেতপাপড়া ইহা দ্বারা শীতল কষায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, পিপাসা এবং শোষরোগের নাশ হয়। বালা, নীলোৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণার মূল ও তেউড়ী এই সকলের কাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

রক্তপিত্ত, ক্ষয় এবং কাসরোগীর কোনরূপ অরিষ্টলক্ষণ না হইলে যদি বাসক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকে না। বাসক, কিস্‌মিস্ ও হরীতকী এই সকলের কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

এই রোগে অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে মধুসংযুক্ত রক্ত পান করিবে। নাসিকা দ্বারা রক্তনির্গম হইলে আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জীদ্বারা উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে রক্তবেগ নিবারিত হইয়া থাকে। দূর্ব্বাদ্যঘৃত, খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ, খণ্ডকুষ্মাণ্ডক, খণ্ড-খাদ্যলৌহ, শতাবরীপাক প্রভৃতি ঔষধ, রোগীর অবস্থাবিশেষে চিকিৎসক প্রয়োগ করিবেন। (ভাবপ্র° রক্তপিত্ত°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে রক্তপিত্তরোগাধিকারে নিম্নোক্ত ঔষধ সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—উশীরাদিচূর্ণ, এলাদিগুড়িকা, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাঘৃত, দূর্ব্বাদ্যঘৃত, সমশর্করলৌহ, শতমূল্যাদি লৌহ, খণ্ডকাদ্যলৌহ, রক্তপিত্তান্তকলৌহ, চন্দনাদিতৈল, ভ্রীবেরাদ্যতৈল ও উশীরাসব।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এই রোগাধিকারে অর্কেশ্বর, সুধানিধি-রস, আমলক্যাদি লৌহ, শতমূল্যাদি লৌহ, পর্প টীরস, রক্ত-পিত্তান্তকরস, বলামৃতরস, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, শর্করাদিলৌহ, সমশর্করলৌহ ও কপর্দ্দকরস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের বল ও অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া তবে ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

এই রোগের প্রবল অবস্থায় পথ্যাপথ্য—ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে রোগীর বল, মাংস ও অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে প্রথমে উপবাস দেওয়া উচিত। কিন্তু বলাদিক্ষীণ হইলে তৃপ্তিকর আহার দেওয়া আবশ্যক। ঘৃত, মধু ও খৈচূর্ণ দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন উপকারক। পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু ও ফলসা ইহাদের কাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করিলে উপকার হয়। অধোগ রক্তপিত্ত রোগীকে তৃপ্তিকর পেয়াদি পান করিতে দিবে। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই স্বল্প পঞ্চমূলের কাথসহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এই রোগে সাধারণ পথ্যাপথ্য।—অতিরিক্ত রক্তস্রাবের পর তাহা বন্ধ হইলে এবং অন্নাদি পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল থাকিলে দিবসে পুরাতন দাউদখানি চাউলের অন্ন, মুগ, মসূর ও ছোলার ডাউলের যূষ, বড় চিঙ্গড়ী বা বাইন্ মৎস্যের ঝোল, পটল, ডুমুর, মোচা, পককুষ্মাণ্ড, মাণকচু, থোড় ও উচ্ছে প্রভৃতি তরকারী, ব্রাহ্মীশাক, ছাগ, হরিণ, শশ, ঘুঘু ও কপোতক প্রভৃতির মাংসরস, ছাগদুগ্ধ,খর্জ্জুর, দাড়িম, পানফল, কিস্‌মিস্, আমলকী, কচি তালশাঁস, মিছরী, নারিকেল, তিলতৈল ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি এই রোগে আহার করিতে দেওয়া যাইতে পারে। রাত্রিকালে গমের বা যবের রুটী সহ্যমত দেওয়া উচিত। গরম জল শীতল করিয়া সেই জল-পান বিধেয়।

এই রোগে নিষিদ্ধ কর্ম্ম—গুরুপাক তীক্ষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষদ্রব্য-সমূহ, দধি, মৎস্য, অধিক সারক দ্রব্য, সর্ষপতৈল, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, শিম, আলু, শাক, অম্লদ্রব্য, কলাইয়ের ডাউল ও পাণ প্রভৃতি দ্রব্যভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জ্জন, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ধূমপান, ধূলা ও আতপ সেবন, হিম লাগান, রাত্রিজাগরণ, স্নান, সঙ্গীত বা উচ্চশব্দ উচ্চারণ, মৈথুন ও অশ্বাদিযানে ভ্রমণ প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক। স্নান না করায় রোগী বিশেষ কষ্ট বোধ হইলে গরম জল শীতল করিয়া কোন কোন দিন স্নান করিতে পারে।

এই রোগ অতি দুঃসাধ্য। রোগী [illegible]

চিকিৎসকের নিকট যথারীতি ঔষধাদি সেবন করিলে আরোগ্য হইলেও হইতে পারে।

ডাক্তারী মত।

রক্তপিত্ত রোগে পাকাশয় হইতে রক্তোদ্গম হইয়া থাকে। অ্যালোপাথিক মতে এই রোগের বৈজ্ঞানিক নাম Hæmatemesis। বয়স্ক পুরুষ এবং অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকেরই সাধারণতঃ এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়।

উদরোর্দ্ধ দেশে কোনরূপ আঘাত, পীত-জ্বর (Yellow fever) প্রভৃতি পীড়ায় রক্তের পরিবর্ত্তন; পাকাশয়ে রক্তাধিক্য; প্রদাহ, ক্ষত, কর্কটরোগ কিংবা এরাথেমা; উগ্র এসিড্ কিংবা উত্তেজক দ্রব্য ভক্ষণ; যকৃৎ, প্লীহা ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী যন্ত্রের পীড়া, বিশেষতঃ সিরোসিস্ অব্ লিভার বা পোর্টাল শিরার থ্রম্বোসিস্ বা এম্বলিজম হইলে পাকাশয়ে অপ্রবল রক্তাধিক্য হইয়া রক্তস্রাব হয়। যদি ঔদরিক্ এনিউরিজম্ পাকাশয়ে বিদীর্ণ হয়, অথবা মুখ হইতে রক্তস্রাব হইয়া তাহাই উদরস্থ হয়, তাহা হইলে তাহা পুনরায় ঊর্দ্ধে উদ্গত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর পরিবর্ত্তন অর্থাৎ ভিকেরিয়াস্ মেনষ্ট্রুয়েশনেও ঐরূপ রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—অনেক সময় রক্ত উঠিবার পূর্ব্বে রোগীর উদরোর্দ্ধ দেশে বেদনা অনুভূত হয় এবং রোগী অস্বচ্ছন্দতা বোধ করে। কখন কখন পূর্ব্বে কোন লক্ষণের সূচনা না হইয়াই অকস্মাৎ রক্তবমন হইতে দেখা যায়। রক্তোদ্গমনকালে সামান্য কিংবা অত্যন্ত বমনোদ্রেক থাকে এবং রক্ত স্বল্প বা অধিক পরিমাণে বিনির্গত হয়। কখন কখন এত অধিক রক্ত বমন হয় যে, তদ্দ্বারা অনতিবিলম্বে জীবননাশ হইয়া থাকে। উদ্বান্তরক্ত কৃষ্ণবর্ণ, কখন বা ঝুলের ন্যায় দেখা যায়। পাকাশয়ে অম্ল রসের সহিত শোণিতমিশ্রিত হওয়াতেই উক্ত বর্ণে পরিণত হইয়া থাকে; কিন্তু নিঃসৃত হইবার অব্যবহিত পরেই যদি রক্তোদ্গম হয়, তাহা হইলে তাহার বর্ণ লাল হইয়া থাকে। কখন কখন বহির্গত রক্তের সহিত খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। নিঃসৃত রক্তের কতকাংশ কখন কখন অন্ত্র মধ্য দিয়া মলের সহিত বিনির্গত হয়, উহা দেখিতে ঠিক আল্‌কাতরার মত। অধিক রক্তস্রাব হইলে রোগী শিরোঘূর্ণন, হস্তপদাদির কম্পন, দৃষ্টির ব্যতিক্রম ও অত্যধিক দুর্ব্বলতা অনুভব করে; কখন কখন মূর্চ্ছা যায়। নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুতগতি। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে লোহিত রক্তকণিকা সকল পরিবর্ত্তিত এবং বহু সংখ্যক বর্ণের কণাবিশিষ্ট দেখা যায়।

রক্তকাশের সহিত এই রোগের অনেক সময় ভ্রম ঘটিয়া থাকে। রোগনির্ণয়কালে চিকিৎসকগণ নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিয়া রোগের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবেন এবং সেইমত রোগোপশমের চিকিৎসাও করিবেন।

রক্তপিত্ত	রক্তকাশ
১ অধিক বয়স্ক ব্যক্তি ও কখন কখন যুবতী স্ত্রীলোক।	১ যুবকগণ।
২ রক্তবমনের পূর্ব্বে উদরোর্দ্ধ দেশে বেদনা ও বিবমিষা।	২ রক্তোৎকাশের পূর্ব্বে বক্ষোমধ্যে ভার, অস্বচ্ছন্দতা ও গলাভ্যন্তরে সুড়সুড়ী বোধ।
৩ বান্ত রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও উহার প্রতিক্রিয়া অম্ল।	৩ রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ ও ফেনিল এবং প্রতিক্রিয়া ক্ষার।
৪ শ্বাসকৃচ্ছ্র থাকে না।	৪ শ্বাসকৃচ্ছ্র থাকে ও বক্ষের ভিতর বুদ্‌বুদ্‌শব্দ শুনা যায়।
৫ অধিক পরিমাণে রক্তবমন হইবার পর কিছুকাল রক্তোদ্গম হয় না।	৫ রক্তকাশের পর প্রায় সামান্য পরিমাণে শ্লেষ্মা ও রক্ত বহির্গত হইতে থাকে।
৬ মলের সহিত রক্ত দেখা যায়।	৬ মলে রক্ত থাকে না।

কখন কখন মুখ বা নাসিকা হইতে নিঃসৃত রক্ত উদরস্থ হইয়া রক্তপিত্তরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ প্রায়ই আরোগ্য হয়।

রোগীকে স্থিরভাবে রাখিয়া সর্ব্বদা বরফ চুষিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। উদরোর্দ্ধদেশে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার কিংবা বরফের থলি চাপিয়া রাখা উচিত। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অহিফেন সহ গ্যালিক এসিড্ বা প্লম্বাই এসিটেটীস, অয়েল অব টার্পেণ্টাইন্, টিংচার্, আর্গট, হামোমিলিস্ এবং বাহিরে আর্গটিন্ বা স্ক্লেরোটিক্ এসিড ইঞ্জেক্সন বিধেয়। অত্যন্ত বমন থাকিলে হাইড্রোসিয়েনিক্ এসিড্ ডিল এবং পীড়িত স্থানে মর্ফিয়া ইঞ্জেক্ট্ করা উচিত। পাকাশয়কে স্থির ভাবে রাখিবার জন্য ৩ বা ৪ ঘণ্টা অন্তর তরল খাদ্যদ্রব্য এবং বরফ জলের সহিত স্বল্প পরিমাণে দুগ্ধ কিংবা শূপ দিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে এনিমা দ্বারা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

রক্তপিত্তহা (স্ত্রী) রক্তপিত্তং হন্তীতি হন্ ড. স্ত্রিয়াং টাপ্। রক্তঘ্নী, চলিত গাঁটিয়া দূর্ব্বা। (শব্দচ०)

রক্তপিত্তান্তকলৌহ (স্ত্রী) রক্তনাশক ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—আমলা, পিপুল, চিনি ও লৌহ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক তোলা পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া এই

ঔষধ প্রস্তুত করিবে; পরে দোষের বলাবল অনুসারে অনুপান ও মাত্রা স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্তরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° রক্তপিত্তরোগাধি°)

রক্তপিত্তান্তক রস (পুং) রক্তপিত্তরোগের ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র, লৌহ, মাক্ষিক, পারদ, হরিতাল ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ব্রহ্মযষ্টি, দ্রাক্ষা ও গুড়ূচীর কাথে এক দিন খল করিয়া এক মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অনুপান মধু ও চিনি। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, ক্ষতক্ষীণ, তৃষ্ণা, শোষ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস° রক্তপিত্তরোগাধি°)

রক্তপিত্তিন্ (ত্রি) রক্তপিত্তং অস্ত্যস্যেতি ইনি। রক্তপিত্তরোগী।

"রক্তপিত্তী পিবেত্তচ্চ শোণিতং স বিনশ্যতি।" (সুশ্রুত)

রক্তপীটিকাদর্শন (ক্লী) রক্তজ বিকার। (নিদান)

রক্তপীতফলা (স্ত্রী) মধুর বিম্বিকা। (বৈদ্যকনি°)

রক্তপুচ্ছক (ত্রি) ১ রক্তবর্ণ পুচ্ছবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ২ সরীসৃপভেদ।

রক্তপুনর্নবা (স্ত্রী) রক্তা রক্তবর্ণা পুনর্নবা। রক্তবর্ণ পুনর্নবা শাক, মহারাষ্ট্র—রক্তঘেণ্টুলি, কলিঙ্গ—কেংপিন বেল্লড়া কলু। সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকান্তা, বর্ষকেতু, লোহিতা, রক্তপত্রিকা, বৈশাখী, রক্তবর্ষাভূ, শোফঘ্নী, পুষ্পিকা, বিকস্বরা, বিষঘ্নী, প্রবৃষেণ্যা, সারিণী, বর্ষাভব, শোণপত্র, ভৌম, পুনর্ভব, নব, নব্য। ইহার গুণ—তিক্ত, সারক, শোফ, রক্তপ্রদর, পাণ্ডু ও পিত্তনাশক।

রক্তপুষ্প (পুং) রক্তং পুষ্পমস্য। ১ করবীর। ২ রোহিত বৃক্ষ। ৩ রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। ৪ দাড়িম্ব বৃক্ষ। ৫ বকবৃক্ষ। ৬ বন্ধুকবৃক্ষ। ৭ পুন্নাগ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৮ রক্তবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট। (ক্লী) ৯ রক্তবর্ণ পুষ্প। রক্তপুষ্প শক্তিপূজায় বিশেষ প্রশস্ত।

রক্তপুষ্পক (পুং) রক্তং পুষ্পমস্য কন্। ১ পলাশ বৃক্ষ। ২ রোহিতক বৃক্ষ। ৩ শাল্মলি বৃক্ষ। (রাজনি°)

রক্তপুষ্পা (স্ত্রী) রক্তং পুষ্পং অস্যাঃ। ১ শাল্মলি বৃক্ষ। ২ পুনর্নবা। ৩ সিন্দূরী। (ভাবপ্র°) ৪ কনককদলী বৃক্ষ, চলিত চাঁপাকলা। ৫ নাগদমনী, চলিত নাগদনা। (রাজনি°)

রক্তপুষ্পিকা (স্ত্রী) রক্তপুষ্পা কন্ টাপি অত ইৎবং। ১ লজ্জালু। ২ রক্তপুনর্নবা। ৩ ভূপাটলী। (রাজনি°)

রক্তপুষ্পী (স্ত্রী) রক্তং পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। ১ পাটলী বৃক্ষ। ২ জবা। ৩ আবর্ত্তকী লতা। ৪ নাগদমনী। ৫ রুদন্তী বৃক্ষ। ৬ উষ্ট্রকাণ্ডী। (রাজনি°) ৭ ধাতকী। (বৈদ্যকরত্ন°)

রক্তপূতিকা (স্ত্রী) পূতিশাকের, লাল পুঁই শাক (Basella rubra)। বালকদিগের অক্ষিগোলকের প্রদাহাদি রোগে (Catarrhal affections) ইহার পত্ররস বিশেষ উপকারী। শুষ্ক পত্রচূর্ণ স্ফোটকোপরি লাগাইলে শীত পুরোৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা স্নিগ্ধকারক ও মূত্রবর্দ্ধক; গণোরিয়া জন্য শিশ্নমণির প্রদাহে (Gonorrhœa balanitis) ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। অনেকে এই শাক রন্ধন করিয়া খায়। সামান্যতঃ পূতিকাভক্ষণই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তন্মধ্যে রক্তপূতিকা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। [পূতিকা দেখ।]

রক্তপূয় (ক্লী) ১ নরকভেদ। ২ রক্ত এবং পূয়।

রক্তপূরক (ক্লী) রক্তং পূরয়তীতি পূর-ণ্বুল্। বৃক্ষাম্ল, চলিত তেঁতুল। (রাজনি°)

রক্তপৈত্ত (ক্লী) রক্তপিত্ত সম্বন্ধীয়।

রক্তপৈত্তিক (ত্রি) রক্তপিত্তরোগ সম্বন্ধি। (সুশ্রুত)

রক্তপোস্ত (পুং) রক্তখস্ বৃক্ষ, চলিত লাল পোস্ত (Papaver Rhœas, Red poppy)।

কাশ্মীর, পঞ্জি, পাটনা ও বিহারের নানা স্থানে এবং ভারতের সমতল ক্ষেত্রাদিতে এই বীজ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। স্থান বিশেষে লাল পোস্ত দানার বীজ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—লাল পুস্তা, লাল পোস্ত, লালা; বাঙ্গালা লাল পোস্ত, লাল পোস্তের গাছ; বোম্বাই—জঙ্গলী-মুদ্রিকা; মরাঠী—তাম্বাদ খশ্‌খসা চা ঝাড়; গুজরাত—লালা, লাল খস্‌খস-নু-ঝাড়; দাক্ষিণাত্য—লাল খস্‌খস্-কা-ঝাড়; তামিল—শিবপ্পু গস্‌গসা চেড়ী, শিগপ্পু পোস্তকা চেড়ি; তেলগু—এর্র গস গসলা চাঠে, এর্র পোস্ত কায় চাঠে, কণাড়ী—কেম্পু খস্‌খসী গীড়া; মলয়ালম্—ক্ষোরকস্ কসচ-চেটি; ব্রহ্ম—ভিন্‌বিন্ অমী; সংস্কৃত—রক্তপোস্ত-বৃক্ষ; আরব—নবতুল-খস্‌খস্‌স্-অব্বর; পারস্য—কোকনগর সুর্খ; ইংরাজী—Corn rose বা Red Poppy।

আফগানস্থান ও পারস্যরাজ্যে এই শ্রেণীর আর এক প্রকার গাছ (p. dubium) প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, গড়বাল, কুমায়ুন, হাজরা, বেলুচিস্থান এবং য়ুরোপেও এই বৃক্ষের অভাব নাই। পত্রাদির বিভিন্নতা লক্ষ্য করিলেই এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য সহজে উপলব্ধি করা যায়। উত্তাপে ও গোধুমক্ষেত্রে চাসের দ্বারা এই গাছ পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ঔষধাদিতে ব্যবহৃত করিবার জন্য ইহার পত্র সংগৃহীত হইয়া থাকে। বীজকোষের রসে যে মাদকতাগুণবিশিষ্ট (Narcotic) ও ক্রমক [illegible] অত্যধিক।

[illegible]

কোষের ছুরূৎ নির্য্যাস সামান্যরূপেই অহিফেনের কার্য্য করে, কারণ তাহাতে Morphine নামক পদার্থ থাকে। Dr. O. Hesse ইহাতে Rhœadine নামক উপক্ষার (alkaloids) দর্শন করিয়াছেন, উহা আস্বাদবিহীন ও পলাকৃতি শ্বেতদানা-যুক্ত; ২৩২.২° উত্তাপে দগ্ধ হয়। জল, এলকোহল, ইথার, ক্লোরোফরম্, বেন্‌জোল, এমোনিয়া, কার্ব্বনেট অব সোডা দ্রাবক, চূণের জল অথবা অম্ল-জলে (dilute acids) সহজেই গলিয়া যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা—$C_{21}H_{21}NO_6$। হাইড্রোক্লোরিক এসিড অথবা সলফিউরিক এসিডে মিশ্রিত করিলেও ইহার বর্ণনাশ ঘটে না।

রক্তপ্রতিশ্যায় (পুং) দুষ্ট রক্ত জন্য প্রতিশ্যায়রোগ।

ইহার লক্ষণ—

"রক্তজে তু প্রতিশ্যায়ে রক্তস্রাবঃ প্রবর্ত্ততে।
তাম্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তুঃ উরোঘাতপ্রপীড়িতঃ।
দুর্গন্ধোচ্ছ্বাসবদনো গন্ধানপি ন বেত্তি সঃ॥" (মাধবনিদান)

এই রোগে রক্তস্রাব, চক্ষু রক্তবর্ণ, বক্ষঃস্থলে বেদনা এবং মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, রোগী নিজে সেই দুর্গন্ধ অথবা কোন গন্ধই বুঝিতে পারে না। [প্রতিশ্যায় শব্দ দেখ]

রক্তপ্রদর (পুং) প্রদররোগভেদ। [প্রদর শব্দ দেখ]

রক্তপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) পিত্তজরোগ। [ভাবপ্র॰]

রক্তপ্রসব (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণঃ প্রসবঃ পুষ্পমস্য। ১রক্তকরবীর। ২ রক্তম্লান, রক্তঝাঁটী। ৩ মুচুকুন্দ বৃক্ষ। (রাজনি॰)

রক্তফল (পুং) রক্তং লোহিতবর্ণং ফলমস্য। ১ বটবৃক্ষ। ২ শাল্মলী বৃক্ষ। (রাজনি॰) স্ত্রিয়াং টাপ্। রক্তফলা (Momordica Monadelpha)। ৩ বিম্বিকা, চলিত তেলাকুচা। ৪ স্বর্ণবল্লী, গোলালু। (রাজনি॰) ৫ বার্ত্তাকু। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তফেনজ (পুং) রক্তফেনাজ্জায়তে ইতি জন-ড। বামপার্শ্বস্থ ক্লোম, পর্য্যায়—ফুস্ফুস। (হেম)

রক্তবমন, রক্তপিত্ত বা রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে মুখ হইতে রক্ত-নির্গমণ। আলতার জল ২ তোলা, ও মধু ৪ মাষা একত্র পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যর॰ রক্তাধিকার)

রক্তবিন্দু (পুং) রক্তস্যনাং বিন্দুঃ। ১ রক্তকণা।

"রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপতন্তি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরাঃ॥" (দেবীমা॰)

২ রক্ত অপামার্গ। (রাজনি॰) ৩ হীরকাদি মণির [illegible] লাল দাগ।

রক্তবীজ (পুং) রক্তং রক্তবর্ণংবীজমস্য। ১ দাড়িম। ২ অরিষ্টক [illegible], [illegible]। রক্তং শোণিতং বীজং কারণমস্য। ৩ [illegible] উৎপত্তি একজন অসুর। এই অসুরের রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইলে তৎপ্রমাণ অসুরের উৎপত্তি হইত। ভগবতী চণ্ডিকা এই অসুরের সহিত যুদ্ধকালে তাহার সকল রক্ত পান করিয়া তাহাকে বধ করেন। (দেবীমা॰) দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, মহিষাসুরের পিতা রম্ভর রম্ভ জন্মান্তরে রক্তবীজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

(দেবীভাগ॰ ৫।২৯অ॰)

রক্তবীজকা (স্ত্রী) রক্তো রক্তবর্ণো বীজোঽস্যাঃ কপ্ টাপ্। ১ তরণী বৃক্ষ। (রাজনি॰)

রক্তভব (ক্লী) মাংস।

রক্তভস্ম (ক্লী) রসসিন্দুরাদিকরণ। (রসেন্দ্রসারস॰)

রক্তভাঙ্গন (দেশজ) স্ত্রীরোগবিশেষ (Lochia)। জরায়ু হইতে অস্বাভাবিক রক্তস্রোত নির্গত হইলে চলিত কথায় রক্তভাঙ্গা বলে।

রক্তভাব (ত্রি) প্রণয়াসক্ত।

রক্তমঞ্জর (পুং) রক্তা রক্তবর্ণা মঞ্জরী সা বিদ্যতে ইহেতি (অর্শআদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।১২৭) ইত্যচ্। ১ নিচুল বৃক্ষ। বেতসলতা। ২ নিম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তমঞ্জরী (ক্লী) রক্তকরবীর। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তমণ্ডল (পুং) ১ মণ্ডলিসর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা॰ ৪ অ॰) (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ মণ্ডলবিশিষ্ট (প্রসিদ্ধি আছে যে চন্দ্রের এই-রূপ রক্তবর্ণ মণ্ডল আছে)। ৩ অনুগতপ্রজা বা ভৃত্যসমন্বিত। (ক্লী) ৪ রক্তপদ্ম। (স্ত্রী) ৫ বিষাক্ত পশুবিশেষ।

রক্তমণ্ডলতা (স্ত্রী) রক্তদুষ্টি জন্য শরীরে মণ্ডলাকার রক্তবর্ণ চিহ্ন।

রক্তমণ্ডলিকা (স্ত্রী) রক্তলজ্জালুকা, লাল লজ্জাবতী লতা।

রক্তমত্ত (ত্রি) রক্তপান দ্বারা পরিতৃপ্ত [জলৌকাদি]।

রক্তমৎস্য (পুং) রক্তো রক্তবর্ণো মৎস্যঃ। রক্তবর্ণমৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য রক্তবর্ণ এবং নাতিদীর্ঘ নাতিস্থূল। ইহার গুণ—শীতল, রুচিকর, পুষ্টিকর, অগ্নিদীপক ও দোষত্রয়নাশক।

"যো রক্তাঙ্গো নাতিদীর্ঘো ন চাঙ্গো
নাতিস্থূলো রক্তমৎস্যঃ স তূক্তঃ
শীতো রুচ্যঃ পুষ্টিকৃদ্দীপনোঽসৌ
নাশং ধত্তে কিঞ্চদোষত্রয়স্য।" (রাজনি॰)

রক্তমরিচ (ক্লী) মরিচভেদ, লঙ্কামরিচ, হিন্দী লালমরিচ।

রক্তমস্তক (ত্রি) ১ রক্তবর্ণ মস্তকবিশিষ্ট। ২ লাল ঝুঁটিযুক্ত সারস পক্ষী (Ardea Sibirica)।

রক্তমাতৃকা (স্ত্রী) ১ রসধাতু। রস হইতে রক্তের উদ্ভব হয়। ২ বালক-রোগভেদ। (কুব্জিকাতন্ত্র ২ অঃ)

রক্তমাত্রী (স্ত্রী) স্ত্রীরোগবিশেষ, বাধক।

ঔষধ প্রস্তুত করিবে; পরে দোষের বলাবল অনুসারে অনুপান ও মাত্রা স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্তরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° রক্তপিত্তরোগাধি°)

রক্তপিত্তান্তক রস (পুং) রক্তপিত্তরোগের ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র, লৌহ, মাক্ষিক, পারদ, হরিতাল ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ব্রহ্মযষ্টি, দ্রাক্ষা ও গুড়ূচীর কাথে এক দিন খল করিয়া এক মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অনুপান মধু ও চিনি। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, ক্ষতক্ষীণ, তৃষ্ণা, শোষ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস° রক্তপিত্তরোগাধি°)

রক্তপিত্তিন্ (ত্রি) রক্তপিত্তং অস্যাস্তীতি ইনি। রক্তপিত্তরোগী।

"রক্তপিত্তী পিবেত্তশ্চ শোণিতং স বিনশ্যতি।" (সুশ্রুত)

রক্তপীটিকাদর্শন (ক্লী) রক্তজ বিকার। (নিদান)

রক্তপীতফলা (স্ত্রী) মধুর বিম্বিকা। (বৈদ্যকনি°)

রক্তপুচ্ছক (ত্রি) ১ রক্তবর্ণ পুচ্ছবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ২ সরীসৃপভেদ।

রক্তপুনর্নবা (স্ত্রী) রক্তা রক্তবর্ণা পুনর্নবা। রক্তবর্ণ পুনর্নবা শাক, মহারাষ্ট্র—রক্তঘেণ্টুলি, কলিঙ্গ—কেংপিন বেল্লড়া কলু। সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকান্তা, বর্ষকেতু, লোহিতা, রক্তপত্রিকা, বৈশাখী, রক্তবর্ষাভূ, শোফঘ্নী, পুষ্পিকা, বিকস্বরা, বিষঘ্নী, প্রবৃষেণ্যা, সারিণী, বর্ষাভব, শোণপত্র, ভৌম, পুনর্ভব, নব, নব্য। ইহার গুণ—তিক্ত, সারক, শোফ, রক্তপ্রদর, পাণ্ডু ও পিত্তনাশক।

রক্তপুষ্প (পুং) রক্তং পুষ্পমস্য। ১ করবীর। ২ রোহিত বৃক্ষ। ৩ রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। ৪ দাড়িম বৃক্ষ। ৫ বকবৃক্ষ। ৬ বন্ধুকবৃক্ষ। ৭ পুন্নাগ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৮ রক্তবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট। (ক্লী) ৯ রক্তবর্ণ পুষ্প। রক্তপুষ্প শক্তিপূজায় বিশেষ প্রশস্ত।

রক্তপুষ্পক (পুং) রক্তং পুষ্পমস্য কন্। ১ পলাশ বৃক্ষ। ২ রৌহিতক বৃক্ষ। ৩ শাল্মলি বৃক্ষ। (রাজনি°)

রক্তপুষ্পা (স্ত্রী) রক্তং পুষ্পং অস্যাঃ। ১ শাল্মলি বৃক্ষ। ২ পুনর্নবা। ৩ সিন্দূরী। (ভাবপ্র°) ৪ কনককদলী বৃক্ষ, চলিত চাঁপাকলা। ৫ নাগদমনী, চলিত নাগদনা। (রাজনি°)

রক্তপুষ্পিকা (স্ত্রী) রক্তপুষ্পা কন্ টাপি অত ইত্বং। ১ লজ্জালু। ২ রক্তপুনর্নবা। ৩ ভূপাটলী। (রাজনি°)

রক্তপুষ্পী (স্ত্রী) রক্তং পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। ১ পাটলী বৃক্ষ। ২ জবা। ৩ আবর্ত্তকী লতা। ৪ নাগদমনী। ৫ করুণী বৃক্ষ। ৬ উষ্ট্রকাণ্ডী। (রাজনি°) ৭ ধাতকী। (বৈদ্যকরত্ন°)

রক্তপূতিকা (স্ত্রী) পূতিকাভেদ, লাল পুঁই শাক (Basella rubra)। বালকদিগের অক্ষিগোলকের প্রদাহাদি রোগে (Catarrhal affections) ইহার পত্ররস বিশেষ উপকারী। শুষ্ক পত্রচূর্ণ স্ফোটকোপরি লাগাইলে শীত পুয়োৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা স্নিগ্ধকারক ও মূত্রবর্দ্ধক; গণোরিয়া জন্য শিশ্নমণির প্রদাহে (Gonorrhœa balanitis) ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। অনেকে এই শাক রন্ধন করিয়া খায়। সামান্যতঃ পূতিকাভক্ষণই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তন্মধ্যে রক্তপূতিকা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। [পূতিকা দেখ।]

রক্তপূয় (ক্লী) ১ নরকভেদ। ২ রক্ত এবং পূয়।

রক্তপূরক (ক্লী) রক্তং পূরয়তীতি পূর-ণ্বুল্। বৃক্ষাম্ল, চলিত তেঁতুল। (রাজনি°)

রক্তপৈত্ত (ক্লী) রক্তপিত্ত সম্বন্ধীয়।

রক্তপৈত্তিক (ত্রি) রক্তপিত্তরোগ সম্বন্ধি। (সুশ্রুত)

রক্তপোস্ত (পুং) রক্তখস্ বৃক্ষ, চলিত লাল পোস্ত (Papaver Rhœas, Red poppy)।

কাশ্মীর, পঞ্জি, পাটনা ও বিহারের নানা স্থানে এবং ভারতের সমতল ক্ষেত্রাদিতে এই বীজ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। স্থান বিশেষে লাল পোস্ত দানার বীজ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—লাল পুস্তা, লাল পোস্ত, লালা; বাঙ্গালা লাল পোস্ত, লাল পোস্তের গাছ; বোম্বাই—জঙ্গলী-মুদ্রিকা; মরাঠী—তাম্বাদ খশ্খসা চা ঝাড়; গুজরাত—লালা, লাল খস্খস-নু-ঝাড়; দাক্ষিণাত্য—লাল খস্খস্-কা-ঝাড়; তামিল—শিবপ্পু গসগসা চেড়ী, শিগপ্পু পোস্তকা চেড়ি; তেলগু—এর্র গস গসলা চাঠে, এর্র পোস্ত কায় চাঠে, কণাড়ী—কেম্পু খস্খসী গীড়া; মলয়ালম্—কোরন্নকস্ কসচ-চেটি; ব্রহ্ম—ভিন্বিন্ অমী; সংস্কৃত—রক্তপোস্ত-বৃক্ষ; আরব—নবফুল-খস্খসুস্-অহ্মর; পারস্য—কোকনগর সুর্খ; ইংরাজী—Corn rose বা Red Poppy।

আফগানস্থান ও পারস্যরাজ্যে এই শ্রেণীর আর এক প্রকার গাছ (p. dubium) প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, গড়বাল, কুমাউন, হাজরা, বেলুচস্থান এবং য়ুরোপেও এই বৃক্ষের অভাব নাই। পত্রাদির বিভিন্নতা লক্ষ্য করিলেই এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য সহজে উপলব্ধি করা যায়। উদ্যানে ও গোধূমক্ষেত্রে চাসের দ্বারা এই গাছ পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ঔষধাদিতে লালরঙ করিবার জন্য ইহার পত্র সংগৃহীত হইয়া থাকে। বীজকোষের দুগ্ধ বা সাদা আটা মাদকগুণবিশিষ্ট (Narcotic) ও কতক পরিমাণে অবসাদক।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বীজ-

কোষের দুগ্ধবৎ নির্য্যাস সামান্যরূপেই অহিফেনের কার্য্য করে, কারণ তাহাতে Morphine নামক পদার্থ থাকে। Dr. O. Hesse ইহাতে Rhœadine নামক উপক্ষার (alkaloids) দর্শন করিয়াছেন, উহা আস্বাদবিহীন ও পলাকৃতি শ্বেতদানা-যুক্ত; ২৩২.২° উত্তাপে দগ্ধ হয়। জল, এলকোহল, ইথার, ক্লোরোফরম্, বেন্জোল, এমোনিয়া, কার্ব্বনেট অব সোডা দ্রাবক, চুণের জল অথবা অম্ল-জলে (dilute acids) সহজেই গলিয়া যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা—$C_{21}H_{21}NO_6$। হাইড্রোক্লোরিক এসিড অথবা সলফিউরিক এসিডে মিশ্রিত করিলেও ইহার বর্ণনাশ ঘটে না।

রক্তপ্রতিশ্যায় (পুং) দুষ্ট রক্ত জন্য প্রতিশ্যায়রোগ।

ইহার লক্ষণ—

"রক্তজে তু প্রতিশ্যায়ে রক্তস্রাবঃ প্রবর্ত্ততে।

তাম্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তুঃ উরোঘাতপ্রপীড়িতঃ।

দুর্গন্ধোচ্ছ্বাসবদনো গন্ধানপি ন বেত্তি সঃ॥" (মাধবনিদান)

এই রোগে রক্তস্রাব, চক্ষু রক্তবর্ণ, বক্ষঃস্থলে বেদনা এবং মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, রোগী নিজে সেই দুর্গন্ধ অথবা কোন গন্ধই বুঝিতে পারে না। [প্রতিশ্যায় শব্দ দেখ]

রক্তপ্রদর (পুং) প্রদররোগভেদ। [প্রদর শব্দ দেখ]

রক্তপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) পিত্তজরোগ। [ভাবপ্র°]

রক্তপ্রসব (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণঃ প্রসবঃ পুষ্পমস্য। ১রক্তকরবীর। ২ রক্তম্লান, রক্তঝাঁটী। ৩ মুচুকুন্দ বৃক্ষ। (রাজনি°)

রক্তফল (পুং) রক্তং লোহিতবর্ণং ফলমস্য। ১ বটবৃক্ষ। ২ শাল্মলী বৃক্ষ। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। রক্তফলা (Momordica Monadelpha)। ৩ বিম্বিকা, চলিত তেলাকুচা। ৪ স্বর্ণবল্লী, শোণালু। (রাজনি°) ৫ বার্ত্তাকু। (বৈদ্যকনি°)

রক্তফেনজ (পুং) রক্তফেনাজ্জায়তে ইতি জন-ড। বামপার্শ্বস্থ ক্লোম, পর্য্যায়—ফুস্ফুস। (হেম)

রক্তবমন, রক্তপিত্ত বা রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে মুখ হইতে রক্ত-নির্গমণ। আলতার জল ২ তোলা, ও মধু ৪ মাষা একত্র পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যর° যক্ষ্মাধিকার)

রক্তবিন্দু (পুং) রক্তানাং বিন্দুঃ। ১ রক্তকণা।

"রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।

সমুৎপতন্তি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরাঃ॥" (দেবীমা°)

২ রক্ত অপামার্গ। (রাজনি°) ৩ হীরকাদি মণির অভ্যন্তরস্থ লাল দাগ।

রক্তবীজ (পুং) রক্তং রক্তবর্ণংবীজমস্য। ১ দাড়িম। ২ অরিষ্টক বৃক্ষ, চলিত রীটা। রক্তং শোণিতং বীজং কারণমস্য। ৩ শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি একজন অসুর। এই অসুরের রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইলে তৎপ্রমাণ অসুরের উৎপত্তি হইত। ভগবতী চণ্ডিকা এই অসুরের সহিত যুদ্ধকালে তাহার সকল রক্ত পান করিয়া তাহাকে বধ করেন। (দেবীমা°) দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, মহিষাসুরের পিতা দানব রম্ভ জন্মান্তরে রক্তবীজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

(দেবীভাগ° ৫।২অ°)

রক্তবীজকা (স্ত্রী) রক্তো রক্তবর্ণো বীজোঽস্যাঃ কন্ টাপ্। ১ তরণী বৃক্ষ। (রাজনি°)

রক্তভব (ক্লী) মাংস।

রক্তভস্ম (ক্লী) রসসিন্দূরাদিকরণ। (রসেন্দ্রসারস°)

রক্তভাঙ্গন (দেশজ) স্ত্রীরোগবিশেষ (Lochia)। জরায়ু হইতে অস্বাভাবিক রক্তস্রোত নির্গত হইলে চলিত কথায় রক্তভাঙ্গা বলে।

রক্তভাব (ত্রি) প্রণয়াসক্ত।

রক্তমঞ্জর (পুং) রক্তা রক্তবর্ণা মঞ্জরী সা বিদ্যতে ঽস্তেতি (অর্শআদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।১২৭) ইত্যচ্। ১ নিচুল বৃক্ষ। বেতসলতা। ২ নিম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

রক্তমঞ্জরী (ক্লী) রক্তকরবীর। (বৈদ্যকনি°)

রক্তমণ্ডল (পুং) ১ মণ্ডলিসর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ°) (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ মণ্ডলবিশিষ্ট (প্রসিদ্ধি আছে যে চন্দ্রের এই-রূপ রক্তবর্ণ মণ্ডল আছে)। ৩ অনুগতপ্রজা বা ভৃত্যসমন্বিত। (ক্লী) ৪ রক্তপদ্ম। (স্ত্রী) ৫ বিষাক্ত পশুবিশেষ।

রক্তমণ্ডলতা (স্ত্রী) রক্তদুষ্টি জন্য শরীরে মণ্ডলাকার রক্তবর্ণ চিহ্ন।

রক্তমণ্ডলিকা (স্ত্রী) রক্তলজ্জালুকা, লাল লজ্জাবতী লতা।

রক্তমত্ত (ত্রি) রক্তপান দ্বারা পরিতৃপ্ত [জলৌকাদি]।

রক্তমৎস্য (পুং) রক্তো রক্তবর্ণো মৎস্যঃ। রক্তবর্ণমৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য রক্তবর্ণ এবং নাতিদীর্ঘ নাতিস্থূল। ইহার গুণ— শীতল, রুচিকর, পুষ্টিকর, অগ্নিদীপক ও দোষত্রয়নাশক।

"যো রক্তাঙ্গো নাতিদীর্ঘো ন চাল্পো

নাতিস্থূলো রক্তমৎস্যঃ স তুক্তঃ

শীতো রুচ্যঃ পুষ্টিকৃদ্দীপনোঽসৌ

নাশং ধত্তে কিঞ্চদোষত্রয়স্য।" (রাজনি°)

রক্তমরিচ (ক্লী) মরিচভেদ, লঙ্কামরিচ, হিন্দী লালমরিচ।

রক্তমস্তক (ত্রি) ১ রক্তবর্ণ মস্তকবিশিষ্ট। ২ লাল ঝুঁটিযুক্ত সারস পক্ষী (Ardea Sibirica)।

রক্তমাতৃকা (স্ত্রী) ১ রসধাতু। রস হইতে রক্তের উদ্ভব হয়। ২ বাধক-রোগভেদ। (কুব্জিকাতন্ত্র ২ অঃ)

রক্তমাদ্রী (স্ত্রী) স্ত্রীরোগবিশেষ, বাধক।

রক্তমিলাতক (পুং) রক্তাম্লানপুষ্পবৃক্ষ, চলিত রক্তঝাঁটী।

রক্তমুখ (পুং) রক্তং মুখং যস্য। ১ রোহিতমৎস্য। ২ ষষ্টিক ধান্য। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ রক্তমুখবিশিষ্ট।

রক্তমূত্রতা (স্ত্রী) রক্তপ্রস্রাবরোগ।

রক্তমূর্দ্ধন্ (পুং) সারসপক্ষী। (বৈদ্যকনি°)

রক্তমূলক (পুং) রক্তং রক্তবর্ণং মূলং যস্য কন্। দেবসর্ষপবৃক্ষ। (রাজনি°)

রক্তমূলা (স্ত্রী) রক্তং মূলমস্যাঃ টাপ্। লজ্জালুলতা, লজ্জাবতী লতা। (রাজনি°)

রক্তমেহ (পুং) মেহনং মেহঃ, রক্তস্য মেহঃ। প্রমেহরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"বিস্রং লবণমুষ্ণঞ্চ রক্তং মেহতি যো নরঃ।
পিত্তস্য পরিকোপেন তং বিদ্যাদ্রক্তমেহিনম॥"(চরক নি°৪অঃ)

যে মেহরোগে রোগী আমগন্ধী, উষ্ণ, ও লবণাক্ত রক্তবর্ণ মূত্রত্যাগ করে, তাহাকে রক্তমেহ কহে। এই মেহ বিকৃত পিত্ত হইতে জন্মে। [প্রমেহ শব্দ দেখ।]

রক্তমোক্ষণ (ক্লী) রক্তস্য মোক্ষণং। শোণিতস্রাব। বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শরীরস্থ শোণিত দুষ্ট হইলে তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে হয়, ইহাকে রক্তমোক্ষণ কহে। শিরাবিরেচন, অলাবুপ্রয়োগ, শৃঙ্গশৃঙ্গ ও জলৌকা এই চারিপ্রকার উপায় দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা হইয়া থাকে।

"রক্তাবসেচনং চতুর্ভিঃ প্রকারৈ র্ভবতি—
শিরাবিরেচনেনাপি অলাবুভিস্তথৈব চ।
শৃঙ্গশৃঙ্গৈ র্জলৌকাভী রক্তঞ্চ স্রাবয়েদ্বুধঃ॥"
(হারীত শারীরস্থা° ৫ অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, রোগের অবস্থানুসারে বিবেচনা করিয়া রোগীর শরীর হইতে এক প্রস্থ, অর্দ্ধপ্রস্থ বা কিঞ্চিৎপ্রস্থ রক্তমোক্ষণ করিবে। শরৎকালে স্বাভাবিক শরীরেও রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে, কেননা ঐ সময়ে রক্তমোক্ষণ করিলে ত্বক্‌দোষ বা গ্রন্থিশোথাদি জন্মে না। বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে মেঘবিহীন সময়ে ও শীতকালে মধ্যাহ্ন সময়ে রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়।

শোথ, দাহ, অঙ্গপাক, অঙ্গের রক্তবর্ণতা, রক্তস্রাব, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অত্যন্ত পীড়াদায়ক বায়ুর প্রকোপ, পাণ্ডুরোগ, শ্লীপদ, বিষদুষ্টরক্ত, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অপচী, ক্ষুদ্ররোগ, অভিমন্থ, বিদারী, স্তনরোগ, শরীরের অবসন্নতা ও গুরুত্ব, রক্তাভিষ্যন্দী, তন্দ্রা, পূতিনাসা, মুখদাহ, যকৃৎ, প্লীহা, বিসর্প, বিদ্রধি, পীড়কা, কর্ণপাক, ওষ্ঠপাক, নাসাপাক, মুখপাক, দাহ, শিরোরোগ, উপদংশ এবং রক্তপিত্ত এই সকল রোগে রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত; অতএব ইহাতে শৃঙ্গ, জলৌকা, অলাবু বা শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়।

কৃশ, অত্যন্ত ব্যবায়ী, ক্লীব, ভয়শীল, গর্ভিণী, সদ্যঃপ্রসূতানারী, পাণ্ডুরোগী, বমনবিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা শোণিত, স্নেহপীত, অর্শরোগগ্রস্ত, সার্ব্বাঙ্গিক শোথযুক্ত এবং উদর, শ্বাস, কাস, বমি, অতীসার ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রক্তমোক্ষণ করিবে না। অত্যন্ত স্বিন্ন, ষোড়শবৎসরের ন্যূনবয়স্ক, ও সপ্ততিবৎসরের বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগেরও রক্তমোক্ষণ করিতে নাই। অভুক্ত, মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত, নিদ্রিত, ভীত, প্রমত্ত, শ্রান্তি এবং মলমূত্রের বেগাভিভূত, এই সকল ব্যক্তির রক্তমোক্ষণ বিধেয় নহে। অত্যন্ত শীত বা অতিশয় উষ্ণকালে কিম্বা অত্যন্ত স্বিন্ন ও সন্তর্পিত ব্যক্তির রক্তমোক্ষণ করিতে নাই। যদি রক্তমোক্ষণ ক্রিয়াদ্বারা রক্ত প্রবর্ত্তিত না হয়, তবে কুড়, ত্রিকটু ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে মর্দ্দন করিলে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীকে যবাগূপান করাইয়া তাহার রক্তমোক্ষণ করিবেন।

বিষদুষ্ট শরীরে রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে শিরাবেধ করিয়া করিতে হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে যথাক্রমে গোশৃঙ্গ, জলৌকা ও অলাবু দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। দ্বিদোষ বা ত্রিদোষকর্ত্তৃক রক্তদূষিত হইলে শিরাবেধ বা পদ দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

শৃঙ্গদ্বারা দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের, জলৌকা দ্বারা এক হস্ত পরিমিত স্থানের, অলাবু দ্বারা দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের, এবং শিরোবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে সর্ব্বাঙ্গের রক্ত শোধিত হয়।

অতিস্বিন্ন ব্যক্তির বা উষ্ণকালে শিরাবেধ করিলে যদ্যপি অত্যন্ত রক্ত প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য। অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে লোধ, ধুনা, রসাঞ্জন, যবচূর্ণ, গোধূমচূর্ণ, ধববৃক্ষ, ধুস্তূর, গৈরিক, সাপের খোলসচূর্ণ বা পট্টবস্ত্রের ভস্মদ্বারা ক্ষতমুখ বদ্ধ করিয়া শীত ক্রিয়া করিতে হইবে।

দূষিত রক্ত যদ্যপি সমুদয় নিঃসারিত না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলেও ব্যাধি প্রকুপিত হয় না। অতএব দূষিত রক্ত অবশিষ্ট রাখিয়া রক্তমোক্ষণ করাও বিধেয়, তথাপি অতিরিক্ত রক্ত নিঃসারণ করা উচিত নহে। অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণ করাইলে অন্ধতা, আক্ষেপ, পিপাসা, তিমির রোগ, শিরোরোগ, পক্ষাঘাত, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দাহ ও পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হয় এবং ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। এইজন্য রক্তমোক্ষণকালে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রক্ত দেহরক্ষার মূলকারণ। অতএব চিকিৎসক অতিযত্নের সহিত রক্তকে রক্ষা করিবেন ; রক্তমোক্ষণের পর শীতল ক্রিয়াদি জন্য বায়ু কুপিত হইয়া বেদনাযুক্ত শোথ উপস্থিত করিলে উষ্ণ ঘৃত দ্বারা পরিষেক করা কর্ত্তব্য। ক্ষীণরক্ত ব্যক্তি এণ, শশক, মেষ, হরিণ বা ছাগলের মাংসরস সেবন বা তণ্ডুলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে উপকার পায়। রক্ত সম্যক্ নিঃসৃত হইলে বেদনার উপশম, দেহের লঘুত্ব, ব্যাধির হ্রাস এবং মনের সুস্থতা হয়। রক্তমোক্ষণ করিলে যে পর্য্যন্ত রোগী বলবান্ না হইবে, ততদিন তাহার ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ক্রোধ, শীতক্রিয়া, স্নান, একাহার, দিবানিদ্রা, ক্ষার, অম্ল, কটুরস এবং অজীর্ণকারক দ্রব্যভোজন, শোক ও উচ্চ শব্দপ্রয়োগ বিশেষ নিষিদ্ধ। (ভাবপ্র°)

রক্তযষ্টি (স্ত্রী) রক্তা যষ্টিরিব, যদ্বা রক্তবর্ণা যষ্টিঃ শাখাস্যাঃ। মঞ্জিষ্ঠা। (জটাধর)

রক্তযষ্টিকা (স্ত্রী) রক্তযষ্টি-কন্-টাপ্। মঞ্জিষ্ঠা।

রক্তযাবনাল (পুং) রক্তবর্ণঃ যাবনালঃ। তুবর যাবনাল।

রক্তরঙ্গা (স্ত্রী) মেহদী নামক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

রক্তরজস্ (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং রজঃ। সিন্দূর। (বৈদ্যকনি°)

রক্তরসা (স্ত্রী) রাস্না। (বৈদ্যকনি°)

রক্তরসোন (পুং) লোহিত রসোন, লাল রশুন। মহারাষ্ট্র—লোহিতাবোলু রসনু, কলিঙ্গ—কেংপিনবুল্লেল্লি। গুণ—মধুর, কটু, বলকর, ইহার পত্র তিক্ত। অস্থি লবণরস। (রাজনি°)

রক্তরাজ্ঞালুক (ক্লী) রক্তবর্ণ আলুকভেদ। গুণ—কিঞ্চিদুষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতকফনাশক। (দ্রব্যগুণ)

রক্তরাজি[জী] (স্ত্রী) সর্ষপিকা নামক বায়ব্যকীট।

(সুশ্রুত কল্পস্থান ৮)

রক্তরেণু (পুং) রক্তাঃ রেণবঃ পরাগা অস্মিন্নিতি। ১ সিন্দূর। ২ পলাশকলিকা। (মেদিনী) ৩ পুন্নাগ। (রাজনি°)

রক্তরেণুকা (স্ত্রী) রক্তরেণু-কন্-টাপ্। ১ পলাশকলিকা, পর্য্যায় অঙ্গারিকা। (শব্দমালা)

রক্তরৈবতক (ক্লী) রক্তবর্ণং রৈবতকং। মহাপারেবত, দ্বীপান্তর খর্জ্জুরবৃক্ষ। (রাজনি°)

রক্তরোহিতক (পুং) রক্তরোড়া। হিন্দী—রক্তরোহিড়া Rheum wightii.

রক্তলশুন (পুং) রক্তবর্ণো লশুনঃ। রক্তবর্ণ মূলবিশেষ। লালরশুন, পর্য্যায় মহাকন্দ, গৃঞ্জন, দীর্ঘপত্রক, পৃথুপত্র, স্থূলকন্দ, যবনেষ্ট। গুণ—মধুর, কটু, কষায় ও তিক্ত। (রাজনি°)

রক্তলা (স্ত্রী) রক্তং লাতি গৃহ্লাতীতি লা-ক-টাপ্। কাকতুণ্ডী। (রাজনি°)

রক্তলোচন (পুং) রক্তে লোহিতে লোচনে যস্য। ১ কপোত। (হেম) (ত্রি) ২ লোহিতলোচনযুক্ত। (ক্লী) ৩ রক্তবর্ণ চক্ষুঃ।

রক্তবটী (স্ত্রী) রক্তা বটী বটিকেব। মসূরিকা, (ত্রিকা°)

রক্তবন্ধ, রক্তরোধক (styptics) ঔষধাদিদ্বারা ক্ষত স্থানের রক্তস্রাব বন্ধ করণ। স্ত্রীলোকের আর্ত্তবস্রাব রুদ্ধ থাকিলে দেশীয় ভাষায় রক্তবন্ধ কহে।

রক্তবরটী (স্ত্রী) রক্তা বরটীব। মসূরিকা, বসন্তরোগ।

রক্তবর্গ (পুং) রক্তানাং লোহিতবর্ণানাং বর্গঃ সমূহোহত্র। দাড়িম, কিংশুক, লাক্ষা, বন্ধূক, নিশাদ্বয়, কুসুম্ভপুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা।

'দাড়িমং কিংশুকং লাক্ষা বন্ধূকঞ্চ নিশাদ্বয়ং।
কুসুম্ভপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা ইত্যেতে রক্তবর্গকা॥' (রাজনি°)

রক্তবর্ণ (পুং) রক্তঃ লোহিতঃ বর্ণোঽস্য। ১ ইন্দ্রগোপকীট। চলিত লাল আষাঢ়েপোকা। ২ গোমেদমণি। ৩ প্রবাল। ৪ কম্পিল্লক। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৫ রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

রক্তবর্ত্তক (পুং) বিষ্কির পক্ষিবিশেষ। চলিত লালবটের।

(চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

রক্তবর্ত্মন্ (পুং) কুক্কুট। (বৈদ্যকনি°)

রক্তবর্দ্ধন (পুং) রক্তং শোণিতং বর্দ্ধয়তীতি বৃধ্-ণিচ্-ল্যু। ১ বার্ত্তাকু। (শব্দচ°) ২ রক্তবর্দ্ধক, রক্তবর্দ্ধনকারী।

রক্তবর্ষাভূ (স্ত্রী) রক্তবর্ণা বর্ষাভূঃ। রক্তপুনর্নবা। (রাজনি°)

রক্তবল্লী (স্ত্রী) পীতপুষ্প, দণ্ডোৎপল। (রত্নমা°) ২ মঞ্জিষ্ঠা। ৩ নকুলী। (বৈদ্যকনি°)

রক্তবসন (পুং) রক্তং বসনং যস্য। ১ সন্ন্যাসী। (হেম) (ক্লী) ২ রক্তবস্ত্র।

রক্তবাত (পুং) রক্তপ্রধানো বাতঃ। রোগ বিশেষ, বাতরক্ত নামক রোগ। কর্ম্মবিপাকে লিখিত আছে যে, রক্তবস্ত্র ও প্রবাল চুরি করিলে এই রোগ হয়, রক্তবাতরোগী পদ্মরাগ মণির সহিত সবস্ত্র মহিষী দান করিলে এই রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করে।

"রক্তবস্ত্রপ্রবালানাং হারী স্যাদ্রক্তবাতবান্।
সবস্ত্রাং মহিষীং দদ্যাৎ পদ্মরাগসমন্বিতাম্॥"

(কর্ম্মবিপাক)

নারিকেলমূল ছাগীদুগ্ধের সহিত বাটিয়া খাইলে এইরোগ আরোগ্য হয়।

"নারিকেলস্য বৈ মূলং ছাগীক্ষীরেণ সংযুতং।
পিবেচ্চ বিবিধস্তস্য রক্তবাতো বিনশ্যতি॥"

(গরুড়পু° ১৯৩ অ°) [বাতরক্ত দেখ।]

রক্তবারিজ (ক্লী) কোকনদ, রক্তপদ্ম।

রক্তবালুক (ক্লী) রক্তা বালুকা চূর্ণমস্য। সিন্দুর। (হারাবলী) স্ত্রিয়াং টাপ্। রক্তবালুকা, সিন্দুর (শব্দরত্না॰)

রক্তবিকার (পুং) রক্তস্য বিকারঃ। রক্তজরোগ। রক্ত বিকৃত হইয়া যে রোগ উৎপন্ন হয়।

রক্তবাসস, রক্তবাসিন্ (ত্রি) রক্তবস্ত্রধারী।

রক্তবিদ্রধি (পুং) রক্তদুষ্ট জন্য বিদ্রধিরোগ।

"কৃষ্ণস্ফোটাবৃতং শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাকরং।
পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্তু রক্তবিদ্রধিরুচ্যতে ॥" (মাধবনি॰)

এই রোগে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক হয়, এবং উহাতে অতিশয় জ্বালা ও পিত্তবিদ্রধির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

[বিদ্রধিরোগ দেখ]

রক্তবৃক্ষ (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

রক্তবৃন্তক (পুং) পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তবৃন্তা (স্ত্রী) রক্তবর্ণং বৃন্তং প্রসববন্ধনং যস্যাঃ। শেফালিকা (Nyctanthes Arbor Tristis) (শব্দচ॰) [শেফালিকা দেখ]

রক্তবৃষ্টি (স্ত্রী) রক্তানাং বৃষ্টিঃ। রুধিরবর্ষণ, ইহা এক প্রকার উৎপাত, রক্ত বৃষ্টি হইলে যুদ্ধ এবং নানা প্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে।

"রক্তে শস্ত্রোদ্যোগো মাংসাস্থিবসাদিভির্মরকঃ।
ধান্যহিরণ্যত্বক্‌ফলকুসুমাদ্যে বর্ষিতে ভয়ং বিদ্যাৎ ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

রক্তবেড়েলা, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপ বিশেষ (Sida rhombifolia) বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্যে বর্ষা ঋতুতে এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। ইহার ফুল ছোট ও হরিদ্রাবর্ণ হয়। ইহার ছালের তন্তু (fibre) দেখিতে ঠিক রেশমের ন্যায়। অর্দ্ধ ইঞ্চ ব্যাসের একটী গুচ্ছ জলে কাচিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে এরূপ দৃঢ় হয় যে, তাহাতে অনায়াসেই ৪ শত পাউণ্ড ওজনের গুরুদ্রব্য ঝুলাইতে পারা যায়।

রক্তশমন (ক্লী) কম্পিল্লক, কমলাগুড়ি। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তশালি (পুং) রক্তবর্ণঃ শালিঃ। রক্তবর্ণ ধান্যবিশেষ, চলিত মিহি দাউদখানি চাউল (Oriza sativa)। পর্য্যায় তাম্রশালি, শোণশালি, লোহিত। ইহার গুণ—মধুর, লঘু, স্নিগ্ধ, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, পথ্য, পিত্ত, দাহ, বায়ু, ও অস্র-দোষনাশক। (রাজনি॰)

রক্তশালুক (পুং) রক্তকমল কন্দ, রক্তপদ্মের গেঁড়। স্ত্রিয়াং টাপ্। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তশাল্মলি (পুং) রক্তপুষ্প শাল্মলি বৃক্ষ। চলিত লালশিমুল।

রক্তশাসন (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং শাস্তি বশীকরোতীতি শাস্-ল্যু। সিন্দুর। (হারাবলী)

রক্তশিগ্রু (পুং) রক্তবর্ণঃ শিগ্রুঃ। রক্ত-শোভাঞ্জন বৃক্ষ, পর্য্যায়—রক্তক, মধুর, বহুলচ্ছদ, সুগন্ধ, কেশরী, সিংহ, মৃগারি, ইহার গুণ—মহাবীর্য্য, মধুর, রসায়ন, শোফ, আধ্মান, বায়ু, ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক। সারক। (রাজনি॰)

রক্তশিম্বী (স্ত্রী) শিম্বীভেদ, লাল শিম। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তশীর্ষক (পুং) রক্তং রক্তবর্ণং শীর্ষং অগ্রমস্য কন্। সরলদ্রব। (রত্নমালা) ২ লবণখোটী। (পর্য্যায়মুক্তা॰) ৩ সারসপক্ষী। (চরক সূত্রস্থা॰ ২৭ অ॰)

রক্তশুক্রতা (স্ত্রী) শুক্রের রক্তাক্ত ভাব।

রক্তশৃঙ্গ, হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গবিশেষ।

রক্তশৃঙ্গিক (ক্লী) বিষ। (রাজনি॰)

রক্তশেখর (পুং) পুন্নাগবৃক্ষ। (রত্নমালা)

রক্তশ্যাম (ত্রি) কৃষ্ণাভ গাঢ়লাল।

রক্তশ্বেত (পুং) তদ্বর্ণ মহাবিষ বৃশ্চিকবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা॰ ৮ অ॰) ২ রক্ত ও শ্বেতবর্ণ।

রক্তষ্ঠীবনতা (স্ত্রী) রক্তময় থুৎকারক্ষেপণতা।

রক্তষ্ঠীবিসন্নিপাত (পুং) স্বনামখ্যাত সন্নিপাতরোগ বিশেষ, এই সন্নিপাত হইলে প্রায় মৃত্যু হইয়া থাকে।

[সন্নিপাত শব্দ দেখ]

রক্তষ্ঠীবী (স্ত্রী) রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মারোগ জন্য রক্তোদ্গীরণ।

রক্তসঙ্কোচ (পুং) কুসুম বা কুসুম্বপুষ্প (Safflower)।

রক্তসঙ্কোচক (ক্লী) রক্তপদ্ম।

রক্তসংজ্ঞক (ক্লী) রক্তমিতি সংজ্ঞাঽস্য। কুঙ্কুম। স্বার্থে কন্।

রক্তসন্দংশিকা (স্ত্রী) রক্তায় রক্তপানায় সম্যক্ দশতীতি দন্শ-ণ্বুল্ টাপি-অত-ইত্বং। জলৌকা। (রাজনি॰)

রক্তসম্বরণ (ক্লী) কৃষ্ণাঞ্জন। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তসন্ধ্যক (ক্লী) রক্তং সন্ধ্যেবেতি রক্তান্ সন্ধীন্ অকতি-গচ্ছতি প্রপ্নোতীতি-ক। রক্তকহ্লার, রক্তকমল। (অমর)

রক্তসরোরুহ (ক্লী) রক্তং সরোরুহং। রক্তপদ্ম।

রক্তসর্ষপ (পুং) রক্তবর্ণঃ সর্ষপঃ। রক্তবর্ণ সর্ষপ। (Brassica nigra) চলিত রাই সরিষা।

সরিষা প্রধানতঃ শ্বেতী ও রাই ভেদে দ্বিবিধ। রাই সরিষার মধ্যেও আবার প্রকার ভেদ আছে, সাধারণ রাই (Brassica Juncea বা Indian Mustard) স্থান বিশেষে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। হিন্দী—রাই-সর্সোঁ, সর্সোঁ-লাহি; গোল্লা সর্সোঁ, বড়ি-রাই, বড়-লাই, বাদশাহী রাই, শাহজাদা রাই, খাসরাই; বাঙ্গালা—রাইসরিষা। কাশ্মীর—অস্‌হুর, গুজরাত ও কচ্ছ—রাই, বোম্বাই—রাই, সর্সে, রাজিকা; মরাঠী—মোহরী, রায়ান্; সংস্কৃত—রাজিকা; সিন্ধাপুরে—অব্ব।

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতির রাই (B. Nigra)গুলিরও ঐরূপ স্বতন্ত্র নাম আছে। হিন্দী—রাই, কালীরাই, তীরা, তারামীরা, লাহি,বাণারসী রাই, জগ রাই, আসল-রাই, ঘোড়ারাই, মকড়া রাই ইত্যাদি; বাঙ্গালা—রাইসরিষা; গুজরাত—রাই, কালী রাই, বোম্বাই—রাই, সর্ষন্, তামিল—কদঘো; তেলগু—অবলো অবলী, কণাড়ী—বিলে-সশিবে, কড়ি-সশিবে; সংস্কৃত—সর্ষপ; পারস্য—সর্ষফ্; আরব—খৌর্দল বা খর্দাল; সিঙ্গাপুর—পণারা, চীন—কিদিংসাই; ইংরাজী—Black বা True Mustard; ফরাসী—Moutarde Noire; জর্ম্মণি—Mustort Seufsamen; ইতালী—Senapa ও পর্ত্তুগাল—Mastarda; মহারাষ্ট্র—কাল-মহরী, সারষা; কলিঙ্গ-সাসি-বাই।

সমগ্র ভারতবর্ষ, পশ্চিম মিশর ও মধ্য আফ্রিকা এবং পূর্ব্বে চীনসাম্রাজ্যের প্রায় সকল স্থানেই এই গাছ জন্মিতে দেখা যায়। রুষিয়ার দক্ষিণ ও কাস্পীয় হ্রদতীরবর্ত্তী লোণা জমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। য়ুরোপের সর্ব্বস্থানেই বন্য অবস্থায় শেষোক্ত শ্রেণীর সরিষাগাছ জন্মে, উত্তরাংশে আদৌ দেখা যায় না। থিওফ্রাষ্টাস্, দিওকোরাইদিস্ ও প্লিনি প্রভৃতি সরিষা বীজের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে য়ুরোপে খাদ্যদ্রব্যরূপে ইহার বিস্তৃত চাষ হয়। তথায় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইহার বীজতৈলের উপকারিতা সাধারণের গোচরীভূত করা হইয়াছিল। শ্বেত সরিষা অপেক্ষা বাঙ্গালায় রাই সরিষার চাষই অধিক হইয়া থাকে। মানভূমে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে শুষ্ক জমির উপর সরিষা বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং মাঘ ফাল্গুনে কাটা হইয়া থাকে। কখন কখন মটর, মসুরি, গম, যব প্রভৃতির সহিত একত্র ইহার চাষ করিতে দেখা যায়। কটক জেলায় লোণা সারযুক্ত জমিতে চাষ দেওয়া হয়। জলপাইগুড়িতে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বপন করা হয়। পরে চৈত্র ও বৈশাখে পাকিলে কাটিয়া আনিয়া বীজ ঝাড়িয়া লয়, পক্কবীজে যে তৈল প্রস্তুত হয়,তদ্দারা ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করা হইয়া থাকে। কাঁচা পাতা সড়্সড়ী বাঁধিয়া লোকে খায়। কখন কখন ঐ কাচা গাছ খড়ের পরিবর্ত্তে গবাদিকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

প্রত্যেক বীজকোষে ১৫ হইতে ২০টী ছোট ছোট কাল দানা থাকে। ঐ দানা বাটিয়া অথবা আস্ত উত্তপ্ত তৈলে বা ঘৃতে ফোড়ন দিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করা হয়। সরিষার তৈলে শাক ও মৎস্যাদি ভাজিয়া খাইতে সুস্বাদ লাগে। শুষ্ক রাই চূর্ণ জলে গুলিয়া অন্যান্য তরকারীর সহিত খাইতে সুতার ও ঝাল ঝাল লাগে; মাংসভক্ষণকালে রাই বিশেষ সুখপ্রদ।

শরীরাভ্যন্তরে রক্ত সংহত হইলে অথবা আক্ষেপিক (spasmodic), স্নায়বীয় (neuralgic) ও বাতজ (rheumatic) পীড়া বা বেদনাসমূহে ইহার প্রলেপ বিশেষ ফলপ্রদ। মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় (Cerebro-spinal) পীড়ায় শরীরের বিশেষ অবসাদ (depressing influence) না জন্মাইয়া ইহা সামান্য বমনকারক ঔষধরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সজিনাছালে অথবা লশুনের সহিত একত্র বাটিয়া ত্বকের উপর প্রলেপ দিলে সরিষার কার্য্যকারিতাশক্তি বৃদ্ধি করে।

সামান্য পরিমাণে রাই অথবা রাইচূর্ণ ভক্ষণ করিলে অগ্নিশক্তি বৃদ্ধি করে। অজীর্ণরোগে দুষ্ট মল রুদ্ধ হইয়া পেটের গ্লানি উপস্থিত হইলে বিরেচকরূপে কখন কখন রাইচূর্ণ অথবা কতকগুলি গোটা সরিষা সেবন করিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

এই বীজ হইতে শতকরা ২৩ ভাগ খাঁটি তৈল পাওয়া যায়। উহাতে গ্লিসিরাইড্স্ ষ্টেরিক্, ওলিইক্, ইরুসিক্ ও ব্রাসিক এসিড্ মিশ্রিত আছে। ব্রাসিক্ ও ওলিইক্ প্রায় একত্রই থাকে। ইহা গন্ধহীন, শুষ্ক হয় না ও ০° কাঃ উত্তাপে জমিয়া যায়। জলে তৈল সিদ্ধ করিলে পরিষ্কৃত ব্যবহারোপযোগী তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

[বিস্তৃত বিবরণ সর্ষপ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পরিষ্কৃত তৈল বেদনাস্থানে মর্দ্দন করিলে তেজোবর্দ্ধক (stimulant) করে এবং কখন কখন প্রত্যুত্তেজক (counter-irritant) অর্থাৎ ব্লিষ্টার জন্য গাত্রদাহের প্রশমনকারক। চর্ম্মরোগনাশক বলিয়া সাধারণে স্নানের পূর্ব্বে সরিসার তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, ঘৃতভক্ষণ অপেক্ষা তৈল মর্দ্দন করিলে আট গুণ অধিক বলাধান করে। কর্পূর সহযোগে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিলে চোরঙ্গী বাত, অম্লশূলাদি বেদনার উপশম হইয়া থাকে। বালকদিগের বুকে ছর্দ্দি বসিলে কর্পূরযোগে তৈল মালিস করিলে অনেক উপকার দর্শে। উর্দ্ধগ শ্লেষ্মায় লবণ যোগে উত্তপ্ত সরিষার তৈল পদতলে, কণ্ঠে, বক্ষে, দুইরগে ও নাসা দণ্ডে মালিস করিলে একরাত্রের মধ্যেই উর্দ্ধগশ্লেষ্মা বা ছর্দ্দি কমিয়া যায়। শ্লেষ্মাধিক্য হেতু বালকদিগের বায়ুনলীর প্রদাহে উত্তপ্ত তৈল মর্দ্দনে বিশেষ ফলদর্শে। ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে উষ্ণ জলে পাদ ধৌত করাইয়া পদতলে তপ্ত তৈল মর্দ্দন করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। নাসারন্ধ্রে স্বল্পপরিমাণে তৈল লাগাইলে ধীরে ধীরে ছর্দ্দি ক্ষরণ হইতে থাকে। সরিষার ব্লিষ্টার দিয়া গাত্র চর্ম্ম লাল হইলেই তাহা উঠাইয়া ফেলা উচিত, নচেৎ পীড়াদায়ক ফোস্কা উৎপন্ন হইয়া ক্ষত (ulcer) উৎপাদন করিতে পারে। চক্ষে তৈল লাগাইলে জল কাটিয়া উর্দ্ধগ

শ্লেষ্মার ক্ষয় ও চক্ষুর্জ্যোতি বৃদ্ধি করে। আহারের পর প্রত্যহ কএকটী গোটা সর্ষপ সেবন করিলে অগ্নিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা পিত্তনিঃসারক ও মূত্রকারক।

ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতঘ্ন, প্লীহা ও শূলনাশক, দাহ ও পিত্তবর্দ্ধক, কফ, গুল্ম, কৃমি ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

রক্তসহা (স্ত্রী) রক্তং সহতে ইতি সহ-অচ্ টাপ্। রক্তাম্লান পুষ্পবৃক্ষ, রক্তপুষ্পঝাঁটী গাছ। (রাজনি°)

রক্তসার (ক্লী) রক্তবর্ণঃ সারোঽস্য। ১ রক্তচন্দন। ২ পতঙ্গ। (রাজনি°) (পুং) ৩ অম্লবেতস। ৪ রক্তখদির। (ত্রি) রক্তে সারো যস্যেতি। ৫ শোণিতসারযুক্ত। (বৃহৎস° ৬৮।৯৭) ৬রক্তবীজাসন বৃক্ষ। ৭ রক্তশিংশপা। ৮ বারাহীকন্দ। (বৈদ্যকনি°)

রক্তসূ (স্ত্রী) রক্তং সূতে সূ-ক্বিপ্। শরীরস্থিত রসধাতু।

রক্তসৌগন্ধিক (ক্লী) রক্তবর্ণং সৌগন্ধিকং। রক্তকহ্লার।

রক্তস্থজ্বর (পুং) রক্তগত জ্বরবিশেষ। এই রোগে রক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, মোহ, ছর্দ্দন এবং বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়কা ও তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

"রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহশ্ছর্দ্দনবিভ্রমৌ।
প্রলাপঃ পিড়কা তৃষ্ণা রক্তপ্রাপ্তে জ্বরে নৃণাম্॥"

রক্তস্রাব (পুং) রক্তং স্রাবয়তীতি স্রু-ণিচ্-অচ্। ১ বেতসাম্ল। (জটাধর) রক্তস্য স্রাবঃ। ২ রক্তপতন। ৩অশ্বের রক্তজন্য নেত্ররোগ। অশ্বের চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে এই রোগ হয়।

"রক্তাভিষ্যন্দিনো হ্যশ্বস্য নেত্রং ভবতি লোহিতং।
সর্ব্বং ত্রিভাগমর্দ্ধং বা স্রাবরুগ্দাহপীড়িতং॥
রক্তস্রাবোঽথবা যস্য বাজিনো লোচনাদ্ভবেৎ।
রক্তস্রাবাভিধানন্তু নেত্ররোগং সমাদিশেৎ॥" (জয়দত্ত ৩ অ°)

নানা ব্যাধি ও আঘাতাদি কারণে মনুষ্যশরীরের ধমনী, শিরা, অথবা কৈশিকা হইতেও রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। ঐ রক্তস্রাবকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে Haemorrhage বলে। শারীরিক বিধান বা যন্ত্রবিশেষে রক্তস্রাব হইলে সেই স্থানের নামানুসারে চিকিৎসকগণ ঐ রক্তস্রাবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন মস্তিষ্ক, অথবা ফুসফুস্ মধ্যে রক্তস্রাব হইলে Cerebral apoplexy ও Pulmonary apoplexy; উদর বা বস্তিকোটর মধ্যে হইলে extravasation, ত্বকের নিম্নে হইলে কালশিরা (ecchymosis), সূক্ষ্ম রক্তচিহ্ন (Petechia), ছিগমা বা ভিভিসিস্ নামে অভিহিত।

কোন নলাকৃতিস্থানে রক্তস্রাব হইয়া বিধান ছিন্ন না হইলে ইন্‌ফার্কট (infarct) বলা যায়,—(যেমন Pulmonary infarct or cerebral infarct); নাসিকাস্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে এপিষ্টাক্সিস্ (Epistaxis), ফুসফুস হইতে হইলে Hæmoptysis, পাকাশয় হইতে হইলে Hæmatemesis, অন্ত্র হইতে হইলে কৃষ্ণরেচন (melæna), জরায়ু হইতে অত্যধিক রজোনিঃসরণ হইলে Menorrhagia, ও মূত্রযন্ত্র হইতে হইলে Hæmaturia নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কারণ ভেদেও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া যায়। আঘাত জন্য রক্তস্রাব হইলে Traumatic এবং অকস্মাৎ হইলে Spontenous; ধমনী, শিরা কিংবা কৈশিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে Arterial, Venous ও Capillary Hæmorrhage বলা হয়।

একস্থানের নিয়মিত রক্তস্রাব অন্য স্থান দিয়া নির্গত হইলে ঐ স্রাবকে Vicarious বলা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব রক্ত পাকাশয় কিংবা ফুসফুস্ হইতে বহির্গত হইলে তাহা 'ভাইকেরিয়াস্ মেনষ্ট্রুয়েশন' নামে কথিত হয়। কোন এক সাংঘাতিক পীড়ার মধ্যে রক্তস্রাব উপস্থিত হইলে তাহাকে Critical Hæmorrhage এবং সময় সময় রক্তস্রাব ঘটিলে সাময়িক বা Periodical Haemorrhage বলা যায়।

রক্তস্রাব হইবার কারণ—অস্ত্র কিংবা আঘাত দ্বারা কোনও রক্তনালীর ছেদন; মূত্রাধারে মূত্রপাথর, অথবা অন্ত্র মধ্যে কঠিন মল থাকিলেও ঘর্ষণ দ্বারা রক্তস্রাব হইতে পারে। ক্ষত, বিগলন বা কর্কটরোগদ্বারা রক্তনালী বিদীর্ণ হইলে এবং রক্তাধিক্যবশতঃ কখন কখন কৈশিকা হইতে রক্ত বহির্গত হইতে দেখা যায়। অতিশয় রক্তাধিক্যহেতু যকৃতের সিরোসিস্ পীড়ায় পাকাশয়ের কৈশিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। ভাইকেরিস্ ও ক্রিটিকেল রক্তস্রাব এই প্রকারেই ঘটিয়া থাকে। ধমনীর বিধানে বসা বা কঙ্করবৎ অপকৃষ্টতা, হৃৎপিণ্ড প্রাচীরে এনিউরিজম্, শিরার বক্রতা বা স্ফীততা (Varicosity) এবং কৈশিকার অপকৃষ্টতা থাকিলে প্রায়ই রক্তস্রাব হয়। মস্তিষ্কের কোমলতায় রক্তনালীসমূহ বিশেষরূপে রক্ষিত না হওয়াতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ক্ষতস্থানে নবজাত রক্তনালী হইতে সর্ব্বদা রক্ত বহির্গত হইতে দেখা যায়। রক্তনালীর শিথিলতাহেতু পলিপাস্ (Polypus) নামক অর্ব্বুদ হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। রক্তের তারল্য হেতু এনিমিয়া, বিকারযুক্ত জ্বর, ধুম্ররোগ, অথবা শীতাদ পীড়াসমূহে রক্তস্রাব হয় এবং কখন কখন বয়সানুসারেও রক্তপাত হইতে দেখা যায়; যেমন যৌবনাবস্থায় নাসিকা হইতে, মধ্যম বয়সে ফুসফুস হইতে এবং অতি বৃদ্ধকালে রক্তনালীর অপকৃষ্টতা হেতু মস্তিষ্ক হইতে রক্তনিঃসরণ। শরীরের অবস্থাবিশেষে অতি সামান্য কারণেও রক্তপাত হইতে দেখা যায়। ঐ রোগকে Hæmophilia বা Haemorrhagic diathesis বলে।

স্রাবিত রক্তের পরিমাণানুসারে শরীরের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। শরীরের যে স্থলে স্রাব জন্য রক্ত সংহত (coagulated) হয়, তাহার বর্ণ কৃষ্ণ অথবা লোহিতাভ। কিছুদিন গত হইলে ঐ রক্ত পাটলবর্ণ ও পরে পীতবর্ণ ধারণ করে। অবশেষে উহাই শুভ্রবর্ণে পরিণত হইয়া থাকে। নিঃসৃত রক্ত শোষিত হইবার পর, চর্ম্মে কাল দাগ হয়, কখন কখন উহা দ্বারা চতুষ্পার্শ্বস্থ বিধানে প্রদাহ জন্মে অথবা উত্তেজনাহেতু নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকে থলি (cyst) উৎপন্ন হয়।

রক্তস্রাবের পূর্ব্বে নাড়ীর গতি পূর্ণ ও দ্রুত থাকে। কোন স্থানে রক্তস্রাব হইলে সেই স্থান উষ্ণ ও ভারযুক্ত বোধ হয়, তৎকালে হস্তপদাদি শীতল হইয়া থাকে। হৃদ্বেষ্ট ও বায়ু-নালীতে রক্তস্রাব হইলে সহসা মৃত্যু ঘটিতে পারে। যন্ত্রবিশেষে রক্তস্রাব হইলে উহার নিস্রাবের ব্যতিক্রম ঘটে। কোন বিধান ছিন্ন হইয়া রক্তস্রাব হইলে তাহার মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। পাকাশয়ে রক্তস্রাব হইলে বমন এবং ফুসফুসে হইলে কাস উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ত্বক্ বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিম্নে হইলে রক্তচিহ্ন স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ লক্ষণের মধ্যে মুখমণ্ডল ফিকা, নাড়ী দুর্ব্বল ও হস্তপদের শিথিলতা প্রকাশ পায়। অতিরিক্ত স্রাব হইলে হস্তপদের স্পন্দন, দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য, কর্ণে নানা শব্দ, অস্থিরতা ও মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, এরূপ অবস্থায় কখন কখন রোগীর মৃত্যু হইতেও দেখা যায়।

ত্বকের নিম্নে রক্তস্রাব হইলে সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। মস্তিষ্ক বা ফুস্ফুসের মধ্যে হইলে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যক। কোটর মধ্যে রক্তস্রাব হইলে তাহার উপরে আঘাত দ্বারা ঢক্ ঢক্ শব্দ শুনা যায়।

ফুস্ফুস্ হইতে রক্তোদ্গমন হইলে তাহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল দেখা যায়। পাকাশয় কিম্বা অন্ত্র হইতে বহির্গত হইলে অম্লরসসংশ্লিষ্ট হওয়ায় তাহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। নাসিকা, মুখ, গুহ্যদ্বার ও মূত্রদ্বার হইতে রক্ত স্রাবিত হইলে শ্লেষ্মা বা মূত্র মিশ্রিত থাকে। বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসক তাহার উপশমের চেষ্টা করিবেন। ত্বকের রক্তস্রাব সামান্য, কিন্তু মস্তিষ্ক বা ফুস্ফুস্ হইতে হইলে গুরু-তর বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। অধিক পরিমাণে অথবা কোন বিশেষ যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ঘটিলে গুরুতর বলিয়া জানিবে। প্লীহারোগাক্রান্ত রোগীর রক্তস্রাব নিবারণ করা দুরূহ।

এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্থির ভাবে রাখিয়া চিকিৎসা করা বিধেয়। যাহাতে শিরার রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয়ে চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া খর্ব্ব করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে একোনাইট, ডিজিটেলিস প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। কখন কখন রক্তমোক্ষণও করা যায়। সঙ্কোচক ঔষধের মধ্যে এসিটেট্ অব লেড, গ্যালিক এসিড্, ট্যানিক এসিড, সল্‌ফিউরিক্ এসিড ডিল্, অয়েল অব্ টার্পেণ্টাইন্, আর্গট, টিং ম্যাটিকো, টিং ষ্টিল, টিং হেমোমেলিস, হেজিলিন প্রভৃতি ব্যবহার্য্য। ঐ ঔষধগুলির মধ্যে কোন কোনটী অহিফেন সহকারে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। যে অঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহা উচ্চভাবে রাখিবে ও শীতল জল বা বরফ সংলগ্ন করিবে। অন্যান্য উপায়ের মধ্যে স্কেলীরো-টিনিক্ এসিড্ ও আর্গটিন ইঞ্জেক্ট করা যাইতে পারে। পীড়িত স্থান হইতে রক্ত সরাইবার জন্য মাষ্টার্ড প্লাষ্টার, শুষ্ক বা আর্দ্র কাপিং, জলৌকা কিংবা জোনাডস্ বুট ব্যবহার করা আবশ্যক। গুরুতর হইলে ষ্টিমুলেণ্ট ঔষধ দিবে অথবা রক্ত-প্রবেশ (Transfusion of blood) করান উচিত। ফুসফুস্ কিংবা পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব হইলে রোগীকে বরফ চুষিতে দিবে। ফুসফুস্ হইতে রক্তস্রাবকালে কাসি থাকিলে তাহার উত্তেজনা-নিবারণার্থ আক্ষেপনিবারক ঔষধ সেবন করাইবে। পাকাশয় হইতে হইলে এবং বমনের উদ্রেক থাকিলে বমননিবারক ঔষধ প্রয়োগ করাই বিধি।

কখন কখন নাসিকা, অথবা অর্শ দিয়া রক্তস্রাব হইলে উপকার দর্শে। অধিক হইলে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা উচিত, নিঃসৃত রক্তশোধনার্থ আভ্যন্তরিক পোটাসি আইও-ডাইড্ সেব্য। পীড়িত স্থানে টিং আইওডাইন্ লেপন করা যাইতে পারে। স্রাবিত রক্ত কর্ত্তৃক প্রদাহ জন্মিলে, প্রদাহ-নিবারক ঔষধসমূহ ব্যবহার্য্য। দুর্ব্বলতাজনিত রক্তপাতে বলকারক আহার ও টিং-ষ্টিল ব্যবস্থেয়।

কোন কোন ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এরূপ দুর্ব্বল থাকে যে, অতি সামান্য কারণেই অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকে। এইরূপ দৈহিক অবস্থাকে হিমোফিলিয়া বা হেমোরেজিক ডায়েথেসিস্ বলে।

Epistaxis বা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব রোগ কোন কোন বংশের সন্তানাদি পরম্পরায় দেখিতে পাওয়া যায়, এই কারণে ইহাকে কৌলিকও বলা যায়। ডাঃ হাচিন্সনের মত পিতামাতার গেঁটেবাত থাকিলে সন্তানসন্ততির সামান্য কারণে রক্তপাত হয়। রক্তে ফাইব্রিন্ বা লোহিতবর্ণ রক্ত-কণিকার ভাগ ন্যূন হইলে উক্ত প্রকার রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা শোণিত মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করা যায় না।

এই রোগাক্রান্ত রোগীর কোনরূপ আকারের ব্যতিক্রম

লক্ষিত হয় না, কিন্তু বাল্যকালাবধি নাসিকা হইতে কিংবা সামান্য আঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে। কখন কখন জলৌকা দংশনে অথবা দন্তোৎপাটনে এরূপ রক্তপাত হয় যে, তদ্দ্বারা প্রাণ বিনাশ হইতে পারে। যদি জীবন নষ্ট না হয়, তাহা হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত সেই রোগী এনিমিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। সময় সময় তাহাদের বৃহৎ সন্ধিসমূহ প্রদাহযুক্ত হইতে দেখা যায়। কখন কখন এরূপ বোধ হয় যে সামান্য আঘাত দ্বারা গ্রন্থি মধ্যে রক্তস্রাব হয় এবং তাহার উত্তেজনা হেতু প্রদাহ জন্মে ও জ্বরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার এবং ঔষধের মধ্যে কড্‌লিভার্ অয়েল ও টিংচার ষ্টিল বিশেষ উপকারী। অতিশয় রক্তস্রাব হইলে Transfusion of blood কর্ত্তব্য। কোন কোন সন্ধিতে প্রদাহ হইলে তাহা স্থির ভাবে রাখিবে এবং ব্যাণ্ডেজ বন্ধন করিয়া দিবে। রক্তপ্রদর ও রক্তমূত্রের বিশেষ বিবরণ, প্রদর ও মূত্রাবজ্ঞান শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

[রক্তকাশ, রক্তপিত্ত প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

রক্তস্রুতি (স্ত্রী) রক্তস্য স্রুতিঃ। রক্তস্রাব।

রক্তহংসা (স্ত্রী) রক্তা বর্ণীভূতাঃ হংসা অত্র। রাগিণী বিশেষ। (হলায়ুধ)

রক্তহর (পুং) হরতীতি হরঃ, রক্তস্য হরঃ। ১ ভল্লাতক। (বৈদ্যকনি০) (ত্রি) ২ রক্তঘ্ন দ্রব্যমাত্র।

রক্তা (স্ত্রী) রক্ত-টাপ্। ১ গুঞ্জা, চলিত কুঁচ। ২ লাক্ষা। ৩ মঞ্জিষ্ঠা। ৪ উষ্ট্রকাণ্ডী নামক পুষ্প বৃক্ষ। (রাজনি০) ৫ শিখীভেদ। (পর্য্যায়মুক্তা০) ৬ লক্ষণাকন্দ। ৭ বচা। (বৈদ্যকনি০) ৮ রক্তবর্ণ শতপদী, চলিত লাল কেন্নুই। (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ৮ অ০) ৯ কৃচ্ছ্রসাধ্য লূতাবিশেষ। ১০ কর্ণশিরা ভেদ। (বাভট উত্তরস্থা০ ১ অ০)

রক্তাকার (পুং) রক্তবর্ণ আকারোঽস্য। প্রবাল।

রক্তাক্ত (ক্লী) রক্তেন রক্তবর্ণেনাক্তং ম্রক্ষিতং। রক্তচন্দন। (জটাধর) (ত্রি) ২ শোণিতমিশ্রিত।

রক্তাক্ষ (পুং) রক্তে লোহিতে অক্ষিণী যস্য। (অক্ষোঽদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্। ১ মহিষ। ২ পারাবত। ৩ চকোর। ৪ ক্রূর। (মেদিনী) ৫ সারস। ৬ অব্দবিশেষ, ষষ্টি সম্বৎসরের মধ্যে একটী অব্দ।

"রক্তাক্ষমব্দং কথিতং তৃতীয়ং যস্মিন্ ভয়ং দংষ্ট্রীকৃতংপদাশ্চ।" (বৃহৎসংহিতা ৮। ৫১) (ত্রি) ৭ রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মানবের চক্ষু স্বাভাবিক রক্তবর্ণ হইলে লক্ষ্মী তাহাকে কখন পরিত্যাগ করেন না।

"ন শ্রীস্ত্যজতি রক্তাক্ষং নার্থঃ কনকপিঙ্গলং।
ন দীর্ঘবাহুমৈশ্বর্য্যং ন সৌখ্যং প্রহসন্মুখম্॥"(জ্যোতিঃসাগর)

রক্তাক্ষি (পুং) রক্তে অক্ষিণী যস্য, সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ অচ্ সমাসান্তাভাবঃ। রক্তাক্ষ।

রক্তাঙ্ক (পুং) প্রবাল।

রক্তাঙ্গ (পুং) রক্তবর্ণমঙ্গমস্য। ১ মঙ্গলগ্রহ। ২ কম্পিল্ল। ৩ প্রবাল। ৪ মৎকুণ। (রাজনি০) ৫ মণ্ডল। (শব্দরত্না০) ৬ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৭) ৭ বিক্রম। ৮ কুঙ্কুম। ৯ রক্তচন্দন। (ভাবপ্র০)

রক্তাঙ্গী (স্ত্রী) রক্তাঙ্গ-ঙীষ্। ১ জীবন্তী। ২ কটুকা, চলিত কটকী। (রাজনি০) ৩ মঞ্জিষ্ঠা। ৪ নকুলা। (বৈদ্যকনি০)

রক্তাঞ্জনা (স্ত্রী) রক্তাঞ্জনিকা, রক্ত আঞ্জনিয়া। (চক্রদত্ত)

রক্তাঢকী (স্ত্রী) লাল পুষ্পাঢ়কী, চলিত লাল অরহর। গুণ— রুচি ও বলকর, পিত্ত ও তাপাদি নাশক। (রাজনি০)

রক্তাণ্ড (পুং) অশ্বের অণ্ডরোগভেদ। (জয়দত্ত)

রক্তাতিসার (পুং) রক্তং অত্যন্তং সরত্যস্মাৎ সৃ-ঘঞ্। রোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"পিত্তকৃত্ত্ যদাত্যর্থং দ্রব্যমশ্নাতি পৈত্তিকে।
তদোষাজ্জায়তে শীঘ্রং রক্তাতিসার উল্বণঃ॥" (মাধবনি০)

পিত্তাতিসারে যদি অতিশয় পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করে, তাহা হইলে ঐ পিত্ত বিশেষ দূষিত হইয়া অতি কষ্টদায়ক এই রোগ উৎপাদন করে এবং ইহাতে পিত্তাতীসারের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এই রোগে পীত, রক্ত বা হরিদ্বর্ণ অথচ দুর্গন্ধ মল হঠাৎ নিঃসৃত হয় এবং রোগীর পিপাসা, মূর্চ্ছা, দাহ ও গুহ্যদেশ পাকার ন্যায় বোধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—এই রোগে কুড়চি ছাল এবং দাড়িমের অপক্ক ফলের ছাল এই উভয় মিলিত ১ পল, ৮ পল জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, পরে ইহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আশু রক্ত নিবারিত হয়। কুটজাদি কাথ, গুড়বিল্ব, কুটজ ক্ষীর, শতাবরী কল্ক, চন্দনকল্ক ও নবনীতাবলেহ প্রভৃতি ঔষধসেবনে রক্তাতীসার রোগ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র০) [অতীসার শব্দ দেখ।]

রক্তাতীসার (পুং) রক্তাতিসাররোগ।

রক্তাধরা (স্ত্রী) কিন্নরী।

রক্তাধার (পুং) রক্তস্যাধারঃ। চর্ম্ম। (রাজনি০)

রক্তাধিমন্থ (পুং) রক্তজন্য অধিমন্থরোগবিশেষ।

রক্তাপরাজিতা (স্ত্রী) রক্তপুষ্প অপরাজিতা, লাল অপরাজিতা।

রক্তোপহ (ক্লী) রক্তমপহন্তীতি হন্-ড। বোলনামক গন্ধদ্রব্য, চলিত খুন্ খারাপি। (রাজনি০)

রক্তাপামার্গ (পুং) রক্তবর্ণঃ অপামার্গঃ। রক্তবর্ণ অপামার্গ বৃক্ষ। চলিত লাল অপাঙ্, হিন্দী লাল চিরচিরা, মহারাষ্ট্র রক্ত লটজীরা, কলিঙ্গ বড়া আঘাড়া, তৈলঙ্গ কেম্পিগুত্তরণ। সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষুদ্রাপামার্গ, আঘট্টক, হুণ্ডিনিকা, রক্তবিট্, কল্যপত্রিকা। ইহার গুণ—শীতল, কটু, কফ, বাত, ব্রণ, কণ্ডু ও বিষনাশক, সংগ্রাহক ও বমনকারক। (রাজনি॰)

রক্তাব্জ [ক] (ক্লী) স্বার্থে-কন্। রক্তকমল। (বৈদ্যকনি॰)

রক্তাভ (ত্রি) রক্তস্য আভা ইব আভা যস্য। ১ রক্তের ন্যায় আভাবিশিষ্ট। (পুং) ২ ইন্দ্রগোপকীট। স্ত্রিয়াং টাপ্। রক্তাভা, রক্তজবা, লালজবা।

রক্তাভিষ্যন্দ (পুং) নেত্ররোগভেদ। এই রোগে চক্ষু রক্ত বা তাম্রবর্ণ ধারণ করে, এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ শিরাসমূহ অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়। ইহাতে পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। (ভাবপ্র॰ নেত্ররোগাধিকা॰)

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, রক্তজন্য অভিষ্যন্দরোগ জন্মিলে নেত্রে রক্তবর্ণ আঁজি সকল এবং উহার শ্বেতভাগ পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ দেখা যায়। এই রোগে পিত্তজন্য সমস্ত লক্ষণ এবং নেত্র হইতে তাম্রবর্ণ অশ্রুপতন হয়। (সুশ্রুত নেত্ররোগচি॰)

[বিশেষ বিবরণ নেত্ররোগ শব্দে দেখ।]

রক্তাভ্র (ক্লী) রক্তং অভ্রং। রক্তবর্ণ অভ্রক, লাল অভ্র।

রক্তাম্বর (ক্লী) রক্তং রঞ্জিতমম্বরং। কাষায় বস্ত্র। রক্তবস্ত্র। (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ বস্ত্রবিশিষ্ট (পুং) ৩ রক্তাম্বরধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভেদ।

রক্তাম্বুপূর, ১ রক্তনদী। ২ রক্তস্রোতঃপ্লাবিত।

রক্তাম্বুরুহ (ক্লী) রক্তপদ্ম।

রক্তাম্র (পুং) রক্তবর্ণ আম্রঃ। কোষাম্র, চলিত জলপাই।

রক্তাম্লাতক (পুং) রক্তঝিণ্টী পুষ্প।

রক্তাম্লান (পুং) রক্তেন রক্তবর্ণেন আ সম্যক্ ম্লায়তে ইতি ম্লা-ক, সমধিকরক্তবর্ণত্বাৎ তথাত্বং। রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ, পর্য্যায় রক্তসহা, অপরিম্লান, রক্তাম্লানক, রাগপ্রসব, রক্তপ্রসব, কুরুবক, রামালিঙ্গনকাম, বধূৎসবপ্রসব, সুভগ, ভ্রমরানন্দ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত, শোফ, জ্বর, আধ্মান, শূল, কাশ, ও শ্বাসনাশক। (রাজনি॰)

রক্তারুণ (পুং) রক্তের ন্যায় লালবর্ণ। •

রক্তারি (পুং) মহারাষ্ট্রী ক্ষুপ। (পর্য্যায়মুক্তা॰)

রক্তার্ক (পুং) অরুণার্ক বৃক্ষ, লাল আকন্দ।

রক্তার্ত্তি (স্ত্রী) শোণিতাময়, রক্তপীড়া। (রাজনি॰)

রক্তার্ম্মন্ (ক্লী) রক্তং অর্চ্ছতীতি ঋ-মন্। নেত্ররোগ বিশেষ। এই রোগ চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলদেশে হইয়া থাকে। চক্ষু মণ্ডলের শুক্লভাগে পদ্মাকারে মাংস বৃদ্ধি হইলে তাহাকে 'রক্তার্ম্মন্' কহে। (সুশ্রুত নেত্ররোগাধি॰)

"পদ্মাভং মৃদু রক্তার্ম্ম যন্মাংসং চীয়তে সিতে।" (মাধবনি॰)

রক্তার্ব্বুদ (পুং ক্লী) রক্তানামর্ব্বুদমত্র। রোগবিশেষ, রক্ত-জন্য অর্ব্বুদ রোগ, কর্ম্মবিপাকে লিখিত আছে, এই রোগ উপপাতকজ।

"শ্বাসাজীর্ণজ্বরচ্ছর্দ্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ।
রক্তার্ব্বুদবিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ॥"

(মলমাসতত্ত্বধৃত কর্ম্মবি॰)

ইহার লক্ষণ—শরীরের কোন স্থানে কুপিত বর্দ্ধিত দোষ সকল মাংসকে দূষিত করে, তাহাতে মাংস বৃদ্ধি পাইয়া বৃত্ত, দৃঢ় ও বেদনাযুক্ত শোফ জন্মায়, এই শোফকে অর্ব্বুদ কহে। ইহা বাত, পিত্ত ও রক্তাদিভেদে নানা প্রকার।

দোষ সকল রক্তকে দূষিত এবং শিরাসমূহকে পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া পাক জন্মায়, তাহাতে ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড শীঘ্র বৃদ্ধি পায় ও ক্ষুদ্র মাংসাঙ্কুরের ন্যায় তাহার দৃশ্য হয় এবং তাহা হইতে অজস্র দূষিত রক্তস্রাব হইতে থাকে। এই জন্য ইহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে, এইরোগ অসাধ্য। ইহাতে অত্যন্ত রক্তক্ষয় হেতু রোগী পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

(সুশ্রুত নিদানস্থা॰ ১১ অ॰) [অর্ব্বুদশব্দ দেখ]

২ শুকরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"কৃষ্ণৈঃ স্ফোটৈঃ সরক্তাভিঃ পীড়কাভির্নিপীড়িতং।
লিঙ্গং বাস্ত রুজাশ্চোগ্রা জ্ঞেয়ং তচ্ছোণিতার্ব্বুদং॥"

(ভাবপ্র॰)

শিশ্নদেশে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক বা রক্তবর্ণ পীড়কা ও অত্যন্ত বেদনা উৎপন্ন হইলে তাহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে।

রক্তার্শস্ (ক্লী) রক্তজনিতং অর্শঃ। অর্শরোগ বিশেষ। এই রোগ অতিপাতকোদ্ভূত।

"অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাতোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ॥"

(মলমাসতত্ত্ব)

এই রোগের প্রায়শ্চিত্ত ৩০ কাহন কড়ি। এই রোগ হইলে যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে চিকিৎসা করা বিধেয়। রক্ত জন্য অর্শরোগে বলি সকল খিলের ন্যায় বোধ এবং পিত্তার্শের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ইহাতে বলি বট-বৃক্ষের অঙ্কুর, গুঞ্জাফল বা প্রবালসদৃশ হইয়া থাকে। মল কঠিন হইলে ঐ বলি সকল হইতে দূষিত অথচ উষ্ণরক্ত সহসা অধিক পরিমাণে স্রাবপ্রযুক্ত রোগীর শরীর ভেক সদৃশ পীতবর্ণ হয় এবং রক্তক্ষয় হেতু তজ্জন্য উপদ্রব সকল হইয়া থাকে। ইহাতে বল, বর্ণ, উৎসাহ ও শক্তির হ্রাস

এবং ইন্দ্রিয় সকল আকুলিত, মল শ্যামবর্ণ কঠিন অথচ রুক্ষ হয়, অধোবায়ু (বাতকর্ম্ম) প্রবর্ত্তন হয় না।

রক্তার্শরোগ যদি রুক্ষ সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং পাতলা লোহিতবর্ণ অথচ সফেন রক্ত নিঃসৃত ও কটি, উরুদেশ ও গুহ্যদ্বারে বেদনা হয় এবং রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এই অর্শঃ বাতোল্বণ বলিয়া জানিতে হইবে।

কফোল্বণজনিত রক্তার্শ গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং মল শিথিল, শ্বেত বা পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়, রক্ত গাঢ় পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল ও সুতার ন্যায় এবং মলদ্বার স্তিমিত (আর্দ্রচর্ম্মাবৃতের ন্যায়) ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

পিত্তোল্বণজনিত রক্তার্শ হইলে বলি সকল খিলের ন্যায়, উহার অগ্রভাগ নীলবর্ণ, সংখ্যায় অল্প, আমগন্ধি ও পাতলা রক্তস্রাবী, কোমল ও লম্বমান হয়, ইহার আকৃতি শুকপক্ষীর জিহ্বা, যকৃৎখণ্ড বা জলোকার মুখের ন্যায় অথবা যব সদৃশ মধ্যে স্থূল ও অন্তর্ভাগদ্বয় সূক্ষ্ম হয়। রোগী দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা ও গ্লানিযুক্ত হইয়া থাকে ও তাহার নীল পীত ও রক্তবর্ণ অপক্কতরল মলভেদ এবং চর্ম্ম, চক্ষু, মুখ ও মলমূত্রাদি সাধারণতঃ হরিদ্রাবর্ণ হয়।

(ভাবপ্রকাশ অর্শরোগাধি০) [অর্শস্ শব্দ দেখ]

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে লিখিত আছে যে, চিকিৎসক রক্তার্শের চিকিৎসাকালে প্রথমে রক্তস্রাবের নিবারণ জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইবেন না, কারণ দূষিত রক্তের স্রাব বন্ধ হইলে অচিরে মলদ্বারে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ ও দুষ্টরক্তজনিত বাতরক্তাদি পীড়া সমুপস্থিত হইতে পারে।

এই রোগে ইন্দ্রযব ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে; পরে ২ মাষা পরিমিত শুণ্ঠীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিংবা বিল্বশুণ্ঠীর ক্বাথে ঐরূপ শুণ্ঠী প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে; রক্তার্শে ঘোষালতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

মোসাকেলা তিল ৪ তোলা পরিমাণে নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিবে। নাগকেশরচূর্ণ ৪ মাষা মাখম ও শর্করার সহিত এবং দধিসরের ঘোল প্রত্যহ সেবন করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। অবস্থা বিশেষে বরাহক্রান্তা, রক্তোৎপলের মূল, মোচরস, লোধ, কৃষ্ণতিল ও রক্তচন্দন সমভাগে মিলিত দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র জ্বাল দিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইবে। উহা সেবনে রক্তার্শ বিদূরিত হয়।

কচি পদ্মপত্র বাটিয়া কিঞ্চিৎ চিনি ও ছাগ দুগ্ধের অথবা কৃষ্ণতিল বাটিয়া চিনি ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সত্বর রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কুড়চিছাল তক্রসহ বাটিয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে। আতপতণ্ডুলের জলের সহিত ১ মাষা অপামার্গ মূলের ছাল বা ছাগ দুগ্ধ সহ শতমূলী বাটিয়া অথবা দাড়িমের রস চিনির সহিত পান করিলে আশু রক্তার্শের রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

কুড়চিমূলের ছাল ১০০ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইবে। উহা ছাঁকিয়া লইয়া পরে ৩০ পল পুরাতন গুড় ও ৮ পল ঘৃত সহযোগে পাক করিবে। ক্রমশঃ ঐ জল ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও বেলশুঁঠ এই কয়টী দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই লেহ শীতল হইলে উহাতে মধু ৮ পল মিলাইয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা, অনুপান ছাগদুগ্ধ, অভাবে শীতল জল। ইহা সেবনে সকল প্রকার রক্তার্শ, রক্তপিত্ত, কাস ও হলীমক রোগ আরোগ্য হয়।

রক্তালতা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ৫ অ০)

রক্তালু (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণঃ আলুঃ। রক্তবর্ণ আলুবিশেষ, লাল পিণ্ডালু, শকর কন্দ আলু। (Dioscorea sativa) হিন্দী— রক্তালু রুজগুা, রক্তারু; তামিল—যামস্কোয়। সংস্কৃত পর্য্যায়— রক্তপিণ্ডালু, রক্তাপিণ্ডক, লোহিত, রক্তকন্দ, লোহিতালু। ইহার গুণ—শীতল, মধুরাম্ল, ভ্রম, পিত্ত ও দাহনাশক, বৃষ্য, বলপুষ্টিকারক ও গুরু। (রাজনি০)

রক্তাবসেচন (ক্লী) রক্তস্য অবসেচনং। রক্তমোক্ষণ।
(চরক চিকি০ ৩ অ০)

রক্তাশয় (ক্লী) রক্তস্য আশয়ঃ। রক্তের আশ্রয়স্থান। জীবদেহে ৭টী আশয় আছে, তাহার মধ্যে রক্তাশয় চতুর্থ। (সুশ্রুত শারীরস্থা০ ১ অ০)

রক্তাশোক (পুং) অশোকবৃক্ষ।

রক্তাশ্মমারপুষ্প (ক্লী) রক্তকরবীরপুষ্প।

রক্তাশ্মারি (পুং) রক্তকরবীর পুষ্প। (রাবণকৃত শতক)

রক্তাস্রাব (পুং) রক্তস্য আস্রাবঃ। রক্তজন্য নেত্রসন্ধিরোগ। নেত্রসন্ধি হইতে অনতিগাঢ় ঈষদুষ্ণ রক্তযুক্ত স্রাব অধিক পরিমাণে হইলে তাহাকে রক্তাস্রাব কহে। (সুশ্রুত উত্তরত০ ২ অ০) ২ রক্তমোক্ষণ, রক্তক্ষরণ।

রক্তি (স্ত্রী) রক্ত-ক্তিন্। ১ অনুরাগ। ২ পরিমাণ বিশেষ, অষ্ট সর্ষপমান। (চরক কল্পস্থা০ ১২ অ০)

রক্তিকা (স্ত্রী) রক্তো রক্তবর্ণো হস্ত্যস্যা রক্ত (অত ইনিঠনৌ।

পা ৫। ২। ১১৫) ইতি ঠন্। ১ গুঞ্জা, চলিত কুঁচ। ২ রাজিকা সর্ষপ। ৩ রক্তিকা পরিমাণ।

রক্তিমন্ (পুং) রক্ত-ইমনিচ্। অতিশয় রক্তবর্ণ।

রক্তিমৎ (ত্রি) মোহকর। প্রিয়। চিত্তহর।

রক্তেক্ষু (পুং) রক্তো রক্তবর্ণো ইক্ষুঃ। রক্তবর্ণ ইক্ষু, লাল আক্। পর্য্যায় সূক্ষ্মপত্র, শোণ, লোহিত, উৎকট, মধুর, হ্রস্বমূল, লোহিতেক্ষু। ইহার গুণ মধুর, পাকে শীতল, মৃদু, পিত্ত ও দাহনাশক, বলকর, তেজ ও বলবর্দ্ধক। (রাজনি০)

রক্তৈরণ্ড (পুং) রক্তবর্ণ এরণ্ডঃ। বৃক্ষবিশেষ, চলিত লাল ভেরেণ্ডা, পর্য্যায় ব্যাঘ্র, হস্তিকর্ণ, রুবু, উরুবূক, নাগবর্ণ, চঞ্চু, উত্তানপত্রক, করপর্ণ, পাচন, স্নিগ্ধ, ব্যাঘ্রতল, রক্তক, চিত্রবীর্য্য, হ্রস্বৈরণ্ড। ইহার গুণ—শ্বয়থু, বায়ু, শ্রম, রক্তপীড়া, পাণ্ডু, ভ্রম, শ্বাস, জ্বর ও অরোচকনাশক। (রাজনি০) অন্যান্য গুণ শ্বেত এরণ্ডের ন্যায়।

"প্রায়স্তস্মে গুণাশ্চাস্য শ্বেতবচ্চ সমীরিতম্।" (বৈদ্যকনি০)

রক্তৈর্ব্বারু (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণ এর্ব্বারু। ইন্দ্রবারুণীলতা।

রক্তোচ্চটা (স্ত্রী) শ্বেতগুঞ্জা। (ভাবপ্র০)

রক্তোৎপল (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণমুৎপলং। ১ রক্তপদ্ম। (পুং) ২ শাল্মলি বৃক্ষ। (রাজনি০)

রক্তোৎপলাভ (পুং) রক্তোৎপলস্য আভেব আভাস্য। ১ শোণবর্ণ। (জটাধর) (ত্রি) ২ তদ্‌যুক্ত।

রক্তোদর (পুং) ১ রোহিতমৎস্য। ২ মহাবিষ বৃশ্চিক বিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ৮ অ০)

রক্তোপল (ক্লী) গিরিমৃত্তিকা। (হারাবলী)

রক্তৌদন (ক্লী) ১ রক্তশাল্যাদিভক্ত। ২ অলক্তকরঞ্জিত ভক্ত। (চক্রদত্ত বালচি০)

রক্ষ, পালন। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রক্ষতি। লোট্ রক্ষতু। লিট্ ররক্ষ। লুঙ্ অরক্ষীৎ।

রক্ষ, (ত্রি) রক্ষতীতি রক্ষ-অপ্। ১ রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক। ভাবে অপ্। ২ রক্ষা।

রক্ষঈশ (পুং) রক্ষসাং ঈশঃ। রাবণ। (হেম)

রক্ষক (ত্রি) রক্ষতীতি রক্ষ-ণ্বুল্। রক্ষাকর্ত্তা।

রক্ষকাম্বা (স্ত্রী) বেদান্তভাষ্যকার রামানুজের পত্নী।

রক্ষণ (ক্লী) রক্ষ ভাবে ল্যুট্। ১ রক্ষা, পালন, পরিত্রাণ।

"ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্।
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্॥"

(ভাগবত ১০।৬ অ০) (ত্রি) ২ রক্ষক।

রক্ষণারক (পুং) মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। কোন কোন পুস্তকে 'রক্ষণীরক' এইরূপ পাঠও আছে।

রক্ষণি (স্ত্রী) ত্রায়মাণা লতা। (রাজনি০)

রক্ষণীয় (ত্রি) রক্ষ-অনীয়র্। রক্ষণার্হ, রক্ষা করিবার যোগ্য। আশ্রয়ার্হ।

রক্ষপাল (পুং) রক্ষাকর্ত্তা।

রক্ষভগবতী (স্ত্রী) প্রজ্ঞা-পারমিতা।

রক্ষস্ (ক্লী) রক্ষত্যস্মাদিতি রক্ষ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইতি অসুন্। ১ রাক্ষস।

"দৃষ্ট্বা তু বিকলান্ ব্যঙ্গাননাথান্ রোগিনস্তথা।
দয়া ন জায়তে যস্য স রক্ষ ইতি মে মতিঃ॥" (অগ্নিপু০)

রক্ষস্ত্ব (ক্লী) রাক্ষসের ভাব বা ধর্ম্ম।

রক্ষস্য (ত্রি) রক্ষসম্বন্ধীয়, রাক্ষসের উপযোগী।

রক্ষস্বিন্ (ত্রি) ১ রাক্ষস-সম্পৃক্ত। ২ মন্দভাবাপন্ন। ৩ দোষযুক্ত। ৪ বলবান্, শক্তিসম্পন্ন।

রক্ষঃসভ (ক্লী) রক্ষসাং রাক্ষসানাং সভা, ক্লীবত্বমভিধানাৎ। রক্ষঃসমূহ। (অমর)

রক্ষা (স্ত্রী) রক্ষণমিতি রক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩) ইতি অ, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ রক্ষণ।

"ময়ি সৃষ্টির্হি লোকানাং রক্ষা যুষ্মাস্ববস্থিতা।" (কুমার ২।২৮)

২ জতু। (মেদিনী) ৩ ভস্ম।

যাহাতে কোন অনিষ্ট না হয়, এইরূপ ক্রিয়া বিশেষকে রক্ষা কহে।

"রক্ষাং বিদধিরে সম্যক্ গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ।
গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্॥" (ভাগ০ ১০।৬অ)

যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে গোমূত্র দ্বারা স্নান করাইয়া তাঁহার শরীরে গোপুচ্ছভ্রমণাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়াছিলেন।

পৌর্ণমাসীতে রক্ষাবন্ধন করিতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় রাখী-বাঁধা কহে।

"পৌর্ণমাস্যাং হরে রক্ষাবন্ধনং বিধিপূর্ব্বকং।
ব্রজরাজকুমারস্যাৎ কেচিদিচ্ছন্তি সাধবঃ॥
তথাচ স্মৃত্যন্তরে—
ভদ্রায়াং দ্বে ন কর্ত্তব্যে শ্রাবণী ফাল্গুনী তথা।
শ্রাবণী নৃপতিং হন্তি গ্রামান্ দহতি ফাল্গুনী॥"

(হরিভক্তিবিলাস ৫১ বি০)

পূর্ণিমা তিথিতে বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুর রক্ষা বন্ধন করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই রক্ষাবন্ধন হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা শ্রাবণী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে করিতে নাই।

সামবেদীয়গণ ভাদ্র মাসের হস্তানক্ষত্রে, ঋগ্‌বেদীয়গণ শ্রাবণ মাসের শ্রবণানক্ষত্রে এবং যজুর্ব্বেদীয়গণ শ্রাবণী

পূর্ণিমাতে এই রক্ষা বন্ধন করিবেন। এই সময় যদি না করা যায়, তাহা হইলে ভাদ্রমাসে করিবে। শ্রাবণ মাসের শুক্লা-পঞ্চমী ইহার অনুকল্পের কাল। এই কার্য্য চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমাতে নিষিদ্ধ।

"অথ তদ্দিননির্ণয়ার্থ উপাকর্ম্মদিননির্ণয়: ক্রিয়তে। সামবেদিনাং ভাদ্রস্য হস্তানক্ষত্রং ঋগ্‌বেদিনাং শ্রাবণস্য শ্রবণা নক্ষত্রং যজুর্ব্বেদিনাং শ্রাবণী পূর্ণিমোপাকর্ম্মকালঃ। অত্র করণাভাবে ভাদ্রে শ্রাবণেঽপি বিধেয়ং। শ্রাবণপঞ্চম্যনুকল্পঃ। অত্র ভূতবিদ্ধা পূর্ণিমা চ নিষিদ্ধা।" (হরিভক্তিবি° ৫১ বি°)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেরই যথাবিধানে রাখীবন্ধন করা কর্ত্তব্য। বিধিপূর্ব্বক যিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিরহিত হইয়া সংবৎসরকাল সুখে বাস করেন।

"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চান্যৈশ্চ মানবৈঃ।
কর্ত্তব্যো রক্ষণাচারো বিপ্রান্ সম্পূজ্য শক্তিতঃ॥
অনেন বিধিনা যস্তু রক্ষিকাকর্ম্মমাচরেৎ।
স সর্ব্বদোষরহিতঃ সুখং সম্বৎসরং বসেৎ॥"

(হরিভক্তিবি° ৫১ বি:)

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, বৈদ্য রোগীকে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া পরে তাহার রক্ষার জন্য রক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়া চারিদিকে জলের ছিটা দিবেন, কৃত্যা দেবতা এবং রাক্ষসদিগের ভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই রক্ষাকর্ম্ম করিতে হয়। এইরূপে মন্ত্রপাঠ করিয়া রক্ষাবিধান করিলে রাক্ষস, ভূত, প্রেত প্রভৃতি কিছুরই ভয় থাকে না। *

অদ্যাপিও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে, বিশেষতঃ রাজপুতনার মধ্যে রাখিবন্ধনের বহু আদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্দেশীয় জনসাধারণের বিশ্বাস শ্রাবণী পৌর্ণমাসী বা সংক্রান্তি তিথিতে রাখি বন্ধন করিলে কুগ্রহের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া থাকে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা শ্রাবণের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে গ্রহদৃষ্টিনিবারণার্থ রাখি বন্ধনের ব্যবস্থা দেন, তদবধি এই প্রথা হিন্দু সমাজে বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইয়াছে।

রাজপুতকুলললনা, কুলপুরোহিত ও কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণই রাজপুতনার রাখিবন্ধনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। রাজবারার কামিনীকুল ঐ দিনের স্ব স্ব সহচরী অথবা কুলপুরোহিতের দ্বারা নিজনিজ সহোদর সম্পর্কীয় ভ্রাতা বা আত্মীয়তা সূত্রে যাঁহাদিগকে তাঁহারা ভ্রাতৃসম্বোধন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগেরই নিকট রাখি পাঠাইয়া দেন। সেই রাখি প্রেরণসূত্রে মহারাণা রাজসিংহ রূপনগর-রাজকুমারীর উদ্ধার সাধন জন্য সম্রাট্ অরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, যদি কোন রাজপুতকামিনী, যে কোন রাজপুতকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিয়া রাখি প্রেরণ করেন, তাহা হইলে সেই রাজপুত সেই ভগিনীর ধন, প্রাণ, ও মানরক্ষার নিমিত্ত আত্মজীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ হননা। এই প্রথা যে হিন্দুর একতারক্ষা সম্বন্ধে অতিশয় শুভকর ছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজপুত-ভগিনীগণ ঐ দিন নিজ নিজ ভ্রাতাকে নববস্ত্র ও রাখি প্রদান করিলে ভ্রাতাগণ তদ্বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। কর্ণেল টড্ রাজস্থানে অবস্থানকালে রাজপুতরাজ-কুলরমণীগণের সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাজপুতপ্রথা মত সেই ভগিনীগণের প্রেরিত রাখি লইয়া সানন্দচিত্তে প্রত্যেক ভগিনীকে তিন হইতে পাঁচটী করিয়া স্বর্ণমোহর প্রত্যুপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

দেবালয়ের পুরোহিত এবং রাজবাড়ীর ব্রাহ্মণগণ এদিন সাধারণকে রাখি দিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। রাজপুতনায় আজিও এই পর্ব্ব মহা সমারোহে সম্পাদিত হইতে দেখা যায়।

---

* "রক্ষাকর্ম্ম যথা—
কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থং তথা রক্ষোভয়স্য চ।
রক্ষাকর্ম্ম করিষ্যামি ব্রহ্ম তদনুমন্যতাং।
নাগাঃ পিশাচা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষরাক্ষসাঃ।
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাং ব্রহ্মাদ্যা ঘ্নন্তু তান্ সদা॥
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ যে চরন্তি নিশাচরাঃ।
দিক্ষু বাস্তুনিবাসাশ্চ পান্তু ত্বাস্তে নমস্কৃতাঃ॥
পান্তু ত্বাং মুনয়ো ব্রাহ্ম্যা দিব্যা রাজর্ষয়স্তথা।
পর্ব্বতাশ্চৈব নদ্যশ্চ সর্ব্বাঃ সর্ব্বেঽপি সাগরাঃ॥
অগ্নী রক্ষতু তে জিহ্বাং প্রাণান্ বায়ুস্তথৈব চ।
সোমো ব্যানমপানন্তে পর্জ্জন্যঃ পরিরক্ষতু॥
উদানং বিদ্যুতঃ পান্তু সমানং স্তনয়িত্নবঃ।
বলমিন্দ্রো বলপতি র্মনুর্মন্তে মতিস্তথা॥
কামাংস্তে পাতু গন্ধর্ব্বাঃ সত্ত্বমিন্দ্রোঽভিরক্ষতু।
প্রজ্ঞাংস্তে বরুণো রাজা সমুদ্রো নাভিমণ্ডলম্॥
চক্ষুঃসূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্দ্রমা পাতু তে মনঃ।
নক্ষত্রাণি সদা রূপং ছায়াং পান্তু নিশাস্তব॥
রেতস্ত্বাপ্যায়য়ন্ত্বাপো রোমাণ্যোষধয়স্তথা।
আকাশং খানি তে পাতু দেহন্তব বসুন্ধরা।
বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষ্ণুস্তব পরাক্রমম্।
পৌরুষং পুরুষ শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাত্মানং ধ্রুবো ভ্রুবৌ।
এতা দেহে বিশেষেণ তব নিত্যা হি দেবতাঃ॥
এতাস্ত্বাং সততং পান্তু দীর্ঘমায়ুরবাপ্নু হি।
স্বস্তি তে ভগবান্ ব্রহ্ম স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্ব্বতাং॥" (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৫অ°)

রক্ষাকরণ্ডক (ক্লী) ছোট ঝুড়ির আকারে নির্ম্মিত স্বর্ণাদি কবচবিশেষ।

রক্ষাগৃহ (ক্লী) সূতিকাগার।

রক্ষাধিকৃত (ত্রি) রক্ষা বা পরিচালনার্থ রাজসরকারের অধিকারে ন্যস্ত রাজ্য বা সম্পত্তি। (পুং) ১ শাসনকর্ত্তা, ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

রক্ষাপতি (পুং) রক্ষাকর্ত্তা (Superintendent of Police)

রক্ষাপত্র (পুং) রক্ষার্থং পত্রমস্ত। ১ ভূর্জ্জবৃক্ষ। (ক্লী) ২ ভূর্জ্জত্বক্। (রাজনি০) ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্রাদি লিখিয়া রক্ষা বিধান করা হয়, এইজন্য উহার নাম রক্ষাপত্র। ৩ শ্বেতসর্ষপ।

রক্ষাপুরুষ (পুং) ১ প্রহরী। ২ রক্ষাকর্ত্তা।

রক্ষাপেক্ষক (পুং) ১ প্রহরী। ২ অন্তঃপুররক্ষী। ৩ অভিনেতা।

রক্ষাপ্রদীপ (পুং) ভূতযোনির শক্তিনাশার্থ রক্ষিত বর্ত্তিকা।

রক্ষাভূষণ (ক্লী) কবচাদি যুক্ত অলঙ্কার বা ধারণী।

রক্ষাভ্যধিকৃত (ত্রি) [রক্ষাধিকৃত দেখ।]

রক্ষামঙ্গল (ক্লী) অপদেবতার প্রকোপনিবারক মাঙ্গলিক ক্রিয়া বিশেষ।

রক্ষামণি (পুং) গৃহাদির প্রকোপনিবারণার্থ যে সকল মণি ধারণ করা যায়।

রক্ষামল্ল (পুং) রাজভেদ।

রক্ষামহৌষধি (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ।

রক্ষারত্ন (ক্লী) রক্ষামণি।

রক্ষারত্নপ্রদীপ (পুং) রত্নখচিত রক্ষাপ্রদীপ।
[রক্ষাপ্রদীপ দেখ।]

রক্ষাবৎ (ত্রি) রক্ষা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য-ব। রক্ষাবিশিষ্ট, রক্ষাযুক্ত, যাহার রক্ষাবিধান করা হইয়াছে।

"আসীদ্রক্ষাবতী তস্য ভুজেন ভূমিঃ" (রঘু ১৮।৪৭)

রক্ষাসর্ষপ (পুং) সরিসা-পড়া।

রক্ষি (ত্রি) রক্ষাকারী। রক্ষক।

রক্ষিক (পুং) ১ প্রহরী। ২ রক্ষক। ৩ পরিদর্শক।

রক্ষিকা (স্ত্রী) রক্ষৈব রক্ষা স্বার্থে কন্, টাপ্ অত ইত্বং। রক্ষা, রক্ষণ।

"অনেন বিধিনা যস্ত রক্ষিকাবন্ধমাচরেৎ।
স সর্ব্বদোষরহিতঃ সুখং সংবৎসরং বসেৎ॥"
(হরিভক্তিবি০ ৫১ বি০)

রক্ষিত (ত্রি) রক্ষ-ক্ত। কৃতরক্ষণ, যাহাকে রক্ষা করা হইয়াছে। পর্য্যায় ত্রাত, ত্রাণ, অবিত, গোপায়িত, গুপ্ত। (অমর)

"কয়য়িত্বাস্ত বৃত্তিঞ্চ রক্ষেদেনং সমন্ততঃ।
রাজাহি ধর্ম্মষড়্ভাগং তস্মাৎ প্রাপ্নোতি রক্ষিতাৎ॥"(মনু১১।২৩)

(ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ রক্ষা। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৫০) ৪ বৈয়াকরণভেদ। ৫ ভেষজতত্ত্বাভিজ্ঞ জনৈক আচার্য্য।

রক্ষিতক (ত্রি) রক্ষাকারী।

রক্ষিতব্য (ত্রি) রক্ষ-তব্য। রক্ষণীয়, রক্ষার যোগ্য।

রক্ষিতৃ (পুং) রক্ষতীতি রক্ষ-তৃচ্। রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা।

"আয়ব্যয়জ্ঞো লোকজ্ঞো দেশোৎপত্তিবিশারদঃ।
কৃতা কৃতজ্ঞো ভৃত্যানাং জ্ঞেয়ঃ স্যাদেব রক্ষিতা॥"
(মৎস্যপু০ ১৮৯ অ০)

রক্ষিন্ (ত্রি) অভিভাবক, রক্ষাকর্ত্তা।

রক্ষিবর্গ (পুং) রক্ষিণাং বর্গঃ সমূহঃ। রাজাঙ্গ রক্ষকগণ। পর্য্যায় অনীকস্থ। (অমর)

রক্ষোগণ (পুং) রক্ষসাং রাক্ষসানাং গণঃ সমূহঃ। রাক্ষসসমূহ। (ভাগ০ ৫।২৬।২৭)

রক্ষোঘ্ন (ক্লী) রক্ষো রাক্ষসং হন্তীতি হন-টক্। ১ কাঞ্জিক। (হেম) ২ হিঙ্গু। (পুং) ৩ ভল্লাতকবৃক্ষ। (ত্রিকা০) ৪ শ্বেতসর্ষপ। (ত্রি) ৫ রক্ষোবিনাশক, রাক্ষস-নাশকমাত্র।

রক্ষোঘ্নী (স্ত্রী) রক্ষোঘ্ন-ঙীপ্। বচা। (রত্নমালা)

রক্ষোজননী (স্ত্রী) রক্ষসাং জননীব। ১ রাত্রি। (ত্রি) ২ রাক্ষসমাতা।

রক্ষোঽধিদেবতা (স্ত্রী) রক্ষঃকুলদেবতা।

রক্ষোমুখ (পুং) ১ গোত্রভেদ (পাণিনির বহ্বাদি) ২ রাক্ষসের মুখ।

রক্ষোযুজ্ (ত্রি) রাক্ষস সহচর।

রক্ষোবাহ (পুং) জাতিবিশেষ।

রক্ষোবিক্ষোভিনী (স্ত্রী) রাক্ষসদিগের দেবীমূর্ত্তিভেদ।

রক্ষোহন্ (পুং) রক্ষো হন্তীতি হন-ক্বিপ্। ১ গুগ্গুলু। (রাজনি০) ২ ঋষিবিশেষ, এই ঋষি ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ১৬২ সূক্তের ঋষি। (ত্রি) রাক্ষসহন্তা, রাক্ষসহননকারী।

রক্ষ্ণ (পুং) রক্ষ (যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। ত্রাণ, রক্ষণ।

রক্ষ্য (ত্রি) রক্ষ-যৎ। রক্ষণীয়, রক্ষার যোগ্য।

"সদা স্বেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ রক্ষ্যো রাজাভিরক্ষিভিঃ।"
(কামন্দকী নীতি০ ৭।২৬)

রখ, সর্পণ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রখতি। লোট্ রখতু। লিট্ ররাখ। লুঙ অরাখীৎ। রখি ধাতু—লট্ রঙ্খতি। লিট্ ররঙ্খ। লুঙ্ অরঙ্খীৎ।

রগ, গতি। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রঙ্গতি। লিট্ ররঙ্গ। লুঙ্ অরঙ্গীৎ। এই ধাতু ইদিৎ। রগ—শঙ্কা ভ্বাদি০

পরস্মৈ°। লট্ রগতি। লুঙ্ অরগীৎ। ণিচ্ রগয়তি। ঘটাদিগণীয় বলিয়া এই ধাতুর বৃদ্ধি হইল না। রগ ১ স্বাদ। ২ আপন। চুরাদি° পরস্মৈ°। লট্ রাগয়তি। ণিচ্ রাগয়াঞ্চকার। লুঙ্ অরীরগৎ।

রগ (পারসী) কপালের পার্শ্বদ্বয়ের শির।

রগ্‌টানা (পারসী) বিকৃত, বক্র। আক্ষেপ।

রগড় (দেশজ) ১ বাদ্যের শব্দ, ঢক্কাদিতে আঘাতের উপক্রম। ২ রহস্য, কৌতুক।

রগড়ান (দেশজ) মর্দ্দন, ডলা, পেষণ, এক বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল অতিবাহন।

রগুড়ে (দেশজ) আমোদপ্রিয়।

রগ্‌ঘেঁসে (দেশজ) অতি নিকটে, যেন স্পর্শ করিয়া যাওয়ার ন্যায়। ৩ লক্ষ্যের অনুকূলে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী।

রগ্‌রগ্ (দেশজ) লালবর্ণের উজ্জ্বল দীপ্তি।

রগ্‌রগে (দেশজ) জল্‌জলে। দীপ্তিমান্।

রগৌলী, যুক্তপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড শৈল ও তৎপাদতলস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৫°১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২২´ পূঃ। অজয়গড় হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অজয়গড়াধিপ লক্ষ্মণসিংহের সহিত ইংরাজসৈন্যের যুদ্ধ হইয়া এখানকার দুর্গ ইংরাজের করকবলিত হয়। রাজখুল্লতাত প্রসাদসিংহ পরিখা ও প্রাচীরাদি দ্বারা ঐ গিরিদুর্গ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ইংরাজসেনা বহু কষ্টে ঐ দুর্গের বহিঃপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আক্রমণ করিলে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে হিন্দুসৈন্য প্রচ্ছন্নভাবে দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে পর, ইংরাজসৈন্য দুর্গ অধিকার করে। তদবধি উহা ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৩০০ ফিট উচ্চ।

রঘ, দীপ্তি। রঘি রঘধাতু চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ রঙ্ঘয়তি। লুঙ্ অররঙ্ঘৎ। রঘ—২ গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ রঙ্ঘতে। লিট্ ররঙ্ঘে। লুট্ রঙ্ঘিতা। লুঙ্ অরঙ্ঘিষ্ট।

রঘু (পুং) লঙ্ঘতি জ্ঞানসীমাং প্রাপ্নোতীতি লঙ্ঘি (লঙ্ঘিবংহ্যোনলোপশ্চ। উণ্ ১।৩০) ইতি কু নলোপশ্চ। (বালমূললঘ্বসুরালমঙ্গুলীনাং বা লো রত্বমাপদ্যতে ইতি বক্তব্যং। পা ৮।২।১৮) ইতি কাশিকোক্ত্যা লস্য রত্বং। সূর্য্যবংশীয় দিলীপরাজপুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের প্রপিতামহ। রঘুবংশে 'রঘু' এই নামনিরুক্তির বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, রঘু জন্মগ্রহণ করিলে পর রাজা দিলীপ এই জাত বালক সমস্তশাস্ত্রের পরপারে এবং যুদ্ধকালে শত্রুরও পরপারে যাইতে পারিবে, এই জন্য গমনার্থক 'রঘ' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন 'রঘু' এই নাম রাখিয়াছিলেন।

"শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ।
অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবিচ্চকার নাম্না রঘুমাত্মসম্ভবম্ ॥"
(রঘুব° ৩।২১)

রঘুবংশে লিখিত আছে যে, রাজা দিলীপ পত্নী সুদক্ষিণার সহিত বশিষ্ঠের আদেশে সুরভিতনয়া নন্দিনীর আরাধনা করিয়া এই পুত্র লাভ করেন। পরে রঘু উপযুক্ত হইলে দিলীপ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া রঘুর উপর এই যজ্ঞীয়াশ্বের ভার অর্পণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই অশ্ব হরণ করিলে, রঘু তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অশ্ব লইয়া আসেন, তাহাতে দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। রাজা রঘু রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব দান করায় পর বরতন্তুশিষ্য কৌৎস তাঁহার নিকট গুরুদক্ষিণার্থ প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিলে, স্বীয় কোষে কিছুমাত্র ধন না থাকায় রঘু কুবেরকে জয় করিয়া সেই অর্থ তাঁহাকে প্রদান করেন। রঘুর পুত্র অজ।

২ রঘুবংশীয় মাত্র। এই অর্থ বুঝাইলে এই শব্দ বহুবচনান্ত হইবে।

"রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্ ॥" (রঘু ১।৯)

লঙ্ঘতি দ্রুতং গচ্ছতি। (ত্রি) ৩ শীঘ্রগামী। "অত্যো ন বাজী রঘুরজ্যমানঃ" (ঋক্ ৫।৩০।১৪) 'রঘুঃ শীঘ্রগামী' (সায়ণ)

রঘুকার (পুং) রঘুং তদাখ্যং কাব্যং করোতীতি কৃ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্। রঘুবংশ প্রণেতা কালিদাস।

"সীমন্তিনী নলিনী চ কুমুদ্বতী চ
চন্দ্রপ্রভা চ রঘুকার সরস্বতী চ।
কান্তোজ্ঝিতা হিমহতা রবিরশ্মিতপ্তা
মেঘাবৃতা জড়ধিয়াভিহতা ন ভাতি ॥" (উদ্ভট)

রঘুগড় (রাঘবগড়), গোয়ালিয়ারের অধীনস্থ একটী সামন্তরাজ্য। মধ্যভারতের গুণা সব-এজেন্সীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। এখানকার সর্দ্দারবংশীয়গণ চৌহান রাজপুতদিগের কোচি শাখার শীর্ষস্থানীয় ও পূজ্য। এক সময়ে এই সামন্তগণ গুণার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় ১ শত মাইল ভূমি অধিকারপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎকালে রঘুগড়ের সর্দ্দারেরা গোয়ালিয়ারপতির মিত্ররাজ বলিয়া গণ্য হইতেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রসর্দ্দার মাধোজীসিন্দে রাজা বলবন্তসিংহ ও তৎপুত্র জয়সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। এই সময় হইতে ১৮১৮-১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর-

পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। ঐ সময় ইংরাজ গবর্মেণ্টের মধ্যস্থতায় উভয়ের বিবাদ মিটিয়া যায় এবং সিন্দেরাজ এখানকার সামন্তরাজকে রাঘবগড় নগর, দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী লক্ষটাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ছাড়িয়া দেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজসরকারে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজরাজ নূতন বন্দোবস্ত করেন; তদনুসারে উক্ত জায়গীর তদ্বংশীয় বিজয়সিংহ, ছত্রশাল ও অজিতসিংহ নামক তিন অংশীদারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। অজিতসিংহের উত্তরাধিকারী রাজা জয়মঙ্গলসিংহের অংশে ১২০ খানি গ্রাম আছে, উহার বার্ষিক আয় ২৪০০০৲ টাকা। রঘুগড়ের সামন্তরাজের অংশে ৮৮ খানি গ্রাম এবং গুণার দক্ষিণবর্ত্তী অপর রাজার অধিকারে জঙ্গল-মহলই অধিক।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। পার্ব্বতী নদীর একটী শাখার উপর স্থাপিত। অক্ষা° ২৪°২৬′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৫′ পূঃ। এখানকার প্রাচীন দুর্গ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে উহা দৌলত রাও সিন্দে পরিচালিত মরাঠা-সেনার বিরুদ্ধে নগররক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোগলসম্রাট্ শাহজহানের রাজত্বকালে কেচি শাখার চৌহান রাজপুতবংশীয় লালসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। তদবধি এখানকার সর্দ্দারবংশ কেচিশাখার দলপতি বা গোষ্ঠীপতিরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছেন।

রঘুজ (ত্রি) রঘু-জন-ড। শীঘ্রগামী বড়বাজাত।

"অর্ষন্তি রঘুজা ইব স্বনাং" (ঋক্ ৯।৮৬।১)

'রঘুজাঃ রঘুঃ শীঘ্রগা বড়বা তত্র জাতাঃ' (সায়ণ)

২ রঘুবংশজাতমাত্র।

রঘুজী ভোঁস্‌লে (১ম), জনৈক মহারাষ্ট্র সেনাপতি। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্র-দলের সেনা-সাহেব-সুবাপদে উন্নীত হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, সাহস ও বীরত্বে প্রীত হইয়া পেশবা তাঁহাকে বেরার ও নাগপুর প্রদেশ দান করেন। সেই সনদবলে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেরার ও নাগপুরের প্রথম রাজা হইয়াছিলেন।

পেশ্‌বা বাজীরাও ও বক্সী রঘুজী ভোঁসলের অভ্যুদয়কালে মহারাষ্ট্ররাজ্যে ঘোর শাসনবিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। দুর্ব্বলচিত্ত ও শাসনদণ্ডপরিচালনে অক্ষম সাতারাধিপতি রামরাজ ঐ সময়ে মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে সমাসীন থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে পেশবা ও রঘুজী উভয়েই রাজ্যের পরিচালক ও নেতা ছিলেন। সচিবপ্রধান বাজীরাও ও সেনাপতিপ্রধান রঘুজী তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন। তদুদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারা আপনাদের প্রভুকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার রাজ্য উভয়ে বন্দোবস্ত মত বিভাগ করিয়া লইলেন। তদনুসারে পেশবা প্রাচীন রাজধানী পুণায় থাকিয়া মহারাষ্ট্রীয়ের অধিকৃত সমগ্র পশ্চিম-প্রদেশ এবং নাগপুরে বসিয়া রঘুজী সমগ্র পূর্ব্বাংশ শাসন করিতে লাগিলেন। দুরদৃষ্টবশতঃ রামরাজ সাতারা-দুর্গেই বন্দী রহিলেন।

পেশবা বাজীরাওকে স্বনামে মহারাষ্ট্রীয় শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে দেখিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুনাথের ঈর্ষা বাড়িয়া উঠিল। তিনি পেশবার অধীনতা স্বীকার করিলেন না। এই সূত্রে পুণা ও নাগপুরী মহারাষ্ট্রীয় দল দুইটী স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। [পেশবা, ভোঁস্‌লে ও নাগপুর দেখ।]

রঘুজীর পিতামহ পার্শ্বজী সাতারা-প্রান্তবর্ত্তী একজন সামান্য অশ্বারোহী সেনানায়ক ছিলেন। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর পৌত্র শাহজী তাঁহার রণপাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বক্সীর পদে নিয়োজিত করেন। তাঁহার পিতা বিম্বজী মহারাষ্ট্র-করসংগ্রহার্থ অগ্রসর হইয়া অযোধ্যা প্রদেশে নিহত হন। সুতরাং পিতামহের পর শাহজীর অনুকম্পায় তিনিই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, পার্শ্বজীর পুত্র জীবিত থাকিতেই, শাহজীর অনুগ্রহে পার্শ্বজীর ভ্রাতা রঘুজী বেরার সম্পত্তি লাভ করেন। রঘুজী রাজা শাহজীর শালীপতি-ভাই ছিলেন।

বুর্হানপুর, নাগপুর, বেরার প্রভৃতি শব্দে রঘুজীর বীরত্ব কাহিনী বিবৃত হওয়ায় এখানে আর লিখিত হইল না। ১৭৪৯ বা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু সময়ে তিনি পুত্র জানোজীকে নিজ রাজ্য দান করিয়া যান। জানোজী ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় কনিষ্ঠ মধুজীর পুত্র রঘুজী ভোঁসলে ২য়কে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিলে, সমগ্র সম্পত্তির শাসনভার মধুজীর উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে মধুজীর অগ্রজ সাবোজী আপনার উত্তরাধিকারিত্ব স্থাপনে অগ্রসর হন। এই কারণে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে মধুজীর হস্তে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সাবোজী নিহত হন। তদবধি ৩য় রঘুজী, পর্য্যন্ত নাগপুর ও বেরারের অধিকার মধুজীর বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে।

রঘুজী ভোঁস্‌লে (২য়), অভিভাবক ও পিতা মধুজীর রাজ্য শাসনের পর ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত-প্রদত্ত নাগপুর-সিংহাসন লাভ করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ তাঁহার দেহান্তর ঘটে।

রঘুজী ভোঁস্‌লে (৩য়) বেরার রাজ্যের শেষ মহারাষ্ট্র

রাজা। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এবং রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বে দাবি করিতে পারে এরূপ আত্মীয়তনয়ের অভাবে, অপর কাহারও উপর শাসন-ভার সমর্পণ না করিয়া তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর নিঃশব্দে ঐ বিস্তীর্ণ রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

রঘুদেব, ১ দিনসংগ্রহ নামক একখানি জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। ২ মিথিলাবাসী জনৈক পণ্ডিত। বিশ্বেশ্বর মিশ্রের পুত্র এবং অচ্যুত ঠক্কুরের দৌহিত্র। ইনি বিরুদাবলী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

রঘুদেব ন্যায়লঙ্কার ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপবাসী জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ অধস্তন বংশধর হইবেন। শিরোমণিকৃত নঞ্‌বাদের "নঞ্‌বাদবিবেচন" নামক টীকারচনাকালে রঘুদেব গ্রন্থারম্ভে স্বীয় পরিচয় এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"শিবং প্রণম্য তৎপশ্চাত্তর্কবাগীশ্বরং গুরুম্।
ক্রিয়তে রঘুদেবেন নঞোঽর্থস্য বিবেচনম্॥"

এই শ্লোকে রঘুদেব স্বীয় গুরু তর্কবাগীশকে বন্দনাপূর্ব্বক গ্রন্থের সূচনা করিয়াছিলেন। এই তর্কবাগীশ তৎকালীন নবদ্বীপপ্রসিদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার হরিরাম তর্ক-বাগীশ হইবেন। গ্রন্থের শেষে তিনি বলিতেছেন,—

"অত্র সুক্তং দুরুক্তং বা যৎকিঞ্চিৎ জল্পিতং ময়া।
তৎসর্ব্বং জগদীশস্য প্রীত্যর্থমিত্যনিন্দিতম্।
রঘুদেবকৃতগ্রন্থালোকনেন মনীষিণঃ।
অধ্যাপয়ন্ত সন্তোষৈনঞ্‌বাদমবিবাদতঃ॥"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি জগদীশের প্রীতির জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জগদীশের উপাধি তর্কালঙ্কার ছিল; সুতরাং উক্ত দুইটী শ্লোকে দুই জন গুরু-কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ রঘুদেব প্রথমে হরিরামের নিকট ও পরে জগদীশের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। তিনি যে জগদীশের ছাত্রসমূহের সমসাময়িক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার 'পদার্থখণ্ডনবিবরণ' নামে রঘুনাথশিরোমণি-কৃত পদার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা ১৬৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন রঘুদেব গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণির গূঢ়ার্থ-তত্ত্বদীপিকা নাম্নী একখানি ব্যাখ্যাপুস্তিকা, মহর্ষি কণাদের বৈশেষিকসূত্রের কণাদসূত্রব্যাখ্যান নামে টীকা ও দ্রব্যসারসংগ্রহ নামে কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা গ্রন্থের অংশরূপে তিনি অনুমিতি, পরামর্শবিচার, অবয়বগ্রন্থ, আকাঙ্ক্ষাবাদ, আখ্যাতবাদটিপ্পনী (রঘুনাথকৃত আখ্যাত-বাদের টীকা), ঈশ্বরবাদ, উপসর্গদ্যোতকত্ববিচার, কারণ-বাদার্থ, কার্য্যকারণভাববিচার, চিত্ররূপবাদ, জ্ঞানদ্বয়বাদ, জ্ঞানলক্ষণবিচার, তর্কবিচার, দণ্ডকারণতাবিচার, ধর্ম্মিতাব-চ্ছেদকপ্রত্যাসত্তিনিরূপণ, নঞর্থবাদটিপ্পনী বা নঞ্‌বাদটিপ্পনী নবীননির্ম্মাণ, নানার্থবাদ নিরুক্তিপ্রকাশ, নিশ্চয়ত্ব-নিরুক্তি, নিশ্চয়বাদ, পক্ষতা, প্রতিযোগিজ্ঞানকারণতাবিচার, প্রতিযোগিজ্ঞানস্য হেতুত্বখণ্ডনম্, মনোবাদ, লক্ষণাবাদ, লৌকিকবিষয়তাবাদ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-বাদ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবাদার্থ, বিষয়তাবাদ, সামগ্রীবাদ, স্মৃতিসংস্কারবিচার প্রভৃতি বহুবিধ টীকা প্রণয়ন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ঐ টীকাগুলি নৈয়ায়িকজগতে 'রঘুদেবী' নামে পরিচিত।

রঘু দৈবজ্ঞ, চিন্তামণিপীযূষধারাব্যাখ্যা নাম্নী মুহূর্ত্তচিন্তামণির টীকা প্রণেতা।

রঘুদ্রু (ত্রি) শীঘ্রগমনকারী, দ্রুতযায়ী।

"মনবে গানবস্তুতে রঘুদ্রুবঃ" (ঋক্ ১।১৪০।৪)
'রঘুদ্রুবঃ ক্ষিপ্রং গচ্ছন্ত্যঃ' (সায়ণ)

রঘুনন্দন, শ্রীচৈতন্যের অনুচর ভক্ত এবং হুসেনশাহ বাদসাহের প্রধান চিকিৎসক শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্যবংশীয় মুকুন্দের এক-মাত্র পুত্র। বৈষ্ণবসমাজে রঘুনন্দনের স্থান অতি উচ্চে; কেন না শ্রীগৌরাঙ্গ একদা এই রঘুনন্দনকে কোলে লইয়া পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ও আদর করিয়া ইহাঁর গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। যথা—শ্রীরূপকৃত পদ্যে—

"লীলাদ্রোহিমহাপ্রভুর্যমপি ভো ক্রোড়ে নিধায়াত্মনো,
ভক্ত্যা যুয়মিমং মমেতি নিগদন্ জানিধ্বমেবাত্মজম্।
কণ্ঠে প্রাগ্রঘুনন্দনং স্রজমদাৎ স্বীয়াং স্বয়ং কীর্ত্তনে,
ভালে যস্য চ চন্দনং প্রতিনভস্তং রূপং নমাম্যহং।"

এইজন্যই রঘুনন্দনের প্রণামশ্লোক নিম্নলিখিত রূপে গ্রথিত হইয়াছে, যথা—

"মুকুন্দতনয়ে নিত্যং ব্রজকন্দর্পরূপিণে।
গৌরপ্রেমপ্রদায়ৈব গৌরপুত্রায় তে নমঃ॥"

রঘুনন্দনের প্রতি মহাপ্রভুর এত কৃপানিদর্শন কেন? কারণ এই যে, রঘুনন্দনের ন্যায় ভক্ত বড় বিরল, রঘুনন্দনের কৃষ্ণভক্তিতে মহাপ্রভু তৎপ্রতি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই রঘুনন্দনের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তখন হইতেই তিনি ভক্ত। গুণচরিত্র-মহিমলেশগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"কৃষ্ণাবেশরসানুমোদমধুরো যঃ পঞ্চসংবৎসরাৎ,
কৃত্বা তস্য সুবিগ্রহং পরিবরেৎ শ্রীগোপীনাথাভিধং।
যদ্দত্তং শিশুলীলয়া সুমধুরং ক্ষীরং স আশীর্মুদা,
সোহয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তে শ্রীখণ্ডভূখণ্ডকে ॥"

ভক্তিতে রঘুনন্দন নিজ গৃহদেবতা গোপীনাথকে বাল্যে লড্ডুক ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গটী পদকল্পতরুতে উদ্ধবদাসের পদে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

রঘুনন্দন অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার বর্ণ শ্যাম, তিনি প্রায়ই পীতবসন পরিধান করিতেন; দীর্ঘকেশগুলি চূড়ার ছাঁদে বাঁধিতেন এবং দেবতার প্রসাদী ফুলমালা গলে পরিতে ভাল বাসিতেন; এইরূপ বেশে সুসজ্জিত রঘুনন্দনকে দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইত।

রঘুনন্দনের রচিত "গৌরনামামৃতস্তোত্র" অতি সুন্দর ও সহজ সংস্কৃতে গ্রথিত, পাঠ করিতেই হৃদয় দ্রব হয়। রঘুনন্দন দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার পুত্রের নাম ঠাকুর কানাই।

শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তমের সময় রঘুনন্দন প্রৌঢ় বয়স্ক, তিনি তৎকালে সকলেরই মাননীয় ছিলেন, প্রতি প্রধান মহোৎসবাদিতে সর্ব্বাগ্রে সসম্মানে গৃহীত হইতেন।

রঘুনন্দন (পুং) রঘূন্ রঘুবংশসম্ভূতান্ নন্দয়তীতি নন্দি-ল্যু। ১ শ্রীরাম। (শব্দরত্না০)

রঘুনন্দন, বৰ্দ্ধমানপ্রদেশের অন্তর্গত মাড়গ্রাম নিবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি নিত্যানন্দবংশীয়, ইহাঁর পিতার নাম কিশোরীমোহন গোস্বামী। ইনি ভাগবতসিদ্ধান্ত. ব্রজরমাপরিণয়, ছন্দোমঞ্জরীটীকা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

[প্রথমে রঘুনন্দন গোস্বামী দ্রষ্টব্য।]

রঘুনন্দন, ১ কৃষ্ণপূজাপদ্ধতিপ্রণেতা। ২ ছান্দোগ্যোপনিৎসংগ্রহরচয়িতা। ৩ দ্বাদশযাত্রাপ্রমাণতত্ত্ব ও রাসযাত্রাপদ্ধতি নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা। এই গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা ও ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্মৃতিতত্ত্বকার রঘুনন্দনের রচিত বলিয়াই বোধ হয়। ৪ বৃহৎপর্ব্বমালা নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। ৫ বিশুদ্ধিদর্পণপ্রণেতা। ৬ সংকল্পচন্দ্রিকারচয়িতা। ইহাঁর উপাধি ভট্টাচার্য্য।

রঘুনন্দন আচার্য্যশিরোমণি, কলাপতত্ত্বার্ণব নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

রঘুনন্দন গিরি, আসামপ্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী শৈলমালা। ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে বিস্তৃত হইয়াছে।

২ চট্টলের অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী।

রঘুনন্দন গোস্বামী, রামরসায়ন ও শ্রীরাধামাধবোদয় নামক দুইখানি বাঙ্গালা কাব্যরচয়িতা। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে তিনি বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কিশোরীমোহন একজন প্রসিদ্ধ ভাগবত ছিলেন, তাঁহার মাতার নাম উষা ও বিমাতার নাম মধুমতী। নিত্যানন্দপ্রভুর বংশে রঘুনন্দনের জন্ম হয়। বংশতালিকা এইরূপ :—
১ নিত্যানন্দ, ২ বীরভদ্র, ৩ বল্লভ, ৪ রামগোবিন্দ, ৫ বিশ্বম্ভর, ৬ বলদেব, ৭ কিশোরীমোহন। রঘুনন্দন পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, তাঁহার অগ্রজ অপর তিন পুত্রের নাম পাওয়া যায়।

রামরসায়নে তিনি মহাকবি বাল্মীকি ও তুলসীদাসের অনুসরণ করিয়াছেন। কবি উত্তরকাণ্ডে করুণরসাশ্রিত সীতাবর্জ্জন, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি অংশগুলি লিপিবদ্ধ করেন নাই। ঐ গ্রন্থখানি তিনি স্বীয় গৃহপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধামাধববিগ্রহের নামে উৎসর্গ করেন। এই রাধামাধবকে স্মরণ করিয়া তিনি কৃষ্ণ ও রাধালীলা-বিষয়ক বৃহদ্‌গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের অপর নাম ভাগবত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপবাসী জনৈক বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ। ইনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নামে বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহার পিতা হরিহর বন্দ্যো ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তৎকৃত সময়-প্রদীপ নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। হরিহর নবদ্বীপে স্মৃতির টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করাইতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দন ও কনিষ্ঠ যদুনন্দন বাল্যকালে পিতার টোলেই বিদ্যাভ্যাস করিতেন। যদুনন্দন অতি অল্পবয়সেই কালগ্রাসে পতিত হন।

রঘুনন্দন কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ঠিক বিবরণ উদ্ধার করা সুকঠিন। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের প্রথম ভাগে তিনি নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। তৎসংগৃহীত জ্যোতিস্তত্ত্ব গ্রন্থের রবিসংক্রান্তিগণনায় লিখিত হইয়াছে যে,—

"নবাষ্টশক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা" এতদ্দ্বারা ১৪৮৯ শকে জ্যোতিস্তত্ত্ব-সঙ্কলনের কাল উপলব্ধি করা যায়। সাধারণের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জ্যোতিস্তত্ত্বকে তাঁহার শেষ বয়সের গ্রন্থ বলিয়া কল্পনা করিলে তাঁহার জন্ম ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকের কোন সময়ে ধরিয়া লইতে পারা যায়। অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় ২০।২৫ বৎসর পরেই তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তৎকৃত একাদশীতত্ত্বে, বিষ্ণুপূজাপদ্ধতিতে ও আহ্নিকতত্ত্বে হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থের উল্লেখ আছে, সুতরাং রঘুনন্দনের

সংগ্রহ-গ্রন্থ যে হরিভক্তিবিলাসের পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

' সনাতন গোস্বামিকৃত বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণী নামক ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকায় গ্রন্থসমাপ্তিকালে এইরূপ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে,—"শাকে ষট্‌সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।" আবার ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—"অস্মদ্ভগবদ্ভক্তিবিলাসটীকায়াং কথামাহাত্ম্যে বিস্তারিতমেবাস্তি।" সুতরাং হরিভক্তিবিলাসটীকা যে বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণীর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৭৬ শকের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃই অনুমান করা যায়। এতদ্দ্বারা তাঁহার তত্ত্বগ্রন্থাংশ যে উক্ত সময়ের অগ্রপশ্চাতে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থে রায়মুকুটের (১৪৩১ খৃঃ) উল্লেখ ও নির্ণয়সিন্ধুতে (১৬১২ খৃঃ) তাঁহার স্মৃতিতত্ত্বের উল্লেখ দেখিয়া তাঁহাকে এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কালের লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

রঘুনন্দন অতি শান্তস্বভাব ও ধীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কথিত আছে, হরিহরকে তাঁহার পুত্রের (রঘুনন্দনের) অসদাচরণের জন্য কখন কাহারও অভিযোগ শুনিতে হয় নাই। রঘুনন্দন যেমন শান্ত ছিলেন, বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়াতে তাঁহার তেমনই মনঃসংযোগ ছিল। তিনি পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া অত্যল্পকালমধ্যে ব্যাকরণ, অভিধান ও কাব্যাদি অধ্যয়ন করিয়া লইলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি সেই নবীন বয়সেই নব নব ভাবপূর্ণ কবিতাসমূহ লিখিয়া সহাধ্যায়ী ও অধ্যাপকের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইতেন। তাঁহার এই পূর্ব্ববিকাশ হইতেই অনেকে তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের আভাস পাইয়াছিল।

হরিহর ভঙ্গকুলীন-সন্তান ছিলেন। ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে তৎকালে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই সকল কুপ্রথার বিরোধী হরিহর কাব্যাদি পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন নাই। বিবাহের পর হইতেই রঘুনন্দন পিতার নিকট স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিতার নিকট হইতে স্মৃতিশাস্ত্রে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি নবদ্বীপের তাৎকালিক সুবিখ্যাত স্মৃতিবিৎ ও মীমাংসক শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির নিকট অধ্যয়ন করিতে যান। প্রবাদ আছে যে, তিনি বাসুদেবের নিকটও শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের সমকালই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের অভিনব সমৃদ্ধির সময়। এই সময়ে মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া সর্ব্ববর্ণের লোকদিগকে ধর্ম্মপথের পথিক করিতেছিলেন এবং তর্ক-কেশরী কাণভট্ট শিরোমণি স্বীয় অলোকসামান্য প্রতিভাবলে ও অসাধারণ তর্কশক্তিপ্রভাবে মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব ও নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে বাঙ্গালাকে বিদ্যাগৌরবে শ্রেষ্ঠ আসন পাইতে অধিকারী করিয়াছিলেন। এই সময়ে রঘুনন্দন ধর্ম্মশাস্ত্রের লুপ্তপ্রায় তত্ত্বসমূহ মীমাংসা দ্বারা উদ্ধার করিয়া বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে তৎসমুদায় অবশ্যপালনীয় বলিয়া প্রচলিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বঙ্গে একাদিক্রমে বিদ্যা ধর্ম্মের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ঐ সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে সুলতান সৈয়দ হোসেন শাহ উপবিষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এবং প্রায় ৪ শত বৎসর মুসলমানসংসর্গে পড়িয়া তৎকালে বঙ্গবাসিগণের আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিতেছিল। যবনসংসর্গে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রমধ্যে কোনরূপ প্রভেদ ছিল না, আহার সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অনেক হিন্দুই প্রকাশ্যভাবে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিল। এই সকল সামাজিক বিপ্লব লক্ষ্য করিয়া সূক্ষ্মদর্শী রঘুনন্দন সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পঠদ্দশায় ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ আলোচনা-কালে রঘুনন্দন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের "নানা মুনির নানা মত"; এবং নব্য স্মৃতিসংগ্রাহকগণও সেই মতসমূহের প্রকৃত সামঞ্জস্য করিতে সমর্থ হন নাই। সেই প্রাচীন ও নব্য স্মৃতিকারদিগের সময়োচিত মত-সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কঠিন ব্যাপার এবং তজ্জন্যই ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজকে ধর্ম্মশাসনে শাসিত করিতে না পারিলে আর ধর্ম্মরক্ষার উপায় নাই বুঝিয়া, স্মার্ত্তবীর রঘুনন্দন সমাজবন্ধন দৃঢ়করণার্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন টীকা প্রস্তুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

স্মৃতিসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি প্রথমে মলমাসতত্ত্বসংগ্রহে ব্রতী হন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্বরচিত তত্ত্বগ্রন্থসমূহের এইরূপ একটী তালিকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে।
প্রায়শ্চিত্তে বিবাহে চ তিথৌ জন্মাষ্টমীব্রতে॥

দুর্গোৎসবে ব্যবহারতত্ত্বেকাদশ্যাদিনির্ণয়ে।
তড়াগভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গত্রয়ে ব্রতে ॥
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে।
দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্যবিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতিস্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ ॥"*

রঘুনন্দন স্বকৃত স্মৃতিতত্ত্ব এইরূপে ২৮ অংশে বিভক্ত করিয়া ন্যূনাধিক ২৫ বৎসর ঘোরতর পরিশ্রমের পর উহা সমাপ্ত করেন। এই সুদীর্ঘকাল তিনি যে কেবল শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়াই স্বীয় মত স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি মিথিলা কাশী প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং তদ্দেশীয় জনগণের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক তথাকার অধ্যাপকদিগের সহিত শাস্ত্রবিচার করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের আর কোথাও রঘুনন্দনের মত প্রচলিত দেখা যায় না।

এই অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বে হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ত্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থসঙ্কলনকালে পরস্পর-বিরুদ্ধ মতসমূহের একবাক্যতানিরূপণার্থ তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্রাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তত্তদ্বিষয়ের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, মীমাংসকতা, সারগ্রাহিতা ও দূরদর্শিতা বলে কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থের মত খণ্ডন করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং গ্রন্থ বিশেষের সাহায্যে শ্রুতি ও স্মৃতির ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিয়া বিরোধভঞ্জনপূর্ব্বক প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিগুলি অখণ্ডনীয় ও বলবৎ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে তিনি সময়োপযোগী করিবার জন্য নিজ গ্রন্থে স্বকপোলকল্পিত যুক্তির অনুসরণ না করিয়াছেন, এমন নহে।

পারিভদ্রীয় জীমূতবাহন দায়ভাগ সম্বন্ধে যেরূপ ভূয়োদর্শন ও ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছেন, রঘুনন্দনও আচার সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালায় রঘুনন্দনের গ্রন্থে অধিকারী না হইলে, কেহই স্মার্ত্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। কিরূপে সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপেই বা বিচার করিতে হয় এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরই বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, ব্যবহারতত্ত্বে তিনি তাহা অতি সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনন্দনের গ্রন্থপাঠে তৎকালপ্রচলিত আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখিয়া নবদ্বীপের ও অন্যান্য স্থানের অধ্যাপকগণ তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বিচারার্থী হন, কিন্তু তিনি এরূপ দৃঢ়তা ও সুযুক্তির সহিত আত্মপক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরোধিগণ অবশেষে তাঁহার মতাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই শাস্ত্রীয় বিচারে জয়লাভ করিবার অনতিকাল মধ্যে তাঁহার যশোভাতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং দিন দিন নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ শিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার টোলে আসিয়া সমবেত হয়। তাঁহার সুশিক্ষাগুণে ছাত্রবৃন্দেরও গুরুভক্তি অচলা হইয়াছিল। তাঁহারা আবার যখন ছাত্র লইয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন অধ্যাপকের প্রতি অচলা ভক্তিবশতঃ গুরুর গ্রন্থ হইতে আপনাপন ছাত্রমণ্ডলীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থ বঙ্গভূমির চারিদিকে প্রচারিত হইয়া তাঁহারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিল এবং যে সমস্ত প্রাচীন স্মৃতিকারগণের গ্রন্থ হইতে তিনি স্বীয় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচলিত হইবার পর প্রাচীন রীতিনীতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণদিগের সিদ্ধচাউল, মৎস্য ও মসুর দাইল ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমানপ্রাধান্য সময়ে অনেক ব্রাহ্মণই সিদ্ধ চাউল, মসুর দাইল প্রভৃতি গোপনে ভক্ষণ করিতেন। রঘুনন্দন সাময়িক ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া উক্তরূপ নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণেরও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিথিতত্ত্বে তিনি আর্য্য ঋষিগণের প্রণোদিত তিথিবিশেষে নিষিদ্ধ আহার্য্য বস্তুর সম্যক্ আলোচনা করায়, তাঁহার নিয়মই সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রাচীন মতে একাদশী-তিথিপরিমিত কাল উপবাসী থাকিলে একাদশী পালন করা হইত, কিন্তু তিনি একাদশী সম্বন্ধে একদিন উপবাসের বিধি প্রকটন করেন। অসুস্থ রুগ্ন অথবা শৈশবাবস্থা হেতু বিধবাগণ একাদশীতে উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে তাহারা অনুকল্প করিতে পারিত, কিন্তু রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে তাহা রহিত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের মধ্যে মেল প্রচলিত হইবার শতবর্ষ মধ্যে বংশজচূড়ামণি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। তিনি রাঢ়ীয় সমাজের অবস্থা অবলোকন করিয়া নিতান্ত

* ১ মলমাস, ২ দায়ভাগ, ৩ সংস্কার, ৪ শুদ্ধি, ৫ প্রায়শ্চিত্ত, ৬ বিবাহ, ৭ তিথি, ৮ জন্মাষ্টমী, ৯ দুর্গোৎসব,১০ ব্যবহার, ১১ একাদশী, ১২ জলাশয়াদ্যুৎসর্গ, ১৩ ঋগ্বেদীয় বৃষোৎসর্গ, ১৪ যজুর্ব্বেদীয় বৃষোৎসর্গ,১৫ সামবেদীয় বৃষোৎসর্গ, ১৬ ব্রত, ১৭ দেবপ্রতিষ্ঠা, ১৮ দিব্য, ১৯ জ্যোতিষ, ২০ বাস্তুযাগ, ২১ দীক্ষা, ২২ আহ্নিক, ২৩ কৃত্য, ২৪ মঠপ্রতিষ্ঠা, ২৫ পুরুষোত্তমক্ষেত্র, ২৬ ছন্দোগ শ্রাদ্ধ, ২৭ যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধ, ২৮ শূদ্রকৃত্যবিচার।

মর্ম্মাহত হন এবং উচ্চ-সম্মানপ্রাপ্ত কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজে শাস্ত্র বহির্ভূত আচার ব্যবহার, বিধর্ম্মীর অনুকরণ, সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থা, পরশ্রীকাতরতা, পরস্পর বিদ্বেষিতা, মূর্খের প্রাধান্য, পণ্ডিতের হতাদার ইত্যাদি ব্যভিচার-দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্যই প্রধানতঃ 'স্মৃতিতত্ত্ব' প্রচারের সংকল্প করেন।

মেলবন্ধনহেতু পাত্রাভাবপ্রযুক্ত কুলীনকন্যাদিগের বিবাহ-বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় শ্রীনাথাচার্য্য প্রভৃতি কুলীন সন্তানগণ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া যখন বয়স্থা কন্যার বিবাহ ও বহুবিবাহের সমর্থন করিতে থাকেন, তখন অনাচার-বিরোধি-বংশজ-সমাজের মুখপাত্র রঘুনন্দন স্বীয় 'উদ্বাহতত্ত্বে' উঁহাদিগের মতসমূহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া খণ্ডন করেন।

আরও, স্ব স্ব মেল মধ্যে পাত্রাভাব ঘটায় যখন কুলীন-গণ কন্যার বয়ঃকনিষ্ঠ পাত্রকেও কন্যাসম্প্রদান করা বিধেয় এবং "কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে তবুও নির্গুণ অথবা মেল বহির্ভূত পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা হইবে না" বলিয়া ঘোষণা করায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে দ্বাদশোর্দ্ধবয়স্কা এবং পাত্রা-পেক্ষা অধিক বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ; আর দৃষ্টরজস্কা অনূঢ়া কন্যা গৃহে রাখিলে তাহার পিতৃপুরুষ ও জ্ঞাতিবর্গ সকলেই নরকস্থ হইবে।

প্রবাদ আছে যে, রঘুনন্দন স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশের পরেই, পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ করিবার নিমিত্ত গয়াধামে গমন করেন। পিণ্ডদানমানসে তিনি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে পাণ্ডারা তাঁহার নিকট হইতে অসম্ভব মূল্য চাহিয়া বসেন। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যান এবং ক্রোশপরিমিত গয়াক্ষেত্রের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া প্রান্তরে গিয়া পিণ্ডদান করিতে উদ্যত হইলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে নব-দ্বীপের স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য জানিয়া তাঁহাকে বিনতি করিয়া শ্রীমন্দিরে আনাইয়া শ্রাদ্ধাদি করাইয়াছিলেন। গয়ালীগণ রঘু-নন্দনের ক্ষমতার বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি বাহিরে পিণ্ডদান করিলে বঙ্গবাসী সকলেই যে তাঁহার পদানুসরণ করিবে তাহা উপলব্ধি করিয়া এবং আপনাদের স্বার্থ-হানি হইবে জানিয়াই তাঁহার তৃপ্তিবিধানে বাধ্য হন।

তাঁহার স্মৃতিসংগ্রহের সকল ব্যবস্থাগুলিই প্রায় বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে, কেবল মাত্র সংস্কারতত্ত্বের উপনয়নবিধি প্রচলিত হয় নাই। এখনও এদেশীয় ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন মতেই উপনয়ন হইয়া থাকে।

আটাশখানি স্মৃতিতত্ত্ব ভিন্ন তিনি রাসযাত্রাপদ্ধতি, সংকল্প-চন্দ্রিকা, ত্রিপুষ্করশান্তি, প্রমাণতত্ত্ব, জীমূতবাহনকৃত দায়-ভাগের টীকা ও দ্বাদশযাত্রা নামে আরও কয়খানি স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সকল পুস্তকে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিচারশক্তি, প্রগাঢ় যুক্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি এতাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও অহঙ্কৃত ছিলেন না। তাঁহার লিখিত মলমাসতত্ত্বের শেষ শ্লোক হইতে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়—

"বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্ত যদত্র ভাষিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্ব' বুভুৎসয়া॥"

এইরূপে রঘুনন্দন আজীবন শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালকবলে পতিত হন।* অল্পদিন হইল তাঁহার বংশলোপ ঘটিয়াছে। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় রঘুনন্দনের পুত্র রমাপতি সিদ্ধান্ত, তৎপুত্র রামনাথ ভট্টাচার্য্য ও তৎপুত্র গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী এই কয়-জনের নাম পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের দুইখানি টীকা আছে;—একখানি কাশীরাম বাচস্পতি কৃত এবং অপর খানি শান্তিপুরনিবাসী অদ্বৈতবংশীয় রাধা-মোহন গোস্বামীর রচিত।

রঘুনাথ (পুং) রঘূনাং নাথঃ কুত্ত্বাদিত্বাৎ ণত্বাভাবঃ। শ্রীরাম।
"রঘুনাথোঽপ্যগস্ত্যেন মার্গসন্দর্শিতাত্মনা।
মহৌজসা সংযুযুজে শরৎকাল ইবেন্দুনা॥" (রঘু ১৫।৫৪)

রঘুনাথ (রোঘোডাকাত), বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ দস্যু-সর্দ্দার। ইহার ভীম বীর্য্যের কথা বাঙ্গালীমাত্রের হৃদয়ে জাগরূক। বালক দুর্দ্ধর্ষ হইলেই লোকে যেন "রোঘো ডাকাত" বলিয়া উপমা দিয়া থাকে। কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠবর্ত্তী কাশীপুর থানার ঠিক উত্তর গায় যে দ্বাদশ শিবমন্দির আছে, উহা রঘোর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ।

রঘুনাথ, ১ আগ্রয়ণেষ্টিপ্রয়োগরচয়িতা। ২ আধানপদ্ধতি, দশশ্রাদ্ধপদ্ধতি ও শ্রাদ্ধপদ্ধতিপ্রণেতা। ৩ অশৌচনির্ণয়-রচয়িতা। ৪ কেশবার্ককৃত জাতকপদ্ধতির টীকাপ্রণেতা। ৫ খণ্ডনভূষামণি নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা। ৬ খণ্ডপ্রশস্তি টীকা প্রণেতা। ইনি নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ৭ খেট-তরঙ্গিণী নাম্নী জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ৮ গয়াকৃত্য বা গয়ানুষ্ঠানপদ্ধতি নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ৯ জাতিবিবেক-প্রণেতা। ১০ জ্যোতির্নির্ণয়রচয়িতা। ১১ ত্র্যম্বকীটীকা-কর্ত্তা। ১২ দ্রব্যশুদ্ধিপ্রণেতা। ১৩ ধর্ম্মসেতুপ্রণেতা। ১৪ পুরুষোত্তমসহস্রনাম নামক গ্রন্থের নামচন্দ্রিকা নাম্নী

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ২৯৫ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

টীকাকার। ১৫ পূর্ত্তমালারচয়িতা। ১৬ প্রায়শ্চিত্তকুতূহল-প্রণেতা। ১৭ ব্রহ্মবোধ ও ব্রহ্মাববোধ নামক দুইখানি গ্রন্থরচয়িতা। ১৮ ভক্তিমীমাংসাসূত্র ও ভক্তিসন্ন্যাসনির্ণয়বিবরণ-প্রণেতা। ১৯ ভরতশাস্ত্র নামক অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা। ২০ ভাবরত্নসমুচ্চয় নামক জ্যোতিগ্রর্ন্থসঙ্কলয়িতা। ২১ যতি-ধর্ম্মসমুচ্চয় ও যত্যন্তকর্ম্মপদ্ধতি নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা। ২২ বৈষ্ণবিলাসরচয়িতা। ২৩ শাখায়নগৃহ্যসূত্রার্থদর্পণরচয়িতা। ২৪ শ্রীপতিটীকা নামক জ্যোতিবিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা। ২৫ সরস্বতীসূত্রলঘুভাষ্য নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ২৬ সুখবোধ ও সুবোধমঞ্জরী নাম্নী জ্যোতিগ্রর্ন্থরচয়িতা। ২৭ হিল্লাজ-টীকাপ্রণেতা। ২৮ ধর্ম্মামৃতমহোদধি নামক গ্রন্থরচয়িতা। অনন্তদেবের পুত্র। ২৯ জনৈক কবি। জয়রামের পুত্র, ইনি ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রসিকরমণকাব্য প্রণয়ন করেন। ৩০ প্রয়োগতত্ত্বপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম ভানুজি। ৩১ জাতককল্লোল বা কল্লোলজাতক নামক গ্রন্থপ্রণেতা। লক্ষ্মণের পুত্র। রাজপুতনায় ইনি রঘুনন্দন নামেও পরিচিত। ৩২ শাখায়নায় মৈত্রাবরুণপ্রয়োগরচয়িতা। ইনি ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, ইহাঁর পিতার নাম লক্ষ্মীধর এবং পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন। ৩৩ বিট্‌ঠল দীক্ষিতের পুত্র। ইনি পদ্য নামে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ৩৪ মুহূর্ত্তমালা-রচয়িতা। ইহাঁর পিতার নাম সরস। চিত্তপাবন-ব্রাহ্মণবংশে ইহার জন্ম। ৩৫ পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি।

রঘুনাথ আচার্য্য, ১ সত্যনিধিতীর্থের (মৃত্যু ১৬৬১ খৃঃ) এবং সত্যনাথ তীর্থের (মৃত্যু ১৬৭৪ খৃঃ) সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের পূর্ব্ব নাম। ২ শ্রীরাঘবীয় কাব্য ও সুভদ্রাপরিণয় নাটক-প্রণেতা। ৩ মুহূর্ত্তসর্ব্বস্বরচয়িতা। ৪ যাদবরাঘবীয় প্রণেতা।

রঘুনাথ উপাধ্যায়, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ধৃত জনৈক কবি।

রঘুনাথ কবি, ১ ভাগবতচম্পূপ্রণেতা। ২ সংস্কৃতমঞ্জরী নামক ব্যাকরণরচয়িতা।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও প্রধান বাণিজ্যস্থান।

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, বঙ্গের একজন অদ্বিতীয় শাব্দিক ও অমর-কোষের টীকাকার, ইনি বঙ্গের পাশ্চাত্যবৈদিককুলে আখোড়ার শাণ্ডিল্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেবশাণ্ডিল্যের সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব ও লক্ষ্মীকান্তবাচস্পতির সদ্বৈদিক-কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, রঘুনাথের বৃদ্ধপিতামহ রামানন্দ হাজি-ভয়ে আখোড়াসমাজ পরিত্যাগ করিয়া সামন্তসারে আসিয়া বাস করেন। তৎপুত্র গঙ্গানন্দ ও তৎপুত্র রতিনাথ। রতি-নাথ সামন্তসারের শৌনকসমাজদারবংশে বিবাহ করেন। রতিনাথের পুত্র গৌরীকান্ত। গৌরালীয় বশিষ্ঠ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণবেদভূষণের কন্যার সহিত গৌরীকান্তের বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে রামনাথ ও প্রসিদ্ধ শাব্দিক রঘুনাথ জন্মপরিগ্রহ করেন। সামন্তসারেই রঘুনাথের জন্ম, এ কারণ তিনি নিজ টীকায় "সামন্তসারনিলয়ঃ" বলিয়া আপনার পরিচয় দান করিয়াছেন। তিনি পিতার আজ্ঞায় জপ্সার কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় গোপালের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ঐ স্ত্রীর গর্ভে রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র নামে দুই পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। অতঃপর রঘুনাথ কোটালিপাড়ের সুবিখ্যাত শুনক-বংশে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন।

ইদিলপুরের কায়স্থজমিদার শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়চৌধুরীর উৎ-সাহে রঘুনাথ 'ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি'নামে অমরকোষের টীকা রচনা করেন। এ ছাড়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ আছে। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ দেবসেবা চালাইয়া আসিতেছেন। রঘুনাথের সামন্তসারের বাসভূমি জলমগ্ন হওয়ায় তৎপুত্র রামচন্দ্র ইদিলপুরে চলিয়া আসেন। ইদিলপুরের অন্তর্গত আমতলী ও তুলাসারে অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। রঘুনাথ ধানুকার কৃষ্ণাত্রেয় বলরাম বাচস্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধানুকাগ্রামস্থ দেবমন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ১৬৭৫ শকাব্দে বলরাম বাচস্পতি পিতার মুক্তিকামনায় পার্ব্বতীসহ কাশীশ্বর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব বলরামের মন্ত্রশিষ্য রঘুনাথ ঐ সময়ে জীবিত থাকা সম্ভব।

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীধরকৃত বেদস্তুতিটীকার টিপ্পনীকার।

রঘুনাথ তর্কবাগীশ, এক অসাধারণ তান্ত্রিক, আগমতত্ত্ববিলাস নামক তন্ত্রগ্রন্থরচয়িতা।

রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য, সাংখ্যতত্ত্ববিলাসরচয়িতা। ইনি শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র ও চন্দ্রবন্দ্যোর পৌত্র।

রঘুনাথ তিরুমল সেতুপতি, দাক্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দু-নরপতি।

রঘুনাথ তীর্থ, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। পূর্ব্বনাম কৃষ্ণশাস্ত্রী। বিদ্যানিধি তীর্থের মৃত্যুর পর ইনি গদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

রঘুনাথ দত্ত, একখানি শীতলামঙ্গলপালা রচয়িতা।

রঘুনাথ দাস, তন্তুবায় জাতীয় জনৈক বাঙ্গালী কবিওয়ালা।

রঘুনাথ দাস, ১ কাশীমাহাত্ম্যকৌমুদীপ্রণেতা। রূপগোস্বামী-কৃত দানকেলিকৌমুদীর একখানি টীকা ও সারাৎসারতত্ত্ব-সংগ্রহ নামে অপর একখানি গ্রন্থ প্রণেতা।

[রঘুনাথ দাস গোস্বামী দেখ।]

রঘুনাথ দাস গোস্বামী, জনৈক প্রসিদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণব। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের নিকট হরিপুর নামে একটী স্থান আছে; প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে এই হরিপুর একটী সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম মধ্যে পরিগণিত ছিল; তৎকালে এই গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামে দুই সহোদর বাস করিতেন; বিংশতি লক্ষের অধিকারী হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন তৎকালে প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামে মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা জাতিতে কায়স্থ। তাঁহাদের উপাধি মজুমদার ছিল।

এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের একটী পুত্র হয়, ঐ পুত্রেরই নাম রঘুনাথ দাস। রঘুনাথের প্রকৃতি অতি বিচিত্র ছিল, অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারবিরাগীর ন্যায় ছিলেন। যখন হরিদাস ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য হরিপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে যান, তখন রঘুনাথ তাঁহার পরিচর্য্যাদি করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হন। ঐ সময় রঘুনাথ তাঁহাদের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম তাঁহার কর্ণগোচর হয়। রঘু গৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াই তদীয় চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন তাঁহার ধৈর্য্য অন্তর্হিত হইল; তিনি শাস্ত্রালোচনা, সাংসারিক সুখ, এমন কি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একান্তে কেবল গৌরাঙ্গসঙ্গ লাভের উপায় ভাবিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় তিনি একাকী পলাইয়া গৌরাঙ্গ-সমীপে যাইতে চেষ্টা করেন, রঘুনাথের পিতা, পুত্রের ঈদৃশ আচরণে ভীত হইয়া, যাহাতে তিনি পলাইতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার রক্ষার্থ পাঁচজন প্রহরী ও বুঝাইবার জন্য দুইজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত রাখেন এবং তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্য সেই অল্পবয়সেই (সপ্তদশ বর্ষে) একটী উন্মুখ-যৌবনা সুন্দরী বালিকার সহিত বিবাহ দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যে প্রেমের প্রবল আকর্ষণে ব্রজগোপীগণ পতিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া পাগলিনীপ্রায় পুলিনপ্রান্তে ছুটিয়া যাইত; রঘুনাথ সেই প্রেমের আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারিলেন না। একদা রাত্রি-কালে তাঁহার গুরু যদুনন্দনাচার্য্য তাঁহাকে একটী কার্য্যে প্রেরণ করিলে, তিনি গুরু আজ্ঞা পালন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে নীলাচলের দিকে ছুটিলেন। আহারনিদ্রাত্যাগ করিয়া দ্বাদশ দিনে নীলাচলে গিয়া প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইলেন।

রঘুনাথের প্রতি প্রভু অতি সদয় ব্যবহার করিলেন; তিনি রঘুনাথকে আপনার "দ্বিতীয় স্বরূপ" স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য অতুলনীয়, চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

"রঘুনাথের অনন্ত গুণ কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের লেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায়, যাঁহার—স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারিদণ্ড, সেহ নহে কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন॥"

রঘুনাথ ষোল বৎসর কাল নীলাচলে প্রভুর সেবা করেন, প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বৃন্দাবনে গমন করেন, ইচ্ছা—সনাতন ও শ্রীরূপকে দর্শনান্তর গোবর্দ্ধন হইতে পতিত হইয়া দেহ-ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর বিরহব্যথা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন; কিন্তু রূপ ও সনাতন তাঁহাকে এ অন্যায় সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে তৃতীয় ভ্রাতার মত রাখিতেন ও তাঁহার মুখে প্রভুর সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেন।

বৃন্দাবনে তিনি যে ভাবে জীবন যাপন করেন, চরিতামৃতে তাহার এইরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে, যথা—

"অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কি কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম॥
রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিন্তন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধন।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিন॥"

রঘুনাথকে প্রভু কৃপা করিয়া একছড়া গুঞ্জামালা ও একটী গোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করেন; রঘুনাথ ইহাঁরই সেবা করিতেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে,—

"প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে আপনা পাসরে॥
দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনামগ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দু-নয়নে॥
দাস গোস্বামীর চেষ্টা কে বুঝিতে পারে।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণচৈতন্য বিহারে॥"

রঘুনাথ প্রথম প্রথম গোবর্দ্ধন সমীপে বাস করেন, পরিশেষে রাধাকুণ্ডতীরে অবস্থিতি করিতেন। এই রাধা-কুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড-উদ্ধারই রঘুনাথের এক কীর্ত্তি। তিনি উক্ত বিলুপ্ত তীর্থদ্বয়ের উদ্ধার না করিলে বৈষ্ণববর্গের বিষাদের সীমা থাকিত না।

এই স্থানে অবস্থানকালে রঘুনাথ স্বীয় অপূর্ব্ব সংস্কৃত স্তবমালা গ্রন্থ (স্তবাবলীগ্রন্থ), সংস্কৃত দানচরিত ও মুক্তাচরিত গ্রন্থ রচনা করেন। এই স্থানে থাকিয়াই তিনি বঙ্গভাষায় কয়েকটী পদ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনে শ্রীরূপাদির অন্তর্দ্ধানে রঘুনাথ অতি ব্যথিত হন, তখন তিনি চারিদিক্ শূন্য দেখিতেন, তিনি লিখিয়াছেন—

"শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে॥" ইত্যাদি।

তাঁহার তখনকার অবস্থা কর্ণানন্দের নিম্নলিখিত দুটী ছত্রে প্রকাশিত আছে; যথা—

"বড়ই বিয়োগে গোসাঞির কাতর অন্তর।
কিরূপে দেহত্যাগ, ইহা ভাবে নিরন্তর॥"

রঘুনাথ শেষাবস্থায় নীলাচলে আসিলেন। তাঁহার নীলাচল-জীবন তৈলহীন প্রদীপের ন্যায়—মনে স্ফূর্ত্তিমাত্র ছিল না; এখানে আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতিথিতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী, গুণলেশসুখদ, মনঃশিক্ষা ও স্তবাবলী নামক গ্রন্থত্রয়প্রণেতা।

রঘুনাথ দীক্ষিত, ১ আশ্বলায়নগৃহ্যকারিকা-রচয়িতা। ২ কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়োদ্ধৃত জনৈক কবি।

রঘুনাথ পণ্ডিত, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নামক ভাগবতের অনুবাদক। ইঁহার উপাধি ভাগবতাচার্য্য। ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, ষোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বভাগে এই ভাগবতানুবাদ প্রচার করেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বিরচিত কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এই পুস্তকের উল্লেখ আছে। অনুবাদ প্রায় ২০ হাজার শ্লোকে পূর্ণ।

রঘুনাথ পণ্ডিত, রাজকোষনিঘণ্টু বা রাজব্যবহারকোষ নামক অভিধান প্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ। ইনি মহারাষ্ট্র কেশরী শিবজীর (১৬৬৪-৮০ খৃঃ) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

রঘুনাথপুর, বাঙ্গালার মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। গৌরাঙ্গডিহি হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে রঘুনাথপুরের বনরাজি সমাবৃত গণ্ডশৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১ হাজার ফিট্ উচ্চ। উহার তিনটী শৃঙ্গ এরূপ সোজা উঠিয়াছে যে, তাহাতে সহজে আরোহণ করা দুঃসাধ্য।

রঘুনাথপুর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

রঘুনাথপুরম্। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষাং ১৯°৪৩´৪০´´ উঃ এবং ৮৪°৫১´ পূঃ।

রঘুনাথ ভট্ট, ১ স্মৃতিরত্ন নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিটীকা-রচয়িতা। ৩ মণিপ্রদীপ নামক জ্যোতিগ্রন্থসঙ্কলয়িতা। ৪ গোবিন্দলীলামৃত নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৪ গোত্রপ্রবরনির্ণয়-রচয়িতা।

রঘুনাথভট্ট গুর্জ্জর, জনৈক কবি। কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইঁহার পরিচয় পাওয়া যায়।

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত "ছয় গোস্বামীর অন্যতম। বৈষ্ণবসমাজে এই ছয় জন 'সাধারণ গুরু' বলিয়া কথিত। ইঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকল্পে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই ছয় গোস্বামীর যত্নেই বৃন্দাবনধাম প্রকাশ ও চতুরশীতি বন-নির্ণয় সাধিত হইয়াছিল।

পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী রামপুর গ্রামে তপন মিশ্র নামে জনৈক সাধুত্তম বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া তপনমিশ্রের সহিত মিলিত হন। তিনি তপনমিশ্রকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। তপন প্রভুর সহিত নবদ্বীপে আসিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে বারাণসী যাইতে আদেশ করেন এবং "তথায় আমার সঙ্গে মিলন হইবে" এইরূপ আশ্বাস দেন। তদনুসারে তপন সস্ত্রীক বারাণসী যাত্রা করেন। আনুমানিক ১৪২৭ শকে তপনমিশ্রের এক পুত্র জন্মে। তাঁহারই নাম রঘুনাথ, পরে তিনি ভট্ট গোস্বামী উপাধিতে বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণান্তর যখন বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তখন তিনি বারাণসীধামে উপস্থিত হইয়া তপনমিশ্রের গৃহে অবস্থান ও আহারাদি করিয়াছিলেন, তপনের পুত্র রঘুনাথ তখন যথাসাধ্য মহাপ্রভুর সেবা শুশ্রূষা করিতেন।

শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে রঘুনাথ ভট্ট নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি নীলাচলে আটমাস কাল থাকিয়া প্রভুর লীলা প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

রঘুনাথ পাক কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন; নীলাচলে তিনি স্বয়ং পাক করিয়া শ্রীমহাপ্রভুকে খাওয়াইতেন; রঘুনাথের পাক পারিপাট্যের কথা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে বিবৃত রহিয়াছে।

নীলাচল হইতে রঘুনাথ কাশী ফিরিয়া আসিতে চাহিলে প্রভু কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে এই উপদেশ বা আদেশ দান করিয়াছিলেন।

"অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥

পুনরপি একবার আসিও নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা॥"

তদনন্তর তিনি তাঁহাকে নিম্নোক্ত দ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন।

"চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটাপাণ-বিড়া মহোৎসবে পাইয়া ছিলা॥
সেই মালা ছুটাপাণ প্রভু তারে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥"

রঘুনাথ কাশীতে প্রত্যাগত হইয়া প্রভুর আদেশ মত আর বিবাহ করিলেন না। কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি কাশীক্ষেত্রে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি একজন সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতা-মাতার অন্তর্দ্ধানে রঘুনাথ বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীরূপ ও সনাতনের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব হয়।

[রূপগোস্বামী ও সনাতন দেখ।]

তিনি শ্রীরূপের সভায় ভাগবত পাঠ করিতেন। তৎকালে তিনিই একজন শ্রেষ্ঠ পাঠক ছিলেন, তাহার ন্যায় কেহই ভাগবত পাঠ করিতে পারিতেন না। ভক্তিরত্নাকরে তাহা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত আছে।

ভট্ট রঘুনাথ রচিত কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গে মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে তাহার কৃত এক-খানি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবন ধামে ১৫০১ শকে আশ্বিনী শুক্লাদ্বাদশীতে দেহত্যাগ করেন।

রঘুনাথ ভূপাল, অশ্বমেধপর্ব্বসংগ্রহ নামক গ্রন্থসঙ্কলয়িতা।

রঘুনাথ মস্করিন্, দুর্গামাহাত্ম্যটীকাপ্রণেতা।

রঘুনাথ মিশ্র, সারসংগ্রহ নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা।

রঘুনাথ মিশ্র, চৌড়রপ্রকাশপ্রণেতা।

রঘুনাথ যতি, ১ ভগবন্নামকৌমুদীপ্রণেতা। লক্ষ্মীধরাচার্য্যের গুরু। ২ পূজাবিধিপ্রণেতা।

রঘুনাথ যতীন্দ্র, তত্ত্বসার নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তা।

রঘুনাথ যাজ্ঞিক, অচ্ছাবাকপ্রয়োগ ও দ্বাদশাহমৈত্রাবরুণ-প্রয়োগপ্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম অযাচিত রুদ্রভট্ট।

রঘুনাথ রাও, জনৈক মহারাষ্ট্র সর্দ্দার। সাধারণে রাঘোবা বা রাঘব নামে পরিচিত। তিনি পেশবা ১ম বাজীরাওর পুত্র এবং শেষ পেশবা ২য় বাজীরাওর পিতা। পেশবা ২য় মধুরাও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

পেশবা বালাজী রাওর মৃত্যুর পর, মাধবরাও ও নারায়ণ রাও নামক তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সিংহাসনাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। উভয়েই নাবালক থাকায় তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও পেশবা পুত্রদ্বয়ের অভিভাবক হইলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাধবরাও স্বহস্তে রাজদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া গতায়ু হইলে, কনিষ্ঠ নারায়ণ রাও পেশবা পদে অধিষ্ঠিত হন। পিতৃব্য রঘুনাথ বালক নারায়ণকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া স্বয়ং পেশবা পদে অভিষিক্ত হইতে মানস করিলেন। অচিরে তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল। তাঁহার ষড়যন্ত্রে গুপ্তঘাতক-হস্তে নারায়ণ রাও নিহত হইলেন। [পেশবা দেখ।]

নারায়ণ রাওর মৃত্যুর পর রাঘোবা পেশবা বলিয়া গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারেন নাই। অচিরে প্রকাশ পাইল যে,নারায়ণ রাওর বিধবা পত্নী গর্ভবতী। মন্ত্রিবৃন্দ রঘুনাথের অজ্ঞাতে এই সংবাদ সর্ব্বত্র রটনা করিয়া দিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুনাথ মন্ত্রিসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বলসংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা দেখিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাঁধিল, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাঘবা সুরাটে পলাইয়া গেলেন। সেই ঘটনা হইতে তাঁহার জীবনের উন্নতির আশা চির দিনের মত বিলুপ্ত হয়। পাপিষ্ঠ রঘুনাথ রাও ইংরাজগণের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়ের বিশেষতঃ হিন্দু-সাম্রাজ্যের স্বাধীনতামার্গ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া যান।

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান্), জনৈক সঙ্গীত বিশারদ বর্দ্ধ-মানস্থ চুপীগ্রাম নিবাসী ব্রজকিশোর রায় দেওয়ানের পুত্র। ইঁহার বেশ কবিত্ব শক্তি ছিল। বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের আদেশে ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ-গণের নিকট খেয়াল ও ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। ইঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক গীতগুলি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও রামদুলাল রায় প্রণীত গানসমূহের সমতুল্য।

রঘুনাথ রায় (রাজা), আরড়া ব্রাহ্মণভূমির জনৈক রাজো-পাধিধারী ভূম্যধিকারী। ইঁহার পিতার নাম বাঁকুড়া রায়। চণ্ডীকাব্য প্রণেতা বিখ্যাত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ইঁহার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি রাজপরিবারস্থ শিশুদিগের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। এই ব্রাহ্মণভূমিতে রঘুনাথ রায় তাঁহাকে দশ আড়া ধান মাপিয়া দিয়াছিলেন। এখানকার অন্নজলে পুষ্ট হইয়া তিনি চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন।

[কবিকঙ্কণ দেখ।]

রঘুনাথবর্ম্মন্ বিন্দুরায়কুলোত্তংস, লৌকিক-ন্যায়রত্নাকর ও লৌকিক-ন্যায়সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি গুলাব-রায় বর্ম্মার পুত্র এবং রামদয়ালুর ছাত্র।

রঘুনাথ শর্ম্মন্, প্রাকৃতানন্দ-প্রণেতা।

রঘুনাথ শাস্ত্রিন্ পার্ব্বতীকর, রাঘবাচার্য্যের ছাত্র। ইহার রচিত ন্যায়রত্ন ও শঙ্করপাদভূষণ নামক গ্রন্থদ্বয় বিশেষ আদৃত। এতদ্ভিন্ন কূটঘটিতলক্ষণ, কূটাঘটিতলক্ষণ, চক্রবর্ত্তিলক্ষণ, দ্বিতীয়স্বলক্ষণ, পঞ্চবাদটীকা, প্রগল্ভলক্ষণ, প্রথমস্বলক্ষণ, মিশ্রলক্ষণ, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সামান্যনিরুক্তিদ্বিতীয়লক্ষণ ও সামান্যনিরুক্তিপ্রথমলক্ষণ প্রভৃতি কয়খানি তৎপ্রণীত খণ্ড ন্যায়গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি কিছুকাল পুণার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন।

রঘুনাথ শাহ, মণ্ডলা জেলার গোণ্ডবংশীয় জনৈক সামন্ত রাজা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায়, ইংরাজ-রাজের আদেশে তিনি নিহত হন এবং তাঁহার সম্পত্তি ইংরাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। উক্ত ঘটনার পঞ্চদশ বর্ষ পরে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট অনুকম্পাপুরঃসর তাঁহার বিধবা-পত্নীকে বার্ষিক ১২০৲ টাকা খোরাকী দান করেন।

রঘুনাথ শিরোমণি, নবদ্বীপবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ ভাগে তিনি নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। এক চক্ষুহীন ছিলেন বলিয়া তিনি সাধারণে 'কাণভট্ট শিরোমণি' এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার জন্য বিদ্বৎসমাজে 'তার্কিকচূড়ামণিভট্টাচার্য্য' বা শিরোমণি নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, মিথিলা ও নবদ্বীপে প্রচলিত কএকটী কিংবদন্তী ব্যতীত এই অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতাগ্রণীর জীবনীসংগ্রহের আর উপায় নাই।

রঘুনাথের জন্ম সম্বন্ধে নবদ্বীপবাসীর ধারণা যে তিনি নবদ্বীপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈদিকসংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে প্রকাশ,—তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কাত্যায়ন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুপতির সহিত রাজা সুবিদনারায়ণের কন্যা রত্নাবতীর বিবাহ হয়। এই রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাই সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি। তাঁহার মাতার নাম সীতাদেবী। প্রায় ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই পঞ্চখণ্ডে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধরাচার্য্য মিথিলা হইতে ৫৩ ত্রিপুরাব্দে (৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথের পিতাও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি শুদ্ধিদীপিকার 'দীপিকাপ্রভা' নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন।

রঘুনাথের পিতার সাংসারিক অবস্থা ততদূর স্বচ্ছল ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে রঘুনাথের বয়স তিন বা চারি বৎসর মাত্র, সুতরাং তখন হইতেই পুত্রের ভরণপোষণভার দুঃখিনী মাতার উপর আসিয়া পড়ে। অর্থকৃচ্ছ্রতানিবন্ধন উদরের গ্রাসাচ্ছাদন কষ্টকর হওয়ায়, সহায় ও সম্পত্তিহীনা সীতাদেবী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, প্রায় ১৩৯৯ শকাব্দে পাঁচবৎসর বয়সে তিনি মাতার আদেশে নিজগ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়নার্থ গমন করেন। ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয়কালেই তিনি স্বীয় অধ্যাপককে দুইটী 'জ', দুইটী 'ন', দুইটী 'ব' ও তিনটী 'শ'এর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখানে অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তাহার একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজা সুবিদনারায়ণের কৌশলে তদীয় জ্যেষ্ঠ রঘুপতির সহিত রাজকন্যা রত্নাবতীর বিবাহ সম্পাদিত হইলে, অপরাপর জ্ঞাতিগণ বিশেষ বিরক্ত হইয়া ও বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। জ্ঞাতির অপমানজনক বাক্যে উত্তেজিত হইয়া বালক রঘুনাথ দেশ ছাড়িয়া নবদ্বীপে চলিয়া আইসেন।

এই সময়ে নবদ্বীপের বড় নাম। শ্রীহট্টের বহু পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সীতাদেবীর ইচ্ছা ছিল, পুত্রকে নবদ্বীপে লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করেন। তিনি প্রথমে সপুত্র গঙ্গাস্নানের বাসনায় মক্সুদাবাদে আগমন করেন। এখানে উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে, তাঁহার সহযাত্রিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যায়। আরোগ্য লাভের পর, আপনাকে অসহায় দেখিয়া তিনি জনৈক বণিক্‌কে পিতৃসম্বোধনপূর্ব্বক তাহার সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে উপনীত হন, তথায় আসিয়া তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আশ্রয় লাভ করেন।

নবদ্বীপে প্রবাদ, রঘুনাথের পিতৃবিয়োগের পর দরিদ্রা জননী ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা পুত্রের ভরণপোষণ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে নানা দূর দেশ হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। রঘুনাথের মাতা কএকটী ছাত্রের গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অতি কষ্টে আপনার ও পুত্রের জীবনরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রঘুনাথের প্রতিভা তাঁহার পঞ্চম বর্ষেই পরিস্ফুট হইয়াছিল, এবং যে কারণে তিনি ভবিষ্যতে একজন মহাপুরুষ বলিয়া সাধারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই পূর্ব্বাভাস তাঁহার বাল্যজীবনের কএকটী জনশ্রুতিতে প্রকাশ আছে।

একদিন রঘুনাথ মাতার আদেশানুসারে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে আগুন আনিতে যান। আগুনের জন্য একটী ছাত্রকে পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত করায় সেই ছাত্র একহাতা আগুন আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল। বালক রঘুনাথ আগুন লইবার

জন্ত পাত্র লইয়া যান নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি এক অঞ্জলি বালুকা লইয়া অগ্নি লইতে প্রস্তুত হইলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম তৎকালে চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি পঞ্চম বর্ষীয় বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। সেই দিনই তিনি রঘুনাথের মাতাকে ডাকাইয়া কহিলেন, "তোমার ছেলেটী বড়ই বুদ্ধিমান, কালে ছেলেটী একটী রত্ন হইবে। অদ্য হইতে আমি ইহার পড়াশুনার ভারগ্রহণ করিলাম।" বাসুদেবের কৃপার কথা শুনিয়া মাতা আহ্লাদ সহকারে তাঁহার হস্তে পুত্রের শিক্ষাভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

অনন্তর বাসুদেব শুভদিনে শুভক্ষণে সেই বর্ষেই বালকের হাতে খড়ি দিলেন। ক খ পড়িতে পড়িতে স্বতঃই তাঁহার মনে হইল অগ্রে ক না পড়িয়া খ পড়িলে কি দোষ হয়? স্বয়ং এই সন্দেহের কিছু মাত্র মীমাংসা করিতে না পারিয়া বালক বাসুদেবকে ইহার মীমাংসা করিতে বলেন। এই জটিল প্রশ্নে বাসুদেব মহাবিপদে পড়িলেন। তখন তিনি রঘুনাথকে বুঝাইবার জন্ত বলিলেন যে, সংস্কৃত বর্ণমালা স্বরসম্ভূত অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ সাহায্যে উচ্চারিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ। এই বলিয়া অধ্যাপকপ্রবর সে বার নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

রঘুনাথ ছাড়িবার পাত্র নহেন। ব্যঞ্জনবর্ণে ছুইটী 'জ', ছুইটী 'ন', ছুইটী 'ব' ও তিনটী 'স' থাকিবার কারণ কি, একদিন এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া রঘুনাথ পুনরায় ব্যস্ত করিয়া তুলিলে বাসুদেব বুঝিলেন যে, এ সামান্য বালক নহে। প্রশ্নের উত্তর বালককে বুঝাইবার নিমিত্ত তখন তিনি উচ্চারণবিধি, ণত্ব ও ষত্ব-বিধি প্রভৃতি ব্যাকরণ পড়াইয়া 'জ' আদি বর্ণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। সুতরাং এক বর্ণমালা শিখাইতে গিয়া বাসুদেবকে ব্যাকরণের অনেক অংশ শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। এইরূপে রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ, কাব্য, ও অভিধান পাঠ শেষ করিয়া কিছুদিন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের পর বাসুদেবের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন।

বাসুদেব যেরূপ যত্ন-সহকারে রঘুনাথের অধ্যাপনা করিতেছিলেন, রঘুনাথও তদ্রূপ অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব দিবাভাগে যে পাঠ দিতেন রঘুনাথ তাহা লিখিয়া লইয়া রাত্রিতে আলোচনা করিতেন। তাঁহার মতের সহিত অধ্যাপকের কোন বিষয়ে বৈষম্য উপস্থিত হইলে, তিনি রাত্রিকালে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতেন। ক্রমে স্বীয় অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রভাবে তিনি তর্ক-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তর্কের উৎকর্ষতায় তিনি গুরুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

বাসুদেব "সার্ব্বভৌমনিরুক্তি" নামে যে টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রঘুনাথ তর্ক যুক্তির দ্বারা ঐ গ্রন্থের নানা দোষ বাহির করিতে লাগিলেন, এমন কি, নৈয়ায়িকরাজ গঙ্গেশোপাধ্যায়ও তাঁহার হস্তে নিষ্কৃতি পাইলেন না। তিনি স্বীয় পাঠ্য তৎকৃত "চিন্তামণি" গ্রন্থেরও নানা ভ্রম বাহির করিয়া, পঠদ্দশাতেই স্বমত সমর্থন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে নানা প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের এই সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

এই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর আবির্ভাব হয়। রঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্যদেব সহাধ্যায়ী হওয়ায় উভয়ের মধ্যে পরম সৌহৃর্দ্দ জন্মিয়াছিল। রঘুনাথ বালক নিমাইকে প্রথমতঃ বড় গ্রাহ্য করিতেন না, কিন্তু অচিরে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। রঘুনাথের যখন যে কিছু সন্দেহ হইত চৈতন্যদেবকে জ্ঞাপন করিলেই তাহার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাইতেন। একদিন সার্ব্বভৌম রঘুনাথকে একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন। সেই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা সমাধানের জন্ত তিনি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে যাইয়া এক ঔড়ুম্বর বৃক্ষমূলে নিভৃতে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। চিন্তাশীলতাই রঘুনাথের সবিশেষ গুণ ছিল। তিনি দিবানিশি সেই স্থানে বসিয়া এরূপ প্রগাঢ় চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন যে, পক্ষিগণ তাঁহার গাত্রে মলত্যাগ করাতেও তাঁহার সংজ্ঞা হয় নাই।

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক নিমাই রঘুনাথের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, ঘটনাচক্রে রঘুনাথকে তদবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং উপহাসচ্ছলে স্বীয় হস্তস্থিত ঝারি হইতে এক গণ্ডূষ জল তাঁহার গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "বনে বসিয়া মাথা মুণ্ড কি ভাবিতেছ।" শীতলবারি স্পর্শে রঘুনাথের চমক ভাঙ্গিল, নিমাইকে সম্মুখে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের হাসি হাসিলেন এবং নিমাইএর কথার উত্তরে বলিলেন 'আমি যাহা ভাবিতেছি, তুমি তাহার কি বুঝিবে' তখন চৈতন্যদেব তাঁহার ভাবনার কারণ জানিতে বিস্তর জেদ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের মুখে প্রশ্নটী অবগত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়া বলিলেন "এরই জন্ত তোমার এত ভাবনা।" রঘুনাথ চৈতন্যের মীমাংসা ও সদুত্তরে আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ভাই তুমি সামান্য মনুষ্য

নও। বাস্তবিকই তুমি মহাপুরুষ।" তদবধি রঘুনাথ স্বীয় মতের সহিত নিমাইএর মতের মিলন দেখিলেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নিম্নোক্ত আরও একটী ঘটনায় রঘুনাথ চৈতন্যদেবের প্রভাব উপলব্ধি করেন।

রঘুনাথ পঠদ্দশাতেই একখানি ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহারই গ্রন্থখানি অদ্বিতীয় হইবে এবং তিনি ইহা হইতেই খ্যাতি লাভ করিবেন। ঐ সময়ে তিনি কোন ক্রমে জানিতে পারেন যে, নিমাইও ন্যায়ের একখানি টীকা রচনা করিতেছেন। তখন তিনি ঐ গ্রন্থখানি দেখিবার নিমিত্ত নিমাইকে বিশেষ অনুরোধ করেন। নিমাই অগত্যা স্বীকৃত হইয়া একদিন জাহ্নবী তটে স্বকৃত গ্রন্থ আনিয়া পাঠ করিয়া শুনান। নিমাইএর গ্রন্থে অদ্ভুত বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া তাহার চিরপোষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা দূর হইয়া গেল, এমন কি, অভিমানে তাঁহার দুই চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে নিমাই ব্যাকুলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই তুমি কাঁদিতেছ কেন?" তখন রঘুনাথ উত্তর করিলেন, 'আমার আশা ছিল এই গ্রন্থে আমি বিখ্যাত হইব। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি আমি যাহা দুই পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হই নাই, তুমি তাহা একছত্রে বুঝাইয়া দিয়াছ, সুতরাং তোমার গ্রন্থ থাকিতে আমার গ্রন্থে কেহই দৃষ্টিপাত করিবে না।' নিমাই রঘুনাথের উক্তিতে হাস্যসম্বরণ করিয়া বলিলেন "ইহার জন্য ভাবনা কি? এই অফলশাস্ত্রের আবার ভালমন্দ কি?" এই কথা বলিয়াই নিমাই স্বরচিত টীকাখানি জাহ্নবী সলিলে বিসর্জ্জন করিলেন। তদবধি নিমাই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলেন। রঘুনাথের সেই গ্রন্থই দীধিতি।

রঘুনাথ ও নিমাই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নকালে এক পথের পথিক ছিলেন। ন্যায়চর্চ্চায় উভয়ে এক মত অবলম্বন করিলেও চৈতন্যদেবের ন্যায় রঘুনাথের ধর্ম্মরসপিপাসা বলবতী ছিল না, কাজেই প্রকৃতিবশে পরিশেষে তাঁহারা উভয়েই ভিন্ন পথের পথিক হইয়া পড়িলেন।

রঘুনাথের প্রতিভায় চমকিত হইলেও বাসুদেব কখনও সরলচিত্তে তাঁহার মত গ্রহণ করিতেন না। উহাঁর মতের সহিত তাঁহার মতের যথেষ্ট অনৈক্য ঘটিত। এজন্য রঘুনাথ সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। বাসুদেব তাঁহার মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, "গুরুদেব! আপনি আমার যুক্তি ও মত গ্রহণ করেন না, ইহাই আমার দুঃখের বিষয়। ইচ্ছা হয়, মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট একবার আমার মতগুলি জ্ঞাপন করি।"

বাসুদেব তাঁহাকে মিথিলা যাইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মিথিলাগমনের অন্য কারণও ছিল, তৎকালে নবদ্বীপে উপাধি দানের অধিকার ছিল না; উপাধি প্রাপ্ত হইলেও তাহা পণ্ডিতসাধারণে গ্রাহ্য হইত না। রঘুনাথের বাসনা, পক্ষধরকে ন্যায়শাস্ত্রে পরাজিত করিয়া তিনি নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন ও চতুষ্পাঠী খুলিবেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই তিনি মিথিলা যাত্রা করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ মিথিলার চতুষ্পাঠীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নৈয়ায়িক-কুলপতি পক্ষধর মিশ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেছেন। পক্ষধর মিশ্রের নিয়ম ছিল, কোন আগন্তুক ছাত্র যদি প্রথমে তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে তর্কে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় তবেই তিনি তাঁহার সহিত কথা কহিতেন নচেৎ নহে। রঘুনাথ ছাত্রগণকে ন্যায়শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নে পরাজিত করিয়া মিশ্রের নিকট গমন করিলেন। পক্ষধর আগন্তুক ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না জানিয়া কখনও তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা কহিতেন না। রঘুনাথের তর্কে বিমোহিত হইয়া তিনিও তাঁহাকে উপর্য্যুপরি তিন দিন তিনটী প্রশ্ন করেন। তাহাতে উত্তরদানে অশক্ত হইয়া রঘুনাথ স্বীয় আবাসে ফিরিয়া যান। চতুর্থ দিবসে তিনি মিশ্রাবাসে আসিয়া দেখিলেন, মিশ্রবর গৃহে নাই। তাঁহার আসনের সম্মুখে একখানি পুঁথি খোলা রহিয়াছে। বিশেষ আগ্রহের সহিত তিনি ঐ পুথি দেখিতে লাগিলেন। ঐ গ্রন্থের খোলা পাতের একস্থানে একটী শব্দপ্রয়োগের ব্যতিক্রম দেখিয়া তিনি উহাকে মিশ্রের সন্দেহস্থল জ্ঞান করিয়া তদুপরি এক টীকা লিখিয়া পুস্তকের উপর রাখিয়া দিলেন। ইত্যবসরে মিশ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া পুস্তকোপরিস্থ অভিনব টীকাখণ্ড দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রতিপাদিত সূত্রার্থ গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ টীকা কি তুমি লিখিয়াছ।" রঘুনাথের উত্তরে তিনি তাঁহার বুদ্ধির গভীরতা উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

পক্ষধরের নিয়ম ছিল, তিনি একস্থানে বসিয়া অধ্যয়নাদি করিতেন এবং সময় মত ছাত্রদিগকে আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন। তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া স্ব স্ব গ্রন্থপাঠে ব্যস্ত থাকিত, রঘুনাথ নবদ্বীপেই চিন্তামণি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে তর্ক ও প্রতিবাদ দ্বারা তিনি পক্ষধরের তর্কশক্তিসম্পন্ন ছাত্রদিগকেও পরাজিত করিয়া অধ্যাপক মিশ্রবরের অব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগের আসন লাভ করিলেন। অনন্তর, নিয়ত লিপিকর্ম্মাদিনিরত গুরুসমীপে যথার্থ

তর্ক উত্থাপনে তাঁহার লেখনী বন্ধ করিতে পারিলেই সম্মুখীন হইয়া বিচার দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট এবং তাঁহার মতসমূহ নিরাকৃত করিতে পারিবেন এই আশায় প্রণোদিত হইয়া একদিন রঘুনাথ তর্ক উত্থাপিত করিলে, তাঁহার তর্কে সন্তুষ্ট হইয়া পক্ষধর মিশ্র তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসাচ্ছলে বলিলেন,—

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥"

রঘুনাথ অধ্যাপকের এই ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হইয়া সগর্ব্বে উত্তর করিয়াছিলেন :—

"নলদ্বীপকুশদ্বীপনবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্তসিদ্ধান্তশিরোমণিমনীষিণঃ॥"

এই উত্তরে বুঝা যায় যে, নলদ্বীপবাসী তর্কসিদ্ধান্ত ও কুশদ্বীপবাসী সিদ্ধান্ত উপাধিধারী অপর দুই ব্যক্তিও তাঁহার সহিত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ মিথিলায় গিয়াছিলেন, এই দুইজন কে তাহা জানিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে প্রকাশ, ইহারা যখন প্রথম মিশ্রাবাসে উপনীত হন, তখন রঘুনাথকে একচক্ষু-হীন দেখিয়া পক্ষধরের ছাত্রগণ বিদ্রূপের সহিত ঐ শ্লোক পাঠে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মিশ্রগৃহে নানা দেশীয় ছাত্রগণ বঙ্গদেশীয় কাণাপণ্ডিতের অদ্ভুত প্রাতিভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিল।

এই সময় পক্ষধর মিশ্র "সামান্যলক্ষণা" নামে একখানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন। রঘুনাথের সঙ্গে মিশ্রবরের পুস্তকসম্বন্ধে বাদানুবাদ হয়। তিনি সামান্যলক্ষণা অস্বীকার করিয়া গুরুর গ্রন্থের দোষ বাহির করিয়া দিলেন। ইহাতে পক্ষধর ক্রোধান্ধ হইয়া বালক রঘুনাথকে শ্লেষাত্মক রুক্ষবাক্যে কহিলেন :—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥"

রঘুনাথের একটী চক্ষুঃ না থাকায় তাঁহাকে কাণা বলাতে তাঁহার মনে কষ্ট হইল, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ॥"

কথা প্রসঙ্গে উভয়ের ঘোরতর তর্ক আরম্ভ হইল। রঘু-নাথ চিন্তামণি গ্রন্থের কএকটী জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। পক্ষধর বালকের অসাধারণ তর্কশক্তি ও স্থিরবুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি সকল প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিতে না পারায়, রঘুনাথ সন্তুষ্ট না হইয়া বার বার তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন পক্ষধর নৈয়ায়িকের চিরাভ্যস্ত বাক্যজাল বিস্তারে রঘুনাথকে পরাস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ ছাড়িবার ছাত্র নহেন। যুক্তিতর্কে অধ্যাপককে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে নিজ মত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে রঘুনাথের নাম সমগ্র মিথিলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

পক্ষধর যদিও তাঁহার সহিত তর্কে সময় সময় পরাস্ত, অপ্রতিভ ও ক্রোধান্ধ হইতেন, তথাপি উপযুক্ত ছাত্রের প্রতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তিনি রঘুনাথকে নির্জ্জন গৃহে পাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক মনের তৃপ্তিসাধন করি-লেন এবং তাঁহার মত-সমর্থনার্থ পরদিন প্রভাতে একটী সভা আহ্বান করিয়া সাধারণ সমক্ষে রঘুনাথের মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক আপনার পরাজয় স্বীকার করিলেন। এই দিন হইতে নবদ্বীপের শিরোমণি যথার্থই ভারতবর্ষের শিরোমণি হইলেন।

ইহার পর একদিন চতুষ্পাঠীতে কএকজন অধ্যাপক ও বহুসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত আছেন এমন সময় পক্ষধর রঘুনাথের ব্যাকরণ ও কাব্যসম্বন্ধীয় শিক্ষার পরিচয় লইবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন্ শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?" তখন রঘুনাথ উত্তর করিলেন—

"কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥"

এই শ্লোক শ্রবণান্তে পক্ষধর কহিলেন, "তুমি নৈয়ায়িক, কিরূপে কবিতা রচনা করিতে শিখিলে?" তখন রঘুনাথ উত্তর করিলেন :—

"কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং চিন্তামণিমনীষিণঃ।
নিপীতকালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনম্॥"

এইরূপ উপস্থিত বহু কবিতা রচনায় তিনি পক্ষধরকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

পক্ষধরের বিশ্বাস ছিল যে, পরম নৈয়ায়িক বা বৈয়াকরণ হইলে মানুষ কখনই সুকবি হইতে পারে না। তাঁহার সে বিশ্বাস রঘুনাথের কবিতায় অপনোদিত হইল। দুর্গম ন্যায়-শাস্ত্রে, জটিল ব্যাকরণ-শাস্ত্রে, কোমল কাব্য-শাস্ত্রে, রঘুনাথের সমান অধিকার দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। রঘুনাথ ইচ্ছা করিলেই মহাকাব্য রচনা করিতে পারিতেন।

কয়েক বৎসর মাত্র মিথিলায় থাকিয়া রঘুনাথ ন্যায়-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য-নিবাসী ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিতে লাগিল। মিথিলা

হইতে নবদ্বীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক ছাত্রদিগকে ন্যায়-শাস্ত্রের উপাধি দান করিতে তাঁহার বাসনা জন্মিল, তদনুসারে তিনি মিথিলা হইতে ন্যায়-শাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইলেন। পক্ষধর কোন পুঁথি বা তাহার নকল কাহাকেও দেশে লইয়া যাইতে দিতেন না। অধ্যয়ন শেষ হইলে রঘুনাথ নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিবার জন্য পক্ষধরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পরে, কতগুলি ন্যায়-শাস্ত্রের পুঁথি সঙ্গে লইতে চাহিলেন। তিনি চতুষ্পাঠী খুলিবেন শুনিয়াই পক্ষধরের শিরে বজ্রাঘাত পড়িল। পুঁথি বা তাহার নকল লইবার প্রস্তাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন। পক্ষধরের অসম্মতি দেখিয়া রঘুনাথ ক্রোধান্ধ হইয়া সংকল্প করিলেন, অদ্য রাত্রিকালেই গুরুর প্রাণ নষ্ট করিব। নিশীথ সমাগমে যখন চতুষ্পাঠীগৃহে ছাত্রগণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত এবং পক্ষধর, পত্নীর সহিত শয়ন-মন্দিরে নানাবিধ আলাপে ব্যাপৃত, তখন রঘুনাথ গুরু-হত্যা মানসে শাণিত অস্ত্র লইয়া পক্ষধরের শয়ন-গৃহের দ্বারদেশে আসিলেন। তিনি শুনিলেন পক্ষধর-গৃহিণী কহিতেছেন "ঠাকুর! এ সংসারে কোন্ বস্তু আপনার পক্ষে পরম নির্ম্মল? আমি, বা আমার সন্তান, বা এই শারদীয় আকাশের পূর্ণচন্দ্র?" গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া পক্ষধর কহিলেন "তুমি, বা তোমার সন্তান, বা আকাশের পূর্ণচন্দ্র, ইহার কিছুই আমার নিকট নির্ম্মল নহে। নবদ্বীপ হইতে রঘুনাথ নামক যে একটী নবীন যুবা আসিয়া আমার নিকট সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া লইয়াছে, তাহার বুদ্ধির ন্যায় সুনির্ম্মল বস্তু আমি এ জগতে আর কিছুই দেখিতে পাই না।" রঘুনাথ গুরুদেবের কথা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে গুরুভক্তি জাগিয়া উঠিল এবং তিনি আপনার দুর্ব্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল "আমার যে বুদ্ধি তাঁহাকে বধ করিবার জন্য আমাকে প্রণোদিত করিয়াছে, তাঁহারই চক্ষে আমার সেই বুদ্ধি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল বস্তু।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রঘুনাথের হৃদয় ক্রমশঃই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার ক্রন্দনভাব ও শ্বাসপ্রশ্বাসে বাহিরে লোক আছে বিবেচনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পক্ষধর গৃহের দ্বারোন্মোচন পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, রঘুনাথ ভূমিতলে একখানি শাণিত অস্ত্র রাখিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে। পক্ষধর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ কহিলেন "আপনি আমাকে পুঁথি বা পুঁথির নকলও লইতে দেন নাই। একারণ আমি ক্রোধান্ধ হইয়া আপনাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম। পরে আমার প্রতি আপনার অকৃত্রিম অনুরাগের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া ক্রন্দন করিতেছি। এখন আমার তুষানল বা অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্তের বিধান করুন।" পক্ষধর ও তাঁহার গৃহিণী ইহা শুনিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার অকপট আত্ম-গ্লানিই যে তাঁহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনাথ কহিলেন "গুরুদেব! এখন নবদ্বীপ-গমন স্থগিত রাখিলাম। আমার ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যয়ন এখনও শেষ হয় নাই। আরও কিছু দিন আপনার গৃহে অবস্থান করিব।" পক্ষধর কহিলেন, "যতদিন ইচ্ছা, আমার বাটীতে থাকিয়া ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পার।"

রঘুনাথের প্রাণ পুঁথির দিকেই পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া দিবানিশি পক্ষধরের এক একখানি করিয়া সমস্ত পুঁথিই কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। পুঁথিগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া দুই এক বৎসর পরেই দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক হইয়া রঘুনাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলিবার জন্য রঘুনাথ কৃত-সংকল্প হইলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। প্রবাদ, ঐ সময়ে নবদ্বীপে "হরি ঘোষ" নামক একজন সম্পত্তিশালী গোয়ালা বাস করিতেন। তিনি গরু রাখিবার জন্য একখানি সুবিস্তৃত গো-শালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই গো-শালাই অদ্যাপি "হরি ঘোষের গোয়াল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই হরি ঘোষই নিজ অর্থব্যয়ে সেই গো-শালায় রঘুনাথের চতুষ্পাঠী খুলিয়া দিলেন। রঘুনাথের বিদ্যোপার্জ্জন-বলে ও শিক্ষা দান-ফলে দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপ একটী প্রকৃত সারস্বত-মন্দির হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন,—"তত্ত্ব-চিন্তামণি-দীধিতি", পদার্থ-খণ্ডন, পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণ, পদার্থরত্নমালা, আত্মতত্ত্ব-বিবেক-টীকা, প্রামাণ্য-বাদ, নঞর্থ-বাদ, ক্ষণভঙ্গুর-বাদ, আখ্যাত-বাদ, ব্যুৎপত্তি-বাদ লীলাবতী-টীকা, খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য-টীকা, গুণকিরণাবলী-প্রকাশ-দীধিতি, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-টীকা, ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশ-দীধিতি, ন্যায়-লীলাবতী-বিভূতি, ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি, ও মলিম্লুচ-বিবেক।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত অদ্বৈতেশ্বরবাদ, অপূর্ব্ববাদরহস্য, অবয়বগ্রন্থ, আকাঙ্ক্ষাবাদ, কেবলব্যতিরেকি, গুণনিরূপণ, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক-প্রত্যাসত্তি, নিযোজ্যান্বয়ার্থ-নিরূপণ, নিরোধ-লক্ষণ, পক্ষতা, পঞ্চলক্ষণীক্রোড়, যোগ্যতারহস্য, বাক্যবাদ,

ব্যাপ্তিবাদ, শব্দবাদার্থ, সামান্যনিরুক্তি, সামান্যলক্ষণা ও রঘুনাথীয় নামে কএকখানি ন্যায়চম্পূ গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মথুরানাথ ও রামভদ্রই রঘুনাথের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র। কেহ কেহ বলেন, এই রামভদ্রই রঘুনাথের পুত্র। কেহ কেহ বলেন, রঘুনাথ আজীবন অনূঢ় পুরুষ ছিলেন। কেহ তাঁহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি কহিতেন "পুত্র কন্যার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন। 'বুৎপত্তি-বাদ' আমার পুত্র এবং 'লীলাবতী' আমার কন্যা।" রঘুনাথ আজীবন শাস্ত্র-চর্চ্চায় নিরত থাকিয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরলোক গমন করেন।

রঘুনাথ সম্রাটস্থপতি, আহ্নিকপ্রয়োগ, কালতত্ত্ববিবেচন, পর্ব্বনির্ণয়, রবিসংক্রান্তিনির্ণয়, গয়াকল্পপদ্ধতি, ত্রিংশচ্ছ্লোকী-ভাষ্য ও দশশ্লোকটীকা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম মাধব ও মাতার নাম ললিতা; পিতামহের নাম রামেশ্বরভট্ট। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ ও প্রভাকর। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রভাকর রাসপ্রদীপ রচনা করেন। তৎকৃত কালতত্ত্ব-বিবেচন ১৬২০ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

রঘুনাথ সরস্বতী, একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বালবোধিনী ভাবপ্রকাশিকা প্রণেতা রামচন্দ্র সরস্বতীর গুরু এবং গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য।

রঘুনাথ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জনৈক বিখ্যাত স্মৃতি ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ। ইনি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে রাজা রাঘবের আদেশে স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব ও রাজা কামদেবের অনুমত্যনুসারে বট্‌কৃত্য-মুক্তাবলী নামক জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত দায়ভাগ সম্বন্ধীয় স্বত্বব্যবস্থার্ণবসেতুবন্ধ ও সিদ্ধান্তার্ণব নামক বেদান্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

রঘুনাথ সিংহ, বিষ্ণুপুরের সর্ব্বপ্রথম হিন্দু নরপতি। তিনি স্থানীয় আদিম অধিবাসী দুর্দ্ধর্ষ বাগ্‌দীদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়া এরূপ রণকুশল করিয়াছিলেন যে, একদিন সমগ্র বিষ্ণুপুর-রাজ্য মল্লভূমি নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে সেই বিস্তৃত রাজ্য বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা রঘুনাথের দয়া, দাক্ষিণ্য এবং রণনৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া বাগ্‌দীগণ তাঁহাকে প্রকৃত রঘুনাথ (অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র) বলিয়া মনে করিত। তাঁহার রাজ্যাধিকার সময়ে প্রজা সাধারণ তাঁহাকে "আদিমল্ল" বলিয়া স্বীকার করে। ১২২ বঙ্গাব্দে (৭১৫ খৃঃ) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণ-কাল হইতে বিষ্ণুপুরাব্দ গণিত হইয়া আসিতেছে। ত্রয়োত্রিংশ বৎসরমাত্র তাঁহার রাজত্বকাল। তিনি পশ্চিম ভারতবাসী সূর্য্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রসিংহের কন্যা চন্দ্রকুমারীকে বিবাহ করেন। লাউগ্রামে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। তিনি পুণ্টেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

এই রাজবংশ কুথুম ঋষির গোত্রসম্ভূত। একলিঙ্গ ও পুরা ইহাদের কুলদেবতা। ইঁহারা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রঘুনাথ সিংহ হইতেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের খ্যাতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে থাকে।

[বিষ্ণুপুর দেখ।]

রঘুনাথ সূরি, ভোজনকুতূহল নামক পাকশাস্ত্র রচয়িতা।

রঘুনাথেন্দ্র যতি, রামমাহাত্ম্য ও ভগবন্নামমাহাত্ম্যগ্রন্থ-সংগ্রহ রচয়িতা।

রঘুপতি (পুং) রঘূনাং পতিঃ। শ্রীরাম।

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"
(রূপগোস্বামী)

রঘুপতি, ১ কুমারসম্ভব ব্যাখ্যাসুধা রচয়িতা। ২ শব্দালোক-রহস্য ও তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকসার নামক পক্ষধর মিশ্রকৃত তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের টীকা প্রণেতা।

রঘুপতি উপাধ্যায়, পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি।

রঘুপতি মহোপাধ্যায়, পুরুষার্থকৌমুদী ও লোকসংগ্রহ নামক গ্রন্থদ্বয় রচয়িতা।

রঘুপত্মজংহস্ (ত্রি) লঘুপতনসমর্থপাদ।

"দ্রুসদ্ম রঘুপত্মজংহাঃ" (ঋক্ ৬৩।৫)

'রঘুপত্মজংহা লঘুপতনসমর্থপাদঃ' (সায়ণ)

রঘুপত্বন্ (ত্রি) শীঘ্রগামী।

"রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ" (ঋক্ ১।৮৫।৬)

'রঘুপত্বানঃ লঘু শীঘ্রং পতন্তো গচ্ছন্তঃ' (সায়ণ)

রঘুমণি, আগমসার নামক তন্ত্র প্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম রামভদ্র।

রঘুমন্যু (ত্রি) লঘুক্রোধ, অক্রোধী।

"প্রবঃ পান্তং রঘুমন্যবঃ" (ঋক্ ১।১২২।১)

'রঘুমন্যবঃ লঘুক্রোধাঃ অক্রোধিনঃ' (সায়ণ)

রঘুযা (অব্য০) শীঘ্রগামী।

'রঘুয়া পরিজ্মন্" (ঋক্ ২।২৬।৪)

'রঘুয়া শীঘ্রগামিনঃ' (সায়ণ)

রঘুযামন্ (ত্রি) লঘুগমন।

"দিবস্পরি রঘুযামা" (ঋক্ ৯।৩।৪)

"রঘুযামা লঘুগমনঃ" (সায়ণ)

রঘুরাজ সিংহ, জগদীশশতক নামধেয় সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা।

রঘুরাম ভট্ট, কালনির্ণয়সিদ্ধান্ত ও তাহার টীকা এবং সিদ্ধান্ত-নির্ণয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। গিরিনার-রাজ মহাদেববিদের প্রার্থনানুসারে ইনি ভুজনগরে থাকিয়া ১৬৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম জয়রাম ও পিতামহের নাম বৈকুণ্ঠ।

রঘুলাল দাস, রামসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ নামক গ্রন্থের টীকাকার।

রঘুবংশ (পুং ক্লী) রঘোর্বংশঃ সন্ততির্বর্ণনীয়ো যস্মিন্ যদ্বা রঘূনাং বংশমতিক্রম্য কৃতমিতি অণ্ লুক্চ। কালিদাস কৃত রঘুরাজান্বয়বর্ণন মহাকাব্যগ্রন্থবিশেষ।

"রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্।
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ॥" (রঘু ১।৯)

কালিদাস কৃত মহাকাব্যের মধ্যে রঘুবংশ সর্ব্বপ্রধান। এই রঘুবংশ ১৯ সর্গে সমাপ্ত। ইহাতে দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবংশ পর্য্যন্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [কালিদাস দেখ।]

(পুং) ২ রঘুর বংশ।

রঘুবংশতিলক (পুং) রঘুবংশে তিলক ইব শোভাজনকত্বাং। শ্রীরাম।

"জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ॥" (রামায়ণ)

রঘুবংশী, ১ উত্তরভারতবাসী ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাপতি রাজা রামচন্দ্র যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুলের অযোধ্যাবাসী ক্ষত্রিয়গণ এক্ষণে এই নামে খ্যাত। জয়পুর, আলবার প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদেরই অন্যতম সম্প্রদায় বা শাখা নিকুম্ভ নামে পরিচিত রহিয়াছে।

২ বেহার প্রদেশবাসী রাজপুতগণের একটী শাখা।

৩ বাঙ্গালার ছোট-নাগপুরবাসী একটী নিম্নশ্রেণীর সঙ্কর জাতি। রৌতিয়াগণের ন্যায় ইহারাও চাকুরী করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। মহারাজ রঘুনাথশাহীর রাজ্যকাল হইতে তাহারা সমাজে পরিচিত হইয়াছে।

রঘুবর (ত্রি) রঘুষু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। রঘুবংশীয়দিগের শ্রেষ্ঠ।

"রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্॥"

রঘুবর, রামসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ-প্রণেতা।

রঘুবর দয়ালু, জনৈক হিন্দু রাজা। রাজা দর্শনসিংহের পুত্র। দীনদয়ালু বাজপেয়িন্ ইঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া রঘুবর-সংহিতা নামে একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

রঘুবর শরণ, রামমন্ত্রার্থ ও বৈষ্ণব-মতাব্জভাস্কর নামক গ্রন্থকর্ত্তা।

রঘুবর্য্য তীর্থ, ন্যায়বিবরণটীকা-প্রণেতা। সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের পূর্ব্বে ইনি রামচন্দ্র শাস্ত্রী নামে পরিচিত ছিলেন। রঘুনাথ তীর্থ ইঁহার গুরু এবং রঘূত্তম তীর্থ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। স্মৃত্যর্থসাগর গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে।

রঘুবীর (পুং) রামচন্দ্র।

রঘুবীর, মীমাংসাকুতূহল-রচয়িতা।

রঘুবীর দীক্ষিত, ইনি শঙ্করকৃত কুণ্ডার্কের মরীচিমালা নাম্নী টীকা ও ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে মুহূর্ত্তসর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

রঘুষ্যদ্ (ত্রি) শীঘ্রগমনযুক্ত।

"গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।" (ঋক্ ১।৬৪।৭)

'রঘুষ্যদঃ শীঘ্রগমনাঃ রঘু শীঘ্রং স্যন্দন্তে গচ্ছন্তীতি ক্বিপ্ রঘুষ্যদঃ' (সায়ণ)

রঘূত্তম তীর্থ, অদ্বৈতানন্দ-সাগর ও দুর্গাভক্তি-লহরী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। পুরুষোত্তমতীর্থ ও স্বয়ম্প্রকাশতীর্থের শিষ্য।

রঘূত্তম যতি, সন্ন্যাসাশ্রমাচারী জনৈক পণ্ডিত। রঘুবর্য্য-তীর্থের শিষ্য। ইনি রঘূত্তমতীর্থ নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনি আনন্দতীর্থকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের তত্ত্বপ্রকাশিকাভাববোধ নামে টীকা, ন্যায়বিবরণের টিপ্পনী ও আনন্দতীর্থকৃত বৃহদারণ্যকভাষ্যের পরব্রহ্মপ্রকাশিকা নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোধান ঘটে।

রঘূদ্বহ (পুং) উদ্বহতীতি উদ্-বহ-অচ্, রঘূণাং উদ্বহঃ রক্ষাভারধারকঃ। শ্রীরাম। (শব্দরত্না০)

রঙ্ (দেশজ) বর্ণ।

রঙ্‌তামাসা (দেশজ) নৃত্য ও ক্রীড়াকৌতুকাদি।

রঙ্ক (পুং) রমতে তুষ্যতীতি রম্ (বাহুলকাৎ রমেরপি কঃ। উণ্ ৩।৪) ইতি ক। ১ কৃপণ। ২ মন্দ। (মেদিনী)

রঙ্কু (পুং) রমতে ইতি রম্ বাহুলকাৎ কু। ১ মৃগবিশেষ, এই মৃগের পৃষ্ঠদেশ শ্বেতবর্ণ। (অমর) ২ মৎস্যরঙ্ক। (বৈদ্যকনি০)

রঙ্কুমালিন্ (পুং) বিদ্যাধরভেদ।

রঙ্গ (পুংক্লী) রজ্যতীতি রন্জ্-অচ্, রজ্যতেঽস্মিন্ রন্জ অধিকরণে ঘঞ্ বা। ধাতুবিশেষ, চলিত রাঙ্। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শীতল, কষায়, লবণরস, মেহনাশক, কৃমি, পাণ্ডু ও দাহনাশক এবং কান্তিকারক ও রসায়ন। (রাজনি০)

পর্য্যায়—রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু, নাগ, ত্রপুষ, মধুর, হিম, আপুষ, পূতিগন্ধ, কুরূপ্য, স্বর্ণজ, মৃদঙ্গ, গুরুপত্রী, তমর, নাগজীবন, নাগজ, পিচ্চট, চক্র, কস্তীর, সিংহল, আনীলক ও স্ববেত। ভাবপ্রকাশ মতে—গিরিজ ও মিশ্রকভেদে রঙ্গ দুইপ্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গিরিজ খুরক নামে প্রসিদ্ধ, ইহাই শ্রেষ্ঠ। মিশ্রক অপকৃষ্ট অহিতজনক।

উত্তম রঙ্গের লক্ষণ—যে রঙ্গ অতি শুক্লবর্ণ, কোমল, ওজনে হালকা, নির্ম্মল, মসৃণ, তাপসহ, অতিঠাণ্ডা, যাহাতে তার ও পাত প্রস্তুত হইতে পারে ও যাহা ভক্ষণ করিলে সহজে দমি হয়, সেই রঙ্গই অতি উৎকৃষ্ট।

শোধিত রঙ্গের গুণ—শোধিত রঙ্গ অম্ল মিষ্টস্বাদ, রুক্ষ, শরীরোষ্ণকারক, কুষ্ঠ, মেহ, কফ, কৃমি, পাণ্ডু ও শ্বাসনাশক, চক্ষুর হিতকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক, লঘু ও সারক। সিংহ যেমন হস্তিগণকে অনায়াসে বিনাশ করে, রঙ্গও তেমনি সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ নাশ করিয়া মনুষ্যদেহের পুষ্টি করিয়া থাকে, ইহা প্রবলেন্দ্রিয়ের উত্তেজক ও নানাবিধ সুখদায়ক।

অশোধিত রঙ্গ বিষের সমান। ইহার সেবনে শরীরে আক্ষেপ, কম্প, শূলী, গুল্ম, কুষ্ঠ, শূল, বাত, শোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, ভগন্দর, রক্তবিকারজ রোগসমূহ, ক্ষয়, কফজ্বর, মূর্চ্ছা ও মূত্ররোগ, পাথরী প্রভৃতি নানারূপ ব্যাধি জন্মে।

শোধনবিধি—রঙ্গকে গলাইয়া তৈল, তক্র, কাঞ্জিক, গোমূত্র, কুলথকলায়ের কাথ ও আকন্দের আটা ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যে তিন তিন বার করিয়া নিমগ্ন করিলে অথবা চূণের জলে যামার্দ্ধ কাল ডুবাইয়া রাখিলে রঙ্গ শোধিত হয়।

মারণবিধি—একটি মৃৎপাত্রে রঙ্গ গলাইয়া তাহাতে রঙ্গের চতুর্থাংশ পরিমিত তেঁতুল ও অশ্বত্থের ত্বকচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া দুই প্রহরকাল একখানি লোহার হাতা দ্বারা মর্দ্দন করিলে রঙ্গ ভস্মে পরিণত হইবে, পরে সেই ভস্মের সমান পরিমাণে হরিতালচূর্ণ তাহাতে মিশাইয়া অম্লরসে মর্দ্দন করিয়া উহার দশমাংশ হরিতাল পুনর্ব্বার মিশ্রিত করিয়া একপ্রহরকাল পুটপাকে পাক করিবে, এইরূপে দশবার পুটপাকে রঙ্গ মারিত হইবে। অথবা রঙ্গকে হরিতালচূর্ণের সহিত মিশ্রিত ও আকন্দ আটায় মর্দ্দিত করিয়া শুষ্ক অশ্বত্থছালের অগ্নিতে সাতবার পুটপাকে পাক করিলে রঙ্গ মারিত হইবে। অথবা একটি মাটীর হাড়ীতে বিশুদ্ধ রঙ্গকে গলাইয়া তাহার সমানাংশ অপাঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একটি আগাগোটা লৌহদণ্ড দ্বারা যে পর্য্যন্ত রঙ্গ ভস্মাকারে পরিণত না হয় সে পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিবে, তৎপরে সেই মিশ্রিত চূর্ণ অগ্নি হইতে নামাইয়া একখানি শরাবে রাখিয়া আর একখানি শরাব দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত ও সন্ধিস্থল রুদ্ধ করিয়া তীব্র অগ্নির আলে পাক করিলে রঙ্গ মারিত হইবে। অথবা রঙ্গকে একখানি হাঁড়ী কিংবা কলসীভাঙ্গা খাপরায় করিয়া গলাইয়া তাহাতে প্রথমে হরিদ্রাচূর্ণ, তৎপরে যমানিকাচূর্ণ, তাহার পর জীরকচূর্ণ এবং তৎপরে তেঁতুলছালচূর্ণ ও সর্ব্বশেষে অশ্বত্থত্বকচূর্ণ মিশ্রিত করিলেই রঙ্গ মারিত হইবে অথবা প্রথমে রঙ্গের পাতলা পাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রঙ্গের চতুর্থাংশ পারদের লেপ দিয়া তেঁতুলছাল ও তণ্ডুল একত্র করিয়া বাটিয়া একটি পিণ্ডাকার করিয়া তাহার মধ্যে রঙ্গপত্র রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে, তৎপরে সেই রঙ্গে পুনরায় পূর্ব্ববৎ পারদ লিপ্ত করিয়া শিরীষত্বক্ ও হরিদ্রাচূর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে বাটিয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেই পিণ্ডমধ্যে রঙ্গ পুরিয়া গজপুটে পাক করিলে রঙ্গ মারিত হইবে। অথবা বয়ড়া ও ভেলারছাল জলে বাটিয়া তদ্দ্বারা রঙ্গপত্র লেপিত করিয়া তিলের খলির মধ্যে পুরিয়া চল্লিশবার গজপুটে পাক করিলে রঙ্গ মারিত হইবে।

মুক্তাদিমহাঞ্জন, মদনমঞ্জরীবটী, রতিবল্লভ, রসরাজেন্দ্র, বৃহৎকস্তূরীভৈরব, মহারাজবটী, বিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহচ্চিন্তামণিরস, মহাজ্বরাঙ্কুশ, চূড়ামণিরস, ভানুচূড়ামণি, মহারাজনৃপতিবল্লভ, বৃহত্তক্রপাকবটী, কৃমিধূলিজলপ্লবরস, কৃমিকাষ্ঠানলরস, অর্কেশ্বররস, বৃহৎকাঞ্চনাভ্ররস, ক্ষয়কেশরী, লক্ষ্মীবিলাসরস, মহোদধিরস, কুমুদেশ্বররস, উন্মাদভঞ্জনী, মহাশ্লেষ্মকালানলরস, মহালক্ষ্মীবিলাসরস, আমবাতগজসিংহমোদক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস, ত্রিনেত্রাখ্যরস, ইন্দ্রবটী, বঙ্গাবলেহ, বৃহচ্ছরিশঙ্কররস, আনন্দভৈরবরস, চন্দ্রপ্রভাবটী, বঙ্গেশ্বররস, বৃহদ্বঙ্গেশ্বররস, মেহকেশরী, যোগেশ্বররস, তারকেশ্বররস, গগণাদিলৌহ, বৃহৎসোমনাথরস, বারিশোষণরস, নিত্যানন্দরস, প্রদরান্তকলৌহ, প্রদরান্তকরস, গর্ভচিন্তামণিরস, বৃহদ্রসশার্দ্দূল, শ্রীমন্মথরস, পূর্ণচন্দ্ররস, মকরধ্বজ, বসন্ততিলকরস, বসন্তকুসুমাকররস, নিত্যারোগেশ্বররস, মেহকুলান্তকরস, মহাকামেশ্বরমোদক, বৃহৎকামেশ্বরমোদক, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস ও হেমাদ্রিরস প্রভৃতি ঔষধে রঙ্গ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই রঙ্গধাতু ইংরাজিতে টিন্ (Tin) নামে পরিচিত। রাসায়নিক মিশ্রণে ইহা স্বভাবতঃই দুই প্রকার গুণের অধিকারী হয়। ইহার Protoxide, sesquioxide ও peroxide এবং তাঁহাদের chlorides এর অবস্থানানুরূপ মিশ্রণ হেতু ইহা বিশেষ বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত proto-salts রেশমে, persalts তুলার এবং sesqui-salts সময় সময় উভয়েরই রঙ্গকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ মিশ্রণে Stannites ও Stamrates নামক যে অম্ল রস উৎপন্ন হয়, তাহা কার্পাসসূত্র ও বস্ত্র রং করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ব্যবহার অবগত আছেন।

[বিশেষ বিবরণ ত্রপু শব্দে দেখ।]

(পুং) রনজ-ঘঞ্। ২ রাগ, রঞ্জক দ্রব্য।

"বাসো যথা রঙ্গবশং প্রয়াতি তথাগুণা তেষাং বশমভ্যুপৈতি।"

(ভারত ৫।৩৯।১০)

৩ নৃত্য। (বিষ্ণুপু° ২।৭।২০) রজ্যতে আসজ্যতে মনোহত্র রন্জ-অধিকরণে ঘঞ্। ৪ রণভূমি। (মেদিনী) ৫ নাট্যস্থান, যেখানে অভিনয়াদি হয়। (হেম) ৬ বর্ণ, রঙ্। ৭ টঙ্কণ। ৮ খদিরসার।

রঙ্, (পারসী) তামাসা, কৌতুক।

রঙ্গকার[ক] (পুং) চিত্রকর, রঙ্ প্রস্তুতকারী।

রঙ্গকাষ্ঠ (ক্লী) রঙ্গং রঞ্জিতং কাষ্ঠমস্য। পত্তঙ্গ, বকম্‌কাঠ।

রঙ্গক্ষেত্র (ক্লী) রঙ্গস্থল, রঙ্গালয়।

রঙ্গগৃহ (ক্লী) ১ রঙ্গালয়। ২ জয়ন্তীর অন্তর্গত একটী স্থান। (দেশাবলী)

রঙ্গচর (পুং) ১ অভিনেতা, অভিনয়কারী। ২ মল্লযুদ্ধকারী, যাহারা রঙ্গালয়ে আসিয়া দর্শকবৃন্দকে মল্লযুদ্ধ ও ক্রীড়াদি দেখায়।

রঙ্গচা, পশ্চিমবঙ্গবাসী পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

রঙ্গজ (ক্লী) রঙ্গাজ্জায়তে ইতি জন-ড। সিন্দূর। (রত্নমালা)

রঙ্গজীবক (পুং) রঙ্গেণ রঞ্জনকার্য্যেণ জীবতীতি জীব-ণ্বুল্। ১ চিত্রকার। (শব্দরত্না°) ২ নাট্যকারক, যাহারা রঙ্গ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, অভিনেতৃবর্গ।

রঙ্গজ্যোতির্ব্বিদ্, বিচারসুধাকর নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা।

রঙ্গণ (ক্লী) নৃত্য ; আমোদপ্রদ কার্য্য।

রঙ্গদ (পুং) রঙ্গং দ্যতি ছিনত্তীতি দো-ক। টঙ্কণ, সোহাগা। ২ খদিরসার। (রাজনি°)

রঙ্গদলিকা (স্ত্রী) নাগবল্লীলতা। (বৈদ্যকনি°)

রঙ্গদলিয়া, পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

রঙ্গদা (স্ত্রী) রঙ্গদ-টাপ্। স্ফটিকারী, চলিত ফিট্‌কিরী।

রঙ্গদায়ক (ক্লী) রঙ্গস্য দায়কং। কঙ্কুষ্ঠ। (রাজনি°)

রঙ্গদৃঢ়া (স্ত্রী) রঙ্গবৎ দৃঢ়া। স্ফটী, ফিট্‌কিরী। (রাজনি°)

রঙ্গদেবতা (স্ত্রী) রঙ্গাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

রঙ্গদ্বার (ক্লী) রঙ্গালয়ে প্রবেশদ্বার।

রঙ্গধারী, রঙ্গ বা টীন্ নামক ধাতুর পাত্রাদি নির্ম্মাণকারী মুসলমান জাতিবিশেষ।

রঙ্গনগরী, নগরভেদ। (দিগ্বিজয়প্রকাশ) [রঙ্গপুর দেখ।]

রঙ্গনাথ, ১ অদ্বৈতচিন্তামণিপ্রণেতা। ২ আয়ুর্জ্ঞান নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ৩ কর্পূরস্তবদীপিকা নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৪ গুণমন্দারমঞ্জরীপ্রণেতা। ৫ জীবন্মুক্তিবিবেক-রচয়িতা। ৬ বিদ্বজ্জনমনোরমা নাম্নী ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিকার। আনন্দাশ্রমের শিষ্য। ৭ রামানুজসিদ্ধান্তপদবী-প্রণেতা। ৮ বৃত্তরত্নাকরটীকা-রচয়িতা। ৯ মিতভাষিণী-নাম্নী লীলাবতীটীকা প্রণয়নকর্ত্তা ; ইহার পিতার নাম নৃসিংহ। ইনি পলভাখণ্ডন, ভঙ্গীবিভঙ্গীকরণ ও লোহগোলখণ্ডন নামে অপর তিন খণ্ড জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

রঙ্গনাথ, সূর্য্যসিদ্ধান্তগূঢ়ার্থপ্রকাশক নামক সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাপ্রণেতা। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি উক্ত গ্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম বল্লালগণক ও পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। নারায়ণীয় বীজ, দিবাকরকৃত জাতকপদ্ধতির টীকা, নিসৃষ্টার্থদূতী নাম্নী লীলাবতীটীকা, কেশবার্ককৃত জাতকপদ্ধতির প্রৌঢ়মনোরমা নাম্নী টীকা, এবং সিদ্ধান্তচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ, ইঁহার রচিত বলিয়া সাধারণের ধারণা।

রঙ্গনাথ, বিক্রমোর্ব্বশী-প্রকাশিকা নাম্নী টীকাগ্রন্থপ্রণেতা। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম বালকৃষ্ণ, পিতামহের নাম রঙ্গনাথ এবং প্রপিতামহের নাম নানভট্ট।

রঙ্গনাথ আচার্য্য, বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য-প্রণেতা।

রঙ্গনাথ দীক্ষিত, সোমপ্রয়োগ-রচয়িতা।

রঙ্গনাথপুর, দাক্ষিণাত্যের মলয়প্রদেশের অন্তর্গত একটী নগর।

রঙ্গনাথ ভট্ট, ১ দিনকরীটীকাপ্রণেতা। ২ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি উত্তররামচরিতটীকাপ্রণেতা নারায়ণের পিতা ছিলেন।

রঙ্গনাথ যজ্বন্, হরিদত্তকৃত পদমঞ্জরীর পদমঞ্জরীমকরন্দ নামক টীকাকার। ইনি নারায়ণের পুত্র এবং নল্লাদীক্ষিতের পৌত্র। চোলদেশ ইঁহার জন্মস্থান।

রঙ্গনাথ সূরি, জনৈক জৈন সূরি। ইনি শক্তিবাদবিবরণপ্রণেতা কৃষ্ণভট্টের পিতা।

রঙ্গপতাকা (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (দশকুমারচ° ১১৮।৫)

রঙ্গপত্রী (স্ত্রী) রঙ্গং রঙ্গার্থং পত্রমস্যাঃ, ঙীষ্। নীলীবৃক্ষ।

রঙ্গপীঠ (ক্লী) রঙ্গগৃহ। রঙ্গালয়।

রঙ্গপুর, বাঙ্গালার রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে জলপাইগুড়ী জেলা ও কোচবিহার, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে বগুড়া জেলা এবং পশ্চিমে দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ী। ভূপরিমাণ প্রায় ৩৫০০ বর্গ মাইল। রঙ্গপুর নগর ইহার বিচার সদর।

সমগ্র রঙ্গপুর জেলা একটী শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর। এখানে গণ্ডশৈল না থাকায় ক্রমনিম্নোচ্চ ভূমি আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল মাত্র প্রাচীন নদীখাতগুলি স্থানে স্থানে আবদ্ধ হইয়া বৃহদাকার জলাশয় ও জলাভূমি রূপে বিদ্যমান থাকিয়া স্থানীয় নিম্নভূমির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। বর্ষার বারিধারাপ্রবাহিত নদী, নালা ও খাত-

সমূহের জলে এখানকার পলিযুক্ত ও বালুকাময় ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা হইয়াছে, এখানকার জাত দ্রব্যের মধ্যে চাউল, পাট, তৈলকরবীজ, তামাক, আলু, ইক্ষু ও আর্দ্রক প্রধান। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল সমূহে বেত্র ও শর প্রভৃতি পরিমাণে জন্মে।

ব্রহ্মপুত্র ও তাহার শাখা প্রশাখা লইয়া এখানকার নদীমালা গঠিত। ঐ শাখানদীসমূহের মধ্যে তিস্তা, ধর্লা, সঙ্কোশ, করতোয়া, গদাধারা ও দুধকুমার প্রধান। এতদ্ভিন্ন আত্রাই, গাঘাট, মনাস ও গুজারিয়া নামে কএকটী ক্ষুদ্রনদী আছে। ভুরুণবাড়ীথানার বাগিপাড়া গ্রামের দক্ষিণে এবং বরাবাড়ী থানার পঙ্গা গ্রামের সন্নিকটে দুইটী শাল ও বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের বন আছে। বেত্রবনের মধ্যে গড়াল বেত, জালি বেত ও হরকাটীবেত এবং ছড়ি বা লাটীর জন্য মোটা বেত পাওয়া যায়।

কিংবদন্তী ব্যতীত এখানকার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের আর উপায় নাই। একসময়ে এই রঙ্গপুর প্রদেশ হিন্দুশাসিত কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমসীমা মধ্যে গণ্য ছিল। যদিও তৎকালীন কামরূপ রাজ্যের রাজধানী সুদূর আসাম উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথাপি সেই প্রাচীন রাজগণ এখানে আসিয়া বসবাস করিতেন। ভারতযুদ্ধে ব্যাপৃত মহারাজ ভগদত্ত রঙ্গপুর নগরে আপনার 'সুখাবাস' স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহাভারতীয় ভগদত্তের উপাখ্যান পরিত্যাগ করিলেও আমরা স্থানীয় অন্যান্য প্রবাদ হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের পূর্ব্বে এখানে তিনটী স্বতন্ত্র রাজবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় ধ্বংসাবশেষ-সমূহ কিংবদন্তী-সূত্রে সেই সমস্ত রাজবংশের কীর্ত্তি বলিয়া আরোপিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সকল রাজবংশের মধ্যে পৃথু রাজার বংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বর্ত্তমান জলপাইগুড়ী জেলায় তাঁহার রাজধানীর বিস্তৃত ভগ্নকীর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তৎপরে পালরাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্মপালের দুর্গাদি সুরক্ষিত নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও জলপাইগুড়ীর সীমামধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পালবংশের তৃতীয় রাজা ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রীর অলৌকিক বিচারশক্তি এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় প্রদত্ত হইল;—

"ভীষণ ঝটিকায় কোন এক বণিকের নৌকা ডুবিয়া বিস্তর ক্ষতি হয়। রাজার নিকট সে এই ব্যাপার জ্ঞাপন করিলে রাজা মন্ত্রীর সহিত বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিলেন যে কুম্ভকারের পুঁইশালা হইতে ধূম উত্থিত হইয়া সম্ভবত মেঘের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাই ঝড়ের কারণ, সুতরাং কুম্ভকারই বণিকের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। অন্য এক সময়ে স্থানীয় অধিবাসীরা একটী বন্য শূকর শাবক লইয়া রাজ-সকাশে উপস্থিত হয়। রাজা ও রাজমন্ত্রী গবেষণা করিয়া বলেন যে, হয় ইন্দুর পুষ্ট হইয়া না হয় হস্তিশাবক ক্ষয়রোগে এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় উপাখ্যানটী 'পুকুরচুরির' ঘটনা।—একদা দুইজন পথিক সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কোন পুষ্করিণীতীরে খাদ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত উনান্ খনন করিতেছিল। তাহা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে এই দুই ব্যক্তি 'পুকুর চুরি' করিবার উদ্দেশেই খননকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে, সুতরাং এই দস্যুদিগকে শূলে আরোপ করাই বিধিসিদ্ধ। দুই জনের জন্য দুইটী শূল প্রস্তুত হইল। ঘটনাচক্রে একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও অপরটী ক্ষুদ্র হইয়াছিল। তখন উক্ত দুই পথিক আসন্নমৃত্যু দেখিয়া ছলপূর্ব্বক উভয়েই বৃহৎ শূলে আরোপিত হইবার জন্য বিতণ্ডা উপস্থিত করিল। উভয়ের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল, যে ঐন্দ্রজাল বিদ্যা-প্রভাবে আমরা অবগত হইয়াছি, যে ব্যক্তি ঐ বৃহৎ শূলে নিহত হইবে সেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে এবং ক্ষুদ্রশূলে মরিলে সে ঐ রাজার মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইবে। রাজা ভবচন্দ্র এরূপ নিম্নশ্রেণীর লোকের পক্ষে পরজন্মে লোকপূজ্য রাজপদপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিলেন না। তিনি স্বয়ং দীর্ঘশূলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ক্ষুদ্র শূলে আরোহণ করিয়া তৎপদানুবর্ত্তী হইল।" এই ভবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর প্রবাদ আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই বিচারগুলি হিন্দুবিদ্বেষী বৌদ্ধ রাজগণের পক্ষপাতবিচারের রূপান্তর কল্পনা মাত্র।

এই পালরাজবংশে রাজা গোপীচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। ইঁহার গীত আজিও রঙ্গপুর অঞ্চলে নানা স্থানে প্রচলিত আছে। রঙ্গপুরের যুগীরাই প্রায় ঐ গীত গাইয়া থাকে। রাজা মাণিকচাঁদের গীতও কাহার অবিদিত নাই।

তৃতীয় রাজবংশে নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর নামে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রাজা কামতাপুর নগর স্থাপন করেন। কোচবিহার সীমায় ঐ নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। উহার পরিধি প্রায় ১৯ মাইল। ঐ রাজবংশের বিভিন্ন রাজধানী রাজপ্রাসাদ ও গড় প্রভৃতি একই নিয়মে গঠিত হইয়াছিল। রাজা নীলাম্বরের সহিত গৌড়ের আফগান-রাজের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইয়া লৌহপিঞ্জরে গৌড়নগরে আনীত হইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই আফগানরাজকে সুলতান

হুসেন শাহ বলিয়া অনুমান করেন। হুসেনশাহ ১৪৯৯ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুসলমানগণ এইস্থান অধিকার করিলেও আপনাদের শাসনপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তৎপরে এখানে অরাজকতাস্রোতঃ প্রবাহিত হয়। আসামের পার্ব্বত্য জাতীয়েরা উপর্য্যুপরি আসিয়া রঙ্গপুর লুণ্ঠন এবং কোচগণ সীমান্তে কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজবংশের প্রথম রাজা বিশু স্বীয় ভুজবলে পূর্ব্বদিকে আসাম উপত্যকা পর্য্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদধিকৃত রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। মোগলগণ বাঙ্গালায় প্রতিপত্তি বিস্তার করিবার পর, মোগলপ্রতিনিধিগণ ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্ব-সীমান্তদেশ-রক্ষার্থ গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত রাঙ্গামাটীতে আসিয়া রাজশক্তির প্রভাব বিস্তার করে (১৬০৩খৃঃ)। কারণ ঐ সময় আহমগণ বাঙ্গালায় আসিয়া লুণ্ঠনাদি দ্বারা প্রজাবর্গকে ব্যস্ত করিতেছিল। প্রকৃত রঙ্গপুর বিভাগ ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সেনাপতি কর্ত্তৃক মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তখনও কোচবিহার রাজ্য স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

[কোচবিহার দেখ।]

১৭১১ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার-রাজের সহিত মোগলরাজের এক বন্দোবস্ত হয়। উহার সর্ত্তানুসারে বোদা, পাটগ্রাম ও পূরবভাগ পরগণার ভূম্যধিকারিরূপে তাঁহারা সরকারে খাজনা দাখিল করিতে বাধ্য হইলেন এবং অবশিষ্ট কোচবিহাররাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ পর্য্যন্ত এইরূপ বন্দোবস্ত অনুসারেই এখানকার শাসন ও রাজস্ব আদায়কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। ইংরাজরাজও তৎকালে মুসলমানদিগের প্রথা মত করসংগ্রহের ব্যবস্থা একজনের উপরেই ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব-সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত রাজা দেবীসিংহ নামক জনৈক রাজপুরুষের কর-নিষ্কাশনরূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া এখানকার কৃষক প্রজাবৃন্দ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই বিদ্রোহে ডাকাইতদলের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে রঙ্গপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ উৎসন্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরাজ গবমেণ্ট তখন বাধ্য হইয়া স্বতন্ত্ররূপ বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা তখন আর ব্যক্তি বিশেষের উপর কর-সংগ্রহভার ন্যস্ত না করিয়া প্রকাশ্যভাবে জমিদারবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে দেশীয় সেনা বিভাগের কর্ম্মচ্যুত সিপাহী দলে পরিপুষ্ট ডাকাইত দল এবং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অন্নক্লিষ্ট উদ্ধত প্রজাবৃন্দ এক যোগে প্রায় ৫০ হাজার লোক একত্র হইয়া এই জেলার নানাস্থান লুণ্ঠনপূর্ব্বক গ্রামাদি ধ্বংস করিতে থাকে। তৎকালে রঙ্গপুর প্রদেশ নেপাল, ভুটান, কোচবিহার ও আসামের সীমান্তরূপে গণ্য ছিল এবং এরূপ দীর্ঘ ও বিস্তৃত একটী প্রদেশের শাসনকার্য্য একজন মাত্র কলেক্টারের দ্বারা সুশাসিত করা সর্ব্বতোভাবে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজে কাজেই সেই সময় রঙ্গপুরের সুদূর প্রান্ত দেশে ডাকাইত দল নিরাপদে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ দস্যুদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত গবমেণ্ট বাহাদুর সময় সময় সশস্ত্র সিপাহী সেনা প্রেরণ করিতেন। এইরূপে সময় সময় ডাকাইত দল ও ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিদলের সহিত ইংরাজ সেনাদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। প্রথমে একটী ইংরাজ সেনাদল ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন টমাস কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরাজবাহিনী দস্যুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরিত হয়। দস্যুদলের হস্তে কাপ্তেন টমাস সদলে নিহত হন, এমন কি, সেই সময় চারি দল সেনা প্রেরণ করিয়াও তাহাদিগকে নিরুদ্যম করা যায় নাই। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দেশের শান্তিহারক দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং কলেক্টার বাহাদুর তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ইংরাজ সেনাদলকে সম্মুখীন দেখিয়া ডাকাইত দল প্রথমে বৈকুণ্ঠপুরের গভীর অরণ্যে যাইয়া আশ্রয় লাভ করে। কলেক্টার বাহাদুর দুই শত বরকন্দাজ লইয়া সেই বনে গোলাবৃষ্টি করিতে থাকেন। অবশেষে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫৪৯ জন দস্যু ধৃত হইয়া ইংরাজের আদালতে বিচারার্থ আনীত হইয়াছিল। এই দস্যুদলপতিদিগের মধ্যে ভবানী পাঠকই আমাদের পরিচিত। [ভবানী পাঠক দেখ।]

শাসন বিভাগের সুবিধার্থ রঙ্গপুর জেলার আংশিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন, এখানে বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিক আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বভাগ গোয়ালপাড়া নামক স্বতন্ত্র জেলায় গঠিত হইয়া আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উত্তরের তিনটী পরগণা লইয়া জলপাইগুড়ী জেলা এবং দক্ষিণের কিয়দংশ লইয়া বগুড়া জেলা গঠিত হইয়াছে। [জলপাইগুড়ী ও বগুড়া দেখ।]

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ইহারা পূর্ব্বে স্থানীয় আদিমবাসী ছিল। মুসলমান অধিকারের সময় ইহারা হিন্দুসমাজে স্থান না পাইয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত

হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে ভ্রমণশীল অনেক বেদেঙ্গার বাস আছে। কোচ, পলিয়া ও রাজবংশী নামক অর্দ্ধ সভ্য জাতিরও সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

মহীগঞ্জ, ধাপ ও নবাবগঞ্জ নামক উপকণ্ঠ লইয়া রঙ্গপুর সদর মিউনিসিপালিটীর অধিকার। এতদ্ভিন্ন এখানে বরখাতা, ভোগদাবাড়ী, ডিমলা, ঘোড়গ্রাম, ছাতনাই, বামোনী, কাপাসী, শালমারী, খান্‌বারিতপা, বাগডোগরা, নৌতবিতপা, বরাগড়ী, মাগুরা, ঝুণাগাছ, ছপারী, ভাগবাছাগড়ী প্রভৃতি নগর আছে। মহীগঞ্জ, লালবাগ, ঘোড়ামারা, কাকিনা, কাওনিয়া, নিসবেট-গঞ্জ, কালীগঞ্জ, লালমণির হাট, কালীদহ, যাত্রাপুর প্রভৃতি স্থানে এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে ও তাহার শাখা রঙ্গপুর জেলার মধ্যে বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

উক্ত জেলার চারিটী উপবিভাগ আছে; মহীগঞ্জ, নিস্‌-বেটগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ থানা সদর উপবিভা-গের অন্তর্গত। নীলফামারী উপবিভাগে ডিমলা, জলদাকা ও দারওয়ানী নামক থানা। কুড়িগ্রাম উপবিভাগে নাগেশ্বরী, বড়বাড় ও উলিপুর এবং গাইবান্ধা উপবিভাগে গোবিন্দগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, সাদুল্লাপুর ও সুন্দরগঞ্জ থানা। সৈয়দপুরে রেল কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হওয়ায় ঐ স্থান বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৫১ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, ঘাঘাট নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৪´৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°১৭´৪০´´ পূঃ।

রঙ্গপুর, আসামপ্রদেশের শিবসাগর জেলার শিবসাগর নগরের দক্ষিণস্থ একটী ধ্বস্ত নগর। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের আহম্ রাজ-গণের প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিগতকীর্ত্তির গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। প্রবাদ, ঐ প্রাসাদ এবং জয়সাগর দেবমন্দির প্রায় ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রুদ্রসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাসাদসন্নিহিত স্থান জঙ্গলে আবৃত হইলেও প্রাচীন দেউলাদি অদ্যাপি অভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান আছে। প্রাসাদগৃহের ছাদগুলি স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দেবমন্দির-সম্মুখস্থ জয়সাগর পুষ্করিণীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি শিবসাগর হ্রদের অনুরূপ। ঐ মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মন্দিরটী আদৌ নষ্ট হয় নাই, কিন্তু দেব-মূর্ত্তি না থাকায় কেহ আর তথায় পূজা দিবার জন্য যায় না। এই নগরের অদূরে গড়গাঁও নামক স্থানেও আহমরাজগণের রাজধানী ছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা গৌরীনাথ রঙ্গপুর হইতে জোড়হাটে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন।

রঙ্গপুষ্পী (স্ত্রী) রঙ্গং রঞ্জিতং পুষ্পমস্যাঃ। নীলীবৃক্ষ।

রঙ্গপ্রবেশ (পুং) অভিনয়ার্থ রঙ্গমঞ্চে আগমন।

রঙ্গবীজ (ক্লী) রঙ্গং বীজং উৎপত্তিকারণমস্য। রূপ্য।

রঙ্গভট্ট, ভারদ্বাজগৃহ্যপ্রয়োগবৃত্তিপ্রণেতা।

রঙ্গভূতি (স্ত্রী) রঙ্গস্য রাগস্য ভূতিঃ শোভাঽত্র। কোজাগর-পূর্ণিমা। (শব্দরত্না°)

রঙ্গভূমি (স্ত্রী) রঙ্গস্য ভূমিঃ। ১ মল্লভূমি, চলিত কুস্তির আড্ডা।

"সান্দ্রাং সুকঠিনাঞ্চৈব পাষাণোদকসংযুতাং।
তৃণকাষ্ঠসমাযুক্তাং রঙ্গভূমিন্তু বর্জ্জয়েৎ।
সমাঞ্চ বিপুলাঞ্চৈব কিঞ্চিৎপাংশুসমন্বিতাং।
একান্তে বিজনে রম্যে রঙ্গভূমিন্তু কারয়েৎ॥"(অশ্ববৈ° ৭।১১-১২)

মল্লভূমি প্রস্তুত করিতে হইলে সমতল ভূমিতে করিতে হইবে, ঐ ভূমি বিস্তৃত এবং কিঞ্চিৎ পাংশুযুক্ত হইবে; ইহা বিজন ও রমণীয় স্থানে করিতে হয়। এই ভূমি সান্দ্র, সুকঠিন, পাষাণোদক এবং তৃণকাষ্ঠযুক্ত স্থানে করিতে নাই।

২ রণস্থল। ৩ নাট্যভূমি, অভিনয়-স্থান। [রঙ্গালয় দেখ]

রঙ্গমাগিরি, আসামপ্রদেশের গারো পার্ব্বতীয় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মিমন্‌রাম পর্ব্বতের দক্ষিণঢালুদেশে অব-স্থিত। এখানে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গোরাগণ জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত গবর্মেণ্টের কুলিদিগকে নিহত করায় ইংরাজ-রাজ তাহাদের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গারোগণ পরাজিত হইয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। তুরা হইতে রায়ক থানা পর্য্যন্ত যে পথ আছে, তাহা এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

রঙ্গমঙ্গল (ক্লী) রঙ্গমঞ্চে সমাগত হইয়া উৎসব।

রঙ্গমণ্ডপ (ক্লী) রঙ্গালয়। থিয়েটার, নাচঘর।

রঙ্গমহল, দিল্লীস্থ একটী বিস্তৃত প্রাসাদ। মোগল বাদশাহ-গণ এখানে আমোদ প্রমোদ করিতেন।

রঙ্গমতী, আসামের অন্তর্গত একটী নগর। [রাঙ্গামাটী দেখ।]

২ চট্টগ্রামস্থ একটী বন।

রঙ্গমধ্য (ক্লী) ১ রঙ্গমঞ্চ। ২ কৌতুকপ্রদর্শনার্থ পরি-বেষ্টিত মধ্যস্থল।

রঙ্গমল্লী (স্ত্রী) রঙ্গায় রাগায় মল্লী। বীণা। (শব্দরত্না°)

রঙ্গমাণিক্য (ক্লী) মাণিক্যরত্ন।

রঙ্গমাতৃ (স্ত্রী) রঙ্গস্য মাতা জনিকা। ১ কুট্টনী। ২ লাক্ষা।

রঙ্গমাতৃকা (স্ত্রী) রঙ্গমাতৃ স্বার্থে কন্-টাপ্। লাক্ষা।

রঙ্গরস (দেশজ) কৌতুক, রহস্যালাপ।

রঙ্গরাজ, জনৈক হিন্দু রাজা (১৫৭২-৮৫ খৃষ্টাব্দ)। ইনি প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি-প্রণেতা সায়ণের প্রতিপালক ছিলেন।

রঙ্গরাজ, ১ শিশুপালবধের জনৈক টীকাকার। মল্লিনাথ ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২ অদ্বৈতমুখররচয়িতা। ৩ রূপক-পরিভাষা নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ-প্রণেতা। ৪ মীমাংসা-নয়দীপিকাপ্রণেতা বরদরাজের পিতা ও দেবরাজের পুত্র। ইনিও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

রঙ্গরামানুজ, উপনিষদ্বাক্যবিবরণ (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ সম্বন্ধীয়), উপনিষৎপ্রকাশিকা, উপনিষদ্ভাষ্য ও দ্রাবিড়োপনিষৎসাররত্নাবলীব্যাখ্যা নামক গ্রন্থ প্রণেতা। এতদ্ভিন্ন শঙ্করাচার্য্যকৃত ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, কঠবল্ল্যুপনিষৎপ্রকাশিকা, কৌষিতক্যুপনিষৎপ্রকাশিকা, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, প্রশ্নোপনিষৎপ্রকাশিকা, বৃহদারণ্যকভাষ্য, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্য, মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্য এবং গুরুভাব-প্রকাশিকা, ভাবপ্রকাশিকা, মূলভাবপ্রকাশিকা, রঙ্গরামানুজভাষ্য (বেদান্ত), বিষয়বাক্যদীপিকা, শ্রুতভাবপ্রকাশিকা ও রঙ্গরামানুজীয় নামক বেদান্ত গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

রঙ্গরেজ (পারসী) ১ যাহারা বস্ত্রাদি রঙ্ করে। ২ উক্ত ব্যবসাবলম্বী নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান জাতিবিশেষ। ৩ যুগী-জাতির একটী শাখা।

৪ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান রঙ্গরেজ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মুসলমান শাখার মধ্যে আবার ৮১টী স্বতন্ত্র থাক আছে। তাহারা বলে যে খাজাওয়ালি নামক জনৈক সাধু হইতে তাহাদের মধ্যে এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে,—'খাজা বালি রঙ্গরেজ রঙ্গে খুদা কি সেজ্' অর্থাৎ খাজাবালি পরম পিতা পরমেশ্বরের শয্যা রঙ্ করিয়া থাকে।

অপর জাতি হইতে কোন ব্যক্তি তাহাদের সহিত মিশিতে চাহিলে তাহারা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না। দশ হইতে বারবৎসরের মধ্যেই প্রায় বালকবালিকার বিবাহ হইতে দেখা যায়। এই বিবাহ বারহৌবা, দোলা ও সাগাই ভেদে তিনপ্রকার। বারহৌবা প্রথায় বর সমাজে ও বরযাত্রী লইয়া কন্যার আলয়ে গমন ও বিবাহ করে। দরিদ্রলোকের মধ্যে দোলা প্রথার বিবাহই অধিক। ইহাতে কন্যাকে গোপনে বরের বাটীতে আনিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। বিধবা-বিবাহকে সাগাই বলে। সুরাপাঠ ভিন্ন বিবাহবন্ধনের আর বিশেষ কোন মন্ত্র নাই। বিধবাগণ স্বামীর কনিষ্ঠভ্রাতা অথবা অপর ব্যক্তিকে ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে। স্বামী অথবা স্ত্রীর চরিত্রদোষ দর্শাইয়া স্বামী অথবা স্ত্রী পঞ্চায়তকে জ্ঞাপন করিলেই, বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে।

মুসলমান রঙ্গরেজদের মধ্যে অধিকাংশই সুন্নী মতাবলম্বী। সুন্নীরা সিয়ামতাবলম্বীদিগের সহিত আদানপ্রদান করে না। গাজি-মিঞা ও পাঁচপীর তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম রবিবারে তাহারা উভয় দেবতারই প্রীত্যর্থ পূজাদি দিয়া থাকে। বিবাহের পর গাজীমিঞাকে কস্তুরী ভোগ দিবার বিধি আছে। সাধারণ মুসলমানের ন্যায় তাহারা শবদেহ প্রোথিত করে। ইদ্, সব্-ই-বরাত, ও বকর ইদ উৎসব উপলক্ষে তাহারা পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে খাদ্যাদি দিয়া থাকে।

রঙ্গলতা (স্ত্রী) (Helicteres Isora) আবর্ত্তকীলতা, চলিত আঁৎমোড়া, হিন্দী—মরোরফলী, মেন্দু। ইহার গুণ—শূলঘ্ন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলাস্থ কাল্নার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ।

হুগলী কলেজে রঙ্গলালের শিক্ষা শেষ হয়। তবে শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন তিনি বেশী দিন কলেজে অধ্যয়নের সুবিধা পান নাই। বাধ্য হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও তাঁহার পাঠস্পৃহা বলবতী ছিল। ইংরাজী কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি বালক-কাল হইতেই কবিতা-রচনায় অনুরাগী ছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হইলে, মিঃ ওরায়ন্ স্মিথ সাহেব সম্পাদক ও রঙ্গলাল তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। অনেক দিন তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ সময়কার এডুকেশন-গেজেটে তাঁহার গদ্য পদ্য উভয় রচনাই প্রকাশিত হইত। ইহার কএক বর্ষ পরে তিনি ইনকম্-টেক্সের এসেসর্ হইয়াছিলেন। তাহাতে যোগ্যতা দেখিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম প্রদান করেন।

তাঁহার হৃদয়ে জাতীয় স্বাধীনতার উদ্দাম-আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল, তাঁহার রচিত পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী কাব্যে তাহার উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়। তিনি সংস্কৃত কুমারসম্ভবের পদ্যানুবাদও করিয়াছিলেন। এ ছাড়া বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ ও শরীর-সাধনীবিদ্যার গুণকীর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার আরও দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে রঙ্গলাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রঙ্গলাসিনী (স্ত্রী) রঙ্গেণ রাগেণ লসিতুং শীলমস্যাঃ ইতি লস-ণিনি। শেফালিকা। (শব্দচ°)

রঙ্গবতী (স্ত্রী) বাসবদত্তাবর্ণিত জনৈক নায়িকা। ইনি স্বীয় স্বামী রন্তিদেবকে নিহত করিয়াছিলেন।

রঙ্গবল্লিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। যজ্ঞকর্ম্মে ইহা ব্যবহৃত হয়। পর্য্যায়—রঙ্গবল্লী।

রঙ্গবস্তু (ক্লী) রঙ্।

রঙ্গবাট (ক্লী) রঙ্গপ্রদর্শনার্থ বেষ্টিত স্থান। (হরিবংশ)

রঙ্গবারাঙ্গনা (স্ত্রী) নর্ত্তকী-বেশ্যা।

রঙ্গবিদ্যাধর (পুং) ১ নৃত্যকুশলী। ২ অভিনেতা।

রঙ্গশালা (স্ত্রী) রঙ্গস্য শালা। নাট্যগৃহ, নাচঘর।

রঙ্গসাজ, চিত্রকর জাতিবিশেষ। গৃহের দেউল, পাল্কী, গাড়ী, আলমারী, দরজা, কড়ী প্রভৃতি রঙ্ করা এবং পালিস্ করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা এরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ইহারা নীচ বর্ণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

রঙ্গস্বামী, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর নীলগিরি পর্ব্বতমালার একটী শৃঙ্গ। গজ্জলহাথী-সঙ্কটের নিকট অবস্থিত। অক্ষা° ১১°২৭´-২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২০´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার শিখরদেশ ৫৯৩৭ ফিট্ উচ্চ।

রঙ্গহট্ট, মালদের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (দেশাবলী)

রঙ্গাচার্য্য, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের পর বাগীশতীর্থ নামে পরিচিত এবং কবীন্দ্রতীর্থের তিরোধানের পর সেই আসন লাভ করেন। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রঙ্গাচার্য্য, ১ অষ্টাক্ষরব্যাখ্যা, তুলসীনলিনাক্ষ, রঘুবীরবিংশতি ও রঙ্গভূঙ্গবল্লী নামক কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা। ২ আদেশ-কৌমুদীনামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা। ৩ উত্তরপত্র ও গোবর্দ্ধন-পত্র নামক ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা। ৪ শুকসন্দেশকাব্যরচয়িতা।

রঙ্গাচার্য্য, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি রামানুজ কৃত গ্রন্থাবলী সংস্কৃত ভাষায় বিবৃত করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মমত সমর্থন করিয়া ইনি আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

রঙ্গাঙ্গণ (ক্লী) রঙ্গস্থান।

রঙ্গাঙ্গা (স্ত্রী) রঙ্গং রঙ্গার্হং অঙ্গমস্যাঃ। ফটী। (রাজনি°)

রঙ্গাজীব (পুং) রঙ্গো হরিতালাদিস্তেনাজীবতীতি জীব-অণ্, যদ্বা রঙ্গ আজীব বাংস্য। চিত্রকর, যাহারা রঙের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

রঙ্গার, ১ মালব ও মেবারবাসী কৃষিজীবী রাজপুত জাতিবিশেষ। ২ মহারাষ্ট্র ও মধ্যভারতবাসী ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভেদ। শেখাবতী, রোহিলখণ্ড, উত্তর অন্তর্ব্বেদী ও ভট্টিপ্রদেশে এই শ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে। পশ্চিমের ভূঁইহার ব্রাহ্মণ-দিগের ন্যায় ইহারাও কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। অধুনা অনেকে সিপাহীর কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা উদ্ধত ও দুর্দ্ধর্ষ। এক্ষণে অনেকে ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে।

রঙ্গারি (পুং) রঙ্গস্য তদাখ্যধাতোররিরিব। করবীর।

রঙ্গালয়, মল্লক্রীড়া ও নৃত্যগীতাদির অভিনয়-প্রদর্শনার্থ গৃহ। ইংরাজীতে ইহাকে Theatre বলে। যেস্থানে মল্ল-ক্রীড়া, ব্যায়াম, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি দেখান হয়, তাহার সাধারণ নাম Amphitheatre এবং যে মঞ্চোপরি কেবলমাত্র নাট্য-রঙ্গে লিপ্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বিশেষ বিশেষ চরিত্রচিত্র হাবভাব প্রদর্শন সহকারে ও উদ্দীপনার সহিত প্রকৃতবৎ অভিনয় করিয়া থাকে, তাহাই নাট্যাভিনয় নামে খ্যাত। অধুনা প্রচলিত পাশ্চাত্য থিয়েটারে বিশেষ ঘটনাশ্রিত কোন চরিত্রের উল্লেখসহকারে তদানুষঙ্গী বিবরণ বিশেষ অভিনীত হইতেছে।

প্রাচীন ভারতে নাট্যাভিনয়ের বিশেষ সমাদর ছিল। দর্শকগণের চিত্তানুমোদনার্থ তৎকালে বহুপ্রকার নাটক, ভান, প্রহসন প্রভৃতি রচিত হয়। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সমূহ আলোচনা করিলে এ সকল বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। [নাটকাদি শব্দ দেখ।]

ভারতীয় হিন্দুরাজগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অথবা কোন উৎসবে তাঁহাদের চিত্তরঞ্জনার্থ রাজকবিগণ কর্ত্তৃক উক্ত প্রকার বহুবিধ গীতিনাট্য প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সকল নাটকের অভিনয়প্রদর্শনকালে ভারতীয় নাট্যাচার্য্যগণ কিরূপ প্রকার রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয় গঠন করিতেন, তাহার বিবরণ জানিবার বিশেষ উপায় নাই। কারণ ভারতীয় রঙ্গ-ভূমির কোনপ্রকার ধ্বস্ত নিদর্শন আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ রাজপ্রাসাদের গৃহবিশেষেই এই রঙ্গগৃহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, অথবা দেবমন্দিরাদির সম্মুখস্থ উচ্চপ্রাঙ্গণে বা নাট-মন্দিরে আবশ্যকীয় দৃশ্যপটাদি যথাস্থানে বিলম্বিত করিয়া দর্শকমণ্ডলীর নয়নসমক্ষে উপস্থাপিত করিত এবং ঐ সমস্ত অভিনয়কার্য্য সম্পাদিত হইত। তাই রাজকীয় বা দেব-পূজাসম্পর্কীয় কোন উৎসবের সময় রাজগৃহেই নাটকা-ভিনয়ের কথা শুনা যায়। রাজাশ্রয়ে প্রতিপালিত নাটককার কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ নটমুখে সেই কথাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন নাট্য-শাস্ত্রাদিতে রঙ্গমঞ্চ-নির্ম্মাণ প্রণালীর উল্লেখ থাকিলেও, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতার কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লিপিবদ্ধ নাই। যখন যেরূপ নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইত, তখন তদভিনয়োপযোগী করিয়াই রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করিয়া লইত। কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিতের মতে তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রত্যেকে বিংশতি হস্ত পরিমিত এবং উচ্চতা তাহার অনুরূপ অর্থাৎ যেরূপ পরিমাণে উচ্চ

স্তম্ভসন্নিবেশ থাকিবে না। উপরিভাগ কাষ্ঠাদি দৃঢ় পদার্থে নির্ম্মাণ করিয়া কলস, পতাকা, পুষ্পমাল্য ও তোরণাদির দ্বারা পরিশোভিত এবং তাহাতে গবাক্ষ ও পুত্তলিকাদি সন্নিবেশিত করা উচিত। উহার অধোভাগ মসৃণ এবং শুভ্রবর্ণ হইবে। কিন্তু কুট্টিমভাগ নিতান্ত পিচ্ছিল করিতে নাই, যেহেতু তাহাতে অভিনেতৃবর্গের পাদস্খলন হইবার একান্ত সম্ভাবনা। রঙ্গভূমির পশ্চিমপ্রান্তে নেপথ্য করা আবশ্যক; কারণ তাহা হইলে পাত্রপ্রবেশের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

অভিনয়ারম্ভের পূর্ব্বে অথবা প্রতি অঙ্কের শেষে যে বিচিত্র পটদ্বারা রঙ্গভূমির সম্মুখভাগ আচ্ছাদিত করা হয়, তাহার নাম যবনিকা। অচ্ছিদ্র অথচ সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারাই যবনিকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। প্রতি অঙ্কে বা প্রতি গর্ভাঙ্কে যেমন রঙ্গভূমির মধ্যস্থ পটপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, সেইরূপ রসবিশেষে যবনিকারও পরিবর্ত্তন করা বিধেয়। আদিরসে শুভ্র, বীররসে পীত, করুণরসে ধূম্র, অদ্ভুতরসে হরিত, হাস্যরসে বিচিত্র, ভয়ানকরসে নীল, বীভৎসরসে ধূসর ও রৌদ্ররসে রক্তবর্ণের যবনিকা প্রক্ষেপ করা উচিত। কোন কোন পূর্ব্বতন নাট্যাচার্য্যের মতে শুদ্ধ অরুণবর্ণের যবনিকাই সকল রসে ব্যবহৃত হইতে পারে। আধুনিক নাট্যকারেরা প্রায় এই মতাবলম্বী। পুরাকালে যবনিকা দুইখণ্ডে বিভক্ত ছিল, পাত্রপ্রবেশের সময়, সেই খণ্ডদ্বয় দুইটী সুন্দরী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক দুইপার্শ্বে গুটাইয়া টানিয়া লওয়া হইত। এখনকার ন্যায় যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া লওয়া হইত না।

তৎকালে দর্শকমাত্রের বসিবার আসন বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করিবার নিয়ম ছিল। নাট্যশালার পূর্ব্বভাগে নৃপতি বা সঙ্গীতবিশারদগণ, ন্যূনাধিক্যবিবেচক, মার্গদেশী, বিভাগবিৎ, সানন্দচিত্ত, রসালঙ্কারাভিজ্ঞ, কলানাট্যনিপুণ, অভিনয়বেত্তা, সর্ব্বপ্রকারগুণ ও দোষের নিরূপণজ্ঞ, অন্যের অভিপ্রায়জ্ঞ ও ক্ষমাশীল সভাপতির আসন নির্দ্দিষ্ট হইত। দক্ষিণে ব্রাহ্মণদিগের, উত্তরে অমাত্য ও বালকদিগের, ভিত্তিপার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের, সভাপ্রান্তে বন্দী, স্তাবক, রাজা বা সভাপতির শরীররক্ষক অস্ত্রিদলের এবং অন্যান্য দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের অবস্থিতিস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। অপরিচিত, শস্ত্রপাণি, অনাচারী, পীড়িত, অভিনয়ানভিজ্ঞ ও পাষণ্ডদিগকে সভামধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। মধ্যস্থতা, সাবধানতা, অচঞ্চলতা, ন্যায়বাদিতা, নিরহঙ্কারিতা, রসভাবাভিজ্ঞতা, সানন্দচিত্ততা প্রভৃতি গুণগ্রামভূষিত ব্যক্তিমাত্রই নাট্যসভার সভ্যপদ পাইবার উপযুক্ত হইতেন। ইহাভিন্ন অপরাপর দর্শক বা শ্রোতৃবর্গ রসভঙ্গের কারণ। (ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্র)

প্রাচীন ভারতের ন্যায় পাশ্চাত্য জগতে অর্থাৎ প্রাচীন য়ুরোপের সুসভ্য রোমক ও গ্রীকদিগের মধ্যে এবং এসিয়া মাইনরবাসী গ্রীকপ্রভাবাপন্ন যবনজাতির মধ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে অভিনয়াদি প্রদর্শনার্থ রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, আথেন্সবাসিগণ নাটকাভিনয়-প্রদর্শনার্থ (dramatic representations) সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করেন। দিওনিসাস্ দেবের প্রতি উৎসবের (Dionysiac festivals) সময় তাহারা অস্থায়ী কাষ্ঠতক্তে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া অভিনয়কার্য্য সম্পন্ন করিত। ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কোন দুর্ঘটনায় ঐ অস্থায়ী মঞ্চ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আথেন্সবাসিগণ একটী স্থায়ী গৃহনির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ৩৪০ খৃঃপূঃ প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। এই সময়ের মধ্যে গ্রীস ও এসিয়ামাইনরের নানা স্থানে প্রাচীন রঙ্গালয়ের অনুকরণে অনেকগুলি নাট্যশালা গঠিত হইয়াছিল। স্পার্টায় কেবলমাত্র ব্যক্তিবর্গের সভা ও নৃত্যামোদের জন্য কতকগুলি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আদৌ নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হয় নাই।

দিওনিসাসের পবিত্র লেনিয়াম্ (Lenæum) নামক স্থানের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে আথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ দিওনিসিয়াক্-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্রোপলিস্ পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পাদমূল খনন করিয়া ঐ রঙ্গালয়ে দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান (auditorium) নির্ম্মিত হইয়াছিল। গ্রীকগণ যে যে স্থানেই রঙ্গভূমি রচনা করিয়াছিলেন, সেইখানেই ঐ রূপ পর্ব্বতের পাদমূল বাছিয়া দর্শকের সোপানাবলী প্রস্তুত করিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথমশতাব্দ ব্যতীত রোমকদিগের মধ্যে সমতল ক্ষেত্রোপরি রঙ্গমঞ্চ-নির্ম্মাণের আর নিদর্শন পাওয়া যায় না।

আধুনিক ধরণে রচিত রঙ্গালয়ের ন্যায় ঐ রঙ্গালয়গুলির ছাদ ছিল না। এসিয়ামাইনরস্থ লিসিয়ার দক্ষিণপূর্ব্বে মাইরা (Myra) নগরে রঙ্গালয়ের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন না হইলেও প্রাচীনতম গ্রীক্-রঙ্গালয়ের অনুকরণেই গঠিত হইয়াছিল। উহার দর্শকবৃন্দের বসিবার আসন এককেন্দ্রীভূত অর্দ্ধ-বৃত্তসমূহের উপর সোপানশ্রেণী পরম্পরায় বিন্যস্ত ছিল। এই শ্রেণীবদ্ধ সোপানরাজি পর্ব্বতের ঢালুদেশ কাটিয়া সমস্ত্রাকারে গ্রথিত ছিল এবং সিঁড়ির ধাপে উঠিয়া দর্শকগণকে সোপানাকার আসনে (gallery) উপবেশন করিতে হইত। এই দর্শনমণ্ডপের নাম *Carea*। পাঁচ বা ছয় শ্রেণীর পর দর্শকবৃন্দের গমনাগমনের সুবিধার্থ একটী করিয়া পথ রক্ষিত হইত। তাহার পর পুনরায় ঐরূপ আসনশ্রেণী। ইহার সর্ব্বপশ্চাতে কেবলমাত্র স্ত্রীলোক-

দিগের বসিবার স্বতন্ত্র আসন। এখানে স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত একটী ছাদযুক্ত পথ বা বারাণ্ডা ছিল। উহার উপরেও বসিবার আসন ছিল। রোমকদিগের ন্যায় গ্রীকদিগের মধ্যেও থিয়েটারে রমণীগণের বসিবার জন্য পশ্চাদ্দিকের সর্ব্বোচ্চ সোপানশ্রেণী স্বতন্ত্র আসনরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। (Atheneus xii, 534)। নব্যযুগে প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান পুরোহিত-পত্নীদিগকে (chief priestesses) সোপানাবলীর সম্মুখস্থ মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সিংহাসনে বসাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রঙ্গালয়ের ছাদ না থাকায় তৎকালে দর্শকবৃন্দের বড়ই অসুবিধা ছিল। ঝড়, বৃষ্টি বা তুষারপাতের সময় দর্শকবৃন্দকে আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া প্রাচীরসংলগ্ন আচ্ছাদিত বারাণ্ডা বা পথ ও গেটের নিম্নে অথবা সোপানাকারে সজ্জিত আসনশ্রেণীর (gallery) নিম্নে আশ্রয় লইতে হইত।

বৃষ্টি, হিম প্রভৃতি ব্যতীত এই ছাদশূন্য রঙ্গমঞ্চে দর্শকমণ্ডলীর আরও একটী কষ্টের কারণ ছিল। তাঁহারা অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মুখোচ্চারিত বাক্যবিন্যাসগুলি সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইতেন না। ছাদ না থাকায় শূন্যপথে শব্দগুলি উড়িয়া যাইত, তাহার প্রতিঘাত বা প্রতিধ্বনির উপায় ছিল না। তজ্জন্য রঙ্গালয়ের অধিষ্ঠাতৃগণ সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী দেওয়ালে ও পার্শ্বসীমাস্থিত প্রাকারে কতকগুলি কুলুঙ্গী করিয়া লইতেন। ঐ সকল কুলুঙ্গীতে ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত বড় বড় জালা বসান হইত। ষ্টেজ হইতে পুনঃ পুনঃ সমুত্থিত শব্দ ঐ সমস্ত জালার বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া সুর জমাট রাখিবার উদ্দেশ্যেই নাট্যাচার্য্যগণ এরূপ কলস-স্থাপনের বিধান করিয়াছিলেন।

বিট্রুবিয়াস্ লিখিয়াছেন, ঐ কুলুঙ্গীগুলি তদভ্যন্তরস্থ জালার অনুরূপ করিয়াই নির্ম্মিত এবং জালাগুলিও সুরসমন্বয়সাধনপর (tuned in a chromatic scale) করিয়াই সংস্থাপিত করা হইত। তিনি বলেন, গ্রীকগণ এই উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ জালা রাখিতেন। রোমকদিগের রঙ্গালয়ে এরূপ জালা বসান হইত কি না, তাহার বিষয় তিনি অবগত ছিলেন না। সিসিলীদ্বীপের টৌরোমনিয়াম্ রঙ্গালয়ের কুলুঙ্গীগুলি আজিও রক্ষিত আছে। প্রকৃতপক্ষে কেন যে প্রাচীনগণ এরূপ কুলুঙ্গী ও জালা-স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা সুকঠিন।

গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চে সোপানাসনের সম্মুখে ও ষ্টেজের ব্যবধানে যে উচ্চ মণ্ডপ স্থাপিত হইত, তাহা অর্কেষ্ট্রা (Orchestra) নামে কথিত। এখানে গায়ক, বাদক ও নর্ত্তকীদল উপবেশন করিত। ইহার মধ্যস্থলে সোপানবিলম্বিত দিওনিসাসের পবিত্র বেদী। বেদীর পশ্চাতেই ষ্টেজ বা সরুচত্বর (Proscenium); অর্কেষ্ট্রা অপেক্ষা উহা ৩ হইতে ৫ ফুট্ উচ্চ। এখানে উঠিবার জন্য কএকটী সিঁড়ি আছে। অর্কেষ্ট্রায় উপবিষ্ট নর্ত্তকী বা গায়কদল আবশ্যক মত ঐ সোপানারোহণে ষ্টেজে আসিয়া উঠিয়া থাকে। ষ্টেজের মধ্যস্থলে যেখানে প্রধান প্রধান অভিনেতৃবর্গ আসিয়া দণ্ডায়মান হন, তাহা Pulpitum। ষ্টেজের নিম্নে একটী ঘর থাকে। অভিনয়কালে প্রেতাত্মা বা ভূতযোনির আবির্ভাব আবশ্যক হইলে, ঐ গৃহের সিঁড়ি দিয়া অভিনেতাকে ষ্টেজে উঠিতে হয়।

ষ্টেজের সর্ব্ব পশ্চাতে একটী উচ্চ দেওয়াল থাকে। উহা দর্শকবৃন্দের নির্দ্দিষ্ট শেষ সোপানের পশ্চাদ্দিগ্বর্ত্তী স্তম্ভশ্রেণীর সহিত সমোচ্চ করিয়া নির্ম্মিত হইত। উহার নাম Scena। উহার নিম্নদেশে তিনটী প্রবেশ দ্বার, পার্শ্বদেশস্থ দ্বারপথদ্বয় দিয়া সাধারণ অভিনেতা ও মধ্যবর্ত্তী দ্বার দিয়া কেবল মাত্র রাজাই সাজিয়া বাহির হইতেন। উহার পশ্চাদ্ভাগে অভিনেতৃবর্গের সাজ-ঘর। ঐ উচ্চ দেওয়াল তিন সারি স্তম্ভদ্বারা এরূপ ভাবে গঠিত হইত, যে দূর হইতে দেখিলে উহা কোন রাজপ্রাসাদ বা মন্দিরের সম্মুখদেশ বলিয়া অনুমিত হইত। সাধারণের বোধ হইত যেন কোন উৎসব উপলক্ষে তত্তৎপ্রাসাদ বা মন্দিরের সম্মুখেই অভিনয় হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন রঙ্গালয়ের শোভাবৃদ্ধির জন্য চিরস্থায়ী প্রাসাদ বা দেউলের পরিবর্ত্তে আরও কতকগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত চিত্রপটের অবতারণা করা হইত। ঐ দৃশ্যপটগুলি ইচ্ছানুসারে সরান বা নামান যাইত। কখন কখন বোনা অথবা শলমাচুম্‌কীর কাজ-তোলা চিত্রসম্বলিত পর্দ্দা অভিনেতৃবর্গের পশ্চাতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। এরূপ পর্দ্দা বা দৃশ্যপটের নাম aulæa বা siparium। পরবর্ত্তিকালে পর্দ্দার উপর নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া রঙ্গালয়ে ব্যবহার করা হইয়াছিল। আরিষ্টট্‌লের মতে নানা বর্ণে রঞ্জিত ঐ রূপ অঙ্কিত দৃশ্যপট সোফোক্লিসের পরে রঙ্গালয়ের শোভা বৃদ্ধি করে।

দৃশ্যপট ব্যতীত আবশ্যক মত অনেক কলকৌশলেরও উদ্ভাবনা হইয়াছিল। স্বর্গ হইতে অবতরণকারী দেবমূর্ত্তির অভিনয়ার্থ উপর হইতে অভিনেতাকে ঝুলাইবার জন্য একরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বজ্রপতন শব্দ উত্থাপনের জন্য বৃহদাকার ধাতুর পাত্রে পাথর পুরিয়া রাখিত। এইরূপ পাত্রগুলি সম্ভবতঃ ষ্টেজের নিম্নস্থ গৃহে (Ghost-chamber) রাখিয়া যথাসময়ে নাড়া হইত।

আথেন্স মহানগরীস্থ দিওনিসিয়াক্ রঙ্গমঞ্চের (যাহার

অনুরূপে বর্ত্তমান রঙ্গালয়সমূহ গঠিত হইয়া আসিতেছে) ধ্বংসাবশেষ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের যত্নে প্রোথিতাবস্থা হইতে সাধারণের নয়নগোচরে উপস্থাপিত করা হয়। তখনও তাহার প্রোসিনিউম্, অর্চেষ্ট্রা ও নিম্নস্থ বসিবার আসনশ্রেণী সুরক্ষিত ছিল। উহার আকার দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ঐ রঙ্গভূমিতে এককালে ৩০ হাজার লোক সমবেত হইতে পারিত। ঐ রঙ্গালয়ে সাধারণ লোকের আসনের অগ্রভাগে আথেন্সের প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকগণের বসিবার উপযোগী ৬৭টী মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসন ছিল। সিংহাসনোপরি ধর্ম্মযাজকগণের নাম খোদিত হইয়াছে। উৎকীর্ণ বর্ণাঙ্ক লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে ঐ মর্ম্মরাসনগুলি এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। অগষ্টাসের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতে হাড্রিয়ানের রাজত্বকালের মধ্যে সময় সময় ঐ সিংহাসনগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। রঙ্গালয়ের দর্শনমণ্ডপ দর্শকের মর্য্যাদানুসারে বিভক্ত হইত। এই রঙ্গালয়ে ঐরূপ ১৩টী ভাগ ছিল। প্রত্যেক ভাগের আসনশ্রেণী অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। অর্চেষ্ট্রা হইতে সমগ্র অডিটোরিয়ম্‌ও ঐরূপ প্রাচীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ছিল।

আথেন্স ভিন্ন গ্রীসের অন্যান্য নগরসমূহেরও রঙ্গালয় ছিল, তন্মধ্যে মেগালোপোলিস্, নিডাস, সাইরাকিউস্, আর্গোস্ ও এপিদোরাসের রঙ্গমঞ্চ উল্লেখযোগ্য। বলিতে কি, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দের শেষ ভাগে গ্রীসের প্রায় প্রধান প্রধান সমস্ত নগরেই এরূপ একটী অভিনয়াগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রোমকদিগের আধিপত্যকালে প্রায় সমুদায় পুরাতন নাট্যমন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল এবং স্থান বিশেষে নূতন রঙ্গগৃহ স্থাপিত হইয়া দেশীয় অধিবাসিবৃন্দের ভোগসুখ ও বিলাসপরতার পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রকটিত করিয়াছিল। ঐ সকলের নিদর্শন স্বরূপ পম্ফিলিয়ার অন্তর্গত আস্পেন্দাস্ নগরের রঙ্গালয় সেই অতীতকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। ঐ গৃহ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে নির্ম্মিত হইলেও এখনও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হয় নাই। উহা প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমঞ্চের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আস্পেন্দাস-রঙ্গালয়ের ষ্টেজের পশ্চাদ্বর্ত্তী দেওয়ালে (Scena) তিনসার স্তম্ভ বিরাজিত আছে।

রোমনগরীর সুপ্রসিদ্ধ কোলোসিয়ম্-রঙ্গবাটিকার ন্যায় এই রঙ্গালয়েও কাষ্ঠের মাচা বাঁধিয়া দর্শনমণ্ডপের উপর কেম্বিসের পাল আচ্ছাদন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। Scena-প্রাচীরের সমসূত্র, সমশীর্ষ ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কাষ্ঠস্তম্ভ সকল প্রোথিত করিয়া তাহার উপর মাচা রক্ষিত ছিল। ঐ মাচার কাঠগুলিতে ঝাঁপীর মত গুল (Corbels) বসান। ষ্টেজের উপরিভাগ ঢাকা দিবার জন্য ঢালু ছাদ (pent roof) প্রস্তুত করা হইত। ঐ ছাদের নিম্নদেশ গৃহের সমতল ছাদের ন্যায় দেখাইবার জন্য তাহারা কাষ্ঠতক্ত দ্বারা আবৃত করিয়া লইত। উহাই ষ্টেজ-গৃহের ঊর্দ্ধাবরক (Ceiling), ঐ সিলিং ছাদে কাষ্ঠের ঝাঁপিবৎ গুল আটিয়া ষ্টেজের শোভা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

আস্পেন্দাস্ রঙ্গালয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কার যতগুলি রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ পাওয়া যায়, সকল গুলিতেই ছাদ নাই, সুতরাং সেই সকল রঙ্গগৃহসমানীত দর্শকবৃন্দের বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইত, তাহারা সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যকিরণ ও উত্তাপ হইতে অরক্ষিত ছিল। ইহার পর সিসিলী-দ্বীপের টোরোমিনিয়ম্ থিয়েটার এবং লাইসিয়ার অন্তর্গত মাইরার রঙ্গমঞ্চ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটী রঙ্গালয়ের কতক কতক ধ্বংসমুখে পতিত হইলেও উহা আদৌ ভগ্নাবশেষে পরিণত হয় নাই, উহা আজিও সুরক্ষিত থাকিয়া প্রাচীন জগতের অতীতকীর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছে।

রোমকেরা প্রধানতঃ গ্রীক-রঙ্গমঞ্চের অনুকরণেই স্ব স্ব রঙ্গালয় প্রস্তুত করিত। বিশেষত্ব এই, গ্রীকদিগের অর্চেষ্ট্রা অর্দ্ধগোলাকৃতির কিছু অধিক, কিন্তু রোমকদিগের অর্চেষ্ট্রা অর্দ্ধগোলাকৃতি হইত। রোমকেরা যেখানে সেখানে ইচ্ছামত পাথরের খিলান-করা স্থায়ী রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করিত। সাধারণ-তন্ত্রের অভ্যুদয় কালে রোমকেরা বিলাসিতার প্রবর্ত্তক স্থায়ী রঙ্গালয়গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত মনে করেন। এমন কি ১৫৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সিপিওনাসিকা (Scipio nasica) রোমকসভায় প্রস্তর-নির্ম্মিত রঙ্গালয়সমূহ ধ্বংস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাসিয়াস্ লঙ্গিনাস্ তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এমন কি ৫৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পোম্পি (Pompey) যখন প্রস্তর-রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করান, তিনি তাহা রক্ষা করিবার জন্য সেই রঙ্গমঞ্চের ঊর্দ্ধে বীণাস্ দেবতার (Venus Victrix) মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ রঙ্গচত্বর যেন মন্দিরের সোপানশ্রেণীরূপেই গণ্য হইয়াছিল। বিট্রুবিয়াসের বর্ণনায় জানা যায় যে, ঐ চত্বরে ৪০ হাজার দর্শকের বসিবার স্থান ছিল। এই রঙ্গালয় আবার রোমক-বীরগণের রুধির-ক্রীড়ার রঙ্গমঞ্চরূপেও ব্যবহৃত হইত। এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পরেই খেলোয়াড় (Gladiator)-দিগের হস্তে ৫০০ সিংহ ও ২০টা হস্তী নিহত হয়। এই বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বেই আরও দুইটী থিয়েটার নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটী জুলিয়াস্ সিজার আরম্ভ করেন এবং ১৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অগষ্টাস্ আপন ভ্রাতুষ্পুত্র মার্শেলাসের

নামানুসারে সমাধা করেন। এই থিয়েটার আজও প্রাচীন রোমক-স্থাপত্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

প্লিনির প্রাকৃত ইতিবৃত্তে একটী অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ আছে। ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে M. Æmilius Scaurus নামক জনৈক পূর্ত্তবিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীর ব্যয়ে প্রস্তুত ঐ রঙ্গবাটিকায় কিছুকালের জন্য মহাসমারোহে অভিনয়কার্য্য সম্পাদিত হয়। ঐ গৃহে প্রায় ৮০ হাজার লোকের বসিবার আসন ছিল। উহার ৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে C. Curio দ্বারা দুইটী কাষ্ঠনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চ একটী পিভট দণ্ডের (pivot) উপর এরূপ ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিল যে প্রাতঃকালে উক্ত দুইটী রঙ্গালয়েই স্বতন্ত্রভাবে অভিনয় করা যাইত এবং বৈকালে তাহাদিগকে ঘুরাইয়া এরূপ ভাবে আনা হইত যে, দুইটী একযোগে একটী রঙ্গভূমি (amphitheatre) হইয়া পড়িত। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এই অত্যদ্ভুত রঙ্গমঞ্চদ্বয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। পূর্ব্বোক্ত রঙ্গালয়ের দর্শকসংখ্যা গণনা দ্বারা এবং ব্যয় বাহুল্য আলোচনা করিলে রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে উহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই অনুমিত হয়।

প্রাচীন রোমকগণ সময় সময় দুইটী রঙ্গালয় পাশাপাশি করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন। একটীতে কেবলমাত্র গ্রীক এবং অপরটীতে লাটিন্ ভাষায় লিখিত নাটকাদিরই অভিনয় হইত। সম্রাট্ হাদ্রিয়ানের টিভোলী উদ্যানস্থ ও পম্পিয়াই নগরীর রঙ্গালয় ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

এক সময়ে রোম-রাজ্যে নাট্যাভিনয়ের এরূপ সমাদর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, প্রায় প্রত্যেক সমৃদ্ধিশালী নগরীতেই একটী না একটী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ গুলি রোমক প্রথানুসারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অর্চেষ্ট্রাযুক্ত করিয়াই নির্ম্মিত হয়। রোমের শাসনাধীন গ্রীক নগরাদিতে যে সমস্ত রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সকল গুলিই প্রায় গ্রীক ছাঁদে নির্ম্মিত; যেহেতু ঐ সমস্ত রঙ্গালয় নির্ম্মাণকার্য্যে প্রধানতঃ গ্রীকস্থপতিই নিযুক্ত ছিলেন। টৌরোমিনিয়ম্, আস্পেন্দাস্ ও মাইরার রঙ্গালয়ই উহার নিদর্শনস্থল। আথেন্স-নগরীর সমীপবর্ত্তী এক্রোপোলিস্ শৈলের দক্ষিণ-পশ্চিমে হিরোদেস এতিকাসের যে রঙ্গালয় দৃষ্ট হয়, তাহার অর্দ্ধগোলাকৃতি অর্চেষ্ট্রা থাকিলেও তাহা উপরোক্ত কোন প্রকার রঙ্গালয়ের নির্ম্মাণপদ্ধতির অনুকরণে নির্ম্মিত হয় নাই। সম্রাট্ হাদ্রিয়ানের রাজত্বকালে হেরোদেস্ এতিকাস্ নামক কোন ধনবান্ গ্রীক কর্ত্তৃক বহু অর্থ ব্যয়ে এই রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় পত্নী Regillar নামানুসারে ঐ রঙ্গালয়ের Regillum নাম রাখেন। রঙ্গালয় নির্ম্মাণ ব্যতীত তিনি আথেন্স মহানগরীর শোভাবৃদ্ধির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন।

রিগিলাম রঙ্গমঞ্চের দর্শনমণ্ডপ পর্ব্বতের সানুদেশ কাটিয়া নির্ম্মিত। উহাতে প্রায় ৬ হাজার আসনযুক্ত সোপান-শ্রেণী রক্ষিত হইয়াছিল। সুপরিচিত দিওনিসাস্ দেবের নামে উৎসর্গীকৃত রঙ্গালয়ে গমনাগমনার্থ এই রঙ্গালয় হইতে একটী বিস্তৃত ছাদযুক্ত রাস্তা আছে। পার্গামাস্‌বাসী দ্বিতীয় ইউমিনিস্ ঐ ভগ্নপ্রায় পথের জীর্ণসংস্কার করাইয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রীকদিগের ন্যায়, রোমক-রঙ্গালয়ের অর্চেষ্ট্রাভাগ একমাত্র বাদক ও গায়কদলের উপবেশন স্থান বলিয়া ধার্য্য ছিল না, সভ্য (সিনেটর) ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এখানে আসন পাইতেন। রোমকগণ প্রাচীন গ্রীকজাতির অনুকরণ করিলেও রঙ্গালয়ের ষ্টেজ ও দৃশ্যপট সম্বন্ধে অনেক সংস্কার করিয়া যান। বিট্রুবিয়াস্ তিনপ্রকার ঠেলা দৃশ্যপটের (moveable scenery) উল্লেখ করিয়াছেন,—(১) বিয়োগান্ত নাটকের উপযোগী দৃশ্য ও স্তম্ভাদি পরিশোভিত রাজকীয় প্রাসাদাদি; (২) হাস্যরসপূর্ণ প্রহসনাদির উপযোগী দৃশ্য-সমূহ—জানালাদি পরিশোভিত ক্ষুদ্র কুটীর; (৩) ব্যঙ্গ-কাব্যের (satyric drama) উপযুক্ত দৃশ্যাদি—কৃষকজীবন-সুলভ পথ, ঘাট, মাঠ, ধান্যক্ষেত্র, পর্ব্বত, গুহা ও বৃক্ষাদি।

রঙ্গালয়ের মধ্যযুগের ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নাটককার ও মহাকবি সেক্সপীয়ার এবং সমসাময়িক ঘটনাপরম্পরা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। প্রথমে পবিত্র দৃশ্যপটাদিযোগে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনরূপ-ব্যাপার বিশেষ দ্বারাই ইংলণ্ডের সর্ব্বজন-মনোরম নাটকাভিনয় হইত। ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করিতে হইত না, কোন স্থানে অস্থায়ী চালা বাঁধিয়া অথবা গির্জ্জাঘরেই এই সমস্ত অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন হইত। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এই সকল ধর্ম্মমূলক নাটকের অভিনয়াস্বাদ পরিবর্ত্তিত হইবার সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজ্যকালে তাহা চারিদিকে এরূপ প্রচারিত হইয়া পড়ে যে, তাহা ইংলণ্ডের সাহিত্যেতিহাসে একটী নব জ্যোতিঃ প্রদান করে। নাটকের সমাদরের সঙ্গে সঙ্গে সেই নাটকীয় ভাষা নানা স্থানে বিকীর্ণ হইয়া এরূপ ব্যক্তিগত আদরের বস্তু হইয়া উঠে যে, একদিন সমগ্র ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর অভিনেতৃ-সাধারণ পথে, ঘাটে, তাম্বুতে, কাঠের চালাগৃহে ও সরাই প্রভৃতি বৃহদাকার অট্টালিকায়, সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে উক্ত ভাষায় লিখিত নাটকাদি গ্রন্থ সাদরে অভিনয় করিতে থাকে। এইরূপে

কিছুকাল গত হইলে, উক্ত শতাব্দের শেষভাগে ইংলণ্ডে স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপনের সূত্রপাত হয়। ঐ সময়ে নাটকাভিনয় প্রদর্শনের জন্য রাজানুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য নাট্যাচার্য্য সেক্‌সপীয়ার ও বার্ব্বেজ একটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

লণ্ডন নগরে নাট্যাভিনয় সম্পাদনার্থ ১৫৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে সূত্রধার-ব্যবসায়ী জেমস্ বার্ব্বেজ নামক জনৈক অভিনেতা কর্ত্তৃক প্রথম রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ গৃহখানি শালকাষ্ঠে নির্ম্মিত ; ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা শোরেডিচের হেলিওয়েল লেনে বিদ্যমান ছিল। তৎপরে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ঐ রঙ্গালয় নিজগুণে "The Theatre" নামে পরিচিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঐ স্থানে "কার্টেন" থিয়েটার স্থাপিত হয়। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে পার্লিমেণ্ট মহাসভার আদেশে নাট্যাভিনয় স্থগিত হওয়া পর্য্যন্তও ঐ থিয়েটার চলিয়াছিল।

বার্ব্বেজ ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে দি থিয়েটারের মাল মসলাদি লইয়া গ্লোব থিয়েটার নির্ম্মাণ করেন। বাঙ্কসাইড নামক স্থানের বেয়ার গার্ডেনের নিকট ঐ রঙ্গালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কবিবর সেক্‌স্‌পীয়ারের অভ্যুদয়ে গ্লোব থিয়েটার য়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহা অষ্টকোণাকার ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অগ্নিযোগে ঐ রঙ্গালয় ভস্মসাৎ হইলে উহা পুনঃ সংস্কৃত হয়, পরে ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়। ইহারই নিকটে হেন্‌স্‌লু কর্ত্তৃক ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে The Rose ও ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে The Swan নামক নাট্যাগার স্থাপিত হইয়াছিল। উহা সর্ব্বতোভাবে গ্লোব থিয়েটারের অনুকরণে গঠিত।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ডোমিনিকান-ফ্রায়ারীর নিকট বার্ব্বেজ The Blackfriars Theatre নামক আর একটী রঙ্গালয় স্থাপন করিয়া লাভবান্ হইবার চেষ্টা পান। ঐ সময়ে প্রতিযোগী এডওয়ার্ড এলিন্ ১৩২০ পাউণ্ড ব্যয়ে ১৫৯৯-১৬০০ খৃষ্টাব্দে The Fortune Theatre স্থাপন করেন। হোয়াইট-ক্রশ ষ্ট্রীট ও গোল্ডিং লেনের মধ্যে ঐ নাট্যমন্দির ১৮১৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। রাণী এলিজাবেথের রাজ্যকালে The 'Red bull' Theatre স্থাপিত হইয়াছিল। উহার সমকালে 'Hope', 'Paris Garden', 'Whitefriars'. 'Salisbury Court', ও 'Newington' থিয়েটারের উদ্ভব হইয়াছিল। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ভিস্‌কার কৃত লণ্ডন চিত্রে গ্লোব, হোপ ও স্বোয়ান থিয়েটারের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের রঙ্গালয়গুলি প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণের প্রদর্শিত পন্থার অনুকরণে নহে, ইহা প্রাচীন ইংলণ্ডের প্রথানুসারেই গঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে কোন সরাই বা অট্টালিকার প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অস্থায়ী কাষ্ঠমণ্ডপ বা ষ্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় প্রদর্শিত হইত। প্রধান প্রধান দর্শকবৃন্দের নিমিত্ত, উঠানের চারিধারে সোপানশ্রেণী সজ্জিত থাকিত এবং অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন দরিদ্র দর্শকগণ সেই মধ্য-মণ্ডপের (Central Stage) চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণভাগে দণ্ডায়মান থাকিত। এই প্রথানুসারেই পূর্ব্বতন গ্লোব, ফর্চুন, স্বোয়ান্ প্রভৃতি বীররসাশ্রিত নাটকাভিনযোপযোগী রঙ্গালয় গঠিত হইয়াছিল। এই সকল ও পূর্ব্বকালের অপরাপর রঙ্গালয় সমূহের মধ্যস্থলে যে মঞ্চ (Platform) থাকিত, তাহাই ষ্টেজ বলিয়া সাধারণে গৃহীত। ঐ ষ্টেজের চারিধারেই আসন সাজান হইত। কেবল যে দিকে সাজঘর (Green-room) সেই দিকেই ফাঁক থাকিত। উপরের গ্যালারী ও বক্স ষ্টেজের চারিধারে এমন কি, সাজঘরের উপর পর্য্যন্তও অধিকার করিত। এই কারণে তখনকার নাট্যাচার্য্যগণ অষ্টকোণী রঙ্গমঞ্চের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ফর্চুন থিয়েটার চতুষ্কোণ ছিল। প্রাচীনতম ইংলণ্ডের থিয়েটার ও আমাদের দেশের যাত্রা-প্রণালী আলোচনা করিলে,উভয় পদ্ধতিই এক বলিয়া অনুমিত হয়। প্রভেদের মধ্যে যাত্রায় ষ্টেজ থাকে না।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নাটককার সেক্সপীয়ারের জীবনী-লেখক হল্লীওয়েল ফিলিপ্স লিখিয়াছেন যে, ফর্চুন্ রঙ্গালয় সর্ব্বতোভাবে গ্লোব থিয়েটারের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত হইয়াছিল ; কেবলমাত্র ইহার ষ্টেজ চতুষ্কোণ ও শালকাষ্ঠের তক্তাগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা ছিল। চতুষ্পার্শ্বের দেওয়াল অর্দ্ধেক পাকা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত ; ছাদে টালি বসান, দুই দিকের চালের শেষমুখে দস্তার নর্দ্দামা লাগান, ওক কাষ্ঠের ষ্টেজ, কিন্তু তদুপরে একটী স্বতন্ত্র আচ্ছাদন (Shadow), সার্সী বসান জানালাশ্রেণী পরিশোভিত সাজঘর (tireynge-howse) এবং উপবেশনার্থ দুই প্রকার বক্স আসন (gentlemen's roomes and 'twoo pennie roomes') সজ্জিত ছিল। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে কার্কমান সম্পাদিত নাট্যাভিনয়সংগ্রহে এবং উইল্‌কিন্‌সন কৃত *Londina Illustrata* (1819) ; কোলিয়ার কৃত *History of Dramatic Poetry* (1879) ; হল্লীওয়েল ফিলিপ্স কৃত *Life* of *Shakespeare* (1886) ; মেলোনকৃত *History* of the *Stage* (1790) ; ও The Antiquary নামক পত্রিকায় ওর্ডিস্ কৃত লণ্ডন নগরীয় প্রাচীন রঙ্গালয় সমূহের ইতিবৃত্তমূলক প্রবন্ধে ঐ সকল ও তদানীন্তন অপরাপর রঙ্গালয়ের যথাযথ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দে সাধারণে যে ঢঙ্গের অভিনয়ের

আদর করিত,তাহা 'masque'নামে পরিচিত। ইহার অভিনয়-পদ্ধতি বিশৃঙ্খল ছিল, তাহাতে নাটকের রস বিশেষ অবলম্বন করিয়া সেই সেই রসের আশ্রিত নিয়মসমূহ প্রতিপালিত হয় নাই। কেবল কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে হাস্যোদ্দীপক মুখোস ও নানারূপ বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে উপনীত করা হইত। ঐ সময়ে দৃশ্যপটের বিশেষ আড়ম্বর ও যন্ত্রযোগে অলৌকিক কৌশল দেখাইবার বিশেষ আগ্রহ দৃষ্ট হইত। ইংলণ্ডের রাজা ১ম জেমস্ ও ১ম চার্লসের রাজত্বকালে বেন্ জোন্সন ও প্রসিদ্ধ স্থপতি ইনিগো জোন্স্ একযোগে 'মাস্ক' অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

জোন্সন 'মাস্ক' অভিধেয় গীতিনাট্যের গীত ও অভিনেতৃবর্গের বক্তব্য (পার্ট) রচনা করিতেন এবং ইনিগো জোন্স তদনুরূপ দৃশ্যপটাদি কল্পনা করিয়া অঙ্কন করিতেন। দেবাবিভাব উপলক্ষে জোন্স নানাবর্ণে সুচিত্রিত পর্ব্বতমালা, মেঘমণ্ডল, স্বভাবশোভা ও সুবৃহৎ অট্টালিকাদি এরূপ পারিপাট্য ও নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, জোন্সন অপেক্ষা নাট্যজগতে তাঁহার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। স্বীয় প্রতিযোগী জোন্সের সুখ্যাতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া জোন্সন্ তাঁহার বিরুদ্ধে কএকখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন (Satire) রচনা করেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে ইতালীতে নাটকাভিনয়ের পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। ঐ সময়ে তথায় বিট্রুবিয়াসের প্রাচীন রঙ্গালয়ের অনুকরণে অনেকগুলি নাট্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ গুলির মধ্যে ভিকেন্জা নগরের ওলিম্পিক থিয়েটার অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পল্লদিও উহার গঠন-নৈপুণ্য চিত্রিত করেন, তাঁহার মৃত্যুর ৪ বৎসর পরে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে উহাতে অভিনয়কার্য্য আরম্ভ হয়। উহার স্থাপত্য-শিল্পপূর্ণ scena, প্রাচীন রঙ্গালয়ের অনুকরণে প্রবেশদ্বারত্রয়, নানাস্তম্ভশ্রেণী ও কুলুঙ্গীর পুত্তলিকাদি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়; এতদ্ভিন্ন ইহাতে বর্ণ-বৈচিত্রেরও অভাব ছিল না। পল্লদিওর শিষ্য স্কামোজ্জি ওলিম্পিক থিয়েটার স্থাপন করিয়া ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে সাব্বিওনেটা নগরে ডিউক ভেস্পেসিয়ানো গোঞ্জাগার নিমিত্ত একটী নূতন ধরণের (pseudo-classical theatre) রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করেন। দুঃখের বিষয় উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ফ্রান্স দেশে অলৌকিক ঘটনাভিনয় (miracle play) হইতে ধর্ম্মমূলক নাটকের (Secular drama) প্রচলন ইংলণ্ডের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। রাজা ১১শ লুইর রাজত্বকালে "Brothers of the Passion" নামধেয় একটী দলের আনুমানিক ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে একটী নাট্যমন্দির ছিল। ঐ দলে কতক ধর্ম্মমূলক ও কতক বিদ্রূপমিশ্রিত নাটকসমূহ অভিনীত হইত। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে কাথেরিন্ ডি মেডিসি রঙ্গালয়ের পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটাদির পরিবর্ত্তনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তথায় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে প্রকৃত অপেরাভিনয় হইতে আরম্ভ হয়।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে নেপল্সের 'San Carlo', মিলান নগরের 'La Scala' ও ভিনিসের 'La Fenice' নামক রঙ্গালয় সমগ্র য়ুরোপ মহাদেশের মধ্যে কলাবিদ্যার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় তৎকালে য়ুরোপের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। এই রঙ্গালয়গুলি ১৯শ শতাব্দে পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু পেরে, সেণ্ট-পিটার্স্বর্গ ও অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী রাজধানীতে স্থাপিত রঙ্গালয়-সমূহের স্থাপত্যগৌরব ও আকৃতির তুলনায় উহারা অনেকাংশে হীন হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমান রঙ্গালয়সমূহে দর্শনমণ্ডপ অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বক্স, ষ্টল, বালকনি ও গেলারী প্রভৃতি উচ্চ ও নিম্নমূল্যের আসনসমূহ যেরূপ সজ্জিত হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পিট নামক আসন ষ্টলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ষ্টেজের যে অংশে অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ সমুপস্থিত হইয়া অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাকে ষ্টেজের মেজ (Stage floor) বলা হয়। তাহা স্বতঃই দর্শকদিগের স্থান হইতে সামান্য উচ্চ অথচ ঢালু করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই বক্রতা হেতু সম্মুখস্থ চিত্রপটগুলি যেন দূরে স্থাপিত ও প্রকৃত পরিমাণমত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দর্শকমণ্ডলীর নয়ন-সমক্ষে সমুদিত চিত্রপটসম্বলিত এই স্বল্প রঙ্গস্থান ব্যতীত, প্রোসিনিউমের পশ্চাদ্ভাগে অভিনয়োপযোগী দৃশ্যপটাদি পরিচালনার্থ নানা কলকব্জা স্থাপনযোগ্য আরও অনেক স্থান আছে। উহা সম্মুখস্থ দর্শনমণ্ডপ হইতে কোন অংশে উন নহে। যে তিনটী প্রধান ও বিস্তৃত স্থলে নাট্যরঙ্গের উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) পার্শ্বদ্বয়ে যুক্তপট রক্ষণার্থ স্থান। উহা Wings বা *Coulisses* নামে পরিচিত। ঐ দুই ধারে অর্দ্ধার্দ্ধভাবে গৃহ, বন, মেজে, গৃহছাদ প্রভৃতি চিত্র কাষ্ঠফ্রেমের উপর কাপড় আঁটিয়া অঙ্কিত করা হয়। ঐ চিত্রগুলি প্রোসিনিউমের দ্বিগুণ উচ্চ পর্য্যন্ত উচ্চ থাকে (Stories high) সজ্জিত থাকে।

(২) ষ্টেজের মেজের নিম্নস্থান dock বা *dessous* নামে খ্যাত। উহাও তিন চারি তলে বিভক্ত এবং প্রোসিনিউমের সমান গভীর। উহার অভ্যন্তরদেশে দৃশ্যপট উঠাইবার বা নামাইবার জন্য পাক-কল (windlasses বা *gril*) দিয়া দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে হঠাৎ আবির্ভূত হইতে অথবা চকিতে অপসৃত হইবার জন্য বহুসংখ্যক উত্তোলনীর (lifts) ব্যবস্থা করা আছে। এই সকলের মধ্যে ইংলণ্ডীয় রঙ্গালয়ের 'ষ্টার-ট্রাপ্' (Star-trap) রন্ধ্রপথ বিশেষ কৌশলে ও বুদ্ধির সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। উহাতে আকস্মিক তিরোধানের নিমিত্ত কোন অভিনেতাকে মেজের উপর কাটা গর্ত্তে নামিয়া যাইতে হয় না। অভিনেতা সেই স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্রই তাহার শরীরের ভার দ্বারা ছিদ্রপথের আবরণ ভিন্ন হইয়া অচিরে অভিনেতার অন্তর্দ্ধান ঘটিয়া থাকে। ঐ পাতলা বোর্ডের গুপ্তদ্বার (trap-door of thin board) নমনীয় ষ্টীল-বন্ধনীর দ্বারা এরূপভাবে সম্বদ্ধ যে, অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পরেই তাহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দর্শক ইহার কৌশল কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না। সীতার পাতাল প্রবেশ এইরূপে সম্পাদিত হইলে এরূপ সুন্দর দেখায় যে, যেন ঐ ঘটনা কোন ভৌতিক ক্রিয়াবলে নিষ্পাদিত হইয়াছে।

এইরূপ "ভাম্পায়ার ট্রাপ" নামক পথে অভিনেতা (যেন কোন দৈবশক্তিপ্রভাবে সুদৃঢ় দুর্গভিত্তির মধ্যে) সহজেই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে নাট্যরঙ্গের আবশ্যকীয় উপাদান সমূহ এরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ও সুকৌশলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাহা বর্ত্তমান য়ুরোপের যাবতীয় নাট্যালয়েই সাদরে স্থান পাইয়া থাকে।

(৩) প্রোসিনিউমের উর্দ্ধদেশ হইতে সমগ্র ষ্টেজের উপরিভাগে যে বিস্তৃত স্থান থাকে, তাহার নাম 'flies' বা *Cintre*। উহা কখন কখন প্রোসিনিউমের দ্বিগুণ উচ্চ হইয়া থাকে। এই স্থানও কএকটী তলে বিভক্ত। এখানে দৃশ্যপট ঝুলাইবার জন্য স্বতন্ত্র পাককল সাজান আছে। উহা দ্বারা পটগুলিকে না ভাঁজিয়া বা না ভাঙ্গিয়া একবারে দৃষ্টির বহির্ভাগে উঠাইয়া লওয়া হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য এই তিনটী স্থানে এরূপভাবে দড়ি, তাঁর ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কল সাজান হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

পূর্ব্ব প্রথানুসারে দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি খণ্ডপট টানিয়া মধ্যস্থলে আনিয়া মিলাইলে দর্শকের সমক্ষে একটী পূর্ণ চিত্র দেখান যাইত। এই wingগুলিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার জন্য উপরে কাঠের ফ্রেম ও নিম্নে ষ্টেজের মেজের উপর খাদ কাটা থাকিত। এক্ষণে কোন রঙ্গালয়েই ঐরূপ প্রথায় দৃশ্যপট ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয় না। উপর হইতে পট ঝুলাইয়া অথবা দুর্গ, গির্জ্জা, এমন কি, সুবিস্তৃত রাজবর্ত্ম চিত্রসাহায্যে প্রস্তুত করিয়া দর্শকসমক্ষে উপনীত করাই বর্ত্তমান নাট্যাচার্য্যগণের অভিপ্রেত। কতকগুলি খণ্ডচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদের দুই দুই খণ্ডের পরস্পর সংযোজনা দ্বারা ষ্টেজের সম্মুখে ঐ সকল দৃশ্য সম্পাদন করা বিশেষ চিত্তাপহারক নহে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রোথিত দৃশ্য দ্বারা সহজেই দর্শকের একটী প্রকৃত perspective চিত্রের ছায়া অঙ্কিত করিতে পারা যায়।

এক্ষণে বিলাতে সকল রঙ্গালয়েই যন্ত্রকৌশল স্থাপনের প্রয়াস দেখা যায়। ষ্টেজের মেজে স্থূল কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে এখন অপেক্ষাকৃত পাতলা লোহার পাতে প্রস্তুত হওয়ায় এবং পাক-কলাদি লৌহনির্ম্মিত হওয়ায় স্থান সঙ্কুলান পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য-সম্পাদনের সাহায্য হইয়াছে। জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও বহু ব্যয়ে নিষ্পন্ন প্যারে নগরীর সুপ্রসিদ্ধ "গ্রাণ্ড অপেরা হাউস" স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও কল-কব্জার (mechanical appliances) অভাবে অন্যান্য রঙ্গালয়ের সহযোগিতায় পশ্চাদ্‌পদ হইয়া পড়িয়াছে।

গর্ভাঙ্কের এক দৃশ্যের পর অন্য গর্ভাঙ্কের দৃশ্য আনয়ন সময়-সাপেক্ষ দেখিয়া নিউইয়র্ক নগরের মেডিসন স্কোয়ার থিয়েটারে সম্প্রতি একটি অভিনব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তথাকার নাট্যাচার্য্যগণ এক অভিনয়ের পর পুনরায় ষ্টেজ সাজাইতে বিলম্ব হয় বলিয়া দুইটী ষ্টেজ গঠন করিয়া লইয়াছেন। যখন উপরিতলের ষ্টেজে অভিনেতৃগণ আসিয়া স্ব স্ব অংশ অভিনয় করিতে থাকেন, তখন তাহারই ঠিক নিম্নতলের ষ্টেজের দৃশ্যপটাদি সংযোজনা করিয়া যথাযথরূপে সাজান হইয়া থাকে। প্রথম অঙ্কের অভিনয়ের পর দৃশ্যপট পতিত হইতে হইতেই উহা উপরে উঠিতে থাকে এবং মৃত্তিকানিম্নস্থ দ্বিতীয় ষ্টেজ সেই সঙ্গে উপরে উঠিয়া তাহারই স্থান অধিকার করে। এই দুইটী ষ্টেজের মেজ এরূপ নিখুঁত তুল্যমানে রক্ষিত (accurately balanced by heavy counterpoise of weights) হইয়াছে যে সামান্য শক্তিদ্বারা এরূপ সুবৃহৎ খণ্ডকে অনায়াসেই চালনা করা যাইতে পারে।

লণ্ডনের 'প্যান্টোমাইম্' অভিনয়ে যেরূপ যান্ত্রিক কৌশল প্রদর্শিত হইয়া থাকে, জগতের আর কোন সুসভ্য দেশে

এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের পারিপাট্য ও চতুর কারিগরের অত্যদ্ভুত শিল্পশক্তি অনুধাবন করিলে বাস্তবিকই মনে বিস্ময় উপস্থিত হয়। দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সময় সময় যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে পরীর অংশ অভিনয়কারী অভিনেত্রীদিগের এবং সরীসৃপ, কীট সাজাইবার জন্য দুগ্ধপোষ্য বালকদিগকে সময় সময় বিশেষ দুঃখ পাইতে হয়। কারণ রমণীগণকে পরী সাজাইয়া অদৃশ্য ভাবে উর্দ্ধ হইতে ঝুলাইতে গিয়া সময় সময় দুরদৃষ্টবশতঃ ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। সর্পাদি বাহির করিবার জন্য সুকুমার বালকদিগকে পেষ্টবোর্ডের খোলে চাপিয়া পুরিয়া রাখে; কেন না অভ্যন্তরস্থ বালক নড়িলেই সর্প নড়িয়া উঠে। এ অবস্থায় কোন কারণে শ্বাসবদ্ধ হইলে বালকের প্রাণ হানির অধিক সম্ভাবনা। লণ্ডনের মধ্যে ড্রুরি-লেনস্থিত রঙ্গালয়ই এ সম্পর্কে একটী আদর্শস্থল বলা যায়।

উপরোক্ত কলকব্জার উপযোগী স্থান ব্যতীত রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সুবিধার জন্য পোষাকঘর (green-room) ও শ্রেণীবদ্ধ সাজঘর (dressing-room) থাকে। এতদ্ভিন্ন সরঞ্জাম রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র ভাণ্ডার এবং দৃশ্যপট আঁকিবার ও রাখিবার জন্য চিত্রস্থান (atelier) আছে। রঙ্গালয়ের মধ্যে ভিন্ন অন্যত্র রাখিবারও ব্যবস্থা দেখা যায়।

য়ুরোপে প্রধান ও প্রসিদ্ধ চিত্রকরদিগের দ্বারাই দৃশ্যপট অঙ্কিত হইয়া থাকে। রোমনগরে রাফেল, ফ্রান্সে বাতু, বুকার ও সার্ভান্দোনি এবং ইংলণ্ডে ষ্টানফিলডের দ্বারাই রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটাদি অঙ্কিত হইয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ন্যায় জর্ম্মণ দেশেও নৈপুণ্যপূর্ণ চিত্রপটের অভাব নাই। স্বভাবসৌন্দর্য্যব্যঞ্জক উৎকৃষ্ট চিত্রসমূহও রঙ্গালয়ে দেখা যায়। কখন কখন হ্রদ ও তজ্জলে প্রতিফলিত তীরবর্ত্তী বৃক্ষ পর্ব্বতাদি স্পষ্টতর প্রতিভাত করিবার জন্য নাট্যাচার্য্যগণ রঙ্গালয়ে এক খানি প্রশস্ত দর্পণ পটের নিম্নদেশে ঈষৎ হেলাইয়া রাখিয়া দেন। উহাতে পশ্চাদ্বর্ত্তী অঙ্কিত চিত্র যথার্থ প্রতিফলিত হইয়া শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ওয়াগ্‌নার magical scene দেখাইবার জন্য একটী কৌশল উদ্ভাবন করেন। তাহাতে তিনি ষ্টেজ-পৃষ্ঠে খাদ কাটিয়া একটী সছিদ্র বাষ্পনলিকা (Steam-pipe) স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ নল হইতে সমুত্থিত ধূমরাশি দূর হইতে অর্দ্ধস্বচ্ছ ধূমের পর্দ্দার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

রঙ্গালয়ে আলোকদানের ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার দ্বারা সময় সময় অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখান যাইতে পারে। প্রাচীন ফুটলাইট প্রথা এখন আর নাই। ১৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডুবান বাতি জ্বালা হইত, তৎপরে ফরাসী রঙ্গালয়সমূহে ঢালা বাতির প্রচলন হয়। তদনন্তর M. Argand প্রবর্ত্তিত গোলবর্ত্তিযুক্ত ল্যাম্প ও পরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্যারীনগরস্থ রঙ্গালয়সমূহে গ্যাসের আলো প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহার পর Oxyhydrogen lime-light ও বর্ত্তমান সময়ে ইলেক্‌ট্রিক লাইট ব্যবহৃত হইয়া সর্ব্ব প্রকার অভাব উন্মোচন করিয়াছে।

পূর্ব্বে বিদ্যুতাগ্নি বা আলোক প্রদর্শনের জন্য লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium) অথবা ধূনার গুঁড়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া হাঁপোড় দ্বারা সেই অগ্নি বর্দ্ধিত করা হইত। এখনও প্রকৃত অগ্নিসন্দীপন সন্দর্শনার্থ এই প্রথাই অবলম্বিত হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মেঘমালা সমাচ্ছাদিত দৃশ্যপট অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে আঁকাবাঁকা ছিদ্র কাটিয়া কাচের নল বসাইয়া প্রকৃত বৈদ্যুতিক আলোক দান করা হইয়া থাকে, কখন কখন বৈদ্যুতিক তারও ব্যবহার করিতে দেখা যায়। লোহার চাদর নাড়িয়া, দর্শনমণ্ডপের উর্দ্ধাবরকে কামানের গোলা গড়াইয়া অথবা দুইখণ্ড দড়িতে কতকগুলি কাষ্ঠের তক্তা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া এরূপ কৌশলে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া রাখে, যে তাহাতে নাড়া দিলেই মেঘমন্দ্রের শব্দ করা হয়। বায়বীয় শব্দ অনুকরণের জন্য একখানি মোটা বস্ত্র টান টান করিয়া বাঁধিয়া তদুপরে দাঁতযুক্ত একটী গোল নল ঘুরাইলে ঝড়ের ন্যায় সাঁই সাঁই শব্দ এবং ধাতব নলের মধ্যে মটরদানা পুরিয়া নাড়া দিলে বৃষ্টিপাতের শব্দ সমুত্থিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় আর অর্কেষ্ট্রা গ্রথিত হয় না। বাদকবৃন্দকে দর্শকের নয়নপথের বহির্ভাগে রাখিবার জন্য ঐ স্থান প্রোসিনিউমের নিম্নে বা উপরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অভিনেতার বক্তৃতা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তৎকালে রঙ্গালয়ে প্রম্প্‌টার নিয়োজিত করা হইত। ষ্টেজের সম্মুখস্থ একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া তিনি প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে অভিনয়াংশ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এই প্রথা অভিনেতৃবর্গের ও দর্শকমণ্ডলীর অসুবিধাজনক এবং রুচিবিরুদ্ধ দেখিয়া wingsএর পাশে থাকিয়া প্রম্প্‌টিং (Prcmpting) করিবার রীতি বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

১৯শ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ের আবশ্যকীয় উপাদান ও পোষাকাদি সংগ্রহার্থ যৎসামান্য অর্থ ব্যয়িত হইত। মোটকথায় তৎকালে বেশভূষার পারিপাট্য ছিল না এবং

কেহই তদ্বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিত না। খেলো কাপড়ে প্রস্তুত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পরিধেয় বসন ছিল, উহাই এক এক নাটকের অভিনয়কালে তাহারা পরিধান করিত। ঐ সকল পরিধেয় বস্ত্রে আদৌ ঐতিহাসিক সত্য রক্ষিত হইত না। পেষ্ট-বোর্ডের উপর রাঙতায় পাত মুড়িয়া অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্মাদি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটির ন্যায় টিনের চুম্‌কী প্রস্তুত করিয়া জহরতাদির স্থান অধিকার করিত। এক্ষণে সে সকল প্রাচীন পদ্ধতির অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে। কোন প্রাচীন ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাটকাভিনয় করিতে হইলে, এক্ষণে সেই সময়োপযোগী অট্টালিকাদি স্থাপত্যের নিদর্শন চিত্রে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। বেশভূষার পারিপাট্য সম্পাদনার্থও যথেষ্ট অর্থব্যয় করা হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে একএকটী নাটকের অভিনয়ের পূর্ব্বে তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য ২০ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয় হইতে শুনা গিয়াছে।

এইরূপ জাঁকজমকের সহিত প্রকৃত ঘটনা প্রতিফলিত করিতে গিয়া নাট্যাচার্য্যগণ প্রকৃত অভিনয়চিত্র প্রদর্শন করিতে ভুলিয়া যান। উত্তম ও প্রকৃত অংশের অভিনয় আদৌ দর্শকবৃন্দের অভিপ্রেত নহে দেখিয়া অনেক সময় তাঁহারা কেবল দৃশ্যপটের ও সাজ সরঞ্জামের পারিপাট্যেই মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হন। লাইসিয়ামে রোমিও জুলিয়েট নামক সেক্সপীয়র প্রণীত নাটকের অভিনয়কালে প্রথমাঙ্কের ball চিত্র প্রদর্শনকালে দৃশ্যের পারিপাট্য ও সাধারণ জাঁকজমকের গোলযোগে প্রধান প্রধান অভিনেতার অংশাভিনয় (acting) এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কখন কখন পরবর্ত্তী গর্ভাঙ্কের দৃশ্যপটসমূহ সাজাইয়া যথাযথ বিন্যস্ত করিবার গোলমালে ড্রপসিনের সম্মুখদেশ উপস্থিত অভিনেতৃগণের মুখোচ্চারিত শব্দপরম্পরা চাপা পড়িয়াও অভিনয় বিকৃত করিয়া ফেলে।

বর্ত্তমান সময়ে চরিত্র বিশেষের অভিনয়কালে অভিনেতার বক্তৃতার (acting) গাম্ভীর্য্য হ্রাস হইবার আরও একটী গূঢ় কারণ দেখা যায়। একখানি নাটক উপর্য্যুপরি শত শত রাত্রি অভিনয় করায় নিরন্তর অভ্যাসবলে অভিনেতৃগণ কলের পুত্তলার ন্যায় বক্তৃতা করিয়া যান। তাহাদের তখন আর তত্তৎচরিত্রের ভাববিশেষের উপর লক্ষ্য থাকে না। কাজে কাজেই 'একৃটিং' মন্দ হইয়া আইসে। অধুনা রঙ্গালয়ে বহুমূল্যের বেশভূষা এবং সাজগোজের পারিপাট্যবাহুল্য সাধারণের মনোমত হওয়ায় অভিনয়ের বিষয় পরিবর্ত্তনের পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছে। ফ্রান্সের Theatre Francais নামক সভার উপরোক্ত নিয়ম সমর্থন করিলেও, তথায় উচ্চ অঙ্গেই বক্তৃতাভিনয় সম্পাদিত হইয়া থাকে।

লণ্ডনের রঙ্গালয়সমূহের আকার বৃহৎ হওয়ায় নানাশ্রেণীর দর্শকবৃন্দের সমাগম হইয়া থাকে। নিত্য অভ্যস্ত দর্শকবৃন্দের আগমনে রঙ্গালয়ের মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, কারণ তাঁহারা পুনঃ পুনঃ অভিনয় দর্শন করিয়া বক্তৃতাংশের ভাল মন্দ বিচার করিতে সমর্থ হন। অভিনেতৃগণ প্রশংসালাভের প্রত্যাশায় বক্তৃতাংশের স্থানবিশেষে বৃথা চীৎকার বা অযথারূপ অভিনয় (clap-trap বা ranting) করিলে তাঁহারা সহজেই নিন্দাবাদ করিতে পারেন; কিন্তু এক্ষণে প্রতিরাত্রে নূতন নূতন ও অভিনয়ানভিজ্ঞ দর্শকমণ্ডলীর সমাবেশ হওয়ায়, রঙ্গালয়ের সংস্কার বিষয়ে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই শ্রেণীর দর্শকবৃন্দকে প্রায়ই উক্ত প্রকার ব্যতিক্রান্ত অভিনয়ের প্রশংসা করিতে দেখা যায়। তাঁহারা প্রকৃত ও সুরুচিসম্পন্ন বক্তৃতাভিনয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হইয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এই সকল কারণে ব্যবসায়ী নাট্যসম্প্রদায় তদুপযোগী নাটকাদি প্রস্তুত করিয়া অভিনয় কার্য্য সম্পাদানে বাধ্য হওয়ায় নাটকসমূহের (Dramatic Standard) অবস্থান্তর ঘটিয়াছে এবং অভিনেতৃগণেরও চরিত্র পরিস্ফুরণশক্তির অপলাপ ঘটিয়া ক্রমশঃই নীতিমার্গভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

অভিনয়ের ইতিবৃত্ত।

জাতীয় জীবনের সামাজিক রীতি নীতি ও সাংসারিক চিত্র প্রকটন করাই অভিনয়ের প্রধানতম উদ্দেশ্য। জাতিগত তারতম্যানুসারে এই অভিনয় কার্য্যের বৈপরীত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সভ্যতাই তাহার অন্যতম কারণ। সুসভ্য রোমক ও অসভ্য বর্ব্বরগণ, প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ এবং অসভ্য ভীলগণের মধ্যেও এ বিভিন্নতা ছিল। এখন সুসভ্য জাতি মাত্রের মধ্যে অভিনয়ার্থ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু কোল, ভীল প্রভৃতি ভারতীয় আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে আমোদ প্রমোদের জন্য এরূপ সভ্যরুচি-প্রণোদিত রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত নাই। তাহাদের বর্ব্বরোচিত নৃত্যগীতাভিনয় স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট পল্লী মধ্যস্থ রঙ্গভূমিতেই সমাহিত হইয়া থাকে।

এই বর্ব্বরোচিত বন্য স্বভাব ও তদুপযোগী বন্যরীতি লইয়া যতই মানব-সমাজ সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল, ততই তাহারা গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃষিকার্য্যাদিতে মনোনিবেশ করিল। কুটীরবাসী কৃষকগণ প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর দিনান্তে যখন গৃহে আসিয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্য পুত্রকন্যায় পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিত; তখন তাহাদের মধ্যে একএক দল লোক অবসর মত

আসিয়া নানাপ্রকার সঙ্গীত, হাবভাব ও অঙ্গ সঞ্চালনাদি দ্বারা শ্রান্ত কৃষকবৃন্দের মনে শান্তিদান করিতে চেষ্টা পাইত। তাহারা আপনাদের কৃতকার্য্যের বিনিময়ে যে ধান্যাদি লাভ করিত, তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই সম্প্রদায় Ministrels নামে অভিহিত। গ্রীক কবি হোরেশ (খৃঃ পূঃ ৬৫) লিখিয়াছেন, সেই প্রাচীন সময়ে কোন প্রকার রঙ্গালয় ছিল না। অধ্যক্ষগণ গোরুর গাড়ীতে চড়াইয়া আপনাপন দলকে গ্রামের সকল অংশেই ঘুরাইয়া আনিতেন। থেস্‌পিস্ নামক জনৈক গ্রীকবাসী প্রথমে ঐ গাড়ীতে বাদ্যাদি যোগে যুদ্ধের গান গাইবার প্রথা আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীও দেখান হইত।

মানব যখন অপেক্ষাকৃত সভ্য হইল; নগর, উপনগরাদির শোভা দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়িল, বাসোপযোগী সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদি প্রস্তুত হইল, তখন আমোদের জন্য স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপনের সূচনা ঘটিল। পাশ্চাত্য জগতের প্রাচীনতম সভ্য গ্রীক ও তৎপরবর্ত্তী রোমক জাতির মধ্যে সোপানবিলম্বিত রঙ্গালয় গঠিত হইয়াছিল। তৎকালে অভিনেতৃগণ অঙ্গে বস্ত্রাদি জড়াইয়া দেহের পুষ্টতা দেখাইত, মুখে প্রকাণ্ড মুখোষ এবং পায়ে খুব উঁচু গোড়ালীওয়ালা জুতা পরিয়া প্রায়ই অভিনয় করিত। অভিনয়ারম্ভের পূর্ব্বে এক দল গায়ক দুই একটী গান গাইয়া অভিনেয় বিষয়ের স্থূল বৃত্তান্ত দর্শককে জানাইয়া দিত।* নাট্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে, গান গাইবার প্রথা হইতেই প্রথমে গীতিনাট্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। নাটককারগণ তখন স্বাধীন ভাবে গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের কতকগুলি নিয়মাধীনে কার্য্য করিতে হইত। কোন ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত সংযোগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ইচ্ছা করিলেই যে তিনি শত যোজন ব্যবধানে দর্শকবৃন্দকে লইয়া যাইবেন, এরূপ শক্তি তাঁহার ছিল না। করুণ রসাত্মক বা বিয়োগান্ত নাটকেও তিনি স্থান বিশেষে হাস্য রসের অবতারণা করিতে পারিতেন না। এইরূপ কোন কারণেই বোধ হয়, গ্রীক রঙ্গালয়ে বিয়োগান্ত (Tragedy) নাটক ভিন্ন, মিলনান্ত নাটকের অভিনয়কালে গ্রীকরমণীগণের রঙ্গালয়ে প্রবেশের অধিকার ছিল না।

গ্রীসের গৌরব রবি অস্তমিত হইলে রোমের অভ্যুদয় হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় রোমের প্রভুত্বকালে নাট্যশালার বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। যুদ্ধপ্রিয় নিষ্ঠুরপ্রকৃতি রোমকগণ নাটকাভিনয়ে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পশ্বাদির যুদ্ধ ও প্রাণঘাতক মল্লদের যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া আমোদ লাভ করিতেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি যে দিকে, সাধারণের উৎসাহও সেই দিকে। কাজে কাজেই স্বাধীন ভাবে নাটক রচনা ও তাহার অভিনয় বিষয়ে কাহারও আগ্রহ ছিল না। যে দুই একখানি পুস্তকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহাও গ্রীক রচনাপদ্ধতির ছায়া লইয়া গঠিত হয়।

নাটকগুলির অভিনয় সাধারণের মনোমত হইতেছেনা দেখিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ ক্রমশঃ রঙ্গমঞ্চে মল্লযুদ্ধ, সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র বন্য জন্তুগণের সহিত মনুষ্যগণের যুদ্ধ প্রভৃতি সুরুচিবিরুদ্ধ ও বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া রোমক-রঙ্গালয় কলঙ্কিত করিত। প্রায়ই এইরূপ ঘৃণিত আনন্দ উপভোগের জন্য একজন না একজন মনুষ্যকে কালক্রোড়শায়ী হইতে হইত। এই বীভৎস আমোদ ছাড়িয়া রোমকগণ পবিত্র কাব্যরস আস্বাদনে স্বীকৃত হয় নাই। এই প্রকার পশু সদৃশ ও লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রোমকদিগের মানসিক সুকোমল বৃত্তিসমূহ ক্রমেই কলুষিত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার পরিণামফলে রোমক জাতির নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

যখন রোমকরঙ্গমঞ্চসমূহে এই সকল কুৎসিত কার্য্যের অনিবার্য্য স্রোত প্রবাহিত ছিল, তখন যীশু খৃষ্ট কর্ত্তৃক নূতন খৃষ্টান্ মত প্রচারিত হয়। নাট্যশালাসমূহ এই নবপ্রচারিত খৃষ্টান ধর্ম্মের বিষনয়নে পতিত হইয়াছিল। উক্ত ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সহিত নাট্যাগারেরও অবনতি ঘটিতে থাকে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা নাট্যমঞ্চকে 'পাপের কেন্দ্র' এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই মূর্ত্তিমান্ কদাচার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের অধ্যবসায় ও বক্তৃতাগুণে ক্রমেই লোকে নাটক ও নাটকাভিনয়ের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ এবং নাট্যালয়ের অধ্যক্ষেরা সাধারণের নিকট হেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এমন কি, বিগত শতাব্দীর শেষভাগেও রোমান্-কাথলিক পুরোহিতমণ্ডলী বিদ্বেষবশে মৃত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদিগের শবদেহ সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত করিতে দিতেন না। এমন কি, এই সভ্যতাপ্রধান যুগেও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু বা খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মনাশের ভয়ে বেশ্যা-সংশ্লিষ্ট রঙ্গালয়ে গমন করিতে কুণ্ঠিত হন।

* সংস্কৃত নাটকের আরম্ভে নান্দ্যান্তে, নট ও নটী শ্রোতৃবর্গকে তাহাদের অভিনেয় বিষয় জানাইয়া দিত। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন নাটককারগণও বহুপূর্ব্বকাল হইতে এই পথাবলম্বী আছেন।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে রোমসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। ঘোর অরাজকতা জন্ম ও যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় রোমবাসিগণ নাটকাভিনয়দর্শনে যোগদান করিতে পারে নাই। এই বিশৃঙ্খলতার সময় নাটকের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, রঙ্গালয় পর্য্যন্তও বিলয় প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যাহা হউক, সময়গুণে যে ধর্ম্মপ্রচারকেরা রঙ্গালয়কে নরকের প্রতিরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার উহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, দৃশ্যপটাদি যোগে কোন ঘটনা অভিনয় করিতে পারিলে, তাহা ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে, এবং সুচারুরূপে চালিত হইলে সম্ভবতঃ ইহার দ্বারা সামাজিক, পারত্রিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধিত হইবে। এই আশায় প্রণোদিত হইয়া নিরক্ষর অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে উপাসনা কার্য্যে ব্রতী করিবার যন্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিয়া ধূর্ত্ত ধর্ম্মযাজকগণ থিয়েটারকে একটী উদ্দেশ্যসাধক উপায় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অংশাবিশেষ নাটকাকারে নির্ব্বাচিত করিয়া উপাসনাকালে অভিনয় করিবার প্রথা উদ্ভাবিত করিলেন। সমুদায় অভিনয়কেই Mysteries, Miracle বা Moral plays বলিত।

তৎকালে খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিবৃন্দ জেরুসালেম নগরী পরিভ্রমণান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া রাজপথে দল বাঁধিয়া স্ব স্ব ভ্রমণবৃত্তান্তসূচক কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহাদের ধৃতদণ্ডহস্ত, আপাদমস্তক লম্বমান পরিচ্ছদ, পুষ্পমালাশোভিত শিরোদেশ ও নানাবর্ণে রঞ্জিত পায়জামা দেখিলে স্বভাবতঃই লোকের মনে ভক্তির উদ্রেক হইত। এই সন্ন্যাসীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কখন কখন নাগরিকেরা বিস্তৃত ক্ষেত্রাদির উপর রঙ্গমঞ্চ বাঁধিয়া দিত। প্রত্যেক সন্ন্যাসী অঙ্গসঞ্চালন ও ভাবভঙ্গী সহকারে নিজ নিজ কবিতা পাঠপূর্ব্বক দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধন করিত। ক্রমে অভিনয়ের উন্নতি সহকারে রঙ্গালয়েরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মযাজকগণ অভিনেতৃসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা একত্র হইয়া *confréres de la passion*" নামক একটী সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাঁহাদের অভিনীত নাটক অঙ্কানুসারে বিভক্ত ছিল না। যে যে দিনে যে যে বিষয় অভিনয় হইবে, তদনুসারেই উহা বিভক্ত ছিল। তখনকার রোমক পোপগণও ঐরূপ অভিনয়ের প্রশ্রয় দিতেন। তাঁহারা দলভুক্ত অভিনেতাদিগকে "সহস্রদিবসাবধি" ক্ষমা প্রদান করিতেন। নগরস্থ বিভিন্ন ব্যবসায়ের লোক বিভিন্ন অংশের অভিনয় করিত। ধর্ম্মপুস্তক হইতে "সৃষ্টি" (creation), "জলপ্লাবন" (deluge), "পবিত্রীকরণ" (purification) প্রভৃতি অংশই সচরাচর অভিনীত হইত। রঙওয়ালারা প্লাবনাংশ, কামারেরা পবিত্রীকরণাংশ এবং বস্ত্রবিক্রেতাগণ সৃষ্ট্যংশের অভিনয় করিত। ঐ সকল অভিনয়কালে তাঁহারা ঈশ্বরের অংশ অভিনয় করিতে অধর্ম্ম জ্ঞান করিত না। সেই সঙ্গে সয়তান (Satan) ও পিশাচাদির (devil) অবতারণাও হইত।

ফরাসী রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে প্রকাশ—১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে মেজ নগরের ধর্ম্মাচার্য্য কন্‌রাড্ রেয়ার 'রিপুগণ' (The Passions) নামক রূপক নাটক (mystery) অভিনয় করান। নগরসন্নিহিত ভেক্সিমেল প্রান্তরে তজ্জন্য রঙ্গভূমি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত নগরের বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক টোরেণবাসী নিকোলাস্ সুনাটেল (Curate of Saint Victory of Metz) জগদীশ্বরের (God) অংশ অভিনয় করেন। উক্ত অংশাভিনয় কালে তাঁহাকে প্রকৃতই ক্রুশোপরি আরোপিত করা হয়। এই কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল যে, যথাসময়ে সাহায্য না পাইলে, সত্যসত্যই তাঁহাকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইত। তিনি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে পর দিবস আর একজন পুরোহিতকে ক্রুশোপরি স্থাপিত করিয়া সেই অংশের অভিনয় সমাধা করিতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে পূর্ব্বকথিত নিকোলাস্ "পুনরুত্থান" (Resurrection) অংশ অভিনয় করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।*

ইংলণ্ডেও 'সেণ্ট ক্যাথারিন্' নামক জেফ্রি (Geoffrey) রচিত ঐ শ্রেণীর এক খানি নাটকের অভিনয় হয়। ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসলেখক টমাস্ বি, সা লিখিয়াছেন যে, য়ুরোপের প্রায় সমস্ত ক্যাথলিকপ্রধান দেশে সেই প্রাচীনকালে এইরূপ "মিষ্ট্রি" "মোরালটি ও মিরাকল্" অভিনয় হইত। এরূপ বর্ব্বরোচিত নাটকাভিনয়ের প্রাধান্য স্পেন, জর্ম্মণি, ফ্রান্স ও ইতালি দেশেই অধিক ঘটিয়াছিল।

সার্ক্‌ভিলে নামক জনৈক ব্যক্তি ইংলণ্ডেশ্বর ও রাজপুঙ্গবগণের চিত্তবিনোদনার্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী দ্বারা এক খানি মিলনান্ত নাটক অভিনয় করান। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে নিকলাস্ উদাল প্রণীত Ralph Royster Doyster নামক মিলনান্ত নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। এই সময় হইতে সমস্ত য়ুরোপখণ্ডে প্রকৃত নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হয়। অতঃপর ইংলণ্ডে সেক্সপীয়ার, ইতালীতে টাসো, ফরাসীরাজ্যে

*History of the French Theatre, Vol II. p. 285.

কর্ণেলি, স্পেনে সার্ভেন্টিস প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া রঙ্গালয়ের নাটকীয় যুগের অভিনব ভিত্তি স্থাপিত করিয়া যান। এক্ষণে রঙ্গালয় ও অভিনয় বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাঁহারাই সেই প্রথার উদ্যোক্তা ও প্রবর্ত্তয়িতা।

ভারতের অভিনয়।

ভারতবাসী হিন্দুগণের সামাজিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের সম্যক্ উন্নতি নিরপেক্ষভাবে সাধিত হইয়াছিল। বৈদেশিক সংস্রব ও বৈদেশিক প্রভাব বিস্তৃত হইবার বহুপূর্ব্বকাল হইতেই ভারতে নাট্যাভিনয়ের সম্পূর্ণ পুষ্টিসাধন ঘটিয়াছিল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কালিদাস শকুন্তলা নাটক প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে নাট্যসাহিত্যের পরিপুষ্টি উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ঐ গ্রন্থ ভারতবাসীর স্বদেশীয় ভাবে পূর্ণ থাকিলেও উহাতে বিজাতীয় কাল্পনিক নাটকের (Romantic Drama) চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। এমন কি, সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ হয়, যেন প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি সেক্সপীয়ারও উহার আভাস গ্রহণ করিয়াছেন।

নাটক ও তাহার অভিনয় এ দেশীয় রাজন্যগণের অত্যন্ত প্রিয় ও আদরের বস্তু ছিল। এই কারণেই নাটকসমূহে বিশুদ্ধ সমাজের আদর্শচিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দুরাজগণের প্রাধান্য সময়ে উজ্জয়িনী ও কান্যকুব্জ নগরই নাটকাভিনয়ের প্রধান স্থান ছিল। প্রাচীন নাটকাদিতে তাহার উল্লেখ আছে।*

অধ্যাপক লাসেন, বেবার, শ্লেগেল, গোল্ডষ্টুকার প্রভৃতি জর্ম্মণ পণ্ডিত এবং কানিংহাম, হিবার, জোন্স, উইলসন্ প্রভৃতি ভারতপ্রবাসী য়ুরোপীয় পণ্ডিত এক বাক্যে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের উৎকর্ষ প্রণিধান করিয়া গিয়াছেন। বিস্তর গবেষণার পর অধ্যাপক উইল্সন্ স্থির করিয়াছেন যে, হিন্দু নাটকাদিতে যতই দোষ বা গুণ থাকুক না কেন, উহা যে ভারতবাসীর নিজস্ব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ তাহাদের নাট্যসাহিত্যের জন্য কোন বৈদেশিকের নিকট ঋণী নহেন। খৃষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দের পূর্ব্বে য়ুরোপবাসী কোন জাতির মধ্যেই প্রকৃত নাটক ছিল না, কিন্তু বলিতে কি, সেই সময়েই হিন্দু নাটকের সম্পূর্ণ অবনতি সংসাধিত হইয়াছিল।† ঐতিহাসিক হণ্টার বলেন, গ্রীস ও রোমের ন্যায় প্রাচীন ভারতে সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের সমকালেও পটাদি যোগে বর্ব্বরানুকৃত কৌতুকাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সমুন্নত সাহিত্য যুগে (Classical age) পরিস্ফুট চরিত্র চিত্রসম্বলিত যে সকল সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়াছিল এবং যাহার কতক কতক এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, তাহাই সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দ হইতে ৮ম শতাব্দ মধ্যে সঙ্কলিত।‡

মুসলমানগণের অভ্যুদয়ে বিজাতীয় ভাষার সংস্রবে প্রাচীন সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার অধঃপতন ঘটিতে থাকে। সেই সঙ্গে রঙ্গালয়েরও বিপর্য্যয় সাধিত হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে পারস্য ভাষায় রচিত কতকগুলি কাব্য ভিন্ন নাট্য কাব্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সঙ্গীতাদি আমোদ উপভোগ মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হওয়ায় রঙ্গমঞ্চীয় অভিনয় মুসলমান রাজগণের উন্নতিকালে প্রশ্রয়লাভ করে নাই। মোগল সম্রাট অকবর শাহ ভারতবাসীর মনোহর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আলস্যপূর্ণ রঙ্গাভিনয়ে তাঁহার আদৌ শ্রদ্ধা দেখা যায় নাই। সম্রাট্ অরঙ্গজেব সঙ্গীত ও বাদনপ্রথার সম্যক্ বিরোধী ছিলেন। সুদূর চীন রাজ্যেও সম্যক্ নূতন প্রথায় প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় ছিল। কোন কোন বিষয়ে সুসভ্য ও শিক্ষিত য়ুরোপীয়গণও নাট্যরঙ্গ বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ।

পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে স্বর্গস্থ দেবসভায় দেবতাদিগের মনোরঞ্জনার্থ ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তৎসমুদায়ের অভিনয় প্রথমে দেবসভায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। উর্ব্বশী প্রভৃতি বিদ্যাধরী বা অপ্সরোগণ ঐ সময় নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবগণের চিত্তবিনোদন করিতেন। তথাকার অভিনয় কার্য্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত ছিল—১ নাট্য অর্থাৎ ভাবভঙ্গী প্রদর্শন সহকারে বাক্যবিন্যাস। ২ নৃত্য বা ভাবহীন অঙ্গচালনা এবং ৩ নৃত্ত অর্থাৎ কেবল নাচ। উত্তরকালে ঐ তিনটার সহিত তাণ্ডব অর্থাৎ শিবনৃত্য এবং লাস্য আসিয়া সংমিলিত হয়। ভগবতী পার্ব্বতী স্বয়ং যে নৃত্য প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই লাস্য নামে খ্যাত। এই নৃত্য তিনি বাণকন্যা উষাদেবীকে ও তাঁহার সঙ্গিনীগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। উষার নিকট হইতে গোপগোপিনীগণ উহা লাভ করে। পরে ক্রমশঃ উহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

ভরত মুনিই নাটকের আদি স্রষ্টিকর্ত্তা। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাঁহার সময় হইতেই সংস্কৃত নাটকের প্রথম বিকাশের সূচনা হয়। তৎকালে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক উহা অভিনীত হইত। যেখানে দর্শক

*Schlegel's Dramatic Literature, Lecture II. p, 33-34.
† Wilson's Hindu Theatre, preface. p. XI.

‡ Indian Empire by W. W. Hunter. Chap. IV. p. 321.

দেবতাগণ, অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এবং রঙ্গমঞ্চ চির বসন্ত-বিরাজিত ত্রিদিবধাম, সেখানকার অভিনয় কিরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল, পৌরাণিক উপাখ্যান ভিন্ন তাহার বিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই।

মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে (২২।১৬) লিখিত আছে যে, মৎস্যরাজ স্বীয় কন্যা উত্তরা ও তাঁহার সহচরীগণকে নৃত্যগীত শিখাইবার জন্য বৃহন্নলাকে নিযুক্ত করেন। তজ্জন্য তিনি একটী নর্ত্তনাগার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। দিবাভাগে কন্যারা তথায় আসিয়া নৃত্যগীত অভ্যাস করিত। এই নৃত্যশালা কিরূপ প্রথায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই। পাণিনি শিলালি-রচিত নটসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের লুপ্ত বৈভব স্বরূপ সংস্কৃতভাষায় রচিত প্রাচীন নাটকাদি আজিও স্পর্দ্ধার সহিত হিন্দু জাতির অতীত গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে নাট্যসাহিত্য যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, দুঃখের বিষয় ভারতের অদৃষ্টাকাশে আর কখন সেরূপ কলা-বিজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ ঘটে নাই। তুলনা করিতে গেলে, বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালকে Augustian period বলা যায়। রোমক-সম্রাট্ অগাষ্টাসের ন্যায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যও প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। রোমক-সম্রাটের সভা যেরূপ Horace, Virgil, Livy প্রভৃতি রসজ্ঞ কবি ও পণ্ডিতগণের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, উজ্জয়িনীরাজসভাও সেইরূপ কালিদাসাদি রসবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর বিমল জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছিল।

কালিদাসাদি সুকবিবৃন্দের আবির্ভাব কালে হিন্দুগণ উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই কবিগণের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি স্ব স্ব নাটকে হিন্দুর জাতীয় জীবনের যে অনুপম ও স্বাভাবিক চিত্র প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ জাতীয় চরিত্র-গঠন-শক্তি অতি বিরল! এক শকুন্তলা নাটকের সৌন্দর্য্যে সমগ্র সভ্যজগৎকে মোহিত করিয়াছে। শকুন্তলার অপূর্ব্বমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া একদিন জর্ম্মণকবি গেটে (Goethe) গাইয়াছিলেন, "I name thee, O Sakuntala and all at once is said."

দশরূপক, সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, সাহিত্যদর্পণ, সঙ্গীতরত্নাকর, কাব্যাদর্শ, অলঙ্কার-সর্ব্বস্ব, রসগঙ্গাধর, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, শৃঙ্গারতিলক, রসতরঙ্গিণী, রসমঞ্জরী, ভোজপ্রবন্ধ, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যালঙ্কারবৃত্তি, চন্দ্রালোক, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করিলে হিন্দুজাতির নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ঐ সকল গ্রন্থে যে সমস্ত নাটকের নাম উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায় তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও দৃষ্টান্তোপযোগী ছিল বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের সেই সমৃদ্ধির সময় নাটকাবলীর সংখ্যা যে ইহাপেক্ষাও অধিক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নে কএকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের নাম মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

মৃচ্ছকটিক, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, উত্তররামচরিত, মালতীমাধব, মহাবীরচরিত, বেণীসংহার, মুদ্রারাক্ষস, উদাত্তরাঘব, অনর্ঘরাঘব, প্রচণ্ডরাঘব, রত্নাবলী, হনুমান্ নাটক, কন্দর্পমঞ্জরী, কর্পূরমঞ্জরী, সমুদ্রমন্থন, ত্রিপুরদাহ, ধনঞ্জয়বিজয়, সারদাতিলক, যযাতিচরিত্র, যযাতিবিজয়, মৃগাঙ্কলেখন, দূতাঙ্গদ, বালরামায়ণ, বিদগ্ধমাধব, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, অভিরামমণি, প্রদ্যুম্নবিজয়, শ্রীদামচরিত, মধুরানিরুদ্ধ, ধূর্ত্তনর্ত্তক, ধূর্ত্তসমাগম, কংসবধ, কৌতুকসর্ব্বস্ব, চিত্রযজ্ঞ, নাগানন্দ, চণ্ডকৌশিক, জগন্নাথবল্লভ, দানকেলিকৌমুদী, হাস্যার্ণব, কৃষ্ণভক্তিসংকল্পসূর্য্যোদয়, প্রবোধচন্দ্রোদয়, প্রসন্নরাঘব, পাণ্ডবচরিত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, বসন্ততিলক, প্রিয়দর্শিকা, ললিতমাধব, শ্রীরামজন্ম, রামাভ্যুদয়, সৌগন্ধিকাহরণ, কুসুমশেখরবিজয়, নর্ম্মবতী, মদনোদয়, শৃঙ্গার-তিলক, বাসন্তিকাপরিণয়, রৈবতমদনিকা, সুদর্শনবিজয়, যযাতিশর্ম্মিষ্ঠা, কুন্দমালা, ক্রীড়ারসাতল, মায়াকাপালিক, বিলাসবতী, দেবীমহাদেব, বালীবধ, কর্ণকাবতীমাধব, বিন্দুমতী, কেলীরৈবতক, কামদত্ত প্রভৃতি।

হিন্দুনাটকাবলীর মধ্যে মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত বলিয়া বিশেষ কোন বিভাগ ছিল না। আর্য্যগণ শোক, তাপ ও দুঃখপরিপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাই সে সময়ে বিয়োগান্ত নাটক রচনার প্রথা একবারে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। সংস্কৃত নাটকগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘাকার হইত এবং তাহাদের অভিনয়েও অধিক সময় লাগিত। এই কারণে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বা দুইখানি নাটক অভিনয়ের জন্য রস ও শ্রেণীবিভাগ করিয়া ক্ষুদ্র নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে ও কোন্‌টীর পর কোন্‌টী অভিনয়ার্থ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করা হইত, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।

অভিনয়োপযোগী নাট্যসাহিত্য নাটক, রূপক ও উপরূপক ভেদে তিন প্রকার। শাকুন্তল, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটক উচ্চ অঙ্গের নাট্যসাহিত্য। প্রকরণ, শুদ্ধ ও সংকীর্ণ ভেদে রূপক তিন প্রকার। মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। উপরূপক ১৮ প্রকার। এতদ্ভিন্ন নাটিকা

শ্রেণীতে রত্নাবলী ও ত্রোটক বিষয়ে বিক্রমোর্ব্বশীই উল্লেখযোগ্য। পরিচয় স্থলে নিম্নে নাট্যগ্রন্থের কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দেশ করা গেল :—

প্রকরণ, সমবকার, ঈহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ, অঙ্ক, প্রহসন, ভাণ, বীথী, অবস্কন্দিত, অসৎপ্রলাপ, প্রপঞ্চনালিকা, বাক্‌কেলি, অধিবল, ছল, ব্যাহার, মৃদব, ত্রিগত, গণ্ড, নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ ও ভণিকা। এই সকল নাট্যগ্রন্থের রচনাপদ্ধতি এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের প্রদর্শনীয় অঙ্গচালনাদির বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় এখানে আর তাহা লিখিত হইল না।

[নাটক, রূপক, উপরূপক ও অপরাপর শব্দ দেখ।]

গ্রীকদিগের ন্যায় প্রাচীন হিন্দুদিগেরও অভিনয় সকল সময়ে হইত না। পূর্ণিমা রজনীতে, রাজার অভিষেক দিবসে, কোন মেলায়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবে, লোকসমাগমে, বিবাহে, বন্ধুসমাগমে, কোন দেশ বা নগর অধিকারের পর এবং সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হইলে হিন্দুদিগের মধ্যে অভিনয় প্রদর্শন করিবার রীতি ছিল। এই সমস্ত উৎসব দিবস ভিন্ন, দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অথবা রাজন্যবর্গের অনুমতিক্রমেও অভিনয় হইত। নাট্যাভিনয় কালে সাধারণ লোকে প্রবেশাধিকার পাইত কি না তাহা বলা যায় না। কারণ অভিনয় সন্দর্শন করিয়া লোকের মনে যে স্থায়িভাব (dramatic effect) হয়, বোধ হয় তাহা হয় নাই। তাহা হইলে সম্ভবতঃ এত শীঘ্র নাট্যসাহিত্যের বিলয় ঘটিত না। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার সহিত শৌরসেনী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, প্রাচী, অবন্তিকা, দ্রাবিড়, ভালিক, দাক্ষিণাত্য ও পৈশাচী প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণ থাকায় ঐ সকল গ্রন্থ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। অনুমান হয়, এ কারণেও নাটকাভিনয় সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই।

সংস্কৃত নাটকাবলীর গঠনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, পুরাকালের অভিনেয় নাটকাদি বর্ত্তমান সময়োচিত শৃঙ্খলায় আবদ্ধ ছিল না। নাট্যারম্ভের পূর্ব্বেই মঙ্গলাচরণে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ সহকারে দর্শকবৃন্দকে আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে। সূত্রধার (Stage-manager and director) অবতরণিকা পাঠ করিতেন। দর্শকগণকে নাটকের বিষয় অবগত করানই অবতরণিকার উদ্দেশ্য। এই কারণে নাট্যানুশীলন-পারদর্শী বিদ্বান্ ও সুদক্ষ ব্যক্তিকেই সূত্রধার পদে নিযুক্ত করা হইত।

অবতরণিকা-পাঠের পর অভিনয়ারম্ভ। সংস্কৃত নাটকগুলি অঙ্কে বিভক্ত। য়ুরোপীয়ের মধ্যে রোমকেরাই প্রথমে অঙ্ক বিভাগ দ্বারা নাট্যাভিনয় প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু হিন্দুগণ যে সে প্রথার অনুকরণ করেন নাই, অধ্যাপক উইল্‌সন্ তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন *। এক এক খানি নাটকে ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অঙ্ক থাকিত।

অভিনয় কালে রঙ্গমঞ্চের সমক্ষে বৃহৎ যবনিকা (Drop-Scene) থাকিত। কেহ কেহ বর্ত্তমান রঙ্গালয়-সমূহের ড্রপসিনের সম্মুখস্থ আবরণ-বস্ত্রকেই যবনিকা বলিয়া থাকেন। তৎকালে খণ্ডপট (moveable scenes) ছিল কিনা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে নাটকাবলিতে অঙ্কান্তর্গত দৃশ্য সমূহের উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় যে, ঐ সকল অবশ্যই অভিনয় সময়ে প্রদর্শিত হইত। কেন না দেবমন্দির সম্মুখে, শ্মশানঘাটে অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাগম না দেখাইতে পারিলে কিরূপেই বা অভিনয়সার্থকতা লাভ করিতে পারে। তৎকালে বস্ত্রাদির উপর অঙ্কিত চিত্রপট ছিল কি না তাহার মীমাংসা না করিয়া এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শিল্পনৈপুণ্য-সমৃদ্ধ ভারতে অবশ্যই রাজকীয় ব্যয়ে কাষ্ঠের স্বতন্ত্র মন্দির প্রস্তুত করিয়া রঙ্গালয়ের উপর বসান হইয়াছিল। শ্মশানচিত্রে বিশৃঙ্খলভাবে পতিত দগ্ধকাষ্ঠ ও নিক্ষিপ্ত অস্থ্যাদিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইত। তাহা না হইলে কখনই অঙ্ক ও দৃশ্য এই দুইটী স্বতন্ত্র করিয়া বিভক্ত হইত না। তৎকালীন অভিনয়কার্য্যের কতকগুলি ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে পারা যায় যে, ভারতীয় প্রাচীন নাট্যমঞ্চ সেই সময়ে সর্ব্বাংশে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, স্ত্রীলোকগণ নাট্যোক্ত স্ত্রীচরিত্রের অংশ অভিনয় করিত। যে স্থলে নারীচরিত্রের গাম্ভীর্য্য-রক্ষা সরলস্বভাবা রমণীগণের পক্ষে দুরূহ বোধ হইত, কেবল সেই সেই স্থলেই সম্ভবতঃ যুবক বা বালকদিগের দ্বারা সেই সেই অংশ অভিনয় করিয়া লওয়া হইত। মালতীমাধবোক্ত বৌদ্ধ রমণীর চরিত্রস্ফুরণ সামান্য রমণী দ্বারা সম্পাদিত হইত কি না সন্দেহ।

নাট্যশাস্ত্রে অভিনেতৃদিগের পরিধেয় বাস শুক্ল, বিচিত্র ও মলিন এই তিন প্রকারের উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি, সামান্য স্ত্রীলোক, অমাত্য, কঞ্চুকী ও পুরোহিত শুক্লবর্ণ বাস ধারণ করিবেন। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, রাজা ও রাজযোষিৎ বা রাজপুরনারীগণের পরিচ্ছদ

* Hindu Theatre, Dramatic System of the Hindus, xxi.

বিচিত্র বর্ণের হওয়া উচিত এবং মন্তপ, উন্মত্ত, পর্ব্বতবাসী, চোর ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি প্রভৃতিকে মলিন বর্ণের বাস পরিধান করিতে দিবে ; কিন্তু এই প্রকার বস্ত্রাদি বিনিয়োগেও দেশ, কাল, বয়স, পদ ও জাতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যেন সকলেরই এক জাতীয় পরিধেয় না হয়, নাট্যাচার্য্যগণের তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

সেই পূর্ব্বতন কালে যে ভাবেই রঙ্গালয় গঠিত হউক না কেন, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে যে সকল রঙ্গালয় গঠিত হইয়াছে তৎসমুদায় আধুনিক য়ুরোপীয় রঙ্গালয়ের অনুকরণে বিনির্ম্মিত। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড রাজ্যের প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়-সমূহে প্রবেশদ্বারের পরই একটী দালান (Entrance-hall)। তাহার পর উপরি তলে উঠিবার যে সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিঁড়ি আছে, তাহারাই ঠিকমধ্যস্থলে Saloon অর্থাৎ সুসজ্জিত বৈটকখানা। উপরের দুই পার্শ্বে বক্স নামক আসন মধ্যের গোল দুইধারে চেয়ার সজ্জিত স্বতন্ত্র আসন। তাহার ঠিক মধ্যভাগে রাজাসন (Royal seat) প্যারি-নগরস্থ গ্রাণ্ড অপেরা হাউস রঙ্গালয়ে রাজার উঠিবার জন্য স্বতন্ত্র সিঁড়ি আছে।

বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ ভারত-রাজধানী কলিকাতা নগরীতে যতগুলি রঙ্গালয় আছে, তন্মধ্যে য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত রয়েল থিয়েটার, করিন্থিয়ান থিয়েটার, অপেরা হাউস এবং দেশীয় পার্শিদিগের পার্শী থিয়েটার বাদ দিয়া বাঙ্গালীর পরিচালিত রঙ্গমঞ্চসমূহ আলোচনা করিলে একমাত্র ষ্টার থিয়েটারকেই কতকটা য়ুরোপীয় রঙ্গালয়ের প্রতিকৃতি বলা যাইতে পারে ; অপর সকল গুলিই কেবলমাত্র অনুরূপছায়া লইয়া গঠিত।

বাঙ্গালায় কিরূপে এবং কোন্ ঘটনাস্রোতে রঙ্গালয়ের অভিনয় ও প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এবং কিরূপেই বা এই কলাবিদ্যা পরিপুষ্ট হইয়া স্থায়িভাব ধারণ করে, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বঙ্গে রঙ্গালয়।

বাঙ্গালীর রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূল ইংরাজ। তবে ইংরাজ হাতে কলমে ধরিয়া শিখাইয়াছেন এমন নহে।

ইংরাজ জাতি আপনাদের আমোদ প্রমোদের জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে এদেশে থিয়েটারের প্রথম সূত্রপাত করেন। তখনকার ইংরাজ-রাজপুরুষেরাই ইহার অনুষ্ঠাতা এবং অভিনেতা ছিলেন। কবে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য, তবে হিকির বেঙ্গল গেজেটে দেখা যায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-থিয়েটার নামে ইহাদের থিয়েটারের সাত আটবার কএকখানি নাটক ও প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের কলিকাতায় "জেনারল এড্ভার্ টাইজার"* নামক পত্রে এই সকল অভিনয়ের বিজ্ঞাপন আছে।

Vol II. No I. 1782 Hickies Gazette হইতে জানা যায়, ১৭৮২৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই কলিকাতা থিয়েটার বর্ত্তমান ছিল।

তাহার পর কলিকাতায় ইংরাজের চেষ্টায় পেসাদার থিয়েটারের সৃষ্টি হয়।

অতঃপর বাঙ্গালী দ্বারা নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত ঠিক কখন হইয়াছে, নিঃসন্দেহে তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন। অনুসন্ধানে ১৮২১ সালে "কলিরাজার যাত্রা" নামক এক নাটকের অভিনয়ের কথা কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের (Cal Review Vol XIII. 1850) ১৬০ পৃষ্ঠ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ১৮২১ সালের বাঙ্গালা সংবাদপত্র "সংবাদ-কৌমুদীর" ৮ম সংখ্যায় এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনকার যাত্রা গাওনা হইতে এই অভিনয়ের নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব ছিল, নতুবা ইহার বিবরণ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠে উঠিত না। এই সময়ে কিন্তু কয়েকখানি নাটক লিখিত হইয়াছিল। উক্ত "কলিকাতা রিভিউ" খানিতে "সংবাদকৌমুদীর" যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে উহার পঞ্চম সংখ্যায় "নবপ্রকাশিত নাটকগুলির কুরুচি" "(The evil tendency of the dramas lately invented)" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলির কোনখানি অভিনীত হইয়াছিল কি না, তাহাও জানা যায় না। "কলি রাজার যাত্রা নাটক" নামটি, আর তাহা অভিনীত হইয়াছিল, এই বিবরণটুকু ভিন্ন বাঙ্গালীর প্রথম নাটক ও নাটকাভিনয়ের আর কোন পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা ১২২৭ সালের ঘটনা।

ইহার পর ১২৩৭ সালের সম্ভবতঃ কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন বাঙ্গালীর এক নাটকাভিনয়ের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। "হিন্দু পাইওনীয়ার" নামক এক প্রাচীন সংবাদপত্রের ১৮৩৫ সালের অকটোবরমাসের এক সংখ্যায় উহার বিবরণ

* ৩১এ জানুয়ারী সোমবার Comedy of the Beaux Strategem ও একখানি ফার্স; ৩১ মার্চ Comedy of Foundling ও Like master like man নামক ফার্স এবং ৪ঠা ও ১১ই এপ্রিল School for Scandal অভিনীত হয়। বিস্তৃত বিবরণ Calcutta General Advertiser No 1. 29th January, and No 10, 3rd April 1780. পত্রিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত বর্ষের ১২ই, ১৯এ ও ২১এ আগষ্ট Tragedy of Mahomet এবং Citizen নামে একখানি ফার্স অভিনয় হইয়াছিল।

প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবরণের মধ্যে প্রথমেই আছে—"This private theatre, got up about two years ago, is still supported by Babu Nabinchandra Bose"—অর্থাৎ "এই সখের নাট্যসম্প্রদায় দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখনও নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে।" ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই নাট্যসম্প্রদায় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ বা ১২৩৯ সালে প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও নহে। "কলিকাতা মান্থ্লী জর্ণ্যাল" নামক প্রাচীন মাসিক পত্রে দেখা যায় যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের চেষ্টায় ইংরাজীতে উত্তর-রাম-চরিতের অভিনয় হয়। এই সময় হইতে বুঝা যায় যে, উহা ১২৩৮ সালের পৌষমাসের ঘটনা।

যাহা হউক ১২৩৭ সালের কোজাগরী পূর্ণিমায় (১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) বঙ্গে অভিনয় প্রথম হয়। এই অভিনয়ে "বিদ্যাসুন্দর" অভিনীত হইয়াছিল। শুনা যায় তৎকালে যাত্রায় বিদ্যাসুন্দরপালারই বড় আদর ছিল।

কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে এই সময়ে ডোমটুলীতে ইংরাজদিগের যে নূতন নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তাহাতে এই বিদ্যাসুন্দর ইংরাজীতে গীত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

"By permission the Honourable the Governor General, Mr. Lebede'ffs New Theatre in the Doomtulla (ডোমটুলী-চীনাবাজার), decorated in the Bengali style, will be opened very shortly with a play called "The Disguise." * * * The words of the much admired poet Shree Bharat Chandra Ray are set to music."—

অর্থাৎ গবর্ণর জেনারেলের আদেশ অনুসারে মিষ্টার লেবেডেফের ডোমটুলীস্থ নূতন নাট্যশালায় "ছদ্মবেশী" নামক নূতন ইংরাজী নাটক শীঘ্রই খোলা হইবে। * * * বহু আদৃত কবি ভারতচন্দ্রের কবিতা সুরে বাঁধা হইয়াছে। ইহা যে বিদ্যাসুন্দর—অন্নদামঙ্গল নহে, তাহা প্রমাণ ভিন্নও বুঝা যায়। তাহা সম্ভবতঃ Ballad হিসাবে গীত হইয়াছিল। ইহা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

নবীনবাবু সেই লোক-প্রিয় বিষয়টিই নাটকরূপে অভিনয় করাইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে, তনু মগ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রথম গাওনা হয়। এই "তনু" জাতিতে মগ নহেন। তনুবাবু ভদ্রলোক ধনী বাঙ্গালী ছিলেন, কোন মগ সওদাগরের অধীনে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া তাঁহাকেও সকলে "মগ" উপনামে অভিহিত করিয়াছিল। তনু অবশ্য "রামতনু"র সংক্ষিপ্ত আকার। এই তনুমগের পুত্রই বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার দল সুপ্রসিদ্ধ গোপালউড়ের দলের পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা অভিন্ন তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, পাথুরিয়াঘাটার ৺বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয়ই গোপালের দলের প্রতিষ্ঠাতা। যাহা হউক উক্ত বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হইতেই নবীনবাবুর নাট্যাভিনয়-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইয়াছিল। শ্যামবাজারে এখন (১৩১১ সাল) যেখানে ট্রামওয়ে আস্তাবল (অর্থাৎ কৃষ্ণরাম বসুর গলির মোড়) সেইখানে ৺নবীনবাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল। এই অট্টালিকায় সেই অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে প্রথমে চিত্রিত নাট্যশালার ব্যবস্থা হয় নাই। নাটকোক্ত দৃশ্যাবলী বাটীর নানাস্থানে প্রকৃত সাজসজ্জাদি দ্বারা সাজান হইয়াছিল। এক ঘর হইতে অন্য ঘরের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া সুড়ঙ্গ করা হইয়াছিল। বকুলতলার পুষ্করণীর দৃশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানের পুষ্করণীতীরে সজ্জিত হইয়াছিল। বীরসিংহের দরবার সুবৃহৎ বৈঠকখানায় সাজান হইয়াছিল। অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানের এক পার্শ্বে মালিনীর কুটীর ও মালঞ্চ সাজান হইয়াছিল। একস্থানে এক দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া, অন্য দৃশ্য দর্শনের জন্য যেখানে সেই দৃশ্য সাজান হইয়াছে, দর্শকগণকে সেইখানে উঠিয়া যাইতে হইত। প্রথম অভিনয়ে এইরূপে ছুটাছুটি করিয়া অভিনয় দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই অভিনয়ে স্ত্রীচরিত্রের অংশ স্ত্রীলোকেই অভিনয় করিয়াছিল। এখনকার ন্যায় তখনও বারনারী দ্বারাই স্ত্রীচরিত্র অভিনীত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহা প্রথমাভিনয়ে হয় নাই, পরবর্ত্তী অভিনয়ে হইয়াছিল। নবীনবাবুর দৌহিত্রেরা বলেন, প্রথম হইতেই স্ত্রী-অভিনেত্রী ছিল। হিন্দু পাইওনীয়ারে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই থিয়েটারের বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্ত্রী-অভিনেত্রীর কথা স্পষ্ট বিবৃত আছে। ১৮৩৫ সালের এই অভিনয়, রাত্রি ১২টার সময় আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রাতে ৬।৭টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। দর্শকের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সাহেব ফিরিঙ্গী সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য দর্শকের সংখ্যাই অধিক ছিল। শুনা যায়, প্রথমাভিনয় আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত ২ দিন সময় লাগিয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অভিনয়ের বিবরণে দেশীয় যন্ত্রের একতান-বাদনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেতার, সারঙ্গ, পাখোয়াজ, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্র বাজিয়াছিল। বাদক-

গণের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ। ব্রজনাথ গোস্বামী নামে বেহালা-বাদক খুব ভাল বাজাইয়াছিলেন। একটী পরমেশস্তুতি গীত হইয়া অভিনয় আরম্ভ হইল। এই অভিনয়ে চিত্রিত রঙ্গমঞ্চ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ঐই অভিনয়ের অভিনেতৃবৃন্দের নাম যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা এই,—

সুন্দর—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বরাহনগরনিবাসী), বিদ্যা—রাধামণি (মণিনামে পরিচিতা), রাণী—জয়দুর্গা, মালিনী—ঐ, সহচরী—রাজকুমারী (রাজুনামে পরিচিতা)।

হিন্দু পাইওনীয়ার * বলেন, স্ত্রীচরিত্রগুলির ও রাজা বীরসিংহের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও সুসঙ্গত হইয়াছিল। সুন্দরের অভিনয় এই সম্পাদকের নিকট সুসঙ্গত বলিয়া বলিয়া বোধ হয় নাই। মনোভাব পরিবর্ত্তন-কৌশল বাগ্‌ভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী অকৃত্রিম হয় নাই।

শুনা যায় এই অভিনয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবীনবাবুকে দুইলক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহাকে তাঁহার খাতাবাড়ী নামক ইংরেজটোলার একবাড়ী বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এখন যে বাড়ীতে Military Accounts আছে, উহাই সে কালের খাতাবাড়ী। যাহা হউক প্রথমে রঙ্গমঞ্চের অভাবে নানাস্থানে দৃশ্য সাজাইয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করায় নবীনবাবুর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর অভিনয়ের সহিত রঙ্গমঞ্চের সংযোগ বোধ হয় ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উত্তর-রাম চরিতের রঙ্গমঞ্চ দেখিয়াই করা হইয়াছিল।

একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই—নাট্যাভিনয়ের এই প্রথম চেষ্টাতেই বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা, অশ্লীল বিষয় অভিনয়ার্থ নির্ব্বাচন,—বাঙ্গালায় লিখিত নাটকের অভিনয়ে বিরক্তি এবং বেশ্যাঅভিনেত্রীর সংস্রব প্রভৃতি নানা কথা লইয়া সংবাদপত্রে বিপুল আন্দোলন চলিয়াছিল।

যাহাহউক এই নাট্যসম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে অভিনয় করিয়া চারিবৎসরকাল বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ইহার পর যদিও বাঙ্গালায় অভিনয় হয় নাই, তথাপি বাঙ্গালী দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া এস্থলে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুষ্ঠিত উত্তররামচরিতের অভিনয়ের কথা বিবৃত হইতেছে। Hindu Reformer নামক সংবাদপত্রের ১৮৩২ সালের জানুয়ারী মাসের এক সংখ্যায় এই নাট্য সম্প্রদায়ের প্রথমাভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। শুঁড়োর বাগানে ইহার অভিনয় হইয়াছিল। সংস্কৃত-কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ডাক্তার হোরেস হেমেন উইল্‌সন্ সাহেব উত্তররামচরিতের যে ইংরাজী অনুবাদ করেন, সেই অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। একজন ইংরাজ এই দল গঠনে ও শিক্ষিত করণে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করেন।

এক বুধবারে এই অভিনয় হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে নাট্য-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একব্যক্তি উদ্দেশ্যাদি বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করেন। এই অভিনয়ে কে কাহার অংশ অভিনয় করেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। উত্তররামচরিতের অভিনয় শেষ হইলে এই সম্প্রদায়ই জুলিয়াস-সীজারের ৫ম অঙ্ক অভিনয় করেন। এই দলে মার্চ্চ মাসে একখানি গীতি-নাট্যের দৃশ্যকাব্য অভিনীত হয়। ইণ্ডিয়া গেজেটে একজন সাহেব দর্শক তাহার প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। জাফর-গুল নেহারের বিবরণ সেই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। নাটক খানির নাম কি ছিল জানা যায় নাই। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এই নাট্যসম্প্রদায় কতদিন চলিয়াছিল, তাহার স্থির করা যায় নাই।

ইহার পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে হিন্দুকলেজের ছাত্র-বৃন্দ কর্ত্তৃক গভর্মেণ্ট "হোয়াইট হাউসে" নানা পুস্তকের বক্তৃতা ও অভিনয় হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারল লর্ড অক্‌লণ্ড, লর্ড বিশপ, মাননীয় ইডেন প্রভৃতি ইহার উৎসাহ-দাতা ছিলেন। এই সকল ঠিক নাটকাভিনয় নহে। এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি অভিনয়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

পুস্তক	পাত্র	অভিনেতা
The king and the Miller	King	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত
	Miller	নরোত্তম দাস
2. Soldier's dream	Roldier	শশিচন্দ্র দত্ত
		(ইনিই পরে রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর হন)
3. Topsy Tosspot		গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়
4. Shakespear's Soven ages		অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
5. Lodgings for Single Agent		প্রতাপচন্দ্র ঘোষ
6. Merchant of Venice	Salarino	গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়
	Duke	রাজেন্দ্রনাথ সেন
	Shylock	উমাচরণ মিত্র
	Portia	অভয়চরণ বসু
	Bassanio	রাজেন্দ্রনারায়ণ বসু
	Nerissa	রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র
	Gratians	রাজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত
	Nellygray	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত
7. The Dramatic Aspirant	Antonio	কালীকৃষ্ণ ঘোষ
	Patent	গোপালকৃষ্ণ দত্ত
	Dowles	গিরীশচন্দ্র ঘোষ

* ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের এই ইংরাজী অভিনয় চেষ্টা কালক্রমে অন্যত্র সংক্রামিত হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকলণ্ড "ওরিএণ্টাল সেমিনারী" পরিদর্শন করিতে আসেন, এই সময় হারমান জেফ্রয় নামে একজন ফরাসী প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার একজন বন্ধু রিশি নামক জনৈক ফরাসীও এই সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। জেফ্রয় ও রিশি উভয়ে মিলিয়া ওরিএণ্টালের ছাত্রগণ দ্বারা "জুলিয়াস্ সীজার" অভিনয় করিবার সংকল্প করেন। ইহার ব্যয় দেড়হাজার টাকা পড়িবে রিশি এইরূপ স্থির করেন। অর্থাভাবে এ অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কয়েকদিন শিক্ষাদানাদি মাত্র হইয়াছিল। ইহা ১২৪৭ সালের কথা বলিতে হইবে।

তাহার পর বারবৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মধ্যে কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা কোনরূপ অভিনয়ের কথাই শুনা যায় না। ১২৫৯ সালে অর্থাৎ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বটতলায় "মেট্রপলিটান একাডেমী"নামক স্কুলের বাড়ীতে "জুলিয়াস্ সীজার" নাটকের অভিনয় হয়। এখনও বাঁধাবটতলার পার্শ্বে যে বৃহৎ বাড়ী বর্ত্তমান আছে, সেই বাড়ীতে এই অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই বাড়ীতে ওরিএণ্টাল সেমিনারী ছিল। তাহার পর হাটখোলার দত্তবংশীয় গুরুচরণ দত্ত মহাশয় এই বাটীতে মেট্রপলিটান একাডেমী নামে আর একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৃহৎ স্কুলবাটীতে এই অভিনয়ের স্থান স্থির হওয়াতে বুঝা যাইতেছে যে, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা গুরুচরণ বাবুও এই নাট্যাভিনয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শুনা যায়, ওরিএণ্টাল সেমিনারীর ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ এই অভিনয়ের অভিনেতা ছিলেন। অনুমান হয়, রিশি ও জেফ্রয়ের উদ্যোগে দ্বাদশবৎসর পূর্ব্বে যে সকল ছাত্র জুলিয়াস্ সীজার অভিনয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদেরই অনেকে সেই অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তিসাধনার্থ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। কে অনুষ্ঠাতা, কাহার ব্যয়ে অভিনয় সম্পন্ন হয় এবং কে কে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানা যায় না। তবে সাঁ-স্যুচি নামক ইংরাজদিগের থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা ক্লিঙ্গার নামে এক সাহেব বহু যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া এই নাট্যসম্প্রদায়কে শিক্ষিত করেন। এই অভিনয়ে একটি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল,—দর্শকের জন্য টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। টিকিটের মূল্য কত এবং কত টাকা বিক্রয় হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় না। অথ লইয়া বাঙ্গালা এই প্রথম অভিনয় করেন।

বটতলার "জুলিয়াস্ সীজার" অভিনয়ের পর বৎসর বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে ৺প্যারীমোহন বসুর বাড়ীতে জুলিয়াস্ সীজার অভিনয় হয়। এই প্যারীমোহন বসু প্রথম নাট্যাভিনয়কারী ৺নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ৺শান্তিরাম সিংহের বংশীয় কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্যারীমোহনের পুত্রগণের চেষ্টায় এই অভিনয়ের সূত্রপাত হয়, বটতলার অভিনেতৃবর্গের অনেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অভিনয়েও টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। একাধিক রাত্রি এই সম্প্রদায়ের অভিনয় হয়। এখানকার ব্যয় প্যারী বাবুর পুত্রেরাই বহন করেন। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র ব্রজনাথ বসুর নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি। ইঁহার পুত্রই আজকালকার সুবিখ্যাত অভিনেতা ৺মহেন্দ্রলাল বসু।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে, যখন প্যারীবসুর বাড়ীতে জুলিয়াস্ সীজারের অভিনয়ের উদ্যোগ চলিতেছিল, ঐ সময় ওরিএণ্টাল সেমিনারীতেও তখনকার শিক্ষকদিগের যত্নে ওথেলো অভিনয়ের উদ্যোগ হইতেছিল। ওরিএণ্টালের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রেরাই এই উদ্যোগ করেন। দীননাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দত্ত, রাধাপ্রসাদ বসাক, সীতারাম দে, ব্রজনাথ বসু, ও কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতি ব্যক্তিই ইহার অনুষ্ঠাতা ও অভিনেতা। বটতলার জুলিয়াস্ সীজারের শিক্ষক মিঃ ক্লিঙ্গার এবং মিঃ রবার্টস্ ও মিঃ পার্কার এই সম্প্রদায়ের শিক্ষকতা করেন। মিঃ ক্লিঙ্গারের ন্যায় মিঃ রবার্টস্ সাঁ স্যুচি থিয়েটারে এবং মিঃ পার্কার "চৌরঙ্গী থিয়েটারে" ছিলেন। এই সম্প্রদায় প্রায় দুইবৎসরকাল চলিয়াছিল। ওথেলো, মার্চেণ্টঅফ্ ভিনিস্, হেনরিদিফোর্থ ও এমেটিওর্স নামক চারিখানি পুস্তকের অভিনয় হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় ওরিএণ্টাল থিয়েটার নামে অভিহিত হইত। নিম্নে ইহার বিবরণ দেওয়া হইতেছে ;—

পুস্তক	তারিখ	অভিনেতা।
ওথেলো	(১ম) ১২৬০।১১ আশ্বিন	ওথেলো—দীননাথ ঘোষ।
	১৮৫৩।২২ সেপ্টেম্বর	আয়াগো—প্রিয়নাথ দত্ত।
	(২য়) ১২৬০।২০ আশ্বিন	ব্রাবানশিও—মহেন্দ্রনাথ মল্লিক।
	১৮৫৩।৫ অক্টোবর	ডেসডিমোনা—রাজরাজেন্দ্র মিশ্র।
		এমিলিয়া—রাধাপ্রসাদ বসাক।
মার্চেণ্টঅফভিনিস্	(১ম) ১২৬০।২০ ফাল্গুন	শাইলক—প্রিয়নাথ দত্ত।
	১৮৫৪।২রা মার্চ্চ	পোর্শিয়া—রাধাপ্রসাদ বসাক।
	(২য়) ১২৬০।৫ চৈত্র	
	১৮৫৪ ১৭ মার্চ্চ	
হেনরি দি ফোর্থ	১২৬১।৪ঠা ফাল্গুন	হেনরি—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
	১৮৫৫।১৫ ফেব্রুয়ারী	ফলষ্টাক—প্রিয়নাথ দত্ত।
		হট্স্পার—নিত্যলাল দে।
এমেটিওর্স	১২৬১।৪ঠা ফাল্গুন ১৮৫৫।১৫ ফেব্রুয়ারী	মেজর ক্রস্—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

ওথেলোর দ্বিতীয় অভিনয়ে লর্ড ডালহৌসির নাম এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অভিনেতাই উত্তরকালে বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের প্রধান উদ্যোগী ও অভিনেতা হইয়াছিলেন। জেফ্রয় ও রিশি নাট্যামোদের বীজ যাঁহাদের হৃদয়ে বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্তক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় কালে ফলফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পরই বাঙ্গালায় অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। কলিরাজার যাত্রা নাটক ও বিদ্যাসুন্দরের কথা ছাড়িয়া দিলে ১২৬৩ সালেই বাঙ্গালা অভিনয়ের প্রকৃত আরম্ভ বলিতে হয়, কারণ ইহার পর ইহতেই নানা স্থানে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। পাথুরিয়াঘাটার নিকট চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ১২৬৩ সালে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে)বাঙ্গালা অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই সময় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের লিখিত "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" (১৮৫৪ খৃঃ)প্রথম প্রচারিত হয়। এই অভিনয়ে ওরিএণ্টাল থিয়েটারের অভিনেতা রাধাপ্রসাদ বসাক যোগ দিয়াছিলেন। এখানে কে কি অংশ লইয়া অভিনয় করেন, তাহা জানা যায় নাই;তবে কয়েক জন অভিনেতার নাম প্রদত্ত হইল,—রাধাপ্রসাদ বসাক, জয়রাম বসাক, জগদ্দুর্লভ বসাক, নারায়ণ চন্দ্র বসাক, রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (ইনি স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করেন)। শেষোক্ত ব্যক্তিই উত্তরকালের বেঙ্গল-থিয়েটারের সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যক্ষ বিহারী বাবু। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে অতি উৎকৃষ্ট অভিনেতা হইয়াছিলেন। উক্ত কুলীন কুলসর্ব্বস্বের দুইবার অভিনয় হয়।

ইহার সমকালেই কলিকাতায় ও মফস্বলের কয়েকস্থানে বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের চেষ্টা ও উদ্যোগ চলিতে থাকে। ওরিএণ্টালথিয়েটারের একজন অভিনেতা রাধাপ্রসাদ বাবু জয়রাম বসাক প্রধান উদ্যোগী হন। অপর অভিনেতা প্রিয়নাথ দত্ত তাহার নিজ মাতুলালয়েও (গদাধর শেঠের বাড়ীতে) ঐ কুলীনকুলসর্ব্বস্বের অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন। ১২৬৪ সালে প্রথমে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) এই সম্প্রদায়ের অভিনয় হয়। গদাধর শেঠের পুত্র গোপালচন্দ্র শেঠ (প্রিয়নাথের মাতুল) ইহার পৃষ্ঠপোষক। এই সম্প্রদায়ে প্রিয়নাথ দত্ত, গোপালচন্দ্র শেঠ, নকুড়চন্দ্র শেঠ, নারায়ণচন্দ্র বসাক প্রভৃতি অভিনেতা ছিলেন। নারায়ণ বাবু এই দলে জাহ্নবী ও রসিকা নাপিতানীর ভূমিকা অভিনয় করেন।

এই সময়েই অর্থাৎ জয়রাম বসাকের বাড়ীর অভিনয়ের সময়েই সিমলায় ছাতুবাবুর বাড়ীতে বাঙ্গালায় শকুন্তলা অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অভিনয়ে প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, মণিমোহন সরকার প্রভৃতি অভিনেতা ছিলেন। শকুন্তলার এই প্রথম বঙ্গানুবাদ হয়। যে দিন জয়রাম বসাকের বাটীর অভিনয় হয়, তাহার পর দিনই ছাতুবাবুর বাটীতে শকুন্তলার অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে সকল অভিনেতাই যথোপযুক্ত মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই সময়েই চুঁচুড়ায় কুলীন কুলসর্ব্বস্বের অভিনয় হইয়াছিল।

বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের এই একযুগ। এ সময়ে যেখানে যত চেষ্টা হইয়াছে, সর্ব্বত্র কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও শকুন্তলা ভিন্ন অন্য নাটকের অভিনয় হয় নাই।

এই সময়েই ৺কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে গৌরীভা গ্রামে ইংরাজীতে হ্যামলেট অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে কেশবচন্দ্র—হ্যামলেট, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—লিয়ার্টেস, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার—হোরেশিও, মহেন্দ্রনাথ সেন—রাজা, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী—পলোনিয়স, যোগেন্দ্রনাথ সেন—বার্নার্ডো, নন্দলাল দাস—রাণী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন (মিরর সম্পাদক)—অফিলিয়ার অংশ লইয়াছিলেন। ইহার পর বাঙ্গালীদ্বারা ইংরাজী অভিনয়ের উৎসাহ আর প্রবল ছিল না।

এই সময়েই ১২৬৩ সালের চৈত্রমাসে (১৮৫৭ মার্চ্চ) ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের যত্নে তাঁহারই বাটীতে বেণীসংহারের বাঙ্গালা অনুবাদ অভিনীত হয়। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ডব্লিউ, সি বানার্জি), ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অভিনেতা ছিলেন। বিহারী বাবু স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার আটমাস পরে ১২৬৪ অগ্রহায়ণে (১৮৫৭ নবেম্বরে) এই স্থানেই বিক্রমোর্ব্বশীর অনুবাদ অভিনীত হয়। এই অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহ পণ্ডিত সাহায্যে নিজে করেন। কালীপ্রসন্নবাবুই পুরুরবা সাজিয়াছিলেন। এই অভিনয়ের কথা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রে উল্লিখিত আছে। এই সময় নড়াইল হাটবাড়িয়ার ৺গুরুদাস রায় মহাশয়ের বাড়ীতেও তাহার বড় বৈঠকখানায় রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। গুরুদাস বাবুর পুত্র ৺গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ছাতুবাবুর বাড়ী যখন শকুন্তলার অভিনয় হয়, তাহার পরেই কাপ্তেন পামার ওরিএণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক

মিঃ ডি, এল্, রিচার্ডসন, রসিকলাল সরকার প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্যব্যক্তি ওরিএন্টাল সেমিনারীতে পুনরায় সেক্স্পীয়ারের নাটকাবলী অভিনয় আরম্ভ করেন।

ওরিএন্টাল থিয়েটারের ১ম বারের অভিনয়াদি দেখিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রাজা প্রতাপচন্দ্রাদির মনে থিয়েটার করিবার ইচ্ছা হয়। কাদম্বরীর অভিনয়ের সময়ে ছাতুবাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। "মহাশ্বেতা" নামে কাদম্বরী অভিনীত হয়।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি পত্র হইতে জানা যায়,—ওরিএন্টাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতির মনোমালিন্য ঘটিলে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালা নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। তাঁহারাই আগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত-কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে স্থান নির্ব্বাচন করিতে বলেন। কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী চাহিয়া লইয়া বা ভাড়া করিয়া কার্য্যারম্ভের কথাও হইয়াছিল। ইহার পর দুই কি আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত উহার আর কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। শেষে যখন কতকগুলি যুবকে একখানি বাঙ্গালা নাটকের আখড়াই দিতে শুনা গেল (সম্ভবতঃ জয়রাম বসাকের বাড়ীর "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব") তখন ইঁহারা পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত "রত্নাবলী" নির্ব্বাচন করিয়া, রামনারায়ণ তর্করত্ন দ্বারা উহার অনুবাদের ব্যবস্থা করিলেন। চারিমাসের পর পণ্ডিতের অনুবাদ শেষ হয়, পরে সংশোধন করিতেও আর একমাস যায়। সংশোধনের সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন করা হয়। অতঃপর ইহা ছাপাইতেও তিনমাস বিলম্ব ঘটে। তাহার পরেও স্ত্রীচরিত্রের অভিনেতা নির্ব্বাচনেও যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছিল। ইহার পর আখ্ড়াই দিতেও অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক বেশী সময় গিয়াছিল। যাহা হউক ১২৬৫ সালের ১৬ই শ্রাবণ শনিবারে (১৮৫৮। ৩১ জুলাই) বেলগেছিয়ায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানে রত্নাবলীর প্রথম অভিনয় হয়। রত্নাবলীতে ওরিএন্টাল থিয়েটারের কতিপয় অভিনেতা যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষা দিবার ভার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। এই অভিনয়ে যাঁহারা যে যে অংশ লইয়া অভিনয় করেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল,—

রাজা উদয়ন	প্রিয়নাথ দত্ত।
বসন্তক	কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
রুমন্বান	রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।
যৌগন্ধরায়ণ	গৌরদাস বসাক,দীননাথ ঘোষ,তারাচাঁদ গুহ।
বাভ্রব্য	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বাসুভূতি	গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বাসবদত্তা	মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, চুনিলাল বসু।
রত্নাবলী	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কাঞ্চনমালা	(শ্রীরামপুরনিবাসী এক ব্রাহ্মণ)
সুসঙ্গতা	অঘোরচন্দ্র দীঘড়িয়া।
বাজীকর	শ্রীনাথ সেন।
দ্বারবান	যদুনাথ ঘোষ।
সূত্রধার	ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।
চোপদার	(১ম) দ্বারকানাথ মল্লিক। (২য়) কৃষ্ণগোপাল ঘোষ।
নটী	রমানাথ লাহা।
নর্ত্তকী	১ কালিদাস সান্যাল, ২ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রত্নাবলীর ছয়টী অভিনয় হয়। শেষ অভিনয় ২৪ কার্ত্তিক (১৯ শে অক্টোবর) শনিবারে হয়। এই অভিনয়েই ঐক্যতান বাদনের প্রথম প্রবর্ত্তনা হয়। শ্রীযুক্ত (এখন মহারাজ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে সঙ্গীতাধ্যাপক ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দ্বারা দেশীয় যন্ত্রাদি লইয়া এই বাদ্যসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। রাজাদিগের ব্যয়ে সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্চ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ধনীর সাহায্য পাইয়া এবং উত্তরোত্তর অনুশীলনে রুচিমার্জ্জিত হওয়ায় এই নাট্য সম্প্রদায় সাধারণের বিশেষ তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। বেলগেছিয়ার এই নাট্যশালা ও নাট্যসম্প্রদায় অনেক দিন বর্ত্তমান ছিল। রত্নাবলীর অভিনয় দর্শনে সস্ত্রীক ছোটলাট হালিডে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তও এই অভিনয় দর্শন করেন। কেশব বাবুর বন্ধু বলিয়া তিনি রাজাদিগের নিকট পরিচিত হন। সাহেবদিগের জন্য রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ আবশ্যক হয়। সেই সূত্রে মাইকেল এখানে আসেন ও ইংরাজীতে রত্নাবলী অনুবাদ করিয়া দেন। এই অবধি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। শেষে মাইকেল নাটকের সংস্কৃত প্রথা ত্যাগ করিয়া ইংরাজী প্রথায় শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনা করিয়া কেশব বাবুকে দেখান ও বাঙ্গালা রত্নাবলীর নাটকীয় গুণহীনতা বুঝাইয়া দেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পরে উহা শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয় করিতে উদ্যত হন। শর্ম্মিষ্ঠায় যিনি যে অংশের ভার লইয়াছিলেন, তাহার তালিকা,—

যযাতি	প্রিয়নাথ দত্ত (পিতৃবিয়োগ হওয়ায় যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়)
মাধব্য	কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
মন্ত্রী	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শুক্র	দীননাথ ঘোষ।
কপিল	শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
বকাসুর	ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙায় তারাচাঁদ গুহ অভিনয় করেন।
দৈত্য	তারাচাঁদ গুহ (তৎপরিবর্ত্তে মৃত্যলাল দে অভিনয় করেন।
নগরবাসী	১ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২ রসিকলাল লাহা, ৩ ব্রজদুর্ল্লভ দত্ত।

পারিষদবর্গ	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ), প্রিয়নাথ শেঠ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
চোপদার	দ্বারকানাথ মল্লিক ও মহেশচন্দ্র চন্দ্র (তৎপরিবর্ত্তে কৃষ্ণগোপাল ঘোষ অভিনয় করেন)।
দ্বারবান	যদুনাথ ঘোষ।
দেবযানী	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শর্ম্মিষ্ঠা	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
পূর্ণিকা	কালিদাস সান্ন্যাল।
দেবিকা	অঘোরচন্দ্র দীঘড়িয়া।
নটী	চুনিলাল বসু।
পরিচারিকা	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
নর্ত্তকী	(রত্নাবলীর নর্ত্তকীগণ) এবং মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
নট	ব্রজদুর্ল্লভ দত্ত।

সাহেবদিগের জন্য শর্ম্মিষ্ঠার ইংরাজী অনুবাদ মাইকেলই করেন। শর্ম্মিষ্ঠার আখড়াই ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হয় এবং ১২৬৬ সালের ৩রা ভাদ্র প্রথম অভিনয় হয়। ইহার সাত আটবার অভিনয় হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠার বীণা বাজাইয়া গান গাহিবার ব্যবস্থা বড় কৌশলে নিষ্পন্ন হইত। শর্ম্মিষ্ঠার অভিনেতা সেতার হাতে করিয়া পরদার উপর কেবল হস্ত চালনা করিয়া মুখে গাহিয়া যাইতেন, আর নেপথ্য হইতে একজন সুপটু বাদক সেতার বাজাইতে থাকিতেন। কেবল রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইবার জন্য এক দিন শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় হয়।

যখন পাইকপাড়ায় রাজাদিগের উদ্যোগে বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী অভিনয় হয়, সেই সময়ে আহীরীটোলায় শকুন্তলার আখড়াই চলিতে থাকে। ১২৬৬ সালের প্রথমে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে) জনাইএর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের উদ্যোগে তাঁহাদের কলিকাতার আহীরীটোলার বাড়ীতেই ইহার অভিনয় হয়। ৺জয়রাম বসাক ইঁহার রঙ্গালয়াধ্যক্ষ ছিলেন ও ৺অভয়চরণ গুপ্ত শিক্ষা দিতেন। এই অভিনয়ের জন্য আহীরীটোলায় চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বর্ত্তমান বাজারের পাশের হল প্রস্তুত হয়। অভিনেতৃদিগের নাম যথা—

দুষ্মন্ত	অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বিদূষক	অঘোরনাথ পণ্ডিত (?)
কণ্ব	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শার্ঙ্গরব	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
সারস্বত	নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কঞ্চুকী	কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সারথি	মহাদেব ঘোষাল।
শকুন্তলা	অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
অনসূয়া	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রিয়ংবদা	গোপালচন্দ্র দত্ত।
গৌতমী	রামগোপাল সুর।
মেনকা	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এই অভিনয় দর্শনার্থ ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ, ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং হুগলী ও শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেবাদি উপস্থিত ছিলেন। প্রভাকর ও ভাস্করে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার পর ১২৬৬ সালের মধ্যকালে এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষে, প্রথমে বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী অভিনয়ের পর ও শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়ের পূর্ব্বে মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে রাজা সার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কঞ্চুকীর অংশ লইয়াছিলেন। বেলগাছিয়ার এই নাট্যশালা তখন এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

যে সময়ে শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় চলিতেছিল, সেই সময়ে ৺কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে ও চেষ্টায় সিন্দুরিয়াপটিতে "বিধবা-বিবাহ নাটকের" অভিনয় করিবার অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও আখড়াই চলিতেছিল। সিন্দূরিয়াপটির ৺গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে ইহার স্থান হইয়াছিল। কেশব বাবুই প্রধানকার শিক্ষক। ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। অভিনেতৃবর্গের নাম—

কৃত্তিরাম ঘোষ	মহেন্দ্রনাথ সেন।
মন্মথ	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
রামকান্ত	কৃষ্ণবিহারী সেন।
গুরুমহাশয়	হারাণচন্দ্র মজুমদার।
রামদেব তর্কালঙ্কার	অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার।
বর	যাদবচন্দ্র রায়।
বিধবাবিবাহের পক্ষীয় ব্যক্তি	ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী
সুলোচনা	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
পদ্মাবতী	গোপালচন্দ্র সেন।
সুখময়ীর পুত্রবধূ	নরেন্দ্রনাথ সেন।
রসবতী নাপিতানী	রাখালচন্দ্র সেন।

এই অভিনয়ে তিন জন প্রসিদ্ধ গায়ক গান করিয়াছিলেন— উমেশচন্দ্র ভদ্র, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন বসু, এবং নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন যন্ত্রের বাদক ছিলেন,— পঞ্চানন মিত্র, গদাধর মিত্র, রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেণীমাধব সোম। বেলগাছিয়ার অভিনয়ের ন্যায় এই অভিনয়ও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পাইকপাড়ার উত্তেজনায় এই অভিনয় খোলা হয়। প্রথমে "এডেলফি থিয়েটার" ভাড়া করিয়া এই অভিনয়ের প্রস্তাব হয়। ১০০৲ মাসিক ভাড়া চাওয়ায় সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া হলবিন সাহেবকে রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহাতে চারি হাজার টাকা খরচ পড়ে। ৺মুরলীধর সেনই অধিক টাকা দেন, অবশিষ্ট টাকা চাঁদায় উঠে। তখনকার হরকরা পত্রে এই অভিনয়ের বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল।

ইহার পর শোভাবাজার-রাজবাড়ীতে নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা

হইয়াছিল। কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব, গোপাল চন্দ্র রক্ষিত, চন্দ্রকালী ঘোষ, ও কালীকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি ইহার উদ্যোক্তা। ১২৭১ সালে ৺চমৎকারকৃষ্ণ ঘোষের বৈঠকখানায় ইঁহাদের আখড়াই প্রথম বসে। এই সময়ে প্রিয়মাধব বসু-মল্লিক, প্যারীমোহন দাস, মণিমোহন সরকার প্রভৃতি যোগ দেন। মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" অভিনয় হয়।

শোভাবাজারের "থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি" সাধারণ না হইলেও ইহার কার্য্যাদি সোসাইটির উপযুক্ত নিয়মে সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইত। তজ্জন্য সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৺চন্দ্রকালী ঘোষ ইহার সভাপতি এবং ডাক্তার ৺উমেশচন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। রাজা দেবীকৃষ্ণের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হইত। তিনটি প্রকাশ্য অভিনয় হইয়াছিল। কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অভিনয়দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনকার প্রধান সংবাদপত্র হিন্দু-পেট্রিয়টে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। অভিনেতৃবর্গের নাম—

নববাবু	মণিমোহন সরকার।
কালীবাবু	কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
কর্ত্তা	প্যারীমোহন দাস (বৈষ্ণব)
মাতাল	ঐ
যন্ত্রিগণ	ঐ
বাবাজী	প্রিয়মাধব বসু মল্লিক।
বৈদ্যনাথ পাহারাওয়ালা খানসামা চৌকীদার	জীবনকৃষ্ণ দেব।
সার্জ্জন	কালীকৃষ্ণ বসু।
বারবিলাসিনী (১ম)	হরলাল সেন।
ঐ (২য়)	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
প্রসন্নময়ী	ঐ
মুটে	কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব।
কমলা (১)	ঐ
ঐ (২)	গোপালচন্দ্র রক্ষিত।
বাবু (১)	ঐ
ঐ (২)	কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
দ্বারবান	ঐ
পয়োধরী-(নর্ত্তকী)	কালিদাস সান্যাল।
নিতম্বিনী (ঐ)	রামকুমার মুখোপাধ্যায়।
মালী (বেলফুলওয়ালা)	উমেশচন্দ্র মিত্র (ডাক্তার)
বরফওয়ালা	অতুলকৃষ্ণ দেব।
গৃহিণী	জয়কৃষ্ণ বসু।
হরকামিনী	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
নৃত্যকালী	" মহেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

শোভাবাজার রাজবাটীর এই দলে পরে "কৃষ্ণকুমারী" অভিনয় হইবে বলিয়া আখড়াই আরম্ভ হয়। এই সময়ে বাগবাজার মদনমোহন-তলানিবাসী ৺নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বন্ধুতাসূত্রে যাতায়াত করিতেন। ১২৬৪ সালের শেষে যখন কৃষ্ণকুমারী খুলিবার উদ্যোগ হয়, সেই সময়ে ৺কালিদাস সান্যালের সহিত রাজাদিগের মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি এবং গোপাল বাবু দল ত্যাগ করিয়া আসেন। শেষে উভয়ের চেষ্টায় গোপালবাবুদিগের বাড়ীতে এক নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কালিদাস বাবু নিজে নলদময়ন্তী নাটক রচনা করেন এবং তাহারই আখড়াই আরম্ভ হয়। গোপাল বাবুর নাট্য চেষ্টা যে, এই প্রথম স্ফুরিত হয় তাহা নহে। ইহার বৎসরেক পূর্ব্বে সিমলানিবাসী জয়গোপাল মিত্র ও নবগোপাল মিত্র মহাশয়েরা শ্রীবৎসচিন্তা-যাত্রার দল করিয়াছিলেন। সেই যাত্রার গাওনা গোপালবাবুদিগের বাড়ীতে একবার হইয়াছিল। এই যাত্রা শুনিয়াই গোপাল বাবুর অভিনয়-স্পৃহা বলবতী হয় এবং শোভাবাজার-রাজবাটীর কৃষ্ণকুমারীর দলে যোগ দেন। তাহার পর নিজবাটীতে থিয়েটারের দল বসাইয়া, মহা উৎসাহে শিক্ষা দিতে থাকেন। কৃতকর্ম্মা কালিদাস সান্যাল মহাশয়ই এখানে শিক্ষকতা করেন। গোপালবাবু নিজেও শিখাইতেন। ১২৭১ সালের মধ্যকালে (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষে) নলদময়ন্তীর অভিনয় হয়। এই সম্প্রদায়ের অভিনেতাদিগের নাম,—

নল	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বিদূষক	কালিদাস সান্যাল।
মন্ত্রী	নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভীমসেন	গগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
কঞ্চুকী	শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী।
ব্যাধ	রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্রাহ্মণ	গিরীশচন্দ্র মিত্র।
ঋষি	গিরীশচন্দ্র ঘোষ *।
দ্বারবান	অভয়চরণ পাল।
নট	ক্ষেত্রমোহন বসু।
দময়ন্তী (১)	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
(২য়)	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সখিত্রয়	গোপালচন্দ্র মজুমদার, আনন্দলাল মিত্র, হরিদাস সরকার।
নটী	হরিশ্চন্দ্র কর্ম্মকার।

এই দল চারিবৎসর চলিয়াছিল। দুই বৎসর "নলদময়ন্তী" অভিনয় হইয়াছিল। চৌদ্দ বা পোনের বার ইহার অভিনয় হয়। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে, ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীতে, শিবপুরে চৌধুরীদিগের বাড়ীতে যে সকল অভিনয় হয়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ভাটপাড়ার অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন পাথুরিয়াঘাটায় বীরনৃসিংহ মল্লিকের বাড়ীতে, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখো-

* বেঙ্গল থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসের অভিনেতা স্থূলকায় গিরীশবাবুই এই ব্যক্তি। ৺বিহারীবাবুর প্রথম অভিনয় ৺কালীসিংহের বাড়ীতে, আর তাঁহার সহযোগী গিরীশবাবুর প্রথম অভিনয় বাগবাজারে।

পাধ্যায়ের বাড়ীতে, ও বসুপাড়ায় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে, ইহার অভিনয় হয়। এতদ্ভিন্ন গোকুল মিত্রের বাড়ীতে ও গোপালবাবুর নিজ বাড়ীতে কয়েকবার অভিনয় হইয়াছিল। পাথুরেঘাটার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ইহার যে অভিনয় হয়, তাহাই ইহার ড্রেস্ রিহার্সাল। এই অভিনয়ের এত সুখ্যাতি হইয়াছিল যে, লোকে শকুন্তলা অভিনয়ের ন্যায় ইহার আদর করিত। মহারাজ মহাতাব্ চাঁদ বাহাদুর ইহার অভিনয় দেখিয়া এত প্রীত হন যে, তদবধি গ্রন্থকার ও অভিনেতা কালিদাস বাবু মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইয়া পড়েন। কালিদাস বাবু বর্দ্ধমানের রাজসরকারে চাকুরী করিতেন। দুই বৎসর পরে এই দলে "ইন্দুপ্রভা" নামে এক নাটক অভিনীত হয়। চটামহেশতলা-নিবাসী গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা; ইন্দুপ্রভাও পাঁচ সাতবার অভিনীত হইয়াছিল, তবে ইহা গোকুল মিত্রের বাটী ও গোপাল বাবুর নিজ বাটী ভিন্ন অন্যত্র অভিনীত হয় নাই।

এপর্য্যন্ত অনুষ্ঠাতা কোন ধনীর বাড়ীতে বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাট্যাভিনয় সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র গিয়া অভিনয় করার প্রথা তৎকালে ছিল না। বাগ্‌বাজারের এই নলদময়ন্তীর দল প্রথম বিদেশে যাইয়া সে প্রথা পরিবর্ত্তন করেন। ইন্দুপ্রভা গ্রন্থের বিচিত্রবাহুর অংশ গোপালবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই দলের পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী দলের পরিচয় এই স্থলেই দিতে হইতেছে। উত্তর কালে এই শেষোক্ত দলের সঙ্গে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের বিশেষ সংস্রব ঘটিয়াছিল। এই দলের অন্যতম অভিনেতা গিরীশচন্দ্র মিত্র ও আনন্দলাল মিত্র ৺গোকুল মিত্রের বংশধর। এই গিরীশ বাবু এক জন উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। নলদময়ন্তীর সহিত যে একতানবাদ্য বাজিয়া ছিল, তাহার বাদকদল অভিনেতৃগণ হইতে ভিন্ন নহে। অবশেষে গিরীশ বাবু একটি স্বতন্ত্র বাদকদল গঠন করেন। এই দলে বাগ্‌বাজার ও শ্যামবাজার-নিবাসী কতিপয় যুবক যোগ দেন, তন্মধ্যে বসুপাড়া নিবাসী ৺গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ডাক্তার দুর্গাদাস করের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রাধামাধব করের নাম উল্লেখ করিতে হইতেছে। এই দুই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে বাঙ্গালার আদি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। এই বাদক দলে এক জন মুসলমান যুবক যোগ দেন। তিনি হিঙ্গুল খাঁ ওরফে হেম বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি এক জন সঙ্গীতজ্ঞ ও রহস্যরসপটু অভিনেতা ছিলেন। উত্তরকালে ন্যাশানাল থিয়েটারে ইনি অভিনয়ও করিতেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

যখন গিরীশ মিত্রের এই বাদকদল গঠিত হয়, সেই সময়ে ভবানীপুরে "অবৈতনিক নাট্য মন্দির" নামে একটি থিয়েটারের দল গঠিত হয়। এখানে উমেশচন্দ্র মিত্রের রচিত সীতার বনবাস নাটক অভিনীত হয়। ১২৭২ সালের চৈত্র মাসে (১৮৬৬।মার্চ্চ মাসে) ৺নীলমণিমিত্রের বাটীতে (সর রমেশচন্দ্র মিত্রদিগের পুরাতন বাটীতে) ইহার প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে ভবানীপুরের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বাদক সর্ রমেশচন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা কেশবচন্দ্র মিত্রের একতানবাদক সম্প্রদায় বাজাইয়া ছিলেন।

এই সময়ে বাগ্‌বাজারের গিরীশচন্দ্র মিত্রের বাজনার দলের খুব সুনাম হইয়াছিল। ভবানীপুরে ৺জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এই বাগ্‌বাজারের দল এক দিন বাজাইতে যান। বাজনায় স্থানীয় কেশব বাবুর দলের অপেক্ষা বাগ্‌বাজারের দল সুযশ অর্জ্জন করিয়া আসেন। এই সুখ্যাতির পর নগেন্দ্র বাবু গিরীশ বাবুর দল ত্যাগ করিয়া বসুপাড়ায় নিজবাটীতে এক বাজনার দল বসান। রাধামাধব বাবু ও হিঙ্গুল খাঁ নগেন্দ্র বাবুর দলে মিলিত হন। ক্রমশঃ গিরীশ বাবুর দল ভাঙ্গিয়া নগেন্দ্র বাবুর দল পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এই বাগবাজারের একতান-বাদন দলের দুই এক বৎসর অগ্রে শ্যামপুকুরনিবাসী ৺ব্রজনাথ দেব "শ্যামপুকুর একতানবাদন-সম্প্রদায়" নামে এক বাজনার দল করেন। ইঁহারই দলে প্রথম ক্ল্যারিওনেট বাঁশী বাজান আরম্ভ হয়। তখনও কর্ণেট বাজান হইত না। তাঁত ও তারের যন্ত্র সমস্ত, পিকলো, ক্ল্যারেটবাঁশী, জলতরঙ্গের বাটীও এই দলে একত্র বাজান হইত। এতদ্ভিন্ন শঙ্খ বাজাইয়া সুর দেওয়া হইত। ডিসুরে কনসার্ট বাজান হইত, বাছিয়া বাছিয়া ডি-সুরের শাঁখ আনা হইয়াছিল। যতক্ষণ বাজনা হইত, শানাইয়ের পোঁধরা হিসাবে এই শাঁখে সেইরূপ সুর দেওয়া হইত। এই দল হইতে রাধামাধব বাবু ক্ল্যারিওনেট বাঁশী ক্রয় করিয়া আনেন। বাগ্‌বাজারের দলে এই বাঁশী বাজিত। ব্রজবাবুর বাজনার দল প্রথম চৈত্র মেলায় বাজাইয়াছিলেন। নাটককার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ এই ব্রজবাবুর ভগিনীপতি।

এই সময়ে নানাদিকে নাট্য-চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে যেমন কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব ও শকুন্তলার একটা যুগ গিয়াছিল। এই যুগে সেইরূপ "পদ্মাবতীর" আদর বাড়িয়াছিল।

১২৭০ সালে পাথুরেঘাটায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (তখনও রাজা হন নাই) বাড়ীতে একটী নাট্য সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রমোহনের পৈতৃক বাটীতে (৬৫ নং পাথুরেঘাটায়) ইহার রঙ্গমঞ্চ হয় নাই। পাথুরেঘাটার

ঠাকুর গোষ্ঠীর আদি বাড়ীতে (৺গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে ৬৬ নং পাথুরেঘাটায়) অর্থাৎ তখনকার ৺ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর হলে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এই স্থানে ১২৭১ সালে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) "মালবিকাগ্নিমিত্র" অভিনীত হয়। পাইকপাড়ার রাজাদিগের যত্নে ১২৬৬ সালে ইহার অভিনয়ে যে সকল অভিনেতা অভিনয় করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ই এখানে শিক্ষক হইয়াছিলেন। ঠিক কোন্ তারিখে "মালবিকাগ্নিমিত্র" প্রথম অভিনীত হয় এবং কাহারা কোন্ অংশ লইয়া অভিনয় করেন, তাহা জানা যায় নাই। ইহার পর যতীন্দ্রমোহন রামনারায়ণ তর্করত্নের নূতন নাটক "কংসবধ" অভিনয় করিবার উদ্যোগ করেন, কিন্তু নানা অসুবিধায় উহা পরিত্যাগ করা হয়। এই সময়ে পুস্তকাভাবে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজে "বিদ্যাসুন্দর" নাটক রচনাপূর্ব্বক আখড়াই দেওয়ান। নয় দশ বার অভিনয়ের মধ্যে নিম্নে কএকটী তারিখ দেওয়া গেল,—

১ম ১২৭২।২৩শে পৌষ, শনিবার (১৮৬৬।৬ জানুয়ারী)
২য় „ ২৭শে পৌষ, বুধবার (১৮৬৬।১০ জানুয়ারী)
৩য় „ ২৯শে মাঘ, শনিবার („ ১০ ফেব্রুয়ারী)
৪র্থ „ ৭ই ফাল্গুন, „ („ ১৭ ফেব্রুয়ারী)
৫ম „ ১২ ফাল্গুন „ („ ২৪ শে „)

এই অভিনয়ের সময়ে রেবার রাজা কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের মরকতকুঞ্জ নামক উদ্যানে বাস করেন। বিদ্যাসুন্দরের আখড়াই তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, খুলিবার উদ্যোগ হইতেছিল। ১২৭২ সালের ১৯এ পৌষ (১৮৬৫।৩০ ডিসেম্বর) তারিখে যতীন্দ্রমোহন তাঁহাকে স্বভবনে নিমন্ত্রণ করেন। ইঁহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য এই দিনই বিদ্যাসুন্দরের ড্রেস-রিহার্সালের ব্যবস্থা করা হয়। এই দিন যতীন্দ্রমোহনের নিজ পরিজন ও রেবার রাজার দলবল ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তৃতীয় অভিনয়ে বিজিয়ানগরম্এর মহারাজ দর্শক ছিলেন। এই সময়ে য়ুরোপ হইতে নবাগত থেরেস পুশার্ড্ নামক এক প্রসিদ্ধ বাদক টাউন হলে স্বীয় বাদ্যকৌশল শুনাইয়া লোককে চমৎকৃত করিতেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ যতীন্দ্র ও শৌরীন্দ্রমোহনের সহিত তিনি পরিচিত হন। বিদ্যাসুন্দরের তৃতীয় অভিনয়ে পুশার্ড্ নিমন্ত্রিত হইয়া বেহালা বাজাইয়াছিলেন। তখনকার য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্রবিক্রেতা "বার্কিষ্ ইয়ং" কোম্পানীর দোকানের অধ্যক্ষ রিজ্‌লে এই চতুর্থ অভিনয়ে পুশার্ডের বাজনার সহিত পিয়ানো বাজাইয়াছিলেন।

বিদ্যাসুন্দরের অভিনেতৃগণের নামাদি,—

রাজা বীরসিংহ	রাধাপ্রসাদ বসাক।
মন্ত্রী	হরিমোহন কর্ম্মকার।
গঙ্গাভাট	গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সুন্দর	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ধূমকেতু	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিদ্যা	মদনমোহন বর্ম্মা।
হীরামালিনী	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুলোচনা	ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়।
চপলা (১)	যদুনাথ ঘোষ।
ঐ (২)	ফটিক ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
বিমলা	নারায়ণচন্দ্র বসাক।
প্রতিবাসী	অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
প্রহরী	ব্রজদুর্ল্লভ বসাক।

এই সঙ্গেই প্রথমাভিনয় হইতেই "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" নামক একখানি প্রহসনেরও অভিনয় হয়। ১৩ জানুয়ারী তারিখের "বেঙ্গলী" পত্রে তাহার তদানীন্তন সম্পাদক গিরীশ চন্দ্র ঘোষ এই অভিনয়ের সুখ্যাতি করিয়া এক বিবরণ লেখেন।

এই বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের সঙ্গে বাঙ্গালা সাধারণ নাট্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের একটু সম্বন্ধ ছিল। এই অভিনয়ের সময়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু আত্মীয়তাসূত্রে যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে থাকিতেন। এই তাঁহার প্রথম অভিনয় দর্শন। তিনি এই খানে থাকিয়াই অভিনয়বিদ্যার সমস্ত ব্যাপারগুলি দেখিবার ও বুঝিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি তখন স্কুলে পড়িতেন। তখনও তিনি নাট্যের কোন সম্পর্কে ছিলেন না।

যতীন্দ্রমোহনের এই নাট্যসম্প্রদায়ে ক্রমশঃ ১ "মালবিকাগ্নিমিত্র," ২ "বিদ্যাসুন্দর," ৩ "যেমন কর্ম্ম-তেমনি ফল" ৪ "বুঝলে কি না," ৫ "মালতীমাধব," ৬ "উভয়-সঙ্কট," ৭ "চক্ষুদান," ৮ "রুক্মিণীহরণ," ৯ "রসাবিষ্কারবৃন্দক" অভিনীত হইয়াছিল এবং এই দল অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। রুক্মিণীহরণের অভিনয় পর্য্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের নাট্য সম্প্রদায় একটানে চলিয়াছিল। তাহার পর বন্ধ থাকে, পুনরায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "রসাবিষ্কারবৃন্দক" নামক ক্ষুদ্র দৃশ্য কাব্য রচিত ও অভিনীত হয়। এই সকল অভিনয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত একতান-বাদন-সম্প্রদায় বাজাইতেন। তাহাতে অধিকাংশ দেশী যন্ত্র বাজিত। বেহালা ব্যতীত বিদেশীয় অন্য কোন যন্ত্র ছিল না। ফুঁ দিয়া বাজাইবার কোন যন্ত্রও ছিল না। ইহা "শৌরীন্দ্রমোহনের কনসার্ট" নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হইতেই নাটক ও প্রহসন একত্র অভিনয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

পাথুরেঘাটায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে চতুর্থ

পুস্তক "মালতীমাধব" নাটক ১২৭৪ সালের ১৫ই আশ্বিন (১৮৬৭ । ৩১ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার প্রথম অভিনীত হয়। ইহা আট দশ বার অভিনীত হইয়াছিল। এক রাত্রিতে কেবল সাহেববিবিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভিনয় দেখান হয়। এইদিন লর্ড লরেন্স উপস্থিত ছিলেন। মালতীমাধবের গানগুলি বনওয়ারী লাল রায় নামক একব্যক্তি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের আখড়াই বসান। ১২৭২ সালের ১০ই শ্রাবণ (১৮৬৫ । ২৪ জুলাই) সোমবারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। সে অভিনয় কেবল বন্ধুবান্ধবের দর্শনার্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১২৭৩ সালের ১ লা পৌষ (১৮৬৭।১২ ফেব্রুয়ারী) শনিবারে ইহার প্রকাশ্য অভিনয় হয়।* এই অভিনয়ের সময়ে এই নাট্যসমিতির ব্যবস্থা অতি সুন্দর ছিল, নিম্নে তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহার একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ছিল,—

কালীপ্রসন্ন সিংহ	(সভাপতি)
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সহকারী সভাপতি।
কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	সদস্য।
কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	"
চন্দ্রকালী ঘোষ	"
রূপলাল মিত্র	"
বরদাকান্ত মিত্র	"
মণিমোহন সরকার	"
কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	ধনাধ্যক্ষ।
" আনন্দকৃষ্ণ " "	সম্পাদক।
প্যারীমোহন দাস (বৈষ্ণব)	সহকারী সম্পাদক।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি কর্ম্মচারী ছিলেন,—

কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ।
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীমোহন দাস	শিক্ষক।
রূপলাল মিত্র কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর শ্রীবরদাকান্ত মিত্র প্যারীমোহন দাস	মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী।
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বাহাদুর শ্রীবরদাকান্ত মিত্র	ঐকতান-বাদন-সম্প্রদায়ের নেতা।
কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ " " কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ " "	"দৃশ্যের" তত্ত্বাবধায়ক।
বরদাকান্ত মিত্র রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতুলকৃষ্ণ দেব	সাজঘরের তত্ত্বাবধায়ক।
চন্দ্রকালী ঘোষ রূপলাল মিত্র	অভ্যর্থনাকারক।
বরদাকান্ত মিত্র কালীকমল লস্কর জীবনকৃষ্ণ দেব অতুলকৃষ্ণ দেব মণিমোহন সরকার	কর্ম্মচারী-প্রধান।

প্রতি মঙ্গল, শুক্র ও রবিবারে ইঁহাদের নাট্যাভ্যাস হইত। ১৮৬৭। ১১ ফেব্রুয়ারীর হিন্দু-পেট্রিয়টে এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই অভিনয়ে প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন মাত্র, নাট্যসম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না।

এই অভিনয়ে যাঁহারা যে ভূমিকা লইয়া অভিনয় করেন তাহার বিবরণ,—

সূত্রধার	ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীমসিংহ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বলেন্দ্রসিংহ	প্রিয়মাধব বসু মল্লিক
সত্যদাস	কুমার আনন্দকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
জগৎ সিংহ	কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
নারায়ণ মিশ্র	বেণীমাধব ঘোষ
ধনদাস	মণিমোহন সরকার
দূত	বেণীমাধব ঘোষ
ভৃত্য	জীবনকৃষ্ণ দেব
কৃষ্ণকুমারী	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
অহল্যাবাই	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
তপস্বিনী	কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
মদনিকা	রামকুমার মুখোপাধ্যায়
১ম সহচরী	শ্রীহীরালাল সেন
২য় সহচরী	নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের ঠিক পরেই পটলডাঙ্গা আড়পুলিতে "আড়পুলি-নাট্যসমাজ" স্থাপিত হয়। এখানে প্রথমে "মহাশ্বেতা" পরে "শকুন্তলা ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ" অভিনীত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই দুই নাটক ছাতুবাবুর বাড়ীতে অভিনীত নাটকদ্বয় হইতে বিভিন্ন এবং এই সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত। ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে) এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পর এইদলে শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ শীলের "চন্দ্রাবলী" নাটক ও "এঁরাই আবার বড় লোক" নামক প্রহসন অভিনীত হয়। "প্রাণীবৃত্তান্ত"প্রণেতা সাতকড়ি দত্ত এই দলের সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন।

* এই প্রকাশ্য অভিনয়ে ছোটলাটের বাদক-দল বাজাইয়াছিল।

যে সময়ে বাগবাজারে নগেন্দ্রবাবুদিগের বাজনার দল খুব জোরে চলিতেছিল, সেই সময়ে সিমলা শুঁড়ীপাড়ায় শুঁড়ীদিগেরই বাড়ীতে পদ্মাবতী অভিনয়ের এক অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বাগ্‌বাজারের বাজনার দলের নগেন্দ্র বাবু আসিয়াই এখানে শিক্ষকতা এবং নিজে কঞ্চুকী সাজিয়া অভিনয় করিতেন। উত্তর কালের ন্যাশানাল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবুর প্রথমাভিনয়ের পরিচয় এই। ১২৭৩ সালের প্রথমে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেই) এই দলের প্রথমাভিনয় হয়।

এই সময়ে কলিকাতায় নাট্যামোদের একটা প্রবল স্রোতঃ বহিয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। তন্মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই, হওয়াও সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে। এই সময়ে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুর এবং শিবপুরেও নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল।

পাথুরেঘাটায় বিদ্যাসুন্দর অভিনয় হইবার সময়ে জোড়াসাঁকো ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে এক নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ইহার নাম "জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ।" গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তর পুত্র ৺গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠপোষক। কেশব চন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ বিহারী সেন ও প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র হারালাল মিত্র এবং গুণেন্দ্রবাবু পরামর্শ করিয়া মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। আথ্‌ড়াই ও রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। শেষে গণেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে কোন সমাজহিতকর নাটকাভিনয়ের কল্পনা হয়। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি নাটকের ন্যায় নুতন কোন সামাজিক নাটকের জন্য ইহারা চেষ্টা করেন। শেষে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে ২০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বহু বিবাহ সম্বন্ধে নাটক লেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। তখনকার অগ্রণী নাটককার রামনারায়ণ তর্করত্ন "নবনাটক" লিখিয়া আনেন। ১২৭৩ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র সভাপতি ছিলেন। ইহার পর গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ একটি কমিটি করিয়া সেই নাটকের অভিনয় করিতে অগ্রসর হইলেন। কমিটিতে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺শ্রীনাথ ঠাকুর (৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রাধানাথ ঠাকুরের পৌত্র), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন। ১২৭৩ সালের ২২ পৌষ (১৮৬৭।৫ই জানুয়ারী) ইহার প্রথম এবং ১২৭৩। ১২ ফাল্গুন (১৮৬৭।২৩ ফেব্রুয়ারী) ইহার শেষ বা নবম অভিনয় হয়।

অভিনেতৃবর্গের নাম—

গবেশবাবু	অক্ষয়কুমার মজুমদার।
সুধীর	সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
বিবর্দ্ধবাগীশ	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
চিত্ততোষ	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
গ্রাম্য	শৈলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মোধো	ঐ
সাগর	নীলকমল মুখোপাধ্যায়।
নট	ঐ
দণ্ডাচার্য্য	ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
কৌতুক	মতিলাল চক্রবর্ত্তী।
সুবোধ	বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
সাবিত্রী	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
চন্দ্রলেখা	অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
অচলা	খাকভূষণ মুখোপাধ্যায়।
কমলা	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
বিমলা	রাধাবিনোদ চট্টোপাধ্যায়।
চপলা	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
চন্দ্রকলা	মণিলাল মুখোপাধ্যায়।
সাধ্বী	রামগোপাল মজুমদার।

এই অভিনয় এপর্য্যন্ত অভিনীত সমস্ত পুস্তকের অভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুসঙ্গত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় বলেন, এই অভিনয় দেখিয়াই তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার ও জানিবার বাকী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। এই অভিনয়ের সুখ্যাতি কলিকাতার সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

ইহার পর বটতলায় ৺জয়চাঁদ মিত্রের পুত্র শ্রীপাঁচকড়ি মিত্রের উদ্যোগে ৩১৯ নম্বর চিৎপুররোডের বাড়ীতে "পদ্মাবতী" অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। ১২৭৪ সালের ৩০ ভাদ্র (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর) শনিবারে ঐ বাড়ীতে উহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদের নাম,—

ইন্দ্রনীল	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
মন্ত্রী সারথি কঞ্চুকী অঙ্গিরা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
কলি	জীবনকৃষ্ণ সেন।
বিদূষক	মণিমোহন সরকার।
নাগরিক ১ম	চণ্ডীচরণ ঘোষ।
ঐ ২য়	পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
দ্বারবান ১ম	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।
ঐ ২য়	কালীকুমার লস্কর।
শচী	হেমচন্দ্র ঘোষ।
গৌতমী	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মুরজা	শীতলচন্দ্র বসু।
পদ্মাবতী	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বসুমতী	হরিদাস দাস (বৈষ্ণব)
পরিচারিকা	অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বিহারীবাবু অভিনয় শিক্ষা দিতেন। গায়ক জোয়ালা প্রসাদ ও বাদক নিতাই চক্রবর্ত্তী (রামাৎ বৈষ্ণব) সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। দুই একটি অভিনয়ে মাইকেল উপস্থিত ছিলেন। বাগবাজারনিবাসী ৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যিনি ন্যাশান্যাল থিয়েটারে "নীলদর্পণে" দেওয়ান সাজিতেন, তিনি) এই দলে ছিলেন, কিন্তু কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। পদ্মাবতীর অভিনেতা শিববাবু স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

এই সময় চোরবাগানে "চোরবাগান অবৈতনিক থিয়েটার" স্থাপিত হইয়াছিল। কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি এই থিয়েটারের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। "উষা-অনিরুদ্ধ নাটক" অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের এক শাখা (শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র) হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় জামাতা) ও "আপনার মুখ আপ্‌নি দেখ" প্রণেতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। চোরবাগানের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে (কানাই বাবুদের বাড়ীতে) এই সমিতির অভিনয় হইত। এই অভিনয় দেখিয়া ভোলানাথ বাবু হেমেন্দ্র বাবুর নিকট প্রস্তাব করেন, যদি অভিনয় করিতে হয়, তবে এ সকল যাত্রার উপযোগী বিষয় অভিনয় করিয়া ফল কি? যাহাতে দেশাচার সংশোধিত হয়, এরূপ সামাজিক বিষয়ের অভিনয় করাই উচিত। তাহার পর পরামর্শ স্থির হইল, হেমেন্দ্র বাবু অভিনয়ের উদ্যোগ করিবেন, ভোলানাথ বাবু এক খানি উপযুক্ত পুস্তক লিখিয়া দিবেন। এই সূত্রে ভোলানাথ বাবু "বুঝ্‌লে কিনা" প্রহসন লেখেন। এই সময়ে পাথুরিয়াঘাটা-ঠাকুরবংশের এক শাখা উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর স্বীয় বাটীতে (১০নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে) একটী একতান-বাদনের দল গঠন করেন। একদিন অতীন্দ্রবাবুর বৈঠকে ভোলানাথ বাবু 'কিছু কিছু বুঝি' নামে নূতন প্রহসন লইয়া উপস্থিত হইলেন। উহা অভিনয় করাই স্থির হইল। কয়লাহাটায় (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট জোড়াসাঁকো) বৈদ্যনাথ মল্লিকের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে (যে বাড়ীতে হেমেন্দ্র বাবুরা থাকিতেন সেই বাড়ীতে) অভিনয় করিবার ব্যবস্থা হয়। হেমেন্দ্র বাবু ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর উপর দল গঠনের ভার পড়িল। নাট্যাভিনয় কার্য্যে অর্দ্ধেন্দু বাবুর এই হাতে খড়ি। চোরবাগানের কানাই বাবু সেক্রেটারী হইলেন। ইঁহাদের বন্ধু ব্যাঁটরানিবাসী মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামক এক জন অয়েল পেন্টার ইঁহাদের নাট্যশালা চিত্রণের ভার পাইলেন। অতীন্দ্র বাবু, হেমেন্দ্র বাবু ব্যতীত ৺রমানাথ ঠাকুরের পৌত্র শরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাদের একজন পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই দলের আয়োজন হইল। মুস্তফী মহাশয়ের স্বরভঙ্গী ও অনুকরণপটুতাই তাঁহার শিক্ষকতার অনুকূল হইল। ১২৭৪ সালের ১৭ কার্ত্তিক (১৮৬৭.২রা নভেম্বর) শনিবারে ইহার প্রথমাভিনয় হয়। মুস্তফী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাল্যবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর এই দলে যোগদান করেন। তিনি রঙ্গমঞ্চনির্ম্মাণের ভার প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহারও এই হাতেখড়ি, তিনি ইহাতে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনেতাদের নাম,—

নট	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
খদ্যোতেশ্বর	বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
দন্তবক্র	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
মুরাদআলী	" "
চন্দনবিলাস	" "
গুরুজী	শশিভূষণ দাঁ
কলু	বেণীমাধব মিত্র
বিনোদ	যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
চন্দনবিলাসী	ধর্ম্মদাস সুর
বরদা	পূর্ণ মুখোপাধ্যায়
বৈষ্ণবী	কার্ত্তিকলাল মিত্র

এতদিন যেখানে যত প্রহসনের অভিনয় হইয়াছিল, এই প্রহসনের অভিনয় সে সমস্ত অপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। এই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দু বাবু তিনটী বিভিন্ন অংশের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে সুসঙ্গত প্রকারের অভিনয়ে তাঁহার নিপুণতা এই সময়েই পূর্ণ বিকশিত ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার এক অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "মৃত্তিকেরে বাবা মৃস্তকে" অর্থাৎ অন্য সকলকে মাটী করিল। মুস্তফী মহাশয় ও ধর্ম্মদাস সুরের এই প্রথম অভিনয়, এই অভিনয়েই তাঁহাদের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল।

এই স্থানে বাঙ্গালার সাধারণ নাট্য সমাজের প্রধান অভিনেতৃগণের ও স্থাপয়িতৃগণের কে কবে প্রথম কোথায় কি অভিনয় করেন, তাহার একটা তালিকা দিতেছি,—

নাম	সময়	পুস্তক	ভূমিকা	স্থান
৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১২৬৩ ফাল্গুন	কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব	স্ত্রীচরিত্র	চড়কডাঙ্গা জয়রাম বসাকের গলি
৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ	ঐ	শকুন্তলা	"	ছাতুবাবুর বাড়ী
গিরীশচন্দ্র ঘোষ (স্থূলকায়)	১২৭১	নলদময়ন্তী	ঋষি	বাগবাজার মদনমোহনের বাড়ী

নাম	সময়	পুস্তক	ভূমিকা	স্থান
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৭৩	পদ্মাবতী	কঞ্চুকী	শুঁড়ীপাড়া
[illegible]সেন	১২৭৪ ভাদ্র	"	কলি	বটতলা
অর্দ্ধেন্দু [illegible]	.৭ কার্ত্তিক	কিছু কিছু বুঝি।	দন্তবক্র,	কয়লাহাটা
মুস্তফী	১২৭৪		মুরাদআলী,	"
ঐ		ঐ	চন্দনবিলাস	"
ধর্ম্মদাস সুর	ঐ	ঐ	চন্দনবিলাসী	"

গিরীশচন্দ্র ঘোষ (প্রসিদ্ধ নাটককার) অমৃতলাল বসু, রাধামাধব কর মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি স্বনামখ্যাত অভিনেতারা কেহই এত অধিক পূর্ব্বে নাট্যে মিলিত হন নাই।

'কিছু কিছু বুঝি' অভিনয়ে মাইকেল ব্যতীত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, গৌরদাস বসাক, কালীপ্রসাদ ঘোষের পুত্রগণ, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভগিনীপতি) উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ে নিম্নলিখিত গানটী গীত হয়—

"ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু করে দুনয়ন।
রাবণ মারিল রামে কাঁদে দুর্য্যোধন।
না বুঝে করেছি নেশা
কোথায় আমার রৈল পেশা
এলকেশে এল কেশা, করিবারে রণ।
দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো,
পদীরে পেয়েছে পেঁচো
বিদ্যে হল গর্ভবতী, ঠাকুরের লিখন।
শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে,
পেঁচার মত রৈল চেয়ে,
শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে করলে পলায়ন।
খেয়েছি অসহ্য মদ,
দিয়েছি কার লেজে পদ,
এতো নহে কম বিপদ, কাম্‌ড়ো না এখন।
একি হল দাঁতের জ্বালা,
লোকালয়ে বিষম জ্বালা,
কাণেতে করিল কালা, বিকট বদন।

এই গানটি সুপ্রসিদ্ধ "ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু করে দুনয়ন, কোথায় রহিল আমার সে বিধু বদন॥' (ইত্যাদি) গীনের সুরে ও তাহারই শ্লেষ (Parody) রূপে রচিত। ভোলানাথ বাবুই গানটীর রচয়িতা। তখন কবি, পাঁচালী, খেউড়ের আমোদে দেশ পরিপূর্ণ। কবিতায় শ্লেষ বিদ্রূপ পাইলে লোক আমোদে নাচিয়া উঠিত। এতদ্ব্যতীত তখন যুবক এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপান, বিলাস এবং আমোদের স্রোত এমন অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মদ্যপান করি না বলিতে লোকে লজ্জাবোধ করিত। এ সময়ে যে সকল নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হইত, প্রত্যেক সম্প্রদায়েই মদের স্রোত বহিয়া যাইত। মদের অকাতর ব্যয় করিতে না পারিলে তখন দল জমান দুরূহ হইত। অনেক দলে এই মদের জন্য অভিনয়ের সময়েও অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। যখন দেশের রুচির এই অবস্থা, তখন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (ইনি তখনকার যাত্রা, পাঁচালী, তরজার ছড়া ও পালা বাঁধিতেন) গ্রন্থকার হওয়াতে অতর্কিত ভাবে এই গানটি 'কিছু কিছু বুঝি'র দলে গীত হইয়াছিল। গানটীতে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ ছিল, গালি ছিল না।

"এলকেশে এলকেশা"—শ্রীযুক্ত (মহারাজ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর নাট্যশিক্ষক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

"দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো"—বাগবাজারের নলদময়ন্তীর অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য।

"পদীরে পেয়েছে পেঁচো"—বটতলায় পাঁচকড়ি বা পঞ্চানন মিত্রের উদ্যোগে পদ্মাবতীর যে অভিনয় হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য।

"বিদ্যে হল গর্ভবতী ঠাকুরের লিখন"—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য।

"শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে"—শোভাবাজারের রাজা শিবকৃষ্ণের বাড়ীতে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে—ঐ সময়ে গঙ্গার অপর পারে শকুন্তলার অভিনয় হইবার উদ্যোগ হইতে ছিল। সেই দলের প্রতি শ্লেষোক্তি।

"খেয়েছি অসহ্য মদ—সাধারণতঃ মদ্যপ অভিনেতার প্রতিলক্ষ্য।

"একি হল দাঁতের জ্বালা"—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য।

এই শ্লেষের পরিণাম বড় বিষম দাঁড়াইল। কিছু দিন পরে বাগবাজারে রাজবল্লভপাড়ায় ৺যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একটী নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। হোগলকুড়িয়ার প্রিয়মাধব বসুমল্লিক (শোভাবাজারের রাজবাড়ীর অভিনেতা) ইহার শিক্ষক। যদুবাবু নিজেও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর এক জন অভিনেতা। এই দলে "রত্নাবলী" ও একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসন প্রিয় বাবুর লিখিত। প্রিয় বাবু এক জন সুকবি ছিলেন, ভাস্কর ও প্রভাকরের কবিতাযুদ্ধে ইহাঁর অনেক কবিতা থাকিত, এতদ্ভিন্ন যাত্রার পালা বাঁধিয়া দেওয়া, হাফ্ আখড়াইএর গান বাঁধা প্রভৃতি কার্য্যে তিনি পটু ছিলেন ও সর্ব্বদা তাহাতে লিপ্ত থাকিতেন। ১২৭৪ সালের শেষাংশে এই অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে (রাজা) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ে প্রহসনের মধ্যে দুইটী গান ছিল,—

"আমি থিয়েটারের ছিষ্টি।
শ্রীল চসমা নাকে দিয়ে গো,
দেখি শ্রীলক্ষ্মের মিষ্টি।

রাঙ্গা রাঙ্গা ছেলে গুলি সখি সাজে সব
করে নারীর মতন রব
তাদের আকার দেখ্‌লে আক্কেল গুড়ুম
ইচ্ছে হয় কিল্‌ করি।
* * * * *
জয়খুড়োর বাড়ীতে মাঝে হল একটা ধুম,
শুনে হয়নি রেতে ঘুম,
এল রাজার বাড়ীর বুড়ো হনু ইন্দ্রনীলের সাজ পরি।
দুকাণ কাটা বিদুষক সে লাড়েলি সরকার,
ডিস্‌ব্যাণ্ডেড মদনিকা কলি অবতার,
এই পাঁচ পেঁচোতে পেঁায়ে পেলে
বল একবার হরি হরি॥
ও তোর কেলো ভুলোর * * মুলো
জয়রামে মলে মরি।
পাণের খিলির দোকানেতে হল একটা একট
বলছি তারই ফ্যাক্‌ট
হল যুগীর পোলা দময়ন্তী
এমন থিয়েটারে গড় করি॥

"কিছু কিছু বুঝি"র গানের উত্তর দিতে গিয়া প্রিয়মাধব মল্লিক এই গানে বিশেষ কিছু বলেন নাই, বরং ভোলানাথ বাবুর গানে যে গালি ছিল না, এখানে সেই গালি--অতি অসভ্য গালি প্রবেশ করিয়াছে।

"গ্রীণরুমেরমিস্ত্রী"—অবশ্য গ্রীণরুমের (সাজঘরের) ভিতর অভিনেতাদিগের মদের জটলার কথা।

"রাঙ্গা রাঙ্গা ছেলেগুলি"—ছেলেগুলির মাথা খাওয়ার কথা বলিলে ক্ষতি হইত না, কিন্তু "তাদের আকার" দেখিয়া "কিস্‌ করিবার" ইচ্ছা অভদ্রোচিত অসহ্য কুরুচি মাত্র।

"জয় খুড়োর বাড়ীতে"—এই সময় ৺ জয়রাম মিত্রের বাটীর পদ্মাবতীর অভিনয়।

"এল রাজার বাড়ীর বুড়ো হনু"—শোভাবাজার রাজ-বাড়ীর অভিনেতা জীবনকৃষ্ণ দেবের প্রতি গালি। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এই পদ্মাবতীতে ইন্দ্রনীলের অংশ লইয়া ছিলেন।

"রাজার বাড়ীর বিদুষক"—শোভাবাজার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়ে—ধনদাসের অংশ মণিমোহন সরকার অভিনয় করেন। প্রথমতঃ এই অভিনয় প্যারী মোহন দাসের করিবার কথা হইয়াছিল, তিনি কাঁসারীপাড়ার দলে যোগদান করায় মণিবাবু অভিনয় করেন। মণিবাবুর প্রথমে "মদনিকা" অভিনয়ের কথা ছিল। এই ঘটনার উল্লেখে এই গানে ডিস্‌ব্যাণ্ডেড মদনিকা বলা হইয়াছে।

"ও তোর কেলো ভুলোর মুলো"—ইহা অতি অশ্লীল কুৎসিত রসিকতা। ভুলো—ভোলানাথবাবু।

"পানের খিলির দোকানেতে"—বাগবাজারের নলদময়ন্তী অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য। এই দলে শেষে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে কম্বুলিয়াটোলা-নিবাসী যুগীদিগের একটী বালক দময়ন্তীর অংশ অভিনয় করিত।

এই প্রহসনে প্রিয়বাবুর আরও দুইটী গান ছিল,—

১। ওরে হায়রে দেশের থিয়েটার।
আগে পদ্মফুলের মতন তোমার শোভা ছিল চমৎকার।
কম্বলাহাটায় ময়লা হাটায় হল তোমার ঠাঁই,
কি ছিলে কি হলে তুমি মনে ভাবি তাই,
পড়ে হাড়হাভাতে ভুলোর হাতে
পেলে তুমি ছারখার॥

২। "ভ্যালা ভ্যালা ভ্যালা মোর বাপরে।
তুই গোঁড়ার দলে কপনি পরিস, আপনি কলির বাপ্‌রে॥
রাজার বাড়ী বুঝলে কি না,
ও তার বুঝিস্‌ কাঁচকলা, ও তোর জান না গুণ বলা,
কিছু কিছু বুঝি বলে, লাগ্‌লো তোর হাপরে।

এ গানটিও কেবল গালাগালি। কেহ কেহ বলেন, এই গালাগালি শুনিয়া শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সত্য নহে। এরূপ গুণপনাহীন গালাগালি-পূর্ণ গানে রাজা সার শৌরীন্দ্রের ন্যায় রসজ্ঞ লোকের তৃপ্তি হইতে পারেনা। বাগবাজারের এই রত্নাবলীর অভিনয়ে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেন। শ্রীরাধামাধব করের একতান-বাদন-সম্প্রদায় বাজাইয়াছিল।

এই সময়ে জয়রাম বসাকের বাড়ীতে "ভ্যালারে মোর বাপ্‌" নামক প্রহসন অভিনীত হয়।

এই সময়ে বহুবাজারে একটী নাট্য সমাজ গঠিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুর "সতী নাটক" ও "রামাভিষেক" নাটক অভিনয় করেন।

বাঙ্গালা নাটকের এই আর এক যুগ। ইহার প্রথম যুগে "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" ও "শকুন্তলা"; দ্বিতীয় যুগে "পদ্মাবতী"এবং তৃতীয় যুগে "রামাভিষেক" নাটকের অভিনয়ের প্রাচুর্ভাব ঘটিয়াছিল। রামাভিষেক নাটকের অভিনয় কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগে সে সময়ে অনেক স্থলে হইয়াছিল। এমন কি দক্ষিণাংশে এইখানি নাট্যামোদের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি এইজন্য ইহাকে "বর্ণপরিচয়নাটক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন॥

যাহাহউক বাগবাজারের রত্নাবলীর দল ভাঙ্গিয়া গেলে নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও রাধামাধব কর আবার বাজনার দল লইয়া পড়িলেন, কিন্তু তখন তাঁহাদের আমোদের ক্ষুধা আর বাজনায় মিটিতেছিল না। সহরের সর্ব্বত্র বাগবাজারের বাজনার দলের সুখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহা পুরাতন বোধ হইতে লাগিল। আমোদের নূতনত্ব না হইলে আর তৃপ্তি হইতে ছিল না ও ভাল লাগিতে ছিলনা। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু নিজে একটা থিয়েটারের দল বসাই-

ধার পরামর্শ করিলেন। বাগবাজার হরলাল মিত্রের গলিতে (মুখুর্যে পাড়ায়) শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র হালদারের বাড়ীতে প্রথমে দল বসিল। নগেন্দ্রনাথের বাজনার দলের কেহ কেহ এই দলে যোগ দিলেন। ইঁহার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নাট্যাভিনয়ে কৃতকর্ম্মা তখন এক নগেন্দ্রনাথ নিজে আর তাঁহার বাল্যবন্ধু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এবং ধর্ম্মদাসসুর। নগেন্দ্রনাথ কয়লাহাটার থিয়েটারে এই দুই বন্ধুর কৃতিত্ব ও যশ দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষকতার প্রশংসা তখনই মাইকেলের ন্যায় ব্যক্তিবর্গের মুখে ধরিত না, সুতরাং নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকেই শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কয়লাহাটার দল দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ আরও বুঝিয়া আসিয়াছিলেন যে বিশেষ কোন ধনীর আশ্রয় না পাইলেও, তাঁহারা আপনারা চেষ্টা করিয়া একটা থিয়েটারের দল চালাইতে পারিবেন এই ভরসায় তিনি নিজের বাজনার দল হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া দল বসাইলেন। ধর্ম্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপাল বিশ্বাস, ঈশানচন্দ্র নিয়োগী, অরুণচন্দ্র হালদার, মহেন্দ্র নাথ দাস, নগেন্দ্রনাথ পাল, নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলে যোগ দিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী তখন অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় নগেন্দ্রবাবুর আগ্রহ স্বত্বেও আশাপূর্ণ হইল না, তিনি যোগ দিতে পারিলেন না। শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ নগেন্দ্রনাথের আর একজন বাল্যবন্ধু। গিরীশ বাবু ইঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিদ্বান্ বলিয়া নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকেও এই দলে আহ্বান করিলেন। নাট্যশালার সহিত গিরীশ বাবুর সম্বন্ধ এইরূপে প্রথম স্থাপিত হয়। নগেন্দ্রবাবুর যতটা আশা ও সাহস ছিল কার্য্যে নামিয়া ততটা ফল পাইলেন না অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবের নিকট তেমন সাহায্য পাইলেন না, কাজেই যে সকল নাটকে রাজা রাণী ইত্যাদি সাজিবার প্রয়োজন, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয় মিলিবেনা বলিয়া সে সকল নাটক পরিত্যক্ত হইল। শেষে গিরীশ বাবুর পরামর্শে দীনবন্ধু বাবুর নব প্রকাশিত "সধবার একাদশী" অভিনয় করা স্থির হইল। নগেন্দ্রবাবুও কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি, তিনিই প্রথমে শিক্ষাভার লইলেন, কিন্তু কার্য্য কালে তাহা গিরীশবাবুর স্কন্ধেই পড়িল। গিরীশ বাবুর নির্ব্বাচনে এইরূপ পাত্র বিভক্ত হইল,—

নিমচাঁদ	শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।
অটল	নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।
নকুড়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।
কাঞ্চন	শ্রীরাধামাধব কর।
জীবনচন্দ্র	ঈশানচন্দ্র নিয়োগী।
কেনারাম	শ্রীঅরুণচন্দ্র হালদার।
রামমাণিক্য	নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়।
কুমুদিনী	আপালচন্দ্র বিশ্বাস।
সৌদামিনী	মহেন্দ্রনাথ দাস।
নটী	নগেন্দ্রনাথ পাল।

দীনবন্ধু বাবুর লেখায় নট নটী লইয়া একটা প্রস্তাবনা ছিল না। তখনকার প্রথার উপর নির্ভর করিয়া গিরীশবাবু নট নটী দিয়া একটা প্রস্তাবনা লিখিয়া দেন। ক্রমে শিক্ষা চলিতে লাগিল। ১২৭৫ সালের আষাঢ় বা শ্রাবণ (১৮৬৮ জুন বা জুলাই) মাসের একদিন ইহারা পুরা নাটক খানির আখড়াই দিবেন স্থির করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর সহিত নগেন্দ্রবাবুর দেখা হয়। তিনি মহা আনন্দে ও আগ্রহে তাঁহাকে আখড়াই দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। যথাসময়ে আখড়াই আরম্ভ হইল। নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে বৈঠকখানার হলে একা অর্দ্ধেন্দু বাবু দর্শক বা শ্রোতা,আর তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ছোটঘরের দরজার সম্মুখে অভিনেতারা উপস্থিত হইয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যথাকালে অভিনয় শেষ হইল। গিরীশ বাবু আসিয়া অর্দ্ধেন্দু বাবুকে দোষগুণ বিচার করিতে বলিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু বলেন—অটল নিমচাঁদ বেশ হয়েছে, আর কিছু ভাল হয় নাই, জীবনচন্দ্র একবারে খারাপ হয়েছে। ইহাতে অনেকেরই মতের মিল হইল। নগেন্দ্র বাবু ও গিরীশ বাবু মহা আগ্রহে অর্দ্ধেন্দু বাবুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেজন্য একরূপ প্রস্তুতই ছিলেন। প্রস্তাব হইবা মাত্র তিনি সম্মত হইলেন। নগেন্দ্র বাবু অর্দ্ধেন্দু বাবুকে শিক্ষাভার লইতে বলিলেন, তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং কয়টীর অংশ বদ্লাইয়া দিলেন। রামমাণিক্যের অভিনেতা নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বিক্রমপুরবাসী হইলেও নাটকের ভাব বিকাশ করিতে পারিতেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু এই রামমাণিক্যের অংশ রাধামাধব করকে এবং কাঞ্চনের অংশ নন্দলাল ঘোষকে, কুমুদিনীর অংশ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়কে ("কোপ্তেন বেল" নামে ইনি উত্তরকালে পরিচিত হন) এবং নিজে কেনারামের অংশ লইলেন।

এই সময়ে আখড়াইএর আড্ডা অরুণবাবুর বাড়ী হইতে উঠিয়া ২৮ নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীটে যায় এবং কিছুদিন পরে সেখান হইতে ৫৭ নং. রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে নগেন্দ্রবাবুর বাটীতে যায়। এই সময়ে শিক্ষাদানকার্য্যটা গিরীশবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবুর মধ্যে ভাগাভাগী হইয়া চলিতে লাগিল। উভয়েই শিক্ষা দেন। গিরীশবাবু তখন এট্কিন্সন্ টিল্টনের বাড়ীতে নিজ শ্যালক ব্রজনাথদেবের অধীনে কার্য্য করিতেন। তাঁহার অবসর অল্প ছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবুই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাদাতা ছিলেন, তিনি আখড়ায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন এবং যখন

যাহাকে পাইতেন, তখনই তাহাকে শিক্ষা দিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু ১৩০৭ সালের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে প্রত্যেক অভিনেতাকে অভিনয়ের ধরণধারণ, ভাব ভঙ্গী, চলা ফেরা ইত্যাদি ব্যাপার গুলি সূক্ষ্ম ভাবে শেখাতে লাগ্‌লেম। যা দেখেছিলেম, তাতে এই গুলোরই বেশী অভাব ছিল।"—ক্রমে দল বেশ মার্জ্জিত ও শিক্ষিত হইয়া উঠিল। ১২৭৫ সালের আশ্বিন (১৮৬৮। অক্টোবর) মাসে পূজার সময় সপ্তমী পূজার দিন রাত্রিতে মুখুয্যে পাড়ায় গোপাল নিয়োগীর গলিতে ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে এই দলের প্রথম অভিনয়ের নিমন্ত্রণ হয়। এই সময় এই দলের নাম The Bagbazar Amateur Theatre রাখা হয়।

এই সময়ে শ্যামবাজারের ৺নবকৃষ্ণ নিয়োগীর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বাঁশী বাজিয়ে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ নিয়োগী একটা একতান-বাদনের দল বসাইয়াছিলেন। ইহারাই বাজাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। যথাসময়ে অভিনয় হইল, কিন্তু এই রাত্রিতে কতিপয় অভিনেতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ায় অভিনয় ভাল হয় নাই। তাহার পর কোজাগরী পূর্ণিমায় রাত্রিতে গিরীশবাবুর শ্বশুরালয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। এই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু, গিরীশবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও রাধামাধববাবু বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। এই অভিনয়ের পর রঙ্গমঞ্চ মেরামতি হিসাবে ৪০ টাকার গোলমাল হয়। সেই গোলমাল লইয়া গিরীশবাবু রঙ্গমঞ্চ আট্‌কাইয়া রাখেন। এই সূত্রে গিরীশবাবুর সহিত সমগ্র দলের বিবাদ হয়, এবং গিরীশবাবু দল ছাড়িয়া দেন। এই অভিনয়ের পর গড়পারে জগন্নাথ দত্তের বাড়ী ইঁহাদের তৃতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের অভাব হয়। শিবপুরে তখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইত। সেই দলের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করিয়া আনিয়া অভিনয় করা স্থির হয়। গিরীশ বাবু এই সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নিমচাঁদ অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যথাসময়ে অভিনয় হইয়া গেল। ১২৭৫ সালের মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার দিন (১৮৬৯ ফেব্রুয়ারী) এই সম্প্রদায়ের ৪র্থ অভিনয় তোষাখানার দেওয়ান ৺ রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ীতে হয়। এই অভিনয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই দিন ইঁহাদের রঙ্গমঞ্চের মুখ পটের উপর লেখা হইয়াছিল "He holds the mirror up to nature"। এই দিন অভিনয়ে আরও অভিনেতা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল,—অর্দ্ধেন্দু বাবু জীবনচন্দ্রের, ও অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কেনারামের অংশ লইয়াছিলেন, আর সব ঠিক ছিল। এই দিন দর্শকের মধ্যে গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয় দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হন যে গিরীশ বাবুকে তাঁহার নিমচাঁদ অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া বলেন, নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল। ২য় দৃশ্যের পর যখন জীবনচন্দ্র "আমি তোকে ত্যাজ্যপুত্র কল্লেম" বলিয়া প্রস্থান করে, অভিনেতা অর্দ্ধেন্দু বাবু সেই সময় অটলকে একটা মৃদু পদাঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে দীনবন্ধু বাবুর এবং সমগ্র দর্শকের মধ্যে এত সুন্দর ভাবোদয় হইয়াছিল যে, দীনবন্ধু অভিনয়ের পর জীবনচন্দ্রের অভিনেতাকে দেখিতে চাহেন এবং দেখিয়া বলেন, আপনি ব্রাহ্মণ পায়ের ধুলা দিন, You have improved the author। সধবার একাদশীর ২য় সংস্করণে আমি ২য় দৃশ্যে এই পদাঘাতটুকু লিখিয়া দিব।" এই দিনই দীনবন্ধু বাবুর "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো ও" ইঁহারা অভিনয় করেন।

রাজীব মুখোপাধ্যায়—শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী
রতানাপ্‌তে—শ্রীরাধামাধব কর,
পেঁচোর মা—গোপালচন্দ্র দাস,
ক'নের ভগিনী—৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিববাবুর এই প্রথম অভিনয়। গিরীশ বাবু একটী কবিতায় ইহার একটা প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা রঙ্গমঞ্চে পঠিত হইয়াছিল। তাহার পর এই সম্প্রদায়ের আর পাঁচটী অভিনয় হয়। ৬ষ্ঠ অভিনয় হয় খিদিরপুরে নন্দলাল ঘোষের বাড়ীতে দুর্গা পূজার সময়ে (১২৭৬ আশ্বিন ১৮৬৯ অক্‌টোবর)। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর সহিত এই অভিনয় উপলক্ষে এই সম্প্রদায়ের আলাপ হয়। মহেন্দ্র বাবুর নিকট একটা পেশোয়াজ ছিল, কাঞ্চনকে পরাইবার জন্য, ইহারা তাহা চাহিয়া লয়েন। প্রস্তাবনাটী এই—

"সাত্‌ নামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রঙ্‌।
বাসর ঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢঙ্‌।
আয়না নসে, রতা কোথা যা পারিস তা বল।
ক্ষমা করিবেন দোষ, রসিক মণ্ডল।
আস্‌ছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুবনো নসে রতা।
সভ্যগণ নমস্কার ফুরালো আমার কথা।"

এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘ'টে ছিল। বসুপাড়ায় গতিনাথ দত্তের বাড়ীতে একটা সখের যাত্রার দল ছিল। সেখানে শর্ম্মিষ্ঠার পালা গাওনা হইত। এই যাত্রার দলের এক ব্যক্তি এক দিন অর্দ্ধেন্দু বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন— "এত আর রঙ্‌ চঙে পোষাক পরে, রঙ করা পর্দ্দার আড়াল থেকে শুনে শুনে চীৎকার আর লাফালাফি করা নয়, এতে রীতি মত নাচ গান বাজনা সুর তাল জানা চাই," অর্দ্ধেন্দু বাবু উত্তরে বলেন—"বেশ আজ হতে ১৫ দিন পরে তোমাদের

এই নাচগান সুর তালওয়ালা যাত্রা শুনিয়ে দেব, কিন্তু তোমরা এক মাসে আমাদের মত একটা থিয়েটার কর দেখি।" সেই দিনই নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাত্রা করার পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল। মণিমোহন সরকারের "উষা অনিরুদ্ধ" নাটকে গান জুড়ে পালা বাঁধা হইল। গিরীশ বাবু ২৬ খানা গান বেঁধে দিলেন। ঠনঠনিয়ানিবাসী নিতাইচাঁদ চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের দলে বাজিয়ে হলেন। বর্ত্তমান আমোদপুরের সুগায়ক উমাচরণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভাগিনের কথক দুর্লভচন্দ্র গোস্বামী এই দলে জুড়ীর গায়ক হলেন। হিঙ্গুল খাঁ নাচগান শিখাইতে লাগিলেন। ১৫ দিনের মধ্যে পালা প্রস্তুত হয়ে গেল। মহেন্দ্র বাবুর নিকট যাত্রার উপযুক্ত পোষাক ছিল। নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ১২৭৬ সালের জগদ্ধাত্রী পূজার পর এই যাত্রার প্রথম আসর গাওনা হয়। এই যাত্রার দলের অনুষ্ঠানের সময় প্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল সুর এই দলে যোগ দেন। এই যাত্রা গাওনার দিনে শর্ম্মিষ্ঠার দলও বসুপাড়ার মাঠে শর্ম্মিষ্ঠার এক আসর গাইলেন, শেষে উভয় দলে সঙ্ দিবার ছলে গান বেঁধে উভয় দলকে শ্লেষ বিদ্রূপ করেন। তাহার পর চার পাঁচ আসর যাত্রার গাওনা হইয়া যাত্রার দল বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পরও দুএকবার সধবার একাদশীর অভিনয় হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ে বাগ্‌বাজার অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের সহিত গিরীশ বাবুর কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনি নিমচাঁদের অংশ মাত্র অভিনয় করিতেন। পূর্ব্বোক্ত শর্ম্মিষ্ঠা যাত্রার গানগুলিও গিরীশ বাবুর রচিত এবং ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। কিছু দিন পরে অর্থাভাবে ঐ নাট্য সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যায়।

যখন "কিছু কিছু বুঝির" অভিনয় হয়, সেই সময় মাইকেল মধুসূদন দত্ত অর্দ্ধেন্দু বাবুকে টিকিট বেচিয়া থিয়েটার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখন অর্থাভাবে দল গেল দেখিয়া অর্দ্ধেন্দু বাবু টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার উদ্দেশ্যে আবার দল গড়িতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই দলে অর্দ্ধেন্দু বাবু "লীলাবতী" অভিনয় করিবেন বলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতেই আখড়াই চলিত, নিয়ম মত চলিত না, অল্পে অল্পে কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষে একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। "অরবিন্দ" ও "যোগজীবন" সাজিবার উপযুক্ত একাকৃতি দুইটি লোকের আবশ্যক হইল। সহজে তেমন লোক পাওয়া গেল না। সে অনুৎসাহের অবস্থায় তেমন আগ্রহ করিয়া খোঁজেই বা কে? কাজেই যে টুকু আখড়াই চলিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

এই সময়ে শ্যামপুকুরে ব্রজনাথ দেব (গিরীশ বাবুর শ্যালক) নিজ বাটীতে একটি থিয়েটারের দল বসাইয়া, অর্দ্ধেন্দু বাবুর হস্তে তাহার শিক্ষা ভার দিলেন। গিরীশবাবুর সহিত এই দলের সংস্রব ছিল না। কৃষ্ণকুমারীর আখড়াই চলিতে লাগিল। ব্রজবাবুর সংকল্প ছিল, কোন স্থানে একটা রঙ্গমঞ্চ স্থায়ীভাবে বাঁধিয়া নিয়মিত ভাবে অভিনয় চালাইবেন। ব্রজবাবু তখন জন-এট্‌কিন্‌সনের বাড়ীর বুককিপার ছিলেন। সেখানকার দালালদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া এই উদ্দেশ্যে কিছু টাকাও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অর্থে শ্যামপুকুরে ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠানে স্থায়ী মঞ্চের আয়োজন হইতে লাগিল। পাটাতন পর্য্যন্ত হইলে ব্রজবাবু সাজ্‌ঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত হইলেন, সব বন্ধ হইয়া গেল।

ব্রজবাবুর দল ভাঙিতে ভাঙিতে শ্যামপুকুরে যুবকদিগের আগ্রহে সেই দল হইতেই লোক সংগ্রহ করিয়া এক যাত্রার দল বসান হয়। অর্দ্ধেন্দু বাবুও যোগ দিলেন। তাঁহার আগ্রহে নিতাই চক্রবর্ত্তী, উমাচরণ চক্রবর্ত্তী, দুর্লভ গোস্বামী হিঙ্গুল খাঁ প্রভৃতি গাইয়ে, বাজিয়ে ও নাচিয়ে ওস্তাদেরা যোগ দিলেন। পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীর বিদ্যাসুন্দরে যিনি মালিনী সাজেন, সেই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "শকুন্তলা" প্রথম গাওনা হয়। তাহার পর এই দলে "দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ" গাওনা হইয়াছিল। তাহার পর উমাচরণ চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে আমোদপুরের যাত্রার সাট "সীতার বনবাস" আনাইয়া গাওনা হইয়াছিল। এই যাত্রার দল ও ইহার পূর্ববর্ত্তী উষা অনিরুদ্ধ যাত্রার দলে এই সকল থিয়েটারের অভিনেতারা থাকায় এবং অর্দ্ধেন্দু বাবু শিক্ষক থাকায় যাত্রার ঘটকালীর বা বক্তৃতার সুর বদ্‌লাইয়া সহজভাবে বা থিয়েটারী ঢঙে কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর যাত্রার দল ভাঙিতে থাকে।

যখন এই শকুন্তলা যাত্রার দল বাগ্‌বাজারে চলিতেছিল, সেই সময়ে চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাড়ীতে আবার একটি থিয়েটারের দল বসে। সেখানে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত "ভালারে মোর বাপ" নামক প্রহসন অভিনীত হইবে বলিয়া আখড়াই চলিতেছিল। অবশেষে এই দল আহীরীটোলায় জনাইএর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে উঠিয়া যায়। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৭৬ সালের দোলের রাত্রিতে (১৮৭০। ফেব্রুয়ারীতে) মুখোপাধ্যায়দিগের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। নগেন্দ্র বাবু ও রাধামাধব বাবু এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া

আসিয়া তাঁহারা "ভ্যালারে মোর বাপের" উত্তর দিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র থিয়েটারের দল গঠন করেন। "রত্নাবলীর" আখড়াই আরম্ভ হয়। প্রিয়মাধব বসু মল্লিক "ভ্যালারে মোর বাপের" উত্তরে এক প্রহসন লিখিয়া দেন। অর্দ্ধেন্দু বাবু তখন যাত্রার দলে নিবিষ্ট ছিলেন, এই ক্ষুদ্র থিয়েটারের দলে যোগ দেন নাই।*

এই রত্নাবলীর অভিনয় বাগবাজার রাজবল্লভ-পাড়ায় হয়। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দর্শক ছিলেন। প্রিয় বাবুর প্রহসনে ভোলানাথ বাবুর নামে শ্লেষাত্মক গান ছিল। ভোলানাথ বাবু তদুত্তরে প্রভাকরে প্রিয় বাবুর নামে কবিতা লিখিতেন। প্রিয়বাবুও প্রভাকরেই আবার তাহার উত্তর দিতেন। প্রিয়বাবুর কবিতাই বেশী সরস হইত।†

অর্দ্ধেন্দুবাবু দুই বার যাত্রা করিয়া এই সময়ে বাজনার প্রতি একটু বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং শকুন্তলার যাত্রার দল ভাঙ্গিয়া গেলে, প্রথমে ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীতে তাহার পর ১৭৯নং আপার চিৎপুর রোডে একটি একতান-বাদনের দল গঠন করেন। নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধব বাবু, ধর্ম্মদাস বাবু, হিঙ্গুলখাঁ, নন্দবাবু, যোগেন্দ্রবাবু এইদলে যোগ দেন, এই বাজনার দলেও অর্দ্ধেন্দুবাবু একটি নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। এতদিন যত কনসার্টের দল হইয়াছে, সবাই "ডি" সুরে বাজাইত। অর্দ্ধেন্দু বাবু নিজের দলে একবারে "এফ" বাজনার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। চড়াসুরে বাজাইবার খাতিরে এই দলের বিশেষ আদর ছিল। ১২৭৭ সালের রাসপূর্ণিমার দিন শোভাবাজার বেনেটোলায় ৺কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে হাওড়া-ব্যাটরার এক নাট্য-সম্প্রদায় "প্রভাবতী" অভিনয় করেন। "প্রভাবতী" সেক্স্পীয়ারের "মার্চ্চেন্ট অফ্ ভিনিস্" অবলম্বনে লিখিত। এই অভিনয়ের সঙ্গে অর্দ্ধেন্দু বাবুর এই বাদ্যসম্প্রদায় বাজাইয়াছিলেন। এই সময়ে হাটখোলার প্রসিদ্ধ মহাজন ব্রজেন্দ্র কুমার সাহা ওরফে দিশু সাহার গদীর কর্ম্মচারী শ্রীগোবিন্দ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির সহিত নাট্যসম্প্রদায়ের আলাপ হয়। তিনি আখড়ার খরচ চালাইতে স্বীকৃত হওয়ায় অর্দ্ধেন্দু বাবু আবার থিয়েটারের দল গড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্বে যে হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীটে শ্রীঅরুণচন্দ্র হালদারের বাড়ীতে বাগবাজার "অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়" সধবার একাদশীর আখড়া দিতেন, সেই ষ্ট্রীটের ২৮নম্বর বাড়ী গোবিন্দ বাবুর শ্বশুর বাড়ী। ইহার উত্তরপূর্ব্বকোণে বড় বৈঠক খানায় এবার দল বসিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দু বাবু, রাধামাধব বাবু ও ধর্ম্মদাস বাবু। এইবার যে দল বসিল, ইহাই সুপরিচিত ন্যাশান্যাল থিয়েটারের মূল।

এই দলের প্রতিষ্ঠাতা চারিজন ব্যতীত "সধবার একাদশীর" সময়কার হিঙ্গুল খাঁ, যোগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি সকলেই যোগ দিলেন। কেবল গিরীশ বাবু যোগ দিলেন না। উষা অনিরুদ্ধ যাত্রা হইতে মতিলাল সুর এবং সধবার একাদশীর অভিনয়ের সময় হইতে মহেন্দ্রলাল বসু ইঁহাদের সহিত মিশিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই দলে রহিলেন। এতদ্ভিন্ন যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশ চন্দ্র মিত্র, কার্ত্তিক চন্দ্র পাল প্রভৃতি কতকগুলি নূতন লোক এই দলে যোগ দিলেন। ধর্ম্মদাস বাবু বিশেষ উৎসাহে কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১২৭৭ সালের পৌষ মাসে (১৮৭১ সালের প্রথমে) এই দল বসে। অর্দ্ধেন্দু বাবু শিক্ষা দাতা হইলেন। লীলাবতীর আখড়াই চলিতে লাগিল।

গোবিন্দ বাবু যে সাহায্য করিতেন, তাহাতে আখড়া খরচ চলিত মাত্র। তাহাতে রঙ্গমঞ্চ বা পোষাক পরিচ্ছদাদি হইবার আশা ছিল না, সুতরাং অর্দ্ধেন্দু বাবু প্রস্তাব করিলেন, এ রকমে অর্থনষ্ট না করিয়া কোন ষ্টেজভাড়া করিয়া আনিয়া টিকিট বেচিয়া অভিনয় করা হউক। বিক্রয়ের অর্থে শেষে কোথাও একটা স্থায়ী মঞ্চ প্রস্তুত করা যাইবে। এই পরামর্শ গৃহীত হইল। অবশেষে ১২৭৮ সালের বৈশাখে (১৮৭১ এপ্রেলে) নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে একদিন পরীক্ষার্থে অভিনয় (Dress-rehearsal) হইল, এই অভিনয়ে ধর্ম্মদাস বাবুই "ললিতের" অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ের সুখ্যাতি রাষ্ট্র হইলে গিরীশ বাবু আসিয়া যোগ দিলেন। টিকিট বেচিয়া অভিনয় করার প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। শেষে তিনি বলিলেন, মাইকেলের প্রস্তাব মত বরং পাঁচ হাজার টাকা তুলিবার চেষ্টা কর। "কিছু কিছু বুঝির" অভিনয়ের সময় মাইকেল অর্দ্ধেন্দু বাবুকে বলিয়াছিলেন, এরূপে ব্যক্তিবিশেষের অর্থানুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন থিয়েটার চলিবে না।

* এই প্রবন্ধের পূর্ব্বে "কিছু কিছু বুঝি" অভিনয়ের পর বাগবাজার রাজবল্লভ পড়ায় প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের দ্বারা "রত্নাবলী" অভিনয়ের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভুল। ১২৭৩সালের এই অভিনয়ের কথাই ভুলিয়া সেখানে লেখা হইয়াছে। ইহা অর্দ্ধেন্দুবাবুর ১৩১৭সালের বক্তৃতায় ছাপা হইয়াছিল।

† এই অভিনয়ের বিবরণ ও গীতিগুলি পূর্ব্বে এই প্রবন্ধেই প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহা হউক অতঃপর চাঁদার খাতা প্রস্তুত হইল। একখানি খাতায় রাধামাধব বাবু, ধর্ম্মদাস বাবু, নগেন্দ্র বাবু ও অর্দ্ধেন্দু বাবু প্রত্যেকে ২০৲ করিয়া সহি করেন। তাহার পর মতি বাবু ও গোলাপ বাবু এই খাতা লইয়া প্রথমেই নাট্যামোদী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী যান। সেখানে কোন ফল হইল না, বরং শ্লেষবাক্য শুনিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং আর কোনও বড় লোকের দ্বারস্থ হইবেন না, এই রূপ স্থির করা হয়। পরে প্রতিবেশী গৃহস্থগণের নিকট হইতে দুই একটাকা করিয়া ৩০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইহার ২৫০৲ টাকা মাত্র আদায় হয়। তাহা লইয়াই রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত আরম্ভ করা হয়। গোবর্দ্ধন পোটো একখানি রাজপথের দৃশ্য আঁকিয়া দিলে টাকা ফুরাইল। রং ও কাপড় কেনা ছিল। পোটো বিদায় করিয়া ধর্ম্মদাস বাবু নিজেই তুলি ধরিলেন। এই সময় আবার গোবিন্দনাথ বাবু দেশে যান। অর্থাভাবে আখ্‌ড়াই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। মতি বাবু, মহেন্দ্র বাবু, নগেন্দ্র বাবু ও অর্দ্ধেন্দু বাবু মাঝে মাঝে ১০৲ টাকা ২০৲ টাকা দিয়া দল বজায় রাখিলেন। অর্দ্ধেন্দু বাবু এই সময় অর্থাভাব ঘুচাইবার জন্য একদিন টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। গিরীশ বাবু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শেষে পীড়াপীড়ি করায় তিনি আবার দল ত্যাগ করিলেন। বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপর এখন যেখানে বাজার হইয়াছে, উহারই একাংশে এক কামারের ভিটায় স্থায়ীমঞ্চ বাঁধিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ব্রজনাথ দেবের উদ্যোগে শ্যামপুকুরে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যে মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কাঠকাঠ্‌রা তখনও বর্ত্তমান ছিল। ব্রজবাবু তখনও শয্যাগত। অর্দ্ধেন্দু বাবু ব্রজ বাবুর নিকট এই কাঠকাঠ্‌রা প্রার্থনা করায় তিনি আনন্দিত হইয়া তাহা দান করিলেন। তখন এই দলের এত অর্থ কষ্ট যে মুটে ভাড়া দিয়া ঐ সকল কাঠ আনিবার পয়সা ছিল না। গভীর রাত্রিতে এই সকল ভদ্রসন্তান আপনারা কাঠ কাঁধে করিয়া শ্যামপুকুর হইতে বাগবাজারে আনিয়া ফেলিতেন; যৎসামান্য খরচ করিয়া ইঁহারা জমিটুকু ঘিরিয়া তাহার মধ্যে কাঠ কুটো রাখিলেন বটে, কিন্তু রক্ষক অভাবে টুক্‌রো কাঠ চুরী যাইতে লাগিল। এই সময়ে ম্যাকলীন নামে একটা নিরাশ্রয় অন্নহীন ইংরাজনাবিক ভিক্ষা করিতে বাগবাজারে আসিত। ধর্ম্মদাস বাবু ও রাজেন্দ্র বাবু তাহাকে খাইতে দিতে স্বীকৃত হওয়ায় উহাকেই রক্ষক রাখা হইল। লোকটা জাহাজে থাকায় রং প্রস্তুত করিতে পারিত। কিছু দিন তাহা দ্বারা রংবাটা, মুটের কাজ ও দ্বারবানের কাজ বেশ চলিল। তারপর কিছু দিন পরে লোকটা ৺কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর কোচম্যান হইল। তিনি তাহাকে এক প্রস্থ ইংরাজী বস্ত্রাদি দিলেন। বস্ত্রাদি পাইয়া সে একদিন কোথায় চলিয়া গেল, আর আসিল না। এদিকে দৃশ্যপট আঁকা ও প্ল্যাটফর্ম্ম তৈয়ারী যখন অর্দ্ধেক হইয়াছে, তখন ইঁহাদের মধ্যে একব্যক্তি শত্রুতা করিয়া উহা পুড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ব্যক্তি ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, মধ্যে মধ্যে দলে আসিয়া অভিনয়াদি করিতেন। অভিনয়ে তিনি সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু টিকিট বেচিয়া থিয়েটার করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল বলিয়া তিনি দল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবেও যখন দেখিলেন, এই সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিল, তখন তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া এই কুৎসিত উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু, নগেন্দ্র বাবু ও ধর্ম্মদাস বাবু এত পরিশ্রমে সংগৃহীত কাঠগুলি অনায়াসে ভস্মীভূত হইবে এই ভয়ে; সংবাদ পাইবামাত্র সেইদিনই সমস্ত খুলিয়া শ্যামবাজারে ৺বৃন্দাবন পালের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বৃন্দাবন বাবুর পোষ্যপুত্র রাজেন্দ্র বাবু ইঁহাদের বাল্যবন্ধু। তিনি সাহায্য করিতে স্বীকার করায় তাঁহার বৃহৎ উঠানে মঞ্চ বাঁধা হইতে লাগিল। এই সময় ধর্ম্মদাস বাবু ও কার্ত্তিকচন্দ্র পাল এক প্রকার ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লওয়ায় আবার ইঁহাদিগকে টিকিট বেচিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আখ্‌ড়াই চলিতে লাগিল। টিকিট বেচা হইবে না শুনিয়া গিরীশবাবু আবার দলে মিশিলেন। সম্প্রদায় তাঁহা হইতে ইতি পূর্ব্বে নানারূপে উৎপীড়িত হইলেও চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ১২৭৮ সালের বর্ষাকালে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে নূতন মঞ্চে "লীলাবতীর" প্রথম অভিনয় হইল। এই সময় হিন্দু মেলার ৺নবগোপাল মিত্র ইঁহাদের দলে যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহারই প্রস্তাবে এই সম্প্রদায়ের নাম The Calcutta National Theatre রাখার কথা হয়, শেষে মতিবাবুর প্রস্তাবে Calcutta টুকু বাদ দিয়া The National Theatre রাখা হইয়াছিল। প্রথম দিন হইতেই এই নামে অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে নিম্নলিখিতরূপে পাত্রপাত্রী সাজান হইয়াছিল,—

হরবিলাস ও ঝি	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
ললিত	শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ
নদের চাঁদ	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র

হেমচাঁদ	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভোলানাথ	মহেন্দ্রলাল বসু
শ্রীনাথ	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মেজো খুড়ো	মতিলাল সুর
লীলাবতী	শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র
ক্ষীরোদবাসিনী	শ্রীরাধামাধব কর
সারদাসুন্দরী	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু
রাজলক্ষ্মী	শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
রঘু উড়ে	হিঙ্গুল খাঁ
যোগজীবন	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য

অর্দ্ধেন্দু বাবু "ঝি" সাজিয়া তাহার ভাষা বদ্‌লাইয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থকার তাহার ভাষা এই দেশীয় লোকের মত রাখিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দু বাবু অভিনয়কালে মেদিনীপুরের ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে প্রতি শনিবারে ৪।৫টি অভিনয় হয়। তাহার পর বর্ষায় বন্ধ হয়। শেষে বন্দুকওয়ালা মথুরামোহন বিশ্বাসের বাড়ীতে (এখন D. Biswas & Co) পূজার সময় অভিনয় হয়। রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীর অভিনয়ে দীনবন্ধু বাবু, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি দর্শক উপস্থিত হইতেন। দুএকটা অভিনয়ের পর বুঝা গেল, হিঙ্গুল খাঁ দ্বারা উড়ের অভিনয়ে সুবিধা হইতেছে না। তখন অর্দ্ধেন্দু বাবু শশিলাল দাস নামক এক নূতন ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলেন। এই লোকটা এত সুন্দর উড়ে কথা বলিতে শিখিল যে দলের মধ্যে ইহার নাম "বিশাউড়ী" হইয়া গেল। ১২৭৮ সালের আশ্বিনে মথুরামোহন বিশ্বাসের বাড়ীই ন্যাশানাল থিয়েটারের অবৈতনিক ভাবে শেষ অভিনয়। এই সময়ে আবার অর্থ কষ্ট ঘটিল। রাজেন্দ্র বাবুর উঠানে বর্ষায় ভিজিয়া ষ্টেজ খারাপ হইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু বাবু আবার টিকিট বেচিবার প্রস্তাব তুলিলেন। গিরীশ বাবু আবার বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি এবার বলিলেন, যদি ছাতুবাবুর মাঠে প্যাভিলিয়ন (নাট্যশালা) বাঁধিতে পার, সম্মত আছি, তখনকার পক্ষে এ অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া সকলে চমকাইয়া উঠিল। গিরীশ বাবু আবার দল ত্যাগ করিলেন। রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীর উঠান এত বড় নয় যে তাহাতে টিকিট বেচিয়া দর্শকের স্থান কুলাইতে পারা যায়, কাজেই ইতিকর্ত্তব্যতা ভাবিতে ভাবিতে দিনও চলিয়া গেল, ষ্টেজও পচিয়া গেল, দলও ভাঙ্গিয়া গেল। নগেন্দ্র বাবু, ধর্ম্ম দাস বাবু, মতি বাবু ও অর্দ্ধেন্দু বাবু অতি নিকট প্রতিবেশী ছিলেন। ইঁহারা নূতন পন্থা চিন্তা করিতে লাগিলে।

ইতি পূর্ব্বে চাঁদা আদায় সূত্রে ইঁহারা কয়েক জন ব্যক্তির সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পাল (২য়) ওরফে বুধো পাল, অমৃতলাল পাল, শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ইন্‌স্পেক্‌টার, ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল নিয়োগী (পরে এটর্ণী), কটিক ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর অভিনেতা), নগেন্দ্র বাবুর বড়ভাই দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিসিতো ভাই কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—ইঁহারাই যেন শেষে এই নাট্যসম্প্রদায়ের অভিভাবক রূপে দেখা শুনা করিতেন ও পরামর্শ দিতেন।

চাঁদা আদায়ের সময় ৺রসিকমোহন নিয়োগীর মধ্যম পৌত্র শ্রীভুবনমোহন নিয়োগী ইঁহাদের কিছু চাঁদা দেন। শেষে এই ব্যক্তি ইঁহাদের দুর্দ্দশার সময়ে সাহায্য করিতে আপনা হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভুবন বাবু তখন কিশোরবয়স্ক। তাঁহার ভরসা পাইয়া অর্দ্ধেন্দু বাবু আবার দল গড়িতে প্রস্তুত হইলেন। স্থানের কথা বলায় ভুবন বাবু স্বীয় পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার ঘাটের চাঁদনীর উপর বারদ্বারী বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিলেন। ১২৭৮ সালের শীতকালে ১৮৭২ সালের প্রথমে এই বাড়ীতে দল বসিল। গিরীশ বাবু ব্যতীত লীলাবতীর দলের সকলেই আসিয়া জুটিলেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধুবান্ধবগণের যত্নে এবার কার্য্যের একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। নগেন্দ্র বাবু সম্পাদক (সেক্রেটারী), ধর্ম্মদাস বাবু কর্ম্মাধ্যক্ষ (ম্যানেজার), কার্ত্তিক বাবু বেশকারী (ড্রেসার) আর অর্দ্ধেন্দু বাবু পরিচালক ও শিক্ষক (Director ও Teacher) হইলেন। আদিব্রাহ্ম-সমাজের গায়ক বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় আবশ্যক মত নেপথ্য হইতে গান গাইতেন। এই সময় হইতে শ্রীসুরেশ চন্দ্র মিত্র, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীনন্দলাল ঘোষ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনে আর থিয়েটার করিবেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর শ্যামবাজারের বেণীমাধব মিত্র এই দলের সভাপতি হন। অর্দ্ধেন্দু বাবুর প্রস্তাবে "নীলদর্পণ" অভিনয় করা স্থির হয়। আখড়াই আরম্ভ হইল। অতি উৎসাহে কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে লাগিল। বেণী বাবুও অতি যত্ন সহকারে ইঁহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গিরীশ বাবু একটি সখের যাত্রার দল বসাইয়া দিলেন। এই দলে তিনিই একটি সঙের পালা বাঁধিয়া দেন। তাহাতে একটি গানে প্রয়াগের লুপ্ত বেণী ত্রিধারা ভাগীরথী বর্ণনাত্মক একটা বড় সুন্দর গান ছিল। ঐ গানটীতে অর্দ্ধেন্দু বাবুদিগের নাট্যসম্প্রদায়ের সভাপতি হইতে গ্রন্থকর্ত্তা দীনবন্ধু মিত্রের নাম পর্য্যন্ত এমন কৌশলে গাথা যে, শুনিলে গিরীশবাবুর কবিত্বশক্তি ও শব্দচয়নক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রাধামাধব বাবু এই সময়ে কোন কারণ

বশতঃ বিদেশে যান। বিদেশ হইতে আসিয়া তিনি গিরীশবাবুর দলে যোগ দেন। তিনিই গিরীশবাবুর এই গানটি গাইতেন্—

"লুপ্তবেণী ব'চ্চে তেরো ধার।
তাতে পূর্ণ-অর্দ্ধ-ইন্দু-কিরণ, সিঁদুরমাখা মতির হার।
নগ হতে ধারাধর সরস্বতী ক্ষীণকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়,
শিব শম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি অবতার।
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণুকরে গান, কিবা ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান,
অবিনাশী মুনিঋষি করছে বসে ধ্যান,
সবাই মিলে ডেকে বলে দীনবন্ধু কর পার।
কলঙ্কিত শশী হরষে অমৃত বরষে,
জ্ঞান হয় দীনের গৌরব যায় বুঝি খসে,
স্নানমাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ী পয়সা দে দেখে বাহার।
কিবা বালুময় বেলা, পালে পালে রেতের খেলা
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা।
মিলে যত চাষা ক'রে আশা নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার।

এই গানটির বর্ণিতার্থ সহজেই বুঝা যাইতেছে। ইহার ফলিতার্থ এইরূপ,—"লুপ্তবেণী—সভাপতি বেণীমাধব মিত্র, "তেরোধার"—১২।১৩ জন পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক, "তাতে "পূর্ণ অর্দ্ধইন্দু" পূর্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। "সিঁদুরমাখা মতির হার"—মতিলাল সুর। "নগ হতে ধারাধর"—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী, তাঁহা হইতেই দল চলিতেছে। "সরস্বতী ক্ষীণকায়"—সকলেরই বিদ্যাভাব। "বিবিধ বিগ্রহ" অন্নপূর্ণার ঘাটের উপর এই সকল বিগ্রহ অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল যুবক জুটিয়াছে। "শিবশম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি অবতার"—শিবচন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কার্ত্তিকচন্দ্র পাল, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি। "অলক্ষ্যেতে গান"—বিষ্ণুবাবু নেপথ্য হইতে গান গাইতেন। "কিবা—ধর্ম্মক্ষেত্রস্থান" শ্রীধর্ম্মদাস সুর ও শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। "অবিনাশী"—অবিনাশচন্দ্র কর। "দীনবন্ধু কর পার"—দীনবন্ধু মিত্রের পুস্তক অবলম্বন। "কলঙ্কিত শশী"—শশিলাল দাস শ্লেষাত্মক নাম বিসাড়ী হইয়া কলঙ্কিত। "অমৃত বরষে"—অমৃতলাল পাল একজন অভিভাবক। "পয়সা দে দেখে বাহার"—টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য। "বালুময় বেলা"—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে (কাপ্তেন) বেলবাবু। "পালে পালে"—রাজেন্দ্রনাথ পাল, কার্ত্তিক পাল প্রভৃতি পাল উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ। "ভুবনমোহন-চরে"—শ্রীভুবনমোহন নিয়োগী তাঁহার গঙ্গাতীরের বারবারী বৈঠকখানায়। "গোপালে খেলা"- গোপালচন্দ্র দাস। "মিলে যত চাষা"—সদ্গোপ জাতীয় অভিনেতা ও বন্ধুবান্ধবগণ। "নীলের সার"—নীলদর্পণ লইয়া আখড়াই চলিতেছে।

গিরীশ বাবুর এই গান শ্লেষাত্মক হইলেও ইহা লইয়া উভয় পক্ষে কোন শত্রুতা ঘটে নাই।

যাহা হউক এইরূপ আমোদ আহ্লাদে উৎসাহের মধ্যে ন্যাশান্যাল থিয়েটার-সম্প্রদায় অন্নপূর্ণার ঘাটের উপর ভুবন নিয়োগীর বৈঠকখানায় দৃঢ় অধ্যবসায়ে ও মহাযত্নে নীলদর্পণের আখড়াই চালাইতে লাগিলেন। ১২৭৯ সালের কার্ত্তিক মাসে (১৮৭২ নবেম্বরে) জগদ্ধাত্রী পূজার দিন নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ইহাদের ড্রেস্ রিহার্সাল হইয়াছিল। এই অভিনয়ের কিছু-পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এই সম্প্রদায়ে যোগ দান করেন। তিনি তৎপূর্ব্বে কাশীতে হোমিওপাথী ডাক্তারী করিতেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতায় আসিলে অর্দ্ধেন্দু বাবুর আগ্রহে নাট্য সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। অমৃত বাবুর পূর্ব্বে যদুনাথ ভট্টাচার্য্য "সৈরিন্ধ্রী"র অংশ লইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘচ্ছন্দ পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বধূ সাজাইলে মানাইত না। অমৃত বাবু সেই অংশ লইলেন। অমৃত বাবুর নিজের মুখে শুনা গিয়াছে যে অর্দ্ধেন্দু বাবুর নিকট তাঁহার থিয়েটারের হাতে খড়ি হইল। নবীন মাধবের মৃত্যু শয্যার দৃশ্যে সৈরিন্ধ্রীকে যে 'মড়াকান্না' কাঁদিতে হইত, অমৃত বাবু সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃত বাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা খালী ভাঙ্গা বাড়ীতে প্রত্যহ দুপহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার জন্য সাধনা করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে গিয়া কাঁদিতে শিখাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া কান্না অভ্যাস করিতেন। আট দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনায় অমৃত বাবু "মড়াকান্না" আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে ভাঙ্গা বাড়ীতে ভূতে রোজ কাঁদে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অভিনয়টিকে সর্ব্বপ্রকারে সহজ এবং ভাবশুদ্ধ করিবার জন্য এই সম্প্রদায় কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। ১৩০৭ সালের ২২ অগ্রহায়ণ তারিখে অর্দ্ধেন্দু বাবু বাঙ্গলা-থিয়েটারের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এইরূপ নানাঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ফল কথা, যতদিন প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক শব্দের উপযুক্ত উচ্চারণভঙ্গী অভিনেতাদের হৃদয়ঙ্গম ও আয়ত্তীকৃত না হইত, ততদিন তাঁহারা ছাড়িতেন না। উক্ত অভিনয়ে নিম্নলিখিত দর্শন ও ভূয়োদর্শনের জন্যই ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ যাহা শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নাট্যকলা-কৌশল প্রদর্শনে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়াছিল। এই ব্যক্তিগণ এইরূপ অংশ লইয়াছিলেন,—

গোলক বসু	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
উড্ সাহেব	"

জনৈক রাইয়ত	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
নবীনমাধব	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিন্দুমাধব	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
তোরাপ	মতিলাল সুর।
রাইচরণ	"
গোপ	"
নীলকরদিগের মোক্তার	"
সাধুচরণ	মহেন্দ্রলাল বসু
ম্যাজিষ্ট্রেট	"
রোগ সাহেব	অবিনাশচন্দ্র কর
গোপীনাথ দেওয়ান	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নবীনমাধবের মোক্তার	গোপালচন্দ্র দাস
কবিরাজ	শশিলাল দাস
লাঠিয়াল	শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র
রাখাল	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য
খালাসী	গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়
সাবিত্রী	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
সৈরিন্ধ্রী	শ্রীঅমৃতলাল বসু
সরলতা	শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
রেবতী	তিনকড়ি মান্না
পদী ময়রাণী	মহেন্দ্রলাল বসু
ক্ষেত্রমণি	অবিনাশচন্দ্র কর
আদুরী	গোপালচন্দ্র দাস

নগেন্দ্র বাবুর বাড়ী ড্রেস রিহার্সাল হইয়া যাইবার পর অভিনয়ের অতিমাত্র সুখ্যাতি হইয়াছিল। এই উৎসাহে আর কাল বিলম্ব না করিয়া টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। অবশেষে পাথুরেঘাটার মোড়ে মধুসূদন সান্যালের বৃহৎ বাড়ী পাওয়া গেল। এই বাড়ী এখন জোড়াসাকোঁর ঘড়ীওলাবাড়ী নামে খ্যাত। সান্যালদিগের তখন ভগ্নদশা। তাঁহারা মাসিক ৩০৲ টাকা ভাড়ায় উঠানটা ছাড়িয়া দিলেন। ধর্ম্মদাস সুর উঠানে ষ্টেজ বাঁধিতে লাগিলেন। ১২৭৯ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ (১২৭১।৭২ ডিসেম্বর) শনিবার এখানে টিকিট বেচিয়া প্রথম অভিনয় হইবে স্থির হইল। বেলা চারিটার সময় হইতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। সহরের অধিকাংশ ধনী রিজার্ভ-সিটের টিকিট লইয়াছিলেন। তখন নাচের মজ্‌লিসে লোকে যেমন পোষাক পরিধান করিয়া যাইত, এই থিয়েটার দেখিতেও সেইরূপ পোষাক পরিয়া দর্শকেরা আসিয়াছিলেন। এখনকার মত যথেচ্ছাবেশে তখন কোন মজ্‌লিসে যাওয়া ঘৃণাকর ছিল। সে দিন যে একতান বাদ্য বাজিয়াছিল, তাহাতে কালিদাস সান্যাল হারমোনিয়ম, নিমাই ওস্তাদজী, গৌরদাস বাবাজী ও বসুপাড়ার সুবিখ্যাত রাজা বাবু বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং শ্যামপুকুরের শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ঢোল বাজাইয়াছিলেন। নীলদর্পণের ইহা প্রথম অভিনয় নহে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকায় ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন গ্রন্থকারের উৎসাহে ঢাকাতেই ইহার অভিনয় হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম রাত্রিতেই ৭০০৲ টাকা বিক্রয় হওয়ায় ন্যাশান্যাল থিয়েটারের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। পরে ইংলিসম্যানের ছাপাখানা (জোন্স কোম্পানীর ছাপাখানা) হইতে দস্তুর মত কেবল ইংরাজীতে প্ল্যাকার্ড ছাপান হইয়াছিল। ৩০শে অগ্রহায়ণ শনিবারে নীলদর্পণ অভিনীত হইল। বিক্রয় বাড়িয়া গেল। পর সপ্তাহে অর্থাৎ ৭ই পৌষ শনিবারে ইঁহারা "জামাই বারিক" অভিনয় করেন। দুই রাত্রির উৎসাহে তৃতীয় সপ্তাহে নূতন অভিনয় করিবার ইচ্ছা হয়। অর্দ্ধেন্দু বাবুর প্রস্তাব মত জামাই-বারিক গৃহীত হয়। নীলদর্পণের অভিনয়ে দর্শককে কাঁদিয়া হাপাইয়া উঠিত, জামাইবারিকের অভিনয়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত, আবার করুণ রসে আর্দ্র হইয়া পড়িত। বুধবার রাত্রি হইতে শনিবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার রিহার্সাল দিয়া জামাইবারিক খোলা হয়। নীলদর্পণের রিহার্সাল এক বৎসর চলিয়াছিল। ৩য় রাত্রিতে নবীন তপস্বিনী খোলা হয়। ইহাও আড়াই দিনের পরিশ্রমে অভিনীত হইয়াছিল। বুধবারে ১২ খানা নবীন তপস্বিনী আনিয়া প্রধান প্রধান অভিনেতারা অভ্যাস করেন। এইরূপে ন্যাশান্যাল থিয়েটারের এই মঞ্চে একে একে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, জামাইবারিক, নবীন তপস্বিনী, ও বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো অভিনীত হয়। তাহার পর মাইকেলের "কৃষ্ণকুমারী" অভিনীত হয়। কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গিরীশ বাবু এই দলে মিলিত হন নাই এবং তিনি "Fathers" এই গুপ্ত নামে Indian Daily News এ ন্যাশান্যাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৩১০ সালের বক্তৃতায় অর্দ্ধেন্দু বাবু বলিয়াছিলেন,—"নীলদর্পণ ও জামাইবারিকে সাময়িক ও সামাজিক ছবি দেখাইয়া থিয়েটারের অভিনয়ে আদর্শের সমান অনুকৃতি না হইলে যে হৃদয়গ্রাহী ও সুসঙ্গত হয় না, তাহা আমরা বেশ বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং থিয়েটারে সামাজিক কুপ্রথার নাটক অভিনয় করিলে যে তাহা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে দিয়াছিলাম। তাহার পর নবীন তপস্বিনী দর্শককে কল্পনা সাহায্যে একটু উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করিতে অবসর দিলাম। তাহার পর কৃষ্ণকুমারীতে এই উচ্চ আদর্শ আরও উচ্চ করা হইয়াছিল। পুস্তকনির্ব্বাচনের এ সকল হেতু আমারই মনে মনে থাকিত, এ সকল কথা নিয়ে কাহারও সহিত কোন দিন পরামর্শ করিতাম না।"

ইহার পর "কৃষ্ণকুমারীর" আখ্‌ড়াই বসিয়াছিল।

এই সময়ে গিরিশ বাবু আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ভীমসিংহের অংশ গ্রহণ করেন। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথের পরামর্শে পোষাকের আদর্শ প্রস্তুত হইল। রাজা চন্দ্রনাথ এই সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। তিনি প্রতিদিন অভিনয় দেখিতে আসিতেন এবং ইহার হিতৈষী ছিলেন। তিনি কয়েকটি পোষাক, কয়েক খানি তলওয়ার, আর একটা মছলন্দ দান করেন। গিরিশবাবু প্রথমদিন "ভীমসিংহ" অভিনয় করিয়াই বিনা কারণে দল ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দু বাবু একাই "ভীমসিংহ" এবং তাঁহার নিজের অংশ "ধনদাস" অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে এক ব্যক্তি দ্বারা যুগবৎ দুই বিরোধী রস—করুণ ও হাস্যরসের অভিনয় দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া অর্দ্ধেন্দু বাবুকে উপহার দিয়াছিলেন। তখন সহরে যে সকল প্রাত্যহিক ঘটনা ঘটিত, তাহা হইতেই অভিনেয় বিষয় নির্ব্বাচিত হইত। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে বিশেষ আয়োজন করা হইত না। অনেক বিষয় লিখিয়া লিপিবদ্ধও করা হইত না। অর্দ্ধেন্দু বাবু, অমৃত বাবু, গিরীশ বাবু, মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি প্রধান প্রধান অভিনেতারা কোন একটা বিষয়ে আপন আপন বক্তব্য স্থির করিয়া লইয়া ষ্টেজে বাহির হইয়া পড়িতেন। এইরূপে "চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সরী" "মডেল স্কুল" ক্যাম্বেল সাহেবের"সাবডেপুটি একজামিনেশান""পাবলিক সব্স্ক্রিপসান লিষ্ট","গ্রীণরুম অফ্ এ প্রাইভেট থিয়েটার""বিলাতী বাবু" "মুস্তফী সাহাবকা পাক্কা তামাসা" "ভারতে যবন" "পরীস্থান" ইত্যাদি বিষয় অভিনীত হইয়াছিল। এই গুলিতে অর্দ্ধেন্দু বাবু ও অমৃত বাবুকে সর্ব্বাপেক্ষা খাটিতে হইত। এই সময়ে রাজা চন্দ্রনাথের ন্যায় সার্ ডব্লিউ ডব্লিউ হাণ্টার ইঁহাদের আর একজন হিতৈষী বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি প্রতিরাত্রে ইংরাজ দর্শক সংগ্রহ করিয়া আনিতেন,এক মঙ্গলবারে তখনকার বড়লাট সাহেব নিজে থিয়েটার দেখিতে আসেন। তিনি পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়াই অভিনয়ের প্রাক্কালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে দরজায় গাড়ী আসিয়া লাগিলে, সকলে জানিতে পারিলেন, বড়লাট সাহেব আসিয়াছেন। এই সময়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও ইঁহাদের বিশেষ হিতৈষী হইয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা করিতেন বটে, কিন্তু কখনও দোষ প্রদর্শনে ক্রটী করিতেন না বা কেবল প্রশংসা-মূলক সমালোচনা ছাপিতেন না। এই সময়ে অমৃতবাবুকে প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যানেজার বা অধ্যক্ষের কার্য্য করিতে হইত। ১২৭৯ সালের বর্ষার প্রাক্কালে (১৮৭৩ মার্চ্চ) ন্যাশানাল থিয়েটার অভিনয় বন্ধ করিতে বাধ্য হন। বন্ধ হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে গিরীশ বাবু আবার আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। যে দিন থিয়েটারের শেষ অভিনয় হইল, সেই দিন গিরীশবাবুর রচিত নিম্নলিখিত গানখানি গাহিয়া নাট্যসম্প্রদায় সে সময়ের জন্য বিদায় লইলেন। গানটি থিয়েটারের উক্তিতে লেখা। বন্ধ হইবার কিছু পূর্ব্বে গিরীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। উপন্যাস হইতে নাট্য গঠন এই প্রথম। ইহার অভিনয় হইয়াছিল।

"কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুল না আমায়॥
এ সভা রসিকে মিলিত,
হেরিয়ে অধীন-চিত, আধ পুলকিত,
আধ হুতাশে শুকায়।
অস্তগামী দিনমণি,
যেমতি হেরি নলিনী অভিমান-বিমলিনী,
আধ হাসি চায়॥
মমপ্রতি ঋতুপতি,
হয়েছে বিরূপ মতি, হাসাইছে বসুমতী,
আমারে কাঁদায়।
* * * *
নির্ম্মাইয়ে নাট্যালয়, আরম্ভিব অভিনয়।"

সান্ন্যালদিগের বাড়ীতে ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে আসিয়া ৺ আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) দৌহিত্র ৺ শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাধারণ থিয়েটার করিতে প্রলুব্ধ হন। ছাতুবাবুর বাড়ীতে ইহার আখড়াই বসে। অনেকগুলি মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত লোক এই দলের হিতৈষী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত (O. C. Dutt Esqr.) পণ্ডিত শ্রীসত্যব্রত সামাশ্রমী প্রভৃতি। অভিনেতার মধ্যে শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্কুলকার), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শরচ্চন্দ্র ঘোষই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। হাটখোলার মহাজনদিগের মধ্যে অনেকে এই দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ছাতু বাবুর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে ৪০ টাকায় জমী ভাড়া লইয়া শরৎবাবু খোলার ঘরে এই নাট্যশালা স্থাপন করেন। ১২৮০ সালের ১লা ভাদ্র (১৮৭৩ আগষ্ট) বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয়। "শর্ম্মিষ্ঠা" এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। প্যারীমোহন রায় ইহার ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ে ইহাদের সুবিধা হয় নাই। শেষে মাইকেলের "মায়াকানন" ও "বিষ কি ধনুর্গুণ" নামক দুই খানি নূতন নাটকের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়ের সময় মাইকেল জীবিত ছিলেন না। নূতন নাটকের গ্রন্থ-

ঘর তাহার পূর্ব্বেই ক্রীত হইয়াছিল। নূতন থিয়েটার হইলেও বেঙ্গলে মাইকেলের মৃত্যুর পর একদিন তাঁহার নামে সাহায্যরজনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উমেশবাবু, পণ্ডিত সত্যব্রত ও মাইকেলের পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম হইতেই বারাঙ্গনা লইয়া স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ছাতুবাবুদিগের বাটীর দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রার দলে স্ত্রী অভিনেত্রী দেখিয়া শরৎবাবু এ বিষয়ে সাহসী হইয়াছিলেন। প্রথমে চারিটী মাত্র স্ত্রীলোক লওয়া হইয়াছিল। এই চারিজন ব্যতীত আবশ্যকমত পুরুষেও স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিত। শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় "মায়াকাননেও" বেঙ্গল থিয়েটার সুবিধা করিতে পারিলেন না। অখিলবাবু মায়াকাননের প্রকাশক হইয়াছিলেন। এই সময়ে এলোকেশী-মোহান্ত-বিভ্রাট্ লইয়া দেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটার এই হুজুগে "উঃ মোহান্তের এই কি কাজ" নামে একখানি নাটক অভিনয় করেন। ইহা হইতেই এই দলের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়। তাহার পর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী নাটকাকারে গঠিত করিয়া দেন। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়েই বেঙ্গল থিয়েটারের যশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দুর্গেশনন্দিনী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রথমে অভিনয় করেন,—

অভিরাম স্বামী	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
জগৎসিংহ	শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
ওসমান	হরিদাস দাস (বৈষ্ণব)
বিমলা	গোলাপ।
তিলোত্তমা	জগত্তারিণী।
আসমানী	এলোকেশী।
আয়েসা	চোরে, ওরফে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ইহার পর ১২৮০ সালের ফাল্গুন মাসের শেষে (১৮৭৪। ২৮ ফেব্রুয়ারী) বেঙ্গল থিয়েটারে "রত্নাবলী" ও "এঁরাই আবার বাঙ্গালী সাহেব" নামে প্রহসন অভিনীত হয়। এইদিন বহুবাজারের অবৈতনিক একতান-বাদন-সম্প্রদায় বাজাইয়াছিলেন। ইহার পর চৈত্র মাসে (১৪ মার্চ্চ তারিখে) 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' অভিনীত হইয়াছিল। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পান্নালাল শীল, ছকনলাল রায় প্রভৃতি এই দিন উপস্থিত ছিলেন। এই দিন শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর অভিনেতৃ-সম্প্রদায়ের দুএকজন অভিনেতা অবৈতনিক ভাবে এই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন।

ন্যাশানাল থিয়েটার ভাঙ্গিবার পর দুইটী দল হইয়া যায়। একদলে ধর্ম্মদাসবাবু প্রভৃতি ও অপর দলে অর্দ্ধেন্দু বাবু প্রভৃতি।

ধর্ম্মদাসবাবু ২৯এ মার্চ্চ তারিখে টাউনহলে ষ্টেজ বাঁধিয়া ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়া "দেশীয় হাসপাতালের সাহায্যরজনী" বলিয়া "নীলদর্পণ" অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দিলেন। এই সময় হইতে গিরীশ বাবু রীতিমত সাধারণ নাট্যশালায় মিশিলেন। ধর্ম্মদাস বাবুর দলে গিরীশবাবু উড সাহেবের অংশ লইয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছিল,—"The National Theatre will reopen for the benefit of the native Hospital at the Town Hall." ৪৲ ২৲ ১৲ তিন প্রকার মূল্যে টিকিট বিক্রয় হয়। এই অভিনয় উপলক্ষে উক্ত হাসপাতালের সাহায্যার্থ ইঁহারা ৫০০ টাকা দান করেন। ৫ই এপ্রেল তারিখে আবার অভিনয় করেন। এই দিন বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছিল,—"For the benefit of the charitable section of the Indian Reform Association." এই দিন "সধবার একাদশী" ও "ভারতমাতার" অভিনয় হইয়াছিল।

টাউনহলে ধর্ম্মদাস বাবুর দলকে অভিনয় করিতে দেখিয়াই অর্দ্ধেন্দু বাবুর দলও লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে "অপেরা হাউস" ভাড়া লইয়া "হিন্দু ন্যাশানাল থিয়েটার" নাম দিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। ৫ই এপ্রেল তারিখে ইঁহাদের অভিনয় আরম্ভ হয়। মাইকেলের "শর্ম্মিষ্ঠা" অভিনীত হয়, সঙ্গে সঙ্গে "মডেল স্কুল" "বিলাতী বাবু" "উপাধির বিতরণ", মুস্তফী সাহেবের পাকা তামাসাও অভিনীত এবং ব্যায়ামবীর অখিলবাবুর ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল।

অর্দ্ধেন্দু বাবুর দল অপেরা হাউসে দুই রাত্রি অভিনয় করিয়াই ঢাকায় গমন করেন। ধর্ম্মদাস বাবুর দল ৯ই মে শুক্রবার শোভাবাজার নাটমন্দিরে কপালকুণ্ডলা অভিনয় করিয়াই ঢাকায় যান। ঢাকায় এই সময়ে "পূর্ব্ববঙ্গ-রঙ্গভূমি" নামে একটি বাঁধা নাট্যশালা ছিল, অর্দ্ধেন্দুবাবুর দল এই নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পরে উভয় দল কলিকাতায় আসেন, কিন্তু মিলন হয় নাই। তাহার পর দিঘাপতিয়ার কুমার (এখন রাজা) প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে দীঘাপতিয়ায় যাইবার জন্য ন্যাশানাল থিয়েটারের বায়না হয়। এই উপলক্ষে উভয় দল একত্র হয়। পূর্ণদল দীঘাপতিয়ায় চারি রাত্রি অভিনয় করে, পরে বহরমপুরে আসে।

এই সময়ে বেঙ্গল-থিয়েটারে "মোহান্তের এই কি কাজ" অভিনীত হইতেছিল। একদিন ধর্ম্মদাসবাবু আর ভুবন বাবুতে এই অভিনয় দেখিতে যান। পথে ইঁহাদের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবু মিলিত হন। সে দিন এত লোক হইয়াছিল যে চারি টাকার

টিকিট আট টাকা দিয়াও ইঁহারা কিনিতে পান নাই। এই বিক্রয় দেখিয়া ভুবন বাবু উত্তেজিত হইয়া উঠেন। বেঙ্গল থিয়েটারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনজনে পরামর্শ স্থির করেন, একটা নাট্যশালা বাঁধিতেই হইবে। ভুবন বাবু তখনও নাবালক হইলেও টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহার পর একটী ছোট দল লইয়া ধর্ম্মদাস বাবু চুঁচুড়ার ব্যারাকে ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়া "মোহান্তের এই কি কাজ" অভিনয় করেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবারে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ধর্ম্মদাস বাবু তখনকার লুইস থিয়েটারের (বর্ত্তমান রয়াল থিয়েটারের আদর্শে) এই নাট্যশালা প্রস্তুত করান। ভিত্তিস্থাপনের দিন সভা হইয়াছিল, অনেক মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

তাহার পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর শনিবার গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার খোলা হয়। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও অর্দ্ধেন্দু বাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তখনও উভয় দল স্বতন্ত্র ছিল। অর্দ্ধেন্দু বাবু একা ধর্ম্মদাস বাবুদের সঙ্গে যোগ দিয়া গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করেন এবং মতিবাবু, বেলবাবু প্রভৃতি ন্যাশানাল থিয়েটার নামে স্বতন্ত্র রহিলেন। বার্ষিক উৎসব একত্র হইল বটে, কিন্তু কার্য্যাবলীর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে উভয় দলের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের পক্ষ হইতে সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্ব্বচন পাঠ এবং ন্যাশান্যাল থিয়েটারের পক্ষ হইতে সঙ্গীত দ্বারা কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল।

তাহার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট ন্যাশানালে স্ত্রী-অভিনেত্রী লইবার প্রস্তাব হয়। এই সূত্রে অর্দ্ধেন্দুবাবু ও মতি বাবুর মধ্যে মত ভেদ হওয়ায় অর্দ্ধেন্দু বাবু স্বতন্ত্র দল করিয়া ঢাকা, বগুলা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। পরে ভুবনবাবুর আগ্রহে উভয় দল একত্র হইয়া গেল। তখন বেশ্যা অভিনেত্রী লওয়া হইয়া গিয়াছে। ১৯ সেপ্টেম্বর (১৮৭৪) "সতী কি কলঙ্কিনী" খোলা হয়। এই থিয়েটারে প্রথমে ছয়জন অভিনেত্রী লওয়া হইয়াছিল। তখন ম্যানেজার ধর্ম্মদাস বাবু, সেক্রেটারী নগেন্দ্র বাবু, শিক্ষক অর্দ্ধেন্দু বাবু।

কিছুকাল পরে দশচক্রে ভুবনবাবুর অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার উঠিয়া যায়। নাট্যশালা ভাড়া দেওয়া হয়। প্রথমে গিরীশ বাবু, তাহার পর তাঁহার শ্যালক দ্বারকানাথ দেব, তাহার পর কেদারনাথ চৌধুরী, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বসু, তাহার পর কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাড়া লইয়াছিলেন। তাহার পর উহা বিক্রীত হইয়া গেলে, প্রতাপচাঁদ জহুরী ক্রয় করেন। গিরীশ বাবু ম্যানেজার হন। প্রতাপ জহুরীর আমলেই গিরীশবাবু নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম নাটক রাবণ-বধ। তাহার পর নগেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রলোভিত হইয়া গুরুমুখ রায় নামক এক ব্যক্তি থিয়েটার করিতে প্রস্তুত হইলে গিরীশ বাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতি কয়েকজন মিলিত হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটার (৬৮ নং বীডন ষ্ট্রীটে) স্থাপন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই ষ্টার থিয়েটার খোলা হয়। গিরীশবাবুর দক্ষযজ্ঞ নাটক এখানে প্রথম অভিনীত হয়। গুরুমুখ রায়ের মৃত্যুর পর ষ্টার থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা শ্রীঅমৃতলাল বসু ও শ্রীঅমৃতলাল মিত্র, কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীহরিপ্রসাদ বসু ও ধর্ম্মদাসবাবুর ভাগিনেয় শ্রীদাসুচরণ নিয়োগী এই চারিজনে ষ্টার থিয়েটারের নাট্যশালা ক্রয় করিয়া লয়েন। তাহার পর যখন বাবু গোপাললাল শীল এমারল্ড্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ইঁহারা ষ্টার থিয়েটারের বীডনষ্ট্রীটের নাট্যশালা বেচিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বর্ত্তমান নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ষ্টারের বর্ত্তমান নাট্যশালার জমি ও বাটী উভয়ই থিয়েটারের সম্পত্তি। এই নূতন বাটী হইতেই অমৃতবাবু ইহার অধ্যক্ষতা করিতেছেন। "নসীরাম" এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। ষ্টারে কর্ত্তৃত্ব লইয়া কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তবে গিরীশবাবু উত্তরকালে নানা নূতন থিয়েটারে যাতায়াত করায় এবং মধ্যে মধ্যে ষ্টারে যোগ দেওয়ায় কিছু দিন এই সম্প্রদায়ে সুশৃঙ্খলে কার্য্য করিবার পক্ষে অনেক বাধা ঘটিয়াছিল। ষ্টার বরাবর সমান আদর পাইয়া প্রতিপত্তির সহিত সুশৃঙ্খলে কার্য্য করিয়া এখন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ষ্টার থিয়েটার যখন বীডন ষ্ট্রীটে ছিল, সেই সময়ে ন্যাশানাল থিয়েটারের নাট্যশালা ভুবন বাবু আর একবার গ্রেট-ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমারসম্ভব ও আনন্দমঠ অভিনয় করিয়া এই চেষ্টা পুনরায় লুপ্ত হয়। ষ্টার থিয়েটার-দল পরে ঐ নাট্যশালা ক্রয় করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ন্যাশানাল থিয়েটারের চিহ্ন এইরূপে লুপ্ত হয়।

গ্রেট-ন্যাশানাল-থিয়েটার স্থাপনাবধি বেঙ্গলে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। গ্রেটন্যাশানালের নানা পরিবর্ত্তনের ঘাত প্রতিঘাতে বেঙ্গলেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। শেষে প্রতাপ জহুরীর হস্তে ন্যাশানাল থিয়েটার কিছু দিনের জন্য

সুস্থির হইলে বেঙ্গলও সুস্থির হইয়া কার্য্য করিয়াছিল। এই সময়ে থিয়েটারের একটা যুগ-পরিবর্ত্তন। ভাল নাটকের অভাব হওয়ায় থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ন্যাশনালে গিরীশ বাবুকে ও বেঙ্গলে বিহারী বাবুকে কলম ধরিতে হয়। উভয়েরই প্রথম নাটক রাবণবধ। এই সময় হইতে অভিনেতৃগণের মধ্যে সাহিত্য প্রবেশ করে। বেঙ্গল থিয়েটারে যতই পরিবর্ত্তন হউক, বিহারী বাবুর কর্তৃত্ব বরাবর অব্যাহত ছিল বলিয়া বেঙ্গল বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলায় পড়ে নাই। শেষে ১৩০৮ সালে বিহারী বাবুর মৃত্যু ঘটিলে বেঙ্গল থিয়েটার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মধ্যে যুবরাজ আলবার্ট ভিক্টর যখন কলিকাতায় আসেন, সেই সময়ে তাঁহার অভ্যর্থনা উৎসবে বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় হয়, তদবধি বেঙ্গল থিয়েটার "রয়েল" এই বিশেষণবিশিষ্ট হইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত বেঙ্গলের এই নাম ছিল।

জুবিলীর বৎসরে বাবু গোপাললাল:শীল নাট্যশালাস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফীর যত্নে দল গঠিত হয়। অতুল বাবুর "ভীষ্মের শরশয্যার" আখ্‌ড়াই বসে। অবশেষে বীডনষ্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারের বাটী এবং জমি ক্রীত হইলে, কেদারনাথ চৌধুরী ইহার অধ্যক্ষ হন এবং তাঁহার রচিত "পাণ্ডব-নির্ব্বাসন" অভিনীত হয়। থিয়েটারের এই আর এক যুগ। এক গিরীশ বাবু ও অমৃত বাবু ব্যতীত আর সমস্ত পুরাতন অভিনেতাকে অর্দ্ধেন্দু বাবু এই সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই থিয়েটারের ব্যয়ভূষণ যেমন হইয়াছিল, অভিনয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। কিন্তু গোপাল বাবুর বুদ্ধি দোষে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। চক্রান্তে পড়িয়া গোপাল বাবু ছয় সপ্তাহ পরেই কেদার বাবুকে ত্যাগ করিয়া গিরীশ বাবুর হস্তে অধ্যক্ষতা সমর্পণ করিলেন। গিরীশ বাবু আসিয়াই কেদার বাবুর পুস্তক বন্ধ করিয়া নিজ রচিত "পূর্ণচন্দ্র" অভিনয় করাইলেন। পরে ক্রমশঃ নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে ঘটিতে কালে এমারল্ড থিয়েটার ধ্বংস হইল। শেষে গ্রেট-ন্যাশানালের ন্যায় ইহাও ভাড়া দেওয়া হইতে লাগিল। প্রথমে হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, মতিলাল সুর, ব্রজনাথ দাস, ও মহেন্দ্রলাল বসু ভাড়া লন, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বসু ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বসু একা, তাহার পর অর্দ্ধেন্দু বাবু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র,মতিলাল সুর ও নিমাইচরণ বসু, তাহার পর বেনারসী দাস ভাড়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই নাট্যশালা ভাড়া লইয়া ক্ল্যাসিক-থিয়েটার নামে এক সম্প্রদায় গঠনপূর্ব্বক যোগ্যতার সহিত অভিনয় চালাইতেছেন।

এমারল্‌ড্ থিয়েটারের পতন হইলে গিরীশ বাবুর যত্নে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীনাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ন্যাশনাল থিয়েটারের জমিতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার নামে নূতন নাট্যশালা স্থাপন করেন। গিরীশ বাবুর ম্যাকবেথ ও"মুকুলমুঞ্জরা"এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। অর্দ্ধেন্দুবাবু এখানকার নাট্যশিক্ষক ছিলেন। শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী এখানে সঙ্গীতাধ্যাপক হন। মিনার্ভা থিয়েটারের ধ্বংস ৩ বৎসরের মধ্যে ঘটে। এই সময়ে গিরীশবাবু কিছুদিন ষ্টারে, কিছু দিন মিনার্ভায়, এইরূপে কাটাইতেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা থিয়েটার চালাইতেছেন। মূল অধিকারী নাগেন্দ্র বাবুর হাত হইতে এই সম্পত্তি অনেক দিন বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।

যখন এমারল্‌ড ধ্বংস হয়, সেই সময়ে কবি ৺ রাজকৃষ্ণ রায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বীণা-রঙ্গভূমি নামে নাট্যশালা স্থাপন করিয়া বালক অভিনেতা দ্বারা অভিনেত্রীর কার্য্য চালাইয়া ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি সফলকাম হন নাই। শেষে চারি পয়সা করিয়া টিকিট বেচিয়াও সুবিধা করিতে পারেন নাই। পরে স্ত্রী অভিনেত্রীও লওয়া হয়। কিছুতেই বীণা দাঁড়াইল না। রাজকৃষ্ণ বাবু ঋণগ্রস্ত হইয়া বেচিয়া ফেলিলেন। সেখানে শ্রীনীলমাধব চক্রবর্ত্তী (ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনেতা) সিটিথিয়েটার স্থাপন করেন। তাহাও অল্প দিন চলিয়াছিল। অবশেষে এক্ষণে এখানে এক দল পারসী নাট্য সম্প্রদায় উর্দ্দুতে অভিনয় করিতেছেন। এখন বাঙ্গালার সকল জেলায় সখের রঙ্গমঞ্চ দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই থিয়েটারের আদর।

বাঙ্গালীর নাট্যশালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পর্য্যন্ত। এই সকল নাট্যশালা দ্বারা বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু আজিও নাট্যকলার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সময় ও বিষয়োচিত বেশ ভূষায় পারিপাট্য হয় নাই, ইংরাজীতে যাহাকে মেক্‌আপ্ (make up) বলে, তাহার কিছুই নাই। দৃশ্যপটাদির উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার মধ্যে সুসঙ্গতি আসে নাই। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন দেখাইতে, দৃশ্য যোজনার কৌশল সম্পাদন করিতে, দৃষ্টিবিভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদনের জন্য নানারূপ যন্ত্রসাহায্য ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতেছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের নাট্যশালার তুলনায় সে সকল বিষয়ে বাঙ্গালার নাট্যশালা বহু পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ত্রুটি লক্ষিত হয় অভিনয়-কলায়। এখন বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুইটী রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে। একটীকে গিরীশ বাবুর স্কুল অর্থাৎ রীতি ও

অপরটীকে মুস্তফীর (অর্দ্ধেন্দু বাবুর) স্কুল বা রীতি বলে। গিরীশ বাবুর রীতিতে কি পদ্য অভিনয়ে কি গদ্য অভিনয়ে অভিনেতারা যেন একটা কবিতার সুর ধরিয়া শ্রোত্রসুখকর উপায়ে অভিনয় করিতে থাকে। ইহাতে স্বরের উন্নয়ন ও অবনয়ন অতিদ্রুত নিষ্পন্ন হয়। মুস্তফীর রীতিতে কি গদ্য কি পদ্য কথোপকথনের সুরে অভিনীত হয়, কেহ কোনরূপ নকল সুর অবলম্বন করিয়া আবৃত্তি করে না। ইহাতে আবৃত্তি গুণে শ্রোত্রসুখকর কারবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অপেক্ষা বক্তব্য বিষয়ের ভাবের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখা হয়। গিরীশ বাবুর রীতি আজ কাল বহু বিস্তৃত। মুস্তফীর রীতি তত বিস্তৃত হইবার অবকাশ পায় নাই। গিরীশ বাবু বহু নাটক রচনা করিয়া এক্ষণে প্রধান নাটককার ও বঙ্গীয় গ্যারিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আর অমৃতলাল বসু মহাশয় অভিনয়োপযোগী সামাজিক নাট্যরঙ্গ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্রের আসন লাভ করিয়াছেন। গিরীশ বাবুর রীতি সহজে অভ্যস্ত হয় বলিয়া অল্পবিস্তর অভিনেতার সংখ্যা আজকাল অনেক বেশী। পুরুষ অভিনেতা অপেক্ষা আজকাল স্ত্রী অভিনেত্রীরা বেশী উন্নতিপ্রয়াসিনী ও শিক্ষাপ্রিয়া হইয়া থাকে।

রঙ্গাবতরণ (ক্লী) রঙ্গস্য অবতরণং। ১ রঙ্গের অবতরণ। ২ রঙ্গাবতারক নট।

রঙ্গাবতারক (পুং) রঙ্গে সঙ্গীতভবনে অবতরতীতি তৃ-ণ্বুল্, যদ্বা রঙ্গং নৃত্যাদিকমবতারয়তীতি তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। রঙ্গাবতারী, নট, নাট্যকারক। পর্য্যায়—শৈলূষ, ভরত, সর্ব্ববেশী, ভরতপুত্রক, ধাত্রীপুত্র, রঙ্গজীব, জায়াজীব, নট, কৃশাশ্বী, শৈলালী। (হেম)

২ নটগায়ন ব্যতিরিক্ত রঙ্গাবতরণজীবী। মনুতে লিখিত আছে, ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে নাই। যদি কেহ অজ্ঞানতঃ ইহাদের অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ করিতে হয়!

"কর্ম্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারকস্য চ।
সুবর্ণকর্ত্তু র্বেণস্য শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা॥
ভুক্ত্বাতোহন্যতমস্যান্নমমত্যা ক্ষপণং ত্র্যহম্।
মত্যা ভুক্ত্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং রেতোবিন্মূত্রমেব চ॥"(মনু ৪অ°)

রঙ্গাবতারিন্ (পুং) রঙ্গমবতরতীতি তৃ-ণিনি। নট।

"স্ত্রীবৃদ্ধবালকিতবমত্তোন্মত্তাভিশপ্তকঃ।
রঙ্গাবতারিপাষণ্ডিকূটকৃদ্বিকলেন্দ্রিয়াঃ॥"(যাজ্ঞবল্ক্যসং ২২)

রঙ্গিন্ (ত্রি) রঙ্গোঽস্ত্যস্য ইতি রঙ্গ-ইনি। রঙ্গবিশিষ্ট, রঙ্গযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ রঙ্গিণী। ২ শতমূলী। ৩ কৈবর্ত্তিকা।

রঙ্গিল (দেশজ) ১ রহস্যপ্রিয়। রসরঙ্গযুক্ত। ২ উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট।

রঙ্গীন (দেশজ) বর্ণযুক্ত, রংদার।

রঙ্গেশ, গুণরত্নকোষপ্রণেতা পরাশরভট্টের প্রতিপালক জনৈক হিন্দু রাজা।

রঙ্গেশ্বরী (স্ত্রী) রাজা রঙ্গেশের মহিষী।

রঙ্গৈঠালুক (ক্লী) স্বনামখ্যাত আলু বিশেষ, লাল আলু।

রঙ্গোজী ভট্ট, অদ্বৈতচিন্তামণি ও অদ্বৈতশাস্ত্রসারোদ্ধার নামক গ্রন্থদ্বয়-প্রণয়নকর্ত্তা।

রঙ্গোপজীবিন্ (ত্রি) রঙ্গেন উপজীবয়তি ইতি ণিনি। রঙ্গাজীব, নট। যাহারা রঙ্গ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

রঙ্গোপজীব্য (পুং) রঙ্গোপজীবী।

"হন্যাৎ প্রব্রজিতাগ্নিহোত্রিকভিষগ্‌রঙ্গোপজীব্যান্ হয়ান্।
বৈশ্যান্ গাঃ সহবাহনৈর্নরপতীন্ পীতানি পশ্চাদ্দিশম্॥"
(বৃহৎসংহিতা ৯।৪৩)

রঙ্ঘর, ইস্‌লাম-ধর্ম্মদীক্ষিত রাজপুত জাতিভেদ। রণঘর অর্থাৎ যোদ্ধার বংশ অর্থে এই নামকরণ হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কোন চৌহান রাজপুত মুসলমান হইলে তাহার চৌহান বংশ খ্যাতি নষ্ট হয় না, কিন্তু সে স্বজাতি কর্তৃক শ্লেষকর "রঙ্ঘর" বাক্যে অভিহিত হইয়া থাকে।

বুলন্দসহরবাসী জৈসবার বা ভট্টি-রাজপুতগণ বিঠুরবাসী যশোবন্ত রাওর পুত্র রাজা দলীপের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাদ ঐ দলীপের ভট্টি ও রণঘর নামে দুই পুত্র ছিল। ঐ রণঘরের বংশধরগণ সুলতান কুতব উদ্দীন্ ও আলা উদ্দীনের রাজত্বকালে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তদবধি এই মুসলমান শাখা পূর্ব্বপুরুষের নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালে ইহাদের মধ্যে কান্‌-কৌড়িয়া ও নৈগানিয়া আহীর, জাট, সত্রোলা, ও রঘু প্রভৃতি হিন্দু জাতির শাখা এবং পার্ব্বতীয় পুণ্ডীরাদি জাতির সংস্রব ঘটিয়াছে।

ইহারা চৌর ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। নানাজাতির সমাজ-বিতাড়িত দুর্বৃত্ত লোকে এই শ্রেণীতে আসিয়া মিলিত হওয়ায় রঙ্ঘরগণ বিশেষ অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে যুক্ত-প্রদেশে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে—

"গুজর রঙ্ঘর দো, কুত্তা বিল্লি দো,
যেচার নে হো, তু খুলে কিবাড়ী থো।"

রঙ্ঘস্ (ক্লী) রঙ্ঘ্যতে প্রাপ্যতে ইতি রঘি (অঘিরঘিভ্যামসুন্। উণ্ ৪।২১৩) ইতি অসুন্। রংহ, বেগ, শীঘ্রতা।

"রঙ্ঘঃ সন্ধ্যে সুরাণাং জগদুপকৃতয়ে নিত্যমুক্তস্য যস্য।"
(সূর্য্যশতক ৭১)

রচ, রচনা করা, প্রস্তুত করা। অদন্তচুরাদি, পরস্মৈ° সক°

লেট্। লট্ রচয়তি। লোট্ রচয়তু। লিট্ রচয়াঞ্চকার। লুঙ্ অরীরচৎ।

রচন (ক্লী) রচি-ভাবে ল্যুট্। ১ নির্ম্মাণ, গ্রন্থন, রচনা।

রচনা (স্ত্রী) রচ্যতে ইতি রচ-ণিচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ইতি যুচ্, টাপ্। ১ কুসুমপ্রকারাদি ও পত্রা-বল্যাদির রচন, মাল্যাদিগ্রন্থন।

"ভূষাণামর্দ্ধরচনা বৃথা বিশ্বগবেক্ষণম্।
রহস্যাখ্যানমীষচ্চ বিক্ষেপো দয়িতান্তিকে॥"(সাহিত্যদ° ৩।১৪৯)

২ যথাক্রমে স্থাপন, পর্য্যায় নিবেশ, স্থিতি। (হেম) ৩ নির্ম্মিতি, নির্ম্মাণ, গঠন, প্রস্তুতকরণ। ৪ স্থাপন। ৫ ভূষণ। ৬ কেশবিন্যাস। ৭ গদ্য বা পদ্যময়বাক্যবিন্যাস, অসাধারণ-চমৎকারকারিণী নির্ম্মিতির নাম রচনা।

"অসাধারণচমৎকারকারিণী রচনা হি নির্ম্মিতিঃ।"
(অলঙ্কারকৌ° ১ কিরণ)

পর্য্যায়—সন্দর্ভ, গুম্ফ, শ্রন্থন, গ্রন্থন। (হেম)

যে বাক্যবিন্যাসে অসাধারণ চমৎকারিত্ব বিদ্যমান আছে, তাহাই রচনাপদবাচ্য।

৮ উদ্যম। "দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবযুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি।" (ভাগবত ৩।৯।১০)

রচয়তীতি রচি-ল্যু-টাপ্। ৯ বিশ্বকর্ম্মার পত্নী।(ভাগ° ৬।৬।৪৪)

রচনীয় (ত্রি) রচি-অনীয়র্। রচনার যোগ্য।

রচয়িতৃ (ত্রি) রচি-তৃচ্। নির্ম্মাতা, রচনাকর্ত্তা।

রচিত (ত্রি) রচি-ক্ত। ১ কৃত, নির্ম্মিত, গঠিত। ২ গ্রথিত, গুম্ফিত। ৩ বিন্যস্ত, অর্পিত। ৪ শোভিত, পরিষ্কৃত।

"শিরঃ পদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জ্জিতমিদম্।"(পুষ্পদন্তকৃতস্তুতি)

রচিতত্ব (ক্লী) রচিতস্য ভাবঃ ত্ব। রচিতের ভাব বা ধর্ম্ম, রচনা।

রচিতব্য (ত্রি) রচি-তব্য। রচনীয়, রচনার যোগ্য।

রজ (ক্লী) রঞ্জয়তীতি রন্জ-অচ্ নিপাতনান্নলোপঃ। ১ স্ত্রীকুসুম, আর্ত্তব। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ পরাগ।

"পদ্মপুষ্পরজোমিশ্রো বৃক্ষান্তরবিনিঃসৃতঃ।
নিশ্বাস ইব সীতায়া বায়ুর্যাতি মনোরমঃ॥" (রামা° ৩।৭৯।২৯)

২ রেণু। ৩ গুণভেদ, রজোগুণ। ৪ স্কন্দের সেনা-বিশেষ। (ভারত ৯।৪৫।৭১) ৫ বিরজপুত্র। (বিষ্ণুপু° ২।১।৪০) ৬ বশিষ্ঠপুত্র ঋষিভেদ। (বিষ্ণুপু° ১।১০।১৩) ৭ পর্পটক, চলিত ক্ষেতপাপড়া।

রজউদ্বাস (ত্রি) মলোদ্বাস। (কৌষীতকী ৩৫)

রজঃপাল, হিন্দুরাজভেদ।

রজঃপুত্র (পুং) [রাজপুত দেখ।]

রজঃপ্রবর্ত্তিনীবর্ত্তি, স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, মদনফল, মূলার বীজ ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ করিয়া সিজের আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা যোনিতে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিলে স্ত্রীলোকের রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

রজঃশয় (পুং) রজসি শেতে শী-(অধিকরণে শেতেঃ। পা ৩।২।১৫) ইতি অচ্। ১ কুকুর। (শব্দমা°) (ত্রি) ২ ধূলিশায়ী। ৩ রজস্বশয়ী। "যাতেহগ্নে রজঃশয়া তনুর্বর্ষিষ্ঠা" (শুক্লযজু° ৫।৮) 'রজঃশয়া অজতময়ীতি' (মহীধর)

রজঃসার (ক্লী) কর্পূর। (নকুল ১২ অ°)

রজঃসারথি (পুং) রজসাং সারথিরিব। বায়ু। (শব্দরত্না°)

রজক (পুং) রজতি নির্ণেজনেন শ্বেতিমানমাপাদয়তি বস্ত্রা-দীনামিতি রন্জ (নৃতিখনিরঞ্জিভ্যঃ পরিগণনং কর্ত্তব্যং। পা ৩।১।১৪৫) ইতি ষ্বুন্। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিত ধোবা।

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ, উত্তর-পশ্চিমভারতে ও বেহার অঞ্চলে এই শ্রেণীর লোকে ধোপী নামে পরিচিত। স্কন্দপুরাণীয় বচনানুসারে ধীবরের ঔরসে তীবর-রমণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তির বিষয় লিখিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতেও ধীবর হইতে তীবরপত্নীতে এই জাতির উৎপত্তি হয়। "তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°) পর্য্যায় নির্ণেজক, শৌচেয়, কর্ম্মকীলক, ধাবক। (হেম)

অত্রি প্রভৃতি স্মৃতির মতে—রজকজাতি অন্ত্যজ।

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজা স্মৃতাঃ॥" (অত্রি)

যাত্রাকালে যদি সম্মুখে রজক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই যাত্রায় বিঘ্ন হইয়া থাকে। যদি ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃও রজকের অন্নভোজন করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"রজকে চৈব শৈলূষে বেণুচর্ম্মোপজীবিনি।
এতেষাং যস্তু ভুঞ্জীত দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

রজকদিগের মধ্যে কিংবদন্তীমূলক যে সকল আখ্যা-য়িকা প্রচলিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মার বস্ত্রধৌতকারী নেতমণি বা নেতুধোপানীর বংশধরেরা পর-বর্ত্তিকালে তদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধোপানামে আখ্যাত হইয়াছে। অপর একটী উপাখ্যানে প্রকাশ, ধোবা মুনির পুত্র নেতা নিত্যই নদীতে নিজের কৌপীন ধুইত। একদিন সে ঐরূপ কৌপীন ধোয়ার পর এরূপ অলস হইয়া পড়ে যে, দৈনন্দিন পূজার জন্য পুষ্পসংগ্রহ করিতে অপারক হয়।

তাহার সহযোগী সন্ন্যাসিবৃন্দ দেবকার্য্যে এইরূপ অবহেলা দেখিয়া অভিসম্পাত করে যে, তোর বংশধরগণ একমাত্র মলিন বস্ত্র ধৌত করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে। তদবধি এই রজকগণ পরিধেয় মলিন বাস ধৌত করিয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালার ধোপাদিগের প্রায় ১৮টী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। পূর্ব্ববঙ্গে রামের ধোপা ও সীতার ধোপা নামে দুইটী থাক দৃষ্ট হয়। উহারা পরস্পরে রাম ও সীতার বস্ত্র-ধৌতকারীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। উহারা পরস্পরে আহারাদি করে বটে, কিন্তু আদান প্রদান করে না। প্রবাদ এইরূপ যে, রামের ধোপারা কেবল পুরুষের এবং সীতার ধোপারা কেবল স্ত্রীলোকের কাপড় কাচিত। সীতার ধোপারা সীতার 'রজোবাস' ধৌত করিত বলিয়া নয় পোণ সোণার কড়ি পুরস্কার পাইত। এই লোভে পড়িয়া রামের ধোপারাও চুরি করিয়া সীতার রজোবাস ধৌত করিয়া দেয়। তদবধি উভয় থাকই স্ত্রী ও পুরুষের কাপড় কাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যবঙ্গে ধোবার সাতিশা, আতিসা, হাজারা সমাজ ও নীতিসিনা নামে চারিটী থাক আছে। হুগলীর ধোপাদিগের মধ্যে বড় সমাজ, ছোট সমাজ, ধোপা সমাজ ও রাঢ়ীয় সমাজ নামে চারিটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। ইহারা পরস্পরে বিবাহাদি করেনা অথবা কেহ কাহারও অন্ন গ্রহণ করে না। নোয়াখালি জেলায় ভুলুয়া,জুগিদিয়া ও সন্দ্বীপানামে কয়টী এবং মানভূমে বাঙ্গালী, গৌড়িয়া, মঘয়া ও খোট্টা নামে চারিটী বিভাগ আছে। উড়িষ্যাবাসী ধোপাদিগের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণী বিভাগ নাই। বাঙ্গালার ধোপাদিগের মধ্যে আলম্যান, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য এবং উড়িয়া ধোপাদিগের মধ্যে নাগস গোত্র প্রচলিত আছে। সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহই বেশী হয়। যাহারা কন্যাপণ দিতে অসমর্থ, তাহারাই কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়া বয়সকালে বিবাহ করে। বহু বিবাহ প্রচলিত আছে, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রীর চরিত্রে দোষ ঘটিলে স্বামী পঞ্চায়েৎকে জানাইয়া স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পঞ্চায়তের নির্দেশ অনুসারে স্বামীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ঐ পরিত্যক্তা স্ত্রীলোককে আর কেহ বিবাহাদি করে না।

পূর্ব্ববঙ্গের রামের ধোবা থাকের প্রত্যেক সমাজের পরিদর্শক স্বরূপ লাএক, পরামাণিক ও বারিক উপাধিধারী তিনজন করিয়া অধ্যক্ষ থাকে এবং অপর সাধারণে সামাজিক বলিয়া গণ্য। সামাজিকে সামাজিকে অথবা সমমর্য্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে কন্যাপণ ৫০৲ টাকা দিতে হয়। কোন সামাজিক যদি বারিক, পরামাণিক অথবা লাএকের কন্যা বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকে যথাক্রমে ৫১৲ ৫২৲ ৫৩৲ টাকা পণ দিতে হয় এবং কোন লাএক যদি পরামাণিক, বারিক বা সামাজিকের কন্যাবিবাহ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি স্বীয় মর্য্যাদানুসারে পর পর ৪৯, ৪৮, ও ৪৭৲ টাকা পণ দিবে। সীতার ধোবাদিগের সামাজিক বাঁধন ঐরূপ সুদৃঢ় নহে, তাহাদের মধ্যে 'প্রধান' ও 'পরামাণিক' উপাধিধারী দুই ব্যক্তিই সমাজে সম্মানিত। মুর্শিদাবাদ ও মধ্যবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ধোবাদিগের মধ্যে পরামাণিক, বারিক ও মণ্ডল নামক তিনজনই সমাজের পরিচালক। বিবাহাদি কার্য্যে ইহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়।

উড়িষ্যাবাসী ধোবাদিগের সহিত বাঙ্গালার ধোবা জাতির অনেক প্রভেদ আছে। নাগস প্রভৃতি গোত্র প্রচলিত থাকায় এবং নাগ জাতিকে আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া গণনা করায় পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববেত্তারা ইহাদিগকে আদিম জাতির প্রভাবাপন্ন বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বাল্য ও যৌবনবিবাহ প্রচলিত আছে। বহু বিবাহে কোন বাধা নাই। সাঙ্গা প্রথায় বিধবাগণ বিবাহ করিতে পারে। ঐ সময়ে গ্রাম্য-পঞ্চায়তের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে একটা সুপারি দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে পূর্ব্বস্বামীর পরিবারবর্গের সহিত ঐ রমণীর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটিল বুঝা যায়। ঐ দিন দ্বিতীয় স্বামী তাহার মনোনীত বিধবাপত্নীকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া তাহার বৈধব্য-মোচন জানাইয়া সামাজিক সকলকেই একটা ভোজ দিয়া থাকে। উড়ে ধোবাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলন থাকিলেও স্বামি-পরিত্যক্তা অসচ্চরিত্রা রমণীগণের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। যদি ঐ রমণী স্বজাতীয় কোন পুরুষের সহিত আসঙ্গলিপ্সায় রত থাকে, তাহা হইলে সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বামী তাহার পত্নীকে গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু যদি ঐ উপপতি অন্যজাতীয় হয়, তাহা হইলে ঐ রমণীকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব ও অল্প মাত্র শাক্ত। ইহারা বিশেষ সম্মানের সহিত বিশ্বকর্ম্মার পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকে। দেবপূজায় যে সকল বর্ণব্রাহ্মণ ইহাদের যাজকতা করে, তাহারা ধোবার ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ হিন্দুর মত ইহাদিগকে শবদাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে দেখা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে বিবাহোৎসবে নাপিতের সহিত ধোবারও ব্যবহার দেখা যায়। বিবাহের দিনে কন্যাকে স্নান করাইবার

পূর্ব্বে হরিদ্রা মাখাইবার পর ধোবা আসিয়া কুড় বাটা লইয়া স্পর্শ করে এবং কোন কোন স্থানে বাসি বিহার সময় সে অঞ্জলি-পূর্ণ পাটা-ধোয়া জল আনিয়া বর ও কন্যার গায়ে ছিটাইয়া দেয়।

বস্ত্রাদি ধৌত কার্য্যে ঢাকাবাসী রজকেরাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এখনও কোচবিহার প্রভৃতি নানা দূরদেশ হইতে ধোবা-বালকেরা ঢাকায় আসিয়া ধৌতকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা প্রথমে ছাগবিষ্ঠা ও চোণা মিশান জলে মলিন বস্ত্র ভিজাইয়া লয়। তৎপরে সাজিমাটী বা সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া পাটায় কাচিয়া থাকে। তদন্তে ভাঁটী দিয়া শীতল জলে পুনরায় কাপড় কাচে। কখন কখন কার্পাস-বস্ত্রের হরিদ্রাভা দূর করিবার জন্য নীল দিয়া কাচে, উহাতে কাপড় অপেক্ষাকৃত সাদা হয়। ইহারা জল পরিষ্কার করিবার জন্য নির্ম্মলী (Strychnos potatorum), পুই (Basella), নাগফণি (Cactus Indicus) ও ফট্‌কিরি প্রভৃতি জলে মিশ্রিত করিয়া থাকে।

হিন্দু ও মুসলমান অধিকারে ইহারা চাকরাণ সত্ত্বভোগী হইয়া জমিতে চাসবাস করিত; কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে উচ্চ শিক্ষাপ্রভাবে অনেকেই চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে যে, “নাপ্‌তের আসি, ধোবার বাসি, ও কামারের কা'ল” অর্থাৎ ধোবা যদি বলে যে কাপড় কাচা হইয়াছে, কিন্তু বাসি করিতে দিয়াছি তাহা হইলে ইহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে নাই। ইহারা সূতিকা, রজঃ ও অশৌচ-কালীন বস্ত্রাদি ধৌত করে, এজন্য সাধারণের নিকট অপবিত্র বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন ভাতের মাড় বা এরারুট দিয়া ইহারা কাপড় কাচে বলিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ইহাদের ধৌত বস্ত্র পুনরায় পরিষ্কার জলে না কাচিয়া তাহা পরিধান অথবা তাহা পরিয়া পুষ্পচয়ন ও দেবপূজাদি কোন কার্য্য করেন না।

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যাবাসী রজক হইতে বেহারের রজকেরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা গাড়ি-ভুঁইয়ার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কনৌজিয়া, মঘয়া, বেলবার, অবধিয়া, বাথম্‌, গোরসার, গাধায়া ও বাঙ্‌লা নামে কয়টী শ্রেণীবিভাগ আছে। তথাকার মুসলমান ধোবারা তুর্কিয়া নামে পরিচিত।

হিন্দুস্থানী ধোবাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহই প্রশস্ত। বহু-বিবাহ ও সাগাই প্রথায় বিধবাগণের বিবাহ প্রচলিত আছে। কন্যার বিবাহে আগুয়া (ঘটক) বরের পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া 'তিলক' দিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করে। বিবাহপ্রথা তদ্দেশ-প্রচলিত সাধারণ হিন্দুস্থানীর অনুরূপ। স্বামী কর্তৃক বিধবাকে গালার চুড়ী পরান ও সীমন্তে সিন্দূরদান সম্পন্ন হইলেই বিবাহবন্ধন দৃঢ় হয়। মৃতস্বামীর ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিলে অগ্রে তাহাকেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য। পঞ্চায়তের আদেশানু-সারে চরিত্রহীনা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বিধি আছে। ঐ পরিত্যক্তা স্ত্রী সাগাই মতে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু যে তাহাকে গ্রহণ করিবে, সে সমাজে একটী ভোজ দিতে বাধ্য।

ইহারা স্বসমাজভ্রষ্ট হিন্দুমাত্রকেই আপনাদের সমাজে গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ডোম, ভঙ্গী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিকে সমাজভুক্ত হইতে দেয় না। অপর হিন্দুকে সমাজে গ্রহণকালে ইহারা তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয় এবং নিকটবর্ত্তী কোন পুণ্যসলিলা নদীতে স্নান করাইয়া আনে। ঐ ব্যক্তি তৎপরে সত্যনারায়ণের পূজা দিয়া এই সমাজের ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন ও দক্ষিণা দিয়া থাকে।

ইহারা শিব, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয় ও সকল প্রকার শক্তি-মূর্ত্তির উপাসনা করে। মৈথিল ও শাকদ্বীপী যে সকল ব্রাহ্মণগণ অর্থলোভে ইহাদের যাজকতা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ধোবার ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে নিন্দিত। যে সকল ধোবা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক বৈরাগী হয়, তাহাদের স্বতন্ত্র মন্ত্রগুরু আছে।

হিন্দুর উপাস্য দেবতা ভিন্ন, ইহারা গাড়ি ভুঁইয়া প্রভৃতি উপদেবতার পূজা করে। শ্রাবণ-পঞ্চমীতেও বিশেষ সমা-রোহের সহিত উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজা সমাহিত হয়। এতদ্ভিন্ন জানকী গোঁসাই, রাম ঠাকুর ও আষাঢ়সংক্রান্তিতে ঘোসী-পচাইএর পূজা হইয়া থাকে। ইহারা ধৌতবস্ত্রবহনার্থ গাধা রাখে। এই কারণে “ধোপার গাধা” বলিয়া একটী প্রবাদ আছে। বেহার অঞ্চলেও ধোপাদিগের আচার ব্যবহার ও স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ কয়টি কিংবদন্তী প্রচলিত দেখা যায়,—

'ধোবী নাউ দর্জী ই তিনু অলগর্জী'
“গাধাকে ন দোসর গোসাইয়াঁ।
ধোবিয়াকেঁ ন দোসর পরোহন্” ॥
“ধোবীপর ধোবী বসে, তব্ কাপড়া পর সাধু পড়ে।”

২ অংশুক। (বিশ্ব) ৩ রঙ্‌কারক।

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ রঙ্গকারিণী। ২ রজকপত্নী।

“পরপট ইব রজকীভির্মলিনো ভুক্তাপি নির্দ্দয়ং তাভিঃ।
অর্থগ্রহণেন বিনা জঘন্য! মুক্তোহসি কুলটাভিঃ ॥”
(আর্য্যাসপ্তশতী ৪০২)

রজক সরস্বতী, জনৈক প্রাচীন স্ত্রীকবি।

রজত (ক্লী) রজতি প্রিয়ং ভবতি রজ্যতে ইতি বা রন্‌জ (পৃষি-

রঞ্জিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৩।১১১) ইতি অতচ্, কিৎকার্য্যঞ্চ। ১ রূপ্য, রূপা। (অমর) ২ হস্তিদন্ত। ৩ ধবল। ৪ শোণিত। ৫ হার। ৬ হ্রদ। ৭ শৈল, এই পর্ব্বত শাকদ্বীপস্থিত অস্তাচল।

"রত্নমালান্তরময়ঃ শাল্মলশ্চাস্তরালকৃৎ।
তস্যাপরেণ রজতো মহানস্তোগিরিঃ স্মৃতঃ॥"(মৎস্যপু: ১২১।১৪)

৮ স্বর্ণ। (হেম) (ত্রি) ৯ শুক্লবর্ণবিশিষ্ট।

পিতৃকার্য্যে রৌপ্যপাত্র বিশেষ প্রশস্ত; কিন্তু সুবর্ণ, রজত এবং তাম্র, এই সকল পাত্রও দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রজতপাত্রই পিতৃগণের অক্ষয় স্বর্গদায়ক। পিতৃকার্য্যের দক্ষিণাতেও রজত দিবার ব্যবস্থা আছে।

"সৌবর্ণং রাজতং পাত্রং পিতৄণাং পাত্রমুচ্যতে।
রজতস্য কথা বাপি দর্শনং দানমেব চ॥
রাজতৈর্ভাজনৈরেষামথবা রজতান্বিতৈঃ।
বার্য্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে॥"
(মৎস্যপু° ১৭ অ°) [রৌপ্য দেখ]

রজতকুম্ভ (পুং) স্বর্ণ বা রৌপ্য-কলসী।

রজতকূট (পুং) ১ রজতগিরি। ২ মলয়পর্ব্বতের শৃঙ্গবিশেষ।

রজতগিরি (পুং) রজতাচল, রজতপর্ব্বত, কৈলাস-পর্ব্বত।

রজতদংষ্ট্র (পুং) বিদ্যাধরদিগের রাজা বজ্রদংষ্ট্রের পুত্র।

রজতদ্যুতি (পুং) রজতস্যেব দ্যুতিরস্য। হনুমান্। (শব্দরত্না°)

রজতনাভ (পুং) যক্ষোভেদ। (হরিবংশ ৬ অঃ)

রজতনাভি (ত্রি) ১ শ্বেতনাভিযুক্ত। ২ কুবেরের বংশধরভেদ।

রজতপর্ব্বত (পুং) রজতগিরি, রজতাচল।

রজতপাত্র (ক্লী) রজতনির্ম্মিতং পাত্রং মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। রূপার পাত্র, রূপার জিনিস।

রজতপ্রতিমা (স্ত্রী) স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি। বরাহপুরাণে এইরূপ প্রতিমানির্ম্মাণের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।

রজতপ্রস্থ (পুং) রজতস্যময়ঃ তদ্বৎ শুভ্রো বা প্রস্থঃ সানুরস্য। কৈলাসপর্ব্বত।

রজতভাজন (ক্লী) রজতনির্ম্মিতং ভাজনং। রজতপাত্র, রূপার বাসন।

রজতময় (ত্রি) রজতাৎ স্বরূপে ময়ট্। রজতস্বরূপ।

রজতবাহ (পুং) ঋষিভেদ। বহুবচনে তাঁহার বংশধরগণকে বুঝায়।

রজতাকর (ক্লী) রজতস্য আকরং। ১ রূপার খনি। ২ নগরভেদ।

রজতাচল (পুং) রজতপ্রধানোঽচল ইব, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ১ রৌপ্য পর্ব্বত। ২ মহাদানের অন্তর্গত দান বিশেষ। কৃত্রিম রৌপ্য পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া যথাবিধানে দান করিতে হয়। হেমাদ্রির দানখণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই রজতাচলদান নবম মহাদান; যিনি বিধিপূর্ব্বক এই দান করেন, তাঁহার চন্দ্রলোকে গতি হয়।

এই রজতাচল দান উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার। বিত্তানুসারে যিনি যেরূপ সমর্থ হইবেন, তিনি সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবেন। দশ হাজার পল রৌপ্য দ্বারা এই পর্ব্বত প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহা উত্তম, পাঁচহাজার পলে মধ্যম এবং আড়াই হাজার পলে অধম রৌপ্যপর্ব্বত হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি ইহাতে অশক্ত হন, তাহা হইলে তিনি বিত্তানুসারে বিংশতিপলের অধিক যে কোন পরিমাণ রূপা দ্বারা এই পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া দান করিতে পারেন।

"রাজতো নবমস্তদ্বদ্দশমঃ শর্করাচলঃ।
বক্ষ্যে বিধানমেতেষাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রৌপ্যাচলমনুত্তমম্।
যৎপ্রসাদান্নরো যাতি সোমলোকং দ্বিজোত্তম॥
দশভিঃ পলসাহস্রৈরুত্তমো রজতাচলঃ।
পঞ্চভির্মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধেনাবরঃ স্মৃতঃ॥
অশক্তো বিংশতেরূর্দ্ধং কারয়েৎ শক্তিতঃ সদা।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বৎ তুরীয়াংশেন কল্পয়েৎ॥
পূর্ব্ববদ্রাজতান্ কুর্য্যান্মন্দরাদীন্ বিধানতঃ॥" (মৎস্যপু°৭অ°)

রজতাচল প্রস্তুত করিয়া তাহার চতুর্থাংশ দ্বারা বিষ্কম্ভ পর্ব্বত প্রস্তুত করিতে হইবে। এই দান, পর্ব্ব বা পুণ্য দিনে করিতে হয়। দান-কালের মন্ত্র যথা,—

"পিতৄণাং বল্লভং যস্মাৎ বিষ্ণোর্বা শঙ্করস্য চ।
রজতং পাহি তস্মান্নঃ শোকসংসারসাগরাৎ॥"(মৎস্যপু° ৭ অ°)

এই দানের পুণ্যফলে দাতা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করেন। ৩ কৈলাসপর্ব্বত।

"রজতাচলমধ্যে তু কুবেরেশ্বর ঈরিতঃ।" (মহালিঙ্গার্চ্চন ৩০)

রজতাদ্রি (পুং) রজতময়স্তদ্বৎ শুভ্রো বা অদ্রিঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। কৈলাসপর্ব্বত। (হেম)

রজতোপম (ক্লী) ১ রৌপ্যমাক্ষিক। (ত্রি) ২ রজত সদৃশ।

রজন (ক্লী) রজ্যতে ইতি রজন্ (রঞ্জেঃক্যুন্। উণ্ ২।৭৯) ইতি ক্যুন্ (রজকরজনরজঃসূপসংখ্যানং। পা ৬।৪।২৪) ইতি বার্ত্তিকোক্তের্নলোপশ্চ। ১ রাগ।

"যথা বা বাসসী শুক্লে মহারজনরঞ্জিতে।
বিভ্রাদযুবতী শ্যামা তদ্বদাসীদ্বসুন্ধরা॥" (ভারত ৮।৫২।৯)

(পুং) ২ ঋষিবিশেষ। (তৈত্তিরীয়সং ২।৩।৯।১) ৩ রংকরা।

রজন্ (Resin) ইহা বৃক্ষের এক প্রকার কঠিন নির্য্যাস।

যে তরল নির্য্যাস জলে গুলিয়া যায়, তাহাকে Gum Resin বা গঁদ বলে। ইহাতে কতকাংশে রজন্ ও তৈল থাকে। একমাত্র তৈল ও রজন্ মিশ্রিত নির্য্যাসকে Oleo Resin বলা যায়। যে সকল কঠিন বা কোমল নির্য্যাস গালা প্রভৃতির সহিত ব্যবহৃত হয়, তাহাই True Resin বা রজন নামে পরিচিত।

রজন্ বৃক্ষের আটা দেখিতে গঁদের মত। অগ্নিতে দগ্ধ করিলে উহা গলিয়া যায় এবং আঘাত করিলে চূর্ণ হয়। ইহা জলে গলে না; ইথার কিম্বা এলকোহলে মিশাইলে দ্রব হয়। ইহাতে অধিক পরিমাণে কার্ব্বণ, ও অল্প মাত্রায় অক্সিজন থাকে। নাইট্রোজেন আদৌ নাই। সিনামিক্ ও বেন্-জোয়িক্ এসিড, ভলেটাইল অয়েল ভিন্ন ইহাতে Cellulose, tannin প্রভৃতি বৃক্ষজ পদার্থ থাকে।

লাক্ষায় রজন্ মিশাইয়া পাত ও বড়া গালা (Shellac ও Button Lac) প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল গালার খেলানা বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যায়, উহাতে রজনের ভাগই অধিক। বট প্রভৃতি গাছের কাচা আটার সহিত রজন গালাইয়া পাখ-মারারা পাখী ধরিবার জন্য এক প্রকার আটা প্রস্তুত করে।

রজনক (পুং) ১ কম্পিল্লক, কমলাগুঁড়ি। রজন-স্বার্থে-কন্। রজন শব্দার্থ।

রজনি (স্ত্রী) রজন্তি লোকা, অত্র রন্জ বাহুলকাদনি (উণ্ ২।১০৩) রাত্রি।

"ইত্যেবং খ্যাপ্য সময়ং প্রাপ্তায়াং রজনৌ চ তান্।"
(কথাসরিৎসা০ ১৮।১৪৫)

২ বাস্তক। ৩ হরিদ্রা।

রজনী (স্ত্রী) রজনি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা। ৩ জতুকা লতা। ৪ নীলিনী। (মেদিনী) ৫ শাল্মলী দ্বীপস্থ নদীভেদ। (ভাগবত ৫।২০।১০)

"অনুমতী সিনীবালী সরস্বতী কুহূ রজনী নন্দা রাকেতি।"

৬ দারুহরিদ্রা। ৭ বাস্তক। (বৈদ্যকনি০)

রজনীকর (পুং) রজনীং করোতীতি কৃ-ট। চন্দ্র, সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুইজন দিবা রাত্রি বিধান করেন।

রজনীগন্ধা (স্ত্রী) রজন্যাং গন্ধোঽস্যাঃ রাত্রৌ বিকাশাৎ তথাত্বং। স্বনামখ্যাত শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশেষ। (Polianthes tuberosa) হিন্দী গুলফত্, গুলচেরী, গুলসব্বা। বাঙ্গালা—রজনী, রজনীগন্ধা। তেলগু—নেল সম্পেঙ্গা, বেরু-সম্পেঙ্গ; ব্রহ্ম—হ্নেন্-বেন্। এই পুষ্প রাত্রিকালে প্রস্ফুটিত হয়। ইহার গন্ধ মধুর। দক্ষিণ-আমেরিকা, মেক্সিকো, ভারত, সিংহল, যব প্রভৃতি দ্বীপে এই পুষ্পবৃক্ষ জন্মে। ইহার নির্য্যাস লইয়া উৎকৃষ্ট আতর, গন্ধদ্রব্য (Essence), ও পমেটম তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, শুক্র, মূত্রকারক ও বমনকারক। শুষ্ক পুষ্পকলিকাচূর্ণ গণোরিয়া রোগে বিশেষ উপকারক। কচি ছেলের মুখে ও গাত্রে বাটিয়া উক্ত চূর্ণ মাখন ও হরিদ্রাযোগে প্রলেপ দিলে চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রজনীচর (পুং) রজন্যাং চরতীতি চর (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬) ইতি ট। ১ রাক্ষস। ২ চৌর। ৩ যামিকভট। (ত্রি) ৪ রাত্রিবিহারক, রাত্রিচর।

"ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজানং শাশ্বতং রজনীচরম্।" (হরিবংশ ২০২।১৮)

রজনীজল (ক্লী) রজন্যা জলং। নীহার। (হারা০)

রজনীদ্বয় (ক্লী) হরিদ্রাদ্বয়, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা।

রজনীপতি (পুং) রজন্যাঃ পতিঃ। চন্দ্র।

রজনীপুষ্প (ক্লী) রজন্যা হরিদ্রায়াঃ পুষ্পমিব পুষ্পমস্য। ১ পূতিকরঞ্জ। (রাজনি০) ২ রজনীগন্ধাফুল।

রজনীমুখ (ক্লী) রজন্যা মুখং। প্রদোষ, চারিদণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত প্রদোষ কাল, সুতরাং এই সময়কে 'রজনীমুখ' কহে।

"প্রদোষং রজনীমুখং" (আহ্নিকতত্ত্ব)

রজনীয় (ত্রি) ১ মোহকর। ২ ভোগ্য। ৩ সুখদায়ক।

রজনীরমন (পুং) রজন্যা রমণঃ। চন্দ্র।

রজনীহাসা (স্ত্রী) রজন্যাং হাসো বিকাশো যস্যাঃ। শেফালিকা পুষ্প। (শব্দরত্না০)

রজয়িত্রী (স্ত্রী) চিত্রকারিণী। যে রমণী বর্ণাদিযোগে চিত্রপট অঙ্কিত করে।

রজবার, বাঙ্গালার আদিমজাতি বিশেষ। ছোট নাগপুর, বেহার ও পশ্চিম বঙ্গেই ইহাদের বাস অধিক। মহিসুরবাসী রচেবার বা রাজবারদিগের সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ডাঃ বুকানন ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় বলিয়া অনুমান করেন। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী।

সরগুজা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সামন্তরাজ্যবাসী রজবারগণ আপনাদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। স্বজাতিভ্রষ্ট হইবার পর কৃষিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ইহারা অসভ্য বন্য-জাতির নৃত্যগীতাদি জাতীয় আমোদে যোগদান করিয়াছে। বেহারবাসী রজবারেরা আপনাদিগকে ভুঁইয়ার অন্যতম শাখা বলিয়া কল্পনা করে। তাহাদের মুখে শুনা যায় যে, রজবার ও মুসাহর এক ঋষির দুই সন্তান, রজবারগণ সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করায় এই সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছে এবং মুসাহরেরা ইন্দুর ভক্ষণ করায় সমাজে নিন্দনীয় রহিয়াছে।

বাঙ্গালার রজবারেরা কোল ও কুর্ম্মি জাতির সংস্রবে আপনাদের উৎপত্তি স্বীকার করে। মানভূমবাসী রজবারদের মুখে প্রকাশ যে, তাহারা বলে যে নাগপুরে একরাজার দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত জ্যেষ্ঠ-কন্যার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনী একত্র অন্যস্থানে পলাইয়া যায়। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে উভয় ভ্রাতা রাজপদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। অবশেষে স্থির হইল, কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে উভয়ের মধ্যে যে কেহ সর্ব্বাগ্রে রাজসভায় উপস্থিত হইবে, সেই রাজসিংহাসন লাভ করিবে। তদনুসারে সেই দিনে কনিষ্ঠভ্রাতা অশ্বারোহণে স্বগৃহ হইতে নাগপুরাভিমুখে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে একটী স্বর্ণবর্ণ কর্কট দেখিতে পায়, তাহাকে ধরিবার জন্য স্বীয় অশ্বটীকে এক বৃক্ষমূলে রজ্জুবদ্ধ করিয়া স্বয়ং তদভিমুখে ধাবিত হইল। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর চিলের চিৎকারকে স্বীয় পলায়মান অশ্বের হ্রেষারব অনুমান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। এইরূপে বিলম্ব হওয়ায় তাহার যথাসময়ে নাগপুরে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। হতাশ্বাস হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহারই বংশধরগণ রজবার নামে খ্যাতি লাভ করে।

ইহাদের মধ্যে অঙ্গবার, ছাপবার, শীকারিয়া, সুকুলকাড়া, বড়গড়ী, মাঝাল তুরিয়া ও বেড়া রজবার নামে কয়টী থাক এবং ভোগতা, ছাপা, ছিরা, ভুরিহার যোগী, করহার, কাশ্যপ, কাটবার, খরকবার, লথৌর, লোহারাথেঙ্গী, মাঝিয়া, মারিক, মাতবারা, নাগ, ঋষি, শঙ্খক ও সিংহ নামে স্বতন্ত্র বংশ বা গোত্র আছে।

ইহাদের মধ্যে বাল্য ও যৌবনবিবাহ প্রচলিত। বয়ঃপ্রাপ্ত প্রণয়ী যদি তাহার প্রণয়িনীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের সহবাস নিষিদ্ধ নহে। বহু বিবাহ অবস্থাভেদে আপত্তিশূন্য। বিধবাগণ সাঙ্গা প্রথায় দেবরকে বিবাহ করিতে পারে। গয়া ও শাহাবাদজেলাবাসী রজবারদিগের মধ্যে পুত্রহীন বিধবাদিগের কেবলমাত্র বিবাহ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। চরিত্রদোষে পরিত্যক্তা রমণীগণও পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। কন্যাগণের বিবাহপ্রথা কুর্ম্মিদিগের অনুরূপ। সিন্দুরদানই বিবাহের প্রকৃষ্ট বন্ধন।

মৈথিল ও জ্যোষি বর্ণব্রাহ্মণগণ ইহাদের যাজকতা করে। বেহারের রজবারেরা গোরাইয়া, দিহবার, জগদম্বা ও নানা উপদেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহারা শবদেহ দাহ করে এবং একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। গঙ্গা নদীতে বা দামোদর নদে ইহারা অস্থিদান করে।

ইহারা হিন্দুসমাজে হেয় বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হস্তে জলগ্রহণ করেন না। যে সকল বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ইহাদের মন্ত্রদীক্ষা দেন এবং যাঁহারা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন, তাঁহারাই কেবলমাত্র ইহাদের স্পৃষ্ট মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রজস্ (ক্লী) রজ্যতে রজতীতি রন্জ (ভূরঞ্জিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৪।২১৬) ইত্যসুন্। ১ স্ত্রীদিগের মাসে মাসে যোনি হইতে যে রক্ত নিঃসৃত হয়। পর্য্যায়—পুষ্প, আর্ত্তব, ঋতু, কুসুম, রজ। (শব্দরত্না°)

"রঞ্জিতাস্তেজসাত্বাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাং।
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে॥
রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥"

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১৪ অঃ)

প্রাণীদিগের দেহস্থিত অব্যাপন্নরস (যে রসের কোন প্রকার বিকৃতি ভাব হয় নাই), সুপ্রসন্নতেজ কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত নামে অভিহিত হয়। এই রস হইতে স্ত্রীলোকদিগের শরীরে রজঃ নামে রক্ত উৎপন্ন হয়, এই রজঃ দ্বাদশবর্ষ হইতে প্রবৃত্ত এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীদিগের দেহে রজঃ উপচিত হইলে স্তন, গর্ভাশয় এবং যোনি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

স্ত্রীদিগের বাল্যাপগমে যখন স্তনদ্বয় পীনোন্নত ও যোনি বিবর্দ্ধিত হয়, তখন জরায়ুকোষ হইতে যে পাতলা ও স্বচ্ছ রক্ত নিঃসৃত হয়, উহাকে রজঃ কহে; চলিত কথায় ইহা স্ত্রীধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহৃত। প্রতিমাসে একবার করিয়া ঐ রক্তস্রাব হয়। উহা যদি শশরক্ত বা লাক্ষাজল সদৃশ হয় এবং বস্ত্রাদিতে উহার দাগ লাগিলে ধুইবার পরক্ষণে সেই দাগের কিছুমাত্র চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে উহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করা যায়। রোগশোকবর্জ্জিতা পরিপুষ্টাঙ্গী স্ত্রীদিগের প্রায় দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই এই রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং পঞ্চাশ বৎসরের পর উহার নিবৃত্তি হইয়া যায়। শরীর সুস্থ না থাকিলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও রজোনিবৃত্তি হইতে পারে। রজঃপ্রবৃত্তির প্রথমদিন হইতে ১৬ দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল, এই সময়ই গর্ভগ্রহণের উপযুক্ত সময়। ১৬ দিনের পর আর তাহার গর্ভগ্রহণশক্তি থাকে না। স্ত্রীদিগের প্রকৃতিভেদে ঋতুকালেরও অন্যথা হয়।

স্ত্রীধর্ম্মকালে জরায়ু হইতে সচরাচর তিন দিন রজোরক্ত নিঃসৃত হয়। কোন কোন স্ত্রীর ৫, ৭ দিন ধরিয়া এই রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। রজঃপ্রবৃত্তিকালে ৩।৪ দিনে সাধারণতঃ

কিঞ্চিদ্‌ন্যূনাধিক অর্দ্ধপোয়া পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও একপোয়া বা দেড়পোয়া রক্তও নিঃসৃত হয়। যে সকল রমণী স্বভাবতঃ অত্যন্ত তেজস্বিনী, কামাতুরা ও বিলাসসুখে কালাতিপাত করে, তাহাদের ঋতুকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। জরায়ু হইতে রক্ত বাহির না হইয়া কোন কোন স্ত্রীলোকের ঋতুকালে নাসিকা, ফুস্‌ফুস্, মলদ্বার অথবা স্তন হইতে নিঃসৃত হয়, কিন্তু এইরূপ ঘটনা অতি অল্পই হইয়া থাকে। এই রজঃ দূষিত হইলে সন্তান হয় না, এবং নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

রজোরক্ত কুণপগন্ধি, গ্রন্থিসদৃশ, পূতিপূয়সদৃশ, ক্ষীণ এবং মূত্র বা পূয়সদৃশ হইলে অসাধ্য, তদ্ভিন্ন অন্য লক্ষণ হইলে সাধ্য হয়। এই রক্ত গ্রন্থিভূত হইলে পাঠা, ত্রিকটু ও কুড়চি, ইহাদিগের ক্বাথ সেবন; এবং দুর্গন্ধ, পূয় বা মজ্জাসদৃশ হইলে কর্পূর বা চন্দনের ক্বাথসেবন হিতকর। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ১ অ°)

স্ত্রীলোক দৃষ্টরজস্কা হইলেই শুদ্ধ হয় অর্থাৎ রজোধর্ম্মের পর তাহারা ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকারিণী হয়।

"রজসা শুধ্যতে নারী কাষ্ঠন্তু তৎক্ষণাৎ তথা।

তাম্রন্তু অম্লযোগেন পন্থা বাতেন শুধ্যতে॥" (স্মৃতি)

স্ত্রীদিগের রজঃ হইলে তিনদিন অশৌচ হয়, চারিদিনের দিন তাহারা শুদ্ধ হয়। স্বামী ও পুত্র বর্ত্তমানে রজোধর্ম্মবিশিষ্ট স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার বৃষোৎসর্গ না হইয়া চন্দনধেনু হইয়া থাকে; আর ঐ স্ত্রী অতি ভাগ্যবতী বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। [আর্ত্তব ও ঋতুশব্দ দেখ]

২ প্রকৃতির গুণবিশেষ। রজোগুণ দুঃখজনক গুণ, ইহার ধর্ম্ম—কাম, ক্রোধ, লোভ, মান ও দর্প।

"কামএষ ক্রোধএষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥" (গীতা ৩।৩৭অ°)

কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত, ইহাকে মহাবৈরি বলিয়া জানিতে হইবে।

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।

গুরুবরণমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতোবৃত্তিঃ॥" (সাংখ্যকা° ১৩)

রজোগুণ চলধর্ম্মবিশিষ্ট ও উপষ্টম্ভক, একমাত্র রজোগুণই তমঃ এবং সত্ত্বগুণকে পরিচালিত করে, তাহাতেই সত্ত্ব ও তমঃ স্ব স্ব কার্য্যকরণে শক্ত হয়। রজঃ গুরু ও লঘুর সমাবেশসাধক, উপষ্টম্ভক, বাধা ও বলের সমাবেশকারক, চলনশীল ও দুঃখাত্মক এবং ইহারও শোকাদি নানা প্রকার ভেদ আছে।

যে শক্তিতে উত্তেজনা, প্রেরণা, বা কার্য্যোন্মুখতা জন্মে, সেই শক্তি উপষ্টম্ভক। চলনশীল বস্তুমাত্রই উপষ্টম্ভক হয়। অগ্নির প্রসর্পণ, বায়ুর প্রবাহণ, মনের চাঞ্চল্য ও কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ততা এবং ইন্দ্রিয়গণের স্বীয় স্বীয় বিষয়ে প্রধাবন, এই সকল ব্যাপারের প্রতি রজোগুণের উপষ্টম্ভকতাই একমাত্র কারণ।

রজঃই নিশ্চল সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরিচালিত করে বলিয়া চলনস্বভাব। রজঃ যাহাতে সম্পূর্ণপ্রভাবে বা অনিয়মে স্বীয় কার্য্যকারিত্ব দেখাইতে না পারে, তমঃ তাহার উপায় বিধান করে। রজঃ পরিচালক সত্য, কিন্তু তমঃ ও সত্ত্বকে যথেচ্ছভাবে পরিচালন করিবার শক্তি তাহার নাই। তমঃ স্বীয় গুরুভার দ্বারা রজের পরিচালনা শক্তি পরিমিত করিয়া রাখে, অপরিমিত হইতে দেয় না। (সাংখ্যদ°)

[প্রকৃতি শব্দ দেখ]

৩ পরাগ। (মেদিনী) ৪ রেণু, ধূলি। ইহা নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"আয়ুষ্কামো ন সেবেত তথা সম্মার্জ্জনীরজঃ।

তথাশ্বরথধান্যানাং গবাঞ্চৈব রজঃ শুভম্॥

অশুভঞ্চ বিজানীয়াৎ খরোষ্ট্রাজাবিকেষু চ।

গবাং রজো ধান্যরজঃ পুত্রস্যাঙ্গভবং রজঃ॥

এতদ্রজো মহাশস্তং মহাপাতকনাশনং।

অজারজঃ খররজো যত্তু সম্মার্জ্জনীরজঃ॥

এতদ্রজো মহাপাপং মহাকিল্বিষকারণম্॥" (১১৪ অঃ।)

অজ, খর, উষ্ট্র ও মেষ ইহাদিগের রজঃ এবং সম্মার্জ্জনী রজঃ (ঝাঁটার ধূলি) অশুভ ও পাপজনক। গাত্রে লাগাইলে বিশেষ অশুভ হইয়া থাকে। অশ্ব, রথ, ধান্য, গো এবং পুত্রের গাত্রধূলি শুভ, ইহা গাত্রে লাগিলে কোন দোষ হয় না।

৪ রাত্রি। (নিঘণ্টু) ৫ উদক, জল।

"রজো তিষ্ঠিপো দিবো আতাম্ বর্হণা" (ঋক্ ১।৫৬।৫)
'রজঃ উদকং' (সায়ণ)

৬ ভুবন, লোক। "অসূর্ত্তে সূর্ত্তে রজসি নিষত্তে" (ঋক্ ১০।৮২।৪) 'রজসি লোকে' (সায়ণ)

৭ জ্যোতিঃ। "রোচনা বিপার্থিবানি রজসা পুরুষ্টুত" (ঋক্ ১০।৩২।২) 'রজসা আত্মীয়েন জ্যোতিষা যদ্বা রজঃ শব্দাচ্ছস আকারঃ পার্থিবান্ লোকান্' (সায়ণ)

রজস (ত্রি) ১ অপবিত্র। ২ মললাযুক্ত।

রজসানু (পুং) রঞ্জ্যতেঽস্মিন্নিতি রনজ 'অসানুঃ সহিমন্নিত্যাং বৃধিরঞ্জিভ্যাং তু কিদর্ত্তের্ম্মশ্চ' ইত্যুণাদিকোষটীকাকৃৎ-সূত্রোক্তেঃ অসানু প্রত্যয়ঃ। ১ মেঘ। ২ চিত্ত। (উজ্জ্বল ১।৭৪)

রজস্ক (ত্রি) রজোগুণযুক্ত, রজোযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

রজস্তমস্ক (ত্রি) রজঃ ও তমোগুণযুক্ত। (ভাগ° ৭।১।১১)

রজস্তমোময় (ত্রি) রজস্তমঃ স্বরূপে ময়ট্। রজঃ ও তমো-গুণ স্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ রজঃ ও তমোগুণ।

রজস্তুর্ (ত্রি) পার্থিবধূলির প্রেরক।

"রজস্তুরং তবসং মারুতং" (ঋক্ ১।৬৪।১২)

'রজস্তুরং পার্থিবস্য পাংসোস্তরয়িতারং প্রেরকমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

রজস্তোক (পুং ক্লী) ১ গৃধ্নুতা। ২ লোভ।

"মুনয়ে প্রেষয়ামাস রজস্তোকমদৌ তথা।" (ভাগবত ১২৮.১৬)

রজস্য (ত্রি) রজোগুণভব বা পরাগময়। ধূলিযুক্ত। রজসি গুণে পরাগে বা ভবো রজস্যঃ। (শুক্লযজুঃ ১৬।৪৫ বেদদীপ)

রজস্বল (পুং) রজোঽস্যাস্তীতি রজস্ (রজঃ কৃষ্যাসুতি পরিষদো বলচ্। পা ৫।২।১১২) ইতি বলচ্। ১ মহিষ। (মেদিনী) (ত্রি) ২ রজোযুক্ত।

"তং শয়ানং ধরোপস্থে কাবেয্যাং সহ্যসানুনি।

রজস্বলৈস্তনুদেশৈর্নিগূঢ়ামলতেজসম্॥" (ভাগবত ৭।১৩।১২)

৩ রজোগুণযুক্ত। ৪ স্পৃহয়ালু।

"জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।

রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥" (মনু ৬।৭৭)

রজস্বলা (স্ত্রী) রজস্বল-টাপ্। রজোযুক্তা। পর্য্যায়—স্ত্রীধর্ম্মিণী, অবী, আত্রেয়ী, মলিনী, পুষ্পবতী, ঋতুমতী, উদক্যা, চুরি, পুষ্পহাসা, পুষ্পিতা, অবীরা, বিফলী, নিষ্ফলী, ম্লানা, পাংশুলা।

রজস্বলা অবস্থায় স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে নাই, তখন ইহারা অস্পৃশ্যা। যদি স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তের বিধান এইরূপ,—ব্রাহ্মণী যদি রজঃস্বলা ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে একদিন উপবাস ও পঞ্চগব্য ভোজনদ্বারা তাহার শুদ্ধি হয়। ক্ষত্রিয়াণী যদি ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্য ভোজন; বৈশ্যা পঞ্চরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্য ভোজন ও শূদ্রা ছয়রাত্র উপবাস এবং পঞ্চগব্য ভোজন দ্বারা বিশুদ্ধা হইয়া থাকে। উহারা কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া স্পর্শ করিলে উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, নচেৎ ইহার অর্দ্ধেক করিতে হইবে। ব্রাহ্মণী অসবর্ণা রজস্বলা স্পর্শ করিলে যথাক্রমে তিন দিন, পাঁচদিন ও ছয়দিন উপবাস ও পঞ্চগব্য ভোজন করিবেন, ইহাও কামতঃ জানিতে হইবে, অকামতঃ ইহার অর্দ্ধেক। রজস্বলা স্ত্রী চারিদিনের দিন বিশুদ্ধিলাভ করে। অতএব প্রথম তিনদিনের ভিতর স্পর্শ করিলেই উক্ত নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় জানিতে হইবে।*

রজস্বলা স্ত্রী চতুর্থ দিনে কেবল ভর্ত্তার নিকটই বিশুদ্ধা হয়, কিন্তু অন্য কোন দৈব বা পৈত্র কার্য্যে তাহার অধিকার থাকেনা, পাঁচদিনের দিন সে ঐ সকল কার্য্যে অধিকার লাভ করিয়া থাকে।

"শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেঽহ্নি অশুদ্ধা দৈবপৈত্রয়োঃ।

দৈবে কর্ম্মণি পৈত্রে চ পঞ্চমেঽহনি শুধ্যতি॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

রজস্বলা হইলে তাহাদের কর্ত্তব্যের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—রজস্বলা স্ত্রী রজঃপ্রবৃত্তির প্রথম দিনাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন এবং এই অবস্থায় দিবানিদ্রা, অঞ্জন, অশ্রুপাত: স্নান, অনুলেপন, তৈলাদি মর্দ্দন, নখচ্ছেদন, ধাবন, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য বা কথন, উচ্চশব্দশ্রবণ, অবলেখন, বায়ুসেবন ও পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবেন। কারণ ইহাতে গর্ভের অনিষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ গর্ভধারণ করিলে দিবানিদ্রায় সন্তান নিদ্রাশীল, অঞ্জন ব্যবহার করিলে অন্ধ, অশ্রুপাতে বিকৃতদৃষ্টি, স্নানানুলেপনে দুঃখশীল, তৈলাদি মর্দ্দনে কুষ্ঠী, নখচ্ছেদনে কুনখী, ধাবনে চঞ্চল, অতিশয় বাক্যকথনে প্রলাপী, অতিশয় শব্দশ্রবণে বধির, অবলেখনে চঞ্চল, বায়ুসেবন ও পরিশ্রমে উন্মত্ত এবং অতিশয় হাস্য করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়। অতএব রজস্বলা অবস্থায় ঐ সকল পরিত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই সময় কুশাসনে শয়ন, করতল, শরাব বা পত্রাদিতে ভোজন নিতান্ত আবশ্যক। রজস্বলা অবস্থায় স্বামিসমাগম বিশেষ নিষিদ্ধ।

(সুশ্রুত শারীরস্থা০ ১অ০)

ধর্ম্মশাস্ত্রেও রজস্বলাদিগের প্রতি এই সকল নিষিদ্ধ হইয়াছে—"ত্রিরাত্রং রজস্বলা অশুচির্ভবতি, সা নাঞ্জ্যাৎ নাপ্সু স্নায়াৎ ন দন্তান্ ক্ষালয়েৎ, অধঃশয়ীত, ন দিবা স্বপ্যাৎ, ন রজ্জুং প্রসৃজেৎ, নাগ্নিং স্পৃশেৎ, ন মাংসমশ্নীয়াৎ, ন গ্রহান্নিরীক্ষেত, ন হসেৎ, ন কিঞ্চিদাচরেৎ, নাঞ্জলিনা জলং পিবেৎ ন লোহিতায়সেন ন খর্ব্বেণ বেতি" (আহ্নিকতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠ)

---

* "রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী যদি।
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা রাজন্যা ব্রাহ্মণী তু যা।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ব্যাসস্য বচনং যথা॥
রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা বৈশ্যয়া ব্রাহ্মণী চ যা।
পঞ্চরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা শূদ্রয়া ব্রাহ্মণী যদি।
ষড়্ রাত্রেণ বিশুধ্যেত্তু ব্রাহ্মণী কামচারতঃ॥
অকামতশ্চরেদর্দ্ধং ব্রাহ্মণী সর্ব্বজাতিষু॥
এতেন রজস্বলায়া ব্রাহ্মণ্যা সবর্ণরজস্বলাস্পর্শে একরাত্রোপবাসঃ পঞ্চগব্যস্নানং কামতঃ অকামতস্তদর্দ্ধং নক্তব্রতং। অসবর্ণরজস্বলাস্পর্শে ত্রিরাত্র-পঞ্চরাত্র-ষড়্ রাত্রোপবাসঃ। অকামতস্তদর্দ্ধং।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

স্ত্রী রজস্বলা হইলে তিনদিন অশুচি হয়, রজস্বলা স্ত্রী অঞ্জন পরিবে না, জলে অবগাহন করিবে না, ভূতলে শয়ন করিবে, দিবাভাগে নিদ্রা, অগ্নিস্পর্শ, রজ্জুমার্জ্জন (দড়ি পাকান), দন্তধাবন, মাংসভোজন, গ্রহনক্ষত্রদর্শন, হাস্য, বা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। অঞ্জলি অথবা কাংস্য, তাম্র বা লৌহময় পাত্রে তাহার জলপান করা উচিত নহে।

স্ত্রীদিগের রজঃ হইবার পর যদি পুনরায় ১৯ দিনের মধ্যে রজোদর্শন হয়, তাহা হইলে তাহারা একদিন অশুচি থাকে, কুড়ি দিনের পর হইলে পূর্ব্বোক্ত তিনদিন অশৌচ হইবে।

"একোনবিংশতেরর্ব্বাক্ একাহং স্যাত্ততো হ্যহং।

বিংশপ্রভৃত্যান্তরেষু ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রজস্বলা অবস্থায় পুরুষ সহবাস বিশেষ নিষিদ্ধ, ইহার বিষয় বৈদ্যকগ্রন্থে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—স্ত্রীদিগের রজঃপ্রবৃত্তির প্রথম দিনে গমন করিলে পুরুষের আয়ুঃক্ষয় হয়, এবং তাহাতে গর্ভ হইলে সেই গর্ভ প্রসবকালে স্রাব হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিনে গমন করিলেও ঐরূপ স্রাব বা সূতিকাগৃহেই সন্তান নষ্ট হয়, তৃতীয় দিনে গমন করিলে ঐরূপ ফল বা সন্তান অসম্পূর্ণাঙ্গ অথবা অল্লায়ুঃ হয়। চতুর্থ দিনে গমন করিলে সন্তান সম্পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। কিন্তু যতদিন রজঃস্রাব হইবে, ততদিন সমাগম নিষিদ্ধ, সাধারণতঃ চারিদিনেই রজোনিবৃত্তি হইয়া যায়। যেমন নদীর স্রোতের প্রতিকূলে কোন দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে উর্দ্ধদিকে গমন করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, বীজও সেইরূপ প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। অতএব ঋতুকালে তিন দিন গমন করিবে না। (সুশ্রুত শারীরস্থা০ ১ অ০)

ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পুরাণেও রজস্বলাস্ত্রীগমন অতিশয় পাপজনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"প্রথমে দিবসে কান্তাং যো হি গচ্ছেদ্রজস্বলাং।

ব্রহ্মহত্যা চতুর্থাংশং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

স পুমান্ নহি কর্ম্মার্হো দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।

অধমঃ স চ সর্ব্বেষাং নিন্দিতশ্চাবশঙ্করঃ॥

দ্বিতীয়দিবসে নারীং যো ব্রজেচ্চ রজস্বলাম্।

কামতঃ পরিপূর্ণাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥

আজীবনং নাধিকারী পিতৃবিপ্রসুরার্চ্চনে।

অমন্ত্রোহয়শস্তঃ স্যাদিত্যাঙ্গিরসভাষিতম্॥

তৃতীয়দিবসে জায়াং যো হি গচ্ছেদ্রজস্বলাং।

স মূঢ়ো ব্রহ্মহত্যাঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ০ ৫৯ অ০)

রজস্বলা অবস্থার প্রথম দিনে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যার চতুর্থ ভাগের একভাগ পাতক হয়, এবং তিনি নিন্দনীয়, দৈব ও পৈত্র কার্য্যে অনধিকারী হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে কামতঃ গমন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক এবং যাবজ্জীবন দৈব ও পৈত্র কার্য্যে অনধিকারী হয়।

রজস্বলা স্ত্রীগমন করিলে বল, কান্তি ও সৌভাগ্য নষ্ট হয়। মহাভারত মৌসলপ০ ৮ অ০ পাঠে জানা যায়,—অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে প্রত্যাগমন-কালে বেদব্যাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি কি রজস্বলা স্ত্রীগমন করিয়াছ? তোমাকে এরূপ শ্রীবিহীন দেখিতেছি কেন?" রজস্বলা স্ত্রী গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। [প্রায়শ্চিত্ত শব্দ দেখ]

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, রবিবারে প্রথম রজস্বলা হইলে বিধবা, সোমবারে পতিব্রতা, মঙ্গলবারে বেশ্যা, বুধে সৌভাগ্য, বৃহস্পতিবারে পতির শ্রীবৃদ্ধি, শুক্রে বহু অপত্য, এবং শনিবারে বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

"আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা।

মঙ্গলে চ ভবেদ্ বেশ্যা বুধে সৌভাগ্যমেব চ।

বৃহস্পতৌ পতিঃ শ্রীমান্ শুক্রে চাপত্যমেব চ।

শনৌ বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ প্রথমা স্ত্রীরজস্বলা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

রজস্বিন্ (ত্রি) রজোপূর্ণ। ধূলিময়।

রজি (পুং) ১ চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। পুরুরবার জ্যেষ্ঠপুত্র আয়ু, এই আয়ুর নহুষাদি পাঁচটী পুত্র জন্মে, এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজি সর্ব্বকনিষ্ঠ। রজির অতিশয় বলশালী পাঁচশত পুত্র হয়। (বিষ্ণুপু০ ৪।৮।৮ অ০) ২ রাজ্য। (স্ত্রী) ৩ কন্যাবিশেষ। "ত্বং রজিং পিঠীনসে দশস্যন্" (ঋক্ ৬।২৬।৬) 'রজিং এতন্নামধ্যাং কন্যাং রাজ্যং বা' (সায়ণ) ৩ রজ্জু। (ঋক্ ১০।১০০।১২)

রজিয়া বেগম, দিল্লীর পাঠানসম্রাজ্ঞী। [রিজিয়া সুলতানা দেখ।]

রজেষিত (ত্রি) উষ্ট্র বা গর্দ্দভ কর্ত্তৃক আনীত।

"অশ্বেষিতং রজেষিতং শুনেষিতং" (ঋক্ ৮।৪৬।২৮)

"রজেষিতং রজঃশব্দেনোষ্ট্রো গর্দ্দভো বোচ্যতে, তেনাপ্যানীতং'। (সায়ণ)

রজোগাত্র (পুং) বশিষ্ঠের পুত্রভেদ। (মার্ক০ পু০ ৫২। ২৬)

রজোগুণ (ক্লী) রজ এব গুণঃ। রজোরূপ গুণ, প্রকৃতির গুণভেদ। নৈয়ায়িকদিগের মতে ইহা গুণপদার্থ নহে, দ্রব্য পদার্থ; পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করে, অর্থাৎ ইহাতে আবদ্ধ হয়, এই জন্য ইহা গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

[প্রকৃতি ও রজস্ শব্দ দেখ]

রজোগ্রহি (ত্রি) রজোগ্রহণকারী। (বোপ০ তৃণাদি প্রক০)

রজোদর্শন (ক্লী) রজসো দর্শনং। ঋতুমতী হওয়া। [রজস্ ও রজস্বলা শব্দ দেখ]

রজোবল (ক্লী) রজ এব বলতি সংবৃণোতীতি। বলচ্। অন্ধকার। (ত্রিকা°)

রজোমেঘ (পুং) ধূলির মেঘ। সেনাগণের অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় মেঘের ন্যায় যে আকার হয়।

রজোরস (ক্লী) অন্ধকার। (শব্দরত্না°)

রজোরোধ (ক্লী) রজোনির্গম-নিবারণ। কাঁজির সহিত জবাফুল বাটিয়া, লতাকট্‌কীর পত্র ভাজিয়া, অথবা তণ্ডুলের সহিত দূর্ব্বাপিষ্টক প্রস্তুত করিলে রজোরোধ হয়। ইহা রজোনিবর্ত্তক যোগ নামে কথিত। রসাঞ্জন, হরীতকী ও আমলকী চূর্ণ করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে রজোলোপ হয় এবং গর্ভোৎপত্তির আশঙ্কা থাকে না।

রজোহর (পুং) রজো হরতীতি হৃ (হরতেরনুদ্যমনেঽচ্। পা ৩।২।৯) ইতি অচ্। রজক। (শব্দমালা)

রজ্জদ্রব্য (ক্লী) রজ্জু প্রস্তুতকরণযোগ্য পদার্থ। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।৭।১।২৮)

রজ্জিল, জনৈক প্রতিহার সামন্তরাজ।

রজ্জু (স্ত্রী) সৃজ্যতে রচ্যতে ইতি সৃজ (সৃজেরসুম্চ। উণ্ ১।১৬) ইতি উ, অসুগাগমশ্চ, ধাতুসকারলোপশ্চ আগম-সকারস্য যশ্ত্বং দকার, তস্যাপি চুত্বং জকারঃ অপ্রাণি-জাতেশ্চারজ্জ্বাদীনামিতি কথনাৎ ন উঙ্। বন্ধনসাধনবস্তু, দড়ী। পর্য্যায়—শুল্ব, বরাটক, বটী, গুণ শুল্বা, শুব, শ্রুত্ব, শ্রুবা, শুল্বী, সুম্ম, বরাট, বটাকর, বটীগুণ। (অমর ও ভরত)

রজ্জু-অপহরণকারী তিনদিন কেবল অল্পমাত্রায় দুগ্ধ পান করিলে তাহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

"কার্পাসকীটজীর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিগন্ধৌষধীনাঞ্চ রজ্জ্বাশ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ॥" (মনু ১১।১৬৯)

২ প্রত্যঙ্গ বিশেষ, মাংসরজ্জু, সেবনী।

"পৃষ্ঠবংশস্যোভয়ত্র মহত্যো মাংসরজ্জবঃ। (ভাবপ্রকাশ)

৩ কেশবেণী।

রজ্জুকণ্ঠ (পুং) পাণিনির শৌনকাদি গণোক্ত একটী শব্দ। 'প্রোক্ত' এই অর্থে এই শব্দের উত্তর 'ণিনি' প্রত্যয় হয়। ইহাতে 'রাজ্জুকণ্ঠিন্' পদ হয়। (পা ৪।৩।১০৬) ২ আচার্য্যভেদ।

রজ্জুদাল (পুং) বৃক্ষভেদ। (শতপথব্রা° ১৩।৪।৪।৬)

রজ্জুদালক (পুং) জলচর পক্ষিবিশেষ। এই পক্ষীর মাংস ভোজন করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, যদি কেহ কামতঃ এই মাংস ভোজন করে, তাহা হইলে তিনদিন উপবাস করিয়া তাহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"কলবিঙ্কং সকাকোলং কুররং রজ্জুদালকং।
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ১।১৭৪)

রজ্জুভার (পুং) পাণিনির শৌনকাদি গণোক্ত শব্দ বিশেষ। (পা ৪।৩।১০৬) ২ রজ্জুর ভার।

রজ্জুবাল (পুং) জলচর পক্ষিবিশেষ।

সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যূহং শুকসারিকে।" (মনু ৫।১২)

রজ্জুশারদ (ত্রি) উদক, জল। "রজ্জুশারদমুদকং, শারদ শব্দো নূতনার্থঃ, রজ্জোঃ সদ্যো গৃহীতমিত্যর্থঃ।" (পা ৬।২।৯)

রজ্জুসর্জ্জ (পুং) রজ্জুস্রষ্টা, রজ্জুনির্ম্মাতা।

"দিষ্টায় রজ্জুসর্জ্জং" (শুক্লযজু° ৩০।৭।)

'রজ্জুসর্জ্জং রজ্জো স্রষ্টারং নির্ম্মাতারং' (মহীধর)

রঞ্জক (ক্লী) রঞ্জয়তীতি রন্জ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ হিঙ্গুল। (পুং) ২ কম্পিল্লক। (রাজনি°) ৩ প্রীতিজনক। ৪ বস্ত্রাদি রাগ কর্ত্তা, ধোবা, যাহারা কাপড় কাচে বা রং করে। ইহাদের গৃহে ভোজন করিতে নাই।

"শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চেলনির্ণেজকস্য চ।
রঞ্জকস্য নৃশংসস্য যস্য চোপপতির্গৃহে॥" (মনু ৪।২১৬)

৫ পিত্তান্তর্গত অগ্নিবিশেষ, ইহার স্থান যকৃৎ ও প্লীহার মধ্য-ভাগে। আহারজাত রসকে রঞ্জিত করে, এইজন্য ইহার নাম রঞ্জক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২১ অ°)

৬ ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলার গাছ। (বৈদ্যকনি°) ৭ হিঙ্গুল বিশেষ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৮ নখরঞ্জিনী, চলিত মেহেদী গাছ। (বৈদ্যকনি°)

রঞ্জন (ক্লী) রজ্যতে হনেনেতি রন্জ করণে ল্যুট্। ১ রক্ত-চন্দন। ২ হিঙ্গুল। রঞ্জ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ৩ প্রীতিজনন।

"তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ॥"(রঘু ৪।১২)

(পুং) ৪ রাগজনক। ৫ মুঞ্জতৃণ। ৬ স্বর্ণ। ৭ জাতী-ফল। ৮ পারদরঞ্জন দ্রব্য।

"কেবলং নির্ম্মলং তাম্রং বাপিতং রঞ্জনেন তু।
কুরুতে ত্রিগুণং জীর্ণং লাক্ষারসনিভং রসম্॥"(রস°চি°৩অ°)

৯ কম্পিল্লবৃক্ষ।

রঞ্জনক (পুং) রঞ্জন-কন্। কট্‌ফল। (রাজনি°)

রঞ্জনকেশী (স্ত্রী) নীলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

রঞ্জনগণ (পু) রঞ্জনদ্রব্যগণ, রঞ্জনদ্রব্যসমূহ। এই গণ যথা—চারিপ্রকার হরিদ্রা, রক্তচন্দন, পত্তঙ্গ, নীলী, কুসুম্ভ, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, মহার্দ্দি ও কিংশুক এই সকল রঞ্জকগণ।

"চতুর্বিধা হরিদ্রা স্যাৎ পত্তঙ্গং রক্তচন্দনং।
নীলীকুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠালাক্ষামহার্দ্দিকিংশুকম্॥" (রাজনি°)

রঞ্জনদ্রু (পুং) রঞ্জয়তীতি রন্জ-ণিচ্-ল্যু, রঞ্জনশ্চাসৌ দ্রুশ্চেতি। ১ অচ্ছুক বৃক্ষ, চলিত আচ্গাছ। (শব্দচি°) ২ ধুনক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

রঞ্জনী (স্ত্রী) রঞ্জন-ঙীষ্। ১ গুণ্ডারোচনিকা। ২ নীলী। ৩ মঞ্জিষ্ঠা। ৪ শেফালিকা। ৫ হরিদ্রা। ৬ পর্প টী। ৭ নাগবল্লী লতা। ৮ জতুকা লতা। (রাজনি°)

রঞ্জনীপুষ্প (পুং) পুতিকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ। (রাজনি°)

রঞ্জনীয় (ত্রি) ১রঙ্গ করিবার যোগ্য। ২আনন্দদায়ক,প্রীতিপ্রদ।

রঞ্জিত (ত্রি) রঞ্জ-ক্ত। ১ রাগযুক্ত। ২ বর্ণযুক্ত, যাহা রঙ্ করা হইয়াছে।

রঞ্জিত (বড়), বাঙ্গালায় প্রবাহিত একটী নদী। সিকিম রাজ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া দার্জ্জিলিং জেলার উত্তর ও পশ্চিম প্রান্ত বাহিয়া (অক্ষা° ২৭°৬´ উ: এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৯´ পূ:) তিস্তা নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। রঙ্গনু ও ছোট রঞ্জিত নামক শাখানদীদ্বয় ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। ইহার উভয় পার্শ্বই বনমালাসমাচ্ছন্ন স্থানে, স্থানে শস্যপুর্ণ ক্ষেত্রও দৃষ্টিগোচর হয়।

রঞ্জিত (ছোট), নদী নেপাল ও সিকিম রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সিঙ্গালালা গিরিশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমান্বয়ে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া বড় রঞ্জিতে পড়িয়াছে। কাহেল, হাসপাতাল ঝোরা, রিল্লিং ও শেরজঙ্গ নামক কএকটী পার্ব্বত্য স্রোত ইহাতে আসিয়া মিশিয়াছে। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে এই নদীতেও অধিক জল থাকে না। সকল স্থানেই হাটিয়া পার হওয়া যায়।

রঞ্জিত রায়, জনৈক কায়স্থ কবি। প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র কায়স্থ দেবীদাস খাঁর প্রপৌত্র। নবাব মুর্শিদকুলীর রাজ্যকালে ও আলীবর্দ্দীর সময় পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ক্রমে আরব্য পারস্যাদি রাজকীয় ভাষা এবং সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ প্রভৃতি বৈদেশিক বণিক্জাতির ভাষাও তিনি কতক পরিমাণে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব সংগ্রহের জন্ত প্রত্যেক জমিদারের গৃহে স্বীয় কার্য্যকারক ও সৈন্ত পাঠাইয়া কর আদায়ের বন্দোবস্ত করেন, ঐ কার্য্যে তিনি একজন অমাত্যরূপে নিযুক্ত হন। ঐ পদের নাম ক্রোক সাঁজোয়াল বা আমিন্। নবাব সরকারের কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে সময় সময় দিনাজপুর, রঙ্গপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার জমিদারবর্গের বাটীতে গমন করিতে হইত।

তিনি কবিতা রচনায় বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন, যখন যেস্থানে গমন করিতেন, তখন সেইস্থানের অধিবাসিগণের সম্বন্ধে এক একটী কবিতা রচনা করিয়া রাখিতেন। এইরূপে নানা ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া তিনি একখানি কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ দোঁহাবলী গ্রন্থখানির নাম 'চিচতান কেতাব।' তাহার কবিতা যে কেবল স্থান ও ব্যক্তি বিশেষে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। পরমার্থ বিষয়েও তাঁহার রচিত অনেকগুলি দোঁহা পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত দোঁহাটী কৃষ্ণবিষয়ক,—

"রকত উদয় বিকাল বেলা কালিন্দীর জলে গো।
আজব ছুরু মোহন সুরৎ দেখালাও কদমতলে গো।
বয় ছুরতে ময়ুরপুচ্ছ বাঁশী ধরে করে গো।
কাহান দিলাও বরজ সখী তাহান মধুর স্বরে গো।
চেৎ মেতসা পোক্তা শ্যামের কামান ভুরু গো।
আজ ঝলকে নীলরতন মণি ঝলকে তার গো।
ছুরত কহি দোস্তে আদম রাম রম্ভা উরু গো।
হোবেন চুনী নেসৃত মেছঙ্গ কহে রঞ্জিৎ রায় গো॥"

রঞ্জিনী (স্ত্রী) রঞ্জনী শব্দার্থ।

রঞ্জুবুল, শকবংশীয় জনৈক মহাক্ষত্রপ। রাজা সুদাসের পিতা। ইনি একশত খৃষ্ট পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। [শকরাজবংশ দেখ]

রট, বাক্য, পরিভাষণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ রটতি। লুঙ্ অরাটীৎ, অরটীৎ। ণিচ্—রটয়তি। লুঙ্ অরীরটৎ। সন্—রিরটিষতি। যঙ্ রারট্যতে। যঙ্লুক্ রারটীতি।

রটন (ক্লী) রট-ল্যুট্। কথন, ভাষণ।

রটন্তী (স্ত্রী) রট্যতে পুণ্যজনকত্বেন কথ্যতে ইতি রট-বাহুলকাৎ ঝচ্ ঙীপ্। গৌণচান্দ্র মাঘায় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, মাঘমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম রটন্তী তিথি। পুরাণমতে এই দিন অতি পবিত্র, এই তিথিতে সূর্য্যোদয়কালে স্নান করিয়া যম-তর্পণ করিলে সকল পাপ বিদূরিত হয় এবং কখন যমপুরী দর্শন করিতে হয় না, অর্থাৎ স্বর্গবাস হয়। এই তিথিতে অরুণোদয়ে স্নান করিলে শতজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। এই তিথিকৃত্য অবশ্যকর্ত্তব্য।

"মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তস্যামুদয়বেলায়াং স্নাত্বা নাবেক্ষতে যমম্॥
অনর্কাভ্যুদিতে কালে মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী।
সতারব্যোমকালে তু তত্র স্নানং মহাফলং।
স্নাত্বা সন্তর্প্য তু যমান্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
অনর্কাভ্যুদিতে কালে স্নানং কুর্য্যাৎ সরিজ্জলে।
শতজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
রটন্তী নাম বিখ্যাতা সর্ব্বপাপহরা শিবা॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই রটন্তী তিথিতে রাত্রিকালে শ্যামাপূজা করিতে হয়, ইহাতে সকল বিঘ্ন প্রশমিত হইয়া থাকে। এই রটন্তী তিথিতে কালী পূজা হয় বলিয়া ইহাকে রটন্তী কালী কহে।

"মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তদ্রাত্রৌ কালিকা-পূজা সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥" (কালিকাপু°)

এই বচনানুসারে রাত্রিকালে কালীপূজা করিতে হইবে মাত্র প্রতিপন্ন হইল, কিন্তু রাত্রির কোন্ সময়ে পূজা হইবে, তাহা ঠিক জানা গেল না। কেহ কেহ নিম্নোক্ত বচনানুসারে বলেন, ইহা প্রদোষ সময়ে হইবে। কালীপূজার কাল মধ্যরাত্র্যাদিতে বিহিত হইলেও রটন্তী কালীপূজা প্রদোষ সময়ে হইবে।

"মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তস্যাং প্রদোষ সময়ে পূজয়েন্মুণ্ডমালিনীম্॥"
(আচার্য্যচূড়ামণিকৃত কৃত্যতত্ত্বার্ণবধৃত বচন)

অনেকে এই কালের উপর আস্থাবান্ নহেন, তাঁহারা বলেন, মধ্যরাত্রিকালেই এই কালীপূজা হইবে। এই মত বিদ্বজ্জনাদৃত। তাঁহারা তন্ত্রের নিম্নোক্ত বচন দ্বারা স্থির করেন যে, মধ্যরাত্রই রটন্তী-পূজার বিহিত কাল।

"মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তস্যাং নিশার্দ্ধসময়ে পূজয়েন্মুণ্ডমালিনীং॥"(মায়াতন্ত্র ২৭ প°।)
"মকরস্থে রবৌ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং নিশার্দ্ধকে।
পূজয়েৎ দক্ষিণাং কালীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥" (উ° কা° তন্ত্র)

এদেশের প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে মধ্যরাত্রকালেই রটন্তী পূজা হইয়া থাকে। সুতরাং মধ্যরাত্রই এই পূজার বিহিত কাল। [শ্যামা শব্দ দেখ।]

রটা (দেশজ) প্রচারিত হওয়া। যথা অমুকের দোষ রটিয়াছে।

রটান (দেশজ) প্রচারিত করণ।

রটিত (ত্রি) রট-ক্ত। ১ কথিত। (ক্লী) ২ কথনমাত্র। (রাজতর° ২।১৭৪)

রঠ, ভাস, কথন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ রঠতি। লোট রঠতু। লুঙ্ অরাঠীৎ, অরঠীৎ।

রড় (দেশজ) ১ বেগে ধাবমান।

রণ, কৃতি, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্-রণতি। লোট্ রণতু। লুঙ্ অরণীৎ।

রণ (পুং ক্লী) রণন্তি শব্দায়ন্তেঽত্রেতি রণ (গ্রহেতি। পা ৩।৩।৫৮) ইত্যত্র 'বশিরণ্যোরুপসংখ্যানং' ইতি কাশিকোক্ত্যা অপ্। ১ যুদ্ধ। "ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাদ্ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।" (মনু ৭।৯০) ২ রমণ। "পুজনার্থং রণায় তে সুতঃ" (ঋক্ ৮।১৭।১২) 'রণায় রমণায়' (সায়ণ) (ত্রি) ৩ রমণীয়। "রণায় বশমশ্বিনাসনয়ে সহস্রা" (ঋক্ ১।১১৬।২১) 'রণায় রমণীয়ায়' (সায়ণ) (পুং) ৪ শব্দ। ৫ কণ। (মেদিনী) ৬ গতি। (শব্দরত্না°) ৭ দুম্বা মেষ। (বৈদ্যকনি°)

রণক (পুং) ১ যুদ্ধ। ২ শব্দ।

রণকুশল (ত্রি) যুদ্ধে পণ্ডিত।

রণকারিন্ (ত্রি) রণং করোতি কৃ-ণিনি। ১ যুদ্ধকারী, যোদ্ধা। ২ শব্দকারী।

রণকৃৎ (ত্রি) রণং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। রণকর্ত্তা।

রণক্ষিতি (স্ত্রী) রণস্য ক্ষিতিঃ। যুদ্ধভূমি।

রণক্ষেত্র (ক্লী) রণস্য ক্ষেত্রং। রণস্থল, যুদ্ধভূমি।

রণক্ষোণি (স্ত্রী) যুদ্ধভূমি।

রণঘণ্টাসমাকৃতি (স্ত্রী) মহাশণ। (বৈদ্যকনি°)

রণজয় (পুং) রণে জয়। যুদ্ধে জয়।

রণজিৎ সিংহ (মহারাজ), পঞ্জাবের 'সুকেরচকিয়া' মিশ্‌লের প্রভাবশালী জনৈক সর্দ্দার। বীরবর মহাসিংহের পুত্র। ইহার মাতার নাম মাই মলবাই। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ ভূমিষ্ঠ হন। এই সময়ে তাঁহার পিতা রণজিতের জন্মোৎসব উপলক্ষে সকল সর্দ্দারকে আমন্ত্রণ ও দীনদুঃখীকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। শৈশবকালেই রণজিৎ কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছিল। পিতা পুত্রের আরোগ্য কামনায় জ্বালামুখী প্রভৃতি দূরদেশে দেবদেবীর পূজা পাঠাইয়াছিলেন, বহুশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন এবং দীনদরিদ্রদিগকে অকাতরে অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস যে দেব ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের আশীর্ব্বাদেই শিখসূর্য অকালে অস্তমিত হন নাই। সেই কঠিন রোগে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার শশাঙ্কধবল সুন্দর মুখখানিও চিরদিনের জন্য বসন্তরোগচিহ্নিত হইল। পিতার জীবিতাবস্থায় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কান্‌হিয়া-কুলরাজলক্ষ্মী গুরুবক্স সিংহের পত্নী সদাকুমারীর প্রার্থনায় পঞ্চমবর্ষীয় রণজিতের সহিত রাজকুমারী মহতাব্ কুমারীর বিবাহ হইল। এই সূত্রে দুইটী মিশল পরস্পরে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুকেরচকিয়া সর্দ্দার রণজিৎ সিংহের ভাবী উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহাসিংহ গুজরাণবালা দুর্গে পরলোকগমন করেন। [মহাসিংহ দেখ।]

সেই সময়ে রণজিতের বয়স দ্বাদশবর্ষ মাত্র। তিনি নামে মাত্র সর্দ্দারপদে অভিষিক্ত হইলেন, তাঁহার মাতা, রাজমন্ত্রী ও দেওয়ান লখ্‌পত রায় কর্ত্তৃক নাবালকের অভিভাবিকা হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রণজিতের মাতা মলবাইর

সহিত মন্ত্রী লথ্‌পতের প্রেমাসক্তির কথা পূর্ব্ব হইতে পঞ্জাবে রাষ্ট্র থাকায় উভয়ের সংযোগ জামাতার সর্ব্বনাশের মূল বিবেচনা করিয়া গুরুবক্সের পত্নী স্বতঃই রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রকৃত পক্ষে ইঁহারই কূট-নীতি, বুদ্ধি-কৌশল ও উদ্যমে রণজিৎ শিখশক্তির শীর্ষস্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যু এবং মাতার আসক্তিনিবন্ধন বালক রণজিতের বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত হয় নাই। তিনিও সেই বাল্যাবস্থা হইতেই মৃগয়াদি ব্যসনে এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তিতে রত থাকিয়া যৌবনপিপাসা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। গ্রন্থপাঠ বা পত্রলেখায় তিনি অনভ্যস্ত ছিলেন। এই নাবালক অবস্থায় তিনি নকাই সর্দ্দার রামসিংহের কন্যা রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।

লথ্‌পত রায়, মাতা মলবাই ও শাশুড়ী সদাকুমারীকে স্বীয় রাজ্যপরিচালন সামর্থ্য উপলব্ধি করাইয়া রণজিৎ সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াই স্বহস্তে রাজ্যশাসন-রশ্মি আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় পিতার মাতুল দল সিংহকে আপনার প্রধান মন্ত্রিরূপে গ্রহণ করিলেন। মহাসিংহ মৃত্যুকালে রণজিতের শিরোদেশে সর্দ্দারী শিরোপা বাঁধিয়া দিয়া এই বৃদ্ধ দলসিংহের হস্তেই সমর্পণ করিয়া যান।

দলসিংহের পরামর্শানুসারে তিনি রাজকুলের কলঙ্ককারী লথ্‌পত রায়কে কেতাস্‌-যুদ্ধে নিহত করেন। অতঃপর এক দিন তিনি মাতাকে লাত্রক মিশর নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত রাজান্তঃপুর মধ্যে গোপনে প্রেমালাপ করিতে দেখিয়া উভয়কে বধ করিবার মানসে সশস্ত্র অগ্রসর হইলেন। লোক-সমাগম-শব্দ উপলব্ধি করিয়া লাএক মিশর পূর্ব্বেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, কিন্তু রণজিৎ উন্মত্তভাবে উন্মুক্ত তরবারিকরে যখন মাতার প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন আলুলায়িতকুন্তলা স্বস্থানভ্রষ্টবাসা মাতাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি জ্ঞানরহিতের ন্যায় মাতাকে লাএক মিশরের আগমন-কারণ ও সেই ব্যক্তি কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রমুখে চরিত্রহীনতার শ্লেষব্যঞ্জক তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া মাতা মলবাই প্রথমে পুত্রকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া স্বীয় সতীত্বজ্ঞাপনার্থ নানা কৌশল ও বাক্যজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। মাতাপুত্রে কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর, এবং মাতৃ-অভিসম্পাতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রণজিৎ স্বীয় তরবারি দ্বারা মাতার মস্তক দেশ বিচ্ছিন্ন করিলেন, এতদ্দিনে দুশ্চরিত্রার পাপের শাস্তি হইল। পাপের সহকারী লাএক মিশর অমৃতসরে পলাইয়া আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে রণজিতের শ্বশ্রূ সদাকুমারীর শরণাপন্ন হয়। সদাকুমারী বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া ছলে তাহাকে রণজিতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রণজিৎ তাহাকেও মাতৃপথানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আহ্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র দুরানী সর্দ্দার জমান্‌শাহ ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের অভিপ্রায়ে পুনঃ পুনঃ পঞ্জাব আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। জমান্‌শাহের উপর্য্যুপরি আক্রমণে এবং আহ্মদশাহের অত্যাচার স্মরণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ শিখজাতিরও বীরহৃদয় আফগানের নামে কম্পিত হইত। আফগানগণ পঞ্জাব আক্রমণ করিলেই তাহারা পর্ব্বতে ও জঙ্গলে লুকাইয়া পড়িত এবং তাহারা চলিয়া গেলে, পুনরায় সেই পার্ব্বত্য অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া দেশলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইত।

যখন শাহ জমান্ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া লাহোরের রাজকার্য্য পরিদর্শনার্থ অগ্রসর হন, তখন অপরাপর শিখসর্দ্দারের সহিত রণজিৎও বনান্তরালে পলায়ন করেন। তিনি তথায় থাকিয়া অপরাপর মিশলের সহিত সম্মিলন সম্পাদনের চেষ্টা পান। অতঃপর তিনি অবসর বুঝিয়া দলবল লইয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন। শাহকে লাহোরে ব্যাপৃত দেখিয়া ও তাঁহার আগমন অসম্ভব বুঝিয়া রণজিৎ সদলে তদধিকৃত প্রদেশবাসীকে বলে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে করসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শাহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর, পঞ্জাবে রণজিতের প্রভুত্ব ও প্রভাব বিস্তৃত হইল।

রণজিতের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী দিন দিন উদীয়মান দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণ সহযোগী সর্দ্দারেরা তাঁহার স্পর্দ্ধা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ছট্টাজাতির সর্দ্দার হস্‌মৎ খাঁ তাঁহার প্রাণ বিনাশে অগ্রসর হইলেন। একদিন রণজিৎ মৃগয়া হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, সঙ্গিগণ পশ্চাতে রহিয়াছে, এরূপ একাকী অবস্থায় হস্‌মৎ সহসা বনপ্রান্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে হস্‌মতের তরবারি তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া অশ্বের মুখাবরক লোহবর্ম্মের উপর নিপতিত হইল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় রণজিতের চমক ভাঙ্গিল। তিনি শত্রুকে সম্মুখীন দেখিয়া স্বীয় অসি নিষ্কাশনপূর্ব্বক হস্‌মতকে আক্রমণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার প্রচণ্ড তরবারির আঘাতে হস্‌মতের মুণ্ড দেহযষ্টি হইতে দ্বিখণ্ডিত হইল। সর্দ্দারের নিধনের পর, ছট্টাগণ রণজিতের বশীভূত

এবং চন্দ্রভাগাতীরবর্ত্তী তদধিকৃত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইল।

এদিকে রামগড়িয়া-সর্দ্দার যশঃসিংহ সদাকুমারীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সদাকুমারী জামাতাকে সংবাদ পাঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে, অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া রণজিৎ বতালা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি অবিলম্বে যশঃ-সিংহের রাজধানী মিয়ানী নগর অবরোধপূর্ব্বক ছয়মাস কাল খণ্ডযুদ্ধ করেন। অবশেষে বর্ষার বারিপাতে দুর্গের চতুর্দ্দিক্ জলপ্লাবিত হওয়ায় তিনি সৈন্য লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন।

তৎপূর্ব্বে দুরানী সর্দ্দার শাহ্ জমান্ যখন পঞ্জাব হইতে পলাইয়া স্বরাজ্যে গমন করেন, তখন তাঁহার কএকটী কামান ঝিলাম নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। রণজিৎ স্বীয় দলবল লইয়া ঐ সকল কামান নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করাইয়া আপন লোক দ্বারা নিরাপদে কাবুল নগরে প্রেরণ করেন। শাহ্ তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে লাহোর-প্রদেশ দান করেন। লাহোর অধিকারে তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেও তিনি প্রাচীন শত্রুগণের ভয়ে প্রথমে কিছু করিতে সাহসী হন নাই। এক্ষণে প্রাচীন শত্রু ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রামগড়াধিপতি যশঃসিংহকে বৃদ্ধ ও হীনবল এবং অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত ভঙ্গিসর্দ্দার গোলাবসিংহকে যুদ্ধবিগ্রহে অসমর্থ জানিয়া তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অন্যান্য শক্তিহীন সর্দ্দারগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী হইবেন না একথা তিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন।

আশাপ্রণোদিত হইয়া রণজিৎ লাহোর নগর অধিকারে কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে হকিম হাকম রায়, ভাই গুরুবক্স সিংহ, মিঞা আসক মহম্মদ, মীর সাদী মিঞা, মোহ্কমদিন্, মহম্মদ বকর, মহম্মদ তাহির প্রভৃতি প্রধান প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লাহোর-নগরবাসীর আবেদন পত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি উহার মর্ম্ম অবগত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। এই গৃহবিচ্ছেদই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির মূল। এই সময়ে লহনাসিংহ, গুজরসিংহ ও শোভাসিংহ নামক তিন জন সর্দ্দারের দ্বারা লাহোর শাসিত হইত। লহনার পর চেত-সিংহের অধিকার কালে নগরবাসী প্রধান মুসলমান ধনী মিঞা আসক মহম্মদের জামাতা মিঞা বদরউদ্দীনের সহিত নগর-বাসী ক্ষত্রীদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। ক্ষত্রীগণ প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া চেতসিংহকে আবেদন করে যে, "এই বদরউদ্দীন্ কাবুলপতি শাহজমানের সহিত গোপনে পত্রাদি প্রেরণ করিয়া থাকে, সুতরাং এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী"। চেতসিংহ কোন বিচার না করিয়া বদরউদ্দীন্‌কে কারারুদ্ধ করেন। মুসলমান পক্ষ বদরের নির্দ্দোষিতাপ্রমাণার্থ যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে সমস্তই বিফল হইয়া গেল। কাজেই তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া একমর্ম্মে দুইখানি আবেদনপত্র লিখিয়া এক-খানি রণজিৎকে এবং অপর খানি সদাকুমারীকে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্বশ্রূমাতা সদাকুমারীর প্ররোচনায় রণজিত আশাস্রোতে গা ভাসাইলেন। যুদ্ধ সজ্জা চলিতে লাগিল। রণজিতের পত্রোত্তরে চেৎসিংহের কার্য্যকারক মিঞা আসক মহম্মদ ও মিঞা মোহ্কম্‌দীন্ জানাইলেন যে, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তাঁহারা নগরের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। তাঁহার সেনাদলকে বাধা দিবার কেহ থাকিবে না।

পত্রোত্তর পাইয়াই তিনি বতালা অভিমুখে গমনপূর্ব্বক স্বীয় শ্বশ্রূঠাকুরাণী সদাকুমারীর সহিত যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সদাকুমারী স্বীয় অকালী ও মাজবী নামক দুর্দ্ধর্ষ সেনাদল ও অপরাপর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জামাতার সহিত লাহোর-বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা অমৃতসর দর্শনের ভাণ করিয়া সেই পথে লাহোর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। লাহোরে আসিয়া তিনি আনর-কল্লীতে ছাউনী স্থাপনপূর্ব্বক নবাব উজীর খাঁর বার-দোয়ারীতে অবস্থান করেন।

রণজিতের আগমন-সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণে অবগত হইয়া সর্দ্দার-গণ নগররক্ষার জন্য যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা দিল্লী, লাহোরী ও রোশনাই নামক দ্বারত্রয় ব্যতীত অপর সকল দ্বারগুলি সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিলেন। চক্রান্তকারী-দিগের পরামর্শানুসারে রণজিৎ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরী দ্বার পথে সদলে নগরপ্রবেশ করিলেন। এ দিকে তাহাদেরই পরামর্শে চেতসিংহ সসৈন্যে দিল্লীদ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। রণজিতের প্রবেশবার্ত্তা ও সেনাগণের কোলাহল বুঝিয়া চেতসিংহ সেইদিকে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সেনাদলকে অধিক অগ্রসর দেখিয়া তিনি আর সম্মুখীন না হইয়া দুর্গমধ্যে পলাইয়া গেলেন। দুর্গাভ্যন্তর হইতে চেতসিংহ রণজিতের প্রতি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ২৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর যখন চেতসিংহ বুঝিলেন যে চক্রান্তকারীদিগের ষড়যন্ত্রে পরি-চালিত হইয়া তিনি এই ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছেন, তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া রণজিতের করে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। রণজিৎ তাঁহার এবং তৎপরিবারের ভরণপোষণোপযোগী যৎসামান্য বৃত্তি ও জায়গীর দান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। নগর অধিকারের পর রণজিৎ নগরবাসীর প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

রণজিৎ সিংহ লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় রাজ্যভিত্তি দৃঢ় করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সেই সঙ্গে স্বীয় শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। তিনি স্বীয় ভুজ বলে নানাস্থান জয় করিয়া একটী বিস্তৃত ভূভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইহার পর যখন তিনি পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগরী অবরোধ ও অধিকারপূর্ব্বক রাজ্যেশ্বর হইয়া উঠিলেন, তখন তাহার সহযোগী সর্দ্দারবর্গ ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। রামগড়িয়া-সর্দ্দার যশঃসিংহ, অমৃতসরের ভঙ্গিসর্দ্দার গোলাব সিংহ, গুজরাতের ভঙ্গিসর্দ্দার সাহেব সিংহ, উজীরাবাদের যোধ সিংহ, এবং কসুরের নিজাম উদ্দীন্ খাঁ এই কয়জন একত্র হইয়া বহু সহস্র সৈন্য লইয়া লাহোর অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। এ দিকে রণজিৎ সিংহও লাহোর হইতে এবং তাঁহার বুদ্ধিমতী শ্বশ্রূ সদাকুমারীর নিকট হইতে যতদূর সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা লইয়াই বিপক্ষগণের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন (১৮০০ খৃষ্টাব্দ)। শত্রু সৈন্যগণ লাহোরের ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে ভসিন্ গ্রামে দুই মাস কাল তাঁবু গাড়িয়া রহিল, সামান্য সামান্য খণ্ড যুদ্ধ ব্যতীত বিশেষ কিছু হইল না। সর্দ্দারগণের শিবিরে পানাসক্তি কিছু বাড়িয়া উঠিল! এমন কি ভঙ্গিসর্দ্দার গোলাব্ সিংহ পানদোষে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহাতে ভঙ্গিদিগের মধ্যে বিজাতীয় ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদয় হইল! সর্দ্দারেরা বিরক্ত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

বতালা গ্রামের নিকট রামগড়িয়া যশঃসিংহের পুত্র যোধ সিংহের সহিত সদাকুমারীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রণজিৎ শ্বশ্রূর পক্ষ হইয়া রামগড়িয়াদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছিলেন। জয়োল্লাসে উদ্দৃপ্ত হইয়া তিনি মহোৎসবে লাহোর নগরে প্রবেশ করেন। লাহোরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ পরম সমাদরে নজর দিয়া বিজেতার সম্মান রক্ষা করিলেন ও তৎপরিবর্ত্তে নবভূপতির নিকট উপযুক্ত খেলাত পাইয়া সকলেই উৎসাহিত হইলেন।

ঐ বর্ষেই (১৮০০ খৃষ্টাব্দে) রণজিৎ জম্বুবিজয়ে অভিযান করিলেন। মীরোবাল, নরোবাল ও যশরবাল তাঁহার করতলগত হইল। জম্বুসহরের দুই ক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইলে জম্বুরাজ বিশ হাজার টাকা নগদ ও হস্তী উপহার লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রণজিৎ জম্বুপতিকে উপযুক্ত খেলাত দিয়া আসিলেন। তৎপরে তিনি শিয়ালকোট ও দিলাবর গড় অধিকার করিলেন। দিলাবরগড়ের সর্দ্দার বাবা কেশরী সিংহ সোধীকে তাঁহার ভরণপোষণের জন্য শাহদেরা জায়গীর দিলেন। এইরূপে তিনি নানাস্থান জয় করিয়া লাহোরে উপস্থিত হন। ইহারই অল্পকাল পরে বৃটীশ গবর্মেণ্টের নায়েব ইউসফ্ আলী খাঁ প্রায় সহস্রাধিক মুদ্রার উপঢৌকন ও মিত্রতাসূচক পত্র লইয়া আসিলেন। রণজিৎ অতি সমাদরের সহিত বৃটীশ-দূতকে গ্রহণ করিলেন ও বৃটীশ গবর্মেণ্টের উপহারের বিনিময়ে স্বরাজ্যের উৎপন্ন মূল্যবান্ বহু দ্রব্য বৃটীশ গবর্মেণ্টকে উপহার পাঠাইলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মহাসমারোহে দরবার করিয়া "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই দরবারে সকল সামন্তরাজ, সর্দ্দার, চৌধুরী, লম্বরদার ও মান্যগণ্য দেশীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই অভিষেক উৎসবে তাঁহার কুলপুরোহিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া তাঁহার কপালে তিলক দান করেন এবং উলমাগণ তাঁহার সম্মান ও মঙ্গলের জন্য স্তুতি পাঠ করিয়াছিলেন। এই দিনই লাহোরে টাকশাল স্থাপিত হইল। এই অবধি তাঁহার "মহারাজ" নামাঙ্কিত মুদ্রাও প্রচলিত হইতে লাগিল। এই মুদ্রার অপর পার্শ্বে নানক হইতে গুরুগোবিন্দের আতিথ্য, অসি, স্বস্তি ও জয়চিহ্ন খোদিত। অভিষেক-দিনে যত মুদ্রা খোদিত হয়, সমস্তই দীন দরিদ্রদিগকে বিতরিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিপতিগণের আদর্শে মহারাজ রণজিৎ সিংহও বিচারপ্রণালী সুনির্ব্বাহের জন্য পুরুষানুক্রমিক কাজি ও মুফ্তি নির্ব্বাচিত করিলেন। এতদ্ভিন্ন নগররক্ষার জন্য কোতয়াল, হাকিম বা প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন। এই সময় লাহোরে 'মহল্লাদারী' প্রথা পুনঃ প্রচলিত হইল। এই প্রথায় লাহোরের প্রতি মহল্লা তত্রত্য কোন প্রধান অধিবাসীর তত্ত্বাবধানে রাখা হইল। এই সময় লাহোরের চারিদিক্ দৃঢ় প্রাচীর ও গড়খাই দ্বারা সুরক্ষিত করিবার জন্য দেওয়ান মতিরামের উপর ভার দেওয়া হইল। প্রায় এই সময়ে গুজরাতের ভঙ্গিসর্দ্দার সাহেব সিংহ গুজরানবালা আক্রমণ করেন। সদাকুমারীর সহিত রণজিতও সাহেব সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পরে বাবা নানকের বংশীয় সাহেব সিংহ বেদীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে মিটমাট হইয়া যায়। রণজিৎ লাহোরে ফিরিয়া আসেন। এই সময় যোগদাদী হাকিম 'সকমকুর' নামে এক প্রকার মাজন প্রস্তুত করিয়া বার্ষিক বিশ হাজার টাকা আয়ের জায়গীর লাভ করেন।

এ দিকে ভঙ্গিসর্দ্দার সাহেব সিংহ ও কসুরের পাঠান

সর্দ্দার নিজাম উদ্দীন্ একত্র মিলিত হইয়া বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করিলেন। রণজিৎ সিংহ গুজরাতে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া ভঙ্গিসর্দ্দার বহু নজরাণা দিয়া রণজিতের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অল্প দিন মধ্যে পাঠান-সর্দ্দার নিজাম উদ্দীন্ খাঁও নিজ সহোদর কুতব্ উদ্দীন্ খাঁকে রণজিতের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

অল্প দিন মধ্যেই লাহোরে সংবাদ আসিল, তাঁহার পিতৃবন্ধু সর্দ্দার দলসিংহ ভঙ্গি-সর্দ্দার সাহেব সিংহের সহিত মিলিত হইয়া লাহোর আক্রমণ করিবার জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ রণজিৎ পিতৃবন্ধুকে জানাইলেন, "বন্ধু হইয়া শত্রুতা করিলে লোক হাসিবে। আমার পিতাকে যেমন সাহায্য করিতেন, আমাকেও সেইরূপ সাহায্য করুন। উভয়ের মিলনে উভয়েরই যথেষ্ট সুবিধা আছে। বৃদ্ধ দলসিংহ রণজিতের কথায় ভুলিলেন। এমন কি তিনি সাহেব সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া রণজিতের আমন্ত্রণে লাহোরে উপস্থিত হইলেন, লাহোরপতি পিতৃবন্ধুকে যথেষ্ট সম্মান ও আদর দেখাইলেন। এবং দুর্গ মধ্যে তাঁহার অবস্থানের জন্য একটা প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন। রাত্রিকালে সেই ভবনের চারিদিকে বহু রক্ষী রাখিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে বৃদ্ধ সর্দ্দারকে বন্দী করিয়া অল্পকাল পরেই রণজিৎ পিতৃবন্ধুর রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য সসৈন্যে অকালগড়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি যেরূপ সহজে অকালগড় দখল করিতে পারিবেন মনে করিয়াছিলেন, কাজে তাহা হইল না। বৃদ্ধ সর্দ্দারের বীরমহিলা রাণী তেজঃবাই (তেজু) রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে পতির রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য সসৈন্যে সমর প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলেন। এদিকে তিনি সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়া গুজরাতে সাহেবসিংহের নিকট ও উজীরাবাদে যোধ সিংহের নিকট দূত পাঠাইলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ রমণীর বীরত্বে ও সাহসে বিচলিত হইয়াছিলেন। কএকটী খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু লাহোরপতি রাণী তেজঃবাইর ব্যূহভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে শুনিলেন যে, সাহেব সিংহ ও যোধসিংহ সসৈন্যে শীঘ্র আসিয়া রাণীর সহিত যোগদান করিবেন। তিনি বুঝিলেন যে, এখানে তাঁহার মনোরথ সফল হইবে না। সুতরাং অকালগড় পরিত্যাগ করিয়া তিনি গুজরাত আক্রমণ করিলেন। যোধসিংহ সাহেবসিংহের সহিত যোগ দিতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি উজীরাবাদের সর্দ্দারকে তাঁহার পিতৃবন্ধুত্বের পরিচয় দিয়া ও যথেষ্ট সাহায্য করিবার আশা দিয়া তাঁহাকেও হস্তগত করিলেন।

সাহেবসিংহ গুজরাতের এক ক্রোশ দূরে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। রাত্রিকালে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। এইরূপ তিনদিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহুলোক হতাহত হইল। ৪র্থ দিবসে সাহেব সিংহ আত্মরক্ষার্থ দুর্গ আশ্রয় করিলেন। কিন্তু রণজিতের ঘন ঘন গোলাবর্ষণ হইতে দুর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময় গুরু সাহেবসিংহ বেদী মধ্যস্থ হইলেন। ভঙ্গিসর্দ্দার বহু নজরাণা ও যুদ্ধ ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে সম্মত হইলে আবার সন্ধি হইল। এই সন্ধিতে সর্দ্দার দলসিংহের মুক্তিদানের কথা থাকে। রণজিৎ লাহোরে আসিয়াই বৃদ্ধ সর্দ্দারকে মুক্তিদান করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সর্দ্দারকে আর নিজ রাজ্যে পৌছিতে হইল না। পথিমধ্যেই তাঁহার দেহাবসান ঘটিল। ধূর্ত্ত রণজিৎ বৃদ্ধ সর্দ্দারের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কাল বিলম্ব না করিয়া অকালগড় অধিকার করিতে ধাবিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে অকালগড়ের রাণীর সহিত সম্মুখ সংগ্রামে সুবিধা করিতে পারিবেন না। অকালগড়ের নিকট আসিয়া তিনি রাণীকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, "বৃদ্ধ সর্দ্দার তাঁহার পিতৃবন্ধু, পতিবিয়োগকাতরা তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে রাণী তাঁহাকে শোক সন্তপ্ত বন্ধুপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন।" রমণীর প্রাণ সহজেই কোমল, প্রথমে তিনি রণজিতের আগমনে উদ্বিগ্ন হইলেও তাঁহার সমবেদনাযুক্ত পত্র পাইয়া শোকাতুরা রমণীর মন গলিয়া গেল। তিনি আপনার পৌরজনকে জানাইলেন যে যখন গুরুজী বেদী ঠাকুর আমাদের মধ্যে উপস্থিত, তখন আর সুকেরচকিয়া সর্দ্দারের সহিত বিবাদের আশঙ্কা নাই। রণজিৎ এ সংবাদে সসৈন্যে হৃষ্টচিত্তে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজভবনে আসিয়া প্রথমেই তিনি রাণী ও তাঁহার পুত্রগণকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সৈন্য সামন্ত সকলেই এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নিজ নিজ অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। লাহোরপতি অকালগড়ের বহু অর্থপূর্ণ রাজকোষ ও শেলখানা দখল করিয়া লইলেন। শেষে তিনি দলসিংহের বিধবা ভার্য্যার ভরণপোষণের জন্য দুই খানি গ্রাম মাত্র দিয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে তিনি লাহোরে আসিয়া শুনিলেন যে কাঙ্ড়াপতি সংসারচাঁদ রাণী সদাকুমারীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। এ সংবাদ পাইবামাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। রণজিতের আগমন সংবাদ পাইয়া সংসারচাঁদ সদাকুমারীর রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে রণজিৎ

প্রতিশোধ লইবার জন্য কাঙ্‌ড়ারাজের অধিকার ভুক্ত নৌশেরা দখল করিয়া সদাকুমারীকে প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি সংসারচাঁদকে ধরিবার জন্য নূরপুরে আসিলেন। রাজা সংসারচাঁদ কাঙ্‌ড়ার দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। প্রত্যাগমনকালে রণজিৎ পাঠান-কোটের নিকটবর্ত্তী সুজানপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ ধূলিসাৎ করেন। তৎপরে তিনি ধরমকোট, সুকালগড় ও বহরমপুর প্রভৃতি কএকটী পাঠান-অধিকৃত স্থান আক্রমণ করিলেন।

ইহার পর তিনি পিণ্ডী-ভাটিয়ান্, পোথোবার ও ধন্নি দখল করেন। ধন্নিদুর্গ দখল করিতে তাঁহাকে দুই মাস যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

লাহোরে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে, সিতপুর দুর্গাধিপ উত্তমসিং মজিথিয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই বিদ্রোহী সর্দ্দারকে বহু অর্থদণ্ড দিয়া বশ্যতাস্বীকার করিতে হইল।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে নকাই সর্দ্দার খজানসিংহের কন্যা রাজ-কুমারীর গর্ভে মহারাজের এক নবকুমার প্রসূত হইল। তদুপলক্ষে লাহোরে কএকদিন মহা ধুমধাম চলিয়াছিল। দরবারে সর্দ্দারেরা খেলাত পাইলেন। প্রত্যেক সৈন্যকেই এক এক স্বর্ণহার দেওয়া হইল। দীন দুঃখীর জন্যও প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। নবকুমারের নাম হইল খড়্গসিংহ (খরক সিং)।

পুত্রজন্মোৎসব শেষ হইলে রণজিৎ দশ্‌কা, চিনিওত ও ৩য় বার কসুর জয় করিলেন। চারিদিকেই তাঁহার জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। ঐ বর্ষেই তিনি জালন্ধর দোয়াব অধিকার করিবার জন্য অভিযান করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে পথপার্শ্বে যে সকল জনপদ পড়িয়াছিল, সমস্তই তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। এই অভিযানকালে তিনি ছত্রিরাজ চুহরমলের বিধবা রাণীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রভূত ধনসম্পত্তি ও কগবার রাজ্য অধিকার করেন এবং সে সমস্তই তিনি প্রিয়বন্ধু সর্দ্দার ফতেসিংহ আহলুবালিয়াকে উপহার দিয়াছিলেন।

রাজা সংসারচাঁদ হিমশৈল হইতে নামিয়া আবার জালন্ধর আক্রমণ করেন, কিন্তু রণজিতের অভিযানবার্ত্তা পৌঁছিবামাত্র তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। বলিতে কি, এই অভিযান কালে রণজিৎ যে প্রদেশ দিয়া গমন করিয়াছিলেন, তথাকার সর্দ্দারগণের নিকট হইতে রীতি-মত কর ও নজর আদায় করিতে ছাড়েন নাই। এই সময় যে সকল সর্দ্দারের মৃত্যু হইতে লাগিল, তাঁহারই রাজ্য রণ-জিতের ইচ্ছায় তাঁহার অধিকার ভুক্ত বা সদাকুমারীর রাজ্য-ভুক্ত হইতেছিল। তাহাতে সকল শিখ-সর্দ্দারই মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ রণজিতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কেহ আর সাহসী হইলেন না।

তিনি লাহোরে ফিরিলে পূর্ব্ববৎ যথেষ্ট আমোদ প্রমোদ ও উৎসব হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি মোরাণ নাম্নী এক সুন্দরী মুসলমান-কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিতে কি তাহার রূপপিপাসায় অধীর হইয়া মহাবীর রণজিৎ নিজের রাজকার্য্য বিস্মৃত হইয়া বহুদিন সেই রমণীর প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। অবশেষে মুসলমান পদ্ধতি অনুসারে উভয়ে পরি-ণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

সেই মুসলমান-রমণী শিখপতির উপর যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এমন কি, শিখমুদ্রায় মহারাজ রণজিতের নামের সহিত মোরাণের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

যাহা হউক রণজিতের হৃদয় হইতে সেই উদ্দাম অনুরাগ শীঘ্রই তিরোহিত হইল। আবার তিনি রাজকার্য্যে মনো-নিবেশ করিলেন। তিনি মোরাণকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারে তীর্থ করিতে আসিলেন। এখানে তিনি দীন দরিদ্রকে লক্ষাধিক মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

গঙ্গাতীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি শুনিলেন যে, গৃহবিবাদে কসুরের সর্দ্দার নিজাম উদ্দীন খাঁ নিহত হইয়া-ছেন এবং তাঁহার ভ্রাতা কুতব্‌উদ্দীন সমস্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রণজিৎ কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার প্রিয়-বন্ধু আহলুবালিয়া-সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। কুতব পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। এখন তাঁহার অধীনস্থ পাঠান-বীরেরা ভীম পরাক্রমে রণজিতের গতি রোধ করিল। কএক মাস কাটিল; রণজিৎ কোন ক্রমে পাঠানদিগকে হঠাইতে পারিলেন না। তিনি পাঠান-সৈন্যদিগকে ভুলাইবার আশায় বহু কৌশল অবলম্বন করেন, কিন্তু এবার আর ফাঁকি খাটিল না। অবশেষে শিখপতি পাঠানদিগের রসদ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। দুর্গ মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। পাঠান-সর্দ্দার সৈন্যগণের প্রাণ রক্ষার্থে সন্ধি করিতে ও যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

শ্রান্ত সৈন্যগণের শ্রম দূর না হইতেই শিখপতি মুলতান-বিজয়ে ধাবিত হইলেন। পঞ্জাবে তখনকার মুলতানের সমৃদ্ধি সর্ব্বজন-পরিচিত। রণজিতের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মুলতানপতি নবাব মুজঃফর খাঁ নগর হইতে ৩০ মাইল দূরে বহু নজরাণা সহ আসিয়া শিখপতির সহিত দেখা করিলেন। চিরদিন তাঁহার অনুগত থাকিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ

করায়, তাঁহার নিকট হইতে কর স্বরূপ প্রভূত অর্থ লইয়া লাহোরে ফিরিলেন। তখনও অমৃতসরে ভঙ্গিসর্দারগণ প্রবল ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য শিখরাজ বিপুল আয়োজন করিলেন। আহলুবালিয়া সর্দার ও শিখরাজের শ্বশ্রূ সদাকুমারী যতদূর পারিলেন সৈন্য সামন্ত লইয়া অমৃতসরে শিখবীরের সহিত মিলিত হইলেন। এ সময়ে গোলাব সিংহের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মহিষী রাণী সুখন পুত্রের অভিভাবিকারূপে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন।

রাণী কাল বিলম্ব না করিয়া নগরদ্বার রুদ্ধ করত দুর্গ-প্রাকার হইতে শত্রুসৈন্যের উপর অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিভিন্ন দিক্ হইতে প্রবল আক্রমণে ভঙ্গিসৈন্য নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। শেষে রাণী শিশুপুত্র লইয়া রামগড়িয়া-সর্দার যোধ সিংহের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। রণজিৎ অমৃতসর অধিকার করিলে ভঙ্গিমিশল এককালে অবসন্ন হইল। রণজিতের বিরুদ্ধে আর কোন দলের অভ্যুত্থানের সুবিধা রহিল না। অমৃতসরের মন্দিরে রণজিৎ মহাসমারোহে গ্রন্থ সাহেব ও শিখগুরুর পূজা করিলেন। এখানে তিনি দরিদ্রদিগকেও বহু অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আফগানিস্থানে তৈমুর শাহের চারি পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া দারুণ অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সুযোগে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সসৈন্যে তথায় গিয়া ঝঙ্গ, উচ, সহিবাল ও গড় মহারাজা অধিকার করেন। লাহোরে শাহজহানের "শালামার" নামে যে প্রমোদ উদ্যান ছিল, শিখজাতি সে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শালাবাঘ' নাম রাখেন। তৎপরে তিনি অমৃতসরে হরমন্দির দর্শনে আগমন করেন ও প্রিয় সৈন্যসামন্তদিগকে পদোচিত মনসব দ্বারা সম্মানিত করেন। এ ছাড়া তিনি নানা স্থানের সম্ভ্রান্ত সর্দারগণকে তাঁহার অবৈতনিক সেনানায়কের পদ দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শিখপতি বিপাশা ও চন্দ্রভাগার মুসলমান সর্দারগণের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এতদিন পঞ্জাবের মুসলমানদিগের চক্ষে কাবুলের সম্রাট সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণ বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু এখন হইতে মহারাজ রণজিৎ সিংহ সর্ব্ব প্রধান অধিরাজ বলিয়া পঞ্জাবের সকল সর্দার কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইলেন। বলিতে কি এখন হইতেই তিনি পঞ্জাবকেশরী বলিয়া গণ্য হইলেন। এই বর্ষে হোলি উৎসবে যেমন তিনি বিলাসবিভ্রমের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, আবার তাহার পরেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর ন্যায় পাপক্ষয়ের নিমিত্ত হরিদ্বারে আসিয়া স্নানদান করিলেন।

তীর্থ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাজস্ব বন্দোবস্তে মনোযোগ দিলেন। এই সময়ে রাজস্বের ডাক হইল; যে উচ্চ হারে আদায় দিতে স্বীকার পাইল, তাহারই সহিত আদায়ের বন্দোবস্ত হইল। তৎপরে তিনি ঝঙ্গের সর্দারের কর ১২০০০০৲ বাড়াইয়া লইলেন। এই কর বাড়াইয়া তিনি পুনরায় মুলতান-জয়ে অগ্রসর হইলেন। এবারও মুলতানের নবাব ৭০০০০৲ টাকা দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

এই সময়ে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেকের হস্তে পরাজিত যশোবন্তরাও হোলকর তাঁহার প্রধান সহকারী আমীর খাঁও ১৫ হাজার সৈন্য সহ শিখপতির নিকট সাহায্য পাইবার আশায় অমৃতসরে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে লর্ড লেকও বহু সৈন্য লইয়া ঝিলমতীরে আসিয়া ছাউনী করিলেন। সুচতুর পঞ্জাবপতি ইংরাজের সহিত বিবাদ সুবিধাজনক মনে করিলেন না। বরং তিনি (১৯এ ডিসেম্বর) ইংরাজ-শিবিরে দূত পাঠাইয়া মধ্যস্থ হইতে চাহিলেন। হোলকর আর সুবিধা নাই ভাবিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টকে উত্তর ভারতের তাঁহার সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। রণজিতের সহিত বৃটিশ গবর্মেণ্টের মিত্রতা স্থাপিত হইল। বিদেশীয় সৈন্য স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিল।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে তিনি সিন্ধুতীরে কতাস্-তীর্থে স্নান করিতে যান। প্রত্যাগমন কালে তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। এই সময় তিনি ঝিলম্ তীরে মিয়ানি নামক স্থানে অবস্থান করেন। লাহোরে আসিয়া তিনি শালামার উদ্যান ও আলীমর্দ্দন খালের সংস্কারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময় ছত্রি জাতীয় মাধমচাঁদ সমস্ত শিখ সৈন্যের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহাতে শিখসর্দারগণ রণজিতের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত পাত্রনির্ব্বাচনই রণজিতের সফলতার কারণ। ঐ বর্ষেই তিনি শতদ্রুপার হইয়া জিরা, মুক্তেশ্বর, কোটকপুরা, ধরমকোট, মরি ও ফরিদকোট জয় করেন। এই সময়ে পাতিয়ালার রাজা সাহেব সিংহের সহিত তাঁহার পত্নী রাণী আউস্ কুমারীর বিরোধ উপস্থিত হয়। রাণীর ইচ্ছা যে তাঁহার নাবালক কুমারের জন্য একটী স্বতন্ত্র রাজ্য পান। কিন্তু সাহেবসিংহ তাহাতে সম্মত ছিলেন না। রাণী ষড়যন্ত্রপ্রিয়া ও অতিশয় অভিমানিনী ছিলেন। তিনি মরাঠাসর্দার যশোবন্তরায়ের সাহায্যের আশাও পাইয়াছিলেন। কিন্তু লর্ডলেক আসিয়া পড়ায় ও মরাঠাসর্দারকে ফিরিতে বাধ্য হওয়ায় রাজারাণীর বিবাদের কিছু নিষ্পত্তি হইল না। কিন্তু এই অন্তর্বিবাদের সময় সুযোগ পাইয়া নাভার রাজা পাতিয়ালা আক্রমণ

করিলেন। এই সময় উভয় পক্ষেই কতকগুলি সর্দ্দার আসিয়া যোগদান করিল। ক্রমেই সংঘর্ষ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। শেষে উভয় পক্ষেই বিবাদনিষ্পত্তির জন্য লাহোরপতিকে আহ্বান করিলেন। রণজিৎ সিংহ এরূপ সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ২৬ এ জুলাই বিশহাজার অশ্বারোহী সহ পাতিয়ালারাজ্যে উপস্থিত হইলেন। নাভা ও ঝিন্দের রাজা রণজিতের দলে আসিলেন। কিন্তু এ সময়ে পাতিয়ালার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক সৈন্য থাকায় রণজিৎ তাঁহার কিছু করিতে পারিলেন না। পাতিয়ালা-সেনানায়কের অদ্ভুত গোলাবর্ষণ-কৌশল দেখিয়া শিখপতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পাতিয়ালাপতিই সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন। রণজিৎ সিংহ সন্ধি করিয়া তাঁহার নবজিত দোলাধি পাতিয়ালারাজকে ফিরাইয়া দিলেন এবং নাভারাজের নিকট হইতে ৫০০০০৲ টাকা নজরাণা আদায় করিলেন। ঐ বর্ষেই তিনি লুধিয়ানাপতি মুসলমান-রাজপুতবংশীয় রায় ইলিয়াস্ খাঁর বিধবা পত্নী নূরউন্নিশা ও লচমীকে তাড়াইয়া লুধিয়ানা দখল করিয়া তাহা ঝিন্দের রাজাকে প্রদান করেন। এইরূপে মিঞা গাউসের বিধবা পত্নীর নিকট হইতে আরা পরগণা কাড়িয়া লইয়া আপনার প্রিয় সেনাপতি মাখমচাঁদকে জায়গীর দান করিলেন। এইরূপে রায় ইলিয়াসের অধিকারভুক্ত মন্দালা, রায়কোট, যগ্রাওন্, বদ্দোবাল, তলবন্দী, ঢাকা, বাসিয়া প্রভৃতি জনপদ দখল করিয়া লয়েন। পাতিয়ালার সহিত সন্ধি হইল বটে, তাঁহার পত্নীর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য দূরীকরণের কোনরূপ উপায় হইল না।

উক্ত বর্ষে গোর্খা-সেনাপতি অমরসিংহ ঠাপা কাঙ্ড়া আক্রমণ করেন। এই সময়ে রণজিৎ জ্বালামুখী তীর্থ দর্শনে আগমন করেন। রাজা সংসারচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফতেচাঁদ আসিয়া শিখপতির নিকট সাহায্য চাহিলেন ও উপযুক্ত নজরাণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে রণজিৎ সদলে কাঙ্ড়া সীমান্তে উপনীত হইলে অমরসিংহের বিশ্বস্ত অনুচর জোরাবর সিংহ তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক নজরাণা দানে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু রণজিৎ আশ্রিতকে বিমুখ করিতে চাহিলেন না। অনতিকাল মধ্যেই গোর্খা সৈনাদলে মড়ক উপস্থিত হওয়ায় গোর্খাদলপতি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ছাউনী উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইলেন। গোর্খাদল প্রত্যাবৃত্ত হইলে রণজিৎ অঙ্গীকৃত নজরাণা গ্রহণ করিয়া কাঙ্ড়ারাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। আসিবার সময় তিনি নদাওনে সহস্র সৈন্য রক্ষা করিয়া সর্দ্দার ফতেসিংহকে বিজাবারে সদলে উপস্থিত থাকিতে আদেশ করেন। গোর্খাগণ পাছে সীমান্ত অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে এই উদ্দেশ্যে তিনি সীমান্ত দেশে সেনাস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিলেন।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শিখসর্দ্দারের অধিকৃত পশরুর ও চামার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। অনন্তর কসুরের পাঠানসর্দ্দার কুতব উদ্দীন্ খাঁকে অত্যাচারী দেখিয়া তিনি তাহাকে দণ্ডবিধানার্থ উক্ত বর্ষের ফেব্রুয়ারী মাসে সদলে অগ্রসর হইলেন। যশঃসিংহ রামগড়িয়ার পুত্র যোধসিংহও তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিল। আক্রমণকারী সেনাদল একমাস কাল নগর অবরোধ করিবার পর অন্নাভাবে নগরবাসীরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। শিখগণ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক অধিবাসিবৃন্দের প্রতি অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। কসুররাজ্য লাহোরের অধিকারভুক্ত হইল এবং সর্দ্দার নেহালসিংহ আতরীবালা তাহার শাসনকর্ত্তা হইলেন। কুতবউদ্দীন্ শতদ্রুর অপর পারস্থিত মান্‌লাত নগরে জায়গীর লাভ করিয়া তথায় গমন করিলেন।

লাহোরে আসিয়া রণজিৎ জয়ঘোষণার্থ দরবার করিলেন এবং অমৃতসরের শিখ হরমন্দরে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত কুতব উদ্দীনের লব্ধ সম্পত্তির কতকাংশ পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি দিপালপুর দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক মূলতান অবরোধ করেন, কিন্তু অধিক দিন কষ্ট না সহিয়া অবশেষে তিনি ৭০ হাজার টাকা নজর লইয়া সসম্মানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি বহাবলপুর অধিকারে উদ্যত হইলেন। নবাব সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি অদীন নগর ও কাঙ্গড়া শৈলপ্রান্তবাসী শিখ সর্দ্দারগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক নজরসংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রণজিৎ প্রত্যাবৃত্ত হইলে পাতিয়ালায় পুনরায় বিরোধ বাঁধে। বিবাদভঞ্জনার্থ পুনর্নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি হরি-কা-পত্তন নামক স্থানে শতদ্রু অতিক্রম করেন। তাঁহার সঙ্গে মাখম চাঁদ, ফতেসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিখ সেনাপতিগণ গমন করেন। কোট কপূরা, ভাদোর ও নাভা অতিক্রম করিয়া তিনি পাতিয়ালায় উপনীত হন। এখানে তিনি রাণীর নিকট হইতে একছড়া হীরকহার ও 'কাড়াখাঁ' নামক কামান উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। পাতিয়ালার গোলযোগ মিটাইয়া তিনি অম্বালা অভিমুখে গমন করেন। এখানে সর্দ্দার গুরুবক্স সিংহের বিধবা পত্নী রাণী দয়াকুমারীর নিকট নজরাণা গ্রহণ করিয়া তিনি কৈথলের ভাইলাল সিংহ, শাহাবাদের গুরুদত্ত

সিংহ, বুঁড়িয়ার ভগবান্ সিংহ, কালসিয়ার যোধসিংহ প্রভৃতি সরহিন্দ সর্দ্দারগণের নিকট হইতে করসংগ্রহপূর্ব্বক খিলাত দান করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি কুমার কিষণসিংহের অধিকৃত নারায়ণগড় দুর্গ আক্রমণ ও অবরোধ করেন। এই যুদ্ধে মহারাজের বিখ্যাত সেনানী ফতেসিংহ কলিয়ানবালা, মোহনসিংহ ও দেবসিংহ নিহত হন। যুদ্ধে জয়লাভের পর, ৪০ হাজার টাকা নজরাণা লইয়া শিখকেশরী রণজিৎ সর্দ্দার ফতেসিংহ আহলুবালিয়াকে নারায়ণগড়ের অধীশ্বরপদে বরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সহযোগী রাহোন্-দুর্গপতি দলীবালা সর্দ্দার তারাসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পত্নীগণ সহমরণে গমন করেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র রণজিৎ মৃতের ধনরত্ন ও ভূসম্পত্তি লাভের প্রত্যাশায় উক্ত দুর্গাভিমুখে স্বীয় সেনাদল প্রেরণ করেন। শিখ-সেনাদলের এই নৃশংস আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া জনৈক বর্ষীয়সী দলীবালা বিধবা রমণী সশস্ত্রা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় প্রাচীন দুর্গ প্রাচীর অচিরে শত্রু কর্ত্তৃক ভগ্ন হওয়ায় রাহোন্ দুর্গ শত্রুকরকবলিত হয়। ইহার পর তিনি নৌশেরা, মোরিন্দা, বহ্‌লোলপুর, ভরতগড় ও বদ্‌লি প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে রায়পুর, বনগ্রাম, সরহিন্দ্, জীরা, কোটকপুরা, ধরমপুর প্রভৃতি স্থান অধিকারকালে সর্দ্দার ফতেসিংহ, রাজা ভাগসিংহ, যশোবন্তসিংহ, গর্ভসিংহ, কর্ম্মসিংহ ও দেওয়ান মাখম সিংহ প্রভৃতি তাঁহার যে সকল সেনানী যুদ্ধে বীরত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারা জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শতদ্রু-যুদ্ধের অবসানে মহারাজ রণজিৎ সিংহ মনৌলীর জমিদারের নিকট হইতে ২০ হাজার, মনি-মাজ্‌রার গোপালসিংহের নিকট হইতে ৩০ হাজার, রোপারের সর্দ্দার হরিসিংহের নিকট হইতে ১৫ হাজার এবং দোয়াবের ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে ৮০ হাজার টাকা রাজকর আদায় করিয়াছিলেন।

উক্ত বর্ষের ডিসেম্বর মাসে মহারাজ রণজিৎ সিংহ লাহোরে প্রত্যাগত হইলেন। রাণী মহতাব কুমারী তাঁহাকে শেরসিংহ ও তারাসিংহ নামে স্বগর্ভজ দুইটী যমজ পুত্র দেখাইলেন। ঐ পুত্রদ্বয় মহতাব-কুমারীর গর্ভজাত নহে। সদাকুমারী জামাতাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে অপরের সদ্যোজাত দুইটী পুত্র ক্রয় করিয়া যথাসময়ে যমজ পুত্র প্রসূত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করাইয়াছিলেন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রণজিৎ সিংহ পর্ব্বতপদপ্রান্তস্থিত পাঠানকোট দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর যশরোতা, চম্বা, বসোলী প্রভৃতি পার্ব্বত্য রাজ্য তাঁহার করদ হইয়া আনুগত্য স্বীকার করে। মহারাজ যখন উত্তর পঞ্জাবের পার্ব্বত্য সেনাসমূহ অধিকারে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে দেওয়ান মোখমচাঁদ শতদ্রুর পূর্ব্বপারস্থিত সর্দ্দারদিগকে বশে আনয়নার্থ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারা সকলেই লাহোরাধিপতি মহারাজ রণজিৎকে আপনাদের একমাত্র অধীশ্বর এবং যুদ্ধকালে অশ্বারোহী সেনাদল দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

পর্ব্বতসানু হইতে নামিয়া রণজিৎ সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া ছাউনী করিলেন এবং পরাজিত, অথবা করদ সর্দ্দারগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক একটী মহতী সভা আহ্বান করিলেন। পঞ্জাবের যাবতীয় সর্দ্দারেরা সেই সভায় উপনীত হইয়া পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎকে আপনাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শিয়ালকোটের সর্দ্দার জীবনসিংহ ও গুজরের সাহেব সিংহ তাঁহার করদ হইতে অস্বীকার করায় রণজিৎ তাহাদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সাতদিন অবরোধের পর শিয়ালকোট-দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল। জীবনসিংহ বন্দী হইলেন, সাহেব সিংহ শিয়ালকোটাধিপতির দুর্দ্দশার কথা শ্রুত হইয়া রণজিতের বাহিনী গুজরাতে আসিবার পূর্ব্বেই স্বীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া মহারাজের সহিত সন্ধি করিলেন। উপযুক্ত কর দিয়া ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া সাহেব সিংহ সে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন। এখান হইতে রণজিৎ অখনূরে গমন করেন। তথাকার সর্দ্দার আলম খাঁ তাঁহাকে উপযুক্ত নজরাণা প্রদান করিলেন।

এই সময়ে হারণ-মিনারের (শেখপুরার) সর্দ্দার অরবেল সিংহ ও আমীর সিংহ পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ লুণ্ঠন করিয়া তদ্দেশবাসীকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। এই দুই দুর্বৃত্তকে দণ্ড বিধান জন্য তিনি স্বীয় অশ্বারোহী সেনাপতি ঘোস খাঁকে ৪ হাজার অশ্বারোহী সহ প্রেরণ করেন। কুমার খড়্গসিংহ নাম মাত্র এই অভিযানের নায়ক হইলেন। লাহোর-সৈন্য শেখপুরা দুর্গ অধিকার করিল। আমীর ও অরবেলসিংহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। যুদ্ধাবসানে মহারাজ এই স্থান যুবরাজ খড়্গসিংহকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। যুবরাজের মাতা রাণী নকাই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই দুর্গে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি আর লাহোর নগরে গমন করেন নাই।

ইহার অনতিকাল পরেই, বৃটীশ-গবর্মেন্টের পক্ষ হইতে এক জন উকীল মহারাজের জন্য উপহার লইয়া লাহোর দরবারে উপনীত হন। পঞ্জাবপতির সহিত সদ্ভাব-সংস্থাপনই

এই দূত-প্রেরণের উদ্দেশ্য। উকীলের প্রত্যাগমনকালে রণজিৎ সিংহ ৫ হাজার টাকা মূল্যের এক খানি খিলাত ও কতকগুলি দেশজাত মূল্যবান্ দ্রব্য বৃটীশ গবর্মেণ্টকে উপহার স্বরূপ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

উক্ত বর্ষে মহারাজ অমৃতসরে গুজরসিংহ ভঙ্গির ভগ্ন দুর্গের জীর্ণ সংস্কার করাইয়া গোবিন্দগড় নাম দেন। ঐ দুর্গে তাঁহার মূল্যবান্ সম্পত্তিসমূহ রক্ষিত হয়। ধনরত্ন ও দুর্গরক্ষার্থ ঐ স্থানে দুই সহস্র সেনা নিযুক্ত হইয়াছিল। দুর্গপ্রাকারস্থ উচ্চ ভূমি ২০টী বৃহৎ কামান দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। এই সময়ে মুলতানের নবাব পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত রাজকর না দেওয়ায়, বলপূর্ব্বক রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি ৫ হাজার অশ্বারোহীসহ বাবু বাজসিংহ, যশঃসিংহ ভঙ্গি ও কুতবউদ্দীন্ খাঁ (কসুর) প্রভৃতি সর্দ্দারগণকে পাঠাইয়া দেন। ইঁহারা তিন মাসের মধ্যে সমগ্র কর সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেওয়ান মাখম সিংহ আনন্দপুর-মখোবলের দক্ষিণস্থ সমুদায় ভূভাগ অধিকারপূর্ব্বক অন্তর্বেদী হইতে ৬ লক্ষ টাকা নজরাণা লইয়া রাজসকাশে আগমন করিলেন।

এই সময়ে আহ্মদ শাহ জমানের প্রিয় সচিব ঠাকুরদাসের পুত্র এবং শাহ সুজার রাজস্ব-সচিব ভবানীদাস রাজদরবারের প্রতি বিরক্ত হইয়া লাহোরে উপনীত হন। মহারাজ সাদরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া রাজস্ব-বিভাগের কর্তৃপদে নিয়োজিত করিলেন এবং করমচাঁদকে রাজমোহরের (Lord of the Privy Seal) পদ দিলেন।

রণজিতের রাজ্যস্পৃহা এবং পররাজ্যাপহরণপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মালব ও সরহিন্দবাসী শিখগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা লাহোরপতির সর্ব্বগ্রাসনী শক্তির অঙ্গভূত হইবার আশঙ্কার উপায়ান্তর নির্দ্ধারণের নিমিত্ত একটী সভা সংগঠন করিলেন। পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাভার শিখসর্দ্দারগণ সমানা নামক স্থানে একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, রণজিতের বশ্যতাস্বীকার অপেক্ষা অপরের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করা শ্রেয়স্কর। তদনুসারে উক্ত বর্ষের মার্চ্চ মাসে ঝিন্দের পক্ষে রাজা ভাগসিংহ, কৈথলের সর্দ্দার ভাইলাল সিংহ, পাতিয়ালার দেওয়ান সর্দ্দার চেনসিংহ এবং নাভারাজপ্রতিনিধি মীর গোলাম হুসেন দিল্লীতে গমন করিয়া ইংরাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইংরাজ-প্রতিনিধি মিঃ সেটন প্রত্যক্ষে লাহোরপতির বিরুদ্ধাচারী হইবেন না, কিন্তু সুবিধা পাইলে পরোক্ষে তাঁহাদের সাহায্য দান করিতে পারিবেন একথা জানাইলেন। রণজিৎ সিংহ লাহোরে থাকিয়া এই সংবাদ পাইলেন। স্বজাতীয় গৃহশত্রুগণ যাহাতে ইংরাজের সাহায্য লাভ না করে, অথবা ইংরাজপক্ষে মিলিত হইয়া সম্যক্ উন্নত শিখশক্তিপুঞ্জের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ না হয়, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি ইংরাজমুখাপেক্ষী ও ইংরাজের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান সর্দ্দারদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য অমৃতসরে একটী সভা আহূত হইল। রণজিৎ যথাসাধ্য তাঁহাদের আশঙ্কা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে য়ুরোপখণ্ডে ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিজয়দুন্দুভি চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইতেছিল। ফরাসী সৈন্যের প্রচণ্ড বিক্রমে পাশ্চাত্যরাজন্যবর্গ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। রুষসম্রাটের সহিত নেপোলিয়নের সন্ধি লক্ষ্য করিয়া ইংরাজরাজের মনে এক কাল্পনিক আশঙ্কা সমুপস্থিত হইল এবং পাছে তুর্ক ও পারসিকদিগের সাহায্যলাভ করিয়া ফরাসীসৈন্য ভারত আক্রমণ করে, এই ভয়ে তাঁহারা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ভারতপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো নেপোলিয়ানের সংকল্প-সংসিদ্ধির অন্তরায় ঘটাইবার জন্য ভারতসীমান্তস্থিত রাজন্যগণের সহিত সদ্ভাবস্থাপন দ্বারা বৃটিশ বলবৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিলেন। তদনুসারে তিনি মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন্‌কে কাবুলরাজদরবারে, সর জন্ মাল্‌কম্‌কে তিহারাণে এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে চার্লস্ মেটকাফকে (পরে লর্ড) লাহোর-দরবারে মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরণ করেন।

মহারাজ রণজিৎ এই সময়ের মধ্যে স্বীয় প্রভাব সমগ্র পঞ্চনদে এরূপ বিস্তৃত করিয়াছিলেন যে তথাকার সর্দ্দারবর্গ ভয়ে বা ভক্তিতে তাঁহাকে পঞ্জাবের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। স্বজাতিসাহায্যে আপনাকে দৃঢ়বল জানিয়া তিনি একদিন শতদ্রু হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে শিখজাতির একটী বিস্তীর্ণ স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। মেটকাফ কসুর নগরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। মহারাজ ইংরাজদূতের সন্ধি প্রস্তাবে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। কারণ তাঁহার মনে সেই সময়ে শতদ্রু-বিজয়বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আজিজ্ উদ্দীনকে ইংরাজ দূত সমভিব্যবহারে পশ্চাদনুবর্ত্তন করিতে আদেশ দিয়া ফিরোজপুরে উপনীত হইলেন, এখানে নজরাণা লইয়া ফরিদকোট ও মলেরকোটলা জয় করেন। শেষোক্ত দুইটী স্থান হইতে তিনি বহু ধনরত্ন ও কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি অম্বালা অভিমুখে প্রস্থান করেন, আসিবার সময় উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহ লুণ্ঠন

করিয়া ছারখার দিয়াছিলেন। অম্বালায় গণ্ডাসিংহের হস্তে সৈনাপত্য প্রদান করিয়া তিনি শনিবাল, চাঁদপুর, ঝন্দর, ধারী ও বহরমপুর অধিকারপূর্ব্বক দেওয়ান মাখমচাঁদের হস্তে সমর্পণ করেন। রহিমাবাদ, মচিবাড়া, কল্লা, ক্রকোট, চল্লগাড়ী ও করলাবাড় প্রভৃতি স্থান করম সিংহ, ফতেসিংহ প্রভৃতি প্রিয়সর্দ্দারগণের অংশে পড়ে। অতঃপর শাহাবাদের সর্দ্দার করমসিংহের পুত্রগণের ও থাণীশ্বরাধিপতির নিকট হইতে তিনি বলপূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করিয়া লয়েন।

শাহাবাদে থাকিয়া রণজিৎ পাতিয়ালাপতি রাজা সাহেব সিংহের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন। লথনৌর নগরে বাবা নানকের বংশধর গুরু সাহেব সিংহ বেদীর শিবিরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। সন্ধিপত্র দ্বারা উভয়ে চিরবন্ধুতায় আবদ্ধ হন। এথান হইতে রণজিৎ সদলে অমৃতসরে আসিয়া ইংরাজ-দূতের সহিত মিলিত হন। রণজিতের পদানুসরণ করা কষ্টকর বিবেচনায় মেটকাফ পূর্ব্বেই শতদ্রুতীরবর্ত্তী ফতেহাবাদ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। গবর্ণর জেনারেল তাহাকে লিখিয়া জানাইলেন যে, লর্ড লেকের বর্ণিত সর্ত্তানুসারে শতদ্রু নদীই তাঁহার রাজ্যের সীমা শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগবাসী শিখসর্দ্দারগণ ইংরাজ গবর্মেণ্টের আশ্রয়াধীন, সুতরাং তাঁহাদের সহিত পঞ্জাবপতির সংস্রব ছেদন করাই কর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যতে তিনি যেন আর তাঁহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কর আদায় না করেন। পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়াও তিনি স্বীয় লব্ধরাজ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ইংরাজ-গবর্মেণ্টের সহিত এই সূত্রে ভাবীসমরের আশঙ্কা করিয়া তিনি রণসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ দিকে লর্ড মিণ্টো অবসর বুঝিয়া সর-ডেভিড্ অক্টরলোনীকে ইংরাজ সেনাসহ শতদ্রুতীরে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি মালব ও সরহিন্দের সর্দ্দারগণকে স্ব স্ব রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া সাধারণকে ইংরাজের আশ্রয়প্রভাব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রাণী দয়া কুমারী অম্বালায় এবং পূর্ব্বকথিত পাঠান-সর্দ্দার মালের-কোটলায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজ-সেনানীর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিল। তিনি লুধিয়ানায় শিবির স্থাপন করিয়া ইংরাজের শক্তি সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট ছিলেন।

এই সময়ে অমৃতসরে মহরমের পর্ব্ব উপলক্ষে অকালী শিখদিগের সহিত মুসলমানদিগের বিরোধ বাধে। ইংরাজ-দূতের সহগামী সেনাদল ঐ সময়ে পর্ব্বে যোগদান করিয়াছিল। দুই দলের যুদ্ধে শিখগণ পরাভূত হইল দেখিয়া রণজিৎ অকালীদিগের বৃথা অত্যাচারনিবন্ধন ইংরাজ-দূতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং ইংরাজরাজের প্রার্থনানুসারে তৎকালে শতদ্রুর দক্ষিণ দেশ হইতে স্বীয় সেনাদল সরাইয়া লইলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ এ এপ্রিল তারিখের সন্ধি অনুসারে স্থির হইল, রণজিৎ সিংহ দক্ষিণ শতদ্রুর ভূভাগসমূহ আর জয় করিতে অথবা কখনও তাঁহাদের উপর কখন আপনার প্রভুত্বস্থাপনে চেষ্টা করিবেন না। অনন্তর আশ্রিত সর্দ্দারগণের ও পঞ্জাবপতির গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট লুধিয়ানা নগরে একটী ছাউনী স্থাপন করেন। বক্সি নন্দসিংহ ভাণ্ডারী ইংরাজ-শিবিরে মহারাজের দূতস্বরূপ রহিলেন এবং ইংরাজ পক্ষ হইতে খুস্‌বক্ত রায় নামক জনৈক কায়স্থ লাহোর দরবারে সংবাদলেখকরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের সন্ধি হইল বটে, কিন্তু উভয় পক্ষের কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। সর্ চার্লস মেটকাফ প্রত্যাবৃত হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি লুধিয়ানার অপর পারে অর্থাৎ শতদ্রুর উত্তর কূলে ফিলৌর দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া দেওয়ান মাখমচাঁদকে তথাকার কেল্লাদার নিযুক্ত করেন। এই অবসরে অমৃতসরের গোবিন্দগড় দুর্গও দৃঢ় করিয়া লন। দুর্গাদি দ্বারা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া রণজিৎ স্বয়ং উত্তরদিকের পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহ জয় করিতে বহির্গত হইলেন।

এ দিকে গোর্খাসর্দ্দার অমরসিংহ ঠাপা পুনরায় কাঙ্ড়া অবরোধ করায় রাজা সংসারচাঁদের প্রার্থনায় সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাকে কাঙ্ড়া উদ্ধার করিতে যাইতে হয়। পাঠানকোট, জ্বালামুখী, যশরোতা, নূরপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া কাঙড়া দুর্গের সমীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু রাজা সংসারচাঁদ গোর্খা সর্দ্দারের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন জানিয়া রণজিৎ উভয় পক্ষকে হাতে রাখিতে চেষ্টা পাইলেন। তাঁহার অধীনস্থ পার্ব্বতীয় শিখসর্দ্দারগণ সম্পূর্ণরূপে গোর্খাদিগের রসদ বন্ধ করিয়াছে দেখিয়া চক্রান্তকারী সংসারচাঁদের সর্ব্বনাশ সাধন-মানসে কাঙড়া দুর্গ সমীপে উপনীত হইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার জানাইলেন। সংসারচাঁদ তাঁহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় যুদ্ধ বাঁধিল। গোর্খাসর্দ্দার অমরসিংহ মিত্র পক্ষে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন। কাঙড়া দুর্গ রণজিতের কবলিত হইল। দেশাসিংহ মজিথিয়া কাঙড় দুর্গের কিল্লাদার এবং কাঙড়া, চম্বা, নূরপুর, কোটলা, শাহপুর, যশরোতা, বসোলি, মালকোট, দশবান্,

শিবা, গোলের, কোলহর, মণ্ডী, সুকেত, কুলু ও দাতারপুর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় সামন্ত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। পাহাড় সিংহ তাঁহার অধীনে সেনানায়ক রহিলেন।

এখান হইতে জ্বালামুখীতে আসিয়া শিখপতি পূজাদি সমাপন করেন। অনন্তর জালন্ধর দোয়াবে উপনীত হইয়া বাঘেলসিংহের বিধবা পত্নীর নিকট হইতে হরিয়াণারাজ্য এবং ভূপসিংহ ফৈজুল-পুরিয়ার অধিকৃত প্রদেশ কাড়িয়া লইলেন।

উক্ত বর্ষের শেষ মাসে উজীরাবাদের সর্দ্দার বোধ সিংহ পরলোক গমন করিলে রণজিৎ কালবিলম্ব না করিয়া মৃতরাজার সম্পত্তি অধিকারার্থ গমন করেন, কিন্তু তৎপুত্র গণ্ডাসিংহ ১ লক্ষ টাকা নজরাণা প্রদান করায় অব্যাহতি পাইলেন। অতঃপর গুজরাতের সাহেব সিংহ ভঙ্গি ও তৎপুত্রের মধ্যে কলহ উপস্থিত দেখিয়া তিনি চন্দ্রভাগা অতিক্রম পূর্ব্বক সেই দিকে ধাবিত হইলেন এবং যথাক্রমে তাঁহাদের অধিকৃত ইসলামপুর, মহবার, জালালপুর প্রভৃতি অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার প্রধান অমাত্য ফকির আজিজ্-উদ্দীন্ এই সুযোগে গুজরাত দখল করিয়া লইলেন। মহারাজ রণজিৎ আজিজের এই বীরত্বদর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে খিলাত দিলেন এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নূর্ উদ্দীন্‌কে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে দেওয়ান ভবানীদাস তাঁহার পক্ষে জম্বু দখল করিয়া দোগ্‌রা সর্দ্দার দেহুকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ঝিলামে নদীর পশ্চিমপারস্থ সর্দ্দারদিগকে পরাজিত করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

১৮১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রণজিৎ শুনিলেন যে কাবুলপতি শাহ সুজা উলমুলুক যুবরাজ শাহ মাহ্মুদ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আটক নদী অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি সদলে যাইয়া খুসাব নগরে শাহসুজাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু এ সুযোগে কোনরূপ সুবন্দোবস্ত হইল না। শাহ সুজা পেশাবরবাসীর সাহায্যে যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু মাহ্মুদকে পরাজিত করিতে না পারায় পুনরায় শতদ্রুর পারে পলাইয়া আসিলেন।

অতঃপর রণজিৎ খুসাব্ ও শাহিবাল জয় করেন। শাহিবাল সর্দ্দার ফত্তে খাঁ সপরিবারে বন্দিভাবে লাহোরে আনীত হইয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি ৪র্থ বার মূলতান-বিজয়ে অগ্রসর হন। দুই মাস অবরোধ ও ভীষণ গোলাবৃষ্টির পরও যখন শিখগণ কিছুতেই মূলতান অধিকার করিতে পারিলেন না, তখন রণজিৎ পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাজকর-প্রাপ্তিতে প্রীত হইয়া লাহোর নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর কিছুদিন অশ্বারোহী সেনাদলের সামরিক সংস্কারে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি পুনরায় উজীরাবাদ আক্রমণার্থ সেনা প্রেরণ করেন। অমরিক ও গণ্ডসিংহকে জায়গীর দান করিয়া তিনি প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক ঐ স্থান এবং বাঘেল সিংহের পত্নী রাণী রামকুমারীর জায়গীর বাহাদুরগড় অধিকার করিয়া লন।

দশেরা উৎসব সমাপন করিয়া মহারাজ রণজিৎসিংহ অক্টোবর মাসে মরফা-সর্দ্দার নিধান সিংহকে আক্রমণ করিলেন। জাতীয় প্রথা মত বাবা মুলকরাজ ও জমিয়াত সিংহ বেদী নামক শিখ পুরোহিতগণের নির্দ্দেশে এবং মহারাজের নিকট জায়গীর পাইবার অঙ্গীকারে বৃদ্ধ নিধানসিংহ তাঁহার দস্কাদুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া রণজিতের শিবিরে আসিয়া আত্মসমর্পণ করেন। হল্লোবালিয়া সর্দ্দার ভাগ সিংহ এই সময়ে মহারাজের অপ্রিয়ভাজন হওয়ায় সপুত্র বন্দী হন এবং তাঁহার সম্পত্তি লাহোর অধিকারভুক্ত হয়। দেওয়ান মাখমচাঁদ এই অবকাশে ভীমবার, রাজায়ুরী ও গাঙ্গগিরি দুর্গ অধিকার করিয়া লন। অতঃপর মহারাজ রণজিৎ পিণ্ডদাদন খাঁ সমীপবর্ত্তী তিনটী দুর্গ জয় করেন।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদশাহ ১২ হাজার আফগান সেনা লইয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। রণজিৎ যুদ্ধের আশঙ্কা করিয়া সত্বর রাবলপিণ্ডী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শাহের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বীয় সেনানীগণের সাহায্যে মুলতান ও ঝাঝার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র স্থান, কোটলা দুর্গ, ফৈজুলপুরীয়াদিগের অধিকৃত প্রদেশ, জালন্ধর, ফিল্লোর, পট্টি হেটপুর প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লাহোরনগরে কুমার খড়্গসিংহের সহিত চাঁদকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম হয়। ইংরাজ সেনানী অক্টরলোনী নিমন্ত্রিত হইয়া লাহোরে আগমন করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ অতিথিসৎকারে সাধ্যমত ক্রটি করেন নাই। এই সময়ে উভয় পক্ষে এরূপ সদ্ভাব স্থাপিত হয় যে, মহারাজ হোলী পর্ব্বেও ইংরাজ-প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

কুমারের বিবাহের পর তিনি পুনরায় ভীমবার আক্রমণে উদ্যোগ করেন। ভীমবারপতি সুলতান খাঁ আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার না করিয়া রণজিৎ তাঁহাকে লাহোর নগরে ৬ বৎসর কারারুদ্ধ রাখেন। ভীমবার অধিকারের পর, তিনি পুনরায় রাজায়ুরী, জম্বু, আখনুর, সুজানপুর, কোট-কমালিয়া প্রভৃতি স্থান জয় এবং মূলতান,

মিঠা-ত্বানা, উচ্ছ প্রভৃতি স্থানের সর্দ্দারগণের নিকট কর সংগ্রহ করেন।

এই সময়ে কাবুলপতি শাহমাহ্মুদের উজীর ফতে খাঁ কাশ্মীর আক্রমণ করেন। কাবুল-রাজমন্ত্রী মহারাজ রণজিৎ সিংহকে তাহার সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে দেওয়ান মাখমসিংহের অধীনে দ্বাদশ সহস্র শিখ-সৈন্য প্রেরিত হইল। তথাকার শাসনকর্ত্তা আতা মহম্মদ পলায়ন করিলে ফতে খাঁ শাহ মাহ্মুদের পক্ষ হইতে কাবুল উপত্যকা দখল করিল। শিখসেনা এই যুদ্ধে বিশেষরূপ সহায়তা না করায় কাবুলমন্ত্রী প্রতিশ্রুত লুণ্ঠন ভাগ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া রণজিৎ আফগানদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য রণসজ্জা করিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আটক দুর্গ দখল করিয়া তিনি যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। হাইদার নামক স্থানে দেওয়ান মাখম চাঁদের সহিত আফগান সেনানী দোস্ত মহম্মদ খাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শিখেরা জয় লাভ করে এবং আফগানগণকে খয়রাবাদ হইতে তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর রণজিৎ কাশ্মীর অধিকারে পুনরুদ্যত হন। পীর পঞ্জাল পর্ব্বতের শিখরদেশ তুষারসমাচ্ছন্ন এবং শিখ সৈন্য সেই পথ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেবারও অভিযান স্থগিত থাকে।

এই সময়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহ মখদ প্রদেশের আফগান-অধিপতির অত্যাচারকাহিনী শুনিতে পান। তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য শিখসৈন্য প্রেরিত হয়। মখদ-সর্দ্দার বালি খাঁ আটক দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলাইলে ঐ স্থান শিখরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইহার সমকালে দেওয়ান ভবানীদাস হরিপুর পার্ব্বত্য রাজ্য অধিকার করেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে রণজিৎ দিল্লী হইতে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক গঙ্গারামকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়া সেনা-বিভাগের অধ্যক্ষ বক্সির পদ দান করেন। এই সময়ে তিনি কাশ্মীর-যুদ্ধে বন্দীকৃত শাহসুজার নিকট হইতে কৌশলে 'কোহিনুর' হীরক অপহরণ করিবার চেষ্টা পান। যখন জায়গীরাদির প্রলোভনেও তিনি সংকল্পসিদ্ধির কোন উপায় দেখিলেন না, তখন অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে ঐ রত্নসংগ্রহের ব্যবস্থা দেখিতে লাগিলেন। অত্যাচারপ্রপীড়িত শাহসুজা অবশেষে উক্ত মণি রণজিৎকে প্রদান করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শিখপতি তাঁহার গুপ্ত মণিমাণিক্যাদি আহরণের চেষ্টায় পুনরায় তাঁহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ভাই রামসিংহের অধীন কতকগুলি স্ত্রীলোক পাঠাইয়া তাঁহার অন্তঃপুর তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া যে সকল রত্ন পাওয়া গেল, রণজিৎ তৎসমুদায়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া এক দিন সামান্য রমণীর বেশে শকটারোহণে রাজকুলকামিনীগণ নগরের বাহির হইয়া লুধিয়ানায় ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া রণজিৎ পুনরায় শাহকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করেন। যেখানে শাহের যাহা কিছু মণিরত্ন পাওয়া গেল, তাহাও শিখপতি গ্রহণ করিলেন। অবশেষে শাহ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গভীর নিশীথে গোপনে নগরদ্বার অতিক্রম করিয়া ইরাবতী নদী সন্তরণ পূর্ব্বক গুজরাণাবালা হইয়া গো-যানে কস্থু যাত্রা করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি পনরায় কাশ্মীর উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে হোলী উৎসব সমাধানান্তে মহারাজ কাঙ্গড়ার সমীপবর্ত্তী পার্ব্বতীয় সামন্তরাজগণের নিকট করসংগ্রহার্থ অদিনানগরাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করেন। অতঃপর জুলাই মাসে তিনি স্বয়ং কাশ্মীর-বিজয়ে অগ্রসর হন। রাজাযুরীর রাজা আগর খাঁর কুটপরামর্শে তিনি স্বীয় সেনাদল দুই পথে পাঠাইয়া দেন। বৈরামগলা, পীর পঞ্জাল, হীরাপুর, সুপীন ও তোষু-ময়দানে শিখদিগের সহিত পঞ্চাধিপতি উজীর রুহুল্লা খাঁর আফগান সৈন্যের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শিখসৈন্য পরাজিত হইয়া লাহোরে প্রত্যাগমন করে। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে রণজিৎ মণ্ডী ও পঞ্চনগর অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিয়া দেন।

মহারাজ মনোদুঃখে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পীড়িত মাখমচাঁদের রোগবৃদ্ধির সংবাদ পাইলেন। অনতিকাল পরেই ফিল্লোর দুর্গে বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ও সমরকুশলী সেনাপতি দেওয়ান মাখমচাঁদের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়িলেন। শিখ সম্প্রদায় এই উন্নতমনা রাজভক্ত বীরের মৃত্যুজন্য বিশেষ শোকপ্রকাশ করিয়াছিল। মহারাজ দেওয়ানের পুত্র মতিরামকে ফিল্লোর দুর্গ ও জালন্ধর দোয়াবের শাসনকর্ত্তা ও দেওয়ান এবং কাশ্মীর যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়া তাঁহার পৌত্র রামদয়ালকে শিখসৈন্যের প্রধান সেনাপতিপদ দান করিয়াছিলেন।

১৮১৫ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তিনি রাজাযুরী, ভীমবার, রামগড়, নূরপুর, যশবাল, বহাবলপুর, ভক্কর, মানকেরা, উচ্ছ, পাকপত্তন ও মুলতান প্রভৃতি নানাস্থানের সর্দ্দারগণকে নির্জ্জিত করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন ও নজরাণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর কুমার খড়্গসিংহ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মানকেরা, হাজারা ও মুলতানে অভি-

মুখে অভিযান করেন। দুইবার মুলতান অধিকারে অসমর্থ হইয়াও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মুলতান দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়। দুর্গাধিপতি নবাব মুজঃফর খাঁ স্বপুত্র রণে নিহত হন। জয়ের পর শিখসৈন্য দুর্গ ও নগর লুণ্ঠন করে। অতঃপর বিজয়ী সেনাদল মুজাবাদ দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল।

যুদ্ধজয়ের পর রণজিৎ নবজিত রাজ্যের সুশাসনের বন্দোবস্ত করিলেন। দাল সিংহ, যোধসিংহ, ধন্নসিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারগণের উপর নগর ও দুর্গের পুনঃ সংস্কারভার অর্পিত হইয়াছিল। এই সময়ে জমাদার খুসালসিংহ কোন কারণে মহারাজের অপ্রিয় হইয়া পড়ায় মিঞা ধ্যানসিংহ সেই দরবার-সচিবের (Chamberlain) পদ প্রাপ্ত হন।

মুলতান-অধিকারের পর রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে মহারাজ রণজিৎ কিছুদিন নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করেন। এই সময়ে কাবুলে রাজবিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া তিনি উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় তদ্দেশাভিমুখে অগ্রসর হন এবং খয়রাবাদ, জাহাঙ্গীরা, পেশবার প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া লন; কিন্তু তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতেই দোস্ত মহম্মদ খাঁ পুনরায় পেশাবর দখল করিয়া মহারাজের কর্ম্মচারী জাহানবাদ খাঁকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলহুর রাজধানী বিলাসপুর আক্রমণ করেন। ইংরাজরাজ সর্দ্দারের পক্ষাবলম্বন করায় তিনি ভগ্ন মনোরথ হইয়া অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হন। তদনন্তর সেই সেনাদল লইয়া তিনি তৃতীয়বার কাশ্মীর অভিযান করেন। দেওয়ান চাঁদ, খড়্গসিংহ ও স্বয়ং মহারাজ এই যুদ্ধে সেনা পরিচালনা করিয়াছিলেন। সুপীন-যুদ্ধে আফগানগণ পরাজিত হইলে কাশ্মীর-রাজ্য শিখদিগের অধিকারভুক্ত হয় এবং দেওয়ান মতিরাম তথাকার প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

অতঃপর লাহোরে দশেরা উৎসব সমাধা করিয়া তিনি পুনরায় মুলতান, বহাবলপুর ও শক্কর পর্য্যন্ত সিন্ধুদেশ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন।

কাশ্মীর ও মুলতান যুদ্ধের সময় রাণী মহতাব কুমারীর অনুকরণে রাণী দয়াকুমারী দুইটী পুত্র সংগ্রহ করিয়া স্বগর্ভজাত বলিয়া ঘোষণা করেন। মহারাজ ঐ দুই পুত্রের নাম কাশ্মীরাসিংহ ও পেশোরা সিংহ রাখেন। রাণী রতনকুমারীর পুত্রের নাম মুলতান সিংহ রাখা হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মুলতানের হিসাবনবিশ পদে সাবনমল্লের নিয়োগ, জমাদার খুসালসিংহ কর্ত্তৃক দের-গাজি-খাঁ অধিকার, মানকেরা-সর্দ্দার হাকিজ আক্তব খাঁর নিকট হইতে "সফেদ পরি" নামক বিখ্যাত অশ্বপ্রাপ্তি, হাজারা অভিযান ও তৎপ্রসঙ্গে দেওয়ান রামদয়ালের মৃত্যু, সর্দ্দার হরিসিংহকে কাশ্মীর শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ, মতিরামের বারাণসী গমন ও পুনরাহ্বানপূর্ব্বক পূর্ব্বপদে নিয়োগ, বিদ্রোহী দোগ্‌রা সর্দ্দার দেদুকে যুদ্ধে বিনাশ করিবার জন্য গোলাবসিংহের জায়গীরপ্রাপ্তি, ভ্রমণকারী উইলিয়ম মুরক্রফ্‌টের লাহোর-পরিদর্শন, ইংরাজবন্দী মহারাষ্ট্র সর্দ্দার আপাসাহেবের সন্ন্যাসিবেশে অমৃতসরে আগমন ও রণজিতের সাহায্যপ্রার্থনা, শ্বশ্রূ সদাকুমারীর সহিত বিরোধ ও তাঁহার রাজ্য অধিকার, রাবলপিণ্ডীবিজয় পৌত্র নবনেহালসিংহের জন্ম, কৃষ্ণবার, মানকোট, দক্ষিণ মুলতান, ভক্কর, দেরা ইস্‌মাইল খাঁ, খানগড়, লেইয়া, মজগড় ও মানকেরা প্রভৃতি স্থান ও দুর্গ অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মানকেরার নবাব আত্মসমর্পণ করিলে সর্দ্দার আমীর সিংহ সিন্ধিয়ান্‌ৱালিয়াকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া রণজিৎ রাজকুমার খড়্গকে ভক্কর ও লেইয়ার শাসনভার অর্পণ করেন। তৎপরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি পুনরায় নারা ও সরাই জেলা আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত ফরাসাবার নেপোলিয়ান বোনাপার্টের বিশ্ববিজয়ী শক্তি ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে অবসাদপ্রাপ্ত হইলে, ফরাসী সেনানীগণের সামরিক বিষয়ে উন্নতিলাভ দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবার আশা নির্ম্মূল হইয়া যায়। তখন কএকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ফরাসী যুবক যুদ্ধবিভাগে কর্ম্মগ্রহণের আশায় পারস্যের শাহের নিকট আসিয়া উপনীত হন। এখানে তাঁহারা সেনাবিভাগে উপযুক্ত পদ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের প্রবল পরাক্রম ও রণোৎসাহের সংবাদ পাইয়া তাঁহারা রণজিতের সভায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পথে পাছে বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় তাঁহারা মুসলমানের বেশে কান্দাহার ও কাবুল দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে ভারতে প্রবেশ করিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহারা লাহোর-দরবারে উপনীত হইয়া মহারাজ রণজিৎসিংহের সমীপবর্ত্তী হইলেন ও আপনাদের মনোভিপ্রায় জানাইলেন। রণজিৎ প্রথমে বৈদেশিককে বিশ্বাস করেন নাই। অবশেষে তাঁহাদের সরল প্রস্তাবে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া শিখসৈন্যদিগকে য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষাদানের জন্য তাঁহাদিগকে নিয়োগ করেন। কর্ম্মদানের পূর্ব্বে রণজিৎ তাঁহাদিগকে গোমাংসভক্ষণ ও শ্মশ্রুমুণ্ডন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

প্রথমে যে দুইজন সেনানী কাবুল পথে ভারতে আইসেন, তাঁহাদের নাম—ভেন্তুরা ও আলার্ড। তাঁহারা লাহোর নগরের

বাহিরে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া অশ্বারোহী সেনাদিগকে স্বদেশীয় প্রথায় শিক্ষাদান করিয়া এরূপ সমুন্নত করিয়াছিলেন যে, মহারাজ তদ্দর্শনে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হন। ইহার তিন চারি বর্ষ পরে, স্পেনবিজয়ী ফরাসী সেনাপতি মার্শাল বেসেরিসের এডিকং সেনানী কোর্ট ও আবিতাবিলে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে পেশাবরের শাসনকর্ত্তা য়ারমহম্মদ খাঁর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক নজরাণা লাভ করায়, মহম্মদ আজিম খাঁ রণজিতের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। আজিম খাঁ ভ্রাতার আচরণে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং পেশাবরে উপনীত হইলেন। রণজিৎও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সেনা প্রেরণ করিলেন। একটী খণ্ডযুদ্ধের পর শিখসৈন্য জাহাঙ্গীরা দুর্গ অধিকার করায় আফগানদিগের ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। পুনরায় উভয়পক্ষে নৌশেরায় যুদ্ধ বাঁধিল। শিক্ষিত খালসা সৈন্যের নিকট আফগানগণ পরাভব স্বীকার করিল। দোস্তমহম্মদ ও য়ারমহম্মদ খাঁকে পেশাবরের শাসনভার দিয়া মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লুধিয়ানা-নিবাসিনী জনৈক য়ুরোপীয় মহিলার সহিত মহারাজের প্রিয় সেনাপতি জেনারেল ভেঞ্চুরার বিবাহ হয়। এই বিবাহে শিখপতি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্মদ নামক য়ুসুফজৈ পর্ব্বতবাসী জনৈক মুসলমান আপনাকে ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া ঘোষণা করে এবং পেশাবর ও আটকের মধ্যস্থলবাসী স্বীয় শিষ্যসম্প্রদায়কে একত্র করিয়া শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয়। আকোরা নামক স্থানে সৈয়দের অনুচরগণ পরাজিত হয় এবং পর্ব্বতের অন্তরালে অথবা গুহা মধ্যে আশ্রয় লাভ করে।

উক্ত বর্ষে মহারাজ স্বীয় প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান মতিরাম ও ফকির আজিজ উদ্দীনকে ভারতপ্রতিনিধি লর্ড আমহার্ষ্টের সহিত সাক্ষাতের জন্য শিমলা-শৈলে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর রণজিতের প্রতি সৌজন্যতা দেখাইবার জন্য মহামতি লাটবাহাদুর অমৃতসর রাজধানীতে ইংরাজপক্ষ হইতে মহারাজের জন্য উপঢৌকনাদি দিয়া এক মিশন পাঠান। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ প্রাকারবেষ্টন দ্বারা অমৃতসর সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রণজিৎ দেওর বংশধর মিঞা ধ্যানসিংহ, গোলাব সিংহ ও সুচেতসিংহের লাহোর দরবারে প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে। মহারাজের কৃপালাভ করিয়া ধ্যানসিংহ শীঘ্র উজীরপদ ও 'রাজা-ই-রাজগান্ রাজা হিন্দপৎ রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করিলেন। ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ রণজিতের অতিশয় প্রিয় ছিল। মহারাজ তাহাকে এক দণ্ডও চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না। ঐ দ্বাদশ বর্ষীয় বালক মহারাজের সমক্ষে একখানি কেদারায় উপবিষ্ট থাকিয়া নিরন্তর মহারাজের সহিত বাক্যালাপ করিত। অপর সকল উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীকেই নিম্নাসনে বসিতে হইত।

রাজা সংসারচাঁদের কন্যার সহিত হীরাসিংহের বিবাহ দিবার জন্য ধ্যানসিংহ মহারাজের নিকট আবেদন করেন। সংসারচাঁদের মহিষী এরূপ নীচ ঘরে কন্যাদান করিলে বংশের সম্মান হানি হইবে জানিয়া কন্যাদান করিতে অস্বীকৃতা হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া শতদ্রুর দক্ষিণে ইংরাজরাজের অধিকারে পলাইয়া আসিলেন। এই স্থানে সংসারের পত্নী ও পুত্র অনিরুদ্ধ চাঁদের মৃত্যু হওয়ায় রণজিৎ তদ্রাজ্য অধিকারে গমন করেন এবং সংসারচাঁদের অপর পত্নীর গর্ভজাতা দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। পরে তিনি সমধিক সমারোহের সহিত উচ্চ বংশে হীরাসিংহের বিবাহ দিয়াছিলেন (১৮২৯ খৃঃ)।

এই সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সৈয়দ আহ্মদ পুনরায় মুসলমান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিন্ধুনদ অতিক্রমপূর্ব্বক পেশাবর অধিকার করে। জেনারল ভেঞ্চুরা, আলার্ড, হরিসিংহ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা করিলেও এই ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানদলের হস্ত হইতে পেশাবরের বরকজৈ শাসনকর্ত্তা সুলতান মহম্মদ খাঁ পরিত্রাণ লাভ করেন নাই। অচিরে তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শিখহস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রচারিত অভিনব বিবাহ-বিধিতে য়ুসুফজৈ শিষ্য-সম্প্রদায় বিরক্ত হইয়া তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিল। সহায়সম্পত্তিহীন সৈয়দ কাশ্মীরে পলায়ন করিলেন। এখানে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোট নামক স্থানে তিনি যুবরাজ শেরসিংহের হস্তে রুদ্ধ ও নিহত হইলেন। শেরসিংহ এই রাজদ্রোহীর মস্তক মহারাজের পদে উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

এই সময়ে রণজিতের রাজ্যসীমা সুদূর বিস্তৃত এবং তাঁহার খ্যাতি ও বীরত্বপ্রভাব চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এতদিনে তিনি প্রকৃতই একজন স্বাধীন রাজ্যেশ্বর বলিয়া ঘোষিত হইলেন। স্বয়ং ইংরাজরাজ তাঁহার বন্ধুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজের প্রেরিত শাল উপঢৌকন লর্ড আমহার্ষ্ট ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়মকে দিবার জন্য লইয়া যান। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডেশ্বরও তাঁহার ভারতীয় প্রতিনিধি লর্ড এলেনবরোর হস্তে তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়া দেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ২০ শে জুন আলেকজান্দার বার্ণিস নামক জনৈক ইংরাজ-

সেনানী ঐ সকল উপঢৌকন লইয়া সিন্ধুনদ অতিক্রমপূর্ব্বক শিখ-রাজদরবারে আসিয়া উপনীত হন। মহারাজের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি গবর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের নিকট সিমলা-শৈলাবাসে দূত প্রেরণ করেন। পরস্পরের রাজ্যভিত্তি দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশ্যে লর্ড বেণ্টিকবাহাদুর তাঁহাদের নিকট মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকারের বাসনা জানান। তদনুসারে রোপার নগরে ১৬ই অক্টোবর উভয়পক্ষের সাক্ষাৎ জন্ম "দশেরা দরবার" অনুষ্ঠিত হয়। ২৬এ তারিখ তিনি সদলে গবর্ণর জেনারলের শিবিরে গমন করেন এবং তৎপরদিন বড়লাট সৌজন্যতা দেখাইবার জন্ম স্বয়ং শিখশিবিরে আগমন করেন। এই সময়ে মহারাজ স্বীয় অস্ত্রশিক্ষাকৌশল সমাগত য়ুরোপীয় অতিথিবৃন্দকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ৩১এ পরস্পরের একটী বিদায়-সম্মিলন হয়। তাহাতে পরস্পরের বন্ধুত্ব-স্থাপন দৃঢ়ীকৃত করিয়া একটী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সন্ধিসূত্রে ইংরাজগণ সিন্ধুনদে বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

দরবার ভঙ্গের পর, ১৬ই নবেম্বর তিনি লাহোর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে বহাবলপুরের শাসনকর্ত্তা নবাব সাদিক মহম্মদ খাঁ দেরাগাজি খাঁর দুই বৎসরের রাজস্ব বাকী ফেলায় জেনারল ভেঞ্চুরাকে তাঁহার সম্পত্তিলুণ্ঠনার্থ আদেশ দেওয়া হয়। ভেঞ্চুরা বলপূর্ব্বক নবাবের ছয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি কাড়িয়া লন।

এই সময়ে সিন্ধুপ্রদেশাধিকার-বাসনা শিখপতির হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তিনি ইংরাজরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বড়লাট ইংরাজের ব্যবসা বাণিজ্য লুপ্ত হইবার ভয়ে এ বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। উভয় পক্ষে বহুবাগ্‌বিতণ্ডার পর, সিন্ধুনদের বাণিজ্যকার্য্যের পরিদর্শকরূপে মিথুনকোটে জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ইহার চারিমাস পরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিন্ধু প্রদেশে বাণিজ্যনির্ব্বাহার্থ সিন্ধুর আমীরগণের সহিত ইংরাজ-গবর্মেণ্টের সন্ধি হইয়াছিল।

এই বর্ষেই বার্ণিস্ সাহেব পুনরায় লাহোর দরবারে আগমন করেন। সর্দ্দার দেশ সিংহের মৃত্যু ও তৎপুত্র লহনা সিংহের ইরাবতী ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য রাজ্যের শাসনভার-প্রাপ্তি, বুসুফজৈ ও চক হাজারা জয়, সঙ্গরপতি নবাব আসদ খাঁর পুত্র জুলফিকার খাঁর অবরোধ, সদাকুমারীর মৃত্যু ও তৎসম্পত্তি অধিকার এবং তৎসাময়িক কাবুল বিপ্লবে যোগদান, অমৃতসরে বিখ্যাত ধনী শিবদয়াল ক্ষেত্রির ধনাধিকার, গুলবাহার নামক বেশ্যাকে বিবাহ, সুলেমান শৈল-রাজ্য-বিজয়, কাশ্মীর শাসন-সংস্কার, জেনারল ভেঞ্চুরাকে দেরাগাজি খাঁর শাসনভার-প্রদান ও সংসারচাঁদের পৌত্রদিগকে জায়গীর দান মাত্র এই বর্ষের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি পীড়িত হন। পণ্ডিত মধুসূদন প্রভৃতি গ্রহশান্তির জন্ম শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন এবং পাপশান্তির জন্ম বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা হইল। এই সময়ে লুধিয়ানা হইতে ডাক্তার মুরে মহারাজের চিকিৎসার্থ লাহোরে উপনীত হন। মহারাজ অচিরে আরোগ্য লাভ করেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রধান রাজস্ব-সচিব দেওয়ান ভবানীদাসের মৃত্যু ঘটে এবং পণ্ডিত দীননাথ ঐ পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বন্নুসীমান্তে আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মহারাজ সংবাদ পাইয়া রাজা সুচেত সিংহকে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরণ করেন। সীমান্ত-বিদ্রোহ-শান্তির পর মহারাজ রণজিৎ পেশাবর প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার পৌত্র নবনেহাল সিংহ সেনাদলের অধ্যক্ষ হইয়া গমন করেন। উক্ত বর্ষের ৬ই মে পেশাবর শিখরাজের অধিকৃত হয়। স্বয়ং শিখপতি পেশাবরে সসৈন্যে আসিয়া ছাউনী করিলেন দেখিয়া আমীর দোস্ত মহম্মদ বিচলিত হইলেন। স্বীয় রাজ্যাপহারক রণজিতের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় তিনি ইংরাজ প্রতিনিধির নিকট আবেদন পাঠাইলেন। ইহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি পারস্যপতির নিকট আবেদন করিলেন। অবশেষে তিনি শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। রণপ্রাঙ্গণে আসিলে তাঁহার গাজি সেনাদল দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। স্বীয় সেনাদলকে সুশাসনে আনিতে না পারিয়া তিনি জালালাবাদে ফিরিয়া আইসেন। শিখগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া গোলাবর্ষণ করে। ছত্রভঙ্গ সেনাদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হন। দোস্ত মহম্মদ স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলে মহারাজ পেশাবরে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া রাজ্যের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত সুদৃঢ় করেন।

এদিকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরের জন্ম পত্র ও উপঢৌকনাদি সহ সর্দ্দার গুজর সিংহ ও ভাই গোবিন্দদাসকে কলিকাতায় বড়লাটের সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং সমারোহের সহিত অমৃতসরের "দশেরা দরবার" সম্পন্ন করিয়া মহারাজ বতালা, শিয়ালকোট ও ঝিলাম প্রদেশ পরিদর্শনে গমন করেন। রোহতসে আসিয়া তিনি স্বীয় মিত্রবর ঝিন্দপতি রাজা সঙ্গতসিংহের মৃত্যু-সংবাদে দুঃখিত হইয়া লাহোরে

ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে সর্দ্দার শ্যামসিংহ আত্তারীর কন্যার সহিত রাজকুমার নবনেহাল সিংহের বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। উক্ত বর্ষে জম্বুরাজ গোলাপসিংহের সেনাপতি লাদক অধিকার করেন।

সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণকে হীনবল দেখিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রণজিতের মনে তৎপ্রদেশের অধিকারেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সিন্ধু সীমান্তস্থিত রোজহনবাসী তাঁহার আশ্রিত গুলাম শাহ কলহোরার প্রতি সিন্ধুবাসী মজারিগণ অত্যাচার করায় তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদান করেন। অতঃপর তিনি পেশাবরে যাইয়া সুলতান মহম্মদ খাঁকে কোহাট্, হস্তনগর ও দোয়াব জায়গীর দিয়াছিলেন। ইহার অত্যল্প কাল পরেই শিখপতি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ডাঃ মাক্‌গ্রেগর, হার্লান্, হনিগ্‌বার্জার, বেণ্টুন প্রভৃতি আমেরিকা ও য়ুরোপবাসী মনীষিগণ লাহোর-পরিদর্শনে আগমন করেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্জতারবাসী বুসুফজৈ ও খাইবারবাসী আফ্রিদি জাতির উপর শিখগণ বিজয়লাভ করে এবং সিন্ধু-সীমান্তস্থিত রোজ্‌হন ও কানদুর্গ শিখপতির হস্তগত হয়। এই সূত্রে তাঁহার সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিরোধ ঘটে। তিনি ইংরাজদূত কাপ্তেন ওয়েডের কথায় তৎকালে ক্ষান্ত রহিলেন বটে, কিন্তু সিন্ধুপ্রদেশের একাধিপত্য তাঁহার অন্তরে জাগরূক রহিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে নবনেহালসিংহের বিবাহব্যয়বহনার্থ মহারাজ স্বতন্ত্র পেশকাস আদায় করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বিবাহ হয়। এই বিবাহে ইংরাজরাজের প্রধান সেনাপতি সর হেনরী ফেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বরকে ১১ হাজার ও রাজা ধ্যান সিংহকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন। বিবাহের পর কএকদিন আমোদপ্রমোদ ও ক্রীড়াকৌতুকে অতিবাহিত করিয়া মহারাজ যথোপযুক্ত উপঢৌকনাদি দিয়া ইংরাজসেনাপতিকে বিদায় করেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের শীতকালে শিখসেনাপতি হরিসিংহ খাইবার পথে আসিয়া জামরুদ দুর্গ অধিকার করেন। আমীর দোস্ত মহম্মদ এই সংবাদে শিখদিগের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করেন। হরিসিংহের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া মীর্জা শাম্‌খাঁ ও আমীরপুত্রগণ ৩০ এপ্রিল জামরুদ আক্রমণ করেন। তাঁহারা দুর্গ প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে হরিসিংহ সদলে পশ্চাতে আসিয়া তাঁহাদের উপর গোলবৃষ্টি করিলে তাঁহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করেন। ইত্যবসরে আমীরপুত্র মহম্মদ আফজল্ খাঁ ও আফগান সেনাপতি শামস্‌উদ্দীন্ খাঁর অধীনে সাহায্যকারী সেনাদল আসিয়া যোগদান করায়, পুনরায় উভয়পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইল। যুদ্ধে হরিসিংহ নিহত হইলে শিখগণ জামরুদ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ স্বীয় বাল্যবন্ধু সেনানীপ্রবর হরিসিংহের মৃত্যুতে এবং শিখসৈন্যের পরাভবে বিচলিত হইয়া স্বয়ং রোহতস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ধ্যানসিংহকে সসৈন্যে জামরুদ-বিজয়ে পাঠাইয়া দিলেন। ধ্যানসিংহের আগমনে আফগানদল সফেদ-কো পর্ব্বতসীমান্তে পলাইয়া যায়। এদিকে হস্তনগর-আক্রমণকারী আফগান-সর্দ্দার হাজী খাঁ প্রভৃতি শিখসৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ না হইয়া পশ্চাৎপদ হইল।

উক্ত বর্ষে অক্টোবর মাসে সর্দ্দার ফতেসিংহ অহলুবালিয়ার মৃত্যু ঘটে। মহারাজের আদেশে সর্দ্দারের জ্যেষ্ঠপুত্র নেহাল সিংহ পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। এই সময়ে মণ্ডীরাজ-মন্ত্রী ধারী আসিয়া বৃদ্ধ রাজার পীড়া জন্য রাজ্যশাসনে অক্ষমতা জানাইলে মহারাজের আদেশক্রমে রাজভ্রাতুষ্পুত্র বালা বীরসিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজপৌত্র নবনেহালসিংহের অধীনস্থ সেনানায়ক সর্দ্দল সিংহ মান ও চেতসিংহ এই সময়ে টঙ্কের বিদ্রোহ দমন করেন।

এই সময়ে হিরাটপতি কামরাণের সহিত পারস্যরাজের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। রুষদূত কাউণ্ট সাইমোনিকের প্ররোচনায় শাহ হিরাট অবরোধ করেন এবং নাদির শাহের রাজ্যান্তর্ভুক্ত বলিয়া গজনী ও কান্দাহার দাবী করিয়া পাঠান। মধ্য এসিয়ায় রুষের প্রাদুর্ভাব অবগত হইয়া বড়লাট লর্ড অকলাণ্ড বাহাদুর উত্তরপশ্চিমসীমান্ত সুদৃঢ় করণমানসে কাপ্তেন আলেকজান্দার বার্ণিসকে কাবুলে প্রেরণ করেন। আমীর দোস্ত মহম্মদ ইংরাজরাজকে লাহোরপতির বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য প্রার্থনা জানান। বড়লাট রণজিতের বিরুদ্ধাচারী হইতে স্বীকৃত হইলেন না, বরং যাহাতে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহার সামঞ্জস্য বিধানে যত্নবান্ রহিলেন।

বার্ণিসের কাবুলে অবস্থানকালে রুষদূত কাপ্তেন ভিক্কোভিক্ আসিয়া আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দোস্তমহম্মদ ঐ সময়ে পারস্যচক্রান্তে জড়িত হওয়ায় বড়লাট বার্ণিসকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করেন (১৮৩৮ খৃঃ)। বার্ণিস লাহোরে আসিলে মহারাজ বিশেষ সমাদরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সিমলায় প্রত্যাগত হইয়া বার্ণিস্ সমুদায় ব্যাপার বড়লাট বাহাদুরকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি আমীর ও মহারাজ রণজিতের সহিত সম্মিলন অসম্ভব জানিয়া কাবুলসিংহাসনে শাহসুজাকে বসাইয়া আপনাদের অভীষ্ট-

সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিতে সচেষ্ট হইলেন। তদনুসারে তিনি উভয়পক্ষের হিতার্থ এই রাজনৈতিক বিষয়ের সমালোচনার্থ মিঃ মাক্‌নটনকে লাহোর দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। শিখপতি ঐ সময়ে অদীন নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। শেরসিংহের পুত্র ও মহারাজের পৌত্র প্রতাপ সিংহ অগ্রগামী হইয়া ইংরাজদূতকে অভ্যর্থনা করেন। ২৯এ ও ৩১এ মে উভয়ের সাক্ষাতের পর, মহারাজ ইংরাজরাজের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন এবং যুদ্ধজয়ের পর, তিনি জালালাবাদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আভাস দিলেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে ইংরাজসৈন্য ফিরোজপুরে সম্মিলিত হইল। বড়লাট অকলাণ্ড-বাহাদুর ৩০এ তারিখে মহারাজের সহিত প্রকাশ্য দরবারে সাক্ষাৎ করিলেন। মিলিত শিখ, ইংরাজ ও শাহসুজার অধীনস্থ সেনাদল পর বৎসর ২৯এ এপ্রিল কান্দাহার দখল করে। ৮ই মে তারিখে শাহসুজা কান্দাহার-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

এই যুদ্ধে শিখসৈন্যের বীরত্ব গৌরব দেখিয়া বড়লাট রণজিতের প্রকৃত মহত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। লর্ড অকলাণ্ড-প্রমুখ অতিথিদলকে লাহোরে ও অমৃতসরে অভ্যর্থনাকালে শিখপতি অত্যধিক সুরা পান করেন। তাহার ফলে, হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার বাক্‌রোধ ঘটে। তখন হইতে তিনি ইঙ্গিত দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে থাকেন। এই সময়ে ডাঃ মুরে, ষ্টিল, মাক্‌গ্রেগর ও হনিগবার্জারের যত্নে তিনি কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় পীড়িত হন। এবার হাকিম, রাজবৈদ্য প্রভৃতি আসিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। আচার্য্যগণ শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা রোগশান্তির উপায় বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে রাজার মানসিক দুর্ব্বলতা অপনোদনার্থ এক উত্তেজক মাজুম প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। ফকির আজীজ-উদ্দীন্ স্বয়ং ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া মহারাজকে সেবন করাইলেন। কিন্তু এক পক্ষের মধ্যে লাহোর-দুর্গে নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন (২৭এ জুন ১৮৩৯ খৃঃ অঃ)।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও রাজকর্ম্মচারীদিগের সমক্ষে জ্যেষ্ঠপুত্র খড়্গসিংহকে রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন। রাজা ধ্যানসিংহ সম্মানজনক উপাধির সহিত মহামন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। রাজকার্য্যের কর্ত্তব্যতানুসারে এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ মুলতান, পেশাবর, কাশ্মীর প্রভৃতি অধীনস্থ রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

মহারাজের শেষ সময় উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র টাকা দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তে রাজা ধ্যানসিংহ ১০ লক্ষ টাকার একটী উচ্চ বেদী প্রস্তুত করিয়া তদুপরে ১০ সহস্র টাকা মূল্যের শাল বিছাইয়া মহারাজকে আনিয়া শোয়াইয়া দিলেন। মহারাজ অন্তিমকালে জগন্নাথদেবকে কোহিনূর মণি দান করিতে মানস করেন, কিন্তু তোষাখানার অধ্যক্ষ মিশ্র বেণীরাম রাজসম্পত্তি বলিয়া সে সময়ে উহা দান করিতে দেন নাই।

যখন রণজিতের মৃতদেহ সৎকারার্থ চিতাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার অপুত্রক চারি রাণী ও ৭ জন বাঁদী স্বর্গকামনায় সহগমন করিবার জন্য নগ্নপদে শ্মশানস্থলে উপনীতা হইল। রাণীদিগের মধ্যে রাজা সংসারচাঁদের কন্যা রাজদেবী ছিলেন। ডাঃ হনিগবার্জার এই বীভৎস চিত্র দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, স্বর্গে স্বামীসহ সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে এই আশায় প্রণোদিত হইয়া অপুত্রক রাণী ও বাঁদীরা মহারাজের সহমৃতা হইয়া সতী আখ্যা লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে রাজা ধ্যানসিংহও এরূপ শোকবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি সপরিবারে মহারাজের সহগামী হইয়া ইহলীলা অবসান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বিস্তর প্রবোধ দিবার পর তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক প্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। দুই দিন দাহের পর যখন ১৪টী শবদেহ ভস্মীভূত হইল, তখন আত্মীয়বর্গ মহারাজের অস্থি সঞ্চয় করিয়া হরিদ্বারে গঙ্গাসলিলে লইয়া যান। এই সময়ে তথাকার ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে বহু রত্ন ও শাল বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ত্রয়োদশ দিনে প্রেতকৃত্যাদি সমাপিত হইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ফকিরদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করা হইয়াছিল।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাল্যকালে কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, এমন কি তিনি কোন ভাষায় লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না, তথাপি তিনি চিরজীবন বিদ্যার ও বিদ্বানের পূজা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজকার্য্যনির্ব্বাহার্থ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত এবং যে সকল অনুজ্ঞা বা আইন প্রচারের জন্য তাঁহার আদেশের অপেক্ষা থাকিত, তাহা তিনি ঐ সকল কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা পারস্য, হিন্দী অথবা পঞ্জাবী ভাষায় পাঠ করাইয়া অভিমত দান করিতেন। তাঁহার অভিমত প্রকৃতরূপে কার্য্যে পরিণত হইল কি না, তাহাও তিনি অপরের নিকট পড়াইয়া শুনিতেন। য়ুরোপীয় দর্শকগণের সহিত তিনি হিন্দুস্থানী ও স্বদেশীয় জনগণের সহিত পঞ্জাবী ভাষায় কথা কহিতেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, বাল্যকালে বসন্তরোগে বামচক্ষু নষ্ট হয় এবং

মুখাকৃতি এতই বিকৃতি হইয়া পড়ে যে, তিনি যেন স্বভাব-সৌন্দর্য্যের অংশমাত্রও গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার মুখের গাম্ভীর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহার সরলতা, বাক্যালাপে মনোহারিতা, অনন্ত ও নির্ভীক দৃঢ়প্রতিজ্ঞা স্বতঃই মনে সমুদিত হয়। তাঁহার যে একটী চক্ষু ছিল তাহা আয়ত, চঞ্চল, সূক্ষ্মদর্শী এবং তাঁহার মানসক্ষেত্রের গূঢ় ভাবব্যঞ্জক। তাঁহার শ্বেতদীর্ঘশ্মশ্রু তাঁহার স্থিরপ্রকৃতির পরিচায়ক। যখন তিনি দরবারে সমাসীন হইয়া বিচারকার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতেন, তখন তাহার এক হস্ত জানুসংলগ্ন ও অপর হস্ত কুঞ্চিত শ্মশ্রুরাশি আলোড়নে ব্যাপৃত থাকিত। তাহাতেই তাঁহার বৈষয়িক গবেষণার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ।

তাঁহার হৃদয় স্নেহে ও কাঠিন্যে পূর্ণ ছিল। অতিথি-ভক্তির চরমোৎকর্ষ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। য়ুরোপীয় ও বৈদেশিকগণকে তিনি যে সরল ও সদয় হৃদয়ে সমাদর করিয়াছিলেন, তাহা অনন্ত অক্ষরে লিপি বদ্ধ রহিয়াছে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ও লর্ড অকলাণ্ড বাহাদুর তাঁহার সদাশয়তা ও অমায়িকতায় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। করাসী পরিদর্শক মুসেঁ ভিক্টর জ্যাকমোণ্ট্ লাহোরে আসিয়া মহারাজের সহিত বাক্যালাপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, "তাঁহার ন্যায় অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ লোক বিরল। তিনি সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এক কথায় তাঁহাকে "ক্ষুদ্রাকার বোনাপার্ট ও এক জন অসামান্য মনুষ্য বলা যাইতে পারে।" লেফ্-টেনাণ্ট বার্ণিস্ অল্প কথায় মহারাজের উদারতা ও মহত্বের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও মনে স্ফূর্ত্তির উদ্রেক হয়। তিনি স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "I never quitted the presence of a native of Asia with such impression as I left this man: Without education and without a guide he conducts all the affairs of his kingdom with surpassing energy and vigour and yet he wields his power with a moderation quite unprecedented in an eastern Prince."

যৌবন কালে তিনি কর্ম্মঠ, বীর্য্যশালী ও উদ্যমশীল ছিলেন। মৃগয়ায় তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। তিনি অশ্বারোহণে পটু ছিলেন। এই কারণে প্রসিদ্ধ লৈলী, সখোদপরী প্রভৃতি অশ্বসংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জাকজমক ভাল বাসিতেন, তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ বহু মূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সভাশোভা বর্দ্ধন করিবে এই আশায় তিনি তাঁহাদিগকে প্রভূত অর্থদান করিয়া রাজ-বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। দুর্বৃত্তের দণ্ডদাতা হইয়া তিনি পার্শ্বস্থিত অত্যাচারী রাজন্যবর্গকে সমুচিত শাস্তি দিয়া তাঁহাদের রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। উত্তর কালে এই লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি তাঁহার অর্থগৃধ্নুতায় পরিণত হয়। তখন তিনি হিতাহিতজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া অত্যাচারপূর্ব্বক রাজস্ব বা নজরাণা সংগ্রহে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি গোঁড়া ধার্ম্মিক ছিলেন না, অথচ "গ্রন্থ" নির্দ্দিষ্ট নিত্যকর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠান করিতেন। তীর্থে পূজা ও স্নানাদিতে তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। গুরু, ভাই. বাবা, সাধু ও ভিক্ষুকদিগকে অর্থ দান করিয়া তিনি দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহ, ভরতপুরের জনৈক জাঠ রাজা। সূর্য্যমল জাঠের পৌত্র ও কড়িসিংহের পুত্র। ইনি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয় খুল্লতাত রাজা নবাবসিংহের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তিনি সিন্দেরাজ কর্ত্তৃক আগ্রা নগরীর অবরোধ-নিবারণে প্রেরিত হন। তিনি ইসমাইল বেগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার খাদ্য ও কামানাদি কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

রণজুর সিংহ (মজিথিয়া), জনৈক শিখসর্দ্দার। সর্দ্দার

আহলুবালিয়াদিগের ভ্রাতা। ইনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ফিরোর নগরে শতদ্রুনদী উত্তরণপূর্ব্বক সদলে লুধিয়ানা আক্রমণ করেন। বদ্দোবাল-দুর্গের অনতিদূরে ২১এ জানুয়ারী উভয় দলের সংঘর্ষ হয়। ইংরাজসেনাপতি সর্ হ্যারি স্মিথ ও ব্রিগেডিয়ার কুরেটন এই যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং কতকগুলি ইংরাজ বন্দিভাবে লাহোর নগরে প্রেরিত হয়। অতঃপর শতদ্রুর দক্ষিণকূল হইতে সর্দ্দার তেজসিংহ ৪০০০ সশস্ত্র পদাতি, অশ্বারোহী ও কামানবাহী সেনাদল লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তিনি শত্রুর গমনাগমনপথ রোধ করিবার উদ্দেশে জগরাওন-অভিমুখে অগ্রসর হন।

গুণগ্রাম দুর্গ উদ্ধার ও জগরাওন্ অধিকার করিয়া শিখ-সেনাদলকে সুরক্ষিত রাখা এবং ইংরাজগণের যমুনা দিয়া সাহায্যলাভের পথ বন্ধ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। বদ্দোবাল-যুদ্ধে খালসা সেনা ইংরাজকে পরাজয় করায় লাহোর দরবারে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। যুদ্ধ-সংবাদ-প্রাপ্তির পর, উভয়পক্ষের সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য গুলাব সিংহ লাহোরে আসিয়া মন্ত্রিত্ব ও সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কার্য্যে বিলম্ব হওয়ায় কোন ফল হইল না। ২৮এ তারিখে প্রভাতেই স্মিথসাহেব ব্রিগেডিয়ার হুইলার ও লুধিয়ানার সাহায্যকারী সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া আলিবাল গ্রামের সম্মুখে শিখসেনাদলকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে নায়ক রণজুর সিংহ ইংরাজের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আলিবালযুদ্ধে ইংরাজহস্তে শিখদিগের পরাজয় হয়।

রণঞ্জয় (পুং) রণং জয়তি জি-খ-মুম্‌চ। রণজেতা, যুদ্ধজয়কারী। (ভাগ০ ৯।১২।১৩) ২ রাজভেদ।

রণতূর্য্য (ক্লী) রণস্য তূর্য্যং। যুদ্ধবাদ্য, পর্য্যায়—সংগ্রামপটহ, অভয়ডিণ্ডিম। (ত্রিকা০)

রণৎকার (পুং) ঝনঝন, খড়খড়, গুণগুণ প্রভৃতি শব্দ।

রণথম্ভর, (রণস্তম্ভগড়) রাজপুতনার জয়পুর সামন্তরাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা০ ২৬°২´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ৩০´ পূঃ। জনমানবশূন্য একটী উচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রাচীর, পরিখা ও বুরুজাদির দ্বারা পরিশোভিত উচ্চ দুর্গ-ঘাটিকাই এখানকার প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই দুর্গপ্রাকারের অভ্যন্তরে এখানকার রাজপুত-শাসনকর্ত্তার প্রাচীন প্রাসাদ, মস্‌জিদ ও সেনাবাস স্বতন্ত্র ভাবে নির্ম্মিত আছে। দুর্গের পূর্ব্বদিকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন সানুদেশে নগর স্থাপিত। দুর্গবাসীকে নগরে আসিতে হইলে, পর্ব্বতগাত্রখনিত সোপানাবলী অবলম্বন করিতে হয়।

এই দুর্গ বহুকাল চৌহান বংশের অধিকারে ছিল। ১২৯১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর খিলিজীবংশীয় মুসলমান রাজা জলাল-উদ্দীন্ এই দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদের উজীর এই দুর্গ আক্রমণ করেন, অবশেষে আলাউদ্দীন্ রণথম্বর অধিকার করিয়া এখানকার রাজাকে সপরিবারে নিহত করিয়াছিলেন। অতঃপর রাজপুতগণ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে পুনরায় এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ এই দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ হুমায়ুন মহম্মদশাহকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিবার অব্যবহিত পরে ইহা বুন্দীরাজের করতলগত হয়। তিনি পরে উহা অকবরশাহকে অর্পণ করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিলে এই স্থান জয়পুররাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। দুর্গের মধ্যে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন পড়িয়া আছে।

রণদুন্দুভি (পুং) রণস্য দুন্দুভিঃ। রণভেরী, যুদ্ধের ভেরী।

রণদুর্গাধারণযন্ত্র (ক্লী) রণদুর্গায়া ধারণযন্ত্রং। রণদুর্গা-দেবীর ধারণ যন্ত্র, দুর্গাদেবীর এই যন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিতে হয়।

রণধবল, মিবারের জনৈক নরপতি।

রণধীর সিংহ, কপুরথলার জনৈক হিন্দু নরপতি। মহারাজ রণজিতের সেনাপতি সর্দ্দার ফতেসিংহের পৌত্র। তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পিতা নেহালসিংহের মৃত্যুর পর, ২২ বৎসর বয়সে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। উচ্চ শিক্ষাগুণে তাঁহার মন উন্নত হইয়াছিল। ইংরাজীভাষায়ও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহকালে তিনি স্বীয় সেনাদল লইয়া ইংরাজপক্ষে জালন্ধর ও হুসিয়ারপুর দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা কুমার বিক্রমসিংহ জালন্ধর দোয়াব ও দক্ষিণ শতদ্রু প্রদেশের বিদ্রোহ প্রশমন করায়, ইংরাজরাজ তাঁহাদের আচরণে প্রীত হইয়া রাজার দেয় বার্ষিক কর ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা এবং বার্ষিক রাজস্বের মধ্যে ২৫ হাজার খাজনা ছাড়িয়া দেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাকে ১৫ হাজার ও তাঁহার ভ্রাতাকে ৫ হাজার টাকা মূল্যের খিলাত দান করেন এবং "ফার্জন্দ দিলবন্ধ রসিখাল ইতিকাদ্" উপাধিসহ রাজার সম্মানার্থ তোপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যাপ্রদেশের বিদ্রোহ দমনকালে তাঁহারা বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া শত্রুদলের নিকট হইতে ৯টী কামান কাড়িয়া লন। দশ মাস কাল রণক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করায় ভারত-গবর্মেণ্ট তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজা রণধীরকে অযোধ্যায় অন্তর্গত বার্ষিক লক্ষ

টাকা আয়ের বুন্দা ও বিঠৌলী এবং তাহার পিতার মৃত্যুকালে গৃহীত তদীয় পৈতৃক বড়িদোয়াব সম্পত্তি প্রদান করেন। কুমার বিক্রমসিংহ বাহাদুর বরাইচ জেলার অন্তর্গত বার্ষিক ৪৭ হাজার আয়ের একটা সম্পত্তি পারিতোষিক পান। অতঃপর লর্ড ক্যানিং বাহাদুর দত্তকগ্রহণের অধিকার দানপূর্ব্বক এক খানি সনন্দ ও 'রাজা-ই-রাজগণ' উপাধি দান করেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রণধীর লাহোর দরবারে কাশ্মীর ও পাতিয়ালার মহারাজ, ঝিন্দ ও ফরিদকোটের রাজা ও অন্যান্য স্বাধীন শিখসর্দ্দারগণের সম্মুখে সসম্মানে "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" লাঞ্ছন প্রাপ্ত হন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডযাত্রা করেন। আদেন নগরে পীড়িত হইয়া ২রা এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তদনন্তর তৎপুত্র খড়্গসিংহ পিতার মৃত দেহ নাসিক নগরে আনিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করেন।

রণধীর সিংহ, জাটরাজ রণজিৎসিংহের পুত্র। ইনি পিতার মৃত্যুর পর ভরতপুর মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

রণপণ্ডিত (পুং) যোদ্ধা।

রণপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার ধন্ধুকা উপবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর। ভাদর নদীর উত্তরকূলে, ও ভাদরগোমা-সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৫´ পূঃ। বর্ত্তমান ভাউনগর-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ, রণাজী গোহেল নামক জনৈক রাজপুতসর্দ্দার খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দের প্রারম্ভে এই নগর স্থাপন করেন। রণাজীর পিতা শেজাকজী প্রথমে এখানে আগমন করেন। তাঁহার নামানুসারে প্রথমে এই স্থান সেজাকপুর নামে খ্যাত হয়; তৎপুত্র রণাজী এই নগর দুর্গসুরক্ষিত করিয়া স্বীয় নামানুসারে রণপুর নামে অভিহিত করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে ঐ বংশের কোন সর্দ্দার ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তদবধি সেই বংশ রণপুর-মোলেসলাম বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার আজম খাঁ শাহাপুরের দুর্গপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। এই দুর্গ এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই নগর গাইকোবাড় কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। পরে তাঁহার নিকট হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এখানে ভাউনগর-গোণ্ডাল রেলপথের একটী ষ্টেসন ও ডাকবাঙ্গালা আছে।

রণপুর, উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন। ইহার উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমায় পুরী জেলা এবং পশ্চিমে নয়াগড় রাজ্য। এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমাংশ শৈলমালা-সমাকীর্ণ ও বনরাজিবিরাজিত। এই অংশে জনমানবের বাস নাই, কেবল নয়াগড় রাজ্যে যাইবার গিরিপথের নিকট একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে।

রণপুর নগর অক্ষা° ২০°৩´৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°২৩´২৬´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে রাজার প্রাসাদ আছে। প্রতি সপ্তাহে দুইবার হাট বসে। খণ্ডপাড়া, চিল্কাহ্রদ প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও ঐ হাটে দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

ইংরাজ গবমেণ্টকে রাজা বার্ষিক ১৪০০ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা ৮ জন ও পুলিস প্রহরী ৯৪ জন। রাজমালায় প্রকাশ যে, ৩৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, বাসর বান্নুক নামক জনৈক ব্যাধ এই রাজ্য স্থাপন করেন। রণপুরের নামানুসারে এই স্থানের নাম রণপুর হয়।

রণপুরস্বামিন্ (পুং) সূর্য্যমূর্ত্তিভেদ। (রাজতর° ৩।৪৬২)

রণপ্রিয় (ক্লী) রণে প্রিয়ং। ১ উশীর। (পুং) রণঃ প্রিয়োঽস্য। ২ শ্যেনপক্ষী। ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৩) ৪ যুদ্ধপ্রিয় মাত্র।

"রণপ্রিয়ঃ সাহসিক আত্মসম্ভাবিতস্তথা।
বিচ্ছিন্নধর্ম্মকামার্থঃ ক্রুদ্ধো মানী বিনামিতঃ॥"(কামন্দকীয় ১৭।৩৩)

রণভঞ্জ দেব, ১ উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় জনৈক নরপতি। দিগ্ভঞ্জের পুত্র এবং কোট্টভঞ্জের পৌত্র। ২ উক্ত বংশীয় অপর একজন রাজা। ইঁহার পিতার নাম শক্রভঞ্জ দেব।

রণভীত, কলিঙ্গের জনৈক সামন্তরাজ।

রণভূ (স্ত্রী) রণস্য ভূঃ। রণভূমি, যুদ্ধভূমি।

রণভূষণ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ৩১।৫১)

রণমণ্ডল, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ৬০।১৯)

রণমত্ত (পুং) রণে রণং প্রাপ্য বা মত্তঃ। ১ হস্তী। ২ যুদ্ধে মত্ত।

রণমালী, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ৩১।৩০)

রণমল্ল, মরুস্থলী (মারবাড়) প্রদেশের জনৈক রাজপুত রাজা।

রণমুখ (ক্লী) যুদ্ধার্থী সেনাদলের পরস্পরের সম্মুখভাগ (Van of battle)।

রণমুষ্টি (পুং) বিষমুষ্টি ক্ষুপ, চলিত কুচিলা গাছ। (রাজনি°)

রণমুস্তজা (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গী। (রাজনি°)

রণমূর্দ্ধন্ (পুং) যুদ্ধের সম্মুখ দেশ।

রণরঙ্ক (পুং) রণেষু রঙ্কঃ মন্দঃ। রণকাতরহস্তী, পর্য্যায়—প্রতিম। (হারাবলী)

রণরঙ্গ (পুং) ১ যুদ্ধক্রীড়া। ২ রণস্থল।

রণরঙ্গমল্ল, ধারা-(মালব) দেশাধিপতি। ইনি রাজবার্ত্তিক নামে যোগসূত্রের একখানি বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন।

[ভোজরাজ দেখ।]

রণরণ (ক্লী) ১ উদ্বাহন। (ত্রিকা॰) (পুং) রণরণ ইতি শব্দো যস্মাদেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ২ মশক। (ত্রি) রণে রণঃ শব্দো যস্য। ৩ রণগর্জ্জনশীল।

"অব্যাদ্বঃ করণো রণো রণরণো রাণো রণো রাবণো
যুদ্ধা যেন রমা রমা রমরমা রামা রমা সা রমা।
স শ্রীমানদয়ো দয়ো দয়দয়ো দারো দয়ো বেদয়ো
বিষ্ণুর্জ্জিষ্ণুরভীরভীর ভরভীরাভীরভী-দোরভিঃ॥" (উদ্ভট)

রণরণক (পুং ক্লী) ১ কামদেব। ২ উৎকণ্ঠা। (হেম)

"অয়ে সৈবেয়ং রণরণকদায়িনী চিত্রদর্শনাদ্বিরহ-
ভাবনা দেব্যাঃ স্বপ্নোদ্বেগং করোতি" (উত্তরচ॰ ১অ॰)

রণলক্ষ্মী (স্ত্রী) বিজয়লক্ষ্মী। যুদ্ধ-দেবী।

রণবন্য (পুং) রাজভেদ।

রণবাহাদুর শাহ, নেপালের জনৈক নরপতি। ইঁহার মহিষী ললিতত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর ১৮৭৫ সংবতে উৎকীর্ণ শিলাফলক পাওয়া যায়। [নেপাল দেখ]

রণবিক্রম, জনৈক হিন্দু-রাজা।

রণবিগ্রহ, জনৈক হিন্দু-নরপতি।

রণবীর সিংহ, কাশ্মীরের মহারাজ। মহারাজ গোলাবসিংহের পুত্র। ইনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ইংরাজরাজ ইঁহার প্রতি সদয় হইয়া যৎসামান্য মূল্যে তাঁহাকে কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়িয়া দেন। ইঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন।

রণবৃত্তি (ত্রি) রণমেববৃত্তির্যস্য। যুদ্ধব্যবসা, যিনি যুদ্ধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

রণশিক্ষা (স্ত্রী) রণস্য শিক্ষা। যুদ্ধাভ্যাস।

রণশূর (পুং) রণে শূরঃ। যুদ্ধস্থলে বীর, যিনি যুদ্ধকালে শৌর্য্য প্রকাশ করেন। ২ দক্ষিণরাঢ়ের আদিশূরবংশীয় একজন স্বাধীন রাজা। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে রাজেন্দ্র চোলের হস্তে ইনি পরাজিত হন।

রণসঙ্কুল (ক্লী) রণস্য সঙ্কুলং। তুমুল। (অমর)

রণসজ্জা (স্ত্রী) সৈন্য সমাবেশরূপ ব্যাপারভেদ।

রণসত্র (ক্লী) রণযজ্ঞ।

রণসিংহ, জনৈক মেহররাজ।

রণসিংহ, মেবারের জনৈক রাণা। ইনি বাপ্পাবংশীয় বিক্রমসিংহের পর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

রণস্তম্ভ, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী নগর। সম্ভবতঃ এই স্থান বর্ত্তমান রণথম্বর বা রণস্তম্ভগড়। (দেশাবলী ৩৪০।১)

রণস্তম্ভ (পুং) যুদ্ধের জয়ঘোষণার্থ যে সকল স্তম্ভ স্থাপিত হয়।

রণস্থান (ক্লী) রণস্য স্থানং। যুদ্ধস্থান, যুদ্ধস্থল।

রণস্বামিন্ (পুং) ১ শিব, মহাদেব। রণস্য স্বামী। ২ যুদ্ধের প্রভু, নেতা।

রণহস্তিন্, রাজবিজয় নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

রণাগ্নি (পুং) রণমেবাগ্নিঃ। রণরূপ অগ্নি।

রণাগ্র (ক্লী) ১ যুদ্ধের প্রারম্ভ। ২ যুদ্ধের সম্মুখ দেশ।

রণাঙ্গ (ক্লী) যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি।

রণাঙ্গন[ণ] (ক্লী) যুদ্ধস্থল।

রণাজি (পুং) সাধ্যভেদ।

রণাজির (ক্লী) রণস্থল।

রণাতোদ্য (ক্লী) যুদ্ধস্থলে বাজাইবার ঢক্কাবিশেষ।

রণাদিত্য (পুং) ১ কাশ্মীর একজন রাজা। ২ জনৈক প্রাচীন কবি।

রণাস্তকৃৎ (ত্রি) ১ রণান্তকারী। ২ বিষ্ণু।

রণাপেত (ত্রি) যুদ্ধস্থল হইতে পলায়নকারী।

(কিরাত॰ ১৫।৩৩)

রণাভিযোগ (পুং) ১ যুদ্ধকরণ। ২ বীরের ন্যায় আক্রমণ।

রণারম্ভা (স্ত্রী) কাশ্মীরপতি রণাদিত্যের মহিষী। রণারম্ভা-স্বামী নামক এক দেবমূর্ত্তি ইঁহার স্থাপিত। (রাজতর॰ ৩।৪৬০)

রণার্ণব, গঙ্গবংশীয় জনৈক রাজা। [গাঙ্গেয় দেখ।]

রণালঙ্করণ (পুং) রণস্য অলঙ্করণঃ। কঙ্কপক্ষী। (রাজনি॰)

রণাবনি (স্ত্রী) রণস্য অবনিঃ। রণভূমি।

রণাশ্ব (পুং) রাজপুত্রভেদ।

রণিতৃ (ত্রি) রমণশীল। (সায়ণ)

রণেচর (ত্রি) রণে চরতীতি 'চরেষ্ট' ইতি ট, অলুক্‌সমাসঃ। ১ রণবিচারী। ২ বিষ্ণু।

রণেশ (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ শিব।

রণেশ্বর (পুং) ১ শিবলিঙ্গভেদ। ২ বিষ্ণু।

রণেস্বচ্ছ (পুং) কুক্কুট।

রণেষন্ (ত্রি) রণেচ্ছু।

রণোৎকট (ত্রি) ১ রণোন্মত্ত। ২স্কন্দানুচরভেদ। ৩ দৈত্যভেদ।

রণোজী সিন্দে, গোয়ালিয়রের সিন্দে-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পুণার নিকটবর্ত্তী পতীলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে পেশবা ১ম বাজীরাওর শরীররক্ষি-সেনাদলের নায়কের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সামান্য সৈনিকবৃত্তি হইতে স্বীয় অধ্যবসায় বলে ক্রমশঃই তাঁহার পদোন্নতি হইতে থাকে। রাজা শাহুজীর রাজ্যকালের শেষ সময়ে তিনি পেশবার সহিত মালববিজয়ে গমন করেন। এই যুদ্ধে মালবরাজ্য মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির করতল গত হয়। যুদ্ধজয়ের পর, পেশবা বাজী-

রাও, সাতারারাজ ও হোলকরপতি ঐ রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লন। রণোজীর বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ বাজীরাও স্বীয় ও সাতারারাজের অংশ রণোজীকে প্রত্যর্পণ করেন (১৭২৪ খৃঃ)। উহাই পরে তাঁহার বংশধরকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঁচটী পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জিয়াপা রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

রণোদ, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ইহা নরোদ নামেও পরিচিত। এই নগর ঐরাবতী বা অহির-পাল নালার পশ্চিমকূলে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান-প্রাসাদাদির অনেক ধ্বংস নিদর্শন পড়িয়া আছে। এখানে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রাজা সোমেশ্বর প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পার্শ্ববর্ত্তী নরবার-রাজ্যের কচ্ছপঘাতবংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। এখানকার মুসলমান-কীর্ত্তির মধ্যে জঞ্জিরী মস্‌জিদ উল্লেখযোগ্য।

রণোদ্দীপ সিংহ (সর্), নেপালের প্রধান রাজমন্ত্রী। ইনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নেপালের রাজবিদ্রোহে বীরশামশের কর্ত্তৃক নিহত হন। ২ যোগসিদ্ধিপ্রণেতা কৃষ্ণগিরির প্রতিপালক।

রণ্ড (ত্রি) রম্ (ঞমন্তাড্ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ইতি ড। ১ অর্দ্ধচর্ম্মাবচ্ছিন্নাবয়ব। ২ ধূর্ত্ত। ৩ বিকল।

রণ্ডক (পুং) রণ্ড ইবেতি রণ্ড-কন্। ১ অফলবৃক্ষ। (শব্দচ০) স্বার্থে কন্। রণ্ডশব্দার্থ।

রণ্ডা (স্ত্রী) রমন্তেঽস্যামিতি রম্-ড টাপ্। ১ মূষিকপর্ণী। ২ বিধবা, চলিত রাঁড়।

রণ্ডানন্দ, জনৈক প্রাচীন কবি।

রণ্ডাশ্রমিন্ (পুং) রণ্ডো বিকল আশ্রমঃ সোঽস্ত্যস্য রণ্ডা-শ্রম-ইনি। অষ্টাচত্বারিংশদ্ বৎসরোপরি ভার্য্যাবিহীন, যাহা-দের ৪৮ বৎসর পরে পত্নীবিয়োগ হয়।

"চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি।
স্ত্রিয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

রণ্ডীবাজ (পারসী) বেশ্যাসক্ত।

রণ্ডীবাজী (পারসী) বেশ্যাসক্তি।

রণ্য (ত্রি) রমণীয়। "সোমোরণ্যো মদায়" (ঋক্ ৯।৯৬।৯) 'রণ্যঃ রমণীয়ঃ' (সায়ণ)

রণ্যজিৎ (ত্রি) রণ্যং জয়তি জি-ক্বিপ্। রমণীয় ধনজয়কারী। "বিশ্বজিৎ সোম রণ্যজিৎ" (ঋক্ ৯।৫৯।১) 'রণ্যজিৎ রম-ণীয়স্য ধনস্যাপি জেতা' (সায়ণ)

রণ্যবাচ্ (ত্রি) রণ্যা বাক্ যস্য। রমণীয় বাক্যযুক্ত।

"প্ররণ্যানি রণ্য বাচো ভরন্তে" (ঋক্ ৩।৫৫।৭)
"রণ্যবাচঃ রমণীয়বাচঃ স্তোতারঃ" (সায়ণ)

রণ্ব (ত্রি) রমণীয়। "পুষ্টির্ন রণ্বা ক্ষিতির্ন পৃথ্বী" (ঋক্ ১।৬৫।৫) 'রণ্বা রমণীয়া' (সায়ণ)

রণ্বন্ (ত্রি) রমণীয়। (ঋক্ ৫।৪৪।১০)

রণ্বিত (ত্রি) ১ শব্দিত। ২ স্তুত। (ঋক্ ২।৩।৬)

রত (ক্লী) রমণমিতি রম্-ভাবে-ক্ত। ১ মৈথুন।

কামশাস্ত্রে বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে রতের বিষয় দুইপ্রকার লিখিত আছে, চুম্বনাদি বাহ্য এবং মৈথুন আভ্যন্তর রত।

"বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চেতি দ্বিবিধং রতমুচ্যতে।
তত্রাদ্যং চুম্বনাশ্লেষ নখদন্তক্ষতাদিকম্।
দ্বিতীয়ং সুরতং সাক্ষান্নানাকারেন কল্পিতম্॥" (কামশাস্ত্র)

(ত্রি) ২ অনুরক্ত। ৩ নিযুক্ত।

"যাবত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ।
তেষ্বেব নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্য্যাৎ প্রিয়হিতে রতঃ॥" (মনু ২।২৩৫)

রতকীল (পুং) রতে মৈথুনে কীলতি পরস্পরং সংবধ্নাতীতি কীল-ক। ১ কুক্কুর। (হেম) রতস্য কীলঃ। ২ সুরতকণ্টক।

রতকূজিত (ক্লী) রতস্য কূজিতং। মৈথুনকালীন বাক্, মণিত। (হেম)।

রতগুরু (পুং) রতস্য রতে বা গুরুঃ। পতি। (ত্রিকা০)

রতজ্বর (পুং) রতেন জ্বরোঽস্য। ১ কাক। (ত্রিকা০)

রততালিন্ (পুং) রতে তলতি প্রতিষ্ঠাং লভতে ইতি তল-ণিনি। ষিড়্গ (শব্দমা০)

রততালী (স্ত্রী) রতে তালঃ প্রতিষ্ঠাস্যাঃ ঙীষ্। কুট্টনী।

রতনগড়, রাজপুতানার বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে ১৬টী দেবমন্দির বিদ্যমান আছে।

রতননাথ, জনৈক প্রসিদ্ধ যোগী। গোরক্ষনাথ হইতে তৃতীয়স্থানীয়।

রতনপুর, বোম্বাই প্রদেশের রেবাকাণ্ঠা এজেন্সীর অন্তর্গত রাজপিপ্পলী সামন্তরাজ্যের একটী নগর। অক্ষা০ ২১°২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৩°২৬´ পূঃ। ভরোচ নগর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ এখানে সফদর খাঁ বাবি ও নাগর আলী খাঁর পরিচালিত মোগল সেনাদলকে পরাজিত করে। পর্ব্বতের শিখরদেশে বাবা ঘোরের সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। এই সাধুর উদ্দেশে প্রতি বৎসর এখানে মেলা হইয়া থাকে। রতনপুর পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে অকীক মণির বিখ্যাত খনি আছে।

রতনপুর, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বিন্ধ্যপর্ব্বতের কেন্দ্র-শৈলমালা-পরিবৃত সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। অক্ষা০ ২২°১৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮২° ১১´ পূঃ।

এই নগর পূর্ব্বে ছত্রিশগড়ের হৈহয়বংশীয় নরপতিগণের রাজধানী ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা বিম্বাজী ভোঁসলের মৃত্যুর পর হইতে এই নগর ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এখনও প্রাচীন দুর্গের ভগ্নশিলানসমূহ, প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বস্ত দেওয়াল ও শুষ্ক মালাদি বিগতস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। এতদ্ভিন্ন এখানে হিন্দুগৌরববর্দ্ধক অসংখ্য সতীস্তম্ভ বিরাজিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে রাজা লক্ষ্মণশাহীর ২০টী রাণীর সতীস্তম্ভ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরাংশ প্রায় ১৫ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

রতনপুর ধমঙ্কা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় প্রান্তস্থিত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। রাজা বড়োদার গাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

রতনমাল, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দার ধীরাপ সিংহ ইংরাজরাজকে কোনরূপ কর দেন না। তাঁহার ক্ষুদ্ররাজ্য বনমালা সমাচ্ছন্ন বলিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজস্ব ছাড় দিয়াছেন।

রতনারাচ (পুং) ইন্দ্রিয়সেবক। [রতনারীচ দেখ।]

রতনারীচ (পুং) রতে নার্য্যাং চিনোতীতি চি-ড। ১ নারীদিগের শীৎকার। ২ কুক্কুর। ৩ স্মর। ৪ বিড়ঙ্গ। (শব্দমালা)

রতনিধি (পুং) রতমেব নিধিবৎ গোপ্যং যস্য। খঞ্জন।

রতবন্ধ (পুং) রতস্য বন্ধঃ। রতিবন্ধ। [রতিবন্ধ শব্দ দেখ]

রতর্দ্ধিক (ক্লী) রতস্য ঋদ্ধিরত্র, শেষাদ্বিভাষেতি কপ্। ১ দিবস। ২ সুখস্নান। ৩ অষ্টমঙ্গল। (মেদিনী)

রতলাম, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ৭২৯ বর্গ মাইল। রাজপুতানা মালব ষ্টেট্ রেলপথ এই রাজ্যের রাজধানী দিয়া গমন করিয়াছে।

এখানকার রাজবংশ যোধপুর রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখা। পশ্চিম মালবের রাজপুত-সর্দ্দারগণের মধ্যে ইঁহারাই সম্মানে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। রতনসিংহ নামা এই বংশের কোন আদিপুরুষ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া সম্রাট্ শাহজাহানের নিকট হইতে মালবের অন্তর্গত একটী জায়গীর প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তি-কালে ইঁহারা সিন্দেরাজের করদ হইয়া গোয়ালিয়র রাজসরকারে বার্ষিক ৮৪ হাজার সেলিমশাহী মুদ্রা (৬৬০০০ পাউণ্ড) প্রেরণ করিতেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্তানুসারে ঐ টাকা ব্যতীত তাঁহার রাজ্যশাসন সম্পর্কে গোয়ালিয়র পতির আর কোন অধিকার থাকে নাই। তিনি সেনা পাঠাইয়া রতলামের সর্দ্দারের উপর স্বীয় প্রভুত্ব চালাইতে পারিতেন না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের সহিত সিন্দেরাজের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে গোয়ালিয়র-সেনাদলের আংশিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঐ রাজস্ব ইংরাজকরে সমর্পিত হইয়াছিল। তদবধি উহা ভারত-গবর্মেণ্টের হস্তেই প্রদত্ত হইতেছে।

এখানকার বর্ত্তমান সর্দ্দার রাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোরবংশীয় রাজপুত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিন বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি গদিতে উপবিষ্ট হন। এই সময় মীর শাহমৎ আলী সি, এস আই তাঁহার পক্ষে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। রতলামের রাজগণ ইংরাজের নিকট হইতে ১৩টী তোপ পাইয়া থাকেন। রাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা আছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°০৭´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫৭৭ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এখানে অহিফেন ও নানাবিধ শস্যের বিস্তৃত কারবার আছে। রেলপথ নগরের নিকট দিয়া যাওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

রতবৎ (ত্রি) রমণযুক্ত।

রতব্রণ (পুং) রতেণ ব্রণোঽস্য, রতং ব্রণ ইব কষ্টদায়কং যস্যেতি বা। কুক্কুর। (হেম)

রতশায়িন্ (পুং) রতেন শুতি তনুকরোত্যাত্মানমিতি শো-ণিনি। কুক্কুর। (হেম)

রতহিণ্ডক (পুং) রতে রতার্থং বা হিণ্ডতে হিণ্ড-ণ্বুল্। ১ স্ত্রী-চোর। (ত্রিকা°) ২ লম্পট, চলিত লোচ্চা। পর্য্যায়—বিড়ঙ্গ, ব্যলীক, পল্লব, দ্রাবক, ভুজঙ্গ, চুম্বক, লঙ্গ, ভূঙ্গ, নারীতরঙ্গক, স্বস্তিক, রতনারাচ, বন্ধক, রততালী, কটার, কামী, খেটা, নাগর, দাসীপ্রিয়, কুণ্ডকীট।

রতান্দুক (পুং) রতার্থমন্দুকইব। কুক্কুর। (হেম)

রতান্ধ্রী (স্ত্রী) রতে রন্ধ্রীব। কুজ্ঝটিকা। (ত্রিকা°)

রতামর্দ্দ (পুং) রতে রতকালে আমর্দ্দোঽস্য। কুক্কুর।

রতাম্বুক (ক্লী) উরুসন্ধির উপরিস্থ গহ্বরদ্বয়।

রতায়নী (স্ত্রী) রতমেবায়নং জীবনগতির্যস্যাঃ। বেশ্যা।

রথার্থিন্ (ত্রি) রতমর্থয়তে অর্থ-ণিনি। সুরতক্রীড়াভিলাষী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মৈথুনাভিলাষিণী।

রতি (স্ত্রী) রমতে হনয়া ইতি রম্-ক্তিন্। কামপত্নী। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, প্রজাপতি দক্ষ কন্দর্পের পত্নী নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে কহিলেন, কন্দর্প! এই আমার দেহজাত কন্যা, ইনি গুণে তোমার অনুরূপা। এই রমণী তোমার সহচারিণী এবং তোমার ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মতঃ বশ-

বর্ত্তিনী হইবে। দক্ষ এই কথা বলিয়া নিজ শরীরের স্বেদ-জলসম্ভূতা কন্যাকে রতি এই নাম দিয়া কন্দর্পকে সম্প্রদান করিলেন। এই রতি অসামান্য রূপবতী এবং ললনাজন-ললামভূতা। ইনি সর্ব্বদাই কামের অনুগামিনী থাকিবেন। (কালিকাপু৹ ৩ অ৹) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে—

"তস্য পুংসোবামপার্শ্বাৎ কামস্য কামিনী পরা।
বভূবাতীবললিতা সর্ব্বেষাং মোহকারিণী॥
রতির্বভূব সর্ব্বেষাং তাং দৃষ্টা সস্মিতাং সতীং।
রতীতি তেন তন্নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" (প্রকৃতি৹৪অ৹)

এই কামপত্নীকে দেখিয়া দেবতা সকলের অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল, এইজন্য ইহার নাম রতি।

২ অনুরাগ।

"নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।"(ভাগ৹ ১।২।৮)

৩ রত। (বৃহৎস৹ ৭৪।১৮) ৪ গুহ্য। (মেদিনী) ৫ অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ১৩।১৯।৪৫) ৬ প্রীতি। (রামায়ণ ১।১৮।২৪) (ত্রি) ৭ অনুরক্ত।

রতিকর (ত্রি) ১ আনন্দদায়ক। ২ প্রণয়বর্দ্ধক। ৩ কামী। ৪ সমাধিভেদ।

রতিকর্ম্মন্ (ক্লী) স্ত্রীসহবাসরূপ ব্যাপারভেদ।

রতিকান্ততর্কবাগীশ, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের জনৈক টীকাকার।

রতিকুহর (ক্লী) রত্যাঃ কুহরং। যোনি। (ত্রিকা৹)

রতিক্রিয়া (স্ত্রী) রত্যাঃ ক্রিয়াঃ। মৈথুন। পর্য্যায়—সংবেশন।

"অগ্নিহোত্রোপচরণং জীবনঞ্চ স্বকর্ম্মভিঃ।
ধর্ম্মোঽয়ং গৃহিণাং কালে পর্ব্ববর্জ্জং রতিক্রিয়া॥"
(কামন্দকীয় নীতিসা৹ ২।২৫)

রতিগুণ (পুং) দেব-গন্ধর্ব্বভেদ।

রতিগৃহ (ক্লী) রত্যাঃ গৃহং। ১ যোনি। (ত্রিকা৹) ২ রমণমন্দির।

"পশ্চাশ্রমিণামমিতং ধান্যায়ুধবহ্নিরতিগৃহাণাঞ্চ।
নেচ্ছন্তি শাস্ত্রকারা হস্তশতাদুচ্ছ্রিতং পরতঃ॥"
(বৃহৎস৹ ৫৩।১৬)

রতিঘোষ, একটী প্রাচীন নগর। (কল্পদ্রুমাবদান)

রতিচরণসমন্তস্বর (পুং) গন্ধর্ব্বরাজভেদ।

রতিজনক (ত্রি) রত্যাঃ জনকঃ। ১ অনুরাগজনক, প্রীতি উৎপাদনকারক। রত্যুৎপাদক। ২ রাজভেদ।

রতিজহ (পুং) সমাধিভেদ।

রতিজ্ঞ (ত্রি) ১ রতিকুশল। ২ চতুর-প্রেমিক, প্রণয়স্থাপন-পারদর্শী।

রতিতস্কর (পুং) সতীত্বনাশকারী। রমণীগণকে কুপথে আনয়নকারী।

রতিনাগ (পুং) ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত রতিবন্ধ-বিশেষ। রমণপ্রকারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"পীড়য়েদূরুযুগ্মেন কামুকং কামিনী যদি।
রতিনাগঃ সমাখ্যাতঃ কামিনীনাং মনোরমঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

যদি কামিনী কামুককে উরুযুগল দ্বারা পীড়িত করে,তাহা হইলে এই বন্ধ হয়।

রতিপতি (পুং) রত্যাঃ পতিঃ। কামদেব। (অমর) সাহিত্যদর্পণে রতিপতির আবির্ভাবস্থান এইরূপ বর্ণিত আছে,

"বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে
দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিতজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাং।
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনরুচৌ কেরলী কেশপাশে
কার্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জ্জরীণাং স্তনেষু॥"
(সাহিত্যদর্পণ)

মাথুরী রমণীদিগের বাক্যে, মিথিলাজনপদ-বাসিনীদিগের কটাক্ষে, গৌড়নারীর দন্তে, উৎকল-রমণীদিগের জঘনে, তৈলঙ্গী-দিগের নিতম্বে, কেরলীদিগের কেশপাশে, কার্ণাটীদিগের কটীতে এবং গুর্জ্জরী রমণীর স্তনে রতিপতি আবির্ভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই সকল স্থান তাহাদের অতি রমণীয়।

রতিপাশ (পুং) রতেঃ পাশ ইব। রতিবন্ধবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"পীড়য়েদূরুযুগ্মেন কামুকো যদি সুন্দরীং।
রতিপাশস্তথা খ্যাতঃ কামিনীনাং সুখাবহঃ॥" (স্মরদীপিকা)

রতিমঞ্জরীতে এই বন্ধের উল্লেখ নাই, কিন্তু 'রতিনাগবন্ধ' উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও লক্ষণ এইরূপ, সুতরাং রতিনাগ-বন্ধ ও রতিপাশবন্ধ এক। স্বার্থে কন্।

রতিপ্রপূর্ণ (পুং) কল্পভেদ।

রতিপ্রিয় (পুং) রতেঃ প্রিয়ঃ। ১ কামদেব। (শব্দরত্না৹) ২ সুরতপ্রিয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ শক্তিমূর্ত্তিবিশেষ। ৩ দাক্ষা-য়ণীর নামান্তর।

"গোদাবর্য্যাং ত্রিসন্ধ্যা তু গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া।"
(দেবীভাগ৹ ৭।৩০।৬৮)

রতিবন্ধ (পুং) রতৌ বন্ধঃ ৭তৎ। রতিমঞ্জর্য্যুক্ত ষোড়শ প্রকার রমণবন্ধ যথা—১ পদ্মাসন, ২ নাগপাশ, ৩ লতাবেষ্ট, ৪ অর্দ্ধসংপুট, ৫ কুলিশ, ৬ সুন্দর, ৭ কেশর, ৮ হিল্লোল, ৯ নরসিংহ, ১০ বিপরীত, ১১ ক্ষুব্ধ, ১২ ধেনুক, ১৩ উৎকণ্ঠ, ১৪ সিংহাসন, ১৫ রতিনাগ, ১৬ বিদ্যাধর।

"ন ভবন্তি যদা নার্য্যাস্তুষ্টা বাহ্যরতেন তাঃ।
নানাবিধৈস্তদা বন্ধৈরন্তর্য্যা কামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ॥
পদ্মাসনো নাগপাশো লতাবেষ্টোঽর্দ্ধসংপুটঃ।
কুলিশং সুন্দরশ্চৈব তথা কেশর এব চ॥

হিল্লোলো নরসিংহোঽপি বিপরীতস্তথাপরঃ।
ক্ষুব্ধো বৈ ধেনুকশ্চৈব উৎকণ্ঠশ্চ ততঃ পরং॥
সিংহাসনো রতিনাগো বিদ্যাধরস্তু ষোড়শঃ॥" (রতিমঞ্জরী)
[এই সকল বন্ধের লক্ষণ—তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রতিভবন (ক্লী) রত্যাঃ ভবনং। ১ রতিগৃহ,যোনি। ২ রমণমন্দির।

রতিমৎ (ত্রি) রতিঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। অনুরাগবিশিষ্ট, রতিযুক্ত।

রতিমতী, বিষ্ণুসেবাপরায়ণ জনৈক ব্রাহ্মণরমণী। ইনি স্বীয় ভক্তিবলে ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতিকে লাভ করিয়াছিলেন।

রতিমদা (স্ত্রী) রতের্মদোঽস্যাঃ। অপ্সরা।
'স্পর্শানন্দা রতিমদাপ্সরসঃ সুমদাত্মজা।' (ত্রিকা°)

রতিমন্দির (ক্লী) রতের্মন্দিরমিব। ১ যোনি। (জটাধর) ২ মৈথুনগৃহ।
"সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সখী কর্ণাবধিব্যাহৃতং
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি পদন্যাসাবধি প্রোক্ষিতং।
হাস্যং চাধরপল্লবাবধি মহামনোঽপি মৌনাবধিঃ
সর্ব্বং সাবধিনাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্নঃ পরং কেবলম্॥"
(রসমঞ্জরী)

রতিমিত্র (পুং) রতৌ মিত্রঃ সূর্য্য ইব। রতিবন্ধবিশেষ।
"পাতয়েদুরুযুগ্মে চ কামুকং যদি কামুকী।
রতিমিত্রস্তদা খ্যাতঃ কামিনীনাং সুখাবহঃ॥" (রতিমঞ্জরী)
যদি কামুকী স্ত্রী কামুককে উরুযুগল দ্বারা পাতিত করিয়া রমণ করে, তাহা হইলে এই বন্ধ হয়। এই বন্ধ কামিনীদিগের অতি সুখজনক।

রতিয়া, পঞ্জাবপ্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পূর্ব্বে এই স্থান তুয়াঁর রাজপুতদিগের অধিকারে ছিল। পরে পাঠানগণ এইস্থান দখল করিয়া লয়। চল্লিশসালের মহামারী দুর্ভিক্ষে এইস্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে (১৭৮৩-৮৪ খৃঃ)। তদনন্তর ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর, ইংরাজরাজের যত্নে জাটগণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। নগরটী মিউনীসিপালিটীর কর্তৃত্বাধীনে থাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। এখানে নানা শস্য, চর্ম্ম, পশম ও চামড়ার কুপা বিক্রয়ের জন্য একটী বিস্তৃত হাট আছে।

রতিরমণ (পুং) রত্যা রমণঃ। কামদেব। (ত্রিকা°)

রতিরস (ত্রি) সহবাস-সুখ।

রতিলক্ষ (ক্লী) রতিং লক্ষয়তীতি লক্ষি-অচ্। নিধুবন।

রতিলম্পট (ত্রি) রমণেচ্ছু।

রতিলোল (পুং) রাক্ষসভেদ।

রতিবর (পুং) ১ কামদেব। ২ রতির উদ্দেশে প্রদত্ত উপহার।

রতিবর্দ্ধন (ত্রি) কামবর্দ্ধক। ২ রূপযোমেষক।

রতিবর্দ্ধনমোদক (পুং) মোদক ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—গোক্ষুরবীজ, কোকিলাক্ষবীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, শূকশিম্বীবীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ চাকুলে ও বেড়েলা এই সকল চূর্ণ গব্য ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে, পরে চিনির সহিত মোদক প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাতে চূর্ণ হইতে আটগুণ দুগ্ধ, চূর্ণের সমান ঘৃত এবং সমস্ত দ্রব্যের সম পরিমাণ চিনি দিতে হয়। অগ্নির বল অনুসারে এই মোদক সেবন করিলে শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ হইয়া থাকে।
(ভাবপ্র° বাজীকরণাধি°)

রতিবল্লভমোদক (পুং) বাজীকরণাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৫ পল, ঘৃত ৪ পল, চিনি ⁄২ সের, শতমূলীর রস ⁄৪ সের, সিদ্ধির রস ⁄৪ সের, গব্যদুগ্ধ ⁄৪ সের, ছাগদুগ্ধ ⁄৪ সের, প্রক্ষেপের জন্য আমলা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুথা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, ত্রিকটু, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, পিণ্ডখর্জ্জুর, কুলেখাড়াবীজ, কটকী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। পরে যথাবিধানে এই মোদক পাক করিয়া উহা শেষ হইলে নামাইতে হইবে। পরে শীতল হইলে মধু ২ পল মিশাইয়া মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিতে হইবে। এই ঔষধ অতিশয় বলবর্দ্ধক, বাতব্যাধিনাশক, বাতপিত্তহর, দৃষ্টিসন্দীপন এবং রক্তপিত্তাদি বহুবিধ রোগনাশক। ইহা অতি উৎকৃষ্ট বাজীকরণ। (ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

রতিবল্লভাখ্যপূগপাক (পুং) বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—দক্ষিণ দেশজ গুবাক খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে, পরে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া নরম হইলে রৌদ্রে শুকাইবে, পরে ইহা চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে উত্তমরূপে ছাকিয়া ⁄১।° সোয়াসের পরিমাণ লইতে হইবে, তৎপরে ৮ গুণ দুগ্ধ ও অর্দ্ধসের ঘৃতসহ পাক করিয়া তাহাতে ⁄৬।° সের চিনি মিশাইয়া উত্তমরূপে পাক করিবার পর নামাইয়া তাহাতে নিম্নলিখিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হইবে। চূর্ণ যথা—এলাচি, গোরক্ষ চাকুলিয়া, বেড়েলা, পিপ্পলী, জাতীফল, কপিত্থ, জাতীপত্র, অর্কপত্র, তেজপত্র, দারুচিনি, শুঠি, বীরণমূল, বালা, মুথা, ত্রিফলা, বংশলোচন, শতমূলী, শূকশিম্বী, দ্রাক্ষা, কোকিলাক্ষবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃহতী, পিণ্ডখর্জ্জুর, ক্ষীরী, ধনে, কেশুর, যষ্টিমধু, পানিফল, জীরা, কৃষ্ণজীরা,

যমানী, বীজকোষ, জটামাংসী, মৌরি, মেথিকা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, নাগকেশর, মরিচ, পিয়ালবীজ, গজপিপ্পলী, পদ্মবীজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন এবং লবঙ্গ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক বস্ত্রচূর্ণ অর্দ্ধপোয়া প্রক্ষেপ দিতে হইবে। এবং পারদভস্ম, বঙ্গ, সীসক, লৌহ, অভ্র, কস্তূরী, ও কর্পূরচূর্ণ এই সকল দ্রব্য যেরূপ সংগ্রহ হয়, সেই পরিমাণ দিতে হইবে। এই ঔষধ অগ্নির বল অনুসারে সেবন করা বিধেয়। ইহা সেবনকালে কোনরূপ অম্ল দ্রব্য ব্যবহার করিতে নাই। এই ঔষধ সেবনে জঠরাগ্নি, বল, বীর্য্য ও কাম বৃদ্ধি হয় এবং বার্দ্ধক্য নষ্ট ও শরীরের পুষ্টি হইয়া অশ্বের ন্যায় মৈথুনক্ষম হইয়া থাকে। এই রতিবল্লভ-পূগপাক লইয়া কামেশ্বরমোদক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আর কএকটা দ্রব্য মিশাইলে কামেশ্বরমোদক হয়। (ভাবপ্র° বাজীকরণাধিকার)

রতিবল্লী (স্ত্রী) প্রেম, ভালবাসা।

রতিশক্তি (স্ত্রী) ১ রমণক্ষমতা।

রতিশূর (পুং) পুত্রোৎপাদনক্ষম ব্যক্তি।

রতিসংযোগ (পুং) মৈথুনলিপ্তি। সঙ্গম।

রতিসংহতি (স্ত্রী) রমণের ক্ষমতা।

রতিসত্বরা (স্ত্রী) রতৌ সত্বরা। চিরঞ্জীবা। চলিত— পিড়িংশাক।

রতিসাধন (ক্লী) রত্যাঃ সাধনং। শিশ্ন। (বৈদ্যকনি°)

রতিসুন্দর (পুং) রতিবন্ধবিশেষ, রমণপ্রকারভেদ।

ইহার লক্ষণ—

"নারীপদদ্বয়ং কামী ধারয়েদ্‌হৃদয়ে যদি।
ধৃতকণ্ঠো রমেৎ কামী বন্ধঃ স্যাদ্রতিসুন্দরঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

কামুক যদি নারীর পদদ্বয় হৃদয়দেশে ধারণ করে ও তৎকর্তৃক ধৃতকণ্ঠ হইয়া রমণ করে, তাহা হইলে এই রতিসুন্দর বন্ধ হয়।

রতিসেন (পুং) চোলরাজভেদ।

রতী (স্ত্রী) রক্তগুঞ্জা। (বৈদ্যকনি°)

রতু (স্ত্রী) ঋতীয়তে ইতি (ঋতেরম্ চ। উণ্ ১।৭৪) ইতি কু অম্‌চ। ১ দেবনদী। ২ সত্যবাদী, সত্যবাক্। (উজ্জ্বল)

রতেশ, পঞ্জাব প্রদেশের কৈঁউথলের শাসনভুক্ত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণের উপাধি ঠাকুর।

রতোদ্বহ (পুং) রতং উদ্বহতি প্রাপয়তীতি উৎ-বহ-অচ্। কোকিল। (শব্দমালা)

রত্ন (ক্লী) রময়তি হর্ষয়তীতি রম্-ণিচ্ (রমেস্ত চ। উণ্ ৩।১৪) ইতি ন, তকারাশ্চান্তাদেশঃ। ১ অশ্মজাতি। মুক্তাদি, পর্য্যায় মণি। (অমর) ২ স্বজাতিশ্রেষ্ঠ।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে।"

জাতিতে জাতিতে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই রত্ন নামে অভিহিত। যথা—স্ত্রী রত্ন, মনুষ্য-রত্ন ইত্যাদি। ৩ মাণিক্য। ৪ বজ্র, হীরা। (রাজনি°)

রত্নোৎপত্তির কারণ গরুড়পুরাণে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। বল নামে এক মহাবলশালী অসুর ছিল, এই অসুর দেবগণকে পরাজয় করে, কিন্তু দেবগণ ইহাকে কোন ক্রমেই জয় করিতে পারেন নাই। পরে দেবগণ যজ্ঞ করিয়া এই অসুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তুমি আমাদের এই যজ্ঞে পশু হও, পুণ্যকর্ম্মা বল দেবগণের প্রার্থনানুসারে ঐ যজ্ঞে পশু হইয়া নিজ দেহ বিসর্জ্জন করে। তাহার এই বিশুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা দেহের অবয়ব সকল রত্নবীজরূপে পরিণত হয়। তাহার এই দেহাবয়ব সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি যে যে স্থানে পড়ে, সেই সেই স্থলে রত্নের খনি হইয়াছিল।*

রত্ন নয় প্রকার—

"রত্নং গারুত্মতং পুষ্পরাগো মাণিক্যমেব চ।
ইন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি।
মৌক্তিকবিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব॥" (ভাবপ্র°)

১ রত্ন (হীরা), ২ গারুত্মত (পান্না), ৩ পুষ্পরাগ, ৪ মাণিক্য, ৫ ইন্দ্রনীল, ৬ গোমেদ, ৭ বৈদূর্য্য, ৮ মৌক্তিক, ৯ বিদ্রুম।

রত্নের নাম নিরুক্তি—

"ধনার্থিনো জনাঃ সর্ব্বে রমন্তেঽস্মিন্নতীব যৎ।
ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

ধনাভিলাষী লোকসমূহ রত্ন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত এবং

* "বভূব পরীক্ষাং রত্নানাং বলো নামাসুরোঽভবৎ।
ইন্দ্রাদ্যা নির্জ্জিতাস্তেন নির্জ্জেতুং নৈব শক্যতে॥
বরব্যাজেন পশুতাং যাচিতঃ স সুরৈর্মখে।
বলো দদৌ স্বপশুতামতিসত্ত্বো মখে হতঃ॥
পশুবৎ স বিশেৎ সত্রে স্ববাক্যাশনিযন্ত্রিতঃ।
বলো লোকোপকারায় দেবানাং হিতকাম্যয়া॥
তস্য সত্ত্ববিশুদ্ধস্য সুবিশুদ্ধেন কর্ম্মণা।
কায়স্যাবয়বাঃ সর্ব্বে রত্নবীজত্বমাযযুঃ॥
তেষাস্তু পততাং বেগাদ্বিমানেন বিহায়সা।
যদ্যৎ পপাত রত্নানাং বীজং কচন কিঞ্চন॥
মহোদধৌ সরিতি বা পর্ব্বতে কাননেঽপি বা।
তত্তদাকরতাং যাতং স্থানমাধেয়গৌরবাৎ॥
তেষু রক্ষো-বিষ-ব্যাল-ব্যাধিঘ্নান্যঘহানি চ।
প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি তথৈব বিগুণানি চ॥ (গরুড়পু° ৬৮ অ°)

উহাতে অত্যন্ত রত হন। এইজন্ম পণ্ডিতগণ 'রত্ন' এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রত্নের নামান্তর মণি, এই রত্ন প্রস্তরভেদে মুক্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

রত্ন ৯টী, এই নবরত্নকে মহারত্নও কহে।

"মুক্তাফলং হীরকঞ্চ বৈদূর্য্যং পদ্মরাগকম্।
পুষ্পরাগঞ্চ গোমেদং নীলং গারুত্মতং তথা।
প্রবালযুক্তান্যেতানি মহারত্নানি বৈ নব॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরধৃত ভাবপ্র°)

মুক্তা, হীরা, বৈদূর্য্য,পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীলকান্ত, পান্না ও প্রবাল এই ৯টী মহারত্ন। অগ্নিপুরাণের রত্নপরীক্ষা-প্রকরণে বহুবিধ রত্নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রত্ন যথা—বজ্র, মরকত,পদ্মরাগ, মুক্তা, মহানীল, ইন্দ্রনীল,বৈদূর্য্য, গন্ধশস্য, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত,স্ফটিক, পুলক,কর্কেতন, পুষ্পরাগ, জ্যোতীরস, রাজপট্ট, রাজময়, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, গোমেদ, রুধিরাখ্য,ভল্লাতক, ধূলী, তুথক, সীস,পীলু, প্রবাল,গিরিবজ্র,ভুজঙ্গমণি, বজ্রমণি, টিট্টিভ, পিণ্ড, ভ্রামর,উৎপল। (অগ্নিপু° ২৪৫অ°)

এই সকল রত্ন বলিয়া উল্লিখিত হইলেও ইহাদের ৯টী রত্নই সর্ব্বপ্রধান। তন্ত্রসারে নবরত্নের এইরূপ উল্লেখ আছে।

"মুক্তা মাণিক্যবৈদূর্য্যং গোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ।"
পুষ্পরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ॥" (তন্ত্রসার)

মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, হীরা, বিদ্রুম, পুষ্পরাগ, মরকত ও নীল এই ৯টী নবরত্ন বা মহারত্ন।

শাস্ত্রে রত্নধারণ মহাপুণ্যজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—গ্রহবৈগুণ্য হইলে রত্নধারণ ও রত্নদান অরিষ্টনাশক। কিন্তু ইহা বলিয়া সকলেই যে রত্ন ধারণ করিবে, তাহা নহে। মূল, ধাতু ও রত্ন এই তিন প্রকার বস্তু দান ও ধারণের ব্যবস্থা আছে, ইহার মধ্যে যিনি সম্পন্ন, তিনিই রত্ন ধারণ করিবেন। তাহাতেই উপকার হইবে। যিনি রত্নধারণোপযোগী নহেন, তিনি যদি রত্ন ধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনিষ্ট হইবে।

[রত্নের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য]

জৈনদিগের মতে সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌ চারিত্র এই তিনটী রত্ন।

আপ, অন্ন ও সুভাষিত এই তিনটীকেও রত্নত্রয় কহে।

"পৃথিব্যাং ত্রীণি রত্নানি আপ অন্নং সুভাষিতং।
মূঢ়ৈঃ পাষাণখণ্ডেষু রত্নসংখ্যা বিধীয়তে॥" (উদ্ভট)

রত্নকন্দল (পুং) রত্নানাং কন্দল ইব। প্রবাল। (শব্দরত্না°)

রত্নকর (পুং) কুবের। (হেম)

রত্নকণ্ঠ, ১ পঞ্চাঙ্গকৌতুক নামক জ্যোতিগ্রন্থপ্রণেতা। ২ সারসমুচ্চয় নামে কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকারচয়িতা। ৩ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, ধৌম্যবংশীয় শঙ্করকণ্ঠের পুত্র। ইনি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে শিষ্যহিতা নাম্নী যুধিষ্ঠিরবিজয় টীকা ও ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে স্তুতিকুসুমাঞ্জলিটীকা প্রণয়ন করেন।

রত্নকর্ণিকা, রত্ননির্ম্মিত কর্ণালঙ্কারভেদ। (দিব্যা° ২৬।২৪)

রত্নকলস (ক্লী) রত্ননির্ম্মিত কলসী।

রত্নকলা (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ।

রত্নকীর্ত্তি (পুং) বুদ্ধভেদ।

রত্নকূট (পুং) রত্নময়ঃ কূটো শৃঙ্গমস্য। ১ পর্ব্বতবিশেষ। ২ বোধিসত্ত্বভেদ। (ক্লী) ৩ দ্বীপবিশেষ।

"অস্তি দ্বীপবরং মধ্যে রত্নকূটাখ্যমম্বুধেঃ।
কৃতপ্রতিষ্ঠস্তত্রাস্তে ভগবান্ হরিবর্দ্ধিনা॥"

(কথাসরিৎসা° ২৬।৩)

রত্নকূটেশ্বর, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গভেদ। (হিমবৎ ৮।১০৮)

রত্নকেতু (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। ২ বোধিসত্ত্বভেদ। বৌদ্ধমতে পরবর্ত্তী দ্বিসহস্র বুদ্ধই এই নামে পরিচিত হইবেন।

রত্নকোটি (পুং) ১ সমাধিভেদ। ২ অসংখ্য রত্ন।

"পিত্রা তে যা গৃহীতা নবনবতিতমা রত্নকোটির্ম্মদীয়া।"(উদ্ভট)

রত্নকোটিগিরি, পর্ব্বতভেদ।

রত্নক্ষেত্রকূটসন্দর্শন (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

রত্নখচিত (ত্রি) রত্নমণ্ডিত।

রত্নখনি (স্ত্রী) ১ রত্নের খনি। ২ সমুদ্র।

রত্নখেট দীক্ষিত, ভৈমীপরিণয় নাটকপ্রণেতা। সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে।

রত্নগর্ভ (পুং) রত্নানি গর্ভে লক্ষণয়া অধিকারেঽস্য। ১ কুবের। (ত্রি) ২ সমুদ্র। (রাজনি°) ৩ রত্নগর্ভবিশিষ্ট। ৪ বুদ্ধভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ রত্নগর্ভা পৃথিবী। গুণবৎপুত্রবতী।

রত্নগর্ভ, মহাভারতটীকারচয়িতা। হিরণ্যগর্ভের পুত্র ও মাধবের পৌত্র। তিনি বৈষ্ণবাকূটচন্দ্রিকা নামে একখানি বিষ্ণুপুরাণটীকা রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি সূর্য্যকরমিশ্রের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

রত্নগর্ভপোট্টলীরস (পুং) যক্ষ্মরোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দুর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মরিচ, ভস্ম, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল ও শঙ্খভস্ম এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আদার রসে ৭ দিন মাড়িয়া উক্ত চূর্ণ করিতে হইবে। পরে ইহা কড়ির মধ্যে পুরিয়া কিঞ্চিৎ সোহাগা ও আকন্দের আটায় পেষণ করিয়া ইহা দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে,

পরে এই কড়ি মাটির পাত্রে রাখিয়া সেই পাত্র আবৃত ও লিপ্ত করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। পরে ঔষধ শীতল হইলে উহা উদ্ধৃত ও উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সিসিন্দার রসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধের মাত্রা ৪ রতি। অনুপান মধু ও পিপুল চূর্ণ বা ঘৃত ও মরিচ। যথাবিধানে এই ঔষধ সেবন করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ, ভগন্দর, অর্শ ও গ্রহণী এই সকল রোগ আশু প্রশমিত হয়। যক্ষ্মরোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ভৈষজ্যরত্না• যক্ষ্মরোগাধি•)

রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম, ক্রমচন্দ্রিকাতন্ত্র ও শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থদ্বয় রচয়িতা।

রত্নগিরি, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কোঙ্কণ বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ভূপরিমাণ ৩৯২২ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে কোলাবা জেলা ও জঞ্জিরা সামন্ত রাজ্য, পূর্ব্বে সাতারা ও কোল্হাপুর, দক্ষিণে সাবন্তবাড়ী ও পর্ত্তুগীজাধিকৃত গোয়া-রাজ্য এবং পশ্চিমে আরব্যোপসাগর।

এই জেলার প্রায় সকল স্থানই পর্ব্বতময়, উপকূল প্রদেশও উচ্চ অধিত্যকায় পূর্ণ। এই অধিত্যকার স্থানে স্থানে সমুদ্রের খাঁড়ি ও পর্ব্বতগাত্রবাহী নদীমালা বিরাজিত। ঐ সকল নদীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিসমূহ সমধিক উর্ব্বরা। ঐ নদী সকলের মোহানায় সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর আছে এবং তথায় জেলার বাণিজ্য কার্য্য চলিতেছে। সমুদ্রোপকূল হইতে আন্দাজ ১০ মাইল পূর্ব্বদিকে সহ্যাদ্রিপর্ব্বতমালা দেখা যায়।

বাণকোট বা ভিক্টোরিয়া দুর্গ হইতে রেড্ডী দুর্গের দুই মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমুদ্রতট ১৬০ মাইল বিস্তৃত। সুবর্ণদুর্গ ও মালবার নামক স্থানদ্বয় সমুদ্রগর্ভে প্রসারিত হইয়া দুই একটী স্থান দ্বীপের আকারে পরিণত হইয়াছে। উহারাও উপকূলবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অংশ হইতে উৎপন্ন। এই স্থানদ্বয়ে মহারাষ্ট্রদুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

এই জেলায় অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। দাপোলী উপবিভাগে দুইটী ও রাজাপুর উপবিভাগে ১টী। ঐ তিনটী প্রস্রবণই অনল নামক নগরের সন্নিকটে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন খেড় ও সোমেশ্বর নগর, অরবলী ও তুরাল নামক গ্রামে আরও চারিটী উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়।

এখানকার প্রাচীন ইতিহাসাদিতে কোন ধারাবাহিক ঘটনা লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, চিপ্লুন ও কোল্লগিরিগুহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ৫০ অব্দ পর্য্যন্ত, উত্তররত্নগিরিতে একটী বিশেষ সমৃদ্ধ বৌদ্ধ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর কএকটী প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজবংশ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। ঐ সকল রাজবংশীয়গণের মধ্যে চালুক্যগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। [চালুক্য দেখ]

১৩১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ রত্নগিরি লুণ্ঠন ও দাভোল অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাজপাট স্থাপন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহারা সম্যক্রূপে রত্নগিরি প্রদেশে শাসন বিস্তার করিতে পারে নাই। ঐ সময়ে বাহ্মণী রাজগণ বিশালগড় ও গোয়ারাজ্য অধিকার করিয়া তৎপ্রদেশে মুসলমান-রাজবংশের পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে সাবিত্রী নদীতীর পর্য্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ কোঙ্কণ-রাজ্য বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে দাভোল ও অন্যান্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুদয়ে পর্ত্তুগীজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতে থাকে। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর প্রভাবে মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগল, সিদ্দি ও পর্ত্তুগীজ সৈন্যদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়া এখানে হিন্দু রাজ্য পুনঃ স্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কিছু কাল পরে সিদ্দিগণ এই জেলার কতকাংশের অধিকার লাভ করিয়াছিল।

জলদস্যু কান্হোজী অঙ্গ্রিয়ার সমুদ্রোপকূলে একাধিপত্য দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে মরাঠা নৌসেনাদলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে এবং তাহা হইতেই তিনি রত্নগিরির কতকাংশ সামন্তরাজ্যরূপে প্রাপ্ত হন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে কান্হোজীর অবৈধ পুত্র তুলাজী অঙ্গ্রিয়া বাণকোট হইতে সাবন্তবাড়ীর মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি পেশবার আধিপত্য অগ্রাহ্য করিয়া সমুদ্রোপকূলস্থিত অনেকগুলি জাহাজ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পেশবার সহিত মিলিত হইয়া সুবর্ণদুর্গের দস্যু-দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলেন। তৎপরবর্ষে তাঁহারা অঙ্গ্রিয়ার অধিকৃত নৌবাহিনী সমূলে বিনাশ করিয়া বিজয়দুর্গ অধিকার করেন। এই সকল কার্য্যের জন্য ইংরাজদিগের প্রতি প্রীত হইয়া পেশবা বাণকোট সহ নয়খানি গ্রাম বৃটীশ গবর্মেণ্টকে পুরস্কার দেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মালবান ও রেড্ডী দুর্গ অধিকৃত হয়। তদনন্তর মালবান কোল্হাপুর ও রেড্ডী সাবন্তবাড়ীর সর্দারের শাসনে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। অতঃপর কোল্হাপুর সাবন্তবাড়ীর সর্দারদিগের মধ্যে ২৩ বৎসর কাল যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হওয়ায় এখানে ঘোরতর শাসনবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অবশেষে ইংরাজরাজের বন্দোবস্ত অনুসারে তাহারা শান্ত-

ভাব ধারণ করে। ইংরাজরাজ মালবান ও বেনগুর্লা প্রাপ্ত হন এবং রত্নগিরি পেশবার শাসন হইতে বিচ্যুত হয়। কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গৃহবিবাদে পুনরায় মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় ইংরাজসৈন্য যাইয়া তৎপ্রদেশ দখল করে, এবং সেই সঙ্গে দুর্গাদিও কাড়িয়া লন। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, এখান হইতেই তাঁহারা দেশীয় সিপাহী সেনা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করেন। সিপাহীদলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংখ্যাই অধিক।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৩২ বর্গ-মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬°৫৯´৩১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°১৯´৫০´´ পূঃ। সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত থাকায় এখানকার বাণিজ্য অপ্রতিহত রহিয়াছে, কিন্তু সমুদ্রতীর পর্ব্বতসমাকীর্ণ হওয়ায় এখানে বড় বড় জাহাজ থাকিবার বিশেষ সুবিধা নাই। এখানে মাছের কারবারই অধিক। দুইটী খাঁড়ীর মধ্যবর্ত্তী একটী পর্ব্বতের উপর এখানকার দুর্গ স্থাপিত।

রত্নগিরি, রাজগৃহের অন্তর্গত পাঁচটি পর্ব্বতের মধ্যে একটী।

রত্নগিরিরস (পুং) জ্বরাধিকারে রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রস, অভ্র, স্বর্ণ, তাম্র, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান, লৌহার্দ্ধ বঙ্গ ও বৈক্রান্ত; ভীমরাজ রসে এই সকল মাড়িয়া পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে, পরে উহা চূর্ণ করিয়া সজিনার রসে ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিতে হইবে।

ভৈষজ্যরত্নাবলীর মতে, ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া উহা পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে, পরে উহা চূর্ণ করিয়া যথাক্রমে সজিনা, বাসক, নিসিন্দা, বচ, ভৃঙ্গরাজ, ভূকদম্ব, কণ্টকারী, শুলক, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রাহ্মী, ভিতরাজ ও ঘৃতকুমারী এই সমুদায় দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া মূষাতে রুদ্ধ করিবে ও বালুকাযন্ত্রে লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি, অনুপান পিপুল ও ধনের কাথ। অনুপান ও মাত্রা দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (রসচিন্তা°)

রত্নগ্রাবতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (হেম)

রত্নচন্দ্র (পুং) ১ দেবতাভেদ। ইনি রত্নখনির অধিষ্ঠাতা দেব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২ বোধিসত্ত্বভেদ। ৩ বিম্বিসার রাজার পুত্রভেদ।

রত্নচূড় (পুং) ১ বোধিসত্ত্বভেদ। ২ পুরাণবর্ণিত রাজভেদ।

রত্নচ্ছত্র (ক্লী) রত্নাদিখচিত ছত্র।

রত্নচ্ছত্রকূটসন্দর্শন (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

রত্নচ্ছত্রাভ্যুদ্গতাবভাস (পুং) বুদ্ধভেদ।

রত্নদত্ত (পুং) বণিক্‌ভেদ।

রত্নতেজোঽভ্যুদ্গতরাজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

রত্নত্রয় (ক্লী) জৈন মতে—সম্যগ্‌ দর্শন, সম্যগ্‌ জ্ঞান ও সম্যগ্‌ চরিত্র লইয়া মনুষ্যজীবনের উৎকর্ষতা সাধন হয় বলিয়া উহা ত্রিরত্ন নামে কথিত। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ°)

রত্নদর্পণ (পুং) রত্নাদিমণ্ডিত দর্পণভেদ।

রত্নদ্বীপ (পুং) ১ রত্নময় দ্বীপ। ২ পাতালস্থ মণিবিশেষ, যাহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হয়।

রত্নদেব, কলিঙ্গের হৈহয়বংশীয় তিনজন রাজা। রত্নপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

রত্নদ্রুম (পুং) প্রবাল।

রত্নদ্রুমময় (ত্রি) প্রবালমণ্ডিত। প্রবালসদৃশ।

রত্নদ্বীপ (ক্লী) রত্ননির্ম্মিতঃ দ্বীপঃ, শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। ১ রত্ননির্ম্মিত স্থান।

"রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥"

(তন্ত্রসার জগদ্ধাত্রীধ্যান)

২ দ্বীপবিশেষ। (হরিবংশ)

রত্নধর, ১ কাশীমাহাত্ম্যপ্রণেতা। ২ স্মৃতিমঞ্জরীরচয়িতা। ইঁহার উপাধি মিশ্র।

রত্নধর (পুং) ১ ধনবান্। ২ জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

রত্নধা (ত্রি) ধনশালী।

রত্নধার, পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৫।৬৩)

রত্নধারা, নদীভেদ। (হিমবৎ ৪৪।১৬)

রত্নধেনু (স্ত্রী) রত্ননির্ম্মিতা ধেনুঃ। মহাদানবিশেষ। রত্নের ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া দান করিতে হয়। মৎস্যপুরাণে এই দানের বিধান নিরূপিত হইয়াছে। তুলাপুরুষদানের ন্যায় এই দান করিতে হয়। যিনি এই দান করেন, তাঁহার গোলকে গতি হইয়া থাকে।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
রত্নধেনুমিতি খ্যাতং গোলোকফলদং নৃণাম্॥"

(মৎস্যপু° ২৮২ অ°)

নিম্নপ্রকারে রত্নধেনু কল্পিত করিতে হয়, একাশীতি সংখ্যক পদ্মরাগ দ্বারা মুখ, শতপুষ্পরাগে ঘোণা, ললাটে সুবর্ণ-তিলক, শত মুক্তাফল দ্বারা চক্ষু, বিদ্রুম শতে ভ্রূযুগ, দুইটী মুক্তায় কর্ণদ্বয়, সুবর্ণ দ্বারা শৃঙ্গ, বজ্র শতদ্বারা শির, শত সংখ্যক ইন্দ্রনীল দ্বারা পৃষ্ঠদেশ, স্ফটিকময় উদর, হেমময় ক্ষুর, মুক্তাবলি দ্বারা পুচ্ছ, সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত দ্বারা ঘ্রাণ,

কর্পূর, চন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা রোম, রৌপ্যে নাভি, শতগারত্মত মণিতে অস্থি এবং সকল সন্ধিস্থলে বিবিধ রত্ন, শর্করা দ্বারা জিহ্বা রচনা করিতে হইবে। গুড়ে গোময়, ঘৃতে গোমূত্র, এবং ইহাতে দধি ও দুগ্ধ দিতে হইবে। পুচ্ছাগ্রে চামর, তাম্রদোহন পাত্র এবং স্বর্ণ কুণ্ডল ও শক্তি অনুসারে ভূষণ দিতে হয়। ইহার চতুর্থাংশ দ্বারা বৎস কল্পনা করিতে হয়।

কৃষ্ণাজিনের উপর এইরূপে ধেনু কল্পনা করিয়া বিশুদ্ধ দিনে যথাবিধি বাক্য করিয়া দান করিতে হয়। দানকালে এই মন্ত্র পাঠ বিধেয়। যথা—

"ত্বং সর্ব্বদেবগণধাম যতঃ পঠন্তি
রুদ্রেন্দুবিষ্ণুকমলাসনবামদেবাঃ।
তস্মাৎ সমস্তভুবনত্রয়হেতুযুক্তা
মাং পাহি দেহি ভবসাগরপীড্যমানম্।"

যিনি এইরূপ ধেনু দান করেন, তিনি সকল পাপ মুক্ত হইয়া বন্ধু বান্ধব ও পুত্র পৌত্রাদির সহিত মদনের ন্যায় রূপবিশিষ্ট হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন।

(মৎস্যপু° রত্নধেনুদান নামক ২৬২ অ°)

হেমাদ্রির দানখণ্ডেও এই দানের বিধান অভিহিত হইয়াছে।

রত্নধেয় (ক্লী) ধনদান। সায়ণাচার্য্য স্থান বিশেষে ইহার দুইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"দাতব্যং রত্নম্" এবং "রমণীয়-দানস্য দাতৃ"।

রত্নধ্বজ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

রত্ননদী (স্ত্রী) নদীভেদ।

রত্ননিচয় (পুং) মণিসমূহ।

রত্ননাথ, ন্যায়বোধিনী নামে তর্কসংগ্রহটীকাকর্ত্তা।

রত্ননাভ (পুং) বিষ্ণু।

রত্ননিধি (পুং) ১ খঞ্জনপক্ষী। (ত্রিকা°) ২ সমুদ্র। ৩ মেরু। ৪ বিষ্ণু।

রত্নন্যাস (ক্লী) রত্নসংস্থাপন। (হয়শীর্ষ ৭৮।১।১)

রত্নপরীক্ষা (স্ত্রী) প্রকৃত রত্ননির্ব্বাচন।

রত্নপীঠ, তীর্থভেদ। (যাগিনীতন্ত্র ৩৪।১)

রত্নপর্ব্বত (পুং) মেরুপর্ব্বত। (হরিবংশ)

রত্নপাণি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

রত্নপাণি, ষট্কারকপ্রতিচ্ছন্দক নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

রত্নপাণিশর্ম্মন্, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। গঙ্গোলী সঞ্জীবেশ্বরের পুত্র। ইনি মিথিলাধিপতি ছত্রসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। ইঁহার রচিত আচারসংগ্রহ, একোদ্দিষ্টসারিণী, কৃষ্ণার্চ্চনচন্দ্রিকা, ক্ষয়মাসাদিবিবেক, নাড়ীপরীক্ষাদি চিকিৎসা-কথন, পার্ব্বণচন্দ্রিকা, প্রায়শ্চিত্তপারিজাত, মহাদানবাক্যাবলী, মিথিলেশচরিত, মিথিলেশাহ্নিক প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়। অতঃপর ইনি ছত্রসিংহের পৌত্র ও রুদ্রসিংহের পুত্র তীরভুক্তিরাজ মহেশ্বরসিংহের ব্রতাচার রচনা করিয়াছিলেন। রাজা রুদ্রসিংহের অনুমতিক্রমেও ইনি সুবোধিনী নামে একখানি দীধিতি প্রণয়ন করেন।

রত্নপারায়ণ (ক্লী) পারায়ণমেব অণ্, রত্নস্য পারায়ণং। সর্ব্বরত্নস্থান।

"সমুদ্রোপতাকা হৈমী পর্ব্বতাধিত্যকা পুরী।
রত্নপারায়ণং নাম্না লঙ্কেতি মম মৈথিলি॥"

রত্নপাল (পুং) ১ রাজভেদ। ২ চন্দেল্লরাজ বীরবর্ম্মের সভাকবি।

রত্নপালবর্ম্মদেব, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি।

রত্নপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। এখানে কলচুরী ও হৈহয়বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন।

রত্নপুরীভট্টারক, ন্যায়সারটীকাপ্রণেতা।

রত্নপ্রদীপ (পুং) রত্ননির্ম্মিত দীপবিশেষ।

রত্নপ্রভ (পুং) ১ দেবতাভেদ। ২ রাজভেদ।

রত্নপ্রভা (স্ত্রী) রত্নানাং প্রভা যত্র। ১ পৃথিবী। ২ জৈনদিগের নরকভেদ।

'রত্নশর্করাবালুকা পঙ্কধূমতমঃপ্রভাঃ।
মহাতমপ্রভা বেত্যাধোঽধো নরকভূময়ঃ॥' (হেম)

৩ নাগীভেদ। ৪ জৈনসূরিভেদ। ইঁহার রচিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

রত্নবাহু (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

রত্নভাজ্ (ক্লী) ধনসঞ্চয়ী। (ঋক্ ৭।৮।১৪)

রত্নভূতি, জনৈক প্রাচীন কবি।

রত্নমঞ্জরী (স্ত্রী) বিদ্যাধরীভেদ।

রত্নমতি, জনৈক বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ইঁহার মত উল্লেখ করিয়াছেন।

রত্নমদন, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা।

রত্নমল্ল, নেপালের জনৈক নরপতি।

রত্নময় (ত্রি) রত্নস্বরূপে ময়ট্। রত্নস্বরূপ। রত্নমণ্ডিত।

রত্নমালা (স্ত্রী) রত্ননির্ম্মিতা মালা। রত্নের হার।

রত্নমালাবৎ (ত্রি) রত্নমালাধারী। রত্নমালাসদৃশ।

রত্নমালিকা (স্ত্রী) রত্নের ছোট হার। (হীরার কণ্ঠী বা চিক্)

রত্নমালিন্ (ত্রি) রত্নমালাধারী। (রামা° উপ° ২৯৪) (স্ত্রী) দেবতাভেদ। (সহ্যাদ্রি ২।১৬।৪)

রত্নমিত্র, জনৈক প্রাচীন কবি।

রত্নমুকুট (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

রত্নমুখ্য (ক্লী) রত্নেষু মুখ্যং। হীরক। (হেম)

রত্নমুদ্রা (স্ত্রী) সমাধিভেদ।

রত্নমুদ্রাহস্ত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

রত্নমালী (পুং) রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি ৩১।৫)

রত্নযষ্টি (পুং) বুদ্ধভেদ।

রত্নযুগ্মতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

রত্নরক্ষিত (পুং) জনৈক বৌদ্ধযতি। ইনি তিব্বতীয় ভাষায় কারণ্ডব্যূহ অনুবাদ করেন।

রত্নরাজ্ (পুং) রত্নেষু রাজতে রাজ্-ক্বিপ্। ১ মাণিক্য। ২ রত্নশ্রেষ্ঠ।

রত্নরাজি (স্ত্রী) রত্নানাং রাজিঃ। রত্নসমূহ।

রত্নরাশি (পুং) ১ রত্নস্তূপ। রত্নসঞ্চয়। ২ সমুদ্র।

রত্নরেখা (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ।

রত্নলিঙ্গেশ্বর (পুং) ১ শিবলিঙ্গভেদ। ২ বৌদ্ধমতে স্বয়ম্ভুর প্রতিমূর্ত্তি।

রত্নবৎ (ত্রি) রত্নং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ১ রত্নযুক্ত, রত্নবিশিষ্ট।

"পরার্দ্ধ্যবর্ণাস্তরণোপপন্নমাসে দিবান্ রত্নবদাসনং সঃ।" (রঘু ৬।৪)

২ ফলপ্রদ। "ধা রত্নবস্তমমৃতেষু জাগৃবিং" (ঋক্ ৩।২৮।৫)

'রত্নবন্তং রত্নশব্দেন স্বর্গাদিলক্ষণমুত্তমং ফলমভিধীয়তে তদ্বন্তঃ ফলপ্রদং' (সায়ণ)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। রত্নবতী—১ পৃথিবী। ২ রাজা বীরকেতুর কন্যা।

"নন্দয়ন্ত্যাভিধানায়াং পত্ন্যাং তস্যোদপদ্যত।

সুতা রত্নবতী নাম দেবতারাধনার্জ্জিতা ॥"(কথাসরিৎ০ ৮৮।৬)

(পুং) পর্ব্বতভেদ। (মার্ক০পু০ ৫৫।৭)

রত্নবর্দ্ধন (পুং) কাশ্মীরবাসী জনৈক ব্যক্তি। ইনি স্বনামে রত্নবর্দ্ধনেশ নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। (রাজতর০ ৫।৪০)

রত্নবর্ম্মন্ (পুং) জনৈক প্রসিদ্ধ বণিক্। (কথাসরিৎসা০ ৫৭।৫৫)

রত্নবর্ষ (পুং) যক্ষরাজভেদ।

রত্নবর্ষুক (ক্লী) রত্নানি বর্ষিতুং শীলমস্য (বৃষলষপতপদ-স্থেতি। পা ৩।২।১৫৪) ইতি উকঞ্। ১ পুষ্পকরথ। (শব্দরত্না০) (ত্রি) ২ রত্নবর্ষণশীল।

রত্নবিশুদ্ধ (পুং) জগদ্ভেদ।

রত্নবৃক্ষ (পুং) প্রবাল।

রত্নশিখর (ক্লী) বোধিসত্ত্বভেদ।

রত্নশলাকা (স্ত্রী) হীরকাদি মূল্যবান্ প্রস্তরনির্ম্মিত শলাকা-বিশেষ।

রত্নশিখিন্ (পুং) বুদ্ধভেদ।

রত্নশিলা, যে প্রস্তরে নানারত্ন সাজাইয়া বসান আছে (Mosaic)।

রত্নশেখর, গুণস্থানপ্রকরণরচয়িতা।

রত্নশেখর, প্রবন্ধকোষ ও প্রাকৃতচ্ছন্দঃকোষ নামক অভিধান-গ্রন্থপ্রণেতা। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপন করেন। ইনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী, ইঁহার উপাধি সূরি।

রত্নষষ্ঠী (স্ত্রী) ষষ্ঠীতিথিভেদ।

রত্নসংগ্রহ (পুং) রত্নসঞ্চয়।

রত্নসংঘাত (পুং) হীরকাদি মণির স্তূপ।

রত্নসমুদ্গল (পুং) সমাধিভেদ।

রত্নসম্ভব (পুং) ১ ধ্যানিবুদ্ধভেদ। ২ বুদ্ধভেদ। ৩ বোধি-সত্ত্বভেদ। ৪ যে স্থানে বুদ্ধ শশিকেতু আবির্ভূত হইবেন, সেই স্থান।

রত্নসানু (পুং) রত্নানি সানৌ প্রস্থে যস্য। সুমেরু-পর্ব্বত।

রত্নসিংহ, চিত্রকূটের গুহিলবংশীয় জনৈক রাজা। সংগ্রাম-সিংহের পুত্র।

রত্নসিংহ, জনৈকরাজা। ইঁহার পুত্র উদয়সিংহকে ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

রত্নসিংহ (রাণা), মিবারের জনৈক রাণা। রাণা সংগ্রাম-সিংহের তৃতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৫৮৬ সংবতে তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় যোদ্ধা এবং বীরত্ব, সাহস, ধৈর্য্য, তেজস্বিতা প্রভৃতি রাজপুতো-চিত সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। অম্বরপতি পৃথ্বীরাজের দুহিতাকে তিনি রাজপুত প্রথানুসারে নিধার তরবারি পাঠাইয়া গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই গান্ধর্ব্ব বিবাহের সংবাদ কেহই অবগত ছিলেন না। বুন্দির হরবংশীয় রাজা সূর্য্যমল্ল ঐ রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন এবং সেই কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া স্বনগরে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই ঘটনায় রাণার হৃদয়ে বিষাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তিনি স্বীয় শ্যালক বুন্দিরাজ সূর্য্যমল্লের নির্য্যা-তন কামনায় অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা উভয়ে বাসন্তিক মৃগয়াব্যাপারে বহির্গত হইয়া অনুচরবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক মৃগের অনুসরণ করিয়া দূর বনে উপনীত হন। তথায় পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই এককালে নিহত হন। রাণা রত্নসিংহ পাঁচ বৎসরকার রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনসময়ে বাবরশাহ ভারতে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপন করিলেও মিবারে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শত্রুঞ্জয়ের পুণ্ডরীক মন্দিরে উৎকীর্ণ ১৫৮৭ সংবতের শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, রাণা রত্নসিংহ উহার সপ্তম জীর্ণ সংস্কার করি-

য়াছেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত লাবণ্যসময় উহার প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন।

রত্নসিংহ, বাস্তব্যকায়স্থবংশীয় জনৈক রাজকবি। ইনি রত্নপুররাজ ২য় জাজল্লদেবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

রত্নসিংহসূরি, জৈন সূরিভেদ।

রত্নসুন্দরসূরি, জৈন সূরিভেদ।

রত্নসূ (স্ত্রী) রত্নানি সূতে ইতি সূ প্রসবে ক্বিপ্। ১ পৃথিবী।

"ত্রিলোক্যাং রত্নসূঃ শ্লাঘ্যা তস্যাং ধনপতের্হরিং।

তত্র গৌরীগুরুঃ শৈলো যত্তস্মিন্নপি মণ্ডলম্॥"(রঘু° ১।৬৫)

(ত্রি) ২ রত্নপ্রসবকারী।

রত্নসূতি (স্ত্রী) পৃথিবী।

রত্নসেন (পুং) জনৈক গড়াদেশাধিপতি।

রত্নস্বামিন্ (ক্লী) রত্নপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ও মন্দির।

রত্নহবিস্ (ক্লী) রাজসূয় যজ্ঞে রাজার শ্রেষ্ঠ ধনের উল্লেখ করিয়া যে আহুতি দান করা হয়। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।১।৩)

রত্না, (স্ত্রী) নদীভেদ। তাপীতে আসিয়া মিশিয়াছে। (তাপীখ)

রত্নাকর (পুং) রত্নানামাকরঃ উৎপত্তিস্থানং। ১ সমুদ্র। ২ রত্নোৎপত্তিস্থান। ৩ বাল্মীকি মুনির নামান্তর। ৪ স্বনামখ্যাত কবিবিশেষ।

"মা স্ম সন্তু হি চত্বারঃ প্রায়ো রত্নাকরা ইমে।

ইতীব স কৃতোধাত্রা কবিরত্নাকরোঽপরঃ॥" (রাজশে°)

৫ বুদ্ধদেব। ৬ বোধিসত্ত্বভেদ। ৭ উচ্চৈঃশ্রবা বংশজ অশ্বভেদ। ৮ নগরভেদ।

রত্নাকর, দ্রব্যগুণবিচাররচয়িতা।

রত্নাকর ঠক্কুর, দানপঞ্জিকাপ্রণেতা।

রত্নাকর পৌণ্ডরীক যাজিন্, জয়পুরবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহের গুরু ছিলেন। তাঁহার আদেশে ইনি ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহকল্পদ্রুম বা ব্রতকল্পদ্রুম ও তাহার টীকা প্রণয়ন করেন।

রত্নাকর মিশ্র, প্রায়শ্চিত্তসারসংগ্রহরচয়িতা।

রত্নাকর বিদ্যাধিপতি, কাশ্মীরপতি অবন্তিবর্ম্মার আশ্রয়ে প্রতিপালিত জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, পণ্ডিতপ্রবর দুর্গদত্তের বংশধর ও অমৃতভানুর পুত্র। ইনি ধ্বনিগাথাপঞ্জিকা, বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা ও হরবিজয়কাব্য প্রণয়ন করেন। ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্ততিলকে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

রত্নাঙ্ক (পুং) রত্নানামঙ্কশ্চিহ্নং যস্মিন্। ১ বিষ্ণুরথ। (শব্দরত্না°) রত্নানামঙ্কঃ। ২ রত্নচিহ্ন।

রত্নাঙ্গুরীয়ক (ক্লী) রত্ননির্ম্মিতং অঙ্গুরীয়কং। রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক, রত্নের আংটী।

রত্নাচল (পুং) রত্ননির্ম্মিতঃ অচলঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। দানার্থ মণিময় পর্ব্বত, রত্নদ্বারা পর্ব্বত কল্পনা করিয়া দান করিতে হয়। ইহাও একটি মহাদান। হেমাদ্রির দানখণ্ড ও মৎস্যপুরাণে এই দানের বিধান আছে,—

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রত্নাচলমনুত্তমং।

মুক্তাফলসহস্রেণ পর্ব্বতঃ স্যাদনুত্তমঃ॥" ইত্যাদি।

(মৎস্যপু° ৯০ অ°)

এই পর্ব্বত এই প্রকারে কল্পনা করিতে হয়। এই পর্ব্বত উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। সহস্রসংখ্যক মুক্তাদ্বারা যে পর্ব্বত কল্পনা করা হয়, তাহা উত্তম, পাঁচশতে মধ্যম এবং তিনশতে অধম হইয়া থাকে। ইহার চতুর্থাংশ দ্বারা বিষ্কম্ভ পর্ব্বত করিতে হয়। পূর্ব্বদিকে বজ্র ও গোমেদ, এবং দক্ষিণ দিকে ইন্দ্রনীল ও পুষ্পরাগ রত্ন বিন্যাস করিতে হইবে, এই পর্ব্বত এইরূপে প্রস্তুত করিয়া ধান্যাচলের ন্যায় আর সকল কার্য্য করিতে হইবে।

পরে যথাবিধানে সংকল্প ও দানবাক্যাদি এবং নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিতে হয়। মন্ত্র—

"যথা দেবগণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বরত্নেষ্ববস্থিতাঃ।

ত্বঞ্চ রত্নময়ো নিত্যমতঃ পাহি মহাচল॥

যস্মাদ্রত্নপ্রদানেন তুষ্টিং প্রকুরুতে হরিঃ।

সদা রত্নপ্রদানেন তস্মান্নঃ পাহি পর্ব্বত॥" (মৎস্যপু° ৯০অ°)

যিনি বিধিপূর্ব্বক এই দান অনুষ্ঠান করেন, তিনি সকল পাপ বর্জ্জিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

(মৎস্যপু° ৯০ অ°)

রত্নাঢ্য (ত্রি) রত্নময়, রত্নপূর্ণ।

রত্নাদেবী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (রাজতর° ৮।২৪৩৪)

রত্নাদিত্য, রাজভেদ।

রত্নাদ্রি (পুং) পর্ব্বতভেদ।

রত্নাধিপতি (পুং) ১ রাজভেদ। ২ কুবের।

রত্নানদ, বর্দ্ধমান সেলিমাবাদ পরগণায় প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী এই নদীতীরবর্ত্তী দামুন্যা গ্রামে বাস করিতেন।

রত্নপুর (ক্লী) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন নগরভেদ।

রত্নাভরণ (ক্লী) রত্নালঙ্কার।

রত্নার্চ্চিস্ (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। ২ রত্নময়ূখ।

রত্নালোক (পুং) রত্নের জ্যোতিঃ।

রত্নালঙ্কার (ক্লী) রত্ননির্ম্মিতমাভরণং অলঙ্কারম্। মণিময় অলঙ্কার, রত্নের গহনা। রত্নাভরণধারণ যশস্কর, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, বিপত্তিনাশক, আনন্দ ও কামজনক এবং ওজস্কর।

"ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং শ্রীমদ্ব্যসনসূদনম্।
হর্ষণং কাম্যমোজস্যং রত্নাভরণধারণম্॥" (রাজবংশ)

রত্নাবতী (স্ত্রী) নগরভেদ।

রত্নাবভাস (পুং) কল্পভেদ।

রত্নাবলী (স্ত্রী) ১ মুক্তামালা। ২ ছন্দোভেদ। ৩ নায়িকাভেদ।

রত্নাসন (ক্লী) রত্ননির্ম্মিতম্ আসনং। রত্ননির্ম্মিত আসন।

রত্নি (পুং) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোত্যনেনেতি ঋ-(ঋতন্যঞ্জীতি) উণ্ ৪।২) ইতি কত্নিচ্। ১ বদ্ধমুষ্টিহস্ত, চলিত মুটমুহাত-পরিমাণ। (অমর)

"অষ্টরত্নির্মহাবাহুর্ব্যূঢ়োরস্কঃ সুদুর্জ্জয়ঃ।"(ভা০ ৮।৭২।২৭)

রত্নিন্ (ত্রি) ১ রমণীয় ধনবৎ, রমণীয় ফলবৎ। (ঋক্ ১।১৮২।৪ সায়ণ) ২ যাহার গৃহে রাজপ্রদত্ত রত্নহবিঃ সমাহিত হয়।

রত্নিপৃষ্ঠক (ক্লী) কনুই।

রত্নেন্দ্র (পুং) শ্রেষ্ঠ রত্ন। হীরক, মাণিক্য প্রভৃতি।

রত্নেশক, লক্ষণসংগ্রহ নামক ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা।

রত্নেশ্বর, ১ রত্নদর্পণ নামে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের টীকাকার। ইনি রামসিংহদেব নামেও পরিচিত ছিলেন। ২ প্রশ্নপ্রকাশ নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

রত্নেশ্বর মিশ্র, আচারচন্দ্রিকাপ্রণেতা।

রত্নেশ্বর (পুং) ১ কাশীস্থ শিবলিঙ্গভেদ। (কাশীখণ্ড) ২ মথুরাস্থ শিবলিঙ্গভেদ।

রত্নোত্তমা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবতাভেদ।

রত্নোদ্ভব (পুং) জনৈক বৌদ্ধ-যতি।

রত্নোল্কা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তিভেদ।

রত্যঙ্গ (ক্লী) রতেরঙ্গং। যোনি। (শব্দরত্না০)

রথ (পুং) রম্যতেঽনেনাত্র বা রম্-(হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ ক্থন্। উণ ২।২) ইতি ক্থন্ অনুনাসিকলোপশ্চ। কায়, দেহ। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।" (গীতা)

আত্মা দেহরূপ রথে অবস্থান করেন, এই জন্য আত্মাকে রথী কহে। ২ চরণ। ৩ বেতস বৃক্ষ। (বিশ্ব) ৪ তিনিশ বৃক্ষ। (রাজনি০) চক্রবিশিষ্ট যুদ্ধার্থ যান। পর্য্যায়—শতাঙ্গ, স্যন্দন, স্যন্দনমাত্র। (অমর) রথভ্রমণগুণ—বায়ুপ্রকোপক, অঙ্গের স্থিরীকরণ, বলকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। [রথযাত্রা দেখ।]

"হস্ত্যশ্বরথদোলাদ্যৈর্ভ্রমণং বাতকোপনং।
স্থিরীকরণমঙ্গানাং বল্যং বহ্নিবিবর্দ্ধনম্॥" (রাজবল্লভ)

রথক (পুং) রথ ইব প্রতিকৃতিঃ রথ-কন্। মন্দিরাবয়ববিশেষ।

"অষ্টকাংশেন গর্ভস্য রথকানান্তু নির্গমঃ।
পরিধেগুণভাগেন রথকাংস্তত্র কল্পয়েৎ॥"
(হরিভক্তিবি০ ২০ বি০)

রথকট্যা (স্ত্রী) রথানাং সমূহঃ (ইনিত্রকট্যচশ্চ। পা ৪।২।৫১) ইতি কট্যচ্, টাপ্। রথসমূহ। পর্য্যায়—রথব্রজ। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে 'জনখলাদিগোরথেত্তি' এই সূত্রানুসারে এই এই অর্থে কড্য প্রত্যয় হইয়া 'রথকড্যা' এইরূপ পদ হয় মুগ্ধবোধে কট্যচ্ প্রত্যয়ের কোন সূত্র নাই।

রথকর (পুং) রথং করোতীতি কৃ-অচ্, রথানাং করঃ। রথকার। (শব্দরত্না০)

রথকল্পক (পুং) ১ রথাদির পরিদর্শক রাজকর্ম্মচারিভেদ। ২ ধনি-ব্যক্তিদিগের গৃহসজ্জা ও বেশভূষার পরিরক্ষক, তোষাখানার দাওয়ান।

রথকায় (পুং) রথারোহী সেনাদল।

রথকার (পুং) রথং করোতীতি রথ-কৃ-অণ্। রথনির্ম্মাণকর্ত্তা, চলিত ছুতার। পর্য্যায়—তক্ষন্, বর্দ্ধকি, ত্বষ্টৃ, কাষ্ঠতট্, সূত্রধার, রথকর, কাষ্ঠতক্ষক, বর্দ্ধকা। (শব্দরত্না০) [যজ্ঞোপবীত দেখ]

করণীর গর্ভে মাহিষ্য হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। "মেধায়ৈ রথকারং ধৈর্য্যায় তক্ষাণম্' (শুক্লযজু০ ৩০।৬) 'রথ-কারং মাহিষ্যেণ করণ্যাং জাতং' (মহীধর)

রথকারক (পুং) রথস্য কারকঃ। সূত্রধার, রথকার।

রথকারত্ব (ক্লী) রথকারস্য ভাবঃ রথকার-ত্ব। রথকারের ভাব বা ধর্ম্ম, রথকারের কার্য্য, রথপ্রস্তুতকরণ।

রথকুটুম্বিক (পুং) সারথি। রথচালক।

রথকুটুম্বিন্ (পুং) রথং কুটুম্বয়িতুং ধারয়িতুং শীলমস্য, ণিনি, যদ্বা রথ এব কুটুম্বং তদস্যাস্তীতি ইনি। সারথি। (অমর)

রথকূবর (পুং ক্লী) রথের চক্রমেরু।

রথকৃৎ (পুং) রথং করোতি কৃ-কিপ্, তুক্ চ। ১ রথকার। ২ যক্ষভেদ।

রথকেতু (পুং) রথের নিশান। রথধ্বজ।

রথক্রান্ত (পুং) রথবৎ ক্রান্তং ক্রমণমস্য। তালবিশেষ।

"অশ্বক্রান্তো রথক্রান্তো বিষ্ণুক্রান্তস্ততঃ পরং।
সূর্য্যক্রান্তো বিধুক্রান্তো বলভিন্নাগপক্ষকঃ॥" (সঙ্গীতরত্না০)

রথক্রান্তা (স্ত্রী) জনপদবিশেষ। (নারা০ উ০)

রথক্রীত (ত্রি) যাহা রথমূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

রথক্ষয় (ত্রি) রথনিবাস। "কদাভুবন্ রথক্ষয়াণি ব্রহ্ম" (ঋক্-৬।৩৫।১) 'রথক্ষয়াণি রথনিবাসানি' (সায়ণ)

রথক্ষোভ (পুং) রথের কম্পন।

রথগণক (পুং) রথসংখ্যাকারী রাজকর্ম্মচারিভেদ।

রথগর্ভক (পুং) রথো গর্ভেঽস্য। স্কন্ধবাহ্যযান, নররথ। পর্য্যায়—কর্ণীরথ, প্রবহণ, ডয়ন। (হেম)

রথগুপ্তি (স্ত্রী) পরপ্রহরণাভিঘাতরক্ষার্থং রথস্য সন্নাহবদাবরণ-

কাদিদ্রব্যং। রথের গুপ্তি, রথকে কাণ্ডাদি হইতে রক্ষার জন্য আবরণ। পর্য্যায়—বরূথ। (অমর) শরীররক্ষার্থ বা শত্রুপ্রহারজন্য শস্ত্রাদি রাখিবার জন্য রথস্থ গুপ্তস্থানবিশেষ।

রথগৃৎস (পুং) রথকর্ম্মে কুশল, সুনিপুণ রথচালক। "রথগৃৎসশ্চ রথৌজাশ্চ সেনানীগ্রামণ্যৌ" (শুক্লযজুঃ ১৫।১৫) 'রথগৃৎসঃ রথে গৃৎসঃ মেধাবী কুশলঃ' (বেদদীপ॰)

রথগোপন (ক্লী) রথস্য গোপনং শস্ত্রাদিভ্যো রক্ষার্থমাবরণং। রথগুপ্তি। (হলায়ুধ)

রথগ্রন্থি (পুং) রথবন্ধনী। (হরিবংশ)

রথঘোষ (পুং) রথচক্রের ঘরঘর্ শব্দ।

রথচক্র (ক্লী) রথস্য চক্রং। রথের চাকা।

রথচক্রচিৎ (ক্লী) রথচক্রের ন্যায় সজ্জিত।

রথচরণ (পুং) রথচরণং চক্রং তদেব নামাস্য। ১ চক্রবাকপক্ষী। (পুং ক্লী) ২ রথচক্র।

"রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।" (মহিম্ন-স্তব)

রথচর্য্যা (স্ত্রী) রথচালনা।

রথচর্ষণ (পুং) রথের দ্রষ্টব্য মধ্যদেশ। "যো হ বাং মধুনো দৃতিরাহিতো রথচর্ষণে" (ঋক্ ৮।৫।১৯) 'রথচর্ষণে রথস্য চর্ষণে দ্রষ্টব্যে মধ্যে দেশে' (সায়ণ)

রথচিত্রা (স্ত্রী) নদীভেদ।

রথজঙ্ঘা (স্ত্রী) রথের পশ্চাদ্ভাগ।

রথজিৎ (ত্রি) রথং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। রথজেতা, রথজয়কারী। "গোজিৎ নঃ সোমো রথজিৎ" (ঋক্ ৯।৭৮।৪) 'রথজিৎ রথস্য জেতা' (সায়ণ)

রথজূতি (ত্রি) রথারোহণপূর্ব্বক আক্রমণ।

রথজ্ঞান (ক্লী) রথচালনে কুশল।

রথজ্ঞানিন্ (ত্রি) সারথি। রথচালনশীল।

রথতুর্ (ত্রি) রথপ্রেরয়িতা। "কং যান্তি রথতূর্ভিরশ্বৈঃ" (ঋক্ ১।৮৮।২) 'রথতূর্ভিঃ রথস্য প্রেরয়িতৃভিঃ, ত্বর ত্বরণে রথং তুতুরতি ত্বরায়ুক্তং কুর্ব্বন্তীতি ক্বিপ্।" (সায়ণ)

রথদারু (ক্লী) রথনির্ম্মাণযোগ্য কাষ্ঠ।

রথদ্রু (পুং) রথনামা দ্রুঃ, যদ্বা রথস্য দ্রুঃ দ্রুমঃ, তত্রোপযোগিত্বাৎ। তিনিশবৃক্ষ। (অমর) ২ বেতসবৃক্ষ।

রথদ্রুম (পুং) বৃক্ষভেদ (Dalbergia Ougeinensis)।

রথধুর্ (স্ত্রী) রথস্য ধূঃ। রথের ধুরা।

রথনাভি (স্ত্রী) রথস্য নাভিঃ। রথচক্র। "যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ" (শুক্লযজুঃ ৩৪।৫) 'রথনাভৌ আরা ইব, আরাঃ রথচক্রনাভৌ মধ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ' (বেদদীপ)

রথন্তর (ত্রি) রথেন তরতি যঃ। ১ কল্পবিশেষ।

"রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্॥" (মৎস্যপু॰ ৫৩।৩৩)

(ক্লী) রথেন তরতীতি তৄ (সংজ্ঞায়াং ভৃ-তৄ-বৃজিধারিসহিতপিদমঃ। পা ৩।২।৪৬) ইতি খচ্, মুম্ চ। ২ অগ্নিভেদ, (ক্লী) ৩ সামভেদ। "রথন্তরে সূর্য্যং পর্য্যপশ্যৎ" (ঋক্ ১।১৬৪।২৫) 'রথন্তরে এতন্নামকে সাম্নি' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। রথন্তরী পুরুবংশীয় ঈলিন রাজার পত্নী।

"রথন্তর্য্যাং সুতান্ পঞ্চ পঞ্চ ভূতোপমাংস্ততঃ।
ঈলিনো জনয়ামাস দুষ্মন্তপ্রভৃতীন্ নৃপান্॥"
(ভারত ১।৯৪।১৭) ৪ তংসুর পত্নীভেদ।

রথপথ (পুং) শকটাদি গমনযোগ্য পথ।

রথপর্য্যায় (পুং) রথঃ পর্য্যায়ো যস্য। ১ তিনিশবৃক্ষ। (রাজনি॰) ২ বেত্রলতা। (শব্দচ॰)

রথপাদ (পুং) রথস্য পাদঃ। চক্র। (হেম)

রথপ্রষ্ঠ (পুং) রথের অগ্রগামী ব্যক্তি। রথচালক।

রথপ্রা (স্ত্রী) আত্মীয়ের পূরয়িতা বা স্তোতৃদিগের রথ ধনদ্বারা পূরয়িতা (বায়ু)। "বৃহদ্রয়িং বিশ্ববারং রথপ্রাং" (ঋক্ ৬।৪৯।৪) 'রথপ্রাং রথস্য আত্মীয়স্য প্রাতারং পূরয়িতারং যদ্বা স্তোতৃণাং রথং ধনৈঃ পূরয়িতারং' (সায়ণ) ২ নদীভেদ।

রথপ্রোতি (ত্রি) রথস্থিতপ্রোতিবৎ স্থির সেনানী। "তস্য রথপ্রোতশ্চাসমরথশ্চ" (শুক্লযজুঃ ১৫।১৭) 'রথে স্থিতঃ প্রোত ইব স্থিরঃ রথপ্রোতঃ সেনানীঃ' (বেদদীপ)..

রথপ্সা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (শব্দরত্না॰)

রথবন্ধ (পুং) রথবন্ধনী রজ্জু বা রশ্মি।

রথমণ্ডল (পুং ক্লী) রথসমূহ।

রথমহোৎসব (পুং) রথজনিতঃ মহোৎসবঃ বা রথস্য মহোৎসবঃ। রথোৎসব, রথযাত্রাজন্য মহোৎসব।

রথমুখ (ক্লী) রথের সম্মুখদেশ।

রথযা (স্ত্রী) রথাদির জন্য ইচ্ছা।

রথযাত্রা (স্ত্রী) রথেন যাত্রা। দেবদেবীকে রথে বসাইয়া রথাকর্ষণরূপ উৎসব।

আর্য্যজাতির অনুষ্ঠিত একটী প্রাচীন ধর্ম্মোৎসব। এখন রথযাত্রা বলিলে সাধারণতঃ জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই বুঝায়। কিন্তু এক সময়ে এই ভারতবর্ষে কি সৌর, কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি জৈন, কি বৌদ্ধ সকল বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব স্ব উপাস্যদেবের উৎসববিশেষে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত। রাজাধিরাজ হইতে অতি নিঃস্ব দীন ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিতেন। কোন্

সময়ে এই রথযাত্রা প্রচলিত হয়, তাহা এখনও স্থিরনিশ্চিত হয় নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাবিৎ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধসাধারণ যে রথযাত্রা উৎসব করিত, তাহা হইতে ভারতীয় রথযাত্রার উৎপত্তি। তাঁহাদের এই যুক্তির কারণ—

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ লি-যুল্ বা খোতনরাজ্যে অবস্থানকালে বুদ্ধের রথযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন—

'চতুর্থমাসের ১ম দিবসে নগরের সমস্ত রাস্তায় ঝাঁট ও জল দেওয়া হইল, রাজপথ নানারূপ ধ্বজপতাকায় ভূষিত হইল, নগরের গোপুরের উপর চন্দ্রাতপ সাজান হইল। এই গোপুরের উপর রাজা, রাণী ও রাজপুরমহিলাগণের বসিবার স্থান। রাজা মহাযানেরই সমধিক সম্মান করিতেন বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে মহাযানমতাবলম্বী গোমতী বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রতিমাগুলি বাহির হইল। নগর হইতে প্রায় ৩৪ লি দূরে তাঁহাদের বিগ্রহের জন্য রথ প্রস্তুত হয়। রথখানি চারি চাকার, উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফিটু, সপ্ত মহারত্ন-সুশোভিত, দেখিতে যেন একটী সচল রাজপ্রাসাদ। তাহার উপর চারিদিকে রেশমের চন্দ্রাতপ ও রেশমের পর্দ্দা উড়িতেছে। মধ্যস্থলে মূল বিগ্রহ, তাঁহার সহচররূপে দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহাদের অনুচররূপে নানা দেবমূর্ত্তি। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভিনব সুচিক্কণ অলঙ্কার সকল বাতাসে দুলিতেছে। রথ গোপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে রাজা নিজ রাজমুকুট খুলিয়া ফেলিয়া নূতন কাপড় পরিয়া খালি পায়ে হাতে ধূপ ধুনা ও ফুলের মালা লইয়া অনুচরগণ-পরিবৃত হইয়া রথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং অবনত মস্তকে দেবের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ও ধূপধুনা জ্বালিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। নগরে প্রবেশকালে গোপুর হইতে রাণী ও রাজপুরমহিলাগণ নানাবিধ পুষ্প অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।' এইরূপে মহাসমারোহ হইয়া থাকে।

'এইরূপ প্রত্যেক সঙ্ঘারাম হইতে বিভিন্ন প্রকার রথ বাহির হইয়া থাকে। চতুর্থ মাসের প্রতিপদ্ হইতে সকলের যাত্রা আরম্ভ এবং চতুর্দ্দশীর পরে উৎসব শেষ হয়। উৎসব শেষ হইলে রাজা ও রাণী প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন।'

(Fo Kwo-ki, ch. II)

ফা-হিয়ান্ পাটলিপুত্র-দর্শনকালেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

'প্রতিবর্ষেই ২য় মাসের ৮ম দিবসে যাত্রোৎসব হইয়া থাকে। এই সময়ে তত্রত্য অধিবাসিগণ রথে বুদ্ধপ্রতিমা লইয়া বাহির হয়। ঐ রথ চারিটী চক্রবিশিষ্ট, পঞ্চ আর শোভিত, মধ্যে ত্রিশূলাকার ২২ ফিটু উচ্চ ধ্বজদণ্ড লম্বিত, ঐ রথ দেখিতে ঠিক মন্দিরের মত, তাহা আবার অতি শুভ্র সুচিক্কণ ও নানাবর্ণে চিত্রিত বস্ত্রযুক্ত। তাহাতে আবার উৎকৃষ্ট কিংখাবের চাঁদোয়ার মধ্যস্থলে স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্ফটিকের অলঙ্কার যুক্ত নানা দেবমূর্ত্তি, রথের চারিটী চৈত্য, তন্মধ্যে চারিটী ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রত্যেকটীর সম্মুখে একটী দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি। এইরূপ ২০ খানি বৃহৎ রথ গঠিত ও নানা বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া থাকে। এই রথোৎসবে কি যতি, কি শ্রমণ, কি ব্রাহ্মণ, কি জন সাধারণ সকলেই যোগদান করিয়া থাকেন। নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি ও কৌতুক চলিতে থাকে। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সকলে দীপালোকে প্রতিমার আবাহন, তদুদ্দেশ্যে গীতবাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করেন। বহুদূর দেশ হইতে অনেক লোক আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করেন।"

ফা-হিয়ান্ পাটলিপুত্রে যে দিন রথোৎসব সন্দর্শন করেন, ঐ দিনই বুদ্ধের জন্মদিন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।* ফা-হিয়ানের উক্ত বর্ণনা পড়িয়া এখানকার জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—বুদ্ধদেবের রথযাত্রারই নিদর্শন বলিয়া অনেকে মনে করেন। সুতরাং বৌদ্ধগণ হইতেই ভারতে রথযাত্রার প্রচলন হইয়াছে, তাহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ বুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে রথযাত্রার সৃষ্টি, তাহাই ঠিক মনে হয় না। কারণ পূর্ব্বতন বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক সময়ে এই উৎসবের প্রচলন ছিল না। ফা-হিয়ানের বিবরণ হইতেই জানা যায় যে,কোথাও ২য় মাসের ১ম দিবসে, আবার কোথাও ৪র্থ মাসের ৮ম দিবসে বুদ্ধদেবের রথযাত্রা হইত। বর্ত্তমান কালে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ভারতের সর্ব্বত্রই আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে এখনকার জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ও পূর্ব্বকালের রথযাত্রা কিরূপে বুদ্ধের জন্মোৎসব বলিয়া মনে করি? কেবল জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বলিয়া নহে, কূর্ম্ম ও ভবিষ্যপুরাণ হইতে ভাদ্র মাসে সূর্য্যের রথযাত্রা; দেবীপুরাণ হইতে কার্ত্তিক মাসে দেবীর রথযাত্রা; পদ্ম, বরাহ ও ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে (রাসযাত্রার পূর্ব্বে) কার্ত্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা, মৎস্য ও একাম্রপুরাণে চৈত্র মাসে শিবের রথযাত্রা, স্বয়ম্ভুপুরাণে ঐ সময়ে স্বয়ম্ভুনাথ বুদ্ধের রথযাত্রা এবং জৈনপুরাণ অথবা জৈনধর্ম্মগ্রন্থ হইতে মার্গশীর্ষে চাতুর্মাস্যের পর পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের রথযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এমন কি, এক সময়ে য়ুরোপেও যে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া

* Dr Rajendra lala Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II, p. 135.

গিয়াছে। এ সকলই কি বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন বলিয়া মনে করিব?

বিশেষতঃ জৈন-সম্প্রদায় কখন কোন ধর্ম্মনীতি বৌদ্ধগণের নিকট গ্রহণ বা শিক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা যে সকল পূজা ও উৎসবাদি করিয়া আসিতেছেন, তাহা অধিকাংশই তাঁহাদের নিজস্ব। তাঁহাদের মধ্যেও পার্শ্বনাথ ও মহাবীর স্বামীর রথযাত্রা প্রচলিত রহিয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস, ভারতে প্রতিমাপূজা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে রথযাত্রার উৎসব প্রচলিত। পুরাবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, বুদ্ধনির্ব্বাণের বহু পরে এমন কি, সম্রাট্ অশোকের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণের মধ্যে বোধিসত্ত্ব ও দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হয় নাই। মহাযানদিগের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধসমাজে প্রতিমা প্রচলিত হইয়াছিল। সম্রাট্ কনিষ্কের সময়ে মহাযান-মতের সূত্রপাত। নাগার্জ্জুনের প্রভাবে এই মত বিস্তৃত হয়। উক্ত কনিষ্ক নরপতি শকজাতীয়। শক বা শাকগণ সকলেই মিত্র বা সূর্য্যোপাসক ছিলেন। এমন কি, কনিষ্কের বহু মুদ্রায় মিত্র-পূজার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। যখন মাকিদন-বীর আলেক্‌জান্দার ভারতে আগমন করেন, সে সময়ে তিনি এখানে বুদ্ধ-প্রতিমার অথবা তৎপ্রতিমা-পূজার কোন নিদর্শন পান নাই। সে সময়ে তিনি পঞ্চনদপ্রদেশে মিত্র ও শিবপূজার প্রভাব দেখিয়াছিলেন।* এমন কি মাকিদনবীরের পরবর্ত্তী ও শক-রাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় যবনরাজগণের মুদ্রায় মিত্রপূজার চিহ্ন লক্ষিত হয়, অথচ যবনরাজগণ যে মিত্র বা সূর্য্যোপাসক ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহাদের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে মিত্রপূজার বহুলপ্রচার ছিল। প্রজাসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য যে যবনরাজগণ স্ব স্ব মুদ্রায় মিত্রমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের সময় বোধগয়ায় বজ্রাসন নির্ম্মিত হয়। তথায় সপ্তাশ্বযোজিত রথে আমরা সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাই। কূর্ম্ম-পুরাণে ও ভবিষ্যপুরাণের প্রাচীনাংশে সূর্য্যদেবের রথযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে। মিত্রপূজক পূর্ব্বতন শাক জাতির ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস লইয়া ভবিষ্যপুরাণের প্রাচীনাংশ রচিত হইয়াছে। দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা সুপ্রাচীন ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল না। ভারতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণসংস্রবের সহিত প্রতিমাগঠন আরম্ভ হয়। তাঁহাদেরই যত্নে কেবল ভারত বলিয়া নহে, মধ্য এসিয়া হইতে সুদূর য়ুরোপখণ্ড পর্য্যন্ত সূর্য্যের মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবিষ্যপুরাণে ভাদ্রমাসে সূর্য্য-দেবের রথযাত্রা-প্রসঙ্গ আছে। অদ্যাপি ভাদ্রমাসের প্রথমেই য়ুরোপের অন্তর্গত সিসিলীদ্বীপে রথযাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সূর্য্যদেবের রথে যেরূপ জ্যোতিশ্চক্র ও নবগ্রহের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত, সিসিলীদ্বীপের সুবৃহৎ রথেও সূর্য্যচন্দ্রাদি নবগ্রহ ও জ্যোতিশ্চক্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই সিসিলীর রথসম্বন্ধে শ্রীমতী কারাসিওলো (Madame Henrietta Caraciolo) বর্ণনা করিয়াছেন,—

"A colossal car is dragged by a long team of buffaloes through the irregular and ill-paved streets. Upon this are erected a great variety of objects, such as sun, moon, and principal planets, set in rotatory motion, and diminishing proportionably in size as they approach the summit of the structure. This erection is in itself really imposing; sumptuously decorated, and put in movement in honour of her who gave birth to the God of Charity. But its functions recall to mind the famed car of Jaggernauth, or the nefarious hecatombs of the druids."†

উক্ত বিলাতী রথযাত্রা যদিও মেরীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, উহা যে দেশ, কাল ও অবস্থানুযায়ী সুপ্রাচীন সূর্য্য-রথযাত্রার রূপান্তর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সূর্য্য-রথই যে সকল রথের প্রথম, তাহাও পুরাণে বিবৃত হইয়াছে—

"পূর্ব্বমেব সহস্রাংশোর্যানহেতোর্মহাত্মনঃ।
সংবৎসরস্তাবয়বৈঃ কল্পিতোঽস্ত রথো ময়া॥
সর্ব্বেষাস্তু রথানাং বৈ স রথঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।"

(ভবিষ্যপু° ৫৫।৫৩)

এখন যেমন জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেইরূপ ভারতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে কার্ত্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার অনুষ্ঠান হইত। বৌদ্ধপ্রভাবকালে তাহা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মহাযানসম্প্রদায়ের প্রাধান্যকালে উৎকলে মহাসমারোহে যে বুদ্ধের রথযাত্রা হইত, হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কালে উৎকলবাসীর মনোরঞ্জনের জন্য সেই সময়েই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রচলিত হইল, এই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার বিষয় অনেকেই ভুলিয়া গেল। তবে সেই প্রাচীন বিষ্ণুরথযাত্রার রীতিপদ্ধতি এই জগন্নাথের রথযাত্রাতেও পালিত হইয়া থাকে। উৎকলে চৈত্রমাসে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ ৪র্থ অংশ ৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† Memoirs of Henrietta Caraciolo, p. 21.

আজও মহাসমারোহে শিবের রথযাত্রা হইয়া থাকে। তবে দেবীর রথযাত্রা এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায়। হিমালয়ের দুই একস্থানে দেবীর রথযাত্রার কথা শুনা যায়।

নিম্নে বিভিন্ন রথযাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল:—

সূর্য্যের রথযাত্রা।

ভগবান্ সূর্য্যদেবের রথযাত্রার বিধান ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—

মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ভগবান্ সূর্য্যদেবের রথযাত্রা করিতে হয়। প্রথমে চতুর্থী তিথিতে অযাচিতরূপে ভক্ষণ করিয়া শুক্লা পঞ্চমীর দিন সংযত হইয়া থাকিবে, পরে ষষ্ঠীতে রাত্রিতে ভোজন বিধেয় এবং সপ্তমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেবকে রথে আরোহণ করাইতে হয়।

ভগবান্ সূর্য্যদেবকে রথারোহণ করাইবার পূর্ব্বে রথের সম্মুখে অগ্নিকার্য্য (বাজী ও নেড়া পোড়ান প্রভৃতি) করিতে হয়। রাত্রিকালে সূর্য্যদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া সমস্ত রাত্রি নানাপ্রকার উৎসবে রাত্রিজাগরণ করা আবশ্যক। পরে অষ্টমী তিথিতে প্রাতঃকালে নানাবিধ বাদ্যাদি উৎসব করিয়া রথভ্রমণ করান বিধেয়। সূর্য্যদেবের রথ সংবৎসরের অবয়ব দ্বারা কল্পনা করিতে হয়। রথচক্রের তিনটী নাভি হইবে, এই নাভিত্রয় ত্রিকালস্থানীয়। ইহার পাঁচটী আর পর্ব্বপ্রদেশ ও ছয় ঋতুনেমী, রথবেদী উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ, ইষু মুহূর্ত্ত, শমী কাল, কাষ্ঠ সকল কোণস্থানীয়, দণ্ড ক্ষণ স্বরূপ, কর্ষপ্রদেশ নিমেষ, ঈশাদণ্ড লব, বরূথ প্রদেশ রাত্রি, ঊর্দ্ধ প্রতিষ্ঠিত ধ্বজ ধর্ম্ম স্বরূপ, যুগ এবং অক্ষকোটি দুই ঋতু ইত্যাদিরূপে সংবৎসর কল্পনায় রথ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাতে জ্যোতিশ্চক্রোক্ত সমুদায় নক্ষত্রাদি সমাবেশ করা বিধেয়।*

এই রথ কাঞ্চন, রৌপ্য বা দৃঢ় দারুনির্ম্মিত। ইহার অক্ষ যুগ ও চক্র অতিশয় দৃঢ় হইবে।†

এই রথে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতা যথাবিধানে স্থাপন করিয়া রথ চালনা করিতে হয়। প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রতিবৎসরই এই রথযাত্রা অবশ্যকর্ত্তব্য। রথে সূর্য্য ও দেবগণের প্রতিমা স্থাপন করিয়া হরিদ্বর্ণ সুলক্ষণসম্পন্ন অশ্ব সকল নিয়োজিত করিতে হইবে।*

রথে অশ্ব বা তাহার অভাবে বলীবর্দ্দও নিয়োজিত করিতে পারা যায়। রথের উভয় পার্শ্বে সূর্য্যের দুই পত্নী স্থাপিত করিতে হইবে, দক্ষিণ পার্শ্বে নিক্ষুভা পত্নী ও বাম পার্শ্বে রাজ্ঞী। অন্য উভয় পার্শ্বে রুদ্র দেবকেও স্থাপন করিতে হয়। ব্রহ্মকল্প ভৌম, উপরি দেশে কুবর, পৃষ্ঠদেশে গরুড়। শ্বেত আতপত্র ও সুবর্ণদণ্ডও স্থাপন করিতে হয়।† সূর্য্যের পার্ষদ পিঙ্গল নামক লেখক ও দ্বারপালও থাকিবে।

এই রথের ধ্বজ সুবর্ণবিন্দু ও মণি মুক্তাদি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে। ইহাতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণ প্রতিফলিত হইবে। এই রথের ধ্বজোপরি অরুণ দেবকে অধিষ্ঠিত করিতে হয়। সূর্য্যদেবের এই রথ ব্রাহ্মণ বহন করিবেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্যও বহন করিতে পারে, কিন্তু কখনও শূদ্র বহন করিবে না।‡

যাহারা অন্য দেবতাভক্ত এবং কুক্রিয়াসক্ত, তাহারা কখনও রথ বহন করিবে না। এই রথ বহন করিতে হইলে উপবাস করিতে হয়। পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রথমে এই রথ লইয়া যাইতে হয়, রথ লইয়া গিয়া সেই স্থানে এক দিন থাকিতে হয়। এই স্থানে থাকিয়া সেই দিন নানাবিধ সৎকর্ম্ম, বেদপাঠ, ব্রাহ্মণভোজন ও দেবপূজাদি দ্বারা ঐ দিন অতিবাহিত করিতে হয় এবং সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেবগণের পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। ধীরে ধীরে সূর্য্যদেবের রথ ভ্রমণ করাইতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে ৫৫ অধ্যায় হইতে ৬২ অধ্যায় পর্য্যন্ত সূর্য্যরথযাত্রার বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

---

* "সংবৎসরস্যাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমং।
নাভ্যস্তিস্রস্তু চক্রস্য ত্রয়ঃ কালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
আরাঃ পঞ্চ পর্ব্বদেশ নেম্যঃ ষড়্‌ঋতবঃ স্মৃতাঃ।
রথবেদী স্মৃতে তস্য অয়নে দক্ষিণোত্তরে॥
মুহূর্ত্তা ইষবস্তস্য শম্যশ্চাস্য কলাঃ স্মৃতাঃ।
তস্য কাষ্ঠাঃ স্মৃতাঃ কোণা অক্ষদণ্ডা ক্ষণাঃ স্মৃতাঃ॥
নিমেষাস্তস্য কর্ষাঃ স্যুরীশা দণ্ডা লবাঃ স্মৃতাঃ।
রাত্রির্ব্বরূথো ধর্ম্মোঽস্য ধ্বজ ঊর্দ্ধং প্রতিষ্ঠিতঃ॥"(ভবিষ্যপু০ ৫৫অ০)

† "কাঞ্চনো বাথ রৌপ্যো বা দৃঢ়দারুময়োঽপি বা।
দৃঢ়াক্ষযুগচক্রশ্চ রথঃ কার্য্যঃ সুযন্ত্রিতঃ॥" (ভবিষ্যপু০ ৫৫ অ০)

* "আরোপ্য প্রতিমাং যত্নাদ্‌যোজয়েদ্‌বাজিনঃ শুভান্।
হরিল্লক্ষণসম্পন্নান্ সুমুখান্ বশবর্ত্তিনঃ।" (ভবিষ্যপু০ ৫৫।৬৩)

† "স্থানাৎ প্রচাল্য বৈ রুদ্র রথমারোপয়েচ্ছনৈঃ।
রাজ্ঞী চ নিক্ষুভা রুদ্রভার্য্যে তস্য মহাত্মনঃ॥
শনৈরারোপয়েদ্ রুদ্র উভয়োঃ পার্শ্বয়োঃ রথে।
নিক্ষুভাং দক্ষিণে পার্শ্বে রাজ্ঞীং চাপ্যুত্তরে তথা॥
দ্বাবেব ব্রাহ্মণৌ তস্মিন্ দিব্যৌ ভৌমশ্চ পার্শ্বয়োঃ।
ব্রহ্মকল্পস্তথা ভৌমঃ কুবরস্যোপরিস্থিতঃ॥
গরুড়ং পৃষ্ঠতশ্চাস্য বর্ত্তমানং প্রকল্পয়েৎ।
আতপত্রং তথা শ্বেতং স্বর্ণদণ্ডমনোপমম্॥" (ভবিষ্যপু০ ৫৫ অ০)

‡ "স রথো দেবদেবস্য বোঢ়ব্যো ব্রাহ্মণৈঃ সদা।
ক্ষত্রিয়ৈশ্চাপি বৈশ্যৈশ্চ নতু শূদ্রৈঃ কদাচন॥" (ভবিষ্যপু০ ৫৫অ০)

বিষ্ণুর রথযাত্রা।

পদ্ম, স্কন্দ ও ভবিষ্যোত্তরপুরাণের মতে চাতুর্মাস্যের শেষে ভগবানের উত্থানের পর কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশীর রাত্রিতে বিষ্ণুকে রথে স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে হয়*। ভবিষ্যোত্তরের মতে, পুরাকালে প্রহ্লাদ প্রথমে মহাবিষ্ণুর রথ টানিয়াছিলেন, তৎপরে দেব সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণও এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।† ভগবান্‌কে রথে তুলিয়া নৃত্য, গীত বাদ্যসহ সেই রথ পুর মধ্যে ভ্রমণ করাইতে হয়। রথযাত্রার পথে সর্ব্বতোভাবে রমণীয় ধ্বজপতাকা শোভিত, নানা তোরণযুক্ত ও কদলীস্তম্ভ-সুশোভিত করা হইয়া থাকে। সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া বিষ্ণুকে স্বমন্দিরে আনিয়া স্থাপন করা হয়। ভবিষ্যোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ রথের এক এক পদ আকর্ষণ করিলে একটী যজ্ঞের ফল হয়। রথস্থ কেশবমূর্ত্তি দর্শন করিলে চণ্ডালাদিও দেবতার পার্ষদ হইতে পারে। স্ত্রীলোকেও সেই বিষ্ণুরথদর্শন করিলে পিতা, মাতা ও ভর্ত্তৃকুল সহ হরিমন্দির প্রাপ্ত হয়। আবার যিনি হৃষ্টচিত্তে সেই রথশোভা বর্দ্ধন করেন, ভগবান্ তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন। তৎপরে বৈষ্ণবগণ সমস্ত রাত্রি সেই বিষ্ণুমন্দিরে জাগিয়া প্রবোধবাসর সম্পন্ন করিবেন। এই জাগরণেও অশেষ পুণ্য বর্ণিত হইয়াছে।

(হরিভক্তিবিলাসে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

শিবের রথযাত্রা।

একাম্রপুরাণে (৬৭ অঃ) মহাদেবের রথযাত্রার বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

'শিবের রথযাত্রার নাম অশোকাখ্যা মহাযাত্রা, এই রথযাত্রা শিবের অতিশয় সন্তোষদায়িনী। শিবের রথযাত্রা করিতে হইলে প্রথমে রথ প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রথম রথকার্য্যের জন্য অনিকাষ্ঠ আহরণ করিতে হয়, কাষ্ঠ আহরণের সময় নানাপ্রকার বাদ্যাদি উৎসব করা আবশ্যক। এই কাষ্ঠ দ্বারা শুভ্রবর্ণ রথ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই রথের মনোহর চারিটী চক্র এবং ইহা ২১ হস্ত পরিমিত উচ্চ এবং মণ্ডল ১৬ হস্ত হইবে। ইহাতে চারিটী তোরণ, এবং তাহাতে চারিটী সুবর্ণনির্ম্মিত কলস থাকিবে। এই রথে ত্রিশূলোপরি সৌরভের ধ্বজ এবং ইহার চারিটী আর হইবে। ব্রহ্মা এই রথের সারথি হইবেন। ইহাতে দিব্য সিংহাসন থাকিবে। এইরূপে সর্ব্বাবয়বসুন্দর উত্তম রথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে মহাদেবকে আরোহণ করাইয়া এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

'রথের উত্তরভাগে প্রতিষ্ঠামণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হয়। এই প্রতিষ্ঠামণ্ডপে বেদীর উপরি শুভকুম্ভ স্থাপন করিয়া যথাবিধানে ভূতশুদ্ধি ও শৈবন্যাসাদি করা আবশ্যক এবং শিবাদি পঞ্চ দেবতাগণের পূজা ও হোম করিতে হয়। কুম্ভের দক্ষিণভাগে বরুণপূজা এবং রুদ্রাধ্যায় জপ বিধেয়। রথের দক্ষিণভাগে নন্দী, উত্তরে মহাকাল, রথের পৃষ্ঠভাগে বিনায়ক, অগ্রে সবাহন কার্ত্তিক ও অনন্ত দেবের পূজা করিয়া তাহার পর মহাদেবের পূজা করিতে হয়। এইরূপে যথাবিধানে পূজাদি করিয়া রথ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে, তৎপরে মহাদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া ধীরে ধীরে রথযাত্রা করিবে।

'এই রথযাত্রা চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে শুভলগ্নে করিতে হয়। যিনি রথস্থ শিব দর্শন করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যিনি এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করেন, তিনি সকল পাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন।'

(একাম্রপু° ৬৬-৬৭ অ°)

ত্রিপুরদহনকালে দেবগণ মহাদেবকে যেরূপে রথে স্থাপন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই বিবরণ মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

ভগবান্ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ।
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্ত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্॥
ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম।
সপ্তাহং সরিতস্তীরে মম যাত্রা ভবিষ্যতি॥
অষ্টমে দিবসে বর্ব্বান্ রথান্ মাল্যৈর্বিভূষয়েৎ।
নবম্যামানয়েদ্দেবাংস্তেষু প্রীতঃ সমৃদ্ধিদান্॥
দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সুদুর্লভা।
যথা পূর্ব্বা তথা চেয়ং তে দ্বে মুক্তিপ্রদায়িকে॥" (বিষ্ণুধর্ম্মো°)

আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা করিতে হইবে, সুভদ্রা ও বলরামের সহিত জগন্নাথ দেবকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিতে হয়। যদি এই তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেও কেবল তিথিতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

* "প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে কার্ত্তিকে পাণ্ডুনন্দন।
দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুরমধ্যে সমন্ততঃ।
ভ্রাময়েত্তু ধ্বনির্ঘোষৈ রথস্থং ধরণীধরং॥"

† "রথস্যাকর্ষণং পূর্ব্বং কুরুতে দৈত্যনায়কঃ।
ততঃ সুরাঃ সিদ্ধসঙ্ঘা যক্ষগন্ধর্ব্বমানবাঃ।
ইত্থং রথযাত্রায়া বিধির্ব্যক্তঃ ধ্রুতোঽভবৎ॥"

এই স্থলে কেবল তিথিরই প্রাধান্য, অধিকন্তু নক্ষত্রের যোগ হইলে বিশিষ্ট গুণ হইবে মাত্র। এই দিন নানাবিধ উৎসব ও ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। সুভদ্রা বলরামের সহিত জগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া যাত্রা বিধেয়। পরে সাতদিন এই রথ নদীতীরে রাখিয়া দিবে, অষ্টম দিনে নানাপ্রকার ভূষণাদি দ্বারা রথ সজ্জিত করিয়া নবম দিনে পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা অতি দুর্ল্লভা এবং মুক্তিপ্রদায়িকা।

দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিয়া নবম দিনে পুনর্যাত্রা করিলে একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা হইবে।

"আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ।
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং জপহোমমহোৎসবং॥
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাতঃ শ্রেয়ঃপদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ॥"

(পদ্মপু॰ রথযাত্রাপ্র॰)

অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া শুক্লা একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। এই দিন জপহোমাদি মহোৎসব বিধেয়। যাঁহারা বিষ্ণুকে রথে বা গমনসময়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার রথ কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে এইরূপ বিধি উল্লিখিত আছে—

'রথনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিলে বিঘ্নরাজের উদ্দেশে মহোৎসব করা বিধেয়। দৃঢ় লৌহ দ্বারা রথের ১৬টী আর ও ১৬টী চক্র করিতে হয়। বিষ্ণুর রথে অক্ষ ও কুবর অতিশয় দৃঢ় করিতে হইবে। বিচিত্র নির্ম্মাণযুক্ত কাষ্ঠ পুত্তলি দ্বারা রথ পরিবেষ্টিত করিতে হয়। এই রথের মধ্যদেশে সমানবেদী এবং তাহাতে সুন্দর মণ্ডপ বিরাজিত থাকিবে। ইহাতে চারিটী তোরণ, চারিটী দ্বার, নানাপ্রকার চিত্রাঙ্কিত ও হেমপট্ট ভূষিত হইবে, এবং দ্বাবিংশতি হস্ত পরিমাণ পতাকা দ্বারা ইহা পরিশোভিত হইবে। রক্তচন্দনদ্বারা গরুড়ধ্বজ প্রস্তুত করিতে হয়। এই গরুড় দীর্ঘনাসিকাযুক্ত, পীনদেহ, কুণ্ডলবিভূষিত এবং আকাশে পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া যেন উড্ডয়ন করিতেছে এইরূপ ভাবে অঙ্কিত করিতে হইবে। দৈত্যদানবসমূহের বলদর্পনাশক তাহার এই অঙ্গ সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া দিতে হয়।

এই প্রকারে বিষ্ণুর রথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সুপরিষ্কৃত আসন প্রস্তুত করিবে। চতুর্দ্দশ চক্র দ্বারা বলদেবের রথ এবং দ্বাদশ চক্র দ্বারা সুভদ্রার রথ করিতে হইবে। বলভদ্রের রথ সপ্তচ্ছদময় ও লাঙ্গল ধ্বজ, এবং দেবী সুভদ্রার রথ পদ্মকাষ্ঠবিনির্ম্মিত ও পদ্মধ্বজ করিতে হয়। এই প্রকারে রথ নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধানে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।*

রথযাত্রাপদ্ধতি।

নিম্নোক্ত প্রকারে ভগবান্ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা করিতে হয়। প্রথমে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক ওঁ সূর্য্যঃ সোমো ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুলোকগমনকামঃ গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণরথোৎসবযাত্রামহং করিষ্যে। পরে সংকল্পসূক্ত পাঠ করিয়া আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সমাপনান্তে গণেশাদি দেবতাদিগের যথাবিধানে পূজা করিতে হইবে। অনন্তর ভগবান্ জগন্নাথ দেবের ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননং॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মং মুকুটাঙ্গদভূষণম্।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতং॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ।
সেব্যমানং সদা চারুকোটিসূর্য্যসমপ্রভং।

* "আরভেত রথং কৃত্বা বিঘ্নরাজমহোৎসবম্।
ষোড়শারৈঃ ষোড়শভিশ্চক্রৈর্লৌহময়ৈর্দৃঢ়ৈঃ॥
যুক্তং বিষ্ণো রথং কুর্য্যাদ্দৃঢ়াক্ষং দৃঢ়কূবরম্॥
বিচিত্রঘটিতং কাষ্ঠপুত্তলীপারবেষ্টিতম্॥
মধ্যে বেদি সমুচ্ছায়ি চারুমণ্ডপরাজিতম্।
চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্দ্বারং সুশোভনম্॥
নানাবিচিত্রবহুলং হেমপট্টবিভূষিতম্॥
দ্বাবিংশতিকরোচ্ছায়ং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্॥
গরুড়ঞ্চ ধ্বজং কুর্য্যাদ্রক্তচন্দননির্ম্মিতম্।
দীর্ঘনাসং পীনদেহং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ঃ
বিতত্য পক্ষতি ব্যোম্নি উড্ডয়ন্তমিবোত্থিতম্।
দৈত্যদানবসঙ্ঘস্য বলদর্পবিনাশনম্॥
সর্ব্বাঙ্গং তস্য কনকৈরাচ্ছাদ্য পরিশোভয়েৎ।
রথমেবং হরেঃ কুর্য্যাৎ স্বসনং সুপরিষ্কৃতম্॥
চতুর্দ্দশরথাঙ্গৈস্তু রথং কুর্য্যাচ্চ সীরিণঃ।
চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ কুর্য্যাৎ সুভদ্রায়া রথোত্তমম্॥
সপ্তচ্ছদময়ং কুর্য্যাৎ সীরিণো লাঙ্গলধ্বজম্।
দেব্যা পদ্মধ্বজং কুর্য্যাৎ পদ্মকাষ্ঠবিনির্ম্মিতম্॥
বিরচয্য রথান্ রাজা প্রতিষ্ঠাং পূর্ব্ববচ্চরেৎ।"

(পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য ৩৩ অ॰)

নীলাদ্রিমহোদয় ৫ অঃ রথনির্ম্মাণপ্রণালী সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং ॥”

পরে বলভদ্রের ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হইবে, যথা—

“ওঁ বলশুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভং।
কৈলাসশিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরম্ ॥
নীলাম্বরধরক্রোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতং।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণং।
মহাবলধরং দেবং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুং ॥”

এই ধ্যানে বলভদ্রের পূজা করিয়া সুভদ্রার পূজা করিতে হইবে। সুভদ্রার ধ্যান—

“ওঁ সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাং।
বিচিত্রাভরণাপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাং।
বিচিত্রবস্ত্রসংছন্নাং হারকেয়ূরশোভিতাং ॥
পীনোন্নতকুচাং রম্যামাস্তাং প্রকৃতিরূপিকাং।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামম্বিকাং পরাম্ ॥”

যথা শক্ত্যুপচারে এই সকল পূজার পর সারথির পূজা করিতে হয়। তৎপরে হোম এবং প্রণাম ও এই স্তবপাঠ কর্ত্তব্য।

“ওঁ দেব দেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক।
ভক্তানুগ্রাহক সদা রক্ষ মাং পাদয়োর্নরং ॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন।
জয়াশেষজগদ্বন্দ্য পাদাম্ভোজ নমোঽস্তু তে ॥
জয় ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ বেদনিশ্বাসবাধক।
অশেষজগদাধার পরমেশ নমোঽস্তু তে ॥
জয় ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদিদেবৌঘপ্রণতার্ত্তিমুৎ।
জয়াখিলজগদ্ধাত্তমন্তর্যামিন্নমোঽস্তু তে ॥
জয় নির্ব্যাজকরুণা পাথোধদীনবৎসল।
দীননাথৈকশরণ বিশ্বসাক্ষিন্ নমোঽস্তু তে ॥”

এইরূপে জগন্নাথ দেবের স্তব করিতে হয়। পরে বলরাম ও সুভদ্রার স্তব করিতে হইবে। স্তবপাঠ ও প্রণামের পর রথোৎসর্গ ও রথ সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া জয়ধ্বনি ও কীর্ত্তনাদি উৎসব বিধেয়। তৎপরে ৭ বা ৩ বার রথ চালনা করিয়া জগন্নাথ দেবকে নিজ গৃহে লইয়া যাইয়া পূর্ব্ববৎ অভিষেক ও পূজাদি করিতে হইবে। পুনর্যাত্রাতেও এইরূপ করিতে হয়। পুনর্যাত্রা দশমীতে, কাহারও মতে নবমীতে কর্ত্তব্য।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে একই রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই মূর্ত্তিত্রয়ের স্থাপননির্দ্দেশ থাকিলেও পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য ও নীলাদ্রি-মহোদয়ের পদ্ধতি অনুসারে পুরীধামে অদ্যাপি তিন জনের জন্য তিন খানি বৃহৎ রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ রথত্রয় কিরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে আজও পুরীতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। “রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে” এই বিশ্বাসে ভক্ত হিন্দু নরনারী জগন্নাথের রথদর্শনে গিয়া থাকেন। ঐ সময়ের ভীষণ জনতায় প্রায়ই দুই এক জনের জীবন সংশয় হইত বলিয়া কোন কোন বৈদেশিক মিসনারীর লিখনীতে রথযাত্রা একটা পৈশাচিক বা অসভ্য উৎসব বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, এরূপ লক্ষাধিক জনসমাবেশ হইলেও ভক্ত হিন্দু রথচক্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নাই। অসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যাঁহার জীবনের উপর কোন আশা নাই, এরূপ দুই এক জন লোকই স্বর্গকামনা করিয়া রথচক্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অত্যধিক জনতায় পদস্খলিত হইয়া কখন কোন ব্যক্তি ভ্রাম্যমাণ রথচক্রের নিম্নে পড়িয়া প্রাণ না হারাইয়াছে, এমন নহে। কিন্তু সুসভ্য য়ুরোপের অন্তর্গত সিসিলী দ্বীপে রথযাত্রার সময় যেরূপ বীভৎস ও নির্ম্মমকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা শুনিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শ্রীমতী কারাসিওলো এই রথযাত্রার ব্যাপার এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

“The heart sickens at sight of it, and it is difficult to refrain from crying shame upon the horrible barbarity; for, bound to the rays of sun and moon, to the circles forming the spheres of the various planets, are infants yet unweaned, whose mothers, for the gain of a few ducats, thus expose their offspring, to represent the cherub escort which is supposed to accompany the Virgin to heaven.

When this huge machine has made its jolting sound, these helpless creatures, guiltless of every reproach, but that of being the offspring of brutal mothers, having been wheeled round and round for a period of seven hours, are taken down from this fatal machine, already dead or dying. There ensues a scene impossible to describe—the mothers struggling with each other, screaming, and trampling each other down. It not being possible, on account of the number, for each mother to recognise her own child among the survivors, one disputes with the other the identity of her infant, amid a storm of imprecations and the lamentations of the more afflicted, joined to the deafening derision of the spectators and the hooting of the mob. Numbers are thus changed in

the confusion. The less fortunate mothers, as they receive the dead bodies of their infants, often already cold, the air with their fictitious lamentations, but consoled with the certainty that Maria, enamoured of her child, has taken it with her Paradise"*

অর্থাৎ সেই রথযাত্রা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই বিভীষিকাময়ী অসভ্যতার ধিক্কার না দিয়া থাকা যায় না। সামান্ত কএকটী মুদ্রার লোভে দেবদূতস্বরূপ (রথস্থ) কুমারীর সহিত স্বর্গলোকে গমনের বিশ্বাসে মাতা দুধের ছেলেকে সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে বিভিন্ন গ্রহের মণ্ডলনির্দ্দেশক চক্রের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই সুবৃহৎ যন্ত্র হেলিতে দুলিতে ঘুরিতে থাকে, তখন সেই নিঃসহায় সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য নৃশংসমাতার শিশুসন্তানেরা প্রায় সাত ঘণ্টাকাল ঘূর্ণায়মানচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মৃত বা মৃতকল্প অবস্থায় নীত হইয়া থাকে। তৎপরে কি নিদারুণ দৃশ্য তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। তখন সেই সকল মাতা পরস্পর পরস্পরকে পদদলিত করিয়া কি ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। সংখ্যায় এতই বেশী যে তাহাদের মধ্যে আপন জীবিত সন্তানকে বাছিয়া লওয়া কখন সম্ভবপর নহে। স্ব স্ব শিশুকে বাছিয়া লইবার জন্য একে অন্যের সহিত বচসা, পরস্পর অভিসম্পাত ও সন্তপ্তের হৃদয়োত্থিত গভীর শোকোচ্ছ্বাস, এবং সেই সঙ্গে দর্শকবৃন্দের শ্রবণবধির বিদ্রূপধ্বনি ও জনতার কল্লোল কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হয়। সেই গোলমালে অনেকে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে! অল্পভাগ্যবতী জননী তাহাদের শিশুর মৃতদেহ যাহা পূর্ব্বেই হিমাঙ্গ হইয়াছে, পাইবার পর একবার কৃত্রিম রোদনধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করে, কিন্তু মেরি তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছে, এই স্থির বিশ্বাসে তাহারা শান্ত হয়। ইহাই বিলাতী রথযাত্রা। অবশ্য আজকাল এই নৃশংসব্যাপার অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে।

দেবীর রথযাত্রা।

দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। (কার্ত্তিকমাসে) তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, একাদশী বা পূর্ণিমায় সার্ব্বভৌম রথে দেবীকে স্থাপন করিতে হয়। রথ ঘণ্টা, কিঙ্কিণী, শঙ্খ, চামর, পতাকা, ধ্বজ, দর্পণ ও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প দিয়া সাজাইতে হয়।* সকল প্রকার অন্নপানাদির নৈবেদ্য ও সকল প্রকার বলি দিতে হয়। রথস্থ বেতালগণের উদ্দেশেও বলি দেওয়া আবশ্যক। বেদমঙ্গল শব্দ, শঙ্খ, বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গাদির শব্দ করিতে করিতে দেবীর রথ টানিতে হয়। যে পথ দিয়া রথ যাইবে, সেই পথ গোময়াদিলিপ্ত করিবে। পথ ও পথপার্শ্বস্থ প্রতিগৃহ ভাল করিয়া সাজাইবে। সমস্ত রাজপথ ঘুরাইয়া আবার দেবীকে স্বগৃহে আনিবে। এই রথোৎসব করিলে স্বর্গলাভ হয়। (৩৯ অঃ)

নেপালে বিবিধ রথযাত্রা।

ভারত হইতে এক্ষণে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও চাতুর্মাস্যান্তে অনুষ্ঠেয় জৈনদিগের পার্শ্বনাথ ও মহাবীর স্বামীর রথযাত্রা ভিন্ন অপর সকল দেবদেবীর রথযাত্রা এক প্রকার উঠিয়া গেলেও নেপালে কি বৌদ্ধ, কি শৈব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার রথযাত্রা প্রচলিত আছে। এরূপ রথোৎসব আর কোথাও হয় না। তন্মধ্যে বৎসরের

১ম—ভৈরবযাত্রা ও লিঙ্গযাত্রা। ১লা ও ২রা বৈশাখ দুইখানি রথে ভৈরব ও ভৈরবীকে স্থাপন করিয়া ঐ রথদ্বয় নানা স্থান দিয়া টানিয়া আনা হয়। ইহারই নাম ভৈরবযাত্রা। উভয় রথ দরবারের নিকট আনীত হইলে, এই সময় স্বতন্ত্র রথে লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তিনখানি রথ একত্র টানা হয়, ইহারই নাম লিঙ্গযাত্রা।

২য়—নেতাদেবীর যাত্রা বা দেবীযাত্রা। ভৈরবযাত্রার পর শুক্লাচতুর্দ্দশীতে দেবীর যাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৩য়—কুমারী-রথযাত্রা। কেবল "রথযাত্রা" আখ্যাতেও নেপালের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। দেবদেবীর প্রতিমা লইয়া এই রথোৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। ইহাতে অষ্টমাতৃকার অন্যতম কুমারী এবং গণেশ ও কুমার স্বরূপ একটী বালিকা ও দুইটী বালক রথে পূজা পাইয়া থাকে। নেপালে প্রবাদ আছে যে রাজা জয়প্রকাশ মল্ল প্রথমে কুমারীকে অবমাননা করিয়া তাঁহার ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই দিন রাত্রিতে তাঁহার রাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং কুমারী আসিয়া তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজা ভীত হইয়া কুমারীপূজার আয়োজন করেন। এখনও নেপালের বাঁড়াদিগের মধ্য হইতে একটা সপ্তবর্ষীয়া কুমারী ও দুইটী

---

*Memoirs, pp. 22.

* "রথং তৈঃ কারয়েদ্দেব্যা সার্ব্বভৌমং মনোরমম্।
দুকূলবস্ত্রসংচ্ছন্নমর্দ্ধচন্দ্রোপশোভিতম্।
ঘণ্টাকিঙ্কিণীশঙ্খাঢ্যং চামরৈঃ কটকান্বিতম্।
পতাকাধ্বজশোভাঢ্যং দর্পণৈরুপশোভিতম্॥
তং রথং পূজয়েচ্ছক্র জাতীকুসুমমল্লিকৈঃ।
সুগন্ধধূপিতৈঃ কৃত্বা দেবীং তত্র নিবেশয়েৎ।
প্রতিমাং শোভনাং বৎস। মহাসুরক্ষয়ঙ্করীম্॥
পূজয়েদ্রথবিস্তস্তাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলাম্॥" (দেবীপুরাণ ৩০অঃ)

বালক বাছিয়া লওয়া হয়। যে সে কুমারী হইলে চলিবে না। যাহাকে কুমারী করা হইবে, সেই কন্যা ও বালক দুইটীকে শোণিতসংলিপ্ত বহুতর সুবৃহৎ মহিষশৃঙ্গসজ্জিত একটী ভীতিপ্রদ গৃহে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যদি সেই ভীষণ দৃশ্যে তাহারা কিছু মাত্র বিচলিত না হয়, তাহা হইলে কন্যাকে স্বয়ং দেবীর অবতার কুমারী ও পুত্র ২টী কার্ত্তিক গণেশ বলিয়া সকলের ভক্তি আকর্ষণ করেন। স্বয়ং নেপালপতি আসিয়া কন্যার পূজা করেন এবং তাঁহার ব্যয়ের জন্য তিন হাজার টাকার এবং বালক দুইটীর জন্য দেড়হাজার টাকা আয়ের জায়গীর দেওয়া হয়। ঐ তিনজনে যে গৃহে থাকে, তাহা "দেওতার মুকান্" বলিয়া গণ্য। ঐ কুমারীকে দেবী ভাবিয়া কেহ আর বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু বালক দুইটীর গলে মাল্য দিবার জন্য নেবার-কুমারীগণ সকলেই উৎসুক। তিন চারি বর্ষ পর্য্যন্ত ঐ তিনজনের পূজা থাকে,তৎপরে আবার নূতন নূতন বালক বালিকা নির্ব্বাচিত হয়। এই তিনজনকে সুসজ্জিত মন্দিরাকার রথে স্থাপন করিয়া যখন রথযাত্রা হয়, তখন নেপালাধিপতি সর্দ্দারগণে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং বাহির হইয়া পূজা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই রথোৎসব দর্শন করিয়া একজন বিচক্ষণ ইংরাজলেখক বর্ণনা করিয়াছেন,—

"The Buddhist festival is evidently adopted from the Hindu festival of Jagannath, in honour of Jagannath and his brother Balaram, and the Kumari represents their sister Subhadra."* অর্থাৎ জগন্নাথের রথযাত্রার অনুকরণে নেপালের বৌদ্ধগণের একটী প্রধান উৎসব কুমারী-রথযাত্রা প্রচলিত হইয়াছে।

৪র্থ—মৎস্যেন্দ্রযাত্রা। মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা প্রধানতঃ বৌদ্ধোৎসব বলিয়া পরিগণিত হইলেও নেপালবাসী হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন। নেপালের ইহাই সর্ব্বপ্রধান রথোৎসব। চৈত্রমাসে এই উৎসব হইয়া থাকে। রামনবমী তিথিতে ভগবদবতার রামচন্দ্রের জন্ম। বুদ্ধদেবও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া খ্যাত। এ কারণ রামনবমী তিথিতে বুদ্ধের জন্ম ধরিয়া মৎস্যেন্দ্রযাত্রা হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে চৈত্রের শুক্লাষ্টমী, নবমী, দশমী ও একাদশী এই ৪ দিন মৎস্যেন্দ্রের উৎসব দিন। কোথাও কোথাও অধিক দিনব্যাপী রথ চালনা হইয়া থাকে।

উপরোক্ত ভৈরবযাত্রা ভিন্ন আর সকল যাত্রায় নেপালের মহারাজ হইতে হিন্দু বৌদ্ধ জনসাধারণ সকলেই যোগ দান করিয়া থাকেন।

রথযান (ক্লী) রথরূপং যানং। রথ।

রথযাবন্ (ত্রি) রথদ্বারা গমনকারী। "ত্বোতাসো রথযাবানা বৃত্রহণাপরাজিতা" (ঋক্ ৮৷৩৮৷২) 'রথযাবানা রথেন গচ্ছন্তৌ'।

রথযু (ত্রি) রথেচ্ছুক, রথাভিলাষী। "অশ্বযুর্গব্যূরথযুঃ" (ঋক্ ১৷৫১৷১৪) 'রথযুঃ রথানিচ্ছন্' (সায়ণ)

রথযুজ্ (ত্রি) রথং যুনক্তি যুজ্-ক্বিপ্। ১ রথযোজয়িতা, রথযোজনকারী। "যুঞ্জতে বাং রথযুজো" (ঋক্ ১৷১৩৯৷৪) 'রথযুজো যুষ্মংসম্বন্ধিনঃ রথস্য যোজয়িতারঃ সারথয়ঃ' (সায়ণ) ২ সারথি।

রথযুদ্ধ (ক্লী) রথেন যুদ্ধং। রথদ্বারা যুদ্ধ।

রথযূথ (পুং) রথসমূহ।

রথযোজক (পুং) রথের রশ্মিযোজনকারী।

রথযোধ (পুং) রথারোহণে যুদ্ধকারী।

রথরাজ (পুং) শাক্যমুনির পূর্ব্বপুরুষ।

রথর্বী (স্ত্রী) সর্পভেদ।

রথবংশ (পুং) রথসমূহ।

রথবৎ (ত্রি) যজমান। "প্রশস্তয়ে মহিনা রথবতে" (ঋক্ ১৷১২২৷১১) 'রথবতে রথবতো যজমানস্য। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী' (সায়ণ) রথ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ২ রথবিশিষ্ট, রথযুক্ত।

রথবর (পুং) উৎকৃষ্ট রথ।

রথবর্ত্মন্ (ক্লী) রথস্য বর্ত্ম। রথমার্গ, রথ চলিবার রাস্তা।

রথবাহ্ (ত্রি) রথং বহতি বহ-ণিনি। ১ রথবহনকারী। ২ অশ্বাদি। ৩ সারথি। যানাদির চালক।

রথবাহক (পুং) রথবহনকারী।

রথবাহন (ক্লী) চক্রযুক্ত কাষ্ঠমণ্ডপ, যাহার উপর রথ চাপাইয়া স্থানান্তরে লওয়া হয়।

রথবিদ্যা (স্ত্রী) রথবিজ্ঞান। রথ চালাইবার বুদ্ধি।

রথবিমোচন (ক্লী) রথের রজ্জু উন্মোচন।

রথবীতি (স্ত্রী) রাজা। "উত মে বোচতাদিতি সুতসোমে রথবীতৌ" (ঋক্ ৫৷৬১৷১৮) 'রথবীতৌ রাজ্ঞি' (সায়ণ) ২ তপস্যাকারী। (ঋক্ ৫৷৬১৷১৯ সায়ণ)

রথবীজী (স্ত্রী) রথচালনযোগ্য রাস্তা।

রথবেগ (পুং) রথের গমনশক্তি।

রথব্রজ (পুং) রথসমূহ।

রথব্রাত (পুং) রথবংশ।

রথশক্তি (স্ত্রী) যুদ্ধোপযোগী রথের পতাকাদণ্ড।

* Oldfield's Sketches from Nipal, vol. II. p. 316.

রথশালা (স্ত্রী) রথরক্ষাগৃহ। চলিত আস্তাবল।

রথশিক্ষা (স্ত্রী) রথচালনকৌশল।

রথশিরস্ (ক্লী) রথের চূড়া। রথের মুখ।

রথশীর্ষ (ক্লী) রথমুখ।

রথশ্রেণি (স্ত্রী) অনেকগুলি রথ।

রথসঙ্গ (পুং) রথের হিতকর। "ওজসা রথসঙ্গে ধনেহিতে" (ঋক্ ৯।৫৩।২) 'রথসঙ্গে রথানাং সঙ্গে হিতে' (সায়ণ)

রথসপ্তমী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী। সূর্য্য এই দিনে রথে চড়েন, এই জন্য এই তিথিকে রথসপ্তমী কহে।

"যস্মাদ্রথমন্বন্তরাদৌ চ রথমাপুর্দ্দিবাকরাঃ।
মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং তস্মাৎ সা রথসপ্তমী ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই তিথিতে অরুণোদয়কালে গঙ্গাস্নান মহাপাতকনাশক।

রথসূত্র (ক্লী) রথনির্ম্মাণের নিয়ম বা প্রণালী।

রথস্থ (ত্রি) রথে তিষ্ঠতি স্থা-ক। রথস্থিত, রথে অবস্থানকারী।

"রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" (স্মৃতি)

রথস্পতি (পুং) সকলের পালক। "এষ তে দেব নেতা রথস্পতিঃ" (ঋক্ ৫।৫০।৫) 'রথস্পতিঃ সর্ব্বস্য পালকঃ' (সায়ণ)

রথস্পৃশ্ (ত্রি) রথে নিযুক্ত। "অত্রসন্ রথস্পৃশঃ" (ঋক্ ১০।৯৫,৮) 'রথস্পৃশঃ রথে নিযুক্তাঃ' (সায়ণ)

রথস্বন (পুং) ১ রথের ঘর্ঘর-শব্দ। ২ যক্ষভেদ।

রথাক্ষ (পুং) ১ রথচক্রদ্বয়ের সংযোজক দণ্ড। ২ একশত চার অঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা। ৩ স্কন্দানুচরভেদ।

রথাগ্র্য (পুং) শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।

রথাক্ষা (স্ত্রী) নদীভেদ। (বৃহৎ সং ১৬।১৬)

রথাঙ্গ (ক্লী) রথস্যাঙ্গং। ১ চক্র। (অমর) ২ রথাবয়বমাত্র। ৩ সুদর্শন-চক্র। "রথাঙ্গপাণেঃ পটলেন রোচিষামৃষিত্বিষঃ সংবলিতা বিরেজিরে॥" (মাঘ ১।২১) (পুং) ৪ চক্রবাক পক্ষী। (অমর)

রথাঙ্গতুল্যাহ্বয়ন (পুং) চক্রবাকপক্ষী।

রথাঙ্গনামক (পুং) চক্রবাক। (অমর)

রথাঙ্গনামন্ (পুং) রথাঙ্গো নাম যস্য। চক্রবাক।

"অদ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥" (কুমার ৩।৩৭)

রথাঙ্গনেমি (স্ত্রী) রথচক্রের নেমি।

রথাঙ্গপাণি (পুং) বিষ্ণু।

রথাঙ্গশ্রোণিবিম্বা (স্ত্রী) অর্দ্ধগোলাকৃতি নিতম্ববিশিষ্টা।

রথাঙ্গসংজ্ঞ (পুং) চক্রবাক পক্ষী।

রথাঙ্গসাহ্ব (পুং) চক্রবাক পক্ষী।

রথাঙ্গাহ্বয় (পুং) চক্রবাক পক্ষী।

রথাঙ্গী (স্ত্রী) রথস্যাঙ্গমিবাকৃতির্যস্যাঃ। রথাঙ্গ ঙীষ্। ঋদ্ধিনামক ওষধি। (রাজনি)

রথানীক (ক্লী) শ্রেণীবদ্ধ রথিসৈন্য।

রথান্তর (পুং) ১ কল্পভেদ, ইহার পাঠান্তর 'রথন্তর'। (অগ্নিপু°) ২ আচার্য্যভেদ।

রথাভ্র (পুং) ১ বেতস বৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

রথাভ্রপুষ্প (পুং) রথাভ্রস্য পুষ্পমিব পুষ্পমস্য। বেতস।

রথারথি (অব্য°) রথৈশ্চ রথৈশ্চ প্রহৃত্য যুদ্ধমিদং প্রবৃত্তং। পরস্পর রথদ্বারা যুদ্ধ।

রথারূঢ় (ত্রি) রথে উপবিষ্ট।

রথারোহ (ত্রি) রথে উপবেশনপূর্ব্বক যুদ্ধকারী। রথারোহণ, রথে প্রবেশ। রথে স্থিত।

রথারোহিন্ (ত্রি) রথে রোহতীতি রুহ-ণিনি। রথস্থ যুদ্ধকর্ত্তা।

রথাবরোহিন্ (পুং) রথে অবরোহতীতি অব-রুহ-ণিনি। রথস্থ যুদ্ধকর্ত্তা, যিনি রথে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। (হেম)

রথার্ভক (পুং) ক্ষুদ্র রথ।

রথাবয়ব (পুং) চক্রাদি রথাঙ্গ।

রথাবর্ত্ত (পুং) তীর্থভেদ।

রথাশ্ব (পুং) রথে যোজনার্থ অশ্ব। রথ ও অশ্ব।

রথাসহ (ত্রি) রথবহনযোগ্য অশ্ব। "রথাসহা যুবস্ব পোষ্যা বসো" (ঋক্ ৮।২৬,২০) 'রথাসহা রথসহৌ রথবহনসমর্থাবশ্বৌ' (সায়ণ)

রথাহ্ন (ত্রি) রথারোহণের গমনদিবস বা সময়। রথাহ্ন।

রথাহ্বা (স্ত্রী) নদীভেদ। রথাক্ষা ও রথাঙ্গা পাঠান্তর দেখা যায়। (বৃহৎস° ১৬।১৬)

রথিক (পুং) রথোঽস্যাস্তীতি রথ-ঠন্। ১ রথী। ২ তিনিশবৃক্ষ। (রাজনি°) রথেন চরতীতি রথ (পর্পাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪।৪।১০) ইতি ষ্ঠন্। (ত্রি) ৩ রথচারী, রথস্বামী, রথারূঢ় ব্যক্তি, রথারূঢ় যোদ্ধা।

রথিত (ত্রি) রথ দ্বারা সজ্জিত।

রথিন্ (পুং) রথোঽস্যাস্তীতি রথ-ইনি। রথস্বামী, রাজাদি। পর্য্যায়—রথিক, রথিন, রথারোহী, রথী, রথির, রথস্বামী, সারথি, স্যন্দনারোহ। (জটাধর)

"পত্তিঃ পদাতিং রথিনং রথেশস্তুরঙ্গসাদী তুরগাধিরূঢ়ং।"
(রঘু ৭।৩৭)

রথিন (পুং) রথস্য ইনঃ প্রভুঃ শকন্ধ্বাদিত্বাদকারলোপঃ। রথী। (অমর)

রথির (পুং) রথোঽস্যাস্তীতি রথ (মেধারথাভ্যামিরন্নিরচৌ বক্তব্যৌ। পা ৫।২।১০৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ইরচ্। রথী।

"অনুদেবান্ রথিরো যাসি সাধন্" (ঋক্ ৩।১।১৭)
'রথিরঃ রথী' (সায়ণ)

রথী (ত্রি) ১ রথস্বামী। "তে মনো রথীরশ্বং ন সন্দিতং" (ঋক্ ১।২৫।৩) 'রথীঃ রথস্বামী রথীঃ নত্বর্থীয় ঈকারঃ' (সায়ণ)

রথীতর (পুং) ১ অতিশয় রথযুক্ত, বহুরথস্বামী। "নকিষ্টৎ রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে" (ঋক্ ১।৮৪।৬) 'রথীতরঃ অতিশয়েন রথবান্" (সায়ন) ২ আচার্য্যভেদ। ৩ তদ্বংশ-ধরগণ।

রথেচিত্র (ত্রি) রথাবস্থিত। শুক্লযজুঃ।

রথেণ (পুং) ১ রথের অধিকারী। ২ রথস্থ যোদ্ধা। যে রথে থাকিয়া যুদ্ধ করে। ৩ রথী।

রথেষা (স্ত্রী) রথচক্রের সংযোজক দণ্ড।

রথেষু (পুং) বাণভেদ।

রথেষ্ঠা (ত্রি) রথে বর্ত্তমান, রথস্থিত। "নাসত্যেব সুগ্মো রথেষ্ঠাঃ" (ঋক্ ১।১৭৩।৪) 'রথেষ্ঠাঃ রথে বর্ত্তমানঃ' (সায়ণ)

রথোঢ় (ত্রি) রথদ্বারা অভ্যুহ্যমান বা চালিত। "তুভ্যং রথোঢ়-ভক্ষৈঃ" (ঋক্ ১০।১৪৮।৩) 'রথোঢ়ং রথৈরভ্যুহ্যমানঃ, অ। উঢ়ঃ ওঢ়ঃ, রথেন ওঢ়ঃ, 'ওমাঙোশ্চ' ইতি পররূপং (সায়ণ)

রথোত্তম (পুং) উৎকৃষ্ট রথ।

রথোৎসব (পুং) রথস্য উৎসবঃ। রথযাত্রোৎসব।

রথোদ্ধত (ত্রি) রথারোহণে উদ্ধত। রথে স্থিতিজন্য গর্ব্বিত।

রথোদ্ধতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে; ইহার মধ্যে ১, ৩, ৭, ৯ ও ১১শ বর্ণ গুরু, ইহা ভিন্ন অপর বর্ণ লঘু হইবে। ইহার লক্ষণ—
"রাৎপরৈর্নরলগৈ রথোদ্ধতা"। যথা—
"রাধিকাদধিবিলোড়নস্থিতা কৃষ্ণবেণুনিনদৈ রথোদ্ধতা।
যামুনং তটনিকুঞ্জমঞ্জসা সা জগাম সলিলাহৃতিচ্ছলাৎ ॥"
(ছন্দোমঞ্জরী)

রথোদ্বহ (পুং) ১ রথচালকের আসন। ২ যোদ্ধার বসিবার স্থান।

রথোপস্থ (পুং) ১ রথের উর্দ্ধভাগ। (ঐতরেয়ব্রা০ ৮।১০) রথমধ্য স্থান।
"বিসৃজ্য সশরং চাপং রথোপস্থ উপাবিশৎ।" (গীতা ১অ০)

রথোরগ (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত—ভীষ্ম)

রথোষ্মা (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিবংশ)

রথৌঘ (পুং) রথস্য ওঘঃ বেগ। রথবেগ। (বৃহৎস০ ৬৮।৯৫)

রথৌজস্ (ত্রি) রথযুদ্ধকুশল। "রথৌজাশ্চ সেনানীগ্রামণ্যৌ" (শুক্লযজু০ ১৫।১৫) 'রথৌজা রথে ওজস্তেজো যস্য স রথৌজাঃ রথযুদ্ধকুশলঃ' (বেদদীপ)

রথ্য (পুং) রথং বহতীতি রথ্ (তদ্বহতি রথযুগপ্রাসঙ্গং। পা ৪।৪।৭৬) ইতি যৎ। ১ রথবাহী ঘোটক। (অমর) ২ রথাংস। (হেম) ৩ রথের নেতা। "ঋভুর্ন রথ্যং নবং দধাতা কেতমাদিশে" (ঋক্ ৯।২১।৬) 'রথ্যং রথস্য নেতারং' (সায়ণ) (ত্রি) ৪ রথ-সম্বন্ধী। "সপ্তির্ন রথ্যো অহধীতি মশ্যাঃ" (ঋক্ ২।৩১।৭) 'রথ্যঃ রথসম্বন্ধী' (সায়ণ) রথস্যেদমিতি (রথাদ্‌যৎ। পা ৪।৩।১২১) ইতি যৎ। (ক্লী) ৪ চক্র। ৫ যুগ। কোশিকা)

রথ্যা (স্ত্রী) রথানাং সমূহঃ, রথ (খলগোরথাৎ। পা ৪।২।৫০) ইতি যৎ। রথসমূহ, পর্য্যায়—রথকট্যা, রথকড্যা, রথব্রজ। ২ অভ্যন্তরমার্গ, চলিত নাছ। পর্য্যায়—প্রতোলী, বিশিখা। (অমর) ৩ আবর্ত্তনী। (মেদিনী) ৪ পন্থা, মার্গ।
"পানাগারেষু রথ্যাসু সকতার্থেষু চাপ্যথ।
চত্বরেষু চ কুপেষু পক্কতেষু বনেষু চ ॥" (ভারত ১।১৪১।৬০)
৫ চত্বর। (হেম)

রদ, উৎখাত। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রদতি। লোট্ রদতু। লিট্ ররাদ। লুট্ রদিতা। লুঙ্ অরদীৎ, অরাদীৎ। সন্ রিরদিষতি। যঙ্ রারদ্যতে, যঙ্লুক্ রারদীতি। ণিচ্ রদয়তি, রাদয়তি। লুঙ্ অরীরদৎ।

রদ (পুং) রদতীতি রদ বিলেখনে পচাদিত্বাৎ অচ্। ১ দন্ত। দন্ত বিবর্ণ হইলে ধনহীন এবং স্নিগ্ধ ও ঘন হইলে শুভ হইয়া থাকে।
"বিবর্ণৈর্ধনহীনাশ্চ দন্তাঃ স্নিগ্ধা ঘনাঃ শুভাঃ।"
(গরুড়পু০ ৬৬ অ০)

রদচ্ছদ (পুং) রদানাং ছদ আচ্ছাদকঃ। ওষ্ঠ। (হেম)

রদন (পুং) রদত্যেহনেনেতি রদ-করণে ল্যুট্। ১ দন্ত। (ক্লী) রদ্ ভাবে ল্যুট্। ২ উৎখনন।

রদনচ্ছদ (পুং) রদনানাং ছদ আচ্ছাদকঃ। ওষ্ঠ।
"মাংসলৈশ্চ ধনোপেতা অবক্রৈরধরৈর্নৃপাঃ।
বিম্বোপমৈশ্চ স্ফুটিতৈরোষ্ঠৈ রুক্ষৈশ্চ খণ্ডিতৈঃ ॥"
(গরুড়পু০ ৬৬ অ০)
ওষ্ঠ বিম্ব সদৃশ হইলে শুভ এবং রুক্ষ, খণ্ডিত ও বিবর্ণ হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

রদনিকা (স্ত্রী) নায়িকাভেদ। (মৃচ্ছকটিক ৬।১৫)

রদনিন্ (পুং) রদনৌ প্রশস্তদন্তাবস্য স্ত ইতি রদন-ইনি। হস্তী।

রদাবসু (ত্রি) ধনদাতা। (ঋক্ ৭।৩২।১৮)

রদিন্ (পুং) রদৌ প্রশস্তদন্তাবস্য স্ত ইতি রদ-ইনি। হস্তী।

রধ, ১ হিংসা। ২ নিষ্পত্তি। ৩ পাক। দিবাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রধ্যতি। লোট্ রধ্যতু। লিট্ ররন্ধ, ররন্ধতুঃ ররন্ধিথ। লুট্ রধিতা, রদ্ধা। লৃট্ রধিষ্যতি, রৎ-

স্তি। লুঙ্ অরধং। সন্ বিরধিষতি,বিরংসতি। যঙ্ রারধ্যতে। যঙ্‌লুক্ রারদ্ধি। ণিচ্ রন্ধয়তি। লুঙ্ অররন্ধৎ।

রন্‌জ্, ১ অনুরাগ, আসক্তি। ২ বর্ণান্তরোৎপাদন। ভ্বাদি ও দিবাদি। উভয়প০ রাগার্থে অক০ বর্ণান্তরোৎপাদনার্থে সক০ বেট্। ভ্বাদিপক্ষে রজতি-তে। দিবাদিপক্ষে রজ্যতি-তে। লিট্ ররঞ্জ, ররঞ্জিথ। ররঞ্জে। লুট্ রঙ্‌ক্তা। লৃট্ রঙ্‌ক্ষ্যতি-তে।লুঙ্ অরাঙ্‌ক্ষীৎ, অরাঙ্‌ক্তাং অরাঙ্‌ক্ষুঃ। অরঙ্‌ক্ত, অরঙ্‌ক্ষাতাং অরঙ্‌ক্ষত। সন বিরঙ্‌ক্ষতি-তে। যঙ্ রারজ্যতে, যঙ্‌লুক্ রারঙ্‌ক্তি। অপ+রঞ্জ্ অপরাগ। অনু+রঞ্জ্ অনুরাগ। উপ+রঞ্জ উপরাগ। বি+রঞ্জ বিরাগ।

রন্তব্য (ত্রি) রম-তব্য। রমণার্হ, রমণযোগ্য।

রন্তি (স্ত্রী) আমোদ, সুখ। আকাঙ্ক্ষা। গবাদির প্রতি স্নেহ।

রন্তিদেব (পুং) রমতে ইতি রম সংজ্ঞায়াং তিক্ রন্তিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি। ১ বিষ্ণু। ২ চন্দ্রবংশীয় নৃপতিভেদ।

"গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সাংকৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন।

রন্তিদেবস্য মহিমা ইহামুত্র চ গীয়তে॥" (ভাগ০ ৯।২১।২)

মহাভারতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে রন্তিদেব রাজার রন্ধনাগারে প্রতিদিন দুই সহস্র পশু এবং দুই সহস্র গোধন নিহত হইত, রাজা রন্তিদেব সমাংস অন্নদান করিয়া তিনি অতুলনীয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

"রাজ্ঞো মহানসে পূর্ব্বং রন্তিদেবস্য বৈ দ্বিজ।

দ্বে সহস্রে তু বধ্যেতে পশূনামন্বহং তদা॥

অহন্যহনি বধ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা।

সমাংসং দদতো হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।

অতুলা কীর্ত্তিরভবং নৃপস্য দ্বিজসত্তম॥"(ভারত৩।২০৭।৮-৯)

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে (২৯অঃ) লিখিত আছে যে, সঙ্কৃতি-নন্দন রন্তিদেব কঠোর তপ করিয়া ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া এইরূপ বর প্রার্থনা করেন যে, 'দেবরাজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয়। আমার শ্রদ্ধা যেন অপনীত না হয়, এবং আমি যেন কখন কাহার নিকট প্রার্থনা না করি।' ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বর দিলেন। মহাত্মা রন্তিদেব যখন কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তখন গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সকল তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া "আমাকে দৈব ও পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন" বলিয়া উপাসনা করিত। এই মহাত্মার যজ্ঞনিহত পশুগণের চর্ম্মরাশি হইতে ক্লেদ নির্গত হওয়ায় এক নদী উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ নদী চর্ম্মণ্বতী নামে খ্যাত। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর সুবর্ণ দান করিতেন, ইহার গৃহে পাত্র. ঘট, কটাহ, স্থালী প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল। অতিথি সমাগম হইলে তাহার গৃহে বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত, তথাপি অতিথিগণ প্রচুর মাংস ভোজন করিতে পাইত না। রাজা রন্তিদেব পুণ্যকর্ম্মাদিগের অগ্রণী ছিলেন।

২ কুকুর। (শব্দরত্না০)

রন্তিনার (পুং) রাজপুত্রভেদ (ভাগবত ৯.২০।৬) রন্তিভার এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়।

রন্তু (স্ত্রী) রমতেঽত্রেতি রম্-তুন্। ১ বর্ত্ম। ২ নদী।(মেদিনী)

রন্ত্য (ত্রি) রময়িতা। "কস্তে মদ ইন্দ্র রন্ত্যোভূৎ" (ঋক্ ১০।২৯।৩) 'রন্ত্যঃ রময়িতা' (সায়ণ)

রন্দলা (স্ত্রী) সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার নামান্তর।

রন্ধক (পুং) ১ পাচক, (ক্লী) ২ বশীকরণ। ৩ নাশকরণ।

রন্ধন (ক্লী) রধ-ল্যুট্। ১ পাক, চলিত রাঁধা। (ত্রি) রধ্-ল্যু। ২ নাশক।

"যদনুস্মর্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাঽভদ্ররন্ধন।" (ভাগ০ ৪।৩০।২৮)

'হে অভদ্ররন্ধন। অমঙ্গলনাশন' (স্বামী)

রন্ধি (স্ত্রী) ১ বশীকরণ (ঋক্ ৭।১৮।১৮)।

২ রন্ধন, পাক। (ভাগবত ৫০।১০।২২)

রন্ধিত (ক্লী) রধ্-ক্ত। কৃতরন্ধনদ্রব্য, রাঁধা জিনিস। রন্ধন করিয়া দ্রব্য অন্যপাত্রে রাখিতে হয়। পাকরাজেশ্বরে লিখিত আছে, ভক্ত স্বপাত্রে; ঘৃত কাষ্ঠ বা লৌহপাত্রে; মাংস ও মাংসরস স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ বা কাষ্ঠপাত্রে; পত্রাদিশাক কাষ্ঠ, প্রস্তর ও লৌহপাত্রে; পক্কান্ন ও পিষ্টকাদি কাংস্য বা কাষ্ঠপাত্রে; শৃতক্ষীর মৃন্ময় বা কাষ্ঠপাত্রে; পানীয়, পায়স বা তক্র মৃন্ময় পাত্রে রাখিবে। এইরূপ ভাবে রাখিলে ঐ সকল দ্রব্য রোগনাশক হইয়া থাকে। (পাকরাজেশ্বর)

রন্ধ্র (ক্লী) রন্ধয়তি হিনস্ত্যনেনেতি রধ্-বাহুলকাৎ রক্। দূষণ।

"রন্ধ্রান্বেষণদক্ষাণাং দ্বিষামামিষতাং যযৌ।" (রঘু ১২।১১)

পুরুষের দেহে দশটী এবং স্ত্রীদেহে ১৩টী রন্ধ্র আছে। চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই তিনস্থলে ৬টী; মল, মূত্রদ্বার, বক্ত্র ও মস্তক এই দশটী পুরুষের এবং স্ত্রীদিগের এ ছাড়া স্তনদ্বয় ও গর্ভাশয় এই তিনটী লইয়া স্ত্রীলোকের ১৩টী রন্ধ্র।

"নাসানয়নকর্ণানাং দ্বে দ্বে রন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতে।

মেহনাপানবক্ত্রাণামেকৈকং রন্ধ্রমুচ্যতে॥

দশমং মস্তকে প্রোক্তং রন্ধ্রাণীতি নৃণাং বিদুঃ।

স্ত্রীণাং ত্রীণ্যধিকানি স্যুঃ স্তনয়োর্গর্ভবর্ত্মনঃ॥"(শার্ঙ্গধরপূর্ব্ব০৫)

৩ যোনি।

"রন্ধ্রাগতমথাশ্বানাং শিখোদ্ভেদশ্চ বর্হিণাঃ।

নেত্ররোগঃ কোকিলস্য জ্বরঃ প্রোক্তো মহাত্মনা॥"

(ভারত ১২।২৮২।৫৩)

রন্ধ্রকণ্ট (পুং) রন্ধ্রে কণ্টঃ কণ্টকো যস্য। জালবর্ব্বুরক।
রন্ধ্রপত্র (পুং) নল, নলগাছ। (রাজনি॰)
রন্ধ্রবভ্রু (পুং) রন্ধ্রে গর্ত্তে বভ্রুর্নকুল ইব। উন্দুরু। (ত্রিকা॰)
রন্ধ্রবংশ (পুং) রন্ধ্রবিশিষ্টো বংশঃ। ছিদ্রযুক্ত বংশ। চলিত—ফাঁকা বাঁশ। পর্য্যায়—স্বকসার, কীচকাহ্বয়, মস্কর, বাদনীয়, শুষিরাস্য। (রাজনি॰)
রন্ধ্রাগত (ক্লী) অশ্বের গলরোগভেদ। 'অশ্বগলরন্ধ্রগতং মাংসখণ্ডং।' (ভারত টীকায় নীলকণ্ঠ)
রপ্, কথন। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ রপতি। লোট্ রপতু। লিট্ ররাপ। লুঙ্ অরাপীৎ অরপীৎ। লৃট্ রপিতা। সন্ রিরপিষতি। যঙ্ রারপ্যতে। যঙ্লুক্ রারপীতি। ণিচ্ রাপয়তি। লুঙ্ অরীরপৎ।
রপ্টানি (হিন্দী) ঘোরাফেরা। গমনাগমন।
রপ্টী (হিন্দী) ঘুরিয়া বেড়ান।
রপ্তানি (দেশজ) দেশজাত পণ্যদ্রব্যাদি ভিন্ন দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ। আমদানীর বিপরীত।
রপাট্ (দেশজ) স্থিতিস্থাপক বৃক্ষনির্য্যাসবিশেষ। ইংরাজী Rubber শব্দের অপভ্রংশ। [রবার দেখ]
রফ্, ১ গতি। ২ বধ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ রফতি। লোট্ রফতু। লুঙ্ অরাফীৎ।
রফা (পারসী) নিষ্পত্তি।
রফানামা (পারসী) মামলার নিষ্পত্তিসূচক পত্র।
রফিত (ত্রি) ১ আঘাতপ্রাপ্ত। ২ হিংসিত। (ঋক্ ১০।১১৭।২)
রফুগর, ১ পুরাতন বস্ত্রাদির ছিন্নস্থানসংস্কারকারী, যাহারা রিফুকর্ম্ম করে। ২ উত্তরপশ্চিম-ভারতবাসী মুসলমানশ্রেণীভেদ। পুরাতন শাল ও আলোয়ান প্রভৃতির ছিন্নাংশ বেমালুম রিফু (আসল কাপড়ের ন্যায় বুনান সেলাই) করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।
রফৎ, মুসলমান সাধু খাজা খিজিরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত উৎসবভেদ। ভাদ্রমাসের কোন বৃহস্পতিবারে ঐ দিন সায়ংকালে মুর্শিদাবাদের মুসলমানরমণীগণ কলার পেটো বা বাঁশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আলোকদানপূর্ব্বক ভাগীরথীবক্ষে ভাসাইয়া থাকে। স্বয়ং নবাব ও তাঁহার অন্তঃপুর মহিলাগণ গঙ্গাকূলে আসিয়া উৎসবে যোগ দেন। ঐ সময় ১০০ বর্গহস্ত কলার মান্দাসে দুর্গ গঠন করিয়া তাহার চারিদিকে বাজী সাজান হয়। সময়মত ঐ মান্দাসখানি ভাসাইয়া মধ্যগঙ্গায় লইয়া আতসবাজীতে অগ্নিদান করা হইয়া থাকে।
রব্ধ (ত্রি) ১ গ্রহণ। ২ আরম্ভ।
রব, গতি। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ রম্বতি। লুঙ্ অরম্বীৎ। ২ শব্দ, শব্দার্থে এই ধাতু অকর্ম্মক।
রব (পুং) রব-অল্। শব্দ।

"প্রবুদ্ধঃ শস্ত্রপাতৈঃ স বায়ুচণ্ডৈরবান্ রবান্।"

(রাজত॰ ৫।৪০৮)

রভ, ১ শব্দ। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ অক॰ সেট্। ২ রাভস্য, সবেগগমন। ৩ বর্ষ। ৪ ঔৎসুক্য। ৫ নির্ব্বিচার-প্রবৃত্তি। লট্ রভতে। লিট্ রেভে। লুট্ রব্ধা। লৃট্ রপ্স্যতে। লুঙ্ অরব্ধ। অরপ্সতাং, অরপ্সত। সন্ রিপ্সতে। যঙ্ রারভ্যতে। যঙ্লুক্ রারম্ভীতি, রারব্ধি। ণিচ্ রম্ভয়তি। লুঙ্ অররম্ভৎ।

আ+রভ=আরম্ভ। পরি+রভ=পরীরম্ভ, আলিঙ্গন। সং+রভ=কোপ, সংরম্ভ। শব্দার্থে রম্ভধাতু ইদিৎ। লট্ রম্ভতে। লুঙ্ অরম্ভিষ্ট।

রভস্ (ক্লী) ১ যজ্ঞাদির আরম্ভ। (ঋক্ ১।১৪৫।৩)

২ আহুতি। ৩ বেগ। ৪ আসক্তি। ৫ বলকর ভোজ্য।

রভস (পুং) রভণমিতি রভ (অত্যবিচমিতমিনমিরভিলভীতি। উণ্ ৩।১১৭) ইতি অসচ্। ১ বেগ। ২ হর্ষ। (মেদিনী) ৩ প্রমোৎসাহ।

"মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন।"(গীতগো॰ ৫।৬)
'রভসস্ত প্রেমোৎসাহস্য' (তট্টীকা বালবোধিনী)
৪ সংরম্ভ। ৫ সংভ্রম। ৬ পৌর্ব্বাপর্য্যবিচার। (অরুণ)
৭ ঔৎসুক্য। (কলিঙ্গ) ৮ মহান্। (নিঘণ্টু ৩।৩) ৯ স্বনামখ্যাত অভিধান বিশেষ। স্ত্রিয়াং টাপ্ রভসা।
"অথ জয়ায় নু মেরুমহীভৃতো রভসয়া নু দিগন্তদিদৃক্ষয়া।
অভিযযৌ স হিমালয়মুচ্ছ্রিতং সমুদিতং নু বিলঙ্ঘয়িতুং নভঃ॥"

(কিরাতার্জ্জুনীয় ৫।১)

রভসনন্দিন্, সম্বন্ধোদ্যোত নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।
রভসপাল (পুং) জনৈক আভিধানিক। অমরকোষে ক্ষীরস্বামী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।
রভসান (ত্রি) বেগকারী। "তুবো-রভসানো অদ্যৌৎ" (ঋক্ ৬।৩।৮) 'রভসানঃ বেগং কুর্ব্বন্' (সায়ণ)
রভস্বৎ (ত্রি) রভ-অসুন্-ততঃ মতুপ্। উদ্যোগযুক্ত। "রাজে রভস্বতঃ" (ঋক্ ১।১।৬) 'রভস্বতঃ উদ্যোগবতঃ' (সায়ণ)
রভি (স্ত্রী) আভরণীয়া। "বাং রভিরীয়া অক্ষো হিরণ্যয়ঃ" (ঋক্ ৮।৫।২৯) 'রভি রাভরণীয়া' (সায়ণ)
রভিনেয় (পুং) তন্নামক ঋষির গোত্রাপত্য। (সাংখ্যকারিকা)

রভিষ্ঠ (ত্রি) প্রকৃষ্টবেগবিশিষ্ট, অতিশয়বেগযুক্ত। "উপমাসো রভিষ্ঠাঃ" (ঋক্ ৫।৫৯।৫) 'রভিষ্ঠাঃ প্রকৃষ্টবেগাঃ' (সায়ণ)

রভীয়স্ (ত্রি) অত্যন্ত বেগবিশিষ্ট। (শুক্লযজুঃ ২১।৪৬)

রভেণক (পুং) সর্পাকৃতি রাক্ষসভেদ। (ভারত আদি প০)

রভ্যস্ (ত্রি) অতিশয় বেগযুক্ত।

"যুবং চ রভ্যসো নঃ" (ঋক্ ১।১২০।৪) 'রভ্যসঃ অতিশয়েন রভস্বিনঃ প্রোৎসাহমান্' (সায়ণ)

রভোদা (ত্রি) বলদাতা। "রভোদাং গাতুমিষে" (ঋক্ ৬।২২।৫) 'রভোদাং বলস্য দাতারং' (সায়ণ)

রম্, ১ ক্রীড়া। ২ রতি। ৩ আসক্তি। ৪ অনুরক্তি। ভ্বাদি০ আত্মনে০ অক০ অনিট্, এই ধাতু ক্ত্বা পরে বেট্। লট্ রমতে। লিট্ রেমে। লুট্ রন্তা। লৃট্ রংস্যতে। আশীর্লিঙ্ রংসীষ্ট। লুঙ্ অরংস্ত, অরংসাতাং, অরংসত। বি, আ, উপ ও পরিপূর্ব্বক এই ধাতু পরস্মৈপদী। লুঙ্ ব্যরংসীৎ, ব্যরংসিষ্টাং ব্যরংসিষুঃ। সন্ রিরংসতে। যঙ্ রংরম্যতে। যঙ্ লুক্ রংরন্তি। ণিচ্ রময়তি। লুঙ্ অরীরমৎ। ক্ত্বা রমিত্বা, রত্বা।

অনু + অভি + রম = আসক্তি। উপ + রম = নিবৃত্তি, মরণ। বি + রম = নিবৃত্তি।

রম (পুং) রমতে ইতি রম্ পচাদ্যচ্। ১ কান্ত। "নিধিগুহ্যকাধিপরমৈঃ পরমৈঃ" (কিরাতা০ ৫।২০) ২ কামদেব। ৩ রক্তাশোক বৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ রমণ।

রমক (পুং) রমতে ইতি রম্ (রমেরশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৩৩) ইতি-ক্বুন্। ১ কান্ত। ২ উপপতি, জার।

রমঠ (ক্লী) রম্-অঠন্। ১ হিঙ্গু। (উজ্জ্বল) (পুং) ২ জনপদবিশেষ। (ত্রি) ৩ তদ্দেশবাসী।

"আগুড়ান্ রমঠান্ মুণ্ডান্ স্ত্রীরাজ্যানথ তঙ্গণান্।" (ভারত ৩।৫১।২৪)

রমঠধ্বনি (পুং) রমঠ ইতি শব্দেন ধ্বন্যতে কথ্যতে ইতি-ধ্বন্-ইন্। হিঙ্গু। (শব্দচ০)

রমণ (ক্লী) রময়তীতি রম্-ণিচ্-ল্যু। ১পটোলমূল। (মেদিনী) ২ জঘন। (হেম) রম্-ভাবে ল্যুট্। ৩ মৈথুন, পর্য্যায়—অব্রহ্মচর্য্যক, গ্রাম্যধর্ম্ম, সুরত, রত, সংপ্রয়োগ, নিধুবন, মৈথুন, রতি, উপসৃষ্ট, ধর্ষিত, ক্রীড়ারত্ন, মহাসুখ, ত্রিভদ্র, যোগমিথুন, অভিমানিত। (শব্দরত্না০) ৪ ক্রীড়ন। ৫ রত্যুৎপাদন।

"রামেতি লোকরমণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ।" (ভাগ০ ১০।২।১৩) 'লোকস্য রমণাৎ রত্যুৎপাদনাৎ' (স্বামী) ৬ বনবিশেষ।

"ভাতি চৈত্ররথঞ্চৈব নন্দনঞ্চ বনং মহৎ। রমণং ভাবনং চৈব বেণুমচ্চৈব সমন্ততঃ।" (হরিবংশ ১৫৫।২১)

(পুং) রমতে রময়তীতি বা রম্-ণিচ্, বা ল্যু। ৭ পতি।

"বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ! ত্বামনুযামি যদ্যপি।" (কুমারস০ ৪।২১)

রময়তি স্ত্রীপুরুষাণামন্তঃকরণমিতি। ৮ কামদেব। (মেদিনী) ৯ গর্দ্দভ। (হেম) ১০ বৃষণ। শব্দচ০) ১১ মহারিষ্ট। (রাজনি০) ১২ ধরবসুপুত্রের অন্যতম। (মৎস্যপু০ ৫।২৪) (ত্রি) ১৩ রমণীয়।

"রমণং বিহরন্তীনাং রমণৈঃ সিদ্ধযোষিতাম্।" (ভাগ০ ৪।৬।১০)

রমণক (ক্লী) রমন্তে লোকা অত্র রম ল্যুট্, সংজ্ঞায়াং কন্। ১ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ, রম্যকবর্ষ। (পদ্মপু০ ভূখণ্ড ১২৮ অ০) ২ বীতিহোত্রের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।২০।৩১)

রমণপতি, দেব্যার্য্যাশতক ও সরস্বতীবিলাস নামক কাব্যপ্রণেতা।

রমণা (স্ত্রী) ১ রমণী। (অমরটীকা) ২ পীঠস্থ শক্তিবিশেষ। রামতীর্থে রমণাশক্তি বিরাজিতা।

"রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং মৃগাবতী।" (দেবীভাগ০ ৭।৩০।৬৭)

রমণী (স্ত্রী) রমতেঽনয়ামিতি রম্-ল্যুট্-ঙীষ্। ১ নারী। (মেদিনী) ২ উৎকৃষ্ট স্ত্রীবিশেষ, যে স্ত্রী শরীরোপচার ও সৌভাগ্য দ্বারা পতিকে আহ্লাদিত করিতে পারে। 'বপুর্গুণোপচারেণ সৌভাগ্যেন কান্তং রময়তি সা' (ভরত) ৩ বালাখ্যবৃক্ষ।

'বালা চ রমণী বামা বন্ধ্যা কামকলাপি চ।' (শব্দচ০)

রমণীয় (ত্রি) রম্-অনীয়র্। সুন্দর।

"বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ম্ দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।" (গীতগোবিন্দ ১।১১)

রমণীয়তা (স্ত্রী) রমণীয়স্য ভাবঃ তল্-টাপ্। রমণীয়ত্ব, সৌন্দর্য্য, সকল অবস্থাবিশেষেই মাধুর্য্যের নাম রমণীয়তা।

"সর্ব্বাবস্থাবিশেষেষু মাধুর্য্যং রমণীয়তা।" (সাহিত্যদ০ ৩ পরি০)

প্রতিক্ষণে যাহা নূতনরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই রমণীয়তার রূপ।

"ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।" (সাহিত্যদ০ ৩ পরি০)

রমণ্য (ত্রি) রম্ (শৃরম্যোশ্চ। উণ্ ৩।১০১) ইতি অন্যপ্রত্যয়ঃ। রমণীয়। (উজ্জ্বল)

রমতি (পুং) রমতেঽস্মিন্ ইতি রম্ (রমের্নিৎ। উণ্ ৪।৬৩) ইতি অতিপ্রত্যয়ঃ, ণিচ্চ। ১ নায়ক। ২ স্বর্গ। (মেদিনী) ৩ কাক। ৪ কাল। ৫ কামদেব। (উজ্জ্বল)

রম্মল, মুসলমানী কল্পিত জ্যোতিষভেদ। বহুপূর্ব্বকাল হইতে এই শাস্ত্র পারস্য প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। তথা হইতে মুসলমান-গণের সহিত ভারতে ও সুদূর য়ুরোপখণ্ডে নীত

হয়। ভারতে বহুদিন হইতে এই জ্যোতিষ 'রমলপাক্ষি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। রমলামৃতে লিখিত আছে—

"পুরা যবনপুঙ্গবৈঃ কলয়িতুং ত্রিকালজ্ঞতাং
যদা দমহবাভিবাদনবশাৎ সমাসাদিতং।
অলব্ধমমরৈরপি স্বগুরুসৎকৃপাসাগরা-
ত্তদদ্য রমলামৃতং স্বমতিবুদ্ধমুদ্ধায়তে॥"

পুরাকালে যবনপুঙ্গবগণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপ ত্রিকালজ্ঞতা লাভের প্রত্যাশায় বহু যত্নে যে শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, দেবগণও যে শাস্ত্র লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, অদ্য নিজ গুরুর কৃপাসাগর হইতে স্ববুদ্ধি অনুসারে সেই রমলামৃত উদ্ধার করিতেছি।

শ্রীপতি ভট্ট নিজ রমলসারেও এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং মুসলমানদিগের নিকট হইতেই যে ভারতবাসী এই শাস্ত্র পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিলাতেও বহুদিন হইল, এই রমল শাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড স্যাণ্ডর্স যে সামুদ্রিক শাস্ত্র প্রকাশ করেন, তাহাতে এই রমলশাস্ত্রের উল্লেখ ও ফলাফলগণনার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই শাস্ত্র দ্বারা কি করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে রমলামৃতে লিখিত আছে—

"গণয়িতুমুদকবিন্দুং নীরদেহপ্যংসহেদযো
বিয়তি রচয়িতুং বা চিত্রমুদযুক্তচেতাঃ।
গ্রহগণমখিলং যো মুষ্টিনাকর্ষ্টুমিষ্টে
রমলমমলরত্নং স স্বয়ং স্বীকরোতু॥"

যিনি এই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইবেন, তিনি মেঘরাশিস্থিত জলবিন্দু গণিতে পারেন, তিনি আকাশমণ্ডলে চিত্র রচনে সমর্থ এবং নভোমণ্ডলব্যাপী গ্রহগণকে মুঠার ভিতর আকর্ষণ করিতে উপযুক্ত।

এই রমল শাস্ত্র দুই প্রকার। কেবল শূন্যপাত দ্বারা চেহারা তৈয়ার করিয়া যে ফলাফল গণনা করা যায়, তাহার নাম সহজ রমল। আর অষ্টধাতুনির্ম্মিত পাশক ক্ষেপণ করিয়া তদ্দ্বারা চেহারা করিয়া ও ঐ সকলের গ্রহরাশি নক্ষত্র ও তাহাদিগের দৃষ্টিবলাবলাদি বিচারে যে ফলাফল বলা যায়, তাহার নাম যৌগিক রমল।

এই শাস্ত্রে পাশক ও প্রস্তারজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, অব্দহবদন্তক্রমান, মীজানক্রম, হর্ফাঙ্কক্রম, অব্জদক্রম, শাকুনক্রম, দশক্রম, সাক্ষিজ্ঞান, বর্ণজ্ঞান, ষোড়শভবনফল, শূন্যচালন, কাবিলে সলাসজ্ঞান, অসলী উম্মহাতজ্ঞান, হলক প্রকার, দিনজ্ঞান, প্রশ্নজ্ঞান, ভূমিজ্ঞান, ধনমানপরীক্ষা ও নানাপ্রকার আকৃতিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে।

রমলামৃত, রমলসার প্রভৃতি এই শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও তন্মধ্যে পারসী পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ; পারসী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান না জন্মিলে এই শাস্ত্রে সম্যগ্ জ্ঞান জন্মে না।

রমা (স্ত্রী) রময়তীতি রম্-ণিচ্ অচ্ টাপ্ চ। লক্ষ্মী।

"রমা যত্র ন বাক্ তত্র যত্র বাক্ তত্র নো রমা।
তে যত্র বিনয়ো নাস্তি সা চ সা চ স চ ত্বয়ি॥" (উদ্ভট)

২ শশিধ্বজরাজকন্যা, কল্কিদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ হইবে। (কল্কিপু° ২৫ অ°)

রমাকান্ত (পুং) রমায়াঃ কান্তঃ। রমাপতি।

রমাধব (পুং) রমায়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ ধবঃ পতিরিতি। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

রমাধিপ (পুং) রমায়াঃ অধিপঃ। রমাপতি।

রমানাথ (পুং) রমায়াঃ নাথঃ। বিষ্ণু।

রমানাথ, ১ অভিরাম কাব্যপ্রণেতা। ২ জাগদীশীটিপ্পণরচয়িতা। এতদ্ভিন্ন আকাঙ্ক্ষাবাদটিপ্পণ, আকাশবাদটিপ্পণ, আখ্যাতবাদটিপ্পণ ও নঞ্‌বাদটিপ্পণ নামে তাঁহার রচিত কয়খানি ন্যায়শাস্ত্রীয় টীকাগ্রন্থ পাওয়া যায়। ৩ নারদস্মৃতিটীকা-রচয়িতা। ৪ প্রয়োগদর্পণপ্রণেতা।

রমানাথ রায়, জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, বেদগর্ভের পুত্র। ইনি মনোরমা নাম্নী কাতন্ত্রের গণ-ধাতুবৃত্তি ও শব্দসাধ্যপ্রয়োগ নামক দুইখানি ব্যাকরণ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন।

রমানাথ বৈদ্য, জনৈক আয়ুর্ব্বেদবিৎ। ইনি অজীর্ণমঞ্জরীটীকা, তত্ত্বপ্রকাশটীকা, অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকা, মাধবনিদানটীকা, রসমঞ্জরীটীকা ও রসেন্দ্রচিন্তামণিটীকা নামে গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করেন।

রমাপতি (পুং) রমায়াঃ পতি। ১ বিষ্ণু। ২ রামচন্দ্র। ৩ শ্রীকৃষ্ণ। (ভাগবত ৮।১৭।৭)

রমাপতি, ১ দেবালয়-প্রতিষ্ঠাবিধিপ্রণেতা। ২ প্রায়শ্চিত্তচন্দ্রিকা-রচয়িতা।

রমাপতি মিশ্র, আচারচন্দ্রিকা, আচারবারিধি ও বিবাদবারিধি নামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা।

রমাপ্রিয় (পুং) রমায়াঃ প্রিয়ং। পদ্ম। (শব্দচ°) (পুং) রমা প্রিয়া যস্য বা রমায়াঃ প্রিয়ঃ। ২ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

রমাবেষ্ট (পুং) রম্যো বেষ্টতেঽসৌ বেষ্ট-ঘঞ্। শ্রীবাসচন্দন। (রাজনি°)

রমাশঙ্কর, যোগতরঙ্গরচয়িতা।

রমাশ্রয় (পুং) রমায়াঃ আশ্রয়ঃ। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। (ভাগ° ১।১২।২৩

রমিতা (স্ত্রী) রম্-ণিচ্ ক্ত, টাপ্। রতিপ্রাপিতা।

"স্থগিতপতিত্র্যজযুবতিজনরমিতা বিপিনগতা।

মুররিপুণা রতিগুরুণা পরিরমিতা প্রমদমিতা ॥" (ছন্দোম০)

রমিতঙ্গম (পুং) পাণিনুক্ত জনৈক ব্যক্তি। (পা ৩।২।৪৭)

রমেশ (পুং) রমায়া ঈশঃ। বিষ্ণু।

রমেশচন্দ্র মিত্র, (Sir, Kt.) মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি। ইনি দুই মাসের জন্য প্রধান বিচারপতির (Chief Justice) পদে অভিষিক্ত থাকিয়া স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তিবলে ধর্ম্মাধিকরণ অলঙ্কৃত ও সমগ্র বাঙ্গালীজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজার-হাট বিষ্ণুপুর গ্রামের (দমদমার নিকট) সুপ্রসিদ্ধ মিত্রবংশীয় কায়স্থকুলে রমেশচন্দ্র ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ কালীপ্রসাদ মিত্র নদীয়ার কালেক্টারের অধীনে কর্ম্ম করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া যান। কালীপ্রসাদ দানাদি সৎকর্ম্মে বহু অর্থব্যয় করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামধন পিতার যত্নে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের মুনসফী পদ পান। তাঁহার পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচারদর্শনে গবর্মেণ্ট বাহাদুর ও প্রজাসাধারণ তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তৎপুত্র রামচন্দ্র মিত্র উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারের পদ লাভ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র প্রসন্নচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র (বিখ্যাত পাখোয়াজ-বাদক), কাশীচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র ও সর্ব্বকনিষ্ঠ মাননীয় রমেশচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

বাল্যকালে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসকালেই রমেশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময় হইতেই লেখাপড়ায় তাঁহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট দেখিয়া সাধারণে তাঁহার ভাবী সমৃদ্ধির আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশবর্ষীয় রমেশচন্দ্র প্রসিদ্ধ ইংরাজ-লেখকগণের দুর্ব্বোধ্যগ্রন্থ সকল শিক্ষকের বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেন ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায়ে B.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উহার তিনবর্ষ পরে আইন (B.L.) পরীক্ষা দিয়া কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নবলিখিত সনন্দানুসারে প্রাচীন সুপ্রীম কোর্ট ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের সদর আদালতসমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া হাইকোর্ট নামে পরিচিত হয়। রমেশচন্দ্র প্রথমে দেড় বৎসর কাল সদর দেওয়ানীতে ও পরে মহামান্য হাইকোর্টে (Appellate side) দ্বাদশবৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত ওকালতী করিয়া একজন সুযোগ্য প্রধান উকীল বলিয়া গণ্য হইয়া উঠেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মাননীয় বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি গবর্মেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক উক্ত আসনে উপবেশনার্থ সাদরে আহূত হন।

কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বিতীয় বিচারপতির আসনে প্রায় ২০ বৎসর কাল উপবিষ্ট থাকিয়া তিনি স্বীয় যোগ্যতা ও বিচারদক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে চিফ্‌জষ্টিস্ সর্‌রিচার্ড গার্থ স্বদেশ-গমনার্থ ফার্লো লইলে লর্ড রিপণ বাহাদুর রমেশচন্দ্রকেই প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করেন। বাঙ্গালী প্রধান বিচারপতির পদে সমাসীন হইতেছে দেখিয়া উচ্চপদস্থ ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারিগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। গার্থের বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ছুটী লওয়া বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি ভারত-রাজপ্রতিনিধিকে স্বীয় আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বে বড়লাট রমেশচন্দ্র মিত্রকে উক্তপদে মনোনীত করায় তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন নাই। অগত্যা গার্থকে অর্দ্ধাবকাশ লইয়া গৃহে গমন করিতে হইল। রমেশচন্দ্র সেই অর্দ্ধাবকাশের সময় প্রধান বিচারপতি হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু তিনি হাইকোর্টের বিচারপতিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সদ্‌গুণসম্পন্ন দেশীয়দিগকে রাজকার্য্যের উচ্চপদে নিয়োগের জন্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফ্‌রিন্ বাহাদুর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্রকে Public Service Commission এর সদস্যপদে বরণ করেন। এই পদে থাকিয়া তিনি দেশের অনেক মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলো এবং কলিকাতা ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত নানা শিক্ষাসমিতির সভ্য হইয়া সেই সেই সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করার পর তিনি ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন কর্ত্তৃক তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন যখন "সম্মতিসকট" আইন (Consent-Bill Act) বিধিবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তখন রমেশচন্দ্র স্বীয় গভীর যুক্তিসহকারে ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার ভ্রমনিরাস করিতে প্রয়াস পান। তিনি তাঁহাকে আইনের মর্ম্ম বুঝাইতে গিয়া স্পষ্টতঃই বলিয়া ছিলেন যে, এরূপ ভাবে আইন সংগঠন করিলে বাঙ্গালীর ধর্ম্মহানির বিশেষ সম্ভাবনা আছে, সুতরাং প্রজার

মঙ্গলের নিমিত্ত রাজপ্রতিনিধির এরূপ কঠোর নিয়মদণ্ড প্রচলন করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহার নির্ভীক ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা-সন্দর্শনে তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। দুই দিন ঘোরতর বিতণ্ডার পর যখন রমেশচন্দ্র দেখিলেন যে, বড়লাট বাহাদুর এই আইন সঙ্কলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিয়াছেন, এবং সেই জন্য তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, তখন তিনি অভিমান ভরে সেই মাননীয় সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া সভার সংস্রব পরিত্যাগ করেন

তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য কলিকাতা ভবানীপুরে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন স্বদেশের এবং স্বসমাজের উন্নতিকল্পে অনেক সভা সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া এবং বিবাহব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পরদুঃখকাতরতা ও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছায় উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বীয় জীবনের অবশিষ্ট দিনের মত রাজনৈতিক সংস্রব হইতে অপসৃত হন এবং স্বীয় ভবানীপুর-ভবনে অবস্থিত থাকিয়া সামাজিক ও বিদ্যোন্নতি বিষয়ক আন্দোলনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বহুমূত্রাদি দীর্ঘকালস্থায়ী নানা উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

রমেশ্বর (পুং) রমায়া ঈশ্বরঃ। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

"শ্রীরাম রাঘব রামেশ্বর রাবণারে।
ভূতেশ মন্মথরিপো প্রমথাধিনাথ।" (বিষ্ণুস্তোত্র)

রম্ভ (পুং) রম্ভতে রাগমূর্চ্ছনাদিকমনেনেতি রভি কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ বেণু। রম্ভতে উত্তমশীলো ভবতি নিরন্তরমুদরভরণায়েতি ভাবঃ রভি অচ্। ২ বানরবিশেষ। (মেদিনী) ৩ মহিষাসুরের পিতা। (কালিকাপুং ৫৯ অং)

রম্ভ মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহারই বরে মহিষাসুরকে পুত্র লাভ করিয়াছিল। [মহিষাসুর দেখ]

এই রম্ভই অন্য জন্মে রক্তবীজরূপে জন্মগ্রহণ করে। দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে দনুপুত্র রম্ভ ও করম্ভ নামে দুইজন প্রধান দানব ছিল। ইহাদের পুত্র হয় নাই, পুত্রকামনায় তাঁহারা পঞ্চনদের পবিত্র জলে গমন করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করে। ইন্দ্র ইহাদের তপোভয়ে ভীত হইয়া কুম্ভীররূপ ধারণ করিয়া করম্ভকে বিনাশ করেন। রম্ভ ভ্রাতৃমরণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বামকরে কেশপাশ গ্রহণ করিয়া স্বীয় মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, মূর্খ দানব! আত্মহত্যা মহাপাতক, এ কার্য্য হইতে বিরত হও, তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রম্ভ অগ্নির এই বাক্যে প্রীত হইয়া বলিল, আপনি যদি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যেন ত্রৈলোক্যবিজয়ী শত্রুবলবিনাশক আমার একটী শিবাংশসম্ভূত পুত্র হয়, সেই পুত্র যেন সর্ব্বতোভাবে দেব, দানব ও মানবের অজেয়, মহাবীর্য্যবান্ এবং কামরূপী হয়। অগ্নি তথাস্তু বলিয়া ঐ বর দেন। এই বরে রম্ভের মহিষাসুর পুত্র হয়। (দেবীপুং ৫৩০ অ)

রম্ভা (স্ত্রী) রভি-অচ্-টাপ্। ১ কদলী। ২ অপ্সরোবিশেষ। পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতপারদর্শিতার বিস্তৃত আখ্যান আছে। রামায়ণপাঠে জানা যায় যে, একদা রম্ভাবতী রজনীযোগে নলকুবেরের নিকট গমন করিতেছিলেন। লঙ্কাধিপতি রাবণ তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া শৃঙ্গার করেন। নলকুবেরের শাপে শক্তিহ্রাস জন্য রামের হস্তে রাবণের নিধন হয়। (উত্তরকাণ্ড ৩১ সর্গ)

৩ গৌরী। (শব্দরত্না°) পীঠস্থ শক্তির অন্যতমা। মলয়াচলে এই শক্তি বিরাজিতা আছেন।

"গৌরী প্রোক্তা কান্যকুব্জে রম্ভা তু মলয়াচলে।"
(দেবীভাগবত ৭৩০।৫৮)

৪ গোধ্বনি। (হেম) ৫ বেশ্যা। (ধরণি) (দেশজ) ৬ দ্বিদলভেদ, ডাউল বিশেষ, রম্ভার ডাউল। ৭ উত্তরদিক্।

রম্ভাতৃতীয়া (স্ত্রী) রম্ভাখ্যা তৃতীয়া। ব্রতবিশেষ, রম্ভাতৃতীয়া ব্রত। এই ব্রত চতুর্থীযুক্তা তৃতীয়াতে করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাতৃতীয়াতে যত্নপূর্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। রম্ভা নাম্নী অপ্সরা প্রথমে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, এই জন্য এই ব্রতের নাম রম্ভাব্রত হইয়াছে।

"অত্র তৃতীয়া সা চতুর্থীযুক্তা রম্ভাব্রতেতরদৈবকর্ম্মসু গ্রাহ্যা।"
রম্ভাখ্যাং বর্জ্জয়িত্বা তু তৃতীয়াং মুনিসত্তম।
অন্যেষু সর্ব্বকার্য্যেষু গণযুক্তা প্রশস্যতে॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাৎ, ততশ্চ যুগ্মবাক্যং রম্ভাব্রতপরং ভবিষ্যোত্তরে।

"কুরুষ্ব ভদ্রে যত্নেন রম্ভাখ্যং ব্রতমুত্তমম্।
জ্যৈষ্ঠশুক্লতৃতীয়ায়াং স্নাননিয়মতৎপরা॥
রম্ভয়াখ্যামিতি রম্ভয়া কৃতমিতি রম্ভাব্রতং" (তিথিতত্ত্ব)

ব্রতবিধান—প্রথমে আচমন ও স্বস্তিবাচন করিয়া উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হইবে।

সঙ্কল্প—বিষ্ণুর্নমোঽস্ত জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে তৃতীয়ায়াস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী সৌভাগ্যসন্ততিপ্রাপ্তিকামা সংবৎসরং যাবৎ প্রতিমাসীয়-শুক্লতৃতীয়ায়াং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং তত্তদুপহারেণ তত্তদ্দেবতাপূজারূপরম্ভাব্রতোপবাসকর্ম্মাহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্তপাঠ, তৎপরে সামান্যার্ঘস্থাপন ও যথাবিধানে আসন ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদিদেবতার পূজা করিতে হইবে। এই পূজার পর যথাশক্তি উপচারদ্বারা গৌরীপূজা করিতে হয়। গৌরীধ্যান—ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং।

সিংহোপরিস্থিতাং দেবীং ত্রিনেত্রাং বরদাং শুভাম্॥

এই ধ্যানে পূজা করিয়া স্তবপাঠের পর এই ব্রতের কথা শুনিতে হয়। ব্রহ্মোবাচ।—

"রম্ভাতৃতীয়াং বক্ষ্যে চ সৌভাগ্যশ্রীসুতাদিদাং।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়ামুপোষিতঃ॥
গৌরীং যজেদ্‌বিল্বপত্রৈঃ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনীং।
কদম্বাদো গিরিসুতাং পৌষে কুরুবকৈর্যজেৎ॥
কর্পূরাদঃ কৃশরদো মল্লিকাদন্তকাষ্ঠকৃৎ।
মাঘে সুভদ্রাং কহ্লারৈর্ঘৃতাশো মণ্ডকপ্রদঃ॥
গীতীময়ং দন্তকাষ্ঠং ফাল্গুনে গোমতীং যজেৎ।
কুন্দৈঃ কৃত্বা দন্তকাষ্ঠং জীবাশঃ সক্তুপীপ্রদঃ॥
বিশালাক্ষীং দমনকৈশ্চৈত্রে কাশারসম্প্রদঃ।
দধিপ্রাশো দন্তকাষ্ঠং তগরং শ্রীমুখীং যজেৎ॥
বৈশাখে কর্ণিকারৈশ্চ অশোকাশে বদপ্রদঃ।
জ্যৈষ্ঠে নারায়ণীমর্চ্চেচ্ছত পুষ্পৈশ্চ খণ্ডদঃ॥
নবঙ্গাশশ্চ তজ্জাদ আষাঢ়ে মাধবীং যজেৎ।
তিলাশো বিল্বপত্রৈশ্চ ক্ষীরান্নবটকপ্রদঃ।
ঔড়ুম্বরং দন্তকাষ্ঠং তগর্য্যাঃ শ্রাবণে শ্রিয়ং॥
দন্তকাষ্ঠং স্বর্ণকাশঃ ক্ষীরদো হ্যুত্তমাং যজেৎ।
পদ্মৈর্যজেৎ ভাদ্রপদে শৃঙ্গোদাশো গুণাদিদঃ॥
রাজপুত্রীঞ্চাশ্বযুজে জবাপুষ্পৈশ্চ জীবকম্।
প্রাশয়েন্নিশি নৈবেদ্যৈঃ কৃশরৈঃ কার্ত্তিকে যজেৎ॥
জাতিপুষ্পৈঃ পদ্মজাঞ্চ পঞ্চগব্যাশনো যজেৎ।
ঘৃতৌদনঞ্চ বর্ষান্তে সপত্নীকান্ দ্বিজান্ যজেৎ॥
উমামহেশ্বরং স্বর্ণং লবণে তু গুড়ে স্থিতম্।
বস্ত্রচ্ছত্রসুবর্ণাদ্যৈ রাত্রৌ চ কৃতজাগরঃ।
গীতবাদ্যৈর্দদেৎপ্রাতর্গবাস্তং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥"
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিধিমুখনির্গতরম্ভাতৃতীয়াব্রতং সমাপ্তং।

এই ব্রতের প্রথমমাসে বিল্বপত্রে গৌরীপূজা, দ্বিতীয় মাসে কুরুবক দ্বারা গিরিসুতার পূজা, তৃতীয় মাসে কহ্লারদ্বারা সুভদ্রার পূজা, চতুর্থ মাসে কুন্দপুষ্পে গোমতীর পূজা, পঞ্চ মাসে দমনক পুষ্পে বিশালাক্ষীর পূজা, ষষ্ঠমাসে কর্ণিকার পুষ্পে শ্রীমুখীর পূজা, সপ্তম মাসে পদ্মপুষ্পে নারায়ণীর পূজা, অষ্টম মাসে বিল্বপত্র দ্বারা মাধবীর পূজা, ৯ম মাসে তগর পুষ্পে শ্রীপূজা, ১০ম মাসে পদ্মপুষ্পে উত্তমার পূজা, ১১শ মাসে জবা পুষ্পে রাজপুত্রীপূজা এবং দ্বাদশ মাসে জাতিপুষ্পে পদ্মজা পূজা করিতে হয়। সংবৎসরকাল এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া এই ব্রতের যথাবিধানে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ব্রতাচরণ করিলে সৌভাগ্য, সন্ততি ও ধনধান্যাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (ব্রহ্মবৈ॰)

রম্ভাভিসার (পুং) রম্ভাধর্ষণ।

রম্ভাব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, রম্ভাতৃতীয়াব্রত। [রম্ভাতৃতীয়া দেখ]

রম্ভিন্ (ত্রি) ১ বেত্রধারী বা দণ্ডধারী। (ঋক্ ২।১৫।৯) ২ বৃদ্ধ মনুষ্য। ৩ দ্বারবান্। ৪ অলঙ্কার বা আয়ুধবিশেষ। (ঋক্ ১।১৬৮।৩) "রম্ভিণীব যুবতমাংসালম্বিনী যোষিদিবা রারেভে। আশ্লিষ্যতি। অবলম্বনে সামর্থ্যাচ্ছক্ত্যাখ্যায়ুধবিশেষো ভুজলগ্নাব্বা।' (সায়ণ)

রম্ভোরু (স্ত্রী) রম্ভে ইব উরূ যস্যাঃ। যে স্ত্রীর রম্ভার ন্যায় জঘনদেশ।

রম্য (ক্লী) রম-(গোরদুপধাৎ যৎ। পা ৩।১।৯৮) ইতি যৎ। ১ পটোলমূল। ২ প্রধান ধাতু। (পুং) রম্যতেঽনেনেতি রম-যৎ। ৩ চম্পকবৃক্ষ। ৪ বকবৃক্ষ। (ত্রি) ৫ মনোজ্ঞ, মনোরম, রমণীয়, সুন্দর। রমণযোগ্য।

"রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ।" (মনু ৭।৬৯)

৫ বলকর। (জটাধর) (পুং) অগ্নিধ্রের পুত্রভেদ।

রম্যক (ক্লী) রম্যতে জানোঽত্রেতি ততঃ ক্যপ্, সংজ্ঞায়াং কন্ বা। বর্ষবিশেষ, রম্যকবর্ষ। সুমেরুর দক্ষিণ এবং শ্বেতমেরুর উত্তরে বায়ব্য রম্যক নামে বর্ষ আছে, এই বর্ষের মানব সকল অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং জরা ও দুঃখরহিত। এই বর্ষে একটী ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া তত্রত্য মনুষ্য সকল বহুদিন জীবিত থাকে।

"দক্ষিণেন তু মেরোস্তু শ্বেতস্য চোত্তরেণ চ।
বায়ব্যং রম্যকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥
মতিপ্রধানা বিমলা জরাদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ।
তত্রাপি সুমহান্ বৃক্ষো ন্যগ্রোধো রোহিতঃ স্মৃতঃ।
তৎফলপ্রাশনাদেব জীবন্তি বহুবাসরম্॥"(বরাহপু॰ রুদ্রগীতা॰)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, রম্যকবর্ষে ভগবান্ বিষ্ণুর মৎস্যমূর্ত্তি বিরাজিত আছে, ভগবান্ মনু এই মূর্ত্তিকে স্তব করিয়াছেন।

"রম্যকে নাম বর্ষে চ মূর্ত্তিং ভগবতঃ পরাম্।
মৎস্যাং দেবাসুরৈর্বন্দ্যাং মনুঃ স্তৌতি নিরন্তরম্॥"
(দেবীভাগবত ৮।৮।১৮,১৯)

বিষ্ণুপুরাণ ২।২।১৩ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও এই বর্ষের বিবরণ বর্ণিত আছে। ২ মহানিম্ব। (বৈদ্যকনি০)

রম্যকক্ষীর (পুং) মহানিম্ব, চলিত ঘোড়ানিম।

রম্যগ্রাম (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

রম্যতা (স্ত্রী) রম্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। রম্যত্ব, সৌন্দর্য্য, রমণীয়ত্ব।

রম্যপুষ্প (পুং) রম্যং রমণীয়ং দর্শনীয়ং পুষ্পমস্য। শাল্মলিবৃক্ষ। (রাজনি০) (ক্লী) ২ সুন্দর ফুল।

রম্যফল (পুং) রম্যং ফলমস্য। কারস্কর বৃক্ষ, চলিত কুচিলাগাছ। (রাজনি০)

রম্যশ্রী (পুং) বিষ্ণু।

রম্যসানু (ক্লী) পর্ব্বতশিখরস্থ রমণীয় সমতল ভূমি।

রম্যা (স্ত্রী) রম-যৎ-টাপ্। ১ রাত্রি। (মেদিনী) ২ স্থলপদ্মিনী। (রাজনি০) ৩ গঙ্গা নদী।
"রেবতী রতিকৃৎ রম্যা রক্তগর্ভা রমাবতিঃ।" (কাশীখ০ ২৯ অ০)
৪ মহেন্দ্রবারুণীলতা, চলিত মাকাল। (রাজনি০) ৫ লক্ষণাকন্দ। (বৈদ্যকনি০) ৬ মেরুর কন্যা ও রম্যের পত্নী। ৭ রাগিণী ভেদ।

রম্যাক্ষি (পুং) ঋষিভেদ।

রম্যামলী (স্ত্রী) ভূ-ধাত্রী, চলিত ভূঁই আমলা। (রাজনি০)

রম্র (পুং) রম্-শকাদিত্বাৎ র। ১ অরুণ বর্ণ। ২ শোভা।

রয়, গতি। ভ্বাদি০ আত্ম০ সক০ সেট্। লট রয়তে। লুঙ্ অরয়িষ্ট।

রয় (পুং) রয়তেঽনেনেতি রয় (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) ইতি ঘ, রীণাত্যনেনেতি বা রী-ঘ। ১ বেগ। ২ প্রবাহ। "প্রবাহঃ পনরোঘঃ স্যাদ্বেণীধারা রয়শ্চ সঃ।" (হেম) ৩ পুরুরবার পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।১৫।১)

রয়ি (পুং) ১ ধন, গোরূপধন। "যজ্ঞিয়াস্তে সংস্কৃতস্তনঃ" (ঋক্ ১০।১৯।৭) 'রম্যা গোলক্ষণেন ধনেন' (সায়ণ) ২ পূর্ব্বালঙ্কার। "রম্যা পোষেণ" (শুক্লযজু০ ১২।৭) 'রম্যা পূর্ব্বালঙ্কারৈঃ' (বেদদীপ০)

রয়িদ (ত্রি) রয়িং ধনং দদাতীতি দা-ক। ধনদ। ধনদাতা। "যুবং হি স্থো রয়িদৌ নো রয়ীণাং" (ঋক্ ৩।৫৪।১৬) 'রয়িদৌ ধনস্য দাতারৌ' (সায়ণ)

রয়িস্তম (পুং) অতিশয় ধনবান্। "যো রয়িবো রয়িস্তমঃ" (ঋক্ ৬।৪৪।১) 'রয়িস্তমঃ অতিশয়েন রয়িমান্ ধনবান্' (সায়ণ)

রয়িপতি (পুং) ধনাধিপতি, ধনপতি। "অগ্নির্ভুবদ্ রয়িপতী রয়ীণাং" (ঋক্ ১।৬০।৪) 'রয়িপতিঃ ধনাধিপতিঃ' (সায়ণ)

রয়িমৎ (ত্রি) রয়ি-মতুপ্। ধনবান্। "রয়িমান্ পুষ্টিমান্ অসি" (শুক্লযজু০ ১২।৬০) 'রয়িমান্ ধনবান্' (বেদদীপ)

রয়িবিদ্ (ত্রি) বিশিষ্ট ধনপ্রাপয়িতা। "রয়িবিদ্ রয়ীণাং" (ঋক্ ৩।৭।৩) 'রয়িবিদ্ ধনানাং মধ্যে বিশিষ্টধনস্য লম্ভয়িতা' (সায়ণ)

রয়িবৃধ্ (ত্রি) ধনবৃদ্ধ, প্রচুর ধনী। "রয়িবৃধঃ সুমেধাঃ" (ঋক্ ৭।৯১।৩) 'রয়িবৃধঃ রয্যা। ধনেন বৃদ্ধান্' (সায়ণ)

রয়িষাচ্ (ত্রি) ধনসমবায়ী। "নাসত্যা রয়িষাচঃ স্যামঃ" (ঋক্ ১।১৮০।৯) 'রয়িষাচঃ ধনসমবায়িনঃ' (সায়ণ)

রয়িষাহ্ (ত্রি) শত্রুধনের অভিভাবিতা, শত্রুধনের অভিভবকারী। "নিষত্তো রয়িষাড়্মর্ত্যাঃ" (ঋক্ ৫।৮।৩) 'রয়িষাড়্, 'রয়ীণাং শত্রুধনানাং অভিভবিতা' (সায়ণ)।

রয়িষ্ঠ (ক্লী) ১ অতিশয় বেগ। ২ সামভেদ। ৩ অগ্নি। ৪ কুবের।

রয়িষ্ঠা, রয়িস্থান (ত্রি) ধনস্থান। ধন রাখিবার পাত্রযুক্ত। (ঋক্ ৬।৪৭।৬)

রয়িয়ন্ (ত্রি) ধনেচ্ছু। 'রয়িমাত্মন ইচ্ছন্' (ঋক্ ৩।৬২।২ সায়ণ)

রয়ীষিন্ (ত্রি) ধনেচ্ছা।

ররাট (ক্লী) ললাট। "বিষ্ণোররাটমসি" (শুক্লযজু০ ৫।২১) 'ররাটং মূর্ত্তিধরস্য বিষ্ণোঃ সর্ব্বাবয়বসম্ভাবাল্ললাটাথ্যোঽবয়বোঽস্তি' (বেদদীপ০)

ররাটী (স্ত্রী) ললাটবলয়োরৈক্যাৎ লস্য রত্বং ততো ঙীপ্। ললাটদেশ। কপাল।

"তপো ররাটীং বিদুরাদিপুংসঃ
সত্যন্তু শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষঃ।" (ভাগবত ২।১।২৮)

ররাট্য (ত্রি) ললাটসম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। ররাট্যা—পাকান দণ্ড বা ঘাস। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।২৯)

ররাবন্ (ত্রি) হবির্দাতা, হবির্দানকারী। "ধ্রুবোবরাবা পরিসখ্য মাসতে" (ঋক্ ১০।৪০।৭) 'ররাবা হবিষাং প্রদাতা' (সায়ণ)

রলা (স্ত্রী) পক্ষিভেদ।

রলা (দেশজ) ক্ষুদ্রকাষ্ঠ, রলাকাঠ, সরু ও অসার কাষ্ঠ।

রল্লক (পুং) রমণং রৎ কিপ্যস্য নাসিকলোপে রৎ ইচ্ছা তাং লাতি কঃ রল্লস্ততঃ স্বার্থে কন্। ১ কম্বল। (অমর) ২ পক্ষ্ম। (সুভূতি) ৩ মৃগবিশেষ। (মুকুট)

রব, গমন। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রবতি। লুঙ্ অরবীৎ। এই ধাতু ইদিৎ।

রব (পুং) রূয়তে ইতি-রু-ধ্বনৌ-ভাবে অপ্। শব্দধ্বনি, গোলমাল।
"ধনুরধিজ্যমনাধিরুপাদদে নববরো ররযোষিতকেশরী।"
(রঘু ৯।৫৪)

রবক (পুং) মৌক্তিকের তৌল পরিমাণ বা ধরণভেদ।

রবণ (ক্লী) রৌতীতি রু-যুচ্। ১ কাংস্য। (হেম) রু-ভাবে ল্যুট্। ২ রব, শব্দ। (পুং) রৌতীতি রু-(সুযুরুবৃঞো-যুচ্। উণ্ ২।৭৪) ইতি যুচ্। ৩ কোকিল। (উজ্জ্বলদত্ত) ৪ উষ্ট্র।

"অর্দ্ধোজ্ঝিতোদ্গার বিমর্দ্দবিস্বরঃ
স্বনাম নিন্যে রবণঃ স্ফুটার্থতাম্।" (মাঘ ১২।৯)

রবণক (পুং) বংশ ও বেত্র দ্বারা প্রস্তুত ছাঁকনি।

রবথ (পুং) রু+(শীঙ্শপি-রুগামবঞ্চিজীবিপ্রাণিভ্যোঽথ। উণ্ ৩।১১৩) ইতি অথ প্রত্যয়। ১ কোকিল। (উজ্জ্বল)

রবাজ্ (আরবী) প্রচলিত আচার-ব্যবহার। চাল-চলন।

রবানা (পারসী) যাত্রা। গমন।

রবাব্ (পারসী) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্র পূর্ব্বে রুদ্রবীণা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা সেতারাদির ন্যায় একটী খোল ও দণ্ডদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রভেদ এই যে, ঐ খোল ও দণ্ড এ উভয়ই একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত এবং খোলটী গোধাচর্ম্ম অথবা ছাগাদির পাতলা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। বস্মদ্গ্রামনিবাসী আবদুল্লা এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া 'রুবেব্' এই নাম দেন। 'ফেসিস্গিটারের' অবয়বের সহিত এই যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে।

রবাহূত (ত্রি) রবেণাহূতঃ। যাহারা শব্দ শুনিয়া আসে, না ডাকিলেও যাহারা আসে।

রবার, বণিজ্ পদার্থ বিশেষ। ভারতীয় বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং কাগজের উপর ঘসিলে সহজেই কালির দাগ উঠিয়া যায় বলিয়া ইহা (ইংরাজী rub=ঘর্ষণ অর্থে) India-Rubber নামে কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহা হইতে মানবজাতির উপকারক আরও অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

পদার্থতত্ত্ববিদ্গণ রবারের তিনপ্রকার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বৃক্ষনির্য্যাসের তারতম্যানুসারে ইহা India Rubber, Caoutchouc বা Gum-elastic নামে কথিত। কুচুকের দুগ্ধবৎ নির্য্যাসে $\frac{1}{10000}$ হইতে $\frac{1}{1000}$ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত গোল দানা দেখা যায়। ইহা স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট, জল অপেক্ষা লঘু এবং গন্ধ ও আস্বাদহীন। ২৪৮° ফার্ণহিটের উত্তাপে গলিয়া যায় এবং তদপেক্ষা অধিক উত্তাপে জ্বলিয়া উঠে। ইহাতে ৮৭°২ ভাগ কার্ব্বণ ও ১২°৮ ভাগ হাইড্রোজেন আছে। জল, এলকোহল বা কোনরূপে এসিডে ইহাকে গলিতে দেখা যায় না। তীব্র নাইট্রিক বা সলফিউরিক এসিড, অথবা ইথার, বেনজোন, রক্-অয়েল, সালফাইড্ অব্ কার্ব্বণ প্রভৃতি দ্রব্যের সংমিশ্রণে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অবিশুদ্ধ কুচুকে সামান্য মাত্রায় কার্ব্বণ এন্‌হাইড্রাইড, কার্ব্বণিক অক্সাইড, জল ও এমোনিয়া আছে। হাইড্রোকার্ব্বণবিশিষ্ট স্থিতিস্থাপকগুণবিহীন বৃক্ষনির্য্যাস গাটাপার্চা (Gutta Percha) এবং পারা ও সিয়ারা নামক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর গাম্-ইলাষ্টিকের দুগ্ধবৎ বৃক্ষনির্য্যাসের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা গুণের অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়। পারা ও সিয়ারা রবারে রজনের অংশ কম এবং আফ্রিকা ও গোয়াটিমালার রবারে অধিক পরিমাণে রজন থাকায় উহা কার্য্যের অনুপযোগী ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে Apocynaceæ, Urticaceæ (Artacarpeæ), ও Uphorbiaceæ নামক উদ্ভিদ শ্রেণীর বিভিন্ন শাখা হইতে এই নির্য্যাস পাওয়া যায়। চাপ্‌লাস (Artocarpus Chaplasha), কাঁঠাল (A. integrifolia), গড়বদেরো (Chonemorpha Macrophylla), বিলাত-জাতি বিকুণ্ডী (Cryptostegia grandiflora, এবং বট বা আভা-বট (Ficus elastica) নামক বৃক্ষ হইতেই প্রধানতঃ রবার উৎপন্ন হয়। আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট, তেজপুর, লখিমপুর, সদিয়া প্রভৃতি স্থানে এবং হিমালয় দেশে, ব্রহ্মে ও আমেরিকার আমেজন প্রদেশে অধিক পরিমাণে রবার উৎপন্ন হইয়া নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

এই বৃক্ষের কাঁচা নির্য্যাস দুগ্ধবৎ সাদা এবং পরিপক্ক বা আতপতাপে পরিশুষ্ক পাকা আটা লালবর্ণের হয়। বৃক্ষত্বক্ ছেদন করিয়া আটা বাহির হইলে সংগ্রাহকগণ উহাতে এমোনিয়া, ফট্‌কিরি বা লবণ জল ছিটাইয়া দেয়। লবণ জলে স্থিতিস্থাপক গুণের অনেক হানি হইয়া থাকে। এই রবার-আটা এখান হইতে লণ্ডন ও নিউর্ক সহরে রপ্তানী হয়। তথায় ইহা হইতে নানাপ্রকার খেলানা ও সভ্য জগতের আবশ্যকীয় নানাপদার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

রবি (পুং) রূয়তে স্তূয়তে ইতি রু-(অচইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ইতি ই। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ নায়ক। ৪ রক্তাশোকবৃক্ষ। ৫ সূর্য্যের ভোগ দিন, রবিবার। রবিবারে মাষকলায়, মৎস্য, মাংস, মসুর, নিম্বপত্র, আদ্রক, মধু, বিম্ব ও কাঞ্জিক এই সকল দ্রব্য ভোজন করিতে নাই। যিনি ভোজন করেন, তিনি দরিদ্র, পুত্রহীন ও কুষ্ঠরোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হন।

"মাষমামিষমাংসঞ্চ মসূরং নিম্বপত্রকম্।
ভক্ষয়েদ্যো রবের্বারে সপ্তজন্মস্বপুত্রকঃ॥
আদ্রকং মধু মৎস্যঞ্চ ভক্ষয়েদ্যো রবের্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা॥

নিম্বমাংসং মসূরঞ্চ বিবকাম্লিকমাদ্রকম্।
ত্যক্তয়েদ্যো রবের্বারে সপ্তজন্মস্তপুত্রকঃ॥" (কর্ম্মলোচন)

রবির স্বরূপ—রক্তশ্যামমিশ্রিত বর্ণ, পূর্ব্বদিগধিপতি, পুং-গ্রহ, ক্ষত্রিয়জাতি, সত্বগুণান্বিত, কটুরস, সিংহরাশি, হস্তানক্ষত্র, সপ্তমীতিথি, তাম্রধাতু, কলিঙ্গদেশের অধিপতি, কাশ্যপগোত্র, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত শরীর, পদ্মহস্তদ্বয়, পূর্ব্বানন, সপ্তাশ্ববাহন, শিবাধিদৈবত এবং বহ্নিপ্রত্যাধিদৈবত। (গ্রহযজ্ঞতত্ত্ব)

লোকদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া ইঁহার নাম রবি।
"অবতীমাংস্ত্রয়ান্ লোকাংস্তস্মাৎ সূর্য্যঃ পরিভ্রমাৎ।
অচিরাত্ত্ব প্রকাশেত শ্রবনাৎ স রবিঃ স্মৃতঃ॥"
(মৎস্যপু• ১০১ অ•)

রবি গ্রহদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠগ্রহ, এই গ্রহ এক এক মাসে এক একটী রাশি ভোগ করেন। এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। রবির এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণকালকে সংক্রান্তি কহে। রবির সংক্রম হয় এইজন্য উহাকে রবিসংক্রান্তিও কহে। এক একটী রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত, রবি এক দিনে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক প্রায় এক অংশ করিয়া ভোগ করেন, এইজন্য ৩০ দিনে মাস হইয়াছে। রবির দীপ্তাংশের যে সকল গ্রহ থাকেন তাঁহারা অস্তমিত হন, ঐ অস্তমিত গ্রহের আর কোন বল থাকে না। গ্রহদিগের বাল্য, বৃদ্ধ, অস্ত এবং অতিচার, মহাতিচার ও বক্র প্রভৃতি গতি রবির জন্য হইয়া থাকে। রবির সান্নিধ্যে গ্রহগণ থাকিলে নিষ্প্রভ ও বলহীন হইয়া থাকেন। গুরু ও শুক্রের বাল্য বৃদ্ধ ও অস্ত জন্য যে অকাল হয়, তাহার কারণও এই রবি। বৃহস্পতি বা শুক্র রবির সমীপে উপস্থিত হইলে তাহাদের আর বল থাকে না, সুতরাং বাল্য বৃদ্ধ ও অস্ত-অকাল হইয়া থাকে। রবি গ্রহদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও পাপগ্রহ।

গ্রহদিগের স্ফুট, ভাব বল ও সন্ধি প্রভৃতি স্থির করিয়া জাত বালকের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

রবিগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের ফল জ্যোতিষে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে।

শয়নভাবে রবি থাকিলে মন্দাগ্নিযুক্ত, পিত্তশূল রোগাক্রান্ত, শ্লীপদী (গোদ) এবং গুহ্যদেশে রোগ হইয়া থাকে। উপবেশনভাবে থাকিলে শিল্পকর্ম্মচারী, শ্যামবর্ণদেহ, উত্তমবিদ্যারহিত, দুঃখযুক্ত ও পরসেবায় তৎপর হয়। নেত্রপাণিভাবে থাকিয়া যদি লগ্নের পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তম স্থানগত হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার সুখভোগ হইয়া থাকে। কেবল এই ভাবে থাকিলে ক্রূরপ্রকৃতি ও জলদোষ রোগযুক্ত হয়। প্রকাশভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ, অতিশয় ক্রোধন, পরদ্বেষ্টা, পুণ্যকর্ম্মা ও ধনবান্ হয়, গমনেচ্ছ-ভাবে থাকিলে নিদ্রালু, ক্রোধী, নরাধম, ক্রূরপ্রকৃতি, কুবুদ্ধিযুক্ত, দাম্ভিক, কৃপণ ও পরদাররত; গমনভাবে থাকিলে প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্র নাশ, প্রবাসী এবং পাপরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। সভাবগতি ভাবে থাকিলে ভার্য্যাপ্রিয়, মানী, অনেক গুণযুক্ত, বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত; আগমনভাবে থাকিলে মূর্খ, সর্ব্বদা কুকর্ম্মরত, মিথ্যাবাদী, কুৎসিৎ বিদ্যাযুক্ত, নির্দ্দয় ও পরনিন্দুক; ভোজনভাবে থাকিলে দাম্ভিক, মাংসলোভী, মৎস্যাহারী, শাস্ত্রবেত্তা ও সদাচারী; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে কর্ণরোগী, নানা বিদ্যারত, রাজপূজ্য ও পণ্ডিত; কৌতুকভাবে থাকিলে উৎসাহযুক্ত, ধনধান্যসম্পন্ন, কৌতুকী, দাতা, ভোক্তা, ও শিল্পকুশলী এবং নিদ্রাভাবে রবি থাকিলে নিদ্রালু, ব্যাধিযুক্ত, প্রবাসী, রক্তচক্ষুঃ, ক্রোধী ও পরনিন্দুক হইয়া থাকে। এইরূপে রবির শয়নাদি দ্বাদশভাবের ফল জানা যায়।

রবির স্ফুটসাধন।

রবির স্ফুটসাধন করিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে করিতে হয়। প্রথমে রবির শুদ্ধ ও মধ্য স্থির করিতে হইবে। পরে শুদ্ধ ও মধ্য দুইস্থানে রাখিয়া একটী হইতে তাৎকালিক রবিমন্দোচ্চ রাশ্যাদি হীন করিবে। যদি মধ্যরাশ্যাদি হইতে মন্দোচ্চ রাশ্যাদি হীন না হয়, তাহা হইলে মধ্যরাশিতে দ্বাদশ যোগ করিয়া হীন করিবে। যদি এইরূপে হীন করিয়া রাশি অবশেষ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা মন্দ কেন্দ্র নামে খ্যাত। ঐ মন্দ কেন্দ্রাংশে যে সংখ্যা থাকিবে, ঐ সংখ্যা পরিমিত অঙ্কে রবির মান্দ্য খণ্ডায় যে অঙ্ক থাকে, তাহা যোগ করিয়া স্থাপিত করিলে উহাকে খণ্ডা কহে। তৎপরে তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যাঙ্ক গ্রহণ করিলে উহাকে অনুখণ্ডা কহে। ঐ অনুখণ্ডা খণ্ডার নিম্নে সংস্থাপন করিয়া বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ভোগ্য নামে প্রসিদ্ধ। ঐ ভোগ্যাঙ্ক দ্বারা কেন্দ্র শেষ কলাদি গুণিত করিয়া যে গুণ ফল লব্ধ হইবে, তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা যদি ঋণ ধন খণ্ডা অর্থাৎ খণ্ডা হইতে অনুখণ্ডা অল্প হয়, তাহা হইলে ঋণ-খণ্ডা এবং যদি খণ্ডা হইতে অনুখণ্ডার পরিমাণ অধিক হয়, তাহা হইলে ধনখণ্ডা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঋণ-খণ্ডাস্থলে উক্ত লব্ধাঙ্ক খণ্ডাঙ্কে যোগ করিবে। উক্ত অঙ্ক মন্দকেন্দ্রাংশ ফল নামে বিখ্যাত। উক্ত মন্দকেন্দ্রাংশ ফল শুদ্ধ রবি মধ্য রাশ্যাদির কলাদিতে যোগ করিয়া তাহা হইতে ১৩৫ কলাহীন করিলে যদি ঐ

কলাতে ৬০ অধিক অঙ্ক থাকে, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া শেষাঙ্কে কলা স্থাপিত করিয়া লব্ধাঙ্ক অংশে মিশ্রিত করিয়া অংশ স্থাপন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই রবির স্ফুটসাধন।

"স্বমন্দকেন্দ্রাংশফলান্বিতোঽর্কঃ
স্ফুটোভবেদ্বার্থগুণেন্দুলিপ্তঃ।" (সূর্য্যসি•)

এইরূপে রবির স্ফুটসাধন করিতে হয়। রবির স্ফুট দ্বারা তৎকালে রবি কোন্ রাশির কত অংশে কত কলায় অবস্থিত আছেন তাহা জানা যায়।

রবির গোচরফল।

রবি কোন্ রাশিতে গমন করিলে কি কি ফল প্রদান করেন, তাঁহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"স্থানং জন্মনি নাশয়েদ্দিনকরঃ কুর্য্যাদ্দ্বিতীয়ে ভয়ম্।
ক্লুশ্চিক্যে শ্রিয়মাতনোতি হিবুকে মানক্ষয়ং যচ্ছতি॥
দৈন্যং পঞ্চমগঃ করোতি রিপুহা ষষ্ঠেঽর্থহা সপ্তমঃ।
পীড়ামষ্টমগঃ করোতি নিতরাং কান্তিক্ষয়ং ধর্ম্মগঃ॥
কর্ম্মবৃদ্ধিজনকস্তু কর্ম্মগো বিত্তবৃদ্ধিকৃদথায়সংস্থিতঃ।
দ্রব্যনাশজনিতাং মহাপদং যচ্ছতি ব্যয়গতো দিবাকরঃ॥"
(জ্যোতিঃসারস•)

এই গোচর ফল জন্ম রাশি দ্বারা স্থির করিতে হয়। রবি জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে স্থাননাশ, দ্বিতীয়ে ভয়, তৃতীয়ে সম্পত্তি, চতুর্থে মানহানি, পঞ্চমে দীনতা, ষষ্ঠে শত্রুনাশ, সপ্তমে অর্থহানি, অষ্টমে অত্যন্ত পীড়া, নবমে সৌন্দর্য্যক্ষয়, দশমে কর্ম্মবৃদ্ধি, একাদশে ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং দ্বাদশে থাকিলে দ্রব্যনাশ জনিত মহাবিপদ্ হইয়া থাকে। রবিগ্রহ প্রবেশ-কালেই উক্তরূপ ফলপ্রদ হইয়া থাকেন।

বেধরহিত রবিশুদ্ধিকথন।

"লাভবিক্রমখশত্রুষু স্থিতঃ শোভনো নিগদিতো দিবাকরঃ।
খেচরৈঃ সুততপোজলান্ত্যগৈর্ব্যার্কিভির্যদি ন বিধ্যতে তদা॥"
(দীপিকা)

জন্মরাশি হইতে ৫, ৯, ৪ ও দ্বাদশ স্থানে শনি ভিন্ন অন্য-গ্রহ কর্ত্তৃক যদি বিদ্ধ না হন, অর্থাৎ শনি ভিন্ন অন্যগ্রহ যদি না থাকেন, তাহা হইলে জন্মরাশি হইতে যথাক্রমে ১১, ৩, ১০ ও ষষ্ঠ স্থান স্থিত রবি শুভ হইয়া থাকেন। বিদ্ধ হইলে শুভ স্থানস্থিত হইয়াও শুভপ্রদ হন না; যে হেতু গ্রহকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলে গ্রহগণের শুভকারিতা শক্তি নষ্ট হয়।

রবিভুক্তিনির্ণয়।

"লগ্নদণ্ডপলং দ্বিঘ্নং তৎ সংখ্যং ক্রমতঃ পলং।
বিপলঞ্চ রবের্জ্ঞেয়মেবং কল্পনমস্তুতে॥" (সিদ্ধান্তশি•)

রবি যে মাসে যে রাশিতে থাকেন, সেই সেই লগ্নোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হন। সেই উদিত লগ্নরাশির লগ্নমানের দণ্ড সংখ্যায় অঙ্ককে দ্বিগুণ করিলে যাহা হইবে তৎসংখ্যক পল ধরিয়া এবং পলের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া তত্তসংখ্যক বিপল ধরিয়া যাহা হইবে, তাহাই সেই রাশির এক দিনের রবিভুক্তি। লগ্নমানের দণ্ডপলকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে একদিনের রবিভুক্তি যত হয়, উপরোক্ত নিয়মে সহজেই তাহা স্থির হইয়া থাকে।

উপরোক্ত নিয়মানুসারে উদয় ও অস্ত লগ্নের দৈনিক ভুক্তি নিরূপণ কেবল ৩০ দিন মাসস্থলেই হইবে। কিন্তু যে স্থলে ২৯, ৩১, বা ৩২ দিনে মাস হইবে, তখন মাসের দিন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া দিনভুক্তি স্থির করিতে হইবে। রবির রাশিসংক্রমদিন হইতেই ভুক্তির আরম্ভ সময় ধরিতে হয়।

রবির বিশেষশুদ্ধি।

"জন্মরাশেঃ শুভঃ সূর্য্যস্ত্রিষষ্ঠদশলাভগঃ।
দ্বিপঞ্চনবগোঽপীষ্টস্ত্রয়োদশদিনাৎ পরম্॥" (দীপিকা)

জন্মরাশি হইতে রবি তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানস্থ এবং মাসের ১৩ দিন গত হইলে দ্বিতীয়, পঞ্চম ও নবমস্থ রবি শুভপ্রদ হইয়া থাকেন। যে স্থলে রবিশুদ্ধি দেখিতে হয়, তথায় এই নিয়মানুসারে দেখা কর্ত্তব্য। [সূর্য্যশব্দ দেখ]

২ আদিত্যভেদ। (হরিবংশ) ৩ পর্ব্বতভেদ। (হলায়ুধ ৫।৫৩) ৪ সৌবীরকভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব) ৫ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

রবি, ১ হোরাপ্রকাশ রচয়িতা। ২ মধুমতীনাম্নী কাব্যপ্রকাশ-টীকা প্রণেতা। ইনি মিথিলাপতি শিবসিংহের মন্ত্রী অচ্যুতের পৌত্র ও রত্নপাণির পুত্র।

রবিকর, পিঙ্গলসারবিকাশিনী ও বৃত্তরত্নাবলী প্রণেতা। ভীমেশ্বরের পৌত্র ও হরিহরের পুত্র।

রবিকর (পুং) রবেঃ সূর্য্যস্য করঃ কিরণঃ। সূর্য্যকিরণ।

রবিকান্ত (পুং) রবিণা রবিকরসংযোগেন কান্তঃ কমনীয়ঃ সূর্য্যকান্তমণি। (রাজনি•)

রবিকীর্ত্তি, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি ৬৩৪।৩৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্য-মান ছিলেন।

রবিগুপ্ত (ভদন্ত), চন্দ্রপ্রভা-বিজয়কাব্য ও লোকসংব্যবহার নামকাব্য নামক অলঙ্কারগ্রন্থ রচয়িতা।

রবিচক্র (ক্লী) রবেশ্চক্রং। নরাকার সূর্য্যচক্রবিশেষ। মনুষ্যের আকৃতি করিয়া তাহাতে যথাস্থানে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিয়া এই চক্র প্রস্তুত করিতে হয়, ইহা দ্বারা জাত-কের শুভাশুভ স্থির করা যায়। নিম্নোক্ত প্রকারে এই চক্র অঙ্কিত করিতে হয়। প্রথমে একটী নরদেহ অঙ্কিত করিয়া

তৎপরে সূর্য্য যে নক্ষত্রে থাকেন সেই নক্ষত্র হইতে তিনটী নক্ষত্র নরদেহের মস্তকে স্থাপন করিতে হইবে। পরে তিনটী নক্ষত্র মুখে, স্তনদ্বয়ে একটী একটী, বাহুযুগ্ম ও ও হস্তদ্বয়ে এক একটী, হৃদয়দেশে ৫, নাভিতে ১, গুহ্যে এবং জানুতে ১, অবশিষ্ট আর যে নক্ষত্র থাকে তাহা পাদদেশে লিখিতে হইবে।

এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে চরণস্থিত নক্ষত্র যদি জন্মনক্ষত্র হয়, তাহা হইলে জাতক অল্পায়ু, জানুতে বিদেশবাসী, গুহ্যস্থে পরদাররত, নাভিস্থে অল্পে সন্তুষ্ট, হৃদয়ে ধার্ম্মিক, পাণিস্থে চৌর, ভুজস্থে স্থানভ্রষ্ট, স্কন্ধস্থে ধনপতি, মুখে মিষ্টান্নভোজী, মস্তকে বন্ধনযুক্ত হইয়া থাকে।*

রবিচন্দ্র, অমরুশতকটীকা রচয়িতা।

রবিজ (পুং) রবের্জ্জাতঃ ইতি জন-ড। ১ শনৈশ্চর। যে স্থলে এই শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইবে, তথায় কেতুগ্রহকে বুঝাইবে। "প্রাগপরদিশোদৃশ্যা নৃপতিবিরোধাবহা রবিজাঃ।" (বৃহৎসংহিতা ১১।১০)

রবিতনয় (পুং) রবেস্তনয়ঃ। ১ সাবর্ণিকমনু।
"স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ।"(দেবীমহাত্ম্য০ ১অ০)
২ বৈবস্বত মনু। ৩ শনি। (বৃহৎসংহিতা ৩৪।১২) ৪ যম। ৫ সুগ্রীব। ৬ কর্ণ। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অর্থ বুঝাইবে।

রবিতৃ (ত্রি) রবকারী। যে তারস্বরে আহ্বান করিয়া থাকে। (ঐতরেয় ব্রা০ ২।৭)

রবিতীর্থ (ক্লী) প্রাচীন তীর্থ বিশেষ। (শিবপুরাণ)

রবিতেজস্ (ক্লী) সূর্য্যকিরণ।

রবিদত্ত (পুং) ১ রাজপুরোহিত ভেদ। (কথার্ণব)। ২ জনৈক কবি। (শার্ঙ্গধর পদ্ধতি)

রবিদাস কবি, মিথ্যাজ্ঞানখণ্ডন নামক প্রহসন প্রণেতা।

রবিদিন (ক্লী) রবিবার।

রবিদীপ্ত (ত্রি) সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত।

রবিদেব (পুং) কাব্যরাক্ষস প্রণেতা জনৈক কবি। ইনি মলয়বাসী নারায়ণের পুত্র। অনেকে ইঁহাকে নলোদয় রচয়িতা বলিয়া অনুমান করেন। জটাববোধিনী নামে ইঁহার রচিত একখানি নলোদয় টীকা পাওয়া যায়।

রবিবর্ম্মন্, হলায়ুধকৃত কবিরহস্যের জনৈক টীকাকার।

রবিনন্দন (পুং) রবের্নন্দনঃ, যদ্বা রবিং নন্দয়তীতি নন্দি-ল্যু। ১ সুগ্রীব। ২ সাবর্ণিকমনু। ৩ বৈবস্বত মনু। ৪ শনি। ৫ যম। ৬ দ্বিবচনে অশ্বিনীকুমার দ্বয়।

রবিনাথ (ক্লী) রবিরেব নাথোঽস্য। ১ পদ্ম। (পুং) ২ বন্ধুক।

রবিন্দ (ক্লী) অরবিন্দ, পদ্ম।

রবিপত্র (পুং) রবিবৎ দীপ্তিমৎ পত্রং যস্য। আদিত্যপত্র ক্ষুপ। (রাজনি০)

রবিপুত্র (পুং) রবেঃ পুত্রঃ। ১ রবিতনয়। ২ শনি।

রবিপুলা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

রবিপ্রিয় (ক্লী) রবিরেব প্রিয়মস্য। ১ রক্তকমল। ২ তাম্র। (রাজনি০) (পুং) ৩ আদিত্যপত্র। ৪ রক্তকরবীর। ৫ লকুচ। (শব্দমালা) স্ত্রিয়াং টাপ্। গঙ্গাদ্বারস্থ দাক্ষায়ণি মূর্ত্তি ভেদ। (মৎস্যপু০)

রবিবিম্ব (ক্লী) রবে রত্নং ততঃ কন্। ১ মাণিক্য। (রাজনি০) ২ রবির চতুর্দ্দিকস্থ গোলাকার আলোক ছটা।

রবিমণ্ডল (ক্লী) সূর্য্যের গোলাকার চক্রচ্ছায়া। (ভাগ০ ১।৪।১৫)

রবিরত্ন (ক্লী) সূর্য্যকান্তমণি।

রবিরত্নক (রবে রত্নং, ততঃ কন্। মাণিক্য। (রাজনি০)

রবিলোচন (পুং) রবির্লোচনমস্য। বিষ্ণু।
"রবির্বিরোচনঃ সূর্য্যঃ সবিতা রবিলোচনঃ।"(বিষ্ণুসহস্রনাম)

রবিলোহ (ক্লী) রবিপ্রিয়ং লোহং। তাম্র। (রাজনি০)

রবিবার (পুং) রবেঃ সূর্য্যগ্রহস্য বারঃ। রবিগ্রহের দিন।

রবিবাসর (পুং) রবিবার।

রবিষেণ, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী জনৈক রাজা। উপাধি মহাসামন্ত মহারাজ। ইঁহার পিতার নাম রাজা সঞ্জয়সেন ও মাতার নাম শিখরস্বামিনী।

রবিসংক্রান্তি (স্ত্রী) রবেঃ সংক্রান্তিঃ। সংক্রান্তি, রবি যে দিন এক রাশি হইতে অন্যরাশিতে গমন করেন, সেই দিনের নাম রবিসংক্রান্তি।

রবিসংজ্ঞক (ক্লী) রবিঃ সংজ্ঞা যস্য ইতি করণ্। তাম্র।

রবিসারথি (পুং) অরুণ।

---

* "লিখ্যতে রবিচক্রন্তু ভাস্করো নরসন্নিভঃ।
যস্মিনৃক্ষে ভবেৎ সূর্য্যস্তত্রাদৌ ত্রীণি মস্তকে।
ত্রয়ং বক্ত্রে প্রদাতব্যমেকৈকং স্কন্ধয়োর্ন্যসেৎ।
একৈকং বাহুযুগ্মে তু একৈকং হস্তয়োর্দ্বয়োঃ।
হৃদয়ে পঞ্চ ঋক্ষাণি একং নাভৌ প্রদাপয়েৎ।
ঋক্ষমেকং ন্যসেদ্‌গুহ্যে একৈকং জানুকে ন্যসেৎ।
নক্ষত্রাণি চ শেষাণি রবিপাদে নিয়োজয়েৎ।
চরণস্থেন ঋক্ষেণ অল্পায়ুর্জ্জায়তে নরঃ।
বিদেশগমনং জানৌ গুহ্যস্থে পরদারবান্।
নাভিস্থে নাল্পসন্তুষ্টো হৃৎস্থেন স্বাম্যহেশ্বরঃ।
পাণিস্থেন ভবেচ্চৌরঃ স্থানভ্রষ্টো ভবেদ্ভুজে।
স্কন্ধস্থিতে ধনপতির্ম্মুখে মিষ্টান্নমাপ্নুয়াৎ।
মস্তকে পট্টবন্ধস্তু নক্ষত্রং তাবদপি স্থিতম্।" (গরুড় পু০ ৬০ অ০)

রবিসাম্ব, দাক্ষিণাত্যের বকাটকবংশীয় রাজগণের অধীনস্থ জনৈক সামন্তরাজ। অজন্টার শিলাফলকে ইহাঁর নাম পাওয়া যায়।

রবিসুত (পুং) রবিতনয়, সূর্য্যপুত্র। ২ শনি। ৩ সুগ্রীব বানর।

রবিসুন্দররস, আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসৌষধবিশেষ।

রবিসূনু (পুং) রবেঃ সূনুঃ। সূর্য্যপুত্র, শনৈশ্চরাদি, রবিতনয়।
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥" (নবগ্রহস্তোত্র)

রবীন্দ (স্ত্রী) রবিণা সূর্য্যকরস্পর্শেন ইন্দতি প্রকাশতে ইতি ইন্দ অচ্। পদ্ম। (ধরণি)

রবীন্দ্র, দুর্গমাহাত্ম্যটীকাপ্রণেতা। পুরন্দরের পুত্র।

রবীষু (পুং) কামদেব।

রশ, স্বন। শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ রশতি। লুঙ্ অরশীৎ। এই ধাতু সৌত্র ধাতু।

রশনসম্মিত (পুং) যূপকাষ্ঠস্থিত রজ্জুসদৃশ বা তদ্বৎ বিলম্বিত। (তৈত্তিরীয়সং ৬৷৬৷৪৷১)

রশনা (স্ত্রী) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি অশূ-ব্যাপ্তৌ (অশে রশ চ। উণ্ ২৷৭৫) ইতি যুচ্, ধাতোরশাদেশ্চ। ১ কাঞ্চি। "ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং রশনাত্বাং প্রথমা রহঃ সখী।" (রঘু ৮৷৫৮)
২ জিহ্বা। (শব্দরত্না°) জিহ্বাবাচী রসনা শব্দ দন্ত্যসকারান্ত। রসয়তি স্বাদয়তীতি নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। 'রসনা কাঞ্চিজিহ্বয়োরিতি' (ধরণি) ৩ রজ্জু। "পিষ্টতময়া রভিষ্টয়া রশনয়াধিত" (শুক্লযজু° ২১৷৪৬) 'রশনয়া রজ্জ্বা' (মহীধর) ৪ অঙ্গুলি। (নিঘণ্টু) এই অর্থে বহুবচন হয়।

রশনাকলাপ (পুং) স্ত্রীলোকদিগের তার বা সূত্রনির্ম্মিত কোমরবন্ধনী বিশেষ। (মৃচ্ছকটিক ১১৷১৬)

রশনাকৃত (ত্রি) রজ্জুদ্বারা চালিত। (কৌশিতকী ১২৭)

রশনাগুণ (পুং) কোমরবন্ধের সূত্রগুচ্ছ। (কুমার ৫৷১০)

রশনোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারবিশেষ। যদি যথোর্দ্ধক্রমে উপমেয়ের উপমানতা হয়, তাহা হইলে রশনোপমা হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণে এই শব্দ দন্ত্যসকারান্ত লিখিত আছে।
"ভবেত্তাং যত্র সাম্যস্ত কথিতা রসনোপমা।
যথোর্দ্ধমুপমেয়স্ত যদি স্যাদুপমানতা॥"
উদাহরণ যথা—
চন্দ্রায়তে শুক্লরুচাপি হংসো
হংসায়তে চারুগতেন কান্তা।
কান্তায়তে স্পর্শসুখেন বারি
বারীয়তে স্বচ্ছতয়া বিহায়ঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০৷৬৬৪)

এই স্থলে উপমেয়ের উপমানতা হওয়ায় এই অলঙ্কার হইয়াছে।

রশুন (দেশজ) রসুন। [পেয়াজ ও লশুন দেখ।]

রশুনা (দেশজ) মূলবিশেষ।

রশ্মন্ (পুং) রশ্মি। (ঋক্ ৬৷৬৭৷১)

রশ্মি (পুং) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি অশূ-ব্যাপ্তৌ (অশ্নোতেরশ্চ। উণ্ ৪৷৪৬) ইতি মি, ধাতো রশাদেশশ্চ। কিরণ। ইহার বৈদিক পর্য্যায়—খেদয় কিরণ, গো, অভীষু, দীধিতি, গভস্তি, বন, উস্র, বসু, মরীচিপ, ময়ূখ, সপ্তঋষি, সাধ্য ও সুপর্ণ।
সূর্য্যকিরণ দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া আবার কালে উহাই বর্ষণ করিয়া থাকেন।
"তেজোভিঃ সর্ব্বলোকেভ্যো হ্যাদত্তে রশ্মিভির্জ্জলং॥
সমুদ্রাদ্বায়ুসংযোগাদ্বহন্ত্যাপো গভস্তয়ঃ॥
ততস্ত পয়সাং কালে পরিবর্ত্তং দিবাকরঃ।
নিযচ্ছত্যপো মেঘেভ্যঃ শুক্লাশুক্লৈস্ত রশ্মিভিঃ॥"
(মৎস্যপু° ১০২ অ°)
২ পক্ষ্ম। ৩ অশ্বরজ্জু। "বিবধ্নতে রশ্মীন্ যমিত বা ইব" (ঋক্ ১৷২৮৷৪) 'রশ্মীন্ অশ্ববন্ধনার্থান্ প্রগ্রহান্' (সায়ণ)

রশ্মিকলাপ (পুং) মৌক্তিক কণ্ঠহারভেদ। ইহাতে ৫৪ বা ৫৬ ছড়া গাথা থাকে।

রশ্মিকেতু (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। (রামা° ৫৷৮০৷২) ২ ধূমকেতু গ্রহভেদ। (বৃহৎসং ১১৷৪০)

রশ্মিক্রীড় (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামা° ৫৷১২৷১১)

রশ্মিন্ (পুং) রশ্মি। (ভাগবত ১৷৯৷৩৯)

রশ্মিপতি (পুং) রশ্মিঃ পতিঃ পোষকো যস্য। ১ আদিত্যপত্রক্ষুপ। ২ রবিপত্র।

রশ্মিপবিত্র (ত্রি) সূর্য্যকিরণদ্বারা পূত। (তৈত্তিরীয়ব্রাঃ ৩৷৭৷৪৷১)

রশ্মিপ্রভাস (পুং) বুদ্ধভেদ।

রশ্মিমণ্ডল (পুং) কিরণমালা। (অথর্ব্বপ্রাতি°)

রশ্মিমৎ (ত্রি) ১ সূর্য্য। ২ রশ্মিযুক্ত।

রশ্মিময় (ত্রি) ১ দীপ্তিময়। ২ কিরণোদ্ভাসিত।

রশ্মিমালিন্ (ত্রি) রশ্মিমালাধারী।

রশ্মিমুচ্ (পুং) সূর্য্য।

রশ্মিরাজ (পুং) বৌদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর)

রশ্মিবৎ (ত্রি) কিরণসদৃশ।

রশ্মিশতসহস্রপরিপূর্ণধ্বজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

রশ্মিস (পুং) দানবভেদ।

রস্, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। রসতি। লোট্ রসতু। লুঙ্ অরসীৎ।

রস, ১ আস্বাদ। ২ স্নেহ। অদন্তচুরাদি পরস্মৈ• সক• সেট্। লট্ রসয়তি। লুঙ্ অরীরসৎ।

রস (পুং) রসতীতি রস্-পচাদ্যচ যদ্বা রস্যতে ইতি রস আস্বাদনে (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১২৮) ইতি ঘ। ১ রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু। রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম রস। এই রস কালসহকারে, ভূমি, আকাশ, বায়ু ও অগ্নিসংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ছয় প্রকারে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অম্বুগুণবাহুল্যে মধুর রস, জলের অগ্নিগুণবাহুল্যে অম্ল রস, পৃথিবীর অগ্নিগুণবাহুল্যে লবণরস, বায়ুর অগ্নিগুণ বাহুল্যে কটুরস, বায়ুর আকাশগুণ বাহুল্যে তিক্তরস, পৃথিবীর অনিলগুণবাহুল্যে কষায়রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রসের বিষয় বৈদ্যকে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি, এইগুলি পঞ্চ মহাভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী যথাক্রমে ইহাদের গুণ। আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি ভূতে শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি গুণ ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর এক একটী করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যথা আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। অতএব রস জলীয়গুণসম্ভূত। সংসর্গ, আনুকূল্য এবং মিশ্রণহেতু সকল ভূতের অংশ সকলেতেই মিলিত আছে, কিন্তু উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা অনুসারে তাহা বিভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে মাত্র।

জলীয়গুণসম্ভূত এই রস অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ছয় প্রকারে বিভক্ত হয়। ছয় রস যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। আবার এই সকল রসের সম্মিলনে ত্রিষষ্টি প্রকার রস হইয়া থাকে। পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্যে মধুর রস, পার্থিব ও আগ্নেয় গুণের আধিক্যে অম্লরস, জলীয় ও আগ্নেয় গুণের আধিক্যে লবণরস, বায়ব্য ও আগ্নেয় গুণের আধিক্যে কটুরস, বায়ব্য ও আকাশ গুণের আধিক্যে তিক্তরস এবং পার্থিব ও বায়ব্য গুণের আধিক্যে কষায় রস জন্মে।

মধুর, অম্ল ও লবণ রস বাতঘ্ন; মধুর, তিক্ত ও কষায় রস পিত্তনাশক এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রস পিত্ত নাশ করে। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, জগতের অগ্নি ও সোমগুণ থাকাতে রস দুই প্রকার, আগ্নেয় ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায় রস, সৌম্য রস এবং কটু, অম্ল ও লবণরস আগ্নেয় রস। মধুর, অম্ল ও লবণরস স্নিগ্ধ ও গুরু, কটু, তিক্ত ও কষায় রস রুক্ষ ও লঘু। সৌম্য অর্থে শীতল এবং আগ্নেয় অর্থে উষ্ণ বুঝিতে হইবে।

শীতলতা, রুক্ষতা, লঘুতা, বৈশদ্য ও বিষ্টম্ভতা বায়ুগুণের লক্ষণ, কষায় রস ইহার সমানযোনি। সেই জন্ত কষায় রসের শীতলতায় বায়ুর শীতলতা, রুক্ষতায় রুক্ষতা, লঘুতায় লঘুতা, বৈশদ্য ও স্তব্ধতায় বায়ুর বিশদতা ও স্তব্ধতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা রুক্ষতা, লঘুতা ও বিশদতা পিত্তগুণের লক্ষণ। কটুরস ইহার সমানযোনি। এই জন্ত কটুরসের ঐ সকল গুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মাধুর্য্য, স্নেহ, গৌরব, শৈত্য ও পিচ্ছিলতা শ্লেষ্মগুণের লক্ষণ, মধুররস ইহার সমানযোনি। এইজন্ত মধুররসের এই সকল গুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মার অপর অর্থাৎ অসমানযোনি কটুরস। কটুরসের কটুত্ব দ্বারা শ্লেষ্মার মধুরতা, রুক্ষতায় স্নিগ্ধতা, লঘুতায় গুরুতা, উষ্ণতায় শীতলতা এবং বিশদতা দ্বারা পিচ্ছিলতা নষ্ট হইয়া থাকে।

যে রসে পরিতোষ, আহ্লাদ ও তৃপ্তি জন্মায় ও যাহা দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, মুখের অবলেপ (চট্ চট্ করা) জন্মে এবং শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, তাহাকে মধুর রস কহে। যে রস দ্বারা দন্তহর্ষ মুখস্রাব এবং রুচি জন্মে তাহাকে অম্লরস, যে রস দ্বারা জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালা করে, উদ্বেগ জন্মে, মাথা ধরে এবং নাসিকা হইতে জল নিঃসরণ হয়, তাহাকে কটুরস, যে রস দ্বারা গলদেশে চোষ, মুখের বৈশদ্য, অন্নে রুচি এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্তরস, যে রস দ্বারা বক্ত্রদেশ পরিশুষ্ক, জিহ্বা স্তম্ভিত, কণ্ঠ বদ্ধ হয় এবং হৃদয় দেশ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও এক প্রকার পীড়িতের ন্যায় বোধ হয়, তাহাকে কষায় রস কহে।

রসের গুণ মধুর রস—এই রস সেবন করিলে রস, রক্ত, মাংস. মেদ, মজ্জা, অস্থি, ওজঃ, শুক্র ও স্তন্য বর্দ্ধিত হয়। ইহা দৃষ্টি ও কেশবর্দ্ধক, বর্ণ ও বলবর্দ্ধনকর, ব্রণসন্ধায়ক (কাটা ঘা জুড়িয়া দেয়) এবং রস ও রক্তের প্রসন্নতা সাধন করে। এই রস বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ক্ষয়রোগগ্রস্ত ও দুর্ব্বলের পক্ষে হিতকর। রোগী, মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকা ইহা বড়ই ভালবাসে। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ প্রশমিত এবং ৬টী ইন্দ্রিয়ই প্রসন্ন থাকে। কিন্তু ইহা কৃমি ও কফবর্দ্ধক। মধুর রসের এইরূপ অধিক গুণ থাকিলেও যদি কেহ ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শ্বাস, কাস, আলস্য, ও বমনেচ্ছায় কষ্ট পায় এবং তাহার স্বরভঙ্গ, কৃমি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ, বস্তিদেশ ও মলদ্বারের উপলেপ ও চক্ষুর পীড়া হয়।

অম্লরস—জারক ও পাচক। ইহাদ্বারা বায়ুর শান্তি ও

অনুলোম এবং কোষ্ঠের বিদাহ ঘটে। ইহা ক্লেদজনক, মুখপ্রিয় ও বহিঃশৈত্যসাধক; কিন্তু অধিকমাত্রায় সেবন করিলে দন্তহর্ষ, লোমহর্ষ এবং নয়নসম্মীলন উপস্থিত করে। ইহা দ্বারা গাঢ় কফ তরল হইয়া আইসে ও শরীর শিথিল হইয়া পড়ে। শরীরের কোন স্থান দগ্ধ, দষ্ট, ভগ্ন, পিষ্ট, ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, অথবা শোকগ্রস্ত বা বিসর্পরোগে আক্রান্ত হইলে অধিক অম্লসেবনে সেই স্থান পাকিয়া উঠে। ইহার আগ্নেয় গুণ থাকাতে কণ্ঠ, বক্ষ ও হৃদয়ে দাহ উৎপন্ন হয়।

লবণরস—পাচক ও সংশোধক। ইহা দ্বারা রসসমূহের বিশ্লেষণ এবং শরীরের ক্লেদ ও শৈথিল্য সাধিত হয়। এই রস মার্গ-বিশোধক সকল শরীরাংশের কোমলতাসাধক এবং সকল রসের বিরোধী উষ্ণগুণযুক্ত। ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে গাত্রকণ্ডূ, মণ্ডলাকার ব্রণ, শোফ, বিবর্ণতা, মুখে ও নেত্রে ব্রণ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, পুরুষত্বহানি ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি পীড়া জন্মে।

কটুরস—পাচক, রোচক, অগ্নির দীপ্তিকর ও সংশোধক। ইহা শরীরের স্থূলতাজনক, সামান্য কফ, কৃমি, বিষ, কুষ্ঠ ও কণ্ডূপ্রশমক। ইহাতে সন্ধিবিশ্লেষণ ও শরীরের অবসাদ হয়। ইহা স্তন্য, শুক্র ও মেদোনাশক। এই রস অধিক মাত্রায় পান করিলে ভ্রম ও মত্ততা জন্মে; গলা, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া আইসে, শরীরের সন্তাপ ও বলের হানি ঘটে এবং কম্প, বেদনা ও ভেদ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। হস্ত, পাদ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বাতবেদনা ও শূল প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

তিক্তরস—রুচিকর ও দীপ্তিবর্দ্ধক। সর্ব্বশরীরের গ্লানিজনক ও সংশোষক। ইহা দ্বারা কণ্ডূ, কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা ও জ্বরের শান্তি, স্তন্যের সংশোধন এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা পূয়ের শোষণ হইয়া থাকে। এই রস অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শরীর স্পন্দহীন হইয়া পড়ে এবং মন্যাস্তম্ভ, হস্তপদাদির আক্ষেপ, শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ, ভেদ এবং বিদারণবৎ যাতনা, এবং মুখবৈরস্য প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

কষায়রস—সংগ্রাহক অর্থাৎ মল, মূত্র ও শ্লেষ্মা প্রভৃতির রোধকর। ইহা ব্রণের লেখন ও পূরণ এবং ক্লেদের শোষণ করে। এই রস অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হৃদ্রোগ, মুখশোষ, উদরাধ্মান, বাক্যরোধ, মন্যাস্তম্ভ, অঙ্গস্ফুরণ এবং কর্ণে চুমচুম্ শব্দ এবং আকুঞ্চন ও আক্ষেপ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

এই সকল রস পরস্পরে মিলিত হইয়া ত্রিষষ্টি প্রকারে বিভক্ত। যথা দুই রসের পরস্পর যোগে পঞ্চদশপ্রকার, তিন রসের সংযোগে বিংশতি প্রকার চারিরসের সংযোগে পঞ্চদশ প্রকার, পাঁচ রসের সংযোগে ছয় প্রকার এবং সকল রস প্রত্যেকে ছয়প্রকার।

দোষ সকল বিদগ্ধ ও অবিদগ্ধ বিবেচনা করিয়া এই ত্রিষষ্টি প্রকার রস হইবে। ছয় রসের মধ্যে এক একটীকে মূল ধরিয়া অপরগুলি তাহার সহিত মিলিত করিলে ত্রিষষ্টি প্রকার হইবে।

দ্বিকভাবে মিলিত হইলে মধুর রস পঞ্চপ্রকার, অম্ল চারিপ্রকার, লবণরস তিনপ্রকার, কটুরস দুই প্রকার, তিক্তকষায় মিলিত হইয়া এক প্রকার হয়। মধুরাম্ল, মধুরলবণ, মধুরতিক্ত, মধুরকটু, মধুরকষায়—মধুর রস এই পঞ্চপ্রকার। অম্ললবণ, অম্লকটু, অম্লতিক্ত এবং অম্লকষায়—অম্লরস এই চারি প্রকার। লবণকটু, লবণতিক্ত, লবণকষায়—লবণ রস এই তিনপ্রকার। কটুতিক্ত এবং কটু—কটুরস এই দুইপ্রকার। তিক্তকষায়—তিক্তরস এই একপ্রকার।

মধুরাম্ললবণ, মধুরাম্লকটু, মধুরাম্লতিক্ত, মধুরাম্লকষায় মধুররলবণকটু, মধুরলবণতিক্ত, মধুরলবণকষায়, মধুরকটুতিক্ত, মধুরকটুকষায়, মধুরতিক্তকষায়, মধুররসমূলক ত্রিকসংযোগে এই দশবিধ রস হইয়া থাকে। অম্ললবণকটু, অম্ললবণতিক্ত, অম্ললবণকষায়, অম্লকটুকষায়, অম্লকটুতিক্ত, অম্লতিক্তকষায়, এই ৬ প্রকার রস অম্লরসমূলক। লবণকটুতিক্ত, লবণকটুকষায়, লবণতিক্তকষায়, এবং কটুতিক্তকষায়, ইহারা তিন তিনটী রস মিলিত হইয়া এই বিংশতিপ্রকার ভেদ হয়।

চারি চারিটী মিলিত হইয়া মধুররস দশবিধ, অম্লরস চারিপ্রকার এবং লবণরস এক প্রকার হইয়া থাকে। যথা—মধুরাম্ললবণকটুক, মধুরাম্ললবণতিক্ত, মধুরাম্ললবণকষায়, মধুরাম্লকটুতিক্ত, মধুরাম্লকটুকষায়, মধুরলবণতিক্তকটু, মধুরাম্লতিক্তকষায়, মধুরলবণকটুতিক্ত, মধুরলবণকটুকষায়, মধুরলবণতিক্তকষায়, এই দশবিধ ভেদ মধুররসমূলক। অম্ললবণকটুতিক্ত, অম্ললবণকটুকষায়, অম্ললবণতিক্তকষায়, অম্লকটুতিক্তকষায়, লবণকটুতিক্তকষায়, চারি চারিটী করিয়া এই পঞ্চদশ প্রকার রসভেদ হইয়া থাকে।

মধুরাম্ললবণকটুতিক্ত, মধুরাম্ললবণকটুকষায়, মধুরাম্ললবণতিক্তকষায়, মধুরাম্লকটুতিক্তকষায়, অম্ললবণকটুতিক্তকষায়, পাঁচ পাঁচটী মিলিত হইয়া এই ছয়প্রকার রসভেদ হইয়া থাকে।

ছয় রস মিলিত হইয়া এক প্রকার হইয়া থাকে, যথা—মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়। এই ছয় রস পৃথক্‌ভাবে ছয়টী হইয়া থাকে। এইরূপে ত্রিষষ্টি প্রকার রসভেদ হয়।

কোন কোন পণ্ডিতেরা দ্রব্য, রস, গুণ বা বীর্য্যকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কোন কোন আচার্য্যের

মতে দ্রব্যই প্রধান কারণ, প্রথমতঃ দ্রব্য ব্যবস্থিত এবং রস প্রভৃতি অব্যবস্থিত, যথা—অপক্কফলে যেরূপ রসগুণ প্রভৃতির উপলব্ধি হয়, পক্কফলে সেরূপ হয় না। দ্বিতীয়—দ্রব্য নিত্য এবং রসগুণ প্রভৃতি অনিত্য, কারণ কল্কাদির স্থলে দ্রব্য রস ও গন্ধ বিশিষ্ট অথবা রস ও গন্ধহীন হইয়া থাকে। তৃতীয়—দ্রব্য জাতীয় গুণ নিত্য অবলম্বন করিয়া থাকে। যথা পার্থিবদ্রব্য কদাচ অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় না। চতুর্থ—পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যই গৃহীত হয়, রসাদি গৃহীত হয় না। পঞ্চম—দ্রব্য আশ্রয় এবং রস তাহার আশ্রিত। ষষ্ঠ—ঔষধের গুণবর্ণনস্থলে দ্রব্যের নামই উল্লেখ হয়, রস উল্লেখ হয় না। সপ্তম—শাস্ত্রপ্রমাণ, ঔষধের যোগবর্ণনায় স্থলে শাস্ত্রে দ্রব্যই প্রধান বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। অষ্টম—রস প্রভৃতির গুণ অবস্থাসাপেক্ষ। যথা—তরুণ দ্রব্যের তরুণ রস, পক্কদ্রব্যের পক্ক রস ইত্যাদি। নবম দ্রব্যের একাংশেও ব্যাধি শান্তি হইয়া থাকে। এই সকল কারণে দ্রব্যই প্রধান, রস প্রধান নহে।

কোন কোন আচার্য্য ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা রসকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং নিম্নোক্ত হেতু সকল তাহার নিদর্শন বলেন। ইঁহারা বলেন প্রথমে শাস্ত্রপ্রমাণই গ্রহণীয়। শাস্ত্রে রসের বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে। প্রথম—প্রাণিগণের আহার রসে আয়ত্ত, ইহাতেই প্রাণ ধারণ হয়। দ্বিতীয়—গুরূপদেশের স্থলে রসই উপদেশের বিষয় হয়। তৃতীয়—অনুমানের স্থলে রসদ্বারা দ্রব্য অনুমিত হয়। চতুর্থ—ঋষিবচনেও এইরূপ কথিত আছে যে, যজ্ঞার্থ কিঞ্চিৎ মধুর দ্রব্য আহরণ করিবে। অতএব রসই প্রধান। রসের দ্বারাই দ্রব্যের গুণসংজ্ঞা।

কেহ কেহ ইহাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা বীর্য্যকেই প্রধান বলিয়া থাকেন। কারণ বীর্য্যগুণে ঔষধের কার্য্য—নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বীর্য্য স্বীয় বল ও গুণপ্রভাবে রস অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। যে সকল রসদ্বারা বায়ুশান্তি হয়, যদি সেই সকল রসে রুক্ষতা, লঘুতা ও শীতলতা গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা বায়ু শান্তি করিতে পারে না। যে সকল রস দ্বারা পিত্ত নাশ হয়, যদি সেই সকল রসে তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও লঘুতা গুণ থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পিত্ত নষ্ট হয় না। এবং যে সকল রসদ্বারা শ্লেষ্মা দমন হইয়া থাকে, যদি তাহারা স্নেহ, গৌরব ও শৈত্যগুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে সকল রসদ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব বীর্য্যই প্রধান।

কেহ কেহ ইহাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা পরিপাক-কেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কারণ সকল প্রকার ভুক্তদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইলে গুণ এবং অপ্রশস্ত-রূপে পরিপাক হইলে দোষ জন্মাইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন প্রত্যেক রসেই পরিপাক হইয়া থাকে। কেহ বলেন মধুর, অম্ল ও কটু এই ত্রিবিধ রসে পরিপাক হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা সুসঙ্গত নহে। কারণ দ্রব্য, গুণ ও শাস্ত্র পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অম্লের বিপাক নাই, অগ্নিমান্দ্য হইলে পিত্তই বিদগ্ধ হইয়া অম্লরসে পরিণত হয়। যদি অম্লের বিপাক স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে লবণরসের ও অন্য প্রকার পাক সম্ভব। কিন্তু তাহা হয় না, শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইয়াই লবণতা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে মধুর রস পরিপাকে মধুরই থাকে, এবং অম্লরস অম্লই থাকে, এই প্রকার সকল রসই অবিকৃত থাকে। কেহ কেহ বলেন যে মৃদুরস বলবান্ রসের অনুগামী হয়।

কিন্তু পণ্ডিতগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্যবিশেষে এই সকলেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথমে দ্রব্যকে প্রধান বলিতে হইবে। কারণ বীর্য্য ব্যতিরেকে পাক হয় না, রসব্যতীত বীর্য্য থাকে না এবং দ্রব্য ব্যতীত রস থাকে না। দেহ এবং দেহীর স্থিতি যেরূপ পরস্পরসাপেক্ষ, সেইরূপ দ্রব্য ব্যতিরেকে রস জন্মে না, এবং রস ব্যতিরেকেও দ্রব্য জন্মে না। বীর্য্য বলিলে শীত, উষ্ণ প্রভৃতি অষ্টপ্রকার গুণ বুঝায়। এই অষ্টপ্রকার বীর্য্য দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। এই সকল গুণ নির্গুণ রসে কখনই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্যেই দ্রব্য পরিপাক হয়, ছয় রসে সেরূপ হয় না। অতএব দ্রব্যই প্রধান। রস, বীর্য্য ও ও বিপাক তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যে দ্রব্যের যেরূপ রস তাহার গুণও তদনুযায়ী হইয়া থাকে।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা० ৪০ অ० উত্তরতন্ত্র ৬০ অ०)

চরক, চক্রদত্ত, বাভট প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে এই রস বিশেষ-রূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদত্ত হইলনা।

ন্যায়মতে রসনাগ্রাহ্য বস্তুই রস, ইহা মধুরাদিভেদে অনেক প্রকার। এই রস নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার। পরমাণুরূপ রস নিত্য, রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনিত্য।

"রসস্তু রসনাগ্রাহ্যোমধুরাদিরনেকধা।
সহকারী রসজ্ঞায়া নিত্যত্বাদি চ পূর্ব্ববৎ॥" (ভাষাপরি०)

'সহকারীতি রাসনজ্ঞানে রসকারণমিত্যর্থঃ। পূর্ব্ববদিতি জলপরমাণোরসো নিত্যঃ অন্যঃ সর্ব্বোঽপি রসোঽনিত্য' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী०)

ভোজনকালে কোন্ রস প্রথমে খাইতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে।

"অম্লীয়াত্তমনা ভূত্বা পূর্ব্বং তু মধুরং রসং।
"মধ্যেঽম্ললবণৌ পশ্চাৎ কটুতিক্তকষায়কান্।
ফলান্যাদৌ সমশ্নীয়াদ্দাড়িমাদীনি বুদ্ধিমান্॥" (ভাবপ্রকাশ)

ভোজনকালে তন্মনা হইয়া প্রথমে মধুর রস পরে অম্ল ও লবণরস; তৎপরে কটু, তিক্ত ও কষায় রস ভোজন করা বিধেয়।

২ শরীরস্থ ধাতুবিশেষ। রসধাতু, পর্য্যায়—রসিকা, স্বেদমাতা, বপুঃস্রব, চর্ম্মান্তঃ, চর্ম্মসার, রক্তসার, অস্রমাতৃকা, আহারসম্ভব, তেজঃসম্ভব, অগ্নিসম্ভবন্, ষড়্‌রসাসব, আত্রেয়, অসৃক্কর, ধাতুঘন, মূলগহাপর। (হেম)

জীব যে মধুরাদি রস ভক্ষণ করে, তাহা পরিপাক হইয়া রস ধাতুতে পরিণত হয়। ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। রসের নিরুক্তি ও স্বরূপ—

গত্যর্থরসধাত্বর্থস্ততোঽভবদয়ং রসঃ।
সদৈব সকলং দেহং রসতীতি রসঃ স্মৃতঃ॥
সম্যক্ পক্বস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।
স তু দ্রব্যঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলো ভবেৎ॥"(ভাবপ্র)

গত্যর্থবাধক রস ধাতু হইতে রস এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই রস সর্ব্বদা সমস্ত শরীরে বিচরণ করে, এই জন্য ইহাকে রস কহে। ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ পরিপক্ব হইয়া যে সারভাগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রস বলা যায়। এই রস দ্রবপদার্থ, শ্বেতবর্ণ, শীতল, মধুররস, স্নিগ্ধ ও গমনশীল হইয়া থাকে।

রসের অবস্থিতিস্থান—রস সর্ব্বদেহচারী হইলেও হৃদয়ই ইহার বিশেষ স্থান, যে হেতু এই রস সমান বায়ুকর্ত্তৃক প্রথমতঃ হৃদয়দেশেই নীত হইয়া থাকে।

রসের কার্য্য—এই রস হৃদয়গত হইলে তত্রত্য রসবাহিনী ধমনী প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ধাতু পোষণ করে, তদনন্তর স্বকীয় গুণদ্বারা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। জঠরাগ্নির মান্দ্যতা-প্রযুক্ত আহারীয় সামগ্রী বিদগ্ধ পাক হইয়া যদি তজ্জাত রস কটু বা অম্লভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই রস বিষতুল্য কার্য্যকারী হইয়া বহুবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

পরিপক্ক আহারের সারাংশ রস বলিয়া কথিত হয়, এবং অবশিষ্ট গ্রহণীনাড়ীস্থ দ্রবরূপী মলভাগের জলীয় অংশ মূত্রবাহিনী শিরাসমূহ দ্বারা বস্ত্যাশয়ে নীত হইয়া মূত্ররূপে পরিণত হয় এবং অবশিষ্ট যে মলভাগ থাকে, তাহা বিষ্ঠা হয়। এই বিষ্ঠা সমান বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া মলাশয়ে যাইয়া অবস্থিতি করে।

আহার জাত রস সমান বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া রসবাহিনী ধমনী পথদ্বারা শরীরারম্ভক স্থায়িরসের অবস্থিতিস্থান হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ স্থায়িরসের সহিত সংযুক্ত হয়। রস তিনপ্রকারে বিভক্ত—স্থূলভাগ, সূক্ষ্মভাগ ও মলভাগ। রস এই তিনপ্রকারে বিভক্ত হইয়া স্থূলভাগ স্বকীয় ভাব অবলম্বন করে, সূক্ষ্মভাগ পরধাতুর পোষণ করে এবং মলভাগ তাহার মলত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ রস পরিপক্ব হইয়া তাহার স্থূলভাগ রসই থাকে, সূক্ষ্মভাগ পরধাতুর রক্তের পোষণ করে এবং মলভাগ কফরূপে পরিণত হয়।

এই রস তিন সহস্র পঞ্চদশ কলা করিয়া এক এক ধাতুতে অবস্থান করে। বিংশতি কলাতে এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই দণ্ড। ইহাতে ভোজের মত এই যে, আহারজাত রস ক্রমে পাঁচদিন পাঁচরাত্রি ও দেড়দণ্ড কালে রসাদি মজ্জা পর্য্যন্ত ধাতুর এক একটীতে পরিণত হয়।

এই রস আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে স্থূলভাগ শরীরারম্ভক স্থায়িরসের সহিত সংযুক্ত হইয়া তৎসদৃশ হয়। তৎপরে সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যান বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া ধমনীপথে সঞ্চরণপূর্ব্বক পোষণ, স্নেহন, এবং জঠরাগ্নির উষ্মা জনিত সন্তাপ নিবারণ প্রভৃতি গুণদ্বারা সমস্ত শরীর পোষণ করে; সূক্ষ্মভাগ প্রাণ বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনী পথদ্বারা শরীরারম্ভক রক্তের স্থান যকৃৎ প্লীহাতে গমন করিয়া স্থায়ী রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। তৎপরে ঐ স্থায়িরক্তস্থ তেজোদ্বারা পুনর্ব্বার পরিপাক হইতে থাকিয়া পাঁচদিন, পাঁচরাত্রি ও দেড়দণ্ড কালে রক্ত ধাতুতে পরিণত হয়।

আহার জাত রস কেদারীকুল্যার ন্যায়ে সমস্ত ধাতুতে পূরণ করিয়া একমাস নয়দণ্ড কাল পরে শুক্র ও আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়। প্রথমে 'রসাদ্বৈ শোণিতং জাতং' রস হইতে রক্তের উৎপত্তি হয়, রক্ত উৎপত্তির পর রস হইতেই মাংস, মাংস উৎপত্তির পর রস হইতে মেদ, মেদ উৎপত্তির পর রস হইতেই অস্থি, অস্থির পর রস হইতে মজ্জা এবং মজ্জার পর ঐ রস হইতে শুক্র উৎপত্তি হয়।

রস শরীরে তিনপ্রকারে সঞ্চরণ করিয়া থাকে।

"রসঃ শরীরে শব্দার্চ্চির্জ্জলসন্তানবৎ ত্রিধা।
সঞ্চরত্যনুরূপোঽয়ং নিত্যমেব হি দেহিনাম্॥"(ভাবপ্রকাশ)

এই রস শব্দসন্তানবৎ, অর্চ্চিসন্তানবৎ (অগ্নিশিখা-প্রবাহের ন্যায়) এবং জলসন্তানবৎ এই তিনপ্রকারে দেহীদিগের দেহে সঞ্চরণ করিয়া থাকে।

এই বচনের অভিপ্রায় এই যে, প্রাণিসকল তীক্ষ্ণাগ্নি, মধ্যাগ্নি ও মন্দাগ্নিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব তীক্ষ্ণাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীরে শব্দসন্তানবৎ শীঘ্রই সঞ্চরণ করে, মধ্যমাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীরে অগ্নিশিখা-প্রবাহের ন্যায়

মধ্যবেগে এবং মন্দাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির জলপ্রবাহের ন্যায় মৃদু-বেগে সঞ্চরণ করে। অতএব রস হইতে একমাসে যে শুক্র উৎপত্তি হয় বলা হইয়াছে, তাহা মধ্যবেগ স্থলে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে সিদ্ধান্ত এই যে তীক্ষ্ণাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির একমাসের কিছু ন্যূন সময়ে এবং মন্দাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির একমাসের কিছু অধিক কালে শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ)

সুশ্রুতে ইহার বিবর এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। শীতোষ্ণ-ভেদে দ্বিবিধ বা শীতোষ্ণস্নিগ্ধাদিভেদে অষ্টবিধ বীর্য্যযুক্ত, মধুরাদি ষড়্বিধ রসসমন্বিত এবং পেয়াদি ভেদে চারিপ্রকার পাঞ্চভৌতিক আহারদ্রব্য সম্যক্ প্রকারে পরিপাক হইলে তাহা হইতে তেজোভূত পরম সূক্ষ্ম যে সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম রস।

রসের আধার ও ক্রিয়া—উক্ত আহারজাত রসের অবস্থিতিস্থান হৃদয়। এই হৃদয়স্থিত রস ঊর্দ্ধগামী দশটী, অধোগামী দশটী এবং তির্য্যক্‌গামী ৪টী এই ২৪টী ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্যভাবে অনির্ব্বচনীয় কর্ম্মদ্বারা অহরহঃ সমগ্র দেহের তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ, যাপন ও জীবন ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। উক্ত রস যে সর্ব্বস্থানে গমনাগমন করে, তাহা ক্ষয়বৃদ্ধিরূপ বিকৃতি দ্বারাই উহার অনুভব করিতে পারা যায়। দ্রব্যানুযায়ী রস যখন শরীরের স্নেহন, জীবন, তর্পণ ও ধারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে, তখন উহা স্নিগ্ধকারিতা গুণবিশিষ্ট, সুতরাং সৌম্য।

উক্ত জলাধিক্যযুক্ত আহারীয় রস যকৃৎ প্লীহায় গমন করিয়া রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রসধাতু শরীরস্থ বিশুদ্ধ তেজঃ (রঞ্জক নামক পিত্ত) দ্বারা রঞ্জিত হইয়া রক্তবর্ণাকারে রক্ত নামে অভিহিত হয়। [রক্ত শব্দ দেখ]

রসধাতুর অর্থ গমন করা, ইহা অহরহঃ গমন করে, এইজন্য ইহাকে রস কহে। এই রস ভুক্তদ্রব্য হইতে একদিনেই উৎপন্ন হইয়া ৩০১৫ কলা অর্থাৎ পাঁচদিনের কিছু বেশী সময়ে এক এক ধাতুতে অবস্থান করিয়া ২৫ দিন ১৫ কলা সময়ের পর একমাসের মধ্যে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীদিগের আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়।

উক্ত রস ধাতু শব্দ, অর্চ্চিঃ ও জলের গতির ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে সমগ্র শরীরে সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ শব্দের ন্যায় তির্য্যক্‌ভাবে, অর্চ্চির ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে এবং জলের ন্যায় অধোদিকে গমন করে।

রসধাতু যদি একমাসে শুক্ররূপে পরিণত হয়, তবে বাজীকরণাদি ঔষধ সেবন করিলে শীঘ্র শুক্র স্রাবিত হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, যে সকল ঔষধদ্বারা বাজীকরণাদি কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে, সেই সকল ঔষধ যদি উপযুক্ত নিয়মে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের স্বীয় বল ও গুণের উৎকর্ষাধিক্য বশতঃ বিরেচক ঔষধের ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া শীঘ্রই শুক্রকে বিরেচিত অর্থাৎ ক্ষরিত করে।

রসধাতু একমাস মধ্যে শুক্ররূপে পরিণত হইলেও বাল্যাবস্থায় সেই শুক্রের কোন প্রকার লক্ষণ দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, যেমন পুষ্পমুকুলে গন্ধ থাকে কি না, তাহা সহজে অনুভূত হয় না, কিন্তু ঐ মুকুল পুষ্পাকারে পরিণত হইয়া প্রস্ফুটিত হইলে সেই গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ বালকদিগের শৈশবাবস্থায় শুক্র প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সূক্ষ্মতা বশতঃ তাহার কোন প্রকার চিহ্ন দেখা যায় না। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রসধাতু—সকল প্রকার ধাতুর পোষক হইলেও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের জরাপক শরীরে ততোঽধিক হিতসাধক নহে। অর্থাৎ ঐ রসধাতু বৃদ্ধদিগের রক্তাদি অন্যান্য ধাতুর পোষণ কার্য্য না করিয়া কেবল জীবনধারণের সহায়তা করে।

দেহে রসধাতুর আধিক্য হইলে হৃদয়োৎক্লেদ, বমনেচ্ছা ও প্রসেক (লালাস্রাব) হইয়া থাকে। শরীরের রসধাতু ক্ষয় হইলে হৃদয়বেদনা, হৃৎকম্প, হৃদয়ের শূন্যতা ও তৃষ্ণা জন্মিতে থাকে।

রসধাতু দূষিত হইলে আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, অপাক, অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, হৃল্লাস (বমনেচ্ছা), পরিতৃপ্ত ভোজনের ন্যায় তৃপ্তিবোধ, অঙ্গের গুরুতা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ স্রোতঃ সকলের অবরোধ, কৃশতা, মুখবৈরস্য, অবসন্নতা, এবং অকালে বলিপলিত ও দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। (সুশ্রুত)

৩ পরব্রহ্ম। 'রসো বৈ সঃ' (শ্রুতি)

সেই পরব্রহ্মই একমাত্র রসশব্দবাচ্য। "আপোজ্যোতী-রসোঽমৃতং ব্রহ্ম" (হলায়ুধ) ৪ বিষ।

"যে মন্ত্রেষু রসেষু চ প্রাণিহিতাস্তেরেব তে ঘাতিতাঃ।" (মুদ্রারাক্ষস ২ অ০)

৫ বীর্য্য। ৬ গুণ। ৭ রাগ।

"কবিতা কোমলবনিতা রসয়তি রসিকং রসেন মিলিতা।
সা যদি দুর্জ্জনহস্তে পতিতা প্রতিপদভগ্না সংশয়মগ্না॥" (উদ্ভট)

৮ দ্রব। ৯ গন্ধরস। ১০ জল।

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥" (রঘু ১।১৮)

১১ পারদ। পারদ শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ পারদ শব্দ দেখ]

১২ শিলারস। ১৩ হিঙ্গুল। ১৪ গুড়ারাদি দশবিধ হরিতাষ।

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত ৮টী রসশব্দবাচ্য। শান্তকে কেহ কেহ রস বলিয়া স্বীকার করেন না। এই ৮টী রসে যথাক্রমে রতি, উৎসাহ, শোক, ভয়, বিস্ময়, হাস্য, জুগুপ্সা ও ক্রোধ এই সকল স্থায়িভাব সমুপস্থিত হইয়া থাকে।

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ ক্রমাদমী॥"

সাহিত্যদর্পণে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত এই নববিধ রস উল্লিখিত হইয়াছে।

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩।২০৮)

রত্নকোষে উক্ত নববিধ রসকেই নাট্যরস বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

"শৃঙ্গারবীরবীভৎসরৌদ্রহাস্যভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥" (রত্নকোষ)

অমরটীকায় দশবিধ রসের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, বাৎসল্য ও শান্ত এই দশবিধ রস।

"শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতহাস্যভয়ানকাঃ।
বীভৎসরৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসা দশ॥"

(অমরটীকায় মুকুটধৃত নামনিধান)

শৃঙ্গারাদি অষ্টবিধ রস সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু শান্ত ও বাৎসল্য রস সকলের অভিমত নহে। এক একটী রসে এক একটী স্থায়িভাব সমুপস্থিত হয়, ইহা ভিন্ন ঐ সকল রসের আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব প্রভৃতি হইয়া থাকে।

"বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্॥"

(সাহিত্যদ০ ৩।৩৬)

বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব দ্বারা প্রকাশিত রত্যাদি যে স্থায়ী ভাব তাহাকে রস কহে। এই সকল ভাব দ্বারা রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ দুগ্ধ দ্রব্যান্তর সহযোগে দধিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ বিভাবাদি দ্বারা রত্যাদি স্থায়িভাব রসরূপে পরিণত হয়। "ব্যক্তৌ দধ্যাদিন্যায়েন রূপান্তরপরিণতো ব্যক্তীকৃত এব রসো ন তু দীপেন ঘট ইব পূর্ব্বসিদ্ধো ব্যজ্যতে" (সাহিত্যদ০ ৩।৩৩)

রসস্বরূপকথন—

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে॥" (সাহিত্যদ০ ৩।৩৪)

সত্ত্বগুণের উদ্রেকহেতু অখণ্ড স্বরূপানন্দ দ্বারা চিন্ময় স্বরূপ এবং রসাস্বাদনকালে অন্য জ্ঞানের অসদ্ভাব হেতু ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকালে যেরূপ অন্য জ্ঞান রহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়, তদ্রূপ রসজ্ঞান স্থলেও অন্য বিষয়ক জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল রসজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

চমৎকারিত্বই রসের সার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। করুণাদি রসে যে অতিশয় সুখ অনুভূত হইয়া থাকে, মনস্বীদিগের অনুভবই তাহার প্রমাণ।

রসসমূহের মধ্যে শৃঙ্গাররস প্রথম। শৃঙ্গার রসের লক্ষণ সাহিত্য-দর্পণে এইরূপ লিখিত আছে—

"শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে॥
পরোঢাং বর্জ্জয়িত্বাথ বেশ্যাঞ্চানুরাগিণীং।
আলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ॥
চন্দ্রচন্দনরোলম্বরুতাদ্যুদ্দীপনং মতম্।
ভ্রূবিক্ষেপকটাক্ষাদিরনুভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ত্যক্ত্বৌগ্র্যমরণালস্যজুগুপ্সা ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়ী ভাবো রতিঃ শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ॥(সাহিত্যদ০)

মন্মথোদ্ভেদ অর্থাৎ কামোদ্রেকে এই রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই রসের নায়ক উত্তম প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং বেশ্যা, পরোঢ়া ও অননুরাগিণী স্ত্রী ভিন্ন নায়িকা ইহাতে আলম্বন অর্থাৎ তদাখ্য বিভাব হইবে। দক্ষিণাদি নায়ক (দক্ষিণ, অনুকূল, ধৃষ্ট ও শঠ) চন্দ্র, চন্দন, ভ্রমররব ও কোকিল কূজনাদি উদ্দীপন বিভাব এবং ভ্রূবিক্ষেপ ও কটাক্ষাদি অনুভাব হইবে। এই রসে উগ্রতা, মরণ, আলস্য ও জুগুপ্সা, পরিত্যাগ করিয়া অন্যভাবসমূহ ব্যভিচারী ভাব হইবে। এই রসের স্থায়িভাব রতি। এইরস শ্যামবর্ণ এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু।

ইহা দুই প্রকার—বিপ্রলম্ভাখ্য এবং সম্ভোগাখ্য। যে স্থলে নায়ক ও নায়িকার অনুরাগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াও অভিলাষসিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ নায়ক বা নায়িকার অভিলাষ পূর্ণ হয় না, তথায় বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার হইবে।

"বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ॥
যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টানাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ॥"

(সাহিত্যদ০ ৩।২১১-১২)

এই বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গারে প্রথমে নায়ক বা নায়িকার পূর্ব্ব-

রাগ হইয়া থাকে। গোপনে নায়ক বা নায়িকার পরস্পর দর্শন বা গুণশ্রবণে তাহাদের প্রথমে অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, পরে তাহাদের অপ্রাপ্তিতে, অর্থাৎ নায়ক বা নায়িকার সম্মিলন না হওয়ায়, যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহাকে পূর্ব্বরাগ কহে। দূত, বন্দী বা সখীমুখে শ্রবণ এবং ইন্দ্রজাল, চিত্র, স্বপ্ন বা সাক্ষাৎ রূপে দর্শন হইয়া থাকে।

এই পূর্ব্বরাগ আবার মান, প্রবাস, করুণ ও করুণাত্মক-ভেদে চারি প্রকার।

"স চ পূর্ব্বরাগমানপ্রবাসকরুণাত্মকশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ।
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥
শ্রবণন্তু ভবেৎ তত্র দূতবন্দিসখীমুখাৎ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্ ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩। ৩১৩-১৪)

নায়ক ও নায়িকার পূর্ব্বরাগের পর অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, সম্প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মরণ এই দশ প্রকার অনঙ্গদশা উপস্থিত হইয়া থাকে।

পরস্পর সম্মিলনেচ্ছার নাম অভিলাষ, পরস্পর সমাগমের উপায়োদ্ভাবনকে চিন্তা, পরস্পরের গুণাদি স্মরণ ও কথন, সজীব বা নির্জীবের প্রতি জ্ঞান না থাকার নাম উন্মাদ, চিত্তের ভ্রম বশতঃ অলক্ষ্যে বাক্যপ্রয়োগকে প্রলাপ, সর্ব্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস, পাণ্ডুতা ও কৃশতাদিগকে ব্যাধি, অঙ্গ ও মনের হীন-চেষ্টতার নাম জড়তা। এই নয় প্রকার কামদশাই বর্ণনীয়। শেষদশায় রসের বিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে বলিয়া তাহা বর্ণনা করিতে নাই। নায়ক নায়িকার অভিলাষ সিদ্ধি যদি সমীপবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে মৃতপ্রায় বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনও মৃত্যু বর্ণনা করিবে না, তাহা হইলে রসভঙ্গ হইবে। *

ঐ পূর্ব্বরাগ আবার নীলী, কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা ভেদে তিন প্রকার। যে স্থলে মনোগত প্রেম অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়াও নাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে নীলী রাগ কহে। যে স্থলে প্রেম অপগত হইয়া শোভা পায়, তাহাকে কুসুম্ভ রাগ এবং যে স্থলে প্রেম অপগত না হইয়া অতিমাত্র শোভিত হয়, তাহাকে মঞ্জিষ্ঠা রাগ কহে।

"নীলীকুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাঃ পূর্ব্বরাগোঽপি চ ত্রিধা।
ন চাতি শোভতে যন্নাপৈতি প্রেমমনোগতং ॥
তন্নীলীরাগমাখ্যাতি যথা শ্রীরামসীতয়োঃ।
কুসুম্ভরাগং তৎ প্রাহুর্যন্নাপৈত্যতিশোভতে ॥"

(সাহিত্যদ০ ৩। ২১৭)

যে স্থলে নায়ক ও নায়িকা এই দুই জনের মধ্যে একজন লোকান্তর গমন করে, পুনর্ব্বার ইহাদের পরস্পর মিলন হইলে যদি নায়ক বা নায়িকার মধ্যে একজন বিমনায়মান হয়, তাহা হইলে করুণবিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার রস হইয়া থাকে।

"যূনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে।
বিমনায়তে যদৈকস্তদা ভবেৎ করুণবিপ্রলম্ভাখ্যঃ ॥"

(সাহিত্যদ০ ৩। ২২৪)

নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়া দর্শন ও স্পর্শনাদি অর্থাৎ চুম্বন-পরিরম্ভণাদি প্রাপ্ত হইলে সম্ভোগ-শৃঙ্গার বলে।

বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় না, যে রূপ বস্ত্রাদি কষায়িত হইলে পুনর্ব্বার তাহাতে রঞ্জন দ্রব্য প্রদান করিলে তাহা বিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গারের পর সম্ভোগ-শৃঙ্গার অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

"দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ।
যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগোঽয়মুদাহৃতঃ ॥
ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ॥"

(সাহিত্যদ০ ৩ পরি০)

হাস্যরসের লক্ষণ যথা—

"বিকৃতাকারবাগ্‌বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেৎ।
হাসো হাস্যস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ ॥"
"বিকৃতাকারবাক্‌চেষ্টং যদালোক্য হসেজ্জনঃ।
তদত্রালম্বনং প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্ ॥
অনুভাবোঽক্ষিসঙ্কোচবদনস্মেরতাদিকঃ।
নিদ্রালস্যাবহিত্থাদ্যা অত্র স্যুর্ব্যভিচারিণঃ ॥"

(সাহিত্যদ০ ৩ পরি০)

বিকৃত আকার, বিকৃত বাক্য, বিকৃত বেশ এবং বিকৃত

---

* "অভিলাষশ্চিন্তা স্মৃতিগুণকথনোদ্বেগসম্প্রলাপাশ্চ।
উন্মাদোঽথ ব্যাধির্জড়তা মৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ ॥
অভিলাষঃ স্পৃহা চিন্তা প্রাপ্ত্যুপায়াদিচিন্তনম্।
উন্মাদশ্চাপরিচ্ছেদশ্চেতনাচেতনেষ্বপি ॥
অলক্ষ্যবাক্ প্রলাপঃ স্যাচ্চেতসো ভ্রমণাদ্ ভৃশম্।
ব্যাধিস্তু দীর্ঘনিশ্বাসঃ পাণ্ডুতা কৃশতাদয়ঃ ॥
জড়তা হীনচেষ্টত্বমঙ্গানাং মনসস্তথা ॥
রসবিচ্ছেদহেতুত্বাৎ মরণং নৈব বর্ণ্যতে।
জাতপ্রায়ন্তু তদ্বাচ্যং চেতসা কাঙ্ক্ষিতং তথা।
বর্ণ্যতেঽপি যদি প্রত্যুজ্জীবনং স্যাদদূরতঃ ॥"
"আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ পুংসঃ পশ্চাত্তদিঙ্গিতৈঃ ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি০)

চেষ্টাদি দ্বারা এই রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই রসের স্থায়িভাব হাস্য এবং দেবতা প্রমথ,শ্বেতবর্ণ। লোকসমূহ বিকৃত-আকার, বিকৃতচেষ্টা ও বিকৃত বাক্যাদি দেখিয়া হাস্য করিলে তাহা ইহার আলম্বন বিভাব, এবং উহাতে চেষ্টা অর্থাৎ বিকৃত-আকার, বিকৃতরূপ ও বিকৃত বেশাদিতে যে চেষ্টা ইহা উদ্দীপন বিভাব, অক্ষিসঙ্কোচ ও বদনস্মেরতাদি অনুভাব, নিদ্রা, আলস্য ও অবহিত্থাদি ইহার ব্যভিচারিভাব। এইরূপে রৌদ্রে ক্রোধ, বীরে উৎসাহ, ভয়ানকে ভয়, বীভৎসে জুগুপ্সা, অদ্ভুতে বিস্ময়, শান্তরসে নির্ব্বেদ ও শম স্থায়িভাব হইয়া থাকে।

[এই সকল রসের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য]

রস (স্ত্রী) ১ বোল। (রাজনি°)

রসক (পুং) রস-সংজ্ঞায়াং কন্। নিক্বাথমাংস। (হেম) (স্ত্রী) ২ স্ফটিকারী, ফট্‌কিরি। ৩ মাংসের রস। ৪ খর্পরীতুত্থক।

"খর্পরীতুত্থকং তুত্থাদন্যত্তৎ রসকং স্মৃতং।
যে গুণাস্তুত্থকে প্রোক্তাস্তে গুণা রসকে স্মৃতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

রসকরা (দেশজ) নারিকেল দ্বারা প্রস্তুত সন্দেশবিশেষ।

রসকর্পূর (স্ত্রী) (Percploride of mercury) স্বনামখ্যাত ধাতু, চলিত রসকাপূর। পারদের শ্বেতভস্মীকরণ। পারদকে শ্বেতভস্ম করিলে রসকর্পূর কহে। বৈদ্যকে ইহার বিষয় এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

পাংশুলবণ ও সৈন্ধবলবণসহ নির্ম্মল পারদ সিদ্ধের আটায় বারংবার মর্দ্দন করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া খটিকা দ্বারা মুখ বন্ধ করিবে, এবং লবণপূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া একদিন কঠিন জ্বাল দিলে কুন্দ বা ইন্দু সদৃশ ধবল ভস্ম হয়। রসমঞ্জরীকার ইহাকে রসকর্পূর এবং চন্দ্রিকাকার ইহার নাম শ্বেতভস্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই রসকর্পূর লবঙ্গের সহিত ৪ রতি সেবন করিলে ঊর্দ্ধবিরেচন হয়। ইহা সেবন করিয়া মুহুর্মুহুঃ জলপান করা বিধেয়। (রসেন্দ্রসারস°)

ভাবপ্রকাশ-মতে ইহার শোধনপ্রণালী—

'পারদকে সংক্ষিপ্ত শোধন করিয়া গেরিমাটী, ইষ্টিকা, খড়ি, ফট্‌কিরি, সৈন্ধবলবণ, উইয়ের মাটী, ক্ষারলবণ ও ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে পারদের সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। পরে উহা বস্ত্রে উত্তমরূপে ছাকিয়া লইয়া এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদকে এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া পরে উহা একটী স্থালীর মধ্যে স্থাপন করিয়া তদুপরি আর একটী স্থালী রাখিতে হইবে, তৎপরে বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা স্থালীদ্বয়ের সন্ধিস্থান রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে আবার ঐরূপ বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা সন্ধিস্থানে লেপ দিবে। এই নিয়মে উত্তমরূপে মুদ্রিত ও শুষ্ক হইলে ঐ স্থালী চুল্লীর উপরি স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া চারিদিন কাল নিরন্তর জ্বাল দিবে। পরে শীতল হইলে স্থালীর মুখ ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিবে যে কর্পূরের ন্যায় নির্ম্মল রস দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই রসকর্পূর অত্যন্ত গুণকারক। দেবকুসুম, চন্দন, কস্তুরী, ও কুঙ্কুম সহযোগে যে ব্যক্তি এই রস সেবন করে, তাহার উপদ্রবের সহিত ফিরঙ্গরোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহাতে অগ্নিদীপ্তি, শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং শত স্ত্রীগমনে সামর্থ্য হইয়া থাকে।' (ভাবপ্র°)

রসকর্ম্মন্ (স্ত্রী) পারদযোগে প্রস্তুত ঔষধাদির প্রণালী।

রসকল্পনা (স্ত্রী) ঔষধপ্রস্তুতকালে পারদকে প্রক্রিয়াবিষয় অনুসারে রূপান্তরানয়ন।

রসকল্যাণিব্রত (স্ত্রী) ব্রতকর্ম্মবিশেষ। ভবিষ্যোত্তর-পুরাণের ২২ অধ্যায়ে এবং মৎস্যপুরাণের ৬২ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

রসকেতু (পুং) রাজপুত্রভেদ।

রসকেশর (স্ত্রী) কর্পূর। (হারাবলী)

রসকেশরী, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা ও বিষ ২ মাষা একত্র দন্তীর কাথে মর্দ্দন করিয়া মাষকলায় পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। শুঁট বা গুড়ের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার অরুচি, আমবাত, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য ও ভক্তদ্বেষ রোগ প্রশমিত হয়।

রসকোমল (স্ত্রী) খনিজ পদার্থবিশেষ।

রসক্রিয়া (স্ত্রী) দ্রব্যের ঘনীভূত সারকরণ। পাকদ্বারা দ্রব্যের সারকরণ, গাত্রোপরি রসৌষধ মর্দ্দন বা স্বেদদান।

রসগন্ধ (স্ত্রী) ১ বোলনামক বণিক্‌দ্রব্য। (রাজনি°) (পুং) ২ গন্ধরস।

"রসগন্ধো গন্ধরসো গান্ধারং মসিবর্দ্ধনং।" (ত্রিকা°)

রসগন্ধক (পুং) রসগন্ধ স্বার্থে-কন্। ১ গন্ধরস। ২ গন্ধক।

রসগর্ভ (স্ত্রী) ১ রসাঞ্জন। (অমর) ২ হিঙ্গুল। (রাজনি°)

রসগ্রাম, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্র°খ°৭।৩৬)

রসগুড়িকা (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দূর একভাগ, বিড়ঙ্গ, মরিচ এবং অভ্র প্রত্যেকে তিন হইবে। বন-পালঙ্গের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে গুহ্যার্শ আরোগ্য এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° অর্শো°)

রসগুগ্‌গুলু, ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—পাতন যন্ত্রে শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০ রতি, শোধিত মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ৪০০ রতি, ঘৃত ১০০ রতি এই সমুদায় একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনের নিয়ম পূর্ব্বোক্ত ভৈরবরসের ন্যায়, অর্থাৎ প্রথম তিন দিবস প্রত্যহ ৩টী করিয়া ও চতুর্থ দিবস হইতে ১টী করিয়া সেবনীয়। ১৪ দিনে সমুদায় ঔষধ নিঃশেষ হইবে। আহারের নিয়ম প্রথম দিবসে পাদাংশ, দ্বিতীয় দিবসে অর্দ্ধেক এবং তৎপরে পাদোন (৸০ আনা) পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য। গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মসূরের ডাইলের যূষ আহার করিতে দিবে। শাকের মধ্যে পুনর্নবা, পলতা, তিক্তপত্রী (কাঁকরোল), গোক্ষুর, পুটপত্রী ও কুলেখাড়া এই সমুদায় ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিতে দিবে। লবণ আহার নিষিদ্ধ, লবণের পরিবর্ত্তে চিনি এবং অন্ত বাঁটনার পরিবর্ত্তে ধনের বাঁটনা ব্যবহার্য্য। অন্যান্য মসলার পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, হিং ও জীরক ব্যবহার করিতে হইবে এবং ইহাতে ভৈরবরসোক্ত সমুদায় নিয়ম প্রতিপাল্য। রসগুগ্‌গুলু সেবন করিলে কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি নানা রোগের ধ্বংস হইয়া দেহের লাবণ্য ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

ইহার ধূম—শুদ্ধ রস, বঙ্গভস্ম, শ্বেত খদির, হরীতকীভস্ম, কোমল কদলীফুল ভস্ম, সুপারিভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা, হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তুঁতে, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ, নাগেশ্বরকাষ্ঠ প্রত্যেক ১ মাষা, এই সমুদায় একত্র ও চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা আমরুলের রস, তুলসীপত্রের রস, পুরাতন গুড় ও ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৬টী গুলি প্রস্তুত করিবে। ইহার ধূম গ্রহণ করিতে হয়। তাহার নিয়ম এই, রোগীর মুখ নাসিকা ও কর্ণ ভিন্ন অপর সমস্ত গাত্র শুক্লবস্ত্রে আবৃত করিয়া এবং তাহার মধ্যে শরা প্রভৃতিতে নির্ধূম অঙ্গারাগ্নি রাখিয়া তাহাতে উল্লিখিত একটী গুলি নিক্ষেপ করিবে, ইহার ধূম সর্ব্বগাত্রে লাগিবে। পীড়ার আধিক্য দৃষ্ট হইলে ২টী অথবা ৪টী পর্য্যন্ত গুলির ধূম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। প্রাতে ও সায়ংকালে এইরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। এই ভাপরা দ্বারা অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া রোগের শান্তি হয়। ভাপরা লওয়া শেষ হইলে উঠিয়াই ঘর্ম্ম সকল শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত। তিন দিবস এইরূপ করিলেই রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু এক মাস সুপথ্য সেবন করিয়া অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। শাক, অম্ল, দধি, গুড়, অন্ন ও পায়স প্রভৃতি দ্রব্য ইহাতে কুপথ্য। । ৩ দিবসের পর উষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। এই ক্রিয়া দ্বারা কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যর০ উপদংশাধি০)

ইহার প্রলেপ—মরিচাধরা লোহার পাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা বিষতিন্দুক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে; পরে যথাক্রমে সিজমূল, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, পারদ একত্র ঘর্ষণ করিয়া লিঙ্গে প্রলেপ দিবে, ঐ প্রলেপ শুকাইলে পুনর্ব্বার তদুপরে লেপন করিবে। কখন প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে না। এইরূপ উপর্য্যুপরি ঔষধ লেপন করিলে রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়।

রসগ্রহ (ত্রি) ১ মর্ম্মগ্রহ। প্রকৃত স্বাদু অনুভব। (স্ত্রী) ২ জিহ্বা।

রসগ্রাহক (ত্রি) রসাস্বাদগ্রহণশক্তিসম্পন্ন।

রসগোল্লা (দেশজ) মিষ্টান্নবিশেষ। ছানার পিণ্ড রসে পাক করিলে এই খাদ্য প্রস্তুত হয়।

রসঘন (ত্রি) পর্য্যাপ্ত রসবিশিষ্ট।

রসঘ্ন (পুং) রসং রসস্য দোষাবহশক্তিং হন্তীতি হন-টক্‌। টঙ্কণ। (রাজনি০)।

রসচন্দ্রিকাবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ভাঙ্গের বীজ, ধুস্তূরবীজ, কণ্টকারী, হিজল ও বৃদ্ধদারকবীজ, পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিতে হইবে, পরে ইহা কলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার অনুপান জল। প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে শিরোরোগ, আমবাত, মন্যাস্তম্ভ ও গলগ্রহ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারস০ শিরোরোগাধি০)

রসজ (পুং) রসাজ্জাতঃ জন-ড। ১ গুড়। (রাজনি০) ২ মদ্যকীট। (হেম) ৩ রক্ত। (সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ১৪ অ০) (ত্রি) ৪ রসজাত।

"রসজং পুরুষং বিদ্যাদ্রসং রসেৎ প্রযত্নতঃ।
অন্নাৎ পানাচ্চ মতিমানাচারাচ্চাপ্যতন্দ্রিতঃ॥"

রসজ্ঞ (ত্রি) রসং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ রসবেত্তা।

"যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং
স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ।" (রঘু ২।৩৬)

স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ২ রসনা। (অমর) ৩ গঙ্গা।

(কাশীখ০ ২৯।১৪৬)

রসজ্ঞতা (স্ত্রী) রসজ্ঞস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। রসজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম, রসবেতৃত্ব, রসগ্রহের ক্ষমতা।

"মালবস্ত্রীবিলাসানাং যাতামোহত্র রসজ্ঞতাং।" (কথাসরিৎসা০)

রসজ্ঞান (ক্লী) রসস্য জ্ঞানং। রসবোধ।

রসজ্যেষ্ঠ (পুং) রসেষু জ্যেষ্ঠঃ। ১ মধুররস। ২ শৃঙ্গাররস।

রসড়া, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩৯০॥০ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর। অক্ষা০ ২৫°৫১′২০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৩°৫৩′৫৫″ পূঃ। এখানে একটী বিস্তৃত হাট আছে। গাজিপুর, বালিয়া, নাগরা, বক্সার প্রভৃতি নগরের সহিত বর্ষায় সরযূ বক্ষে এবং অপর ঋতুতে রাজপথে এখানকার অপ্রতিহত বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

রসতন্মাত্র (ক্লী) সূক্ষ্মভূতবিশেষ। পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে চতুর্থ তন্মাত্র। [তন্মাত্র শব্দ দেখ]

রসতম (পুং) উৎকৃষ্ট রস। সার রস। (শতপথব্রা০ ৯।১।২।৩৬)

রসতা, রসত্ব (স্ত্রী) রসস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। রসের ভাব বা ধর্ম্ম, রসরূপত্ব।

"বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।

রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্॥" (সাহিত্যদ০ ৩।৩৩)

রসতালেশ্বর (পুং) কুষ্ঠরোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কুঁচ, শঙ্খ, করঞ্জ, হরিদ্রা, ভেলা, অগ্নিশিখা, ঘৃতকুমারী, আকন্দদুগ্ধ, পুনর্নবা, গন্ধক, পারদ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোমূত্রে পাক করিবে। দোষের বলাবল অনুসারে ইহার মাত্রা স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ মধু অনুপানের সহিত সেবন করিলে কণ্ডূ, বিচর্চ্চিকা ও কুষ্ঠ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস০ কুষ্ঠরোগাধি০)

রসতেজস্ (ক্লী) রসাৎ রসরূপং বা তেজো যস্য। ১ রক্ত।

রসদ (ত্রি) ১ রসদানকারী। (পুং) ২ চিকিৎসক। (দেশজ) ৩ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগের ব্যবহারোপযোগী আহার্য্য ও গোলাবারুদ প্রভৃতি অস্ত্রাদি।

রসদা (স্ত্রী) শ্বেতনির্গুণ্ডী, শ্বেতনিসিন্দা। (বৈদ্যকনি০)

রসদালিকা (স্ত্রী) রসং দালয়তি ইতি দল-ণিচ্-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বং। পুণ্ড্রকেক্ষু, পুঁড়া আক্। (রাজনি০)

রসদ্রাবিন্ (পুং) রসং দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্-ণিনি। ১ মধুরজম্বীর। (রাজনি০)

রসধাতু (পুং) রসাত্মকো ধাতুঃ। ১ পারদ।

"রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।

ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্র০)

২ শরীরস্থ সপ্তধাতুর মধ্যে দ্বিতীয় ধাতু।

রসধেনু (স্ত্রী) রসকল্পিতা ধেনুঃ। দানার্থ ইক্ষুরস-নির্ম্মিত ধেনু। ইক্ষুরসের ধেনু কল্পনা করিয়া দান করিতে হয়।

"রসধেনুং মহারাজ! কথয়ামি সমাসতঃ।

অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে কৃষ্ণাজিনকুশাস্তরে॥"

(বরাহপু০ শ্বেতোপাখ্যানে রসধেনুমা০)

বরাহপুরাণ ও হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই দানের বিষয় ও বিধান অভিহিত হইয়াছে, যিনি যথাবিধানে এই দান করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

রসন (ক্লী) রস-ভাবে ল্যুট্। ১ স্বাদন। ২ ধ্বনি। (মেদিনী) রস্যতে রসয়ত্যনেন বা রস-করণে ল্যুট্। ৩ জিহ্বা।

"নিত্যত্বাদি প্রথমবৎ কিন্তু দেহমযোনিজম্।

ইন্দ্রিয়ং রসনং সিন্ধুহিমাদ্রিকিবয়ো মতঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

রসনা (স্ত্রী) রস-যুচ্-টাপ্ চ। ১ জিহ্বা। (অমর) ন্যায়মতে রসত্বাদি সহিত রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রস।

"রসস্তু রসনাগ্রাহ্যো মধুরাদিরনেকধা।

সহকারী রসজ্ঞায়া নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ॥

ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ।

তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতেঃ॥"(ভাষাপরিঃ)

২ রাস্না। ৩ গন্ধভদ্রা। (শব্দচ০) ৪ কাঞ্চী, চন্দ্রহার।

"কস্যাশ্চিদাসীদ্রসনা তদানীং

অঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা॥" (রঘু ৭.১০)

৫ রজ্জু। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ০)

রসনাথ (পুং) রসানাং নাথঃ। পারদ। (রাজনি০)

রসনাপদ (ক্লী) রসনায়াঃ পদং স্থানং। নিতম্বদেশ। (রাজনি০)

রসনাভ (ক্লী) রসাঞ্জন। (রাজনি০)

রসনায়ক (পুং) রসানাং নায়কঃ নেতা রসায়নবিদ্যাবিষ্কারকত্বাদস্য তথাত্বং। ১ শিব। ২ পারদ। (শব্দরত্না০)

রসনারদ (পুং) রসনাই যাহাদের দন্ত। পক্ষী।

রসনালিহ্ (পুং) রসনয়া লেঢ়ীতি লিহ্-ক্বিপ্। ১ কুক্কুর। (হেম) (ত্রি) ২ রসনা দ্বারা লেহনকারী।

রসনিগড় (পুং) রসনিয়ামক শৃঙ্খলরূপ ঔষধ, আকন্দ, সীজদুগ্ধ, পলাশবীজ, গুগ্‌গুলু এবং দ্বিগুণ সৈন্ধবলবণের সহিত পারদ মর্দ্দন করিলে তাহাকে রসনিগড় কহে। (রসেন্দ্রসারস০)

রসনিবৃত্তি (স্ত্রী) আস্বাদনশক্তিহীনতা।

রসনীয় (ত্রি) আস্বাদনযোগ্য। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

রসনেত্রিকা (স্ত্রী) রসো নেত্রমিব তদস্যাস্যা ইতি রসনেত্র-ঠন্। মনঃশিলা (Red Arsenic) (হেম)

রসনেষ্ট (পুং) রসনায়াঃ ইষ্টঃ। ইক্ষু। (পর্য্যায়মু০)

রসনেন্দ্রিয় (ক্লী) জিহ্বা।

রসপর্পটী (স্ত্রী) গ্রহণী অধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ সেবন করিয়া যাহার রোগ নিরাকৃত না হয়, তাহার ব্যাধি অসাধ্য। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—

এই পর্পটীক্রিয়ার প্রথমে পারদের মলদোষ, বহ্নিদোষও বিষদোষ নিবারণ করা বিধেয়। নিম্নোক্ত প্রণালীমতে এই

দোষ নিবারণ করিতে হয়। প্রথমে ৮ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হয়, ইহাতে পারদের মলদোষ, এইরূপ ত্রিফলাচূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বহ্নিদোষ এবং চিতাপাতার রসে মূর্চ্ছনে বিষদোষ নষ্ট হয়। পরে যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র, আর্দ্রক ও কাকমাচীপত্রের রসে নিমগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন দ্বারা ঐ রস সকল শুষ্ক করিতে হইবে। এইরূপ পারদ গ্রহণ করিয়া গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ তাহাই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ৮ তোলা গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া নির্ধূম কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজ রসে নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপমাত্র গন্ধক কঠিন হইয়া যাইবে। পরে গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কেতকীপুষ্পের রজোসদৃশ করিতে হইবে।

এইরূপ শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক তুল্য পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চন্দ্র অর্থাৎ পারদ অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ মর্দ্দন করিতে হইবে। চূর্ণ সকল কজ্জল সদৃশ হইলে লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া নিধূম কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া তৈলবৎ করিতে হইবে। পরে গোময়রাশির উপর একখানি কাঁচ কলাপাত পাতিয়া এবং অপর এক খানি কলাপাতের মধ্যে কিঞ্চিৎ গোময় পুরিয়া পুটলি করিবে। পরে দ্রবীভূত কজ্জলী উক্ত কদলীপত্রে ঢালিয়া প্রস্তুত পুটুলি দ্বারা চাপিতে হইবে। ইহাতে চটী প্রস্তুত হইবে। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ কঠিন হইয়া লৌহপাত্রে লাগিয়া থাকিবে, তাহা লইবে না। এই পর্পটী ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকা সদৃশ হইলে সুপ্রস্তুত হইল বুঝিতে হইবে। ইহা প্রস্তুত বা সেবন করিবার উত্তম দিন দেখিয়া করিতে হয়। প্রস্তুতপূজার পদ্ধতিও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।*

বাতোদররোগে ২ রতি জীরক ও ১ রতি হিঙ্গুর সহিত সেবনীয়। পর্পটী ভক্ষণের পর শীঘ্র জলপান বিধেয় নহে। প্রথম দিনে এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ এক রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পরিমাণ করিতে হইবে। ইহার অধিক আর মাত্রা বৃদ্ধি করিতে নাই। ২১ দিন কালমাত্র এই ঔষধ সেবনের নিয়ম।

এই ঔষধ ব্যবহারকালে, বায়ু ও রৌদ্রসেবন, ক্রোধ, অধিক চিন্তা, আহার সময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান, অধিক বাক্যকথন বর্জ্জনীয়। ঘৃত, সৈন্ধব এবং জীরা ও ধনের বাট্‌নার দ্বারা ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, বাস্তূকশাক, কীটাদি কর্ত্তৃক অভক্ষিত মুদ্গ, পটোল, সুপারি, আদা, কাকমাচীশাক, লাবাদি পক্ষীর মাংস, মদ্গুর, রোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, জলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এই সমুদয় আহার করা কর্ত্তব্য। রম্ভাফল, নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণান্ন, বরাহাদি ও জলচর প্রভৃতি পক্ষীর মাংস, অম্লদ্রব্য, দধি, শাক প্রভৃতি নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিতে নাই। গুড়, চিনি ও ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণীয়, ক্ষুধা উপস্থিত হইবামাত্রই আহার করা আবশ্যক। যদি অর্দ্ধরাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ আহার করিবে। কদাচিৎ ভোজন সময়ের ব্যতিক্রম হেতু ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে ডাবের জল ও দুগ্ধ পান করিতে হয়। ক্ষুধা হইয়াছে কি না, বিশেষরূপে বোধ না হইলে গাত্র ঝিন্ ঝিন্ প্রভৃতি দ্বারা তাহা বুঝিয়া আহার করা বিধেয়। স্বপ্নবিকৃতি জন্য শুক্রক্ষরণ হইলে দুগ্ধ পান করিতে হয়। রোগী উল্লিখিতরূপ আচরণ করিলে বা বিহিত বিষয় আচরণ না করিলে বিষমবিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ এই প্রকারে সেবনে গ্রহণী, অর্শ, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, জলোদর ও অগ্নিমান্দ্যাদি নানাবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না৽ গ্রহণীরোগাধি৽)

রসপাকজ (পুং) রসপাকাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ গুড়। (রাজনি৽) ২ শর্করা।

রসপাচক (পুং) পাচক, রন্ধনকারী।

রসপুষ্প (ক্লী) গন্ধক, পারদ ও লবণযোগে প্রস্তুত ঔষধভেদ।

রসপূর্ত্তিকা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মতী। চলিত লতাফট্‌কী।

রসপ্রয়োগ (ক্লী) রসৌষধ-সেবনের ব্যবস্থা।

রসপ্রবন্ধ (পুং) ১ নাটক। ২ কবিতা।

রসফল (পুং) রসো জলং ফলে যস্য, রসযুক্তং ফলমস্যেতি বা শাকপার্থিববৎ মধ্যপদলোপিসমাসঃ। ১ নারিকেল বৃক্ষ। (শব্দরত্না৽) ২ আমলকী বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি৽)

রসবন্ধকর (পুং) সোমলতা। (বৈদ্যকনি৽)

রসবন্ধন (ক্লী) দেহমধ্যস্থ নাড়ীর অংশবিশেষ।

রসভব (ক্লী) রসাৎ রসে বা ভবতীতি ভূ-অচ। রক্ত। (রাজনি৽)

---

* "প্রত্যবায়বিনাশার্থং ক্ষেত্রপালবলিং ন্যসেৎ।
কৃতমঙ্গলকঃ প্রাতর্যোগিনীনামতঃ পরম্। ভক্ষণপূর্ব্ববলিদানমন্ত্রঃ—
ওঁ ক্ষ ক্ষে ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ক্ষেত্রপালস্য সামান্যবলিমন্ত্রঃ—
ওঁ হ্রীঁ হ্রেং দিব্যাভ্যো যোগিনীভ্যো মাতৃভ্যঃ ক্ষেত্রীভ্যো ভূতেভ্যঃ শালিকীভ্যঃ নমো নমঃ, হ্রীং সামান্যযোগিনীনাং বলিঃ। ওঁ গন্ধকমহাকালায় স্বাহা। হুঁ ব্রহ্মকোষিণি রক্ষ রক্ষ স্বাহা।" (ভৈষজ্যরত্না৽ গ্রহণীরোগাধি৽)

রসভস্ম (ক্লী) রসস্য ভস্ম। পারদভস্ম, পারা ভস্ম।

রসভাব (পুং) রসস্য ভাবঃ। রসধর্ম্ম, স্নিগ্ধতাদি।

রসভেদিন্ (ত্রি) রসনির্গমনকারী, যে সকল পক্কফল ফাটিয়া রস বহির্গত হয়।

রসভেদ (পুং) ১ পারদ দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার ঔষধ। ২ সংগীত ও নাটকাদিবর্ণিত রসসমূহের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করা। ৩ রসাস্বাদ।

রসভোজন (ত্রি) তরল দ্রব্যপান। (ক্লী) ব্রাহ্মণদিগকে কেবল আম্র ভোজন করাইবার জন্য উৎসব বিশেষের নাম।

রসমণ্ডুর (ক্লী) শূলরোগে ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, শুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ ২ পল, বিশুদ্ধ মণ্ডুরচূর্ণ ২ পল, ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের, কেশুরিয়া রস ৪ সের, (কাহারও কাহারও মতে এই রস দুইসের করিয়া চারি সের) এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহদণ্ডে মর্দ্দন করিতে হইবে, পরে উহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৩ মাত্রা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। ইহা সেবনে শূল ও অম্লপিত্তাদিরোগ বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

রসময় (ত্রি) রসস্বরূপে ময়ট্। রসস্বরূপ।

"আধত্তান্তো রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ।"(ভাগ° ৩৷৫৷৩৪)

রসময় দাস, জনৈক বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। নীলাচলের গোপীবল্লভপুরে গোপবংশে রসময় জন্মগ্রহণ করেন। রসময় শ্যামানন্দের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। রসময় বঙ্গভাষায় কয়েকটী পদ রচনা করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন। রসময়ের পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ নামক পুত্র একজন কবি ছিলেন, রসিকমঙ্গল গ্রন্থ তৎকর্ত্তৃকই (দুই বৎসর পরিশ্রমের পর) রচিত হয়। এই গ্রন্থখানি অতি প্রামাণ্য, কেন না সমসাময়িক অনুসঙ্গী শিষ্য কর্ত্তৃক হইয়া রচিত হয়। গ্রন্থকর্ত্তা বলেন—

"নয়নে দেখিলুঁ তাঁর যত গুণ লীলা।
বাল্য হৈতে তার সঙ্গে যত কৈল খেলা॥
সংক্ষেপে রচিল কিছু স্বভাব বর্ণন।
রসিকমঙ্গল গুণ সর্ব্ব কার্য্যজন॥

রসময় দাস, গীতগোবিন্দের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদক। ইনি পূজারী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

রসময়ী দাসী, একজন প্রবীণা স্ত্রীকবি। পদকল্পতরুতে ইহার একটী পদ আছে। অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থেও ইহার পদ পাওয়া যায়।

রসমর্দ্দন (ক্লী) রসস্য পারদধাতোর্মর্দ্দনং। পারদপেষণ, পারদের চূর্ণীকরণ, বা মারণ। [পারদ শব্দ দেখ।]

রসমল (ক্লী) শারীরিক রসের মল। বিষ্ঠা, মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতি।

রসমাণিক্য (ক্লী) কুষ্ঠরোগে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী— বংশপত্র, হরিতাল, কুমড়ার জলে ও অম্লদধিতে যথাক্রমে তিনবার বা সাতবার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া তণ্ডুলাকৃতি করিবে, পরে শরাবক যন্ত্রে স্থাপন করিয়া কুলপত্রের কাথে লেপ দিবে এবং নিম্নে একটী পাত্র স্থাপন করিবে, যে পর্য্যন্ত নিম্নস্থ পাত্র লালবর্ণ না হয়, ততক্ষণ প্রবল অগ্নির জ্বাল দিতে হইবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে হরিতাল মাণিক্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট হইবে। এই ঔষধ ঘৃত ও মধু দিয়া মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠাদি নানারোগে উপকার হইয়া থাকে।

(ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠরোগাধি°)

রসমাতৃকা (স্ত্রী) জিহ্বা।

রসমারকদ্রব্য (ক্লী) পারদমারক দ্রব্য, যাহা দ্বারা পারদের মারণ হয়। রসমারকদ্রব্য যথা—মুতা, বচ, চিতা, গোক্ষুর, তিতলাউ, দন্তী, জাতীপুষ্প, রাস্না, শরপুঙ্খ, ঘৃতকুমারী, চণ্ডালিনী, ওল, কুঁচিলা, হারমুচ, লজ্জালু, ঘোষা, লাক্ষা, দন্তোৎপল, বালা, পিপুল, নিসিন্দা, বড় এলাচি, বিষলাঙ্গুলিয়া, শাল, আকন্দ, সোমরাজ, রবিভক্তা, কাকমাচী, শ্বেত আকন্দ, অপরাজিতা, বায়সতুণ্ডী, সিজ, বেড়েলা, শুষ্ঠি, বরাহক্রান্তা, হাতিশুঁড়া, কদলী, কাঁচাতেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, শ্বেতপুনর্নবা, ধুস্তুর, কাকজঙ্ঘা, শতমূলী, ক্ষীরিশা, পরগাছা, তিল, ভেকপর্ণীক, দূর্ব্বা, মূর্ব্বা, হরীতকী, তুলসী, ইন্দুরকানী, কাঁকুড়, বনবর্গলতা, তালমূলী, হিঙ্গ, গুড়ুচি, সজিনা, জলপিপ্পলী, ভৃঙ্গরাজ, সৈন্ধবলবণ, প্রসারিণী, সোমলতা, শ্বেতসর্ষপ, অসন, হংসপদী, ব্যাঘ্রপদী, পলাশ, তেলা, ইন্দ্রবারুণী, এই সকল দ্রব্য, অর্দ্ধেক বা অষ্টাদশ দ্রব্যের অধিক দ্রব্য রসমারণ ও মূর্চ্ছন প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিতে হয়। এই জন্য এই সকল দ্রব্যকে রসমারক দ্রব্য কহে। (রসেন্দ্রসারস°)

রসমারণ (ক্লী) রসস্য পারদস্য মারণং। পারদের মারণ, মারক দ্রব্য দ্বারা পারদশোধন। [পারদ দেখ।]

রসমাত্র (ক্লী) ১ রসতন্মাত্র। (ভাগ° ৩৷২৬৷৪১) ২ রসস্বরূপ।

রসমুয়াড়ী, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী হাব নদীর মোহানাস্থিত একটী অন্তরীপ। কেপ মঞ্জ নামে খ্যাত। অক্ষা° ২৪°৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬°৪৫´ পূঃ। এইস্থান জেবেলপাব্ পর্ব্বতের একটী অংশ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে

প্রায় ১৩ শত ফিট্ উচ্চ। সমুদ্রের গভীরতা অল্প হওয়ায় এই স্থলে বন্দরের উপযোগী হয় নাই।

রসমূর্চ্ছন (ক্লী) রসস্য পারদস্য মূর্চ্ছনং। পারদের মূর্চ্ছাকরণ। [পারদ দেখ।]

রসমূলা (স্ত্রী) প্রাকৃত ছন্দোভেদ।

রসমৈত্রী (স্ত্রী) মধুরাম্ল, লবণাম্ল, কটুতিক্ত, কটু লবণ ও তিক্তলবণ এই সকলকে রসমৈত্রী কহে।

রসযতি (স্ত্রী) আস্বাদন।

রসয়িতব্য (ত্রি) আস্বাদনযোগ্য। সুমিষ্ট।

রসয়িতৃ (ত্রি) আস্বাদগ্রহণকারী।

রসযোগ (পুং) আয়ুর্ব্বেদোক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিশ্রিত ঔষধ প্রকারভেদ।

রসরঞ্জন (ক্লী) রসস্য রঞ্জনং। পারদের রক্ততা-উৎপাদন।

রসরহস্য (ক্লী) পারদ-মারণ জারণাদির কৌশল।

রসরাজ, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গন্ধক দ্বারা জারিত তাম্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও পারা ৪ মাষা একত্র ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে শীতলাবস্থাপ্রাপ্ত ঔষধ উঠাইয়া ২ রতি মাত্রা বটী মধু অনুপানে সেবন করাইবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্মরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর০ প্লীহা০)

রসরাজ (পুং) রসানাং ধাতূনাং রাজা (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা। ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। ১ পারদ। ২ রসাঞ্জন। (রাজনি০) ৩ রসিকচূড়ামণি।

রসরাজরস (পুং) বাতব্যাধিরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রসসিন্দূর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত লৌহ, রূপা, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জৈত্রী, ক্ষীরকাকলী প্রত্যেকে ।০ তোলাপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অনুপান দুগ্ধ ও চিনির জল। এই ঔষধসেবনে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, অপতন্ত্রক ও ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না০ বাতব্যাধিরোগাধি০)

রসরাজেন্দ্র (পুং) সন্নিপাতজ্বরাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রস ১ পল, তাম্র ১ পল, অভ্র ১ পল, সীসা ১ পল, বঙ্গ ১ পল, গন্ধক ১ পল, হরিতাল ১ পল, বিষ ১ পল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে রোহিতমৎস্য, শূকর, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ ইহাদের পিত্তের সহিত একে একে মর্দ্দন করিয়া ত্রিকটুর কাথে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহাতে আটগুণ পরিমাণ জল দিয়া ত্রিকটুর কাথে সিদ্ধ করিতে হইবে, সিদ্ধ করিতে করিতে যখন আটভাগের একভাগ থাকিবে, তখন ইহা নামাইতে হইবে। তৎপরে আবার ত্রিকটু কাথে মর্দ্দন করিয়া একশত-বার আদার রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অনুপান তুলসীপত্রের রস। এই ঔষধ সেবন করাইবার পর মস্তকে বারিধারাপ্রবাহের ন্যায় জল দিতে হইবে, এবং দাহ উপস্থিত হইলে চিনির জল, দধি ও অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর নিবৃত্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না০ জ্বররোগাধি০)

রসলেহ (পুং) রসান্ অপরান্ ধাতূন্ লেঢ়ীতি। লিহ-পচাদ্যচ্। ১ পারদ। (রাজনি০)

রসবৎ (ত্রি) রসো বিদ্যতেঽস্য। (রসাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৫) ইতি মতুপ্, মস্য ব। রসবিশিষ্ট, রসযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। রসবতী—মহানস, উনান। "তস্য চ বহ্নিসামান্যবিশেষস্য স্বলক্ষণো বহ্নিবিশেষো দৃষ্টো রসবত্যাং"(সাংখ্যতত্ত্বকৌ০ ৫কা০)

রসবত্তা (স্ত্রী) রসবতো ভাবঃ তল্ টাপ্। ১ রসবিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ রস। ৩ সৌন্দর্য্য। ৪ মিষ্টতা। ৫ রসযুক্তের ভাব।

রসবর্জ্জ (পুং) আস্বাদনেচ্ছা-ত্যাগ।

রসবর্ণক (পুং) দাড়িমপুষ্পাদি দ্রব্যগণ।

"দাড়িমং কিংশুকং লাক্ষা বন্ধূকঞ্চ নিশাদ্বয়ম্।
কুসুম্ভপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা ইত্যষ্টৌ রসবর্ণকাঃ॥" (রাজনি০)

দাড়িমপুষ্প, কিংশুকপুষ্প, লাক্ষা, বন্ধূকপুষ্প, হরিদ্রা ও কুসুম্ভপুষ্প এবং মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য রসবর্ণক নামে খ্যাত।

রসবহ (ত্রি) রসবাহিস্রোতঃ। (সুশ্রুত)

রসবহস্রোতস্ (ক্লী) যে সকল ধমনী রস বহন করিয়া লইয়া যায়। (চরক বি০ ৫ অ০)

রসবাস, ভূপালরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

রসবিক্রয় (পুং) মদ্যবিক্রয়।

রসবিক্রয়িন্ (পুং) মদ্যবিক্রয়কারী। রস বা সরাপ যাহারা বিক্রয় করে।

রসবিদ্ (ত্রি) রসজ্ঞ।

রসবিশেষ (পুং) উৎকৃষ্ট রস।

রসবিরোধ (পুং) রসস্য বিরোধঃ। রসের বিরোধ। [রস শব্দ দেখ] ২ তিক্ত মধুর, লবণমধুর, ও কটুমধুর। (সুশ্রুত উত্তরত০)

রসবীর্য্যকৃৎ (পুং) সোমলতা। (বৈদ্যকনি০)

রসবেশ্ম, চট্টলের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান।

রসবেধক (ক্লী) স্বর্ণ। (বৈদ্যকনি০)

রসশার্দ্দূল (পুং) সূতিকারোগে ঔষধবিশেষ, এই ঔষধ রসশার্দ্দূল, মহারসশার্দ্দূল ও বৃহৎরসশার্দ্দূলভেদে তিন

প্রকার। প্রস্তুতপ্রণালী—অভ্র, তাম্র, লৌহ, মনঃশিলা, পারা, গন্ধক, সোহাগা, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে এক তোলা; মরিচচূর্ণ ৪ তোলা; সীমা, বাসক ও পাণ প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে সূতিকা জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি স্ত্রীরোগ আশু প্রশমিত হয়। মহারসশার্দ্দূল—ইহার প্রস্তুতবিধি—অভ্র, তাম্র, স্বর্ণ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ৮ তোলা; দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, জৈত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালিশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা, পাণ ও সীমার রসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়া ইহাতে মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ ও অনুপান রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে বিবিধ সূতিকারোগ, জ্বর, দাহ, বমি, ভ্রম, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি প্রভৃতি গর্ভিণীরোগ নিরাকৃত হয়।

বৃহৎরসশার্দ্দূল—ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ কজ্জলী করিয়া অষ্টধাতু প্রত্যেকে একভাগ মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মীশাক, জয়ন্তী, নিসিন্দা, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, নালুকা, অপরাজিতা, আকন্দ, কৃষ্ণধুতুরা, দুরালভা, বাসক, কাকমাচী প্রত্যেক দ্রব্যের স্বরসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়া তিন চারি রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অনুপান উষ্ণ জল। এই ঔষধ সেবনে সূতিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয়। (রসেন্দ্রসারস° সূতিকারোগাধি°)

রসশাস্ত্র (ক্লী) রসায়নশাস্ত্র।

রসশেখর (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ২ রতি, অহিফেন ১২ রতি এই দুই দ্রব্য লৌহপাত্রে নিম্বদণ্ড দ্বারা তুলসীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত ২রতি হিঙ্গুল মিশ্রিত করিবে, পরে পুনরায় তুলসীর রসে মাড়িবে, পশ্চাৎ জৈত্রী, জায়ফল, খোরাসানী যমানী ও আকরকরা প্রত্যেকে ৩২ রতি ও এই সকলের দ্বিগুণ খদির উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া তুলসীর রসে মাড়িয়া চণক (ছোলা) প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ সায়ংকালে দুইটী করিয়া প্রযোজ্য। ইহাতে উপদংশ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

রসশেষ (পুং) ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে যাহা রসরূপে পরিণত হয়।

রসশেষাজীর্ণ (ক্লী) রসশেষ জন্য অজীর্ণরোগভেদ।

রসশোণিতসম্ভব (ক্লী) মাংস ধাতু। (বৈদ্যকনি°)

রসশোধন (ক্লী) রসঃ শোধ্যতেঽনেনেতি শুধ-ণিচ্, ল্যুট্ বা রসং পারদং শোধয়ত্যনেনেতি বা। ১ টঙ্কণ। (হেম) রসস্য শোধনং। ২ পারদশুদ্ধি, পারা শোধন। [পারদ শব্দ দেখ]

রসসংরক্ষণ (ক্লী) রসস্য সংরক্ষণং। রসের শোধন, মূর্চ্ছন, বন্ধন ও মারণরূপ কর্ম্মচতুষ্টয়। (রসেন্দ্রসারস°)

রসসম্ভব (ক্লী) সম্ভবত্যস্মাৎ, রসস্য সম্ভবঃ। রক্ত। (বৈদ্যকনি°)

রসসাম্য, শারীরিক রসের ন্যূনাধিক্য-নির্ণয়। চিকিৎসক রোগনাশক ঔষধ ও পথ্যাদি বিধান করিবার পূর্ব্বে রোগীর অবস্থা ও রোগের বলাবল এবং শরীরে রসসঞ্চারের তারতম্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষেত্রবিশেষে যথোপযুক্ত ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবেন। কতকগুলি পরীক্ষা দ্বারা চিকিৎসক অনায়াসেই প্রকৃত রোগ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

মুখ হইতে লালানিঃসরণ, হৃল্লাস, বক্ষোদেশের অশুদ্ধি, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, মুখবৈরস্য, গাত্রভার, ক্ষুধানাশ, অধিক পরিমাণে মূত্রনিঃসরণ, স্তব্ধতা ও প্রবল জ্বর প্রকাশ পাইলে, তাহাকে আমজ্বর বলিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেনা। কারণ আমাবস্থায় ঔষধ সেবন করাইলে জ্বর আরও প্রবল হইয়া থাকে।

জ্বর মন্দীভূত হইলে শরীরের ভার লাঘব হইয়া আইসে এবং বায়ু প্রভৃতি স্ব স্ব পথে সঞ্চালিত হইলে ও মলমূত্রাদির প্রকৃতরূপ নির্গমন ঘটিলে রসের পরিপাক হইয়াছে জানিয়া ঔষধাদি ব্যবস্থা করা উচিত।

সপ্তাহের পর যদি রসের পরিপাক না হয় এবং রীতিমত মলমূত্রাদি নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে রসের সাম্য জন্য পাচন ব্যবস্থা করিবে। আর যদি মলমূত্রাদির প্রবর্ত্তক রসের পরিপাক হইয়া থাকে, তাহা হইলে দোষোপশমনক ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে। মলমূত্রাদির নিঃসরণ ও রসের পরিপাক না হইলে কদাচ জ্বরঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে না।

জলপানান্তে, উপবাসের পরদিন, ক্ষীণাবস্থায় অজীর্ণসত্ত্বে, আহার করিয়া এবং পিপাসার সময় সংশোধক অথবা অন্যবিধ ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। অন্নহীন ঔষধ অধিক বীর্য্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা শীঘ্রই রোগনাশের সম্ভাবনা; কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও মৃদুপ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা প্রশস্ত নহে। কারণ তাহাতে ইহাদের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই বলক্ষয় হইয়া থাকে।

ঔষধ জীর্ণ হইলে বায়ু অনুলোম হয় এবং স্বাস্থ্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রসন্নচিত্ততা, দেহের লঘুতা, ইন্দ্রিয়সমূহের নির্ম্মলতা ও উদ্গারশুদ্ধি হইয়া থাকে। ঔষধ সম্যক্‌রূপে জীর্ণ হইতেই ভোজন করিলে অথবা ভুক্তদ্রব্যের সম্যক্ পরিপাকের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিলে পীড়ার শান্তি হয় না, বরং অন্যান্য রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপে ঔষধের পরিপাক না হইয়া যদি কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ক্লান্তি, দাহ,

শরীরের অবসন্নতা, বমনেচ্ছা, শিরঃপীড়া, অসুখবোধ ও বলক্ষয়াদির লক্ষণ প্রকাশ পায়। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিলে, সেই সেবিত ঔষধ শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ঐ ঔষধ ভুক্তদ্রব্য দ্বারা আবৃত থাকাতে মুহুর্মুহু মুখ দিয়া নির্গত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা কোনমতে বলহানি করিতে সমর্থ হয় না। বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু ও সুকুমারী রমণীগণের পক্ষে রসের সমতাসম্পাদনার্থ এইরূপ ব্যবস্থাই প্রশস্ত এবং দোষ, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোষ্ঠশুদ্ধি বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা নির্ণয় করিয়া দিলে উপকার দর্শে।

সকলপ্রকার জ্বরেই কফপিত্তবায়ু ও আমদোষের নাশের জন্য ধন্যা ও পটোলপত্রের কাথ সেবন করান যায়। বাতিক জ্বরে, পিত্তজ্বরে, কফজ্বরে, বাতপৈত্তিকজ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ও বাতশ্লেষ্মজ্বরে রসের প্রকোপপ্রশমনার্থ কষায়াদি পানের ব্যবস্থা আছে। (ভৈষজ্যর° জ্বরা°)

রসসিন্দূর (ক্লী) রসজাতং সিন্দূরং। রস-গন্ধকের সিন্দূরীকরণ। ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—পারা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, যথাবিধি কজ্জলী করিয়া বটাঙ্কুরের কাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া বোতলে পুরিয়া বস্ত্র ও মৃত্তিকার লেপ দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়িতে বসাইয়া চারি প্রহর কাল জ্বাল দিলে তরুণারুণসন্নিভ রসসিন্দূর উৎপন্ন হয়। অনুপানবিশেষে সেবনে ইহাতে বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

অন্য প্রকার—পারদ, গন্ধক, নিসাদল, ঝুল ও স্ফটিক প্রত্যেকে সমভাগে কাগ্‌জী লেবুর রসে একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া বোতলে পুরিয়া পাষাণ-খটিকা দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিয়া সন্ধিস্থানে লেপ এবং মৃত্তিকাবস্ত্রে বোতলে লেপ দিয়া সচ্ছিদ্র মৃৎপাত্রে রাখিয়া হাঁড়ীর গলা পর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ করিয়া অগ্নির মৃদু, মধ্য ও খরসন্তাপে চারি প্রহর কাল পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে বোতলের গলদেশলগ্ন স্ফটিকাভ গন্ধক পরিত্যাগ করিয়া অধঃস্থিত রসসিন্দূর প্রয়োগ করিবে। ইহা ত্রিদোষনাশক। (রসেন্দ্রসারস°)

রসসূ (পুং) রসধাতু, রস। (বৈদ্যকনি°)

রসস্থজ্বর (পুং) রসধাতুগত জ্বর। [জ্বর দেখ]

রসস্থান (ক্লী) রসঃ স্থানমাধার উৎপত্তিস্থানং যস্য; রসস্য পারদস্য স্থানমত্যেকে। ১ হিঙ্গুল। ২ শরীরের রসস্থল। ৩ রসের আধার।

রসা (স্ত্রী) মাধুর্য্যাদিরূপো বিবিধো রসোঽস্ত্যস্যামিতি (অর্শ আদিভ্যোঽচ্‌, পা ৪।২।১২৭) ইতি অচ্‌, রসতি শব্দায়তে ইতি বা রস-অচ্‌ টাপ্‌। ১ পৃথিবী। ২ রসনা। ৩ পাঠা। ৪ শল্লকী। ৫ কঙ্গু। ৬ দ্রাক্ষা। ৭ কাকোলী। ৮ রসাতল।

"স্বস্ততো মে ক্ষিতিকান্তিঃ প্লাব্যমানা রসাং গতা।" (ভাগবত ৩।১৩।২৮) 'রসাং রসাতলং' (স্বামী)

৯ নদী। "যাভী রসাং ক্ষোদসোদ্মঃ" (ঋক্‌ ১।১১২।১২) 'রসাং নদীং' (সায়ণ)

রসাখন (পুং) খনতীতি খন বিদরে অচ্‌, রসায়া ভূমেঃ খনঃ। কুক্কুট। (শব্দচ°)

রসাগ্রজ (ক্লী) রসানামগ্রজঃ রসস্য অগ্রে জায়তে ইতি বা জন-ড। রসাঞ্জন। (রাজনি°)

রসাগ্র্য (ক্লী) ১ রসাঞ্জন। ২ পারদ। (বৈদ্যকনি°)

রসাঙ্গক (পুং) শ্রীবেষ্ট নামক সুগন্ধ কাষ্ঠ। (রাজনি°)

রসাজ্ঞান (ক্লী) আস্বাদজ্ঞান, মধুর প্রভৃতি রস ভোজন করিলেও রসনা যে স্থলে তাহা অনুভব করিতে পারে না, তাহাকে রসাজ্ঞান কহে।

"ভুঞ্জানস্য নরস্যান্নং মধুরপ্রভৃতীন্‌ রসান্‌।
রসনা যন্ন জানাতি রসাজ্ঞানং তদুচ্যতে॥" (বৈদ্যকনি°)

রসাঞ্জন (ক্লী) রসজাতমঞ্জনং ইতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। রসজাত অঞ্জনবিশেষ। চতুর্ব্বিধ অঞ্জনের অন্যতম স্বনামখ্যাত রসজ ধাতু। হিন্দী—রসোৎ। মতান্তরে ইহা দ্বিবিধ,—স্রোতোঽঞ্জন ও রসাঞ্জন। পর্য্যায়—রসগর্ভ, তার্ক্ষ্যশৈল, রসোদ্ভূত, রসাগ্রজ, কৃতক, বালভৈষজ্য, দার্ব্বীকাথোদ্ভব, রসরাজ, বর্য্যাঞ্জন, রসনাভ, অগ্নিসার। ইহার গুণ—হিম, তিক্ত, চক্ষুর হিতকর, মধুর ও কটু, রক্তপিত্ত, বিষ, ছর্দ্দি, হিক্কা ও অপস্মার রোগনাশক। (রাজনি°)

রসাঞ্জন শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহা শোধন না করিয়া ব্যবহার করিলে বিষতুল্য অপকারী হইয়া থাকে।

শোধনপ্রণালী—রসাঞ্জনচূর্ণ জম্বীর লেবুর রসে ভিজাইয়া একদিন রৌদ্রে শুকাইলে ইহা বিশুদ্ধ হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

রসাঞ্জনাদিচূর্ণ (ক্লী) জ্বরাতিসারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শুদ্ধ রসাঞ্জন, আতইচ, ইন্দ্রযব, কুটজমূলের ছাল, ধাইফুল, শুঁঠ এই সকল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অনুপান দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে জ্বরাতিসার রোগ নিরাকৃত হয়। (রসর°) রক্তাতিসারে তণ্ডুলের জল ও মধুর অনুপানই প্রশস্ত।

(ভৈষজ্যর° অতিসা°)

রসাঢ্য (পুং) রসেনাঢ্যঃ বৃক্ষঃ। আম্রাতক, আমড়া। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্‌। রসাঢ্যা, রাস্না। (রাজনি°)

রসাতল (ক্লী) রসায়াঃ তলং। নিম্নভাগস্থ লোকবিশেষ। পাতাল বিশেষ, সপ্তপাতালের অন্তর্গত সপ্তম পাতাল।

"অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ তলাতলম্।
মহাতলঞ্চ সুতলং সপ্তমঞ্চ রসাতলম্॥
পাতালভেদাঃ সপ্তৈব নামতঃ কীর্ত্তিতা অমী।
তত্র পাতালমেকৈকং দশসাহস্রযোজনম্॥" (শব্দমালা)

ভগবান্ হরি অখিল বেদশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া রসাতলে গমন করিয়াছিলেন। (মহাভারত ১২।৩৪৭।৫৬) দেবীভাগবতে লিখিত আছে এই রসাতলই পাতাল, নিবাতকবচাদির বাসস্থান। (দেবীভাগ° ৮।২০ অ°)

রসাত্মক (ত্রি) রস আত্মা স্বরূপো যস্য কন্। রসস্বরূপ।
"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" (সাহিত্যদ°)

রসাদান (ক্লী) রসানামাদানং গ্রহণং। ১ রসশোষণ। (হেম) রসায়া দানং। ২ ভূমিদান।

রসাধার (পুং) রসানাং জলানাং আধারঃ, রসাং পৃথিবীং ধরতি আকর্ষণেনেতি বা ধৃ-অণ্। ১ সূর্য্য। ২ রসের আধার।

রসাধিক (পুং) রসায় স্বর্ণাদীনাং দ্রবীকরণায় অধিকঃ প্রবলঃ। ১ টঙ্কণক্ষার। (রাজনি°) ২ অধিক রস।

রসাধিকা (স্ত্রী) রসেন অধিকা। কাকোলীদ্রাক্ষা। (রাজনি°)

রসাধিপত্য (ক্লী) রসাতলশাসন।

রসাধ্যক্ষ (পুং) ১ মদ্যাদি মাদকরসের পরিরক্ষক। ২ রাজকর্ম্মচারিভেদ (Excise-superintendent)।

রসানুগ (ত্রি) ১ রসদূষক। ২ রসানুসারী।

রসানুপ্রদান (ক্লী) জলীয় কণাবিকীরণ। যাস্ক ইন্দ্রকেই এই কার্য্যের নেতা বলিয়াছেন।

রসান্তর (ক্লী) ১ ভিন্নরস (ভোজ্য বস্তু সম্বন্ধে)। সঙ্গীতাদিতে এক রস হইতে অন্য রসের অবতারণা।

রসাপায়িন্ (পুং) ১ জিহ্বাদ্বারা পানকারী। ২ কুক্কুর।

রসাভাস (পুং) রস ইব আভাসতে ইতি ভাস্-অচ্। অনৌচিত্যবিশিষ্ট রস। যে স্থলে যাহা উচিত নহে, তথায় সেই রসের অবতারণা করিলে রস না হইয়া রসাভাস হইয়া থাকে।
"অনৌচিত্যপ্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ।" (সাহিত্যদ°)
[রস শব্দ দেখ]

রসাভস্ম (ক্লী) বোল নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

রসাভ্রবটী (স্ত্রী) রসায়নাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা ও গন্ধক ৮তোলা সমভাগে কজ্জলী করিয়া পরে তাহাতে কেশুরতে, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গীমা, থানকুনি, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, শ্বেত অপরাজিতা ও পাণের রস ৮ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা সম্ভবমত সোহাগা মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার কাশ, জ্বর ও গ্রহণীনাশক।
(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

রসাভ্রগুগ্গুলু, রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী :—পারদ ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, গুগ্গুলু ১ সের, গুলঞ্চ ২ সের ও পাকার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের। ত্রিফলামিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই দুই কাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পারদাদি দ্রব্য পাক করিবে। পরে ঘনীভূত হইয়া আসিলে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তিমূল, গুলঞ্চ, রাখালশসার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, তেউরীমূল প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা, অনুপান গুলঞ্চের কাথ। ইহা সেবনে গলিত, স্ফুটিত, ঘোরতর বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও অন্যান্য নানারোগ আরোগ্য হয়।

রসাভ্রগুড়িকা (স্ত্রী) গ্রহণীরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা কজ্জলী করিয়া তাহাতে সমভাগ অভ্র মিশাইয়া লইয়া কেশুর, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গীমা, থানকুনি, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, শ্বেত অপরাজিতা ও পাণ ইহাদের রস ৮ তোলা এবং মরিচচূর্ণ ৪ তোলা ও সোহাগা সম্ভবমত দিয়া বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। বটী কলায় প্রমাণ করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বাত, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীরোগাধি°)

রসাভ্রমণ্ডুর, রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী :—পারা, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেক ৪ তোলা, শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ২ পল, শিলাজতু ২ তোলা, কান্তলৌহ ১ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ভীমরাজের রস ২ সের, কেশুরিয়ার রস ২ সের এবং আর্দ্রীকরণোপযোগী নিসিন্দা, মাণমূল ও আদা এই সকলের রসে ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত ও পেষিত করিয়া ।৹ অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঘৃত ও মধু। সেবনান্তে পুনর্ব্বার কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে শোথাদি নানারোগ নষ্ট হইয়া অগ্নি ও বল বৃদ্ধি পায়।

রসামৃতচূর্ণ, রসৌষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার ১৪৩।)

রসামৃতরস (পুং) রক্তপিত্তাধিকারে রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা একভাগ, গন্ধক, মাক্ষিক, শিলাজতু, চন্দন, গুড়ূচী, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, ধনে, ইন্দ্রযব, কুড়চীর ছাল, নিমপাতা, ধাইফুল, যষ্টি মধু ও চিনি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমিত বটী করিবে। এই ঔষধ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিতে হয়।

এই ঔষধ সেবনে পিত্ত, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও সর্ব্বদোষযুক্ত জ্বর নিরাকৃত হয়। (রসেন্দ্রসারস॰ রক্তপিত্তরোগাধি॰)

রসাম্ল (ক্লী) রসাম্লাকোঽম্লো যত্র। ১ বৃক্ষাম্ল। (রাজনি॰) ২ চক্র। (ভাবপ্র॰) (পুং) ৩ অম্লবেতস। স্ত্রিয়াং টাপ্। রসাম্লা, পলাশীলতা। (রাজনি॰)

রসাম্লক (পুং) তৃণবিশেষ। (রাজনি॰)

রসায়ক (পুং) রসং রসত্বময়তি প্রাপ্নোতি ইতি অয়-ণ্বুল্। তৃণবিশেষ। (শব্দচ॰)

রসায়ন (ক্লী) রসো দুগ্ধং অয়নং মূলং যস্তেতি। ১ তক্র। (হেম) ২ কটি। রসা রসরক্তাদয় উয়স্তে প্রাপ্যন্তেঽনেনেতি ই-ল্যুট্। ৩ জরাব্যাধিনাশক ঔষধ। ইহার লক্ষণ—

"যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি বয়স্তম্ভকরং তথা।
চাক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যন্তেষজং তদ্রসায়নম্॥

রসায়নের ফল—

দীর্ঘমায়ুঃস্মৃতীর্মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
দেহেন্দ্রিয়বলং কান্তিং নরো বিন্দেদ্রসায়নাৎ॥
নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রসায়নো বিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবাহিতঃ॥"(ভাবপ্র॰)

যাহা সেবনে বার্দ্ধক্য ও রোগ নষ্ট হইয়া বয়ঃ স্থির এবং শরীরের উপচয়, শুক্রবৃদ্ধি ও চক্ষুর হিত সম্পাদিত হয়,তাহাকে রসায়ন কহে। রসায়ন সেবন করিলে পরমায়ুঃ, স্মরণশক্তি, মেধা, আরোগ্য, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং তরুণবয়স্কের ন্যায় স্থিরশরীর থাকে। বমন বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শোধন না করিয়া রসায়ন সেবন করিতে নাই। মলিন বস্ত্রে যেরূপ রং লাগাইলে তাহা সুদৃশ্য হয় না, তদ্রূপ অশোধিত শরীরে রসায়ন প্রয়োগ করিলে কোন ফল লাভ হয় না। (ভাবপ্র॰)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে লিখিত আছে যে, যে ঔষধ দ্বারা জরা (বলিপলিতাদি) ও ব্যাধি নষ্ট হয়, তাহাকে রসায়ন কহে। ইহা যৌবনের প্রারম্ভে বা যৌবনান্তে সেবনীয়। রসায়ন সেবনের পূর্ব্বে বিরেচনাদি দ্বারা কোষ্ঠস্থ মল দূরীকরণ আবশ্যক। দেহের মল অপসারিত না করিয়া রসায়ন সেবন করিলে উপকার না হইয়া অপকার হইয়া থাকে।

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, দেবগণ যেরূপ সন্তাপশূন্য হইয়া স্বর্গে বিচরণ করেন, মনুষ্যগণ যে ঔষধের গুণপ্রভাবে পৃথিবীতে দেবগণের ন্যায় নীরোগ ও সুস্থশরীরে বিচরণ করিতে পারে, তাহাকে রসায়ন কহে। এবং ইহা সেবনে আয়ুঃ, স্মৃতিশক্তি, মেধা, কান্তি, বল, স্বর প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয় এবং সহসা কোনরূপ ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিসমূহ রসায়ন সেবন করিতে সমর্থ হয় না এবং সেবনে তাহাদের কোন প্রকার উপকারও হয় না:— অনাত্মবান্, দরিদ্র, প্রমাদী, ক্রীড়াশক্ত, পাপকারী ও ভেষজাপমানী, ইহাদের রসায়ন সেবন না ঘটিবার পক্ষে কারণ যথা—অজ্ঞানতা, অনারম্ভ, অস্থিরচিত্ততা, দরিদ্রতা, অনায়ত্ততা, অধার্ম্মিকতা ও ঔষধের অপ্রাপ্তি।

রসায়নের প্রকারভেদ—প্রত্যূষে জলের নস্য লইলে রসায়ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পীনস, স্বরবিকৃতি ও কাসরোগের উপশম হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের অনুদয়ে যথাশক্তি জলপান করিলে বাতজ ও পিত্তজ রোগ প্রশমিত হইয়া মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। নাসিকা দ্বারা জলপান করিলে আরও অধিক উপকার হয়। ইহাকে উষাপান রসায়ন কহে। অজীর্ণরোগে উষাপান বিশেষ উপকারক।

অশ্বগন্ধা চূর্ণ ।০ আনা মাত্রায় পিত্তপ্রধান ধাতুতে দুগ্ধসহ, বায়ুপ্রকৃতিতে তৈলসহ, বাতপৈত্তিক প্রকৃতিতে ঘৃতসহ এবং বাতশ্লৈষ্মিক প্রকৃতিতে উষ্ণ জলসহ ১৫ দিন সেবন করিলে রসায়ন হয় এবং শারীরিক কৃশতা নষ্ট হইয়া থাকে। বিড়ঙ্গের মূল চূর্ণ করিয়া শতমূলীর রসে ৭ দিন ভাবিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় তাহা ঘৃতসহ এক মাস কাল সেবন করিলে বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত এবং বলিপলিতাদি নিবারিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতে পিপুলের সহিত, বসন্তে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া উত্তম রসায়ন হয়। ইহার নাম হরীতকী রসায়ন বা ঋতু হরীতকী। প্রথমে হরীতকী চূর্ণ।০ মাত্রায় সেবন আরম্ভ করিয়া সহ্য হইলে ক্রমশঃ ২ তোলা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সৈন্ধব, শুঁঠ ও পিপুল কম পরিমাণে হরীতকীর সহিত সেবন করা উচিত। অন্যান্য অনুপান হরীতকীর সমপরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে।

ক্রমাগত এক বৎসর কাল ঘৃতের সহিত ৫, ৭, বা ১০টী পিপুল সেবন করিলে রসায়ন হইয়া থাকে। কতকগুলি পিপুলে পলাশের ক্ষার জলের ভাবনা দিয়া পরে তাহা ঘৃতে ভাজিয়া প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত ও মধুর সহিত তাহার ৩টী করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস, ক্ষয়, শোষ, হিক্কা, অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডু, শোথ, বিষমজ্বর, স্বরভঙ্গ, পীনস ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া আয়ুঃবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিনের আহার উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে প্রাতঃকালে একটী হরীতকী, ভোজনের পূর্ব্বে দুইটী বহেড়া ও ভোজনের পরে

৪টী আমলকী মধু ও ঘৃতের সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ সেবন করিলে নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়। নূতন লৌহপাত্রে ত্রিফলার কল্ক লেপন করিয়া একদিন ও একরাত্রি রাখিয়া পরে সেই কল্ক তুলিয়া মধু ও জলের সহিত সেবন করিলে উত্তম রসায়ন হইয়া থাকে। আমলকী, কৃষ্ণতিল ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল সমভাগে ও উপযুক্তমাত্রায় একত্র বাঁটিয়া নিয়মিতরূপে বহুদিন সেবন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় সবল, শরীর নীরোগ ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঘৃত ও মধুর সহিত হস্তিকর্ণ ও পলাশের ছালচূর্ণ সেবন করিলে বল, ইন্দ্রিয় শক্তি ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

সর্ব্বোপঘাতশমনীয় রসায়ন—স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধদেহ ব্যক্তির পক্ষে যুবা বা মধ্যবয়সে রসায়ন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অবিশুদ্ধদেহ অর্থাৎ রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে। দোষজ বা মানসিক যে কোন উপঘাত উপস্থিত হয়, তাহার প্রতীকার করা বিধেয়। পরে রসায়নপ্রয়োগ হিতকর। শীতল জল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত ইহাদিগের মধ্যে একটী, দুইটী, তিনটী বা সমস্তই পূর্ব্ববয়সে (৫০ বৎসরের পূর্ব্বে) পান করিয়া বয়ঃস্থাপন করিতে হয়।

বিড়ঙ্গরসায়ন—বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণ ও যষ্টিমধু শীতল জল সংযোগে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিয়া শীতল জল অনুপান করিতে হয়। এইরূপ এক মাস কাল অহরহঃ সেবন করিবে; অথবা উক্ত চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া ভল্লাতক-ক্কাথ বা মধু ও দ্রাক্ষাক্কাথ, অথবা আমলকী রস বা গুড়ূচী-ক্কাথ সংযোগে সেবন করিবে। বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণ এই পাঁচ প্রকারে প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ জীর্ণ হইলে মুদ্গ ও আমলকীযূষ লবণ না দিয়া অল্প স্নেহে প্রস্তুত করিয়া তৎসহযোগে ঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার অর্শ কৃমি বিনষ্ট হইয়া ধারণাশক্তির বৃদ্ধি হয়। এই-রূপ মাসে মাসে সেবন বিধেয়।

বিড়ঙ্গকল্প—একদ্রোণ পরিমিত বিড়ঙ্গের তণ্ডুল পিষ্টক পাকের ন্যায় সিদ্ধ করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে ক্কাথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্তরে পেষণ করিয়া লৌহনির্ম্মিত দৃঢ়কুম্ভে প্রচুর পরিমাণে মধু ও জলের সহিত একত্র করিয়া বর্ষার চারি মাস কাল ভস্মরাশির মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। পরে বর্ষা অপগত হইলে কুম্ভ উদ্ধৃত করিবে। প্রথমে শরীর শোধিত করিয়া লইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিতে হইবে, ইহা সেবনকালে পাংশু-শয্যায় শয়ন বিধেয়। এই-রূপ এক মাস কাল সেবন করিলে সর্ব্বশরীর হইতে কৃমি নিঃসৃত হইতে থাকিবে। এই সকল কৃমিকে অণুতৈলে অভ্যঙ্গ করিয়া বংশবিদল (বাঁশের চিমটে) দ্বারা শরীর হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। দ্বিতীয় মাসে পিপীলিকা, তৃতীয় মাসে যূকা সকল নির্গত হয়, তাহাদিগকেও এইরূপে বাহির করিতে হইবে। চতুর্থ মাসে দন্ত, নখ, ও রোমসমূহ শীর্ণ হয়, পঞ্চম মাসে সেই সকল পুনর্ব্বার প্রশস্ত গুণ ও লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্মে। তখন শরীর অমানুষিক লক্ষণযুক্ত ও সূর্য্যতুল্য তেজঃ-পুঞ্জ হয়, দূরশ্রবণ ও দূরদর্শনে শক্তি জন্মে। মনের রজস্তমোগুণ তিরোহিত হইয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। শ্রুতিধর, অপূর্ব্বোৎপাদী (নূতন বিষয়ের উদ্ভাবক), হস্তীর ন্যায় বলবান্, অশ্বতুল্য বেগবান্, প্রত্যাবর্ত্তিত যৌবন ও শতাধিক বর্ষ পরমায়ুঃ হয়। এ অবস্থায় অভ্যঙ্গার্থে অণুতৈল, বিলেপনার্থে অজকর্ণকষায়, স্নানার্থে সৌবীর বা কূপোদক ও অনুলেপনার্থে চন্দন ব্যবহার্য্য এবং ভল্লাতকের বিধান অনুসারে আহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। নিস্তুষীকৃত কাশ্মর্য্য ফলের কল্পও এইরূপ, কিন্তু ইহাতে শয়ন ও ভোজনের নিয়ম পূর্ব্ববৎ নহে। পকদুগ্ধ সহযোগে ভোজন করিতে হয়। ইহার ফলও পূর্ব্ববৎ জানিতে হইবে।

বলাকল্প—আশ্রমগৃহ মধ্যে অবস্থিত হইয়া অর্দ্ধপল বা একপল পরিমাণ বলামূল দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ সহযোগে ঘৃতান্ন ভোজন করিতে হয়। এই প্রকারে দ্বাদশ দিন সেবনে দ্বাদশ বর্ষকাল এবং এক শত দিন সেবন করিলে শতবর্ষকাল বয়ঃ স্থাপিত হয়।

এইরূপে বলা, নাগবলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতাবরী এই এই সকল চূর্ণ ঐ নিয়মে সেবন করিবে, বিশেষতঃ অতিবলার ক্কাথ সহযোগে শতমূলীচূর্ণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সেবন করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় ফল হয়। এই সকল রসায়ন বলকামী, শোণিতবমনকারী বা শোণিতবিরেচনশীল ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত।

বরাহকল্প—বরাক্রান্তা মূলের একতোলা পরিমাণে চূর্ণ সংগ্রহ করিবে, সেই চূর্ণ প্রতিদিন যথাসাধ্য পরিমাণে মধু সংযোগে দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃত সহযোগে অন্নভোজন বিধেয়। ইহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় আহার ও আচারের নিয়ম অবলম্বনীয়। ইহাতে এক শত বৎসর আয়ু হয়। এই চূর্ণ দুগ্ধ সহযোগে পাক করিয়া শীতল হইলে মন্থন করিয়া ঘৃত মধু সংযোগে ভোজন করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতযোগে অন্নভোজন করিবে। এইরূপে একমাস কাল সেবন করিলে একশতবর্ষ আয়ু হয়।

বৃদ্ধিকামী ও জীবিতাভিলাষী ব্যক্তি মাতুলুঙ্গসার ও অগ্নি-

মস্থের মূল একত্র ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এক প্রস্থ মাষ কলাই পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে চিত্রক মূলের এক-অক্ষ পরিমিত কল্ক তাহাতে প্রদান করিবে। পরে চতুর্থ ভাগ আমলকী রস সহ পাক করিয়া অবতারিত করিবে। পরিপাক হইলে লবণ ত্যাগ করিয়া মুদ্গ ও আমলকী যূষ সহযোগে ঘৃতযুক্ত অন্ন অথবা দুগ্ধ সহযোগে অন্ন ভোজন করিবে। মাসত্রয় এই নিয়ম অবলম্বন করিলে সুপর্ণের স্তায় দৃষ্টি হয়, স্ত্রীসঙ্গমেও শরীর ক্ষীণ হয় না, এবং শত বর্ষ আয়ু হয়। বনফল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ সহযোগে ভক্ষণ করিলে শরীর শীর্ণ হয় না।

মেধা ও আয়ুষ্কামীর রসায়ন।

শ্বেতবর্ণ সোমরাজ ফল রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে, এই চূর্ণ গুড়ের সহিত আলোড়িত করিয়া স্নেহকুম্ভে পুরিয়া সপ্তরাত্রকাল ধান্তরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদয়কালে গোলাকার পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া উষ্ণোদক অনুপানে যথা-সাধ্য সেবন করা কর্ত্তব্য। ঔষধ পরিপাক হইলে ভল্লা-তকের বিধানানুসারে অপরাহ্ণকালে শীতল জলে গাত্র সিক্ত করিয়া শালি বা ষষ্টিকধান্তের অন্ন, দুগ্ধ, শর্করা ও মধু সহযোগে ভোজন করিতে হয়। ছয়মাস কাল এই নিয়ম অবলম্বন করিলে বিগতপাপ হইয়া বলবর্ণবিশিষ্ট, শ্রুতিধর, নীরোগ ও শতবর্ষ আয়ু হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগী, পাণ্ডুরোগী বা উদররোগী প্রাতঃকালে সূর্য্যের রক্তিম বর্ণ দূর হইলে ইহার অর্দ্ধপল পরিমাণ পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া কৃষ্ণবর্ণ গরুর দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া পান করিবে। ইহা জীর্ণ হইলে অপরাহ্ণকালে লবণবর্জ্জিত আমলক যূষ সহযোগে ঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিতে হইবে। একমাস কাল এই নিয়ম অবলম্বন করিলে মেধাবী ও নীরোগ হয় এবং একশত বর্ষ আয়ু হইয়া থাকে। চিত্রকমূল সেবনেরও এইরূপ নিয়ম, তবে বিশেষ এই যে, হরিদ্রা ও চিত্রকমূলের ত্রিপল পরিমাণ পিণ্ড সেবন করিবে। অপরাপর নিয়ম পূর্ব্বের স্তায়।

প্রথমে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া মণ্ডূকপর্ণীর রস যে পরিমাণে পরিপাক করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে গ্রহণ করিয়া দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া পান করিবে। অথবা দুগ্ধ অনুপান করিবে। জীর্ণ হইলে যবাগূ দুগ্ধ সহযোগে বা তিলসংযোগে ভক্ষণ ও দুগ্ধ অনুপান বিধেয়। ইহা জীর্ণ হইলে পর ঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিতে হয়। তিনমাস কাল এই নিয়ম পালন করিলে ব্রহ্মতেজোবিশিষ্ট ও শ্রুতিনিপাদী এবং শতবর্ষআয়ু হয়।

প্রথমে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মীরস যথাসাধ্য পরি-মাণে পান করিবে, জীর্ণ হইলে লবণবর্জ্জিত যবের মণ্ড পান করিতে হয়। দুগ্ধপানশীল ব্যক্তি দুগ্ধ সহযোগে উক্ত যবাগূ পান করিবে। এই নিয়ম সপ্তরাত্র পালন করিলে ব্রহ্মতেজো-বিশিষ্ট ও মেধাবী হয়। দ্বিতীয় সপ্তরাত্র এই নিয়ম পালন করিলে অভিলষিত গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি জন্মে ও নষ্টস্মৃতি পুনরুত্থাপিত হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র এই নিয়ম পালন করিলে দুইবার উচ্চা-রণে একশত কথা পর্য্যন্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা জন্মে। এই-রূপে একবিংশতিরাত্র নিয়ম পালন করিলে অলক্ষ্মী দূর হয়, বাগ্‌দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করেন এবং তাহার সকল পূর্ব্বস্মৃতি উপস্থিত হয়, তিনি শ্রুতিধর ও তাঁহার পঞ্চশত বৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে। ব্রাহ্মীরস দুই-প্রস্থ, ঘৃত একপ্রস্থ, বিড়ঙ্গতণ্ডুল কুড়বপরিমিত, বচ ২ পল, ত্রিবৃৎ দুইপল, হরীতকী, আমলকী ও বিভীতকী প্রত্যেকে দ্বাদশপল এই সকল চূর্ণ ও উপরি উক্ত রস ও ঘৃত এক পাক করিয়া কলস মধ্যে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে, জীর্ণ হইলে দুগ্ধ সংযোগে ঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। ইহার দ্বারা শরীরের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাগে কৃমি নিঃসৃত হয় এবং ইহাতে অলক্ষ্মীনাশ, স্থিরযৌবন, শ্রুতিধর ও তিন শত বৎসর আয়ু হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগ, বিষমজ্বর, অপস্মার, উন্মাদ, বিষ, ভূতগ্রহ ও মহাব্যাধি এই সকল রোগে এই রসায়ন প্রযোজ্য।

হৈমবতী বচ আমলকীর পরিমাণে পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধ-সহ আলোড়নপূর্ব্বক পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধসহযোগে ঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। ইহা দ্বাদশরাত্র সেবন করিলে ইহার দ্বারা স্মৃতিশক্তি প্রকাশ পায়, কোন বিষয় দুইবার অভ্যাস করিলে আয়ত্ত হয় এবং তিনবার অভ্যাস করিলে শতবাক্য আয়ত্ত করা যায়। ৪৮ দিবস সেবন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত, গরুড়ের স্তায় দৃষ্টি এবং শতবর্ষ পরমায়ু হইয়া থাকে। হৈমবতী বচ ভিন্ন অন্য প্রকার বচ হইলে তাহার দুই পল লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হয়। এই ক্বাথ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ভোজনাদির নিয়ম ও ফল পূর্ব্বের স্তায় জানিতে হইবে।

দ্রোণপরিমিত ঘৃত বচ সহযোগে একশতবার পাক করিয়া সেবন করিলে পঞ্চশত বৎসর আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। এই রসায়ন গলগণ্ড, অপচী, শ্লীপদ ও স্বরভঙ্গ এই সকল রোগে বিশেষ উপকারী।

বিল্বপুষ্পে সহস্রবার হবন করিয়া সুবর্ণসহ ঘৃত মধুসংযোগে প্রতিদিন মন্ত্রপূত করিয়া লেহন করিবে। যৌবনকালে এক

বৎসরকাল রসায়নের নিয়ম পালন করিতে হয়। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বিল্বমূলের ত্বক্ ও কাথ দুগ্ধসহ সেবন করিবে, চিত্তসংযম করিয়া এই নিয়ম অবলম্বন করিলে সহস্র বৎসর আয়ু হয়। সুবর্ণ, পদ্মবীজ, মধু, লাজ ও প্রিয়ঙ্গু একত্র করিয়া গব্য দুগ্ধসহ পান করিলে অলক্ষ্মী দূর হয়। নীলোৎপলদলের কাথ,সুবর্ণ ও তিলপক গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিলে অলক্ষ্মী দূর হইয়া থাকে। গব্যদুগ্ধ, সুবর্ণ, মধূচ্ছিষ্ট ও মাক্ষিক শতসহস্রবার হবন করিয়া এই সকল একত্র পান করিবে। বচ ঘৃত ও বিল্বচূর্ণ একত্র সেবন করিলে মেধা, আয়ু, আরোগ্য, পুষ্টি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। তুলা পরিমিত বাসামূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তৈলে পাক করিতে হইবে। সহস্রবার হবন করিয়া এই তৈল সেবন করিলে মেধা ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। পদ্ম ও নীলোৎপলের কাথে যষ্টিমধুচূর্ণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সুবর্ণ সংযোগে সেবন এবং এই সকল দ্রব্যযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। এই সকল রসায়ন দ্বারা শ্রী ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, হস্তীর ন্যায় বল ও মনুষ্য দেবতুল্য হইয়া থাকে। সর্ব্বদা অধ্যয়ন, তত্ত্ববিষয়ের বাদানুবাদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনা, আচার্য্যসেবা, ইহাতেও বুদ্ধি ও মেধা বৃদ্ধি হয়। জীর্ণ হইলে ভোজন, মলমূত্রের বেগধারণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ও দুঃসাহসিক কার্য্য পরিত্যাগ এই সকলের দ্বারাও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

স্বাভাবিক ব্যাধিপ্রতিষেধনীয় রসায়ন।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ জরামৃত্যুনাশের জন্য সোম-নামক রসায়নের সৃষ্টি করিয়াছেল, ইহা সেবনের বিষয় শাস্ত্রে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—

এই সোম স্থান, নাম, আকৃতি ও বীর্য্যভেদে চতুর্বিংশতি প্রকার, যথা—অংশুমান্, মুঞ্জবান্, চন্দ্রমা, রজতপ্রভ, দূর্ব্বা, সীম, কনীয়ান্, শ্বেতাক্ষ, কনকপ্রভ, প্রতানবান্, তালবৃন্ত, করবীর, অংশবান্, স্বয়ম্প্রভ, মহাসোম, গরুড়াহৃত, গায়ত্রী, ত্রৈষ্টুভ্, পাঙ্ক্ত, জাগত, শাক্কর, অগ্নিষ্টোম, রৈবত, গায়ত্রী ও উড়ুপতি। এই সকল প্রকার সোম বেদোক্ত সোম নামে খ্যাত।

উহাদিগের মধ্যে কোনপ্রকার সোম সেবন করিতে হইলে একটী আশ্রমগৃহ প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে শরীর সংশোধন করিয়া প্রশস্ত দিনে শুভক্ষণে অংশুমান্ গ্রহণ করিয়া আশ্রমগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞকল্পে অভিষেচন ও হবন করিবে। পরে কৃতমঙ্গল হইয়া সেই সোমকন্দ সুবর্ণ সূচী দ্বারা বিদারণপূর্ব্বক সুবর্ণপাত্রে অঞ্জলি পরিমিত তাহার ক্ষীরগ্রহণ করিবে। এই ক্ষীর আস্বাদন না করিয়া এককালে পান করিতে হয়। আচমনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, উহা জলে নিমজ্জিত করিতে হয়। অনন্তর যম নিয়ম দ্বারা মন ও বাক্ সংযত করিয়া আশ্রমের অভ্যন্তরে সুহৃদ্‌গণবেষ্টিত হইয়া বিহার করিবে। রসায়ন পানের পর বায়ুশূন্যস্থানে তন্মনা ও পবিত্রভাবে সঞ্চরণ করিবে, নিদ্রা যাইবে না।

এই সোম-রসায়ন সায়ংকালে সেবন করিলে কুশশয্যার উপরি কৃষ্ণাজিন বিস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন এবং সুহৃদ্-গণবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। তৃষ্ণা হইলে পরিমিত মাত্রায় জল পান করিবে, তৎপরে প্রাতঃকালে উঠিয়া শান্তিবাক্য শ্রবণ করিয়া গোস্পর্শ করিতে হইবে।

সোমরসায়ন জীর্ণ হইলে বমন হইতে আরম্ভ হয়। শোণিতাক্ত কৃমিমিশ্রিত বমন হইলে সায়ংকালে পাক করা শীতল দুগ্ধ পান করিতে হয়। তৃতীয় দিবসে কৃমিমিশ্রিত বিরেচন হয়। ইহাতে শরীর সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়া বিশোধিত হয়। তৎপরে সায়ংকালে স্নান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ পান এবং শয্যায় পট্টবস্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়া শয়ন করিতে হয়। তৎপরে চতুর্থ দিনে শ্বয়থু জন্মে, তখন সর্ব্বাঙ্গ হইতে কৃমি নির্গত হয়। এই দিন পাংশুবিকীর্ণ শয্যায় শয়ন বিধেয়। পরে সায়ংকালে পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ পান করিতে হয়। পঞ্চম ষষ্ঠ দিবসেও এই নিয়ম পালন বিধেয়, তবে ভেদ এই যে, পূর্ব্বমত দুই সন্ধ্যা দুগ্ধ পান কর্ত্তব্য। সপ্তম দিনে দেহ মাংসহীন, ত্বক্ ও অস্থিসার হয়, ঐ দিনে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দেহে পরিষেচন, তিল, যষ্টিমধু ও চন্দন একত্র অনুলেপন ও দুগ্ধ পান করিতে হয়। অষ্টম দিনে প্রাতঃকালে দেহে দুগ্ধপরিষেচন, চন্দনলেপন ও দুগ্ধ পান করিয়া পাংশুশয্যা পরিত্যাগ করিয়া বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিবে। তৎপরে মাংসবৃদ্ধি হইতে থাকে; দন্ত, নখ, রোম পতিত হয়। নবম দিন হইতে অভ্যঙ্গে অণুতৈল ও পরিষেচনে সোমবল্ক (শ্বেতখদির) ব্যবহার করিবে। দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিতে হয়। ইহাতে ত্বকের স্থিরতা হয়। ত্রয়োদশ দিন হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত কেবল মাত্র সোমবল্কের কষায় পরিষেচনে ব্যবহার করিবে। তৎপরে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ দিনে বৈদূর্য্য বা স্ফটিক তুল্য দৃঢ় দন্ত সকল উৎপত্তি হয়। অনন্তর পঞ্চবিংশতি দিন পর্য্যন্ত শালি তণ্ডুলসংযোগে দুগ্ধে যবাগূ পাক করিয়া সেবন করিবে। পঞ্চবিংশতি দিবসের পর প্রাতঃ ও সায়ংকালে শালি তণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধ সহযোগে ভোজন করিতে হইবে, তৎপরে রক্তবর্ণ দৃঢ় নখ ও স্নিগ্ধ লক্ষণসম্পন্ন কেশ জন্মে এবং ত্বক্ নীলোৎপলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হয়। একমাস পরে কেশ মুণ্ডন

করিয়া বেনামূল, চন্দন ও কৃষ্ণতিল, লেপন ও দুগ্ধে স্নান করিতে হয়। তৎপরে সপ্তরাত্রের পর ভ্রমরের ন্যায় স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশ জন্মে। তাহার ত্রিরাত্র পরে আশ্রমের প্রথম আবরণ হইতে বাহির হইয়া মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতে হইবে। তৎপরে বলাতৈল অভ্যঙ্গার্থে, পিষ্টযব উদ্বর্ত্তনার্থে, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পরিষেচনার্থে শাল বৃক্ষের কষায় উৎপাদনার্থে, সৌবীর বা কূপোদক স্নানার্থে, চন্দন অনুলেপনার্থে. আমলক রসমিশ্রিত যূষ বা সূপ এবং যষ্টিমধু সহযোগে কৃষ্ণতিল সিদ্ধ অবচারণার্থে প্রযোজ্য। এই নিয়মে এক মাস কাল যাপন করিতে হইবে। এই সময় দর্পণে মুখ দেখিতে নাই। পরে আরও দশ দিন ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রকার আহার করিবে।

বল্লীপ্রতান ও ক্ষুপ (ক্ষুদ্র বৃক্ষ) এই সকল আকারের সোমভক্ষণ প্রশস্ত। এই সোমরসায়ন সেবনের পরিমাণ সার্দ্ধ তিন মুষ্টি। অংশুমান্ সোম স্বর্ণপাত্রে এবং চন্দ্রমা রজত-পাত্রে অভিষেচনপূর্ব্বক সেবন করিতে হয়। ইহাতে অষ্টৈশ্বর্য্য ও ঈশানত্ব লাভ হয়। অবশিষ্ট সকল প্রকার সোমরসায়ন তাম্র বা মৃন্ময় পাত্রে ভক্ষণ বিধেয়। শূদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণ সোম-পান করিতে পারে। এই রসায়ন পান করিয়া চতুর্থ মাসে পৌর্ণমাসী তিথিতে পবিত্র দেশে ব্রাহ্মণসমূহের অর্চ্চনা করিয়া আশ্রম গৃহ হইতে নির্গত হইবে।

ঔষধসমূহের পতি সোমরসায়ন সেবিত হইলে নূতন দেহ হইয়া দশ সহস্র বর্ষ পরমায়ু হয়। অগ্নি, জল, বিষ, শস্ত্র বা অন্য কিছুতেই তাহার আয়ুঃক্ষয় করিতে সমর্থ হয় না। সহস্র কুঞ্জরের বল দেহে জন্মে, গতি অপ্রতিহত,কন্দর্পের ন্যায় রূপ ও চন্দ্রের ন্যায় কান্তি হইয়া থাকে। তাহার দর্শনে জন-গণের মন আহ্লাদিত হয়। সাঙ্গোপাঙ্গবিশিষ্ট নিখিল বেদ তাহার আয়ত্ত এবং সেই ব্যক্তি দেবতার ন্যায় অমোঘসঙ্কল্প হইয়া অখিল জগতে বিচরণ করে।

সকল প্রকার সোমেরই পঞ্চদশ পত্র। সেই পত্রগুলি শুক্লপক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণপক্ষে পতিত হয়। শুক্লপক্ষের প্রতিদিন এক একটী করিয়া পত্র জন্মিয়া পৌর্ণমাসীর দিন পঞ্চদশ পত্র পূর্ণ হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে প্রতি-দিন এক একটী করিয়া পত্র শীর্ণ হইয়া কৃষ্ণপক্ষের শেষে কেবল লতামাত্র অবশিষ্ট থাকে।

অংশুমান্ সোম ঘৃতগন্ধবিশিষ্ট, রজতপ্রভ কন্দবিশিষ্ট, এই কন্দের আকার কদলীর ন্যায়। ভুঞ্জবান্ লশুনের ন্যায় পত্রবিশিষ্ট, চন্দ্রমা কনকের ন্যায় আভাযুক্ত এবং সর্ব্বদা জলে জন্মে। গরুড়াহৃত ও শ্বেতাক্ষ উভয়ই দেখিতে সর্পনির্ম্মোক-তুল্য এবং বৃক্ষাগ্রে লম্বিত হইয়া থাকে। অন্য সকল প্রকার সোম বিচিত্র বর্ণের মণ্ডলের দ্বারা চিত্রিত। সকল প্রকার সোমের পঞ্চদশ পত্র, ক্ষীরকন্দ লতা ও বিবিধ প্রকার পত্রবিশিষ্ট।

হিমালয়, সহ্য, মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, দেবসহ, পারিপাত্র ও বিন্ধ্য এই সকল পর্ব্বতে ও দেবসুন্দ নামক হ্রদে, বিতস্তা নদীর উত্তরে যে পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতে এই সকল সোম পাওয়া যায়। চন্দ্রমা নামক সোম সিন্ধু নামক মহানদে ভাসিয়া থাকে, এই স্থানে ভুঞ্জবান্ ও অংশু-মান্ও পাওয়া যাইতে পারে। কাশ্মীরে ক্ষুদ্র মানস নামে যে দিব্য সরোবর আছে, তাহাতে গায়ত্রী, ত্রৈষ্টুব্, পাংক্ত, জাগত ও শাক্কর এবং অন্যান্য সোমও পাওয়া যায়। অধার্ম্মিক কৃতঘ্ন, বৈদ্যদ্বেষী বা দেবব্রাহ্মণদ্বেষী এই সকল লোক সোম দেখিতে পায় না।

নিবৃত্তসন্তাপীয় রসায়ন।

দেবগণ যেরূপ সন্তাপশূন্য হইয়া স্বর্গে বিচরণ করেন, নিম্নোক্ত ঔষধ রসায়ন প্রাপ্ত হইলে মানবগণও সেইরূপ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে পারেন।

রাসায়নিক ঔষধ যথা—শ্বেতকাপোতী, কৃষ্ণকাপোতী, গোনসী, বারাহী, কন্যা, ছত্রা, অতিছত্রা, করেণু, অজা, চক্রকা, আদিত্যপর্ণিনী, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, গোলোমী, অজলোমা, মহাবেগবতী এই অষ্টাদশ সোমতুল্য বীর্য্যবিশিষ্ট মহৌষধ বলিয়া খ্যাত। আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষীরযুক্ত ঔষধ সকলের কুড়ব পরিমাণে এককালে পান করিতে হইবে। যে সকল ঔষধ ক্ষীরহীন মূলবিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রদেশিনী প্রমাণ তিনটী কাণ্ড ভক্ষণ করিতে হইবে। শ্বেতকাপোতীর মূল ও পত্র সমেত ভক্ষণ করিতে হয়। গোনসী, অজগরী ও কৃষ্ণ-কাপোতী ইহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সনখ মুষ্টিপরিমাণে গ্রহণ করিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিতে হইবে। পরে দুগ্ধ স্রাবিত করিয়া লইয়া এককালে পান করিতে হয়। চক্রকার দুগ্ধ একবার মাত্র পান বিধেয়। ব্রহ্মসুবর্চ্চলা সপ্তরাত্র সেবন করিতে হয়।

এই সকল রসায়ন সেবন করিলে শরীর যুবার ন্যায়, সিংহবিক্রান্ত এবং মনোহর ও দ্বিসহস্রবর্ষ পরমায়ু হইয়া থাকে।

এই সকল রসায়ন ঔষধ নিম্নোক্ত লক্ষণ দ্বারা স্থির করা যায়। কপিলবর্ণের বিচিত্র মণ্ডলবিশিষ্ট পঞ্চপত্র, সর্পাকার এবং পঞ্চ অরত্নিপ্রমাণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, ইহাকে অজগরী কহে। নিষ্পত্র, কনকের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, দুই অঙ্গুল পরি-মিত মূল, সর্পের ন্যায় আকার ও অন্তভাগ লোহিতবর্ণ,

ইহাকে শ্বেতকাপোতী কহে। দ্বিপত্রী, মূলজাতা, অরুণবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ-মণ্ডলবিশিষ্টা, দুই অরত্নিপ্রমাণ দীর্ঘা ও গোনসের আকৃতিবিশিষ্টা হইলে তাহাকে গোনসী; সক্ষীরা, রোমযুক্তা, মৃদ্বী ও ইক্ষুরসের ন্যায় রসবিশিষ্টা হইলে তাহাকে কৃষ্ণকাপোতী; একপত্রা, মহাবীর্যা, অঞ্জনপ্রভা, কন্দজাতা এবং শ্বেতকাপোতীতে সংস্থিতা হইলে তাহাকে ছত্রা ও অতিচ্ছত্রা কহে; এই উভয়েরই লক্ষণ এক। ইহাদিগের দ্বারা জরা ও মৃত্যু নিবারিত হয়। ময়ূরের পালকের ন্যায় মনোহর দ্বাদশটী পত্রবিশিষ্ট, কন্দজাত ও স্বর্ণবর্ণ ক্ষীরবিশিষ্ট হইলে তাহাকে কন্যা; দ্বিপত্রী, হস্তিকর্ণ, পলাশের ন্যায়পত্র, প্রচুর ক্ষীরবিশিষ্ট ও গজাকৃতি কন্দ হইলে তাহাকে করেণু; অজার স্তনের ন্যায় কন্দ, সক্ষীরা, চন্দ্র বা শঙ্খের ন্যায় শ্বেত অথচ পাণ্ডুর এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষের আকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে অজা; শ্বেতবর্ণ, বিচিত্র পুষ্পবিশিষ্ট এবং কাকাদনীর ন্যায় ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইলে তাহাকে চক্রকা কহে। আদিত্যপর্ণিনী—মূলবিশিষ্টা, কোমলা, রক্তবর্ণ-পঞ্চপত্রবিশিষ্টা ও সর্ব্বদা সূর্য্যের অনুবর্ত্তিনী অর্থাৎ যে দিকে যখন সূর্য্য থাকেন, তখন সেই দিকে নত থাকে। কনকের আভাবিশিষ্ট, সক্ষীর ও দেখিতে পদ্মিনীর ন্যায় এবং বর্ষার অপগমে জন্মে ও চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়, ইহাকে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা কহে। অরত্নিপ্রমাণ বৃক্ষ, দ্বি অঙ্গুল পরিমিত পত্র, নীলোৎপল সদৃশ পুষ্প ও অঞ্জনসন্নিভ ফল ইহাকে শ্রাবণী; এই সকল লক্ষণযুক্ত, কনকবর্ণবিশিষ্ট ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে মহাশ্রাবণী। গোলোমী ও অজলোমী—রোমবিশিষ্টা ও কন্দসম্ভূতা। বেগবতী মূলে জন্মে, হংসপদী লতার ন্যায় বিচ্ছিন্নপত্রা, অথবা সর্ব্বতোভাবে শঙ্খপুষ্পীর তুল্য অতিশয় বেগবিশিষ্টা ও সর্পনির্মোক সদৃশ; ইহা বর্ষার অন্তে জন্মে।

এই রসায়ন ওষধিসমূহ অতি পবিত্রভাবে মন্ত্র পাঠ করিয়া তুলিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"মহেন্দ্ররামকৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ॥"

(সুশ্রুত কল্পস্থা০ ৩১ অ০)

শ্রদ্ধাহীন, অলস, কৃতঘ্ন ও পাপকারী প্রভৃতি ব্যক্তি এই সকল ঔষধ দেখিতে পায় না।

দেবাসুন্দ নামক হ্রদে ও সিন্ধু নামক মহাহ্রদে, বর্ষার অন্তে ও মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা পাওয়া যায়। উক্ত দুই প্রদেশে হেমন্তের শেষে আদিত্যপর্ণিনী এবং বর্ষার প্রারম্ভে গোনসী পাওয়া যায়। কাশ্মীর প্রদেশে ক্ষুদ্রমানস নামক দিব্য সরোবরে করেণু, ছত্রা, অতিছত্রা, গোলোমী, অজলোমী ও মহাশ্রাবণী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইস্থলে বসন্তকালে কৃষ্ণবর্ণ নামে গোনসীও দেখিতে পাওয়া যায়। কৌশিকী নদীর পারে পূর্ব্বদিকে তিন যোজন ভূমি বল্মীকব্যাপ্ত। সেই বল্মীকের উপরিভাগে শ্বেতকাপোতী জন্মে। মলয় ও নলসেতু নামক পর্ব্বতে বেগবতী নামক ওষধি জন্মে। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী তিথিতে উপবাস করিয়া এই রসায়ন সেবন করা বিধেয়।

(সুশ্রুতকল্পস্থা০ ২৯-৩১ অ০)

ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—মধুর সহিত বংশলোচন বা সৈন্ধবের সহিত পিপ্পলী অথবা চিনির সহিত ত্রিফলা সেবন করিলে রসায়ন হয়। অর্দ্ধপোয়া রক্তপুনর্নবা পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত ১৫ দিন পান করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণবয়স্কের ন্যায় হয়। ভৃঙ্গরাজের স্বরস মুথায় সহিত এক মাস পান করিয়া পরে দুগ্ধপান করিলে বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকে। শতমূলী, মুণ্ডীরী, গুলঞ্চ, হস্তিকর্ণপলাশ এবং তালমূলী এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে মৃত্যুপথাভিমুখী মনুষ্যও বলবীর্য্যসম্পন্ন হয় এবং দেবতার ন্যায় শরীরের দীপ্তি ও অত্যন্ত বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্য ব্যক্তি অশ্বগন্ধাচূর্ণ দুগ্ধের সহিত, বাতপিত্তাধিক্য ব্যক্তি ঘৃতের সহিত, বাতাধিক্য তৈলের সহিত এবং বাতকফাধিক্য উষ্ণ জলের সহিত পনর দিন কাল সেবন করিলে বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং জলসিঞ্চন দ্বারা যেরূপ শস্য বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ শরীর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। লৌহ অর্দ্ধপোয়া, গুগ্‌গুলু দেড় পোয়া, ত্রিফলা ১ সের, এই সকল চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে লেহন করিলে দীর্ঘায়ুঃ লাভ ও দেবতার ন্যায় কান্তি হইয়া থাকে।

"ন কেবলং দীর্ঘমিহায়ুরশ্নুতে রসায়নং যো বিবিধং নিষেবতে।
গতং স দেবর্ষিনিষেবিতং শুভং প্রপদ্যতে ব্রহ্ম তথৈব চাক্ষয়ম্॥"

(ভাবপ্র০)

যিনি বিবিধ রসায়ন সেবন করেন, তিনি যে কেবল দীর্ঘায়ুঃ লাভ করেন, তাহা নহে, পরিণামে দেবর্ষিনিষেবিত অক্ষর ব্রহ্মপদকেও লাভ করিয়া থাকেন।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে রসায়নের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অন্নাদির পরিপাকান্তে একটী হরীতকী, আহারের পূর্ব্বে ২টী বহেড়া এবং ভোজনান্তে ৪টী আমলকী ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রসায়নক্রিয়া সাধিত হয়। এই ত্রিফলা রসায়ন এক বৎসর সেবন করিলে জরা ও ব্যাধি দূরীভূত এবং শতবৎসর পরমায়ুঃ হয়। একমাস যথাযোগ্য মাত্রায় ভৃঙ্গরাজের রস ও উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ পান করিলে বল, বর্ণ ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। দুগ্ধ সহ থুলকুড়ির রস, যষ্টিমধু-

চূর্ণ, মূল ও পুষ্প সহিত গুলঞ্চের রস ও চোরকাকলীর কল্ক এই রসায়ন আয়ুঃপ্রদ। রোগনাশক এবং বল, অগ্নি, বর্ণ ও স্মরণ-শক্তিবর্দ্ধক। একপক্ষকাল দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল বা উষ্ণজলের সহিত অশ্বগন্ধার কাথাদি সেবন করিলে দেহের পুষ্টি হয়। আমলকী ও তিল ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় নির্ম্মল, ব্যাধি দূরীভূত ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। বিড়ঙ্গের মূলচূর্ণ শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ তোলা মাত্রায় ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বুদ্ধি ও মেধা প্রভৃতি বর্দ্ধিত ও বলিপলিতাদি দূরীকৃত হয়। হস্তিকর্ণ-পলাশের ত্বক্‌চূর্ণ ঘৃত বা মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতে ভক্ষণ করিলে বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়শক্তি ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। আমলকী-চূর্ণ ৮ সের, ঘৃত ৮ সের, মধু ৮ সের, পিপুল ১ সের, চিনি ২ সের এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া ভস্মরাশির মধ্যে স্থাপন করিতে হয়; পরে ইহা তুলিয়া লইয়া শরৎকালে সেবনীয়। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবনে বলিপলিতাদি দূরীভূত এবং বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়। গুলঞ্চ, অপাঙ্গমূল, বিড়ঙ্গ, চোরকাঁচকি, বচ, হরীতকী, শুঁঠ ও শতমূলী প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অতিশয় স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা ভিন্ন মধুহরীতকী, নিগুণ্ডীকল্প, ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণ, শ্রীমৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রোক্ত অমৃতবর্ত্তিকা, শ্রী-সিদ্ধমোদক, বসন্তকুসুমাকর, অষ্টাবক্ররস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, পূর্ণচন্দ্ররস, শ্রীমহালক্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি ঔষধ রসায়নে বিশেষ প্রশস্ত। (ভৈষজ্যরত্না° রসায়নাধি°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে যে,—

"সুস্থস্যোজস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদার্ত্তস্য রোগহৃৎ।

যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নং॥" (রসেন্দ্রসারস°)

সুস্থব্যক্তির ওজস্কর ও রোগীর রোগনিবারক ও জরা-ব্যাধিনাশক ঔষধসমূহকে রসায়ন কহে। এই ঔষধ যথা—শ্রীমন্মথরস, মহেশ্বররস, পূর্ণচন্দ্ররস, কার্শ্যহরলৌহ, লক্ষ্মী-বিলাসরস, শ্রীকামদেবরস, অনঙ্গসুন্দররস, হেমসুন্দররস, অমৃতার্ণবরস, চন্দ্রোদয়রস, মকরধ্বজ, বসন্ততিলক, বসন্ত-কুসুমাকর রস, নীলকণ্ঠরস এই সকল ঔষধ রসায়নে বিশেষ প্রশস্ত ও আশুফলপ্রদ। (রসেন্দ্রসারস° রসায়নাধি°)

[এই সকল ঔষধের বিষয় তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য]

চরকসংহিতায় রসায়নের বিষয় অতিবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বিষয় লিখিত হইল। সুস্থ-ব্যক্তির ওজস্কর ও রোগীর রোগপ্রশমকভেদে ঔষধ দুই প্রকার। এই দ্বিবিধ ঔষধের মধ্যে যে ঔষধ সুস্থব্যক্তির ওজস্কর, তাহা আবার দুই প্রকার, বৃষ্য ও রসায়ন। এই দ্বিবিধ ওজস্কর ঔষধই রোগপ্রশমক; কিন্তু রসায়ন ঔষধ যেমন প্রায় সমস্ত রোগেরই বিশেষ প্রশমক, বৃষ্যের তাদৃশ রোগপ্রশমতা শক্তি নাই, তথাচ ইহাতে অল্প পরিমাণে রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মানব রসায়ন সেবন দ্বারা দীর্ঘায়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তরুণাবস্থা, প্রভা, বর্ণ, স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, বাক্‌সিদ্ধি, নম্রতা ও কান্তি এই সকল লাভ করিয়া থাকে। প্রশস্ত রসাদি ধাতুসমূহের অয়ন অর্থাৎ লাভোপায় বলিয়া ইহার নাম রসায়ন। অমরগণের যেরূপ অমৃত, ভোগবানের যেরূপ সুধা, মহর্ষিগণের সেইরূপ রসায়ন ছিল। রসায়ন-সেবনপরায়ণ ঋষিরা সহস্র বৎসর আয়ুঃ লাভ করিয়াছিলেন। এই কালের মধ্যে তাঁহাদের কি জরা, কি দৌর্ব্বল্য, কি আতুর্য্য, কি নিধন কিছুই হয় নাই। রসায়ন সেবন করিলে কেবল যে দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয় তাহা নহে। বিধিপূর্ব্বক যিনি রসায়ন সেবন করেন, তিনি দেবর্ষি-নিষেবিত শুভগতি প্রাপ্ত হন এবং নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

রসায়নসেবনের সাধারণতঃ দুই প্রকার বিধি অভিহিত হইয়াছে,—কুটীপ্রাবেশিক প্রয়োগ ও বাতাতপিক প্রয়োগ। (বাতাতপরহিত গৃহকে কুটীগৃহ কহে।)

কুটীপ্রাবেশিক বিধি—যে স্থানে কোন প্রকার ভয়ের আশঙ্কা না থাকে, তথায় বৈদ্যাদি অবস্থানের জন্য একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। যে স্থানে রসায়নোপ-যোগী উপকরণ সকল অনায়াসে পাওয়া যায়, এই স্থানের পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে উৎকৃষ্ট ভূমিতে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। এই কুটীগৃহ যেন বিস্তৃত ও উচ্চ এবং ত্রিগর্ভ হয়। (গৃহের অভ্যন্তরে গৃহ, তদভ্যন্তরে গৃহ ও তদ-ভ্যন্তরে যে গৃহ তাহাই ত্রিগর্ভ) এই গৃহভিত্তির উপরিভাগে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ থাকে, ভিত্তি দৃঢ় এবং গৃহ যেন সকল ঋতুতেই সুখজনক, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও মনোহর হয়। অশুভকর শব্দাদি যেন তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে। তথায় স্ত্রীলোকের সমাগম না থাকে, অভিলষিত উপকরণ সামগ্রী এবং বৈদ্য, ঔষধ ও ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন।

এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উত্তরায়ণে, শুক্ল-পক্ষে, প্রশস্ত তিথি, নক্ষত্র ও করণযোগে, ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধানান্তে মানস দোষ ত্যাগ এবং সর্ব্বপ্রাণীতে মৈত্রচিন্তনপূর্ব্বক অগ্রে গণেশাদি দেবতাপূজা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া এই কুটীগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। কুটীগৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে বমন-বিরেচনাদি সংশোধন দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার জাতবল ও সুখী হইলে রসায়ন সেবন বিধেয়।

যাঁহারা সমর্থ, নীরোগ, ধীমান্, সংযতাত্মা, ক্ষমাবান্ ও

ধনজনাদিসম্পন্ন তাহাদিগের পক্ষেই কুটীপ্রাবেশিক রসায়নবিধিই হিতকর। তদ্ভিন্ন অপরের পক্ষে বাতাতপিক রসায়নবিধিই উপকারক।

রসায়নবিধি পালন করিতে না পারিলে যদি সেই অপালনহেতু কোন ব্যাধি জন্মে, তাহা হইলে রসায়ন ত্যাগ করিয়া সেই রোগের ঔষধ সেবন করা বিধেয়।

সত্যবাদী, অক্রোধ, মদ্যমৈথুনবিরত, অহিংসক, শ্রমরহিত, প্রশান্ত, প্রিয়বাদী, জপ ও শৌচপরায়ণ, ধীর, দানশীল, তপস্বী, দেবতা-গো-ব্রাহ্মণ-আচার্য্যাদির সেবায় নিরত, সতত আনৃশংস্যপরায়ণ, কারুণ্যবেত্তা, নাতিজাগরণ ও নাতিনিদ্রাশীল, দুগ্ধঘৃতভোজী, দেশকালপ্রমাণজ্ঞ, যুক্তিজ্ঞ, অনহঙ্কৃত ইত্যাদি গুণান্বিত ব্যক্তিই রসায়নসেবনের অধিকারী; এই সকল গুণসমূহ রসায়নের কার্য্য করিয়া থাকে। সকল গুণযুক্ত হইয়া যিনি রসায়ন সেবন করেন, তিনি রসায়নোক্ত সকল ফল লাভ করিয়া থাকেন। শারীর ও মানসদোষ দূরীভূত না করিয়া যিনি রসায়ন সেবন করেন, তিনি কখনই রসায়নের যথোক্ত গুণ সকল লাভ করিতে সমর্থ হন না। তবে স্থূল স্থূল কোন কোন গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন হইয়া হরীতকী, সৈন্ধব, আমলকী, গুড়, বচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, পিপুল, ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে হইবে। ইহা দ্বারা শরীর সংশুদ্ধ হইলে পেয়াদি ক্রমে পথ্য দিতে হয়। তৎপরে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তিন দিন, পাঁচ দিন বা সপ্তাহ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না কোষ্ঠের শুদ্ধি হয়, সেই পর্য্যন্ত পুরাণ যবাগূ ঘৃতসহ পান করিতে হইবে। তৎপরে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে বয়স, প্রকৃতি ও সাত্ম্য (বল) বুঝিয়া যাহার পক্ষে যে রসায়ন উপযোগী তাহাকে সেই রসায়ন দিতে হইবে।

ব্রাহ্ম্যরসায়ন—শালপানি, বৃহতী, চাকুলে, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, বেলছাল, গণিয়ারিছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, পুনর্নবা, মুগানি, মাষাণি, বেড়েলা ও এরণ্ডমূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, জীবন্তী, শতমূলী, শরমূল, ইক্ষুমূল, কুশমূল ও কাশমূল, শালিমূল, এই সকল দ্রব্যের মূল দশ পল করিয়া সমুদায়ে ৫০ পল লইতে হইবে। হরীতকী ১ সহস্র, নূতন আমলকী ৩ সহস্র এই সকল দ্রব্য দশগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দশ ভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইতে হয়। হরীতকী ও আমলকীর আঁটিগুলি ফেলিয়া দিয়া উহা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঐ কাথে গুলিয়া লইতে হইবে। পরে উহাতে ৩২ সের তিলতৈল ও ৩৮ সের গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নিতে যথাবিধানে পাক করিবে। আসন্ন পাকে দন্তিমূল, পিপুল, শঙ্খপুষ্পী, কৈবর্ত্তমুস্তা, বিড়ঙ্গ, রক্তচন্দন, অগুরু, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, বচ, নাগেশ্বর ও ছোট এলাচি এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি পল ও মিছরিচূর্ণ ১১ শত পল প্রক্ষেপ দিতে হইবে, গাঢ় হইলে নামাইতে হয়। অনন্তর শীতল হইলে তাহাতে ৪০ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুম্ভে রাখিতে হইবে।

এই রসায়ন উক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে এইরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে, যেন ইহা সেবনে আহারের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়। পরে ঔষধ পরিপাক হইলে দুগ্ধের সহিত ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে। বৈখানস, বালখিল্য ও অন্যান্য তপোধনগণ এই রসায়ন সেবন করিয়া অপরিমিতায়ুঃ এবং জীর্ণবপুঃ ত্যাগ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট তরুণ বয়স লাভ করিয়াছিলেন। আয়ুষ্কামব্যক্তি এই ব্রাহ্ম্য রসায়ন সেবন করিয়া দীর্ঘায়ুঃ, শীতাতপসহিষ্ণু, যৌবন এবং অভিলষিত কামনা লাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত গুণান্বিত এক সহস্র আমলকী দুগ্ধবাষ্পে সুসিদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ একটী বৃহৎ হাঁড়িতে দুগ্ধ রাখিয়া সেই হাঁড়ির মুখ বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া সেই বস্ত্রের উপরে আমলকীগুলি স্থাপন করিয়া হাঁড়ির নীচে জ্বাল দিতে হইবে। জ্বাল দিতে দিতে দুগ্ধের বাষ্পে আমলকীগুলি সুসিদ্ধ হইবে। পরে ঐ আমলকীর আঁটি ফেলিয়া দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। পরে অন্য আমলকীর স্বরসে ঐ চূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিতে হয়। তৎপরে শালপানি, পুনর্নবা, জীবন্তী, গোরক্ষ চাকুলে, আলকুশী, মণ্ডুকপর্ণী, শতমূলী, শঙ্খপুষ্পী, পিপুল, বচ, বিড়ঙ্গ, আলকুশী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, অগুরু, যষ্টিমধু, মৌলফুল, নীলোৎপল, পদ্ম, মালতী, প্রিয়ঙ্গু ও যূথিকা এই সমুদায়ের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত আমলকী চূর্ণের আট ভাগের একভাগ লইয়া তাহা ঐ আমলকী চূর্ণের সহিত মি[illegible]ত করিবে। এবং সমস্ত চূর্ণ গোরক্ষ-চাকুলের সহ[illegible]পল স্বরসে ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর তাহার সহিত দ্বিগুণ ঘৃত বা মধু মিশ্রিত করিয়া কুলআঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সকল বটিকা ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া ভূমিতে একটী গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তে উক্ত ভাণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক তাহা ভস্মরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এক পক্ষের পর ঐ ভাণ্ড তুলিতে হইবে। তদনন্তর ঐ ঔষধে অষ্টমাংশপরিমিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, প্রবাল ও লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অগ্নির বলানুসারে প্রথম দিনের ঔষধের পরিমাণ স্থির করিয়া প্রতিদিন একতোলা বা তন্ন্যূন পরিমাণ বৃদ্ধি

করিয়া প্রাতঃকালে যথাবিধানে সেবন করিতে হইবে। ঔষধ পরিপাক হইলে দুগ্ধ ও ঘৃত সহ ষষ্টিকান্ন সেবন করিতে হইবে। এই রসায়ন সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হরীতকী-রসায়ন—হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, পঞ্চ প্রকার পঞ্চমূলের কাথ, পিপুল, যষ্টিমধু, মৌলফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, আলকুশীবীজ, জীবক, ঋষভক, ক্ষীরবিদারী, এই সকল দ্রব্যের কল্ক, আট গুণ দুগ্ধ, ৬৪ সের ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, পরে যথা বিধানে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া এই ঘৃত সেবন করিতে হয়। পরে ঘৃত পরিপাক হইলে ঘৃত ও দুগ্ধসহ শালি বা ষষ্টিকতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়া উষ্ণোদক অনুপান করিবে। এই রসায়ন সেবন করিলে জরা, ব্যাধি, পাপ, অভিচার ও ভয় অপগত, শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অতুল বল এবং কোন প্রকার চেষ্টাই বিফল হয় না।

ঘৃত ৪ সের, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, হরিদ্রা, শালপানি, বচ, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, শুঁঠ, যষ্টিমধু, পিপুল ও শ্বেতখদির, এই সকল দ্রব্যের কাথ ১৬ সের এবং এই সকল দ্রব্যের কল্ক একসের, যথাবিধানে ইহা পাক করিতে হইবে। ঘৃতপক্ক হইলে তাহাতে মিলিত মধু ও চিনি একসের মিশাইতে হইবে। আমলকীচূর্ণ শতপল, আমলকীর স্বরসে ভাবিত করিয়া তাহার চূর্ণ ও তাহার চতুর্থাংশ জারিত লৌহচূর্ণও উহাতে মিশাইতে হইবে। এই রসায়ন ২ তোলা পরিমাণে প্রাতঃ-কালে সেবনীয়। সায়ংকালে মুদ্গযূষ বা দুগ্ধের সহিত ঘৃত-সংযুক্ত শালি বা ষষ্টিক অন্ন ভোজন করিবে। এই রসায়ন তিন বৎসরকাল সেবন করিলে শতবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জরা আসিবে না এবং যাহা একবার শ্রুত হইবে, তাহা চিরকাল মনে থাকিবে, সমস্ত রোগ নিবারিত ও গাত্র প্রস্তরবৎ দৃঢ় হইবে।

সহস্র আমলকী ও সহস্র পিপ্পলী পলাশ-ক্ষার জলে ভিজাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে এবং আমলকীর আঁটিগুলি ফেলিয়া দিবে। তৎপরে ঐ আমলকী ও পিপ্পলীচূর্ণ করিবে, পরে তাহাতে চারি গুণ মধু ও ঘৃত এবং চূর্ণের চারি ভাগের এক ভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ভাবিত পাত্রে স্থাপন-পূর্ব্বক ৬ মাস কাল মাটির নীচে পুতিয়া রাখিবে। তৎপরে এই রসায়ন তুলিয়া প্রাতঃকালে অগ্নির বলানুসারে ভোজন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে মধ্যাহ্নে সাত্ম্য ভোজন করিবে। অপরাহ্নে ভোজন করিবে না। এই রসায়ন সেবনের ফল পূর্ব্ববৎ ইহা সেবনেও শতবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জরা উপস্থিত হয় না।

নাগবলা-রসায়ন—শুচি ও সংযত হইয়া স্বস্তিবাচন ও দেবার্চ্চনপূর্ব্বক মাঘ ও ফাল্গুন মাসে শুভ মুহূর্ত্তে সুভূমিজাত সুগুণসম্পন্ন নাগবলার (গোরক্ষ-চাকুলের) মূল উদ্ধৃত করিবে, এবং ঐ সকল মূল জলে ধৌত করিয়া তাহার ত্বক্ একপল বা ২ তোলা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিতে হইবে, পরে তাহা গব্যদুগ্ধে আলোড়িত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাবিধানে সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত অন্ন ভোজন করিতে হয়। ইহা এক বৎসর কাল সেবন করিলে শতবৎসরেও জরা উপস্থিত হয় না।

নাগবলা নিম্নোক্ত গুণসম্পন্ন ভূমি হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। যেস্থান জাঙ্গল, কুশব্যাপ্ত, যেথানকার মৃত্তিকা, স্নিগ্ধ, মধুর রস, কৃষ্ণবর্ণ অথবা সুবর্ণবর্ণ, যেস্থান বিষদোষ, বায়ু-দোষ, জলদোষ, অগ্নিদোষ ও শ্বাপদোপদ্রববর্জ্জিত এবং যেস্থান কর্ষণ, বল্মীক, শ্মশান, চৈত্য ও ক্ষাররসরহিত, আর যে ঋতুতে যেরূপ বায়ু, যেরূপ জল ও যেরূপ সূর্য্যাতপ সুখ-কর এইরূপ বাতাদি দ্বারা যেস্থান সেবিত সেই স্থান হইতেই নাগবলা গ্রহণ করিতে হয়।

করপ্রচিতীয় রসায়ন—মাঘ ফাল্গুন মাসে পরিপুষ্ট কতক-গুলি আমলকী, বৃক্ষ হইতে হস্ত দ্বারা আহরণপূর্ব্বক তাহাদের আঁটি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ঐ সকল আমলকী শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া আমলকীর স্বরসে ২১ বার ভাবনা দিয়া তাহা পুনর্ব্বার শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। এইরূপ চূর্ণ ৮ সের, জীবনীয়, বৃংহণীয়, শুক্রজনন, শুক্রবর্দ্ধন ও বয়ঃস্থাপনগণোক্ত দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত রক্তচন্দন, অগুরু, ধব, খদির, শিংশপা ও অসন ইহাদের সার; হরীতকী, বহেড়া, পিপুল, চই, চিতা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ রূপ কুটিতে হইবে। পরে ঐ জীবনাদি দ্রব্যসমূহ, রক্তচন্দনাদি দ্রব্যসমূহ ও হরীতক্যাদি দ্রব্যসমূহ, মিলিত ৮ সের পরিমাণে লইয়া ১৬০ সের জলে পাক করিতে হইবে। পরে ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ ছাকিয়া লইবে। ঐ কাথে পূর্ব্বোক্ত আমলকী চূর্ণ ৮ সের মিশ্রিত করিয়া তাহা গোময়াগ্নি দ্বারা জাল দিয়া পাক করিতে হইবে। পাককালে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে যেন চূর্ণগুলি দগ্ধ না হয়, অর্থাৎ কাথাংশ নিঃশেষ হইলেই নামাইবে। পরে সেই চূর্ণগুলি লৌহপাত্রে বিস্তারিত করিয়া শুকাইয়া লইবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মের উপর একখানি শিল রাখিয়া সেই শিলে চূর্ণগুলি অতি-মসৃণভাবে পেষণ করিবে। উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে লৌহ-পাত্রে স্থাপন করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। অগ্নির বলাবল

বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ঐ চূর্ণ এবং তাহাতে অষ্টমাংশ লৌহচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে। পুরাকালে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অঙ্গিরা, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ভৃগু ও অন্যান্য মহর্ষিগণ সংযত হইয়া এই রসায়ন সেবন করিয়া শ্রান্তি, ব্যাধি, জরা ও ভয় বিমুক্ত এবং এই রসায়নপ্রভাবে মহাবল হইয়া তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই রসায়ন সেবন করিলে জরাব্যাধি রহিত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে।

লৌহরসায়ন, হেমরসায়ন ও রজতরসায়ন।—চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং তিলবৎপুরু একখানি কান্তলৌহের পাত অগ্নিসন্তাপে অগ্নিবর্ণ করিয়া তাহা ক্রমান্বয়ে ত্রিফলার কাথে, গোমূত্রে, যবক্ষারোদকে, লবণোদকে, ইঙ্গুদীক্ষারোদকে, ও কিংশুকক্ষারোদকে নির্ব্বাপিত করিবে। পরে ঐ লৌহপাত অঞ্জনবর্ণ হইলে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধু ও আমলকী রসে মিশ্রিত করিয়া লেহবৎ করিবে, এই চূর্ণ ঘৃতভাবিত কুম্ভে স্থাপনপূর্ব্বক যবপোয়ালের মধ্যে এক বৎসরকাল রাখিয়া দিবে। ঐ লেহবৎ লৌহচূর্ণ মাসে মাসে এক একবার আলোড়ন করিয়া তাহাকে একটু একটু মধু ও আমলকীর রস মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপে সম্বৎসর অতীত হইলে উহা অগ্নিবলানুরূপ মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ভোজন করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে স্বর্ণ ও রজতের রসায়ন প্রস্তুত করিতে হয়। এই রসায়ন আয়ুর প্রকর্ষকারক ও সর্ব্বরোগনাশক। ইহা সেবন করিলে অভিঘাত, রোগ, জরা, বা মৃত্যু দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। একবৎসরকাল ব্যাপিয়া এই রসায়ন সেবন করিলে মনুষ্য হস্তিবৎ দৃঢ়প্রাণ, অতিবলেন্দ্রিয়, ধীমান্, যশস্বী, বাক্‌সিদ্ধ ও শ্রুতিধর হইয়া থাকে।

আমলকরসায়ন।—একবৎসরকাল ব্রহ্মচারী (মৈথুনরহিত) জিতেন্দ্রিয় ও কেবলমাত্র দুগ্ধপায়ী হইয়া দিবারাত্র বেদোক্ত ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিয়া গোগণ মধ্যে বাস করিবে। সম্বৎসরান্তে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া পৌষী, মাঘী, বা ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে আমলকী বনে প্রবেশপূর্ব্বক ফল পরিপূর্ণ একটী বৃহৎ আমলকী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কতকগুলি আমলকী আহরণ করিবে এবং যে পর্য্যন্ত না সেই আহৃত ফলে অমৃতাগম হয়, ততক্ষণ ব্রহ্মপ্রণবজপ করিতে হইবে। তথাবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের ব্রহ্মপ্রণব জপদ্বারা অবশ্যই ক্ষণকালের মধ্যে অমৃতাগম হইবে। যখন দেখিবে ফলগুলি মৃদু, সস্নেহ এবং শর্করা মধুতুল্য সুস্বাদু হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, ফল মধ্যে অমৃতাগম হইয়াছে। উদর পূর্ণ করিয়া এই আমলকী ফলভক্ষণ করিলে নর অমরের ন্যায় কান্তি লাভ করে, এবং স্থিরযৌবন হইয়া সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। লক্ষ্মী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করেন, বেদসমূহ স্বয়ং তাহার অধীত ও অভ্যস্তবৎ এবং সরস্বতী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হন।

ইহা ভিন্ন চ্যবনপ্রাশরসায়ন, হরীতকীরসায়ন, আমলকঘৃতরসায়ন, আমলকাবলেহরসায়ন, আমলকীচূর্ণরসায়ন, বিড়ঙ্গাবলেহরসায়ন, আমলকাবলেহ, ভল্লাতকক্ষীর, ভল্লাতকক্ষৌদ্র, ভল্লাতকতৈল, ঐন্দ্ররসায়ন, মেধাকররসায়ন, পিপ্পলীরসায়ন, বর্দ্ধমানপিপ্পলীরসায়ন, ত্রিফলারসায়ন, শিলাজতুরসায়ন, ইন্দ্রোক্ত রসায়ন, দ্রোণীপ্রাবেশিকরসায়ন ও আচাররসায়ন এই সকল রসায়ন সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল হইয়া থাকে। এই সকল রসায়নের বিষয় ও প্রণালী চরকে বর্ণিত হইয়াছে।

সমস্ত শরীরদোষ গ্রাম্য আহার হইতে উৎপন্ন। অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, শুষ্কশাক, মাষকলায়, তিলকল্ক, পিষ্টান্ন, অঙ্কুরিত ও নূতন শূকশমী ধান্যকৃত অন্ন, বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য, রুক্ষ, ক্ষার, অভিষ্যন্দী দ্রব্য, ক্লিন্ন, গুরু, পূতি, পর্য্যুষিত অন্ন, বিষমাশন, অধ্যশন, নিত্য দিবানিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গম ও মদ্যপান, বিষম বা অতিমাত্র ব্যায়াম দ্বারা শরীরের সংক্ষোভ, ভয়, ক্রোধ, শোক, লোভ, মোহ ও শ্রমের আধিক্য, এই সকল গ্রাম্য বিষয় সেবনে বাত, পিত্ত ও কফ কুপিত, শরীরের মাংস শিথিল, সন্ধি সকল বিশ্লিষ্ট, রক্ত বিদগ্ধ, অধিক মেদঃ বিষ্যন্দিত, এবং মজ্জা অস্থিসমূহে সংহিত ও শুক্র প্রবৃত্ত হয় না, ওজঃক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই কারণে গ্রাম্য ব্যক্তিগণ গ্লানিযুক্ত, অবসন্ন, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যযুক্ত, নিরুৎসাহ ও অল্পশ্রমেই হাপাইয়া উঠে। শারীর ও মানসিক কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হয়। তাহাদের স্মরণশক্তি বুদ্ধি ও কান্তি বিনষ্ট হয়। ইহারা রোগসমূহের আশ্রয়স্থান, এবং পরিমিতায়ু ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। এই সকল দোষ পরিহারের জন্য অহিতকর আহার বিহার পরিত্যাগ ও জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধাচারী হইয়া পূর্ব্বোক্ত রসায়ন সেবন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার সুখসৌভাগ্য লাভ হইবে। রসায়ন সেবন ব্যতীত শারীর দোষ পরিহারের আর কোনই উপায় নাই। এই জন্য মেধা ও আয়ুষ্কামী ব্যক্তির রসায়ন সেবন অবশ্য বিধেয়। (চরক-চিকিৎসাস্থা০ রসায়নাধি০)

চরক, বাগ্‌ভট প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে রসায়নাধিকারে রসায়ন যোগ সকল বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

রসঃ পারদঃ লক্ষণয়া তজ্জাতীয়া হরিতালাদিকঞ্চ অয়নং

আশ্রয় উপায়ো যস্ত তৎ। ৩ স্বর্ণাদিকরণ, পারদাদিকে যে স্বর্ণাদি ধাতুতে পরিণত করা যায়, তাহাকে রসায়ন কহে। দত্তাত্রেয়তন্ত্রে (১৩ পটলে) ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে,—

একটী কৃষ্ণসর্প গ্রহণ করিয়া তাহার মুখে শিববীর্য্য (পারদ) পূরণ করিতে হয়, পরে ঐ সর্পের মুখ বন্ধ করিয়া একটী নূতন মৃন্ময়স্থালী মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিতে হইবে, অনন্তর উহা নির্জনস্থানে প্রাতঃকাল হইতে পুনর্ব্বার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে। তাহার পর স্থালীর মুখ উদ্ধৃত করিয়া সর্পভস্ম পরিত্যাগ করিয়া পারদ গ্রহণ করিতে হইবে। পরে এক তোলা তাম্র গলাইয়া তাহাতে এক রতি পরিমাণ পারদ প্রদান করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ উহা সুবর্ণরূপে পরিণত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে যথাবিধানে শিবপূজা করিয়া করিতে হয়।*

এই প্রকার সুবর্ণ ও রজত প্রভৃতি ধাতু প্রস্তুত করিবার বহুবিধ বিধি উল্লিখিত আছে। রসায়নগুণপ্রভাবে এক ধাতু অন্যপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। (পুং) ৪ গরুড়। ৫ বিড়ঙ্গ। (মেদিনী) ৬ বিষ। ৭ বংশপত্র হরিতাল।

রসায়নতন্ত্র (ক্লী) রসায়নাধিকার।

"রসায়নতন্ত্রং নাম বয়ঃস্থাপনমায়ুর্মেধাবলকরং রোগাপহরণসমর্থঞ্চ" (সুশ্রুত সূ° ১ অ°)

রসায়নফলা (স্ত্রী) রসায়নেন ফলতি যা ফল অচ, টাপ্। হরীতকী। (ত্রিকা°)

রসায়নবর (পুং) শুক্লরসোন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ কম্বুধান্ত। ৩ কাকজঙ্ঘা। (বৈদ্যকনি°)

রসায়নবিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক উপায়ে পার্থিব পদার্থসমূহের আণবিক মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের ইংরাজী নাম Chemistry। প্রাচীনতম আর্য্যহিন্দুগণের 'রসায়ন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে পাশ্চাত্য সভ্যজগতের Chemistry শাস্ত্রের বস্তুগত অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও, এতদুভয়ের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমান ইংরাজানুকৃত রসায়নশাস্ত্রকে তৎশব্দের অনুকরণে কিমিয়া-বিদ্যারূপে প্রকটিত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য কিমিয়াবিদ্যা সচেতন (organic) ও জড়পদার্থের (inorganic bodies) মিশ্রণ লইয়া গঠিত। স্বর্ণলৌহাদি জড় ধাতু, বৃক্ষাদি চেতন পদার্থের সহিত অণু পরমাণুতে মিলিত হইলে স্বভাবতঃই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুণেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। এই বৈজ্ঞানিক সমাবেশের নাম রসায়ন। যে শাস্ত্র দ্বারা মিশ্রিত দ্রব্যের গুণাগুণ ও বলাবল নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহাই রসায়নশাস্ত্র।

প্রাচীন আর্য্যগণ ওষধি ও ধাতুর বস্তুশক্তিপরীক্ষা করিয়া তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতেন। এতদ্ভিন্ন দুই বা ততোধিক বিভিন্ন ধাতু বা ভেষজাদির আণবিক সংমিশ্রণ ঘটাইয়া তাহার গুণনির্ণয়ে তাঁহারা সম্যক্ পারদর্শী হইয়াছিলেন। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ঐ সকল মিশ্রিত ঔষধ যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রস্তুত হইত। এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ঔষধ সকল রসরক্তাদির পুষ্টিসাধক ও ব্যাধিপ্রশামক বলিয়া উহা রসায়ন নামে আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হইয়াছে।

আর্য্য ঋষিগণ রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যে সকল যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগৃহীত হইবার উপায় নাই। আর্য্য-সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ঋষিগণ মানবদেহের উপযোগী যে রসায়নাদি প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাস আমরা ঋগ্বেদের বহুস্থলেই দেখিতে পাই। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দেববৈদ্যরূপে আবির্ভাব হইবার প্রসঙ্গ ঋগ্বেদের প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়। সোমরস তখনকার পুষ্টিকর রসায়ন বলিয়া গৃহীত ছিল। ঋক্ ১।৩।২।৩ মন্ত্রে আছে,—'হে রুদ্রবর্ত্তন্ অশ্বিদ্বয়! মিশ্রিত সোমরস অভিষুত হইয়াছে, তোমরা আইস।' এই মিশ্রিত সোমরস Chemical Combination বা liquid mixture ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সোমরস রুগ্নব্যক্তির ঔষধস্বরূপ, এই জন্য বেদে উহা রোগারোগ্যকারী দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত মহাগ্রন্থের ১০।৯৭।৬-৭ মন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে দেশে ওষধিসমূহের সংগমন ঘটে, সেই প্রদেশের ব্রাহ্মণ ভিষক্‌নামে অভিহিত। তিনি যদি অশ্বাবতী, উর্জ্জয়ন্তী, সোমাবতী ও উদোজস্ প্রভৃতি প্রধান ওষধি চতুষ্টয় সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে রোগীর রোগ ধ্বংস করিয়া তাহার আরোগ্য বিধান করিতে সমর্থ হন। উক্ত সূক্তের ১৮ মন্ত্রে সোমকে ওষধির রাজা এবং ২০ মন্ত্রে রোগী-

---

* "কৃষ্ণসর্পমেকং গৃহীত্বা তস্য মুখে শিববীর্য্যং পূরয়িত্বা সর্পস্য মুখং তদনু বদ্ধা নূতনমৃন্ময়স্থালীমধ্যে সংস্থাপ্য স্থালীমুখং মৃদাদিনা সংলিপ্য নির্জ্জনস্থানে প্রাতরারভ্য পুনঃপ্রাতর্যাবৎ বহ্নিনা জ্বালং দদ্যাৎ। ততঃ শুভক্ষণে স্থালীমুখমুদ্ধৃত্য সর্পভস্ম বিহায় শিববীর্য্যং গৃহ্লীয়াৎ। তত্তোলকমিতং তাম্রং গালয়িত্বা তস্মিন্ গালিততাম্রে রক্তিকমাত্রং তৎ শিববীর্য্যং দদ্যাৎ, তেন তৎক্ষণাদেব তত্তাম্রং স্বর্ণীভূতং। আদৌ শিবার্চ্চনং কৃত্বা পশ্চাৎ প্রয়োগ এব কর্ত্তব্যঃ।"

(দত্তাত্রেয়তন্ত্র রসায়নাম ১৩ প°

দিগের জন্য ওষধি খনন ও তদ্দ্বারা দ্বিপৎ অর্থাৎ পুত্র ভৃত্যাদি, চতুষ্পদ্ অর্থাৎ গোমহিষাদি জীবসঙ্ঘের অরোগ হইবার কথা আছে।

এতদ্ব্যতীত ঋক্‌সংহিতার ৫ম মণ্ডলের ১৯, ২৭, ৩০, ৩৩, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭ সূক্ত এবং ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ২, ২৭, ৪৬, ৪৭, ৪৮ প্রভৃতি সূক্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তৎকালে আর্য্য ঋষিগণ ধাতুগলন, মুদ্রাপ্রচলন, লৌহকলস নির্ম্মাণ, সুরাপ্রস্তুত এবং অঞ্জি, স্রক্, রুক্ম, খাদি ও হিরণ্ময় শিপ্র প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার এবং ঋষ্টি, বাশী, ধনু, ইষু, নিষঙ্গ, হিরণ্ময় কবচ বর্ম্ম ও লৌহ অস্ত্রাদি সংগঠন করিয়া যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে রসায়ন-বিজ্ঞানের (alchemy) সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহারা রাসায়নিক সঙ্কর্ষণ ও বিকর্ষণ অবগত না থাকিলে কখনই এ বিষয়ের এতদূর শৃঙ্খলাবদ্ধ পুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ হইতেন না।

আথর্ব্বণীয় যুগে ঋষিগণ ভেষজাদির গুণ ও রোগনাশক শক্তির বিষয় সম্যক্ সম্পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং সেই সকল ওষধাদির উত্তোলনকালে অথবা তাহার শক্তিবর্দ্ধনোদ্দেশে তাঁহারা মন্ত্রপাঠাদি সহকারে অনেক ভৌতিক ব্যাপার সম্পাদনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে আমরা অথর্ব্ববেদে রোগ ও তাঁহার রসায়ন-সমষ্টির পরিস্ফুট তালিকা দেখিতে পাই। অথর্ব্ববেদ ৪।১৭।১ মন্ত্রে অপামার্গকে (Achyranthes aspera) রোগশান্তির মুখ্যকর্ত্রী ও অন্যান্য ওষধির ঈশ্বরী বলিয়া আবাহন করা হইয়াছে। অপর একটী স্তোত্রে সোমরসকে অমৃত (ambrosia) ও বলকর পানীয়-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা যে শতবর্ষ পরমায়ু-কারী রসায়ন (ঔষধ) প্রস্তুত করিতে জানিতেন, তাহারও আভাস ঐ মন্ত্রে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের ১।২৩।১ মন্ত্রে কুষ্ঠরোগ ও জরাবস্থাপ্রাপ্ত কেশের শুক্লতা বিদূরিত করিবার জন্য এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ওষধির পরিচয় আছে। ৬।১৩৬।১-২ মন্ত্র পাঠে জানা যায় যে, পুরাতন কেশ দৃঢ়করণার্থ এবং অনুৎপন্নকেশরাশি পুনরুৎপাদন কামনায় নিতত্নি, কাকমাচী প্রভৃতি ওষধির প্রশংসা সূচিত হইয়াছে। তাঁহারা পলিতকেশ রক্ষার জন্য রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুত করিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নোক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম—

'যস্তে কেশোঽবপদ্যতে সমূলো যশ্চ বৃশ্চতে।
ইদং তং বিশ্বভেষজ্যাভিষিঞ্চামি হি বীরুধা॥ ৬।১৩৬।৩।

অথর্ব্ববেদে ভূত বা প্রেতযোনি সমাবেশজন্য রোগ এবং সাধারণ পীড়ার আরোগ্যার্থ যে সকল মন্ত্র ও ঔষধের ব্যবস্থা আছে, সেই অংশ 'ভৈষজ্যানি' নামে পরিচিত। আর যেখানে ঋষিগণ দীর্ঘ-জীবন ও স্বাস্থ্যকামনার বলকর রসায়ন-প্রস্তুতকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহা 'আয়ুষ্যানি' নামে খ্যাত। বৈদিক আয়ুষ্যানি ও সংস্কৃতরসায়ন এবং ইংরাজী কিমিয়াবিদ্যা (Alchemy) একার্থবাচক। উক্ত গ্রন্থের একস্থলে মুক্তা, ঝিনুক ও স্বর্ণের আবাহনের প্রসঙ্গ আছে। এই দ্রব্যত্রয়ের নাম রসায়ন*।

বৈদিকযুগের পর, আয়ুর্ব্বেদীয় যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সহকারে বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা ঔষধাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়। মহর্ষি সুশ্রুত ও চরক রসায়ন প্রস্তুত করিবার বিশদ প্রথা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চরকের পূর্ব্বে অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারিত, ক্ষীরপাণি প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি করিয়া যান। তৎপরে দৃঢ়বল, বাগ্‌ভট, চক্রপাণি প্রভৃতি উহার পুষ্টি সাধন করেন।

চরকসংহিতার সূত্রস্থান ২৬ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে হিমালয়স্থ চিত্ররথবনে অত্রিপুত্র পুনর্বসু, ভদ্রকাপ্য, শাকুন্তেয়ব্রাহ্মণ, মৌদ্গল্য পূর্ণাক্ষ, কৌশিক হিরণ্যাক্ষ, কুমার-শিরা ভরদ্বাজ, রাজর্ষি বার্য্যোবিদ, বিদেহরাজ নিমি, ধামার্গব বড়িশ ও বাহ্লিকদেশীয় ভিষগ্বর কাঙ্কায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ সমবেত হইয়া পঞ্চভূতাত্মক রস ও আহার্য্য পদার্থের প্রকৃত অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করেন।

রসায়ন-শাস্ত্রের আদিতে পার্থিব পদার্থের গঠন ও গুণ এবং তাহার আণবিক বিশ্লেষণ আলোচিত হইয়াছে। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রে, কপিল সাংখ্যসূত্রে, গোতম ন্যায়সূত্রে এবং ডিমক্রিটাস প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ সকলেই একবাক্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে উদ্ভূত পাঞ্চভৌতিক পদার্থের আণবিক বিশ্লেষণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই আণবিক সংযোগ বা বিয়োগ স্বীকার না করিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়াসাধ্য কোন বস্তুরই গুণ পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর-সম্পাদন করা যায় না।

আয়ুর্ব্বেদীয় পৌরাণিক যুগ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদ্যকযুগ ছাড়িয়া দিয়া বৌদ্ধযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও ওষধি ও রসায়নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণাঞ্জন, স্রোতোঽঞ্জন, রসাঞ্জন প্রভৃতি দ্রব্যের উপকারিতা ও রোগাদির চিকিৎসা এবং ঔষধাদির বিষয় মহাবগ্গ,বিনয়পিটক, জীবক-কোমারভচ্চ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ রিস্‌ডেভিড্‌স্ ও ওল্ডেনবর্গের মতে বিনয়পিটক

*Bloomfield's Hymns of the Athravaveda.—Intro. p. XLVI.

৩৫০—৭০খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সঙ্কলিত, সুতরাং পাশ্চাত্য জগতে হিপোক্রেটিস্ জন্মলাভ করিবার বহুপূর্ব্বে হিন্দুগণ শরীররসবিজ্ঞান (Humoral Pathology) নামক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী আধুনিক বৈদ্যযুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে আমরা চীনপরিব্রাজক ইৎসিংকে ভারতে আসিয়া বৈদ্যকশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে দেখি। ইৎসিংএর বৃত্তান্ত অথবা হর্ষচরিত-বর্ণিত রাজবৈদ্য রসায়নের ইতিবৃত্তে আমরা কেবল আয়ুর্ব্বেদ ও ভেষজাদির উল্লেখ দেখিতে পাই ; কিন্তু তৎকালে রসায়নের (Metallic salts) বিশেষ প্রচলন ছিল কি না জানা যায় না।

বাগ্‌ভটের সময় হইতে রাসায়নিক ধাতব ঔষধ সকল সাধারণে প্রচারিত হইবার সূত্রপাত হয়। অতঃপর বৃন্দ ও চক্রপাণি তাহার পরিপুষ্টি সাধন করেন। এই সময় ভারতে তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায়, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রন্থের রসায়নাধিকারে ঔষধাদি অভিমন্ত্রণার্থ মন্ত্রপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চক্রপাণি বৃন্দের পদানুসরণ করেন, বৃন্দ মাধবকরের নিদানকে মূলভিত্তি করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। ঐ নিদানগ্রন্থই তুরুষ্কাধিপ খলিফার আদেশে আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

আরবদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত অল্‌বিরুনি ভারতে আসিয়া হিন্দুদিগের গূঢ়রসায়ন শাস্ত্রের পূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—তাঁহারা ইহা অতি গোপনীয়ভাবে রাখিতেন, কাহাকেও এই গুপ্তরহস্যের মর্ম্ম অবগত হইতে দিতেন না। সুতরাং ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণের নিকট তিনিও এ বিদ্যালাভ করিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুদিগের অগ্নিযোগে চোয়ান বা পুটপাক (Sublimation) জারণ, মারণ বা ভস্ম (Calcination) ; পৃথক্‌করণ বা সারগ্রহণ (analysis) এবং তালক (Waxing of talc) প্রস্তুতবিধি অনুধাবন করিয়া স্পষ্টই অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাহারা প্রধানতঃ ধাতুসম্পর্কীয় রসায়ন আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন*।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তান্ত্রিকযুগে উপাসনাপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে শরীররক্ষার্থ আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়নের সমাদর বাড়িয়াছিল। আনুমানিক ১১০০-১৩০০ খৃষ্টাব্দে তান্ত্রিক প্রভাব যখন ভারতের সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল, তখন বৌদ্ধ ও শৈবব্রাহ্মণগণ বুদ্ধ ও শিবকে একভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাই আমরা বৌদ্ধদিগের মধ্যে মহাকালতন্ত্র ও রসরত্নাকর এবং শৈবদিগের মধ্যে রসার্ণব, রসহৃদয়, রসসিদ্ধান্ত প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্র প্রচলিত দেখি। ঐ সকল গ্রন্থে দেহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল রাসায়নিক প্রয়োগ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অতি মূল্যবান্ সামগ্রী। রসহৃদয়ে পারদ হরের বীজ এবং অভ্র পার্ব্বতীর বীজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গোবিন্দ ভগবৎ সর্ব্বজ্ঞরামেশ্বর প্রভৃতি বিশদরূপে পারদের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছেন। পারদবিজ্ঞান যে কেবল রসায়নশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এবং ধাতুবাদার্থ নিয়োজিত তাহা নহে ; দেহবেধ দ্বারা ইহাতে পরম প্রয়োজনীয় মুক্তিও সাধন করিতে পারা যায়। রসার্ণবে লিখিত হইয়াছে—

"লোহবেধস্ত্বয়া দেব যদ্দত্তং পরমেশিতঃ।
তং দেহবেধমাচক্ষ্ব যেন স্যাৎ খেচরী গতিঃ॥
যথা লোহে তথা দেহে কর্ত্তব্যঃ সূতকঃ সদা।
সমানং কুরুতে দেবি প্রত্যয়ং দেহলোহয়োঃ।
পূর্ব্বং লোহে পরীক্ষেত পশ্চাদ্দেহে প্রযোজয়েৎ॥" ইতি

এই পারদবিজ্ঞানের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ জগতে একটী যুগান্তর আসিয়া উপনীত হয়। ভিষক্‌গণ ভৈষজ্যতত্ত্বের আলোচনার সহিত তন্ত্রোক্ত পারদ, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুজাত রসায়নের যাথার্থ্য-নির্ণয়ে অভিনিবিষ্ট হন। এই সময়কে আয়ুর্ব্বেদীয়-রসযুগ (Iatro-Chemical period) বলা যাইতে পারে। তন্ত্রকার বা যোগিগণ অভ্র, পারদ, লৌহ, হরিতাল প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা প্রস্তুত ঔষধাদি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ না হইলেও, উহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোগারোগ্যের উপযোগী ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এই যুগের চিকিৎসকগণ চরক ও সুশ্রুতোক্ত ঔষধাদির সহিত প্রথমে ধীরে ধীরে রসপ্রয়োগের ব্যবস্থা করেন।

রসার্ণব ও রসরত্নসমুচ্চয়কার তান্ত্রিকগণ অনন্ত জীবন ও মোক্ষকামনায় যখন রসধাতু হইতে উৎকর্ষসাধক রসায়ন আবিষ্কারে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রায় তাহারই সমকালে রোজার বেকন্ (১২৯৪ খৃঃ), এল্‌বার্টাস্ মেগান্স, রেমণ্ড লালী, আর্ণাণ্ডাল্ ভিলানোভেনাস্ প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহিগণ কিমিয়া-বিদ্যার উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। রোজার বেকন্ নিঃসঙ্কোচ চিত্তে বলিয়াছিলেন যে পরেশপাথর (Philosopher's stone) অপরাপর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত রসসিদ্ধগণ (Alchemists) এক বাক্যে ইহার সর্ব্বরোগহর ভেষজগুণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহার নিকট এই সর্ব্বরোগনাশক (panacea) পদার্থ থাকিবে, সে ৫ শত বা ততোধিক বর্ষকাল জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে।

* Sachau's Translation, Vol I, pp. 187-88.

খৃষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শতাব্দের পূর্ব্বে ভারতে ফলিত-রসায়নের (Practical Chemistry) পূর্ণ প্রচার ছিল। ঐ সময়ে য়ুরোপবাসী রসায়নবিদ্যার ছায়ামাত্র লাভ করেন নাই। তাঁহারা তুঁতে (Blue vitriol), মাক্ষিক (Pyrites) প্রভৃতিতে তাম্রের সংযোগপ্রণালী অবগত ছিলেন বটে, কিন্তু ধাতুশোধন-কার্য্যে (metallurgical processes) তাঁহারা সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। প্যারাসেলসাস্ (১৪৯৩-১৫৪১ খৃঃ) পারদের ভেষজগুণ উপলব্ধি করিয়া তাহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লিবাভিয়াস্ (১৬১৬ খৃঃঅঃ) প্যারাসেলসাসের দোষগুণ বিচার করিয়া রসায়নশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনে অগ্রসর হন। প্রথিতনামা বসিল বলেণ্টাইনের সময়ে (১৬০০ খৃঃঅঃ) য়ুরোপখণ্ডে প্রকৃতপক্ষে আরিষ্টটল ও আরবদেশীয় রসসিদ্ধ-(Alchemists) গণের মতানুসরণ ভিন্ন আর কোন নবীন মতের উদ্ভাবনা ঘটে নাই। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় রসায়নের উন্নতি সম্বন্ধে অধ্যাপক স্কোর্লেমার (Prof. Schorlemmer) লিখিয়াছেন যে, ১৬শ শতাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় রসায়নবিদ্গণের যাবতীয় চেষ্টা "ফিলজফার্স ষ্টোন" অনুসন্ধানে ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে রসায়নশাস্ত্র দুইটী নূতন ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথ অবলম্বনে উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে। এগ্রিকোলা ধাতুবিজ্ঞান (Metallurgy) এবং প্যারাসেলসাস্ আয়ুর্ব্বেদীয় রসযোগ (Iatro-Chemical) সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়া ধাতব রসায়নবিজ্ঞানের (inorganic Chemistry) উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। য়ুরোপীয় সমাজে ইঁহারাই রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত। গ্যালেন ও আভিসেন্নার মতবিরুদ্ধে প্যারাসেলসাস্ ও তাহার ছাত্রমণ্ডলী বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাতব ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। ইহার বহুপূর্ব্বে ভারতবাসী নাগার্জ্জুন ও পতঞ্জলি-সম্প্রদায় পারদাদি ধাতুর ব্যবহার অবগত ছিলেন। আমরা অন্ততঃ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে 'পর্পটিতাম্রম্' ও "রসামৃতচূর্ণম্" (Black Sulphide of mercury) নামক রসৌষধে পারদের আভ্যন্তরিক প্রয়োগের ব্যবস্থা দেখি।

১৫৬৬ খৃষ্টাব্দের প্যারীনগরের আয়ুর্ব্বেদীয় মহাসভায় (The Parliament and the Faculty of Medicine) বিবরণীতে প্যারাসেলসাসের নবোদ্ভূত বিপজ্জনক ঔষধসমূহের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। য়ুরোপে তৎকালে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কোন পারদোয় ধাতব ঔষধের প্রচলন থাকিলে কখনই তাহা সাধারণের নিকট উপেক্ষিত হইত না। এই সকল আনুপূর্ব্বিক প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্যারাসেলসাস্ সম্ভবতঃ পূর্ব্বদেশ হইতে তাঁহার রাসায়নিক প্রণালী প্রস্তুত ঔষধাদির এই অভিনব মত সংগ্রহ করিয়া য়ুরোপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

তালিফ-শরিফ নামক হেকিমিগ্রন্থে প্রকাশ—ভারতীয় ভিষক্গণ সেঁকো বা শিমুলক্ষার (White oxide of arsenic), পারদ, লৌহ প্রভৃতি ঔষধে ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকারিতা লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু য়ুনানী হাকিমগণ কখনই তাহাদের মত নিঃসঙ্কোচে ঐ সকল ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবস্থা করিতে পারেন না। গ্রন্থকার স্বয়ং এক স্থলে উহার বাহ্য প্রয়োগ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল পান নাই।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতবাসী আর্য্য-হিন্দুগণই সর্ব্বপ্রথমে পারদের সর্ব্বরোগহরত্ব শক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চীনের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, আরববাসীকর্ত্তৃক রসায়নবিদ্যা য়ুরোপে নীত হইবার পূর্ব্বে চীনবাসী 'তান্-সা' (হিঙ্গুল বা রসসিন্দূর—Red bisulphuret of mercury) নামক রসৌষধের ব্যবহার অবগত ছিলেন*। চরক, সুশ্রুত ও পতঞ্জলির যোগসূত্রে রসবিভাগের প্রভূত আলোচনা দেখিয়া হিন্দুকেই রসায়নশাস্ত্রের উদ্ভাবক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। স্বয়ং অল্‌বিরুণি বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুনকে একজন রসসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন†।

মধ্যযুগে যখন সমগ্র য়ুরোপখণ্ড অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং গ্রীকজাতির প্রাচীন বিদ্যাগৌরব ক্রমশঃই অবসাদ-প্রাপ্ত হইতেছিল,—কএকজন গ্রীক্ সাধু কেবলমাত্র পর্ব্বত-গহ্বরে বসিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন; সেই দুর্দ্দশার দিনে—সেই গ্রীকসমৃদ্ধির অবনতিকালে আরবগণ পূর্ব্বদিক্ হইতে গণিতাদি বিজ্ঞানশাস্ত্রের জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া পাশ্চাত্য-জগতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই বিমল জ্ঞানজ্যোতিঃ পরি-ব্যাপ্ত হইয়া আজ সমগ্র য়ুরোপকে এরূপ মহত্ত্ব দান করিয়াছে।

আরববাসী পণ্ডিতমণ্ডলী বিজ্ঞানবিষয়ক উন্নতিসাধনে ভারতবাসী হিন্দুগণের নিকট যে, সর্ব্বতোভাবে ঋণী ছিলেন, তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ তাঁহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের মধ্যভাগে আবুল করজ মহম্মদবিন্ ইসাক্ বিরচিত কিতাব্-উল-ফিহ্রস্ত গ্রন্থে এবং হাজী খলিফা ও ইবন্ আবু উসৈবিয়ার (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের প্রারম্ভে)

* Beal's Buddhist Records, II. 56.

† Buddhist Records, II. 212. 216. & India, I. 189

বিবরণী হইতে জানা যায় যে, খলিফা হারুণ অল্ রসীদ ও মনসুরের আদেশে হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদীয় বৈদ্যকতত্ত্ব, নিদান প্রভৃতি গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছিল*। ফ্লুগেল লিখিয়াছেন যে, মঙ্ক নামক জনৈক ভারতীয় ভিষক্ হারুণ অল্ রসীদকে উৎকট রোগ হইতে মুক্ত করায় রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজকীয় আতুরালয়ের প্রধান চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করেন। উক্ত চিকিৎসকপ্রবর খলিফার আদেশে সুশ্রুত ও চরকাদি শাস্ত্র আরবীভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হাজী খলিফা লিখিয়াছেন যে, উক্ত মুসলমানসম্রাট্ হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্র, বীজগণিত ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের শিক্ষাবিস্তারকল্পে হিন্দু পণ্ডিতদিগকে রাজদরবারে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জর্ম্মণপ্রত্নতত্ত্ববিদ্ হায়াশ্ এ সম্বন্ধে হিন্দুর প্রাধান্য ও প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে গিয়া মুসলমান দ্বারা অনেকগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের অনুবাদ কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক মুলার তাঁহাদের মত খণ্ড করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চরক ও সুশ্রুত ভিন্ন তাঁহারা নিদান ও ভারতবাসী সানাক্- (সনক ?)কৃত অসাঙ্কর (অষ্টাঙ্গ ?) নামক বিষ-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও আরবীভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ডিট্জ্ (Dietz) স্বীয় 'এনালেক্টা মেডিকা' গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রীকগণও হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অভ্যস্ত ছিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এক সময় হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়নশাস্ত্র মুসলমানদিগের দ্বারা সুদূর য়ুরোপেও নীত হইয়াছিল।

সানাকের (Sánáq, the Indian) গ্রন্থে খাদ্যদ্রব্যমিশ্রিত বিষের যে পরীক্ষা আছে, তাহার সহিত চরকের (চিকিৎসা০ ২৩ অঃ ২৯-৩০ শ্লোক) ও সুশ্রুতের (কল্প০ ১।২৭) বিশেষ মিল দেখা যায়। রাসেজ্ (Rases) সনস্রদের মত উদ্ধার করিয়া জলৌকার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত সুশ্রুতের বিবরণের অনেক সামঞ্জস্য আছে†। এই সনস্রাদকে সুশ্রুতের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। কারণ আরবী অনুবাদকের হস্তে যদি চরক অপভ্রংশে সরক, সুশ্রুত—সুস্রুদ, নিদান—বদন এবং অষ্টাঙ্গ অসাঙ্কর হইতে পারে; তাহা হইলে রাসেজ কথিত সনস্রদকে সুশ্রুত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি দেখা যায় না।

ইস্লামধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেও পশ্চিমজনপদবাসিগণ আয়ুর্ব্বেদাদি বিজ্ঞানচর্চ্চার নিমিত্ত ভারতে আগমন করিতেন। মাশনূররাজ সাপরবানের সমকালে (৫৩১-৫৭২ খৃষ্টাব্দে) বর্জোয়েহ্ নামক জনৈক ব্যক্তি ভারতে আসিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। M. Berthelot প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গেবার, রাসেজ্ আভিসেনা, বুবাকর প্রভৃতির গবেষণাপূর্ণ বিবরণী আলোচনা করিয়া গ্রীক্‌দিগকে য়ুরোপীয় রসায়ন ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উত্তরাধিকারী এবং আরবদিগকে মধ্য য়ুরোপখণ্ডে উহার প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রমাণপরম্পরা আলোচনা করিলে ভারতবাসীর নিকটই যে তাঁহারা সম্পূর্ণ ঋণী ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। যেহেতু খৃষ্টীয় ৭৫০ হইতে ৮৫০ অব্দের মধ্যেই আরবীয় সাহিত্য নানাবিষয়ে পরিপুষ্ট ও অলঙ্কৃত হইয়া সম্যক্ সমুন্নত হইয়াছিল। আল্‌বিরুনির অনুবাদক সাচু লিখিয়াছেন, তৎকালে ভারতীয়গণ বিজ্ঞানভাণ্ডারে যাহা কিছু দান করিতেন, তাহাই সংস্কৃত হইতে পালী বা প্রাকৃত ও পরে ইরাণে পারস্যভাষায় অনূদিত হইয়া খলিফার অধিকারে আসিয়া আরবী ভাষায় প্রচারিত হইত। এইরূপে নানাস্থানে নানা ভাষায় পরিবর্ত্তন হেতু উহার নামবিপর্য্যয়ও সংঘটিত হইয়াছিল। তাই খলিফা মন্‌সুরের রাজ্যকালে সিন্ধুদেশ হইতে যখন রাজদূত বোগদাদে গমন করেন, তখন তিনি কএকজন পণ্ডিত লইয়া যান। তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মগুপ্তকৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও খণ্ডখাদ্যক নামে দুই খানি গ্রন্থ ছিল। ঐ দুইখানি গ্রন্থ যথাক্রমে সিন্দহিন্দ ও আর্‌খন্দ নামে আরবী ভাষায় প্রচারিত হয়।

যে আরবের নিকট য়ুরোপীয়গণ ঋণী এবং যে আরব ভারতের নিকট ঋণী, সেই ভারতের নিকট যে য়ুরোপীয়গণ সর্ব্বতোভাবে ঋণী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অধ্যাপক মাক্‌ডোনাল মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন;—"In science, too, the debt of Europe to India has been considerable. * * During the 8th and 9th centuries the Indians became the teachers in arithmetic and algebra of the Arabs and through them of the nations of the West. Thus, though we call the latter science by an Arabic name, it is a gift we owe to India." *

ভারতীয় আর্য্যগণ রসায়নশাস্ত্র কিরূপ পৃথক্‌ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা কঠিন। আধুনিক য়ুরোপীয় রাসায়নিকগণ যেরূপে উন্নত রসায়নশাস্ত্রের সংগঠন করিয়া লইয়াছেন, ঠিক ঐরূপ ভাবেই আর্য্যরসশাস্ত্র আলোচিত হইত কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে পৌর্ব্বাপৌর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আলোচনা

* Jour. Roy. As. Soc. (old series) VI. P. 105-115.

† History of Hindu Chemistry, Intro. LXVIII to LXXVIII.

* History of Sanskrit Literature p. 424

করিলে অবধারণ করা যায় যে, ভারতীয় আর্য্য জগতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রসায়নশাস্ত্রেরও একটী স্তর উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল।

মহর্ষি কনাদের পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত, সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ, ক্ষিতির আণবিক সমষ্টি এবং অণু, দ্ব্যণুক, ত্র্যসরেণু ও স্থূলাণু (Single binary, Tertiary and quarternary atoms) প্রভৃতির সংযোগ; দ্রব্যের রূপ, রস ও গন্ধ; আপেক্ষিক গুরুত্ব, লঘুত্ব, তারল্য, ঘনত্ব ও শব্দাদি গুণের বিষয় অনুধাবন করিলে রসায়নশাস্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তি কল্পনা করা যায়। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে রসায়নশাস্ত্রের আণবিক বিশ্লেষণের আভাস প্রস্ফুট হইয়াছিল।

চরকাদি শাস্ত্রের মতে পার্থিব পদার্থ প্রধানতঃ ৩ প্রকার—জীবজ, উদ্ভিজ্জ ও ক্ষিতিজ। উহা আবার মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত। মধু, গোবসম্ভবরস, মলমূত্র, পূয, শরীররস, পিত্ত, বসা, অস্থিমজ্জা, রক্ত, মাংস, চর্ম্ম, বীর্য্য, অস্থি, শৃঙ্গ, নখ, ক্ষুর, গোরোচনা, মৃগনাভি প্রভৃতি পদার্থ জীবজ; স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, ত্রপু ও লৌহ (অথবা তাহাদের রাসায়নিক ভস্ম) বালুকা চূর্ণ, মনঃশিলা, গিরিমাটী, সৌবীরাঞ্জন, মণিরত্ন,লবণ প্রভৃতি ঔষধ ক্ষিতিজ বলিয়া কথিত।

উক্ত গ্রন্থের সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র নামে পাঁচ প্রকার লবণের উল্লেখ দেখা যায়, ঐ পঞ্চ লবণ পাঁচটী বিভিন্ন গুণযুক্ত। কেন না উহার রাসায়নিক সংযোগও বিভিন্ন। ছাগ, মেষ, গো, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও গর্দ্দভ প্রভৃতির মূত্রক্ষার স্বতন্ত্র।

ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে ক্ষুদ্র পলাশবৃক্ষ (butea frondosa) খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। পরে তাহা পোড়াইয়া সেই ভস্মগুলিকে ছয়গুণ পরিমিত জলে ভিজাইয়া কার্পাসবস্ত্রে ২১ বার ছাঁকিয়া লইলে ক্ষারজল (lixivium) পাওয়া যায়[১]। এতদ্ভিন্ন সেই গ্রন্থে লৌহবটী,[২] অঞ্জন,[৩] মুক্তাচূর্ণ,[৪] লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যযোগে প্রস্তুত বলকর ঔষধাদি[৫] প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত আছে।

সুশ্রুতের সূত্রস্থান ১১শ অধ্যায়ে ক্ষারপাক ও তাহার প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "ছেদন ভেদন ও লেখন কার্য্য সম্পাদনকারী সকল শস্ত্রাপেক্ষা ক্ষার সমধিক কার্য্যকারী। কারণ ইহা দ্বারা রক্তস্রাবাদি ক্ষরিত, ব্রণ বিনষ্ট ও বাতাদি ত্রিদোষ শান্ত হয়। শ্বেতবর্ণ বলিয়া ইহা সৌম্য নামে খ্যাত (পাশ্চাত্য রসায়নেও Silver-nitrateকে lunar caustic বলে)। সৌম্য হইলেও ইহার দহন, পচন ও বিদারণ শক্তি আছে। উষ্ণবীর্য্যের ঔষধি সকল ইহাতে অধিক পরিমাণে সংযুক্ত থাকায় ইহা কটু, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারা পাচন, বিলয়ন, শোধন, রোপণ, শোষণ, স্তম্ভন ও লেখন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ইহা সেবন করিলে কৃমি, আম, কুষ্ঠ, কফ, বিষ ও মেদক্ষয় হয়। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পুরুষত্ব লোপ পায়।

প্রতিসারণীয় (লেপনযোগ্য) ও পানীয়ভেদে ক্ষার দুই প্রকার। কুষ্ঠ, কিটিভ, দদ্রু, কিলাস, মণ্ডল, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, চর্ম্মকীল, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, মশক, বাহ্যব্রণ, কৃমি, বিষ ও অর্শ এবং উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ ও তিনপ্রকার রোহিণীরোগে প্রতিসারণীয় ক্ষার বিধেয়। এই সকল মুখরোগে ক্ষার শস্ত্রতুল্য কার্য্যকারী। গরল, গুল্ম, উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করাশ্মরী, অন্তর্ব্রণ, কৃমি, বিষদোষ ও অর্শোরোগে পানীয় ক্ষার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও পিত্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, ভ্রম, মত্ততা, মূর্চ্ছা ও তিমির রোগে ক্ষার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে হিতকর নহে।

এই ক্ষারকে অন্যান্য ক্ষারের ন্যায় স্রাবিত করিয়া লইবে। মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণভেদে ক্ষার ত্রিবিধ। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে শরৎকালের প্রশস্ত দিবসে যথারীতি উপবাস করিয়া শৌচচিত্তে পর্ব্বতসানুদেশে প্রশস্তস্থানজাত, মধ্যমবয়স্ক শ্বেতবর্ণ বৃহৎ ও অখণ্ড ঘণ্টাপারুল প্রথমে অধিবাস করিয়া পর দিন মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উৎপাটিত করিবে। অনন্তর রক্তপুষ্প ও শ্বেতপুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া সেই বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বায়ুশূন্য স্থানে সাজাইয়া রাখিবে। পরে তদুপরে সুধাশর্করা (ঘুটিং চূণ) স্থাপন করিয়া তিলবৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা দগ্ধ করিবে। অগ্নিনির্ব্বাণ হইলে বৃক্ষের ও শর্করাভস্ম পৃথক্ পৃথক্ রাখিবে। এইরূপে কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণপলাশ, পারিভদ্র, বহেড়া, সোঁদাল, লোধ, আকন্দ, মনসাসিজ, আপাঙ, পারুল, ডহরকরঞ্জ, বাকস, কদলী, চিতে, নাটাকরঞ্জ, অর্জ্জুনবৃক্ষ, স্বর্ণমল্লিকা, করবীর, ছাতিম, গণিকারী, কুঁচ ও চারিপ্রকার ঘোষা এই সকল বৃক্ষের মধ্যে কোন বৃক্ষের ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার ফল, মূল, পত্র ও শাখা একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে দগ্ধ করিবে।

দ্রোণপরিমাণ (৩২ সের) ভস্ম ছয়গুণ জলে অথবা গোমূত্রে আলোড়ন করিয়া বস্ত্রের দ্বারা ২১ বার ছাঁকিবে। পরে বৃহৎ কটাহে হাতার দ্বারা অল্প অল্প সঞ্চালনপূর্ব্বক

(১) চিকিৎসা• ২৩২৩; (২) চিকিৎসা• ১৬।২৮; (৩) চিকিৎসা• ২৬।১২৩; (৪) চিকিৎসা• ১৭।৩০; (৫) চিকিৎসা• ১।৪;

অগ্নিতে জ্বাল দিবে। সেই জল যখন নির্ম্মল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল হইবে, তখন বস্ত্রখণ্ডে অসার ভাগ ছাঁকিয়া ফেলিয়া পরিষ্কৃত জল পুনরায় অগ্নিতে পাক করিবে। পরে নাটাবীজ, পূর্ব্বোক্ত শর্করাচূর্ণ, ঝিনুক ও শঙ্খনাভি প্রত্যেক ৮ পল পরিমাণে লইয়া লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া অগ্নিবর্ণ করিয়া লইবে। পরে তাহাতে ঐ ক্ষার জল অল্প পরিমাণে মিশাইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। অতঃপর ঐ চূর্ণ ৬৪ সের পরিমিত ক্ষার জলে প্রক্ষেপ দিবে। অনন্তর স্থিরচিত্তে সেই ক্ষারজল হাতা দ্বারা সঞ্চালনপূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে। পাক জল অতিশয় ঘন না হয়, অথবা তরল না থাকে, এরূপ অবস্থায় অগ্নি হইতে নামাইয়া লৌহকলসে পূরিয়া মুখ আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাই মধ্যম ক্ষার বলিয়া কথিত। ঝিনুকাদি প্রক্ষেপ দ্রব্য না দিয়া সম্যক্‌রূপে সঞ্চালিত করিয়া পাক করিলে মৃদুক্ষার হয়।

মৃদুক্ষারজলে দন্তীবৃক্ষ, থুলকুড়ি, চিত্রক, লাঙ্গলিকা, নাটাকরঞ্জ, প্রবাল, মুরামাংসী, বিটলবণ, সাজীমাটী, স্বর্ণক্ষীরী-লতা হিঙ্গু, বচ ও শৃঙ্গিবিষ এবং সেই চূর্ণ শুক্তি প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিলে তাহা স্ফোটকাদি পাকাইবার গুণ প্রাপ্ত হয়। ইহাই তীক্ষ্ণক্ষার। ক্ষীণবল ব্যক্তিকে মৃদুক্ষারোদক সেবন করাইলে বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্ষারের গুণবিচার—অতিতীক্ষ্ণ বা অতিমৃদু না হওয়া, শ্বেতবর্ণ, নির্ম্মল,পিচ্ছিল, দ্রবকারী, বলকর ও শরীর মধ্যে শীঘ্র প্রবেশকারী হওয়া, এই অষ্টবিধ ক্ষারের গুণ এবং অতিশয় মৃদু, অতিশয় শীতল, অতি প্রবেশকারী, অতিঘন, অপক্ক ও দ্রব্যহীনতা ক্ষারের দোষ।

পীড়িতস্থানে ক্ষার লাগাইলে কৃষ্ণবর্ণ দাগ হয়। ঘৃতমধু সংযুক্ত অম্লবর্গ, তাহাতে প্রলেপ দিলে দগ্ধজনিত জ্বালা নিবৃত্তি হয়। যদি অতিশয় দগ্ধজন্য জ্বালার শান্তি না হয়, তাহা হইলে অম্লবর্গ, কাঞ্জিক, জীবন্তীবীজ, তিল ও যষ্টিমধু সমভাগে লইয়া পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধু ও ঘৃতসংযুক্ত তিলবাটা, উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ অম্লরসের সহিত যোগ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত স্থান পূরিয়া উঠে।

অম্ল ভিন্ন সকল রসেই ক্ষার আছে। কটু রসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং লবণ রসে তাহা অপেক্ষা কম। এই লবণরস অম্ল রসের সহিত মিলিত হইয়া মধুরতা প্রাপ্ত হয়। এই কারণে অম্লরসই ক্ষারদাহোপশমে প্রশস্ত (Acids neutralises the alkali)।

চরক ও সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে স্বর্ণ, রজত, তাম্র, রৌপ্য, লৌহধাতু ও স্বর্ণাদির মারণবিধি; ক্ষারপ্রয়োগবিধি, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চ্চল, রোমক ও ঔদ্ভিদ লবণাদির প্রয়োগ; পাণ্ডুরোগে আভ্যন্তরিক প্রয়োগে যবক্ষার, সর্জ্জিকা ও সোহাগার এবং উপদংশাদি বহিঃক্ষতরোগে বাহ্যপ্রয়োগে তুঁতে (Sulphate of Copper), হীরাকস্ (Sulphate of iron), মনঃশিলা, হরিতাল, স্ফটিকারী, গিরিমৃত্তিকা, রসাঞ্জন, লোধ্র, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা প্রভৃতি ধাতব ঔষধ ব্যবহার; মেটেতৈল ও ক্ষারতৈলের প্রয়োগ, কাসরোগে হরিণশৃঙ্গের ধূমসেবন, শ্বেতকেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্য তুঁতে, লৌহ ও হরীতকী তৈলের সংযোগ এবং পারদাদি যোগে রসায়নাধিকারোক্ত রসায়ন ও রসৌষধ সকলের প্রস্তুতপ্রণালী আলোচনা করিলে, ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রের বিস্তৃত ইতিহাস সঙ্কলন করা যায়। তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রসায়ন শব্দে বিবৃত হওয়ায় এখানে উল্লিখিত হইল না। [রসায়ন শব্দ দেখ।]

চক্রপাণি পারদশোধনের ব্যবস্থা করিয়া তাহা হইতে কজ্জলী (Black sulphide of mercury) বা রসপর্প্পটী প্রভৃতি রসৌষধ প্রস্তুতের নিয়মসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার তাম্রযোগ (powder of copper compound) নামক ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালীতে তিনি আবশ্যকীয় একটী রাসায়নিক যন্ত্রেরও আভাস দিয়াছেন। প্রথমে থালার ন্যায় চেপ্টা মৃৎপাত্রে নেপালজাত তাম্রপত্র গন্ধকচূর্ণের মধ্যে স্থাপন করিবে, পরে তদাকার একখানি মৃন্ময় পাত্র দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিবে এবং যাহাতে উভয় পাত্রের সংযোগমুখে ফাঁক না পড়ে তজ্জন্য পিটুলী ও শর্করাযোগে আটা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে। তদনন্তর সেই যন্ত্র বালুকা মধ্যে রাখিয়া ৩ ঘণ্টা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে ঐ তাম্র চূর্ণ করিয়া ঔষধাদির সহিত রোগবিশেষে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

লৌহপারদাদি ধাতুর মারণ, জারণ ও শোধনপ্রণালী যথাস্থানে বিবৃত হওয়ায় লিখিত হইল না। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

আয়ুর্ব্বেদিক যুগে আমরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিপোষক নানা যন্ত্রাদির নিদর্শন না পাইলেও তৎপরবর্ত্তী তান্ত্রিকযুগে (১১৮০-১৫০০ খৃঃ) ধাতব ঔষধাদি প্রস্তুতকরণোপযোগী বহুতর রসায়ন-সাধ্য যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। রসার্ণব ও রসরত্নসমুচ্চয় নামক তন্ত্রদ্বয়ে ধাত্বাদির রাসায়নিক সংযোগার্থ যে সকল তৎকাল-প্রচলিত যন্ত্রের উল্লেখ আছে, এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

রসার্ণবে শ্রীভৈরব বলিতেছেন, নিম্নোক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রসায়নকার্য্য আরম্ভ করিবে।

রসোপরসলোহানি যন্ত্রং কাঞ্জিকং বিড়ম্।
ধমনীলোহবস্ত্রাদি খল্লপাষাণমর্দ্দকম্।

কোষ্টিকা বক্রনালঞ্চ গোময়ং সারমিন্ধনম্।
মৃন্ময়ানি চ যন্ত্রাণি মুসলোলুখলানি চ॥
সংদংশীবাদৃশংদংশং মৃৎপাত্রায়ঃকরোটকম্।
প্রতিমানানি চ তুলা ছেদনানি কষোপলম্॥
বংশনালী লোহনালী মূষামার্গাস্তথৌষধী।
স্নেহাম্ললবণক্ষার বিষাণ্যুপবিষাণি চ।
এবং সংগৃহ্য সম্ভারং কর্ম্মযোগং সমাচরেৎ॥"

(রসার্ণব ৪র্থ পরি॰)

উপরোক্ত শ্লোকের ভাষা প্রাঞ্জলবোধে এখানে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল না। শ্লোকবর্ণিত শব্দগুলির ইংরাজী-প্রতিবাক্য আলোচনা করিলে সহজেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রসায়নসম্বন্ধীয় বস্তুগত ব্যবহারের অনেকটা সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে।

কাসীস (green vitriol), সৈন্ধব (rock-salt), মাক্ষীক (pyrites), সৌবীর (stibnite), ব্যোষ (গোলমরিচ, পিপুল ও শুঁঠ), গন্ধক (sulphur), সৌবর্চ্চল (saltpetre), মালতীরসসম্ভব এইগুলি শিগ্রুমূলের রসে সিক্ত করিলে বিড় হয়। মতান্তরে গন্ধক, হরিতাল (orpiment), সিন্ধুত্থ (sea-salt, salt) চুলিকা (sal ammoniac) ও টঙ্কণ (borax) ক্ষার ও মূত্রে পচাইলে জ্বালামুখনামক বিড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধমনী (a pair of bellows); লোহযন্ত্রাণি (iron implements); খল্বাপাষাণমৰ্দ্দক (stone pestle and morter); কোষ্টিক ১৬ অঙ্গুলী প্রস্থ ও ২ হস্ত লম্বা যন্ত্রবিশেষ। ইহার দ্বারা ধাতুর মূল পদার্থ [যেমন অবিশুদ্ধ দস্তা (calamine) হইতে বিশুদ্ধ দস্তা (zinc)] বাহির করিয়া লওয়া যায়। বক্রনাল (mouth-blow pipe), গোময় (ঘুটে), সারইন্ধন (পাকাকাষ্ঠ), মৃন্ময়যন্ত্র (earthen apparatus—মূচী, শরাব, প্রভৃতি), মুষল ও উদূখল, সংদংশীবাদৃশংদংশ (a pair of tongs), মৃৎপাত্র ও অয়ঃ-করোটক (earthen and iron vessels), প্রতিমানানি (weights), তুলা (balance), বংশনালী ও লোহনালী (Bamboo and iron pipes) এবং স্নেহ (fats), অম্ল (acid), লবণ (salts), ক্ষার alkalies) ও বিষ (poisons) এবং অভ্র বৈক্রান্ত, মাক্ষীক, বিমল, অদ্রিজ বা শিলাজতু, সস্তক বা ময়ূরতুত্থ, চপল রসক, এই অষ্টবিধ রস; গন্ধক, গৈরিক, কাসীস, তুবরী, তালক, মনঃশিলা, কঙ্কুষ্ঠ ও অঞ্জনাদি অষ্ট উপরস; কম্পিল্ল, গৌরীপাষাণ, নবসার, কপর্দ্দ, অগ্নিজার, গিরিসিন্দুর, হিঙ্গুল ও মৃদ্দারশৃঙ্গক নামক সাধারণ রস। লোহাদি ধাতু, বস্ত্র ও রত্ন প্রভৃতি দ্রব্য একত্র করিয়া রসসিদ্ধ ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। এই সকল সংগৃহীত দ্রব্য একত্র লইয়া একটী ক্ষুদ্র কর্ম্মশালা বা রসশালা (laboratory) গঠিত হয়।*

অতঃপর সেই রসশালায় কি কি যন্ত্র কোন্ কোন্ কার্য্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

১ দোলাযন্ত্র—একটী পাত্রের অর্দ্ধোদর দ্রবপদার্থে পূর্ণ করিয়া তদুপরে আড়ভাবে একটী কাষ্ঠদণ্ড স্থাপন করিয়া তাহাতে রসপোটলী (বস্ত্রবদ্ধ ঔষধাদি) ঝুলাইয়া দিবে। পরে তাহার উপরে আর একটী মৃদ্ভাণ্ড উল্টাইয়া ঢাকা দিবে, ইহার দ্বারা ভাণ্ডদ্বয় মধ্যে আবদ্ধ পোটলী স্বেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"দ্রবদ্রব্যেণ ভাণ্ডস্য পূরিতার্দ্ধোদরস্য চ।
মুখস্য ভয়তো দ্বারদ্বয়ং কৃত্বা প্রযত্নতঃ॥
তয়োস্তু নিক্ষিপেদ্দণ্ডং তন্মধ্যে রসপোটলীম্।
বদ্ধা তু স্বেদয়েদেতদ্দোলাযন্ত্রমিতি স্মৃতম্॥"

(রসরত্নসমুচ্চয় ৯।৩-৪)

ভাবপ্রকাশে দোলাযন্ত্রের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়;—পারদসংযুক্ত ঔষধ একটী ত্রিদল ভূর্জ্জপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া পুটলী প্রস্তুত করিবে। পরে সূত্র দ্বারা ঐ পুটুলীটী একখণ্ড কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া কাঞ্জিকাদি পূর্ণ অপর একটী পাত্রের উপরিভাগে ঐ কাষ্ঠখণ্ড এরূপ ভাবে রাখিবে, যেন উক্ত সূত্রবদ্ধ পুটুলীটী ঐ পাত্রের মধ্যে দুলিতে থাকে। তৎপরে ঐ পাত্রের অধোদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যথাবিধি পাক করিতে হয়। কেহ কেহ ইহাকে স্বেদনাখ্য যন্ত্রও কহে।

---

* "রসশালাং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতাম্।
সর্ব্বৌষধময়ে দেশে রম্যাকূপসমন্বিতে॥
নানোপকরণোপেতাং প্রাকারেণ সুশোভিতাং।
শালায়াঃ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে স্থাপয়েদ্রসভৈরবম্।
বহ্নিকর্ম্মাণি চাগ্নেয়ে যাম্যে পাষাণকর্ম্ম চ॥
নৈর্ঋত্যে শস্ত্রকর্ম্মাণি বারুণে ক্ষালনাদিকম্।
শোষণং বায়ুকোণে চ বেধকর্ম্মোত্তরে তথা।
স্থাপনং সিদ্ধবস্তূনাং প্রকুর্য্যাদীশকোণকে॥
পদার্থসংগ্রহঃ কার্য্যো রসসাধনহেতুকঃ।
সত্ত্বপাতনকোষ্ঠীঞ্চ সুরাকোষ্ঠীং সুশোভনাং॥
ভূমিকোষ্ঠীং চলৎকোষ্ঠীং জলদ্রোণীরনেকশঃ।
ভস্ত্রিকাযুগলং তদ্বন্নলিকে বংশলোহয়োঃ॥
করণানি বিচিত্রাণি দ্রব্যাণ্যপি সমাহরেৎ।
কণ্ডনীং পেষণীং খল্লান্ দ্রোণীক্ষপাংশ্চ বর্ত্তুলান্।
সূক্ষ্মচ্ছিদ্রসহস্রাঢ্যাং দ্রব্যাপালনহেতবে।" ইত্যাদি (রসরত্নসমুচ্চয়)

"নিবদ্ধমৌষধং সূতং ভূর্জ্জে তৎ ত্রিগুণাম্বরে।
রসপোট্টলিকাং কাষ্ঠে দৃঢ়ং বদ্ধা গুণেন হি॥
সন্ধানপূর্ণকুম্ভান্তঃ খাবলম্বনসংস্থিতম্।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং তত্তদুক্তক্রমেণ হি।
দোলাযন্ত্রমিদং প্রোক্তং স্বেদনাখ্যং তদেব হি॥"
(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

২ স্বেদনীযন্ত্র—একটী জলপূর্ণ মৃৎপাত্রের মুখ বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া তদুপরি পাক্য দ্রব্য সংস্থাপনপূর্ব্বক তদাকার আর একটী পাত্র বিপর্য্যস্তভাবে পূর্ব্বোক্ত পাত্রের কাণায় মিলাইয়া প্রলেপযোগে বদ্ধ করিয়া দিবে। অতঃপর তাহা অগ্নিতে স্থাপনপূর্ব্বক তাপ দিলে নিম্ন ভাণ্ডোত্থিত বাষ্পদ্বারা বস্ত্রোপরিস্থ দ্রব্য স্বেদ প্রাপ্ত হয়।

"সাম্বুস্থালীমুখাবদ্ধে বস্ত্রে পাক্যং নিবেশয়েৎ।
পিধায় পচ্যতে যত্র স্বেদনীযন্ত্রমুচ্যতে॥" (রসরত্নস° ৯অ°)

জারণাযন্ত্র—১২ অঙ্গুলীপরিমিত লম্বা দুইটী লোহার মুচি প্রস্তুত করিয়া তাহার ঈষৎ ছিদ্রযুক্ত একটীতে গন্ধক পুরিয়া, রসযুক্ত অপর একটী মুষামধ্যে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিবে। পারদের নিম্নস্থ অপর একটী পাত্রে জল রাখিবে। প্রথমে ঐ রস ও গন্ধক বস্ত্রগালিত রসোনক রসে যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া ভাণ্ডমধ্যে পুরিবে। অতঃপর ঐ যন্ত্র একটী মৃৎপাত্রের মধ্যে রাখিয়া, তদুপরি অপর একটী পাত্র ঢাকা দিবে এবং ঐ পাত্রদ্বয়ের সংযোগস্থল বস্ত্র ও মৃত্তিকাযোগে এরূপভাবে রুদ্ধ করিবে, যেন কোথাও ছিদ্র না থাকে। পরে ঐ স্থালী ঘুঁটের পোরের মধ্যে স্থাপন করিয়া তিন দিবস সমানভাবে অগ্নিতে পোড়াইয়া পরে উষ্ণ জলে মর্দ্দন করিবে।

"লোহমুষাদ্বয়ং কৃত্বা দ্বাদশাঙ্গুলমানতঃ।
ঈষচ্ছিদ্রাং ছিদ্রমিতামেকাং গন্ধকসংযুতাম্॥
মুষায়াং রসযুক্তায়ামন্যস্যাং তাং প্রবেশয়েৎ।
তোয়ং স্যাৎ সূতকস্যাধ ঊর্দ্ধাধো বহ্নিদীপনম্॥
রসোনকরসং ভদ্রে যন্ত্রতো বস্ত্রগালিতম্।
দাপয়েৎ প্রচুরং যত্নাদাপ্লাব্য রসগন্ধকৌ॥
স্থালিকায়াং নিধায়োর্দ্ধে স্থালীমন্যাং দৃঢ়াং কুরু।
সন্ধিং বিলেপয়েদ্যত্নান্মৃদা বস্ত্রেণ চৈব হি॥
স্থাল্যন্তরে কপোতাখ্যং পুটং কর্ষাগ্নিনা সদা।
যন্ত্রস্যাধঃ করীষাগ্নিং দদ্যাৎ তীব্রাগ্নিমেব চ॥
এবং তু ত্রিদিনং কুর্য্যাৎ তপ্ততোয়ে বিমর্দ্দয়েৎ।
ন তত্র ক্ষীয়তে সূতো নচ গচ্ছতি কুত্রচিৎ॥
ঊর্দ্ধং বহ্নিরধশ্চাপো মধ্যে তু রস-সংগ্রহঃ।
মুষাযন্ত্রমিদং দেবি জারয়েদ্গন্ধকাদিকম্॥" (রসার্ণব)

গর্ভযন্ত্র—৪ অঙ্গুলী লম্বা ও ৩ অঙ্গুলি বিস্তার এবং মুখবিবর অঙ্গুলি-মধ্যবিস্তার করিয়া একটী মুষা প্রস্তুত করিবে। পরে লবণ ২০ভাগ ও গুগ্গুলু ১ভাগ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জলযোগে তাহা মর্দ্দন করিবে এবং তদ্দ্বারা মুষার অভ্যন্তর ভাগ লেপন করিয়া লইবে। অতঃপর তাহাতে তিলপিষ্ট নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর তুষাগ্নি দ্বারা মৃদু তাপে দগ্ধ করিলে এক হইতে তিন রাত্রেই পারদ (পিষ্টিক) ভস্ম হইয়া যায়। এই যন্ত্র দ্বারা ভেষজাদি ব্যতিরেকে পারদ জারণ ও রঞ্জন করা যাইতে পারে।

"গর্ভযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি পিষ্টিকাভস্মকারকম্।
চতুরঙ্গুলদীর্ঘাঞ্চ* মুষিকাং মৃন্ময়ীং দৃঢ়াম্॥
অঙ্গুলমধ্যবিস্তারং বর্ত্তুলং কারয়েন্মুখম্।
লোণস্য বিংশতিভাগা একভাগস্তু গুগ্গুলোঃ॥
সুশ্লক্ষ্ণং পেষয়িত্বা তু তোয়ং দত্ত্বাৎ পুনঃ পুনঃ।
মুষালেপং ততঃ কুর্য্যাৎ তিলপিষ্টং চ নিক্ষিপেৎ॥
কুর্য্যাৎ তুষাগ্নিং ভূমৌ চ মৃদুস্বেদং তু কারয়েৎ।
অহোরাত্রং ত্রিরাত্রং বা রসেন্দ্রো ভস্মতাং ব্রজেৎ॥
জারণে সারণে চৈব রসরাজস্য রঞ্জনে।
যন্ত্রমেব পরং কর্ম্ম যন্ত্রবিষ্ঠা মহাবলা॥
ওষধিরহিতশ্চায়ং হঠাৎ যন্ত্রেণ বধ্যতে।
তস্মাদ্যন্ত্রবলং চৈকং ন বিলঙ্ঘ্যং বিজানতা॥" (রসার্ণব)

হংসপাকযন্ত্র—সিকতাকার খর্পর প্রস্তুত করিয়া বালুকাপূর্ণ করিবে। পরে তদুপরি অপর একখানি খর্পর চাপা দিয়া পঞ্চক্ষার, মূত্র, লবণ ও বিড়সহযোগে ঔষধাদি পাক করা হইয়া থাকে।

"খর্পরং সিকতাকারং কৃত্বা তস্যোপরি ন্যসেৎ।
অপরং খর্পরং তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
পঞ্চক্ষারৈস্তথা মূত্রৈর্লবণৈশ্চ বিড়ৈস্ততঃ।
হংসপাকঃ সবিজ্ঞাতো যন্ত্রতত্ত্বার্থকোবিদৈঃ॥" (রসার্ণব)

মুষা বা মুচি।—মুষা, ভাণ্ড, স্থালী প্রভৃতি রাসায়নিকের আবশ্যকীয় মৃদ্যন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য কৃষ্ণ, রক্ত, পীত ও শুক্লবর্ণের মৃত্তিকা বিহিত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাই প্রশস্ত। চোলাইএর বাঁকনল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত দৃঢ় মৃত্তিকার প্রয়োজন। এই জন্য তুষদগ্ধ, বল্মীকমৃত্তিকা অজ ও অশ্বের মলদগ্ধ,

---

* নাগার্জ্জুনের গ্রন্থে এই যন্ত্রের আরও একটু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।
"চতুরঙ্গুলদৈর্ঘ্যেণ বিস্তারেণ তু ত্র্যঙ্গুলম্।
মুষা তু মৃন্ময়ীং কুর্য্যাৎ সুদৃঢ়াং বর্ত্তুলাং মুখঃ॥"

লোহমণ্ডুর এবং বৃক্ষবিশেষের দগ্ধাঙ্গার তাহাতে মিশান হইয়া থাকে।

অন্ধমূষাযন্ত্র—তুষের ছাই ২ ভাগ, উইয়ের মাটী এক ভাগ, মণ্ডুর ১ ভাগ, শ্বেত প্রস্তরচূর্ণ ১ ভাগ, ছাগদুগ্ধ ২ ভাগ, এবং মনুষ্যের কেশ স্বল্পপরিমাণে একত্র মর্দ্দন করিয়া গোস্তনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার পাত্র প্রস্তুত করিতে হয়, ইহারই নাম মূষা। মূষা শুষ্ক হইলে তাহার মধ্যে পারদাদি পদার্থ রাখিয়া অপর একটী মূষা তাহার উপর উপুড় করিয়া চাপা দিবে এবং উভয়ের সংযোগস্থল মূষানির্ম্মাণের উপাদান দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিবে। ইহাকে অন্ধমূষা যন্ত্র কহে। ইহাকে আবার কেহ কেহ বজ্রমূষাও বলিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণা রক্তা চ পীতা চ শুক্লবর্ণা চ মৃত্তিকা।
আদ্যা শ্রেষ্ঠা কনিষ্ঠা চ মধ্যমা মধ্যমা মতা॥
দগ্ধধান্যতুষোপেতা মৃত্তিকা কোষ্ঠকারিকা।
বক্রনালকৃতে বাপি শস্যতে সুরসুন্দরি॥
গৌরা দগ্ধা তুষা দগ্ধা দগ্ধা বল্মীকমৃত্তিকা।
অজাশ্বানাং মলং দগ্ধং দগ্ধা মৃৎ কৃষ্ণতাং গতা॥
বাসকস্য চ পত্রাণি বল্মীকস্য মৃদা সহ।
পেষয়েদগ্নিতোয়েন অনেন বজ্রতাং গতম্॥
মর্দ্দয়েৎ তেন বধ্নীয়াদ্‌বক্রনালং চ কোষ্ঠকম্।
গৌরা দগ্ধা তুষা দগ্ধা দগ্ধা বল্মীকমৃত্তিকা॥
চিরমঙ্গারকঃ কিট্টং বজ্রেণাপি ন ভিদ্যতে।
দগ্ধাঙ্গারস্য ষড়্‌ভাগা ভাগৈকা কৃষ্ণমৃত্তিকা॥
চিরমঙ্গারকঃ কিট্টং বজ্রমূষা প্রকীর্ত্তিতা॥
তুষদগ্ধসমা দগ্ধমৃত্তিকা চতুরংশিকা।
কৃষ্ণপাষাণসংযুক্তা বজ্রমূষা প্রকীর্ত্তিতা॥
প্রকাশাচান্ধমূষা চ প্রকৃতির্দ্বিবিধা স্মৃতা।
প্রকাশমূষা দেবেশি শরাবাকারসংযুতা।
দ্রব্যনির্ব্বাহণে সা চ বৈদিকৈঃ সুপ্রশস্যতে॥
অন্ধমূষা তু কর্ত্তব্যা গোস্তনাকারসন্নিভা।
পিধানকসমাযুক্তা কিঞ্চিদুত্তানমস্তকা॥
পত্রলেপে তথা রঙ্গে দ্বন্দ্বমেলাপকে তথা।
সৈব ছিদ্রান্বিতা মন্দা গম্ভীরা সারণোচিতা॥
মোচক্ষারস্য ভাগৌ দ্বৌ ইষ্টকাংশসমন্বিতৌ।
মৃত্তাগাস্তারশুদ্ধ্যর্থমুত্তমা বরবর্ণিনি॥" (রসার্ণব)

বিদ্যাধরযন্ত্র—একটী স্থালীতে পারদ রাখিয়া তাহার উপর আর একটী জলপূর্ণ স্থালী বসাইবে এবং উভয়ের সংযোগস্থল মাটি দিয়া লেপন করিবে। পরে ঐ দুইটী স্থালী উনুনে বসাইয়া পাঁচ প্রহর কাল জ্বাল দিতে হইবে। উপরের হাঁড়ীর জল গরম হইলেই তাহা ফেলিয়া পুনরায় উহাতে শীতল জল দিবে। এইরূপ করিলে নীচের হাঁড়ীর পারদ ক্রমশঃ উপরের হাঁড়ীর তলদেশে সংলগ্ন হইবে। পাক শেষে উভয় হাঁড়ীর সংযোগ খুলিয়া উপরের হাঁড়ীর তলদেশ হইতে পারদ গ্রহণ করিবে। পারদের উর্দ্ধ-পাতন ক্রিয়ায় এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

"অথ স্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাত্তন্মুখোপরি।
স্থালীমূর্দ্ধমুখীং সম্যক্ নিরুধ্য মৃদুমৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা চুল্ল্যামারোপ্য যত্নতঃ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ প্রহরপঞ্চকম্॥
স্বাঙ্গশীতং ততো যন্ত্রাদ্‌গৃহ্ণীয়াদ্রসমুত্তমম্।
বিদ্যাধরাভিধং যন্ত্রমেতত্তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতম্॥"(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

রসরত্নসমুচ্চয়ে ইহাই হিঙ্গুলাকৃষ্টিবিদ্যাধরযন্ত্র নামে কথিত হইয়াছে।

ভূধরযন্ত্র—একটী জলপূর্ণ হাঁড়ী গর্ত্তমধ্যে বসাইয়া আর একটী হাঁড়ীর ভিতরে ঔষধ লিপ্ত করিয়া সেই হাঁড়ীটী তাহার উপর উপুড় করিয়া দিয়া সংযোগস্থল মাটীর লেপদ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। পরে উপরের হাঁড়ীতে উপর হইতে অগ্নির তাপ দিলে, সেই হাঁড়ীর ঔষধ নীচের জলপূর্ণ হাঁড়ীতে ক্রমশঃ পতিত হয়। ইহা পারদের অধঃপাতনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বিশেষ আবশ্যক।

ভাবপ্রকাশে অন্যবিধ ভূধরযন্ত্রের উল্লেখ আছে,—মূষামধ্যে পারদ স্থাপন করিয়া ঐ মূষা বালুকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। পরে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুটে সাজাইয়া অগ্নিযোগে পোড়াইবে।

"বালুকাভিঃ সমস্তাঙ্গং গর্ত্তে মূষাং রসান্বিতাং।
দীপ্তোপলৈঃ সংবৃণুয়াদ্‌যন্ত্রং ভূধরনামকম্॥" (ভাবপ্র°)

বালুকাযন্ত্র—একটী হাঁড়ীতে কবচীযন্ত্র অর্থাৎ ঔষধপূর্ণ ও মৃত্তিকালিপ্ত একটী বোতল বসাইয়া সেই বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে এইরূপ ভাবে হাঁড়ীটী বালুকাপূর্ণ করিতে হইবে। পরে সেই হাঁড়ীটী উনানে বসাইয়া নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত ঐ কাচকুপিকাস্থ ঔষধ জ্বাল দিয়া পাক করিবে। এই যন্ত্র রসসিন্দুর, মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুতকালে ব্যবহৃত হয়।

রসরত্নসমুচ্চয়ে লিখিত হইয়াছে,—একটী লম্বা গলা কাচপাত্র মৃদ্‌বস্ত্র দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে পারদাদি ঔষধ রাখিয়া বিতস্তিপ্রমাণ গভীর একটী ভাণ্ডে ঐ কাচ পাত্র তিন ভাগ বালুকা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে; পরে তদুপরে অপর একটী ভাণ্ড উল্টাইয়া চাপা দিয়া তাহার মুখসন্ধি মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। অনন্তর ঐ পাত্র চুল্লীতে রাখিয়া তৃণ দিয়া জ্বাল দিতে হয়, যতক্ষণ ভাণ্ডের উপরে রক্ষিত সঙ্কেত তৃণটী দগ্ধ না হয়, ততক্ষণ পাক করিবে।

"সমসাং গূঢ়বক্ত্রাং মৃদ্বস্ত্রাঙ্গুলঘনাবৃতাং।
শোষিতাং কাচকলসীং পূরয়েৎ ত্রিষু ভাগয়োঃ॥
ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে বালুকা সুপ্রতিষ্ঠিতা॥
তদ্‌ভাণ্ডং পূরয়েৎ ত্রিভিরস্তাভিরবগুণ্ঠয়েৎ॥
ভাণ্ডবক্ত্রং মাণিকয়া সন্ধিং লিপেৎ মৃদা পচেৎ।
চুল্ল্যাং তৃণস্য চাদাহান্মণিকাপৃষ্ঠবর্জ্জিনঃ॥
এতদ্ধি বালুকাযন্ত্রং তদ্‌যন্ত্রং লবণাশ্রয়ম্॥" (রসরত্নস°)

লবণযন্ত্রম্—বালুকাযন্ত্রের ন্যায় সমস্তই, কেবল বালুকার পরিবর্ত্তে লবণ দিতে হয়।

"এবং লবণনিক্ষেপাৎ প্রোক্তং লবণযন্ত্রকং।" (রসরত্নস°)

পাতালযন্ত্র—একহস্ত গভীর একটা গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে একটী হাঁড়ী বসাইবে এবং অপর একটী হাঁড়ীতে ঔষধ-দ্রব্য রাখিয়া তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত একখানি শরা চাপা দিবে। পরে সেই গর্ত্তমধ্যস্থ হাঁড়ীর উপরে ঔষধপূর্ণ ও শরাবাচ্ছাদিত হাঁড়ীটী উপুড় করিয়া বসাইয়া উভয়ের সংযোগস্থলে উত্তমরূপে মাটি লেপন করিবে। তাহার পর মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্তটী পূরণ করিয়া উপরের হাঁড়ীর উপর অগ্নি জ্বালিবে। তাহা হইলেই উপরের হাঁড়ীর ঔষধ শরার ছিদ্র দিয়া নীচের হাঁড়ীতে পড়িবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া হাঁড়ী শীতল হইলে গর্ত্তের মধ্যস্থিত হাঁড়ীর মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে।

তির্য্যক্‌পাতনযন্ত্র—দুইটী লম্বা হাঁড়ীর একটীতে পারদ ও অপরটীতে জল রাখিয়া, উভয় হাঁড়ীর মুখ বক্রভাবে সংযুক্ত করিবে এবং উভয় মুখের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে লেপিয়া লইবে। পরে পারদের হাঁড়ীর নীচে জ্বাল দিবে। অগ্নিতাপে সেই পারদ উত্থিত হইয়া অপর জলপূর্ণ হাঁড়ীতে ক্রমশঃ আসিয়া পড়িবে। উভয় হাঁড়ীর স্কন্ধদেশে নল-সংযোগ করিয়া আর এক প্রকার তির্য্যক্‌পাতনযন্ত্রও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"ক্ষিপেদ্ রসং ঘটে দীর্ঘনতাধোনালসংযুতে।
তন্নালং নিক্ষিপেদন্য ঘটকুক্ষ্যন্তরে খলু॥
তত্র রুদ্ধা মৃদাসম্যগ্‌বদনে ঘটয়োরধঃ।
অধস্তাদ্রসকুম্ভস্য জ্বালয়েৎ তীব্রপাবকম্॥
ইতরস্মিন্ ঘটে তোয়ং প্রক্ষিপেৎ স্বাদুশীতলম্।
তির্য্যক্‌পাতনমেতদ্ধি বার্ত্তিকৈরভিধীয়তে॥" (রসরত্নসমু°)

ডমরুযন্ত্র—উপরের হাঁড়ীটী উপুড় করিয়া নীচের হাঁড়ীর মুখে বসাইয়া উভয় মুখের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা লেপন করিতে হয়। নীচের হাঁড়ীতে পারদাদি পদার্থ এবং উপরের হাঁড়ীটী শূন্য থাকে। পাককালে নীচের হাঁড়ীতে জ্বাল দিতে হয় এবং উপরের হাঁড়ীর উপর শীতল জলের ধারা দিতে হয়, ইহাতে নীচের হাঁড়ীর পারদ উঠিয়া উপরের হাঁড়ীতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ইহাকে ডমরুযন্ত্র কহে। এই যন্ত্র ও বিদ্যাধরযন্ত্র প্রায় একরূপ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

"যন্ত্রং ডমরুসংজ্ঞং স্যাত্তৎস্থাল্যো মুদ্রিতে মুখে।" (ভাবপ্র°)

কবচীযন্ত্র—বেশী বড় বা নিতান্ত ছোট না হয়, এইরূপ একটী শক্ত বোতল মাটী ও ভাল নেকড়া দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিয়া শুষ্ক করিতে হয়। এইরূপ প্রলিপ্ত বোতলের নাম কবচীযন্ত্র। রসসিন্দূরাদি পাক করিতে এই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে ঔষধদ্রব্য পূরণ করিয়া তাহা বালুকা যন্ত্রে পাক করিতে হয়।

নালিকাযন্ত্র—প্রথমে লৌহময় একটী নাল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে পারদ পুরিয়া লবণপুরিতভাণ্ডে রাখিবে এবং পূর্ব্বোক্ত বালুকাযন্ত্রের ন্যায় পাক করিবে। পরে শীতল হইলে ঐ লৌহনাল হইতে পারদ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা কতকটা পূর্ব্ববর্ণিত লবণযন্ত্রের অনুরূপ।

"লৌহনালং গতং সূতং ভাণ্ডে লবণপূরিতে।
নিরুদ্ধং বিপচেৎ প্রাগ্‌বন্নালিকাযন্ত্রমীরিতম্॥" (রসরত্ন°)

বকযন্ত্র—পাচ্য পদার্থসমূহ একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধাংশে পূর্ণ করিবে, এবং তাহার উপর দ্বিনলবিশিষ্ট অপর একটী পাত্র বসাইয়া উভয়ের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত করিবে, উপরের নলযুক্ত পাত্রটীর নিম্নদিকের কিনারায় এক অঙ্গুলি বিস্তৃত একটী 'বিট্ বা কাণিশ' থাকিবে, সেই কাণিশের উপরে একটী নল সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রান্তভাগে একটী বোতল রাখিবে, আর সেই পাত্রের ঊর্দ্ধাংশে চারিদিকে ২ অঙ্গুলি আন্দাজ উচ্চ একটী বেড়া দিয়া আর একটী নল সংযোগ করিতে হইবে, তাহারও প্রান্তভাগে একটী পাত্র রাখিতে হয়। পরে সেই হাঁড়ীর নিম্নে মৃদু অগ্নি-জ্বাল দিতে হইবে এবং উপরের পাত্রটীতে অনবরত জল ঢালিতে হইবে। উপরের নল দ্বারা সেই জল পাত্রটীতে পড়িয়া যাইবে। ইহাকে বকযন্ত্র কহে।

নাড়িকাযন্ত্র—একটী কলসের উপর একটী ছোট কলস উপুড় করিয়া উভয়ের সংযোগস্থল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে এবং উপরের কলসের গায়ে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটী নল সংযুক্ত করিবে। এই নল একটী পাত্রের ভিতর কুণ্ডলীকৃত করিয়া, তাহার প্রান্তভাগ বাহির করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার নাম নাড়িকাযন্ত্র। ইহার নীচের কলসে ঔষধ দ্রব্য এবং কুণ্ডলীকৃত নলবিশিষ্ট পাত্রে শীতল জল রাখিয়া জ্বাল দিবে। পরে অগ্নিতাপে বাষ্প উদ্‌গত হইয়া ক্রমশঃ উপরের কলসের

নল পথে চালিত হইতে থাকে এবং নিম্নস্থ শীতল জলপূর্ণ একটী পাত্রে আসিয়া শীতল জলস্পর্শে ঐ বাষ্প জলরূপে পরিণত হয় ও অপর নলের প্রান্ত দিয়া বাহির হইয়া আইসে। তখন সেই নলমুখে একটী বোতল রাখিয়া সেই চোয়ান জল গ্রহণ করিতে হয়।

বারুণীযন্ত্র—ইহা প্রায়ই নাড়িকাযন্ত্রের ন্যায়। তবে ইহাতে কুণ্ডলীকৃত নলের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র বোতলটীকেই একটী শীতল জলপূর্ণ পাত্রে স্থাপিত করিতে হয়। ঐ নল দ্বারা চালিত বাষ্প যথারীতি বোতলের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং বোতলটী শীতল জলে ডুবান থাকায় সেই শীতলতাস্পর্শে বোতলের বাষ্প জলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই নাড়িকাযন্ত্র ও বারুণীযন্ত্র একই রূপ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাতনাযন্ত্র—দ্রব্যাদি চোলাই করিবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র-বিশেষ। ইহাতেও দুইটী ভাণ্ড পরস্পরের মুখে আটিতে হয়।

"অষ্টাঙ্গুলপরিণাহমানাহেন দশাঙ্গুলম্।
চতুরঙ্গুলকোৎসেধং তোয়াধারং গলাদধঃ।
অধোভাণ্ডে মুখং তস্য ভাণ্ডস্যোপরিবর্ত্তিনঃ।
ষোড়শাঙ্গুলবিস্তীর্ণপৃষ্ঠস্যান্তে প্রবেশয়েৎ॥
পার্শ্বয়োর্মহিষীক্ষীরচূর্ণমণ্ডুরফাণিতৈঃ।
লিপ্ত্বা বিশোষয়েৎ সন্ধিং জলাধারে জলং ক্ষিপেৎ।
চুল্ল্যামারোপয়েদেতৎ পাতনাযন্ত্রমীরিতম্॥" (রসরত্ন° ৯)

অধঃপাতনাযন্ত্র—উপরোক্ত যন্ত্রের রূপান্তর মাত্র। ইহাতে উপরের পাত্রের তলদেশে ঔষধাদি লেপন করিতে হয়। পাত্রের উপরিভাগে ঘুঁটের আগুণ লাগাইলে পাত্রতলস্থ ঔষধের বাষ্প বা সারপদার্থ নিম্নস্থ জলপূর্ণ পাত্রের জলে আসিয়া মিলিত হয়।

"অধোর্দ্ধভাজনে লিপ্তং স্থাপিতস্য জলে সুধীঃ।
দীপ্তৈর্বনোপলৈঃ কুর্য্যাদধঃপাতং প্রযত্নতঃ॥" (রসরত্ন°)

দীপিকাযন্ত্র—কচ্ছপযন্ত্রোক্ত মৃন্ময়পীঠের উপর দীপিকা স্থাপন করিয়া তাহা হইতে পারদ অন্য পাত্রে পাতন করিয়া কার্য্যসাধন করিতে হয়।

"কচ্ছপযন্ত্রান্তর্গতমৃন্ময়পীঠস্থদীপিকাসংস্থঃ।
যস্মিন্নিপততি সূতঃ প্রোক্তং তদ্দীপকাযন্ত্রম্॥"

ঢেকীযন্ত্র—একটী পাত্রে গলদেশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে বংশনালীর এক মুখ প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং অপর মুখে একটী জলপূর্ণ পিত্তলের পাত্র রাখিবে। ইহা দ্বারা তাপযোগে পারদাদি চোলাই করা হইয়া থাকে।

"ভাণ্ডকণ্ঠাদধশ্ছিদ্রে বেণুনালং বিনিক্ষিপেৎ।
কাংস্যপাত্রদ্বয়ং কৃত্বা সংপুটং জলগর্ভিতম্॥
নালিকাস্যং তত্র যোজ্যং দৃঢ়ং তচ্চাপি কারয়েৎ।
যুক্তদ্রব্যৈর্বিনিক্ষিপ্তঃ পূর্ব্ব তত্র ঘটে রসঃ।
অগ্নিনা তাপিতো নালাৎ তোয়ে তস্মিন্ পতত্যধঃ॥
যাবচ্ছুষ্কং ভবেৎ সর্ব্বং তাজনং তাবদেব হি।
জায়তে রসসন্ধানং ঢেকীযন্ত্রমিতীরিতম্॥"(রসরত্ন° ৯।১১-১৪)

ধূপযন্ত্র—স্বর্ণাদি ও উপরসাদি জারণার্থ এই যন্ত্রের ধূম লাগাইতে হয়। একটী হাঁড়ির মুখের ঈষৎ নিম্নভাগে তির্য্যক্-ভাবে লৌহশলাকা সকল সাজাইয়া তদুপরে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত রাখিয়া দিবে। অনন্তর সেই হাঁড়ির তলদেশে গন্ধক, মনঃশিলা, হরিতাল প্রভৃতি স্থাপনপূর্ব্বক একটী স্রাবণ করিয়া উপরে একটী ভাণ্ড ন্যুব্জভাবে রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিবে। অবশেষে নিম্নের পাত্রে জ্বাল দিলে অভ্যন্তরোত্থিত ধূমে স্বর্ণাদির পাত ধূপিত হইবে।

"বিধায়াষ্টাঙ্গুলং পাত্রং লৌহমষ্টাঙ্গুলোচ্ছ্রয়ম্।
কণ্ঠাধোদ্ব্যঙ্গুলে দেশে গলাধারে হি তত্র চ॥
তির্য্যগ্লোহশলাকাশ্চ তন্বীস্তির্য্যগ্ বিনিক্ষিপেৎ।
তনূনি স্বর্ণপত্রানি তাসামুপরি বিন্যসেৎ॥
পাত্রাধো নিক্ষিপেদ্ ধূমং বক্ষ্যমাণমিহৈব হি।
তৎপাত্রং ন্যুব্জপাত্রেণ ছাদয়েদপরেণ হি॥
মৃদা বিলিপ্য সন্ধিং চ বহ্নিং প্রজ্বালয়েদধঃ।
তেন পত্রাণি কৃৎস্নানি হতান্যুক্তবিধানতঃ॥
* * * *
গন্ধালকশিলানাং হি কজ্জল্যা বা মৃতাহিনা॥
ধূপনং স্বর্ণপত্রাণাং প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্।
তারার্থং তারপত্রাণি মৃতবঙ্গেন ধূপয়েৎ॥"(রসরত্ন৯।১০-১৬)

এই সকল যন্ত্রসাহায্যে দ্রাবক (acids) এবং আসব ও মদ্যাদি (medicated wines) চোলাই করা হয়। জারণ, মারণ ও পুটপাক দ্বারা ধাতু ও রসাদি বিশুদ্ধ এবং অধিক গুণযুক্ত হইয়া থাকে।* [বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য]

যুরোপীয় রসায়ন।

ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিক পদার্থের সংযোজন (synthesis) ও বিশ্লেষণ (analysis) ধর্ম্মের কারণনির্ণয়ার্থ সম্প্রদায়-বিশেষের চেষ্টায় কিমিয়াবিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। ১১শ খৃষ্টাব্দে সুইডাসের (Suidas) অভিধানে প্রথমতঃ Chemistry শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। তিনি "স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রস্তুতপ্রণালী" অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত হইয়াছে যে,পাছে ইজিপ্তবাসীরা ঐ বিদ্যাপ্রভাবে ধনী হইয়া রোমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আচরণ করে,এই ভয়ে ডাওক্লি-

* Dr. P. C. Râya's Hindu Chemistry দ্রষ্টব্য।

সিয়ান্ স্বজাতীয় রসায়নবিষয়ক গ্রন্থনিচয় অগ্নিতে দগ্ধ করেন। ঐ বিদ্যা প্রাচীন আর্গোনটিক্ অভিযান কাল হইতে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ১৫শ শতাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীকগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রস্তুতকরণবিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালী, ফ্রান্স, জর্ম্মণি ও ইংলণ্ডবাসী দার্শনিকগণ খৃষ্টীয় ১১শ হইতে ১৫শ শতাব্দ পর্য্যন্ত গভীর গবেষণার সহিত রসায়নশাস্ত্রের অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন।

Isaacus Hollandus, Roger Bacon, Raymond Lully, Basil Valentin, John Price, George Rippel, Geber প্রভৃতি মনীষিগণ গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ, বঙ্গ, রঙ্গ, পিত্তল প্রভৃতি ধাতু ও উপধাতুর ভেষজগুণ ও মনুষ্যশরীরে তাহার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে একদল নূতন রসায়নবিদের (spagyrist) উদ্ভব হয়। তাঁহারা পূর্ব্বকথিত রসসিদ্ধগণের ন্যায় পরেশ-পাথরের অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ঔষধাদির উদ্ভাবনে সমগ্র শক্তি পরিচালিত করিয়াছিলেন। Paracelsus (১৪৯৩-১৫৪১) লিখিয়াছেন,—"The true use of chemistry is not to make gold, but to prepare medicines." তিনি Galenএর মত উপেক্ষা করিয়া স্বীয় মতস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। এই সময়ে Thurneysser (১৫৩১-১৫৯৬), Bodenstein Taxites, Dorn, Sennert, Duchesne প্রভৃতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হন। অতঃপর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে বিখ্যাত ইংরাজচিকিৎসক Dr Willis (১৬২১-১৬৭৫খৃঃ) এবং Lefebvre ও Lémery নামক ফরাসী পণ্ডিতদ্বয় উক্ত মতের বিশেষ পুষ্টি সাধন করিয়া যান।

পারাসেলসাসের সমকালে জর্ম্মণদেশে এগ্রিকোলা (১৪৯৪-১৫৫৫ খৃঃ) নামে এক জন ধাতুবিদ্ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ধাতুবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার রচিত 'De Re Metallica' নামক গ্রন্থে ফলিত-রসায়নসম্বন্ধীয় নানা আবশ্যকীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত আছে। লিবাভিয়াস্ (১৬১৬ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে) পারাসেলসাস্ ও আরিষ্টটলের মতানুসরণ করিয়া রসায়নশাস্ত্রের অনেক উৎকর্ষসাধন করিয়া যান।

এই সময়ের অব্যবহিত পরে J. B. Van Helmont (১৫৭৭-১৬৪৪ খৃঃ), Francis de la Boë Sylvius (১৬১৪-১৬৭২ খৃঃ) এবং Glauber (১৬০৪-১৬৬৮ খৃঃ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রসায়নবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। গ্লৌবার sulphate of sodium নামক যৌগিক পদার্থের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া ঐ পদার্থ আজিও Glauber's salt নামে রসায়নশাস্ত্রে পরিচিত আছে। এইরূপে যখন একপক্ষ রসায়নের উপকারিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন জন্য প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন Robert Boyle (১৬২৭-৯১ খৃঃ), Conring (১৬০৬-১৬৮১ খৃঃ), Sydenham (১৬২৪-৮৯), Pitcairne (১৬৫২-১৭১৩ খৃঃ) ও তাঁহার শিষ্য Boerhaave (১৬৬৮-১৭৩৮) প্রভৃতি মনীষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় রসযোগের (Iatro Chemistry) অসার্থকতা প্রতিপাদনে যত্নবান্ হন। কিন্তু De Blegny, Borrichius, Viridet, Vieussens ও F. Hoffmann প্রভৃতি রাসায়নিকগণ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করায়, রসায়নবিদ্বেষিদল তাঁহাদের উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতে পারেন নাই।

Kunckel (১৬৩০-১৭০২ খৃঃ) স্বীয় অধ্যবসায়ে রসায়ন-ভাণ্ডারে বিস্তর রত্ন সঞ্চয় করিয়া যান। যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক প্রভাব ও সংযুক্ত বস্তুদ্বয়ের ক্রিয়াদির বিষয় Becher (১৬৩৫-১৬৮২ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথমে রসায়নশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাপসংযোগে কতকগুলি বস্তুর অত্যল্পকাল মধ্যে প্রজ্বলন এবং কতকগুলি বস্তু বহুতাপেও দগ্ধ হয় না প্রত্যক্ষ করিয়া রসায়নবিদ্ Stahl (১৬৬০-১৭৩৪ খৃঃ) এইরূপ দাহনব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া একটী দীপক পদার্থের (Phlogiston) কল্পনা করেন। এই দীপকীয় তত্ত্বের অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বকথিত Hoffmann, Homberg (১৬৫২-১৭১৫ খৃঃ), E. F. Geoffroy (১৬৭২-১৭৩১ খৃঃ), Neumann (১৬৮৩-১৭৩৭ খৃঃ), J. H. Pott (১৬৯২-১৭৭৭ খৃঃ), Marggraf (১৭০৯-৮২ খৃঃ), Macquer (১৭১৮-৮৪ খৃঃ), Réaumur (১৬৮৩-১৭৫৭ খৃঃ) Hellot (১৬৮৫-১৭৬৬ খৃঃ), Duhameláu Monce áu (১৭০০-৮২ খৃঃ) প্রভৃতি রসায়নবিদ্‌গণ বহু আলোচনা দ্বারা রসায়নশাস্ত্রের বিশেষত্ব আবিষ্কার করেন। Macquer আর্সেনিক এসিডের উদ্ভাবক বলিয়া সাধারণে পরিচিত। বলা বাহুল্য যে, এই Phlogistic যুগে Robert Hooke (১৬৬৫খৃঃ), Mayow (১৬৪৫-১৬৭৯ খৃঃ), Dr. Stephen Hales (১৬৭৭-১৭৬১ খৃঃ), Dr. Black, Dr. J. Priestley (১৭৩৩-১৮১০), Henry Cavendish (১৭৩১-১৮১০ খৃঃ) প্রভৃতি Phlogiston-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু রসায়নবিদ্‌গণ এই বিজ্ঞানশাস্ত্রের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন।

যে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ একসময়ে জল, স্থল, অগ্নি ও বায়ুকে ভূত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং এক শতাব্দ পূর্ব্বে কএকটী দ্রাবক (acids) ও ক্ষার (Alkalies) ভিন্ন

যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে যাঁহাদের বেশী জ্ঞান ছিল না; তাঁহারা দীপকতত্ত্বের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া জলবায়ুর ন্যায় দীপককেও (Phlogiston) একটী মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, ঐ শক্তি বা পদার্থ চক্ষুর অগোচর হইলেও কার্য্যদ্বারা আমরা উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। পদার্থমাত্রের অস্থি-মজ্জায় ইহা অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, কোন উপায়ে মূল পদার্থ হইতে উহাকে বিচ্যুত করিতে পারিলেই তাপালোকের উৎপত্তি হইতে পারে।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কাভেণ্ডিস্ উদজনবাষ্প আবিষ্কার করেন। এই বায়বীয় পদার্থটীকে তাপসংযোগে পুড়িতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দীপকের কার্য্যকারিত্বই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, অপরাপর পদার্থে দীপক যেমন নিবিড়ভাবে মিশ্রিত থাকে, উদজনস্থ দীপক সে প্রকার দৃঢ়সংশ্লিষ্ট না হইয়া কতকটা মুক্তাবস্থায় অবস্থান করে। সেই মুক্তদীপক উদজনকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল-বন্যায় যখন সমগ্র য়ুরোপখণ্ড শ্রীভ্রষ্ট হইয়া নবভাবে গঠিত হইতেছিল, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক-বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গে জড়-বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখার ভিত্তিগুলিও বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং নূতন প্রণালীতে তাহার কলেবরগঠনকার্য্যের সূত্রপাত হয়। জল, স্থল, অগ্নি, বায়ু ও দীপককে ভৌতিক পদার্থ কল্পনা করিয়া প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণায় রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নবীন বৈজ্ঞানিক-দলের আবিষ্কারফলে প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রের সেই পাঞ্চ-ভৌতিকভিত্তি আলগা হইয়া পড়ে। নব্যগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, মৃত্তিকা, জল ও বায়ু মৌলিক পদার্থ নহে, উহাদিগকে সহজে বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়া দীপকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে বহুশাস্ত্রবিৎ প্রিষ্ট্লে অক্সিজন বাষ্প আবিষ্কার করেন। তাহাতে সন্দেহের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। প্রিষ্টলে দীপককেই অক্সিজনের দাহিকাশক্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু এই নূতন বায়বীয় পদার্থের দ্বারা দীপকের অস্তিত্ব প্রতিপাদন পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা ঘটিবে, তাহা প্রিষ্টলে প্রথমে অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

যখন নবাবিষ্কৃত অক্সিজেনের দাহিকাশক্তির কারণ-নির্ণয় লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তখন ফরাসি-পণ্ডিত A. L. Lavoisier (১৭৪৩-১৭৯৪) স্বীয় রসশালায় বসিয়া অক্সিজনসম্বন্ধীয় গবেষণায় রত ছিলেন। তিনি, পূর্ব্ববৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় দীপক পদার্থকে সকল রাসায়নিক কার্য্যের সাধক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। স্বকীয় পরীক্ষা দ্বারা যখন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যে, অগ্নিশিখাস্পর্শে অক্সিজন দগ্ধীভূত বা রূপান্তরিত হয়, তখন তিনি এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন যে, একমাত্র এই অক্সিজন দ্বারাই সেই সকল রাসায়নিক কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। এই মীমাংসা প্রত্যক্ষ করিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ কাল্পনিক দীপক পদার্থের উপযোগিতা অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। এই-রূপে নব্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী লাভোসিয়ার অক্সিজন সাহায্যে স্বীয় ক্ষুদ্র পরীক্ষাগৃহে য়ুরোপীয় রসায়নশাস্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ক্রমে লাভোসিয়ারের শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা এই নবীনতত্ত্ব ফরাসীরাজ্যের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জগদ্বিখ্যাত তাপতত্ত্ববিদ্ মিঃ ব্লাক, জলের গঠনোপাদান-নির্ণায়ক অধ্যাপক কাভেণ্ডিস্ এবং নাইট্রোজন-আবিষ্কারক অধ্যাপক রদারফোর্ড প্রভৃতিও তাঁহার মতের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কেবল অক্সিজন আবিষ্কর্ত্তা প্রিষ্টলে স্বয়ং নূতন সিদ্ধান্তের জনয়িতা হইয়াও পুরাতন দীপক সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রের দীপক-সিদ্ধান্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বৈজ্ঞানিক লাভোসিয়ার অক্সিজনের গুণধর্ম্মপ্রকাশ দ্বারা রসায়নের পুরাতন ভিত্তি স্থানচ্যুত করিলেন বটে, কিন্তু নূতন প্রথায় রসায়নশাস্ত্রের সংগঠনভার উনবিংশ শতাব্দের নবীন বৈজ্ঞানিকগণের উপর পড়িল। Fourcroy (১৭৫৫-১৮০৯ খৃঃ), Monge (১৭৪৬-১৮১৮ খৃঃ), Guyton de Morveau (১৭৩৭-১৮১৬ খৃঃ) এবং Berthollet (১৭৪৮-১৮২২ খৃঃ) প্রভৃতি তাঁহার মতের পোষকতা করিয়া অভিনব মার্গ বিস্তার করিলেন। এই সময় জন ডাল্টন্ (১৭৬৬-১৮৪৪ খৃঃ) নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মেঘ, বৃষ্টি ও জলীয় বাষ্প সম্বন্ধে আলোচনাকালে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রচার করিলেন যে, সূক্ষ্ম জলকণাকে বিশ্লেষণ করিলে, তাহাতে অক্সিজন ও উদজনের কতকগুলি অতিসূক্ষ্মকণা দেখা যায় এবং দুই কণা উদজন ও ১ কণা অক্সিজন তাপযোগে মিশ্রিত করিলে একটী জলকণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত দুইটী পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত করিলে জলকণার উৎপত্তি না হইয়া পদার্থান্তরের সৃষ্টি হয়। এই আলোচনার ফলে তিনি নির্ণয় করেন যে, জল, স্থল, বায়ু ও অগ্নি মূল পদার্থ নহে। উদজন ও অক্সি-

জলই প্রকৃত মৌলিক পদার্থ। ইহাদের পরমাণু বিভিন্ন পরিমাণে সংযত হইয়া বিচিত্র পদার্থ উৎপাদন করে বটে; কিন্তু তদবস্থায় তাহাদের নিজত্ব লোপ পায় না। বৈজ্ঞানিক প্রথায় সেই যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিলে, তাহার গঠনোপাদনের সেই মূল পদার্থসমূহ পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজত্ব প্রকাশ করিবে। এতদ্ভিন্ন পরীক্ষাকালে তিনি উদজন ও অক্সিজনের ওজনের অনুপাত দ্বারা ও পরমাণুসংখ্যার অনুপাত সাহায্যে গণনা করিয়া প্রত্যেক অক্সিজন পরমাণুর গুরুত্ব স্থির করেন। তাঁহার মতে, হাইড্রোজেন পরমাণুর গুরুত্ব অপেক্ষা অক্সিজন-পরমাণুর ওজন ৫½ গুণ অধিক। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও ২৫টী পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব স্থির করিয়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আবিষ্কারবার্ত্তা Dr. Thomsonকে জানান ও একটী বৈজ্ঞানিক সভায় সেই প্রবন্ধ পাঠ করেন। সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার পরীক্ষার পরিচয় ও পারমাণবিক সিদ্ধান্ত (Atomic composition of bodies) পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই দিন হইতে নূতন রসায়নশাস্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এই আবিষ্কারের পর, Dr. Wollaston, Gay Lussac, Avogadro, Berzelius, A. Von Humboldt, Williamson, Nicholson and Carlisle, Faraday, Bunsen প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমান রসায়নশাস্ত্রের নানা শাখাপ্রশাখার উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

পদার্থবিজ্ঞান।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুই পদার্থ। যৌগিক পদার্থের আণবিক সংযোজন ও বিশ্লেষণ দ্বারা মূল পদার্থের অবস্থা নির্ণয়ই রসায়নের উদ্দেশ্য এবং প্রতিপাদ্য। সাধারণতঃ এই পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা রূঢ় বা মৌলিক (Element) এবং যৌগিক (Compound)। যে পদার্থকে দ্বিতীয় প্রকার পদার্থে পরিণত করা যায় না, তাহা মৌলিক, যেমন স্বর্ণ রৌপ্যাদি। যখন এই সকল রূঢ়পদার্থ একাধিক সংখ্যায় রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা নূতন ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ উৎপাদন করে, তখন তাহাকে যৌগিক পদার্থ বলা যায়, যেমন গন্ধক ও লৌহ-সংযোগ-সম্ভূত 'ফেরাস্ সলফেট্' নামক পদার্থ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আপাততঃ ৭২টী রূঢ় পদার্থ স্থির হইয়াছে। ঐ সকল পদার্থ ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিতি করে। যথা—লৌহাদি কঠিন, জল ও পারা তরল এবং ভূবায়ু বাষ্প। এই রূঢ় পদার্থ আবার ধাতু (Metals) ও অধাতু (Non-metals বা Metalloids) ভেদে দ্বিবিধ। যে সকল পদার্থ চাকচিক্যশালী, উত্তাপ ও বিদ্যুদাদি শক্তিবহনে সমর্থ তাহারা ধাতু এবং তদ্বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থগুলি অধাতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কখন কখন এই রূঢ় পদার্থগুলিকে Electro-positive এবং Electro-negative বলা হইয়া থাকে।

এই সকল পদার্থের কয়টী সাধারণ ধর্ম্ম আছে। যথা—গুরুত্ব, স্থানব্যাপকত্ব, অবিনশ্বরত্ব, বিস্তারশীলত্ব, বিভাজ্যত্ব ইত্যাদি। পারদ, জল, তৈল ও কার্ব্বণেট অব্ পটাশ একত্র একটী কাচের চুঙীতে (test-tube) আলোড়িত করিয়া স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে পাত্রের সর্ব্বনিম্নতলে পারদ, তদুপরে যথাক্রমে কার্ব্বণেট অব্ পটাশ, জল ও তৈল দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে দ্রব্যবিশেষের গুরুত্ব স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে। কাচের বোতলে কাষ্ঠ-দগ্ধান্তে মাগনেসিয়ামের পাতলা তার জ্বালাইয়া জলমিশ্রিত সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া দিলে কয়লার কণা ভাসিতে থাকে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, পদার্থসমূহ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও দ্রব্যযোগে কখনই নাশশীল নহে। উত্তাপযোগে প্রত্যেক পদার্থই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া থাকে। এ কারণেই Retort হইতে বাষ্পের উদ্গীরণ ঘটে। Permanganate of Potash হাজার গ্রেণ জলে দ্রবীভূত হইলে উহার এক গ্রেণে ·০০১ গ্রেণ ঐ লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার ১ গ্রেণ পুনরায় যদি ১০ হাজার গ্রেণ জলে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে পার্ম্মাঙ্গানেট অব্ পটাশও ১০ হাজার ভাগে বিভক্ত হইবে।

এইরূপে কোন দ্রব্যের পরমাণু বলিলে তাহার অবিভাজ্য শেষাংশকে বুঝিতে হইবে, কিন্তু এক অণুরূপ বলিলে অন্ততঃ দুইটী পরমাণুরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে পরমাণু শব্দ প্রয়োগ করা যায় না, যে হেতু তাহাদের অবিভাজ্য শেষাংশও বিবিধ পরমাণুর সমষ্টি লইয়া গঠিত। এই কারণে যৌগিক পদার্থের অবিভাজ্য শেষাংশকে অণু এবং রূঢ় পদার্থের দুইটী পরমাণু বলিয়া জানিতে হইবে।

পদার্থসমূহের গুরুত্ব আছে। হিসাব করিয়া ঐ গুরুত্ব নির্দ্দিষ্ট অণুর গুরুত্ব বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কারণ তদ্‌যোগেই পদার্থের আকার। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব একরূপ নহে। যদিও উহা চক্ষে দেখা যায় না, অথবা মনে মনেও আমরা উহার অবয়ব স্থির করিতে সমর্থ নহি, তথাপি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুবিধার জন্য উদজন বাষ্পকে নির্দ্দিষ্ট আয়তনে ওজন করিয়া, তাহাকে এক পরমাণু সিদ্ধান্তপূর্ব্বক সেই অবস্থায় এবং সেই আয়তনের অন্যান্য রূঢ়পদার্থদিগের গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, তাহাকেই রূঢ়পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব বলিয়া রসায়নশাস্ত্রে

গৃহীত হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় পদার্থসমূহের বিভাগ, সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও অমাণবিক গুরুত্ব প্রদত্ত হইল—

ধাতুর নাম	চিহ্ন	গুরুত্ব
আলুমিনিয়ম (Aluminium)	Al.	২৭·৩
এণ্টিমনি (Antimony)	Sb.	১২২
আর্সেনিক (Arsenic)	As.	৭৪·৯
বেরিয়াম্ (Barium)	Ba	১৩৬·৮
বিস্মাথ্ (Bismuth)	Bi	২০৭·৫
কাড্মিয়াম্ (Cadmium)	Cd.	১১১·৬
কালসিয়াম্ (Calcium)	Ca.	৩৯·৯
ক্রোমিয়াম্ (Chromium)	Cr.	৫২·৪
কোবাল্ট (Cobalt)	Co.	৫৮·৬
কপার (Copper)	Cu.	৬৩·৩
ডাইডিমিয়াম্ (Didymium)	Di.	১৪৭
গোল্ড (Gold)	Au.	১৯৬·৭
আয়রণ (Iron)	Fe.	৫৫·৯
লেড্ (Lead)	Pb.	২০৬.৪
লিথিয়ম্ (Lithium)	Li.	৭·০১
মাগ্নেসিয়াম্ (Magnesium)	Mg.	২৩·৯৪
মাঙ্গানিজ্ (Manganese)	Mn.	৫৪·৮
মার্কারি (Mercury)	Hg,	১৯৯·৮
মোলিব্ডিনম্ (Molybdenum)	Mo.	৯৫·৮
নিকেল (Nickel)	Ni	৫৮·৬
পালাডিয়াম্ (Palladium)	Pd.	১০৬·২
প্লাটিনাম্ (Platinum)	Pt.	১৯৬·৭
পোটাসিয়াম্ (Potassium)	K.	৩৯·০৪
সিল্ভার (Silver)	Ag.	১০৭.৬৬
সোডিয়ম্ (Sodium)	Na.	২৩
ষ্ট্রন্সিয়াম্ (Strontium)	Sr.	৮৭·২
টিন্ (Tin)	Sn.	১১৭·৮
টিটানিয়ম (Titanium)	Ti	৪৮
টাঙ্ষ্টেন্ (Tungsten)	W,	১৮৪
উরেনিয়াম (Uranium)	U.	১৮০
জিঙ্ক (Zinc)	• Zn	৬৪·৯
অধাতু—		
বোরণ (Boron)	B,	১১
ব্রোমিণ (Bromine)	Br.	৭৯·৭৫
কার্ব্বণ (Carbon)	C.	১১·৯৭
টেল্লিউরিয়াম (Tellurium)	Te	১২৮
	চিহ্ন	গুরুত্ব
ক্লোরিণ (Chlorine)	Cl.	৩৫·৩৬
ফ্লুরিণ (Fluorine)	F.	১৯·১
উদজন (Hydrogen)	H.	১
আইওডিন্ (Iodine)	I.	১২৬·৫৩
নাইট্রোজেন (Nitrogen)	N.	১৪·০১
অম্লজন (Oxygen)	O.	১৫·৯৬
ফস্ফরাস Phosphorus)	P.	৩০·৯৬
সিলিনিয়ম্ (Selenium)	Se.	৭৯
সিলিকন্ (Silicon)	Si.	২৮
সালফার (Sulphur)	S.	৩১·৯৮

উপরোক্ত পদার্থ-ব্যতীত বিগত উনবিংশ শতাব্দে আরও কতকগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। রসায়ন কার্য্যে ঐ গুলির বিশেষভাবে প্রচলন না থাকায় এবং উহার গুণ সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত না হওয়ায় তৎসমুদায় বর্ত্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানে আলোচিত হয় নাই। নিম্নে তাহাদের নাম ও গুরুত্বাদি লিখিত হইল—

কেসিয়াম্ (Cæsium)	Cs.	১৩২·৭
সিরিয়াম্ (Cerium)	Ce.	১৪১
এর্বিয়ম্ (Erbium)	Er.	১৭০·৫
গ্লুসিনাম্ (Glucinum)	G.	৯·৩
ডেভিয়াম্ (Davyum)	Da	১·৫৪
বেরিলিউম্ (Beryllium)	Be	৯·২
গ্যালিয়াম্ (Gallium)	Ce	৬৯·৮
স্ক্যাণ্ডিয়ম্ (Scandium)	Sc	৪৪
ইণ্ডিয়াম্ (Indium)	In.	১১৩·৪
জার্মেনিয়ম্ (Germanium)	Ge	৭২·৭৫
ইরিডিয়াম্ (Iridium)	Ir.	১৯৬·৭
লান্থানাম্ (Lanthanum)	La.	১৩৯
নিওবিয়াম্ (Niobium)	Nb.	৯৪
অস্মিয়ম্ (Osmium)	Os.	১৯৮·৬
রোডিয়ম্ (Rhodium)	Rs.	১০৪·১
রুবিডিয়ম্ (Rubidium)	Rb.	৮৫·২
রুথেনিয়ম্ (Ruthenium)	Ru	১০৩·৫
টান্টালাম্ (Tantalum)	Ta.	১৮২
থাল্লিয়াম্ (Thallium)	Tl.	২০৩·৬৪
থোরিয়াম্ Thorium	Th.	১৭৮.৫
ভানাডিয়ম্ (Vanadium)	V	৫১·২
ইট্রিয়ম্ (Yttrium)	Y	৮৯·৫

জির্কোনিয়ম্ (Zirconium) Zr. ৯০

এতদ্ভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় সামেরিয়ম্ (Samarium), ইট্টারবিয়ম্ (Ytterbium), গডোলিনিয়ম্ (Gadolinium), প্রসিওডিমিয়ম্ (Prascodymium), নিওডিমিয়ম্ (Neodymium), ভিক্টোরিয়ম্ (Victorium), আর্গোন্ (Argon), হেলিয়ম্ (Helium), নিয়ঁ (Neon), ক্রপ্টন্ (Krypton), জেনন্ (Xenon) প্রভৃতি আরও কএকটী পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, রসায়নে তাহাদের বিশেষ ব্যবহার না থাকায় এখানে অনাবশ্যকবোধে তৎসমুদায় বিবরণ উদ্ধৃত হইল না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পদার্থমাত্রই পরমাণুর সমষ্টি দ্বারা গঠিত। পরমাণুদিগের এই সংযোগ বা বিয়োগ শক্তি (Atomicity)-বশে পদার্থবিশেষে স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হয় বলিয়াই অণু, দ্ব্যণুক,ত্রসরেণু প্রভৃতি যেমন নামকরণ হইয়াছে, পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রেও সেইরূপ Monad, Diad, Triad, Tetrad প্রভৃতি পরমাণু-সংযোগনির্ণায়ক পদ আছে। পরমাণুর এই সংযোগশক্তি লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তদনুসারেই রূঢ়পদার্থসমূহের এইরূপ একটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন :—

১ মনাডস্—উদজন, ফ্লুরিন্, ক্লোরিন,ব্রোমিন্, আইওডিন্, কেসিয়ম্,রুবিডিয়ম্,পোটাসিয়ম্,সোডিয়ম্,লিথিয়ম্ ও সিল্‌ভার। ২ ডায়াড্স্—অক্সিজন, বেরিয়াম্, ষ্ট্রন্সিয়াম্, কাল্‌সিয়াম্, মাগ্নেসিয়াম্, জিঙ্ক্, বেরিলিয়াম্, কাড্‌মিয়াম্, মার্কারি ও কপার। ৩ ট্রায়াডস্—বোরণ, গোল্ড, থালিয়াম্, ইণ্ডিয়াম্, লান্থানাম্, য়ট্রিয়াম্ (ইট্রিয়ম্), এর্‌বিয়াম্, ডিসিপিয়ম্, সামারিয়াম্ ও স্কাণ্ডিয়াম্। ৪ টেট্রডস্—কার্ব্বণ, সিলিকন্, টিটানিয়ম্, জির্কোনিয়ম্, টিন্, থোরিয়াম্, গালিয়াম্ এলুমিনিয়ম্, সিরিয়াম্, প্লাটিনাম্, ইরিডিয়ম্, পালেডিয়াম্, রোডিয়াম্ ও লেড্। ৫পেণ্টাড্স্—নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, বনডিয়ম্ বা ভানাডিয়াম্, আর্সেনিক্, নাওবিয়ম্, এণ্টিমোনিয়াম্, টাণ্টেলাম্, বিশ্‌মাথ ও ডিডিমিয়ম্। ৬ হেক্সাড্স্—সালফার, সিলিনিয়ম, টেলিউরিয়ম্, উরেনিয়ম্, টাঙ্‌ষ্টেন, মলিব্‌ডিনম্, ক্রোমিয়াম্, মাঙ্গানিজ, আয়রণ, কোবাল্ট ও নিকেল।

উপরোক্ত ধাতু সকল অক্সিজেন সহযোগে, গন্ধক আশ্রয়ে অথবা কোন প্রকার লাবণিক অবস্থায় অবস্থিত থাকে। ধাতুর যে প্রকার যৌগিক অবস্থা হইবে, তাহা বিচার করিয়া কার্য্য করিলে অক্সিজনাদি সংযুক্ত পদার্থের বিয়োগ ঘটিয়া ধাতুমুক্ত হইবে। যেমন সীসার অক্সাইড্ (Pbo), ইহাকে মুক্ত করিতে হইলে বা অক্সিজন বাহির করিতে হইলে কখন কখন কেবল উত্তাপ দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কখন কেবল উত্তাপে কোন কার্য্য হয় না। এরূপ স্থলে কয়লার ব্যবহার আবশ্যক। মার্কুরিয়স্ অক্সাইডে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পারদ ধাতু মুক্ত হয়। আর যদি সীসার অক্সিজন-ঘটিত যৌগিক (যাহাকে আমরা মেটে-সিন্দূর বলি) কয়লার উপরে রাখিয়া বাঁকনল (Mouth Blow pipe) দ্বারা স্পিরিট ল্যাম্প বা গ্যাস শিখার উত্তাপে দ্রবীভূত করা যায়, তাহা হইলে কয়লার সহিত সিন্দূরের অক্সিজন, কার্ব্বণিক আন্‌হাইড্রাডরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সীসক ধাতুতে পরিণত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ধাতুর যৌগিক পদার্থগুলিকে যেমন বিশ্লিষ্ট করিয়া মূল পদার্থকে গ্রহণ করা যায়, তেমনিই আবার মূল বা বিশুদ্ধ ধাতুতে অক্সাইড্, ক্লোরাইড্, ব্রোমাইড্, আইওডাইড্, সাল্‌ফাইড, নাইট্রেট্, কার্ব্বণেট, সায়ানাইড্, ফেরিসায়ানাইড্, টানিক্ এসিড্, এসিড্ সালফেট, এসেটিক এসিড্, ফস্ফেট্ প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নানাপ্রকার ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দ্রব্যবিশেষের সংমিশ্রণহেতু উহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্নকে formula কহে। যেমন নাইট্রিক্ এসিড্ = HNO_3 ; কিন্তু মার্কুরিয়াস্ নাইট্রেট্ প্রস্তুতকালে যৌগিক পদার্থের কিরূপ রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে তাহার দুইটী ফর্ম্মুলা উদ্ধৃত করা গেল,—

$$Hg_2\ 2(No_3),2H_2O+2NaCl=Hg_2Cl_2+NaNO_3+2H_2O$$

$$3Hg_2\ 2(NO_3),\ Hg_2O,\ H_2O+6NaCl=3Hg_2Cl_2+6NaCl+6NaNO_3+Hg_2O+H_2O$$
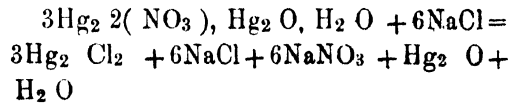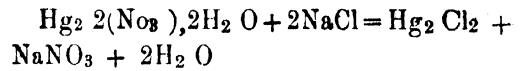
ইহাতে বুঝা যায় যে, অধিক জলমিশ্রিত নাইট্রিক্ এসিডে পারা ভিজাইয়া রাখিলে মার্কিউরাস্ নাইট্রেট্ প্রস্তুত হয়, কিন্তু অধিক পরিমাণে পারা ব্যবহার করিলে Basic Nitrate উৎপন্ন হয়। বেসিক নাইট্রেট্ ও স্বাভাবিক নাইট্রেটের পার্থক্য-নির্দ্দেশের জন্য উহাদের মধ্যে লবণ মিশ্রিত করিতে হইবে। স্বাভাবিক নাইট্রেটে কালোমেল জন্মিবে এবং বেসিকে কালোমেল ও কৃষ্ণবর্ণ মার্কিউরাস্ অক্সাইড্ পাওয়া যাইবে। বাহুল্যভয়ে ধাতুসমূহের যৌগিক প্রকরণ এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল না। স্থানান্তরে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

[অঙ্গার, ধাতু, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি শব্দ দেখ]

যৌগিক-পদার্থ কোন একটী দ্রাবকের সহিত মিলিত হইলে, সেই দ্রাবকের গুণ বা ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিয়া একটী নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহাকে বেস্ (Base)

বলা হইয়া থাকে। সচরাচর ধাতুর অক্সাইডদিগকে বেস বলে, ক্ষারগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও নানা প্রকার ক্ষারের উল্লেখ দেখা যায়। পোটাসিয়াম্, সোডিয়াম্, এমোনিয়াম, কালসিয়াম্ এবং বেরিয়াম্ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষতকারী ক্ষার (Caustic alkalies) উৎপাদন করে। ঐ ক্ষার শরীরের কোন স্থানে অধিকক্ষণ লাগাইলে গাত্রে ঘা হয়। এই ক্ষার সকল জলে দ্রবণীয়। পোটাসিয়াম্, এমোনিয়ম্ ও সোডিয়ম্ নামক ধাতুত্রয় ক্ষারধাতু (alkali metal) বলিয়া অভিহিত। বেরিয়াম্, ষ্ট্রন্সিয়াম্, কালসিয়াম্ ও মাগ্‌নেসিয়াম্ নামক চারিটী ধাতু মৃৎক্ষার (metals of alkaline earths) নামে পরিচিত। জিঙ্ক, মাগ্‌নেসিয়াম্, এলুমিনিয়াম্ ও লৌহ হইতে উৎপন্ন ক্ষার পূর্ব্বোক্ত ক্ষার সকলের ন্যায় ক্ষতোৎপাদক নহে। ইহারা জলে দ্রব হয় না। ইহাদিগকে ইংরাজী রসায়নশাস্ত্রে ক্ষার শব্দের পরিবর্ত্তে বেস্ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

দ্রাবকে যাহা উৎপন্ন করে, ক্ষারে তাহা লয় প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষারে যাহা উদ্ভূত হয়, দ্রাবকে তাহা ধ্বংস হইয়া থাকে। সুতরাং দ্রাবক ও ক্ষার উভয়ে ঠিক বিপরীত-গুণাবলম্বী। কোন দ্রাবকের সহিত কোন ক্ষারের দ্রাবণ (Solution) মিলাইলে একটী অভিনব গুণবিশিষ্ট পদার্থ উৎপাদিত হয়। উহা ক্ষার বা দ্রাবক কাহারও প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে না অর্থাৎ নীলবর্ণ লিটমাস্ কাগজ নিমজ্জিত করিলে লাল অথবা লাললিটমাস নীলবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয় না।

খনিজ (mineral) ও জৈব (organic) ভেদে দ্রাবক দ্বিবিধ। লবণদ্রাবক (Hydrochloric acid), যবক্ষারদ্রাবক (Nitric acid) ও গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric acid) প্রভৃতি খনিজ এবং টার্টারিক এসিড্ (Tartaric acid) ও সাইট্রিক এসিড (Citric acid) প্রভৃতি জৈব পদার্থসম্ভূত। এই দ্রাবক সাহায্যে প্রায় যাবতীয় পদার্থকেই দ্রব করা যায় এবং সকল দ্রাবকই জলে দ্রবণীয়। পরীক্ষাকালে দ্রাবকের সহিত জল মিশ্রিত করা উচিত।

দ্রাবকের গুণ—আস্বাদনে অম্লবোধ; Blue litmus paper নামক কাগজ নিমজ্জনে লালবর্ণতা-প্রাপ্তি; কার্ব্বনেট সহযোগে স্ফুটোদগম (Effervescence); ফিনল থালিন্ (Pnenol pthalin) দ্রাবণে ক্ষারযোগে যে বেগুণী রং হয়, দ্রাবক সংস্পর্শে তাহার বিলয় এবং মিথিল অরেঞ্জ (Methyl orange) দ্রাবণ সহযোগে গোলাপী রঙ্গ হয়।

ক্ষারও নহে, দ্রাবকও নহে, এইরূপ অভিনব গুণবিশিষ্ট পদার্থকে রসায়ন-বিজ্ঞানে লবণ বা লাবণিক দ্রব্য (Salt) কহে। এই লবণ আমাদের খাদ্যোপযোগী লবণ নহে। ক্ষার ও দ্রাবকের পরস্পর মিশ্রণ হেতু উভয়ের স্ব স্ব গুণ বা ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই রসায়নে লবণ বলিয়া পরিগণিত। চুণ ও কার্ব্বনিক এসিড্ যোগে চা-খড়ির উৎপত্তি হয়, সুতরাং চা-খড়ি লাবণিক পদার্থ পদবাচ্য। এতভিন্ন সোহাগা, ফট্‌কিরি, তুঁতে, হীরাকস, যবক্ষার প্রভৃতিও এক একটী লবণ। বস্তুতঃ আস্বাদ লইয়া কাহারও লবণ নাম প্রদত্ত হয় নাই, উহাদের উৎপাদন-ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াই এরূপ নামকরণ হইয়াছে। ঐ লবণ তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—১ প্রকৃত লবণ (normal salt), ২ উদজনযুক্ত লবণ (Acid salt), অক্সাইড্ মিশ্রিত লবণ (Basic salt)।

উদজন প্রায় সমস্ত দ্রাবকেরই একটী উপাদান। দ্রাবকের হাইড্রোজেনের স্থান সম্পূর্ণরূপে ধাতু দ্বারা অধিকৃত হইয়া যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম প্রকৃত লবণ। কোন ধাতুর লবণ প্রস্তুত হইবার সময় দ্রাবকস্থ উদজনের স্থান উক্ত ধাতুর দ্বারা অধিকৃত হয়; যেমন $Zn_2 + H_2SO^4 = ZnSO_4 + H_2$; এখানে সলফিউরিক এসিড্ স্থিত হাইড্রোজেনের স্থান জিঙ্ক ধাতু দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় জিঙ্ক-সলফেট্ নামক একটী প্রকৃত লবণ প্রস্তুত হয়।

দ্রাবকে উদজনের স্থান আংশিকরূপে অধিকৃত হইয়া যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে হাইড্রোজনযুক্ত লবণ বা acid salt বলা হইয়া থাকে। Bicarbonate of soda এই শ্রেণীর একটী লবণ। ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন $NaHCO_3$; এ স্থলে সোডিয়ম ধাতু (Na) কার্ব্বনিক এসিড্ (H_2CO_3) হইতে হাইড্রোজেনকে আংশিকরূপে স্থান চ্যুত করিয়াছে। হাইড্রোজেনকে সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত করিতে পারিলে কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা (Na_2CO_3) নামক প্রকৃত লবণ প্রস্তুত হয়।

কোন ধাতুর লবণের সহিত উক্ত ধাতুর অক্সাইড মিশ্রিত থাকিলে, ঐ লবণকে Basic salt বলা যায়। সব্-নাইট্রেট্ অব্ লেড্ উহার একটী উদাহরণ। ইহাতে নাইট্রেট্ অব্ লেড্ নামক সীসক ধাতুর লবণের সহিত উক্ত ধাতুর অক্সাইড্ মিশ্রিত থাকে। এই সকল লবণ বিশ্লিষ্ট করিয়া Base ও Acids নির্ণয় করাই ফলিত-রসায়নের কার্য্য।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ঔষধাদির প্রস্তুত প্রকরণে, ধাতু প্রভৃতির শোধন, মারণ অথবা তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য এবং মূত্র পুরীষাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয়ার্থ আমরা যে রসায়ন-

বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করি, তাহাকে বৈশ্লেষিক রসায়ন (Analytical Chemistry) বলা যায়। বৈশ্লেষিক রসায়ন পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছে। এই কারণে আমাদের খাদ্য, বসন, বিলাস-সামগ্রী, শিল্প, ঔষধ প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যেরই মধ্যে এই রসায়ন সাহায্যে প্রতিদিন যে কত উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এই শাস্ত্রে আশু পারদর্শিতা লাভ করা দুরূহ ব্যাপার। ইহার এক একটী অংশ বা শাখামাত্রের (যেমন Food Analysis, Pharmaceutical Chemistry) আলোচনায় আজীবন অতিবাহিত করিলেও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

ইহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ গুণনির্ণায়ক (qualitative) অর্থাৎ যাহার দ্বারা পদার্থের গুণ নির্ণীত হয় এবং ২ পরিমাণনিরূপক (quantitative) অর্থাৎ যদ্দ্বারা উপাদানগুলির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইতে পারে। ফলিত রসায়ন বলিলে বৈশ্লেষিক রসায়নের প্রথম অংশকেই বুঝায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ কার্য্যে যে যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে লিখিত হইল ;—

১ Test-tube—এক মুখবদ্ধ কাচের নল। ইহাতে তরল পদার্থ ঢালিয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

২ Test tube-stand—উক্ত কাচের নলগুলি বসাইবার জন্য সছিদ্র কাষ্ঠনির্ম্মিত আধার।

৩ Test-tube-holder—কাষ্ঠের বাঁটযুক্ত পিত্তলের চিমটা। কোন পদার্থ নলে ঢালিয়া অগ্নির-তাপ-প্রয়োগকালে ইহার দ্বারা কাচনলটীকে ধরিতে হয়।

৪ Test-glass—কাচনির্ম্মিত পাত্র বিশেষ। পরীক্ষাধীন তরল বা নিরেট পদার্থ ইহাতে রাখা হইয়া থাকে।

৫ Funnel—ব্লটিং কাগজ বা ফিল্টার পেপারের ছাঁকনি ইহার উপর রাখিয়া দ্রাবণাদি রাসায়নিক দ্রব পদার্থ ছাঁকিয়া বোতল প্রভৃতি সরু মুখ পাত্রের ভিতর তরল পদার্থ ঢালিতে যে আয়তমুখ ও কুঞ্চিতপুচ্ছ কাচপাত্র ব্যবহার করা হয়। ইহাকে বাঙ্গালায় ফুঁদেল কহে।

৬ Pipette—দুই মুখ খোলা সরু কাচের নল। কোন পাত্র হইতে স্বল্প পরিমাণে তরল পদার্থ উত্তোলন করিতে হইলে ইহা ব্যবহারে লাগে।

৭ Glass-rod—পেন্সিলের ন্যায় গোলাকার সরু কাচদণ্ড।

৮ Glass-plate—কাচের ছোট টুকরা।

৯ Porcelain dish—শ্বেতবর্ণ চীনের পেয়ালা।

১০ Spirit lamp—স্পিরিট দ্বারা জ্বালিত বর্ত্তিকা।

১১ Platinum foil—প্লাটিনাম্ ধাতুর পাত। কোন দ্রব্য অগ্নিতে পোড়াইতে হইলে ইহার উপর রাখিয়া পোড়াইতে হয়। এক খণ্ড mica-plate অর্থাৎ অভ্রখণ্ডের দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

১২ Flask—কাচের বোতলাকার পাত্রবিশেষ।

১৩ Platinum loop—একটী কাচদণ্ডের অগ্রভাগে উত্তাপ সহযোগে এই তার আঁটিয়া দেওয়া হয়। সোহাগার বর্ত্তুল প্রস্তুত করণে এবং দীপশিখাসংযোগে কতকগুলি ধাতু যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা দেখাইবার জন্য এই তার আবশ্যক হয়।

১৪ Charcoal—একখণ্ড কাষ্ঠের কয়লা।

১৫ Mouth Blow pipe—বাঁকনল।

১৬ Brass tongs—পিত্তলের চিম্‌টা।

১৭ Wash bottle—একটী আয়তমুখ কাচের বোতল বা ছিপিতে দুইটী ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে দুইটী বক্র কাচনল প্রবেশ করাইয়া দিবে। যেন একটী কাচনল বোতলের তলদেশ এবং অপরটী উহার গলা পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকে। বোতলের মধ্যে জল পুরিয়া ছোট নল দ্বারা ফুৎকার দিলে তদভ্যন্তরস্থ জল অপর নলের মুখ দিয়া উথলিয়া পড়ে।

এতদ্ভিন্ন ইউডিওমিটর, ব্যাটারী, রিটর্ট, বায়ুমান যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রও বাষ্পাদির বিশ্লেষণ কালে ব্যবহারে লাগে।

বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া।

পদার্থ মাত্রকেই দুই প্রকারে পরীক্ষা করা যায়। একটী দ্রবপরীক্ষা (Wet reaction) ও অপরটী অগ্নিপরীক্ষা (Dry reaction)। দ্রব্যবিশেষের পরীক্ষা সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য এবং তাহার ফল সুসিদ্ধ হইয়াছে কিনা, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য রসায়নশাস্ত্রে কতকগুলি পরিচায়ক (Re-agent) ও নির্দ্দেশক (Indicator) পদার্থের উল্লেখ আছে। যে সকল মূল বা যৌগিক-পদার্থ পরীক্ষাধীন পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া উহার উপাদান নিরূপণ করে, তাহাদিগকে রি-এজেন্ট কহে। হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড পরীক্ষাধীন পদার্থে মিশ্রিত করিলে যদি শ্বেতবর্ণ রৌপ্য সীসা বা চূর্ণ তলায় আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই পদার্থ পারদের অংশ আছে জানিতে হইবে। যে পরিচায়কগুলি একটী প্রক্রিয়ার দ্বারা পদার্থ সকলকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তাহারা সাধারণ পরিচায়ক এবং যে সকল পরিচায়ক কোন একটি দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ গুণ উদ্ঘাটন করে, তাহাই বিশেষ পরিচায়ক বলিয়া কথিত।

এই পরিচায়ক সহযোগে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘ

পরস্পরের সংযোগকালে কোন্ সময়ে সেই পরিবর্ত্তন বা সংযোজন সাধিত হইল, যে সকল পদার্থ বর্ণ উৎপাদন দ্বারা কার্য্যফল নির্দ্দেশ করে, তাহাদিগকে নির্দ্দেশক (Indicator) বলে। কার্য্যকালে নির্দ্দেশক পদার্থ গুলির প্রকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অথবা উহাদের অবস্থিতিজন্ত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ারও কোনরূপ বৈলক্ষণ্য বা প্রতিবন্ধকতা ঘটে না। প্রধানতঃ দ্রাবক ও ক্ষারপদার্থের মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শনার্থই নির্দ্দেশকের ব্যবহার হইয়া থাকে।

লিট্‌মস্, ফিনল্‌থালিন্, মিথিল অরেঞ্জ, টার্টারিক প্রভৃতি নির্দ্দেশক পদার্থ। ইহাদের মধ্যে ২য় ও ৩য়টী সুরাসার বা জলের সহযোগে দ্রাবণরূপে এবং ১ম ও ৪র্থটী সুরাসারে দ্রব করিয়া সেই দ্রাবণে ব্লটিং কাগজ নিষিক্ত ও পরে শুষ্ক করিয়া নির্দ্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন Lead paper, starch paper বা শ্বেতসার মণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি ধাতব-যৌগিকও নির্দ্দেশকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

জলে বা দ্রাবকে পরীক্ষাধীন পদার্থ তরল করিয়া সেই দ্রাবণে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত করিলে যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তদ্দ্বারা উক্ত পদার্থের উপাদান নির্ণীত হইয়া থাকে। ইহাকে দ্রবপরীক্ষা বলা যায়। আর উত্তাপ-সহযোগে পরীক্ষাধীন পদার্থের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তদ্দ্বারা উহার গঠনোপাদান নির্ণয় করার নাম অগ্নিপরীক্ষা।

পদার্থের বিশ্লেষণকার্য্যে এই অগ্নিপরীক্ষাই প্রশস্ত। প্লাটিনাম্ বা অভ্রের পারদ উপর পরীক্ষাধীন পদার্থ রাখিয়া গ্যাস বা স্পিরিট্ ল্যাম্পের শিখায় ধরিলে যদি ঐ পদার্থ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহা অঙ্গার দ্রব্য বলিয়া জানিতে হইবে।

একখণ্ড কাষ্ঠের কয়লার উপর ছোট গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে পরীক্ষাধীন পদার্থের চূর্ণ কিছু পরিমাণে রাখিয়া বাঁকনল সাহায্যে পোড়াইলে সীসা, রৌপ্য, এণ্টিমনি, বিস্‌মাথ প্রভৃতি ধাতু লবণবিযুক্ত হইয়া মূল ধাতুতে পরিণত হয়। চারি ভাগ কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা ও একভাগ সায়ানাইড্ অব পোটাশিয়ম্ একত্র মিশ্রিত করিয়া উহার একচতুর্থাংশ পরীক্ষাধীন পদার্থের সহিত মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে তাপ দিলে মূল ধাতু শীঘ্র শীঘ্র পৃথক্ হইয়া পড়ে। বসন্তকালে কোন ধাতু ঐরূপে উত্তাপপ্রাপ্ত হইলে লবণ হইতে বিযুক্ত হয় না, কেবল কয়লার উপর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের চাপ (incrustation) উৎপাদন করে মাত্র। উত্তপ্ত অবস্থায় সীসক হইতে হরিদ্রাবর্ণ, এণ্টিমনিতে নীলাভ শ্বেতবর্ণ, বিস্‌মাথে পাটলবর্ণ, কাড্‌মিয়মে মেটে লালবর্ণ ও দস্তায় ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ আলোক হইতে দেখা যায়। প্লাটিনাম্ তারের অগ্রে সোহাগা রাখিয়া স্পিরিট্ ল্যাম্পের শিখায় উত্তপ্ত করিলে খৈ প্রস্তুত হয়। পরে বাঁকনল সাহায্যে অধিকতর উত্তাপে দগ্ধ করিলে উহা ক্রমশঃই কাচের ন্যায় স্বচ্ছ বর্ত্তুলে পরিণত হইয়া আইসে ও সেই তারেই সংলগ্ন থাকে। অতঃপর পরীক্ষাধীন লবণের দ্রাবণে ঐ সোহাগার বর্ত্তুলটী নিমজ্জিত করিয়া পুনরায় বাঁকনল দ্বারা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহা ধাতুবিশেষে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। যেমন কোবাল্ট গাঢ় নীলবর্ণ, নিকেল ঈষৎ রক্তবর্ণ, তাম্র ঈষৎ নীলবর্ণ, ক্রোমিয়াম্ হরিদ্বর্ণ, লৌহ হরিদ্রাভ ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, মাঙ্গানিজ বেগুণি আভাযুক্ত রক্তবর্ণ ইত্যাদি।

রসায়নশাস্ত্রোক্ত ধাতব পদার্থের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার যথাসম্ভব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া এক্ষণে অধাতব পদার্থনিচয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় দ্বারা আমরা বর্ত্তমান রসায়নশাস্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তির পূর্ণতা সম্পাদনে প্রয়াস পাইব। কিরূপে, কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা এই সকল অধাতব মৌলিক পদার্থসমূহ বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া রসায়নজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, নিম্নে তাহারই একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কাভেণ্ডিস্ সাহেব উদজন (Hydrogen) নামক রূঢ় পদার্থ আবিষ্কার করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে মহামতি প্রিষ্টলে কর্ত্তৃক অক্‌সিজেন নামক রূঢ় পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। যদিও প্রিষ্টলে সাহেব সর্ব্বপ্রথমে রূঢ়াবস্থায় অক্সিজেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি উহার পরবর্ত্তী বর্ষে সীল সাহেব স্বাধীনভাবে ইহাকেই আবিষ্কার করেন। প্রিষ্টলে ও সীল কর্ত্তৃক অক্সিজেন আবিষ্কৃত হইলেও, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে লাভোসিয়ার অক্সিজেনকে তৃতীয়বার আবিষ্কার করিয়া জনসমাজে তাহা নির্ব্বিবাদে প্রচার করিয়া যান।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে থেনার্ড সাহেব হাইড্রক্‌সিল আবিষ্কার করেন। তৎপরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ব্রোডী ও সেনবেন বিশদরূপে উহার ধর্ম্মাদি বুঝাইয়া যান।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রদারফোর্ড সাহেব কর্ত্তৃক নাইট্রোজেন আবিষ্কৃত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সীল ও লাভোসিয়ার কর্ত্তৃক তাহা সাব্যস্ত হইয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে লাভোসিয়ার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে নির্দ্দিষ্ট ওজনের পারা উত্তপ্ত করিয়া লোহিতবর্ণের যৌগিকবিশেষ প্রাপ্ত হন এবং যে বাষ্প অবশিষ্ট থাকে, তাহার পরিমাণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে পাঁচ ভাগের চারিভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তদনন্তর পারদের যৌগিককে পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া যে বাষ্প

প্রাপ্ত হন, তাহার পরিমাণ এক পঞ্চমাংশ হইয়াছিল। প্রথমোক্ত বাষ্প নাইট্রোজেন এবং শেষোক্ত বাষ্প অক্সিজেন। ভূবায়ুস্থ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে ইউডিওমিটার নামক নল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পৃষ্টলে আমোনিয়া বাষ্প আবিষ্কার করেন। আমোনিয়া (Sal-ammoniac) নামটী আরবদিগের প্রদত্ত। তাহারাই জুপিটার আমন দেবতার মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পশু এবং উষ্ট্রাদি জন্তুর বিষ্ঠাদি চোলাই করিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই পদার্থটী প্রস্তুত করে।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পৃষ্টলে সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে, বায়ুর ভিতর দিয়া তড়িৎ গমনাগমন করিলে নাইট্রিক এসিড্ উৎপন্ন হয়। অনন্তর ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কাভেণ্ডিস্ অনুমান করেন যে, বায়ুতে উদজন দগ্ধ করিলে যে অম্লধর্ম্মবিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই নাইট্রিকএসিড্; কিন্তু ব্রোডি, টমসন, গে লুসাক্ প্রভৃতি রাসায়নিকেরা নাইট্রিকএসিডের প্রকৃততত্ত্বের অন্বেষণ দ্বারা উহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পৃষ্টলে নাইট্রস্ অক্সাইড্ আবিষ্কার করেন এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ডেভী সাহেব চূড়ান্ত আলোচনা দ্বারা এই তত্ত্বের নিষ্পত্তি করিয়া যান। বাষ্পাবস্থায় ইহা আঘ্রাণ করিলে সিদ্ধির নেশার ন্যায় হাস্যোদ্দীপন হইতে থাকে, এইজন্য সাধারণে ইহাকে Laughing gas বলে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেলস্ সাহেব নাইট্রিক্ অক্সাইড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা আজোটিল্ নাইট্রিল বা নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড্ নামে পরিচিত ছিল। ডেভী সাহেব প্রথমে নাইট্রিক্-পার্অক্সাইড্ এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ডেভিলি সাহেব শুষ্ক নাইট্রেট অব্ সিল্ভার ও ক্লোরিণ দ্বারা নাইট্রিক্-আন্হাইড্রাইড্ প্রস্তুত করিয়া যান।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সীল্সাহেব প্রথমে ক্লোরিণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডেভীর দ্বারা বস্তুতঃ ইহার রূঢ়ত্ব নিরূপিত হয়। হাইড্রোজেনের সহিত ক্লোরিণের একটী যৌগিক সম্বন্ধ আছে,ইহার নাম হাইড্রোক্লোরিক এসিড্। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পৃষ্টলে কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হাইপোক্লোরাস্ আন্হাইড্রাইড্ নামক যৌগিক পদার্থটীর নাম বালার্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। হাইপোক্লোরাস্ আন্হাইড্রাইড্ জলের সহিত মিশ্রিত হইলে হাইপোক্লোরাস্ এসিড্ নামে অভিহিত হয়। এই এসিড্ হইতে যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে হাইপোক্লোরাইটস্ বলে। কালসিয়াম্ হাইপোক্লোরাইট্ বস্ত্রাদি শুভ্র করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহা বাজারে Bleaching powder নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মিলন সাহেব কর্ত্তৃক ক্লোরাস্ আন্হাইড্রাইড, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ডেভী কর্ত্তৃক ক্লোরিক-পার্অক্সাইড্ এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সেনেভি দ্বারা ক্লোরিক এসিড্ আবিষ্কৃত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গে-লুসাক্ ক্লোরিক এসিডের ধর্ম্মাদি বিবৃত করিয়া যান।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বালার্ড সাহেব ব্রোমিণ নামক রূঢ় পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইহা কখনও মুক্তাবস্থায় থাকে না। সমুদ্রজলস্থিত সোডিয়াম ক্লোরাইড্ বা সাল্ফেট্ এবং ম্যাগনেসিয়মের সাল্ফেটাদি লাবণিক পদার্থের সহিত ইহাকে মিশ্রাবস্থায় পাওয়া যায়। হাইড্রোব্রোমিকএসিড্ হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ন্যায় সমধর্ম্মবিশিষ্ট, কিন্তু ইহা হাইড্রোজেনের সহিত সম্মিলিত হয় না। একটী W আকৃতি কাচের নলের দক্ষিণদিকের বক্রস্থানে ৪০ গ্রেণ ফস্ফরাসের সহিত কাচ চূর্ণ ও জল মিশ্রিত করিয়া বামদিকের বক্রস্থানে ২৪০ গ্রেণ ব্রোমিন্ রাখিয়া একটী ছিপি দ্বারা বামদিকের মুখ আবদ্ধ করিবে। পরে ব্রোমিণসংযুক্ত কোণে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা বাষ্পাকারে সমুত্থিত হইয়া ফস্ফরাসের সহিত মিলিয়া আবশ্যকীয় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং তাহাতে মেটা হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড প্রস্তুত হয়। ঔষধাদিতে ইহার ব্যবহার বিশেষরূপে প্রচলিত দেখা যায়।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের রাজধানী পারী-নগরবাসী কুর্তো নামক জনৈক সাবানওয়ালা সমুদ্রজাত উদ্ভিজ্জভস্মের (Kelp) পরিত্যক্তাংশের এক প্রকার বিশেষ গুণ সন্দর্শন করেন। তিনি উহার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া ক্লিমেণ্ট নামক রাসায়নিকের নিকট ঐ বিষয়টী জানান। ক্লিমেণ্ট পরীক্ষা দ্বারা এই অভিনব পদার্থ আবিষ্কার করিলেও, প্রকৃতপক্ষে ডেভী ও গেলুসাক্কর্ত্তৃক ইহার আইওডিন্ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল।

সীসা-নির্ম্মিত রিটর্টে কালসিয়াম্ ফ্লুরাইড্ চূর্ণ তীব্র সালফিউরিক এসিডের সহিত উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোফ্লুরিকএসিড্ পাওয়া যায়। সীলসাহেব এই যৌগিক পদার্থটীর উদ্ভাবক। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ডেভী ঐ দ্রাবক তড়িৎ দ্বারা বিকৃত করিয়া পল্লিটিভাস্তে ফ্লুরিণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া উহার ধর্ম্মাদি পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর, নক্স, ভে, কিপ্সন প্রভৃতি অনেক রসায়নতত্ত্বজ্ঞ ইহার পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহা কালসিয়ম্ যোগে কালসিয়ম্

ফ্লুরাইড্ এবং সোডিয়াম্ ও আলুমিনিয়াম্ সহযোগে ক্রাইওলাইট্ নামে অবস্থিতি করে।

অঙ্গার (Carbon) নামক রূঢ়পদার্থের ব্যবহার বহুপ্রাচীন কাল হইতেই সাধারণের জানা আছে। এই অঙ্গারের অক্সিজেন-ঘটিত কএকটী যৌগিক পদার্থ আছে। পৃষ্ট্লে সাহেব বন্দুকের চোঙ্গের মধ্যে চা-খড়ি উত্তপ্ত করিয়া কার্ব্বনিক্ অক্সাইড নামক যৌগিক পদার্থটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি উহার দাহনশীলতা লক্ষ্য করিয়া উহাকে হাইড্রোজেন বলিয়া অনুমান করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ক্রাকস্যাঙ্ক ও ক্লেমেণ্ট প্রভৃতি রাসায়নিকেরা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে লাভোঁসিয়ে হীরক দগ্ধ করিয়া কার্ব্বনিক আন্হাইড্রাইড্ নির্ণয় করেন। ইহা সাধারণে কার্ব্বনিক এসিড্ নামেও পরিচিত। Mithane, Light Carburetted Hydrogen ও Fire-damp প্রভৃতি নামে প্রচলিত অঙ্গার-মিশ্রিত উদজনবাষ্প (Marsh-gas) ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ভল্টা সাহেব কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে পরীক্ষিত হইয়াছিল। [বিস্তৃত বিরণ অঙ্গার শব্দে দ্রষ্টব্য।]

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ দেশীয় রাসায়নিক সুরা ও সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ দ্বারা প্রস্তুত ওলিফায়েণ্ট গ্যাস আবিষ্কার করেন। অঙ্গার ও উদজন তড়িৎ দ্বারা উত্তপ্ত হইলে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আসিটিলিন্ নামক যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। পাথুরিয়া কয়লা লৌহ-রিটর্টে উত্তপ্ত করিলে কোল্-গ্যাস জন্মে। এই বাষ্প নানা পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন।

মেয়ার সাহেব কর্ত্তৃক প্রথমে সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সীল সাহেব উহার ধর্ম্মাদির অনুশীলন করেন। হাইড্রিক্-পারসাল্‌ফাইড্, সাল্‌ফিউরাস্-আন্হাইড্রাইড্, সাল্‌ফার-ট্রাইঅক্সাইড, সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (বেসিল ভালেণ্টাইন্ হারাকস্ পরিস্কৃত করিয়া ইহা প্রস্তুত করেন), হাইপোসাল্‌ফিউরাস্ বা থাইও-সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্, বাইসাল্‌ফাইড্ অব্ কার্ব্বন প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ গন্ধকের যোগে উৎপন্ন হয়। [গন্ধক দেখ।]

সিলিনিয়াম্ ও টেলিউরিয়ম্ নামক রূঢ় পদার্থদ্বয়ের কোন ব্যবহার নাই এবং ইহা অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। ইহা গন্ধকের ন্যায় ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং তদ্দ্রব্যের ন্যায় যৌগিকাদিও সৃষ্টি করিয়া থাকে।

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাণ্ড নামক জনৈক রাসায়নিক মূত্র হইতে ফস্ফরাস্ আবিষ্কার করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে অস্থি হইতে এই রূঢ় পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সীল সাহেব অস্থি হইতে ফস্ফরাস্ প্রস্তুতপ্রণালীর উন্নতি সাধন করেন।

মুক্তাবস্থায় ফস্ফরাস্ একবারেই দুষ্প্রাপ্য, ইহা যৌগিকরূপে পার্থিব, জান্তব ও উদ্ভিজ্জ-বিভাগে অবস্থিতি করে।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে গান্জেম্বার সাহেব হাইড্রোজেন ফস্ফাইড্ বা ফস্ফাইন্ নামক যৌগিক পদার্থ উদ্ভাবন করেন। বাষ্প, তরল ও কঠিন ভেদে ফস্ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন তিন প্রকার। অক্সিজেন সহযোগে ইহা হইতে Sub-oxide of Phosphorous, Phosphorous anhydride ও Phosphoric anhydride এবং Hypophosphorous acid, Phosphorous acid and Phosphoric acid প্রভৃতি ফস্ফরাসের দ্রাবকসমূহ জলের সংযোগে উহার এনহাইড্রাইড দ্বারা উৎপন্ন হয়। [প্রস্ফুরক বা ফস্‌রাস্ দেখ।]

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গে-লুসাক্ কর্ত্তৃক বোরণ নামক রূঢ়পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। সোহাগা বলিয়া যে পদার্থ প্রচলিত দেখা যায়, তাহা বোরাসিক্ এসিডের লবণ। বোরাসিক্ এসিড্ বোরণ নামক রূঢ়পদার্থের অক্সিজেন-ঘটিত যৌগিক। অক্সিজন যোগে বোরণ বোরিক্ আন্হাইড্রাইড্ নামে এক যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। এক অণু বোরিক্ আন্হাইড্রাইড্ তিন অণু জলের সহিত মিলিত হইলে বোরাসিক্ এসিড্ নামে কথিত হয়। বোরাসিক্ এসিডের লবণকে বোরেট্ কহে। [সোহাগা দেখ।]

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ডেভী সাহেব সিলিকন্ আবিষ্কার করেন। ইহা মুক্তাবস্থায় কখন অবস্থিতি করে না। অক্সিজেন যোগে সিলিকারূপে ইহা পার্থিব রাজ্যে নানাবিধ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সিলিকনের অক্সিজেন-ঘটিত যৌগিক সিলিকা নামে খ্যাত। [সিলিকা দেখ।]

এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, রসায়নবিদ্‌গণের চেষ্টায় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রসায়নবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং তদবধিই রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আঙ্গারিক রসায়ন।

অঙ্গার, উদজন প্রভৃতি কএকটী রূঢ় পদার্থের যোগে অসংখ্য প্রকার যৌগিক প্রস্তুত হইয়া থাকে, তজ্জন্য রসায়নবিদ্‌গণ এই যৌগিক-বিভাগকে স্বতন্ত্ররূপে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ইংরাজীতে Organic Chemistry নামে পরিচিত। পূর্ব্বে রাসায়নিকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, পার্থিব বা অনাঙ্গারিক (inorganic) পদার্থেরা জড়শক্তি এবং আঙ্গারিক অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থনিচয় চৈতন্যশক্তির (Vital force) দ্বারা সৃষ্ট, বর্দ্ধিত ও চালিত

হইয়া থাকে। এই কারণে তাঁহারা উদ্ভিজ্জ বা জান্তব শ্রেণীর চৈতন্যশক্তিপ্রসূত রসায়ন-যৌগিকদিগকে আঙ্গারিক রসায়নের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তন্মতাবলম্বীদিগের মতে আঙ্গারিক পদার্থ প্রত্যক্ষ (Direct) এবং পরোক্ষ (Indirect) নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উদ্ভিজ্জ ও জান্তব দেহজাত শর্করা নামক দ্রব্য প্রত্যক্ষ-আঙ্গারিক এবং সেই শর্করাজাত সুরা বা সেই সুরাজাত এসেটিক্ এসিড্ পরোক্ষ-আঙ্গারিক পদার্থ বলিয়া গণ্য। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ভূলার সাহেব উক্ত মত খণ্ডন করিয়া পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চৈতন্যশক্তি ব্যতীত, বিশুদ্ধ অনাঙ্গারিক পদার্থনিচয় হইতে রাসায়নিক সম্মিলন ও তাহাদের পরমাণুদিগের অবস্থান্তর সংঘটন করাইয়া আঙ্গারিক যৌগিক প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইউরিয়া (Urea) নামক আঙ্গারিক পদার্থ মূত্রের একটী উপাদান। ইহা জীবদেহস্থই এবং চৈতন্যশক্তি কর্তৃক উৎপাদিত বলিয়া আঙ্গারিক পদার্থ-শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে। ইউরিয়ায় ($CH_4 N_2 O$) অঙ্গার, উদজন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আছে। ইহারা সকলেই অনাঙ্গারিক পদার্থ এবং এই সকল পদার্থ হইতে রাসায়নিক পরিবর্তন দ্বারা কৃত্রিম ইউরিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। কার্ব্বনেট অব্ পটাস্ এবং অঙ্গারকে পোড়াইয়া লাল করিয়া নাইট্রোজেনের সহিত সম্মিলিত করিলে সায়ানাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ ও কার্ব্বনিক্ অক্সাইড্ উৎপন্ন হয়। এই সায়ানাইড্ অব্ পোটাসিয়মের সহিত লেড অক্সাইড্ গলাইলে অক্সিজেন যোগে উহা সায়ানাইড্ সায়ানেট্ হয় ও সীসার আকার ধারণ করে। অনাঙ্গারিক পদার্থ হইতেও যখন আঙ্গারিক বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, তখন চৈতন্যশক্তিপ্রসূত বলিয়া আঙ্গারিক ও অনাঙ্গারিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

লোরেঁ (Laurent) সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সূত্রানুসারে আঙ্গারিক রসায়নকে অঙ্গার ও তাহার যৌগিকবৃন্দসম্বন্ধীয় বলিয়াই বুঝা যায়। যেহেতু আঙ্গারিক পদার্থের গঠনাদি আলোচনা করিলে সর্ব্বত্র অঙ্গারের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। লীবেগ সাহেব বলেন যে, উহা আঙ্গারিক রাডিকেলদিগের রসায়নকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। Radicals শব্দের দ্বারা একাধিক রূঢ় পদার্থের আণবিক সংযোগই বুঝায়। ইহা বহু পরমাণুর সম্মিলন জন্য উদ্ভূত হইলেও একটী পদার্থের ন্যায় ধর্ম্মবিশিষ্ট হয় এবং তদবস্থায় যৌগিক বিশেষে অবস্থিতি করে। যৌগিক বিকৃত হইলেও রাডিকেল বিকৃত হয় না। আঙ্গারিক যৌগিক সকল রাডিকেল দ্বারা গঠিত হইলেও অনাঙ্গারিক যৌগিকেও রাডিকেলের সম্বন্ধ আছে। যেমন হাইড্রক্সিল্ রাডিকেল ও নাইট্রক্সিল্ রাডিকেলের সম্মিলনে নাইট্রিক্ এসিড্ উৎপন্ন হয়। এই কারণে অনেকে রাডিকেলকে আঙ্গারিক রসায়নের কারণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না।

ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব ইহার মীমাংসায় বলিয়াছেন যে, একাধিক আণবিক সংযোগে এক বা অধিক পরমাণু অঙ্গার এবং তাহাদের এক বা অধিক বাহু মুক্ত থাকে। অঙ্গার টেট্রাড্ পদার্থ, ইহার এক পরমাণুর সহিত চারি পরমাণু উদজন মিলিত হইলে সম্পূর্ণ যৌগিক গঠিত হইয়া থাকে। যেমন Marsh gas = CH_4। যদি CH_4 এর স্থানে CH_3 বা CH_2 কিংবা CH হয়, তাহা হইলে অঙ্গারের এক দুই বা তিনটী বাহু মুক্ত আছে জানিতে হইবে। ইহারা মুক্ত বাহুর সংখ্যানুসারে নূতন নূতন যৌগিক উৎপাদনে সমর্থ। কারণ CH_3 একটী Radical এবং Monovalent অর্থাৎ উদজনের ন্যায় একসংখ্যক পদার্থ। ইহা মনাড্ শ্রেণীর অপর একটী রূঢ়পদার্থ। যেহেতু এক পরমাণু উদজন বা ক্লোরিণের সহিত মিলিত হইলে উহা সম্পূর্ণ হইয়া যায়। CH_2 = Bivalent এবং CH = Trivalent অর্থাৎ ইহাদের দুই বা তিনটী মুক্ত বাহু আছে এবং উহাতে তদ্সংখ্যক পরমাণু ক্লোরিণ সংযুক্ত করিলে আর এক একটী পদার্থ সংগঠন করা যাইতে পারে।

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & | & \\ H- & C & -H \\ & | & \\ & H & \end{array}$$

রাডিকেল সকল রাডিকেলের সহিত সংযুক্ত হয়। CH_3 রাডিকেল Methyl নামে পরিচিত। এইরূপ একটী মিথিলের সহিত আর একটী মিথিল সংযুক্ত হইলে যে যৌগিক উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইথেন (Ethane) বা ডাইমিথিল্ (Di-methyle) কহে। ইথেনের এক পরমাণু উদজন বিচ্যুত করিলে $C_2 H_5$ অবশিষ্ট থাকে। ইহা ইথিল্ (Ethyl) রাডিকেল। ইথিল মনোভালেণ্ট।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিথিলের সহিত ইথিলের সংযোগ হইতে পারে। ইহা ইথিল্-মিথিল্ বা প্রোপেন নামে কথিত। এইরূপে রাডিকেলের সহিত রাডিকেল সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ নূতন নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া আঙ্গারিক রসায়নের পুষ্টিসাধন করিতেছে। যদিও রাডিকেল দ্বারা আঙ্গারিক বিভাগ অনাঙ্গারিক হইতে পৃথক্ করা যায়, তথাপি ইহাদের যৌগিকবৃন্দ লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই উভয় শ্রেণীর যৌগিকাদি একই নিয়মাধীন। ধাতু সকল

$$\begin{array}{ccccccc} & H & & H & & H & \\ & | & & | & & | & \\ H- & C & - & C & - & C & -H \\ & | & & | & & | & \\ & H & & H & & H & \end{array}$$

যেমন উদজনযোগে হাইড্রাইড, অক্‌সিজেন যোগে অক্‌সাইড্ ও এসিড্ র‍্যাডিকেলের সহিত লবণাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে; আঙ্গারিক-র‍্যাডিকেলও সেইরূপ ভাবে সম্মিলিত হইয়া ইথিল্-হাইড্রাইড, ইথার নাইট্রিক্, ইথার-হাইড্রোসাল্‌ফিউরিক, ইথিল হাইড্রেট বা আল্‌কোহল প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদন করে।

রসায়নবিদেরা আঙ্গারিক পদার্থসমূহের এইরূপ একটী শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

১ম—অঙ্গার ও উদজনের বিবিধ প্রকার যৌগিকসমূহ। ইহাদিগকে Hydrocarbon কহে।

২য়—আল্‌কহল (Alcohol); এই যৌগিকে অক্‌সিজেন হাইড্রক্‌সিল্-রূপে অবস্থিতি করে। আল্‌কোহলে র‍্যাডিকেল বিশেষের সহিত হাইড্রক্‌সিল সম্মিলিত থাকে। যেমন CH_3OH, C_2H_5OH ইত্যাদি।

৩য়—এক পরমাণু অক্‌সিজেন কর্ত্তৃক আল্‌কোহলের দুই পরমাণু উদজন বাহির হইয়া গেলে যে যৌগিক পদার্থ থাকে, তাহা আল্‌ডিহাইড্ (Aldehyde) নামে কথিত। যথা—

$$C_2H_5OH + O = C_2H_4O + H_2O$$

৪র্থ—আল্‌ডিহাইড্ অক্‌সিজেনগ্রস্ত হইলে যেরূপে পরিণত হয়, তাহাকে এসিড্ কহে। যথা,—

$C_2H_4O + O = C_2H_4O_2$। ইহাই Acetic acid.

৫ম—যখন আঙ্গারিক এসিড্ হইতে হাইড্রক্‌সিল্ হাইড্রাঙ্গারিক র‍্যাডিকেল দ্বারা স্থানচ্যুত হয়, তখন তাহাকে কিটোন (Ketone) বলে। যথা—

$$C_2H_4O_2 + CH_4 = C_3H_6O + H_2O$$
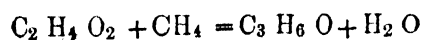
৬ষ্ঠ—আল্‌কোহলের হাইড্রক্‌সিল্‌স্থিত উদজন আঙ্গারিক র‍্যাডিকেল দ্বারা স্থানচ্যুত হইলে ইথার (Ether) উৎপন্ন হয়। যথা—$C_2H_5OH + C_2H_6 = C_2H_5OC_2H_5 + H_2$

৭ম—হ্যালোজেন ঘটিত যৌগিকে হাইড্রক্‌সিলের স্থানে হ্যালোজেন (Halogens) প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

$C_2H_5OH + HCl = C_2H_5Cl + H_2O$.

৮ম—এসিডের উদজন আঙ্গারিক-র‍্যাডিকেল দ্বারা স্থানচ্যুত হইলে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহা ইথিরিএল্ সল্ট বা ইষ্টার (Ester) নামে কথিত।

৯ম—এমোনিয়ার উদজনত্রয় আঙ্গারিক র‍্যাডিকেল দ্বারা স্থানচ্যুত হইলে যে যৌগিক সৃষ্ট হয়, তাহাকে এমোনিয়া ডেরিভেটিভ্ (Ammonia derivatives) বা আমাইন্ (Amines) নামে খ্যাত। যেমন ইথিল আল্‌কোহলের র‍্যাডিকেল এমোনিয়ার একটী উদজন স্থানচ্যুত করিলে ইথিলামাইন্ (Ethylamine); দুই পরমাণু উদজনের স্থলে দুইটী ইথিল প্রবিষ্ট হইলে Di-ethylamine এবং তিনটী পরমাণু উদজনের স্থান ইথিল অধিকার করিলে Tri-ethylamine জন্মিয়া থাকে।

১০ম—সায়ানোজেন, অর্থাৎ অঙ্গার ও নাইট্রোজেনের যৌগিকসমূহ। যথা—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ (HCN)।

১১শ—ফিনল (Phenol); আল্‌কোহলে যেমন OH থাকা বিশেষ লক্ষণ, ফিনলেও তেমনই OH থাকে।

১২শ—আঙ্গারিক পদার্থের দুই পরমাণু স্থান দুই পরমাণু অক্‌সিজেন অধিকার করিলে Quinon শ্রেণীর যৌগিকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা,—বেঞ্জিনের (Benzene) C_6H_6 দুই পরমাণু উদজনের পরিবর্ত্তে O_2 প্রয়োগ করিলে $C_6H_4O_2$ = Quinon বলা যায়।

১৩শ—আঙ্গারিক পার্থিব-(Organo-mineral) যৌগিক। অনাঙ্গারিক যৌগিকে এসিডের ভাগ আঙ্গারিক র‍্যাডিকেল দ্বারা স্থানভ্রষ্ট হইলে এই শ্রেণীর যৌগিক উৎপন্ন হয়। যেমন জিঙ্ক-ক্লোরাইডের ক্লোরিণের স্থান ইথিল্ অধিকার করিলে জিঙ্কইথাইড্ ($Zn(C_2H_5)_2$) সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

১৪শ—ছয় পরমাণু বা তাহার গুণক্রমিক অঙ্গারের সহিত জলের গুণক্রমিক সম্বন্ধ থাকিলে Carbo-hydrate বলা হয়। যথা—শ্বেতসার (starch) কিংবা Arrow-root দ্রব ($(C_6H_2O)_5$); ফলমূলাদি ও দ্রাক্ষার চিনি (Grape Sugar) বিশেষ ($C_6(H_2O)_6$) এবং চিনি ($C_{12}(H_2O)_{11}$) ইত্যাদি।

১৫শ—যে সকল পদার্থ বিকৃত হইলে দ্রাক্ষাশর্করা (Grape Sugar) উৎপাদন করে, তাহাদের Glucoside কহে। যথা—সালিসিন (Salicin).

১৬শ—আলবুমিনইড্ (Albuminoid) ও জিলেটিনইড্ (Gelatinoid) অর্থাৎ যে সকল আঙ্গারিকযৌগিকে অঙ্গার, উদজন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, স্বল্প পরিমাণে গন্ধক ও ফস্ফরাস্ থাকে।

পূর্ব্বকথিত Hydrocarbon শ্রেণী পঞ্চদশটী উপশ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক উপশ্রেণীতে আবার নানাবিধ স্বতন্ত্র যৌগিক উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—Paraffin, Olefines, Acetylene, Turpenes, Benzenes, Cinnamene প্রভৃতি।

পিট্রোলিয়ম কূপ হইতে মিথেন, ইথেন প্রভৃতি বাষ্প বহির্গত হয়, ঐ তৈলে কতক পরিমাণে ইথেন দ্রবীভূত থাকে। উত্তাপের ন্যূনাধিক্যানুসারে ঐ তৈল হইতে যথাক্রমে ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেন বাষ্প পরিস্রুত হইয়া থাকে। উহাকে ঘনীভূত করিতে পারিলেই Cymogene নামক তরল পদার্থ পাওয়া যায়। ৭০° সেণ্টিঃ উত্তাপের নিম্নে পেণ্টেন ও হেক্সেন পরিস্রুত হয়। ইহাই Petroleum Spirit বা Ether

নামে বিখ্যাত। ইণ্ডিয়া-রবার দ্রবীভূত করিতে ইহা ব্যবহারে লাগে। ৭৬° সে'র উত্তাপে হেপ্টেন পরিস্রুত হয়, ইহাকেই Kerosene বলে। ১৫০° হইতে ২০০° সে'র উত্তাপে নোনেন ও ডোডিকেন পরিস্রুত হয়। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ Lubricating oil। ইহার উর্দ্ধোত্তাপে হেক্সোডিকেন এবং অন্যান্য অঙ্গারাধিক্যযুক্ত হাইড্রাঙ্গারিক পদার্থ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহারা কোমল পদার্থ। Vaselin সদৃশ বা মোমের ন্যায় কঠিন পদার্থকে পারাফিন্ বলে। পারাফিনে বাতি প্রস্তুত হয়। নিম্নে পারাফিনের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

Methane—CH_4, মিথেনকে মিথিল রাডিকেলের হাইড্রাইড কহে। দুই অণু মিথিলের যোগে ইথেন জন্মে। Ethane—$C_2 H_6$, Propane $C_3 H_8$ Butane—$C_4 H_{10}$, Pentane—$C_5 H_{12}$, Hexane—$C_6 H_{14}$, Heptane—$C_7 H_{16}$, Octane—$C_8 H_{18}$, ইত্যাদি।

উপরোক্ত তালিকায় মিথেনের ১ পরমাণু অঙ্গার ও ৪ পরমাণু উদজন হইতে নিম্নস্থিত প্রত্যেক পদার্থে ক্রমান্বয়ে এক পরমাণু অঙ্গারের সহিত দুইপরমাণু উদজনের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এইরূপ এক শ্রেণীজাত পদার্থদিগকে Homologous কহে। উক্ত তালিকানিবদ্ধ শ্রেণীজাত পদার্থকে রসায়নশাস্ত্রে Primary Paraffin বলা যায়। উহার প্রথম তিনটী ব্যতীত, বিউটেন হইতে তন্নিম্নস্থ পদার্থদিগের আণবিক গঠনের অবস্থান্তর করিয়া স্বতন্ত্র ধর্ম্মযুক্ত নানা পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এতাদৃশ পদার্থকে Isomers বলা যায়। Isomerism শব্দের দ্বারা পদার্থবিশেষের পরমাণুসমূহের কোন পরিবর্ত্তন বুঝায় না, তাহারা পরিমাণে ও সংযোগ-সম্বন্ধে সমভাবেই থাকে; কিন্তু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটে। আইসোমেরিজম্ Polymers ও Metamers ভেদে দুইপ্রকার।

পদার্থদিগের শতকরা সংখ্যা সমান, কিন্তু আণবিক গঠন অসমান হইলে 'পলিমার' বলা যায়। Cyanogen ও Paracyanogen নামক পদার্থদ্বয় উহার দৃষ্টান্ত স্থল। সায়ানোজেনে ১ পরমাণু অঙ্গার ও ১ পরমাণু উদজন, কিন্তু পারাসায়ানোজেনে উহাদের সংখ্যা অধিক। ইহাতে শতকরা হিসাবে অঙ্গার ৪৬·১৫ এবং নাইট্রোজেন ৫৩·৮৫। ক্লোরাইড্ অব্ সায়ানোজেনে (বাষ্প=$CNCl$, তরল=$(CN)_2 Cl_2$, কঠিন=$(CN)_3 Cl_3$) শতকরা অঙ্গার ১৯·৫১, নাইট্রোজেন ২২·৭৭ এবং ক্লোরিণ ৫৭·৭২ ভাগ আছে।

শতকরা সংখ্যা সমান ও আণবিকগঠন সমান এরূপ পদার্থদিগকে মেটামার কহে। যেমন ইউরিয়া $(2 (NH_2) CO)$ ও এমোনিয়ম সায়নেট্ $(CN (NH_4 O)$—এই দুইটী যৌগিকে অসমান পরমাণু নাই। ইহাদের শতকরা অঙ্গার ২০·০০, উদজন ৬·৭৬, নাইট্রোজেন ৪৬·৬৭ ও অক্সিজেন ২৬·৬৭।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মিথেন CH_4 একটী সম্পূর্ণ যৌগিক। ইহা মিথিল্-রাডিকেলের হাইড্রাইড্ $CH_3 H$। দুই অণু মিথিলের সংযোগে ইথেন জন্মে। ইথেনের এক পরমাণু উদজন বাহির করিয়া ফেলিলে $(C_2 H_5)$ ইথিল্ (Ethyl) পাওয়া যায়। এই রাডিকেলের সহিত আর এক অণু মিথিল যোগ করিলে Propane গঠিত হয়। প্রোপেনের এক পরমাণু উদজন ছাড়িয়া দিলে $C_3 H_7$, তাহাকে Propyl কহে। প্রোপিলের সহিত আর এক অণু মিথিল সংযোগ করিলে Butane উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রদর্শিত চিত্রে যে রাসায়নিক সঙ্কেত অঙ্কিত করা হইল তাহা Primary butane নামে প্রচলিত। ইহার আইসোমারও প্রস্তুত হয়। প্রাইমারি বিউটেনে অঙ্গারের
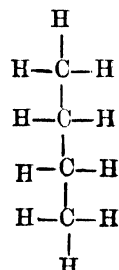
পরমাণু উর্দ্ধসংখ্যায় দুইটী অঙ্গার পরমাণুর সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু আইসোমেরিক্ মতে একটী অঙ্গার পরমাণু দুইটী বা তিনটী অঙ্গার-পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। অঙ্গারের এইরূপ পরিবর্ত্তন দুই স্থানে হওয়া সম্ভব। শেষের বা মধ্যের অঙ্গারের সহিত মিথিল সংযুক্ত হইলে আইসোমার কহা যায়। যথা—

```
 H    H  H                 H       H
 |    |  |                 |       |
H—C—C—C—H             H—C——C—H
 |   |   |                 |       |
 H   |   H              H—C—H H
  H—C—H                    |
     |                   H—C—H
     H                     |
                           H
```
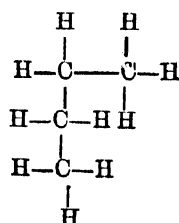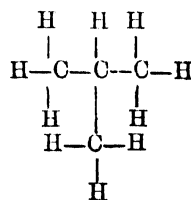
এইরূপে অঙ্গারের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, আইসোমেরিক পদার্থের সংখ্যাও ততই পরিবর্দ্ধিত করা যাইবে। আইসোমেরিক্ পরিবর্ত্তনসম্ভূত যৌগিকগণ চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

১, প্রত্যেক অঙ্গার পরমাণুর অপর দুইটী অঙ্গার পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ থাকিলে প্রাইমারি বা নর্ম্যাল পারাফিন্ বলা যায়। ২, একটী অঙ্গার পরমাণু তিনটী অঙ্গার পরমাণুর সহিত যদি সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আইসো নামে অভিহিত করা হয়। ৩, একটী অঙ্গার পরমাণু তিনটী অঙ্গার পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া একপদার্থে দ্বিগুণ পরিমাণে অবস্থিত থাকিলে Meso-paraffin বলে। ৪, একটী

অঙ্গার পরমাণু চারিটী অঙ্গার পরমাণুর সহিত সম্বদ্ধ হইলে সেই পদার্থ Neo-paraffin নামে কথিত হয়।

হালোজেন দ্বারা মিথেন বা ইথেনের উদজন স্থানচ্যুত হইলে এক শ্রেণীর যৌগিক উৎপন্ন হয়। মিথেনের চারি পরমাণু উদজন চারি পরমাণু ক্লোরিন্, ব্রোমিন্, অথবা আইওডিন্ দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়া হালয়েড যৌগিকবৃন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যথা $CHCl_3$ = ট্রাই-ক্লোরমিথেন বা ক্লোরোফরম (Chloroform) ইত্যাদি। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে লীবেগ ও সোবেরেন্ সাহেবের দ্বারা ক্লোরোফরম আবিষ্কৃত এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ডুমার দ্বারা ইহার গঠন স্থিরীকৃত হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৫ এবং ৬০° সেঃ উত্তাপে ফুটিতে থাকে।

ক্লোরিণ দ্বারা মিথেনের তিন পরমাণু উদজন স্থানচ্যুত হইলে যেমন ক্লোরোফরম উৎপন্ন হয়, তেমনি আইওডিন্ দ্বারা তিন পরমাণু উদজন স্থানচ্যুত হইলে আইওডোফরম্ (Iodoform) প্রস্তুত হইয়া থাকে। আইওডোফরমে (CHI_3) একভাগ আইওডিন্, একভাগ আল্কোহল, দুইভাগ কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা এবং দশভাগ জল থাকে। এইগুলি একত্র ৭০। ৮০° সেঃ উত্তাপযোগে হরিদ্রাবর্ণ দানাবিশিষ্ট আইওডোফরম্ পৃথক্ করিয়া দেয়। কার্ব্বনেট্ অব্ সোডার পরিবর্ত্তে কষ্টিক সোডাও ব্যবহার করা যায়।

ওলিফিন্ (Olefines) শ্রেণীরও ইথিলিন বা ইথিন, প্রোপিলিন্ প্রভৃতি কএকটী যৌগিক আছে। পারাফিন্ শ্রেণীর আল্কোহলের সাল্ফিউরিক এসিড্ দ্বারা জল বাহির করিয়া লইলে ইথিন পাওয়া যায়। ইহাকে ওলিফায়েন্ট গ্যাস্ও কহে। দস্তার সহিত গ্লিসিরিন্ উত্তপ্ত করিলে প্রোপিলিন্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ওলিফিন্ শ্রেণীর যৌগিকে পারাফিন্ শ্রেণীর যৌগিক অপেক্ষা দুই পরমাণু উদজন কম দেখা যায়। ইথিন্-ডাইব্রোমাইড্ আল্কোহলিক্ কষ্টিক্ পটাসের সহিত উত্তপ্ত করিলে ইথাইন্ (Ethine) প্রস্তুত হয়। আলিলিন্, ক্রোটোনিলিন্ প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। পারাফিন্, ওলিফিন্ ও আসিটিলিন্ শ্রেণীর যৌগিক CH_2 দ্বারা বর্দ্ধিত। এই কারণে ইহারা হমোলোগাস্ এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে সমভাগে অঙ্গার থাকায় এবং দুই পরমাণু উদজন দ্বারা পরস্পর প্রভেদ হওয়ায় উহারা Isologous নামেও কথিত।

টার্পিণ (Turpenes) শ্রেণীতে নানাবিধ তৈল, কর্পূর, ধুনা, ধুনাযুক্ত গঁদ (Gum-resins) তৈলাক্ত-ধুনা (Oleo-resins) বাল্সাম, ইণ্ডিয়া-রবার, গাটাপার্চা প্রভৃতি পদার্থ অন্তর্ভুক্ত। দেবদারু (Pine) জাতীয় বৃক্ষের নির্য্যাসকে টার্পিন্ কহে। ইহা চোঁয়াইলে শতকরা ৭৫ হইতে ৯০ ভাগ পর্য্যন্ত ধুনা এবং ২৫ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত তৈল পাওয়া যায়। চোঁয়ান টার্পিণকে Spirit of Turpentine কহে।

রবার ১২০·৯° সেঃ উত্তাপে গলিয়া যায়। অতিশয় উচ্চোত্তাপে ইহা বিকৃত হইয়া Isoprene ও Caoutchine উৎপন্ন করে। এই উভয় পদার্থে ইণ্ডিয়া-রবার দ্রবীভূত হয়। ইহাতে শতকরা দুই তিন ভাগ গন্ধক মিশাইলে Vulcanised India Rubber প্রস্তুত হয়। আইসোন্তাণ্ড্রা পার্কার চুগ্ধবৎ নির্য্যাস শুষ্ক করিলে গাটাপার্চা (Gutta percha) পাওয়া যায়।

আরোমাটিক্শ্রেণীতে উত্তাপবিশেষে আল্কাত্রা চোঁয়াইয়া Benzenes বা Benzol = $C_6 H_6$, Napthalene $C_{10} H_8$, Anthracene = $C_{14} H_{10}$ প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়।

হাইড্রোকারিক পদার্থদিগের এক বা অধিকসংখ্যক উদজন-পরমাণু অর্দ্ধাণু হাইড্রক্সিল্ দ্বারা স্থানচ্যুত হইলে তাহাকে আল্কোহল বলা যায়। যদি অর্দ্ধাণু হাইড্রক্সিল দ্বারা এক পরমাণু উদজন স্থানচ্যুত হয়, তাহা হইলে তাহাকে মনো-হাইড্রিক, দুই পরমাণু স্থলে ডাই-হাইড্রিক ও তিন পরমাণুর স্থলে ট্রাই-হাইড্রিক্ আল্কোহল উৎপন্ন হয়।

মনো-হাইড্রিক আল্কোহলের মধ্যে Ethylic শ্রেণীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইথিলিক্শ্রেণীর প্রথম আল্কোহলের নাম মিথিল। মিথিল আল্কোহলের অপর নাম Carbinol। কার্বিনলের ১,২ বা ৩ সংখ্যক উদজন পরমাণু $C_n H_{2n+1}$ সংখ্যক উপাদান সংযুক্ত হাইড্রোকারিক রাডিকেল দ্বারা স্থানচ্যুত হইলে প্রাইমারি, সেকেণ্ডারি বা টার্সিয়ারী আল-কোহল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাচিনি, শ্বেতসার, চাউল ও আলু প্রভৃতির পদার্থবিশেষ (Starch) হইতেই সাধারণতঃ মদ্যপ্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণ চিনি বা চাউলাদি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুরা পাওয়া যায় না। খামির (yeast) সহযোগে উৎসেচন-(fermentation) ক্রিয়ার দ্বারা প্রথমে উহারা দ্রাক্ষাচিনিতে (Grape sugar) পরিণত হয়, পরে তাহাই বিকৃত হইয়া সুরা উৎপাদন করে। আল্কোহলের সহিত জল মিশ্রিত থাকিলে উহার আয়তন-সঙ্কোচ ঘটে, অর্থাৎ ১০০ আয়তন জলমিশ্রিত আল্কোহল প্রস্তুত করিতে ৫৩·৯ আয়তন আল্কোহল ও ৪৯·৮ আয়তন জল আবশ্যক। সুতরাং ৩·৭ আয়তন সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ জলমিশ্রিত আল্কোহলকে Proof spirit বলে।

চিনি, গুড়, বা চাউলাদি উৎসেচন দ্বারা পরিবর্ত্তিত হই-বার পর, তাহা চোঁয়াইলে সুরা হয়। উহা তখন জলের সহিত মিশ্রিত থাকে। চুণ বা কার্ব্বনেট্ অব্ পটাস প্রভৃতি জলশোষক পদার্থ তাহাতে মিশাইয়া চোঁয়াইলে Recti-

fied spirit পাওয়া যায়। ইহাতে শতকরা ৮৪ ভাগ আল্‌কোহল থাকে। ইহার জলীয় ভাগ চুণাদির দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরিস্রুত করিলে উহা ক্রমশঃ জলবিহীন হইয়া আইসে। এই জলবিহীন সুরাই প্রকৃত আল্‌কোহল। রেক্‌টিফায়েড্‌ স্পিরিটে প্রায় ১৬০ প্রুক্‌-স্পিরিট থাকে, সুতরাং ১৬০ প্রুফ্‌ বলিলে ১০০ রেক্টি-স্পি০+৬০ জল। Syke's কৃত হাইড্রো-মিটর নামক যন্ত্রের দ্বারা সুরাস্থির পরিমাণ নিরূপিত হইয়া থাকে। শতকরা ৪৯ ভাগ আল্‌কোহল থাকিলে প্রুফ বলা যায়। তদূর্দ্ধে over proof এবং তন্নিম্নে under proof। ৮০° under proof বলিলে শতকরা ২০° proof spirit বুঝা যাইবে।

Amidobenzene, বা Aniline এবং Nitrous acid এর যোগে Phenylic Alcohol বা Carbolic acid প্রস্তুত হইয়া থাকে। বেঞ্জিন ও সালফিউরিক্‌ এসিড্‌ উত্তপ্ত করিলে Benzene Sulphonic acid উৎপন্ন হয়, উহা Caustic potash যোগে বিকৃত করিলে phenol বা phenylic alcohol পাওয়া যায়। তৈল ও বসায় নানা প্রকার এসিড্‌ আছে। নারিকেল তৈলে Caproic, Caprylic, Rutic, Lauric, Myristic Palmitic ও oleic; ওলিভ্‌ তৈলে stearic, palmitic ও oleic; রেড়ীর তৈলে Recinoleic এবং ভেড়া ও গরুর বসায় Stearin ও Margarin প্রভৃতি এসিড্‌ বিদ্যমান থাকে।

মনুষ্যজীবনের উৎকর্ষসাধন জন্য—আয়ুর্বৃদ্ধি ও রোগ-নাশের জন্য—দ্রব্যগুণপ্রধান ঔষধাদির প্রস্তুতকরণকল্পে এই রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনাঙ্গারিক ও আঙ্গারিক রসায়নের যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক শিক্ষিতসমাজে সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের রসায়ন-পদ্ধতিতে ঔষধপ্রস্তুতের যে সকল প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তৎসমুদায় পাশ্চাত্য মনীষিমণ্ডলীর প্রদর্শিত রসায়ন-প্রণালীর অনুসৃত না হইলেও, কোন অংশে তদপেক্ষা উন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য-শিক্ষাপটু বর্ত্তমান বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় D. sc. আয়ুর্ব্বেদোক্ত আর্য্যরসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া পারদঘটিত কতকগুলি রসৌষধের (Mercurial compounds) ফল ও বল নির্ণয়ে ব্যাপৃত হন। সম্যক্‌ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় উহার বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ঐ শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন রসায়ন-ভিত্তির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া তিনি সম্প্রতি সেই পারদসম্বন্ধীয় কয়েকটী অভিনবতত্ত্বের মৌলিক পরিচয় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রদান করিয়াছেন।

পারদের উপর যবক্ষার হইতে উৎপন্ন দ্রাবকের ক্রিয়া-সম্বন্ধে Lefort, Gerhardt, ও Marignac প্রভৃতি যশস্বী রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা গবেষণা করিয়াছিলেন। এই দুই পদার্থের সম্মিলনে অনেকগুলি যৌগিক-পদার্থ ইঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য তাঁহারা কেহই সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। খৃষ্টীয় ১৮৯৫ অব্দে আমাদের স্বদেশবাসী অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় পীতবর্ণ দানাযুক্ত "মার্কিউরস্‌ নাইট্রাইট্‌" নামক পদার্থের আবিষ্কার ও স্বরূপনির্ণয় করিয়া এ বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন। যে স্থলে এতগুলি মনস্বী য়ুরোপীয় রসায়নবিৎ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেইখানেই অধ্যাপক রায় মহোদয় যে পারগ হইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

পারদ হইতে উৎপন্ন এই নূতন যৌগিক পদার্থকে মূল স্বরূপে অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক রায় অনন্যমনাঃ হইয়া যে সকল মিশ্র (Complex) পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা একান্ত বিস্ময়ের বিষয়। স্থানাভাবে আমরা ইহাদের মধ্যে কয়েকটীর নাম মাত্র উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

মার্কুরিয়াস্‌ নাইট্রাইট্‌ হইতে প্রস্তুত যৌগিকবৃন্দের তালিকা:—

Mercurous hyponitrite.
Mercuric hyponitrite.
Mercuroso mercuric nitrate.
Trimercuric sulphate
Dimercurammonium nitrite.
" chloride.
" bromide.
" sulphate.
" phosphate.

সম্প্রতি প্রায় এক বৎসর হইল, ইনি উত্তাপসহযোগে নাইট্রাইটদিগের বিশ্লেষণ বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে ক্ষার পদার্থের, ক্ষার-মৃত্তিকার ও পারদের নাইট্রাইট্‌দিগের বিশ্লেষণ বিষয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ ইংলণ্ডের রসায়ন সভার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অধ্যাপক রায় ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণদেশীয় রাসায়নিক পত্রিকাতে প্রায় ১৫।১৬টী মৌলিক গবেষণাসম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় অধ্যাপক রায় যেমন জগতে ধন্য হইয়াছেন, সেইরূপ পদার্থবিদ্যাবিৎ বঙ্গসন্তান অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু তড়িতের (Electricity) নানা তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়া সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে অত্যদ্ভুতকীর্ত্তি স্থাপন-পূর্ব্বক বঙ্গের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

রসায়নশ্রেষ্ঠ (পুং) রসায়নেষু শ্রেষ্ঠঃ। পারদ। (রাজনি০)

রসায়নামৃতলৌহ (ক্লী) গুল্মাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—চিনি ১৬ পল, পাকার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, গোঁড়ালেবুর রস ১৬ পল, এই সকল দ্রব্য যথাবিধানে পাক করিতে হইবে। পরে ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরাতা, তেউড়ী, দন্তিমূল, নিমছাল, সৈন্ধব ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা; লৌহ ২ পল, ঘৃত ৪ পল, এই সমুদয় প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে পঞ্চবিধ গুল্মরোগ, যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না০)

২ জ্বরাতিসারোক্ত ঔষধবিশেষ। (রসর০)

রসায়নী (স্ত্রী) রসান্ তৈলাদীন্ অয়তে প্রাপ্নোতীতি অয়-ল্যু-ঙীষ্। ১ গুড়ূচী। ২ কাকমাচী। ৩ মহাকরঞ্জ। ৪ গোরক্ষ-দুগ্ধ। ৫ মাংসচ্ছদা। ৬ মঞ্জিষ্ঠা। ৭ কর্ণস্ফোটা। চলিত—কাণ-ছিঁড়া। (পর্য্যায়মু০) ৮ শুকশিম্বী, চলিত আলকুশী। ৯ শুক্ল ত্রিবৃতা। ১০ শঙ্খপুষ্পী। ১১ নাড়ী। ১২ কন্দগুড়ূচী।

রসায্য (ত্রি) ১ রসযুক্ত। ২ সুমিষ্ট, সুস্বাদু।

রসার্ণব (ত্রি) রসস্য অর্ণব ইব। রসসমুদ্র, রসসাগর।

রসাল (ক্লী) রসম্ আলাতি আদদাতীতি আ-লা-ক। ১ সিহ্লক। ২ বোল। (মেদিনী) (পুং) ৩ ইক্ষু। ৪ আম্র।

"প্রাগেব হরিণাক্ষীণাং চিত্তমুৎকলিকাকুলং।
পশ্চাদুদ্ভিন্নবকুলরসালমুকলশ্রিয়ঃ॥"(সাহিত্যদ০ ১০ পরি০)

৫ পনস। (শব্দরত্না০) ৬ কুন্দরতৃণ। ৭ গোধূম। ৮ পুণ্ড্রক-নামেক্ষু। (রাজনি০) ৯ অম্লবেতস। (বৈদ্যকনি০)

রসালগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি জেলার খেড় উপ-বিভাগের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। উত্তরদিকের পর্ব্বতচূড়া ভিন্ন এখানে প্রবেশের আর সহজ উপায় নাই। দুর্গের প্রথম প্রাকারের দ্বারপথের সম্মুখভাগে বুরুজ এবং প্রাচীর-গাত্রে গোলাদি নিক্ষেপার্থ রন্ধ্র আছে। ইহার প্রায় ৮০ গজ পশ্চাতে দ্বিতীয় প্রাকার ও দুর্গদ্বার। এখানে বারুদখানা, দেবমন্দির, পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থাপিত রহিয়াছে। সেনাবাস, প্রাসাদ প্রভৃতি অন্যান্য অট্টালিকা দুর্গাভ্যন্তরে নির্ম্মিত।

রসালয় (পুং) ১ রসের নির্দ্দিষ্ট স্থান। ২ আমোদের স্থান। ৩ রসশালা। ৪ জাতিবিশেষ।

রসালসা (স্ত্রী) রসেন অলসা। নাড়ী। (শব্দচ০)

রসালা (স্ত্রী) রসান্ আলাতি আদদাতীতি আ-লা-ক। টাপ্। ১ রসনা। ২ দূর্ব্বা। ৩ বিদারী। (মেদিনী) ৪ দ্রাক্ষা। (শব্দরত্না০) ৫ শিখরিণী। পর্য্যায়—মার্জ্জিতা। (অমর)

৬ কামোদ্দীপক পানীয় বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঈষদম্লমধুর দধি ৮ সের, চিনি ২ সের, মধু ১ পল, ঘৃত ৫ পল, শুঁট ৪ মাষা, এলাইচ ৪ মাষা, মরিচ ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া মৃগনাভি, চন্দনরস ও অগুরু দ্বারা ধূপিত মৃদ্ভাণ্ডে রাখিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর দ্বারা সুগন্ধিসম্পন্ন করিবে। এই রসালা পান করিলে ধ্বজভঙ্গরোগীর উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

অন্যপ্রকার—অম্লদধি ৮ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ৫ পল, মধু ১ পল, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা, শুঁটচূর্ণ ১ তোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র,এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ তোলা। কোন সুন্দরী রমণীর কোমল হস্তে এই সমুদায় প্রমর্দ্দিত ও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করিবে। এই রসালা বলকর, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ ও রুচিকর। (ভৈষজ্যর০ অরোচকাধি০)

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী অন্যরূপ—প্রথমে জলবিহীন ও অম্লরসযুক্ত মাহিষ্য দধি ১৬ সের, পরিষ্কৃত চিনি ৮ সের, একত্র মিলিত করিয়া পরিষ্কার, অথচ পবিত্র বস্ত্রখণ্ডে ধীরে ধীরে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর উহাতে ৩২ সের দুগ্ধ প্রদান করিয়া তাহার নিম্নভাগে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র রাখিয়া সজোরে উক্ত বস্ত্র দিয়া স্রাবণ করাইতে হইবে। উহা সম্যক্ স্রাবিত হইয়া ঐ পাত্রে পতিত হইলে উহার পরিমাণ অনুসারে যথোপযুক্ত এলাচি, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ নিক্ষেপ করিবে। ভোজনপ্রিয় ভীমসেন ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই রসালা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় ছিল। বসন্ত ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে যে ব্যক্তি ইহা প্রতিদিন সেবন করেন, তাঁহার অত্যন্ত বীর্য্যবৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সবল হয়। যাহারা গ্রীষ্ম ও শরৎ-কালের আতপে উত্তপ্ত বা প্রমত্তা স্ত্রীসম্ভোগ জন্য খিন্ন অথবা পথশ্রমে অতিশয় কাতর, তাহারা এই রসালা সেবন করিলে তাহাদের শরীর শীঘ্র পুষ্ট হয়। রসালা—শুক্রবর্দ্ধক, বল-কারক, রুচিজনক, বায়ু ও পিত্তনাশক, অগ্নিপ্রদীপক, শরীরের উপচয়কারক, স্নিগ্ধ, মধুর রস, শীতল, সারক এবং রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ ও প্রতিশ্যায়বিনাশক। (ভাবপ্র০)

রসালাম্র (পুং) মহারাজাম্র। (রাজনি০)

রসালিকা (স্ত্রী) সপ্তলা, সাতলা। (বৈদ্যকনি০)

রসালিন্ (পুং) কৃষ্ণচণকক্ষুপ। (পর্য্যায়মুক্তা০)

রসালিহা (স্ত্রী) পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া। (শব্দচ০)

রসালী (স্ত্রী) রসান্ আলাতি বা আ-লা-ক, ঙীপ্। করঙ্ক-শালী বা পুণ্ড্রক নামক ইক্ষু, পুঁড়ি আক্। (রাজনি০)

রসালু, শিয়ালকোটের জনৈক রাজা। শালিবাহন বা শকারি বিক্রমাদিত্যের পুত্র। ইনি স্বীয় ভুজবলে শিয়ালকোট রাজ-

ধানী পুনরুদ্ধার করিয়া রাজ্যশাসন করেন। ইহার রাজত্ব কালের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত না হইলেও তদ্দেশবাসীর মুখনিঃসৃত উপাখ্যানমালা হইতে কিংবদন্তী পরম্পরায় তাঁহার বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শেষ জীবনে গক্কর-রাজ হুড়ীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। রসালুর সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার দৌহিত্রগণই রাজ্যশাসনভার প্রাপ্ত হন। প্রবাদান্তরে প্রকাশ, রসালুর মৃত্যুর পর, তাঁহার সন্ন্যাসী ভ্রাতা পূরণ এই রাজ্যের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করেন। তদবধি দুর্ভিক্ষে ও দস্যু উপদ্রবে সেই সমৃদ্ধ শিয়ালকোট রাজ্য ছারখার হয়।

রসালেক্ষু (পুং) করঙ্কশালি নামক ইক্ষু। (রাজনি°)

রসাবেষ্ট (পুং) শ্রীবেষ্ট নামক সুগন্ধিদ্রব্য। (রাজনি°)

রসাশ (পুং) মদ্যপান।

রসাশিন্ (ত্রি) ১ মদ্যপায়ী। ২ মদ্যসেবী।

রসাশির্ (ত্রি) দুগ্ধমিশ্রিত। (সায়ণ)

রসাশ্বাসা (স্ত্রী) পলাশীলতা। (রাজনি°)

রসাষ্টক (ক্লী) মহারসাষ্টক, পারদ, দরদ, অভ্রক, কান্ত-লৌহ, বিমল, মাক্ষিক, বৈক্রান্ত ও শঙ্খ এই ৮টী রসকে রসাষ্টক কহে। (বৈদ্যকনি°)

রসাস্বাদ (পুং) রসস্য আস্বাদঃ। রসের আস্বাদ, অখণ্ড বস্তুর অনবলম্বন দ্বারা চিত্তবৃত্তির সবিকল্প সমাধিতে আনন্দ আস্বাদনের নাম রসাস্বাদ। সমাধির আরম্ভ সময়ে সবিকল্প আনন্দাস্বাদন। (বেদান্তসার)

রসাস্বাদিন্ (পুং) রসম্ আস্বাদয়িতুং শীলমস্য আ-স্বাদ-ণিনি। ১ ভ্রমর। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ রসাস্বাদবিশিষ্ট।

রসাহ্ব (পুং) রস আহ্বা আখ্যা যস্য। সরলদ্রব। লবণখোটী। ইংরাং টাপ্। ২ লঘুশতাবরী। ৩ রাস্না। (বৈদ্যকনি°)

রসিক (পুং) রসোঽস্ত্যস্যাস্যেতি বা রস-ঠন্। ১ সারসপক্ষী। ২ তুরঙ্গ। ৩ হস্তী। (ত্রি) ৪ সরস। (মেদিনী) ৫ রসজ্ঞ, রসবোধবিশিষ্ট, স্বাদগ্রাহী।

"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।" (ভাগবত ১।১।৩)

রসিকতা (স্ত্রী) রসিকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ রসিকের ভাব বা ধর্ম, রহস্য। ২ ঠাট্টা বা পরিহাস।

রসিকা (স্ত্রী) রসিক-টাপ্। ১ রসালা। ২ ইক্ষুরস। (মেদিনী) ৩ কাকী। ৪ রসনা। (বিশ্ব) ৫ রসজ্ঞা।

রসিকেন্দ্র, নীলাচলের সামন্ত অচ্যুতানন্দের পুত্র ও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্যামানন্দের শিষ্য। উড়িষ্যার মল্লভূমের অন্তর্গত সুবর্ণরেখা-তটবর্ত্তী রুহিণী (রউনী) গ্রামে তাঁহার জন্ম। কবি গোপী-বল্লভ দাস কৃত 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থ তাঁহারই জীবনী অবলম্বনে রচিত।

অচ্যুতের কনিষ্ঠা পত্নীর নাম ভবানী, এই ভবানী হইতেই ভুবনপাবন রসিকের উৎপত্তি। রসিকের জন্মাব্দ ১৫১২ শক (১৫৯০ খৃঃ) কার্ত্তিক রবিবার প্রতিপদ্ তিথি।

রসিক গ্রামের সকলেরই অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন, বালককে সকলেই ভাল বাসিত। পাঁচবৎসরের সময় রসিকের হাতে খড়ি হয়, তাহার পর তিনি শুভ বিদ্যারম্ভ করেন। রসিকের অলৌকিক প্রতিভা ও স্মরণশক্তি ছিল। একবার পাঠ করিলেই শিখিয়া ফেলিতেন, রসিকমঙ্গলে লিখিত আছে—

"মীমাংসা খণ্ডন পড়ায়েন রসিকশেখরে।
একবার শুনে মাত্র গুরু মুখ হৈতে।
ধাতু সূত্র বাখানয় রসিক ত্বরিতে।
দেখিয়া পুত্রের ব্যাখ্যা লাগে চমৎকার।
ভট্টাচার্য্য বলে নর নহে এ কুমার॥"

তারপর তিনি বলভদ্র সেনের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, অনন্তর অনুকূল চক্রবর্ত্তী ও কবিচন্দ্রের নিকট কতকদিন এবং যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর নিকট আর কতকদিন অধ্যয়ন করেন, এইরূপে তিনি—

"বিদ্যাবিনোদে প্রভু না জানে রাতি দিন।
ষড়শাস্ত্রবেত্তা হৈল বুদ্ধিতে প্রবীণ॥"

হিজলীর অধিকারী বলভদ্রের ইচ্ছাদেবী নামে একটী পরমসুন্দরী কন্যা ছিল, তাঁহার সহিত রসিকের বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন পরেই তিনি বিবিধরূপে ভক্তির অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন; কখন বৈষ্ণবভোজন, কখন সংকীর্ত্তন, কখন বা ভাগবত পাঠ ইত্যাদি। এই সময়েই শ্যামানন্দ প্রভু নীলাচলে আগমন করেন; স্ফুরন্মুখ বহ্নি পবনসাহায্যে অমিততেজে যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, শ্যামানন্দের সঙ্গে রসিকও তেমনি ভক্তিপ্রবাহে দক্ষিণদেশ ডুবাইয়া দিলেন।

শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে দীক্ষা প্রদানান্তর কিছুদিন নীলাচলে থাকিয়া, একবার বৃন্দাবনে গমন করেন, তাহার কিছুদিন পরেই রসিকও বৃন্দাবনে যান; তথা হইতে আসিয়াই তিনি নীলাচলের রাজা প্রজা সকলকেই কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে ময়ুরভঞ্জের প্রাচীন রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ একজন। রসিকের ভক্তির আকর্ষণী শক্তি এরূপ ছিল যে, তিনি করণকুলোদ্ভব হইলেও শতাধিক উচ্চ কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। রসিকানন্দের অনেক মুসলমান শিষ্যও ছিল, তন্মধ্যে আহম্মদ বেগ একজন। আহম্মদ বেগ অতি অত্যাচারী ছিল, এমন কি—

"উড়িষ্যা দেশেতে যত রাজা ভুঞা বৈসে।
সবাকার ঘর দ্বার ভাঙ্গিল বিশেষে॥"
"বড়ই প্রতাপী দুষ্ট যবন রাজন।
থর থর কাঁপে সব ভুঞারাজাগণ॥"

ইনি রসিকের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া নিলেন, এবং কহিলেন—

"হিন্দুগণে শিষ্য কর নাহি তার দায়।
যবনেরে শিষ্য করিবারে না জুয়ায়॥" (রসিকমঙ্গল)

এই সময় আহম্মদের বাসস্থান বাণপুরে এক বন্য হস্তী আসিয়া বিবিধ উৎপাত করিতেছিল। যখন রসিক মুসলমান সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় দৈবে ঐ হস্তী আসিয়া পৌছায়। আহম্মদ কহিল, যদি ঐ প্রমত্ত হস্তীকে রসিক দমন করিতে সমর্থ হন, তবে সে তাহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে বাধা দিবে না। রসিক অগ্রসর হইলেন। এদিকে হস্তী তাঁহাকে দেখিয়া ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক শুঁড় গুটাইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু ভক্তের কি অজেয় শক্তি, হরিনামের কি অদ্ভুত মহিমা, বনের হাতী রসিকের নিকটে আসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত হরিনাম শুনিতে লাগিল।

এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে অগণ্য লোক চতুর্দ্দিকে রসিকের মহিমা গাইতে লাগিল, এই সময় অগণ্য লোক—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, নীচ, মুসলমান, সকলেই তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। যথা—

"সবে প্রতিদিন গিয়া দেখে রসিকেরে।
শত শত যবনাদি শিষ্য হৈল হেলে॥"

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শাহাসুজা এই বৃত্তান্তটী শ্রবণ করিয়া রসিকের প্রভাব দেখিবার জন্য উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। যথা রসিকমঙ্গলে—

"শুনি পাতসাহ কহে খোজারে চাহিয়া।
হাতি ধরি দেউন রসিকে কহ গিয়া॥"
"শুনিয়া ত্বরিতে গেলা খোজা দুষ্ট মতি।
অশ্বগজ সহস্রেক করিয়া সংহতি॥"
"নিবেদন করিলেন রসিকের স্থানে।
শাহাসুজা পাঠাইলা মোরে যে কারণে॥
এই কেরামত তিনি দিবেন আমারে।
আজ্ঞা দিলা অরণ্যের হাতি আনিবারে॥"

যাহা হউক, এইরূপে রসিক তখন নীলাচলে একজন অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, রসিকচন্দ্রের এরূপ কৃষ্ণভক্তি ছিল যে, তাঁহার প্রভাবে বনের বাঘ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে হিংসা ভুলিয়া যাইত। তাঁহার আজ্ঞায় গৃহদাহের অগ্নিনির্ব্বাণ হইত, এবং স্রোতঃতাড়িত নিমগ্নপ্রায় তরী ভাসিয়া উঠিয়া নিরাপদ হইত।

কেবল ময়ূরভঞ্জের রাজা নহেন, রসিকের এই সকল প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া শেখরদেশাধিপতি ও কেরল অধিপতিও তাঁহার পদানত হন।

রসিকের তিন পুত্রের নাম যথা—রাধানন্দ, কৃষ্ণগতি ও রাধাকৃষ্ণ। রসিক ১৮শ বর্ষ বয়সে শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করেন এবং ২০শতি বর্ষকাল গুরুর সেবা করেন। তৎপর চতুর্ব্বিংশ বর্ষকাল উৎকলের সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। রসিকমঙ্গলে তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে,—

"এইরূপে বাষট্টি বৎসর চারিমাস।
কৃষ্ণের ভজন লীলা করিলা প্রকাশ॥"

রসিক ১৫১২ শকে শুক্লা প্রতিপদে জন্মগ্রহণ করেন; ৬২ বর্ষ বয়সে ১৫৭৪ শকে ফাল্গুনমাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতেই দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রসিক বলেন, যেন রেমুণার গোপালের মন্দিরের নিকট তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়, তদনুসারে ঐ স্থানেই রসিকের দেহাবশেষ রক্ষিত হয়। রসিকের সমাধি এখনও আছে।

রসিকেন্দ্র দেব, ভাববতাষ্টকপ্রণেতা। ইঁহার অপর নাম রসিকানন্দ গোস্বামী।

রসিকেশ্বর (পুং) রসিকানাং রসজ্ঞানামীশ্বরঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

"বৃন্দাবনান্তরে রম্যে রাসোৎসবসমুৎসুকম্।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং নমামি রসিকেশ্বরম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতিখ° ৩২ অ°)

রসিকোত্তংশ, প্রেমপত্তনিকা-রচয়িতা।

রসিত (ত্রি) ১ আস্বাদিত। ২ স্বর্ণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত (গিল্টি-করা)। ৩ দ্রাক্ষাজাত মদ্য। ৪ শব্দমাত্র।

রসিতৃ (ত্রি) রসয়িতা, আস্বাদনকারী।

রসিদ্ (পারসী) প্রাপ্তিস্বীকারপত্র। অর্থপ্রাপ্তির অঙ্গীকার-সূচক লিপি (Receipt)।

রসী (দেশজ) ১ রজ্জু, দড়ি। ২ বন্ধন। ৩ বস্ত্র ছানিত সুপক্ক আম্রাদি ফলের রস।

রসুই (দেশজ) রন্ধন। রসুইয়া শব্দে পাচককে বুঝায়।

রসুড়ী (দেশজ) ১ পীড়ন। ২ দড়ি দিয়া বাঁধা।

রসুন (পুং) রস-উনন। রসোন, লশুন।

রসুম্ (পারসী) ১ মাশুল। ২ মকর্দ্দমার দাবী দিবার সময় বিবাদী সম্পত্তির মূল্যনির্দ্ধারণ করিয়া গবর্মেণ্টের ব্যবস্থা-মত শতকরা যে ধার্য্যমূল্যের ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত করিতে হয়। ৩ পত্রাদিতে যে পরিমাণ ষ্ট্যাম্প দেওয়া যায়।

রসুলপুর, বাঙ্গালার মেদিনীপুর জেলার প্রবাহিত একটী নদী। ইহা হলদীর সহিত মিলিত হইয়া কাউখালির নিকট ভাগী-রথীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

রসুলপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ঘর্ঘরা-নদীতটে অবস্থিত।

রসুলাবাদ, যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ২২৬ মাইল। এখানকার ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা। রিন্দ্, ছোয়া, সিয়ারী ও পাণ্ডু নামক শাখা নদী-চতুষ্টয় এবং খাল ও জলাভূমি প্রভৃতির জলেই এখানকার স্থানীয় লোকের জলাভাব দূর হয়।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও তহশীলের বিচার সদর। এখানকার মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা গোবিন্দরাও পণ্ডিত ১৭৫৬ হইতে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রসুলাবাদ নগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া যান। ঐ দুর্গে এক্ষণে তহসীলী কাছারী আছে।

রসুলাবাদ, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৬°৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩০´ পূঃ। স্বর্ণ ও জহরতের কার্য্যের জন্য এইস্থান সমধিক প্রসিদ্ধ।

রসুলাবাদ, মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধাজেলার আর্ব্বি তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

রসেন্দ্র (পুং) রসানাং ধাতুরসানাং ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ। ১ পারদ।

"অসাধ্যো যো ভবেদ্রোগো যস্য নাস্তি চিকিৎসিতং।
রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জরবাজিনম্॥" (ভাবপ্র°)

২ রাজমাষক্ষুপ, চলিত বরবটী। (পর্য্যায়মু°)

রসেন্দ্র, রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—জীরা, ধনিয়া, পিপুল, মধু, ত্রিকটু ও রসসিন্দুর সমভাগে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে বমি শান্তি হয়। (ভৈষজ্যর° ছর্দ্যধি°)

রসেন্দ্রগুড়িকা (স্ত্রী) যক্ষ্মরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহা দুই প্রকার—রসেন্দ্রগুড়িকা ও বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা। রসেন্দ্রগুড়িকার প্রস্তুতপ্রণালী—ইষ্টকচূর্ণাদি দ্বারা মর্দ্দিত রস ২ তোলা, জয়ন্তী ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডবৎ করিতে হইবে। পরে উহা জলকর্ণা ও কাকমাচীর রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিতে হইবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে ভাবিত নবনীতাখ্য গন্ধকচূর্ণ ১ পল, ঐ পারার সহিত মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর ছাগদুগ্ধ দুই পল ঐ কজ্জলীর সহিত মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ কলায়ের ন্যায় গুড়িকা করিতে হইবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ কিংবা মধু ও বাসকপত্রের রস। ভুক্ত অন্নের পরিপাকের পর এই ঔষধ সেবনীয়। পথ্য দুগ্ধ ও মাংসরস। এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, রক্ত, পিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—৪ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রস, ত্রিফলাচূর্ণ, চিতার রস, রাই-সর্ষপ চূর্ণ, ঝুল, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ, বোষ্কাপত্রের রস ও আদার রস এই সকল দ্রব্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া স্থূলবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে জয়ন্তী, কাঁনছিড়া ও কাকমাচী ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ পল, মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল, অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা, এই সমুদয় আদার রসে মাড়িয়া ২ রত্তি বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ ও মাংসের যূষ আহার করা উচিত। এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয় কাস, শ্বাস ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° যক্ষ্মরোগাধি°)

রসেশ্বর (পুং) রসস্য ঈশ্বরঃ ৬-তৎ। পারদ, রসেন্দ্র।

রসেশ্বর, রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস ৮ তোলা, গন্ধক ১৮ তোলা, তাম্র ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা এই সকল দ্রব্য চিতার রসে তিনদিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে পুনরায় ছাগ প্রভৃতির পিত্তে ভাবনা দিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস, চিতার রস ও ত্রিকটু চূর্ণ। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ দধি ও অন্ন প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং রোগীকে সুশীতল জলে এরূপ স্নান করাইবে, যেন তাহাতে তাহার কম্প ও মলমূত্রাদির প্রবৃত্তি হয়। ক্রমাগত অষ্টাহ স্নানাদি করাইবে।

রসেশ্বরদর্শন, দর্শনশাস্ত্রভেদ। এই দর্শন ষড়্দর্শনের অন্তর্গত নহে। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই দর্শনের স্থূল মর্ম্মার্থ লিখিয়াছেন। তদনুসারে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় এই স্থলে পর্য্যালোচিত হইল। এই দর্শনের প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সহিত পদার্থনিরূপণবিষয়ে একমত দেখিতে পাওয়া যায়। [প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন শব্দ দেখ]

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে পারদের বিষয় কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু এই দর্শনে উহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই ঐ দর্শনের সহিত পদার্থ-বিষয়ে পার্থক্য, তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে এক। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে মহেশ্বরকে পরমেশ্বর রূপে নির্দ্দেশ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই দর্শনেও ঐ মত সমর্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ মহেশ্বরই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মাই পরমাত্মা। কিন্তু এই দর্শনাবলম্বীরা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনোক্ত একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞাই পরমপদ মুক্তির সাধন এরূপ বিশ্বাস না করিয়া পরমমুক্তির প্রাপক অন্য একপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই দর্শনে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রথমে মুমুক্ষু ব্যক্তি দেহের স্থৈর্য্য

সম্পাদনে যত্ন করিবেন, পরে দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালেই মুক্তি হইয়া থাকে। অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে যেমন জীবের মুক্তিই একমাত্র প্রধান লক্ষ্য, এই দর্শনের মতও তাহাই। অন্যান্য দর্শনে যদিও মুক্তির সাধন এক এক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তত্তদ্ পথাবলম্বনেও পরমপদ মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলেও তত্তদ্ পথাবলম্বনে বিশিষ্ট জনগণের প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। কারণ অন্যান্য দর্শনোক্ত পথ অবলম্বন করিলেও দেহ-নাশের পর মুক্তি হয়, সুতরাং সেই সকল দর্শনোক্ত মুক্তি পিশাচের ন্যায় অদৃষ্টচর হইয়াছে। অদৃশ্যবিষয়ে কখনই কোন ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে না। যাহার যে বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে না, সে কখনই তজ্জন্য যত্নবান্ হয় না, বরং সন্দিগ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তি না হইয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

যদি সর্ব্বকল্যাণকর সহজসুহৃদ্ স্বরূপ দেহত্যাগ না করিলে মুক্তি না হয়, তাহা হইলে এরূপ মুক্তির প্রার্থনায় চিত্তক্লেশকর যোগাদি করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি পারদরস দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে ব্যাসক্ত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরম কারুণিক পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ সর্ব্বপ্রধান মুক্তিপদ প্রদান করেন। এজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে যে প্রথমে দেহস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা কি।

দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হইলে পারদ ব্যতীত আর কোনও পদার্থ নাই। ঐ পারদরস দ্বারা যেরূপ দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, অন্যান্য দর্শনে তাহার উল্লেখ মাত্রও নাই। কিন্তু যখন এই দর্শনে উহা সবিশেষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন এই দর্শন মুমুক্ষুর পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয় ও শ্রেয়স্কর, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পারদরস দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলে দেহ সত্ত্বেই মুক্তি হয় বলিয়া এই মুক্তি জীবন্মুক্তিপদবাচ্য। ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, যদি পারদরস দ্বারা দেহস্থৈর্য্য নিষ্পন্ন এবং জীবদবস্থাতেই জীবের জীবন্মুক্তি হইত, তাহা হইলে অবশ্যই কোনকালে না কোনকালে অন্ততঃ একজনও স্থিরদেহ সম্পাদন করিয়া জীবন্মুক্ত হইত, কিন্তু যখন তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, এবং কোন শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন পারদরস দ্বারা স্থিরদেহ এবং জীবদবস্থায় মুক্তি হয়, এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে এই দর্শনে লিখিত আছে যে, যাহারা এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, বোধ করি রসেশ্বরসিদ্ধান্ত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহাদিগের নয়ন-পথে পতিত হয় নাই, হইলে কখনই তাহারা এইরূপ আপত্তি করিতেন না। যে হেতু ঐ সকল গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, কাব্য প্রভৃতি দৈত্যগণ, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ, সোমেশ্বর প্রভৃতি ভূপতিগণ ও গোবিন্দ ভগবৎপাদাচার্য্য, গোবিন্দনায়ক, চর্ব্বটি, কপিল, ব্যালি, কাপালি, কন্দলায়ন প্রভৃতি সিদ্ধগণ, পারদরস দ্বারা দিব্যদেহ সম্পাদনপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। এইরূপে যখন দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া জীবন্মুক্তি হয়, জানা যাইতেছে, তখন ইহা মুমুক্ষুর পক্ষে অতীব শ্রেয়স্কর।

এই দর্শনে কিরূপে দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহারই বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। জীবন্মুক্তিই এই দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাই স্পষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইলেই ত মুক্তি হইতে পারে, সুতরাং মুক্তির নিমিত্ত এই শাস্ত্রাবলম্বনের আবশ্যকতা কি? কিন্তু তাহাদের এই আপত্তি যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইলেই মুক্তি হয়, এ কথা সত্য, কিন্তু ঐ পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি বিনা সমাধিতে সম্পন্ন হয় না, সমাধিও বহুকালসাধ্য। উহা এই দেহে নিষ্পন্ন হওয়া কঠিন, কারণ প্রথমতঃ এই দেহ শ্বাসকাসাদি নানা রোগের আশ্রয়, বিনশ্বর এবং সমাধিকরণক্লেশসহনে অসক্ত, দ্বিতীয়তঃ বাল্যাবস্থায় ধীশক্তি জন্মে না, যৌবনাবস্থায় বিষয়-রসাস্বাদে ব্যগ্র হইয়া পরকালের নিমিত্ত ক্ষণকালও চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, এবং বৃদ্ধাবস্থায় বিবেকশক্তি থাকে না, তৎপরেই দেহপতন হইয়া যায়, সুতরাং এই দেহে সমাধি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য প্রথমতঃ পারদরস দ্বারা দিব্যদেহ সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ যোগাভ্যাসাদি দ্বারা পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। নতুবা এই অস্থির দেহে কখনই পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। তন্নিমিত্তই এই দর্শনে দেহস্থৈর্য্য-সাধনপথ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পারদরসকে সামান্য ধাতুর ন্যায় বিবেচনা করা উচিত নহে। যে হেতু স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব ভগবতীকে বলিয়া-ছিলেন যে, পারদরস আমার স্বরূপ, ইহা আমার প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমারই দেহের রস, এইজন্য ইহাকে রস কহে। এই পারদ সংসাররূপ সমুদ্রের যন্ত্রণানিবৃত্তি-স্বরূপ পার প্রদান করে বলিয়া ইহাকে পারদ কহে। এই পারদ আমার বীজ এবং অভ্রক তোমার (ভগবতীর) বীজ,

এই দুই বীজের মিলন সম্পাদন করিতে পারিলে মৃত্যু ও দারিদ্র্যযন্ত্রণা এককালে দূরীভূত হয়।

এই পারদ আবার নানাপ্রকার। তন্মধ্যে এক এক প্রকার পারদের এক একটী অসাধারণ গুণ আছে। মূর্চ্ছিত পারদ দ্বারা ব্যাধি বিনষ্ট, মৃত পারদ দ্বারা জীবিত থাকিবার শক্তি এবং বদ্ধ পারদ দ্বারা শূন্য মার্গে গতিশক্তি জন্মে। যে পারদের নানা বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং ঘনতা ও তরলতাদি ধর্ম্ম থাকে না, তাহাকে মূর্চ্ছিত কহে। যে পারদে আর্দ্রত্ব, ঘনত্ব, তেজস্বিতা, গুরুতা ও চপলতাদি গুণ থাকে, তাহাকে মৃত কহে। যে পারদ অক্ষত, নির্ম্মল, তেজস্বী ও গুরু এবং যাহা ত্বরায় দূরীভূত হয়, তাহাকে বদ্ধ পারদ কহে। অধিক কি একমাত্র পারদ দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূলীভূত এবং সকল বিদ্যা ও সুখস্বচ্ছন্দতার আধার স্বরূপ দেহ অজরামরবৎ হয়। উহা ব্যতীত দেহের নিত্যতা-সম্পাদক আর উপায়ান্তর নাই; এবং উহার দর্শন, স্পর্শন, ভক্ষণ, স্মরণ, পূজন ও দানে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়।

পৃথিবী মধ্যে কেদারাদি যে সকল শিবলিঙ্গ আছেন, তত্তাবতের দর্শন করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা একমাত্র পারদ দর্শনে জন্মিয়া থাকে। কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থ যে যে শিবলিঙ্গ আছেন, সে সকলের পূজা অপেক্ষা এক পারদনির্ম্মিত শিবলিঙ্গপূজা শ্রেয়স্কর। যে হেতু তদ্দ্বারা সকল বিষয়ের ভোগসাধন আরোগ্য এবং অমৃতপদ পাওয়া যায়। যে কোন প্রকারে পারদের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। এজন্য যাহারা পারদরসকে নিন্দা করে, তাহাদের সংসর্গ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা বিধেয়।

পারদের এই সকল গুণ বিদ্যমান আছে বলিয়া পারদ রস অন্যান্য রস অপেক্ষা উত্তম, এইজন্য উহাকে রসেন্দ্র বা রসেশ্বর কহে, ঐ রসেশ্বরের গুণ এই দর্শনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহাকে রসেশ্বরদর্শন কহে। (মাধবাচার্য্য)

রসেন্দ্রবেধক (ক্লী) স্বর্ণ। (বৈদ্যকনি°)

রসোত্তম (পুং) রসেষু উত্তমঃ যদ্বা রস উত্তমোঽস্য। ১ মুদ্গ। ২ শ্রেষ্ঠ রস। ৩ পারদ। (ক্লী) ৪ রসাঞ্জন। ৫ ঘৃত।

রসোৎপত্তি (পুং) ১ শারীরিক রসের পরিবৃদ্ধি। ২ কামোদ্রেক। ৩ দ্রব্য বিশেষের যোগে সুমিষ্ট রসাদির উদ্ভব।

রসোদর (ক্লী) হিঙ্গুল। (রাজনি°)

রসোদ্ভব (ক্লী) রসাৎ পারদধাতোরুদ্ভবতীতি উদ্-ভূ-অচ্। ১ হিঙ্গুল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রসজাত। ৩ মুক্তা।

রসোন (পুং) রসেনৈকেনোনঃ। (Allium sativum) স্বনামখ্যাত কন্দশাক, রসুন। হিন্দী—লসুন; মহারাষ্ট্র—পাণ্ডরাণসুসু। কলিঙ্গ—বিলিয়বেলুল্লি; তৈলঙ্গ—তেল্লবুল্লি; তামিল—বল্লই পাণ্ডু। ইহা শ্বেত ও লোহিতভেদে দুইপ্রকার পর্য্যায়—লশুন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ, অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক। ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যখন পক্ষীন্দ্র গরুড় সুররাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত অপহরণ করেন, তখন ঐ অমৃত হইতে একবিন্দু পৃথিবীমণ্ডলে নিপতিত হইলে তাহা হইতে লশুনের উৎপত্তি হইয়াছে। রসোন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরসযুক্ত। ছয় রসের মধ্যে কেবল অম্লরসবিহীন, অতএব একটী রসে হীন বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহার নাম রসোন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। রসোনের মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায়রস, নালের অগ্রভাগে লবণরস এবং বীজে মধুররস।

ইহার গুণ—মাংস ও শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, কটু, মধুররস, ভগ্ন, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ সন্ধানকারক, কণ্ঠশোষক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাধক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, এবং হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক। রসোনসেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস ও অম্ল দ্রব্য হিতজনক, কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অত্যন্ত জল, দুগ্ধ ও গুড় এই সকল রসোনভোজীর পক্ষে অহিতজনক, সুতরাং রসোনভোজী এই সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। (ভাবপ্র°)

"রাহোরমৃতচৌর্য্যেণ লূনাৎ যে পতিতা গলাৎ।
অমৃতস্য কণা ভূমৌ তে রসোনত্বমাগতাঃ॥
দ্বিজা নাশ্নন্তি তমতো দৈত্যদেহসমুদ্ভবম্।
সাক্ষাদমৃতসম্ভূতেগ্রামণীঃ সরসায়নম্॥"

(বাভট উত্তরস্থা° ৩৯ অ°)

রাহু অমৃত চুরি করিলে পরে দেবগণ তাহার গলদেশ কাটিয়া ফেলেন, পরে ঐ গলদেশ হইতে অমৃতকণা ভূমিতে পতিত হইয়া রসোনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা দ্বিজদিগের অভক্ষ্য। মন্বাদিশাস্ত্রে ইহার ভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞানতঃ যদি কেহ ইহা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে পুনরায় তাহার সংস্কার আবশ্যক। [লশুন দেখ]

রসোনক (পুং) রসোন-স্বার্থে কন্। রসুন।

রসোনপিণ্ড (পুং) আমবাতাধিকারে ঔষধবিশেষ। ইহা রসোনপিণ্ড ও মহারসোনপিণ্ড ভেদে দুই প্রকার। রসোনপিণ্ডের প্রস্তুতপ্রণালী—রসুন ১২॥° সের, নিস্তুষতিল ॥° সের, হিঙ্গু, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুল্ফা, কুড়, পিপুলমূল,চিতামূল,বনযমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের প্রত্যেক

চূর্ণ ১ পল, এই সমুদয় চূর্ণ কোন ঘৃতপাত্রে রাখিয়া তাহাতে তিলতৈল ১ সের ও কাঁজি ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া ১৬ দিন ধান্য-রাশির মধ্যে তাহা রাখিতে হইবে। ইহার মাত্রা অর্দ্ধতোলা, অনুপান জল বা মস্ত। এই ঔষধ সেবনে আমবাত, অপস্মার, কাস ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

মহারসোনপিণ্ডের প্রস্তুতপ্রণালী—রসুন ১০০ পল, তুষরহিত তিল ৫০ পল, গব্যতক্র ১৬ সের, ত্রিকটু, ধনে, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকে এক একপল, চিনি ৮ পল, মরিচ ১ পল, কুড় ৪ পল, কৃষ্ণজীরা ৪ পল, মধু ৪ পল, আদা ৪ পল, ঘৃত ৮ পল, তিলতৈল ৮ পল, কাঁজি ২০ পল, শ্বেতসর্ষপ ৪ পল, রাই-সর্ষপ ৪ পল, হিঙ্গু ২ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘৃত কুম্ভে স্থাপন করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে ইহা ১২ দিন রাখিয়া দিবে। প্রাতঃকালে যথাযোগ্যমাত্রায় ইহা সেবন করিতে হয়। অনুপান সুরা, সৌবীরক, সীধু বা দুগ্ধ। এই ঔষধ-সেবনকালে দধি ও পিষ্টক ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য ভোজন করা যাইতে পারে। একমাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে নানা প্রকার বায়ুজ, পিত্তজ ও কফজ ব্যাধি নিবারিত হয়, ইহা আমবাত রোগের মহৌষধ। আমবাত, অর্শ, বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগে ইহা মহৌষধ। (ভৈষজ্যরত্না° আমবাত°)

রসোনাদিকষায় (পুং) কষায় ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রসোন, শুণ্ঠী ও নিসিন্দা এই তিনটী সমভাগে লইয়া ইহার কাথ করিয়া পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। আমবাত-নাশক এরূপ ঔষধ অতিদুর্লভ। (ভাবপ্র° আমবাত°)

রসোনাষ্টক (ক্লী) বাতব্যাধি-রোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পরিণত রসোনের খোসা ফেলিয়া দিয়া প্রত্যেক গুটিকার মধ্যস্থিত অঙ্কুর পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে উহার উগ্রগন্ধ বিনাশের জন্য দধির সহিত মিলিত করিয়া একরাত্রি রাখিবে। তৎপরে উহা উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া শুকাইতে হইবে, শুষ্ক হইলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সৌবর্চ্চল, যমানী, ভাজাহিঙ্গু, সৈন্ধব, ত্রিকটু ও জীরা এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া রসোনের কল্ক যত তাহার পাঁচভাগের এক ভাগ এবং তিলতৈল তাহার চারিভাগের এক ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পেষণ করিতে হইবে। এই ঔষধ ২ তোলা পরিমাণ অথবা রোগের দোষ বা বলাবল অনুসারে মাত্রা স্থির করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গগত ও একাঙ্গগত বাত, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপস্মার, উন্মাদ, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া প্রত্যহই মদ্য, মাংস, অম্ল (দাড়িম ও আমলকী) ভোজন বিধেয়। এই ঔষধ সেবনকালে পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন, ক্রোধ, অত্যন্ত জলপান, গুড়াহার ও স্ত্রীসংসর্গ বিশেষ নিষিদ্ধ। এই ঔষধ সেবনের পর ভেরেণ্ডার মূলের কাথ অনুপান করিতে হয়।

অতীসার, প্রমেহ, পাণ্ডু, অরুচি, মূর্চ্ছা, অর্শ, রক্তপিত্ত, শোষ, যক্ষ্মা, বমি এই সকল রোগগ্রস্ত এবং গর্ভিণী নারীদিগকে ইহা সেবন করাইতে নাই। পৈত্তিকরোগে পথ্য ভোজনের সহিত সেবন করিয়া পরে বিরেচক দ্রব্য সেবন কর্ত্তব্য, নচেৎ তাহার কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগ হইতে পারে। বালকগণ ইহা সেবনে বিরক্তি প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে স্তনদুগ্ধসহ পান করাইবে। (ভাবপ্রকাশ বাতব্যাধিরোগাধি°)

রসোপল (ক্লী) রসবৎ পারদ ইব উপলঃ। মৌক্তিক।

রসোল্লাস (পুং) ১ শারীরিক রসের উৎক্ষেপণ। ২ অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত সিদ্ধিভেদ। ৩ বাসনার বিকাশ। ৪ কামোদ্দীপন। ৫ আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি।

রসৌকস্ (ক্লী) রসধাম, ব্রহ্মমণ্ডল।

রসৌদন (পুং) মাংস রসের সহিত ওদন। ইহা শ্রমাদিজ্বরে হিতকর।

"শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ।
উপবাসশ্রমকৃতে জ্বরে বাতাধিকে তথা।
দীপ্তাগ্নিং ভোজয়েৎ প্রাজ্ঞো নরং মাংসরসৌদনম্॥" (চক্রদত্ত)

রসৌলী, অযোধ্যাপ্রদেশের বারবাঁকী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নবাবগঞ্জের ৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন মুসলমানকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আছে।

রস্তাওগী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী বেণিয়াজাতির একটী শাখা। ইহাদের মধ্যে অমেঠী, ইন্দ্রপতি ও মোহারিয়া নামে তিনটী থাক আছে। ইহারা বলে যে, অমেঠীতে তাহাদের আদি-বাস ছিল, কার্য্যব্যপদেশে তথা হইতে নানা স্থানে যাইয়া বাস করিয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর দিল্লী হইতে এক থাক মুজাপুরে আইসে। এই শ্রেণীর রমণীগণ স্বামীর দ্বারা পাচিত অন্ন ভোজন করে না। হরদেওলাল, মহাবীর বা পাঁচপীরের উপাসকগণ পরস্পরে আদানপ্রদান করে না। অনেকেই রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের যাজকতা করে। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। ইহারা মাংস ও মদ্য সেবন করে না।

রস্ন (ক্লী) রস (তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ২।১২) ইতি ন প্রত্যয়ঃ। দ্রব্য। (উজ্জ্বল)

রস্য (ক্লী) রসাৎ ভুক্তান্নাদিপরিপাকাৎ আগতমিতি রস-যৎ। ১ রক্ত। (শব্দচ০) (ত্রি) ২ রসযুক্ত।

"রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ।"(গীতা ১৭।৮)

রস্যা (স্ত্রী) রসায় হিতা রস-যৎ টাপ্। ১ রাস্না। ২ পাঠা।

রংহ্, গতি। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রংহতি। লোট্ রংহতু। লিট্ ররংহ। লৃট্ রংহিষ্যতি। লুঙ্ অরংহীৎ। রংহ অদন্ত চুরাদি, পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রংহয়তি, রংহাপয়তি।

রংহস্ (ক্লী) রম (রমেশ্চ। উণ্ ৪।২১৩) ইতি অসুন্ তুগাগমশ্চ, "অহিরহিভ্যামসুন্ ইত্যহোরংহ ইতি ধাতুপ্রদীপঃ"। ১ বেগ। পর্য্যায়—তর,রয়,স্যদ, বব, রন্ধ,যবন। (অমর ও ভরত)

"ন পাদপোন্মূলনশক্তিরংহঃ
শিলোচ্চয়ে মূর্চ্ছতি মারুতস্য।" (রঘু ২।৩৪)

রহ্, ত্যাগ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রহতি। লুঙ্ অরাহীৎ। রহ অদন্তচুরাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রহয়তি। লুঙ্ অরীরহৎ। রহি রহধাতু গতি। ভ্বাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ রংহতে। লুঙ্ অরংহিষ্ট।

রহণ (ক্লী) ১ নির্জ্জনে ক্ষেপণ। ২ সঙ্গত্যাগ। ৩ সম্যক্ বিয়োজন।

রহমৎউল্লা, মুসলমান সাধু মালিক ওমারের জীবনীলেখক। বরাইচ নগরে উক্ত সাধুর সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

রহমৎগড়, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। অক্ষা০ ১৩°২১´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮°৪´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৪২২৭ ফিট্ উচ্চ। স্থানীয় প্রবাদ, পঞ্চপাণ্ডবের একজন ঐ পর্ব্বতের নিম্নে নিহিত আছেন। ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক নন্দিদুর্গ অধিকৃত হইবার পর টিপুসুলতান এই শৈলে দুর্গনির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তাঁহার আশা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

রহরূঢ়ভাব (ত্রি) ১ সাংসারিক গোলযোগ হইতে নির্জ্জনে অপসরণ। ২ গোপনে অবস্থান। ৩ যিনি বন্ধুবান্ধবগণের সহিত না মিশিয়া কেবল নির্জ্জন বাসেরই প্রয়াসী। ৪ লব্ধাবসর।

রহস্ (ক্লী) রমন্তেঽস্মিন্ রহ (দেশে হচ্। উণ্ ৪।২১৪) ইতি অসুন্ হকারশ্চান্তাদেশঃ। "রহ ত্যাগে অস্মাদসুনি রহ ইতি ধাতুপ্রদীপঃ" (উজ্জ্বল) নির্জন, পর্য্যায়—বিবিক্ত, বিজন, ছন্ন, নিঃশলাক, উপাংশু। (অমর)

"তদাননং মৃৎসুরভিঃ ক্ষিতীশ্বরঃ
রহস্যুপাঘ্রায় ন তৃপ্তিমাযযৌ॥" (রঘু ৩।৩)

২ তত্ত্ব। ৩ রতি। ৪ গুহ্য। (মেদিনী) বিজনার্থে 'রহস্' এই শব্দ অব্যয়।

'রহোনিধুবনেঽপি স্যাদ্রহোগুহ্যে নপুংসকম্।' (রভস)
'দেশাদন্যত্র রহোঽব্যয়ং শব্দান্তরং বাস্তি সুরতবাচকং' (উজ্জ্বল)

রহসনন্দিন্ (পুং) জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ।

রহসূ (স্ত্রী) ব্যভিচারিণী স্ত্রী, যে স্বীয় পুত্রজনন গোপন করে। "আরে মৎকর্ত্তরহসূরিবাগঃ" (ঋক্ ২।২৯।১) 'রহসূরিব রহস্যৈবরস্যাতে প্রদেশে সূয়ত ইতি রহসূর্ব্যভিচারিণী, সা যথা গর্ভং পাষিত্বা দূরদেশে, পরিত্যজতি' (সায়ণ)

রহস্কর (ত্রি) রহস্যকার্য্যকারী।

"শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।
যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্ত্তূ রহস্করঃ॥" (ভাগ০ ১০।৪৭।২৮)
'রহস্করঃ রহস্যকার্য্যকর্ত্তা' (স্বামী)

রহস্য (ত্রি) রহসি ভবং রহস্-দিগাদিত্বাৎ যৎ। ১ গোপনীয়, গুপ্তবিষয়। ২ মর্ম্ম। ৩ নির্জ্জনভব, যাহা গোপনে হয়। (ক্লী) ৪ গূঢ়তত্ত্ব, যাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। রহস্য ত্রিবিধ, ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য ও কামরহস্য। ৪ পরিহাসকৌতুক।

"ন সর্পশস্ত্রৈঃ ক্রীড়েত স্বানি স্বানি ন সংস্পৃশেৎ।
রোমাণি চ রহস্যানি নাশিষ্টেন সদা ব্রজেৎ॥" (কূর্ম্মপু০১৫অ০)

রহস্যা (স্ত্রী) রহস্য-টাপ্। নদীভেদ। (মেদিনী)

"রহস্যাং শতকুম্ভাঞ্চ সরযুঞ্চ নরেশ্বর।" (ভারত ৬।৯।১৮)

২ রাস্না। ৩ পাঠা। (রাজনি০)

রহস্যু (পুং) পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণোক্ত জনৈক ব্যক্তি। (পঞ্চবি০১৪।৪।৭)

রহঃস্থ (ত্রি) ১ নির্জ্জনেস্থিত। ২ একক, সঙ্গরহিত।

রহাট (পুং) ১ পরামর্শদাতা বা মন্ত্রী। ২ প্রেতাত্মা। ৩ প্রস্রবণ।

রহিত (ত্রি) রহ-ক্ত। বর্জ্জিত।

"জাতসূতকমাদৌ চ অন্তে চ মৃতসূতকম্।
গুরুতন্ত্ররহিতং কৃত্বা জপকর্ম্ম সমাচরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

রহীভূত (ত্রি) ১ নির্জ্জনে অপসৃত। ২ কার্য্যাদি হইতে লব্ধাবসর।

রহিম, মুসলমানদিগের প্যাগম্বরভেদ।

রহিম উদ্দীন্ বখৎ (মীর্জ্জা), দিল্লীশ্বর শাহ আলমের পৌত্র। ইনি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মধ্যম পুত্র ডিউক অব্ এডিন্বরাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বারাণসী হইতে আগ্রায় গমন করেন।

রহিমৎপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ১৭°৩৫´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪°১৪´৪৪´´ পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটীর পূর্ব্বসমৃদ্ধির হ্রাস হয় নাই। প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে বিজাপুর-সেনাপতি রণদুল্লাখাঁর মসজিদ্ প্রভৃতি কএকটী কীর্ত্তিই দেখিবার জিনিস। রণদুল্লা খাঁ বীজাপুরের সপ্তম রাজা মামুদের রাজ্যকালে

(১৬২৬-১৬৫৬ খৃঃ) সম্যক্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মস্জিদের দক্ষিণপূর্ব্বের হস্তিমূর্ত্তির ফোয়ারা, ৫০ ফিট্ উচ্চ একটী বুরুজ এবং ফোয়ারার জলের চাপ দিবার জন্য পশ্চিমের ঈষৎ ঢালু ময়দানের নির্ম্মাণকৌশল লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এখানে এখনও বাণিজ্যের পূর্ণপ্রভাব আছে।

রহিমনগর (পাণ্ডিয়াবান্), অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌজেলার অন্তর্গত একটী নগর। সই নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখানে পাঁড়ে ব্রাহ্মণের বাসই অধিক। বলুচগড় নামক গ্রামবাসী পাঠানগণ বলে যে, এই স্থান দিল্লীশ্বরকর্ত্তৃক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষকে জায়গীরস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, পরে নবাব সয়াদৎ আলী তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ঐ সম্পত্তি অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করেন।

রহিম বেগ (মার্জ্জা), বখ্ জান সুয়ারা নামক কাব্যপ্রণেতা।

রহিয়া, ইস্লামধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক জনৈক মুসলমান অধ্যাপক। বদর যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও ইনি একজন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য। স্বয়ং মহম্মদ ইঁহাকে স্বর্গীয় দূত জব্রিল বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

রহূগণ (পুং) ১ ঋগ্বেদোক্ত অঙ্গিরস গোত্রীয় একটী বংশ বা গণ। রহূগণ ঋষি ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ৩৭ ও ৩৮ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। গোতম ঋষি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ২রহূগণের পুত্র।

"অবোচাম রহূগণা অগ্নয়ে" (ঋক্ ১।৭৯।৫)

'রহূগণা রহূগণস্য পুত্রাঃ' গোতমাঃ (সায়ণ)

ভাগবতে লিখিত আছে, সিন্ধুসৌবীর দেশাধিপতি রাজা রহূগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইক্ষুমতী নদীতীরে কপিলাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। (ভাগ° ৫।১০।১।)

রহুড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৯৭ বর্গমাইল। মূলা ও প্রবরা নামক গোদাবরীর শাখাদ্বয় এবং ওঝার খাল ও লাখখাল এখানে প্রবাহিত থাকায় স্থানীয় চাসবাসের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ইহার দক্ষিণসীমায় একটী গণ্ড শৈলমালা, উহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গোরক্ষনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯৮২ ফুট উচ্চ। ধোন্দ ও মানমড় রেলপথ এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া যাওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও উপবিভাগের বিচার সদর। মূলা নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯°২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪২´ পূঃ। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী।

রহোগত (ত্রি) নির্জ্জনস্থিত, রহঃস্থিত।

"বস্তুপালো পার্শ্বগতো রহোগত-
স্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রি যুগং নবং নবং।" (ভাগবত ১।১১।৩৩)

রা, ১ দান। ২ গ্রহণ। অদাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ রাতি। লোট্ রাতু। লিট্ ররৌ,ররতুঃ, ররুঃ। লঙ্ অরাৎ, অন্ অরান্, অরুঃ। লৃট্ রাস্যতি। লুঙ্ অরাসীৎ, অরাসিষ্টাৎ, অরাসিষুঃ। লিঙ্ রায়াৎ। লুট্ রাতা। সন্ রিরাসতি। যঙ্ রারায়তে। যঙ্ লুক্ রারাতি, রারেতি। ণিচ্ রাপয়তি। লুঙ্ অরীরপৎ।

রা (স্ত্রী) রা-সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্। ১ বিভ্রম। ২ দান। (একাক্ষরকোষ) ৩ কাঞ্চন। (শব্দরত্না°) (পুং) রা দানে (রাতের্ডৈঃ। উণ্ ২।৬৩) ইতি ডৈ। ৩ ধন। "আস্মানম্নু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ।" (ভাগবত ৩।২৫।৩৯) ৪ স্বর্ণ। ৫ শব্দ। (স্ত্রী) ৬ শ্রী। "চিত্রামস্য কেতবো রামবিন্দন্" (ঋক্ ১০।১১১।৭) 'রাং রায়ং শ্রিয়ং' (সায়ণ)

রাঁড় (দেশজ) রণ্ডা শব্দের অপভ্রংশ। ১ বিধবা স্ত্রী। ২ বেশ্যা।

রাঁড়বাজ (পারসী) বেশ্যাসক্ত।

রাঁড়বাজী (দেশজ) বেশ্যাসক্তি।

রাঁড়া (দেশজ) ১ রণ্ডা। ২ নিষ্ফলা।

রাঁড়াগাছ (দেশজ) যে বৃক্ষ ফল দান করে না।

রাঁড়ী (দেশজ) বিধবা স্ত্রী। (তিরস্কারসূচক প্রয়োগ)।

রাঁধনী (দেশজ) যাহারা রন্ধন করে, রন্ধনকারী।

"অতিবড় রাঁধনী না পান ঘর,
অতিবড় ঘরণী না পান বর।" (মেয়েলী ছড়া)

রাঁধুনী, বেণেতি মসলা বিশেষ (Apium graveolens)। কেহ কেহ ইহাকে চন্দনীও বলিয়া থাকে। পাণের সহিত অথবা ব্যঞ্জনাদিতে ফড়ং (ফোড়ন) দিয়া লোকে ইহা খায়। ইংলণ্ড ও য়ুরোপের স্থানে স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। শীতঋতুতে বাঙ্গালা, পঞ্জাব ও ভারতের অপরাপর স্থানে ইহার চাষ হয়।

বিভিন্ন স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি—অজমুদ; বড়ি-অজমুদ্; বাঙ্গালা—চণ্, রান্ধুনী; বোম্বাই—বোড়িঅজমোদা, অজমুদ্; কচ্ছ—অজবান্কা পত্তা, বুন্ডি অজোবন্; পঞ্জাব—ভূতঝাটা, পারস্য—করসব্; আরব—করফস্। ইহার বীজ জোয়ানের বীজের অনুরূপ বলিয়া হিন্দি ও পারসী প্রভৃতি ভাষায় একই নামে দুইটী জিনিস অভিহিত হইয়াছে। ইহার কচী পাতা বা ডাঁটা 'সেলেরী' নামে বিক্রীত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয়গণ ইহার সালাড্ বা ডাটা সিদ্ধ করিয়া খায়। অনেকে মাংসাদির ঝোলে ইহার ডালপাতা মিশাইয়া লয়। কেহ কেহ ব্যঞ্জনাদির সুগন্ধ করিবার জন্য কাপড়ে রাঁধুনী বাঁধিয়া ঝোলে ডুবাইয়া রাখে।

রাঁধুনী সাধারণতঃ মূত্রকারক ও ধাতুপরিষ্কারক; উদরী ও

শূলবেদনানাশক। বায়ুনালীর প্রদাহ ও কাশরোগে আক্ষেপনাশক, রজোনিঃসারক, যকৃৎ ও প্লীহারোগ-প্রশমনকারক ও বায়ুনাশক। Apium involucratum or Carum Roxburghianum (জোয়ান) প্রভৃতি বৃক্ষ এই এক শ্রেণীভুক্ত হইলেও জোয়ানের গুণবাহুল্যপ্রযুক্ত সেই স্থলে এই শ্রেণীর বৃক্ষসমূহের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। [অজমোদা দেখ।]

রাইয়ৎ (আরবী) প্রজা।

রাইয়তী (আরবী) রাইয়তের অধীন। প্রজার অধীন যে জমা তাহার নাম রাইয়তী জমা।

রাঈ (দেশজ) রাজিকা, শ্বেতসর্ষপ (Sinapis ramosa)।

রাউটী (দেশজ) তাম্বু। শিবির।

রাউত (দেশজ) গ্রামের মণ্ডল।

রাং (দেশজ) রঙ্গ ধাতু বিশেষ।

রাংঝাল (দেশজ) পিতল বা তামাদি পাত্র জুড়িবার জন্য রঙ্গ নির্ম্মিত এক প্রকার উপধাতু। তাতাল নামক একরূপ লৌহদণ্ড, উহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া এই উপধাতু পাত্রের ভগ্নস্থানে লাগাইয়া দিতে হয়।

রাংতা, রঙ্গধাতুবিনির্ম্মিত পত্র (leaf-tin), চলিত কথায় ইহাকে রাংতার পাত বলে। ত্রপু ও রঙ্গ শব্দে মূলধাতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। টিন বলিলে আমরা সচরাচর রাং-আবৃত লোহার চাদরকেই বুঝিয়া থাকি। বস্তুতঃ তাম্রের পাত্রাদি কলাই করিতে ইহার অধিক ব্যবহার দেখা যায়। দেবপ্রতিমার অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে রাংতারই অধিক প্রচলন।

Tin-Stone ও Stream tin নামক দুই প্রকার যৌগিক রাং ভূগর্ভে পাওয়া যায়। খনিজ টিনের যৌগিককে প্রথমে চূর্ণ করিয়া জলের দ্বারা সিলেকেটদিগকে বাহির করা হয়। এই অবশিষ্ট টিন বায়ুতে দগ্ধ করিলে আর্সেনিক ও গন্ধক বিলীন হইয়া যায়। এই অবস্থায় লৌহ, অক্সাইড্ ও তাম্র সালফেট্‌রূপে পরিণত হইয়া থাকে। যদি সমুদায় সাল্‌ফাইড্ সাল্‌ফেট্ অব কপারে পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থের সহিত জল মিশাইয়া কএকদিন বায়ুতে রাখিতে হইবে। সাল্‌ফেট্ অব কপার জলে দ্রবীভূত করিয়া ফেরিক্ অক্সাইড্ জলের দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। এইরূপে অন্যান্য বাহ্য পদার্থসমূহ পৃথক্ হইলে অক্‌সাইড্ অব টিন অবশিষ্ট থাকিবে। ইহার সহিত কিছু কয়লা চূর্ণ মিশাইয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে টিন ধাতু মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রাং দেখিতে সাদা। পিটিয়া ইচ্ছা মত বিস্তৃত করা যায়। ১০০° সেং উত্তাপে ইহার তার প্রস্তুত হইতে পারে। ২০০° সেং এত ভঙ্গুর হয় যে বাঁকাইলে মড় মড় শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। আপেং গুং ৭·২৮ ২২৮° সেং উত্তাপে গলিয়া যায়।

বায়ুসংস্পর্শে ইহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। তীব্র নাইট্রিক্ এসিডে বিকৃত হয় না। জলমিশ্রিত নাইট্রিক্ এসিড্ দ্বারা মেটাষ্টানিক এসিড্ ও এমোনিয়া জন্মে। নাইট্রিক-এসিডের সহিত অধিক পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া রাংএ ঢালিয়া দিলে Stannous ও Stannic nitrate উৎপন্ন হয়। হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সহযোগে Stannous chloride প্রস্তুত হয় এবং উদজন-বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে।

রাসায়নিক প্রয়োগে রাং হইতে Stannous hydrate, S. Oxide, S. Iodide, S. Sulphide ও S. Sulphate এবং Stannic hydrate, Stannic oxide, Metastannic acid, Stannic acid, Stannic chloride, Stannic Iodide, Stannic Sulphide বা Mosaic gold ও Stannic Sulphate প্রভৃতি গুণপ্রধান ঔষধসমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঔষধাদি ব্যতীত দেশীয় লোকে রং দ্বারা তাম্রপাত্র কলাই (tin-plated) এবং কৃত্রিমজহরতের অলঙ্কার, দুর্গাদি-দেবতাপ্রতিমার সাজ ও রূপার ন্যায় সমুজ্জ্বল খেলনাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা পিটিয়া যে পাতলা পাত প্রস্তুত করা হয়, তাহাই দেবমূর্ত্তি অথবা স্থানবিশেষে সংলগ্ন করিয়া তদুপরে রঙ দ্বারা নানা চিত্র প্রতিফলিত করা হয়। রাংতার পাত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণের (Silver paint) কার্য্য করে। Sal ammoniac যোগে রাং চূর্ণ উত্তপ্ত পাত্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া কার্পাসের বা তুলার দ্বারা ঘসিলে উহা পাত্রের গায় লাগিয়া যায়। পরে বালুকা অথবা ছাই দ্বারা ঘসিয়া পালিস করিতে হয়, ইহাকেই কলাই করা বলে।

সোণালী ও রূপালী নামক দুইপ্রকার রাংএর পাত বাজারে বিক্রীত হয়। কোন দ্রব্যাদি মুড়িয়া রাখিতে সাধারণতঃ মোটা পাতের ব্যবহার দেখা যায়। খুব সরু পাত গুলিকে "তবক" বলে। উহা মুড়ির ন্যায় পাতলা কাগজের খাতার প্রত্যেক পৃষ্ঠার তলে তলে রাখিয়া সেই খাতার উপরে একখানি চামড়া আচ্ছাদনপূর্ব্বক হাতুড়ী দ্বারা উপর্য্যুপরি পিটিয়া অতিশয় পাতলা করা হয়। ঐ তবক পানে মুড়িয়া অনেকে খায়।

রাকা (স্ত্রী) রা-দানে (কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩.৪০) ইতি ক, বহুলবচনাদেব ন হ্রস্বঃ। ১ নদীবিশেষ, শাল্মলীদ্বীপের অন্তর্গত। (ভাগবত ৫।২০।১০)

২ কচ্ছুরোগ। ৩ নবজাতরজঃ স্ত্রী। রাযতে দীয়তে দেবেভ্যো হবির্যস্যাং। ৪ সম্পূর্ণেন্দু তিথি, পূর্ণিমা তিথি।

"রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতাহুবে" (ঋক্ ২।৩২।৪)
'সম্পূর্ণচন্দ্রা পৌর্ণমাসী রাকা' (সায়ণ)

৫ রাক্ষসীবিশেষ। এই রাক্ষসী খর ও শূর্পণখার জননী। (ভার০ ৩।২৭৪।১৮ অ০) ৬ অঙ্গিরা ও স্মৃতির কন্যা। ৭ অঙ্গিরা ও শ্রদ্ধার কন্যা। ৮ ধাতৃর পত্নী ও প্রাতরের মাতা। ৯ সুমালীর কন্যাভেদ।

রাকাচন্দ্র (পুং) রাকায়াশ্চন্দ্রঃ। পূর্ণিমার চন্দ্র।

রাকাড়া (দেশজ) কথা বলিলে তাহার উত্তর দেওয়া।

রাকানিশা (স্ত্রী) পূর্ণিমার রাত্রি।

রাকাপতি (পুং) চন্দ্র।

"স দদর্শ বিমানাগ্র্যং নভসোহবতরদ্ধ্রুবঃ।
বিভ্রাজয়দ্দশদিশো রাকাপতিমিবোদিতম্॥" (ভাগ০ ৪।১২।১৯)

রাকারমণ (পুং) পূর্ণচন্দ্র।

রাকাবিভাবরী (স্ত্রী) রাকারজনী, পূর্ণিমার রাত্রি।

রাকাশশাঙ্ক (পুং) পূর্ণিমার চন্দ্র, রাকাশশী।

রাকিণী (স্ত্রী) দেবীর শক্তিবিশেষ, যোগিনীভেদ। রাকিণী, হাকিনী, লাকিনী প্রভৃতি দেবী ভগবতীর শক্তিগণ। ইঁহারা চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্তর্গত। দুর্গাপূজার সময় 'রাং রাকিণীভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে রাকিণীগণকে পূজা করিতে হয়।

রাকেন্দীবরবন্ধু (পুং) পূর্ণচন্দ্র।

রাকেশ (পুং) রাকায়াঃ ঈশঃ। ১ পূর্ণচন্দ্র।

"দৃষ্ট্বা বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥" (ভাগ০ ১০।২৯।২১)

২ শিবমূর্ত্তিভেদ।

রাক্য (ত্রি) রাকা অভিমতাহস্য (শাস্তিকাদিভ্যো ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৯২) ইতি ঞ্য। রাকা প্রিয়পূর্ণিমা যাহার অভিমত।

রাক্ষস (পুং) রক্ষস্ত্যস্মাৎ রক্ষঃ রক্ষ এব রাক্ষসঃ। পর্য্যায়—কৌণপ, ক্রব্যাদ, ক্রব্যাৎ, অস্রপ, আশর, রাত্রিঞ্চর, রাত্রিচর, কর্ব্বুর, নিকষাত্মজ, যাতুধান, পুণ্যজন, নৈর্ঋত, যাতু, রাক্ষস, সন্ধ্যাবল, ক্ষপাট, রজনীচর, কীলাপস্, নৃচক্ষস্, নক্তঞ্চর, পলাশিন্, পলাশ, ভূত, নীলাম্বর, কল্মাষ, কটপ্রূ, অগির, কীলালপস্, নরাবিষ্ম্য। (জটাধর)

রাক্ষসগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—পুরাকালে পদ্মযোনি স্বসৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের রক্ষার্থ কতকগুলি জীবের সৃষ্টি করেন। তাহারা ক্ষুৎপিপাসাকাতর হইয়া প্রজাপতির সমীপে উপনীত হইল এবং বিনীতভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের প্রার্থনা জানাইল। তদনুসারে তিনি তাহাদের প্রতি 'মানবদিগকে রক্ষা কর' বলিয়া আদেশ দেন। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বুভুক্ষিতসত্ত্ব "রক্ষাম" এবং কতকগুলি অবুভুক্ষিতসত্ত্ব "যক্ষাম" এইরূপ কহিলে প্রজাপতি তাহাদের বলিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা রক্ষাম বলিয়াছ তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা যক্ষাম বলিয়াছ তাহারা যক্ষ হও।

এই রাক্ষসকুলে হেতি ও প্রহেতি নামে দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে। হেতি কালসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার ভগিনী ভয়ার পাণিপীড়ন করিল। সেই স্ত্রীতে রাক্ষস হেতির বিদ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র উৎপাদিত হয়। পরে হেতি সন্ধ্যানাম্নী রাক্ষসীর সালকটঙ্কটা নামক কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেয়। সালকটঙ্কটা যথাকালে গর্ভধারণ করিয়া সেই গর্ভত্যাগ পূর্ব্বক স্বামীর সহিত পুনরায় বিহার সুখে রত হয়।

এদিকে হরপার্ব্বতী আকাশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে জাতবালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পান। রুদ্র পার্ব্বতীর অনুরোধে সেই রাক্ষস-শিশুকে অমরত্ব দান করেন এবং তাহার বয়স মাতার অনুরূপ করিয়া দেন। ঐ পুত্রের নাম সুকেশ। পার্ব্বতীও শঙ্করের বরদানকালে বলেন যে, আমার বরে নিশাচরীগণ সদ্যোগর্ভ ত্যাগ করিবে, সদ্যপুত্র প্রসব করিবে এবং সদ্যই সেই সন্তানের বয়স মার সমান হইবে।

গ্রামণী নামক এক গন্ধর্ব্ব সুকেশকে লব্ধবর দেখিয়া তাহার সহিত স্বীয় কন্যা দেববতীর বিবাহ দেন। তাহাদের মাল্যবান্, সুমালী ও মালীনামে মহাবাহুবল তিন পুত্র জন্মে। এই ভ্রাতৃত্রয় কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার বরে অজেয় হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রার্থনায় বিশ্বকর্ম্মা দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট ও সুবেল গিরির মধ্যে, রমণীয় লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণলঙ্কাপুরে তিন ভাই একত্র বাস করিতে থাকে।

সেই সময়ে নর্ম্মদানাম্নী এক গন্ধর্ব্বী স্বীয় সুন্দরী, কেতুমতী ও বসুদার সহিত জ্যেষ্ঠাদিক্রমে মাল্যবান্, সুমালী ও মালীর বিবাহ দেন। সুন্দরীর গর্ভে বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত নামে অগ্নিসদৃক্ সাতপুত্র এবং অনলা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। সুমালীপত্নী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত, কালিকামুখ, দণ্ড, অকম্পন, ধূম্রাক্ষ, বিকট, সুপার্শ্ব, প্রবল, ভাসকর্ণ ও সংহ্রাদ নামে দশ রাক্ষস এবং রাকা, কুম্ভীনসী, পুষ্পোৎকটা ও কৈকসী নামে চারি কন্যা জন্মে। মালীর পুত্র অনল, অনিল, হর ও সম্পাতি। এই চারিজন নিশাচরই বিভীষণের অমাত্য ছিল।

এইরূপে বহুপরিবারে পরিবৃত হইয়া মাল্যবানাদি সুকেশবংশধরগণ সুরপুরে গমন করিয়া অজেয় সুরগণকে বিধ্বস্ত ও

স্বর্গচ্যুত করিতে লাগিল। তখন অমর ও তপনবৃন্দ রাক্ষস ভয়ে ভীত হইয়া মহাদেবের শরণ লইলে দেবাদিদেবের পরামর্শে বিষ্ণুর উপরেই সুকেশ-বংশের ধ্বংসভার অর্পিত হইল। এই সংবাদে রাক্ষসপক্ষ উত্তেজিত হইয়া সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। বিষ্ণুর যুদ্ধে মালী নিহিত হইলে মাল্যবান্ ও সুমালী সদলে প্রাণভয়ে পলায়নপূর্ব্বক লঙ্কায় পুনঃ প্রবেশ করিল। অতঃপর নিহতনায়ক বিখ্যাতবীর্য্য রাক্ষসেরা বিষ্ণুর সহিত প্রতিযুদ্ধ দানে অসমর্থ হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নীপুত্র সমভিব্যাহারে সালকটঙ্কটাবংশীয় সুমালীর আশ্রয় অবলম্বন করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিল।

যখন বিষ্ণুভয়ে প্রপীড়িত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুমালী পুত্রপৌত্র লইয়া রসাতলে বাস করিতেছিলেন, তখন ধনেশ্বর লঙ্কায় রাজত্ব করিতে আদিষ্ট হন। ভগবান্ রামচন্দ্র পুলস্ত্যবংশীয় রাবণাদি যে সকল রাক্ষসকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা মাল্যবানাদি সমধিক বলশালী। এই পুলস্ত্যবংশীয়গণ কিরূপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

প্রজাপতির পুত্র ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য তপশ্চর্য্যার্থ মেরুগিরির পার্শ্বস্থ রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে যাইয়া তপস্যা করেন। এই সময়ে রাজর্ষিকন্যা, ঋষিকন্যা, নাগকন্যা ও অপ্সরোগণ সেই রমণীয় কাননে আসিয়া গীতবাদ্য ও ক্রীড়াদিতে রত হয়। মহাতেজা পুলস্ত্য তপোবিঘ্নকারিণী রমণীগণের প্রতি অভিসম্পাত করেন যে, "যে আমার নয়নপথে আসিবে সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হইবে।" রাজর্ষি তৃণবিন্দুর দুহিতা এই সংবাদ না জানিয়া একদিন বেদপাঠ শুনিবার মানসে পুলস্ত্যের আশ্রমে যাইলেন। বেদপাঠান্তে মুনিবর তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র রাজনন্দিনী গর্ভবতী হইলেন। রাজর্ষি ধ্যানযোগে কন্যার গর্ভের কারণ অবগত হইয়া ঋষিসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন। রাজনন্দিনীর পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট পুলস্ত্য বর দেন যে, দেবি! অদ্য তোমাকে আত্মসম্ভব পুত্র প্রদান করিব। ঐ পুত্র পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়া পিতা ও মাতার বংশ বিস্তার করিবে। তোমাকর্ত্তৃক বেদবিশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া পুত্রের নাম বিশ্রবা হইল। এই বিশ্রবার গুণে মুগ্ধ হইয়া ভরদ্বাজ মুনি স্বীয় দেববর্ণিনী নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেন। তাহাদের পুত্রের নাম বৈশ্রবণ।

বৈশ্রবণ তপস্যা দ্বারা লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া নিধীশত্ব লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মার বরে চতুর্থ লোক-পাল হইলেন এবং স্বীয় ব্যবহারের জন্য পুষ্পকবিমান পাইলেন। বরলাভের পর ধনেশ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মনোনীত বাসভবন প্রার্থনা করায় তিনি রাক্ষসপরিশূন্য লঙ্কাপুরীই পুত্রের বাসের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ধনাধীশ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া সাগরাম্বরা লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন।

বৈশ্রবণের লঙ্কাবাসকালে একদা সুমালী রাক্ষস রসাতল হইতে স্বীয় প্রাণসমা দুহিতা কৈকসীকে সঙ্গে লইয়া মর্ত্ত্য-লোকে আগমন করেন। তিনি ধনেশ্বরকে পুষ্পকরথে আরূঢ় দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং কিরূপে রাক্ষসগণ পুনরায় ঐরূপ সমৃদ্ধসম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া কৈকসীকে কহিলেন, পুত্রি! তুমি পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্রবার নিকট গমন করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ কর, যেহেতু তাহাতে ধনেশ্বরের ন্যায় তোমার এক তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইবে। পিতৃ-আজ্ঞার বশবর্ত্তিনী হইয়া কৈকসী প্রদোষ সময়েই বিশ্রবার আশ্রমে উপনীতা হইলেন। অগ্নিহোত্র-সমাপনান্তে মুনিবর রাক্ষসকন্যার মুখে তাহার আগমনবার্ত্তা ও ধ্যানযোগে তাহার মনোভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'ভদ্রে তুমি যে দারুণ সময়ে আসিয়াছ, তাহাতে তোমার ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসপুত্র উৎপন্ন হইবে।' অনন্তর সেই রাক্ষসতনয়া মুনিবরের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া উত্তম পুত্র লাভের প্রার্থনা জানাইল। মুনি বলিলেন, "তোমার কনিষ্ঠপুত্র মদীয় বংশানুরূপ ধর্ম্মাত্মা হইবে।" ইহার কিছুকাল পরে কৈকসী যথাক্রমে দশস্কন্ধ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বিভীষণকে প্রসব করিলেন।

এই সময়ে একদিন ধনেশ্বর বৈশ্রবণকে পুষ্পকরথারোহণে পিতৃসন্নিধানে গমন করিতে দেখিয়া রাক্ষসী কৈকসী দশগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণকে নিরীক্ষণ কর। তোমার ভ্রাতা কুবের অপেক্ষা তুমি কত হীন অবস্থাপন্ন। যাহাতে ঐরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পার তাদৃশ অধ্যবসায় অবলম্বন কর। তদনুসারে রাবণের ঘোরতর তপস্যা, লঙ্কাপুরীলাভ, সীতাহরণ, রাবণ নিধন, রাক্ষসবংশনাশ ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণের রাজ্যলাভ প্রভৃতি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বিবৃত আছে। [রাম, রাবণ, বিভীষণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি দেখ]

এই রাক্ষসগণ মায়াবী, বহুরূপধারী, কামগামী এবং যোদ্ধা ছিল। রামায়ণীয় যুগে রাক্ষস জাতির বিশেষ প্রভুত্বের পরি-চয় পাওয়া যায়। মহাভারতীয় যুগে আমরা ভীমকর্ত্তৃক বক, কির্ম্মীর ও হিড়িম্ব রাক্ষসের নিধন এবং হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ দেখিতে পাই। মহাবাহু ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচের জন্ম হয়। (বনপর্ব্ব)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ২।৭ খণ্ড পাঠে জানা যায় যে, তৎকালে রাক্ষসদিগকে যজ্ঞভাগ (বধ্যপশুর রক্ত ইত্যাদি) দান করিবার বিধি ছিল। ইহাদের বাক্যসমূহ কর্কশ ও উচ্চধ্বনিযুক্ত হওয়ায় ভীতিজনক ছিল। উক্ত খণ্ডের "রক্ষাংসি ন কীর্ত্তয়েৎ" পদকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"জাতিবিশেষানপেক্ষ্য বহুবচননির্দ্দেশঃ। রাক্ষসাবান্তরজাতীয়ানাং মধ্যে রাক্ষসম্, অসুরং পিশাচং বা ন কিঞ্চিদপি কীর্ত্তয়েৎ। জাতিবিশেষাঃ শ্রুত্যন্তরে সৈন্যদ্বয়োপন্যাসে শ্রূয়ন্তে—"দেবা মনুষ্যাঃ পিতরস্তেন্যত আসন্নসুরা রক্ষাংসি পিশাচাস্তেঽন্যতঃ।"

বহ্নিপুরাণে এই রাক্ষস জাতি রজোমাত্রাত্মক, বিরূপ ও শ্মশ্রুল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ;—

"রজোমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।
ততঃ ক্ষুদ্ব্রহ্মণো জাতা জজ্ঞে কোপাশ্রয়াত্ততঃ॥
ক্ষুৎক্ষামানন্ধকারাংশ্চ সোঽসৃজদ্ভগবাংস্ততঃ।
বিরূপাঃ শ্মশ্রুলা জাতাস্তেঽভ্যধাবন্ত তং প্রভুম্॥
নৈবং ভো রক্ষ্যতামেষ তৈরুক্তং রাক্ষসাস্তু তে॥"(কল্কিপু০)

মৎস্যপুরাণের আদিসর্গের কশ্যপান্বয় নামক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইহাদের উৎপত্তি বিবরণ অন্যরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

"রক্ষোগণং ক্রোধবশাৎ স্বনামানমজীজনৎ॥
দংষ্ট্রীণাং নিযুতং তেষাং ভীমসেনাদ্গতং ক্ষয়ম্॥"

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ে সূর্য্যলোক হইতে অধোদিকে ইহাদের বিচরণ স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে ;—

"অত ঊর্দ্ধংহি বিপ্রেন্দ্র রাক্ষসা যে কৃতৈনসঃ।
তেতু সূর্য্যাদধঃ সর্ব্বে বিহরন্ত্যর্দ্ধবর্জ্জিতাঃ॥"

বামনপুরাণের ৩৯ অধ্যায়ে ক্ষুৎকীটাদি উপপন্ন, উচ্ছিষ্টাস্তিত, কেশাবপন্ন, অধূত, মারুতশ্বাসবৎ ইত্যাদি ঘৃণিত অন্ন রাক্ষসের ভোজ্য সুতরাং উহা বিদ্বানেরা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। যজ্ঞাঙ্গভূত মাংসভক্ষণ বিধিসিদ্ধ কিন্তু তদ্ব্যতীত অপর মাংস ভোজন রাক্ষসীয় প্রবৃত্তি, সুতরাং মনুর মতে যাহা রাক্ষসের ভোজ্য তাহা নিষিদ্ধ। (মনু ৫।৩১) রাত্রিকালের শ্রাদ্ধাদি রাক্ষসীশ্রাদ্ধ বলিয়া মন্বাদিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। (মনু ৩।২৮০)

২ অষ্টপ্রকার বিবাহের অন্তর্গত বিবাহবিশেষ। যুদ্ধে কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলে তাহাকে রাক্ষস-বিবাহ কহে।

"আসুরো দ্রবিণাদানাদ্গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ।
রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

মনুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥" মনু ৩।৩৩)

কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে হনন, ছেদন ও তাহাদের গৃহ ভেদ করিয়া 'হা হতোঽস্মি' এইরূপে রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ করা হয়, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ কহে। এই বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষসবিবাহ পৃথগ্‌ভাবে অথবা মিশ্রভাবে যে কোনরূপেই হউক না কেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই উভয়ই ধর্ম্মজনক।

এই বিবাহে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মজনক হইলেও ইহাতে যে সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহারা ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী ও বেদবিদ্বেষী হইয়া থাকে। এইজন্য আবার এই বিবাহ নিন্দনীয়।

"ইতরেষু চ শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতে নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥"
(মনু ৩।৪১-৪২) [বিবাহ শব্দ দেখ]

(পুং ক্লী) ৩ অব্দবিশেষ।

"ইন্দ্রাগ্নিদৈবং দশমং যুগং যৎ তত্রাদ্যমব্দং পরিধাবিসংজ্ঞম্।
প্রমাদ্যয়া নন্দমতঃ পরং যৎ স্যাদ্রাক্ষসং চানলসংজ্ঞিতঞ্চ॥"
(বৃহৎস০ ৮।৪৫)

(ত্রি) ৪ রক্ষঃসম্বন্ধী। ৫ রাজা নন্দের মন্ত্রিভেদ। ৬ জনৈক কবি, রাক্ষসপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। ৭ জৈনমতে আট প্রকার ব্যন্তরের একটী। ৮ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্ত।

রাক্ষসগ্রহ (পুং) উন্মাদ রোগভেদ।

রাক্ষসতা (স্ত্রী) রাক্ষসস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। রাক্ষসত্ব, রাক্ষসের ভাব বা ধর্ম্ম।

রাক্ষসী (স্ত্রী) রাক্ষস্ ঙীপ্। ১ কৌণপী। ২ দংষ্ট্রা। (হেম) ৩ চণ্ডা, চোরনামক গন্ধদ্রব্য। (মেদিনী) ৪ সায়াহ্ন বেলা। এই রাক্ষসীবেলা সর্ব্বকার্য্যে নিন্দিতা।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গমস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরম্॥
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (তিথিতত্ত্ব)

রাক্ষসেন্দ্র (পুং) রাক্ষসানামিন্দ্রঃ। ১ রাবণ। (ত্রিকা০) ২ রাক্ষসপতি মাত্র।

"ধিক্ ত্বামসতি পুংস্কামে মম বিপ্রিয়কারিণি।
পূর্ব্বেষাং রাক্ষসেন্দ্রানাং সর্ব্বেষামযশস্করি॥"(ভারত ১।১৫৪।১৮)

রাক্ষা (স্ত্রী) লাক্ষা রলয়োরৈক্যাৎ রত্বং। লাক্ষা। (অমর)

রাক্ষোঘ্ন (ত্রি) রক্ষোহন্ সম্বন্ধীয়। অগস্ত্য ও অগ্নি রাক্ষস হত্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহাদের সম্পর্কীয় মন্ত্রাদি 'অগস্ত্যস্য রাক্ষোঘ্নম্' 'অগ্নে রাক্ষোঘ্নম্' বলিয়া উক্ত। ২ সামভেদ।

রাক্ষোঽসুর (পুং) রাক্ষস ও অসুর।

রাখ্, ১ শোষ, স্নেহরাহিত্য। ২ অলমর্থ, অর্থাৎ ভূষণ, সামর্থ্য ও নিবারণ। ভ্বাদিং পরস্মৈং অকং অলমর্থে সকং সেট্। লট্ রাখতি। লুঙ্ অরাখীৎ। ণিচ্ রাখয়তি, লুঙ্ অররখৎ।

রাখন, রাখা (দেশজ) রাখিয়া দেওন, স্থাপন করণ।

রাখাঢাকা (দেশজ) চাপা দিয়া কোন দ্রব্য রক্ষাকরণ।

রাখামী (দেশজ) রক্ষণ, স্থাপন।

রাখাল (দেশজ) গোরক্ষক, যাহারা মাঠে গোরু চরায়।

"রাখাল গোরুর পাল ল'য়ে যায় মাঠে।"

রাখালফল (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (ornitrophe serrata)

রাখালশসা (দেশজ) ঔষধবৃক্ষভেদ।

রাখালি (দেশজ) রাখালের কার্য্য, গোরু চরান।

রাখি (দেশজ) সূত্রনির্ম্মিত তাগা বা বন্ধনী বিশেষ।

রাখিপূর্ণিমা, প্রসিদ্ধ মাঘী পূর্ণিমা। ঐ দিন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকে পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধির জন্য রাখিবন্ধন করে।

[রক্ষা শব্দ দেখ।]

রাগ (পুং) রঞ্জনমিতি রজ্যতেঽনেনেতি বা রন্জ্ ভাবে করণে বা ঘঞ্ (ঘঞি চ ভাবকরণয়োঃ। ৬।৪।২৭) ইতি নলোপঃ। ১ মাৎসর্য্য। ২ লোহিতাদি।

"রাগেণ বালারুণকোমলেন চূতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার।" (কুমার ৩।৩০) ৩ ক্লেশাদি। ৪ অনুরাগ। ৫ গান্ধারাদি। ৬ নৃপ। (মেদিনী) ৭ চন্দ্র। ৮ সূর্য্য। (শব্দরত্না০) ৯ লাক্ষাদি। ১০ রক্তিমান্বিৎ। ১১ রঞ্জন। ১২ প্রীতি।

"সুখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"(উজ্জ্বলনীলমণি)

১৩ অভিমত বিষয়াভিলাষ। ইহা পাতঞ্জলোক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশের অন্তর্গত একটী ক্লেশ। ইহার লক্ষণ "সুখানুশয়ী রাগঃ" (পাত০ ২।৭)'সুখমনুশেতে ইতি সুখানুশয়ী সুখজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতি পূর্ব্বকসুখসাধনেষু তৃষ্ণারূপো গর্দ্ধঃ রাগসংজ্ঞকঃ ক্লেশঃ'(ভোজ)

সুখানুশয় তৃষ্ণাকে রাগ কহে। সুখভোগী ব্যক্তির সুখের অনুসরণ হইলে সুখসাধন কার্য্যে চিত্তের আসক্তি হয়। এই আসক্তিই রাগ নামে অভিহিত। অবিদ্যার আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া লোক সকল কৃত্রিম সুখলালসায় ক্লেশে পতিত হয়। সুখ ও দুঃখ এই উভয়বিধ সাধনবিষয়ে অভিলাষই রাগ বলিয়া অভিহিত।

১৪ সঙ্গীত শাস্ত্রীয় রাগ। ১৫ অলক্তক। ১৬ সিন্দূর।

রাগ (সঙ্গীতশাস্ত্রীয়) প্রকৃত-বিকৃত-ভেদে ষড়্জাদি ঊনবিংশতি সংখ্যক স্বর ও বর্ণে অলঙ্কৃত যে ধ্বনিবিশেষ মানবগণের চিত্ত রঞ্জন করে, তাহাকে রাগ বলে।

ভরতাদি মুনিগণ বলেন যে, ত্রিজগদ্বাসী জনগণের চিত্ত যাহা দ্বারা রঞ্জিত হয়, তাহাকেই রাগ বলা যাইতে পারে। অথবা যাহা শ্রবণ করিবামাত্র জন সাধারণের চিত্তে অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহাকেই রাগ বলে, যেহেতু সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জন করে বলিয়াই রাগনামে অভিহিত হইয়াছে। (১)

"গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি তু ষোড়শ॥
রাগেষু তেষু ষট্ত্রিংশৎ রাগা জগতি বিশ্রুতাঃ।
কালক্রমেণ তত্রাপি হ্রাস এব তু দৃশ্যতে॥
মেরোরুত্তরতঃ পূর্ব্বে পশ্চিমে দক্ষিণে তথা।
সামুদ্রকাশ্চ যে দেশাস্তত্রামীষাং প্রচারণা॥"
(সঙ্গীত-দামোদর)

শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গোপীগণ এক এক করিয়া গীত আরম্ভ করিলে ষোড়শ সহস্র রাগের উৎপত্তি হয়। এই সকল রাগের মধ্যে এই জগতে ষট্ ষট্ ত্রিংশৎ রাগ বিখ্যাত, পরে কালক্রমে আবার তাহা হইতেও রাগসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। সুমেরুর উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ও দক্ষিণ এবং সমুদ্রোপকণ্ঠে যে সকল দেশ আছে, তথায় এই সকল রাগ বিদ্যমান আছে।

বর্ণ।

স্বর সমুদায়ের যথাবিধি গান করাকে বর্ণ কহে। সেই বর্ণ চতুর্ব্বিধ, যথা—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী।

স্থায়ী—ষড়্জাদি স্বরসমূহের মধ্যে যে কোন স্বর থাকিয়া থাকিয়া অর্থাৎ বিলম্বে বিলম্বে রাগাদিতে উচ্চারিত হয়, তাহাকে অথবা যে স্বরে রাগ উপবেশন অর্থাৎ কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করে, তাহাকেই স্থায়ী বলে।

আরোহী—স্বরসমূহের ক্রমোর্দ্ধ গতিকে অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই প্রকারে স্বরের ক্রমোচ্চারণ করাকে আরোহী বলা যায়।

অবরোহী—স্বর সমুদায়ের ক্রমান্বয়ে অধোগতিকে অর্থাৎ নিষাদ, ধৈবত, পঞ্চম, মধ্যম, গান্ধার, ঋষভ ও ষড়্জ এই নিয়মে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে নিম্নে আনাকে অবরোহী কহে।

---

(১) "যোঽয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ॥
যৈস্তু চেতাংসি রজ্যন্তে জগত্রিতয়বর্ত্তিনাম্।
তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ॥
অপরঞ্চ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ রজ্যন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বানুরঞ্জনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ॥ (সঙ্গীতদর্পণ ও তট্টীকা ৮৫)

সঞ্চারী—স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী এই তিনের সংমিশ্রণে স্বরসঞ্চারকে সঞ্চারী বলে।

রাগাদিতে প্রযুক্ত-স্বর সকলের প্রকারভেদে স্থায়ী আদির ন্যায় গ্রহ, ন্যাস ও অংশ এই তিনটি নামান্তর নির্দ্দিষ্ট আছে।

গ্রহ—যে স্বর গীতাদির প্রথমেই স্থাপিত হয়, তাহাকে গ্রহ স্বর বলে।

ন্যাস—যে স্বরে গীতাদির সমাপ্তি হয়, তাহাকে ন্যাস স্বর কহে।

অংশ—যে স্বর রাগাদিতে বহুলভাবে প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ যে স্বর ব্যতিরেকে রাগের মূর্ত্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না, হিন্দুস্থানীরা যাহাকে জান বলে, তাহার নাম অংশ।(২)

অঙ্গ।

রাগ সমুদায়ের বিশেষ চারিটি অঙ্গ আছে, যথা—রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ।

রাগাঙ্গ—রাগের ছায়ামাত্রের অনুকরণ করাকে রাগাঙ্গ বলে।

ভাষাঙ্গ—ভাষার ছায়া মাত্র আশ্রয় করার নামই ভাষাঙ্গ।

ক্রিয়াঙ্গ—রাগাদির গানকরণোৎসাহকে ক্রিয়াঙ্গ বলা যায়।

উপাঙ্গ—রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গ এই তিনের অতি সামান্য মাত্র অনুকরণ করাকে উপাঙ্গ বলে।৩

রাগের প্রকার।

রাগাদি গানসময়ে কাওয়ালা বিশেষ আবশ্যক। তার স্থানে অর্থাৎ অতি উচ্চ স্বরোচ্চারণে শীঘ্রতা এবং কৌশল-পূর্ব্বক বিবিধ গমক অর্থাৎ স্বরকম্পন দ্বারা রাগাদিকে বিভূষিত করাকে কাওয়ালা বলে।

মতঙ্গের মতে রাগ সমুদায়—শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সঙ্কীর্ণভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে।

শুদ্ধ—রাগ সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিশুদ্ধভাবে অর্থাৎ অপর কোন রাগের আশ্রয়-ব্যতিরেকে এক একটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গেয় হইলে তাহাদিগকে শুদ্ধ রাগ বলে।

ছায়ালগ—যে সকল রাগে অন্য কোন রাগের ছায়া লক্ষিত হয়, তাহাদিগের নাম ছায়ালগ।

সঙ্কীর্ণ—যে যে রাগে বহুরাগের সংমিশ্রণ থাকে, তাহারা সঙ্কীর্ণ নামে অভিহিত হয়।

এই ত্রিবিধ রাগই আবার ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।

ঔড়ব—যে সমস্ত রাগে ষড়্জাদি সপ্তস্বরের মধ্যে পাঁচটী মাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের নাম ঔড়ব।

ষাড়ব—ছয় স্বরে গেয় রাগ সমুদায়ই ষাড়ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ—যে সকল ষড়্জাদি সপ্ত স্বরেরই প্রয়োগ হয়, তাহারা সম্পূর্ণ রাগমধ্যে পরিগণনীয়।

রাগোৎপত্তি।

সকল সঙ্গীতশাস্ত্রমতেই মহাদেব ও পার্ব্বতী এই উভয় দেব দেবীর সংযোগে রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাদেবের পাঁচ মুখ হইতে পাঁচটি ও ভগবতীর মুখ হইতে একটি, এই ছয়টি রাগ প্রথম উৎপন্ন হয়। দেবদেব মহাদেবের সদ্যোজাত মুখ হইতে শ্রী, বামদেব মুখ হইতে বসন্ত, অঘোর মুখ হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ মুখ হইতে পঞ্চম, ও ঈশান মুখ হইতে মেঘ, এই পাঁচটি এবং গিরিজার মুখ হইতে নট্টনারায়ণ এই ছয়টি রাগের উৎপত্তি হয়।

কোন সময়ে জগদম্বা মহাদেবকে বলেন,—হে দেব! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনু-গ্রহ করিয়া বলুন—কাহারা রাগ এবং কাহারাই বা রাগিণী। সেই সকল রাগরাগিণীর মধ্যে কোন্ কোন্‌টি কোন্ কোন্ ঋতুতে ও দিবসের কোন্ কোন্ সময়ে গান করা বিধেয় এবং তাহাদিগের স্বরবিন্যাস ও মূর্ত্তিই বা কি প্রকার? মহাদেব ভগবতীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ ও নট্টনারায়ণ এই ছয়টি রাগও ইহারা পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত এবং প্রত্যেকের যে, ছয়টি করিয়া স্ত্রী কল্পিত হইয়াছে তাহারাই রাগিণী নামে প্রসিদ্ধ। মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও পাহাড়িকা এই ছয়টি শ্রীর; দেশী, দেব-কিরী, বরটী, তোড়িকা, ললিতা ও হিন্দোলী এই ছয়টি বসন্তের; ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী, ও সৈন্ধবী

(২) "গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্দ্ধা নিরূপিতঃ।
স্থায়্যারোহ্যবরোহী চ সঞ্চারী তথ লক্ষণম্ ॥
স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্য স্বরস্য যঃ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থনামকৌ ॥
যত্রোপবিশ্যতে রাগঃ স্বরঃ স্থায়ী স কথ্যতে।
এতৎ সম্মিশ্রণাদ্‌বর্ণঃ সঞ্চারী পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
যত্রোপবিশ্যতে রাগঃ স্বরঃ স্থায়ী স কথ্যতে ॥
গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহঃ স্বর উচ্যতে।
ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ।
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স চাংশস্বর উচ্যতে ॥" (সঙ্গীতদর্পণ ১৬০-১৬৩)

(৩) "রাগচ্ছায়ানুকারিত্বাদ্রাগাঙ্গমিতি কথ্যতে।
ভাষাচ্ছায়াশ্রিতা যেন ভাষাঙ্গং তেন হেতুনা ॥
করণোৎসাহসংযুক্তং ক্রিয়াঙ্গং তেন হেতুনা।
কিঞ্চিচ্ছায়ানুকারিত্বাদুপাঙ্গমিতি কথ্যতে ॥"
সঙ্গীতদর্পণে রাগাধ্যায়ে ২৯৩।

এই ছয়টী ভৈরবের; বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী এই ছয়টি পঞ্চমের; মল্লারী, সৌরঠী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গারা এই ছয়টী মেঘের এবং কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, সারঙ্গী ও নট্টহাম্বীরা এই ছয়টি নট্টনারায়ণের স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছে।(৪)।

শ্রীরাগ।

শ্রীরাগ গ্রহাংশন্যাস ষড়জে বিভূষিত, সম্পূর্ণ জাতীয়, নানা-গুণযুক্ত ও প্রথমা (উত্তর মন্দ্রা) মূর্চ্ছনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ গ্রহাংশন্যাস ষড়জের পরিবর্ত্তে ঋষভের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

স রি গ ম প ধ নি স রি গ ম প ধ নি স রি।

মূর্ত্তি—দিব্যমূর্ত্তিধারী, বিলাস-বেশী শ্রীরাগ স্ত্রীগণের সহিত প্রমোদকাননে বিহারার্থ প্রসূনচয় চয়ন করিতেছে।

মালশ্রী—শ্রীরাগপত্নী, মালশ্রী শ্রীরাগের ন্যায় ষড়্‌জ গ্রহাংশ-ন্যাসা, রাগাঙ্গে পরিপূর্ণা, উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনাযুক্তা ও শৃঙ্গাররস-মণ্ডিতা অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে গেয়া বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—ক্ষীণাঙ্গী, মালশ্রী আম্র-বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা হইয়া একটি রক্তোৎপল হস্তে ধারণপূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছে।

ত্রিবণী—ত্রিবণী ঋষভ ও পঞ্চমহীন ঔড়বজাতীয়া, ইহার গ্রহাংশন্যাস স্বর ধৈবত।

ধ নি স গ ম ধ।

মূর্ত্তি—অতি পীতবর্ণা, কৃশাঙ্গী ও হারসুশোভিতা ত্রিবণী নিজ কান্তের সহিত রম্ভাতরুতলে উপবিষ্টা আছে।

গৌরী—ঋষভ ও পঞ্চমহীন ঔড়বজাতীয় গৌরীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ষড়জ, ইহাতে উত্তর মন্দ্র, মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

স গ ম ধ নি স।

মূর্ত্তি—পূর্ণেন্দুবক্ত্রা ও অতি সৌভাগ্যবতী গৌরী গজমুক্তা-হার ও প্রফুল্ল কুসুমমালায় সুশোভিতা, ময়ূরপুচ্ছবিনির্ম্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ও নানা অনুলেপন দ্রব্যে বিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গা হইয়া অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে।

কেদারী—কেদারী ঋষভ ও ধৈবতবর্জ্জিতা ঔড়বজাতীয়া নিষাদ গ্রহাংশন্যাসযুক্তা কাকলীস্বরভূষিতা ও মার্গীমূর্চ্ছনা-বিশিষ্টা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

স গ ম প নি স।

মূর্ত্তি—কেদারীর মস্তকে জটাভার, ভালতলে চন্দ্রখণ্ড ও গলদেশে সর্পের উত্তরীয় শোভা পাইতেছে। ইনি যোগপীঠে সমাসীনা হইয়া সর্ব্বদা দেবদেব মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্নচিত্তা হইয়া রহিয়াছেন।

মধুমাধবী—মধুমাধবীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস ষড়জ, ইহাতে উত্তর মন্দ্রা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ হইয়া থাকে, মধুমাধবী গান্ধার ও ধৈবতহীন ঔড়বজাতীয়া।

স রি ম প নি স।

মূর্ত্তি—মধুমাধবীর নেত্রযুগল প্রফুল্ল নীলোৎপল সদৃশ, অঙ্গ কৃশ, পরিধানে নীলবস্ত্র, ইনি অতি পতিব্রতা, তমাল তরুতলস্থ বেদিকোপরি সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকেন।

পহাড়ী—ঋষভ ও পঞ্চমহীনা ঔড়বজাতীয়া পহাড়ীর গ্রহাংশ ন্যাস স্বর ষড়জ, এই রাগিণী শুনিতে কতকটা তৈলঙ্গ-দেশীয় রাগের ন্যায়।

(৪) "কাণ্ডারলা তু কথিতা তারস্থানেষু শীঘ্রতা।
গমকৈর্বিবিধৈর্যুক্তা কৌশলেন বিভূষিতা॥ (সঙ্গীতদর্পণ ৪ শ্লোক)
শুদ্ধাশ্ছায়ালগাঃ প্রোক্তাঃ সঙ্কীর্ণাশ্চ তথৈব চ। (সঙ্গীতদর্পণ ৫ শ্লোক)
ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগস্ত্রিধামতঃ॥ (সঙ্গীতদর্পণ ৬ শ্লোক)
শিবশক্তিসমাযোগাদ্রাগাণাং সম্ভবো ভবেৎ। ঐ ঐ
পঞ্চাস্যাৎ পঞ্চ রাগাঃ স্যুঃ ষষ্ঠস্তু গিরিজামুখাৎ॥ ।৯।
সদ্যোবক্ত্রাত্তু শ্রীরাগো বামদেবাদ্বসন্তকঃ।
অঘোরাদ্ ভৈরবোঽভূৎ তৎপুরুষাৎ পঞ্চমোঽভবৎ। ১০।
ঈশানাখ্যান্মেঘরাগো নাট্যারম্ভে শিবাদভূৎ।
গিরিজায়া মুখাল্লাস্যে নট্টনারায়ণোঽভবৎ। ১০।
পার্ব্বত্যুবাচ।
কে রাগাঃ কাশ্চ রাগিণ্যঃ কা বেলা ঋতবশ্চ কে।
কিং রূপং কথমুক্তাস্তো বদ দেব প্রসাদতঃ॥ ঐ॥ ১২ শ্লোক।
ঈশ্বর উবাচ।
শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা। ঐ
মেঘরাগো বৃহন্নাটঃ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥১৩॥
রাগিণ্যঃ।
মালশ্রী ত্রিবণী গৌরী কেদারী মধুমাধবী।
ততঃ পাহাড়িকা জ্ঞেয়া শ্রীরাগস্য বরাঙ্গনাঃ॥১৪॥
দেশী দেবগিরীচৈব বরাটী তোড়িকা তথা।
ললিতা চাথ হিন্দোলী বসন্তস্য বরাঙ্গণাঃ॥১৫॥
ভৈরবী গুর্জ্জরী রামকিরী গুণকিরী তথা।
বাঙ্গালী সৈন্ধবী চৈব ভৈরবস্য বরাঙ্গনাঃ।১৬॥
বিভাষা চাথ ভূপালী কর্ণাটী বড়হংসিকা।
মালবী পটমঞ্জর্য্যা সহৈতাঃ পঞ্চমাঙ্গনাঃ॥১৭॥
মল্লারী সৌরটী চৈব সাবেরী কৌশিকী তথা।
গান্ধারী হরশৃঙ্গারা মেঘরাগস্য যোষিতঃ।
কামোদী চৈব কল্যাণী আভেরী নাটিকা তথা।
সারঙ্গী নট্টহাম্বীরা নট্টনারায়ণাঙ্গনাঃ॥" ১৯॥ (সঙ্গীতদ॰)

রি গ ম ধ নি স রি।

মূর্ত্তি—অতিগৌরাঙ্গী। দেখিতে অতি মনোহরা, শুকপক্ষীর পুচ্ছবিনির্ম্মিত বস্ত্রপরিধানা, সর্ব্বদা রসপূর্ণচিত্তা, দেশী সুরতোৎসুকা হইয়া নিদ্রাগত কান্তকে নানা ছল করিয়া প্রবোধিত করিতেছে।

দেবগিরী—দেবগিরীতে বক্ষ্যমাণ সারঙ্গীর ন্যায় স্বরবিন্যাসাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

স রি ম প নি স।

মূর্ত্তি—কাদম্বিনীসদৃশ শ্যামাঙ্গী, মদমত্তা দেবগিরীর অবয়ব উত্তম গোলাকার, স্তনদ্বয় পীনোন্নত, নয়নযুগল মত্ত চকোরতুল্য অতি মনোহর ও ওষ্ঠদ্বয় পক্ব-বিম্বফলসমান লোহিত, গলদেশ অতি সুন্দর হারলতায় সুশোভিত থাকায় অধিকতর মনোজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়।

বরাটী—বরাটী সম্পূর্ণজাতীয়া, ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ষড়্‌জ, ইহাতে উত্তর মন্দ্রা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, এই রাগিণী গায়কের অতিশয় কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—সুকেশী, অতি বরাঙ্গনা, বরাটী হস্তে কঙ্কণ ও কর্ণে পারিজাত কুসুম ধারণ করিয়া চামর ব্যজন দ্বারা নিজ পতিকে প্রমোদিত করিতেছে।

তোড়ী বা তোড়িকা—সম্পূর্ণজাতীয়া, তোড়ীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর মধ্যম, ইহাতে সৌবীরী মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়। কেহ কেহ ষড়্‌জ স্বরকে তোড়ীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস বলিয়া থাকেন।

ম প ধ নি স রি গ ম, বা স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—তুষার বা কুন্দকুসুম সদৃশ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণা, কাশ্মীরদেশীয় কর্পূরে বিলিপ্তদেহা তোড়ী বনমধ্যে বীণা বাজাইয়া হরিণগণকে বিনোদিত করিতেছে।

ললিতা—ঋষভ পঞ্চমহীনা ঔড়বজাতীয় ললিতার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ষড়্‌জ, ইহাতে শুদ্ধ মধ্য মূর্চ্ছনার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কেহ ইহাকে সম্পূর্ণজাতীয়া বলিয়া গিয়াছেন।

স গ ম ধ নি স, বা স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—স্তনভারে নতাঙ্গী ললিতা প্রফুল্ল সুবর্ণবর্ণ পঙ্কজ ও সপ্তপর্ণ পুষ্পের মালায় সুশোভিত হইয়া আলস্যে চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ মেলিয়া প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে।

হিন্দোলী—ঋষভ ও ধৈবতহীন ঔড়বজাতীয় হিন্দোলীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর কাকলী ষড়্‌জ, ইহাতে শুদ্ধ মধ্যা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

স গ ম প নি স।

মূর্ত্তি—হিন্দোলী অতি কৃশাঙ্গী, দেখিতে অতিরমণীয়া বিশুদ্ধভাবে পরিপূর্ণা, মত্তস্বভাবা। ইহার বর্ণ কপোতের ন্যায় এবং কণ্ঠস্বর অতি মধুর স্বামীর মুখের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে।

ভৈরব—ঋষভ পঞ্চমহীন ঔড়বজাতীয় ভৈরব রাগের গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ধৈবত, এই রাগে বিকৃত ধৈবতাদি মূর্চ্ছনার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ধ নি স গ ম ধ।

মূর্ত্তি—যাঁহার মস্তকে গঙ্গাদেবী সর্ব্বদা কুলু কুলু ধ্বনি করিতেছেন, ললাটে চন্দ্রখণ্ড তিলকের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তিনটী চক্ষু, সর্পভূষণে ভূষিতাঙ্গ, পরিধানে শুক্লবর্ণ গজচর্ম্ম, এবং একহস্তে জাজ্বল্যমান ত্রিশূল ও অপর হস্তে একটি নৃমুণ্ড, তিনিই রাগরাজ ভৈরব।

ভৈরবী—সম্পূর্ণজাতীয়া ভৈরবীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর মধ্যম, ভৈরবীতে সৌবীর মূর্চ্ছনা এবং মধ্যম গ্রামের স্বরই ব্যবহৃত হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভৈরবরাগের স্বরসমূহই ভৈরবীর অঙ্গ।

স রি গ ম প ধ নি স। অথবা ধ নি স গ ম ধ।

মূর্ত্তি—পীতবর্ণা বিশাললোচনা ভৈরবপত্নী ভৈরবী অতি রমণীয় কৈলাস পর্ব্বতে স্ফটিকমণিবিরচিত পীঠোপরি উপবেশনপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া প্রফুল্ল-কুসুম দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন।

বাঙ্গালী—ঋষভ ধৈবতবিহীন ঔড়বজাতীয় বাঙ্গালীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস ষড়্‌জ, কিন্তু কল্লিনাথের মতে মধ্যমত্রয়যুক্তা সম্পূর্ণজাতীয়া, ইহাতে উত্তর মন্দ্রা মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

স গ ম প নি স। অথবা ম প ধ নি স রি গ ম।

মূর্ত্তি—কাঞ্চীদামবিভূষিতা পুষ্পপাত্রহস্তা দীর্ঘনয়না বাম হস্তে উজ্জ্বল ত্রিশূলধারিণী তরুণারুণবর্ণা জটামণ্ডিতা বাঙ্গালী সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়াও রূপে দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া শোভা পাইতেছে।

সৈন্ধবী—সৈন্ধবী সম্পূর্ণজাতীয়া, কাহারও মতে ঋষভ হীন ষাড়বা ইহাতে উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ হয়। সৈন্ধবীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ষড়্‌জ, এই রাগিণী প্রায়ই বীররসে প্রযুক্তা হইয়া থাকে।

স রি গ ম প ধ নি স। অথবা স গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—শিবভক্তিমতী সৈন্ধবীর পরিধানে রক্তবস্ত্র, এক হস্তে ত্রিশূল ও অন্য হস্তে একটি বাঁধুলী পুষ্প শোভা পাইতেছে। এই রাগিণী অতি কোপনস্বভাবা, অধিকাংশ সময়ে বীর রসেই প্রযুক্ত হয়।

রামকিরী—উত্তর মন্দ্রা মূর্চ্ছনা-শোভিতা সম্পূর্ণজাতীয়া, রামকিরীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ষড়্জ, ইহা করুণ-রসোদ্দীপিকা, কাহারও মতে এই রাগিণী ঋষভধৈবতবর্জ্জিতা ঔড়বজাতীয়া, কাহারও মতে পঞ্চমহীনা ষাড়বজাতীয়া ফলতঃ রামকিরী ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ ত্রিবিধই হইয়া থাকে।

স রি গ ম প ধ নি স, বা স গ ম প নি স অথবা
স রি গ ম ধ নি স।

মূর্ত্তি—স্বর্ণপ্রভা, সুচারু ভূষণভূষিতা নীলাম্বরপরিহিতা, মধুর ভাষিণী ও মানিনী রামকিরী সমীপবর্ত্তী কান্তের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেছে না।

গুর্জ্জরী—সম্পূর্ণজাতীয় গুর্জ্জরীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ঋষভ, ইহাতে পৌরবী মূর্চ্ছনা এবং বাঙ্গালীর কতক আভাস দৃষ্ট হয়।

রি গ ম প ধ নি স রি।

মূর্ত্তি—শ্যামবর্ণা, মন্মথভাবযুক্তা, প্রেমাভিলাষ গুর্জ্জরী বিবিধ বিচিত্র পুষ্পাঙ্কিত মৃদু পল্লবশয্যায়ে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে।

গুণকিরী—রজনীমূর্চ্ছনাযুক্ত ঋষভধৈবতহীনা ঔড়বজাতীয়া ভৈরবপত্নী গুণকিরীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর নিষাদ, কেহ কেহ ইহাকে ষড়্জ গ্রহাংশকন্যাস বলিয়া থাকেন।

নি স গ ম প নি অথবা স গ ম প নি স।

মূর্ত্তি—গুণকিরী স্বামিবিরহে নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া অনবরত রোদন করিতে করিতে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ, ভূম্যবলুণ্ঠনে সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত কবরীবন্ধন মুক্ত করিয়া করুণা-পূর্ণ নতদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে।

পঞ্চম রাগ।

পঞ্চমরাগ পঞ্চমহীন ষাড়বজাতীয়, শৃঙ্গাররসপূর্ণ, ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর ষড়্জ, এই রাগে উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ইহাকে সম্পূর্ণজাতি মধ্যে গণ্য কারয়া গিয়াছেন।

স রি গ ম ধ নি স অথবা স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—অতি মনস্বী, কোকিলবন্মধুরভাষী, স্ত্রীবিলাসী, শৃঙ্গারপ্রিয়, বিশালারুণনেত্র পঞ্চমরাগ সর্ব্বদা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতে ভালবাসে।

বিভাষা—বিভাষা গ্রহ, অংশ, ন্যাস ও মূর্চ্ছনাদিবিষয়ে ললিতার সদৃশী হইয়া থাকে।

স গ ম ধ নি স।

মূর্ত্তি—বিলাসবেশভূষিতা, রসভাবযুক্তা, স্ত্রীপুংনৃত্যে অনুরক্তা বিভাষা সমস্ত বিভাবরী সুরতসুখে অতিবাহিত করিয়া নিদ্রালস্যে কাতর হইয়া প্রভাতে শয্যাপরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিতেছে।

ভূপালী—সম্পূর্ণজাতীয়া ভূপালীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস-স্বর ষড়্জ, উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে ঋষভ পঞ্চমহীনা ঔড়বজাতি মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন, এই রাগিণী শান্তিরসেই অধিক প্রযুক্ত হয়।

স রি গ ম প ধ নি স অথবা স গ ম ধ নি স।

মূর্ত্তি—গৌরাঙ্গী পীনোন্নতপয়োধরা, চন্দ্রমুখী, কুঙ্কুম-লিপ্তদেহা, মনোহারিণী, শান্তিরসযুক্তা ভূপালী পতিবিরহে অতিকাতরা হইয়া পতিচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

কর্ণাটী—কর্ণাটীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর বিকৃত নিষাদ, ইহাতে মার্গীমূর্চ্ছনার প্রয়োগ হয়। কর্ণাটী শ্রোতার অতি সুখপ্রদা।

নি স রি গ ম প ধ নি।

মূর্ত্তি—ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় অতিবিচিত্রাঙ্গী, ললাটে ইন্দুখণ্ড-ধারিণী, অতি পরিষ্কৃত শুভ্রবেশ হস্তিদন্তনির্ম্মিত কর্ণভূষণে ভূষিতা কর্ণাটী মধুরস্বরে সুরগণেরও মন হরণ করিতে সমর্থা।

বড়হংসিকা—বড়হংসিকার স্বরগ্রামাদি কর্ণাটীর সদৃশ।

নি স রি গ ম প ধ নি।

মূর্ত্তি—মৃদুমন্দহাস্যমুখী, মনোহর চঞ্চলদৃষ্টি, স্বামিসঙ্গোৎ-সবে হৃষ্টচিত্তা, বিলাসে রোমাঞ্চিতাঙ্গী বড়হংসিকা সর্ব্বত্র বিখ্যাতা।

মালবী—ঋষভ পঞ্চমহীনা ঔড়বজাতীয়া মালবীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর নিষাদ, মালবীতে রজনী মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

নি স গ ম ধ নি।

মূর্ত্তি—নির্ম্মল-গৌরবর্ণা, অতি কামাতুরা মালবী বিরহ-বেদনায় কাতরা ও পাণ্ডুবর্ণা হইয়া স্বামিধ্যানে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে।

পটমঞ্জরী—পঞ্চমাংশগ্রহন্যাসা পটমঞ্জরী সম্পূর্ণজাতীয়া এবং রসিকজনের অতিপ্রিয়া। ইহাতে হৃষ্যকা মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

প ধ নি স রি গ ম প।

মূর্ত্তি—পটমঞ্জরী বিরহযন্ত্রণায় চন্দ্রবদন আনত ও নয়ন-জলে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া অতি দীনভাবে বহুক্ষণ স্বামি-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।

মেঘরাগ।

শৃঙ্গাররসোদ্দীপক সম্পূর্ণজাতীয় মেঘরাগের গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ধৈবত। মেঘে উত্তরায়তা মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—বিহারশীল, প্রগাঢ়নীলদেহ, গম্ভীরনিনাদী, পিঙ্গল-নেত্র ও কামাতুর মেঘরাগ কামিনীগণের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত।

মল্লারী—ষড়্‌জ পঞ্চমহীনা ঔড়বজাতীয়া। মল্লারীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ধৈবত, ইহাতে পৌরবী মূর্চ্ছনার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই রাগিণী বর্ষাকালে অতি সুখপ্রদা হইয়া থাকে।

ধ নি রি গ ম ধ।

মূর্ত্তি—গৌরাঙ্গী, অতিকৃশা, কোকিলবদ্মনোহরকণ্ঠস্বরা, যৌবনকৃতমদনসন্তাপে সন্তপ্তচিত্তা, অতি মলিনবেশা মল্লারী গীতচ্ছলে নিজপতিকে স্মরণ করিয়া বীণাবাদনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে।

সৌরটী—ঋষভহীনা ষাড়বজাতীয়া সৌরটীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর পঞ্চম। কেহ কেহ পঞ্চমের পরিবর্ত্তে ষড়্‌জকেই গ্রহাংশ ন্যাসস্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

প ধ নি স গ ম প অথবা স গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—কন্দর্পের ন্যায় সুচারু গৌরবর্ণা, সৌরটী পীনোন্নত-পয়োধর-পরিশোভমানা, হারবল্লীতে অতি সুশোভিতা ও কর্ণোৎপলসংলগ্ন ভ্রমর ধ্বনিতে বিলগ্নচিত্তা হইয়া স্বামিসন্নিধানে গমন করাতে আবেশে বাহুলতা অতি শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে।

সাবেরী—পঞ্চমহীনা ষাড়বজাতীয়া, ধৈবতবহুলা ও করুণ-রসপ্রধানা সাবেরীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর ষড়্‌জ, ইহাতে মন্দ্রমধ্যমের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

স রি গ ম ধ নি স।

মূর্ত্তি—বিচিত্রবসনা, অতিকোমলাঙ্গী, গৌরবর্ণা, নানা-লঙ্কারভূষিতা, মেঘাঙ্গনা সাবেরী গলদেশে গজমুক্তার হার ও হস্তে একটী ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া অতি প্রসন্নভাবে হাস্য করিতেছে।

কৌশিকী—বাঙ্গালী হইতেই কৌশিকীর জন্ম, ষড়্‌জ ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর, কৌশিকীতে গমকের সহিত মন্দ্রগান্ধারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই রাগিণী হাস্য ও করুণরসেই অধিক প্রযুক্ত হয়।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—শ্যামাঙ্গী, সুবেশধারিণী, কোমলগাত্রা রক্তনয়না, স্বেদবিন্দুসুশোভিতমুখচন্দ্রমা, স্বামিবিচ্ছেদভীতা কৌশিকী পাছে পতির সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই স্বামি-সহচারিণী হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে।

গান্ধারী—পৌরবীমূর্চ্ছনাযুক্তা গান্ধারীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস-স্বর ষড়্‌জ, এই রাগিণী দিবারাত্রির যামার্দ্ধ সময়ে গেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—জটাবিভূষিতা, পবিত্রভাবে মুদ্রিতলোচনা নীলা-ম্বরপরিধানা, মেঘপত্নী গান্ধারী গলদেশে যোগপট্ট ধারণ করিয়া আসনোপরি শান্ত ও সম্রমভাবে উপবিষ্টা রহিয়াছে।

হরশৃঙ্গারা—সম্পূর্ণজাতীয় হরশৃঙ্গারার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস-স্বর ধৈবত, ইহাতে উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ হয়।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—গৌরাঙ্গী, আমোদপ্রিয়া, অতি প্রিয়বাদিনী, মেঘপত্নী হরশৃঙ্গারা নানাজাতীয় গীত ও নৃত্যাদি চতুঃষষ্টি কলায় অতিনিপুণা বলিয়া বিখ্যাতা আছে।

নটনারায়ণ বা নট।

সম্পূর্ণজাতীয় নটনারায়ণের গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর ষড়্‌জ, বহুবিধ গমকান্বিত প্রথমা অর্থাৎ উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনা ইহাতে প্রযুক্তা হয়।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, যোদ্ধ্‌বেশধারী অতি প্রতাপী নটরাগ শত্রুশোণিতে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক অশ্বস্কন্ধে বামবাহু স্থাপন করিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতেছে।

কামোদী—ষড়্‌জগ্রহাংশন্যাসা কামোদীর ন্যাসস্বর মন্দ্র ষড়্‌জ, এই রাগিণী প্রায় করুণ ও হাস্যরসে প্রযুক্তা এবং যামার্দ্ধকালে গেয় হইয়া থাকে।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—হেমবর্ণা কামোদী স্বামীর সহিত জলক্রীড়াকালে পঙ্কজগন্ধে প্রমোদিত হইয়া প্রফুল্ল পদ্মসমূহ চয়ন করিতেছে।

কল্যাণী—সম্পূর্ণজাতীয় কল্যাণীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস-স্বর পঞ্চম, কল্যাণীতে সৌবীরী মূর্চ্ছনা ও তীব্র মধ্যম প্রযুক্ত হয়।

প ধ নি স রি গ ম প।

মূর্ত্তি—গৌরবর্ণা, কোমলাঙ্গী, বিলাসপ্রিয়া, কান্তানুরক্তা, অতি মৃদুভাবযুক্তা, নটাঙ্গনা কল্যাণী অনবরত চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে।

আভীরী—আভীরী গ্রহাংশাদি সর্ব্ববিষয়ে কল্যাণী সদৃশী বলিয়া উক্তা হইয়াছে।

প ধ নি স রি গ ম প।

মূর্ত্তি—প্রস্ফুটিত চম্পককুসুম সদৃশ মনোহর গৌরবর্ণা, হস্তসঞ্চালনে শব্দায়মান কঙ্কণবিভূষিতবাহুলতা আভীরী চন্দ্র-সদৃশ শুভ্রবর্ণ গজমুক্তামালা গলদেশে ধারণ করিয়া শ্রীকণ্ঠ-পর্ব্বতের শিখরে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে।

নাটিকা—বহুবিধ গমকান্বিত সম্পূর্ণজাতীয় নাটিকার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ষড়্‌জ, ইহাতে উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—বিচিত্ররত্নাভরণভূষিতা, মনোহর অতি উৎকৃষ্টবস্ত্র-পরিহিতা, কৃশাঙ্গী নাটিকা গীতভালের প্রতি মনোযোগ-সহকারে রঙ্গস্থলে নৃত্য করিতেছে।

সারঙ্গী—গান্ধারধৈবতহীনা ঔড়বজাতীয়া সারঙ্গীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ষড়্‌জ, সারঙ্গীতে সৌবীরী মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

স রি ম প নি স।

মূর্ত্তি—রঙ্গপ্রিয়া, সারঙ্গী দৃঢ়রূপে কবরীবন্ধন ও হস্তে একটি বীণা ধারণ করিয়া একটি সখীর সহিত কল্পতরুমূলে উপবিষ্টা আছে।

হাম্বীরী—সম্পূর্ণজাতীয় হাম্বীরীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস-স্বর ধৈবত, ইহাতে পৌরবী মূর্চ্ছনা ব্যবহৃত হয়।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—শ্যামাঙ্গী নটভামিনী হাম্বীরী পুষ্পচয়নতৎপরা হইয়া একজন সখীর হস্তধারণপূর্ব্বক এরূপভাবে বিচরণ করিতেছে যে সহসা দেখিলে যেন নৃত্য করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। (সঙ্গীতরত্নাকর)

নারদসংহিতামতে রাগরাগিণী।

মালব, মন্দার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট এই ছয়টি রাগ মধ্যে গণ্য।

ধানসী, মালসী, রামকিরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী ও ভৈরবী এই ছয়টি মালবরাগের স্ত্রী; বেলাবলী, পুরুবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদারিকা এই ছয়টি মন্দারের পত্নী; গান্ধারী, সুভগা, গৌরী, কৌমারী, বন্দারী ও বৈরাগী এই ছয়টি শ্রীরাগের ভার্য্যা; তুড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জ্জরী ও বিভাষা এই ছয়টি বসন্তের গৃহিণী; মালবী, দীপিকা দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ী ও মারহাট্টা, এই ছয়টী হিন্দোলের সহধর্ম্মিণী এবং নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী ও কল্যাণী এই ছয়টি কর্ণাটের জায়া বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

মালবমূর্ত্তি—সুন্দরী রমণীকর্ত্তৃক চুম্বিতবক্ত্র, শুকপক্ষি-সদৃশ শ্যামলবর্ণ, কুণ্ডলধারী, পুষ্পহারে সুশোভিত ও অতি প্রমত্ত মালব রাগ প্রদোষকালে সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিতেছে।

ধানসী—শ্যামাঙ্গী, সুকেশী, ক্ষীণকটী, অম্বুজবৎ রমণীয়-বক্ত্র। ও নীলোৎপলসদৃশনয়না ধানসী ঈষৎ হাস্যবদনে কর্ণ-যুগলে নীলোৎপল ধারণ করিতেছে।

মালসী—বিচিত্রাঙ্গী মালসী কণ্ঠে সুন্দর মৌক্তিক হার ধারণ করিয়া দুই হস্তে দুইটি পদ্ম লইয়া মনোহর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে।

রামকিরী—চন্দ্রাননা, প্রতপ্তকাঞ্চনবর্ণা কমলকর্ণাবতংসা রামকিরী একহস্তে পুষ্পধনু অপর হস্তে পুষ্পশরসমূহ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

সিন্ধুড়া—ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ সুন্দরবর্ণা, অম্বুজাক্ষী, বিচিত্র-রত্নাভরণে ভূষিতা, সুকেশী সিন্ধুড়া স্বামিসমীপে উপবিষ্ট হইয়া কপিলাশ নামক যন্ত্র বাদন করিতেছে।

আশাবরী—জবাকুসুমসদৃশ রক্তবর্ণবক্ত্র।, কৌমবস্ত্রা-চ্ছাদিতসর্ব্বাঙ্গ অতিরসিকা, আট্যশালাগতা আশাবরী দুই হস্তে দুইটি নীলোৎপল ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে।

ভৈরবী—পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোহরপ্রভা, মৃগীসদৃশ সুচারু-নয়না, বিম্বাধরা চতুঃষষ্টিকলা ভৈরবী কোকিলের ন্যায় সুমধুর স্বরে লোকের মন হরণ করিতেছে।

মন্দার—বিহারশীল, অতি সুন্দরমূর্ত্তি, যোষিৎপ্রিয়, অতি ধার্ম্মিক, সুস্বভাবান্বিত, অত্যন্ত কামাতুর, পিঙ্গলনেত্র, সুবেশপ্রিয় মন্দার রাগ সকলের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত।

বেলাবলী—বিচিত্রাভরণভূষিতা, বালা বেলাবলী কবরীতে চম্পকপ্রসূন মাল্যধারণ করিয়া প্রিয়সমাগমের আশায় সঙ্কেতিত প্রফুল্ল-কুসুম-সৌরভে আমোদিত লতাকুঞ্জে অব-স্থিতি করিতেছে।

পুরবী—দূর্ব্বাদলশ্যামতনু, সকামা পুরবী নির্জ্জনে বসিয়া কুচকুম্ভযুগলে অতি কমনীয় পত্রাবলী রচনা করিতেছে।

কানড়া—তন্বী, বিভূষিতাঙ্গী কানড়া পতিবিরহে কাতরা হইয়া মস্তকে জটা পাকান একটি বেণী ধারণ করিয়া বাষ্পা-কুল লোচনে অশোক তরুমূলে যেন একটি হেমলতা পড়িয়া রহিয়াছে।

মাধবী—তড়িৎপ্রভা, চঞ্চলনয়না, অতি সুন্দরী, স্বামি-সোহাগিনী মাধবী মাধবীলতাকুঞ্জে মত্তমাতঙ্গীর ন্যায় কান্তের বদন চুম্বন করিতেছে।

কোড়া—অতি সুন্দরী, গীতনৃত্যের কলাভিজ্ঞা, অতি পবিত্র-দেহা, কুটিলেক্ষণা, বিহারে অতি দক্ষা কোড়া স্বামীর বাম-ভাগে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

কেদারিকা—নীলবর্ণা, সুবৃত্তপয়োধরা কেদারিকা স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে থাকায় কেশ হইতে মনোহর বিন্দু বিন্দু জল পতিত হইতেছে।

শ্রীরাগ।—মূর্ত্তি—পূর্ব্ববৎ।

গান্ধারিকা—অতি বিচিত্রাঙ্গী, সুগন্ধপ্রিয়া, নৃত্যগীতে

অনুরক্তা গান্ধারিকা প্রদোষসময়ে একহস্তে স্বামীর কণ্ঠদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক অপর হস্তে একটী বীণা ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

সুভগা—কবিতারসভাবজ্ঞা সুভগা নানাবিধ রসময়পদার্থ দ্বারা কৌতুক করিতেছে।

গৌরী—শ্যামা, দিব্যরূপা, রসবতী, প্রসন্নচিত্তা, শিব-সীমন্তিনী গৌরী কোকিলের ন্যায় কাকলীস্বরে বিবিধপ্রকার গান করিতেছে।

কৌমারিকা—বিচিত্রাঙ্গী, রাজবিলাসবেশধারিণী কৌমারিকা নির্ম্মল কৌমুদীর আলোকে অতিশয় হৃষ্টচিত্তা হইয়া ভগবতীর পাদপদ্ম সেবা করিতেছে।

বল্লারী—বেণীবদ্ধোত্তমাঙ্গা, পীতবর্ণ বসন ও কাঁচলী পরিধানা, তপ্তকাঞ্চনের কাঞ্চী ও হারে অতিশোভিতা বল্লারী স্নিগ্ধ লাবণ্যে লোকের চিত্ত বিনোদন করিতেছে।

বৈরাগী—মনস্বিনী বৈরাগী মনস্তাপে সন্তপ্ত হইয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিতগণ বৈরাগীর এইরূপ মূর্ত্তি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

বসন্তরাগ।

ইহার মূর্ত্তি—রত্নাকরবর্ণিত মূর্ত্তিসদৃশ।

তুড়ী—জবাকুসুমসদৃশ রক্তবর্ণা, অতি সুশীলা তুড়ী গলদেশে মুক্তাহার ও দুই হস্তে দুইটি চূতাঙ্কুর ধারণ করিয়া অতি মনোহর নৃত্য করিতেছে।

পঞ্চমী—খর্ব্বকায়া, পঞ্চম বেদ অর্থাৎ গান্ধর্ব্ববেদে অভিজ্ঞা পঞ্চমী পায়ে নূপুর পরিধান করিয়া নৃত্যাভিলাষে সঙ্গীত-সভাতে গায়ক সম্প্রদায়ের সহিত গম্ভীরভাবে উপবেশন করিয়া আছে।

ললিতা—চন্দ্রাননা, লোহিতপদ্মনেত্রা, বরাঙ্গনা, ক্রীড়া ও রতিকালে অতি ধীরভাবা ললিতা প্রভাতসময়ে আলুলায়িত কেশসমূহ সংযত করিতেছে।

পটমঞ্জরী—শ্যামা, সুকেশী, পীনস্তনী, সুরূপা পটমঞ্জরী পতিবিরহে অতি কাতর হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া থাকাতে সখীবৃন্দের নিকট পরিহাসাস্পদ হইতেছে।

গুর্জ্জরী—নৃত্যকলাভিজ্ঞা গুর্জ্জরী প্রদোষসময়ে স্বামি-সন্নিধানে গমনোৎসুকা হইয়া কর্ণোৎপলসংলগ্ন মধুব্রতের মনোহর মধুর গুঞ্জন শ্রবণ করিতেছে।

বিভাষা—অতি মনোহারিণী, স্বর্ণহারভূষিতা, ও সমস্ত ভাষাকুশলা বিভাষা অতি বিবেচনা সহকারে নিজ শিষ্যবৃন্দকে সঙ্গীতশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেছে।

হিন্দোল—লীলাবিলাসে ভূপতিত এবং তৎক্ষণাৎ সখীগণ কর্ত্তৃক উত্থাপিত হিন্দোল রাগ গীতরসে বিদগ্ধ রসিকগণের মন বিমোহিত করিতেছে।

ময়ূরী—ময়ূরী রাগিণী ময়ূরের কেকারব শ্রবণে উৎসুকা ও ময়ূর-দর্শনে অতি আনন্দিতা হইয়া ময়ূরগণের সহিত সর্ব্বদা নৃত্য করিতে অতিশয় ভালবাসে।

দীপিকা—রক্তপুষ্পমাল্যে সুশোভিতা ও অরুণবস্ত্রপরিধানা দীপিকা সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু ধারণ করিয়া সন্ধ্যাসমাগমে প্রদীপ হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

দেশকারী—দেশকারী সখীগণের সহিত নির্জ্জনে বসিয়া একখানি দর্পণে নিজ স্তনদ্বয়ে নখক্ষত চিহ্ন অবলোকন করিতেছে।

পাহিড়া—পাহিড়া পতির বিদেশগমনবার্ত্তা শ্রবণে প্রেমানুরাগে অতি কাতর হইয়া স্থানান্তর-গমনতৎপর স্বামীর চরণযুগল ধারণ করিয়া বিদেশগমনে নিষেধ করিতেছে।

বরাড়ী—স্বামিবিরহে অতি কৃশাঙ্গী, অশ্রুপর্য্যাকুললোচনা, খিদ্যমানা বরাড়ী একখানি নীলবস্ত্র পরিধান করিয়া ধরণীতলে পতিত থাকিয়া স্বামীর সানুরাগ বাক্য সকল স্মরণ করিতেছে।

মারহাটী—মারহাটী ক্রীড়াকালে স্বামীর হঠাৎকৃত অতি সামান্য প্রথমাপরাধে মানিনী হইতে ইচ্ছুক হইয়াও অতি সরল স্বভাবপ্রযুক্ত মান না করিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিল।

কর্ণাট রাগ।

শ্বেতোষ্ণীষধারী, ময়ূরকণ্ঠসদৃশ সুন্দরদেহ কান্তিবিশিষ্ট কর্ণাটরাগ অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি তীক্ষ্ণধার কৃপাণহস্তে মৃগয়ার্থ গমন করিতেছে।

রামকেলীমূর্ত্তি—অতি লাবণ্যবতী, করুণার্দ্রচিত্তা, নানা সুগন্ধ প্রসূননিচয়ে ইষ্টপূজানিরতা রামকেলী সর্ব্বদা 'শ্রীরাম-রাম' এই মহামন্ত্র জপ করিতেছে।

গড়ামূর্ত্তি—ক্ষীণকটী, বৃহন্নিতম্বা, পীনস্তনী, নৃত্যগীতাদি কলাসমূহে বিপুলা গড়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা সমস্ত লোকের মন বিমোহিত করিতেছে।

কামোদীমূর্ত্তি—পূর্ব্বে কামোদীর মূর্ত্তি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলেও ঠিক সেই ভাবে বর্ণিত থাকাতে পুনরুল্লেখ করা গেল না।

কল্যাণীমূর্ত্তি—শরীরের লাবণ্য ও লীলাতে অতি সুশোভনা কল্যাণী স্বগৃহে নৃত্য করিতেছে এবং তাহাতে অঙ্গে পরিহিত কেয়ূর, নূপুর ও ঘুঙুরের অতি মনোহরধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

হনুমন্মতানুযায়ী রাগরাগিণীর বিষয় বলা যাইতেছে। অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ছয় রাগ ও প্রত্যেকের ছয়টী করিয়া রাগিণী কল্পনাপূর্ব্বক সাকল্যে রাগরাগিণীর সংখ্যা বিয়াল্লিশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু হনুমন্মতে ছয়রাগ ও প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া রাগিণী কল্পিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার মতে রাগরাগিণীর সংখ্যা ছত্রিশ বৈ হয় না, এবং সেই সকল রাগরাগিণীর নামাদি এস্থলে প্রকাশিত হইতেছে যথা :—ভৈরব, মালব কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ এই ছয়টি পুরুষরাগ এবং মধ্যমাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা ও সৈন্ধবী এই পাঁচটী ভৈরবের; তোড়ী, খাম্বাবতী, গৌরী, গুণকিরী ও ককুভা এই পাঁচটী কৌশিকের; বেলাবলী, রামকিরী, দেশাখ্যা, পটমঞ্জরী ও ললিতা এই পাঁচটী হিন্দোলের; কেদারী, কানড়া, দেশী, কামোদী ও নাটিকা এই পাঁচটী দীপকের; বাসন্তী, মালবী, মালশ্রী, ধনাসিকা ও আশাবরী এই পাঁচটী শ্রীর ও মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জ্জরী ও টঙ্কা এই পাঁচটী মেঘরাগের ভার্য্যা।

ভৈরব।

ভৈরব—ভৈরবের স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ।

মধ্যমাদী—সম্পূর্ণজাতীয়া মধ্যমাদীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস-স্বর মধ্যম, ইহাতে মধ্যমাদী মূর্চ্ছনার প্রয়োগ হয়। ঋষভ-ধৈবতহীন ঔড়বজাতি মধ্যেও গণিত।

ম প ধ নি স রি গ ম অথবা ম প নি স গ ম।

মূর্ত্তি—স্বর্ণবর্ণা, কমলায়তাক্ষী, কুঙ্কুমলিপ্তদেহা মধ্যমাদীর স্বামী তাহাকে সহাস্যবদনে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছে।

ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটী ও সৈন্ধবীর স্বরগ্রামাদি পূর্ব্ববৎ।

মালব-কৌশিক।

সম্পূর্ণজাতীয় মালব কৌশিকের গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ষড়্জ, ইহাতে উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—অতিবীর, বীরসমাজে বীর্য্যপ্রকাশক, বীরপুরুষগণে পরিবেষ্টিত, লোহিত বর্ণ মালব-কৌশিকরাগের হস্তে একগাছি রক্তবর্ণ যষ্টি ও গলদেশে শত্রুগণের মুণ্ডমালা শোভা পাইতেছে।

তোড়ী—তোড়ীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ।

খাম্বাবতী—পঞ্চমবর্জ্জিত ষাড়বজাতীয় খাম্বাবতীর গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ধৈবত। এই রাগিণীতে পৌরবী মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

ধ নি স রি গ ম ধ।

মূর্ত্তি—সৌন্দর্য্য লাবণ্যে পরিপূর্ণা, কোকিল স্বরতুল্য মিষ্ট-ভাষিণী প্রিয়বাদিনী, গানপ্রিয়া অতি রসবতী, মালব কৌশিক-পত্নী খাম্বাবতী শ্রোতার মনে অতি সুখ প্রদান করিতেছে।

গৌরী—গৌরীর স্বরগ্রামাদি পূর্ব্ববৎ।

মূর্ত্তি—শ্যামা, অতি মধুর মৃদুভাষিণী, কৌতূহলপূর্ণা গৌরী অতি রমণীয় আম্র মুকুল দ্বারা কর্ণভূষণ করিতেছে।

গুণকিরী—গুণকিরীর স্বর গ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ।

ককুভা—সম্পূর্ণজাতীয়া ককুভার গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ধৈবত, এই রাগিণী শৃঙ্গাররসেই বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়, ইহাতে উত্তরায়তা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—চম্পকদাম-পরিহিতা, দেখিতে অতি সুন্দরী, মনো-হারিণী, চন্দ্রাননা, অতি দানশীলা, রতিচিহ্নমণ্ডিতা ও অতি পরিষ্কৃতদেহা ককুভা ইতস্ততঃ চঞ্চল কটাক্ষপাত করিতেছে।

হিন্দোল।

হিন্দোলের স্বরগ্রামাদি পূর্ব্বোক্ত হিন্দোলিকা সদৃশ।

মূর্ত্তি—খর্ব্বাকার, কপোতদ্যুতি, কামুক হিন্দোল সুন্দরী রমণীকর্ত্তৃক আন্দোলিত দোলায় উপবেশন করিয়া ক্রীড়া সুখ অনুভব করিতেছে।

বেলাবলী—বীররসপ্রধান সম্পূর্ণজাতীয় বেলাবলীর গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ধৈবত, ইহাতে সৌবীরী মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—নীলসরোজবর্ণা, বিশালনিতম্বা বেলাবলী সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া স্বামীকে সঙ্কেত করিয়া বিলাসগৃহে উপবেশন পূর্ব্বক কন্দর্পকে ইষ্টদেবতার ন্যায় মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিতেছে।

রামকিরী—রামকিরীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ।

দেশাখ্যা—ঋষভবর্জ্জিতা ষাড়বজাতীয়া দেশাখ্যার গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর গান্ধার, ইহাতে হারিণাশ্বা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ইহাকে সম্পূর্ণজাতি মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন।

গ ম প ধ নি স গ অথবা গ ম প ধ নি স রি গ।

মূর্ত্তি—অতি দীর্ঘাকারা, অত্যন্ত কোপনস্বভাবা, বীররসে রোমাঞ্চিতগাত্রা, চন্দ্রাননা দেশাখ্যা মস্তকে হাত তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

পটমঞ্জরী—পটমঞ্জরীর স্বরগ্রামাদি পূর্ব্ববৎ।

মূর্ত্তি—স্বামিবিরহবিধুরা, অতিকৃশা, মাল্যধারিণী, ধূলি-ধূসরাঙ্গী পটমঞ্জরীকে প্রিয়সঙ্গিনীগণ নানাপ্রকার আশ্বাস-বাক্যে সান্ত্বনা করিতেছে।

ললিতা—ঋষভ-পঞ্চম-বর্জ্জিতা ঔড়বজাতীয়া ললিতার গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্জ, ইহাতে শুদ্ধমধ্যা মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত

হয়। কেহ কেহ ইহাকে সম্পূর্ণজাতি মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। সম্পূর্ণজাতিবাদীদিগের মতে ইহার গ্রহাদি ষড়্‌জ না হইয়া ধৈবত হইয়া থাকে।

স গ ম ধ নি স অথবা ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদ-মালাশোভিতা, অত্যন্ত গৌরবর্ণা, সুলোচনা, বিলাসবেশধারিণী যুবতী ললিতা প্রভাতসময়ে সহসা শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

দীপক।

সম্পূর্ণজাতীয় দীপকের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্‌জ, গায়কেরা ইহাকে শুদ্ধমধ্যা মূর্চ্ছনাযোগে ন্যাস করিয়া থাকে।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—বালিকা-রমণী-রমণেচ্ছু দীপক লজ্জাবশতঃ প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিলেও রমণকালে বালার বস্ত্র উন্মোচন করাতে তাহার শিরোভূষণস্থ মণির আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হওয়ায় অতি লজ্জিত হইল।

কেদারিকা—কেদারিকার স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

কানড়া—সম্পূর্ণজাতীয়া কানড়ার গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর বিকৃত নিষাদ, ইহাতে মার্গী মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়। কানড়া রাগিণী শুনিতে অতি মধুর।

নি স রি গ ম প ধ নি।

মূর্ত্তি—অতি সুন্দরী কানড়া একহস্তে কৃপাণ ও অপর হস্তে গজদন্তখণ্ড ধারণপূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে অবস্থিত সুরচারণগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছে।

দেশী—দেশীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

কামোদী—পৌরবী মূর্চ্ছনাযুক্ত সম্পূর্ণজাতীয়া কামোদীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ধৈবত, এই রাগিণী প্রায় মল্লারের কাছে কাছেই গেয় হইয়া থাকে।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—অতি সুন্দরী, পীতবস্ত্রপরিধানা, কান্তানুসারিণী কামোদী বনমধ্যে গিয়া পতিকে দেখিতে না পাইয়া ও কোকিলধ্বনিশ্রবণে অতি কাতরা হইয়া ভীতমনে দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে।

নাটিকা—নাটিকার স্বরগ্রামাদি পূর্ব্বোক্তবৎ।

মূর্ত্তি—সুবেশা নাটিকা পতিবিরহে অতিবিহ্বল হইয়া সমীপস্থ একটি কাককে অতি আদরের সহিত বিদেশস্থ স্বামীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে।

শ্রীরাগ।

শ্রীরাগের স্বরগ্রামাদি পূর্ব্বোক্তবৎ।

মূর্ত্তি—অষ্টাদশবৎসর বয়স্ক, কন্দর্প সদৃশ মনোহরমূর্ত্তি, অতি ধীরপ্রকৃতি, রক্তবস্ত্রপরিহিত, রাজার ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত শ্রীরাগ কর্ণে নব পল্লবের ভূষণ ধারণ করিতেছে।

বাসন্তী—উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনাভূষিতা সম্পূর্ণজাতীয়া বাসন্তীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ষড়্‌জ।

স রি প ম ধ নি স।

মূর্ত্তি—ময়ূরপুচ্ছে বাঁকাচূড়া, ইন্দীবরশ্যামবর্ণা, অতি সুন্দরী বাসন্তী আম্রমুকুলে কর্ণ সুশোভিত করাতে তাহাতে অলিকুল আকুল হইয়া অতি মধুর গুঞ্জন করিতেছে।

মালবী—মালবীর স্বরগ্রামাদি পূর্ব্বোক্তবৎ।

মূর্ত্তি—শুকদ্যুতি, কুণ্ডল ও কুসুম-মালায় সুশোভিতা, প্রমত্তভাবা মালবী প্রদোষসময়ে স্বামিকর্ত্তৃক চুম্বিত হইয়া সঙ্কেতশালাতে প্রবেশ করিতেছে।

মালবশ্রী—মালবশ্রীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

ধানশ্রী—ঋষভহীনা ষাড়বজাতীয়া ধানশ্রীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ষড়্‌জ, ইহাতে উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ হয়। এই রাগিণী প্রায়ই বীররসে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

স গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—নবদূর্ব্বাদলের ন্যায় মনোহর শ্যামতনু, ধানশ্রী পতিবিরহে কাতর হইয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া স্বামীর চিত্রপট অঙ্কিত করিতেছে।

আশাবরী—করুণরসনির্ভরা, ঋষভ-গান্ধার-পরিহীনা ঔড়ব জাতীয়া আশাবরীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ধৈবত, কাহারও মতে পঞ্চমহীন ষাড়বজাতীয়া আশাবরীর গ্রহ, অংশ স্বর মধ্যম, কিন্তু ন্যাস ধৈবত।

ধ নি স ম প ধ অথবা ম ধ নি স রি গ ম।

মূর্ত্তি—শিখিপুচ্ছবিনির্ম্মিত অতি সুশোভন-বস্ত্রপরিধানা গজমুক্তাহারে ভূষিতা বক্ষঃস্থল নীলবর্ণা, আশাবরী শ্রীখণ্ড শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া চন্দনতরু হইতে সর্প আকর্ষণ পূর্ব্বক হস্তে বলয়ের ন্যায় ধারণ করিতেছে।

মেঘ।

মেঘের স্বরগ্রামাদি পূর্ব্বোক্তবৎ।

মূর্ত্তি—নীলোৎপল শ্যামলকান্তি, চন্দ্রসদৃশ মুখশ্রী, পীতাম্বরপরিধান, পীযূষবৎ মন্দ মন্দ হাস্যবক্ত্র, বীররসপ্রধান, যুবা মেঘরাগ, তৃষিত চাতককর্ত্তৃক বারি যাচ্যমান হইয়া ঘনঘটা মধ্যে বিরাজ করিতেছে।

মল্লারী—মল্লারীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

দেশকারী—সম্পূর্ণজাতীয়া দেশকারীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস

ষড়্জ, ইহাতে উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনাপ্রযুক্ত হয়। এই রাগিণী প্রায়ই বৈরাটীর সহিত মিশ্রিত থাকে।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—যৌবনপ্রভাবে পরিপূর্ণসর্ব্বাঙ্গা, পীনস্তনী, চন্দ্রমুখী, কমলায়তাক্ষী, সুকেশী, ও সুবর্ণবর্ণা দেশকারী পতির সহিত নানা কেলিকলারসে মগ্ন রহিয়াছে।

ভূপালী—ভূপালীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

গুর্জ্জরী—গুর্জ্জরীর স্বরগ্রামাদি পূর্ব্বোক্তবৎ।

মূর্ত্তি—শ্যামা, সুকেশী গুর্জ্জরী চন্দনপল্লবরচিত অতি কোমল শয্যায় বসিয়া বীণাদ্বারা শ্রুতি ও স্বরের বিভাগ করিতেছে।

টঙ্কা—সম্পূর্ণজাতীয়া টঙ্কার গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্জ, ইহাতে উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনার প্রয়োগ হয়।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণা, বিয়োগিনী টঙ্কা নলিনীদলনির্ম্মিত শয্যাশয়িত, অতিবিষণ্ণ, স্বামীকে আরাধনা করিতেছে।

রাগার্ণবের মতে রাগ ও রাগিণীর এরূপ পুংস্ত্রীভেদ নাই, সকলই রাগ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তন্মতানুযায়ী রাগ সকলের নাম প্রদর্শিত হইতেছে। যথা:—ভৈরব, পঞ্চম, নাট, মল্লার, গৌড়মালব ও দেশাখ্য এই ছয়টি প্রধান রাগ। বাঙ্গালী, গুণকিরী, মধ্যমাদী, বসন্ত ও ধানশ্রী, এই পাঁচটি ভৈরবাশ্রিত; ললিতা, গুর্জ্জরী, দেশী, বরাড়ী ও রামকৃৎ, এই পাঁচটি পঞ্চমাশ্রিত; নটনারায়ণ, গান্ধার, সালগ, কেদার ও কর্ণাট এই পাঁচটি নাটাশ্রিত; মেঘ, মল্লারিকা, মালকৌশিক, পটমঞ্জরী ও আশাবরী, এই পাঁচটি মল্লারাশ্রিত; হিন্দোল, ত্রিবণ, আন্ধারী, গৌরী ও পটহংসিকা এই পাঁচটি গৌড়মালবাশ্রিত; ভূপালী, কুড়ারী, কামোদী, নাটিকা ও বেলাবলী, এই পাঁচটি দেশাখ্যাশ্রিত।

সঙ্গীতনারায়ণধৃত সঙ্গীতসারের মত প্রদর্শিত হইতেছে। যথা:—শ্রী, নট্ট, কর্ণাট, বেধগুপ্ত, বসন্ত, শুদ্ধভৈরব, বাঙ্গাল, সোম, আম্রপঞ্চম, কামোদ, মেঘ, দ্রাবিড়গৌড়, বরাটী, গুর্চ্জরী, তোড়ী, মালবশ্রী, সৈন্ধবী, দেবক্রী, রামক্রী, প্রথমমঞ্জরী, নট্টা, বেলাবলী ও গৌড়ী, ইত্যাদি রাগ সম্পূর্ণজাতীয়। আদিপদে নাটাদি আরও কতকগুলি রাগ পরিগণিত হইয়াছে।

শ্রী—শ্রীরাগের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্জগ্রামের ষড়্জ, বীর ও শৃঙ্গাররসে সায়ংকালে গেয়, ইহাতে মধ্যমের ভাগ অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স রি গ ম প ধ নি স।

শ্রীরাগের মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

নট্ট—নট্টের গ্রহাংশাদি শ্রীরাগের ন্যায়, কিন্তু ইহাতে শ্রীরাগের ন্যায় স্বল্পমধ্যম লাগে না এবং মন্দ্র নিষাদ, তার স রি ও উৎকট গমকের প্রয়োগ হয়।

নট্টের মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত নট্টনারায়ণের মত।

কর্ণাট—কর্ণাটের গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর নিষাদ, কিন্তু অপরাপর বিষয়ে কতকটা শ্রীরাগসদৃশ।

কর্ণাটের মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

বেধগুপ্ত—বেধগুপ্তে ষড়্জ, ঋষভ ও মধ্যম এই তিনটি স্বর অন্যান্য স্বরাপেক্ষা অধিকভাবে প্রযুক্ত হয়, তন্মধ্যে ঋষভ গ্রহ ও অংশ এবং মধ্যম ন্যাস হইয়া থাকে। ইহা বীররসপ্রধান রাগমধ্যে গণ্য।

রি গ ম প ধ নি স ম।

অতি গৌরকান্তি বেধগুপ্ত রতিক্লিষ্টা,রতিশ্রমে দীর্ঘনিশ্বাস-পরিত্যাগিনী স্বীয় সীমন্তিনীকে নিজঅঙ্কে শায়িত করিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতেছে।

বসন্ত—বসন্তের স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

শুদ্ধভৈরব—শুদ্ধভৈরবের গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ধৈবত, ইহাতে গমকের সহিত মন্দ্রগান্ধার প্রযুক্ত হয়। এই রাগ মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গান করা বিধেয়।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—নীলকণ্ঠ, শশিশেখর, ত্রিলোচন, অতি প্রচণ্ডমূর্ত্তি শুদ্ধ-ভৈরব বহু পদাতিতে পরিবেষ্টিত হইয়া হস্তে ঢাল তলবার ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

বঙ্গাল—কৌশিক হইতে জাত বঙ্গালের গ্রহ, অংশ, ন্যাস-স্বর ষড়্জ, ইহা গমকযুক্ত মন্দ্র গান্ধারের সহিত করুণ ও হাস্যরসে গেয়।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—অতি প্রচণ্ড স্বভাব অল্পবয়স্ক, দেখিতে অতি সুন্দর, সহাস্যবদনে বঙ্গাল কটীতটে মনোহর চন্দ্রহার ও গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ করিয়া শোভিত হইয়াছে।

সোম—সোমরাগের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্জ, এই রাগে তার নিষাদ ও ঋষভ, পঞ্চম বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়। সোমরাগ বর্ষাপ্রারম্ভে বীররসে গেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—অমৃতের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ, অতি কামুক সোমরাগ সুরতশ্রমে কম্পিতহস্ত, আলস্যপূর্ণ লোচন হইয়া মালা-

ভূষিতাঙ্গী নিজকান্তাকে আপনার বক্ষঃস্থলে শায়িত করিয়া সুরতব্যাপারে রত রহিয়াছে।

আম্রপঞ্চম—মধ্যম গ্রাম গোচর আম্রপঞ্চমের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর গান্ধার।

গ ম প ধ নি স রি গ।

মূর্ত্তি—কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় সুন্দরমূর্ত্তি, চন্দনলিপ্তসর্ব্বাঙ্গ আম্রপঞ্চম বীণাসহকারে গান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কামোদ—বহু গমকান্বিত কামোদের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্জ, এই রাগ যামার্দ্ধসময়ে করুণ ও হাস্যরসে গীত হইয়া থাকে।

স রি গ ম ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—মৃগচর্ম্মপরিধায়ী কামোদ গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণকরত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে।

মেঘ—ধৈবত গ্রহাংশ ন্যাসযুক্ত মেঘরাগ বর্ষাগমে গেয়, ইহাতে মন্দ্রস্বরের প্রয়োগ হইবে না।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—পীতাম্বরপরিধান, গাঢ় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, নানাভূষণে ভূষিত মেঘরাগ নিজ প্রণয়িনীর সহিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া প্রেমালাপ করিতেছে।

দ্রবিড়-গৌড়—দ্রবিড় গৌড়ের গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর নিষাদ, কিন্তু ইহাতে ষড়্জ ও পঞ্চম বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়। এই রাগ নিশাকালে বীর ও শৃঙ্গাররসেই অধিকাংশ স্থলে গেয়।

নি স রি গ ম প ধ নি।

মূর্ত্তি—বিপ্রকুলোদ্ভব যুবক দ্রবিড়গৌড়ের বর্ণ চন্দ্রসদৃশ মনোহর, কুঞ্চিত কুন্তলদাম গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত, গলদেশে পুষ্পহার, হস্তে একটি সমৃণাল অরবিন্দ শোভা পাইতেছে।

বরাটী—বরাটীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ষড়্জ, এক প্রহরের মধ্যে ইহার গানবিধি। বরাটীর মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

গুর্জ্জরী—গুর্জ্জরীর স্বর গ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ, বিশেষ ইহা রাত্রিকালে শৃঙ্গার রসে গেয়।

তোড়িকা—তোড়িকার গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর মধ্যম, মধ্যাহ্ন সময়ে শৃঙ্গার ও বীররসে ইহার গান বিধি।

ম প ধ নি স রি গ ম।

মূর্ত্তি—প্রফুল্ল পঙ্কেরুহ সদৃশ লোচনা তোড়িকা গলে নীলকমলের মাল্য পরিধান করিয়া একটি মৃগনাভি হস্তে করত অরণ্যের সন্নিহিত প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছে।

মালবশ্রী—মালব কৌশিক হইতে উৎপন্ন মালবশ্রীর অংশ, গ্রহ, ন্যাস স্বর ষড়্জ, ইহা ভগবতীর প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—শ্যামা, কৃশাঙ্গী, মৃদুস্বভাবা মালবশ্রী বিল্ববৃক্ষ মূলে বসিয়া কতকগুলি নীলপদ্মের দল হস্তে করিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

সৈন্ধবী বা সিন্ধুড়া—সৈন্ধবী পঞ্চম হইতে উৎপন্না, ইহার গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর পঞ্চম। এই রাগিণী মধ্যাহ্নকালের পরে করুণ শৃঙ্গার রসে গেয়।

প ধ নি স রি গ ম প।

ইন্দীবরশ্যামা, আকর্ণনয়না, সুকেশী ও নানালঙ্কারভূষিতা সৈন্ধবী কান্তসমীপে বসিয়া একটি কলাসনামক বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতেছে।

দেবক্রী বা দেবকৃতি—দেবকৃতির গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্জ, ইহা সর্ব্বঋতুর সকল সময়েই বীররসে গীত হইয়া থাকে।

স রি গ ম প ধ নি স।

শ্যামা দেবকৃতি উদ্যানমধ্যে একটি সখীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতেছে।

রামক্রী—রামক্রীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত রামকিরীর ন্যায়।

প্রথমমঞ্জরী—প্রথমমঞ্জরীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত পটমঞ্জরীবৎ।

নট্টা—নট্টার স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

বেলাবলী—বেলাবলীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তবৎ।

গৌড়ী—গৌড়ীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর ষড়্জ, ইহার সমুদয় স্বরই প্রায় গমকযুক্ত এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে প্রযুক্ত হয়।

স রি গ ম প ধ নি স।

গৌরবর্ণা গৌড়ী রতির সহিত কামদেবকে হরিচন্দনাদি বিবিধোপচারে পূজা করিতেছে।

নাট—নাটের স্বরগ্রামাদি ও মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত নটসদৃশ।

ঘণ্টারব—ঘণ্টারবের গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর ধৈবত, এই রাগ সকল সময়েই গীত হইতে পারে।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

তপ্ত কাঞ্চনসদৃশ সুবর্ণ ঘণ্টারব তুরঙ্গমস্কন্ধে আরোহণ করিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত শরাসন আস্ফালন করত অতি ভীষণ ঘণ্টারবে রিপুসৈন্যদলকে দলিত করিয়া রণমধ্যে বিচরণ করিতেছে।

নট্টনারায়ণ—নট্টনারায়ণের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ধৈবত, এই রাগ দিবাভাগে গেয়।

ধ নি স রি গ ম প ধ।

নবীন যুবাপুরুষ নট্টনারায়ণ শ্রীবেশ ধারণ করিয়া সঙ্গীত-

শাস্ত্রের ভ্রান্তমতের নিরাস করত বিশুদ্ধ তাললয়ে অতি মনোহর গান করিতেছে।

ভূপতি—ভূপতির গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর মধ্যম, এই রাগ দিবাভাগে করুণরসে গেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

ম প ধ নি স রি গ ম।

শ্যামাঙ্গ ভূপতি মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, দুইপার্শ্বে দুইজন কিঙ্কর শ্বেতচামর ব্যজন করিতেছে, পশ্চাতে একজন মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

শঙ্করাভরণ—শঙ্করাভরণের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর নিষাদ, এই রাগ রাত্রিকালে বীররসে গেয়।

নি স রি গ ম প ধ নি।

শঙ্করাভরণের পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অঙ্গে সর্পের ভূষণ ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্মরাশি শোভা পাইতেছে।

ষাড়বজাতি—গৌড়, কর্ণাটগৌড়, দেশী, ধন্নাসিকা, কোলাহল, বল্লারী, দেশাখ্যা, শাবেরী, সুস্থাবতী, হর্ষপুরী, মাধবাদি, ছল্লিকা, ইত্যাদি রাগগুলি ষাড়বজাতিমধ্যে পরিগণিত। ইত্যাদি পদে শ্রীকণ্ঠ, ভৌলী, তারা, মালবগৌড়, শুদ্ধাবীরী, মধুকরী, ছায়া ও নীলোৎপলা এই কয়েকটির গ্রহণ হইয়াছে। ষাড়বরাগ গানে সংগ্রামে জয়লাভ, লাবণ্য-বৃদ্ধি ও সর্ব্বত্র গুণকীর্ত্তন হইয়া থাকে।

গৌড়—পঞ্চমহীন ষাড়বজাতীয় গৌড়ের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর নিষাদ, ইহাতে ঋষভ অতি অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত হয়, এই রাগ দিবসের শেষভাগে বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয় হইয়া থাকে।

নি স রি গ ম ধ নি।

দ্বিজকুলোদ্ভব গৌড় শুভ্রাম্বর পরিধান করত বিশুদ্ধাসনোপবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজল ও নীলোৎপল দ্বারা দেবদেব মহাদেবের অর্চ্চনায় রত আছে।

কর্ণাটগৌড়—পঞ্চমহীন কর্ণাটগৌড়ের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর নিষাদ এবং অপরাপর বিষয়ে কর্ণাটের ন্যায়।

নি স রি গ ম ধ নি।

স্বর্ণপ্রভ, বিশালনয়ন, কলাকৌশলাভিজ্ঞ, বিদ্বান্, অতি ধর্ম্মাত্মা কর্ণাটগৌড় রুদ্রাক্ষমালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে।

দেশী—বেধগুপ্তোদ্ভব ধৈবতবর্জ্জিত দেশীর গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ঋষভ, এই রাগিণী একপ্রহরের মধ্যে শান্তি ও করুণ রসে গেয়।

রি গ ম প নি স রি।

গজেন্দ্রগমনা, হরিণনয়না, নীলোৎপলবর্ণা, অতিপৃথুলনিতম্বা, ভুজঙ্গবদ্বেণীবদ্ধা, অতিকৃশাঙ্গী ও পৌতকুসুমরাগা দেশী অতি সুমধুর ভাবে হাস্য করিতেছে।

ধন্নাসিকা—শুদ্ধকৌশিকজাতা ঋষভবর্জ্জিতা ধন্নাসিকার গ্রহ, অংশস্বর ষড়্জ এবং ন্যাসস্বর মধ্যম, এই রাগিণী সকল সময়েই বীর ও শৃঙ্গাররসে প্রযুক্ত হয়।

স গ ম প ধ নি স।

মনোহর শ্যামতনু, বালিকা, অতি নিপুণা ধন্নাসিকা একখানি চিত্রফলকে নিজ প্রিয়তমের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছে, কিন্তু চক্ষুর জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে।

কোলাহল—পঞ্চমবর্জ্জিত কোলাহলের গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ষড়্জ, ইহাতে মন্দ্র মধ্যম ও ধৈবত প্রযুক্ত হয়, তন্মধ্যে গমকান্বিত মধ্যমের প্রয়োগ বিস্তৃতভাবে দেখা যায়। এই রাগিণী কলহ সময়েই গেয়।

স রি গ ম ধ নি স।

মূর্ত্তি—উন্মত্তপুংস্কোকিলবৎ সুকণ্ঠ, কৃষ্ণাঙ্গ, বংশীধ্বনিশ্রবণোৎসুক, তরুণবয়স্ক কোলাহল নাদস্বরে কৃষ্ণগুণগাথা গান করিতেছে।

বল্লারী—বরাটীর উপাঙ্গস্বরূপা, ঋষভহীনা, মন্দ্র ধৈবত ভূষিতা বল্লারীর গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্জ, এই রাগিণী শৃঙ্গাররসে বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়।

স গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—শ্যামা, যুবককান্তের প্রতি ক্রুদ্ধা বল্লারী সখাকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও কান্তের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া আছে।

দেশাখ্যা—ঋষভবর্জ্জিত তার গান্ধার ভূষিত দেশাখ্যের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্জ।

স গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—বাহুযুদ্ধপ্রিয়, বিশালবাহু, অত্যুন্নতদেহ, স্বর্ণবর্ণ, অতি তেজস্বী দেশাখ্য রাগ বাহ্বাস্ফোটন করাতে সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ শোভা পাইতেছে।

শাবেরী—পঞ্চমহীন শাবেরীর গ্রহ, অংশস্বর মধ্যম, ন্যাস স্বর ধৈবত, এই রাগিণী মন্দ্রমধ্যমা, স্বল্প ষড়্জা ও করুণরসে গেয় হইয়া থাকে।

ম ধ নি স রি গ ধ।

মূর্ত্তি—উজ্জ্বলনীলবর্ণা, গজমুক্তাহারপরিধানা শাবেরী শ্রীখণ্ড শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া চন্দনতরু হইতে ভুজঙ্গ আকর্ষণ করত হস্তে বলয়ের ন্যায় পরিধান করিতেছে।

সুস্থাবতী—গমকযুক্ত গান্ধার-মধ্যমান্বিত পঞ্চমহীনা সুস্থাবতীর গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ধৈবত, এই রাগিণী রাত্রিকালে শৃঙ্গাররসে গীত হইয়া থাকে।

ধ নি স রি গ ম ধ।

মূর্ত্তি—কুন্দকুসুমসদৃশা সুন্দরদশনা সুস্থাবতী শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্র বসন পরিধান করিয়া ব্রহ্মাণীর পরিচর্য্যায় নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হর্ষপুরী—মালব কৌশিক হইতে জাত পঞ্চমবর্জ্জিত হর্ষপুরীর গ্রহ, অংশ ষড়্‌জ ও ন্যাস ধৈবত; এই রাগিণী বিজয়সময়ে প্রযুক্ত হয়।

স রি গ ম ধ নি ধ।

মূর্ত্তি—বিলেপনদ্রব্যে দৃঢ়ানুরাগা, মুগ্ধস্বভাবা, মনোহর মূর্ত্তিমতী, প্রৌঢ়া হর্ষপুরী নিশাবসানে রমণান্তে স্বামীর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে।

মাধবাদি—ধৈবতহীন মাধবাদির গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর পঞ্চম, ইহাতে মন্দ্র মধ্যম প্রযুক্ত হয়, এই রাগ মেঘাচ্ছন্ন দিবসে শৃঙ্গাররসে গীত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে মল্লারি বলেন।

প নি স রি গ ম প।

মূর্ত্তি—কমনীয় মূর্ত্তি, গৌরবর্ণ, বৃদ্ধ মাধবাদি রাগ কৃষ্ণাজিনাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া নারদ ও তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের সহিত সঙ্গীতালাপ করিতেছে।

হুঞ্জিকা—পঞ্চমবর্জ্জিত হুঞ্জিকার গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ধৈবত, ইহাতে গমকযুক্ত ষড়্‌জ ও মধ্যমের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই রাগিণী তৃতীয় প্রহরের পরে শৃঙ্গাররসে গীত হইয়া থাকে।

ধ নি স রি গ ম ধ।

মূর্ত্তি—নবদূর্ব্বাদলশ্যামল হুঞ্জিকার স্বামী বলপ্রকাশপূর্ব্বক হুঞ্জিকাকে বিবস্ত্রা করিয়া আপনার উরুদেশে বসাইয়া দক্ষিণহস্তে তাহার গলদেশ বেষ্টন করতঃ বামহস্তে কুচমর্দ্দন করিতেছে।

শ্রীকণ্ঠিকা—গান্ধারহীন শ্রীকণ্ঠিকার গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ধৈবত, এই রাগিণী বীররসে গেয়।

ধ নি স রি ম প ধ।

মূর্ত্তি—শ্যামাঙ্গী শ্রীকণ্ঠিকা স্বামীর আর্দ্র কেশকলাপ, নিজ হস্তে নাড়িয়া শুষ্ক করাতে হস্তোপরিস্থিত সুবর্ণবলয় সুমধুর ধ্বনি উৎপাদন করিতেছে।

ভোলী—পঞ্চমহীন ভোলীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর গান্ধার, এই রাগিণী প্রাতঃকালে দেবস্তুতিতে প্রযুক্ত হয়।

গ ম ধ নি স রি গ।

মূর্ত্তি—মনোহারিণী ভোলী রাত্রিকালে আপনার পুত্রটিকে স্বামীর ক্রোড়ে মুহুর্মুহুঃ প্রদান করিয়া নানাপ্রকার মধুরালাপে আমোদ করিতেছে।

তারা—মধ্যমবর্জ্জিত তারার গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর নিষাদ, এই রাগিণী যুদ্ধকালে দিবারাত্রি গেয়।

নি স রি গ প ধ নি।

মূর্ত্তি—তড়িৎসম অরুণবর্ণবস্ত্রপরিধানা তারা নাট্যমন্দিরে সন্তানগণকে নৃত্যবিষয়ে নানাবিধ হাবভাবাদি শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

মালবগৌড়—পঞ্চমহীন মালবগৌড়ের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর মধ্যম, এই রাগ বীররসে প্রযুক্ত হয়।

ম ধ নি স রি গ ম।

মূর্ত্তি—বিপ্রকুলোদ্ভব, শ্যামবর্ণ, যুবা মালবগৌড় বীণাহস্তে নারদসংহিতার নানাকথার আলোচনা করিতেছে।

আভীরী—ঋষভহীন আভীরীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস, স্বর ধৈবত, এই রাগিণী শোকের সময়ে গেয়।

ধ নি স গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—গোপবল্লভা আভীরী দধিমন্থন করাতে তাহার মেখলা ও কঙ্কণ অস্ফুটধ্বনি উৎপাদন করিতেছে এবং মুখারবিন্দ হইতে স্বেদাম্বু ঝরিতেছে।

মধুকিরী—গান্ধারহীন মধুকিরীর গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ধৈবত।

ধ নি স রি ম প ধ।

মূর্ত্তি—মধুকিরীর সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পাচ্ছাদিত, চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, বর্ণ চম্পকসদৃশ, করতল অতি রমণীয় এবং মুখকমলের মধুলোভে ভ্রমরনিচয় মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে মনোহর ধ্বনি করিতেছে।

ছায়া—মধ্যমরহিত ছায়ার গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়্‌জ, এই রাগিণী শৃঙ্গার ও বীররসে প্রযুক্ত হয়।

স রি গ প ধ নি স।

মূর্ত্তি—নীলোৎপলদলশ্যামা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, সূর্য্যপ্রিয়া ছায়া গলে সূর্য্যকান্তমণি ধারণ করিয়া অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে।

মধ্যমাদি, মল্লার, দেশপালী, মালব, হিন্দোল, ভৈরব, নাগধ্বনি, গৌণ্ডকিরী, ললিতা, ছায়া, তোড়ী, বেলাবলী, প্রতাপসৈন্ধবী ইত্যাদি রাগ রাগিণী ঔড়বজাতি মধ্যে গণ্য। আদিপদে তুরুষ্কগৌড়, গান্ধার, পুলিন্দী ও মেঘরঞ্জিকা গৃহীত হইয়াছে। ব্যাধিনাশ, শত্রুনাশ, ভয়নাশ, শোকনাশ, গ্রহশান্তি ও অর্থ উপার্জ্জনে ঔড়ব রাগ গান করা বিধেয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই স্বরগ্রামাদি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তবে যে কয়েকটির বিষয় উক্ত হয় নাই, তাহাদিগের বিষয় এস্থলে বিবৃত হইল।

নাগধ্বনি—টঙ্কাবংশসম্ভূত ঋষভ পঞ্চমহীন নাগধ্বনির গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ষড়্‌জ, এইরাগ দিবাভাগে বীররসে গেয়।

স গ ম ধ নি স।

মূর্ত্তি—হিঙ্গুলসদৃশ লোহিতবর্ণ শুক্লবস্ত্রপরিধান, শত্রু-বিজেতা, যুবা, গজকুম্ভোদ্ভব, মত্তমাতঙ্গ সদৃশ গম্ভীরনাদী নাগধ্বনি শ্রবণে অতি সুখদায়ক বলিয়া বিখ্যাত।

গৌণ্ডকিরী—ঋষভ-ধৈবতহীন গৌণ্ডকিরীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ষড়্জ, ইহা প্রাতে শৃঙ্গাররসে প্রযুক্ত হয়।

স গ ম প নি স।

মূর্ত্তি—শ্যামাঙ্গী গৌণ্ডকিরী রমণোৎসুকা হইয়া অতি কোমল পুষ্পশয্যায় বসিয়া কান্তের আগমনপ্রতীক্ষায় ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

তুরুষ্কগৌড়—ঋষভপঞ্চমহীন তুরুষ্কগৌড়ের গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর নিষাদ, এই রাগ বীর ও রৌদ্ররসে গান করিতে হয়।

নি স গ ম ধ নি।

মূর্ত্তি—অরুণবর্ণ তুরুষ্কগৌড় সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মাবৃত ও মস্তকে উষ্ণীষধারণ করিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

গান্ধার—ষড়্জ পঞ্চমবর্জ্জিত গান্ধারের গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর মধ্যম, এইরাগ করুণরসেই প্রযুক্ত হয়।

ম ধ নি রি গ ম।

মূর্ত্তি—অতিক্ষীণদেহ গান্ধার মস্তকে জটাভারধারণ, গৈরিকবসনপরিধান, গলদেশে যোগপট্টলম্বমান করত তপস্বি-বেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন আছে।

পুলিন্দিকা—গান্ধারপঞ্চমহীনা পুলিন্দিকার গ্রহ, অংশ স্বর ষড়্জ ন্যাস স্বর ধৈবত, এই রাগিণী সকল রসেই গীত হইয়া থাকে।

স রি ম ধ নি ধ।

মূর্ত্তি—ইন্দীবরদ্যুতি পুলিন্দিকা মুক্তাসমূহে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত ও বৃক্ষপল্লবে আচ্ছাদিত করিয়া একটি কল্লোলবীণা বাদন করিতেছে।

মেঘরঞ্জী—পঞ্চম ধৈবতবর্জ্জিত মেঘরঞ্জীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ষড়্জ, এই রাগিণী দিবাভাগে বীররসে গেয়।

স রি গ ম নি স।

মূর্ত্তি—মেঘরঞ্জী উপবনে গমন করত নূতন কর্ণিকার পুষ্পে কর্ণভূষণ, ও বকুলফুলের মালায় কাঞ্চী পরিধান করিয়া স্বকর-স্থিত একটি শারিকাকে রামনাম শিক্ষা দিতেছে।

এই সকল রাগ রাগিণীর সংযোগে অনন্ত মিশ্ররাগ রাগিণী উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় মিশ্ররাগরাগিণীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

মিশ্ররাগ ও রাগিণী।

দেশাখ্যা ও মল্লারীর সংযোগে সৌরঠী, নট ও মল্লারের সহযোগে নট্ট-মল্লারিকা, গুর্জ্জরী ও দেশীর মিশ্রণে রামকেলী, তোড়ী ও ধন্নাসিকার সংযোগে মারঠী, দেশাখ্যা ও আশাবরীর যোগে বল্লারী, শ্রী ও নটের মিলনে গৌরী, নট ও কর্ণাটের মিশ্রণে কল্যাণী, কর্ণাট ও ভৈরবের যোগে কর্ণাটিকা, মল্লারী, সৈন্ধবী ও তোড়ীর সহযোগে আশাবরী, এবং সৈন্ধবী ও তোড়ীর সংযোগে সুখাবতী ইত্যাদি মিশ্ররাগ ও রাগিণী সমুৎপন্ন হয়।

গেয় রাগবেলা।

সঙ্গীতদর্পণের মতে রাগবেলা অর্থাৎ দিবসের যে সময়ে যে রাগ গান করিবার বিধান আছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। মধুমাধবী, দেশাখ্যা, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী, বল্লারী, সোমগুর্জ্জরী, ধানশ্রী, মালশ্রী, মেঘ, পঞ্চম, দেশকারী, ভৈরব, ললিতা, বসন্ত, এই সকল রাগ রাগিণী প্রাতঃকাল হইতে দিবা এক প্রহরের মধ্যে গান করা বিধেয়। গুর্জ্জরী, কৌশিক, শাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, সৌরটী, এই সকল রাগিণী দিবা এক প্রহরের পর দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে গেয়। বৈরাটী, তোড়ী, কামোদী, কুড়ারিকা, গান্ধারী, দেশী, শঙ্করাভরণ, এই সমুদায় রাগিণী দিবা দুই প্রহরের পর তৃতীয় প্রহর মধ্যে গীত হয়। শ্রী, মালব, গৌরী, ত্রিবণী, নটকল্যাণ, সারঙ্গনট, নাট, কেদারী, কর্ণাটী, আভীরী, বড়হংসী, পহাড়ী, এই সকল রাগরাগিণী দিবা তৃতীয় প্রহরের পর অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত গান করা যাইতে পারে। কিন্তু রাজার অনুমতিতে সকল রাগ রাগিণী সকল সময়েই গান করায় কোন দোষ হয় না।

পঞ্চমসারসংহিতার মতে বিভাষা, ললিতা, কামোদী, পটমঞ্জরী, রামকেলী, রামকিরী, বরাড়ী, গুর্জ্জরী, দেশকারী, শুভগা, আভীরী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমারী, এই পঞ্চদশ রাগিণী পূর্ব্বাহ্ণে; বরাটী, মালবী, কেন্দ্রা, রেবতী, ধানশ্রী, বেলাবলী, মারহাট্টা এই সাতটি রাগিণী মধ্যাহ্নসময়ে; গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাণী, প্রবরা, বল্লী, আশাবরী, কান্দুলা, গৌরী, কেদারী, পাহিড়া এই কয়টি রাগিণী সায়াহ্নে গান করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রাত্রি দশদণ্ডের পরে সকল রাগই গান করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন দোষ স্পর্শিবে না।

দাক্ষিণাত্যদিগের মতে দেশাখ্যা, ভৈরবী, দেবরক্তহংসী, মাহুলা, নক্করঞ্জিকা এই কয়টি রাগিণী প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি গান করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত সুখী হয়। সায়ংকালে ইহাদের গান করা অতি নিষিদ্ধ এবং শুদ্ধনট্টা, সারঙ্গী, নট্ট, বরাটিকা,

ছায়া, গৌড়ী, ললিতা, মল্লারিকা, গৌরী, তোড়িকা, গৌড়, মালবগৌড়, রামকীরি, কর্ণাট, বাঙ্গালী, এই সকল রাগ-রাগিণী চন্দ্র হইতে উৎপন্ন, প্রাতঃকালে ইহাদের গান অতি নিন্দিত, সায়ংকালে গান করিলে মহতী লক্ষ্মী লাভ হয়।

কৌমুদীর মতে শ্রীপঞ্চমী হইতে দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত বসন্তরাগ দিবসের যে কোন সময়ে গানে দোষ স্পর্শে না, প্রভাতে ভৈরবাদি, মধ্যাহ্নে বরাট্যাদি, সায়ংকালে কর্ণাটাদির গান করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ বহুসঙ্গীতাচার্য্যগণ গানকালের বহুবিধ সময় নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, ফল কথা যে দেশে যে প্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, বিজ্ঞব্যক্তি তদনুগত হইয়া কার্য্য করিবেন।

অকালগানের দোষ।

যে রাগ-রাগিণী গানের যে সময় নির্দ্দেশ আছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা সর্ব্বনাশের মূল, তবে শ্রেণীবদ্ধ অর্থাৎ দলবাঁধিয়া রাজাজ্ঞায় বা রঙ্গভূমিতে সময়োল্লঙ্ঘনে দোষ স্পর্শে না।

দোষপরিহার।

যদি কেহ লোভ বা মোহের বশীভূত হইয়া সময়োল্লঙ্ঘন করিয়া গান করে, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে গুর্জ্জরী রাগিণী গান করিলেই সমুদায় দোষ খণ্ডন হইবে। কাহারও মতে অকালে কোন রাগ গান বা শ্রবণ করিলে, মহাদেবের পূজা করিলে সমুদায় দোষ হইতে গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই মুক্ত হইবে।

ঋতুবিভাগ।

সভার্য্য শ্রীরাগ শিশিরঋতুতে, সস্ত্রীক বসন্ত বসন্তঋতুতে, সপত্নীক ভৈরব গ্রীষ্মঋতুতে, সদারপঞ্চম শরৎঋতুতে, সসহধর্ম্মিণী মেঘ বর্ষাঋতুতে এবং সপত্নীক নট্টনারায়ণ হেমন্তঋতুতে গেয় হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই যে এই নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতে হইবে এরূপ নহে। সকল রাগ সকল ঋতুতে ইচ্ছামত গান করা যাইতে পারে, তবে উক্ত নিয়মানুসারে গান করিলে শ্রোতার অধিকতর আনন্দোৎপাদন হইয়া থাকে। (সঙ্গীতশা০)

রাগখাড়ব (পুং) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। [রাগষাড়ব দেখ]।

রাগখাণ্ডব (ক্লী) সুমিষ্ট খাদ্যবিশেষ। [রাগষাড়ব দেখ]। "পিপ্পলীশুণ্ঠীযুক্তো মুদ্গযূষঃ খাণ্ডবঃ স এব শর্করাযুক্তো রাগখাণ্ডবঃ" (নীলকণ্ঠ)

রাগখাণ্ডবিক (পুং) রাগষাড়বাদি প্রস্তুতকারী মোদক। (ভারত ১৫।১।১৯)

রাগচূর্ণ (পুং) ১ কামদেব। ২ খদিরবৃক্ষ। (মেদিনী) ৩ কক্ষচূর্ণ। (শব্দরত্না০) ৪ লাক্ষারস। (রাজনি০)

রাগচ্ছন্ন (পুং) রাগেণ ছন্নঃ। ১ কামদেব। (শব্দরত্না০) ২ রামচন্দ্র। (ত্রি) রাগেণ ছন্নঃ। ৩ রাগদ্বারা আচ্ছন্ন।

রাগত (দেশজ) ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত।

রাগদ (পুং) রাগং দদাতি দা-ক। ১ ভৈরণীক্ষুপ। (রাজনি০) (ত্রি) ২ রাগদাতা। ৩ ক্রোধোদ্দীপক।

রাগদালি (পুং) রাগদা রাগপ্রদা আলিঃ পঙ্ক্তির্যস্য। মসূর। (রাজনি০)

রাগদৃশ্ (পুং) মাণিক্য। (রাজনি০)

রাগদ্রব্য (ক্লী) রঞ্জনদ্রব্য। রঙ্।

রাগপট্ট (ক্লী) মূল্যবান্ প্রস্তরভেদ।

রাগপুষ্প (পুং) রাগবিশিষ্টং রক্তবর্ণং পুষ্পং যস্য। বন্ধূক, বন্ধুজীবপুষ্পক্ষুপ, বান্ধুলিগাছ। ২ রক্তাম্লান। (রাজনি০)

রাগপুষ্পী (স্ত্রী) রাগযুক্তং পুষ্পং যস্যাঃ ঙীপ্। ১ জবা।

রাগপ্রসব (পুং) রাগযুক্তঃ রক্তবর্ণঃ প্রসবঃ পুষ্পং যস্য। ১ বন্ধূক। ২ রক্তাম্লান। (রাজনি০)

রাগবন্ধ (পুং) ১ অনুরাগচিহ্ন। ২ সঙ্গীতোক্ত রাগের সমন্বয়।

রাগভঞ্জন (পুং) ১ বিদ্যাধরভেদ। ২ ক্রোধের অপনোদন।

রাগমঞ্জরী (স্ত্রী) নায়িকাভেদ। (দশকুমার০)

রাগময় (ত্রি) ১ লোহিতবর্ণযুক্ত। (কাব্যাদর্শ ২।৭৫) ২ লালবর্ণ। ৩ প্রিয়।

রাগমালা (স্ত্রী) রাগসমূহ।

রাগযুজ্ (পুং) রাগেণ যুজ্যতে ইতি যুজ্-ক্বিপ্। মাণিক্য। (রাজনি০) কোন কোন পুস্তকে 'রাগদৃশ্' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

রাগরজ্জু (পুং) রাগো রজ্জুরিব যস্য, নায়কয়োঃ পরস্পরানুরাগবদ্ধত্বাত্তথাত্বং। কামদেব। (শব্দরত্না০)

রাগলতা (স্ত্রী) রাগস্য জনিকা লতেব। কামদেবপত্নী।

রাগলেখা (স্ত্রী) চন্দনাদির চিহ্ন বা রেখা। (মালবিকাগ্নিমিত্র)

রাগবৎ (ত্রি) রাগো বিদ্যতেঽস্য রাগ-মতুপ্ মস্য ব। রাগযুক্ত, রাগবিশিষ্ট।

রাগবিবোধ (পুং) রাগজ্ঞান।

রাগবৃন্ত (পুং) রাগস্য বৃন্ত ইব। কামদেব। (শব্দমালা)

রাগষাড়ব (পুং) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। দাড়িম ও দ্রাক্ষাযুক্ত মুদ্গযূষ। ইহার গুণ—রুচিকারক, লঘুপাক, বাত, পিত্ত ও কফনাশক। (রাজব০)

সুশ্রুতমতে—লঘু, বৃংহণ, বৃষ্য, হৃদ্য, রোচন ও দীপন এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ছর্দ্দি ও শ্রমনাশক। (সুশ্রুত ১।৪৬ অ০)

২ একপ্রকার খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। চলিত—আমের মোরব্বা। প্রস্তুতপ্রণালী—কাঁচা আমের খোসা ফেলিয়া

ঘৃতে একটু ভাজিয়া লইয়া খাঁড়গুড়ে দিয়া পাক করিতে হইবে, পাক সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া মরিচ ও এলাচি যোগ করিতে হয়। ইহার গুণ—পুষ্টিকারক, বলপ্রদ, পিত্ত, বাত, অস্র ও অরুচিনাশক, স্নিগ্ধ, গুরু ও তর্পণ। (দ্রব্যগুণ) ইহাকে রাগখাড়ব, বা রাগষাড়বও কহে।

রাগসারা (স্ত্রী) মনঃশিলা। (বৈদ্যকনি॰)

রাগসূত্র (ক্লী) রাগযুক্তং রক্তবর্ণং সূত্রং। ১ তুলাসূত্র। ২ পট্টসূত্র। (মেদিনী)

রাগাঙ্গী (স্ত্রী) রাগবিশিষ্টং অঙ্গং যস্যাঃ ঙীপ্। মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি॰)

রাগাঢ্যা (স্ত্রী) রাগেণ আঢ্যা। মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি॰)

রাগানুগ (ত্রি) অনুরাগের অনুগামী।

রাগান্ধ (ত্রি) ক্রোধান্ধ। অতিশয় ক্রোধযুক্ত।

রাগান্বিত (ত্রি) ক্রুদ্ধ। রোষযুক্ত। কুপিত।

রাগারু (ত্রি) যাহারা আশা দিয়া পরে দান না করে, তাহাদিগকে রাগারু কহে।

"আশাং বলবতীং দত্বা যো হি স্থি পিশুনো জনঃ।

স জীবাসোহর্ণ রাগারুক্রণো দালস্থ দাতরি॥" (শব্দমালা)

রাগালাপ (পুং) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগসমূহের আলাপ, অর্থাৎ তাহার স্বরক্রম লইয়া পূর্ণমূর্ত্তি রক্ষাপূর্ব্বক অনুশীলন।

রাগাশনি (পুং) রাগেষু বিষয়বাসনাসু অশনি রিব। বুদ্ধদেব।

রাগিন্ (ত্রি) রন্জ্ (সংপৃচানুরুধেতি। পা ৩।২।১৪২) ইতি তচ্ছীলাদিষু ঘিণুন্। যদ্বা রাগোহস্যাস্তীতি রাগ-ইনি। ১ অনুরক্ত।

"দ্বৈবিধ্যং সকলোকেষু সর্ব্বত্র দ্বিবিধো জনঃ।

রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিত্তং দ্বিধা পুনঃ॥

বিরাগী ত্রিবিধঃ কামং জ্ঞাতোঽজ্ঞাতশ্চ মধ্যমঃ।

রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্খশ্চ চতুরস্তথা॥"

(দেবীভা॰ ১।১৭।৩৩-৩৪)

ইহসংসারে জীবগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, রাগী ও বিরাগী। এই দ্বিবিধ মানবের চিত্তও দ্বিবিধ। উক্ত রাগিপুরুষ মূর্খ ও চতুর এই দুইভাবে এবং বিরাগিপুরুষ জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম এই তিনভাগে বিভক্ত।

সংসারে যাহার অনুরাগ আছে, তিনিই রাগী বলিয়া অভিহিত, উক্ত রাগিপুরুষের পুনঃ পুনঃ বিবিধ সুখ ও দুঃখ ঘটিয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান ও অভ্যুদয়াদি যে কিছু পাইলেই রাগিপুরুষের সুখ, আর তাহা না পাইলেই ক্ষণে ক্ষণে মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে উপায়ে ঐহিকসুখ লাভ হয়, সেই সুখসাধন উপায়ই রাগিপুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার সুখবিঘ্নকারী, তাহাকেই শত্রু, ও যে সুখদাতা, তাহাকেই মিত্র বলিয়া জানিবে। তন্মধ্যে চতুর রাগিপুরুষ কিছুতেই মুগ্ধ হয় না। মূর্খ রাগিপুরুষই সর্ব্বত্র বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। (দেবীভাগ॰ ১।৩৩ অ॰)

২ রক্তবর্ণবিশিষ্ট। (পুং) ৩ তৃণধান্যবিশেষ। পর্য্যায়—লাঞ্ছন, বহুতরকণিশ, গুচ্ছকণিশ। ইহার গুণ—তিক্ত, মধুর, কষায়, শীতল, পিত্তাস্রনাশক ও বলকর। (রাজনি॰) ৪ অশোকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰) ৫ রঞ্জনকারী।

রাগিণী (স্ত্রী) রাগোঽস্ত্যস্যা ইতি রাগ-ইনি ঙীপ্। ১ বিদগ্ধা নারী। (জটাধর) ২ মেনার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

"রাগিণী নাম সংজাতা জ্যেষ্ঠা মেনাসুতা মুনে।

শুভাঙ্গী পদ্মপত্রাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা॥"(বামনপু॰ ৫৮অ॰)

৩ জয়শ্রীনামে লক্ষ্মী। ৪ ছয়রাগের পত্নীসকল।

হনুমৎ ও ভরত মতে রাগিণী ত্রিংশৎপ্রকার এবং কল্লিনাথ মতে ষট্‌ত্রিংশৎপ্রকার।

রাঘ, শক্তি। ভ্বাদি' আত্মনে' অক' সেট্। লট্ রাঘতে লুঙ্ অরাঘিষ্ট।

রাঘব (পুং) রঘোরপত্যমিতি রঘু-অণ্। ১ রামচন্দ্র। ২ অজ। ৩ দশরথ। ৪ রঘুবংশীয়মাত্র।

"অপি স্বস্ব কুলং ন স্যাদ্রাঘবাণাং কুতো ভবান্।"

(রামায়ণ ২।৬৪।২৫)

৫ সমুদ্রজাত মহামৎস্যবিশেষ।

"অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম শতযোজনবিস্তৃতঃ।

তিমিঙ্গিলগিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোঽপ্যস্তি রাঘবঃ॥"

(কলাপব্যাকরণ—কৃদ্বৃত্তি ১ পা॰ দুর্গসিংহ)

রাঘব, ১ গণেশস্তুতিরচয়িতা। ২ বিরহিণীমনোবিনোদটীকা-প্রণেতা। ৩ বৈদ্যবিলাসরচয়িতা।

রাঘবআচার্য্য, ১ ইন্দিরাভ্যুদয়কাব্য ও উত্তরচম্পুরামায়ণ-প্রণেতা। ২ তর্করত্নার্পণরচয়িতা। ৩ শুদ্ধিদীপিকাপ্রকাশ নামক জ্যোতিগ্রন্থপ্রণেতা। ৪ জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক; ন্যায়রত্নপ্রণেতা রঘুনাথ পর্ব্বতীকরের গুরু।

রাঘব চক্রবর্ত্তী, কার্ত্তিকীপটল, জাতকসারসংগ্রহ ও সুধা-সিদ্ধান্তরহস্যপ্রণেতা। সম্ভবতঃ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষোক্ত গ্রন্থখানি সমাপন করেন।

রাঘবচৈতন্য, কবিকল্পলতা ও মহাগণপতিস্তোত্রপ্রণেতা।

রাঘবচৈতন্য (পুং) একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি।

রাঘবদেব, পদ্ধতিকার শার্ঙ্গধরের পিতামহ ও গোপালের পিতা। ইনি রাজা হম্মীরের (১২৯৫ খৃঃ মৃত) সভায় বিদ্যমান ছিল। ইঁহার রচিত কএকটী শ্লোক পাওয়া যায়।

রাঘবদেব, গণেশশিষ্য লঘুচিন্তননামক মীমাংসাগ্রন্থপ্রণেতা।

রাঘবনন্দন, পঞ্চপক্ষীটীকা নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

রাঘবপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, আত্মতত্ত্বপ্রবোধ নামক ন্যায়-গ্রন্থপ্রণেতা।

রাঘবভট্ট, ১ কালীতত্ত্বরহস্য, দুর্গাতত্ত্ব ও পদার্থাদর্শ নামে শারদাতিলকটীকা-রচয়িতা। তন্ত্রসারে ইঁহার উল্লেখ দেখা যায়।

২ শাঙ্গের পুত্র ও মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ বাদীন্দ্রের শিষ্য। ইনি ১২৫২ খৃষ্টাব্দে ন্যায়সারবিচার প্রণয়ন করেন।

৩ অর্থোদ্দ্যোতনিকা নাম্নী অভিজ্ঞানশকুন্তলটীকা, উত্তর-রামচরিতটীকা ও মালতীমাধবটীকা নামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা।

৪ বিখ্যাত বৈষ্ণবপণ্ডিত, শ্রীনিবাসাচার্য্যের যোগে ইনি ব্রজধাম উদ্ধার করেন।

রাঘবরায়, হস্তরত্নাবলীরচয়িতা।

রাঘবরায়, নবদ্বীপের জনৈক রাজা। স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণবপ্রণেতা রঘুনাথের প্রতিপালক। [নবদ্বীপ দেখ।]

রাঘবানন্দ, ১ জনৈক রাজমন্ত্রী। তদ্রচিত নাটকের দুইটী শ্লোক সাহিত্যদর্পণে (৭।৪৯) উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ সিদ্ধান্তকৌমুদী নাম্নী সিদ্ধান্তসংগ্রহটীকা-রচয়িতা।

রাঘবানন্দমুনি, পরমার্থসারটীকা ও বিষ্ণ্বর্চ্চনমঞ্জরী-প্রণেতা।

রাঘবানন্দযতি, পাতঞ্জলরহস্যরচয়িতা।

রাঘবানন্দ শর্ম্মন্, বিদগ্ধতোষিণীনাম্নী জাতকপদ্ধতির টীকাকার।

রাঘবানন্দ সরস্বতী, লঘুবাক্যবৃত্তিপ্রকাশিকাপ্রণেতা রামানন্দ সরস্বতীর গুরু। ইনি রামভদ্রেরও গুরু ছিলেন।

রাঘবানন্দ সরস্বতী, অদ্বয়ানন্দের শিষ্য। ইনি তর্কার্ণব বা তত্ত্বামৃতপ্রকাশিনী নামে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীটীকা, মন্বর্থচন্দ্রিকা, মীমাংসাস্তবক, বিদ্যামৃতবর্ষিণী এবং মীমাংসাসূত্রদীধিতি বা ন্যায়াবলীদীধিতি নামে কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রাঘবেন্দ্র, জয়তীর্থকৃত কর্ম্মনির্ণয়টীকার টিপ্পন, জয়তীর্থকৃত তত্ত্বোদ্দ্যোতবিবরণের টীকা, জয়তীর্থকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী আনন্দতীর্থের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের তন্ত্রদীপিকা নাম্নী টিপ্পনী, ব্যাসতীর্থকৃত তাৎপর্য্যচন্দ্রিকার টিপ্পনী, জয়তীর্থকৃত ন্যায়সুধার পরিমল নামক টীকা, আনন্দতীর্থকৃত বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ের ভাবদীপ নামক টীকা, তর্কতাণ্ডবটীকার ন্যায়দীপ নামক টিপ্পন এবং আনন্দতীর্থকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের জয়তীর্থকৃত টীকার ভাবরূপ নামক টিপ্পন প্রভৃতি রচয়িতা।

রাঘবেন্দ্র, ১ অমরকোষভাষ্যপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণভট্ট। ২ মন্ত্রার্থদীপ ও রামপ্রকাশ নামক গ্রন্থদ্বয়-রচয়িতা। কাশীনাথের পুত্র ও ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র। ইনি শতাবধান বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত ছিলেন।

রাঘবেন্দ্র আচার্য্য, ত্রিপথগা নাম্নী পরিভাষেন্দুশেখরটীকা, প্রভা নাম্নী শব্দকৌস্তুভটীকা, বিষমী নাম্নী শব্দেন্দুশেখরটীকা ও রাঘবেন্দ্রীয় নামে একখানি ব্যাকরণপ্রণেতা। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

রাঘবেন্দ্রমুনি, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবৈজয়ন্তী ও তাহার টীকারচয়িতা।

রাঘবেন্দ্রযতি, ১ সুধীন্দ্রযতির শিষ্য একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত দার্শনিক। ইনি তন্ত্রদীপিকা নামে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ভগবদ্-গীতার্থবিবরণ, ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহ এবং ঈশ, কেন, কাঠক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জয়তীর্থকৃত কর্ম্মনির্ণয়টীকা, জয়তীর্থের তত্ত্বোদ্দ্যোতবিবরণ, আনন্দতীর্থ রচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর জয়তীর্থ যে তত্ত্বপ্রকাশিকা নামে টীকা রচনা করেন, সেই টীকার টীকা, ন্যায়দীপ নামে তর্ক-তাণ্ডবটীকা, ব্যাসতীর্থকৃত তাৎপর্য্যচন্দ্রিকাটীকা, পরিমল নামে জয়তীর্থের ন্যায়সুধাটীকা প্রভৃতি গ্রন্থও রাঘবেন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রকাশ। আবার কাহারও মতে শেষোক্ত গ্রন্থগুলির রচয়িতা রাঘবেন্দ্র রাঘবেন্দ্রযতি হইতে ভিন্ন।

রাঘবেন্দ্র শতাবধান, বঙ্গের একজন অদ্বিতীয় শ্রুতিধর পণ্ডিত। ইঁহার পিতার নাম কাশীনাথ, ভ্রাতা রাজেন্দ্র ও মহেশ এবং বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী-রচয়িতা রামদেবচিরঞ্জীব ইঁহার পুত্র। ইঁহার গুরুর নাম ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। ইনি মন্ত্রার্থদীপ ও রামপ্রকাশ রচনা করেন।

রাঘবেন্দ্র সরস্বতী, সিদ্ধান্তশিরোমণি নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ-রচয়িতা।

রাঘবাভ্যুদয় (পুং) একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক।

রাঘবায়ন (ক্লী) রাঘবস্য রামস্য চরিতান্বিতং অয়নং শাস্ত্রং। রামায়ণ।

"সেতিহাসপুরাণানি রাঘবায়নভারতং।
সমাপ্তিরহিতান্যেব সন্তি তানি শ্রুতানি তে॥" (অগ্নিপু°)

রাঘবীয় (ক্লী) রাঘবরচিত গ্রন্থ।

রাঘবেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ।

রাঙ্কল (পুং) বৃক্ষকণ্টক, গাছের কাঁটা। (হারা°)

রাঙ্কব (ক্লী) রঙ্কৌ ভবং রঙ্কু (রঙ্কোরমনুষ্যেহণ্‌চ্। পা ৪।২।১০০) ইতি অণ্। মৃগলোমজাত বস্ত্রাদি। পর্য্যায় মৃগরোমজ। (অমর)

"ঔর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব পট্টজং কীটজন্তথা।" (ভারত ২।৫০।২৩)

(পুং) ২ গাভি। (কাশিকা) (ত্রি) ৩ রাঙ্কবাকৃতি।

"ক্রৌঞ্চপারাবতনিভৈর্কদলৈরাঙ্কবৈরপি।" (ভারত ৯।৪৪।২৬)

রাঙ্কবক (পুং) মনুষ্য। (পা° ৪।২।১০০)

রাঙ্কবায়ণ (ত্রি) রঙ্কু হইতে জাত বা আগত।

রাঙ্গ (দেশজ) রঙ্গ ধাতু রঙ্গশব্দের অপভ্রংশ। [রাং দেখ।]

রাঙ্গঝাল (দেশজ) পিত্তলাদি পাত্র ভাঙ্গিয়া গেলে রাঙ্গ দিয়া সেই স্থল জুড়িয়া দিলে তাহাকে রাঙ্গঝাল কহে।

রাঙ্গণ (ক্লী) পুষ্পবিশেষ। চলিত রঙ্গণফুল, গুণ—রক্তপিত্ত-নাশক। (দ্রব্যগুণ)

রাঙ্গতা (দেশজ) [রাংতা দেখ।]

রাঙ্গা (দেশজ) রক্তবর্ণ।

রাঙ্গাগুঞ্জা (দেশজ) লাল কুঁচ।

রাঙ্গানটীয়া (দেশজ) একপ্রকার শাক, রক্তবর্ণ নটে শাক। (Amaranthus atropurpureus)

রাঙ্গামাথমশিম (দেশজ) এক প্রকার শিম।

রাঙ্গামুখ (দেশজ) রক্তবর্ণ মুখ।

রাঙ্গামুগ (দেশজ) রক্ত মুদ্গ।

রাঙ্গামুরগাই (দেশজ) গুল্মভেদ। (Celosciacr istata)

রাঙ্গামূলা (দেশজ) রক্তবর্ণ মূলকভেদ।

রাঙ্গাশাক (দেশজ) রক্তবর্ণশাক। (Amaranthus Gangeticus)

রাজ, দীপ্তি। ভ্বাদি॰ উভয়॰ অক॰ সেট্। লট্ রাজতি-তে। লোট্ রাজতু-তাং। লঙ্ অরাজৎ-ত। লুঙ্ অরাজীৎ, অরাজিষ্ট। লিট্ ররাজ, রেজতুঃ, ররাজতুঃ; রেজে, ররাজে। লোট্ রাজ্যাৎ, রাজিষীষ্ট। লৃট্ রাজিষ্যতি-তে। ণিচ্ রাজয়তি-তে। লুঙ্ অররাজৎ-ত। নির্+রাজ=নির্মঞ্জন (আরতি), নীরাজয়তি, নীরাজনা।

রাজক (ক্লী) রাজ্ঞাং সমূহঃ রাজন্ (গোত্রোক্ষোষ্ট্রে রভ্র-রাজেতি। পা ৪।২।৩৯) ইতি বুঞ্। নৃপসমূহ।

"হৃষ্টপুষ্টমতীবাসীৎ তস্মিন্ রাজন্যশেষতঃ।
রাজকং সকলং চোক্ত্যাং পৌরজানপদো জনঃ॥"
(মার্কণ্ডেপু॰ ১০৯।৬)

রাজন্-স্বার্থে কন্। (পুং) ২ রাজা। রাজ-ধুল্। ৩ দীপ্তিকারক। (ক্লী) ৪ কৃষ্ণাগুরু। (বৈদ্যকনি॰)

রাজকথা (স্ত্রী) রাজাখ্যায়িকা, ইতিহাস।

রাজকদম্ব (পুং) কদম্বানাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। কদম্ববিশেষ।

"কাদম্বযাঃ প্রাবৃষেণ্যো নীপো ধূলিকদম্বকঃ।
কদম্বপ্রিয়কো রাজকদম্বোহরুকরোহম্বিকঃ॥" (জটাধর)

রাজকন্যকা (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ কন্যকা। রাজকন্যা।

রাজকন্যা (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ কন্যেব। ১ কেবিকাপুষ্প। (রাজনি॰) ২ নৃপসুতা।

রাজকর (পুং) রাজগ্রাহ্যকরঃ। রাজা প্রজার নিকট যে করগ্রহণ করেন, তাহাকে রাজকর কহে।

রাজকর্কটী (স্ত্রী) চীনাকর্কটী। (রাজনি॰)

রাজকর্ণ (পুং) হস্তীর শুণ্ড।

রাজকর্তৃ (পুং) ১ অভিষেককালে রাজার সাহায্যকারী। ২ যে ব্যক্তি রাজাকে সিংহাসনে বসায়।

রাজকর্ম্মন্ (ক্লী) রাজ্ঞঃ কর্ম্ম। রাজার কার্য্য, রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য।

রাজকলশ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

রাজকলা (স্ত্রী) চন্দ্রের ১৬ কলার একটী।

রাজকশেরু (পুং) কশেরূণাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পর-নিপাতঃ। ভদ্রমুস্তা। (রাজনি॰)

রাজকার্য্য (ক্লী) রাজ্ঞঃ কার্য্যং। রাজার কার্য্য।

রাজকিনেয় (পুং) রজকীর পুং অপত্য।

রাজকীয় (ত্রি) রাজ্ঞ ইদং রাজন্ (রাজ্ঞঃকচ। পা ৪।২। ইতি ছঃ, ককারশ্চান্তাদেশঃ। ১ রাজসম্বন্ধীয়। "ততস্তদর্থং রাত্রৌ স রাজকীয়ং সরো যযৌ।" (কথাসরিৎসা॰ ৬২।২২৮)

রাজকুমার (পুং) রাজ্ঞঃ কুমারঃ। রাজপুত্র। কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, রাজপুত্রে নিম্নোক্ত গুণসমূহ বর্ণনা করিতে হয়—শস্ত্র, শাস্ত্র, শ্রীসমূহ, বল, গুণসমূহ, বাদ্যালী, খুরলী, রাজভক্তি ও শুভগতি প্রভৃতি।

"কুমারে শস্ত্রশাস্ত্র শ্রীকলাবলগুণোচ্ছ্রয়াঃ।
বাদ্যালী খুরলী রাজভক্তিঃ শুভগতাদয়ঃ॥" (কবিকল্পলতা)

রাজকুমারিকা (স্ত্রী) রাজকন্যা।

রাজকুল (ক্লী) রাজ্ঞঃ কুলং। রাজার কুল, রাজার বংশ।

"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥" (চাণক্যশ্লোক)

রাজকুলভট্ট (পুং) ১ রাজসভাপণ্ডিত। ২ রাজভাট, যে রাজার কুলপ্রশস্তি বর্ণনা করে।

রাজকুলক (পুং) পটোললতা। (পর্য্যায়মুক্তা॰)

রাজকুষ্মাণ্ড (পুং) বার্ত্তাকী। (জটাধর)

রাজকৃৎ (পুং) [রাজকর্তৃ দেখ]

রাজকৃত (ত্রি) রাজ্ঞো কৃতঃ। রাজা কর্তৃক অনুষ্ঠিত। রাজা কর্তৃক বিহিত।

রাজকৃত্য (ক্লী) রাজ্ঞঃ কৃত্যং। রাজার কার্য্য।

রাজকৃত্বন্ (পুং) রাজকর্ত্তা। (ভট্টি ৫।১৩০)

রাজকোল (পুং) রাজবদর বৃক্ষ, চলিত নারিকেলেকুল। (রাজনি॰)

রাজকোষাতক (ক্লী) ঝিঙ্গা ফল।

রাজকোষাতকী (স্ত্রী) রাজপ্রিয়া কোষাতকী। পীতঘোষা, [চলিত ঝিঙ্গা, হিন্দী ঘিয়াতোরই। সংস্কৃত পর্য্যায়—হস্তিপর্ণিকা, পীতপুষ্পিকা, ধামার্গব, কেশফলা, মহাজালী, সপীতক, ইহার গুণ—শীতল, জ্বরনাশক, কফবাতবর্দ্ধক। (মদনবিনোদ)

রাজক্রয় (পুং) সোমক্রয়। (বৈ)

রাজকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের হল্লার-বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৮৩ বর্গমাইল। এখানকার জমি উচুনীচু, মধ্যে মধ্যে প্রস্তরময়। কতকগুলি ছোট ছোট নদনদী এখানে প্রবাহিত আছে; তন্মধ্যে অজী বা অজয়নদে কেবল বার মাস জল থাকে। ধান্য, গম, ইক্ষু ও কার্পাস এখানকার প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্য। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

কাঠিয়াবাড়ের রাজকোট ২য় শ্রেণির সামন্তরাজ্য বলিয়া গণ্য। এখানকার অধিপতি নবানগর রাজবংশের শাখা, ঝাড়েজা রাজপুতবংশীয়। তিনিই রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এখানে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজা হইয়া থাকে। রাজার বার্ষিক আয় প্রায় দুইলক্ষ টাকা; তন্মধ্যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও জুনাগড়ের নবাবকে একযোগে ২১৩২০৲ টাকা কর দিতে হয়। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ৩৩৬।

২ উক্ত রাজকোট সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২°১৭´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৫৫´৪৫´´ পূঃ। গত ১৮৯১ সালের গণনানুসারে লোকসংখ্যা ২৯২৪৭, তন্মধ্যে হিন্দু ২০৬৭২।

এখানে দুর্গ ও কাঠিয়াবাড়ের পলিটিকাল এজেণ্টের প্রধান কাছারী আছে। দেশীয় সামন্ত রাজপুত্রগণের শিক্ষার জন্য এখানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া শিল্প-বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ডাকঘর, তারঘর, গির্জ্জা, জেল, ডাকবাঙ্গ্‌লা, ধর্ম্মশালা ও ভাউনগর গণ্ডাল রেলওয়ের ষ্টেসন আছে।

রাজক্রয়ণী (স্ত্রী) সোমক্রয়কারিণী।

রাজক্রিয়া (স্ত্রী) রাজকার্য্য।

রাজক্ষবক (পুং) রাজসর্ষপ, চলিত রাই সরিষা। (রাজনি°)

রাজখর্জ্জুরী (স্ত্রী) রাজপ্রিয়া খর্জ্জূরী। শ্রেষ্ঠ খর্জ্জূরী, পিণ্ড-খর্জ্জূরিকা। (রাজনি°)

রাজগড়, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভূপাল-পলিটিকাল এজেন্সীর অধীন মালবের একটী সামন্তরাজ্য। মোগলপ্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিলে ওমৎ রাজপুতেরা ইহার কতক স্থান দখল করিয়া লয়। তদবধি সেই অধিকৃত জেলার ওমৎবার নাম হইয়াছে। ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে ওমৎবারের সর্দ্দার "রাবৎ" উপাধি লাভ করেন, রাজগড়ের সামন্তনৃপতি এখনও সেই উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই বংশীয়গণ ভোজরাজ ও বিক্রমাদিত্য হইতে আপনাদের কুলপরিচয় দিয়া থাকেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে, তখনকার রাজপুত্র পিতার দেওয়ান বা মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় রাজগড়পতি নিজ রাজ্য বিভক্ত করিতে বাধ্য হন। দেওয়ানের অংশে যে ভূভাগ পড়িল, তাহার নাম হইল "নরসিংহগড়" এবং রাবতের দখলে যে ভূভাগ থাকিল, তাহার নাম হইল "রাজগড়"। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়কালে নরসিংহগড় হোলকরের এবং রাজগড় সিন্ধিয়ার করদ হইল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজগড়পতি রাবৎ মতিসিংহ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া 'মহম্মদ আব্দুল রসিদ্ খাঁ' নাম গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট "নবাব" উপাধি ও সম্মানার্থ ১১টী তোপ পান। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ভক্তাবর সিংহ গদী পাইলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভক্তাবরের মৃত্যু হয়, তৎপুত্র বলবাহাদুর সিংহ 'রাবৎ' হইলেন। রাবৎ মতিসিংহ যখন মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন বলবাহাদুর অতিশিশু ছিলেন। তিনি পিতামহের মত ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই। তিনি সিংহাসন লাভ করিলে তাঁহার আত্মীয় সর্দ্দারগণ আবার তাঁহাকে ওমৎ-রাজপুত বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

রাজগড়ের ভূপরিমাণ ৬৫৫ বর্গমাইল। রাজস্ব আদায় প্রায় ৫ লক্ষ, তন্মধ্যে গুলিয়ান্ জেলার জন্য সিন্ধিয়াকে ৮৫১৭২৲ টাকা এবং কালীপীত পরগণার জন্য ঝালাবার-পতিকে ১০০০৲ টাকা কর দিতে হয়। অহিফেন ও ধান্য এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। লোকসংখ্যা প্রায় সওয়ালক্ষ, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই লক্ষাধিক।

রাজগড়পতির সৈন্যসংখ্যা—২৪০ অশ্বারোহী, ৩৬০ পদাতিক, ৪টা বড় ও ৮টী ছোট কামান এবং তজ্জন্য ১২ জন গোলন্দাজ আছে।

২ উক্ত রাজগড়রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°০´২৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪৬´৩৮´´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২১০ ফিট্ উচ্চ। লোকসংখ্যা প্রায় ১০ হাজার।

রাজগড়, মধ্যপ্রদেশের ডেপুটী ভীল এজেন্সীর অধীনে একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ডাকাতী ও বদমাএসীর জন্য পূর্ব্বে এই স্থান বিখ্যাত ছিল। এখানকার ভীল প্রভৃতি বন্যজাতি নিকটবর্ত্তী রাজ্যে গিয়া বড়ই অত্যাচার করিত। তজ্জন্য স্ব স্ব সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য হোলকর ও ধাররাজ এখানকার সর্দ্দার বা ভূমিয়াকে (ভূঁইয়াকে) এই স্থান ছাড়িয়া দিয়া শান্তিরক্ষা করিবার জন্য বার্ষিক টাকাও বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ্চ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এখানকার ভূমিয়াকে রাজগড় (গ্রাম ও গিরিদুর্গ) ও খাল এই দুই গ্রামের সনদ প্রদান করেন।

রাজগড়, পঞ্জাবের সর্মুর-রাজ্যের অন্তর্গত একটী দুর্গ। অক্ষা° ৩০°৫২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°২৩´ পূঃ। দুর্গটী চতুরস্র, চারিকোণে ৪টা বুরুজ আছে। বুরুজ ৪০ ফিট্ উচ্চ ও

পরিধি ২০ বর্গফিট্। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গুর্খারা এই দুর্গে আগুন দিয়া প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলে, তৎপরে পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। এইস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭১১৫ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

রাজগড়, মধ্যপ্রদেশে চান্দাজেলার অন্তর্গত মূল তহসীলের একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৪৪৭ বর্গমাইল। ১৪০ খানি গ্রাম ইহার অধীন; সাওলি ও মূল এই দুইটী প্রধান নগর। পূর্ব্বে এই স্থান বৈরাগড়ের গোঁড়রাজবংশের অধিকারভুক্ত ছিল।

রাজগড়, রাজপুতনার আজমীর মেরবাড়া জেলার একটী নগর। আজমীর সহর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৬°১৭´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪°৪০´৩৫´´ পূঃ। রাঠোর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতে এই স্থান গোঁড়রাজপুতগণের অধিকারে ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পুরাতন রাজবংশীয়দিগকে এই স্থান জায়গীর দেওয়া হয়। এখানে স্বচ্ছসলিল একটী হ্রদ আছে। সুবৃহৎ প্রস্তরের প্রাকারযুক্ত প্রাচীনদুর্গের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয়।

রাজগবী (স্ত্রী) একপ্রকার গোরু (Bos Grunniens)

রাজগামিন্ (ত্রি) রাজানং গচ্ছতীতি গম্-ণিনি। রাজসম্বন্ধী।

"অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামি চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া॥" (মনু ১১ অ০)

যাহার কেহ উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহার ধন রাজগামী অর্থাৎ রাজার অধিকারে যাইয়া থাকে।

রাজগির (রাজগৃহশব্দের অপভ্রংশ) পাটনা জেলার অন্তর্গত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। [রাজগৃহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রাজগিরি (পুং) শাকভেদ, চলিত রাজশাক। এই শাক স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। পর্য্যায়—রাজাদ্রি, রাজশাকিনী, রাজশাকনিকা। ইহার গুণ—রুচিকর, পিত্তনাশক, শীতল; স্থূলের গুণ—অতিশীতল ও অতিশয় রুচিপ্রদ। (রাজনি০)

২ মগধদেশস্থ পর্ব্বতবিশেষ।

রাজগুরু (পুং) রাজার গুরু, রাজার উপদেষ্টা।

রাজগৃহ (পুং) রাজপ্রাসাদ।

রাজগৃহ, পাটনা জেলার একটী গিরিমালা। অক্ষা০ ২৪°৫৮´৩০´´ হইতে ২৫°১´৩০´´ উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি০ ৮৫°২৫´ হইতে ৮৫°৩১´৩০´´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দুইটা সমান্তরাল গিরিগুচ্ছে এই গিরিমালা বিভক্ত, মধ্যে বহু সঙ্কট ও দুর্গম জঙ্গল আছে।

এই গিরিমালার পাথর আগ্নেয়স্বভাববিশিষ্ট। চকমকি ও কোয়ার্জ মিশ্রিত, উষ্ণপ্রস্রবণভূষিত। [পরবর্ত্তী রাজগৃহ শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রাজগৃহ, পূর্ব্বভারতের সুপ্রাচীন রাজধানী। এই স্থান হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও মুসলমানদিগেরও নিকট অতি পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য। মহাভারতে এই স্থান গিরিব্রজ নামে বর্ণিত হইয়াছে। কুশাত্মজ বসু, গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থানে এই নগর প্রথম নির্ম্মাণ করেন। উপরিচর বসুর পৌত্র জরাসন্ধের সময়ে এই নগরটী মগধের রাজধানী ছিল। বসুদেব যখন স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্য ভীমার্জ্জুনসহ গিরিব্রজে প্রবেশ করিতেছিলেন, তিনি এই স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

'হে পার্থ! ঐ দেখ, মগধরাজ্যের মহানগর কেমন শোভা পাইতেছে! উত্তম উত্তম অট্টালিকায় সুশোভিত ঐ মহানগরী সুজলা, নিরুপদ্রবা ও গবাদিপূর্ণা। বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক এই পঞ্চ মহাশৈল যেন সম্মিলিত হইয়া গিরিব্রজ নগরকে রক্ষা করিতেছে। পুষ্পিতশাখায় সুগন্ধপূর্ণ মনোহর লোধ্রবনরাজি ঐ শৈলসমূহকে যেন লুক্কায়িত রাখিয়াছে।' * (সভাপ০ ২১ অঃ)

মহাভারতে যেমন পঞ্চশৈলবেষ্টিত গিরিব্রজের উল্লেখ আছে, বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহমাহাত্ম্যেও সেইরূপ বৈভার, বিপুল রত্নকূট, গিরিব্রজ ও রত্নাচল এই পঞ্চশৈল বেষ্টিত রাজগৃহের উল্লেখ দেখা যায় †। মহাভারতে গিরিব্রজ রাজধানী, কিন্তু রাজগৃহমাহাত্ম্যমতে গিরিব্রজ একটী শৈল। এ ছাড়া উক্ত পঞ্চশৈলেরও নামান্তর দেখা যাইতেছে। তন্মধ্যে মহাভারতে যে গিরি বৈহার নামে কথিত, রাজগৃহমাহাত্ম্যে তাহা বৈভার ও বর্ত্তমানকালের পালিগ্রন্থে তাহাই "বেভারো" নামে বর্ণিত হইয়াছে। এই বৈভার শৈলের সপ্তপর্ণী গুহায় ৫৪০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘ হইয়াছিল। রত্নাচলকেই চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ 'ঔডুম্বরগুহা' (Fig-tree cave) বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানেই বুদ্ধদেব আহারান্তে

* "এষ পার্থ মহান্ ভাতি পশুমান্নিত্যমম্বুমান্।
নিরাময়ঃ সুবেশ্মাঢ্যো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ॥
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো বরাহো বৃষভস্তথা।
তথা ঋষিগিরিস্তাত শুভাশ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ॥
এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গাঃ পর্ব্বতাঃ শীতলদ্রুমাঃ।
রক্ষন্তীবাভিসংহত্য সংহতাঙ্গা গিরিব্রজং॥
পুষ্পবেষ্টিতশাখাগ্রৈর্গন্ধবদ্ভির্মনোহরৈঃ।
নিগূঢ়া ইব লোধ্রাণাং বনৈঃ কামিজনপ্রিয়ৈঃ॥" (সভাপর্ব্ব ২১।১-৮)

† "নরো রাজগৃহে গচ্ছেৎ তীর্থসেবী জনাধিপ।
উপস্পৃশ্য ততঃ স্নাত্বা কক্ষীবানিব মোদতে॥
বৈভারো বিপুলশ্চৈব রত্নকূটো গিরিব্রজঃ।
রত্নাচলমিতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে পাবনা নগাঃ॥
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে সাক্ষেব রাজতে।" (রাজগৃহমাহাত্ম্য ১।১২-১৪)

ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। পালিগ্রন্থে ইহাই পাণ্ডবশৈল ও মহাভারতে ঋষিগিরি বলিয়া অভিহিত। বর্ত্তমান বিপুল পালিগ্রন্থে 'বেপুল্লো' এবং মহাভারতে চৈত্যক নামে কথিত। রাজগৃহমাহাত্ম্যে যাহা গিরিব্রজ, মহাভারতে তাহাই বরাহ এবং বর্ত্তমান কালে তাহারই কতকাংশ গিরিএক নামে খ্যাত। আজও অনেক হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী তীর্থোপলক্ষে উক্ত পঞ্চশৈল দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

এক্ষণে হিন্দুর নিকট রাজগৃহ তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইলেও অতিপূর্ব্বকালে ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট এরূপ ভাবে গণ্য হইত কি না সন্দেহ। পুরাণ ও ভারতে এই স্থান পূর্ব্বভারতের সুদৃঢ় ও সুরম্য রাজধানী বলিয়া গণ্য হইলেও ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী আর্য্যগণ বরং হীনভাবেই এই স্থান দর্শন করিতেন। পঞ্চশৈলের মধ্যে গিরিএক বা গিরিব্রজেই সম্ভবতঃ জরাসন্ধের প্রমোদভবন অবস্থিত ছিল, এখনও ঐ স্থান 'জরাসন্ধকা বৈঠক' নামেই প্রসিদ্ধ। গিরিএক শৈলের পার্শ্ববর্ত্তী গিরিএক গ্রামের নিকটস্থ শৈলোপরিও সুপ্রাচীন রাজভবনাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া রত্নগিরির দক্ষিণে ও উদয়গিরির পার্শ্বে লোকে জরাসন্ধের রাজবাটী দেখাইয়া থাকে। বর্ত্তমান বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও সোণাগিরি এই পঞ্চশৈলের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থানেই উক্ত প্রাচীন রাজধানী বিস্তৃত ছিল। ইহারই মধ্যে উত্তরে হংসপুরদ্বার হইতে পশ্চিমে রঙ্গভূমি পর্য্যন্ত, দক্ষিণে রঙ্গভূমি হইতে পূর্ব্বে নেকৃপাইবাঁধ পর্য্যন্ত রাজধানী প্রাকার বেষ্টিত ছিল, প্রাকার মধ্যবর্ত্তী এই ভূখণ্ডই প্রাচীন রাজগৃহ বলিয়া গণ্য *। বার্হদ্রথবংশীয় নৃপতিগণ এই স্থানে অবস্থান করিতেন। এই ভূখণ্ডের উত্তরাংশে মণিয়ারকূপ ও তাহার নিকট সুবিস্তৃত ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। মহাভারতে এই স্থানই মণিনাগের আলয় বলিয়া পরিচিত। † মহাভারতে লিখিত আছে যে, চৈত্যকগিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়া অদ্বার দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনসহ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ‡ যে স্থান দিয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধপুরে প্রবেশ করেন, বহু পরবর্ত্তী কালে তথায় বিষ্ণুপদ গঠিত ও হিন্দুর নিকট তাহাই পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইল।

প্রাকারবিশিষ্ট রাজগৃহের পশ্চিমপ্রান্তে রণভূমি ও পঞ্চ-পাণ্ডু নামক স্থান। প্রবাদ, উক্ত রণভূমিতেই ভীমের সহিত জরাসন্ধের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল। এখানকার শৈল রক্তবর্ণ প্রস্তরাচ্ছাদিত। সাধারণের বিশ্বাস যে, জরাসন্ধের রক্তে এই স্থানের প্রস্তররাশি রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইহারই অদূরে চিত্রলিপির অনুকরণে শৈলগাত্রে খোদিত বৃহৎ শিলালিপি দৃষ্ট হয়, ভারতে যত প্রকার লিপির আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐ লিপিই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ঐ লিপির উপর দিয়া গোচারণের পথ থাকায়, অনেক অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহই ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।

বসু হইতে শ্রেণিক বিম্বিসার পর্য্যন্ত পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ উক্ত প্রাচীন রাজগৃহে থাকিয়াই পূর্ব্বভারত শাসন করিতেন। পরে বিম্বিসার-রাজ বৈভার ও বিপুলগিরির উত্তরে সরস্বতীনদীর পূর্ব্বে এবং উষ্ণ প্রস্রবণসমূহ হইতে কিছু দূরে নূতন রাজগৃহনগরে গিয়া বাস করেন।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্, চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্সিয়াংএর বিবরণ অনুসারে প্রাচীন রাজগৃহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই প্রাচীন রাজধানীর পরিমাণ ৮ মাইলের কিছু কম, কিন্তু চড়াই ও উৎরাইসমেত হিউএন্-সিয়াং বর্ণিত ৫০ লি। ইহার চারি ধারে যে প্রাকার ছিল, এখনও স্থানে স্থানে তাহার কতক অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রাকার ১৩ ফিট্ মোটা। হিউএন্সিয়াংএর বর্ণনা ধরিলে গিরিএক পর্য্যন্ত রাজগৃহের সীমা পড়ে, কিন্তু কনিংহাম্ এতদূর পর্য্যন্ত রাজগৃহের সীমানা ধরিতে চান না। * আমরা যখন গিরিএকে রাজা "জরাসন্ধের বৈঠক" দেখিতেছি, এবং প্রাচীন রাজগৃহের পৃষ্ঠ হইতে গিরিএক পর্য্যন্ত পূর্ব্বরূপ প্রাকারের ভগ্নাবশেষ দেখা যাইতেছে, তখন গিরিএক (গিরিব্রজ) পর্য্যন্ত যে একসময় রাজগৃহের সীমা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতেও সেইজন্য গিরিব্রজ রাজগৃহের সীমায় পঞ্চশৈলের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ফা-হিয়ানের মতে বিম্বিসারপুত্র অজাতশত্রু নূতন রাজগৃহ স্থাপন করেন। কিন্তু হিন্দু ও জৈন প্রাচীন গ্রন্থানুসারে শ্রেণিক বিম্বিসারের সময়ে এই নূতন রাজগৃহের পত্তন হয়। খৃষ্টীয়

* মহাভারতেও এই রাজগৃহের উল্লেখ আছে—

"সত্রাগারে স্থাপয়িত্বা রাজা রাজগৃহং গতঃ।" সভাপ০ ২১।৩৪।

† "অর্ব্বুদঃ শক্রবাপী চ পন্নগৌ শত্রুতাপনৌ।
স্বস্তিকস্যালয়শ্চাত্র মণিনাগস্য চোত্তমঃ।
অপরিহার্য্যা মেঘানাং মাগধা মনুনা কৃতাঃ।
কৌশিকো মণিমাংশ্চৈব চক্রাতে চাপ্যনুগ্রহম্॥"

মহাভারত সভাপ০ ২১।৯-১০।

‡ "চৈত্যকস্য গিরেঃ শৃঙ্গং ভিত্ত্বা কিমিহ ছদ্মনা।
অদ্বারেণ প্রবিষ্টাঃ স্থ নির্ভয়া রাজকিল্বিষাৎ॥" ২১।৪৫।

* Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. I. p. 23.

৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং যখন রাজগৃহ দর্শনে আগমন করেন, তখনই ইহার বহিঃপ্রাচীরসমূহ বিধ্বস্তপ্রায়, কিন্তু ভিতরের প্রাচীরগুলি তখনও ভগ্ন হয় নাই। তখনই ইহার পরিধি প্রায় ৩২ মাইল। এখন যাহা অবশিষ্ট চিহ্ন আছে, তাহাও প্রায় ৩ মাইল হইবে। দক্ষিণাংশে পাহাড়ের দিকে গড় ছিল, এখন তাহার মৃন্ময় প্রাকারের প্রস্তরময় প্রাচীরসমূহ অনেক স্থানে বেশ ভালই রহিয়াছে। শ্রেণিক-অধিষ্ঠিত নবরাজগৃহ এখন 'রাজগির' নামেই খ্যাত। রাজগৃহের উত্তরাংশে 'রাজগির' নামে একটী নূতন গ্রাম আছে।

জৈন-প্রভাব।

শ্রেণিক বিম্বিসারের সময় হইতেই রাজগৃহে জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হয়। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী এখানকার বিপুলাচলে বহুকাল অবস্থান করিয়া মগধপতি শ্রেণিককে জিনতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন জৈনপুরাণ ও অঙ্গ হইতে জানা যায় যে শ্রেণিকরাজ মহাবীর স্বামীর একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। তাঁহারই সময়ে শত শত ব্যক্তি এখানে নির্গ্রন্থ বা জিনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহাবীরের অধিষ্ঠান হেতু রাজগৃহ জৈনদিগের নিকট একটী মহাপুণ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইল। তাঁহার সময়ে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় ও তৎপরবর্ত্তী কালে রাজগৃহ ও পঞ্চশৈলের সর্ব্বত্র বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হইলেও এখানকার শৈলশিখর হইতে জৈনসাধুসংস্রব বিদূরিত হয় নাই। মহাবীরের অধিষ্ঠানভূমি বিপুলগিরি ব্যতীত স্বর্ণাচল, (সোণাগিরি), রত্নাচল, বৈভার ও উদয়গিরিতেও সুপ্রাচীন জৈনকীর্ত্তিসমূহের প্রভূত নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। বিপুলগিরিশিখরে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তির পাদদেশে যে খোদিত শিলালিপি আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে জৈনসমাগম ছিল, তৎপরে এখানে ব্রাহ্মণগণের পুনরভ্যুদয় ও অবশেষে মুসলমানগণের অত্যাচারে এখান হইতে জৈনসংস্রব এককালে লুপ্ত হইয়াছিল। বলিতে কি, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পর হইতে ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এখানে আমরা কোনরূপ জৈনসংস্রবের প্রমাণ পাই না। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে মুসলমানপ্রভাব বিলুপ্ত হইলে রাজগৃহের পঞ্চশৈলোপরি আবার জৈন তীর্থযাত্রিগণের সমাগম হইতে লাগিল। আবার সেই সঙ্গে জৈন ধনকুবেরগণের যত্নে পঞ্চশৈলের তুঙ্গশিখরে নানা জিনালয় প্রতিষ্ঠা ও প্রাচীন জৈনকীর্ত্তিসমূহের জীর্ণোদ্ধার চলিতে লাগিল। এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করমূর্ত্তি ও তীর্থঙ্করদিগের পাদুকাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল। খৃষ্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর জৈনকীর্ত্তিই এখন দর্শকদিগের নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধপ্রভাব।

জৈনপ্রভাবের সহিত বৌদ্ধপ্রভাবও দেখা দিয়াছিল। মহাবীরের অনতিকাল পরেই বুদ্ধ শাক্যসিংহ বৈভারশৈলে আগমন করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য মগধপতি বিম্বিসার হইতে রাজগৃহবাসী জনসাধারণ সকলেই বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ শৈলের শিরোদেশে থাকিতেন, তাঁহাকে দেখিতে হইলে দুরারোহ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে সাধারণের বড়ই কষ্ট হইত, এ কারণ রাজা বিম্বিসার পাহাড় কাটিয়া পাথর দিয়া সিঁড়ী করিয়া দিয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে রাজগৃহদর্শনে আসিয়া বর্ণনা করেন যে, যেখানে বিম্বিসার বুদ্ধদর্শনার্থ পর্ব্বতপ্রান্তে অবতরণ করিতেন, সেই স্থান "রথাবতরণ" নামে খ্যাত হইয়াছিল। মগধপতি বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ তথায় একটী স্তূপও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাজগৃহের পঞ্চশৈলোপরি কিরূপ বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্ সিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা তাহার কতক পরিচয় পাই। ফা-হিয়ান্ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে আসিয়া নবরাজগৃহে দুইটী সঙ্ঘারাম, ইহার পশ্চিমতোরণের কিছু দূরে রাজা অজাতশত্রু-নির্ম্মিত একটী সমুচ্চ বুরুজ (এখানে বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত), নগরের দক্ষিণতোরণ হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে পঞ্চশৈলবেষ্টিত উপত্যকা মধ্যে জনমানবশূন্য বিধ্বস্ত প্রাচীন রাজগৃহ, বুদ্ধদেবকে বিনাশ করিবার জন্য নির্গ্রন্থ যে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই অগ্নিকুণ্ড, নগরের উত্তর-পূর্ব্বে আম্রপালীর উদ্যান মধ্যে জীবক বৈদ্যনির্ম্মিত বিহারের ভগ্নাবশেষ (এখানে বুদ্ধদেব ১২৫০ জন শিষ্যসহ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন), উপত্যকা দিয়া গিরিমালা অতিক্রম করিয়া প্রায় ২॥০ ক্রোশ দূরে গৃধ্রকূটশৈল, তাহার আধক্রোশ দূরে দক্ষিণমুখী গুহা (এখানে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ থাকিতেন), তাহারই অদূরে একটী শৈলকুটী (এখানে আনন্দ ধ্যান করিতেন) *। তাহারই অদূরে ৪ জন অর্হতের ধ্যানগুফা, এইরূপ আরও শত শত গুফা, শৈলের উত্তরদিকে একটী ভগ্নাবশিষ্ট দরদালান (এখানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন), প্রাচীন নগরের উত্তরে বৌদ্ধাচার্য্য সেবিত করণ্ডবেণুবনবিহার, তাহার পোয়াথানেক পথ উত্তরে মহাশ্মশান, দক্ষিণশৈল ভেদ করিয়া পশ্চিমে কিছু দূরে আসিলে বুদ্ধের মধ্যাহ্নাহারের পর

* মার গৃধ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক এখানে আনন্দকে ভয় দেখান, বুদ্ধের প্রভাবে তাহার মায়া ব্যর্থ হয়। তদবধি এই গিরির নাম "গৃধ্রকূট" হইল, এখানে ফা-হিয়ান্ গৃধ্রপক্ষীর চিহ্ন দেখিয়া গিয়াছিলেন।

ধ্যানস্থান 'পিপ্পল-গুহা', তাহার পশ্চিমে প্রায় ১৷৷ পোয়া পথ দূরে শৈলের উত্তর ছায়ায় চেতি নামক গুহা (বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর এখানে ৫০০ অর্হং ধর্ম্মপুস্তক সংগ্রহার্থ সম্মিলিত হইয়াছিলেন), এবং পুরাতন নগর হইতে প্রায় দেড়পোয়া পথ উত্তরপূর্ব্বে দেবদত্তের শিলাময়ী কুটী।

ফা-হিয়ানের দ্বিশতাধিক বর্ষ পরে হিউএন্‌সিয়াং আসিয়া এখানে এইরূপ বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন ;—

তুঙ্গশৃঙ্গশোভিত শৈলোপরি বুদ্ধবনে বুদ্ধের শিলাগৃহ*, বুদ্ধবন হইতে প্রায় দুইক্রোশ পূর্ব্বে যষ্টিলতায় আকীর্ণ যষ্টিবন, এবং তন্মধ্যে অশোকরাজ-নির্ম্মিত স্তূপ, যষ্টিবনের ১০ লি (প্রায় ৩ পোয়া) দক্ষিণে মহাশৈলের পার্শ্বে সর্ব্বরোগহর দুইটী উষ্ণপ্রস্রবণ, ও তাহার নিকট বুদ্ধাধিষ্ঠানস্মারক স্তূপ ; যষ্টিবনের দক্ষিণপূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে মহাশৈলের পথে একটী স্তূপ ; (বর্ষাকালে বুদ্ধদেব দেবমানবকে এখানে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন ; বিম্বিসাররাজ তাঁহার উপদেশ শুনিতে যাইবার জন্য এখানকার পাহাড় কাটিয়া প্রস্থে ২০ পাদ ও দৈর্ঘ্যে প্রায় একপোয়া পথ পাথরের সিঁড়ি করিয়া দিয়াছিলেন), উক্ত মহাশৈলের কিঞ্চিদধিক একপোয়া পথ উত্তরে ব্যাসাশ্রমের ভগ্ন প্রস্তরগৃহ, তাহার উত্তরপূর্ব্বে দেড়পোয়া পথ যাইলে একটী ছোটপাহাড়, তাহাতে হাজার লোক বসিবার একটী পাথরের বড় ঘর (এখানে বুদ্ধদেব তিন মাস ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন), এই বড় ঘরের উপরে প্রসিদ্ধ সুগন্ধময় প্রস্তর, (এখানে দেবরাজ শক্র ও ব্রহ্মা গোশীর্ষ-চন্দনে বুদ্ধদেবকে চর্চ্চিত করিয়াছিলেন।), বড় পাথরের ঘরের দক্ষিণপশ্চিমকোণে একটী উচ্চ গুফা (এখানে পূর্ব্বে অসুরের রাজভবন ছিল), উক্ত বড় ঘরের পার্শ্বে বিম্বিসার-রাজনির্ম্মিত ১০ পাদ চওড়া ও প্রায় দেড়পোয়া লম্বা কাঠের সেতু ও নদীর ধারে পাথরের বাঁধ ; তথা হইতে পূর্ব্বমুখে প্রায় সাড়েচারিক্রোশ আসিলে মগধরাজ্যের কেন্দ্র ও পূর্ব্বতন রাজধানী কুশাগারপুর, † (ইহার পরিধি ১৫০ লি (প্রায় ১০ ক্রোশ)। মধ্যবর্ত্তীপুরের অবশিষ্ট প্রাচারভিত্তির পরিধি প্রায় ৩০ লি)। রাজগৃহের উত্তরদ্বারের বাহিরে একটী স্তূপ, তাহার উত্তরপূর্ব্বে আর একটী স্তূপ (এখানে শারিপুত্র অর্হত্ত্ব লাভ করেন), ঐ স্থানের উত্তরে কিছু দূর গেলে এক গভীর গড়খাই, তাহারই পার্শ্বে শ্রীগুপ্তের স্তূপ, গড়খাইর উত্তরপূর্ব্বে নগরপ্রান্তে জীবকবৈদ্যনির্ম্মিত বুদ্ধদেবের বক্তৃতা-গৃহের ও জীবকগৃহের ধ্বংসাবশেষ, তাহার পার্শ্বে একটী পুরাতন স্তূপ, রাজগৃহের ১৪ কি ১৫ লি (১ ক্রোশাধিক) উত্তরপূর্ব্বে গৃধ্রকূটশৈল (এই পর্ব্বতে বুদ্ধদেব বহুকাল অতি-বাহিত করেন), তাহাতে উঠিবার জন্য বিম্বিসারনির্ম্মিত প্রস্তরসোপান, পথের মধ্যস্থলে "রথাবতরণ" ও "জনবিমুখ" নামক স্তূপ, শৈলের উপরে পশ্চিমপ্রান্তে পূর্ব্বদ্বারী বুদ্ধের প্রমাণমূর্ত্তিশোভিত একটী বিহার, বিহারের পূর্ব্বে বুদ্ধের পদরক্তে পবিত্র এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, তাহারই কিছু দূরে বুদ্ধের বধোদ্দেশে দেবদত্তের প্রস্তরনিক্ষেপস্থান, তাহার দক্ষিণে একটী স্তূপ (এখানে বুদ্ধ "সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকসূত্র" প্রকাশ করেন) ; বিহারের দক্ষিণে বুদ্ধের সমাধিস্থান একটী বৃহৎ প্রস্তরগৃহ, তাহার উত্তরপশ্চিমে ও সম্মুখভাগে গৃধ্ররূপচিহ্নিত এক অপূর্ব্ব প্রস্তরখণ্ড, বিহারের পার্শ্বেও শারিপুত্র ও বহু অর্হতের সমাধিস্থান কতকগুলি প্রস্তরগৃহ, শারিপুত্রের গৃহের সম্মুখে একটী বৃহৎ শুষ্ক কূপ, বিহারের উত্তরপূর্ব্বে শৈল স্রোতস্বতীর মধ্যে বুদ্ধের কাপড় শুখাইবার সমতল প্রস্তরখণ্ড, তাহারই পার্শ্বে শৈলোপরি বুদ্ধের পদচিহ্ন, গিরিব্রজপুরের উত্তরতোরণের পশ্চিমে বিপুলগিরি, গিরির উত্তরপার্শ্বের দক্ষিণপশ্চিমপাদদেশে ১০ টী উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবণ, কোন কোন উষ্ণপ্রস্রবণ সিংহমুখ, কোনটী শ্বেতহস্তিমুখ প্রভৃতি আকারের পাথর দিয়া বাঁধান, নিম্নে সরোবরের মত পাথর দিয়া বাঁধান জলাধার, উষ্ণপ্রস্রবণসমূহের ডাহিনে ও বামে পাশাপাশি বহু স্তূপ ও বিহার এবং চারিজন গতবুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন, উষ্ণপ্রস্রবণসমূহের পশ্চিমে পিপ্পলনামক প্রস্তরগৃহ এই ঘরের প্রাচীরের পার্শ্বে গুহাকার অসুরের প্রাসাদ, (এখানে নাগ, সর্প, সিংহ প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে বাহির হয়), বিপুলগিরির শিখরে স্তূপ, (এখানে বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন), এখানে বহু নির্গ্রন্থের নিয়ত সমাগমস্থান, এই প্রস্তর-গৃহের পূর্ব্বে চেপ্‌টা প্রস্তরখণ্ডে রক্তচিহ্ন, গিরিব্রজপুরের উত্তর-কোণ হইতে প্রায় আধপোয়া পথ গেলে করণ্ডবেণুবন, এখানে পূর্ব্বদ্বারী বিহারের ভগ্নাবশেষ, করণ্ডবেণুবনের পূর্ব্বে অজাত-শত্রুরাজনির্ম্মিত স্তূপ, (এখানে রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল, এই গৃহ হইতে অপূর্ব্ব আলোক নিঃসৃত হয়), ঐ স্তূপের পার্শ্বে আনন্দের দেহাবশেষ-যুক্ত অজাতশত্রু-নির্ম্মিত আরও একটী স্তূপ, ইহারই অদূরে শারিপুত্র ও মুদ্গলপুত্রের অধিষ্ঠানস্মৃতিজ্ঞাপক স্তূপ, দক্ষিণ-

* প্রবাদ—এখানে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা গোশীর্ষ চন্দনে বুদ্ধদেবকে চর্চ্চিত করিয়াছিলেন। এখানকার শিলায় অদ্যাপি সেই গন্ধ পাওয়া যায়। (হিউএন্‌সিয়াং)

† প্রাচীন রাজগৃহের নামান্তর। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনানুসারে এখানে সুগন্ধি কুশতৃণ প্রচুর জন্মিয়া থাকে, এ কারণ "কুশাগারপুর" নাম হইয়াছে। জৈনগ্রন্থে কুশাগারপুর ও কোষাগারপুর এই দুইরূপ নাম দৃষ্ট হয়।

শৈলের উত্তরাংশে এক বৃহৎ বেণুবন, তন্মধ্যে অজাতশত্রুকৃত একটী বৃহৎ প্রস্তরগৃহ (বুদ্ধনির্ব্বাণের পর স্থবির কাশ্যপ ৯৯৯ জন অর্হৎ সহ পিটকত্রয় উদ্ধার করিবার জন্য এই গৃহে মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন); ইহার উত্তরে আনন্দের সমাধিস্থানজ্ঞাপক একটী স্তূপ, এখান হইতে পশ্চিমে ২০ লি (দেড়ক্রোশ) গেলে অশোকরাজনির্ম্মিত স্তূপ (এখানে ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায় ও ধারণীপিটক উদ্ধার করিবার জন্য কাশ্যপ-পরিত্যক্ত লক্ষ ভিক্ষুর মহাসঙ্ঘ হইয়াছিল); (করণ্ড) বেণুবনবিহারের উত্তরে করণ্ডহ্রদের চিহ্ন, তাহার এক পোয়া পথ দূরে ৬০ ফিট্ উচ্চ অশোকরাজ-নির্ম্মিত স্তূপ, তাহারই পার্শ্বে স্তূপনির্ম্মাণের বিবরণীমূলক খোদিত লিপি ও হস্তিমুখযুক্ত ৫০ ফিট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ, স্তম্ভের উত্তরপূর্ব্বে অল্প দূরেই বিধ্বস্ত রাজগৃহনগরী*। রাজভবনের দক্ষিণপশ্চিমকোণে দুইটী ছোট সঙ্ঘারাম, তাহার উত্তরপশ্চিমে একটী স্তূপ এবং নগরের দক্ষিণ তোরণের বাহিরে রাজপথের বামদিকে রাহুলের দীক্ষাস্মৃতিসূচক একটী স্তূপ ছিল।

গৌড়ে বৌদ্ধপালরাজগণের আধিপত্যকালেও পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ দর্শন করিবার জন্য দেশবিদেশ হইতে তীর্থযাত্রীর আগমন হইত। বৌদ্ধপালরাজগণ তান্ত্রিক ছিলেন, তাহাদের সময়েও রাজগৃহে তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিপুলগিরিতে "যে ধর্ম্মহেতু-প্রভবা" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসূত্রনিবদ্ধা অষ্টভুজা বজ্রবারাহীমূর্ত্তি ও বজ্রভৈরব (এখন বটুকভৈরব নামক খ্যাত) মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময়ে নির্ম্মিত ও উক্ত ধর্ম্মসূত্রযুক্ত মৃগসহচর (মুণ্ডহীন) বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাচী সরস্বতীর উত্তরতীরে দৃষ্ট হয়। যে প্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণীগুহায় বুদ্ধনির্ব্বাণের অনতিপরে ৫৪০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ১ম ধর্ম্মসংগীতি হইয়াছিল, এখন যাহা 'সোণ-ভাণ্ডার' নামে প্রসিদ্ধ, সেই গুহামধ্যে ১০০৭ সংবতের বৌদ্ধ-খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। মণিয়ার মঠে এখনও সেই সুপ্রাচীন অশোকস্তম্ভ দণ্ডায়মান, নবরাজগৃহের দক্ষিণাংশে উপত্যকায় প্রবেশপথে পালরাজগণের সময়কার বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের নিদর্শন এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত সাধারণের মতিগতি অন্তরূপ হইলেও পূর্ব্ববর্ণিত বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ এককালে পরিত্যক্ত হয় নাই, মুসলমান আক্রমণ, তাহাদের হস্তে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসসাধন ও শ্রমণনিগ্রহের সহিত রাজগৃহতীর্থ বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণপ্রভাব।

হিউএন্‌সিয়াংএর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মগধপতি অশোক প্রথমে ব্রাহ্মণভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় তিনি সমগ্র প্রাচীন রাজগৃহ ব্রাহ্মণকে দান করেন। বাস্তবিক এই সময় হইতেই রাজগৃহে ব্রাহ্মণপ্রভাবের সূত্রপাত হয়। তৎকালে রাজগৃহ মধ্যে যে যে স্থান মোক্ষপ্রদ জ্ঞানে বৌদ্ধগণ দর্শন করিতে আসিতেন, ব্রাহ্মণেরা সেই সেই স্থানে হিন্দুতীর্থযাত্রিগণের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য পৌরাণিক দেবদেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করিতে লাগিলেন। এদিকে অল্পদিন পরেই সম্রাট্ অশোকের ধর্ম্মমতপরিবর্ত্তন ও তৎ-কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের সহিত এখানকার ব্রাহ্মণেরাও স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইলেন না। কএকশত বর্ষ পরে শুঙ্গমিত্রবংশের অভ্যুদয়ে পাটলিপুত্রে ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সহিত এখানকার ব্রাহ্মণেরাও পৌরাণিক ধর্ম্মস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই পুরাতন বৌদ্ধকীর্ত্তিলোপের আয়োজন ও তৎসঙ্গে হিন্দুতীর্থস্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল। মগধের সিংহাসনে ব্রাহ্মণভক্ত গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধিষ্ঠানহেতু এখানে হিন্দুতীর্থ স্থাপনেরও বিশেষ সুবিধা হইতেছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে তাঁহাদের অধঃপতন ও পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্মাভ্যুদয় হেতু এখানকার ব্রাহ্মণগণের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইল। এই কারণে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনপরিব্রাজক এখানে বিস্তর ব্রাহ্মণ দেখিলেও এখানকার কোন হিন্দুদেবালয় তাঁহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে কনোজে যশোবর্ম্মা ও গৌড়ে আদিশূরের অভ্যু-দয়ের সহিত আবার ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হয়। তৎপরে বৌদ্ধ পালরাজগণের অভ্যুদয় ঘটিলে তাঁহারা তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী না হওয়ায় এবং এই সময় দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় রাজগৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ রাজগৃহে নানা তীর্থ ও দেবালয় স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। কালবশে বৌদ্ধগৌরবরবি মগধ হইতে চিরতরে অস্তমিত হইলে এখানকার ব্রাহ্মণেরা হিন্দু-তীর্থযাত্রীর জন্য বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহমাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। যে যে স্থান বৌদ্ধ ও জৈন সাধারণের নিকট পুণ্যস্থান বলিয়া

* হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন, বিম্বিসাররাজ প্রথমে কুশাগার বা প্রাচীন গিরিব্রজপুরেই আপন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহ থাকায় ও মধ্যে মধ্যে গৃহদাহে সাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে থাকায় মগধপতি নিয়ম করেন যে, যাহার গৃহে আগুন লাগিবে তাহাকেই নির্ব্বাসিত করা হইবে। দৈবক্রমে মগধপতির গৃহদাহ হইল। তিনি আপন সত্যরক্ষা করিবার জন্য নিজেই শ্মশান আশ্রয় করিলেন। রাজা বনবাসী এই সংবাদ পাইয়া বৈশালীরাজ মগধজয় করিতে আসিলেন। তখন সীমান্ত সামন্তগণ দুর্গ-পরিখাযুক্ত নূতন নগর নির্ম্মাণ করিলেন। বিম্বিসাররাজ এখানে প্রথম বাস করেন বলিয়া ইহার রাজগৃহ নাম হইল।

গণ্য ছিল, এখন সেই সেই স্থানে হিন্দুদেবদেবী প্রতিষ্ঠিত ও হিন্দুতীর্থ কল্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে কত বৌদ্ধকীর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ হিন্দুর বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। এখন স্থির হইল :—

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্॥" ১।২৪।

মগধে গয়া, পুনপুননদী, চ্যবনের আশ্রম ও রাজগৃহবন এই কয়টী পুণ্যপ্রদ। তৎকালে সমস্ত রাজগৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। রাজগৃহমাহাত্ম্যে বহুতীর্থস্থানের উল্লেখ আছে, তীর্থযাত্রীদিগকে পাণ্ডারা সেই সকল তীর্থ এখনও দেখাইয়া থাকেন। নিম্নে স্থানমাহাত্ম্য বর্ণিত তীর্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :—

১ সরস্বতী—এই পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্রকায় স্রোতস্বতী পুণ্যারণ্য হইতে বাহির হইয়া বৈভার ও বিপুলগিরির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সরস্বতীতে স্নান করিলে সকল পাপ দূর হয়। এই সরস্বতী ব্রহ্মমূর্ত্তি * এবং ইহার উত্তরাংশ প্রাচী-সরস্বতী বলিয়া গণ্য।

২ গোমতী—জ্বালাদেবীর নিকট প্রবাহিত একটী সামান্য স্রোতস্বতী।

৩ মার্কণ্ডেয়ক্ষেত্র—প্রাচী সরস্বতীর পশ্চিমভাগে বৈভার-পর্ব্বতের পাদদেশে। এখানে গঙ্গাযমুনা নামে দুইটী উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। †

৪ মাধবালয়—প্রাচীর উত্তরতীরে মাধবের আলয়; এখানে স্নান করিলেও সকল পাপ দূর হয়। (রাজ°মা°) এক্ষণে ঐস্থান বেণীমাধব নামে খ্যাত। এই মূর্ত্তিটী দেখিলেই পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইবে।

৫ শালগ্রামতীর্থ—প্রাচীসরস্বতীর উত্তরাংশ, ভরতকূপের নিকট। এখানে পঞ্চ শিবলিঙ্গ আছে, এতন্মধ্যে শালগ্রামের পূর্ব্বে বিভাণ্ডক, উত্তরে জৃম্ভমর্দ্দন, পশ্চিমে কপর্দ্দক, দক্ষিণে ব্রতমোক্ষণ ও মধ্যস্থলে ধর্ম্মেশ্বর অবস্থিত ছিল। ‡ এখন প্রাকারের নিকট কেবল ধর্ম্মেশ্বর বিদ্যমান, আর সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

৬ বানরীতরণ—প্রাচীসরস্বতীর দক্ষিণাংশে বৈভারের পাদদেশে শ্মশানের নিকট। এখানে স্নান করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়। * বজ্রতারার মূর্ত্তির মত এখানে একটী ভাঙ্গা বৌদ্ধ দেবীমূর্ত্তি পড়িয়া আছে।

ব্রহ্মকুণ্ড—বৈভারের পাদদেশে সপ্তর্ষি-কুণ্ডের পার্শ্বে প্রসিদ্ধ উষ্ণধারা। দেখিতে একটী বৃহৎ চৌবাচ্ছার মত। পাথর দিয়া অতি সুন্দর বাঁধান। উপরে চকমকি লাগান। রাজগৃহের সকল কুণ্ড অপেক্ষা এখানকার জল গরম। রাজগৃহমাহাত্ম্য-মতে ব্রহ্মার যজ্ঞান্তে তাঁহার যজ্ঞকুণ্ডে নাত্যুষ্ণ-সলিল পাতালগঙ্গা আবির্ভূত হন, পরে তাহাই ব্রহ্মকুণ্ড নামে খ্যাত হইল। এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপও নষ্ট হয়। গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল, এখানে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ফল হয়। এই ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যে নৈর্ঋতকোণে হংস-তীর্থ। এখানে স্নান ও দান করিলে সকল পাপ দূর হয়। † ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে যক্ষিণী নামক চৈত্য। 'এখানে যক্ষিণীর পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপও যায়।' (রাজ° মা°) বাস্তবিক উক্ত চৈত্য দর্শন করিলে পুরাতন বৌদ্ধচৈত্যের অবশেষ বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমে বারাহক্ষেত্র। এখানে বারাহদেবের পূজা করিলে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। (রা° মা° ২অঃ)

৮ সপ্তর্ষিকুণ্ড—বৈভারগিরি মধ্য হইতে পর পর সাতটী উষ্ণপ্রস্রবণ বাহির হইয়া একটী জলাধারে পতিত হইতেছে, সেই বিস্তৃত জলাধারের নাম সপ্তর্ষিকুণ্ড। রাজগৃহমাহাত্ম্য মতে মহর্ষি ব্যাস যজ্ঞ করিবার জন্য এই রাজগৃহবনে আগমন করেন। যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইবার জন্য তিনি মুনি-দিগকে আহ্বান করিলেন। মুনিরা গঙ্গা, যমুনা ও নর্ম্মদার জল খাইতে চাহিলেন। তখন ব্যাস তপোবলে গঙ্গা, যমুনা ও নর্ম্মদাকে উপস্থিত করিলেন। সেই পুণ্যনদীত্রয়ের তীর্থ-জল মার্কণ্ডেয়, ব্যাস, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ ও অনন্ত এই নামে বিখ্যাত হইল।' এই

* "আজন্মসঞ্চিতং পাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি সকৃৎ স্নাত্বা সরস্বতীম্॥ ১।১৫
গঙ্গা বিষ্ণুময়ী মূর্ত্তিঃ ব্রহ্মমূর্ত্তিঃ সরস্বতী।" ১।২১ (রাজগৃহমা°)

† "প্রাচ্যাস্তু পশ্চিমে ভাগে মার্কণ্ডেয়ক্ষেত্রমুত্তমম্॥ ১।২৯
তত্র স্নাত্বা মহাদানাৎ প্রাপ্যতে বরুণালয়ে।
কালিন্দী পশ্চিমা চাত্র গঙ্গাচোত্তরবাহিনী॥" ১।৩০ (রাজ° মা°)

‡ "শালগ্রামাচ্চতুর্দিক্ষু পঞ্চলিঙ্গব্যবস্থিতম্।
পূর্ব্বে বিভাণ্ডকং নাম চোত্তরে জৃম্ভমর্দ্দনম্॥ ১।৪০
কপর্দ্দকঞ্চ বারুণ্যাং দক্ষিণে ব্রতমোক্ষণম্।
মধ্যে ধর্ম্মেশ্বরং বিদ্ধি দৃষ্ট্বা ধর্ম্মপ্রদং নৃণাম্॥" ১।৪১ (রাজ° মা°)

* "প্রাচ্যাস্তু দক্ষিণে ভাগে বানরীতরণং স্মৃতম্।
তত্র স্নানং নরঃ কুর্য্যাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥"

† "যজ্ঞকুণ্ডং সমুৎপন্নং যজ্ঞান্তে প্রস্তবং কিল।
পাতালজাহ্নবীতোয়ং কবোষ্ণবিমলোদকম্॥ ৫
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু পার্ব্বতি। ৭
শ্রদ্ধাবান্ মানবো দেবি স্নাত্বা পাতালজাহ্নবীম্॥ ১৪
ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো বিমুক্তঃ সোঽপি তৎক্ষণাৎ।" ইত্যাদি ২অঃ।
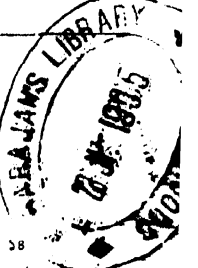
নয়টীর মধ্যে বৈভারের পাদদেশে সপ্তর্ষিকুণ্ডের দক্ষিণপশ্চিমে বর্ত্তমান বৈজনাথ সিংহের বাটীর নিম্নে মার্কণ্ডেয় ও ব্যাস-কুণ্ড। আর সাতটী কুণ্ড এক বেষ্টনীর মধ্যে। বাবু সীতারাম সপ্তর্ষিকুণ্ডের চারিদিকে প্রাচীর দিয়া অতি সুন্দর-রূপে গাঁথাইয়া দিয়াছেন। রাজগৃহমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে মার্কণ্ডেয়কুণ্ডের দক্ষিণে কামাক্ষাদেবী। এখন কিন্তু আর এ দেবীকে দেখা যায় না।

৯ পঞ্চনদ—ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বে এক প্রদক্ষিণার মধ্যে এই ধারা, এখন কাশীধারা নামে খ্যাত। এই পঞ্চনদ কাশীর পঞ্চনদ তুল্য পুণ্যতোয়া। উপরোক্ত প্রধান তীর্থগুলি ব্যতীত রাজগৃহমাহাত্ম্যে আরও বহু তীর্থের উল্লেখ আছে। যথা—

প্রাচী সরস্বতীর পূর্ব্বে গণেশ, সোম, সূর্য্য ও সীতাতীর্থ এবং রত্নাচল, তন্মধ্যে হাটকেশ, ঋষ্যশৃঙ্গতীর্থ, এখানে চন্দ্রেশ্বর শিব, ঋষ্যশৃঙ্গের পূর্ব্বে গৃধ্রসীতীর্থ ও নির্জ্জরেশ্বর, ঋষ্যশৃঙ্গের পূর্ব্বদক্ষিণে পর্ব্বতাগ্রে গণেশ ও ব্রহ্মকুণ্ড; গিরিব্রজ-শৈলে বৈকুণ্ঠপদ, তাহার উত্তরে কণ্ঠেশ্বর; ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে কেদারকুণ্ড ও শেষনাগ, কেদারকুণ্ডের দক্ষিণে কিছু দূর আসিলে বিষ্ণুপদ, কেদারকুণ্ডের নিকট বৈভারশৈলে সন্ধ্যা-দেবী, সন্ধ্যাদেবীর ১ ক্রোশ পশ্চিমে সোমেশ্বর, ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে ও বাণগঙ্গার পশ্চিমে মণিনাগ, মণিনাগের নিকট গৌতমবন, অহল্যাহ্রদ ও গঙ্গোদ্ভেদ, মণিনাগের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে ব্যাসাশ্রম, ব্যাসাশ্রমের দক্ষিণে ধৌতপাপ ও তপোবন, ধৌতপাপবনে ত্রিকোটীশ্বর, তাহার দক্ষিণে অগ্নি-তীর্থ, অগ্নিতীর্থের পশ্চিমে বাণগঙ্গা, মণিনাগের পশ্চিমে কৌশিকাশ্রম ও তপোবন, মণিনাগের উত্তরে কণ্বতীর্থ, শিবনদী হইতে কৌশিকাশ্রম পর্য্যন্ত ২য় অগ্নিতীর্থ; তাহার কিছু দূরে সীতাকুটী, এখানে সীতাকাননে শক্রতীর্থ, হরনদী, বহুলা ও গোমতীতীর্থ, জাম্ববতীনদী এবং সীতাহ্রদ। বাহুল্যভয়ে সবিস্তার মাহাত্ম্য লিখিত হইল না। রাজগৃহের পাণ্ডারা রাজগৃহমাহাত্ম্য হাতে লইয়া তীর্থযাত্রীকে আজও ঐ সকল তীর্থ দেখাইয়া থাকে।

রাজগৃহমাহাত্ম্যবর্ণিত উক্ত তীর্থসমূহ ব্যতীত গণেশকুণ্ডের উত্তরে রামসীতাকুণ্ড (রাজা বিজয়েশ সিংহ এই কুণ্ড বাঁধাইয়া দেন, তাহা এখানকার উৎকীর্ণ লিপিতে বর্ণিত আছে), এবং সূর্য্যকুণ্ডের নিকট সূর্য্য ও নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে। সীতাকুণ্ডের উত্তরে একটী নূতন শিবমন্দিরের সম্মুখে ধ্যানীবুদ্ধ, তাহার উত্তরে পাণ্ডারা একটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ দেখাইয়া থাকেন, তাহা দেখিলেই কোন্ বুদ্ধমূর্ত্তির উত্তমাঙ্গ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহারই সম্মুখে বটবৃক্ষমূলে বাঁধান পাথরের উপর অর্দ্ধাঙ্গ বুদ্ধমূর্ত্তি, কেদারকুণ্ডের নিকট যে বিষ্ণুপদ আছে, তাহা দেখিলেই বুদ্ধপদ বলিয়া মনে হইবে। গণেশকুণ্ডের নিকটও পাণ্ডারা বিষ্ণুপদ দেখাইয়া দেন, কিন্তু এই বিষ্ণুপদে "সং ৮৬৪। আষাঢ় বদি ১২ সোমবার শ্রীবুদ্ধচরণযুগল" ইত্যাদি খোদিত থাকায় উহা বুদ্ধপদ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর কোন আপত্তি থাকে না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে লিখিত চীনপরি-ব্রাজকের বর্ণনায় অশোকরাজ রাজগৃহ সহস্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। রাজগৃহমাহাত্ম্যেও দেখা যাইতেছে যে পুরা-কালে বসু নামে এক নৃপতি রাজগৃহবনে অশ্বমেধযজ্ঞ করেন। তদুপলক্ষে তিনি ৭৫০০ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। যজ্ঞান্তে তিনি সেই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে বৎস, উপমন্যু, কৌণ্ডিন্য, গর্গ, হারিত, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, সাবর্ণি ও পরাশর এই চতুর্দ্দশ গোত্রজ ঋগ্বেদী আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে রাজগৃহপুর শাসন ও অত্রিগোত্রীয়দিগকে গিরিব্রজে বৈকুণ্ঠপদের নিকট ব্রাহ্মণশাসন দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। (রাজ-গৃহমা° ২ অঃ) বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও রাজগৃহে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের বাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অপর জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা অতি সামান্য।

মুসলমানপ্রভাব।

মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ারের বিহার-বিজয়ের পর হইতেই এখানে মুসলমানপ্রভাব আরম্ভ। সুখস্বাস্থ্যময় রাজগৃহের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া বহু মুসলমান সাধু আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকেন, তন্মধ্যে পীর মকদুমশাহের নাম বিহার অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। মকদুমশা ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ডে আসিয়া বাস করেন, এখানে তিনি নানা বুজরুকী দেখাইয়া সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করেন। বিপুলাচলের পাদদেশে ঋষ্যশৃঙ্গতীর্থ তখন হইতে মকদুমকুণ্ড বলিয়া গণ্য হইল। অদ্যাপি বহু দূর দেশান্তর হইতে ভক্ত মুসলমানগণ মকদুমকুণ্ড দর্শনে আসিয়া থাকেন। এখানকার প্রস্তরময় কুণ্ডাবাস অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। এখানে একটী গুপ্ত ও দুইটী প্রকট উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

রাজগৃহের জলবায়ু অতি মনোরম। স্বাস্থ্যান্বেষী ও নানা-বিধ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এখানকার উষ্ণপ্রস্রবণসমূহে স্নান করিতে আসেন। শুনা যায়, এখানকার প্রস্রবণের গরম জলে স্নান করিয়া অনেকের অসাধ্য রোগ সারিয়া গিয়াছে।

রাজগৃহক (ত্রি) রাজগৃহসম্বন্ধীয়।

রাজগেহ (ক্লী) রাজভবন।

রাজগ্রীব (পুং) রাজতে ইতি রাজ-অচ্-রাজা- দীপ্তিশালিনী গ্রীবা যস্য। মৎস্যবিশেষ, চলিত ফলুই মাছ।

'ফলকী স্যাচ্চিত্রফলী রাজগ্রীবো মহার্শদঃ।' (ত্রিকা০)

রাজঘ (ত্রি) রাজানং হন্তীতি হন্ (রাজঘ উপসংখ্যানং। পা ৩।২।৫৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা কপ্রত্যয়েন সাধু। ১ রাজহন্তা।

"অনল্পদগ্ধারিপুরানলোজ্জ্বলৈর্নিজপ্রতাপৈর্বলয়ং জ্বলদ্ভুবঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য জয়ায় সৃষ্টয়া ররাজ নীরাজনয়া স রাজঘঃ॥"

নৈষধ ১।১০) ২ তীক্ষ্ণ। (ত্রিকা০)

রাজচন্দ্র, দেশ্যনিঘণ্টু নামক অভিধানপ্রণেতা।

রাজচম্পক (পুং) পুন্নাগপুষ্প। (সুশ্রুত সূ০ ২৮ অ০)

রাজচিহ্নক (ক্লী) চিহ্নানাং স্ত্রীপুংবিভাজকানাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। উপস্থ।

রাজচূড়ামণি দীক্ষিত, কর্পূরবার্ত্তিক নামে শাস্ত্রদীপিকার টীকা, কাব্যদর্পণ এবং মীমাংসাসূত্রের তন্ত্রশিখামণি নামক টীকা প্রভৃতি রচয়িতা। ইঁহার পিতার নাম সত্যমঙ্গল রত্নখেট শ্রীনিবাস দীক্ষিত।

রাজজম্বু (পুং) জম্বূনাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ জম্বুশব্দপরনিপাতঃ। ১ পিণ্ডখর্জ্জূর। ২ মহাজম্বু, বড় জামগাছ।

রাজযক্ষ্মন্ (পুং) যক্ষ্মাতে পূজ্যতে রোগরাজত্বাৎ যক্ষ্মা যক্ষ ও মহি অস্তঃ স্থাদি ত্রাসুসিসিতি মন্ চবর্গতৃতীয়াদিরিত্যেকে তদা জক্ষভক্ষহসনয়োরিত্যস্য রূপম্। ক্ষয়রোগ। [যক্ষ্মন্ ও রাজযক্ষ্মন্ ও ক্ষয়রোগ শব্দ দ্রষ্টব্য]

রাজজীরক (ক্লী) জীরকভেদ। (C. Tribocularis)

রাজত (ত্রি) রজতস্য বিকারঃ (প্রাণিরজতাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।৩।১৫৪) ইতি অঞ্। রজতনির্ম্মিত দ্রব্য। (ক্লী) ২ রজত।

"সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং পিতৄণাং পাত্রমুচ্যতে।
রজতস্য কলা বাপি দর্শনং দানমেব বা॥"(মৎস্যপু০ ১৭অ০)

"হেমরাজতচিত্রাণাং পার্শ্বাভ্যাং সমলঙ্কৃতম্॥" (রামা০ ৩।৪২।১)

রাজতনয় (পুং) রাজ্ঞঃ তনয়ঃ। রাজপুত্র।

রাজতরঙ্গিণী (স্ত্রী) ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে রচিত প্রসিদ্ধ কাশ্মীরের ইতিহাস, কহ্লণরচিত। [কহ্লণ ও কাশ্মীর দেখ।]

রাজতরণী (স্ত্রী) পুষ্পবিশেষ, মহাতরণী পুষ্পবৃক্ষ, চলিত বড় শেউতী। ইহাকে রাজতরুণীও কহে।

রাজতরু (পুং) তরূণাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। ১ কর্ণিকার বৃক্ষ। ২ আরগ্বধ। (রাজনি০)

রাজতরুণী (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ তরুণীব সৌন্দর্য্যাতিশয্যবত্ত্বাৎ। পুষ্পবিশেষ। পর্য্যায়—মহাসহা, বর্ণপুষ্প, অম্লান, অম্লাতক, সুপুষ্প, সুবর্ণ পুষ্প। ইহার গুণ—কষায়, কফকারক, চক্ষুষ্য, হর্ষপ্রদ, হৃদ্য, সুরভি ও মুখবল্লভ।

রাজতা (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ ভাবঃ তল্ টাপ্। রাজত্ব, রাজার ধর্ম্ম বা কার্য্য।

"রত্নকূটং স্বকার্য্যার্থং নিন্যে স্নিগ্ধা হি রাজতা॥"(কথাস০ ৩৯।৬৮)

রাজতাল (পুং) রাজ্ঞ স্তালইব। গুবাকবৃক্ষ। (শব্দরত্না০)

রাজতিমিশ (পুং) সুখাশ, চেলান, চলিত তরমুজ। (হারাবলী)

রাজতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

রাজতুঙ্গ (পুং) রাষ্ট্রকূটরাজভেদ [রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ]

রাজতেমিষ (পুং) রাজতিমিশ, তরমুজ।

রাজত্ব (ক্লী) রাজ্ঞঃ ভাবঃ ত্ব। রাজতা, রাজার ভাব বা কর্ম্ম, রাজকার্য্য।

রাজদণ্ড (পুং) রাজ্ঞো দণ্ডঃ। রাজশাসন, রাজার দণ্ড।

"ঊনৈকাদশবর্ষস্য পঞ্চবর্ষাধিকস্য চ।
চরেদ্গুরুঃ সুহৃদ্বাপি প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে॥
ততো ন্যূনতরস্যাস্য নাপরাধো ন পাতকম্।
ন চাস্য রাজদণ্ডোঽপি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

রাজদন্ত (পুং) দন্তানাং রাজা (রাজদন্তাদিষু পরং। পা ২।২।৩১) ইতি পরনিপাতঃ। উপরিশ্রেণীস্থ মধ্যবর্ত্তী দন্তদ্বয়।

'রাজদন্তৌ তু মধ্যস্থাবুপরিশ্রেণিকৌ ক্বচিৎ।' (হেম)

দন্তের উপরিশ্রেণীস্থ চারিটী দন্তকে রাজদন্ত কহে।

'রাজদন্তাস্তু চত্বারো দশনানাং পুরঃ স্থিতাঃ।' (ত্রিকা০)

রাজদন্তি (পুং) রাজদন্ত। (পা ৪।১।১৬০)

রাজদর্শন (ক্লী) রাজ্ঞঃ দর্শনং। রাজার দর্শন, রাজাকে দেখা।

রাজদার (পুং) রাজ্ঞঃ দারাঃ। রাজপত্নী।

রাজদুহিতৃ (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ দুহিতা। রাজার কন্যা।

রাজদূর্ব্বা (স্ত্রী) বড় দূর্ব্বা ঘাস।

রাজদৃষদ্ (স্ত্রী) পাথরের জাঁতা।

রাজদেব, জনৈক আভিধানিক।

রাজদেশীয় (পুং) ঈষদূনো রাজা। রাজন্—(ঈষদসমাপ্তৌ কল্পব্দেশ্যদেশীয়র্। পা ৫।৩।৬৭) ইতি দেশীয়র্। রাজদেশ্য, রাজকল্প।

রাজদ্রুম (পুং) দ্রুমাণাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। কিরমালবৃক্ষ, আরগ্বধবৃক্ষ, চলিত সোঁদাল্ গাছ।

রাজদ্বার্ (ক্লী) রাজদ্বার।

রাজদ্বার (ক্লী) রাজ্ঞঃ দ্বারং। রাজার দ্বার, রাজার নিকট, বিচারালয়।

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥" (চাণক্য)

রাজধর্ত্তূরক (পুং) ধর্ত্তূরকাণাং রাজা। রাজদন্তাদিত্বাৎ-পরনিপাতঃ। বৃহদ্ধুস্তূরবৃক্ষ, পীতধুস্তূরবৃক্ষ, কনকধুতুরা। (বৈদ্যক)

রাজধর্ম্ম (পুং) রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ। রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজনীতি অনুসারে প্রজাপালন করিলে রাজধর্ম্ম রক্ষিত হয়। মন্বাদি সকল শাস্ত্রেই রাজধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ও মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে রাজার অবশ্যকর্ত্তব্যের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে।

রাজধর্ম্মন্ (পুং) কশ্যপের পুত্র, সারসরাজভেদ। (শান্তিপ০)

রাজধানক (ক্লী) ধীয়তেঽস্মিন্নিতি ধা-ল্যুট্, ততঃ কন্, রাজ্ঞাং ধানকং নগরং। রাজপুর। (শব্দরত্না০)

রাজধানী (স্ত্রী) ধীয়তেঽস্যামিতি ধা অধিকরণে, ল্যুট্ ঙীপ্, রাজ্ঞাং ধানী নগরী। রাজধানিকা। পর্য্যায়—কোট্ট, রাজধানক, স্কন্ধাবার।

"তৌ দম্পতী স্বাং প্রতিরাজধানীং
প্রস্থাপয়ামাস বশী বশিষ্ঠঃ।" (রঘু ২।৮০)

রাজধান্য (ক্লী) রাজপ্রিয়ং ধান্যং। রাজভোগ্য হৈমন্তিক ধান্যবিশেষ। ২ শ্যামাকধান্য, শ্যামাধান। (রাজনি০)

রাজধামন্ (ক্লী) রাজপ্রাসাদ।

রাজধুর (পুং) রাজ্যভার, শাসনভার।

রাজধুস্তূরক (পুং) ধুস্তূরকাণাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। বৃহদ্ধুস্তূর, পর্য্যায় রাজধূর্ত্ত, মহাশঠ, নিস্ত্রৈণপুষ্পক, ভ্রান্ত, রাজস্বর্ণ। (রাজনি০)

রাজন্ (পুং) রাজতে শোভতে ইতি রাজ-কণিন্ (যুবৃষিতক্ষিরাজীতি। উণ্ ১।১৫৬) ইতি কণিন্। ১ প্রভু। ২ নৃপতি। পর্য্যায় রাজ্, পার্থিব, ক্ষ্মাভৃৎ, নৃপ, ভূপ, মহীক্ষিৎ, নরপতি, পার্থ, ভূপাল, ভূভৃৎ, মহীপতি, নাভি, নারাজ্, ভূমীন্দ্র, নরেন্দ্র, নায়কাধিপ, প্রজেশ্বর, ভূমিপ, ইন, দণ্ডধর, অবনীপতি, স্কন্দ, স্কন্ধ, ভূভুজ্, অর্থপতি। (জটাধর)

"যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাত্তপনো যথা।
তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ॥" (রঘু ৪।১২)

প্রজাদিগকে রঞ্জন করেন বলিয়া নরপতিকে রাজা কহে।

"রাগী রাজসিকং স্বর্গীং কুরুতে কর্ম্মরাগতঃ।
রাগান্ধশ্চ রাজসিকাস্তেন রাজা প্রকীর্ত্তিতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ গণপতিখ০ ৩৫ অ০)

ভূপতি অনুরক্ত হইয়া স্বর্গজনক রাজসিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সকল প্রাণীকে রক্ষা করেন বলিয়া রাজা নামে অভিহিত হন।

"ভয়দাতা চ রাজা চ সর্ব্বেষাং পালকঃ পিতা॥
ভ্রষ্টশ্রীশ্চ মহেন্দ্রোঽয়ং তত্ত্বঞ্চ স্বর্গে নৃপোঽধুনা।
যো রাজা স পিতা পাতা প্রজানামেব নিশ্চয়ম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ০ ৫৯ অ০)

সর্ব্বপ্রথমে পৃথু 'রাজা' সংজ্ঞালাভ করেন। যথা—

"দেবৈর্বিপ্রেস্তথা সর্ব্বৈরভিষিক্তো মহামনাঃ।
রাজ্যাঙ্কেঽবাধিকারে বৈ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্॥
তদা পিত্রা প্রজাঃ সর্ব্বাঃ কদা নৈবানুরঞ্জিতাঃ।
তেনানুরঞ্জিতাঃ সর্ব্বা মুখৈর্মুমুদিরে তদা॥
অনুরাগাত্তু বীরস্য নাম রাজেত্যভাষত॥"
(পদ্মপুরাণ ভূখণ্ডে ২৯ অ০)

অষ্টলোকপালের অংশে রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। মনু লিখিয়াছেন যে, জগৎ অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে আকুল হইবে, এইজন্য সমুদয় চরাচর রক্ষার কারণ ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্ট দিক্‌পালের অংশে ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি সকল প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

রাজপ্রভাব অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও মহেন্দ্রের তুল্য। রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে। তিনি দেবতা হইয়া মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন ইহা জ্ঞান করিবে। প্রয়োজনীয় কার্য্য-কলাপ, স্বকীয় শক্তি এবং দেশকালের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা ধর্ম্মানুরোধে সকল প্রকার রূপই ধারণ করিয়া থাকেন। (মনু ৭ অ০)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি রাজার অন্ন ভোজন করিবেন না, যদি ভয় বা লোভপ্রযুক্ত ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার নরক হইয়া থাকে। এই পাপবিমুক্তির জন্য তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। *

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিত আছে—রাজান্ন ভোজন করিলে তেজোহানি এবং শূদ্রান্নভক্ষণে ব্রহ্মণ্যহানি হইয়া থাকে। এই বিধান ব্রাহ্মণের পক্ষে জানিতে হইবে।

* "শুদ্ধা ভাগবতা ভূত্বা মম কর্ম্মপরায়ণাঃ।
যে তু ভুঞ্জন্তি রাজান্নং লোভেন চ ভয়েন চ॥
আপদ্গতো হি ভুঞ্জীত রাজান্নস্তু বসুন্ধরে।
দশবর্ষসহস্রাণি পচ্যন্তে নরকে নরাঃ॥
রাজান্নন্তু ততো ভুক্ত্বা শুদ্ধো ভাগবতঃ শুচিঃ।
কর্ম্মণা কেন শুদ্ধ্যেত তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন॥
শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি যন্মাং ত্বং তীক্ষ্ণ ভাষসে।
তরন্তি মনুজা যেন রাজান্নস্যোপভুঞ্জকাঃ॥
একং চান্দ্রায়ণং কৃত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রঞ্চ পুষ্কলম্।
কুর্য্যাৎ সান্তপনঞ্চৈকং শীঘ্রং মুক্তস্তি কিল্বিষাৎ॥
ভুক্ত্বা বৈ রাজ্ঞোঽন্নানি ইদং কর্ম্ম সমারভেৎ।
ন তস্যোঽপরাধোঽস্তি বসুধে বৈ বচো মম॥"
[বরাহপুরাণ রাজান্নভক্ষণনামক প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়]

"রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
ভুক্ত্বা চান্ডতমস্তান্নমমত্যাব্দপয়েত্ত্র্যহম্॥
মত্যা ভুক্ত্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং রেতোবিমূত্রমেব চ॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

রাজনয় (পুং) রাজ্ঞঃ নয়ঃ। রাজনীতি।

রাজনাথ, অচ্যুতরামাভ্যুদয়কাব্য-রচয়িতা।

রাজনাপিত (পুং) নাপিতানাং রাজা রাজনাপিতঃ রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। নাপিতশ্রেষ্ঠ।

রাজনামন্ (পুং) রাজ্ঞোনাম নাম যস্য। পটোল। (রাজনি॰)

রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, তুলসীচন্দ্রিকারচয়িতা।

রাজনারায়ণ বসু, কায়স্থকুলোদ্ভব বাঙ্গালার সুকৃত সন্তান। কলিকাতার হিন্দুকলেজে তিনি শিক্ষা সমাধা করেন। ডেরোজিওর ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে ইনিও বিশেষ সুশিক্ষিত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাহার উন্নতিকল্পে বহু সময় অতিবাহিত করেন। অবশেষে বার্দ্ধক্য উপনীত হইয়া তিনি বৈদ্যনাথের নিভৃত-নিবাসে কালযাপন করিতে মানস করিয়া তথায় গমন করেন। উনবিংশ শতাব্দের শেষভাগে তথায় তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তাঁহার "একাল ও সেকাল" গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

রাজনি (পুং) রজনের অপত্য। (তৈত্তি॰ আর॰ ৫।৪।১২)

রাজনিবেশন (ক্লী) রাজপ্রাসাদ।

রাজনীতি (স্ত্রী) রাজ্ঞাং নীতিঃ। রাজার নীতি, রাজা যে উপায় অবলম্বন করিয়া রাজকার্য্য করেন, তাহাকে রাজনীতি কহে।

"নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ম্।
সর্ব্ববীজমিদং শাস্ত্রং চাণক্যং সারসংগ্রহম্॥" (চাণক্য)

রাজনীল (ক্লী) মরকতমণি। (শব্দরত্না॰)

রাজন্য (পুং) রাজ্ঞোঽপত্যমিতি রাজন্ (রাজশ্বশুরাৎ যৎ। পা ৪।১।১৩৭) ইতি যৎ। ১ ক্ষত্রিয়। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ" (ঋক্ ১০।৯০।১২)

২ রাজপুত্র। রাজতি দীপ্যতে ইতি রাজ (রাজেরন্যঃ। উণ্ ৩।১০০) ইতি অন্য। ৩ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ৪ ক্ষীরিকা-বৃক্ষ। (জটাধর)

রাজন্যক (ক্লী) রাজন্যানাং ক্ষত্রিয়াণাং সমূহঃ রাজন্য (গোত্রোক্ষোষ্ট্রোরভ্ররাজরাজন্যেতি। পা ৪।২।৩৯) ইতি বুঞ্। ১ ক্ষত্রিয়সমূহ। ২ ক্ষত্রিয়দিগের বেশ ও দেশ।

রাজন্যত্ব (ক্লী) রাজন্যস্য ক্ষত্রিয়স্য ভাবঃ ত্ব। ক্ষত্রিয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কার্য্য।

রাজন্যবন্ধু (পুং) রাজন্যস্য বন্ধুঃ। ১ রাজকুটুম্ব। ২ রাজবন্ধু অবজ্ঞাসূচক প্রয়োগ। ৩ ক্ষত্রিয়।

রাজন্যবৎ (ত্রি) রাজপুত্রাদির সহিত সম্বন্ধশালী।

রাজন্বত (ত্রি) রাজা অস্তি অস্য অস্মিন্নিতি বা রাজন্ প্রশংসায়াং মতুপ্ (রাজন্বান্ সৌরাজ্যে। পা ৮।২।১৪) ইতি নিপাতনাৎ নলোপঃ। সুরাজযুক্ত দেশ, প্রজাপালনাদি স্বধর্ম্মপরায়ণ রাজযুক্ত দেশ।

"কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্।
নক্ষত্রতারাগ্রহসঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ॥"
(রঘু ৬।২২)

রাজপটোল (পুং) পটোলানাং রাজা পরনিপাতঃ। মধুর পটোল। (রত্নমা॰)

রাজপটোলী (স্ত্রী) রাজপ্রিয়া পটোলী। মধুর পটোলী।

রাজপট্ট (পুং) রাজপ্রিয়ঃ পট্ট ইব। মণিবিশেষ। পর্য্যায়—বিরাটজ। চলিত—চুম্বক পাথর। (ত্রিকা॰)

রাজপট্টিকা (স্ত্রী) চাতকপক্ষী। (হারাবলী)

রাজপতি (পুং) রাজ্ঞাং পতিঃ। সম্রাট্।

রাজপত্নী (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ পত্নী। ১ রাজমহিষী, রাজার স্ত্রী। ২ পিত্তল। (বৈদ্যকনি॰)

রাজপথ (পুং) রাজ্ঞাং পন্থাঃ (ঋক্পূরব্ধূঃপথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি অ। রাজমার্গ, রাজার পথ, অতি প্রশস্ত পথ। যে পথে হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সুখসঞ্চরণ হয়, তাহাকে রাজপথ কহে।

"ধনূংষি দশবিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ কৃতঃ।
নৃবাজিরথনাগানামসম্বাধঃ সুসঞ্চরঃ॥" (দেবীপু॰)

রাজপদ্ধতি (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ পদ্ধতিঃ। ১ প্রধান পথ। রাজপথ। ২ রাজনীতি।

রাজপর্ণী (স্ত্রী) প্রসারিণী লতা, চলিত গন্ধভাদুলিয়া।

রাজপলাণ্ডু (পুং) পলাণ্ডূনাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। রক্তবর্ণ পলাণ্ডু, চলিত লাল পেয়াজ। পর্য্যায়—জবনেষ্ট, নৃপাহ্বয়, রাজপ্রিয়, মহামূল, দীর্ঘপত্র, রোক, নৃপেষ্ট, নৃপকন্দ, মহাকন্দ, নৃপপ্রিয়, রক্তকন্দ, রাজেষ্ট। গুণ—শীতল, পিত্তকফনাশক, দীপন এবং অতিশয় নিদ্রাজনক।

রাজপাড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্তরাজ্য।

রাজপাল (পুং) রাজানং পালয়তি রক্ষতি। ১ যে সকল দ্বারা রাজা রক্ষিত হন। সৈন্যাদি। ২ রাজবিশেষ।

রাজপিতৃ (পুং) রাজার পিতা।

রাজপিপ্‌লা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্ত পলিটিকাল এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা॰ ২১° ২৩´ হইতে ২১° ৫৯´ উ॰ এবং দ্রাঘি॰ ৭৩° ৫´ হইতে

৭৪´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১৫১৪ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরসীমায় নর্ম্মদানদী প্রবাহিত।

সাতপুরা পর্ব্বতমালার একটী শাখা এই রাজ্যের প্রায় সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে। উহা রাজপিপ্‌লা-শৈলমালা নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য বনবিভাগে নানাজাতীয় বৃক্ষ জন্মে। তুলা, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি নানাদ্রব্যের চাষ হয়। রতনপুরের নিকট লোহ ও মূল্যবান্ প্রস্তরের খনি আছে। করজন নামক নদী নানচল শৈলাংশে উদ্ভূত হইয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া নর্ম্মদায় আসিয়া মিশিয়াছে।

উজ্জয়িনীরাজ সদাব্রতের পুত্র চোকারাণার বংশধর বলিয়া এখানকার সর্দ্দারগণ আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, চোকারাণা পিতার সহিত কলহ করিয়া পিপ্‌লায় আসিয়া বাস করেন। চোকারাণা পর্ণারবংশীয় রাজপুত ছিলেন। প্রেমগড় (বর্ত্তমান পরিম) নিবাসী গোহেলবংশীয় রাজপুত মথেরাজের সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়। মথেরাজের চুঙ্গারজী ও গেমারসিংহজী নামে দুই পুত্র হয়। চুঙ্গারজি ভাউনগর স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য পরিচালনা করেন এবং গেমারসিংহ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। প্রায় ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে গোহেলবংশীয় রাজগণের শাসন বিস্তৃত হয়।

আহ্মদাবাদের মুসলমানরাজের নিকট পরাভূত হইবার পর, এখানকার সর্দ্দারগণ আবশ্যকমত উক্ত রাজসরকারে ১০০০ পদাতি ও ৩ শত অশ্বারোহী সেনা পাঠাইয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে অকবর শাহ কর্ত্তৃক গুজরাত-বিজয় পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যবস্থা থাকে। অকবর শাহ সেনা-সাহায্যের পরিবর্ত্তে বার্ষিক ৩৫৫৫০৲ টাকা কর ধার্য্য করিয়াছেন। মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত (১৭০৭ খৃঃ) তাঁহারা রাজকর দিয়াছিলেন। অতঃপর মোগল-শাসনের বিশৃঙ্খলায় সুযোগ বুঝিয়া সর্দ্দারগণ রাজকর প্রেরণ রহিত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে দামাজী গাইকোবাড় ইহার কতকাংশ অধিকার করিয়া লয়েন। তিনি প্রথমে বার্ষিক ৪৮০৮০৲ টাকা করে রাজাকে ঐস্থান ছাড়িয়া দেন। অতঃপর উহার ৯২০০০৲ টাকা কর বাড়ান হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের উপর গাইকোবাড়ের উপর্য্যুপরি অত্যাচার এবং গৃহবিবাদ দর্শন করিয়া ইংরাজরাজ উহার শৃঙ্খলাবিধান জন্য মধ্যস্থ হইলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধি-কারিগণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া ইংরাজরাজ বৈরিসালজীকে সিংহাসনে বসাইলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের অনুমতি-ক্রমে বৈরিসালজীর পুত্র গম্ভীরসিংহজী রাজা হন।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী, প্রাচীন নগরভাগ দেবসত্রা নামক শৈলমালার শিখরদেশে অবস্থিত। এখানে একটী দুর্গ আছে। ঐ গিরিদুর্গে এখানকার সর্দ্দারগণ ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাস করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা করজন নদীর অদূরে পর্ব্বতশিখরোপরি রাজপিপ্‌লার নূতন রাজধানী স্থাপন করেন; এই স্থানও গিরিদুর্গদ্বারা পরিশোভিত হইয়াছিল। ভীল ব্যতীত এই পার্ব্বত্যদুর্গে অপর কেহ উঠিতে পারে না।

রাজপীলু (পুং) রাজপ্রিয়ঃ পীলুঃ। মহাপীলুবৃক্ষ। (রাজনি॰)

রাজপুত, রাজপুতনাবাসী ক্ষত্রিয়বর্ণাত্মক জাতিবিশেষ। এই জাতীয় রাজন্যগণ স্বকীয় বীরত্ব ও উদার্য্যগুণে ভারতে যে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের প্রতিচ্ছত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে প্রতিফলিত রহিয়াছে। রাণা প্রতাপের অদম্য শক্তি, চিতোর-রাজকুলমহিষী পদ্মিনী প্রভৃতির সতীত্বকাহিনী প্রভৃতি রাজপুত-জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই রাজপুতগণ ভারতীয় সংস্রবে আসিয়া আপনাদিগকে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও অগ্নিকুলসমুদ্ভূত বলিয়া প্রচারিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত নহেন। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে, একসময়ে শাকদ্বীপবাসী (Scythia) শাকনৃপতিগণ ভারত-সীমান্ত অধিকারপূর্ব্বক শকপ্রাধান্য স্থাপন করেন। এই শকগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। মনুসংহিতার ১০।৪৩-৪৪ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণাভাবে তাঁহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। হরিবংশ ও পুরাণাদির মতে, সগর হৈহয়দিগকে বিনাশ দ্বারা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলে, শকগণ বশিষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করে। বশিষ্ঠের কথায় সগর শকদিগের মাথা মুড়াইয়া ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সুদূর শাকদ্বীপবাসী চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজভুক্ত শকক্ষত্রিয়গণ এরূপ নিগৃহীত হন নাই। তাঁহারা বহুকাল পরে ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় ক্ষত্রিয়-গণের সহিত কুটুম্বসম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাধারণের ধারণা মন্বাদিবর্ণিত চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়বর্ণ ভারতে আর নাই। বর্ত্তমান রাজপুতগণ তাঁহাদের বংশধর নহেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের সহায় হইয়া যে সকল শক বা বাহ্লিক ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের যুদ্ধনীতিকুশলতা লক্ষ্য করিয়া অনুগ্রহপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রতি ক্ষত্রিয়ত্ব আরোপ করিয়া ক্ষত্রিয়ের আসনদান করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহারা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের ন্যায় শকদিগের বৈদেশিক উৎপত্তিবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ না করিয়া অগ্নি হইতেই এই ক্ষত্রিয়-কুলের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

রাজপুত-ইতিহাসলেখক সুপ্রসিদ্ধ টড্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, জিট (জাট), তক্ষক ও অসি প্রভৃতি শকগণ খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। ভারতীয় হিন্দুগণের সংস্রবে পড়িয়া তাঁহারা ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। এমন কি, ক্রমে আপনাদের পূর্ব্বতন সংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুর পর্ব্বাদির অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা মহাক্ষত্রপ প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আপনাদিগকে হিন্দুক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

কনিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি শককুষণবংশীয় কোন কোন নরপতি 'দেবপুত্র' উপাধি ব্যবহার করিতেন। সেই 'দেবপুত্র' কালে 'রাজপুত্র' হইয়া পড়ে, সম্ভবতঃ তাহা হইতেই শাকদ্বীপীয়-ক্ষত্রিয়-রাজগণের রাজপুত নামের উৎপত্তি। শকরাজগণের খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রায় 'া' পরিত্যক্ত এবং সংস্কৃত 'রাজপুত্র' স্থলে 'রজপুত' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এখনও রাজপুতনার অধিবাসিবৃন্দ আপনাদিগকে রজপুত বলিয়াই পরিচিত করেন।

ঐতিহাসিক টড্ বলেন, রাজপুতনায় আসিবার পূর্ব্বে রাজপুতেরা কাবুলিস্থান ও গান্ধারে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা শকবংশসম্ভূত হইলেও হিন্দুক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য ছিলেন। ৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভৌগোলিক মস্‌দী কান্দাহারকে (গান্ধার) রাজপুতের রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতীয় ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, কিদারকুষণবংশীয় শাহিরাজ হূণদিগকে পরাজয় করিয়া গান্ধার অধিকার করেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দ পর্য্যন্ত গান্ধাররাজ্য কুষণবংশের অধিকারে ছিল। আল্‌বিরুনি কিদারবংশীয় রাজগণকে কনিষ্করাজের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার তিনি রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লণের মত এই কিদারবংশকে তুরুষ্কবংশোদ্ভব অথচ কাবুলের হিন্দুরাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের একখানি শিলালিপি হইতে টড্ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতগণ যাদব-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গান্ধারের শেষ কিদাররাজের মন্ত্রী কল্লট ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অর্থবলে কিদাররাজের হস্ত হইতে গান্ধাররাজ্য কাড়িয়া লন। পরে কিদারবংশ পুনরায় প্রবল হইয়া গান্ধাররাজ্য উদ্ধার করেন। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের অধঃপতন ঘটিলে মুসলমানের অভ্যুদয় হয়। এই রাজবংশের সহিত কাশ্মীরের ক্ষত্রিয়রাজগণ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশ্মীরের অনেক রাজমহিষী এই গান্ধাররাজবংশসম্ভূতা। এই গান্ধাররাজবংশ জঞ্জুহরাজপুত বলিয়াও গণ্য ছিলেন। টড্ বলেন—গান্ধারের শকবংশীয় রাজপুতশাখাই রাজপুতনায় আধিপত্য বিস্তার করেন।

এই শকগণ প্রথমে সূর্য্যোপাসক ছিলেন। মগাচার্য্য জরথুস্ত্র কর্তৃক অগ্নিপূজাপ্রচার ও পারস্যাধিপতিগণ কর্তৃক তন্মতাবলম্বনে সৌর শকগণ অগ্নিপূজক হন। ভারতে যে সকল শকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সূর্য্যোপাসনা ও অগ্নিবেদীর চিত্র দৃষ্ট হয়। ভারতেও তাঁহারা প্রথমে সৌর ও অগ্নিপূজক বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাই তাঁহাদের বংশধর রাজপুতগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের ক্ষীণধর্ম্মস্মৃতির পরিচায়কস্বরূপ আপনাদিগকেও সূর্য্যবংশীয় ও অগ্নিকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত করেন।

ভারতে যখন শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়, তখন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শিবোপাসনা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে শকেরা অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শৈব হইয়াছিলেন। পরে কনিষ্কের সময় হইতেই এই বংশে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও আস্থা বর্দ্ধিত হয়।

ভারতীয় ক্ষত্রিয়প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে। সেই ক্ষত্রিয়প্রভাব বিলুপ্ত করিবার মানসে নীতিকুশল ব্রাহ্মণগণ অভ্যাগত শকনৃপতিগণের আশ্রয় লইলেন। শকরাজগণ ক্রমশঃই নিতান্ত গোব্রাহ্মণভক্ত হইয়া পড়িলেন, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এই সকল রাজগণের সাহায্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটে।

ব্রাহ্মণসহায়ে শকরাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলে, তাঁহাদের ভারতীয় উৎপত্তি ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ ও ভট্টকবিগণ বশিষ্ঠকর্তৃক অগ্নিকুলোৎপত্তি প্রচারকাহিনী প্রচার করিলেন এবং তাহাই কালে প্রকৃত বিবরণ বলিয়া রাজপুতসমাজে গৃহীত হয়। ভবিষ্যপুরাণেও দেখা যায়—"অগ্নিজাত্যা মগাঃ প্রোক্তাঃ সোমজাত্যাঃ দ্বিজাতয়ঃ" অর্থাৎ শাকদ্বীপীয় মগগণ অগ্নি হইতে উৎপন্ন। এইরূপে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণও 'অগ্নিকুল' বলিয়া পরিচিত হন। এখন আর রাজপুতগণ আপনাদিগকে শকবংশীয় মনে করেন না। মহাত্মা টড্ নানা প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, এখনও রাজপুতদিগের আচারব্যবহার, রীতিনীতি ও উৎসবাদিতে ওতপ্রোতভাবে শকপ্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। [শক দেখ।]

উক্ত শৌর্য্যবীর্য্যশালী রাজপুতজাতি কালে স্বীয় ভুজবলে উত্তরভারতের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া তত্তৎস্থানীয়

সর্দাররূপে বিস্তৃত সম্পত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রাচীন সর্দারবংশ হইতে রাজপুতজাতির একএকটী শাখা কল্পিত হইয়াছে। ইঁহারাই এক্ষণে ভারতীয় প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতির বর্ত্তমান প্রতিনিধি বলিয়া গৃহীত। উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বলিয়া ইঁহারা বিশেষ সম্মানিত এবং রাণা, ঠাকুর, ছত্রি প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত। এই সকল রাজা বা রাজবংশের উৎপত্তিসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা ভাটমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বীরচেতা রাজপুতগণ যমুনা ও নর্ম্মদা-তীর-মধ্যবর্ত্তী যে বিস্তীর্ণ ভূভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা রাজবাড়, রাজস্থান বা রাজপুতনা নামে খ্যাত।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ প্রাচীন রাজপুতনার তিনটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার পশ্চিমবিভাগে রাঠোরগণ-শাসিত বিকানের ও মারবাড়প্রদেশ, যদুবংশী ভট্টি-পরিচালিত জয়শালমীররাজ্য, কচ্ছবাহদিগের জয়পুর ও শেখাবতী-প্রদেশ এবং চৌহান-সম্প্রদায়ের আজমীঢ়রাজ্য; পূর্ব্ববিভাগে নরুক-কচ্ছবাহদিগের আলবাররাজ্য, জাটরাজাদিগের ভরতপুর ও ঢোলপুর, যাদবগণের করোলীরাজ্য, এতদ্ভিন্ন ইংরাজাধিকৃত গুরগাঁও, মথুরা, ও আগ্রাজেলা এবং গোয়ালিয়ররাজ্যের উত্তরাংশ একসময়ে রাজপুতদিগের অধিকারে ছিল। যাদোনবংশীগণের তোমরগড়, কচ্ছবাহগড়, ভদোরগড়, খিচিবাড় প্রভৃতি নাম আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দক্ষিণবিভাগে চৌহানগণের অধিকৃত বুন্দী, কোটা, মেবার ও মালবরাজ্য।

রাজস্থানের প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আলবারের আরাবল্লী শৈলমালা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের পশ্চিমাংশে মৎস্য, পূর্ব্বে শূরসেন এবং দক্ষিণে দশার্ণরাজ্য ছিল। বর্ত্তমান আলবার, জয়পুর, ভরতপুর, বৈরাট ও মাচারী প্রদেশ সেই প্রাচীন মৎস্যদেশের অন্তর্ভুক্ত। কর্ণান, মথুরা ও বায়ানাপ্রদেশ শূরসেনের অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বদিকে অন্তর্ব্বেদী ও রোহিলখণ্ড লইয়া পঞ্চালরাজ্য। এই শূরসেনগণ যাদব বা যদুবংশী বলিয়া বিখ্যাত। শূরসেনগণের অধিকৃত বিস্তীর্ণ রাজ্যের কতকাংশ এখনও করোলীর যাদব-রাজার শাসনাধীন রহিয়াছে। যাদবগণ প্রথমে মগধের মৌর্য্যরাজবংশের পদানত হন। অতঃপর ভারতীয় শকক্ষত্রপ রাজুবুল ও তৎপুত্র সোদাস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয়ে যাদববংশীয় রাজপুতগণ কিছুকাল হীনবল হইয়া পড়ে। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং মথুরাধিপতিকে শূদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কএক শতাব্দ পরে যাদবরাজপুতগণ বয়ানা ও মথুরা পুনরধিকারপূর্ব্বক ক্রমে রাজপুতনার পূর্ব্ববিভাগে রাজ্য বিস্তার করেন।

কনোজরাজ হর্ষবর্দ্ধনের (৬০৭-৬৫০ খৃঃ) মৃত্যুর পর, দিল্লীতে তোমরগণ, খজুরাহতে বুন্দেলগণ, চিতোরে শিশোদিয়গণ, নরবার ও গোয়ালিয়রে কচ্ছবাহগণ মস্তকোত্তোলন করিয়া রাজপুতশক্তির জীবন্ত প্রভাব চারিদিকে ব্যাপ্ত করেন। অতঃপর মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজপুতগণ নানা-স্থানে যাইতে বাধ্য হন। রাজপুতজাতির এই উপনিবেশ হইতে সম্ভবতঃ বিভিন্ন কুল বা থাকের সৃষ্টি হইয়াছে।

সূর্য্যবংশী রাজপুতগণের মধ্যে গহলোত, রাঠোর ও কচ্ছবাহ নামে তিনটী থাক আছে। গহলোত-বংশের ২৪টী শাখা, তন্মধ্যে শিশোদিয়কুল বিখ্যাত। বাপ্পাবংশধর উদয়-পুরের রাণাগণ এই বংশীয়। রাঠোরগণ কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত, ইহাদের মধ্যে ২৪টী শাখা দৃষ্ট হয়। যোধপুরের রাজপুতরাজারা এই বংশসমুদ্ভূত। কচ্ছবাহগণ কুশকে আপনাদের আদিপুরুষ বলেন। জয়পুরের রাজারা এই বংশীয়। ইঁহাদের মধ্যে ১২টী ঘর আছে। চন্দ্রবংশীয়েরা যদুকেই আদিপুরুষ বলিয়া কল্পনা করেন। ইহাদের মধ্যেও ৮টী শাখা দৃষ্ট হয়। কচ্ছপ্রদেশ ও জয়শালমীরের ঝারেজা ও ভট্টিগণ প্রভাবান্বিত।

অগ্নিকুলের মধ্যে পরমার, পরিহার, চালুক্য ও চৌহান নামে চারিটী থাক এবং সেই প্রত্যেক থাকে যথাক্রমে ৩৫, ১২, ১৬ ও ২৪টী শাখা গঠিত হইয়াছে। ছত্রিশটী ক্ষত্রিয়-কুলের মধ্যে উপরোক্ত থাক ব্যতীত আরও কতকগুলি থাকের উল্লেখ পাওয়া যায়, নিম্নে তাহাদের নাম উদ্ধৃত হইল :—

চৌরা বা চাবড়, তক্ষক, জাট, হুণ, কাঠী, বট্ট, ঝালামকহন, গোহিল, সর্ব্বয় বা সরি, অপ্প, জেট্বা, কমরী, দবি, গোর, দোদ, গড়বাল, চন্দেলা, বুন্দেলা, বড়গুজ্জর, সেনগার, শিকারবাল, বাঈ, দাহিয়া, জোহিয়া, মোহিল, নিকুম্ভ, রাজপতি, দাহিরিয়া, দহিমা ইত্যাদি।

উপরে অগ্নিকুলের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত হইয়াছে। চাহমান বা চৌহানকুলে হর, খনি-গুরু, খিচী ও দেবরাশ্রেণী প্রসিদ্ধি লাভ করে। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ চৌহানকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। প্রতীহার বা পরিহারদিগের মন্দাবরে রাজধানী ছিল। একসময়ে ইহাই মারবাড়ের প্রধান নগররূপে গণ্য ছিল। অতঃপর রাঠোরগণ মারবাড়ে আধিপত্য বিস্তার করেন। চৌলুক্য বা শোলাঙ্কিগণ এবং পরমার রাজগণ একসময়ে ভারতের ইতিহাসপটে যে বীরত্ব-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-পাঠক মাত্রেরই অবিদিত নাই। [চৌলুক্য, চৌহান, পরিহার ও পরমার দেখ]

বিক্রম-সংবতের প্রারম্ভ হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত রাজপুতগণ অপ্রতিহত প্রভাবে উত্তর পশ্চিমভারতে শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। আজমীর ও দিল্লীর অধীশ্বর পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্ত্তৃক ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইবার পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে রাজপুতের প্রাধান্য অপসৃত এবং মুসলমানের অভ্যুদয় ঘটে।

গ্রীক ঐতিহাসিকের বর্ণনানুসারে জানা যায়, মাকিদনবীর আলেকসান্দারের ভারতাভিযানকালে পঞ্জাবের পার্ব্বত্য-প্রদেশের কতোচজাতীয় রাজপুতের বাস ছিল। ফিরিস্তা বলেন—ইঁহারা কোটকাঙ্গ্ড়ায় রাজত্ব করিতেন। ৭১১ খৃষ্টাব্দে খলিফা বালিদের রাজ্যকালে আরবগণ সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ-পূর্ব্বক তদ্দেশবাসী সুম্ম ও সুম্মরাবংশীয় রাজপুত রাজাদিগকে পরাভূত করে। পরবর্ত্তিকালে এই রাজপুতবংশের অনেকে ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এখনও বলুচীস্থানের মধ্যবর্ত্তী ঝালাবান্ প্রদেশে রাজপুতজাতির বাস আছে।

মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে রাঠোরগণ কনোজে, শোলাঙ্কিরা অনহলবাড়ে, চৌহানেরা আজমীরে, কচ্ছবাহগণ জয়পুরে, শিশোদিয়গণ উদয়পুরে, গহলোতবংশ মেবারে পূর্ণপ্রতাপে রাজদণ্ড চালাইতেছিলেন। কাঙ্ড়া-রাজের এবং জম্বুরাজের অধীনে অপর দুই দল রাজপুত ইরাবতী ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে বসবাস করিতে-ছিলেন। শেষোক্ত রাজপুতগণ জম্বুবাল নামে খ্যাত।

রাজপুতনায় রাণা সঙ্গ, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি শিশোদীয় বীরগণ মোগলসম্রাট্ বাবর, অকবর শাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যেরূপ বীরত্বপ্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে সবিশেষ লিখিত আছে। মোগলরাজ-সরকারেও মানসিংহ,জয়সিংহ প্রভৃতি রাজপুতগণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজী আপনাকে রাজপুতবংশধর বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঞ্জোর ও কোল্হাপুরে ঐ বংশের শাখা এখনও বিদ্যমান আছে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কোন রাঠোরসর্দ্দার কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দল আজমীরে প্রবেশলাভ করে, এই সময় হইতে রাজপুতনার শাসনভিত্তি শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুতনার অধিকাংশ মহারা-ষ্ট্রের কবলিত হয়। সেনাপতি ওয়েলেস্লী ও লেকের সহিত উত্তরভারতে সিন্দেরাজের যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি হতবল হইলে তাঁহারা ইংরাজরাজের মধ্যস্থতায় রাজপুত-রাজন্যগণের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হন। অতঃপর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পেন্ধারী দস্যুসর্দ্দার আমীর খাঁর উপদ্রবে রাজপুতনার কতকাংশ উৎসন্ন যায়। এই সময় উদয়পুর রাজকন্যার পাণিপীড়নসূত্রে জয়পুর ও যোধপুর-রাজের মধ্যে শত্রুতা বাঁধে। মহারাষ্ট্রগণ ও পাঠানগণ উভয়পক্ষেই সহায়তা করিয়া উভয় রাজসংসারকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। অবশেষে উক্ত রাজকন্যাকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিয়া উভয়রাজের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্ আমীর খাঁকে বশীভূত করিলে রাজপুতরাজগণ ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। রাজ-পুতগণ ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি সমভাবে রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান, দেবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা এবং পর্ব্বোৎসবে একত্র যোগদান দ্বারা পরস্পরের মধ্যে নৈকট্যস্থাপন ও সহানুভূতিবৃদ্ধি বিষয়ে মনোযোগ দিলেন। রাজবাড়ার প্রধান প্রধান দেবালয়সমূহে রাণাপ্রদত্ত ভূবৃত্তি ব্যতীত, ব্রাহ্মণগণ বণিক্ ও কৃষকদিগের নিকট হইতে কিছুকিছু দান পাইয়া থাকেন। উহাকে 'মাপা' অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের নির্দ্দিষ্টাংশ বলে। একলিঙ্গেশ্বর ও নাথজি বা নাথদ্বারমন্দির মেবারের প্রধান। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে নাথদ্বারে নাথজির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় তিনি আরও ছয়টী বিগ্রহ আনিয়া নাথদ্বারে স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাঁহার পৌত্র গিরিধারী ঐ সপ্তবিগ্রহ স্বীয় সপ্ততনয়কে দান করেন। তাঁহাদের উত্তরাধি-কারিগণই এক্ষণে ঐ সকল মূর্ত্তি পূজার অধিকারী। নাথদ্বারে নাথজি ব্যতীত অপরাপর মূর্ত্তিগুলি বিভিন্নস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। মথুরানাথ—কোটা, দ্বারকানাথ—কঙ্করৌলী, গোকুলনাথ বা চন্দ্র—জয়পুর, যদুনাথ—সুরাট, বিঠ্ঠলনাথ—কোটা ও মদনমোহন—জয়পুর। এই সপ্তবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতগণের মধ্যে কৃষ্ণার্চ্চনার বিস্তার ঘটে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আশ্রয়াবলম্বন করিয়া রাজপুতগণ ক্রমে বল্লভাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত অন্নকূট মহোৎসব প্রচলিত করেন।

রাজপুতজাতীয় প্রধান পর্ব্ব বসন্তপঞ্চমী। ঐ পঞ্চমী তিথি হইতে ৪০ দিন পর্য্যন্ত রাজপুতজাতি একবারে উন্মাদমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। বসন্তপঞ্চমীর দুইদিন পরেই ভানু-সপ্তমী। ঐ দিন রাজপুতগণ সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন। ইহার পর কলিসিদ্ধেশ্বরের শিবরাত্রি উৎসব। স্বয়ং রাণাকে দেবোদ্দেশে নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। ফাল্গুনমাসে আহেরিয়া নামক বীরপর্ব্বোৎসব। রাণা সামন্তবর্গে পরিবৃত ও বাসন্তী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া প্রীতিপূর্ণ মানসে মৃগয়ায় গমন করেন। অতঃপর রাজপুতজাতির ফলগূৎসবের সমারোহ। ঐ সময়ে তাহারা পিতামাতা ভ্রাতাবন্ধু ভগিনী ভার্য্যা প্রভৃতি সকলেই

লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পরে স্বেচ্ছামত আবীর দেয় এবং সঙ্গীত ও অশ্লীল বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়া রাজপুতচরিত্রের বিচিত্র চিত্র উপস্থিত করিয়া থাকে।

চৈত্রমাসের প্রতিপদ্ তিথিতে পিতৃলোকের পূজা, শুক্লা-তৃতীয়ার রাজনৈতিক উৎসব, অষ্টমীতিথিতে শীতলাদেবীর পর্ব্বোৎসব, রাণার জন্মতিথিউৎসব, নববর্ষারম্ভ, ফুলদোল বা পুষ্পোৎসব, অন্নপূর্ণাপূজা বা গাঙ্গোর, অশোকাষ্টমী, রামনবমী, মদনমহোৎসব, সাবিত্রীব্রত, রম্ভার জন্মাহ, আরণ্যষষ্ঠী, গৌরীপূজা, নাগপঞ্চমী, রাখিপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, নবরাত্রি, খড়্গাস্থাপন, দশেরা বা সমরোৎসব, জয়তোরণ, গণদেবতাপূজা, খাণ্ডাপূজা, গঙ্গারজন্ম, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, চন্দ্রোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, দীপাবিতা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও কার্ত্তিকমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে উদয়পুরের জলযাত্রা পর্ব্ব উল্লেখযোগ্য।

রাজপুতগণ স্বজাতীয় রমণীগণকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই নারীজাতির আত্মগৌরবরক্ষণাভিলাষ, অসীম পতিভক্তি, উচ্চহৃদয়তা, সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সতীত্বরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হিন্দুরমণীর মধ্যে ইঁহারা অতুলনীয়া। চিতোর-রাজমহিষী পদ্মিনী-দেবীর চিতারোহণ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

মুসলমানের অধিকারকাল হইতেই এই রাজপুতজাতি নানাদেশে যাইয়া বাস করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র আফগানস্থান ও ভারত-মহাসাগরস্থ হিন্দুপ্রধান বলিদ্বীপে রাজপুতজাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নানা হিন্দু সম্প্রদায় আপনাদের সামাজিক অবস্থা উন্নত দেখাইবার জন্য আপনাদিগকে রাজপুতবংশধর বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা পায়। দাক্ষিণাত্যের উত্তর সরকারের রায়চূড়জাতি আপনাদিগকে রাজপুতজাতির অন্যতম শাখা বলিয়া জ্ঞান করে। বাঙ্গালার ছোট নাগপুরবিভাগের অন্তর্গত কএকজন সামন্তরাজ ভূম্যধিকারী ও ঘাটবাল প্রভৃতি আপনাদিগকে সভ্যতাসোপানে আরোহিত দেখিয়া সাধারণের সমক্ষে রাজপুতজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ছোট নাগপুরের রাজারা নাগবংশী এবং পচেটরাজ-বংশীয়গণ গোবংশীয়রাজপুত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। বরাভূম, পাতকুম, নবাগড় ও কাটিয়ারের জমিদারগণ আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিলেও চণ্ডাল ও রাকসেল-জাতির সহিত তাঁহাদের নৈকট্য দেখা যায়। বরাভূমের কএকজন নিম্নশ্রেণীর ভূমিজ জমিদারও রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন।

যে নাগবংশীগণ আজ আপনাদিগকে রাজপুতজাতির মধ্যে পরিগণিত করিতে এত প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহাদেরই রমণীগণ কখন মুণ্ডাবেহারার স্কন্ধে পাল্কী আরোহণে গমন করেন না। তাঁহাদের নিকট মুণ্ডারা ভাগ্নেরের বংশ বলিয়া বিদিত। এতদ্ভিন্ন গোয়ালা, বাভন, খেত্রী, গোঁড়, বারুই, শুঁড়ী, কুর্ম্মী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনেকে নাম সাদৃশ্যে ও অর্থবলে আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিতেছে।

বাঘেল, বাঙ্গৈ, ভট্টি, বড়গুজর, বুন্দেলা, চাহিরা চন্দেল, কচ্ছবাহ, দাহিয়া, দাহিরিয়া, দোগরা, ঝাড়েজা, জোহিয়া, মাচেরী, গোহিল, নিকুম্ভ, রাজপালি, শিকারবাল ও শির্ব্বি প্রভৃতি রাজপুতজাতির বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হওয়ায় এখানে আর লিখিত হইল না। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

রাজপুতনা, ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাজপুতজাতির বাসভূমি। যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইংরাজাধিকৃত আজমীর-মৈরবাড়া ও ২০টী বিভিন্ন সামন্তরাজ্য লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ আন্দাজ ১৩২৪৬১ বর্গমাইল। অক্ষা০ ২৩° হইতে ৩০° উঃ এবং দ্রাঘি০ ৬৯°৩০´ হইতে ৭৮°১৫´ পূঃ মধ্যে।

এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে অবস্থিত সামন্তরাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপরিমাণ নিম্নে বিবৃত করা গেল।—

	বর্গমাইল
পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত—	
জয়শালমীররাজ্য	১৬৪৪৭
মারবাড় বা যোধপুর	৩৭০০০
বিকানের	২২৩৪০
উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত—	
আলবার	৩০২৪
শেখাবতী	জয়পুরের অধীন
পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত—	
জয়পুর	১৪৪৬৫
ভরতপুর	১৯৭৪
ঢোলপুর	১২০০
করৌলী	১২০৮
বুন্দী	২৩০০
কোটা	৩৭৯৭
ঝালাবার	২৬৯৪
দক্ষিণে—	
প্রতাপগড়	১৪৬০
বাঁশবাড়া	১৫০০

ডুঙ্গরপুর	১০০০ বর্গমাইল
মেবার বা উদয়পুর	১২৬৭০
দক্ষিণপশ্চিমে—	
সিরোহী	৩০২০
মধ্যভাগে—	
আজমীর	২৭১১
কিষণগড়	৭২৪
শাহপুরা	৪০০
টোঙ্ক	২৫০৯
লাবা	১৮

আরাবল্লী পর্ব্বতমালার মনোহর দৃশ্য ব্যতীত এখানে নয়নসুখকর আর কোন দৃশ্যই নাই; পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশ মরুময় বলিয়া এই স্থান পুরাণাদিতে মরুস্থলী বা মরুদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আরাবল্লী পর্ব্বতের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণাংশে আবু শিখর। প্রবাদ, এখানে বশিষ্ঠ ঋষি অগ্নি-যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এই মরুময়দেশে সামান্য বৃষ্টিতেই চাষ হইয়া থাকে। লোনীনদী ব্যতীত এখানে জল সরবরাহের আর কোনও নদী নাই। ইন্দারার জল অত্যল্পকাল মধ্যেই লবণাক্ত হইয়া যায়। সমগ্রদেশের অবস্থা মরুময় ও বনমালাবিভূষিত হইলেও রাজধানী নগরাদির অবস্থা ততদূর সমৃদ্ধিহীন নহে। রাজপুতনা মালব-রেলপথ আরাবল্লীর উত্তর দিয়া বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ইহার দক্ষিণপূর্ব্বাংশ বিন্ধ্যগাত্রবিধৌত শাখানদীসমূহ বনাশ ও চম্বল নদীদ্বয়ে মিলিত হইয়া উত্তরপূর্ব্বদিকে জল-ধারা ঢালিয়া দিতেছে। পূর্ব্বদিকে ঝাল্রা-পাটনের উত্তরে পাথর শৈলের অধিত্যকাপ্রদেশ। ইহার উপরে কোটারাজ্য অবস্থিত।

লোনী, বাণগঙ্গা, বনাশ, চম্বল, পার্ব্বতী, শাবরমতী, মহী, সোম প্রভৃতি নদীই প্রধান। লবণজলপূর্ণ সম্বরহ্রদ ব্যতীত (মেবাররাজ্যে) কএকটী কৃত্রিম হ্রদ দেখা যায়। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়সিংহ-বিনির্ম্মিত দেবার ও কাঁকরৌলী নামক নগরে দুই হ্রদ আছে। প্রথমোক্ত জলাশয়টী "জয়সমুদ্র" নামে খ্যাত, উহার পরিধি ৩০ মাইল।

মুসলমানাধিকারে পূর্ব্বে রাজপুতজাতির ইতিবৃত্ত সুসম্বদ্ধ-ভাবে লিপিবদ্ধ ছিলনা। ভট্ট কবিগণ রাজপুতনাবাসী রাজ-বংশধরগণের যে কীর্ত্তিকাহিনী এতদিন গান করিয়া আসিতে-ছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া কর্ণেল টড্ রাজস্থানের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে অগ্রসর হন। বর্ত্তমান সময়ে রাজপুতজাতির কীর্ত্তিমণ্ডপসমূহে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে রাজপুতরাজগণের কাল ও বংশধারার যে তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে রাজপুত আখ্যায়িকার একটী নূতন সংস্করণ লাভের আশা করা যায়।

মুসলমানসমাগমের পূর্ব্বে কনোজসিংহাসনে একমাত্র রাঠোররাজগণই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং গুজরাতের অনহলবাড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া চৌলুক্যরাজপুতগণ সমগ্র দক্ষিণপশ্চিম রাজপুতনা শাসন করিতেছিলেন। এই-সময় আরও কএকটী রাজপুত রাজবংশ সমুন্নত হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে যখন গজনীপতি মাহ্মূদ ভারতবিজয়ে আগমন করেন, তখন অনহলবাড়ে শোলাঙ্কীবংশীয়গণ, আজমীরে চৌহানগণ এবং কনোজে রাঠোরগণ ভারতের রাজগণ মধ্যে মুখপাত্র স্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন। এইসময়ে গহলোতবংশ ধীরে ধীরে মেবার (উদয়পুর) সিংহাসনে এবং কচ্ছবাহগণ জয়পুর রাজধানীতে থাকিয়া রাজপুতগৌরবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

মাহ্মূদ ভারতে আসিয়া শোলাঙ্কীদিগকে পরাজিত করিলেও তাঁহাদের শক্তি হ্রাস করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার পরেই রাজপুতদিগের মধ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। শোলাঙ্কী ও চৌহান রাজগণ নিজে নিজে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া আপন আপন বলক্ষয় করেন। কনোজের রাঠোরসর্দ্দার জয়চাঁদের কন্যার স্বয়ম্বর: উপলক্ষে জয়চাঁদের সহিত চৌহান-পতি পৃথ্বীরাজের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। এই গৃহবিবাদই ভারতের সর্ব্বনাশের মূল।

রাজা জয়চাঁদ জ্ঞাতিশত্রুর অপমানে উত্তেজিত হইয়া সাহাব্উদ্দীন ঘোরীকে আমন্ত্রণ করেন। এদিকে পৃথ্বীরাজ চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবকে পরাজিত করিয়া মহোবা অধিকার করিলেন। মহম্মদ স্বরাজ্য-সীমান্তবাসী বিধর্ম্মী শত্রু দিল্লীশ্বরকে বলবৃদ্ধ দেখিয়া তাঁহার ক্ষমতাহ্রাসের জন্য সদলে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১১৯৩খৃষ্টাব্দে তিরোরী রণক্ষেত্রে মুসলমানের হস্তে ভারতের অদৃষ্টলিপি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পর বৎসর কনোজ অধিকৃত হইল। মুসলমান-প্রতিনিধি কুতব্উদ্দীন আসিয়া আজমীর ও অনহল্বাড়ে সেনাস্থাপন করিলেন। ভারত রাজধানী দিল্লীনগরে মুসলমানের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৩শ শতাব্দে মালবরাজ্য দিল্লীর অধিকারভুক্ত হয়। ১৪শ শতাব্দের প্রারম্ভে আলাউদ্দীন খিলিজী গুজরাতের রাজপুত-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করেন।

তোগলকবংশের অবসানে মালবে স্বাধীন মুসলমানরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই মুসলমানরাজগণ দিল্লীশ্বর অপেক্ষা কঠোর-শাসনে রাজপুতগণকে নিগৃহীত করেন। ১৫শ শতাব্দে মুসলমান ও রাজপুতে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের প্রারম্ভে কিছুকালের জন্য রাজপুত-শক্তি পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। দিল্লীর শেষ আফগানরাজবংশের শাসন-বিশৃঙ্খলা এবং গুজরাত ও মালবের মুসলমান সুলতানগণের পরস্পর বিরোধ লক্ষ্য করিয়া মেবারের শিশোদিয়া-বংশধর রাণা সঙ্গ হিন্দুর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে প্রয়াস পান। তিনি চন্দেরীরাজ মেদিনী রাওর সাহায্যে মালব ও গুজরাতপতির বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ তাঁহার হস্তে বন্দী হন এবং ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাতপতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তিনি মালবরাজ্য অধিকার করেন। এই-সময় রাণা সঙ্গ (সংগ্রাম) প্রকৃতপক্ষে সমগ্র রাজস্থানের অধিপতি হইয়াছিলেন।

মালবজয়ের অব্যবহিত পরেই, মোগলসম্রাট্ বাবরশাহ দিল্লী অধিকার করেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফতেপুরসিক্রিতে রাজপুতের সহিত মোগলের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে রাণার বিপুল বাহিনী পরাজিত হওয়ায় রাজপুত-শক্তি নিরাশা স্রোতে নিমজ্জিত হইল। পর বৎসর মেদিনী রাও স্বীয় চন্দেরীরাজ্য রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক রাজপুত বীর লইয়া মোগলপতির সম্মুখীন হইলেন। বাবর শাহ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া উক্ত নগর লুণ্ঠন করেন। রাঠোরপতি মালদেব রাও মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি গুজরাতের মুসলমানরাজের সহিত এবং দিল্লীশ্বর শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাঠোরগণ হীনবল হইয়া পড়ে। সম্রাট্ অকবর শাহ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা রাজপুত জাতিকে পদানত করিতে চেষ্টা পান। যোধপুররাজ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া মোগলের দাসত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু শিশোদিয়াবংশধর প্রতাপসিংহ তাঁহার পদানত হইতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি অকবর শাহের বিপুলবাহিনীর বিরুদ্ধে হলদীঘাট রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে জলন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

অকবর শাহ এবং তৎপুত্র জাহাঙ্গীর রাজপুত রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহজাহান বাল্যকাল হইতে রাজ্যের বাহিরে থাকিতেন, তদবধি রাজ্যারোহণকাল পর্য্যন্ত তিনি উদয়পুরে রাণার আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। অকবরের সময় যে রাজপুতজাতি আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাঁহারাই খৃষ্টীয় ১৬ শতাব্দের শেষভাগে মোগলসম্রাটের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়া মিত্ররাজ-রূপে পরিগণিত হন।

অরঙ্গজেবের রাজ্যারোহণকালে মোগলরাজ সরকারে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। সেই সময় রাজপুত-সেনাপতি ও রাজপুত রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ সকলেই দারার পক্ষাবলম্বন করেন, তথাপি অরঙ্গজেব রাজপুত সেনাদলের অদম্যসাহস ও বীরত্ব দেখিয়া তাহাদের পক্ষপাতী হন। তিনি কাবুল শাসনের জন্য রাজপুত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে রাজপুত সেনানায়ক দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালিত করিতেন। দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ উভয় রাজপুতসেনাপতিকেই অবশেষে ইহজগৎ হইতে অপসৃত করিতে বাধ্য হন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, শিশোদিয়া, রাঠোর ও কচ্ছবাহ রাজপুতগণ একযোগে স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। নাদিরশাহ উত্তর-ভারত লুণ্ঠন করিলে পর, তাহারা আর একবার মস্তকোত্তোলন করেন। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সন্ধিসর্ত্তে রাঠোর অথবা কচ্ছবাহরাজগণের শিশোদিয়া মহিষীর গর্ভজাত পুত্রের সিংহাসনাধিকারে প্রাধান্য লিখিত থাকায় পরস্পরের মনোবাদে এ উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ আজমীর অধিকার করে। তদবধি রাজপুতনায় ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। এইসময়ে পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়দলের উপদ্রবে রাজপুতজাতি, অধঃপতিত মোগলসাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গেই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। এমন কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারবর্গ দস্যুবৃত্তির দ্বারা আপনার স্বজাতীয়ের প্রতি অত্যাচার করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রাজপুতনা প্রকৃতই মহারাষ্ট্রীয়ের কবলিত হইয়াছিল। হোলকর ও সিন্দেরাজগণ রাজপুতনা লুণ্ঠন করিয়া উৎসন্নপ্রায় করিয়াছিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি ওয়েলেসলী ও লেকের শুভাগমনে রাজপুতজাতি কঠোর করভার হইতে অব্যাহতি পান। সিন্দেরাজ পরাজিত হইয়া ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাজপুতনার অধিকৃত প্রদেশ ছাড়িয়া দেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারত পরিত্যাগ করিলে রাজপুতনার শাসনভার সামন্তরাজগণেরই উপর ন্যস্ত হয়। দস্যুসর্দ্দারগণ সুযোগ পাইয়া পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করে। এমন কি, ইংরাজশক্তিকেও উপেক্ষা করিয়া তাহারা দশ বৎসরকাল অবিশ্রান্ত অত্যাচার ও আক্রমণে রাজপুতরাজ্য বিলোড়িত করিয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পেণ্ডারিদস্যুদল আমীর খাঁর অধীনে একত্র হয়। [পেণ্ডারী দেখ।]

উদয়পুর-রাজনন্দিনীর পাণিপীড়ন উপলক্ষে জয়পুর ও যোধপুররাজের অযথা অন্তর্বিবাদ এবং উভয়কে উত্তেজিত করিবার জন্য মরাঠা ও পাঠানদলের পরস্পরকে সাহায্যদান রাজপুতজাতির জাতীয় গৌরবনাশের অন্যতম কারণ।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে নাবালক রাজপুতরাজগণ দস্যুর উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া দিল্লীশ্বর ও ইংরাজ প্রতিনিধি সরচার্লস্ মেট্‌কাফের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান। তদনুসারে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংসের আদেশে ইংরাজসেনাদল পেন্ধারিদিগকে পরাভূত করে। সর্দ্দার আমীর খাঁ ইংরাজরাজের নিকট হইতে টোঙ্কের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভরতপুর ব্যতীত সকল রাজপুত-রাজাই ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করে। সিন্দেরাজ ইংরাজকরে আজমীরের শাসনভার অর্পণ করেন। তদবধি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে আর কোন রূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। ঐ সময়ে কোটায় বিদ্রোহিদল ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ কোটা অধিকার করিয়া লয়েন।

রাজপুত ভিন্ন রাজপুতনায় আরও অন্যান্য জাতির বাস আছে। জাট, গুজর, আহীর, লোধ, কাচ্ছী, মালী, চামার, খানজাদা, থাইমখানি, মেও, মৈরাত, মীনা, ভীল, কোলী, মের বা মহের ও মোঘিয়া প্রভৃতি জাতিও দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে মীনা, ভীল প্রভৃতি পার্ব্বত্য অসভ্যজাতিরা বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

এখানকার আলবার, উদয়পুর, বিকানের, জয়শালমীর আজমীর, ভরতপুর, টোঙ্ক, কোটা, বুন্দী, ঝালরাপাটন তারাগড়, চিতোর, কমলমেরু, গোগুণ্ডা, জয়পুর, ক্ষেত্রী, ভাটনেরগড়, মণ্ডলগড়, ইন্দ্রগড়, যোধপুর, গগ্‌রাওন, রণস্তম্ভ-গড় প্রভৃতি নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও দুর্গাদি পরিশোভিত।

এখানকার অধিবাসিবৃন্দ অধিকাংশই হিন্দু; বৈষ্ণব ও শৈবের সংখ্যাই অধিক। স্থানে স্থানে প্রাচীন জৈনধর্ম্মের প্রভাবও লক্ষিত হয়। দাদুপন্থী, রামসেনেহী, নাগা ও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রভাব মেবার, আলবার, শাহপুরা ও জয়পুর প্রভৃতি স্থানেই অধিক।

রাজপুত্র (পুং) রাজ্ঞশ্চন্দ্রস্য পুত্রঃ। ১ বুধগ্রহ। (শব্দরত্না°) ২ মহারাজচূত (আম)। (রাজনি°) ৩ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। অম্বষ্ঠের ঔরসে এবং বৈশ্যকন্যাতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"বৈশ্যাদম্বষ্ঠকন্যায়াং রাজপুত্রস্য সম্ভবঃ।" (পরাশরপদ্ধতি)

পুরাণমতে এই জাতি করণকন্যাতে ক্ষত্রিয় হইতে জন্মিয়াছে। এই জাতি রজপুত নামে প্রসিদ্ধ।

৪ রাজনন্দন, রাজার পুত্র, পর্য্যায়—যুবরাজ, কুমার, ভর্ত্তৃদারক। (অমর)

"রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর॥" (উদ্ভট)

৫ ক্ষীরিকাবৃক্ষ। ৬ মহারাজচূত বৃক্ষ। (রাজনি°) রাজপুত্র স্বার্থে-কন্। রাজপুত্র শব্দার্থ।

রাজপুত্র, জনৈক কামশাস্ত্রপ্রণেতা। দামোদরকৃত কুট্টনীমতে ইহার উল্লেখ আছে।

রাজপুত্রা (স্ত্রী) রাজা পুত্রো যস্যা। রাজার মাতা।

রাজপুত্রিকা (স্ত্রী) রাজপুত্রী সংজ্ঞায়াং কন্। শরারিপক্ষী, চলিত শরালপাখী। (জটাধর) ২ রাজকন্যা। ৩ শুক্লযূথিকা। ৪ পিত্তল। (বৈদ্যকনি°)

রাজপুত্রী (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ পুত্রীব। ১ কটুতুম্বী। ২ রেণুকা। ৩ জাতী। ৪ রাজরীতি। ৫ ছুচ্ছুন্দরী। (রাজনি°) ৬ মালতী।

'অবিমুক্তশ্চাথ জাতী মালতী সুমনা অপি।' (জটাধর)

৭ রাজকন্যা।

রাজপুত্রীয় (ত্রি) রাজপুত্র সম্বন্ধীয়।

রাজপুর (ক্লী) রাজ্ঞঃ পুরং। রাজার পুর, রাজপুরী, রাজনগরী। রাজপ্রসাদ। নগরভেদ।

রাজপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবার বিভাগের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। বোম্বে-বড়োদা রেলপথের বড়বান্ ষ্টেশন হইতে ১॥০ ক্রোশ দূরে এই নগর অবস্থিত।

রাজপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকাণ্ঠার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। সর্দ্দার রাবল শূরসিংহ বিদ্যাদি সদ্গুণে ভূষিত। ইঁহারা বড়োদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

রাজপুর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মিউনিসিপালিটী থাকায় এখানকার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। এখানকার গঞ্জ হইতে প্রত্যহ দ্রব্যাদি কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে।

রাজপুর, যুক্তপ্রদেশের দেহ্‌রাদুন জেলার একটী নগর। মুসৌরীর স্বাস্থ্যাবাসে যাইতে হইলে এই স্থানে থাকিয়া যাইবার আড্ডা আছে।

রাজপুর আলি, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটী সামন্ত রাজ্য। নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যশৈলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৮৩৭ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ উদয়পুর-রাজবংশধর ও শিশোদীয় কুলসম্ভূত। মহারাজগণ মালব আক্রমণ সময়ে এই পার্ব্বত্য রাজ্যের মধ্য দিয়া আসিলেও এখানকার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ইংরাজরাজের

মালবে কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, রাণা প্রতাপসিংহ এখানকার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপুত্র যশোবন্তসিংহ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গতায়ু হইলে, তাঁহার পুত্র গঙ্গদেব রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। গঙ্গদেবকে রাজ্য পরিচালনে অক্ষম দেখিয়া ইংরাজরাজ কিছুকালের জন্য শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৭১ গঙ্গদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপদেব রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রূপদেব পরলোক গত হইলে তাঁহার দত্তকপুত্র রাজ্যাধিকার পান, কিন্তু ইংরাজ রাজ রাজপুত্রের নাবালক অবস্থায় রাজ্য-শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেয় রাজস্ব ১১০০০ টাকার মধ্যে ১০০০০৲ টাকা ধারাধিপতিকে দিতে হয়।

রাজপুরুষ (পুং) রাজ্ঞঃ পুরুষঃ। রাজার পুরুষ, রাজনিযুক্ত লোক, রাজকর্ম্মচারী।

রাজপুরুষবাদ, নৈয়ায়িক মতের বিচার প্রণালীভেদ। গোপালতাতাচার্য্য এই সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

রাজপুষ্প (পুং) পুষ্পাণাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। নাগকেশর পুষ্পবৃক্ষ।

'চাম্পেয়ঃ কেশরো নাগকেশরঃ কনকাহ্বয়ঃ।

মহৌষধং রাজপুষ্পঃ ফলকঃ খরঘাতনঃ॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

রাজপুষ্পী (স্ত্রী) রাজপ্রিয়ং পুষ্পমস্যাঃ ঙীপ্। করুণী বৃক্ষ। (রাজনি॰) ২ বনমল্লিকা। ৩ জাতীপুষ্প। (বৈদ্যকনি॰)

রাজপূজ্য (ক্লী) ১ স্বর্ণ। (বৈদ্যকনি॰) (ত্রি) রাজ্ঞঃ পূজ্যঃ। ২ রাজার পূজনীয়।

রাজপৌরুষ্য (ক্লী) রাজপুরুষস্যেদং ষ্যঞ্ (অনুশতিকাদী-নাঞ্চ। পা ৭।৩।২০) ইতি আস্যচো বৃদ্ধিঃ। রাজপুরুষসম্বন্ধীয়।

রাজপ্রকৃতি (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ প্রকৃতিঃ। ১ রাজপুরুষ। ২ রাজার প্রকৃতি।

রাজপ্রিয় (পুং) ১ রাজপলাণ্ডু। ২ করুণী পুষ্পবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰) (ত্রি) রাজ্ঞঃ প্রিয়ঃ। ৩ রাজার প্রিয়পাত্র। স্ত্রিয়াং টাপ্। রাজপ্রিয়া। ৪ কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ করুণীপুষ্পবৃক্ষ। ৫ তিল-বাসিনী শালি। ৬ রক্তকশালি। (রাজনি॰) ৭ রাজপত্নী।

রাজপ্রেষ্য (পুং) রাজপ্রেরিত ব্যক্তি। রাজকর্ম্মচারী। (ক্লী) রাজকর্ত্তৃক নিয়োগ।

রাজফণিজ্ঝক (পুং) রাজতে ইতি রাজ-অচ্ রাজঃ দীপ্তি-শালী ফণিজ্ঝকঃ। নাগরঙ্গবৃক্ষ। (শব্দমালা)

রাজফল (ক্লী) রাজাভিধেয়ং ফলং। ১ পটোল। (ত্রিকা॰) ২ রাজাম্রবৃক্ষ। ৩ রাজাদনীবৃক্ষ। চলিত খিণী গাছ। (রাজনি॰)

রাজফলা (স্ত্রী) রাজপ্রিয়ং ফলমস্যাঃ। জম্বু। (রাজনি॰)

রাজফল্গু (পুং) কৃষ্ণোডুম্বরবৃক্ষ, কাকডুমুরগাছ। (বৈদ্যকনি॰)

রাজবদর (ক্লী) রাজ্ঞো বদরমিব প্রিয়ত্বাৎ। ১ রক্তামলক। ২ লবণ। (মেদিনী) (পুং) বদরাণাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। ৩ উত্তমকোলি, নারিকেলে ও পাটনাই প্রভৃতি বড় ও মিষ্ট কুল। পর্য্যায়—নৃপশ্রেষ্ঠ, নৃপবদর, রাজবল্লভ, পৃথুকোল, তনুবীজ, মধুরফল, রাজকোল। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, দাহ, পিপাসা ও বাতনাশক, বৃষ্য, বীর্য্যবৃদ্ধিকর, শ্লেষ্ম ও শ্রমনাশক। (রাজনি॰)

রাজবলা (স্ত্রী) প্রসারণী, চলিত গন্ধভাদুলিয়া। (রাজনি॰)

রাজবলেন্দ্রকেতু (পুং) বৌদ্ধভেদ।

রাজবান্ধব (পুং) রাজ্ঞঃ বান্ধবঃ। রাজার বন্ধু।

রাজবীজিন্ (ত্রি) রাজা বীজী কারণং যস্য। রাজবংশ্য, রাজবংশোদ্ভব। (অমর)

রাজব্রাহ্মণ (পুং) রাজা ব্রাহ্মণঃ (রাজা চ। পা ৬।২।৫৯) ইতি কর্ম্মধারয়ে প্রকৃতিবদ্ভাবঃ। রাজা অথচ ব্রাহ্মণ।

রাজভক্ত (ক্লী) নৃপভোজ্য অন্নপানাদি, রাজার অন্ন। রাজা যে অন্নপানাদি ভোজন করিবেন, তাহা বৈদ্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দিবেন। চরক ও সুশ্রুতাদিতে ঐ পরীক্ষার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (ত্রি) ২ রাজার ভক্ত, যাহারা রাজাকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে।

রাজভক্তি (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ ভক্তিঃ। রাজার প্রতি ভক্তি, রাজার প্রতি অনুরাগ।

রাজভট (পুং) রাজ্ঞঃ ভটঃ যোদ্ধা। রাজসৈনিক।

রাজভট্টিকা (স্ত্রী) হাপুত্রীবৃক্ষ।

'গোভণ্ডীরঃ পঙ্করীটো হাপুত্রী রাজভট্টিকা।' (জটাধর)

রাজভদ্রক (পুং) ১ পারিভদ্রকবৃক্ষ। ২ নিম্ববৃক্ষ। ৩ কুষ্ঠ, কুড়। ৪ কুন্দুরুক। ৫ রাজার্ক, শ্বেত আকন্দ। (রাজনি॰)

রাজভয় (পুং) রাজ্ঞঃ ভয়ং। রাজভীতি, রাজার ভয়।

রাজভবন (ক্লী) রাজ্ঞঃ ভবনং। রাজার ভবন, রাজার গৃহ।

রাজভূয় (ক্লী) রাজ্ঞো ভাবঃ রাজন্-ভূ-ক্যপ্। রাজত্ব, রাজার কার্য্য।

রাজভৃত (পুং) রাজ্ঞা ভৃতঃ বেতনাদিভিঃ নিযুক্তঃ। রাজার বেতনভোগী ভৃত্য।

রাজভৃত্য (পুং) রাজ্ঞঃ ভৃত্যঃ। রাজার চাকর।

রাজভোগ (পুং) ১ শালিধান্যবিশেষ। রাজভোগবান্। ২ রাজার ভোগ, রাজা যে সকল উত্তম বস্তু উপভোগ করেন, তাহাকে রাজভোগ কহে।

রাজভোগীন (ত্রি) রাজভোগের যোগ্য। রাজার ভোজনের উপযুক্ত। উৎকৃষ্ট ভোজ্য আহারকারী।

রাজভোগ্য (ত্রি) ভুজ-ণ্যৎ কৃত্ব, রাজ্ঞা ভোগ্যং। রাজার ভোগের যোগ্য, রাজা যাহা ভোগ করিতে পারেন। (ক্লী) ২ জাতীকোষ। (পুং) ৩ প্রিয়ালবৃক্ষ। (শব্দচ০)

রাজভোজন (ক্লী) রাজ্ঞঃ ভোজনং। রাজার ভোজন।

রাজভ্রাতৃ (পুং) রাজ্ঞঃ ভ্রাতা। রাজার ভাই।

রাজমণি (পুং) মণীনাং রাজা। রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। মণিশ্রেষ্ঠ, মূল্যবান্ মণি।

রাজমণ্ডূক (পুং) মণ্ডুকানাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। বৃহদ্ভেক, বড়বেঙ্। পর্য্যায়—মহামণ্ডুক, পীতাঙ্গ, পীতমণ্ডুক, বর্ষাঘোষ, মহারব। (রাজনি০) চলিত—ভাউয়া ব্যাঙ্।

রাজমন্দির (ক্লী) রাজ্ঞঃ মন্দিরং। রাজগৃহ।

রাজমণ্ডল (ত্রি) দ্বাদশবিধ রাজা, অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, বিজিগীষুর পুরঃসর এই পাঁচ এবং পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রহাসার, আক্রন্দাসার এই চারি, বিজিগীষুর পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং বিজিগীষু, মধ্যম ও উদাসীন এই তিন, সমুদয়ে এই দ্বাদশবিধ রাজমণ্ডল।

রাজমল্ল (পুং) রাজ্ঞাং মল্লঃ। রাজগণের মল্ল, চলিত রাজার মাল। পর্য্যায়—উৎসিক্ত, উদ্ধত। (ত্রিকা০)

রাজমল্ল, মেদপাটের জনৈক হিন্দু রাজা। কুম্ভের পুত্র। ইনি জ্বরতিমির-ভাস্করপ্রণেতা চামুণ্ডকায়স্থের প্রতিপালক ছিলেন।

রাজমহল, বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা০ ২৪° ৪২´ ১৫´´ হইতে ২৫° ১৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৭° ২৯´ ৪৫´´ হইতে ৮৭° ৫৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৭৫১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী নগর। গঙ্গার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৫° ২৫´ ৫১´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৭° ৫২´ ৫১´ পূঃ। বর্ত্তমান নগরের পশ্চিমে প্রাচীন মুসলমান নগরের ধ্বংসাবশেষ। উহা প্রায় ৪ মাইল স্থান অধিকার করিয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবিজয়ান্তে প্রস্থানকালে রাজমহলকেই (অগ্‌মহাল) বাঙ্গালার রাজধানী রূপে মনোনীত করেন। মানসিংহকৃত জুমা মস্‌জিদ, সুলতান সুজার প্রাসাদ, বঙ্গেশ্বর মীর কাসিম 'আলীর বাসভবন, ফুলবাড়ী এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ আজিও এখানকার অতীত স্মৃতির নিদর্শন রাখিয়াছে। গঙ্গানদীর স্রোতোগতি বারংবার পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র সাহেবগঞ্জে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গঙ্গাবক্ষে পোতযোগে মালদহের সহিত এই নগরের স্বল্পমাত্র বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

রাজমহাল (শৈলমালা), সাঁওতাল পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী শৈলময় ভূভাগ। মুসলমান ইতিহাসে ইহা দামন্-ই-বেগ নামে পরিচিত। ইহা প্রায় ১৩৬৬ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু কোথাও ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফিটের উর্দ্ধে উঠে নাই। পূর্ব্বে এই পর্ব্বতমালা মধ্য ভারতের বিন্ধ্যগিরির একটী শাখা বলিয়া বিবেচিত ছিল। ভারত গবর্মেণ্টের ভূতত্ত্ব পরিদর্শক Mr. V. Ball ইহার প্রস্তরপঞ্জর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে ইহা বিন্ধ্য হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত।

রাজমহিল (ক্লী) নগরবিশেষ।

রাজমহেন্দ্রতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। [রাজামহেন্দ্রী দেখ।]

রাজমাতৃ (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ মাতা। রাজার মাতা।

রাজমাত্র (ক্লী) রাজনামাকাঙ্ক্ষী।

রাজমানত্ব (ক্লী) রাজ্ শানচ্ তস্য ভাবঃ। দীপ্যমানত্ব। দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য।

রাজমানুষ (পুং) রাজ্ঞঃ মানুষঃ। রাজপুরুষ, রাজাধিকৃত মানুষ। (যাজ্ঞবল্ক্য০ ২।২৪২)

রাজমার্গ (পুং) রাজ্ঞো মার্গঃ। রাজপথ, রাজপথের উপর যিনি সৌধনির্ম্মাণ করেন, তাঁহার সহস্রবৎসর ইন্দ্রলোকে বাস হইয়া থাকে।

"রাজমার্গং সৌধযুক্তং যঃ করোতি পতিব্রতে।
বর্ষাণাময়ুতং সোঽপি শক্রলোকে মহীয়তে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ০ ২৪ অ০)

রাজমার্গে মলমূত্রাদি অপবিত্র বস্তু ত্যাগ করিতে নাই। যদি কেহ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার দুই কাহণ দণ্ড করিবেন।

"সমুৎসৃজেৎ রাজমার্গে যস্ত্বমেধ্যমনাপদি।
স দ্বৌ কার্ষাপণৌ দদ্যাদমেধ্যঞ্চাশু শোধয়েৎ॥" (মনু ৯।২৮২)

যে ব্যক্তি অনাপৎকালে রাজমার্গে মলমূত্রাদি ত্যাগ করে, রাজা তাহাকে কার্ষাপণদ্বয় দণ্ড করিবেন এবং ঐ বিষ্ঠা তাহার দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া লইবেন। যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কেহ করে, এবং বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা বালক ঐরূপ করে, তাহা হইলে কেবল তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া ঐ বিষ্ঠা তাহাদের দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া লইবেন।

রাজমাষ (পুং) মাষাণাং রাজা শ্রেষ্ঠত্বাৎ রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। (Dolichos sinensis) বর্ব্বট, চলিত বরবটী কলাই, পর্য্যায়—নীলমাষ,নৃপোচিত, নৃপমাষ। গুণ—রুচিকর, বাতকারক, বলদায়ক, সারক, শুক্র ও অম্লপিত্তনাশক, সুস্বাদু, রুক্ষ, কষায় ও লঘু। (রাজব০)

বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে, বিষ্ণুর শয়নাবস্থায় রাজমাষ ভক্ষণ করিতে নাই, এই সময় ভক্ষণ করিলে চাণ্ডালত্বপ্রাপ্তি হয়। এই কালের মধ্যে কার্ত্তিকমাসে বিশেষ নিষিদ্ধ। যদি কেহ কার্ত্তিক মাসে রাজমাষ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহার নরক হইয়া থাকে।

"নিষ্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে।
যো ভক্ষয়তি রাজেন্দ্র চাণ্ডালাদধিকো হি সঃ॥
কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী॥" (তিথিতত্ত্ব)

রাজমাষ্য (ত্রি) রাজমাষস্য যোগ্যম্। রাজমাষচাষের উপযুক্ত। রাজমাষরোপণের ভূমি।

রাজমুকুট, লঘুস্তবটীকাকারচরিতা।

রাজমুদ্গ (পুং) মুদ্গানাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। মুকুষ্ঠক, উত্তমমুগ (হেম)

রাজমুনি (পুং) রাজা চাসৌ মুনিশ্চেতি। রাজর্ষি।

রাজমৃগাঙ্করস (পুং) যক্ষ্মরোগাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রসসিন্দুর ৩ ভাগ, স্বর্ণ একভাগ, রৌপ্য একভাগ, মনঃশিলা, গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেকে ২ ভাগ একত্র করিয়া কড়ির মধ্যে পূরিতে হইবে, পরে ইহাতে ছাগদুগ্ধে সোহাগা গুলিয়া মৃৎভাণ্ডে পূরিয়া মুখবন্ধ করিয়া দিবে। পরে গজপুট দিতে হইবে। শীতল হইলে এই ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পরিমাণ ৪ রতি। অনুপান পিপুল ও মধু বা ঘৃত ও মরিচ। এই ঔষধ সেবনে রাজযক্ষ্মরোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসং যক্ষ্মরোগাধিং)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পারদ ৪ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিতে হইবে, পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়ি সকলের মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাভাণ্ডে স্থাপিত ও রুদ্ধ করিয়া লেপ দিতে হইবে। পশ্চাৎ লেপ শুকাইলে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু, বা ১০টী পিপুল বা ১৯টী মরিচের সহিত সেব্য। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না০ যক্ষ্মরোগাধি০)

রাজযক্ষ্মন্ (পুং) রাজ্ঞশ্চন্দ্রস্য ক্ষয়কারকো যক্ষ্মা, রাজা চাসৌ যক্ষ্মা চেতি বা। ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মকাস, এই রোগ সকল রোগের আকর ও রাজা।

"অনেকরোগানুগতো বহুরোগপুরঃসরঃ।
রাজযক্ষ্মা ক্ষয়ঃ শোষো রোগরাড়িতি সংস্মৃতঃ॥" (বাগ্ভট)

চরকে এই রোগের নিদানাদির বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ক্রোধ, জ্বর, রোগ ও দুঃখ ইহার পর্য্যায়ক শব্দ। নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের এই রোগ সর্ব্বপ্রথম হয় বলিয়া ইহার নাম রাজযক্ষ্মা।

নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের যক্ষ্মা অশ্বিনীকুমার-কর্ত্তৃক চক্রিত হইয়া মনুষ্যলোকে আগত হয় এবং বক্ষ্যমাণ চারিপ্রকার হেতু লাভ করিয়া মানবদেহে প্রবেশ করে। চারি প্রকার হেতু যথা—অযথা বল আরম্ভ (বলের অতিরিক্ত ব্যায়ামাদি শারীর কর্ম্ম), মলমূত্রাদির বেগধারণ, ধাতুক্ষয় ও বিষমাশন। এই চারিটীই এই রোগের কারণ।

অযথা বলারম্ভহেতু—বলের অতিরিক্ত যুদ্ধ, অধ্যয়ন, ভার-বহন, লঙ্ঘন, সন্তরণ, উচ্চস্থান হইতে পতন, অভিঘাত ও অপর সাহসের কার্য্য এইরূপ—অযথাবলারম্ভ দ্বারা বক্ষঃ বিক্ষত হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া পিত্ত ও কফকে উদীরিত করিয়া ধাবিত হয়। সেই প্রকুপিত বায়ু শিরঃস্থ হইয়া শিরঃশূল, গলদেশস্থ হইয়া কণ্ঠোদ্ধংস (গলা খুস্ খুস্ করা), কাস, স্বরভেদ ও অরুচি, পার্শ্বস্থ হইয়া পার্শ্বশূল, গুদনাড়ীস্থ হইলে মলভেদ, সন্ধিস্থ হইয়া জৃম্ভা ও জ্বর, উরঃস্থ হইয়া উরঃশূল উৎপাদন করে। কাসবেগে উরঃ ক্ষতের বিদারণহেতু রোগী জর্জ্জরিতবক্ষঃ এবং অতি কষ্টপ্রদ উরঃশূলে প্রপীড়িত হইয়া সশোণিত কফ নিষ্ঠীবন করে। উক্তরূপ সাহসের কার্য্যে রাজযক্ষ্মা উৎপন্ন হইয়া এই শিরঃশূলাদি একাদশ প্রকার লক্ষণযুক্ত হয়। অতএব আত্মবান্ পুরুষ কখনই উক্তরূপ সাহসের কার্য্য করিবেন না।

বেগধারণহেতু—লজ্জা বা ঘৃণাবশতঃ অথবা ভয়প্রযুক্তই হউক—মানব যদি বাতমূত্র ও পুরীষের আগতবেগ রুদ্ধ করে, তাহা হইলে সেই বেগ প্রতিরুদ্ধহেতু প্রকুপিত বায়ু কফ ও পিত্তকে উদীরিত করে। ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ দেশে নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া রাজযক্ষ্মা রোগ হইয়া থাকে। প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভঙ্গ, অরুচি, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, মুহুর্মুহু বমন ও মলভেদ এই সকল ত্রিদোষ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ক্ষয়হেতু রাজযক্ষ্মোৎপত্তি—ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ত্রাস, শোক ও ক্রোধ দ্বারা অতিকর্ষণ এবং অতি মৈথুন ও অনশন এই সকল কারণে শুক্র ও ওজঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই স্নেহ-পদার্থের ক্ষয়হেতু বায়ু প্রকুপিত হইলে পিত্ত ও কফকে উদীরিত করিয়া প্রতিশ্যায়, জ্বর, কাস, অঙ্গমর্দ্দ, শিরঃশূল,

শ্বাস, মলভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, স্বরভঙ্গ ও অত্যন্ত সন্তাপ এই একাদশ রূপান্বিত রাজযক্ষ্মা উৎপন্ন হয়। শুক্র ও ওজঃ পদার্থের ক্ষয়হেতু রাজযক্ষ্মা প্রাণের ক্ষয়কারক হইয়া থাকে।

বিরুদ্ধ ভোজনহেতু রোগোৎপত্তি—বিবিধ প্রকার বিরুদ্ধ অন্নপানসেবন হেতু বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া নিম্নোক্ত লক্ষণযুক্ত রাজযক্ষ্মরোগ উপস্থিত করে। প্রতিশ্যায়, কফনিষ্ঠীবন, কাস, বমি, অরুচি, জ্বর, অংসবেদনা, রক্তবমন, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল ও স্বরভেদ এই সকল রূপ যথাক্রমে কফ, পিত্ত ও বায়ু দ্বারা হইয়া থাকে। বিষমভাবে বিবিধ অন্নপান ভোজন হেতু বাতাদি দোষত্রয় বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া রক্তাদি ধাতুর মার্গ সকল রুদ্ধ হইলে ধাতু সকল পুষ্ট হইতে পারে না, অতএব ঐ ভয়ঙ্কর রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

রাজযক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ—প্রতিশ্যায়, দৌর্ব্বল্য, অদোষ বিষয়ে দোষদর্শন, স্বশরীরে নিন্দিত রূপদর্শন, ঘৃণাশীলত্ব, ভোজনে পটুত্ব অথচ বলমাংসক্ষয়, স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপান ও মাংসভোজনে অতিশয় ইচ্ছা, অবগুণ্ঠনে অর্থাৎ সুন্দর বস্ত্রাদি দ্বারা শরীরাবরণে ভালবাসা, অন্নে ও পানীয়ে প্রায়ই মক্ষিকা, ঘুণ, কেশ, তৃণের পতন, নখের অতিবর্দ্ধন এবং স্বপ্নে এই সকল দর্শন, পক্ষী, পতঙ্গ ও শ্বাপদগণ দ্বারা আক্রমণ, কেশ, অস্থিরাশি ও ভস্মের উপর আরোহণ এবং জলাশয়, পর্ব্বত, বন ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল সকলের শুষ্কতা, ক্ষীণতা ও পতনদর্শন, এই সকল রাজযক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ।

রসরক্তাদি শারীর ধাতু সকল নিজ নিজ উষ্মা দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ ধমনীপথে গমন করিয়া পর পর ধাতু সকলকে পুষ্ট করে। স্রোতোনিরোধহেতু রস রক্তে যাইতে না পারিয়া তাহাকে পুষ্ট করিতে পারে না, সুতরাং রক্তের ক্ষয় হয়। এই কারণে রক্ত ও মাংসে যাইতে না পারিয়া তাহাকে পুষ্ট করিতে পারে না, সুতরাং মাংসেরও ক্ষয় হয়। এইরূপে রক্তাদি সকল ধাতুরই ক্ষয় হইয়া থাকে। আধারের ক্ষয় হইলে আধেয় ক্ষীণ হইয়া থাকে, সুতরাং আধার রক্তাদি ধাতুর ক্ষয়ে আধেয় ধাতুষ্মারও ক্ষয় হয়। অতএব স্রোতের নিরোধ, রক্তাদির ক্ষয় ও ধাতুষ্মার অপচয় হেতু রাজযক্ষ্মা উৎপন্ন হয়। রাজযক্ষ্মার উৎপত্তিকালে পাচকাগ্নি কোষ্ঠগত যে ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করে, তাহা প্রায়ই মল হয়, ওজঃ অর্থাৎ সারপদার্থ অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ওজোবল না থাকায় তখন সর্ব্বধাতুক্ষয়ার্ত্ত যক্ষ্মরোগীর মলই প্রধান বল, অতএব যক্ষ্মরোগীর মল সর্ব্বথা রক্ষণীয়।

স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হওয়ায় রস গমন করিতে না পারিয়া স্বস্থানেই বর্দ্ধিত হয় এবং সেই বর্দ্ধিত রস বহুরূপ হইয়া কাস বেগে মুখ নাসাদি ঊর্দ্ধমার্গ দিয়া নিঃসৃত হইতে থাকে। বাতাদি দোষের বল যদি মাঝামাঝি হয়, তাহা হইলে ছয় প্রকাররূপ, আর যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে একাদশবিধ রূপ জন্মে। এই ছয়রূপ বা একাদশরূপে সমষ্টিই রাজযক্ষ্মা নামে অভিহিত হয়।

একাদশরূপ যথা—কাস, অংসসন্তাপ, স্বরভেদ, জ্বর, পার্শ্ববেদনা ও শিরোবেদনা, রক্তবমন, কফবমন, শ্বাস, মলভেদ ও অরুচি। ছয়রূপ কাস—জ্বর, পার্শ্বশূল, স্বরভঙ্গ, মলভেদ ও অরুচি।

রাজযক্ষ্মরোগীর যদি মাংস ও বলের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে সকল লক্ষণই প্রকাশ, বা অর্দ্ধেক লক্ষণ প্রকাশ কিংবা তিনটী মাত্র লক্ষণই প্রকাশ পাইলে, রোগী পরিত্যাজ্য। কিন্তু যদি বল ও মাংস থাকে, তাহা হইলে সকল লক্ষণপ্রকাশ পাইলেও সে রোগী চিকিৎসনীয়।

এই রোগে বিষমাশন হেতু শরীর অতি ক্লিষ্ট হইলে, কণ্ঠ হইতে রক্তের নির্গম এবং সঞ্চিত ও উৎক্লিষ্ট (বহির্গমনোন্মুখ) শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। মাংসের বিরুদ্ধত্বহেতু রক্ত মাংসাদিতে যাইতে পারে না, উহা আমাশয়েই ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে। পরে বহু পরিমিত ও উৎক্লিষ্ট হইয়া কণ্ঠদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই কারণে রক্ত নিষ্ঠীবন হইয়া থাকে।

জিহ্বা ও হৃদয়স্থিত বাতাদি দোষ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা মিলিতভাবে রাজযক্ষ্মরোগীর অরুচি জন্মাইয়া থাকে। বাতজ অরুচিতে মুখে কষায় রস, পিত্তজ অরুচিতে মুখে তিক্তরস এবং শ্লেষ্মজ অরুচিতে মুখে মধুর রস হয়।

অংস ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্তপদের সন্তাপ এবং রস রক্তাদি সর্ব্বাঙ্গগত জ্বর এই তিনটীই রাজযক্ষ্মার প্রধান লক্ষণ।

অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, অবগাহন, বহির্মার্জ্জন, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা বস্তি, মাংস, মাংসরসের সহিত অন্ন, হিতকর মদ্য, মনোহর গন্ধ সেবন, ঋতুর অনুরূপ স্নান, অনুপহত প্রিয়বসন, সুহৃদ্গণ এবং মনোরমা স্ত্রীগণের দর্শন, শ্রুতিসুখকর গীত ও বাদ্যধ্বনি, সদা হর্ষ ও সদা আশ্বাসবচন, গুরুলোকদিগের উপাসনা, ব্রহ্মচর্য্য (মৈথুনত্যাগ), দান, তপস্যা, দেবতার্চ্চন, সত্য আচরণ, মঙ্গলকর্ম্ম, অহিংসা ও ব্রাহ্মণবৈদ্যের অর্চ্চনা এই সকল কর্ম্ম দ্বারা রাজযক্ষ্মরোগ প্রশমিত হয়।

(চরক রাজযক্ষ্মরোগাধি°) [এই রোগের চিকিৎসা ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ যক্ষ্মরোগ শব্দে দেখ।]

রাজযক্ষ্মিন্ (ত্রি) রাজযক্ষ্মা অস্তি অস্য ইনি। রাজযক্ষ্মরোগী, ক্ষয়রোগী।

রাজযজ্ঞ (পুং) রাজকৃত যজ্ঞ। রাজা কর্ত্তৃক দেবোদ্দেশে প্রদত্ত উপহার।

রাজযান (ক্লী) পাল্কী। রাজার রক্ষিত শকটাদি।

রাজযুধ্বন্ (পুং) সেনাদল, যাহারা অনুচর বা রক্ষীরূপে রাজার সহিত রণক্ষেত্রে গমন করে।

রাজযোগ (পুং) যোগানাং রাজা শ্রেষ্ঠত্বাৎ রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ, এই যোগ থাকিলে মানব রাজার ন্যায় ধনশালী হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে রাজযোগ কহে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি রাজযোগাদিকং পদম্।
গ্রহাণাং স্থানভেদেন রাশিদৃষ্টিফলাফলম্॥" (পরাশরস০)

গ্রহগণের অবস্থান দ্বারা রাশিদৃষ্টে রাজযোগাদির শুভাশুভ ফল নিশ্চয় হইয়া থাকে। সংযোগে বিষও অমৃত এবং অমৃতও বিষ হয়, তদ্রূপ গ্রহগণের পরস্পরের সংযোগে রাজযোগও দারিদ্র্যযোগাদি হইয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ যবনেশ্বরের মতে পাপগ্রহ স্বীয় স্বতুঙ্গ স্থানে থাকিলে জাতবালক পাপাশয় রাজা হয়। জীবশর্ম্মার মতে পাপগ্রহ উচ্চস্থিত হইলে রাজা হয় না, কিন্তু রাজতুল্য বিভবশালী হইয়া থাকে। মঙ্গল, শনি, রবি ও বৃহস্পতি এই চারিটী গ্রহ অথবা উক্ত গ্রহচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন তিনটী স্বীয় স্বীয় উচ্চ ভবনের উচ্চাংশে থাকিলে ঐ গ্রহাধিষ্ঠিত রাশি লগ্ন হইলে যাহার জন্ম হয়, সেই রাজা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ রাজযোগ ষোড়শপ্রকার যথা—চন্দ্র স্বক্ষেত্রগত অর্থাৎ কর্কটরাশিতে অবস্থান করিলে যদি ঐ সময় পূর্ব্বোক্ত গ্রহচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন দুইটী বা একটী স্বতুঙ্গস্থ হয় এবং তুঙ্গলগ্নে কোন বালকের জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই বালক রাজা হইয়া থাকে।

মেষের দশমাংশে রবি, কর্কটের পঞ্চমাংশে বৃহস্পতি, তুলার বিংশাংশে শনি ও মকরের ২৮ অংশে মঙ্গল স্থিতিকালে মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর ইহাদের মধ্যে কোন এক লগ্নে জন্ম হইলে জাতবালক রাজা হইয়া থাকে।

জন্মসময়ে চন্দ্র লগ্ন বা বর্গোত্তমে থাকিলে তাহাতে যদি চন্দ্রভিন্ন রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই ৬ গ্রহের কিংবা এই ৬ গ্রহের মধ্যে যে কোন পাঁচ বা চারি গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে জাতবালক রাজা হয়। কুম্ভরাশিতে শনি, মেষে রবি, বৃষে চন্দ্র, মিথুনে বুধ, সিংহে বৃহস্পতি, এবং বৃশ্চিকে মঙ্গল থাকিলে যে বালক জন্মে, এবং ঐ কুম্ভ, মেষ, বৃষ এই তিন রাশির যে কোনটী জন্মলগ্ন হয়, তাহা হইলে জাতবালক রাজা হয়। অথবা তুলা রাশিতে শনি, বৃষে চন্দ্র, কন্যাতে রবি ও বুধ, বা তুলায় শুক্র, মেষে মঙ্গল ও কর্কটে বৃহস্পতি, অবস্থিতি করিলে যদি তুলা বা বৃষ লগ্ন হয়, তাহা হইলে রাজযোগ হইয়া থাকে।

মকরে মঙ্গল, ধনুতে রবি ও চন্দ্র এবং জন্মলগ্নে শনি থাকে, অথবা মকরে মঙ্গল ও চন্দ্র ও ধনুরাশিতে রবি এবং মকর যদি লগ্ন হয়, তাহা হইলে রাজযোগ হয়। বৃষে চন্দ্র, সিংহে রবি, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি ও কুম্ভে শনি থাকিলে যদি বৃষ জন্মলগ্ন হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ রাজযোগ হইয়া থাকে। মকরে শনি, মীনে চন্দ্র, মিথুনে মঙ্গল, কন্যায় বুধ ও ধনুতে বৃহস্পতি অবস্থিতি করেন, এবং মকরাদি লগ্ন হয়, তাহা হইলে রাজযোগ হয়। ধনুরাশিতে চন্দ্র ও বৃহস্পতি, মকরে মঙ্গল, মীনে শুক্র ও কন্যাতে বুধ থাকে এবং কন্যা বা মীন জন্মলগ্ন হয়, তাহা হইলে রাজযোগ হইয়া থাকে।

মীন জন্মলগ্ন, এবং ইহাতে চন্দ্র, কুম্ভে শনি, মকরে মঙ্গল, সিংহে রবি থাকিলে ও কর্কটজন্মলগ্ন এবং এই কর্কটে বৃহস্পতি, ও একাদশ স্থানে চন্দ্র, শুক্র ও বুধ, মেষে রবি থাকে, তাহা হইলে রাজযোগ হয়। যদি মকরে শনি, মেষে মঙ্গল, কর্কটে চন্দ্র, সিংহে রবি, মিথুনে বুধ ও তুলায় শুক্র থাকে, এবং মকর জন্মলগ্ন হয়; বুধ যদি আপন উচ্চস্থানে অর্থাৎ কন্যালগ্নে অবস্থিতি করেন, এবং মিথুনে শুক্র, মীনে বৃহস্পতি ও চন্দ্র, মকরে শনি মঙ্গল বাস করেন, এবং কন্যা-জন্মলগ্ন হয়, তাহা হইলে প্রবল রাজযোগ হয়।

"ইতি নিগদিতযোগৈর্নীচবংশোদ্ভবোঽপি
স ভবতি পতিরুর্ব্ব্যাঃ কিং পুনা রাজসূনুঃ।
নরপতিকুলজাতো বক্ষ্যমাণৈশ্চ যোগৈ-
র্ভবতি নৃপতিরেবং তৎসমোঽন্যস্য সূনুঃ॥" (বৃহজ্জাতক)

উক্ত রাজযোগ যাহার থাকিবে, সেই ব্যক্তি রাজকুলোদ্ভব না হইলেও রাজা হইবে। রাজযোগের মধ্যে উক্ত যোগই শ্রেষ্ঠ রাজযোগ। যাহারই উক্ত প্রকার গ্রহসংস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহারই প্রকৃত রাজযোগ বুঝিতে হইবে।

সামান্য রাজযোগ—যে কোন তিন বা চারিটী গ্রহ বলবান্ হইয়া আপন আপন উচ্চস্থানে বা মূলত্রিকোণে থাকে, তাহা হইলে রাজবংশোদ্ভবপুরুষ রাজা হয়, অপর ৫, ৬ বা ৭টী গ্রহ বলবান্ হইয়া আপন আপন উচ্চভবনে বা মূল-ত্রিকোণে অবস্থিতি করিলে অন্যকুলোৎপন্ন ব্যক্তি রাজা হয়। গ্রহগণ বলবান্ না হইয়া দুর্ব্বল হইলে মানব রাজা হয় না, কিন্তু রাজতুল্য বলবান্ হয়।

সিংহে রবি, মেষে চন্দ্র, মকরে মঙ্গল, কুম্ভে শনি ও ধনুতে

বৃহস্পতি অবস্থান করিলে এবং মেষ কিংবা সিংহ জন্মলগ্ন হইলে রাজপুত্র, রাজা এবং অন্যবংশোদ্ভব ব্যক্তি ধনবান্ হয়।

জন্মলগ্ন কুম্ভ, বৃষে শুক্র, তুলাতে চন্দ্র, এবং অবশিষ্ট গ্রহ যথাসম্ভব কুম্ভ, মেষ বা ধনুতে থাকিলে অথবা জন্মলগ্ন কর্কট, তুলাতে শুক্র, মীনে চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহগণ যথাসম্ভব কন্যা, কর্কট ও বৃষগত হইলে রাজপুত্র রাজা এবং অপরে ধনবান্ হয়।

যদি জন্মকালে বুধগ্রহ বলবান্ হইয়া লগ্নে অবস্থান এবং অপর একটী শুভগ্রহ অর্থাৎ বৃহস্পতি বা শুক্র বলবান্ হইয়া নবমস্থানগত হন, এবং অপর সকল গ্রহ দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দশম ও একাদশ স্থানে থাকেন, তাহা হইলে রাজকুলোদ্ভব রাজা ও অন্যে ধনবান্ হয়। বৃষে চন্দ্র, মিথুনে বৃহস্পতি, তুলায় শনি, মীনে রবি, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র থাকে এবং বৃষ যদি জন্মলগ্ন হয়, তাহা হইলে জাতবালক রাজা হয়। লগ্নে শনি, চতুর্থে বৃহস্পতি, দশমে সূর্য্য ও চন্দ্র, একাদশে মঙ্গল, বুধ ও শুক্র থাকিলে রাজকুলোৎপন্ন রাজা ও অন্য ধনবান্ হইয়া থাকে।

দশমে চন্দ্র, একাদশে শনি, লগ্নে বৃহস্পতি, দ্বিতীয় স্থানে বুধ ও মঙ্গল, চতুর্থস্থানে শুক্র ও রবি, অথবা লগ্নে শনি ও মঙ্গল, চতুর্থে চন্দ্র, সপ্তমে বৃহস্পতি, নবমে শুক্র, দশমে রবি, ও একাদশে বুধ থাকিলে রাজকুলোদ্ভব রাজা ও অন্যে ধনবান্ হয়।

কর্ম্মস্থ কিংবা লগ্নস্থ গ্রহের অথবা উক্ত গ্রহের মধ্যে যে গ্রহ বলবান্ তাহার অন্তর্দ্দশাকালে রাজযোগজাত ব্যক্তির রাজ্য লাভ হয়। লগ্ন ও দশমস্থানে কোন গ্রহ না থাকিলে জন্মকালে যে কোন গ্রহ বলবান্ থাকিবে, তাহার অন্তর্দ্দশাকালে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। শত্রু ও নীচ গৃহগত গ্রহের অন্তর্দ্দশা সময়ে রাজ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি রাজ্যভ্রষ্ট হয়।

যাহার জন্মকালে লগ্নে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই তিনগ্রহ অবস্থিতি করে এবং সপ্তমে শনি, দশমস্থানে রবি থাকে, সে ব্যক্তি ভোগবান্ হয়, অর্থাৎ ধন না থাকিলেও যে কোনরূপ সুখভোগে কালযাপন করে। যাহার জন্মকালে লগ্ন, চতুর্থস্থান, সপ্তমস্থান ও দশমস্থান শুভগ্রহের ক্ষেত্র হয়, এবং পাপগ্রহের ক্ষেত্রে বলবান্ পাপগ্রহ থাকে, সেই ব্যক্তি ব্যাধ ও দস্যুগণের অধিপতি হয়। (বৃহজ্জাতক)

"শত্রুক্ষেত্রগতৈঃ সর্ব্বৈর্বর্গোত্তমগতৈরপি।
রাজযোগা বিনশ্যন্তি বহুভির্নীচগৈগ্রহৈঃ॥
চন্দ্রং বা যদি বা লগ্নং গ্রহো নৈকোঽপি বীক্ষ্যতে।
তথাপি রাজযোগানাং ভঙ্গমাহ পরাশরঃ॥" (ঢুণ্ডিরাজ)

রাজযোগভঙ্গ—গ্রহগণ বর্গোত্তমগত হইয়াও যদি শত্রুগৃহে বা স্বীয় নীচভবনে থাকেন, তাহা হইলে রাজযোগ ফলপ্রদ হয় না। পরাশর বলেন যে, যদি লগ্নে বা চন্দ্রে কোন গ্রহেরই দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে রাজযোগ ভঙ্গ হয়। রবি স্বীয় নবাংশে অবস্থিতি করিলে যদি তাহাতে চন্দ্রের ও পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে ও শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে মানব রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াও পরে তাহা ভ্রষ্ট হইয়া বিশেষ দুঃখভোগ করিয়া থাকে। উল্কা ও বজ্রপাত দিনে ব্যতীপাতযোগে বা ধূমকেতুর উদয়কালে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তির রাজযোগ থাকিলেও তাহা ফলপ্রদ হয় না। যদি রবি পরম নীচ অর্থাৎ তুলার দশমাংশে ও জন্মকালে বৃহস্পতি যাহার পরম পঞ্চমাংশে অবস্থিতি করেন,তাহার রাজযোগ ফলপ্রদ হয় না।

কোন ব্যক্তির কুম্ভলগ্নে জন্ম হইলে যদি বৃহস্পতি অস্তগত থাকেন, তিনটী গ্রহ স্বীয় স্বীয় নীচগৃহে অবস্থিতি করে, একটী গ্রহও উচ্চস্থানে না থাকে এবং দশমস্থানে পাপগ্রহ থাকে ও যাহার জন্মকালে শুক্র কন্যার ২৭ অংশে অবস্থিতি করেন, যদি পঞ্চমস্থানে রাহু ও তাহার প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে এবং তৃতীয়স্থানে শনি ও একাদশস্থানে মঙ্গল ও কেন্দ্রভবনে কোন শুভগ্রহ না থাকিয়া অস্তগত হন, যদি কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহের অবস্থান না থাকে ও শুভগ্রহগণ অস্তগত কিংবা নীচগৃহস্থিত থাকেন, অথবা চারিটী গ্রহ শত্রুগৃহস্থিত হন, যদি সকল পাপগ্রহ কেন্দ্রস্থানে নীচগৃহে কিংবা শত্রুভবনে অবস্থিতি করে, তাহাতে যদি কোন শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি না থাকে এবং অষ্টম, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ স্থানে শুভগ্রহ থাকে, জন্মকালে এই সকল যোগ থাকিলে রাজযোগ ফলপ্রদ হয় না। যাহারা এই সকল যোগে জন্মগ্রহণ করে, সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাদের কোষ্ঠীতে রাজযোগ থাকিলেও তাহারা দরিদ্র হইয়া থাকে।

এইজন্য রাজযোগবিচারস্থলে শত্রু, মিত্র, উচ্চ, নীচ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত যোগ সকল বিশেষরূপে মিলাইয়া যোগ স্থির করা বিধেয়। প্রকৃত রাজযোগ হইলে তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। (জাতকাভরণ)

সাধারণ রাজযোগ—জন্মকালে গ্রহগণ নিম্নলিখিত স্থানে থাকিলে সাধারণ রাজযোগ হয়। ১, যদি কেন্দ্র ও ত্রিকোণে পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী কিংবা শুভ গৃহাধিপতি হইয়া অবস্থিতি করে এবং তন্মধ্যে স্বাভাবিক রাজ্য-কারক গ্রহ অর্থাৎ শনি ও মঙ্গল থাকে, আর অপর কোন গ্রহ নীচস্থ না হয়। ২, যদি সমস্ত গ্রহ চারিটী কেন্দ্রস্থানে থাকে। ৩, যদি লগ্নের সপ্তমে, দ্বিতীয়ে ও দ্বাদশে সমস্ত গ্রহ থাকে। ৪, যদি

সমস্ত গ্রহ ক্রমান্বয়ে পঞ্চরাশিতে থাকে ও তন্মধ্যে জন্মরাশি লগ্ন হয়। ৫, যদি বৃহস্পতি নবমাধিপতি হইয়া পঞ্চমাধিপতির সহিত এক রাশিতে কিংবা পরস্পর পরস্পরের সপ্তমে অবস্থিতি করে। ৬, যদি চতুর্থ ও দশম অধিপতির মধ্যে বিনিময় যোগ থাকে, এবং উহারা লগ্নাধিপ ও নবমাধিপ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। ৭, যদি লগ্নে বৃহস্পতি, চতুর্থে বা সপ্তমে চন্দ্র, দশমে রবি ও একাদশে শনি থাকে। ৮, যদি বৃহস্পতির প্রতি মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি ও রাহুর দৃষ্টি থাকে অথবা যদি সকল গ্রহের দৃষ্টি বৃহস্পতির প্রতি ও বৃহস্পতির সকল গ্রহের প্রতি দৃষ্টি থাকে। ৯, যদি কেন্দ্র বা ত্রিকোণাধিপতি কোন গ্রহ নীচরাশিস্থ হয়, আর সেই নীচ রাশির অধিপতি এবং ঐ গ্রহের উচ্চ রাশির অধিপতি কেন্দ্রে বা উচ্চ স্থানে থাকে। ১০, যদি রবি চন্দ্র ও বৃহস্পতি একত্র বৃশ্চিক রাশিতে থাকে, আর চন্দ্রের নীচাধিপ মঙ্গল এবং উচ্চাধিপ শুক্র কোন কেন্দ্রস্থানে অবস্থিতি করে। ১১, যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা দ্বাদশে মঙ্গল থাকে, আর উহার প্রতি রবি, বুধ ও শুক্রের দৃষ্টি থাকে, এবং কোন কেন্দ্রস্থানে বৃহস্পতি অবস্থিত হয়। ১২, যদি লগ্ন, চতুর্থ ও দশমাধিপ বলবান্ হয়, আর মঙ্গল ও বৃহস্পতি একত্র যুক্ত বা পরস্পর পরস্পরের সপ্তমে বাস করে। ১৩, যদি লগ্ন ও অষ্টমে শুভগ্রহ থাকে, আর অপর গ্রহগণ স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠিত ভাবে অবস্থান করে, অথবা যে সকল স্থানে থাকিলে তাহাদের কার্য্যকারিতাশক্তি বৃদ্ধি পায়, সেই সকল স্থানে থাকে। ১৪, যদি চন্দ্র ও বৃহস্পতি যুক্ত হইয়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম বা নবমে থাকে এবং রাজ্যকারক গ্রহ শনি বা মঙ্গল তুঙ্গী হয়। ১৫, যদি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকে, আর তুলায় শনি, বৃষে চন্দ্র, ষষ্ঠে রবি ও বুধ অবস্থিত হয়। ১৬, কুম্ভলগ্নজাত ব্যক্তির মকরে মঙ্গল এবং ধনুতে রবি ও চন্দ্র থাকে। ১৭, যদি বুধ ও শুক্র, দ্বিতীয়ে রবি ও চন্দ্র, চতুর্থে শনি, সপ্তমে বৃহস্পতি, দশমে রাহু এবং একাদশে মঙ্গল থাকে। ১৮, যদি মেষে রবি, ধনুতে বৃহস্পতি, সপ্তমে চন্দ্র ও শনি, একত্র থাকে। ১৯, যদি কুম্ভে শনি, মিথুনে বুধ, বৃশ্চিকে মঙ্গল, সিংহে বৃহস্পতি এবং বৃষে চন্দ্র থাকে, আর ঐ বৃষ রাশি লগ্ন হয়। ২০, যদি চতুর্থ ও দশম অধিপতি, পঞ্চম বা নবম অধিপতির সহিত কোন শুভগৃহে অবস্থিতি করে। ২১, যদি লগ্নাধিপতি, চতুর্থাধিপতি ও নবমাধিপতি অস্তমিত না হইয়া দশমে এবং দশমাধিপতি লগ্নে থাকে, আর উহাদের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে। ২২, যদি তুলা লগ্ন, কুম্ভে বৃহস্পতি, সিংহে শনি ও রাহু এবং দশমাধিপ নবমে থাকে। ২৩, যদি মকর লগ্ন এবং ঐ লগ্নে শনি, এবং চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতির তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা দ্বাদশে অবস্থিত হয়। ২৪, যদি লগ্নে রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল, মিথুনে বুধ, তুলায় শুক্র এবং মকরে শনি থাকে। ২৫, যদি বৃশ্চিকে রবি ও চন্দ্র, তুলায় বুধ, দ্বিতীয়ে মঙ্গল ও শুক্র এবং দশমে বৃহস্পতি থাকে। ২৬, যদি মঙ্গল ও বৃহস্পতি তুঙ্গী, শনি একাদশে এবং লগ্নাধিপতি দশমে থাকে। ২৭, যদি লগ্নে বুধ ও শুক্র, ধনুতে চন্দ্র ও বৃহস্পতি, এবং মকরে মঙ্গল থাকে। ২৮, যদি কন্যালগ্ন হয়, আর ঐ লগ্নে বুধ, চতুর্থে চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র এবং পঞ্চমে মঙ্গল ও শনি থাকে। ২৯, যদি মীন লগ্ন হয়, আর ঐ লগ্নে চন্দ্র, কর্কটে বৃহস্পতি এবং মকরে শনি থাকে। ৩০, যদি লগ্নে চন্দ্র ও শনি ত্রিকোণে রবি ও বৃহস্পতি এবং দশমে মঙ্গল থাকে। ৩১, যদি সিংহ লগ্ন হয়, আর ঐ লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র বৃশ্চিকে মঙ্গল, এবং মিথুনে শনি থাকে। ৩২, যদি কর্কটলগ্ন হয়, আর বুধ ও শুক্র থাকে। ৩৩, কন্যালগ্ন এবং তাহাতে বুধ, পঞ্চমে মঙ্গল ও শনি, সপ্তমে চন্দ্র ও বৃহস্পতি, এবং দশমে শুক্র থাকে। ৩৪, যদি সিংহে রবি, মকরে মঙ্গল, ধনুতে বৃহস্পতি, কুম্ভে শনি, এবং লগ্নে চন্দ্র থাকে। ৩৫, যদি বৃষ বা তুলালগ্ন হয়, আর সেই লগ্নে শুক্র, নবমে চন্দ্র, এবং লগ্নে বা তৃতীয়ে অপর গ্রহগণ থাকে। ৩৬, যদি বলবান্ বুধলগ্নে এবং অন্যশুভগ্রহ বলবান্ হইয়া দ্বিতীয়, নবম, দশম, বা একাদশ স্থানে থাকে। ৩৭, যদি বৃষলগ্ন হয়, আর দ্বিতীয়ে চন্দ্র, ষষ্ঠে বৃহস্পতি, ও একাদশে শনি থাকে। ৩৮, যদি মেষে মঙ্গল ও বৃহস্পতি, এবং কর্কটে চন্দ্র থাকে। ৩৯, যদি কর্কটলগ্ন হয়, আর ঐ লগ্নে বৃহস্পতি, সপ্তমে শনি, দশমে রবি, এবং একাদশে কোন শুভগ্রহ থাকে। ৪০, যদি মকরে শনি, এবং রাশ্যধিপ মেষ, কর্কট বা তুলায় থাকে।

উক্ত ৪০ প্রকার অবস্থায় সাধারণ রাজযোগ হইয়া থাকে। এই যোগের ফল নিষ্ফল হয় না। যাহার কোষ্ঠীতে এই সকল রাজযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি রাজা, রাজতুল্য, বা ধনশালী হইয়া থাকেন।

সাধারণ রাজযোগ ভঙ্গ—গ্রহগণ নিম্নলিখিত স্থানে থাকিলে রাজযোগভঙ্গ হয়। ১, যদি লগ্ন, চন্দ্র ও দশমস্থানে কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকে। ২, যদি দশমাধিপতি নীচস্থ এবং দশমে শুভগ্রহ দৃষ্টিবর্জ্জিত, শনি, কেতু কিংবা মঙ্গল ও কেতু থাকে। ৩, যদি তিনটী গ্রহ বিশেষতঃ রবি, মঙ্গল ও শনি নীচস্থ হয়, এবং স্বরূপ যোগ প্রাপ্ত না হয়। ৪, যদি রবি, মঙ্গল, চতুর্থস্থান কিংবা চতুর্থাধিপ শনি ও কেতুযুক্ত হয়। ৫, যদি চতুর্থ

স্থানে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি থাকে, এবং চতুর্থাধিপতি শক্রযুক্ত হইয়া অশুভগৃহে থাকে। ৬, যদি শনি চতুর্থাধিপ হইয়া নীচস্থ হয়, এবং তাহার দ্বিতীয় ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকে। ৭, যদি চতুর্থাধিপতি শনি হয়, এবং উহা কেতুযুক্ত হইয়া দ্বিতীয়ে, এবং চতুর্থস্থানে অন্যপাপগ্রহ থাকে। ৮, যদি পাঁচটীগ্রহ অস্তমিত ও শক্রগৃহগত হয়, এবং কোন শুভগ্রহ কেন্দ্রে না থাকে। এই সকল যোগ রাজযোগের ভঙ্গকারক, এই সকল যোগ থাকিলে তাহার রাজযোগ ফলপ্রদ হয় না। এইজন্য এই সকল ভঙ্গযোগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া রাজযোগ স্থির করা উচিত। (বৃহজ্জাতক, পরাশর)

ভৃগুপ্রভৃতি সংহিতায় ও অন্যান্য জ্যোতির্গ্রন্থে রাজযোগের বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। যে সকল রাজযোগ ও ভঙ্গযোগ লিখিত হইল, ইহার ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

২ প্রাণায়ামাদিরূপ যোগভেদ, অষ্টাঙ্গযোগ, হঠযোগ, নেতিযোগ ধৌতিযোগ, প্রভৃতি নানাবিধ যোগ আছে, এই-সকল যোগের মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগ শ্রেষ্ঠ; এইজন্য ইহাকে রাজযোগ কহে। [বিশেষ বিবরণ যোগ শব্দে দেখ]

রাজযোগ্য (ত্রি) রাজ্ঞো যোগ্যঃ। রাজার্হ, নৃপোচিত, রাজার উপযুক্ত।

"ত্রিকোণকণ্টকে সৌম্যে পাপে চোপচয়স্থিতে।
রাজযোগ্যা ভবেন্নারী সুন্দরী কুলবর্দ্ধিনী ॥" (জাতকামৃত)

(ক্লী) ২ চন্দন। (বৈদ্যকনি॰)

রাজযোষিৎ (স্ত্রী) রাজ্ঞো যোষিৎ। রাজস্ত্রী, রাজনারী।

রাজরঙ্গ (ক্লী) রাজযোগ্যং রঙ্গং। রজত। (শব্দরত্না॰)

রাজরথ (পুং) রাজযান, রাজার গাড়ী।

রাজরাজ্ (পুং) ১ অধিরাজ। ২ চন্দ্র।

রাজরাজ (পুং) রাজ্ঞামপি রাজা ধনাধিকত্বাৎ। (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। ১ কুবের। (অমর) ২ সার্ব্বভৌমরাজা, সম্রাট্।

"প্রয়াণমিতি চ শ্রুত্বা রাজরাজস্য যোষিতঃ।
হিত্বা যানানি যানার্হা ব্রাহ্মণং পর্য্যবারয়ন্ ॥"
(রামায়ণ ২।৯২।১৪)

৩ সুধাকর, চন্দ্র (মেদিনী)

রাজরাজেশ্বররস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী,— পারদ, গন্ধক, তাম্র, হরিতাল, উত্তমরূপে মাড়িয়া পরে ভৃঙ্গরাজরসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলা, খদিরসার, গুড়ূচী, সোমরাজ প্রত্যেকে এক একভাগ মিশাইতে হইবে, পরে ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হয়। অনুপান ২ তোলা মধু ও ঘৃত, এই ঔষধ লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। ইহা সেবনে দক্র, কিটিম ও কুষ্ঠ আশুপ্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস॰ কুষ্ঠচি॰)

রাজরাজেশ্বরী (স্ত্রী) দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী বিশেষ।

রাজরাজতা (স্ত্রী), **রাজরাজ্য** (ক্লী) } ১ সাম্রাজ্য। ২ সম্রাটের পদ।

রাজরাণী (দেশজ) রাজ্ঞী, রাজমহিষী।

রাজরীতি (স্ত্রী) পিত্তলবিশেষ, বেতাপিত্তল, পর্য্যায় পাকতুণ্ডী, রাজপুত্রী, মহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মারীতি, কপিলা, পিঙ্গলা। ইহার গুণ তিক্ত, শীতল, লবণ, শোধন, পাণ্ডু, বাত, কৃমি, প্লীহা, ও পিত্তনাশক। (রাজনি॰)

রাজর্ষি (পুং) রাজা ঋষিরিব শ্রেষ্ঠত্বাৎ। ঋতপর্ণাদি রাজা। (ত্রিকা॰) ইহাদের নাম স্মরণ করিলে কলিদোষ নষ্ট হয়।

"কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

রাজা অথচ ঋষি, যে রাজা ঋষিবৎ আচরণ করেন, রাজশ্রেষ্ঠ।

রাজলক্ষণ (ক্লী) রাজ্ঞঃ লক্ষণং। রাজার লক্ষণ, রাজচিহ্ন।

রাজলক্ষ্মন্ (পুং) রাজ্ঞো লক্ষ্ম চিহ্নং যত্র। ১ যুধিষ্ঠির। (ত্রি) ২ রাজচিহ্নযুক্ত।

রাজলক্ষ্মী (স্ত্রী) রাজ্ঞো লক্ষ্মীঃ। রাজশ্রী।

"মন্ত্রপ্রভাবনিপুণঃ প্রমদাবিলাসঃ
শ্বেতাতপত্রনৃপপূজিতদেশলাভঃ।
হস্ত্যশ্বলাভধনপূর্ণমনোরথঃ স্যাৎ
শৌক্রী দশা ভবতি নিশ্চলরাজলক্ষ্মীঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

রাজলিঙ্গ (ক্লী) রাজ্ঞো লিঙ্গং। রাজচিহ্ন।

রাজবংশ (পুং) রাজ্ঞো বংশ। রাজার বংশ, রাজার কুল।

রাজবংশ্য (ত্রি) রাজবংশে ভবঃ যৎ। রাজবংশোদ্ভব, রাজ-কুলোদ্ভব। পর্য্যায় রাজবীজী। (অমর)

রাজবৎ (অব্য॰) রাজন্ ইবার্থে বতি। রাজতুল্য, রাজার ন্যায়। (ত্রি) ২ রাজমাত্রযুক্ত দেশ। ৩ নৃপবিশিষ্ট। (ভারত ৫।১।৭)

রাজবন্দিন্ (পুং) রাজভাট।

রাজবর্চস্ (ক্লী) রাজশক্তি। রাজপদ।

রাজবর্ত্মন্ (ক্লী) রাজ্ঞোবর্ত্ম পন্থাঃ। রাজপথ, পর্য্যায় ঘণ্টা-পথ, সংসরণ, শ্রীপথ, উপনিষ্ক্রমণ, উপনিষ্কর, মহাপথ। (হেম)

রাজবলা (স্ত্রী) রাজতে শোভতে ইতি রাজ্-অচ্, রাজা বলা ইতি কর্ম্মধারয়ঃ। ভদ্রবলা, চলিত গন্ধভাদালিয়া। (অমর)

রাজবল্লভ (পুং) রাজ্ঞাং বল্লভঃ। ১ রাজাদনী। ২ রাজাম্র। ৩ রাজবদর। (রাজনি॰) ৪ নারায়ণদাস কবিরাজ কৃত দ্রব্যগুণগ্রন্থবিশেষ।

"শ্রীনারায়ণদাসেন কবিরাজেন ধীমতা।
প্রীতসংস্কৃতয়ে দ্রব্যগুণোহয়ং রাজবল্লভঃ॥" (রাজব°)
(ত্রি) ৪ নৃপপ্রিয়।

রাজবল্লভ, ১ খলবক্ত্রচপেটিকাপ্রণেতা। ২ ভোজপ্রবন্ধ বা ভোজচরিত্ররচয়িতা।

রাজবল্লভরস (পুং) রসৌষধবিশেষ, প্রস্তুতপ্রণালী জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগা, হিঙ্গু, জীরা, তেজপাতা, জোয়ান, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী ও রৌপ্য প্রত্যেকে ১৬ তোলা, আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিনরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে শূল, গুল্ম, আমবাত, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, নেত্রশূল, শিরঃশূল, কটীশূল, হলীমক, গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীরোগাধি°)

রাজবল্লী (স্ত্রী) রাজপ্রিয়া বল্লী। তোয়বল্লী, কারবেল্লক, চলিত উচ্ছে। (রত্নমালা)

রাজবসতি (স্ত্রী) রাজভবন।

রাজবাহ (পুং) রাজানং বহতীতি বহ-অণ্। ঘোটক।

রাজবাহন (পুং) রাজহংসরাজের এক পুত্র।

রাজবাহ্য (পুং) রাজ্ঞাং বাহ্যঃ। রাজবাহক হস্তী, পর্য্যায় উপবাহ্য, বিজয়কুঞ্জর। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ রাজবহনীয়, রাজার বহনের উপযুক্ত।

রাজবি (পুং) রাজপক্ষী, নীলকণ্ঠ পাখী।

রাজবিদ্যা (স্ত্রী) রাজশাসনোপযোগী বিদ্যা; রাজনীতি।

রাজবিনোদতাল (পুং) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত তালভেদ।

রাজবিহার (পুং) রাজার বাসযোগ্য বৌদ্ধাশ্রম।

রাজবীজী (ত্রি) রাজবংশীয়।

রাজবীথী (স্ত্রী) রাজপথ।

রাজবৃক্ষ (পুং) বৃক্ষাণাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। ২ পিয়ালবৃক্ষ। (মেদিনী) ৩ লঙ্কাস্থায়িবৃক্ষ, চলিত লঙ্কা সজ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৪ শ্যোনাকবৃক্ষ।

রাজবৃত্ত (ক্লী) রাজ্ঞঃ বৃত্তং। রাজার চরিত্র, ন্যায়পূর্ব্বক অর্থার্জন, তাহার রক্ষা এবং সৎপাত্রে দান।

রাজবেশ্মন্ (ক্লী) রাজ্ঞঃ বেশ্ম। রাজগৃহ, রাজার বাটী।

রাজবেষ (পুং) রাজপরিচ্ছদ, রাজার পোষাক।

রাজশণ (পুং) রাজ্ঞঃ শোভমানঃ শণঃ। পট্ট, চলিত পাট্।

রাজশফর (পুং) ইল্লিশমৎস্য। (হারাবলী) চলিত ইলিশমাছ।

রাজশয্যা (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ শয্যা। রাজার শয্যা, রাজার শয়নীয়, পর্য্যায় মহাশয্যা। (হেম)

রাজশাক (পুং) রাজপ্রিয়ঃ শাকঃ, শাকানাং রাজা ইতি বা। বাস্তুকশাক, চলিত বেতোশাক। (রাজনি°)

রাজশাকনিকা (স্ত্রী) শাকভেদ, রাজগিরি নামক পত্রশাক, রাজশাক, বেতোশাক। (রাজনি°)

রাজশালি (পুং) রাজভোগ্য শালিধান্যবিশেষ, রাজভোগ হৈমন্তিক ধান। (পর্য্যায়মু°)

রাজশাহী [রাজসাহী দেখ।]

রাজশিম্বী (স্ত্রী) শ্বেতশিম্বী, সাদা শিম। (বৈদ্যকনি°)

রাজশাসন (ক্লী) রাজ্ঞঃ শাসনং। রাজার শাসন।

রাজশাস্ত্র (ক্লী) রাজবিদ্যা, রাজ্যশাসনোপযোগী নীতিশাস্ত্র।

রাজশুক (পুং) শুকানাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। পক্ষিবিশেষ, চলিত ময়নাপাখী, পর্য্যায় প্রাজ্ঞ, শতপত্র, নৃপপ্রিয়। (রাজনি°)

রাজশুকজ (ক্লী) শালিধান্যভেদ, হৈমন্তিক ধান্যবিশেষ।

রাজশৃঙ্গ (পুং) মদ্গুরমৎস্য। (হেম) (ক্লী) রাজছত্র, পর্য্যায় কনকদণ্ডক।

রাজশেখর, একজন প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার। ১ কান্যকুব্জপতি মহেন্দ্রপালের শিক্ষক এক প্রসিদ্ধ কবি, ইঁহার পিতার নাম দর্দুক ও মাতার নাম শীলবতী। খৃষ্টীয় ৯০৩ হইতে ৯০৭ অব্দের মধ্যে তিনি বালরামায়ণ, প্রচণ্ডপাণ্ডব বা বালভারত, বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও কর্পূরমঞ্জরী নামে সংস্কৃত নাটিকা রচনা করেন। তাঁহার বালরামায়ণের প্রারম্ভে তদ্রচিত ৬ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র, মঙ্খ, ও অভিনন্দ, স্ব স্ব গ্রন্থে রাজশেখরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

২ একজন বিখ্যাত অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা।

রাজশেখর মলধারিগচ্ছমণ্ডন, একজন প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য্য ও জৈন ঐতিহাসিক, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার "প্রবন্ধকোষ" ঐতিহাসিকের আদরের জিনিস। সঙ্গীতোপনিষৎ ও সঙ্গীতোপনিষৎসারপ্রণেতা প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য সুধাকলস রাজশেখরের শিষ্য ছিলেন।

রাজশেখর সূরি, একজন জৈন পণ্ডিত, শ্রীতিলকের শিষ্য। ইনি শ্রীধরের ন্যায়কন্দলীর পঞ্জিকা রচনা করিয়াছেন।

রাজশৈল (পুং) রাজগিরি।

রাজশ্যামলোপাসক (পুং) ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ।

রাজশ্রী (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ শ্রীঃ। ১ রাজলক্ষ্মী। ২ রাজার শোভা।

রাজস (ত্রি) রজসো ভবঃ রজস্-অণ্। রজোগুণোদ্ভব, রজোগুণ হইতে যাহা কিছু হয়, সমস্তই রাজস।

"আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়সেবা চাজস্রং রাজসংগুণলক্ষণম্॥" (বামনপু° ১২অ°)

কর্ম্মানুষ্ঠানশীলতা, অধৈর্য্য, অসৎকার্য্য, পরিগ্রহ এবং সর্ব্বদা বিষয়সেবা এই সকল রাজস লক্ষণ।

জগতে রজোগুণপ্রধান যে কোন কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই রাজস। রাজস আহার—

"কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥" (গীতা ১৭ অ°)

কটু, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ও বিদাহী আহার রাজস আহার।

রাজস যজ্ঞ—ফলাভিসন্ধানপূর্ব্বক দম্ভপ্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞ রাজস যজ্ঞ। (১)

রাজস তপস্যা—লোকে সাধু বলিবে, দেখিলে অভিবাদন করিবে, অথবা অর্থদান দ্বারা সম্মানরক্ষা করিবে, এইজন্য বা দম্ভপ্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত অনিয়ত ও ক্ষণিক তপস্যাকে রাজস তপস্যা কহে। (২)

রাজস দান—প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদিফলোদ্দেশে কষ্টসহকারে যে দান করা হয়, তাহাকে রাজস দান কহে। (৩) (গীতা ১৭অঃ)

রাজস ত্যাগ—দুঃখজনক বলিয়া কায়ক্লেশ ও ভয়প্রযুক্ত কর্ম্মপরিত্যক্ত হইলে তাহাকে রাজস ত্যাগ কহে। (৪)

রাজস জ্ঞান—যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতস্থিত আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নানা ভাবাপন্ন জানা যায়, তাহা রাজস জ্ঞান। (৫)

রাজস কর্ম্ম—অহঙ্কার বশতঃ কামাভিলাষী হইয়া বহু আয়াসসহকারে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে রাজসকর্ম্ম কহে। (৬)

রাজস কর্ত্তা—অনুরাগী, কর্ম্মফলাভিলাষী, লুব্ধস্বভাব, হিংসাপ্রকৃতি, অশুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত কর্ম্মকারীই রাজসকর্ত্তা।

---

(১) "অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥
(২) সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥
(৩) যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥" (গীতা ১৭ অ°)
(৪) "দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগ ফলং লভেৎ॥
(৫) পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভবান্ পৃথগ্বিধান্।
(৬) বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥" ইত্যাদি।
(গীতা—১৮ অধ্যায়)

রাজস বুদ্ধি—যাহাদ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, অকার্য্য, যথাথরূপে জানা যায় না, তাহাই রাজস বুদ্ধি।

রাজস ধৈর্য্য—যদ্দ্বারা মানব ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে, এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলত্যাগাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহা রাজস ধৈর্য্য।

রাজস সুখ—যে সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংযোগে উৎপন্ন এবং যদ্দ্বারা প্রথমে অমৃততুল্য এবং পরে বিষবৎ বোধ হয়, তাহাই রাজস সুখ।

রাজসপুরাণ—পদ্মপুরাণমতে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম এই সকল রাজসপুরাণ।

"ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥"

রাজস স্মৃতিশাস্ত্র—চ্যবন, যাজ্ঞবল্ক্য, আত্রেয়, দক্ষ, কাত্যায়ন, বিষ্ণু এই সকল রাজসস্মৃতি।

"চ্যবনং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ আত্রেয়ং দাক্ষমেব চ।
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদা মতাঃ॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ৪৩ অ°)

রাজসংসদ্ (পুং) রাজসভা, রাজার ধর্ম্মাধিকরণ।

রাজসত্র (স্ত্রী) রাজার অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ।

রাজসত্ত্ব (ক্লী) রাজশক্তি।

রাজসদন (ক্লী) রাজ্ঞঃ সদনং। রাজগৃহ। পর্য্যায় সৌধ, ভূপালভবন, সুধাময়। (শব্দরত্না°)

রাজসদ্মন্ (ক্লী) রাজ্ঞঃ সদ্ম। রাজগৃহ।

রাজসভা (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ সভা, ('সভারাজা মনুষ্যপূর্ব্বা। পা ২।৪।২৩) ইত্যত্র রাজপর্য্যায়স্যৈব গ্রহণাৎ ন ক্লীবত্বং। নৃপতিসমাজ।

রাজসফর (পুং) ইল্লিষমৎস্য। (হারাবলী)

সাজসর্প (পুং) সর্পাণাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। সর্পবিশেষ, রাজসাপ, পর্য্যায় ভুজঙ্গভোজী। (হেম)

রাজসর্ষপ (পুং) সর্ষপাণাং রাজা শ্রেষ্ঠত্বাৎ, পরনিপাতঃ। সর্ষপবিশেষ, চলিত রাই, পর্য্যায় ক্ষুভিকা, রাজিকা, সুরী, মুষ্ঠক, ক্ষব, ক্ষুতাভিজনন, কৃষ্ণা, তীক্ষ্ণফলা, রাজী, কৃষ্ণসর্ষপাখ্যা। গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বাতশূল, গুল্ম, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ও ব্রণনাশক, পিত্ত ও দাহবর্দ্ধক। (রাজনি°) ২ চতুর্বিংশতি ত্রসরেণু পরিমিত পরিমাণ বিশেষ।

"ত্রসরেণবোঽষ্টৌ বিজ্ঞেয়া লিক্ষৈকা পরিমাণতঃ।
তা রাজসর্ষপস্তিস্রস্তে ত্রয়ো গৌরসর্ষপঃ॥" (মনু ৮।১৩৩)

রাজসাৎ (অব্য°) রাজার অধিকারে।

রাজসাযুজ্য (ক্লী) রাজ্ঞঃ সাযুজ্যং। রাজত্ব।

'স্যাদ্‌ব্রহ্মভূয়ং ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মসাযুজ্যমিত্যপি।' (অমর)

রাজসারস (পুং) রাজ্ঞঃ সারসইব, রাজ্ঞঃ শোভাশালী সারসইব ইতি বা। ময়ূর। (শব্দমা০)

রাজসাহী (রাজশাহী)—বঙ্গের ছোটলাটের এলাকাভুক্ত একটী বিস্তৃত বিভাগ। অক্ষা০ ২৩° ৪১´ হইতে ২৭° ১২´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৮° ১´ ৫০´´ হইতে ৮৯° ৫৫´ ৩০´´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দিনাজপুর, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ী এই ৭টী জেলা লইয়া রাজসাহী বিভাগ। এই বিভাগের উত্তরে সিকিম ও ভূটানরাজ্য; পূর্ব্বে গোয়ালপাড়া জেলা, কোচবিহার রাজ্য, গারো পাহাড়, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা; দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গা ও পদ্মানদী এবং পশ্চিমে মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলা এবং নেপাল রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৭৪২৮ বর্গ মাইল। এই বিভাগে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৬৩ এবং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৩৬ জন।

এই বিভাগের মধ্যে সিরাজগঞ্জ, রামপুর বোয়ালিয়া, পাবনা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বরকহাটা, ভোগ্‌দাবাড়ী, ও ডিমলা এই কয়টী প্রধান সহর।

শাসন সুবিধার জন্য এই বিভাগ একজন কমিসনরের অধীন, উক্ত সাতটী জেলা আবার ১৫টী মহকুমা ও ৭৪টী থানায় বিভক্ত। উক্ত জেলা ও মহকুমার বিচার ও শাসন নির্ব্বাহার্থ জজ ২৯ জন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্‌, এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও ডেপুটী সর্ব্বশুদ্ধ ৫২ জন নিযুক্ত।

রামপুর বোয়ালিয়ায় এই বিভাগের কলেজ ও মাদ্রাসা এবং প্রত্যেক জেলাতেই ইংরাজী স্কুল আছে।

[দিনাজপুর প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রাজসাহী (জেলা) পূর্ব্বোক্ত রাজসাহী বিভাগের দক্ষিণপশ্চিমাংশে স্থিত একটী জেলা। অক্ষা০ ২৪° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৮° ২০´ ৪৫´´ হইতে ৮৯° ২৩´ ৩০´´ পূঃ পর্য্যন্ত। ভূপরিমাণ ২৩৬১ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে দিনাজপুর ও বগুড়া জেলা, পূর্ব্বে বগুড়া ও পাবনা জেলা, দক্ষিণে গঙ্গা ও নদীয়া জেলা এবং পশ্চিমে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা। ইহার প্রধান সদর ও কমিসনরের বাসস্থান রামপুর-বোয়ালিয়া।

ভূতত্ত্ব।—বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার প্রাকৃতিক সংস্থান দেখিলেই নদীর ব-দ্বীপ-সঞ্জাত বলিয়া মনে হইবে। ভূভাগের অধিকাংশই প্রাচীন নদীগর্ভ ও বহু অনূপ-আচ্ছাদিত। সাধারণতঃ ভূমি উর্ব্বরা, তবে সকল স্থানের জমি ও জলবায়ু এক প্রকার নহে। এখানে বরিন্দ, পলি ও ভড় এই তিনপ্রকার মাটী। শস্যক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ নাবাল। উত্তর ও পশ্চিমাংশে মালদহ, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সন্নিহিত স্থানই সুপ্রসিদ্ধ বরেন্দ্রভূমি, চলিত বরিন্দ্‌। এই ভূমি সমতল নহে। ইহার মাটী অনেক স্থানে লাল। এখানে গাছ বেশী নাই, কেবল স্থানে স্থানে তালগাছ দেখা যায়। ইহার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিক্‌ পর্য্যন্ত বিল; পশ্চিমে মাঁদার বিল, পূর্ব্বে চলন বিল ও উত্তরে রক্তদেহের বিল। মাঁদার বিল ও রক্তদেহের বিল হইতে বরিন্দ আরম্ভ।

বর্ষাকালে জেলার সকল স্থান জলে ডুবিয়া যায়, এ সময় বিলের মধ্যে এক একটী ছোট দ্বীপের মত দেখায়।

নদীতীরবর্ত্তী স্থানগুলি প্রধানতঃ স্বাস্থ্যকর ও নানা বৃক্ষসুশোভিত। বিলের পার্শ্বস্থ গ্রাম প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর। বর্ষাকালে পদ্মার প্লাবনে অনেক গ্রাম ডুবিয়া যায়, তন্মধ্যে ১৮৩৮ ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ভীষণ-বন্যা সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

এই জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মা, পশ্চিমদিকে মহানন্দা, মধ্যে আত্রেয়ী বা আত্রাই, বড়ল, তাহার শাখা মুশা খাঁ, তাহার শাখা নারদ, পূর্ব্বাংশে করতোয়ার শাখা নাগর, উত্তরে যমুনা ও মাঁদার বিল হইতে উৎপন্ন বারাহী বা বারানই প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সকল নদী দিয়া বারমাসই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। এখানে ছোট বড় অনেক বিল আছে, তন্মধ্যে চলন বিল সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সিংড়া থানা হইতে পাবনা জেলার চাটমহর পর্য্যন্ত চলন বিল ২১ মাইল বিস্তৃত, সকল সময় ইহাতে নৌকা চলে। রক্তদহ, মাঁদা ও সতীর বিলও তেমন ছোট নহে। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে বিলের আয়তন অনেকটা হ্রাস হয়। জেলার সর্ব্বত্রই প্রায় নদী ও বিল থাকায় জলপথেই বাণিজ্যের সুবিধা।

সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, গোবিন্দপুর, লালোর, হাতিয়ানদহ, সাঐল, আত্রানকোট, গাঙ্গৈল, বরবাড়ী, ধরাইল, ত্রেমুখ নওগাঁ, সিংড়া, সেরকোল প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকাপথে ধান্য চাউল, তামাক ও পাটের কারবার চলে।

কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য।—ছোট বিলে ও বিলের নিকটস্থ ভূমিতে বোরোধান, বরেন্দ্রে রোয়া ও ভড়ে মোটা বুনা আমনধান; পলিজমিতে হলুদ ও ইক্ষু; পদ্মা ও বড়লের চরে নীল, লস্করপুর ও তাহিরপুর পরগণায় তুঁত এবং নওগাঁ মহকুমায় গাঁজার চাষ হয়। এখানকার চাষবাসেই সাধারণের সংসারযাত্রা বেশ নির্ব্বাহ হয় বলিয়া কেহ বড় চাকুরী করিতে চায় না।

এখানে আম কাঁঠাল উৎকৃষ্ট ও বহু পাওয়া যায়। প্রচুর মৎস্য জন্মে। পদ্মা ও বড়াল নদীতে যথেষ্ট ইলিস পাওয়া যায়। এই জেলার কতকাংশ সাধারণের নিকট মৎস্য-

দেশ বলিয়া গণ্য। অনেকের বিশ্বাস যে এখানে অত্যধিক মৎস্য জন্মে বলিয়াই এখানকার "মৎস্যদেশ" নাম হইয়াছে।

বাণিজ্য।—এক সময় এই জেলা বস্ত্রব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে এখানকার আড়ং হইতে বর্ষে ১৪৮১০০ খণ্ড বস্ত্র য়ুরোপে রপ্তানী হইতে পারিত, এ ছাড়া স্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোকের পরিধেয় এখান হইতেই প্রস্তুত হইত। কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে। এখন ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় এখানকার তন্তুবায়কুল উৎসন্ন গিয়াছে। এখন এখানেই অন্যস্থান হইতে কাপড়, কার্পাস, চিনি, ঘৃত, শালকাঠ, লবণ ও মশলা আমদানী হইয়া থাকে। তবে এখনও ধান্য, চাউল, হরিদ্রা, রেশম, নীল, পাট ও গাঁজা রপ্তানী হয়।

নাম ও জেলার উৎপত্তির ইতিহাস।

অনেকে মনে করেন যে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন বলিয়া মুসলমান অধিকারকালে ইহার রাজসাহী নাম হয়। তাহার বহু পূর্ব্বে এই স্থান মৎস্যদেশের অন্তর্গত ছিল। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের পাঁচ-বিবি ষ্টেসন হইতে প্রায় ১৭ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে যে বিরাট নগর আছে, তাহাই ঐ মৎস্যদেশের প্রাচীন রাজধানী। এই বিরাটের ২ মাইল দক্ষিণে লোকে বিরাটসেনাপতি কীচকের ভবন দেখাইয়া থাকে। ইহারই অনতিদূরে লোকে পঞ্চপাণ্ডবের কার্য্য করবার স্থান সমীবৃক্ষ দেখায়। ইত্যাদি প্রমাণবলে এই স্থানকেই লোকে মহাভারতীয় মৎস্যদেশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মহাভারতের বিবরণ আলোচনা করিলে এখানে কখনই মৎস্যদেশ স্বীকার করা যায় না। সেই প্রাচীন মৎস্যদেশ রাজপুতনায়—এখনও তথায় বিরাটরাজের রাজধানী বৈরাট নামক স্থান বিদ্যমান। [মৎস্য ও বিরাট দেখ।] রাজসাহীর মৎস্যদেশ নিতান্ত আধুনিক কালের। এখানকার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া ভূতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার অধিকাংশ স্থানই অধুনাতন কালে উত্থিত নদীর বদ্বীপ বা নদীগর্ভ। বরিন্দঅংশ ভিন্ন অপর কোন স্থানকে তেমন প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যায় না। এই জেলায় প্রবাহিত আত্রেয়ী ও বারাহী বহুদিন হইতে তীর্থ বলিয়া গণ্য হইলেও প্রাচীন পুরাণাদিতে ইহা তীর্থস্থান বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে সকল স্থানে লোকসমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে মাঁদা, কুজাইল, নওগাঁ কালীতলা, ভবানীপুর ও দেওপাড়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাঁদায় বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন ও ভবানীপুরে দেবীর পীঠস্থান আছে। মুসলমান অভ্যুদয়ে বাগা ও তাহিরপুর এবং চৈতন্যভক্ত পরমবৈষ্ণব নরোত্তমের অভ্যুদয়ে প্রেমতলী প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু এ সময়েও "রাজশাহীর" নামকরণ হয় নাই।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে উদিতনারায়ণ নামে এক জমিদার এক বিস্তীর্ণ জমিদারী শাসন করিতেন, তাঁহার এই জমিদারী "চাকলা রাজশাহী" নামে গণ্য ছিল। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও সাঁওতালপরগণার কতকাংশ তৎকালে "রাজশাহী চাকলা'র অন্তর্গত ছিল। এখনও মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় রাজশাহী পরগণা দৃষ্ট হয়। তৎকালে বগুড়া, পাবনা ও মালদহ প্রভৃতি জেলার অধিবাসীরাও উদিতনারায়ণকে রাজস্ব প্রদান করিত, কিন্তু ঐ স্থান 'রাজসাহী' নামে গণ্য হইয়াছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি পদ্মা নদীর উত্তরভাগে বর্ত্তমান রাজশাহীর মধ্যে যে লস্করপুর ও তাহিরপুর পরগণা দৃষ্ট হয়, তাহা অকবরের সময়ে সরকার বার্বকাবাদ এবং মুর্শিদকুলী ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীর অন্তর্গত স্থানসমূহের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। উদিতনারায়ণের জমিদারী নাটোররাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাণীভবানীর অধিকারভুক্ত বিপুল জমিদারী "রাজশাহী" নামে খ্যাত হয়, তাঁহার সময় হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত রাজশাহী জেলার পশ্চিমসীমা ভাগলপুর ও পূর্ব্বসীমা ঢাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রাজশাহী জেলা হইতে অনেক স্থান বাহির হইয়া যায়। তখনও ইহার পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমসীমা গঙ্গা। এত বড় জেলা একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনে রাখা সুবিধাজনক নহে মনে করিয়া ১৬ বর্ষের মধ্যে ইহার আয়তন অনেকটা কমাইয়া দেওয়া হয়। অবশেষে নিম্নলিখিত ১৪টী থানা ও ৩টী মহকুমা লইয়া বর্ত্তমান রাজশাহী জেলা গঠিত হইল :—

সদর মহকুমায়—১ বোয়ালিয়া, ২ চারঘাট, ৩ পুঁঠিয়া, ৪ গোদাগাড়ী, ৫ তানোর ও ৬ বাগমারা এই ছয়টী থানা।

নাটোর মহকুমায়—১ নাটোর, ২ লালপুর (বিলমাড়িয়া), ৩ বড়াইগ্রাম ও ৪ সিংড়া এই চারিটী থানা।

নওগাঁ মহকুমায়—১ পাঁচুপুর, ২ নওগাঁ, ৩ মহাদেবপুর ও ৪ মাঁদা এই চারি থানা।

ইতিহাস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার মধ্যে মুসল-

মান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কোন সমৃদ্ধিশালী নগর বা রাজধানী ছিল না। আত্রেয়ী, মহানন্দা ও করতোয়ার জল পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য থাকায় এখানে নানা তীর্থযাত্রীর আগমন হইত। এই তীর্থ উপলক্ষেই এখানে নদীতীরবর্ত্তী স্থানে স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণের যত্নে দেবালয় বা বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহার অধিকাংশই এখন বিধ্বস্ত; তন্মধ্যে গোদাগাড়ী থানার অধীন দেওপাড়া গ্রামে বিজয়সেনের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই এখানকার সুপ্রাচীন প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের ও [illegible] মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নাটোর হইতে উত্তরপূর্ব্ব কোণে ৩৬ মাইল দূরে ভবানীপুর গ্রাম। এই স্থানে এক সময় করতোয়া, আত্রেয়ী ও যমুনার সঙ্গম থাকায় একটী মহাতীর্থ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ভবানী দেবীর পীঠস্থান বলিয়াও এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানকার পূজকেরা বলিয়া থাকেন যে তন্ত্রচূড়ামণিবর্ণিত ভগবতীর তল্প বা বামকর্ণ এইখানে পতিত হইয়াছিল। (১) মুসলমান-প্রভাবে এই তীর্থ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে হোসেন শাহের সময়ে মোহন মিশ্র নামে এক সাধু মথুরেশ ও মনোহর চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে এখানকার পীঠ উদ্ধার করেন। এই সময়ে রহমৎ খাঁ নামে এক মুসলমান সেনাপতি দেবীর কৃপায় বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া এখানে এক জোড়বাঙ্গালা করিয়া দিয়াছিলেন। গত ১২৯২ সালের ভূমিকম্পে সেই জোড়-বাঙ্গালা ধূলিসাৎ হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, মোহনমিশ্র নামক ব্রহ্মচারী দেবীর আদেশে কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হন। এই বিবাহ সম্বন্ধে ছড়া আছে—

"কোথা হ'তে এলো মোহন পাকুড়তলা বাড়ী।
[illegible] কামরূপী কেহ বলে রাঢ়ী॥"

বাস্তবিক অজ্ঞাতকুলশীল মোহন মিশ্রে কন্যা দান করায় কুমুদানন্দ সমাজে ঠেলা থাকেন। তৎপরে সাধু মোহন মিশ্রের অসাধারণ দৈবশক্তির পরিচয় পাইয়া বারেন্দ্র-সমাজ-পতি রাজা কংসনারায়ণ তাঁহাকে ও তাঁহার শ্বশুরকে তুলিয়া লইলেন, তাহা হইতেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে "ভবানীপুরী পঠী'র সৃষ্টি হইল। সাঁতৈলের রাণী শর্ব্বাণী ও রাণী ভবানীর যত্নে এই পীঠের সংস্কার ও এখানকার দেবসেবার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সাঁতৈল ও তৎপরে নাটোরের রাজবংশ সর্ব্বদাই ঐ পীঠ দেখিতে যাইতেন। তাহা হইতেই অল্পদিন মধ্যে ঐ পীঠের খ্যাতি রাজশাহীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বহু দূরদেশ হইতেও এখানে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া থাকেন। এখানকার শূরবংশীয় কায়স্থ জমিদার আদিশূরবংশীয় ও ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত।

(১) "করতোয়া তটে তল্পং বামে বামনভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥" (পীঠমালা)

মতান্তরে—

"করতোয়া তটে পড়ে বাম কর্ণ তার।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার॥" (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

তাহিরপুর-রাজ।

বর্ত্তমান রাজশাহী জেলায় "রাজা" উপাধিধারী বহু জমিদারের বাস দেখা যায়, এতন্মধ্যে তাহিরপুর রাজবংশ সমধিক প্রাচীন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের প্রারম্ভে মুসলমানপতিকে দমন করিয়া যিনি গৌড়ে কিছু দিনের জন্য হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন, সেই রাজা গণেশই তাহিরপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু প্রাচীন নানা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ রাজা গণেশকে "দিনাজের" অধিপতি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দিনাজপুরে যে রাজা গণেশ রাজত্ব করিতেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন; এরূপ স্থলে রাজা গণেশ হইতে তাহিরপুর রাজবংশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে সন্দেহ হয়। বিজয়-লস্কর হইতে তাহিরপুরের অভ্যুদয় অনেকেই উল্লেখ করেন। পূর্ব্বে জমিদারী রক্ষা করিবার জন্য শাসনকর্ত্তার অনুমতি লইয়া জমিদারদিগকে সৈন্য রাখিতে হইত। এইরূপ সৈন্য-সাহায্যে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেওয়াতে সম্রাট্‌কর্ত্তৃক বিজয় লস্কর বঙ্গের পশ্চিমদ্বারের এবং সুসঙ্গের বুদ্ধিমন্ত খাঁ পূর্ব্ব-দ্বারের জমাদার বলিয়া গণ্য হন। কুলগ্রন্থেও সুসঙ্গের রাজা উদয়াচল ও তাহিরপুরের রাজা অস্তাচল বলিয়া পরিচিত। দিল্লীশ্বর বিজয়লস্করকে 'সিংহ' উপাধি ও ২২খানি পরগণা প্রদান করেন। তাঁহার অধীনে বহু সৈন্য ছিল, রামরামায় তাঁহার গড়খাই-বেষ্টিত রাজধানী হয়। বিজয়ের পুত্র উদয়নারায়ণ বারেন্দ্র কুলীনদিগের মধ্যে নিরাবিলপঠীর প্রথম স্রষ্টা। গৌড়েশ্বর তাঁহার নিকট হইতে সকল পরগণা কাড়িয়া লইয়া কেবলমাত্র তাহিরপুর পরগণা ছাড়িয়া দেন। এই উদয়-নারায়ণের পৌত্রই প্রসিদ্ধ বারেন্দ্রসমাজপতি রাজা কংস-নারায়ণ। ইনিই বারেন্দ্রকুলীনের মূলাধার ছিলেন। [কুলীন ও বারেন্দ্র দেখ।] তাঁহার প্রপৌত্র লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত নাটোরের রাজা রামজীবনের ঔরসপুত্র কালিকা-প্রসাদের বিবাহ হয়। ইতিহাসে তিনি "কালুকোঙর" নামে বিখ্যাত। এই বংশের শেষ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক কালগ্রাসে পতিত হন। এই সঙ্গে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তাঁহার দৌহিত্র বিনোদরাম রায় লাভ করেন। এই বিনোদ-রামই বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজবংশের আদিপুরুষ। ইনি

তাহিরপুর জমিদারীর ॥৶০ আনার মালিক। [কুলীন শব্দে বংশাবলী দ্রষ্টব্য।] বিনোদরাম রায়ের প্রপৌত্র তাহিরপুরের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়।

সাঁতৈল রাজবংশ।

আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সঙ্গমস্থানে সাঁতৈল বা সাঁতুল রাজার প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার নিকট সাঁতুলের বিল বিদ্যমান। এই বিল চলনবিলের সহিত সম্মিলিত। যে সময়ে রাজা গণেশের অভ্যুদয় হয়, সেই সময়ে সাঁতৈলে একজন বারেন্দ্রব্রাহ্মণ প্রবল হইয়া উঠেন। তপ্পে ভাতুড়িয়া ও উদয়র্গঞ্জ ১৩টী পরগণা তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। মুসলমান নবাবেরা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেন। কিরূপে এই সম্ভ্রান্ত রাজ্য বিলুপ্ত হইল, তৎসম্বন্ধে আমরা এইরূপ আখ্যায়িকা শুনিতে পাই :—

অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উস্‌সান্ যখন বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা, সেই সময়ে সীতানাথ সাঁতৈলের রাজা; তখন তাঁহার অনেক বয়স হইয়াছিল, তিনি কনিষ্ঠ রামেশ্বরের উপর সমস্ত বিষয়কর্ম্মের ভার দিয়া নিজে পারমার্থিক তত্ত্বালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু রামেশ্বর অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়া জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে দারুণ মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করেন; তাহাতে অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া সীতানাথ প্রাণত্যাগ করেন। রামেশ্বরের অধর্ম্মই সাঁতৈলের রাজ্যধ্বংসের কারণ। তাঁহাকে অনেকে পঞ্চপাতকী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই রামেশ্বরের পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী সর্ব্বাণী রামকৃষ্ণের পত্নী; রাজসাহীর নানা স্থানে রাণী সর্ব্বাণীর পুণ্যকীর্ত্তিসমূহ দেদীপ্যমান আছে। প্রবাদ, এই রাণী সর্ব্বাণীই করতোয়াতটে দেবীর মহাপীঠ আবিষ্কার করেন। তিনি দেবীর জন্য সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবসেবার জন্য অজস্র ব্যয় করিতেন। তাঁহার সেই কীর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে তীর্থযাত্রী উপস্থিত হইত। প্রায় ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যু হইলে রাজা রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম সেই বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারী হইলেও নাটোরের সুচতুর রঘুনন্দন, "বলরাম জন্মান্ধ ও জমিদারী কার্য্যপরিচালনে অসমর্থ" এইরূপ বুঝাইয়া নবাবের নিকট হইতে সমস্ত ভাতুড়িয়া পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। সেই সঙ্গেই সাঁতৈলের রাজবংশও লোপ পাইল।

রাণী সর্ব্বাণী যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া যান, তাঁহার দেহত্যাগের পরেই বন্দোবস্ত ও সংস্কারাভাবে সে সমস্ত নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পরে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী সেই সকল কীর্ত্তির জীর্ণ সংস্কার করাইয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দান করেন।

পুঁটিয়ার রাজবংশ।

বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ সাধু বাগচীর অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষে শশধর পাঠক জন্মগ্রহণ করেন; তৎপুত্র বৎসাচার্য্য বা বৎসরাচার্য্য হইতেই এই রাজবংশের অভ্যুদয়। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের সুবাদারেরা স্বাধীন হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা অগ্রাহ্য করিলে তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য দিল্লীশ্বর বহু সৈন্যসহ সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে বৎসাচার্য্যের অসাধারণ দৈবশক্তির পরিচয় মোগলসেনাপতির* কর্ণগোচর হয়। মোগল সেনাপতি তাঁহাকে আপন শিবিরে আমন্ত্রণ করেন। বৎসাচার্য্য মোগল-সেনাপতির প্রশ্নানুসারে তাঁহার আগমনের ফলাফল ও যেরূপে যুদ্ধ করিলে তাঁহার সুবিধা হইতে পারে, তাহাও গণিয়া বলিয়া দিলেন। যুদ্ধাবসানে মোগল-সেনাপতি আচার্য্যের গণনার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত জায়গীর দিতে অভিলাষী হইলেন। বৎসাচার্য্য নিজে সন্ন্যাসী, তাঁহার বিষয়ে স্পৃহা ছিল না। এজন্য মোগল-সেনাপতি দিল্লীশ্বরকে অনুরোধ করিয়া তৎপুত্র পীতাম্বরকে "সহরমণ্ডল" উপাধি ও লস্করপুর পরগণা জায়গীর দেওয়াইলেন। কিন্তু তিনিও এই বিপুল সম্পত্তি বেশী দিন ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ নীলাম্বর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। নীলাম্বরের দুই পুত্র রতিকান্ত ও আনন্দরাম। পিতার অপ্রিয় কার্য্য করায় জ্যেষ্ঠ হইলেও রতিকান্ত পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন নাই; তিনি ঠাকুর উপাধিতেই সকলের নিকট পরিচিত। আনন্দরাম পিতার জীবদ্দশাতেই দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করেন।

রতিকান্তের পুত্র রামচন্দ্র হইতেই পুঁটিয়ায় "রাধাগোবিন্দ" প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার নিত্য সেবার সুবন্দোবস্ত হয়। রামচন্দ্রের তিন পুত্র নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। নরনারায়ণ ঠাকুরের সময় নাটোর-রাজ্যস্থাপয়িতা রঘুনন্দনের পিতা কামদেব লস্করপুরের অন্তর্গত বারুইহাটী গ্রামে তহসীলদার ছিলেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সময় রঘুনন্দন প্রথমে তাঁহার নিত্য পূজার ফুলসংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, এই সামান্য কার্য্য হইতে ক্রমে তিনি নবাব সরকারে পুঁটিয়া রাজার পক্ষে উকীল বা মুখ্‌তিয়ার নিযুক্ত হন, তাহা হইতেই তাঁহার ভাবী সৌভাগ্যোদয়ের সুবিধা ঘটিয়াছিল।

* এই মোগল-সেনাপতিকে কেহ টোডরমল্ল কেহ বা মানসিংহ বলিয়া উল্লেখ করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় আনন্দনারায়ণ লস্করপুর পরগণার রাজা ও তাঁহার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। তাঁহার এক উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্রনারায়ণ বৃটীশগবর্ণমেণ্টের নিকট "রাজা বাহাদুর" উপাধি পান।

তৎপূর্ব্বে পুঁঠিয়ার রাজা ভুবনেন্দ্রনারায়ণও নিজ পৈতৃক অংশ ব্যতীত অনেক নূতন জমিদারী খরিদ করেন। তাঁহার পুত্র জগন্নারায়ণ ১২১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার পুখরিয়া পরগণা, রাজশাহী জেলার কালীগাঁও, কালীদপা ও কাজিহাটা পরগণা এবং নদীয়া জেলার ভবানন্দদিয়াড় খরিদ করিয়া যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি কাশীতে দেবালয়, অতিথিশালা ও ঘাট এবং গয়াধামে ফল্গুনদীতীরে একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনিও বৃটীশগবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী রাণী ভুবনময়ী দেবী শিবস্থাপন ও বহু দান করিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

তৎপরে ।/১০ আনীর কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ও তৎপুত্র ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম করা যাইতে পারে। কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ সাতিশয় সদাশয় ছিলেন। তিনি লালগোলার রাণী তারিণী দেবীর পক্ষে জামিন হইয়াছিলেন। পরে রাণীর দত্তকপুত্র অসিদ্ধ হইলে রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণের উপর ওয়াসীলাৎ বাবদে দেড়লক্ষ টাকার অধিক ডিক্রী হয়; তজ্জন্য তৎপুত্র ভৈরবেন্দ্রেরও বহু সম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়। তথাপি তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার সময়ে নাটোরের মহারাজ আনন্দনাথ ও দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়ের মনান্তর হয়; ভৈরবেন্দ্র উভয়কে রামপুরবোয়ালিয়ার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন। ভৈরবেন্দ্রের নাবালক অবস্থায় কতকগুলি সম্পত্তি সদর খাজনা না দেওয়ায় বিক্রয় হইয়া যায়। এই সময় তাঁহার দত্তকের মোকদ্দমা চলিতে আরম্ভ হয়, তাহাতেও বহু দেনা হইল। তিনি সাবালক হইলে পুখরিয়া ফেরত পাইলেও ঋণদায়ে জড়িত হইয়া পড়েন, তাহাতে তিনি সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের বংশে পরেশনারায়ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বেশী দিন জীবিত না থাকিলেও রাজ্যভারপ্রাপ্তির অল্পকাল মধ্যে পুঁঠিয়া, বোয়ালিয়া, কাপাসিয়া, জামিরা, বাণেশ্বর, আড়ানী প্রভৃতি স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া নিজ প্রজাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করেন। রাজা জগন্নারায়ণ রায়ের পৌত্র রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্ম ১২৪৭ সালে, মৃত্যু ১২৬৯ সালের ২৯এ বৈশাখে। তাঁহার মত প্রজাবৎসল এ অঞ্চলে আর দেখা যায় না। তিনি নীলকরের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী শরৎসুন্দরী। এই আদর্শচরিত্রা রমণীর দানশীলতা, পরদুঃখকাতরতা ও অশেষ সদ্‌গুণের পরিচয়ে রাজসাহীবাসী অনেকেই মুগ্ধ; তিনি ভোগবিলাসকে পদদলিত করিয়া পরোপকারের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর দরবারে তিনি "মহারাণী" উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি খেলাতগ্রহণ করেন নাই, তদুপলক্ষে গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি হিন্দুবিধবা, তাঁহার পক্ষে এ সম্মান গ্রহণীয় নহে। ১২৯০ সালে তিনি আপন দত্তকপুত্র যতীন্দ্রনারায়ণ রায়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁহার রাজ্যভোগ ঘটে নাই। কাশীধামে তিনি মাতৃদর্শনে গমন করেন, তথায় তাঁহার পীড়া হয়। তিনি ছয়মাস গর্ভবতী রাণী হেমন্তকুমারীকে রাখিয়া ১২৯০ সালের ফাল্গুনমাসে কাশীপ্রাপ্ত হন। পুত্রশোকাতুরা মহারাণী শরৎসুন্দরী নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শোকাপনোদনের চেষ্টা করেন। ১২৯৩ সালে ২৫এ ফাল্গুনে সেই আদর্শমহিলা কাশীধামে শিবলোক প্রাপ্ত হন।

নাটোররাজ।

কামদেব মৈত্র পুঁঠিয়ারাজের অধীন বারুইহাটীর তহশীলদার ছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র—রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে রঘুনন্দনই অতি বুদ্ধিমান্‌ ও প্রতিভাশালী ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, রঘুনন্দন পুঁঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পূজার ফুল তুলিয়া দিতেন। একদিন ফুল তুলিতে তুলিতে ঘুমাইয়া পড়েন। এই সময় একটী সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করে। দর্পনারায়ণ তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি রঘুনন্দনকে ডাকিয়া বলেন, "রঘুনন্দন! তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হইবে। প্রতিজ্ঞা কর, আমার বংশকে কখন রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে না।" রঘুনন্দন তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তিনি রাজা হইবেন। সুতরাং অনায়াসেই তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। রঘুনন্দনের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রাজা দর্পনারায়ণ তাঁহাকে নবাবদরবারে মোক্তার বা উকীল করিয়া পাঠাইলেন। রঘুনন্দনেরও উন্নতির পথ সুগম হইল। তিনি অল্পদিন মধ্যেই মুসলমানী আইনকানুন শিখিয়া ফেলিলেন। অল্পদিন মধ্যেই সকল নবাব-কর্ম্মচারীর সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। শীঘ্রই তিনি নাএব কানুনগোর পদ পাইলেন। সে সময় কানুনগোর দস্তখত না থাকিলে কোন হিসাব নিকাশের কাগজ বাদশাহ দরবারে গৃহীত হইত না। আজিম ওসমানের সহিত মুর্শিদ কুলীর মনোমালিন্য

ঘটিলে বাদশাহপৌত্র সকল কানুনগোকে ডাকিয়া নিকাশী কাগজে সহি করিতে নিষেধ করিয়া দেন, সুতরাং বাদশাহ দরবারে হিসাব নিকাশ দাখিল করিতে না পারায় নবাব মুর্শিদকুলী ফাঁফরে পড়িলেন। এ সময় রঘুনন্দন নিকাশী কাগজ বুঝাইয়া দিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন। সেই কাগজ পাঠাইয়া মুর্শিদকুলী মানসম্রম রক্ষা করেন। তখন হইতে রঘুনন্দন নবাবের অতিশয় প্রিয় পাত্র হইলেন। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর রঘুনন্দন* দেওয়ান ও 'রায়রায়াঁ' (এখনকার রাজা বাহাদুরের তুল্য) পদ পাইলেন। বলিতে কি, মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্ত কালে দেওয়ান রঘুনন্দনই তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের রাজধানী স্থাপন, ও তাঁহার বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্তৃত্বের সঙ্গে দেওয়ান রঘুনন্দনেরও ঐশ্বর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত হইল। মুর্শিদকুলীর দৌহিত্রীপতি সৈয়দ রেজা খাঁর উপর রাজস্ব আদায়ের ভার থাকে। তাঁহার অত্যাচার জমিদারগণের অসহ্য হইয়া উঠিল; কত জমিদার প্রাণত্যাগ করিল, কেহ বন্দী হইল, কেহ বা দেশত্যাগ করিল। রেজা খাঁ নানা অছিলায় একের জমিদারী অপরের সহিত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের প্রিয়পাত্র রঘুনন্দন বহু প্রাচীন জমিদারের সর্ব্বনাশ করিয়া একে একে বাঙ্গালাদেশের প্রধান প্রধান জমিদারীগুলি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে ১১১৩ সালে পরগণা বাণগাছী, ১১১৭ সালে সাঁতৈলের রাণী সর্ব্বাণীর নামে পরগণা ভাতুড়িয়া, ১১২১ সালে নিজ ভ্রাতা রামজীবন ও ভ্রাতুষ্পুত্র কালু কোঙরের নামে উদিতনারায়ণের অধিকারভুক্ত সমগ্র রাজশাহী চাকলা, ১১২২ সালে রামজীবনের নামে দলদী পরগণা, রাজা সীতারামের মৃত্যুর পর পরগণা ভূষণা ও ইব্রাহিমপুর প্রভৃতিও রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

তৎপরে হাবেলী মহম্মদপুর, শাহ উজিয়াল, তুজী, স্বরূপপুর ও জালালপুর পরগণাও রামজীবনের হস্তগত হয়। রামজীবন লস্করপুর পরগণার অধীন কানাইখালীর অন্তর্গত নাটোরে গড়খাই বেষ্টিত সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী হইতে ২২ খানি খেলাত ও রাজা বাহাদুর উপাধি পাইলেন। লস্করপুর, তাহিরপুর ও বার্ব্বকপুর পরগণা ব্যতীত বর্ত্তমান সমগ্র রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা, এ ছাড়া ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও ভাগলপুরের মধ্যেও জমিদারী রামজীবনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তখনকার নাটোররাজের অধীন ভূপরিমাণ ১২০০০ বর্গ মাইলেরও অধিক হইবে। মোট ১৩৯ পরগণার ১৭৪১৯৮৭৲ টাকা নবাব সরকারে রাজস্ব ধার্য্য ছিল।

রাজা রামজীবন এরূপ অতুল বৈভবশালী হইলেও সামাজিক পদমর্য্যাদায় তিনি হীন ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ জীবর মৈত্রের কুল যায়, তিনি কাপদলে প্রবেশ করেন। অবশেষে রাজা কংসনারায়ণের ব্যবস্থানুসারে জীবর মৈত্রের বংশধর কাপ হইয়াও পরে শ্রোত্রিয়বরে কন্যাদান করিয়া শ্রোত্রিয় হন। পদোন্নতির সহিত রামজীবন ও রঘুনন্দন উভয়েরই সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইবার অভিলাষ জন্মিল। তৎকালে তাহিরপুরের রাজাই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের সমাজপতি ছিলেন। এখন নানা কৌশলে তাহিরপুরাধিপ লক্ষ্মীনারায়ণকে বশীভূত করিয়া তাঁহার কন্যার সহিত রামজীবন আপন একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদের বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে মহাসমারোহ ও সমস্ত বারেন্দ্রসমাজ একত্র হইয়াছিল। এই বিবাহ হইতেই নাটোর রাজবংশের সামাজিক ও পদগৌরব বৃদ্ধি হয়।

রামজীবন ও তাঁহার প্রিয়সহচর দয়ারাম নাটোরে থাকিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন গঙ্গাতীরে বড়নগরে বা বীরনগরে থাকিয়া চাণক্যের মত বুদ্ধি চালাইতে লাগিলেন। ১১৩১ সালে (১৭২৫ খৃষ্টাব্দে) রঘুনন্দনের এবং তাঁহারই অল্প পরে রামজীবনের একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পরে রঘুনন্দনের একমাত্র শিশুপুত্র কালগ্রাসে পতিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল যে, অন্যায় উপায়ে রঘুনন্দন এত সম্পত্তি করিয়াছেন, তাই তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের ভোগ্য হইল না। অবশেষে রাজা রামজীবন রসিকরায়ের পুত্র রামকান্তকে দত্তক লইলেন। তজ্জন্য রসিক রায় রামজীবনের নিকট হইতে পুরস্কারস্বরূপ রাজশাহীজেলার পরগণা চৌগাঁ ও রঙ্গপুরজেলার পরগণা ইস্‌লামাবাদ পাইলেন। রসিকের বংশধরেরা চৌগাঁর রাজা বলিয়া পরিচিত।

পদাঙ্কদূতপ্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি ও নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা রাজা রামজীবনের সভা উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রামজীবনের মৃত্যু হয়। বালক রামকান্ত রাজা হইলেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় দীঘাপতিয়ার দয়ারাম রায় নাটোরের রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামকান্ত ১৮শ বর্ষ বয়সে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে ১৬৪ পরগণা নাটোর-

* দেওয়ান—সুবার নবাবের প্রতিনিধিস্বরূপ। বলিতে কি নবাব রাজ্যশাসনে দুর্ব্বল হইলে দেওয়ানই সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেন।

রাজের অধিকারভুক্ত হয়। তজ্জন্য তাঁহাকে ১৮৫৩৩২৫৲ টাকা রাজস্ব দিতে হইত। দেখা যাইতেছে, রামজীবনের সময় অপেক্ষা রামকান্তের সময়ে ২২ পরগণা বেশী হইয়াছিল, ইহাতে রাজা রামকান্তের বিষয়বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রামজীবনের জীবৎকালেই ছাতানীগ্রামনিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ভবানীর সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ হয়, ঐ কন্যাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী। রাজ্যপ্রাপ্তির পর প্রথম প্রথম রাজা রামকান্ত বেশ শৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন, এ সময়েও তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্ত ও প্রধান মন্ত্রী দয়ারাম রায়ের পরামর্শ ছাড়া কোন কার্য্যই করিতেন না। দয়ারাম রায়কে তিনি "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এদিকে ক্রমে তাঁহার কতকগুলি কুসংসর্গ জুটিল। সে সময় তাঁহাদেরই পরামর্শে দয়ারামের সহিত রাজার মনোমালিন্য ঘটিল। তিনি নবাব-সরকারে রাজস্ব বাকি ফেলিতে লাগিলেন। এখন আলীবর্দ্দী বাঙ্গালার মসনদে বসিয়াছেন। দয়ারাম রায় নবাবের সহিত দেখা করিয়া রামকৃষ্ণের রাজস্ব বাকি ফেলার কথা জানাইলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে নবাব রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত ও রামজীবনের কনিষ্ঠ বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকে রাজ্যপ্রদান করিলেন। এ সময় রামকান্ত নাটোর ত্যাগ করিয়া রাণী ভবানীর সহ মুর্শিদাবাদে আসিয়া জগৎশেঠের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জগৎশেঠের চেষ্টায় রামকান্ত পুনরায় রাজ্য পাইলেন, দয়ারাম রায় আবার তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামকান্ত রাণী ভবানী ও একমাত্র কন্যা তারাকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। সুবিস্তীর্ণ নাটোর রাজ্যের ভার এখন রাণী ভবানীর উপর পড়িল। রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারার বিবাহ হয়। রাণী ভবানী তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিবার ইচ্ছায় নবাবসরকারে জামাতার নাম জারি করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সেই প্রিয় জামাতার মৃত্যু হওয়ায় আবার তাঁহাকে রাজ্যভার বহন করিতে হইল। এ সময়ে নাটোররাজ্যে উন্নতিদর্শনে গ্রাণ্ট সাহেব লিখিয়াছেন :—

"Rajshahi, the most unwieldy, extensive *Zamindari* in Bengal, perhaps in all India; intersected in its whole length by the great Ganges or its lesser branches, with many other navigable rivers and fertilizing waters, producing within the limits of its jurisdiction at least four-fifth of all the silk, raw or manufactured, used in or exported from the Empire of Hindustan, with a superabundance of all the other richest productions of nature and art to be found in the warmer climates of Asia, fit for commercial purposes; enclosing in its circuit, and benefited by the industry and population of the over-grown capital of Murshidabad, the principal factories of Kasim Bazar, Beauleah, Kumarkhali, etc; and bordering on almost all the other great provincial cities, manufacturing towns, and public markets of the subah or Governorship."

(Grant's *Analysis of the Finances of Bengal, 1786*)

গ্রাণ্টের সমালোচনী হইতে জানা যাইতেছে যে রাণী ভবানীর সময়ে রাজশাহী কেবল বাঙ্গালায় বলিয়া নহে, সমস্ত ভারতবর্ষে একটী বৃহৎ জমিদারী বলিয়া গণ্য ছিল, গঙ্গা অথবা তাহার শাখাপ্রশাখা ইহার মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিত। সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যে উৎকৃষ্ট রেশম যাহা কিছু ব্যবহৃত বা বিদেশে রপ্তানী হইত, তাহার ষোলআনার প্রায় তেরআনা এই এক রাজশাহী জমিদারী হইতেই উৎপন্ন হইত। বঙ্গের তৎকালীন সমৃদ্ধশালী নগরসমূহে কৃষি বা শিল্পজাত যাহা কিছু মূল্যবান্ দ্রব্যের ব্যবসা চলিত, তাহার অধিকাংশই রাণী ভবানীর জমিদারীতেই হইত।

হল্‌ওয়েল সাহেবও লিখিয়াছেন,—

"At Nattore about ten days' travels North East of Calcutta resides the family of the most ancient and opulent of the Hindu princes of Bengal. Raja Ramkanto, ... who deceased in the year 1748, was succeeded by his wife, named Bhabani Rani, whose dewan or minister was Dayaram, they possess a tract of country about 35 day's travels and under a settled Government; their stipulated annual rent to the Crown was seventy Laks of sicca Rupees, the real revenues about one Krore and a half."

হলওয়েলের উদ্ধৃত বিবরণী হইতেও জানা যাইতেছে যে ৩৫ দিনের পথ ব্যাপিয়া রাণী ভবানীর রাজ্য ছিল। ইহার দেয় রাজস্ব ৭০ লক্ষ টাকা, রাজস্ব আদায় প্রায় দেড়ক্রোর টাকা হইবে।

এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া রাণী ভবানী ব্রহ্মচারিণী, বিষয়সুখে এককালে নির্লিপ্ত হইলেন। তিনি যেমন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরা, আড়ম্বরপরিশূন্যা। শত শত দেবপ্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠা, শত শত পুষ্করিণী খনন ও লক্ষ লক্ষ দীনদরিদ্রকে অজস্র দান করিয়া যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এরূপ অসাধারণ অনুষ্ঠান

বাঙ্গালার আর কাহারও দেখা যায় না। ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া তিনি বারাণসীধামেই ৩৮০ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের বসবাসের জন্য ৫০।৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ী এই রাণী ভবানীর কীর্ত্তি। তাঁহার সমুদয় সৎকীর্ত্তির পরিচয় দেওয়া এখানে অসম্ভব।

রাণী ভবানীর মত তাঁহার কন্যা তারাও বিদুষী, বুদ্ধিমতী ও অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। পতির মৃত্যুর পর হইতে তিনিও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। তাঁহার রূপের পরিচয় শুনিয়া সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে পাইবার আশা করিয়াছিলেন। রাণী ভবানী সিরাজের কবল হইতে কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য মহম্মদপুরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। চারিদিকে গড়বেষ্টিত রাজা সীতারামের রাজধানী দুর্গম ছিল। মহম্মদপুরে রামসীতার বাড়ীতে তারাঠাকুরাণী থাকিতেন। সেই তারাঠাকুরাণীর নিভৃত নিবাস এখন নাটোর বড় তরফের নাএবের কাছারী বলিয়া পরিচিত।

রাণী ভবানীর সময়েই সাতাত্তরে মন্বন্তর হয়। এ সময়ে নাটোরের অন্নপূর্ণা রাণী ভবানী আপনার বিপুল রাজকোষ শূন্য করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার অন্নকষ্টনিবারণে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। সেই মন্বন্তরের হাহাকারে দয়াময়ী দেবপ্রতিমা ভবানীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তাহার উপর ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের দুর্ব্যবহার, দেশে শিল্পবাণিজ্যের অবনতি, নিজ প্রভুত্বের খর্ব্বতা এই সকল লক্ষ্য করিয়া তিনি নিজ দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার দিয়া গঙ্গাবাস করিলেন। যে দিন রাণী ভবানী রাজ্য ছাড়িলেন, বলিতে কি সেই দিন হইতেই যেন রাজশাহীর গৌরবও নষ্ট হইতে চলিল।

মহারাজ রামকৃষ্ণ পিতার ন্যায় পরম ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন; অনেক সময় তিনি দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতেন, নিয়ত জপ-তপে তাঁহার হৃদয়ে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি বিষয় সম্পত্তি কিছুই দেখিতেন না। অর্থগৃধ্নু কর্ম্মচারিগণ একপ্রকার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে ক্রমেই কোম্পানীর রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল। প্রবঞ্চকদিগের কথায় ভুলিয়া কাদিহাটী পরগণা নড়াইলের কালীশঙ্কর রায়কে বিক্রয় করিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে যশোরের কালেক্টরীভুক্ত হাবেলী, মকিমপুর, নসিবশাহী, সাঁতোর ও নলদী পরগণা নিলামে বিক্রয় হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোরের উপর অত্যধিক রাজস্ব ধার্য্য হয়। একে রামকৃষ্ণের বিষয়ে নিস্পৃহতা, তাহার উপর রাজস্ববৃদ্ধি, এই সকল কারণে উপযুক্ত খাজনা আদায় না হওয়াতে সূর্য্যাস্ত নিলামে তাঁহার বহু সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। এই সময় তাঁহার দেওয়ান ও পরে ইজারাদার নড়াইলের কালীশঙ্কর রায় বহু সম্পত্তি ক্রয় করেন। ময়মনসিংহের চৌধুরী, গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় এবং কালীশঙ্কর ও গোপীমোহন ঠাকুরও তাঁহার কোন কোন পরগণা খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে যোগী রামকৃষ্ণের সময়ে বহু সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া সামান্য অংশই অবশিষ্ট রহিল।

মহারাজ রামকৃষ্ণ এইরূপে অধিকাংশ সম্পত্তি হারাইয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই; বরং তাঁহার বিষয়বন্ধন শিথিল হইতে দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মহাযোগী রামকৃষ্ণ নিশীথ সময়ে শ্মশানে বসিয়া তান্ত্রিক সাধনা করিতেন। ভবানীপুরে তাঁহার যজ্ঞকুণ্ড, তপোবন ও পঞ্চমুণ্ডী অদ্যাপি বিদ্যমান। নাটোররাজবাটী মধ্যে ও বকসরেও তাঁহার তপস্যা স্থান দৃষ্ট হয়।

তিনি বিশ্বনাথ ও শিবনাথ এই দুই পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহারাজ রামকৃষ্ণের সময় অধিকাংশ নষ্ট হইলেও তখন দেবত্র সম্পত্তি কিছুই নষ্ট হয় নাই। জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ অবশিষ্ট পিতৃরাজ্য এবং শিবনাথ দেবত্র সম্পত্তি পাইয়া সেবাইত রাজা হইলেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ হইতে বড় তরফ ও কনিষ্ঠ হইতে ছোট তরফের সৃষ্টি হইল।

নাটোর-রাজবংশ এতদিন শাক্ত ছিলেন। রাজা বিশ্বনাথ তাঁহার দুই পত্নীসহ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার ৩য় পত্নী রাণী জয়মণি শাক্তমত পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া বাস করেন। বিশ্বনাথেরও পুত্র জন্মে নাই, তাঁহার ইচ্ছানুসারে বড় রাণী কৃষ্ণমণি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রকে দত্তক লয়েন, পরে ছোট রাণী জয়মণিও এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অল্পদিন রাজ্যভোগ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র ইহলীলা শেষ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাণী কৃষ্ণমণি বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব পান। তাঁহার সময় নাটোর রাজ্যের অনেকটা সুবিধা ছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের ইচ্ছামত তৎপত্নী রাণী শিবেশ্বরী গোবিন্দনাথকে দত্তক লইলেন। রাজা গোবিন্দনাথ বিনয়ী ও নম্রস্বভাব হইলেও তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মাতাপুত্রে মনান্তর ঘটে। তাহাতে রাণী শিবেশ্বরী দত্তক অসিদ্ধ করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ইহাতেও উভয় পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। যাহা হউক, বিলাতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে গোবিন্দনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার অনুমতি অনুসারে তৎপত্নী জগদিন্দ্রনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ একজন উচ্চশিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি

বঙ্গের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। ইনিই নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজ।

রাজা শিবনাথেরও পুত্র হয় নাই। তিনি আনন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। আনন্দনাথের যত্নে দেবত্র সম্পত্তির উন্নতি হয়। তিনি রামপুরবোয়ালিয়ার সাধারণ পুস্তকালয়ের জন্য দশহাজার টাকা দেন, সেই পুস্তকালয় এক্ষণে "আনন্দনাথ লাইব্রেরী" নামে খ্যাত। তজ্জন্য বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" ও তৎপরে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে চারিপুত্র ও দুইকন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনিও বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি ও "ফরেণ আপিসে"র "আটাচী" পদ লাভ করেন। তিনি ২য় ও ৩য় সহোদর কুমুদনাথ ও নগেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ কিছুদিন ছোটতরফের কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল, তিনিও একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে ভগ্নহৃদয় হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করেন; তাঁহার একমাত্র নাবালক পৌত্র এখন জীবিত।

দীঘাপতিয়ারাজ।

দয়ারাম রায় হইতে দীঘাপতিয়া-রাজবংশের উৎপত্তি। তিনি নাটোরের রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। দয়ারাম লেখাপড়ায় তেমন কৃতবিদ্য না হইলেও তাঁহার লোকচরিত্র বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। মুখ দেখিলেই তিনি কে কেমন লোক বলিয়া দিতে পারিতেন। এই শক্তি বলেই তিনি সামান্য পদ হইতে রাজা রামজীবনের প্রধান মন্ত্রিত্বলাভ করেন। মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে নবাব জামদারসৈন্যের অধিনায়ক করিয়া তাঁহাকে রাজা সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তাঁহারই কৌশলে রাজা সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হন; তজ্জন্য নবাব অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায়রাঁয়া" উপাধি এবং রাজা রামজীবনের প্রতি প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি জমিদারী প্রদান করেন। বলিতে কি, এই দয়ারামের সদ্যুক্তি ও পরামর্শে অল্পদিনের মধ্যে রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দন অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

দয়ারাম প্রথমতঃ পরগণা ভাতুরিয়ার অন্তর্গত তরফ নন্দকুজা, জেলা বগুড়া ও ময়মনসিংহের অন্তর্গত তরফ ডুমরাই, জেলা যশোরের অন্তর্গত তরফ মাউলকালনা, পাবনাজেলার অন্তর্গত তরফ সিলিমপুর ও রাজা সীতারামের অধিকারভুক্ত কএকটী তরফ লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার লক্ষাধিক টাকা আয় ছিল। ক্রমে অপরাপর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তিনিও একজন প্রধান জমিদার ও বিপুল অর্থশালী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এরূপ অর্থশালী হইলেও তিনি নাটোর-রাজসরকারের মন্ত্রিত্ব কখনও ত্যাগ করেন নাই। মধ্যে রাজা রামকান্তের সহিত মনান্তর ঘটিলে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলেও রামকান্তের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তিকালে আবার তিনি মন্ত্রিত্বগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে রাণী ভবানীর সময়েও দয়ারাম রাণীর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। রাণী ভবানী দয়ারামের সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। নাটোরসরকারে দয়ারামের এতদূর প্রভুত্ব ছিল যে, এখান হইতে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে যে সকল ব্রহ্মত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও দয়ারাম রায়ের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। এমন কি, রাণী ভবানীর বিবাহের লগ্নপত্রেও দয়ারাম রায় স্বাক্ষর করেন। শুনা যায় যে, দয়ারামের স্বাক্ষর ভিন্ন নাটোরের কোন দানই সিদ্ধ হইত না।

দয়ারাম নিজ উন্নতির সঙ্গে বহু সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন। মহম্মদপুর হইতে রাজা সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণচন্দ্রবিগ্রহ আনিয়া নিজ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করেন, এতদ্ভিন্ন বিনোদগোপাল ও কৃষ্ণজী বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নিত্য সেবা ও পূজার জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি দান করেন। তিনি বহু চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও সেই সকল চতুষ্পাঠীর সমস্ত খরচই যোগাইতেন। এ ছাড়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য নানাস্থানে পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা এবং সেই সকল স্থানের ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মত্র দিয়া গিয়াছেন।

বৃদ্ধবয়সে দয়ারামের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জগন্নাথ রায় অল্পদিনের জন্য রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার ১৬টী সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র প্রাণনাথ রায় জীবিত ছিলেন; পিতার মৃত্যুর পর তিনিই রাজ্যলাভ করেন। তিনি মহা ধুমধামের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রাণনাথ দানেও মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি প্রসন্নাথকে দত্তকগ্রহণ করেন। প্রসন্ননাথের নাবালক অবস্থায় প্রাণনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হাতে যায়। কতকগুলি ধূর্ত্ত ও অসচ্চরিত্র ইংরাজ তাঁহার সঙ্গী হয়; কুসঙ্গে তাঁহার উচ্চপ্রকৃতি কুপথগামী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনমধ্যেই তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। দীঘাপতিয়া হইতে রামপুরবোয়ালিয়া ও বগুড়া যাইবার রাজপথ তিনি এককালে ৩৫ হাজার টাকা খরচ

করিয়া মেরামত করিয়া দেন। দীঘাপতিয়ার উচ্চশ্রেণির ইংরাজী স্কুল ও রামপুরবোয়ালিয়ার চিকিৎসালয়ের জন্য এককালে লক্ষটাকা দান করেন। দীঘাপতিয়ার "প্রসন্নকালী" তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত, দেবীর নিত্য সেবার জন্য প্রত্যহ একমণ চাউল, তদুপযোগী উপকরণ এবং রাত্রিতে ১০।১৫ জন ব্রাহ্মণ-ভোজনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২০এ এপ্রেল তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। তিনি বড় শিকারী ছিলেন, অনেক বড় বড় সাহেব ও জমিদার শিকারে যাইবার জন্য তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। তাঁহার পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি সুধী প্রমথনাথকে দত্তকগ্রহণ করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রসন্ননাথের মৃত্যু হয়। এ সময় প্রমথনাথ নাবালক থাকায় তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে যায়। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় থাকিয়া রাজা প্রমথনাথ সুশিক্ষিত হন ও তাঁহার চরিত্র উচ্চ আদর্শে গঠিত করিবার অবসর পান। ওয়ার্ডে তিনি সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ ডাক্তার (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিতেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁহার সম্পত্তির আয় ও নগদ টাকা যথেষ্ট বাড়িয়া ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার সময়ে কেবল পুরাতন জমিদারীসমূহের আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এমন নহে; রাজশাহী, হুগলী, যশোর ও নদিয়া জেলার অধীনে অনেক জমিদারী তিনি খরিদ করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে ও মিতব্যয়িতাগুণে তিনি রাজশাহী জেলার মধ্যে একজন প্রধান জমিদার বলিয়া গণ্য হন। তিনি স্বদেশহিতৈষী, দেশীয় শিল্পভক্ত ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। যে রাজশাহী জেলা এক-সময়ে শিল্পে ভারত মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, সেই রাজশাহীর শিল্প তৎপূর্ব্বেই এককালে বিলুপ্ত হইয়া আসিতে থাকে। রাজা প্রমথনাথ নানাস্থান হইতে শিল্পী আনিয়া দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। অকালে-কালকবলে পতিত না হইলে তাঁহাদ্বারা দেশের যে কত উপকার সাধিত হইত, তাহা বলা যায় না। শিল্পে উৎসাহদান ব্যতীত তিনি নানা সদনুষ্ঠানে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি মিতব্যয়ী, মিতাহারী, পরিশ্রমী ও সকল কার্য্যে তাঁহার একটা নিয়মশৃঙ্খলা ছিল।

প্রমদানাথ, বসন্তকুমার, শরৎকুমার ও হেমন্তকুমার এই চারিপুত্র ও এককন্যা রাখিয়া রাজা প্রমথনাথ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইলে পূর্ব্বপুরুষের আচরিত ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পাদনে ও পূর্ব্ববৎ রাজসম্মান রক্ষায় অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তিনি দীঘাপতিয়া-রাজ্যভুক্ত সমুদয় সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ প্রমদানাথকে দিয়া যান এবং নূতন সম্পত্তি খরিদ করিয়া ও বহু নগদ টাকা অপর তিন কুমারকে সমানাংশে ভাগ করিয়া দেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৯এ জানুয়ারী প্রমদানাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত হইলেন। রাজা প্রমদানাথ ও তাঁহার অনুজগণ সকলেই সুশিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী ও নানা সৎকার্য্যে উৎসাহদাতা। তিন কুমার এক্ষণে পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে দয়ারামপুরে স্বতন্ত্র রাজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতেছেন।

দুবলহাটীরাজ।

দুবলহাটীরাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে তদ্বংশীয়দিগের নিকট এইরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, বর্ত্তমান রাজার বহুপুরুষ পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামে "জগৎ-রাম রায়" নামে এক শৌণ্ডিকজাতীয় ধনী বণিকের বাস ছিল। তিনি শ্রীমন্ত সওদাগরের ন্যায় জলপথে নৌকা বোঝাই সহ বর্ত্তমান দুবলহাটী গ্রামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে দেবী রাজরাজেশ্বরীর আদেশে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ অধিকার করিয়া ও এখানকার বনজঙ্গল কাটাইয়া দেবী রাজরাজেশ্বরীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সেবাইতরূপে এখানে বাস করিলেন। অর্থ ও লোকবলে অল্পদিন মধ্যেই দুবলহাটীর নিকটবর্ত্তী ২।৩ ক্রোশ জমি তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। তৎপরে বহুপুরুষের নাম জানা যায় না। মুসলমান নবাবের নিকট তুলসীরাম এই বংশের মধ্যে প্রথম রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। তুলসীরামের পর যথাক্রমে রায়চৌধুরী উপাধিধারী মুক্তারাম ও কৃষ্ণরাম দুইভ্রাতা, তৎপরে পুত্রাদিক্রমে রঘুনাথ, পরমেশ্বর, শিবনাথ, কৃষ্ণনাথ, আনন্দনাথ ও হরনাথের নাম পাওয়া যায়। পূর্ব্বে স্থানীয় লোকে ঐ বংশকে "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিলেও বৃটীশগবর্মেণ্ট হরনাথকেই প্রথম "রাজা" উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।

নবাবী আমলে দুবলহাটীর জমিদারেরা এক প্রকার নিষ্কর জমিদারী ভোগ করিতেন। এ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, নবাব দুবলহাটীর জমিদারের নিকট রাজস্ব তলব করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, বিল ও জঙ্গল-ময়, প্রজার কর অতি কম; রাজার রাজস্ব দিতে গেলে আর আমার কিছু থাকিবে না। নবাব সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার রাজকর প্রতিবৎসর ২২ কাহন কই মাছ নির্দ্দিষ্ট

করিলেন এবং বংশের চিহ্ন স্বরূপ তুরী ও ডঙ্কা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন। তদবধি দুবলহাটীর জমিদারেরা 'তুরী ও ডঙ্কা' ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, আইন্-ই-অকবরীর তক্‌সীম জমায় সরকার জিন্নতাবাদের অন্তর্গত বাব্বকপুর প্রভৃতি ১১ খানি মহালের কোন রাজস্ব দেখা যায় না। তৎপরে ১১৩৫ ও ১১৬৮ সালের হস্তবুদে ৬০০ ও ৭২২ সিক্কা টাকা জমা দৃষ্ট হয়, ইহাই দুবলহাটী জমিদারীর তখনকার দেয় রাজস্ব। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত হয় এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বার্ষিক ১৪৪৯৫॥৴০ জমা ধার্য্য করিয়া কৃষ্ণনাথের নিকট হইতে কবুলিয়ত লয়েন। কৃষ্ণনাথের পুত্র হয় নাই। তিনি মৃত্যুকালে পত্নী রূপমঞ্জরীকে দত্তক লইবার অনুমতি দিয়া যান। তিনিই রাজা হরনাথ রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হরনাথ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। রাজা হরনাথের চেষ্টায় বহু জমিদারী বৃদ্ধি হয়। তিনি রাজসাহী ব্যতীত বগুড়া, দিনাজপুর, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় জমিদারী খরিদ করেন। পূর্ব্বে দুবলহাটী রাজ্যের যে আয়তন ছিল, রাজা হরনাথের সময় তাহার চারি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহারই ব্যয়ে রাজসাহীতে ২য় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য তিনি বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অতিথিশালা, রাজপথনির্ম্মাণ, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার ও সাধারণের হিতকর বহু কার্য্যে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া যান। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র কুমার ধনদানাথ রায়চৌধুরী ও কুমার ক্রীঙ্কারীনাথ রায়চৌধুরী বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী। উভয়েই বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষিত।

বলিহাররাজ।

বাৎস্য ধরাধরের পুত্র বেদান্তাচার্য্য। বেদান্তের দুই পুত্র হরিহর ও লক্ষ্মীধর। এই লক্ষ্মীধরের বংশে অনন্ত ও রামনাথের জন্ম। অনন্ত হইতে বলিহারের রাজবংশ ও রামনাথ হইতে দিনহাটার রায়চৌধুরিবংশের উৎপত্তি।

কুলগ্রন্থে বলিহার কুড়মইল নামে খ্যাত। অনন্ত কুড়মইলের একজন প্রধান কুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন। অনন্তের প্রপৌত্র গোপাল। গোপালের তিন পুত্র কৃষ্ণদেব, প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম। রঙ্গপুরের বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ পরগণার রাণী সত্যবতীর ভগিনীর সহিত কৃষ্ণদেবের বিবাহ হয়। এই সূত্রে প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম রাণী সত্যবতীর জমিদারীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রধান কার্য্যকারক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে এই দুই ভ্রাতা কৌশল করিয়া ভিতরবন্দ পরগণা অধিকার করিয়া বসিলেন। রামরামের বংশ ॥১৫ ও প্রাণকৃষ্ণের বংশ ।৵৫ আনার মালিক হইলেন। এই প্রাণকৃষ্ণের বংশই বলিহার-রাজবংশ নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা নিরাবিল পঠীর কুলীন। এই বংশীয় রাজেন্দ্রের সহিত মহারাজ রামকৃষ্ণের কন্যার বিবাহ হয়, তাহাতে রাজেন্দ্র বহু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। এই রাজেন্দ্র রায়ের পৌত্র বলিহারের প্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণেন্দ্র বাহাদুর। ইনি লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের কৃপাপাত্র ছিলেন, ইনি যেমন কুলে, শীলে, ধনে ও মানে সম্মানিত ছিলেন, সেইরূপ সুকবি ও সুলেখক বলিয়া পরিচিত। অল্পদিন হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশ ভিন্ন রাজসাহীতে সম্ভ্রান্ত আরও অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের বাস আছে।

রাজসিংহ, (রাণা) মিবারের রাজপুত রাণা। শিশোদীয় বংশসম্ভূত রাণা জগৎসিংহের পুত্র। ১৭১০ সম্বতে পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহ চিতোর-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় বাদশাহ শাহজহান-পুত্র অরঙ্গজেব ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীসিংহাসনলাভের প্রয়াসী হইলে দারা প্রভৃতি তাঁহার অপরাপর ভ্রাতৃবর্গ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। মেবারপতি রাণা রাজসিংহ এই সময়ে দারার পক্ষাবলম্বন করেন। রাজ্যাধিকারের অব্যবহিত পরেই মোগল-সিংহাসন সংক্রান্ত অন্তর্বিপ্লবে সংলিপ্ত থাকিয়া তিনি আপনার অশান্তি আপনিই কিনিয়া আনিলেন। তাঁহাকে দারার পক্ষাবলম্বন করিতে দেখিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত অরঙ্গজেব রাণার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সমবেত রাজপুতশক্তি ফতেহাবাদ সমরক্ষেত্রে অরঙ্গজেবের হস্তে পরাভূত হইল। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য দারা ও রাণার অদৃষ্ট-চক্রের গতি বিপরীত দিকে ফিরিল।

ইহার কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ রাজটীকা গ্রহণ করিবার অনতিকাল পরে রাণা রাজসিংহ আজমীরের অন্তর্গত মালপুর নগর আক্রমণপূর্ব্বক মোগলদিগকে পরাজিত ও তন্নগর লুণ্ঠন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। এই ঘটনাস্রোত হইতে শিশোদীয় বীরগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। অতঃপর দারার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক রাণার যুদ্ধসন্দর্শন করিয়া রণজয়ী সম্রাট্ অরঙ্গজেব রাজসিংহের এই অসংসাহসিক আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে উদ্যত হন। এই রাজপুত ও মোগল-সংঘর্ষে রাজস্থানে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহা ক্রমশঃই উভয় পক্ষকে দগ্ধ করিয়া নিস্তেজ করিয়া ফেলে।

ভারতসাম্রাজ্যাধীশ্বর অরঙ্গজেব রূপনগররাজের লাবণ্যময়ী কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা অবগত হইয়া সেই কন্যাকে

করায়ত্ত করিবার আশায় দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সেনাসহ পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন রাজপুত কুলললনা এই বিষম বিপৎ সম্মুখীন দেখিয়া ও উপায়ান্তর চিন্তা করিতে অসমর্থ হইয়া রাণা রাজসিংহের আশ্রয় লওয়াই উপযুক্ত মনে করিলেন। তদনুসারে রূপনগর-রাজপুরোহিত রাজকুমারীর লিখিত লিপি আনিয়া রাণার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাণা পত্রপাঠে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দুর্ব্বৃত্ত অরঙ্গজেবের করকবল হইতে রাজপুত-ললনাকে উদ্ধার করিতে স্বীকৃত হইলেন।

অরঙ্গজেবের অসদাচরণে রাণা যেমন পূর্ব্ব হইতেই তৎপ্রতি রুষ্ট ছিলেন, অরঙ্গজেবও তদ্রূপ রাজবিদ্বেষী শত্রুপক্ষাবলম্বী অবাধ্য মেবারপতি রাজসিংহের প্রতি পূর্ব্বকৃত-বৈরনির্য্যাতনপরায়ণ হইয়া স্বতঃই দুশ্চরিত্রতার প্রতিফল প্রদান করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন। রাজা রাজসিংহ রাজপুতকুলের কলঙ্ক অপনোদনার্থ সমরোৎসাহী রাজপুত বীরদিগকে সঙ্গে লইয়া আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে সসৈন্যে রূপনগর অভিমুখে অগ্রসর হইয়া সম্রাট্প্রেরিত সেনাদলকে নিহত করিয়া রাজকুমারীকে চিতোর-রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। ধূমায়মান অগ্নি জ্বলনোন্মুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু রাজপুতসেনাপতি মারবাড়পতি যশোবন্তসিংহ ও জয়পুররাজ জয়সিংহের ভয়ে অরঙ্গজেব তাহাতে ইন্ধনপ্রয়োগ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি উভয়কেই স্থানান্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যশোবন্তসিংহ কাবুলরাজ্যে এবং জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিলেন। [যশোবন্ত ও জয়সিংহ দেখ।]

মারবাড়পতির নিধনসাধন করিয়াই মোগলসেনাপতি নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি যশোবন্তের নাবালক পুত্রদিগকে কারারুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইলেন। রাণীমাতা বালকের জীবনরক্ষার জন্য কোন উপায় না দেখিয়া রাণা রাজসিংহের শরণাপন্ন হইলেন। রাণার আদেশমত যুবরাজ অজিতসিংহ সদলে মেবারযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মোগলসৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। রাজপুতবালকের শরীররক্ষী সেনাদল এই সময়ে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা করে।

রাণা রাজসিংহ অরঙ্গজেবের এইরূপ দুষ্কৃতির কথা তাঁহাদের মুখে অবগত হইয়া সম্রাট্কে উপদেশপূর্ণ একখানি পত্র পাঠাইলেন। পূর্ব্বে রূপনগর-রাজকুমারীকে আশ্রয় দান ও মোগলবিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে সম্রাট্ রাজসিংহের উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। এবার মোগলের শত্রু মারবাড়-রাজকুমারকে আশ্রয় দান ও সেই কারণে এরূপ বিসদৃশ পত্রপ্রেরণ হেতু ক্রোধোন্মত্ত সম্রাটের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি সমরসজ্জায় স্বীয় বাহিনী সুসজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

এদিকে রাণা রাজসিংহ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রাজপুতদিগকে আরাবল্লীশিখরে একত্র করিয়া সুসজ্জিত অবস্থায় রাখিলেন এবং রাজ্য ও জাতীয় সম্মানরক্ষার নিমিত্ত রাজপুতবীরবৃন্দকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাণা এবং তাঁহার জয়সিংহ ও ভীমসিংহ নামক পুত্রদ্বয় আরাবল্লীশিখরে সেনাস্থাপনপূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মোগলের সহিত ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইবে জানিয়া রাণা রাজসিংহ পূর্ব্বেই রাজধানী জনশূন্য করিয়া গিরিবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে মোগলবাহিনী সঙ্কটপূর্ণ গিরিপথ পরিত্যাগ করিয়া দোবারী নামক স্থানে আসিয়া উদয়সাগরতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাহবার খাঁর আদেশানুসারে কুমার অকবর উদয়পুর রাজধানী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। বিনা বাধায় তিনি নগরপ্রবেশ ও অধিকার করিলেন। মোগলশিবিরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেনাদল শত্রুদলের আগমন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পান, ভোজন, পাশক্রীড়া ও নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিল। এই সুযোগে, যুবরাজ জয়সিংহ সদলবলে অকস্মাৎ মোগলসৈন্যের উপর আসিয়া সহসা নিপতিত হওয়ায় ছত্রভঙ্গ ঘটিল। পলায়নপর মোগলসৈন্য গোগুণ্ডার পথ অতিবাহন করিতে না করিতেই রাণা ও তাঁহার অধীনস্থ পার্ব্বতীয় ভীলসেনাদল পলায়নপথ অবরুদ্ধ করিল। পশ্চাৎ হইতে জয়সিংহও তাহাদের প্রবেশ-পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপে রাজপুত সেনাদলকর্ত্তৃক বহুদিন অবরুদ্ধ থাকায় মোগলসেনাদলের মধ্যে অন্নাভাব উপস্থিত হইল। যুবরাজ অকবর উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিতে অভিলাষী হইলেন। এমন সময়ে মোগলের দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া উদারহৃদয় জয়সিংহ ঝিহবার নামক গিরিপথ দিয়া কুমার অকবরকে প্রাণ লইয়া পলাইতে অবসর দিলেন।

সম্রাট্ যুবরাজ অকবরের এরূপ শোচনীয় সংবাদ পাইয়া তাঁহার উদ্ধারকামনায় দেলবার খাঁকে সসৈন্যে দৈসুরী নামক গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। প্রথমে কেহই তাহাদের গতিরোধ করে নাই; মোগলসৈন্য অবশেষে দুর্গম গিরিপথে সমুপস্থিত হইলে রূপনগরাধিপতি বিক্রম শোলাঙ্কি ও গোপীনাথ রাঠোর নামক রাজপুত-অধিনায়কদ্বয় ভীমবেগে আক্রমণ করিয়া মোগলদিগকে বিধ্বস্ত

করিয়া ফেলিলেন। এই যুদ্ধে মোগলসেনাদলের আবশ্যকীয় নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার রাজপুতগণের হস্তগত হয়।

সম্রাট্ অরঙ্গজেব পুত্র আজিমের সহিত দোবারী নামক স্থানে অকবর ও দেলবার খাঁর রণজয়ের সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে বিজয়ী রাজপুতসৈন্য প্রবল বিক্রমে তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া সম্রাট্কে আক্রমণ করিলেন। বিখ্যাত বীর দুর্গাদাস স্বীয় রাঠোরবাহিনী লইয়া এরূপ ভীমবেগে সম্রাটের সম্মুখীন হইলেন যে, সম্রাট্ স্বয়ং সেই সমরবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পরাজিত যবন-সম্রাট্ হতাবশিষ্ট সেনাদল লইয়া চিতোরের প্রাকারমূলে উপনীত হইলেন এবং স্বীয় পুত্র মুআজিম্‌কে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। এই সময়ে মুআজিম মহারাষ্ট্রকুলপতি শিবাজীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সম্রাটের তৎকালে শিবাজীর স্বাধীনতালোপাপেক্ষা রাজপুতযুদ্ধের প্রনষ্টগৌরব উদ্ধার করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইয়াছিল, সুতরাং পিতার আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই মুআজিম্ রাজস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

ইত্যবসরে জয়মল্লের বংশধর সুবলদাস সেনাদল লইয়া আজমীরস্থ মোগলসৈন্যের সহিত চিতোরস্থ সম্রাট্সৈন্যের সংযোগ বন্ধ করিবার জন্য চলাচলের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। নিরুপায় সম্রাট্ নিজপুত্র আজিম ও অকবরের উপর সমরভার সমর্পণ করিয়া প্রাণ লইয়া গোপনে শরীররক্ষী সেনাদল সমভিব্যাহারে আজমীরে গমন করিলেন এবং রোহিল্লা খাঁকে দ্বাদশসহস্র সৈন্যের নেতৃত্বে বরণ করিয়া সুবলদাসের বিরুদ্ধে অবিলম্বে গমন করিতে আদেশ দিলেন। মিলিত মারবাড় ও রাঠোরসৈন্য পুরমণ্ডল নামক স্থানে মোগলসেনাদলকে পরাভূত করিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত মোগলগণ ভগ্নহৃদয়ে আজমীরে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

যে সময়ে রাণা রাজসিংহ স্বীয় সহযোগী রাজপুতনায়কবৃন্দের সহায়ে মোগলসৈন্যকে পরাজিত করিয়া জয়ার্জ্জন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহ বৃথাকালক্ষেপ না করিয়া গুজরাত, ইদোর, বীরনগর, সিদ্ধপুর, ময়ূরাখ প্রভৃতি নগর জয় ও লুণ্ঠন করিয়া পিতার আদেশানুসারে সৌরাষ্ট্রবিজয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এদিকে দয়ালশাহ নামক সম্রাটের রাজস্ববিভাগীয় জনৈক রাজপুতকর্ম্মচারী মোগলরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া মালব হইতে নর্ম্মদা ও চেতবা পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শার্ঙ্গপুর, দিবাস, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী ও চন্দেরি প্রভৃতি প্রদেশসমূহ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া দুর্গশিবিরে জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। জয়োল্লাসে উদ্দৃপ্ত দয়ালশাহ মেবারের যুবরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া চিতোরের সন্নিকটে সম্রাট্পুত্র আজিম্‌কে পরাভূত করিবার মানসে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। খিচীরাজ্যের ও রাঠোর সেনানীগণ মেবারের সামন্তরূপে নিযুক্ত হইয়া রাজপুত-বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। যুদ্ধে আজিম পরাস্ত ও বিতাড়িত হইলেন। সম্রাটের পরাজিত সেনাদল বিতাড়িত হইবামাত্র মিবারের জাতীয় সমরের অবসান হইলে।

অতঃপর রাণা রাজসিংহ মারবাড়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা অজিতসিংহের স্বার্থরক্ষণার্থ মারবাড়রাজ-সেনার সহিত স্বীয় সেনাদল সম্মিলিত করিয়া গদবারপ্রদেশের অন্তর্গত গণোরা আক্রমণ করিলেন। মেবার-কুলললনা অজিতের মাতাও এই যুদ্ধে সসৈন্যে যোগদান করিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। রাজকুমার ভীমসিংহ রাজপুতসেনার অধিনায়ক হইয়া মোগলসেনানী অকবর ও তাহবার খাঁকে সদলে পরাজিত করিলেন।

রাণা রাজসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর, মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে কুমার অকবরের সহিত গুপ্তষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। জয়োদ্দৃপ্ত রাজপুতবাহিনী শুভক্ষণে আসিয়া অকবরের সহিত যোগদান করিল। সম্রাট্ অচিরে এই সংবাদ পাইলেন। তিনি তাঁহাদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে আজমীর হইতে পুত্র অকবরের নিকট পত্র পাঠাইলেন। গুপ্তচর সম্রাটের আদেশমত ঐ পত্রখানি লইয়া রাজপুত-সৈন্যদলের অধিনায়ক দুর্গাদাসের শিবির মধ্যে সংগোপনে নিক্ষেপ করিলেন। দুর্গাদাস পত্রমর্ম্ম অবগত হইলেন। তাহাতে ঘোর যুদ্ধের সময় অকবরকে রাজপুত সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণের কথা লিখিত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া রাজপুতগণ অকবরের পক্ষত্যাগ করিল। এদিকে তাঁহার সহযোগী তাহবার খাঁ গুপ্তভাবে সম্রাটের নিধনসাধন করিতে গিয়া আপনিই প্রাণ হারাইলেন। এই অবসরে মুআজম ও আজিম সৈন্যসহ আসিয়া অরঙ্গজেবকে আসন্নবিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজপুতগণ অরঙ্গজেবের কুটিলতা বুঝিতে পারিলেন। এখন তাঁহারা অকবরের নির্দ্দোষিতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু অকবর ক্রুদ্ধ পিতার সন্নিকটবর্ত্তী রাজ্যে বাস করা বিপদসঙ্কুল জ্ঞান করিয়া পারস্যরাজ্যে পলায়ন করিলেন। বীর দুর্গাদাস তাঁহাকে পালারগড় পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌছিয়া দিলেন।

এইরূপে উপর্য্যুপরি রাজপুতকর্ত্তৃক নিগৃহীত এবং মহারাষ্ট্রশক্র শম্ভাজীর নিকট অকবরের গমনে মহাশঙ্কান্বিত হইয়া সম্রাট্ অরঙ্গজেব রাণা রাজসিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আদেশে সেনাপতি দেলদার খাঁর অধীনস্থ জনৈক রাজপুত কর্ম্মচারী রাণা রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং জানাইলেন, যদি অপর কেহ সন্ধির প্রস্তাব করে, তাহাতে সম্রাট্ স্বীকৃত হইতে পারেন। তদনুসারে রাণার পিতৃব্য শূরসিংহ উপরোক্ত রাজ-কর্ম্মচারী পদ্মসিংহের প্রার্থনাপত্র জ্ঞাপন করেন। সন্ধিপত্রে সম্মতিদানপূর্ব্বক সম্রাট্ চিতোরের ও মারবাড়ের অধিকৃত প্রদেশসমূহ ছাড়িয়া দেন। আহত রাণা রাজসিংহ এই সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত রাজসমুদ্র নামক বৃহৎ জলাশয় আজিও তাঁহার কীর্ত্তিজ্ঞাপন করিতেছে।

রাজসিংহ, চোরবাড়ের ষট্‌ত্রিংশবংশীয় জনৈক সর্দ্দার (১৪৪৫ সম্বৎ) রাজা লক্ষ্মণসিংহের পুত্র।

রাজসিংহ, গড়াদেশের একজন নরপতি।

রাজসিংহ, গাঙ্গবংশীয় কলিঙ্গরাজ ইন্দ্রবর্ম্মের নামান্তর।

রাজসিংহ (২য় রাণা), মেবারের জনৈক নরপতি। ইঁহার পিতা রাণা প্রতাপ (দ্বিতীয়) ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মেবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কুমার রাজসিংহ অম্বররাজ জয়সিংহের দৌহিত্র। ইনি পিতার মৃত্যুর পর রাজচ্ছত্রতলে উপবিষ্ট হন। নামমাত্র রাজা থাকিয়া ইনি সাত বৎসরকাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে ১৮১২ সম্বতে রাজা বাহাদুর, ১৮১৩ সম্বতে মলহর রাও হোলকর ও বিট্‌ঠল রাও এবং ১৮১৪ সম্বতে রাণাজী বুর্ত্তিয়া মেবার লুণ্ঠন করেন। এতদ্ভিন্ন ১৮১৩ সম্বতে সদাশিব রাও, গোবিন্দ রাও কণ্ডোজী যাদব নামক মহারাষ্ট্রনেতৃগণ ক্রমান্বয়ে তিনবার সামরিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য মেবারের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। এইরূপে নানা অত্যাচার ও উৎপীড়নে মেবার রাজ্য ক্রমশঃ বিধ্বস্ত ও ধনশূন্য হইয়া পড়ে। রাণা রাঠোরজাতীয় জনৈক অধিনায়ক-কন্যার পাণিপীড়ন দ্বারা আত্মদৈন্যাবস্থা পরিবর্ত্তনের কামনা করেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ করসংগ্রাহকদিগের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অকালে তিনি কালকবলে পতিত হওয়ায় তাঁহার পিতৃব্য অরিসিংহ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মেবার সিংহাসন অধিকার করেন।

রাজসিংহ, বিক্রমপট্টনের (উজ্জয়িনী) জনৈক রাজা। উজ্জয়িনীরাজ গজসিংহের পুত্র। ইঁহার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণ ধূর্জ্জটি ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

রাজসিংহ, জনৈক হিন্দু নরপতি। ইঁহার আদেশে মহাদেব পণ্ডিত রাজসিংহ-সুধাসিন্ধু নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

রাজসিংহ (কচ্ছবাহ), রাজা উপাধিধারী জনৈক রাজপুত-সর্দ্দার। রাজা বিহারী মল্লের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রাজা অম্বরণের পুত্র। ইনি সম্রাট্ অকবর শাহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের অধীনে সেনানায়কের কর্ম্ম করিতেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজসিক (ত্রি) রজোগুণোদ্ভব, রাজস।

রাজসী (স্ত্রী) রজস ইয়মিতে, রজস্-অণ্-ঙীপ্। ১ দুর্গা। (শব্দরত্না॰) ২ রজোগুণসম্বন্ধিনী।

"যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥" (গীতা ১৮ অ॰)

রাজসুখ (ক্লী) রাজার সুখ।

রাজসুত (পুং) রাজ্ঞঃ সুতঃ। রাজপুত্র। স্ত্রিয়াং টাপ্। রাজকন্যা।

রাজসুন্দরগণি (পুং) জনৈক জৈন ধর্ম্মাচার্য্য।

রাজসুন্দরী, গাঙ্গবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ১ম রাজরাজের মহিষী। ইনি রাজা রাজেন্দ্রচন্দ্রের কন্যা ও অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গদেবের মাতা।

রাজসূ (ত্রি) রাজকর্ত্তা। রাজকারক।

রাজসূনু (পুং) রাজপুত্র, রাজতনয়।

রাজসূয় (পুং) রাজা লতাত্মকঃ সোমঃ সূয়তে ত্রি, সূ অধিকরণে ক্যপ্ 'রাজ্ঞাসোতব্যঃ রাজা বা ইহ সূয়তে ইতি কাশিকা (রাজসূয়সূর্য্যেতি। পা ৩।১।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। রাজকর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ। পর্য্যায়—নৃপাধ্বর, ক্রতুরাজ, ক্রতূত্তম। (শব্দরত্না॰)

অমরসিংহ এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুং ও ক্লীব এই দুই লিঙ্গেই এই শব্দের ভূরিপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই যজ্ঞ কেবল রাজাদিগেরই করিবার অধিকার আছে। রাজা এই যজ্ঞ করিয়া 'সম্রাট্' উপাধিলাভ করিয়া থাকেন। সাধারণের এই যজ্ঞে অধিকার নাই। শতপথ-ব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিশেষ বিধান বর্ণিত হইয়াছে। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে লিখিত আছে যে, রাজা স্বর্গকামনায় রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

"রাজা স্বর্গকামো রাজসূয়েন যজেত" (আপস্তম্বশ্রৌতসূ॰)

শতপথব্রাহ্মণমতে এই যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ইষ্টি, পশু, সোম ও দর্ব্বীহোম; অগ্রে পবিত্র নামক সোমযাগ, পরে অভিষেচনীয় যাগ, তৎপরে দশপেয়যাগ ও কেশবপনীয়,

অনন্তর বৃষ্টি, তৎপরে দ্বিরাত্র এবং অবশেষে ক্ষত্রধৃতি নামক যাগ। এই অঙ্গযজ্ঞসমষ্টির নামই রাজসূয় যজ্ঞ।

রাজসূয় ও বাজপেয় এই দুই যজ্ঞ একজনের করিবার অধিকার নাই। অথর্ববেদের বৈতানসূত্রে সপ্তম অধ্যায়ে এই যজ্ঞের সংক্ষিপ্তক্রম এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। পৌষী পূর্ণিমার পূর্বে পবিত্র নামক সোমযাগ, মাসান্তরে দশসংসৃপ নামক কার্য্য, মাঘীপূর্ণিমায় অভিষেচনীয় যাগ, মরুত্বতীয় নামক কার্য্যের পর বৃহস্পতি-সবনামকযাগ, হবির্ধান নামক মণ্ডপের সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্থাপন প্রভৃতি।

এই রাজসূয়যজ্ঞে বেদবিহিত হোম ও বলিদানাদিদ্বারা দেবগণের পূজা, দ্যূতক্রীড়া,দিগ্‌বিজয় ও শুনঃশেফীয় উপাখ্যান শ্রবণ করিতে হয় (এই উপাখ্যান ঋগ্‌বেদে আছে) এই যাগে পঞ্চবিধ সোমযাগ প্রভৃতি অনেকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। সুতরাং এই যজ্ঞ করিতে হইলে বহুদিন সময় লাগিয়া থাকে। পবিত্র নামক সোমযাগ ইহার প্রথম অঙ্গ। এই সোমযাগ যথাবিধানে সমাপ্ত হইলে চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিতে হয়। তৎপরে দেবিকা নামক ইষ্টির অনুষ্ঠান এবং অরত্নি নামক হোম করা বিধেয়। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী যজ্ঞ। তৎপরে অভিষেচনীয় নামে সোমযাগানুষ্ঠান করিতে হয়। এই দিনে সমুদ্র, নদ, নদী, পুণ্য সরোবর, পুণ্য হ্রদ প্রভৃতি যাবতীয় পবিত্র জল আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা চারি প্রকার কাষ্ঠময় পাত্র মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রপূরিত করা হয়। পলাশ, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ ও বট এই চারি প্রকার কাষ্ঠের চারিটী পাত্র হইবে। জলপূর্ণ কলস চাতুর্ব্বর্ণ্য সভার চারিদিকে স্থাপন করিতে হয়।

সভার মধ্যস্থানে খদির অথবা উড়ুম্বর কাষ্ঠের মঞ্চ, এই মঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তদুপরি সুবর্ণনির্ম্মিত ফলক বা পীঠ ন্যস্ত করিয়া তাহার উপরে সহস্রছিদ্রযুক্ত অভিষেকের জন্য একটী সুবর্ণকলস স্থাপন করিতে হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা পুরোহিত (ঋত্বিক্ বিশেষ) যজমানকে অগ্নীধ্র মণ্ডপের বাহিরে আনিয়া কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করাইবেন। যথাবিধানে মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মা সভাস্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্যক্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন, "ভোঃ ভারতাঃ অয়ং বঃ সর্ব্বেষাং রাজা সোম অস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা" হে ভারতবাসিগণ—ইনি আপনাদের সকলেরই রাজা, কিন্তু সোম আমাদের সকল ব্রাহ্মণের রাজা।

পরে রাজা দিগ্‌বিজয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন সমস্ত ঋত্বিক্ একত্র হইয়া যজমানের সর্ব্বত্র রক্ষা এবং জয়াশীর্ব্বাদ-সূচক বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। অগ্রে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম, তদনন্তর তাহাদের নিকট প্রার্থনা, এবং আশীর্ব্বাদ ও দেবতার প্রসন্নতাবোধক কতিপয় বেদমন্ত্র জপ করা হইয়া থাকে।

এই কার্য্যের পর যজমান পত্নীর সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত স্নান-পীঠে উপবিষ্ট হন, পরে অধ্বর্য্যু প্রভৃতি সকলেই একত্র হইয়া পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক সহস্রচ্ছিদ্র অভিষেক-পাত্র দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিতে থাকেন। যথা-বিধানে অভিষেক সমাপ্ত হইলে রাজা বিভব অনুসারে বস্ত্র, মাল্য ও আভরণে ভূষিত হইয়া যদি শত্রু থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জয় করিবার জন্য গমন করেন, পরে শত্রু জয় করিয়া অতি সমারোহের সহিত পুনরায় সভাগৃহে প্রবেশ করেন। শত্রু না থাকিলে যুদ্ধযাত্রায় আবশ্যক নাই।

অনন্তর সভার চতুর্দ্দিকে পঙ্‌ক্তিক্রমে মঞ্চ সকল বিন্যস্ত করা হয়, মধ্যস্থলে এক উন্নত সুবর্ণ পীঠ স্থাপন করা হয়। রাজা এই সুবর্ণমঞ্চে উপবিষ্ট হন। তখন সকলে তাঁহার বিজয়প্রশস্তি বা যশোগান করিতে থাকেন। এই সময় দ্যূত-ক্রীড়া করিতে হয়।

এই রাজসূয় যজ্ঞ পবিত্র নামক সোমযাগ দ্বারা আরম্ভ করিয়া সৌত্রামণী নামে আর একটী যাগ দ্বারা সমাপ্ত করিতে হয়। সাধারণ সোমযাগ অপেক্ষা ইহাতে বিশেষ এই যে, অশ্বিনীকুমার, সরস্বতী এবং ইন্দ্র ইহার প্রধান দেবতা, কাষ্ঠনির্ম্মিত তিনটী সোমপাত্র এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত তিনটী সুরাপাত্র রাখিতে হয়।

পুরাকালে রাজগণ এই রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আপ-নাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান এবং সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই যজ্ঞের মধ্যে অর্ঘ্যাহরণ, সমাগত ব্যক্তিদিগের সৎকার, রাজার্হণা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ আছে,সেই সকল অনুষ্ঠানও বিধেয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহার বিশেষ বিবরণ মহাভারত সভাপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজসূয়যজ্ঞের মন্ত্রাদি বাজসনেয়সংহিতার ৯ অধ্যায়ের ৩৫ কণ্ডিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে।

রাজসূয়িক (ত্রি) রাজসূয়-যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়।

রাজসূয়িন্ (পুং) রাজসূয়-যজ্ঞকারী পুরোহিত।

রাজসূয়েষ্টি (স্ত্রী) রাজসূয় যজ্ঞ।

রাজসেন, রসসারামৃতপ্রণেতা।

রাজসেবক (পুং) রাজ্ঞঃ সেবকঃ। রাজার সেবক। রাজার ভৃত্য, যিনি রাজার সেবা করেন।

রাজসেবা (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ সেবা। রাজার সেবা।

রাজসেবিন্ (পুং) রাজভৃত্য, রাজানুচর।

রাজস্কন্ধ (পুং) রাজঃ শোভাশালী স্কন্ধো যস্য। ঘোটক।

রাজস্তম্ব (পুং) ঋষিভেদ।

রাজস্তম্বায়ন (পুং) রাজস্তম্বের গোত্রাপত্য।

রাজস্তম্বি (পুং) রাজস্তম্বের গোত্রাপত্য।

রাজস্ত্রী (স্ত্রী) রাণী, রাজমহিষী।

রাজস্থলক (ত্রি) স্থানভেদ। (পা° ৪।২।১২৭)

রাজস্থলী (স্ত্রী) জনপদভেদ।

রাজস্ব (পুং ক্লী) রাজ্ঞে দেয়ং স্বং ধনং। রাজধন, রাজকর।

রাজস্বর্ণ (পুং) স্বর্ণানাং ধুস্তূরাণাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। রাজধুস্তূরক। (রাজনি°)

রাজস্বামিন্ (পুং) বিষ্ণু।

রাজহংস (পুং) হংসানাং রাজা শ্রেষ্ঠত্বাৎ রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। হংসবিশেষ, রাজহাঁস। চঞ্চুচরণলোহিত, শ্বেতবর্ণ একজাতীয় হংস।

"রাজহংসাস্তু তে চঞ্চুচরণৈর্লোহিতৈঃ সিতাঃ।"

"সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী
গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু।" (কুমার ১।৩৪)

এই জাতীয় হংস (Flemingo) ভারতের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশীয় এই জাতীয় হংসের মুখদেশে কোমল ও কুঞ্চিত লালবর্ণ মাংসসমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে চলিত কথায় ফুল বলে। এই হংস আকারে পাতিহাঁস বা চীনে হাঁস অপেক্ষা দীর্ঘাকার হয় অর্থাৎ পাদ হইতে শিরোভাগ পর্য্যন্ত উচ্চতায় প্রায় ২'-৬" ইঞ্চ এবং পুচ্ছাগ্র হইতে চঞ্চুর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত লম্বে ১'-৬" ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

কখন কখন উৎপাদন প্রক্রিয়ার (Breeding process) তারতম্যানুসারে ইহাদেরও বর্ণবৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। [হংস শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ কাদম্ব। ৩ কলহংস। ৪ নৃপোত্তম। (মেদিনী)

৫ মগধরাজভেদ।

রাজহংস উপাধ্যায়, বাগ্‌ভটালঙ্কারবৃত্তিপ্রণেতা। ইনি জিনতিলক সূরির শিষ্য এবং জিনপ্রভ সূরির প্রশিষ্য।

রাজহত্যা (স্ত্রী) রাজার নিধন।

রাজহর্ম্ম্য (ক্লী) প্রাসাদ।

রাজহর্ষণ (ক্লী) রাজানমপি হর্ষয়তীতি হৃষ্-ণিচ্-ল্যু। ১ তগরপুষ্প। (রাজনি°)

রাজহস্তিন্ (পুং) রাজ্ঞো হস্তী। রাজগজ, পর্য্যায়—মারীচ, যাজক গজ, মদোৎকট। (হারাবলী)

রাজহার (পুং) সোমরস-আহরণকারী।

রাজহাসাঙ্ক (পুং) রাজানমপি হাসয়তীতি হস্-ণিচ্-খুল্। মৎস্যবিশেষ, চলিত কাতলা মাছ, পর্য্যায়—কাতর, কাতল, রাজীব। (শব্দরত্না°)

রাজা (পুং) রাজ-কনিন্। ১ নরপতি। [রাজন্ শব্দ দেখ।]

২ ধনবান্ ব্যক্তিগণের উপর দেশাধিপতির অনুগ্রহে প্রদত্ত উপাধিবিশেষ।

রাজাকুলরামন্, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৯° ২৩' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪০' ৩০" পূঃ। এখানে স্থানীয় শস্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

রাজাগ্নি (পুং) রাজার রোষ বা ক্রোধ।

রাজাঙ্গন (ক্লী) ১ রাজপ্রাসাদস্থ প্রাঙ্গণ বা উঠান। ২ রাজগৃহ।

রাজাজঙ্গ, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নিম্নবারিদোয়াব খাল নগর সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা আছে।

রাজাজ্ঞা (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ আজ্ঞা। রাজার আজ্ঞা, রাজাদেশ।

রাজাতন (পুং) রাজানং অততীতি অত সাতত্যগমনে (বাহুল্যমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৭৮) ইতি যুচ্। পিয়ালবৃক্ষ। (শব্দমালা)

রাজাত্মকস্তব (পুং) রাজা শ্রীরামচন্দ্রের বংশগীতি।

রাজাত্যাবর্ত্তক (পুং) রাজাবর্ত্ত, উপরত্নভেদ।

রাজাদন (ক্লী) রাজভিরদ্যতে ইতি অদ ভক্ষণে কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ ক্ষীরিকা। ২ পিয়াল। ৩ কিংশুক। (মেদিনী) এই শব্দের পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজাদনফল (পুং) ক্ষিরিণী বৃক্ষ, খিৰ্ণী গাছ। (বৈদ্যকনি°)

রাজাদনী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত স্বাদুফল বৃক্ষবিশেষ। (Mimusops hexandra) ক্ষিরিণী গাছ, চলিত ক্ষীরখেজুর। হিন্দী—ক্ষীরী, মহারাষ্ট্র—রায়ণী, বম্বে—কেৰ্ণী, তামিল—পল্ল। গুণ—মধুর, পিত্তঘ্ন, গুরু, তর্পণ, বৃষ্য, স্থৌল্যকর, স্নিগ্ধ ও মেহনাশক।

রাজাদ্রি (পুং) রাজগিরি। ২ উদ্ভিদ্‌ভেদ।

রাজাধিকারিন্ (পুং) বিচারপতি।

রাজাধিকৃত (পুং) ১ বিচারপতি। (রাজা কর্ত্তৃক বিচারব্যাপারে ন্যস্ত) (ত্রি) যাহা রাজার অধিকারে আসিয়াছে।

রাজাধিদেব (পুং) শূরভেদ। (হরিবংশ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ রাজাধিদেবী—শূর-কন্যা।

রাজাধিরাজ (পুং) রাজার রাজা। সম্রাট্। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর।

রাজাধিষ্ঠান (ক্লী) ১ রাজধানী। ২ যে নগরে রাজপ্রাসাদ আছে।

রাজাধ্বন্ (পুং) রাজ্ঞঃ অধ্বা। রাজপথ।

রাজানক (পুং) ক্ষুদ্ররাজ। সামন্তরাজ।

রাজানুজীবিন্ (ত্রি) রাজ্ঞঃ অনুজীবী। রাজোপজীবী। রাজকার্য্য করিয়া যিনি জীবিকা অর্জ্জন করেন।

"যথানুবর্ত্তিতব্যং স্যান্নৃণাং রাজোপজীবিনা।
তথা তে কথয়িষ্যামি নিবোধ গদতো মম॥" (মৎস্যপু° ২১৬ অ°)

রাজান্ন (ক্লী) রাজযোগ্যং অন্নম্, অন্নানাং রাজা ইতি বা অন্ধ্রদেশোদ্ভব শালিবিশেষ। পর্য্যায়—নৃপান্ন, রাজার্হ, দীর্ঘশূকক, ধান্যশ্রেষ্ঠ, রাজধান্য, রাজেষ্ট,দীর্ঘকূরক। ইহার গুণ—ত্রিদোষঘ্ন, সুস্নিগ্ধ, মধুর, লঘু, দীপন, বলকারক, পথ্য, কান্তি ও বীর্য্যবর্দ্ধক। (রাজনি°) রাজ্ঞঃ অন্নং। ২ রাজস্বামিক অন্ন। রাজান্ন ভোজন করিতে নাই। মনুতে লিখিত আছে রাজান্ন ভোজন করিলে তেজোহানি হইয়া থাকে।

"রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ॥" (মনু ৪। ২১৮)

রাজাভিষেক (পুং) রাজ্ঞঃ অভিষেকঃ ৬তৎ। রাজাদিগের অভিষেক। রাজগণ যথাবিধানে অভিষিক্ত হইয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিতেন। এই অভিষেক অতিশয় সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। এই অভিষেকপ্রণালী অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র অভিষিক্ত হইতেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, অগ্নিপুরাণ ও দেবীপুরাণ প্রভৃতিতেও এই অভিষেক-প্রণালী দৃষ্ট হয়।

মনুতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে যথাবিধানে অভিষিক্ত করিয়া দিতেন, এই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় ন্যায়ানুসারে সমস্ত প্রজাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। প্রজাপালন করাই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম।

"ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্॥" (মনু)
'ব্রাহ্মং সংস্কারং ব্রাহ্মণৈঃ কৃতমভিষেকং' (কুল্লূক)

অভিষেকের কাল—এই অভিষেক উত্তম দিন দেখিয়া করিতে হইত, অদিনে বা কুক্ষণে এই অভিষেক বিশেষ নিষিদ্ধ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হঠাৎ যদি রাজার মৃত্যু হয়, এবং তৎপরেই যদি অভিষেকের কাল না থাকে, তাহা হইলে যিনি রাজদণ্ডগ্রহণের অধিকারী, তাহাকে সামান্যভাবে অভিষেক করিতে হইবে।

"মৃতে রাজ্ঞি ন কালনিয়মোঽত্র বিধীয়তে" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

চৈত্রমাস, পৌষমাস, ভাদ্রমাস, মলমাস এবং বর্ষা ঋতুতে অভিষেক নিষিদ্ধ। শনি, রবি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে; চতুর্থী, ও নবমী ভিন্ন তিথিতে এবং শ্রবণা, অশ্বিনী, পুষ্যা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক প্রশস্ত।

অভিষেকের দ্রব্যাদি—মন্ত্রী, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও কতিপয় প্রজা, যজ্ঞীয় বেদী, সুবর্ণকলস, চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ পুরোহিত ব্রাহ্মণ; পার্ব্বত্যমৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, গজদন্তমৃত্তিকা, সরোবর, হ্রদ, দেবালয়, ইন্দ্রালয়, রাজপ্রাঙ্গণ, সমুদ্রসঙ্গম, নদীসঙ্গম, নদীকূল, বেশ্যাদ্বার, গজবন্ধনস্থান, অশ্ববন্ধনস্থান, গোষ্ঠ ও রথচক্র এই সকল স্থানের মৃত্তিকা; পঞ্চগব্য, ভদ্রাসন; সুবর্ণ, রজত, তাম্র ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত কলস; তাহাতে যথাক্রমে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও জল পূর্ণ থাকিবে; মধু, কুশা, সহস্র ছিদ্রযুক্ত কলস, সকল প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য, সর্ব্বপ্রকার বীজ, পুষ্প, মাল্য, ফল, নবরত্ন, নদীজল, সরোবরজল,কূপজল, চতুর্দ্দিকস্থিত চতুঃসমুদ্রের জল, তদভাবে গঙ্গাজল, নির্ঝরজল, ছত্রধারী, চামরধারী, বেত্রধারীদিগের নানাপ্রকার বাদ্য, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, ক্ষীরিবৃক্ষের শাখা, দর্পণ,ঘৃতকুম্ভ, উষ্ণীষ, শুভ্রবস্ত্র, নানাপ্রকার অলঙ্কার ও অস্ত্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মপূজার দ্রব্য, অষ্টপট্ট, বৃষাদি সপ্তপ্রকার পশু, অশ্ব, হস্তী, রথ, দানার্থ, গাভী, তিল, স্বর্ণ, রৌপ্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মোদক, মহাদানের দ্রব্য, মাঙ্গলিক দ্রব্য, বাণ, ধনু, খড়্গ ও হোমের দ্রব্যাদি অভিষেকের পূর্ব্বে এই সকল দ্রব্য আহরণ করিতে হয়।

অথর্ব্ববেদের গোপথব্রাহ্মণে রাজাভিষেক-পদ্ধতি অভিহিত হইয়াছে—"অথ রাজ্ঞোঽভিষেকবিধিং ব্যাখ্যাস্যামো বিম্বপ্রভৃতীন সম্ভারসম্ভারান্ সম্ভৃত্য ষোড়শ কলসান্ ষোড়শ বিধানি বল্মীকস্য চ মৃত্তিকামিত্যাদি।" (গোপথব্রা°) পৌরাণিক যে অভিষেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এই অথর্ব্ববেদোক্ত পদ্ধতির সহিত উহার মিল দেখা যায়, অতএব প্রচলিত পৌরাণিক পদ্ধতিই বর্ণিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল আয়োজন করিয়া রাজা শুভদিনে ও শুভক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ প্রজাদ্বারা অভিষিক্ত হইবেন। অভিষেকের দিন স্থির হইলে তাহার পূর্ব্বে কোন এক শুভদিনে রাজা পুরোহিতের দ্বারা 'ঐন্দ্রী' নামক শান্তির অনুষ্ঠান করিবেন। নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে ঐন্দ্রীশান্তি করিতে হয়।

পুরোহিত অভিষেকের পূর্ব্বে কোন এক শুভদিনে যথাবিধানে মাস, পক্ষ ও তিথ্যাদির উল্লেখ করিয়া 'রাজাভিষেকাঙ্গভূতামৈন্দ্রীং শান্তিমহং করিষ্যামি' এইরূপ সঙ্কল্প করিবেন। পরে গণপতির পূজা করিয়া হোতা, আচার্য্য, ব্রহ্মা ও সদস্য এই চতুর্ব্বিধ ঋত্বিককে বরণ করিবেন। অনন্তর কতকগুলি কুশা লইয়া 'ঔষধাৎ দাতু পর্ব্বং' মন্ত্রে ঐ কুশার মূলদেশ ত্যাগ

করিয়া কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ছেদন করিবেন। তদনন্তর 'গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি' ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমিকে প্রণাম করিয়া যথাবিধানে বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বেদীর মধ্যে কুণ্ড বা স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া এই বেদীর উপর আর একটী মহাবেদী প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ মহাবেদীর মধ্যে 'গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া গর্ত্ত করিতে হয়। ঐ গর্ত্ত পুনর্ব্বার যথাবিধানে মন্ত্রপাঠ করিয়া অন্য মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ করা বিধেয়।

এই মহাবেদীর উপর বালুকা বিস্তৃত করিয়া স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিতে হয়। এই স্থণ্ডিলে যথাবিধানে রেখাদি করিয়া তাহার সংস্কার বিধেয়। এই সকল কার্য্য বৈদিকমন্ত্র পাঠ করিয়াই করিতে হয়। বাহুল্যভয়ে মন্ত্র সকল লিখিত হইল না, কোন কোন স্থলে মন্ত্রের প্রথমাংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল। পরে এই স্থণ্ডিলে অগ্নিসংস্কার করিয়া তদনন্তর প্রজ্বলিত অগ্নির ঈশানকোণে একটী সুবর্ণনির্ম্মিত কিংবা রজতনির্ম্মিত বা তাম্রনির্ম্মিত জলপূর্ণ কলসস্থাপন করিয়া তাহা গন্ধ, পুষ্প, সর্ব্বৌষধি, দূর্ব্বা, পঞ্চপল্লব, পঞ্চত্বক্, (পঞ্চকষায়) পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, সপ্তপ্রকার মৃত্তিকা, ফল, পঞ্চরত্ন, সুবর্ণ ও যুগ্মবস্ত্র এই সকল দ্রব্য দ্বারা যুক্ত করিতে হইবে। এই সজ্জিত কলস যবপুঞ্জ বা তণ্ডুলপুঞ্জের উপরে স্থাপন করিতে হয়। ইহার সম্মুখে অগ্নির পূর্ব্বভাগে গোচর্ম্মপরিমিত স্থান গোময় দ্বারা লিপ্ত ও তাহাতে এক অচ্ছিন্ন বস্ত্র পাতিত করিয়া তদুপরি পঞ্চবর্ণগুঁড়ির দ্বারা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিতে হয়, এই পদ্মের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিত ইন্দ্রপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া যথোপযুক্ত উপচার দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিতে হয়।

পূজা সমাপ্ত হইলে যজমান সমিধ্ গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চাহুতিপ্রদান করিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবেন। ব্রহ্মস্থাপনের পর হোতা যথাবিধানে হোমাদি করিবেন। এইরূপে শান্তিকার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজা পত্নীর সহিত উপবিষ্ট হইবেন এবং কুটুম্বসমূহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিবেন। তৎকালে উপবিষ্ট রাজাকে পুরোহিতগণ শান্তিকলসস্থিত জলদ্বারা অভিষেক এবং পরে আশীর্ব্বাদ করিবেন। রাজাভিষেক পদ্ধতিতে এই অভিষেক ও আশীর্ব্বাদের বহুতর মন্ত্র আছে, বাহুল্যভয়ে ঐ সকল মন্ত্র লিখিত হইল না, এইস্থলে সামান্য ক্রমমাত্র প্রদর্শিত হইল।

রাজা অভিষেকের পর সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বৌষধি লেপন করিয়া পবিত্র জলে স্নান করিবেন। পরে শুভ্রবস্ত্র ও শুভ্রমাল্যাদি পরিধানপূর্ব্বক সপত্নীক হইয়া আচার্য্য ও পুরোহিতদিগকে নমস্কার এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ দানদ্বারা পূজা করিবেন। এই সময় নানা প্রকার মহাদানের বিধান আছে।

এইরূপে ঐন্দ্রীশান্তির অনুষ্ঠান করিয়া প্রকৃত দিনে রাজাভিষেকের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অভিষেকের পূর্ব্বদিন রাজা উপবাস করিয়া থাকিবেন। পরে অভিষেকদিনে রাজা প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অভিষেকমণ্ডপে উপস্থিত হইবেন।

রাজা শুভ্রবস্ত্র ও মাল্যাদি-ভূষিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া মাস, পক্ষ ও তিথ্যাদির উল্লেখপূর্ব্বক 'সকলরাষ্ট্রবশ্যতাকামঃ অহং সাম্বৎসরপুরোহিতাভ্যামাত্মানমভিষেচয়িষ্যে' এইরূপে সঙ্কল্প করিবেন। সঙ্কল্পের পর গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া সাম্বৎসর (দৈবজ্ঞ) ও পুরোহিত প্রভৃতিকে বরণ করিয়া দিবেন। এই সময় চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে মান ও দানাদির দ্বারা সৎকার করিয়া নিকটে বসাইবেন।

পুরোহিত বেদীমধ্যে উপবেশন করিয়া যবপুঞ্জের উপর নবকলস স্থাপন করিয়া তাহা তীর্থজলাদি দ্বারা পূর্ণ করিবেন। এই সকল কলস মধ্যে সর্ব্বৌষধি, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরত্ন, সর্ব্বপ্রকার বীজ, ফল, ক্ষীরিবৃক্ষের শাখা ও ক্ষীরিণীলতার পল্লব দিতে হইবে।

এই নবকলসের সমীপে একটী পঞ্চগব্যযুক্ত জলপরিপূর্ণ মৃত্তিকাকলস, একটী ঘৃতপূর্ণ সুবর্ণকলস, একটী দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্যকলস, একটী দধিপূর্ণ তাম্রকলস, এবং মধুপূর্ণ মৃত্তিকাকলস, তৎপার্শ্বে কুশোদকপূর্ণ মৃত্তিকাকলস, শতচ্ছিদ্রযুক্ত সুবর্ণ কলস; নদীজল, সরোবর জল, কূপজল এবং চতুঃসমুদ্র জল এই সকল জলপূর্ণ কলসও রাখিতে হইবে। কলস সকল উচ্চতায় ১৬ অঙ্গুলির কম হইলে হইবে না।

এই সকল দ্রব্যসম্ভারের আয়োজন করা হইলে পুরোহিত আথর্ব্বণ গৃহোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া যথাবিধানে হোম করিবেন এবং হুতশেষ ঐ সকল কলসে রাখিয়া দিবেন। রাজা পুরোহিতের দক্ষিণভাগে দৈবজ্ঞ, সদস্য ও মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত উপবিষ্ট হইয়া থাকিবেন। হোমকালে যদি কোন দুর্লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও শান্তি করা আবশ্যক।

এইরূপে প্রধান হোম সমাপ্ত হইলে ঐন্দ্রী শান্তিতে যে সকল হোমের বিধি আছে, সেই সকল হোমেরও অনুষ্ঠান বিধেয়। হোম সমাপ্ত হইলে পর রাজা স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বকল্পিত স্নানশালায় গমন করিবেন। পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রকারে অভিষেক করিবেন। পুরোহিত প্রথমে রাজার মস্তকে 'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি মন্ত্রে পর্ব্বতমৃত্তিকা প্রদান, পরে কর্ণদেশে বল্মীকমৃত্তিকা, ক্রমে

গ্রীবা, হৃদয়, হস্তদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, পার্শ্ব, কটি, উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, পদদ্বয় এবং অবশেষে সর্ব্বাঙ্গে পূর্ব্বাহৃত মৃত্তিকা মন্ত্রপূত করিয়া লেপন করাইবেন।

এইরূপে মৃত্তিকাস্নান সমাপ্ত হইলে সেই পূর্ব্বস্থাপিত কলসস্থ পঞ্চগব্যমিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইবেন। অনন্তর রাজা ঐ আসন পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বনির্ম্মিত ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইবেন।

এই ভদ্রাসন সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা ক্ষীরিকাকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। মাণ্ডলিক হইলে ভদ্রাসনের উচ্চতা ও বিস্তার ১ হস্ত, রাজা হইলে সপাদহস্ত এবং মহারাজ হইলে সার্দ্ধহস্ত পরিমাণ করিতে হইবে।

"হৈমঞ্চ রাজতং তাম্রং ক্ষীরিবৃক্ষময়ঞ্চ বা।
ভদ্রাসনঞ্চ কর্ত্তব্যং সার্দ্ধহস্তসমুচ্ছ্রিতম্।
সপাদহস্তমানঞ্চ রাজ্ঞো মাণ্ডলিকাস্তরাং॥" (দেবীপু॰)

অভিষেচ্য রাজা ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইলে পুরোহিত পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বস্থাপিত সেই ঘৃতকুম্ভের দ্বারা অভিষেক করিবেন। পরে ক্ষত্রিয়জাতীয় অমাত্য পূর্ব্বস্থাপিত দুগ্ধকলসদ্বারা, বৈশ্যজাতীয় অমাত্য পশ্চিমদিকে দাঁড়াইয়া দধিপূর্ণ তাম্রকলসের দ্বারা সামবেদী অমাত্য উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া মধুপূর্ণ মৃত্তিকা কলসদ্বারা অভিষেক করিবেন এবং তিনিই তাঁহাকে কুশোদকপূর্ণ মৃত্তিকাকলস দ্বারা স্নান করাইবেন। সকলেই যথাযথ মন্ত্র পাঠ করিয়া এই অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। এইরূপে অভিষেকের পর পুরোহিত সদস্যদিগকে অগ্নিরক্ষার্থ 'যুয়ম্ অগ্নিং পরিরক্ষধ্বম্' এইরূপে অগ্নিরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া হোমকালে যাহাতে আহুতির উচ্ছিষ্ট নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই সুবর্ণ কলস লইয়া রাজসূয়যজ্ঞোক্ত অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অভিষেক করিবেন।

অনন্তর পুরোহিত তখন অগ্নিকুণ্ডের নিকট গমন করিবেন। এই সময় দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভদ্রাসনোপবিষ্ট রাজাকে শতচ্ছিদ্রকুম্ভের জলে স্নান করাইবেন। পরে মন্ত্রপূত সর্ব্বৌষধি, গন্ধোদক, বীজ, পুষ্প, ফল, রত্ন ও কুশ-সংসৃষ্ট জল দ্বারা অভিষেক করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন এই সময় কুশ, দূর্ব্বা ও পল্লব দ্বারা অভিষিক্ত রাজদেহ মার্জ্জিত করিতে হয়।

অনন্তর একজন ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ গোরোচনাযুক্ত গন্ধ দ্বারা রাজার মস্তক ও কণ্ঠদেশ লেপন করিবেন। এই সময়ে নিমন্ত্রিত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সঙ্করজাতীয় প্রজাগণ গঙ্গা,যমুনা প্রভৃতি নদীর জল দ্বারা রাজাকে অভিষেক করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন, শূদ্রাদিবর্ণ মন্ত্র পাঠ করিবেন না।

এই সময় প্রধান প্রধান অমাত্যগণ রাজার সমীপে রাজচ্ছত্র চামর ও বেত্রহস্ত হইয়া দাঁড়াইবেন, বাদ্যকারেরা বাদ্যধ্বনি, বৈদিক ব্রাহ্মণ বেদপাঠ ও বৈতালিক স্তবপাঠ করিবেন।

ইহার পর দৈবজ্ঞ সমস্ত কুম্ভের অবশিষ্ট জল এক কুম্ভে লইয়া কুশমুষ্টির দ্বারা ঐ জলে—"সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র দ্বারা শান্তি দিবেন। দৈবজ্ঞের এইরূপে শান্তি দান করা হইলে রাজা সুগন্ধি তৈল ও সুগন্ধ দ্রব্য ম্রক্ষণ করিয়া পরিষ্কার জলে স্নান করিবেন। পরে মস্তকে শ্বেত উষ্ণীষ, অঙ্গে শুভ্র পরিচ্ছদ ও হস্তে ধনু বা কোন উত্তমাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক দর্পণে ও ঘৃতপাত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন। এই সময় ঘৃতপাত্র ও সুবর্ণ দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করিবেন। এই-রূপে মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করিয়া বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণাদির পূজা করিবেন।

এই সময়ে দৈবজ্ঞ রাজার ললাটোপরি পট্ট ও মুকুট পরাইবেন। তৎপরে রাজা মঞ্চ বা রাজাসনোপরি উপবেশন করিবেন। এই মঞ্চ বা রাজাসন উপর্য্যুপরি চর্ম্ম ও বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে, মঞ্চের উপরিভাগে প্রথমে বৃষচর্ম্ম, তদুপরি মার্জ্জার, তদুপরি তরক্ষু, তদুপরি সিংহচর্ম্ম, তাহার উপর ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তাহার উপর বহুমূল্য বস্ত্র পাতিত করিতে হইবে। রাজা এই সিংহাসনে বসিয়া সমস্ত প্রজাদিগকে দর্শন দিবেন। প্রজাগণ সকলেই যাহার যেরূপ সাধ্য তিনি তদনুরূপ উপঢৌকন দিয়া রাজদর্শন করিবেন, কেহই রিক্তহস্তে রাজ-দর্শন করিবেন না।

পরে রাজা আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য সম্মাননা করিয়া মাঙ্গলিকদ্রব্যস্পর্শ ও নানাপ্রকার দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পরে রাজা ধনুর্ব্বাণহস্তে যজ্ঞাগ্নিপ্রদক্ষিণ ও গুরু প্রভৃতি নমস্যদিগকে নমস্কার করিয়া এক মহাবৃষ ও সবৎসা ধেনু সম্মুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিবেন।

এই সময় পুরোহিত এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত উত্তম অশ্ব ও এক মহাহস্তী আনিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বৌষধিকলসস্থ জলদ্বারা অভিষেক করিবেন। এইরূপে অশ্ব ও হস্তী অভি-মন্ত্রিত হইলে রাজা অশ্বের পৃষ্ঠদেশস্পর্শ করিয়া হস্তীতে আরোহণ করিবেন। প্রধান অমাত্য, পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অন্য হস্তীতে আরোহণ করিবেন। পরে সকলে একত্র হইয়া নানাবিধ বাদ্য ও নানাপ্রকার উৎসব করিয়া নগর পরিভ্রমণপূর্ব্বক পুরপ্রবেশ করিবেন। এই সময় নানাবিধ আনন্দোৎসব হইয়া থাকে।

নবাভিষিক্ত রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য

নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া দান ও যথোচিত সৎকার করিবেন। দীন, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ, পঙ্গু, খঞ্জ প্রভৃতি দুর্গতদিগকে যথাশক্তি দান করা আবশ্যক।

রাজা এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া যথাশাস্ত্র ষড়্‌বিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাপালন করিবেন। (রাজাভিষেকপদ্ধতি)

রাজাপলৈয়ম্‌, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার শ্রীবিল্লিপতুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর।

রাজাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫১২ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে রত্নাগিরি ও সঙ্গমেশ্বর, পূর্ব্বে কোল্‌হাপুর, দক্ষিণে বিজয় দুর্গের খাঁড়ি ও পশ্চিমে আরব্যোপসাগর। বিজয় দুর্গ হইতে মাছকান্দি নদী পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূল প্রায় ২০ মাইল। সহ্যাদ্রিশৈলের অনসকুড়া ও কাজির্দা নামক গিরিসঙ্কট এই উপবিভাগে অবস্থিত। জৈতাপুর বন্দর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। বিজয়দুর্গ খাঁড়ি দিয়া বরাবর রাজাপুর নগরে নৌকাপথে যাওয়া যায়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬° ৩৯´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৩´ ২০´´ পূঃ। কোঙ্কণরাজ্যের মধ্যে এরূপ প্রাচীন সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগর আর দেখা যায় না। ইংরাজবণিক্‌ সম্প্রদায়ের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন কুটী এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান খানায় পরিণত হইয়াছে। নগরের দেড়মাইল দূরে কোদাব্রী নদীর বাঁধ দিয়া একটী বিস্তীর্ণ বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহা হইতেই নগরবাসীকে জল সরবরাহ করা হয়। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমান সেনাদল এই নগর জয় করে, তখন এই নগর জেলার প্রধাননগর বলিয়া গণ্য ছিল। ১৬৬০-৬১ ও ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী এই নগর ও ইংরাজের কুটী লুণ্ঠন করেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে অঙ্গ্রিয়ার হস্তে এখানকার শাসনভার অর্পিত হয়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পেশবা পুনরায় অঙ্গ্রিয়ার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের শাসনাধীন হইয়াছে।

রাজাপুর, যুক্তপ্রদেশের বান্দাজেলার একটী বাণিজ্যপ্রধান নগর। যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১২´ পূঃ। সরোনবাসী তুলসীদাস নামক জনৈক ধর্ম্মাত্মা সম্রাট্‌ অকবরশাহের রাজ্যকালে এই নগর স্থাপন করেন। তিনি এখানে একটী মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধুচরিত্র দেখিয়া অনেকে তৎকালে এখানে আসিয়া বাস করে। তাঁহার আদেশ ছিল, দেবতার প্রস্তরনির্ম্মিত গর্ভপীঠ বা মন্দির ভিন্ন কেহই এখানে পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিতে পারিবে না। এখানকার অধিবাসিগণ আজিও সেই আদেশ পালন করিয়া আসিতেছে। এমন কি, ধনবান্‌ মহাজনেরাও মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে কুণ্ঠিত হন না।

এখানে তুলার বিস্তৃত কারবার আছে। ঐ মাল নৌকাযোগে আলাহাবাদে নীত ও বিক্রীত হইয়া বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। কখন কখন গঙ্গাবক্ষে কাণপুর পর্য্যন্ত যায়। নৌকাপথ অপেক্ষা রেলপথে বাণিজ্যের সুবিধা হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের অনেক গোলযোগ কমিয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি বহুসংখ্যক মহাজন এই নগর পরিত্যাগ করিয়া রেবারাজ্যের অন্তর্গত সাতনাগ্রামে যাইয়া বাস করায় এখানকার বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু দেশের অন্তর্বাণিজ্যের অনেক সুবিধা বাড়িয়াছে। এখানে বৎসরে চারিবার মেলা হইয়া থাকে।

রাজামহেন্দ্রী, (রাজমহেন্দ্রী) ১ মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৮১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ। এখানকার তুলার সতরঞ্চ ও তামাক প্রসিদ্ধ।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ নগর, 'রাজমহেন্দ্রপুর' নামে হিন্দুরাজগণের সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। অক্ষা° ১৭° উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮১° ৪৮´ ৩০´´ পূঃ। গোদাবরী নদীর বামতীরে, সমুদ্র হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী।

এই নগরটী অতি প্রাচীন, ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা ও নির্ম্মাণকাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ বলেন—উৎকলরাজ এই নগর নির্ম্মাণ করেন, আবার কাহারও মতে চালুক্যরাজগণের যত্নে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এখানে কলিঙ্গদেশের একটী রাজধানী ছিল। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা এই স্থান দখল করেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরায় এই নগর পুনরুদ্ধার করিয়া উৎকলপতিকে ফিরাইয়া দেন। অতঃপর ৬০ বর্ষ পর্য্যন্ত হিন্দু অধিকারে ছিল। ১৫৭১ ও ৭২ খৃষ্টাব্দে দুইবার উপর্য্যুপরি এই নগর আক্রান্ত হয়। অবশেষে মুসলমানসেনাপতি রফৎ খাঁ দখল করেন। তৎপরে দেড়শত বর্ষ ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিয়াছিল। শেষের যুদ্ধে গোলকুণ্ডার অধিকারভুক্ত হইল। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগকে এই স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৭৫৪ হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানেই ফরাসীনায়ক বুসির সদরকাছারী ছিল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা দখল করিয়া লইলেও শীঘ্রই আবার ফরাসী অধিকারে আসে। কিন্তু এখানে থাকা বিশেষ সুবিধাজনক নহে বলিয়া ফরাসীরা এককালে এই স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যান। এখানে জজ ও সব্‌ কালেক্টারের কাছারী,

ডাকঘর, তারঘর, যাদুঘর, নানা গির্জ্জা, সুন্দর উদ্যান, উচ্চ-বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রধাননগরের উপযোগী সমস্তই আছে।

রাজাম্র (পুং) আম্রাণাং রাজা শ্রেষ্ঠত্বাৎ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। আম্রবিশেষ। পর্য্যায়—রাজফল, স্মরাম্র, কোকিলোৎসব, মধুর, কোকিলানন্দ, কামেষ্ট, নৃপবল্লভ। ইহার অপক্কফলগুণ—কোমল, কটু, অম্ল ও পিত্তদাহবর্দ্ধক। সুপক্ক গুণ—স্বাদু, মধুর, পুষ্টি, বীর্য্য ও বলপ্রদ। (রাজনি॰)

রাজাম্ল (পুং) অম্লানাং রাজা শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অম্লবেতস। (রাজনি॰)

রাজারাম, মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর পুত্র ও শম্ভাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। [মহারাষ্ট্র ও সাতারা শব্দ দেখ।]

রাজারাম, ১ শ্রৌতসিদ্ধান্ত প্রণেতা। ২ আচারকৌমুদী-র রচয়িতা। ৩ সপ্তশতীদংশোদ্ধার-প্রণেতা। ইঁহার উপাধি ভট্ট।

রাজারামপুর, বাঙ্গালার দিনাজপুরজেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে অনেকগুলি দেবালয় আছে।

রাজার্ক (পুং) অর্কাণাং রাজা শ্রেষ্ঠত্বাৎ। শ্বেতার্কবৃক্ষ, সাদা আকন্দ, পর্য্যায়—বসুক, অর্ক, মন্দার, গণরূপক, কাষ্ঠীল, সদাপুষ্প, অলর্ক, প্রতাপস। (শব্দরত্না॰)

রাজার্হ (ক্লী) রাজানমর্হতীতি অর্হ অণ্। ১ অগুরু। (ভাবপ্র॰) (ত্রি) ২ রাজযোগ্য।

"তথেদমুপপন্নং মে মৃগরূপস্য ধর্ষণম্।
রাজার্হাণি চ রত্নানি রত্নভাজো বয়ং ধ্রুবম্॥"
(গৌ: রামায়ণ ৪৮।৪২)

৩ কর্পূর। ৪ শালিধান্যবিশেষ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ জম্বুবৃক্ষ।

রাজার্হণ (ক্লী) ১ সম্ভ্রমসূচক উপহার। ২ রাজার দান।

রাজালাবু (স্ত্রী) অলাবূনাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। স্বাদুতুম্বী। চলিত—মিঠালাউ। পর্য্যায়—মহাতুম্বী, মধুরালাবুনী, শাকালাবু, তুম্বক, ভক্ষ্যালাবু, অলাবুনী, মিষ্টতুম্বী। ফলগুণ—বৃষ্য, কফপিত্তহর ও গুরু। (মদনবিনোদ)

রাজালুক (পুং) আলুনাং রাজা ততঃ স্বার্থে কন্। মহাকন্দ।

রাজাবর্ত্ত (পুং) রাজানং আবর্ত্তয়তি আনন্দয়তীতি আ-বৃত-ণিচ্-অণ্, যদ্বা রাজঃ শোভমানঃ আবর্ত্তো যত্র। উপরত্নভেদ। পর্য্যায়—নৃপাবর্ত্ত, রাজাত্যাবর্ত্তক, আবর্ত্তমণি, আবর্ত্ত। ইহার গুণ—মৃদু, স্নিগ্ধ, শিশির, পিত্তনাশক। এই মণি ধারণ করিলে বহুপ্রকার কল্যাণ হইয়া থাকে। ২ বিরাটদেশজাত হীরক, পর্য্যায়—বিরাটপ, রাজপট্ট। গুণ—কটু, তিক্ত, শিশির, পিত্তনাশক, প্রমেহ, ছর্দ্দি, ও হিক্কা নিবারক। (ভাবপ্র॰)

রাজাবলি (স্ত্রী) ১ রাজবংশাবলী। ২ রাজেতিহাস।

রাজা রাজবল্লভ সেন, ঢাকার স্বনামখ্যাত বৈদ্য রাজা। বৈদ্যবংশ মধ্যে রাজা শ্রীহর্ষ অতিশয় প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম পরগণা তাঁহার করায়ত্ত ছিল। তৎপুত্র কমল ও বিমল, বিমলসেনের পুত্র বিনায়ক সেন, তৎপুত্র ধন্বন্তরি সেন, তৎপুত্র গাণ্ডাই সেন, তৎপুত্র হিঙ্গু সেন। বিনায়ক সেনের আরও অনেক পুত্র সন্তান ছিল, তাহারা রাঢ়ীয় শাখার অন্তর্গত।

হিঙ্গুসেন রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া যশোরের অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বে ঐ স্থানের নাম ছিল ছুঁচহাটী। সেন মহাশয় আগমন করিয়া সেনহাটী নামে পরিচিত করেন। হিঙ্গুসেনাদির ছয় ভ্রাতার মধ্যে কেবল তিনিই পৈতৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"ষন্নাং মধ্যে হিঙ্গুসেনঃ কৌলীন্যে খ্যাতিমীয়িবান্।
রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্টনগরী মধ্যবাসকঃ॥"
(কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকা)

হিঙ্গুসেনের পুত্র উচলী, ডমন, বিকর্ত্তন, বলভদ্র, হল ও কমল সেন। এই সকল বংশে কেহ কুলীন ও কেহ মৌলিক নির্ণীত হন। বলভদ্রবংশীয়েরা পরে মৌলিক বলিয়াই পরিচিত।

বলভদ্র হইতে ষষ্ঠস্থানীয় যশশ্চন্দ্র সেন রাজপ্রদত্ত খান উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি ইটনাগ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। যশশ্চন্দ্র সেনের পুত্র গোবিন্দ সেন, তাঁহার পুত্র রামভদ্র ও বেদগর্ভ।

বেদগর্ভ সেন বিদ্যাভ্যাস জন্য বিক্রমপুরে আগমন করেন, পরে তথায় বিবাহ করিয়া দায়নীয়া গ্রামে বাস স্থাপন করেন। পরে উপার্জ্জন দ্বারা, দায়নীয়া, জপসা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম ক্রয় করিয়া লন। বেদগর্ভ সেনের প্রথম পুত্র নীলকণ্ঠ সেন জপসাতে যাইয়া বাস করেন, তদ্বংশে জপসার লালাবাবু ও 'ক্রোড়ী' উপাধিধারী ব্যক্তিগণ প্রাদুর্ভূত হন। বেদগর্ভের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ সেন দায়নীয়াতেই বাস করিতে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থস্থানীয় কৃষ্ণজীবন মজুমদার, দেবীদাস বসুর অধীনে ঢাকার কানুনগোর সেরেস্তার এক মোহরের নিযুক্ত হন। তাঁহার চারিপুত্র—১ম রাজারাম, ২য় ধনীরাম, ৩য় রাজবল্লভ ৪র্থ রামরাম। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজবল্লভের জন্ম হয়।

রাজবল্লভ শিশুকালে পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তাঁহারা কএকজন জপসাবাসী জ্ঞাতি ভ্রাতা দেওয়ান কৃষ্ণরামরায়ের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া অভ্যাস করেন। পরে রাজারাম বিক্রমপুর পরগণার তহশীলদারী প্রাপ্ত হন এবং রাজবল্লভ কানুনগো সেরেস্তায় মুহুরী নিযুক্ত হন (১৭১৭ খৃষ্টাব্দে)।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকার নাএবনাজিম হইলে যশোবন্ত রায় তাঁহার দেওয়ান হন। এই যশোবন্তের অনুগ্রহে রাজবল্লভ নাওরার একজন মোহরের কর্ম্ম লাভ করেন। তৎপরে সৈয়দরজী খাঁর পুত্র মুরাদ ঢাকার নাএবসুবাদার হইলে, তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া যশোবন্ত রায় কর্ম্মত্যাগ করেন।

সরফরাজ খাঁর রাজত্বাবসানে যখন আলীবর্দ্দী খাঁ নবাব হন, সেই সময়, নিবাইস মহম্মদ ঢাকার নাএব নবাব হন, কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদে থাকিয়াই স্বীয় প্রতিনিধি হুসেন কুলী দ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই মুরাদ আলীর অনুগ্রহে রাজবল্লভ পেস্কারের পদে উন্নীত হন।

এই সময় ঢাকায় হুসেনকুলী খাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র গোকুলচাঁদ পেস্কার (Collector-general and Commissary of the province of Dacca) হন। কিন্তু গোকুলচাঁদ স্বীয় প্রভু হোসেনকুলীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আলীবর্দ্দীর নিকট অভিযোগ করিলে হোসেনকুলী পদচ্যুত হন। শেষে আলীবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠতনয়া নিবাইস্ মহম্মদের পত্নী ঘাসেটি বেগমের সহায়তায় ও ভালবাসায় হোসেনকুলী আবার স্বীয় পদ লাভ করেন। তিনি হিসাবনিকাসের দায়িত্বে ফেলিয়া গোকুলচাঁদের সর্ব্বনাশ করিয়া তৎপদে রাজবল্লভকে নিযুক্ত করেন।

হুসেনকুলী রাজবল্লভের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন সহকারী পদে নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে রাজোপাধি আনাইয়া দেন।

ইহার কিছুদিন পরে নবাব আলীবর্দ্দী আপনার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া প্রিয় দৌহিত্র ও পোষ্যপুত্র সিরাজ্‌উদ্দৌলাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন। এদিকে ঘাসেটিবেগম আপন পোষ্যপুত্র আক্রমউদ্দৌলাকে মস্‌নদে বসাইবার জন্য সচেষ্ট থাকিলেন। সিরাজউদ্দৌলার আদেশে ঘাসেটিবেগমের প্রিয় হুসেনকুলী খাঁর হত্যাকাণ্ড সাধিত হইলে রাজবল্লভ নিবাইস্ মহম্মদের দেওয়ান হইলেন। নিবাইস্ মহম্মদ অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেন, সুতরাং ঐ সময়ে তাঁহার সহকারী রাজবল্লভই ঢাকায় একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন।

এস্থলে প্রয়োজন বোধে একটী কথা লিখিতেছি—অর্মি বলেন, রাজবল্লভ নিবাইসের পত্নী ঘাসেটীবেগমের সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন, তাহা কখনই হইতে পারে না। সাএর মুতাক্ষরীণকার হুসেনকুলী সম্বন্ধেই ঐরূপ দোষারোপ করিয়াছেন।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, রাজবল্লভ নিবাইসের প্রতিনিধি বা নাএবস্বরূপে ঢাকায় যথেষ্ট প্রজাপীড়ন ও বিদেশীয় বণিক্‌দিগের উপর জুলুম আরম্ভ করিলেন (১৭৫৫খৃঃ)। তিনি ইংরাজ ও ফরাসী বণিক্‌দিগের নিকট হইতে জুলুম করিয়া ৪৩০০৲ টাকা আদায় করেন।* অল্পদিন মধ্যে তাঁহার এতদূর প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে সাধারণে "নবাব" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এ সময়ে মীর আবুতালেব কৃষ্ণদাসের নাএবস্বরূপে বিদেশীয় বণিক্‌দিগের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন করেন। তাঁহার আদেশে একজন সম্রান্ত ওলন্দাজ-বণিক্ কারারুদ্ধ হইয়াছিল।

নিবাইসের মৃত্যুর পর রাজবল্লভ ঘাসেটিবেগমের সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শদাতা ছিলেন। এ কারণ তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে থাকিতে হইয়াছিল। বেগমের পক্ষ হইতে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছিল। যখন বেগমসাহেব দেখিলেন, আলীবর্দ্দীর আর জীবনের আশা নাই, তখন তিনি মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া স্বদল ও দশসহস্র সৈন্যসহ নগরের একক্রোশ দক্ষিণে মতিঝিলের বাগানে ছাউনী করিলেন।

উদ্যোগ দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল যে, বেগম সাহেবেরই জয় হইবে। রাজবল্লভ যুদ্ধবিদ্যা জানিতেন, জয় পরাজয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত তাহা বুঝিতেন। তিনি লোকের কথায় কাণ দিলেন না। যুদ্ধে পরাজয় হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সিরাজ-উদ্দৌলার হস্তগত হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি আপন মধ্যম পুত্র কৃষ্ণদাসকে অনুমতি করিলেন যে, তুমি সমস্ত সম্পত্তিসহ কলিকাতায় যাইয়া ড্রেক সাহেবের আশ্রয়ে থাক। কৃষ্ণদাস জগন্নাথদর্শনে যাওয়ার ছলে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সে সময় ইংরেজেরা সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র ছিলেন। দুর্গ প্রস্তুত করিতে বা সৈন্য রাখিতে তাঁহাদের অধিকার ছিল না। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী-গবর্ণর ডিউপ্লে প্রদেশীয় রাজা বা সুবাদারদিগের আত্মকলহ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের যে প্রয়াস পাইতেছিলেন, সে সময় ইংরেজ বণিকেরাও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার সুবাদারের গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত দেখিয়া ইংরাজেরা কোনও এক পক্ষাবলম্বনে প্রয়াসী ছিলেন। এমন সময় রাজবল্লভ কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেবকে অনুরোধ করিলেন যে, আপনি আমার পুত্রকে কলিকাতায় আশ্রয় দেওয়ার জন্য ড্রেক্ সাহেবকে লিখুন। ঘাসেটিবেগমের পক্ষই যে প্রবল হইতেছিল এই বিষয় ওয়াট্‌স্ সাহেব অবগত ছিলেন। তিনি অবিলম্বে রাজবল্লভের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ড্রেক সাহেবকে তদনুযায়ী পত্র লিখিলেন।

* Selection from the Records Govt. of India.

এই সময়ে ড্রেক্ সাহেব বায়ুসেবনের জন্য বালেশ্বরে ছিলেন, কিন্তু কৌন্সিলের অপরাপর সাহেবেরা কৃষ্ণদাসকে স্থান দান করাই উচিত নির্দ্ধারণ করিলেন। ইহার কএক দিন পরেই কৃষ্ণদাস কলিকাতায় পৌছেন, অমির্চাদ অতি যত্ন-সহকারে তাঁহাকে নিজ বাটীতে স্থান দিলেন। কৃষ্ণদাসকে যে কলিকাতার সাহেবেরা আশ্রয় দিয়াছেন,এই কথা অচিরেই সিরাজ-উদ্দৌলার কর্ণগোচর হইল। তখনও আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয় নাই। কাশিমবাজারের কুঠীর ডাক্তার ফর্থ সাহেব আলীবর্দ্দীর চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। ফর্থ সাহেবের সাক্ষাতে সিরাজ-উদ্দৌলা একদিন আলীবর্দ্দীকে বলিলেন,— "পিতঃ! ইংরাজেরা বেগমের সহিত যোগ দিয়াছে।" ফর্থ সাহেব একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। সিরাজ উদ্দৌলা পুনরায় বলিলেন যে, আমি ইহা প্রমাণ করিতে পারি। যাহা হউক, আলীবর্দ্দী ইংরাজদিগের তাৎকালিক সৈন্য, কুঠী বা দুর্গ, যুদ্ধজাহাজ, ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধসম্ভাবনা প্রভৃতি সম্বন্ধে ফর্থ সাহেবকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ও সেই সব কথার উত্তর পাইয়া সিরাজ-উদ্দৌলাকে বলিলেন, আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। ফর্থ সাহেব আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। আলীবর্দ্দী সিরাজউদ্দৌলাকে বলিলেন যে, তুমি যদি য়ুরোপীয় বণিক্‌দিগকে দমন করিতে না পার, তবে এ রাজ্য তোমার স্থায়ী হইবে না; সকলের আগেই ইংরাজ বণিক্‌দিগকে দমন করা আবশ্যক। এই ঘটনার কিছু দিন পরে আলীবর্দ্দীর মৃত্যু ঘটে ও সিরাজ-উদ্দৌলা বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন। সিরাজ-উদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেদিনীপুরের রাজা ও দৌত্যবিভাগের অধ্যক্ষ রামরাম সিংহের ভ্রাতাকে পত্র দিয়া কলিকাতায় ড্রেক সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লেখা ছিল যে, কৃষ্ণদাসকে অগোণে পত্র-বাহকের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল তারিখে তিনি কলিকাতায় পৌছেন। কৃষ্ণদাসকে নবাবের লোকের হস্তে অর্পণ করা যাইবে কি না? এ বিষয় স্থির করিবার জন্য সাহেবেরা সভা আহ্বান করেন। অমির্চাদও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নবাবের আজ্ঞা অবহেলা করিলে যে বড় বিপদে পড়িতে হইবে, সে কথা তিনি সাহেবদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সহিত বেগমের ঝগড়া তখনও মীমাংসা হয় নাই, সুতরাং যে স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহারা বেগমের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, বেগমের বলাবল ও জয় পরাজয় না বুঝিয়া কৃষ্ণদাসকে সহসা হাত ছাড়া করা তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। নবাবের পত্রবাহক অতি সম্ভ্রান্ত হইলেও তাঁহাকে নবাবের প্রেরিত লোক বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিল না, বরং তাঁহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দেওয়া হইল। সাহেবেরা জানিতেন যে, সিরাজউদ্দৌলা এ ঘটনা শুনিলে অত্যন্ত চটিয়া উঠিবেন। একারণ তাঁহারা ওয়াট্‌স্ সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, নবাব রাগান্বিত হইয়া তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট না করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তিনি যেন যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন। সিরাজউদ্দৌলা সমস্তই জানিতে পারিলেন। তখনও বেগমের সহিত তাঁহার বিরোধের কোন মীমাংসা হয় নাই। সুতরাং সামান্য বণিক্ সম্প্রদায় দ্বারা অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াও তিনি আর কোন বাক্যব্যয় করিলেন না।

কিছুদিন পরে আলীবর্দ্দীর বিধবা বেগমের চেষ্টায় ঘসেটি বেগমের সহিত সিরাজউদ্দৌলার ঝগড়া মিটিয়া গেল। এদিকে ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা কলিকাতার কুঠীস্বরূপ দুর্গসংস্কারে ব্যাপৃত হইলেন। সিরাজউদ্দৌলা সকতজঙ্গকে দমন করিবার জন্য পূর্ণিয়ায় যাত্রা করিয়াছেন, পথি মধ্যে চরমুখে ইংরাজদিগের দুর্গসংস্কারের সংবাদ শুনিতে পাইয়া তিনি অমনি ড্রেক সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আপনারা দুর্গসংস্কারের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকুন, দুর্গের যে অংশ সংস্কার বা নূতন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলুন ও কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে অবিলম্বে সমর্পণ করুন। ড্রেকসাহেব দুর্গ-সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া নবাবের পত্রের উত্তর দিলেন। ১৭ই মে তারিখে নবাব ড্রেক সাহেবের পত্র পান। তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরেজদিগকে দমন করিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ইংরেজেরা দমিত হইল। কৃষ্ণদাস ও অমির্চাদ নবাবের সমক্ষে আনীত হইলে তিনি অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন।

সিরাজের দুর্ভাগ্যক্রমে ও তাঁহার প্রধান রাজপুরুষগণের ষড়্‌যন্ত্রে নবাব অল্পদিন মধ্যেই রাজ্য হারাইলেন।

'অহিফেনসেবী মীরজাফর বঙ্গসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি রাজবল্লভকে উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ জানিতেন, এইজন্য তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে এবং তৎপুত্র রাজা কৃষ্ণদাসকে ঢাকার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় সম্রাট্ (শাহ আলম) রাজবল্লভকে 'মহারাজ রাজবল্লভ রায়রাঁইয়া সমারজঙ্গ বাহাদুর' উপাধিসহ তরবারি পুরস্কার প্রদান এবং মুঙ্গেরের সুবাদারী পদে নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে কৃষ্ণদাস ঢাকার শাসনকার্য্যে ও রাজবল্লভ

মুঙ্গেরের সুবাদারীপদে নিযুক্ত হইয়া সুচারুরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরে মীরজাফর কৃষ্ণদাসকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়া মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। কিছুকাল পরে রাজা রামনারায়ণ কর্ম্মচ্যুত হইলেন। মীরজাফর রাজবল্লভের ৩য় পুত্র গঙ্গাদাসকে ঐ পদ অর্পণ করিলেন।

মীরজাফরের রাজত্বসময়েও বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের অনেকটা প্রতিপত্তি হইয়াছিল। রাজবল্লভ গুপ্তমন্ত্রণার একজন অংশী ছিলেন। তৎ[illegible]র কোনও রাজকীয় কাগজে দেখা যায় যে, মীরণ ও রাজবল্লভ ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। যাহা হউক, নবাব মীর কাসিমের শেষাবস্থায় রাজবল্লভ একপ্রকার বন্দিভাবে মুঙ্গেরে ছিলেন।

মীর কাসিম পলায়মান সৈন্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার মনস্থ করিলেন এবং সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি রাজা রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস এবং অন্যান্য অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী (থলে) বদ্ধ করিয়া মুঙ্গেরের নিকট নদীতে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন।

এইরূপে রাজবল্লভ ৬৫ বৎসর বয়সে ১১৭০ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে সোমবার সন্ধ্যাকালে মুঙ্গেরের সন্নিহিত ভাগীরথী-জলে প্রিয়পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজবল্লভের মৃত্যুর পর তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে জমিদারী পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়। জমিদারীর আয় চৌদ্দলক্ষ টাকা ছিল। রাজবল্লভের ১ম পুত্র রামদাস ও ৪র্থ পুত্র রতনকৃষ্ণ পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং তাঁহাদের দত্তক পুত্রগণ জমিদারীর অংশ পাইলেন না, কেবল ভরণ-পোষণের জন্য প্রত্যেকের মাসিক ৫০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়।

রাজা কৃষ্ণদাস বাহাদুরের তিন পুত্র (রাজকৃষ্ণ, হৃদয়কৃষ্ণ ও রমণকৃষ্ণ) জমিদারীর এক অংশ পান। প্রাণকৃষ্ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন, তাঁহার বিধবা পত্নী যে কাশীচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, তিনি জমিদারীর অংশ পান নাই। রাণীদিগের ও দত্তকপুত্রদিগের পেন্সন অনাদায় থাকাতে যে মোকদ্দমা ও পরে বাটোয়ারা হয়, তাহাতেই ক্রমে ক্রমে জমিদারীর অধিকাংশই নিলাম হইয়া যায়।

দেওয়ান রামদাসের চরিত্র সম্বন্ধে অদ্যাপি ঢাকাতে কতকটা অপবাদ শুনা যায়, কিন্তু রাজকার্য্যে ও সাধারণের হিতকর কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা ছিল। তিনি তালতলার নিকটবর্ত্তী মেঘনা হইতে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রাচীন কালীগঙ্গা পর্য্যন্ত এক খাল খনন করাইয়া সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করেন। তালতলার কালীও তৎপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যায়।

রাজবল্লভের মৃত্যুর পর তাঁহার ৩য় পুত্র গঙ্গাদাস কিছু দিন রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে, রাজার ৫ম পুত্র রায় গোপালকৃষ্ণ কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে কার্ত্তিকপুরের জমিদারী দখল উপলক্ষে তত্রত্য মুন্সীবংশীয় মুসলমান জমিদারগণ সহ এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রায় সহস্রাধিক লোক হত হইয়াছিল। রাজপক্ষ জয়ী হইয়া জমিদারী দখল করেন। প্রবাদ, এই অপরাধে প্রথম ইংরাজরাজত্বে রায় গোপালকৃষ্ণের ২॥ আড়াই ঘণ্টা মেয়াদ হয়।

রাজবল্লভবংশের অধঃপতনের পর নাওয়ারার দেওয়ান রায় মৃত্যুঞ্জয়বংশ রাজনগরে বিশেষ প্রবল হন। প্রকৃত-প্রস্তাবে শেষ সময়ে তাঁহারাই রাজনগরের মানসম্ভ্রম রক্ষা করেন। রায় মৃত্যুঞ্জয় কুরাশী গ্রামে অনেক শিবলিঙ্গ, মঠ-প্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণী খনন করেন। কীর্ত্তিনাশা নদীদ্বারা রাজনগর ভগ্ন হইলে, রাজবল্লভের বংশ পালং থানায় এবং রায় মৃত্যুঞ্জয়ের সন্তানেরা কুরাশীগ্রামে আসিয়া বাস করেন।

এই সময় মধ্যে, দায়নীয়া গ্রামে বহু শত অট্টালিকা-নির্ম্মাণ ও সরোবর খনন করাইয়া উহার নাম রাজনগর রাখা হয়। নবরত্ন রাজবল্লভের পিতার সময়ে, শতরত্ন রাজবল্লভের সময়ে ও একুশরত্ন রায় গোপালকৃষ্ণের সময়ে নির্ম্মিত হয়।

এতদ্ভিন্ন রাজসাগর, মহাসাগর ও রাণীসাগর প্রভৃতি দীর্ঘিকা রাজবল্লভকর্ত্তৃক, কৃষ্ণসাগর তৎপুত্র কৃষ্ণদাস এবং শুকসাগর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয় কর্ত্তৃক খানিত হয়। রাজা রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, ইহাতে যে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তাহা অনুমানে নির্ণয় করা যায় না।

রাজবল্লভ বৈদ্যবংশে একজন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ লোক ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দী বা তৎপরে এইরূপ লোক আর কেহ এই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রাজবল্লভ সমগ্র বঙ্গের বৈদ্যসমাজপতি ছিলেন। শ্রীখণ্ডের ভূতনাথদেবের মন্দির তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। কাশী বাঙ্গালীটোলায় তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বহু বৃত্তি, ব্রহ্মত্র, দেবত্র ও লাখেরাজ তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। রাজবল্লভের প্রায় অধিকাংশ জমিদারী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের নামে ছিল। বাসুদেবের নামেও কতক তালুক ছিল।

বাখরগঞ্জজেলার পরগণে বোজেরগো উমেদপুর ও সিলেমাবাদের ৷৶৬ অংশ আগাবাখরের জমিদারী ছিল, বিদ্রোহ অপরাধে তাহার ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আগা-সেন্দির জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইলে, বোজেরগোউমেদপুর ও সিলেমাবাদ রাজবল্লভের হস্তগত হয়। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকপুর, সুজাবাদ, বিক্রমপুর ও ঢাকা জালালপুর মধ্যে বহু স্থান তাঁহার

অধিকারে আসে। এইরূপে সদর রাজস্ব বাদ নয়লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। রাজবল্লভ পণ্ডিত-পোষক ছিলেন, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্ত ও কবি রামচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। বহু দেবতা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনগরের দেবসেবার জন্য কতক দেবত্র সম্পত্তি রাখিয়া যান, তদ্দ্বারা এ পর্য্যন্ত সেবার কার্য্য চলিতেছে।

রাজা রাজবল্লভ একজন কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। সহজেই অপরের মন হরণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল, এই গুণেই তিনি সামান্য মুহুরী হইতে ঢাকার একপ্রকার অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী রাজনগরে ছিল। তিনি যে সকল সুরম্য হর্ম্ম্য ও দেবকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রবলতরঙ্গা পদ্মা যদি সে সমস্ত গ্রাস করিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি পূর্ব্ববাঙ্গালার অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত, সন্দেহ নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি নাশ করিয়া পদ্মা এখানে "কীর্ত্তিনাশা" নাম লাভ করিয়াছে।*

রাজা রাজবল্লভের অসাধারণ উন্নতির সহিত তাঁহার নিজ সমাজসংস্কারেরও যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। সেই সময়ের ঐতিহাসিক ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, রাজা রাজবল্লভ নানা স্থানের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবস্থা লইয়া বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে যজ্ঞসূত্র প্রবর্ত্তন করেন।† তদুপলক্ষে তাঁহার মুর্শিদাবাদের বাটীতে একটী বড় পণ্ডিতসভা অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমাজে উন্নতি বিধান করিয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যসমাজে সমাজপতি হইয়াছিলেন। শুনা যায়, তাঁহার এক বালবিধবা কন্যার দুরবস্থা দেখিয়া তিনি বঙ্গসমাজে অক্ষতযোনি বালবিধবার বিবাহপ্রথা প্রচলনের জন্য সকল পণ্ডিতের ব্যবস্থা লইয়াছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বিরোধী হওয়ায় তাঁহার এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই।‡

রাজা রাজবল্লভ সোম, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় এক জন মহামান্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বঙ্গের নাএবসুবাদার মহারাজ জানকীরামের পৌত্র ও উড়িষ্যার একতম সুবেদার মহারাজ দুর্লভরামের পুত্র। সিরাজের সিংহাসন লাভের পূর্ব্বে তিনি প্রথমে সুবাদারের "বক্সি" (Paymaster-General of the forces) পদ লাভ করেন। তৎপরে সিরাজউদ্দৌলার সময়ে তিনি "রায়রাঁয়া" (Financial Minister) ও খালসার মুদ্রাধিকারি-(Comptroller-general) পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি সিরাজুউদ্দৌলার নিকট মুর্শিদাবাদ্ জেলা জায়গীর পাইয়াছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানির প্রথম রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় রাজা রাজবল্লভ লর্ড ক্লাইবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পলাসীযুদ্ধের পর রাজবল্লভ কলিকাতায় সুতানুটীর অন্তর্গত বাগবাজারে আসিয়া বাস করেন। এখানে তিনি যে স্থানে বাস করিতেন ও যেখানে তাঁহার বৃহৎ রাজভবন ছিল, তাহা এখন "রাজবল্লভপাড়া" বলিয়া গণ্য। তাঁহার নামানুসারে "রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট্" ও "রাজা রাজবল্লভের ঘাট" এখনও সর্ব্বজনপরিচিত।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নানা কার্য্যে সাহায্য করায় লর্ড ক্লাইব তাঁহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি আপন পদমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া সেই পারিতোষিক অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার সময়ে তিনিই পদমর্য্যাদায় রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে এখানে বঙ্গের সকল প্রধান প্রধান রাজা ও জমিদার উপস্থিত থাকিলেও শ্রাদ্ধসভায় মহারাজ রাজবল্লভই শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ করেন।

১২০৫ বঙ্গাব্দে রাজবল্লভের মৃত্যু হয়, তাহার তিনবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা মুকুন্দবল্লভের মৃত্যু ঘটে। মুকুন্দবল্লভের পত্নী রাণী জয়মণি রাজা গৌরবল্লভকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই গৌরবল্লভের পুত্র রুক্মিণীবল্লভ। রাজা রাজবল্লভ রায় ২০ কুড়িলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা গৌরবল্লভকে কেবল বার্ষিক লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি বৃত্তিস্বরূপ দেন, তাহাও পরে নানা দুর্ঘটনায় ও মোকদ্দমায় ক্রমেই নষ্ট হইতে থাকে। এক্ষণে রাজবল্লভের বংশধরগণের অবস্থা অতি শোচনীয়।

রাজালী খাঁ ফরুখী, খান্দেশের অনেক মুসলমানশাসনকর্ত্তা। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতা ২য় মীরণ মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। এই সময়ে মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তভূমে স্বীয় শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। রাজা আলী খাঁ সম্রাট্ অকবর শাহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ লক্ষ্য করিয়া বংশের সম্মানবর্দ্ধক রাজোপাধি পরিত্যাগ করেন এবং সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীন হন। এই সময়ে তিনি মোগল-সম্রাট্কে প্রভূত পরিমাণে ধনরত্ন উপঢৌকন দান করেন। আম্মদনগর-

* চাঁদরায়, কেদার রায় ও নওপাড়ার চৌধুরীগণের কীর্ত্তি নাশ করিয়া পদ্মার নাম কীর্ত্তিনাশা হয়।

† Ward's on Hindoos.

‡ নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের অমত হওয়ায় কার্য্য হয় নাই।

রাজ ২য় বুর্হান্ নিজাম শাহের মৃত্যুর পর ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ মীর্জ্জা মুরাদ ও বৈরাম খাঁর পুত্র মীর্জা খান্খানান্ দাক্ষিণাত্যবিজয়ে যাত্রা করিলে রাজালী খাঁ তাঁহাদের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আহ্মদনগর-সেনাপতি সুহিল খাঁর সহিত খান্খানের যুদ্ধকালে বারুদের পাত্রে আগুন লাগায় ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজাবাসা, সিংহভূমজেলায় অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

রাজাবোরাড়ী, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার দক্ষিণস্থ একটী বনপ্রদেশ। পূর্ব্বে সাউলীগড় হইতে পশ্চিমে কালীভীৎ ও মকরাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১৬০ বর্গ মাইল।

রাজাশাঁসী, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত অজনাল তহসীলের একটী নগর। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা সংগীজাট কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। তদবধি প্রতিষ্ঠাতার নামেই এই নগর সাধারণে পরিচিত রহিয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা কীর্ত্তি ও রণজিৎ সিংহ সিন্ধিয়ান্বালিয়া মিশলের পূর্ব্বপুরুষ। এখনও এখানে ঐ সিন্ধিয়ান্বালিয়া-বংশের বাস আছে এবং তাঁহাদের যত্নেই নগরে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। শিখশাসন-সময়ে এই বংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। তদবধি এখানকার সর্দ্দারবংশ ৩৬টী গ্রামের জায়গীর ভোগ করিতেছেন। সর্দ্দার বক্সিস্ সিংহ (১৮৮৫ খৃঃ) স্বীয় জায়গীর মধ্যে ডেপুটী-কমিসনরের ন্যায় ক্ষমতাশালী।

রাজাশ্ব (পুং) বৈদিকযুগপ্রসিদ্ধ তেজস্বী অশ্ববিশেষ।

রাজাসন (ক্লী) সিংহাসন। রাজার যোগ্য শ্রেষ্ঠ আসন।

রাজাসন্দী (স্ত্রী) সোম রাখিবার কাষ্ঠনির্ম্মিত চৌকী।

রাজাহি (পুং) অহীনাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। দ্বিমুখসর্প, পর্য্যায়—দ্বিমুখাহি, বিলাবাসী, বিষায়ুধ, অহীরণি।

রাজাহ্ব (ক্লী) ১ কর্ণিকারফল, চলিত কলিকা, চীনের করবীফল। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রাজাদনীবৃক্ষ। ৩ শ্বেতার্কবৃক্ষ।

রাজি (স্ত্রী) রাজতে ইতি রাজ (বসিবপিযজিরাজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। ১ শ্রেণী। ২ রেখা। (মেদিনী) (পুং) ৩ আয়ুপুত্রবিশেষ, ইনি ঐলের পৌত্র।

"নহুষো বৃদ্ধশর্ম্মাণং রাজিংগয়মনেনসম্।
ক্ষত্তানবীয়ুতানেতানায়োঃ পুত্রান্ প্রচক্ষতে॥"
(ভারত ১।৩৫।২৫)

রাজিকা (স্ত্রী) রাজতে যা রাজ-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। ১ কেদার। ২ রাজসর্ষপ। ৩ রেখা। ৪ পংক্তি। ৫ কৃষ্ণসর্ষপ, ইহার পর্য্যায় ক্ষব, ক্ষুধাভিজনন, আসুরী, কৃতাভিজনন, অসুরী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাত, প্লীহা, শূল, কফ, গুল্ম, কৃমি ও ব্রণনাশক। ইহার তৈলগুণ—তীক্ষ্ণ, বাতাদিদোষনাশক, শীতল, যুক ও কণ্ডুঘ্ন, কেশবর্দ্ধক ও ত্বগ্‌দোষনাশক। ইহার পত্রগুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমি, বাত, কফ ও কণ্ঠাময়নাশক, স্বাদু ও অগ্নিবর্দ্ধক। (রাজনি॰)
৬ পরিমাণবিশেষ, মরীচ্যাত্মকপরিমাণকে রাজিকা কহে।
"তাভিঃ ষড়্ভিশ্চ রাজিকা" (পর্য্যায়প্র॰)
৭ ক্ষুৎক্ষোহ্বয়। ৮ ক্ষুদ্ররোগভেদ, চলিত ঘামাচি।

রাজিকাফল (পুং) রাজিকায়াঃ ফলমিব ফলমস্য। গৌরসর্ষপ।

রাজিকাহ্বা (স্ত্রী) রাজিকানামক ক্ষুদ্ররোগভেদ; ইহার লক্ষণ—

"ঘর্ম্মস্বেদপরীতেঽঙ্গে পিটিকাঃ সরুজোঘনাঃ।
রাজিকাবর্ণসংস্থানপ্রমাণা রাজিকাহ্বয়া॥"
(বাভট উত্তরস্থ॰ ৩১ অঃ)

ঘর্ম্ম ও স্বেদাদি দ্বারা অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে পীড়কা হয়, এই পীড়কা অতিশয় ঘন ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে, এই পীড়কাসমূহের বর্ণ ও আকৃতি রাজিকা অর্থাৎ সর্ষপের ন্যায় হয়, এই জন্য ইহার নাম রাজিকাহ্বয়া। ইহাকে চলিত কথায় ঘামাচি বলে।

রাজিচিত্র (পুং) রাজিমচ্ছর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা॰ ৪ অ॰)

রাজিফলা (স্ত্রী) রাজীভূতানি শ্রেণিবদ্ধানি ফলানি যস্যাঃ। চীনাকর্কটী। (রাজনি॰)

রাজিমৎ (পুং) ভৌমসর্পভেদ। (বাভট উত্তর॰ ১৬ অ॰) ২ রাজিবিশিষ্ট।

রাজিল (পুং) রাজী রেখাস্ত্যস্যেতি রাজিসিধ্মাদিত্বাৎ লচ্, যদ্বা রাজিং লাতি লা-ক। ডুণ্ডুভসর্প, ঢোঁড়াসাপ।

"কিং মহোরগবিসর্পিবিক্রমো
রাজিলেষু গরুড়ঃ প্রবর্ত্ততে।" (রঘু ১১।২৭)

রাজিলফলা (স্ত্রী) এর্ব্বারুকভেদ। (বৈদ্যকনি॰)

রাজী (স্ত্রী) রাজি-কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ নিচ্ছিদ্রপঙ্ক্তি। ২ শ্রেণী। ৩ রাজিকা। ৪ রক্তবর্ণসর্ষপ। (রাজনি॰)

রাজী (আরবী) স্বীকৃত। অনুমোদিত।

রাজীক (পুং) জাতিবিশেষ।

রাজীনামা (পারসী) স্বীকারপত্র।

রাজীফল (পুং) রাজীভূতানি শ্রেণিবদ্ধানি ফলানি যস্য। ১ পটোল। (রাজনি॰) ২ তিক্তপটোল। (বৈদ্যকনি॰)

রাজীমতী (স্ত্রী) লিঙ্গনাশরোগের উপদ্রববিশেষ।

"রাজীমতী দুর্ভ্রনিচিতা শালিশূকাভরাজিভিঃ।"
(বাভট উত্তরস্থা॰ ১৪ অ॰)

রাজীল (পুং) রাজসর্ষপ। (বৈদ্যকনি॰)

রাজীব (ক্লী) রাজীদলশ্রেণিরস্ত্যস্যেতি রাজী (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৫।২।১০৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ব। ১ পদ্ম।

উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥"
(কুমার ৩।৪৫)

(পুং) ২ হরিণভেদ। যে হরিণের চারিদিকে শ্রেণীর ন্যায় চিহ্ন থাকে, তাহাকে রাজীব কহে।

"রাজীবস্তু মৃগো জ্ঞেয়ো রাজীভিঃ পরিতো বৃতঃ।"(ভাবপ্র॰)

৩ বৃহৎ মীনভেদ। মনুতে লিখিত আছে যে এই মৎস্য হব্যকব্যে ভক্ষণ করিবার বিধান আছে।

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।

রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥" (মনু ৫।১৬)

৫ হস্তী। ৬ সারসপক্ষী। (ত্রি) রাজোপজীবী। (অজয়)

রাজীবলোচন (ত্রি) রাজীবে ইব লোচনে যস্য। পদ্মচক্ষুঃ।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত-লেখক। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থখানি লণ্ডননগরে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থখানি প্রাচীন খাঁটি বাঙ্গালায় লিখিত। ইহাতে ইংরাজী প্রভাবের আভাস মাত্র নাই।

রাজীবিনী (স্ত্রী) পদ্মভেদ। (Nelumbium Speciosum)

রাজেন্দ্র (পুং) রাজসু ইন্দ্র ইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ। ১ রাজশ্রেষ্ঠ। ২ মণ্ডলেশ্বর হইতে দশগুণ অধিক রাজা।

"চতুর্যোজনপর্য্যন্তমধিকারো নৃপস্য চ।

যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ।

তস্মাদ্দশগুণো রাজা রাজেন্দ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ ৮ অ॰)

৩ রাজগিরাশাক। (বৈদ্যকনি॰)

রাজেন্দ্র, জনৈক কবি। ভোজপ্রবন্ধে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজেন্দ্র গোঁসাই, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বি-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-বিশেষের জনৈক প্রধান আচার্য্য। তিনি সর্ব্বদাই নগ্নবাস হইয়া নানা স্থানে বিচরণ করিতেন। তাঁহার মন্ত্রশিষ্যগণ গুরুর অনুকরণে বাসত্যাগ করিয়াছিল এবং সকলেই আপনাদের আচার্য্যকে দেবতা জ্ঞান করিত। এই নাগা সন্ন্যাসিদল সুবিধা পাইলে দেশলুণ্ঠন ও যুদ্ধাদি করিতে কুণ্ঠিত হইত না। মোগলসম্রাট্ আহ্মদশাহ নবাব সফদর জঙ্গকে উজীর পদচ্যুত করিলে মন্ত্রিবর এই সন্ন্যাসিদলের সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ২০এ জুন তারিখে সম্রাট্ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে রাজেন্দ্রের মৃত্যু ঘটে।

রাজেন্দ্রচোল (উপাধি মধুরান্তক পরকেশরীবর্ম্মন্) সূর্য্য-বংশীয় একজন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী রাজা। সূর্য্যবংশীয় ১ম রাজরাজের পুত্র। ১০০২ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিরুমল প্রভৃতি নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার ১২শ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে ইডৈতুর, বনবাসী, কোল্লিপাক, মন্নৈক্কড়ক্কম্, ঈড়মণ্ডল (চেড় বা পাণ্ড্যরাজ্য), চালুক্যপতি জয়সিংহকে পরাজয় করিয়া ইড়টুপাড়ি, নবনেদিকুলের শৈল, বিক্রমবীরের অধিকারভুক্ত শক্করকোট্টম্, মদুরামণ্ডল, বেঞ্জি-নৈবীরে পঞ্চপল্লী, চন্দ্রবংশীয় ধীরতরকে পরাজয় করিয়া মাশুনিদেশ, ওড্রবিষয়, ব্রাহ্মণসমবেত কোশলদেশ, ধর্ম্মপালকে পরাজয় করিয়া দণ্ডভুক্তি (বিহার), রণশূরকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বদিক্‌প্রসিদ্ধ দক্ষিণরাঢ়, গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়া বাঙ্গলাদেশ, সঙ্গকোট্ট (কোটিবর্ষ বা দেবকোটের) মহীপালকে পরাজয় করিয়া রণদুর্ম্মদ হস্তিসমূহ ও উত্তররাঢ় এবং নানা-তীর্থ-পরিশোভিত গঙ্গা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি সিংহল হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত দিগ্বিজয় করেন। পূর্ব্বচালুক্য-রাজ ১ম রাজরাজ ইঁহার জামাতা। ইঁহার কন্যার গর্ভেই মহাবীর রাজেন্দ্র-কুলোত্তুঙ্গ চোল দেব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃষসার সহিত চালুক্যরাজ বিমলাদিত্যের এবং ইঁহার ভগিনীর সহিত পল্লবরাজ বন্দ্যদেবের বিবাহ হয়। নানা শিলালিপি হইতে ইঁহাকে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে হয়।

রাজেন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য, ললিতারহস্য নামক তন্ত্র-গ্রন্থ-প্রণেতা।

রাজেন্দ্র দশাবধান ভট্টাচার্য্য, পিঙ্গলতত্ত্বপ্রকাশিকা-রচয়িতা।

রাজেন্দ্রদাস, মহাভারতের আদিপর্ব্বের পদ্যানুবাদক। ইনি প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ সমাপন করেন। অনু-বাদ ভাবপূর্ণ ও প্রাঞ্জল।

রাজেন্দ্র পাণ্ড্য, দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যবংশীয় দুইজন নরপতি। [পাণ্ড্যবংশ দেখ।]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (রাজা), বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত ২৪ পরগণার অন্তর্গত শুঁড়া-গ্রামের বিখ্যাত মিত্রবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা বড়িশার মিত্র ও মুখ্যকুলীন বলিয়া কায়স্থসমাজে পরিচিত।

গৌড়রাজের সভায় আগত কালিদাস মিত্র হইতে অধঃস্তন চতুর্দ্দশপুরুষ সত্যভাম মিত্র বড়িশায় আসিয়া বাস করেন। তদনন্তর ঐ বংশের একটী শাখা হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে গমন করেন। রাজেন্দ্রলালের পূর্ব্বপুরুষ তথা হইতে কলিকাতার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুরে, পরে মেছুয়াবাজার হইতে শুঁড়ায় যান।

উপরোক্ত সত্যভামের পৌত্র রামরাম মিত্র মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে দেওয়ান হন। তৎপুত্র অযোধ্যারাম সেই পদে থাকিয়া রায়বাহাদুর খ্যাতি লাভ করেন। অযোধ্যারামের

পৌত্র পীতাম্বর মিত্র দিল্লীদরবারে অযোধ্যার নবাব উজীরের পক্ষে উকীল থাকেন, পরে সম্রাটের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া রাজাবাহাদুর উপাধি এবং তিনহাজারী মনসবদারের পদ পান। এই সম্মানরক্ষার জন্য তিনি সম্রাটের নিকট হইতে দোয়াবের অন্তর্গত কড়াপ্রদেশ জায়গীরস্বরূপ লাভ করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীরাজ চৈৎসিংহ বিদ্রোহী হইলে তাহার দমনার্থ তিনি ইংরাজসেনাপতি পামারের সাহায্যার্থ তথায় গমন করেন। রামনগরদুর্গ অধিকারকালে তিনি রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ১৭৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮০৬খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র পিতার ধনরত্ন ও উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজা পীতাম্বর দিল্লীসরকারের কর্ম্ম পরিত্যাগকালে নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে বাকী হিসাবে ৯ লক্ষ টাকা পান। মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের সময় তাঁহার দুইলক্ষ কুড়ি হাজার টাকার কড়া জায়গীর হস্তচ্যুত হয়। বৃন্দাবনচন্দ্র ক্রমে পিতৃসম্পত্তি নষ্ট করিয়া কটক কলেক্টরির দেওয়ানী-পদ গ্রহণ করেন।

রামনগর লুণ্ঠনকালে রাজা পীতাম্বর কতকগুলি সংস্কৃত ও পারসী পুঁথি লইয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মগ্রহণের পর কলিকাতা মেছুয়াবাজারের বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া শুঁড়ার উদ্যানবাটিকায় বাস করেন। বৃন্দাবনচন্দ্রের যথেচ্ছব্যয়ে পৈতৃকসম্পত্তি এমন কি, মেছুয়াবাজারের বাটী পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জনমেজয় মিত্র পৈতৃকসম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত ও পারসিক পুথি পান। তাহা পাঠ করিয়া তিনি স্বীয় জ্ঞানোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অধ্যবসায়ে কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। Dr. Shoulbred নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট তিনি সর্ব্বাগ্রে কিমিয়বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বঙ্গবাসীই কিমিয়-বিদ্যাভ্যাসে আগ্রহপ্রকাশ করেন নাই।

জনমেজয়ের তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রলাল ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চমবর্ষে হাতে খড়ি দিয়া তাঁহাকে প্রথমে পারস্য বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হয়। তদনন্তর তিনি রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পারিবারিক গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করেন। তিন বৎসর কাল বাঙ্গালা ও পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিয়া তিনি পাথুরিয়াঘাটাস্থ খেম বসুর স্কুলে ইংরাজি শিখিতে যান। এই সময় অধিকাংশ সময় তাঁহার পিতৃস্বসার বাটীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। একাদশবর্ষে তিনি গৌরীশঙ্কর মিত্রের পুরাতন বাটীর সন্নিকটস্থ গোবিন্দ বসাকের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত প্লীহা ও কাসসংযুক্ত জ্বরে প্রপীড়িত হইয়া তিনি বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করেন এবং সেই বৎসর নবেম্বর মাসেই পঞ্চদশবর্ষে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ কলিকাতা মেডিকেলকলেজে প্রবেশ করেন। এ সময়েও তিনি গৃহে মিঃ কামেরণের নিকট শিক্ষাবিষয়ে সাহায্য পাইতেন। মেডিকেলকলেজে উত্তরোত্তর পারিতোষিক লাভ করায় এবং তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বারিকানাথ ঠাকুর নিজব্যয়ে তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিতে বাসনা প্রকাশ করেন; কিন্তু রাজেন্দ্রলালের পিতা এই সংবাদ কর্ণগোচর করিবামাত্র তাঁহার বিলাতযাত্রা বন্ধ করিয়া দেন এবং পুত্রকে তদ্দণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নাম কাটাইয়া আনেন।

ইহাতে ক্ষুণ্ণমনা হইয়া তিনি ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। আইন শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা সদর আদালতে ওকালতী করিবার অথবা মুনসফিতে নিযুক্ত হইবার জন্য আদেশ পান, কিন্তু তিনি সে পদের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া জজিয়তির জন্য পরীক্ষা দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার লিখিত উত্তর-পত্র হারাইয়া যাওয়ায় এবং ঐ পরীক্ষা পরবর্ত্তী বৎসর হইতে বন্ধ হওয়াতে তিনি আর দ্বিতীয় উদ্যম করেন নাই। এইরূপ ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় তিনি ঘৃণায় ব্যবহারশাস্ত্রের অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় জীবনাতিপাত করিবার মনস্থ করেন।

অতঃপর গৃহে থাকিয়া সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নবেম্বরমাসে কলিকাতায় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। এই পদে ১০ বৎসর কাল থাকিয়া তিনি জ্ঞানোপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা পান। ১৮৫৬ খৃঃ অঃ মার্চমাসে তিনি গবর্মেণ্ট ওয়ার্ডের ডিরেক্টার হন।

মেডিকেলকলেজে অধ্যয়নকালে সপ্তদশ বর্ষে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু ৫ বৎসর যাইতে না যাইতেই ঐ বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন।

ডাঃ রাজেন্দ্র লাল ইংরাজরাজের সাহায্যে পরিচালিত কোন বিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করেন নাই। গৃহে বসিয়া তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন এবং মেডিকেলকলেজে ফরাসী, লাটিন, গ্রীক ও এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে অবস্থানকালে কতক

কতক জর্ম্মণভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। Journal of the Asiatic society of Bengal নামক পত্রিকায় ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ অঃ তিনি সংস্কৃত 'কামন্দকীয়-নীতিসার' প্রকাশ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বিবিধার্থসংগ্রহ' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র ও পরে 'রহস্যসন্দর্ভ' নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উড়িষ্যার পুরাতত্ব (Antiquities of Orissa) প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থখানি সম্বন্ধে স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তাই লিখিয়াছেন—"Some relics of the past weeping over a lost civilization and extinguished grandeur"। ইহাতে স্থাপত্যবিদ্যা, ধর্ম্ম ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের যথেষ্ট প্রমাণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি "বুদ্ধগয়া" নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাতেও তিনি গবেষণাপূর্ণ যুক্তিবলে ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের কালনির্ণয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ভগ্নমন্দিরাদির নিদর্শন, শিলালিপি ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতিরও তিনি অনেক পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার প্রবল অনুরাগ সম্বন্ধে বৃটানিকার জীবনীলেখক লিখিয়াছেন,—"The distinction, which he won, both in Europe and in Asia for his ability, industry and research, was not the product of state-aided education, but of the spirit of enquiry infused into Indian Society by the private efforts of such scholars and statesmen as Sir William Jones, Lord Teignmouth. H. T. Colebrooke, Sir Charles Wilkins, Dr. H. H. Wilson and James Princep."

ভারতীয় প্রত্নতত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ডাঃ মাক্সমূলর, গার্সিন্ ডি টাসি, অধ্যাপক ফুসে, অধ্যাপক কুহ্ন্, মেয়ারডেরে, বেবার, বোথ্-লিঙ্ক, হোম্বি, রাফু, গুবার্নেথী, গোল্ডস্মিড্ট্, এগ্লিং, জন মুইর, আমারি, হার্ম্মানক্রখোস, কাউএল, এডওয়ার্ড টমাস্, হিরেটে, ডশন, ওব্রেক্ট, ডাঃ স্প্রেঙ্গার, ডাঃ হট, ব্রায়ান্, হডসন্, ডাঃ বুলার, ডাঃ কিল্‌হর্ণ ও ডাঃ বুর্ণেল প্রভৃতি প্রাচ্যপ্রত্নতত্বানুসন্ধিৎসুগণের সহিত তাঁহার ভারতীয় পুরাতত্ব সম্বন্ধে অনেক লেখা পড়া চলিয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি গবর্মেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অথবা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক বিদ্যাবিশেষের পারদর্শিতার জন্য কোন পারিতোষিক প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার এই অসামান্য জ্ঞানজ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে L.L.D. উপাধি দান করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের দিল্লীদরবারে লর্ড লিটন বাহাদুর রাজকীয় উপাধি ঘোষণাকালে ডাঃ রাজেন্দ্রলালকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে শোভিত করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সহকারি-সভাপতি-পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি হাঙ্গেরীস্থ বৈজ্ঞানিক সভার (Academy of Sciences) বৈদেশিকসভ্য মনোনীত হন। বুডা-পেষ্ট নগরীর 'সাণ্ডে নিউস্' নামক পত্রিকায় তাঁহাকে 'The pride of the Sciences of Europe,' বলিয়া ভারতীয় গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি Honorary member of the Royal Asiatic Society of Great Britain; Corresponding member of the German and American Oriental Society; Honorary member of the Imperiel Academy of Vienna; Fellow of the Society of the Northern Antiquities of Copenhagen ও Corresponding member of the Berlin Anthropological Society প্রভৃতি সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। আরও গৌরবের বিষয় যে, তিনি ফরাসী প্রত্নতত্ত্বের অনুমত্যনুসারে ফ্রান্সরাজ্যের রাজকীয় শিক্ষাবিভাগ হইতে Palm-leaf ও Diploma প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটির সভাপতির পদ প্রাপ্ত হন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল সকল উপাধি ও সম্মান অপেক্ষা বিদ্বৎসভার এই সম্মানকে গুরুতর ও অধিক মূল্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার এই জ্ঞানচর্য্যায় প্রীত হইয়া ও তাঁহার আভিজাত্য লক্ষ্য করিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে C.I.E. ও পরে রাজা উপাধি দান করেন। য়ুরোপীয়গণ মুক্তকণ্ঠে তাহাকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিবৃত্ত উদ্ধারের মুখপাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন:—But the distinctions, which he valued above all others were his election as president of the Bengal Asiatic Society, and his discovery of a key to the history of the past by diligent research into the relics which the ravages of time and climate were two quickly destroying. (Brit. 10th ed. Vol. 32.)

তাঁহার স্বাস্থ্য ততদূর ভাল ছিল না। এই রুগ্ন শরীর লইয়া তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত যে মহাকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহা অনুধাবন করিলে বঙ্গীয় জীবনের জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তির তীক্ষ্ণতা সবিশেষ উপলব্ধি করা যায়। এইরূপে সাহিত্যসেবায় স্বীয় ক্ষুদ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া রাজেন্দ্রলাল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী।

ইংরাজী—

১ উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব—দুই ভাগ।

২ সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ।

৩ ১৮৭১-১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণী।

৪ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর যাদুঘরে সংগৃহীত ভারতীয় বিস্ময়োদ্দ্যোতক দ্রব্যনিচয়ের (Curiosities) বিবরণীসহ তালিকা (Catalogue)।

৫ এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারের তালিকা।

৬ সংস্কৃত ব্যাকরণসমূহের সমালোচনাপূর্ণ তালিকা।

৭ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকার ১ হইতে ২৪ ভাগের সূচীপত্র।

৮ বুদ্ধগয়া।

৯ য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা।

১০ আর্য্যহিন্দু (Indo-Aryan) দুই ভাগ।

সংস্কৃত—

১ যজুর্ব্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১৮৫৪-১৮৬৯।

২ ঐ ঐ আরণ্যক ১৮৭২।

৩ ঐ ঐ প্রাতিশাখ্য ১৮৭২।

৪ অথর্ব্ববেদান্তর্গত গোপথব্রাহ্মণ ১৮৭২।

৫ কামন্দকীয় নীতি ১৮৪৯।

৬ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১৮৮৪।

৭ ললিতবিস্তর ১৮৫৪-১৮৭৭।

৮ অগ্নিপুরাণ ১৮৭৩-৭৮।

৯ ঐতরেয় আরণ্যক ১৮৭৬

বাঙ্গালা—বিবিধার্থসংগ্রহ (১৮৫০-৫৬ খৃঃ), রহস্যসন্দর্ভ (১৮৫৮-৬০), ৩ প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪), পত্রকৌমুদী (১৮৬৩), ৫ ব্যাকরণপ্রবেশ (১৮৭৩), ৬ শিবাজীর জীবনী (১৮৬২), মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১), এতদ্ভিন্ন তাঁহার যত্নে ভারতবর্ষের বাঙ্গালা, নাগরী, পারসী, মানচিত্র; এসিয়ার পারসী মানচিত্র। স্কুলের ব্যবহারার্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মানচিত্র, ভৌতিক মানচিত্র (Physical chart) প্রভৃতি তাঁহার আগ্রহে সম্পাদিত হইয়াছিল।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মাসিক ৫ শত টাকা বৃত্তিভোগ করিয়াছিলেন।

রাজেয় (পুং) পটোল। (ভাবপ্র°)

রাজেশ্বর (পুং) রাজশ্রেষ্ঠ।

রাজেশ্বর, পাণ্ড্যবংশীয় জনৈক রাজা। [পাণ্ড্যবংশ দেখ।]

রাজেষ্ট (ক্লী) ১ নৃপান্ন, রাজান্ন, রাজভোগ্য ধান্যবিশেষ। (পুং) ২ রাজপলাণ্ডু। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ কদলীবৃক্ষ। ৪ পিণ্ডখর্জ্জুর। (বৈদ্যকনি°)

রাজোদ্বেজনসংজ্ঞক (পুং) রাজোদ্বেজন ইতি সংজ্ঞা যস্য, ইতি কন্। ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ। (রাজনি°)

রাজোপকরণ (ক্লী) রাজচিহ্ন, রাজটীকা।

রাজোপজীবিন্ (পুং) প্রজামণ্ডলী।

রাজোপসেবা (স্ত্রী) রাজার সেবা।

রাজোপসেবিন্ (পুং) রাজোপসেবাকারী, যিনি রাজার সেবা করেন।

রাজ্জুকণ্ঠিন্ (পুং) রজ্জুকণ্ঠের সম্প্রদায়ভুক্ত।

রাজ্জুদাল (ত্রি) রজ্জুদালবৃক্ষজাত বা তৎসম্বন্ধীয়।

রাজ্জুভারিন্ (পুং) রজ্জুভারের সম্প্রদায়ভুক্ত।

রাজ্ঞী (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ পত্নী, রাজন্-ঙীপ্, যদ্বা রাজতে ইতি রাজ-কনিন্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। রাজপত্নী, চলিত রাণী।

"তয়োর্জগৃহতুঃ পাদান্ রাজা রাজ্ঞী চ মাগধী।
তৌ গুরুর্গুরুপত্নী চ প্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ॥" (রঘু ১।৫৭)

২ সূর্য্যপত্নী। (মৎস্যপু° ১১ অ°) ৩ কাংস্য। (হেম) ৪ নীলী। (রাজনি°) ৫ প্রতীচীদিক্। "তস্য প্রাচীদিক্ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী" (ছান্দোগ্য-উপনি° ৩।১৫।২)

রাজ্য (ক্লী) রাজ্ঞো ভাবঃ কর্ম্ম বা রাজন্ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। ১ রাজত্ব, রাজকার্য্য। ২ রাজসম্বন্ধীয়। পর্য্যায়—নৃবৃৎ, মণ্ডল, জনপদ, দেশ, প্রদেশ, বিষয়, রাষ্ট্র, উপবর্ত্তন। (শব্দরত্না°)

সপ্তাঙ্গকে রাজ্য কহে। সপ্তাঙ্গ যথা—অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, দণ্ড, মিত্র ও রাজা অথবা স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য।* লক্ষগ্রামের আধিপত্যকেও রাজ্য বলে।

"লক্ষাধিপত্যং রাজ্যং স্যাৎ সাম্রাজ্যং দশলক্ষকে।
শতলক্ষে মহেশানি মহাসাম্রাজ্যমুচ্যতে॥" (বরদাতন্ত্র)

রাজ্যকর (পুং) ১ রাজশাসন। ২ রাজস্ব।

রাজ্যকর্ত্তৃ (ত্রি) ১ রাজা। ২ রাজ্যের শাসনবিভাগীয় কর্ম্মচারী।

* 'পরস্পরোপকারীদং সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে।
অমাত্যরাষ্ট্রদুর্গাণি কোষো দণ্ডশ্চ পঞ্চমঃ॥
এতাঃ প্রকৃতয়স্তত্ত্ববিজিগীষোরুদাহৃতাঃ।
এতাঃ পঞ্চ তথা মিত্রং সপ্তমং পৃথিবীপতিঃ॥
সপ্তপ্রকৃতিকং রাজ্যমিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ।
পৌরশ্রেণী তদঙ্গং স্যাদিতে শব্দবেদিনঃ॥' (শব্দরত্না°)

রাজ্যকৃৎ (ত্রি) রাজ্যকরণ। রাজকার্য্যপরিচালন। রাজ্য-শাসনকারী।

রাজ্যক্তা (স্ত্রী) রাজ্যা সর্পণেণ অক্তা রঞ্জিতা। খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, পিষ্টরাজিকা, দধি, লবণমিশ্রিত সূক্ষ্ম অলাবুখণ্ডাদি, চলিত রায়তা। ইহার বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে,—জীরা ও হিঙ্গু ভাজিয়া ঘোলে ফেলিতে হইবে, পরে মাষকলায়ের বড়া প্রস্তুত করিয়া ঐ ঘোল মধ্যে রাখিতে হইবে। পরে ইহা দধি ও লবণমিশ্রিত সূক্ষ্ম অলাবুখণ্ডাদির সহিত ভক্ষণ করিবে। এই খাদ্য শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, গুরু, বিবন্ধনাশক, বিদাহী, কফকারক ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র°)

রাজ্যচ্যুত (ত্রি) রাজ্যভ্রষ্ট।

রাজ্যতন্ত্র (ক্লী) রাজ্যস্য তন্ত্রং। রাজ্যশাসনপ্রণালী।

রাজ্যদেবী (স্ত্রী) ১ রাজকুললক্ষ্মী। ২ বাণরাজের মাতা।

রাজ্যদ্রব্য (ক্লী) রাজ্যশাসনের বা রাজপদাভিষিক্তের আবশ্যকীয় উপাদান। ২ রাজাভিষেকের নির্দ্দিষ্ট উপকরণাদি।

রাজ্যধর (পুং) ১ রাজ্যপালন বা শাসন। ২ রাজা।

রাজ্যধুরা (স্ত্রী) রাজ্যশাসন।

"বৃদ্ধৌরসাং রাজ্যধুরাং প্রবোঢ়ুং।" (ভট্টি ৩।৫৪)

রাজ্যপরিভ্রষ্ট (ত্রি) রাজ্যচ্যুত।

রাজ্যপাল (পুং) ১ রাজা। ২ রাজভেদ। [পালরাজবংশ দেখ।]

রাজ্যপ্রদ (ত্রি) রাজ্যদানার্হ।

রাজ্যভঙ্গ (পুং) রাজ্যের ধ্বংস বা বিপর্য্যয়।

রাজ্যভাজ্ (পুং) রাজা।

রাজ্যভার (পুং) রাজ্যশাসনরূপ ভার অর্থাৎ ক্লেশ।

রাজ্যভেদকর (ত্রি) শাসনশৈথিল্যকারী। বিশৃঙ্খলা-উৎপাদক। রাজ্যনাশকারী।

রাজ্যভোগ (পুং) রাজ্যরূপ সম্পত্তির উপভোগ। রাজ্যশাসন।

রাজ্যভ্রংশ (পুং) রাজ্যনাশ।

রাজ্যভ্রষ্ট (পুং) ১রাজ্যচ্যুত। ২রাজ্য হইতে বিতাড়িত রাজা।

রাজ্যরক্ষা (স্ত্রী) রাজ্যের পরিরক্ষণ কার্য্য। ইহা দুই প্রকার ১ উপযুক্ত শাসন দ্বারা রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করা। ২ শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা।

রাজ্যলক্ষ্মী (স্ত্রী) ১ রাজলক্ষ্মী। ২ বিজয়গৌরব।

রাজ্যলীলা (স্ত্রী) ১ রাজখেলা। ২ জাল রাজা সাজিয়া তদ্বৎ ভাবপ্রকাশ। ৩ যে সকল রাজবংশধর কয়দিনের জন্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে পায়, তাহাদের ভোগ্যকাল।

রাজ্যলোভ (পুং) রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য আগ্রহ। উচ্চাশা।

রাজ্যবর্দ্ধন (পুং) ১ যিনি রাজ্যসীমা বর্দ্ধন করেন। ২ দমরাজের পুত্রভেদ। ৩ প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র অপর একজন রাজা। [হর্ষবর্দ্ধন দেখ]

রাজ্যব্যবহার (পুং) রাজকার্য্য।

রাজ্যশ্রী (স্ত্রী) ১ রাজলক্ষ্মী। ২ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী।

রাজ্যসুখ (ক্লী) রাজত্ব জন্য যে সুখ।

রাজ্যসেন (পুং) নন্দীপুরের জনৈক নরপতি।

রাজ্যস্থ (ত্রি) রাজ্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। রাজ্যস্থিত।

রাজ্যস্থায়িন্ (ত্রি) ১ শাসনকারী। ২ রাজা।

রাজ্যস্থিতি (স্ত্রী) রাজপদে অবস্থান। শাসনরজ্জুহস্ত।

রাজ্যহার (ত্রি) রাজ্যনাশক। রাজ্য উৎসাদনকারী।

রাজ্যাঙ্গ (ক্লী) রাজ্যস্য অঙ্গং। রাজ্যের উপায়। পর্য্যায়—প্রকৃতি। এই রাজ্যাঙ্গ অষ্টবিধ—স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও পৌরশ্রেণি (অমর)। কাহারও মতে রাজ্য সপ্তাঙ্গ—স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও সুহৃৎ (কামন্দকী)। এই সপ্তাঙ্গ রক্ষা করিলে রাজ্য রক্ষা করা হয়।

রাজ্যাধিকার (পুং) "রাজ্যস্য অধিকারঃ। সপ্তাঙ্গরাজ্যের অধিকার।

রাজ্যাধিপতি (পুং) রাজ্যস্য অধিপতি। রাজ্যের অধিপতি, রাজা।

রাজ্যাপহরণ (ক্লী) ছল, বল বা কৌশলপূর্ব্বক কোন রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার রাজ্যাধিকার।

রাজ্যাপহারক (পুং) রাজস্য অপহারকঃ। রাজ্য অপহরণকারী।

রাজ্যাভিষিক্ত (ত্রি) রাজ্যে অভিষিক্তঃ ৭৩৯। রাজকার্য্যে অভিষিক্ত, যাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে।

রাজ্যাভিষেক (পুং) রাজ্যে অভিষেকঃ। রাজ্যে অভিষেক।

রাজ্যাশ্রমমুনি (পুং) রাজা, নরপতি।

"পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে রাজ্যাশ্রমমুনিং মুনিঃ।" (রঘু ১।৫৮)

রাজ্যেশ্বর (পুং) রাজ্যস্য ঈশ্বরঃ। রাজ্যের ঈশ্বর, রাজা, রাজ্যাধিপতি।

রাজৈশ্বর্য্য (ক্লী) রাজ্যস্যৈব ঐশ্বর্য্যং। রাজ্যরূপ ঐশ্বর্য্য।

রাজৈকশেষেণ (অব্য) রাজ্যের একদেশ ব্যতীত।

রাজ্যোপকরণ (ক্লী) রাজ্যশাসনোপাদানসমূহ। রাজচিহ্নাদি। এই শব্দের বহুবচনান্ত প্রয়োগই দেখা যায়।

রাঞ্চী (রাঁচি) পশ্চিমবঙ্গের লোহারডাগা জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। এখানে ছোট নাগপুর বিভাগের কমিসনরের বাস আছে। লোহারডাগা অধিত্যকার মধ্যস্থলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১০০ ফিট্ উচ্চ নগর স্থাপিত। অক্ষা° ২৩° ২২´ ৩১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২২´ ৬´´ পূঃ।

এই স্থান পূর্ব্বে কএকটী পর্ণকুটীরে আবৃত ছিল। রাঞ্চী নামক ক্ষুদ্র পল্লী হইতে এই নগরের নাম। ইংরাজরাজের বিচারবিভাগ স্থাপিত হওয়ায় এই স্থানের অনেক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এক্ষণে ইহা স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত।

রাটি (পুং) রাটয়তি পরস্পরমাহ্বয়ত্যত্রেতি রট-ণিচ্-ইন্। ১ যুদ্ধ। (হেম) রাটয়তীতি রট ভক্ষণে স্বার্থে ণিচ্-ইন্। ২ শরারিপক্ষী। (অমর)

রাটিকা (স্ত্রী) হরিণের চিৎকার বা শব্দ। সচরাচর মৃগ-রাটিকা এইরূপ শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাটু (পুং) আচার্য্যভেদ।

রাঠ (পুং) মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। (রাজনি০)

রাঠ, যুক্তপ্রদেশের হামীরপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম তহসীল। ধাসান ও বেতবা নদীদ্বয়ের তীরদেশে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৮৩৷০ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী প্রাচীন নগর। এক্ষণে ধ্বংসমুখে পতিত হইলেও এখানে তহসীলের বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত আছে। অক্ষা০ ২৫° ৩৫´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৯° ৩৮´ ৫৫´´ পূঃ। রাঠৌররাজপুতগণের বাস হেতু এই স্থান রাঠ নামে পরিচিত হইয়াছে। ১২১০ খৃষ্টাব্দে সরফ্ উদ্দীন্ এই নগর স্থাপন করিয়া স্বনামে সরফাবাদ নাম দেন। পূর্ব্বে বাণিজ্য দ্রব্যে এই নগর পরিপূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বাণিজ্য-পথের পরিবর্ত্তন হেতু এবং পূর্ব্বতন রাস্তায় মালপত্র লইয়া গমনাগমনে অসুবিধা হওয়ায় এই স্থানের সমৃদ্ধির হ্রাস ঘটিতেছে। এখানে অনেকগুলি মস্‌জিদ্, মন্দির ও প্রাচীন-কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ পুষ্করিণী দেখা যায়। নগরের দক্ষিণ-ভাগে প্রাচীন চন্দেলরাজবংশের অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। জৈতপুর ও চর্খারিরাজগণের প্রতিষ্ঠিত দুর্গদ্বয় এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। মসজিদ্‌গুলির শিলাফলকে অরঙ্গজেবের রাজ্যসময়ের তারিখ প্রদত্ত আছে। বোগদাদের আবদুলকাদের জিলানীর বিখ্যাত সমাধিমন্দিরের একখানি পবিত্র ইষ্টক আনিয়া তদুপরে এখানকার 'বড় পীরের সমাধি-মন্দির' গঠিত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহকালে এখানকার তহসীলদার ও কানুনগো বিদ্রোহীর হস্তে নিহত হন। স্থানীয় প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহাচরণ করে নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়।

রাঠৌর, মারবাড়বাসী রাজপুত জাতির একটী শাখা। সাহাব্ উদ্দীন্ ঘোরীর ভারতবিজয়কালে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ জয়চাঁদের সময় ইহাঁরা জাতীয় গৌরবে শীর্ষস্থান অধিকার করে। [মারবাড়, রাজপুত ও রাষ্ট্রকূট শব্দ দেখ।]

রাড়ি (স্ত্রী) শরারিপক্ষী। (অমর) সম্ভবতঃ আড়ি শব্দের অপভ্রংশ।

রাঢ়, বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ। কাহারও মতে এই শব্দ সংস্কৃত "রাষ্ট্র" শব্দের অপভ্রংশ। আবার কেহ 'লাট' হইতে "রাঢ়" দেশের উৎপত্তি কল্পনা করেন। আমাদের বিবেচনায় "রাঢ়" শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে, ইহা খাঁটী দেশী শব্দ। সাঁওতালী ভাষায় "রাঢ়ো" শব্দ আছে, তাহার অর্থ নদীগর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরিয়া জমি। এই সাঁওতালী বা দেশজ শব্দ হইতে সম্ভবতঃ এই "রাঢ়" শব্দের উৎপত্তি।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দে মাগধীভাষায় রচিত জৈন অঙ্গ মধ্যে "রাঢ়" দেশের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে রচিত সিংহলের পালি মহাবংশে এই স্থান 'লাল' নামে, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে উৎকীর্ণ ধর্ম্মপালের সংস্কৃত তাম্রশাসনে 'লাট' নামে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে তামিলগ্রন্থভাষায় উৎকীর্ণ রাজেন্দ্রচোলের শৈললিপিতে 'লাঢ়' নামে এবং ঐ সময়ের সংস্কৃত প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে 'রাঢ়া' নামে এই স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে যেখানে ভাগীরথী দক্ষিণমুখী হইয়াছেন, সেই স্থান হইতে হাওড়া জেলা পর্য্যন্ত ভাগীরথীর সমুদায় পশ্চিমাংশ একসময়ে 'রাঢ়' নামে খ্যাত ছিল।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের পরিচয়দানকালে বর্ণনা করিয়া-ছেন,—"গঙ্গার দুই ধারে লক্ষ্মণাবতীরাজ্যের দুইটী পক্ষ। (গঙ্গার) পশ্চিমদিকে 'রাল' (রাঢ়), এই ধারেই লখ্‌ণোর নগরী এবং পশ্চিম (বা উত্তরধার) 'বরিন্দ' (বরেন্দ্র) নামে খ্যাত, এই ধারেই দেবকোটনগর অবস্থিত।"* মিন্‌হাজের বর্ণনায় জানা যায় যে, তৎকালে লক্ষ্মণাবতী ও তাহার চতুর্দিক্-স্থিত 'যাজনগর' (যাজপুর বা উৎকলের উত্তরাংশ), বঙ্গ, কামরূপ এবং ত্রিহুত (মিথিলা) এই সকল দেশ একত্র "গৌড়" নামে খ্যাত ছিল।†

মিন্‌হাজের বর্ণনায় মনে হয় যে, রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় বর্ত্তমান বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতালপরগণা ও হুগলী-জেলা 'রাঢ়' নামেই প্রসিদ্ধ এবং 'লখ্‌ণোর' বা লক্ষ্মণনগরে রাঢ়দেশের রাজধানী ছিল। সেই লক্ষ্মণনগর এখন বীরভূমের মধ্যে কেবল 'নগর' নামেই প্রখ্যাত।

রাঢ়দেশের বিশেষত্ব এই—এখানকার মাটী অতিশক্ত, দেখিতে পিঙ্গল বা রক্তাভ, সেই সঙ্গে চুণ ও লৌহ-অক্সাইড্ মিশ্রিত, মধ্যে মধ্যে কাঁকর, আবার মধ্যে মধ্যে ভাগীরথীগর্ভ

* মিন্‌হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরি দ্রষ্টব্য।

† তবকাৎ-ই-নাসিরি ২০৮।

পর্য্যন্ত আনত স্তূপাকার কর্দ্দমগিরি; বড় বড় বিল ও শৈল-বিদারী স্রোতস্বতী প্রবাহিত থাকিলেও এখানকার জমি গাঙ্গেয় বদ্বীপ বা পূর্ব্ববঙ্গের জমির মত নাবাল নহে, অধিকাংশ স্থলই ডাঙ্গা বা উচ্চ সমতল বলিয়া গণ্য। বন্যার জল এখানে অল্পকালস্থায়ী। রাঢ়ভূমির এই বিশেষত্ব বীরভূম হইতে ছোটনাগপুরের শৈলমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এ কারণ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটও এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ 'রাঢ়' বলিয়া পরিচিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভাগীরথীর পশ্চিমপার অর্থাৎ রাঢ়ভূভাগের যেরূপ বিশেষত্ব, ভাগীরথীর পূর্ব্বপার অর্থাৎ বগড়ীভূভাগ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার সমস্ত জমিই নাবাল, বন্যায় সহজেই ডুবিয়া যায়। রাঢ়ভূভাগ হইতে এই বগড়ী সর্ব্বাংশে উর্ব্বরা ও বহু শস্যশালী, পূর্ব্ববঙ্গের প্রভুত শস্যোৎপাদক ভূভাগের সহিত বগড়ীভূভাগের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

জমির ঐ রূপ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বকালে বরেন্দ্র, রাঢ় ও বঙ্গ বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল; এইরূপে জমির বিশেষত্ব অনুসারে ভাগীরথীর পশ্চিমতীর হইতে রাঢ় ও পূর্ব্বতীর হইতে খাঁটী বঙ্গ আরম্ভ।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে এই রাঢ়ভূভাগই 'অঙ্গ' নামে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥"

এই কঠিন মৃত্তিকাময় গিরিনদীসমাকুল স্বাস্থ্যকর স্থানেই সম্ভবতঃ অতিপূর্ব্বকাল হইতে আর্য্যউপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে, বুদ্ধজন্মের পূর্ব্বে এই রাঢ়ে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন, সিংহপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তৎপুত্র বিজয়সিংহ হইতে সিংহলে রাঢ়ীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয়। মহাবংশমতে এই বিজয়সিংহ হইতে'সিংহল' দ্বীপের নামকরণ। জৈন আচারাঙ্গসূত্রে লিখিত আছে যে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী এখানে দ্বাদশবর্ষ যাপন করিয়া বন্যজাতির মধ্যেও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে (১৯ অঃ) লিখিত আছে যে "রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বীরগণ শঙ্খচূড়ের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।"

রাঢ়ক (পুং) স্বনামখ্যাত দেশ।

"প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রীগৌড়রাঢ়কাঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

রাঢ়া (স্ত্রী) ১ সুস্ম। ২ শোভা। (মেদিনী) ৩ পুরীবিশেষ।

"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী,
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধামপরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।"

রাঢ়ীয় (ত্রি) রাঢ়ো নিবাসোঽস্য রাঢ় (বৃদ্ধাচ্ছ। পা ৪।২।১১৪) ইতি ছ। রাঢ়দেশোদ্ভব।

"অয়নাংশাল্লগ্নমানং ছন্নরহমিতি নোচ্যতে।
রাঢ়ীয়শ্রীনিবাসোক্তং তন্মানং স্থূলতোঽত্র তু॥" (মলমাসতত্ত্ব)

২ ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণিবিশেষ, ইঁহারা রাঢ়দেশে বাস করায় রাঢ়ীয় এই নামে খ্যাত হইয়াছেন।

৩ রাঢ়দেশবাসী জনসাধারণ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ প্রভৃতি বঙ্গবাসী প্রায় সকল জাতি মধ্যেই রাঢ়ীয় শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয়। [কুলীন, মৌলিক, শ্রোত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

রাণ (পুং ক্লী) ১ পত্র। ২ ময়ুরপুচ্ছ।

রাণক, জনৈক প্রাচীন কবি। ২ কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকের সোমেশ্বর ভট্টকৃত প্রসিদ্ধ টীকা।

রাণড্য (পুং) দামোদরের নামান্তর।

রাণদের (রান্দের), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সুরাট-জেলার চৌরাশী উপবিভাগের একটী নগর। তাপ্তী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫১´ পূঃ। খৃষ্ট-জন্মাব্দের প্রারম্ভ সময়ে এই নগর দক্ষিণ গুজরাতের একটী বাণিজ্যকেন্দ্র ও মহাসমৃদ্ধিশালী বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখান হইতে পশ্চিম ভারতের তৎকালীন বাণিজ্যভূমি ভরোচ নগরীতে মালপত্র রপ্তানী হইত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে আরবদেশীয় বণিক্ ও নাবিকবৃন্দ এখানকার জৈন রাজাদিগকে বিতাড়িত করিয়া নগর অধিকার করে এবং জৈনমন্দিরাদির ধ্বংস করিয়া তাহা মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়। এই আরবগণ ভারতের নানাস্থানে বাণিজ্য করিত এবং আপনাদিগকে নায়াতা (নবাগত ?) নামে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়াছিল। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী বার্ব্বোসা এই নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে নায়াতাগণ মলাক্কা, বাঙ্গালা, তেনাসেরিম্, পেগু, মর্ত্তবান্ ও সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে নৌকা-যোগে গমনাগমন করিত এবং মসলা, ভেষজ, রেশম, মৃগনাভি, পোর্সিলেন, বেঞ্জোয়িন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া স্বনগরে উপস্থিত হইত। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ সুরাট লুণ্ঠন করিয়া এই নগর অধিকার করে। তদনন্তর সুরাটের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাণদেরের অবনতি ঘটিতে থাকে এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগে ইহা সম্পূর্ণরূপে সুরাটের অধীন হয়। এখনও এখানকার সুন্নীসম্প্রদায়ী বোদাগণ মরিসস্, মৌলমিন, রেঙ্গুন, শ্যাম ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি সুদূর সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশে বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে।

রাণা (দেশজ) পুষ্করিণ্যাদির সোপানের পার্শ্ব বন্ধনীদ্বয়ের ঢালু দেশ অথবা তাহাতে নির্ম্মিত চাতাল। (হিন্দী, প্রাকৃত 'রন্ন,' (সংস্কৃত রাজ্ঞ) হইতে রাণা হইয়াছে। প্রাচীন শক

ক্ষত্রপদিগের সকল মুদ্রায় সংস্কৃত 'রাজ্ঞ' (রাজার) পদের পরিবর্ত্তে 'রন্ন' পদ দৃষ্ট হয়, তাহাই পরে রাণায় পরিণত। ১ মেবার রাজবংশের উপাধি। ২ বঙ্গবাসী কায়স্থ প্রভৃতি কএক জাতির উপাধি।

রাণাঘাট, বাঙ্গালার নদীয়া জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪২৭ বর্গমাইল। অক্ষা৽ ২২° ৫৩´ হইতে ২৩° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৮৮° ২২´ ৩০´´ হইতে ৮৮° ৪৮´ পূঃ মধ্য। রাণাঘাট, শান্তিপুর, চাকদহ ও হরিণঘাটা থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং উপবিভাগের বিচার সদর। চূর্ণী নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা৽ ২৩° ১০´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৮৮° ৩৮´ ৩০´´ পূঃ।

রাণাদেবী, কাঙড়াজেলাস্থ জ্বালামুখীতীর্থের নিকটবর্ত্তী একটী দেবীমূর্ত্তি। রাজ্ঞীদেবী নামেও কথিত। রাণাদেবী-মাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিষয় বর্ণিত আছে।

রাণায়ন (পুং) রণের গোত্রাপত্য।

রাণায়নীপুত্র, আচার্য্যভেদ। (লাট্যায়ন৽ ৬।৯।১৬)

রাণায়নীয় (পুং) আচার্য্যভেদ। বহুবচনে রাণায়ন-শাখাধ্যায়ী মাত্রকেই বুঝায়। (বায়ুপুরাণ)

রাণায়নীয়ি (পুং) সামবেদবিশারদ আচার্য্যভেদ। (বায়ুপুরাণ)

রাণাসম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকান্থার বৃটিশ পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটী সামন্ত রাজ্য। রেহবাড় উপবিভাগে অবস্থিত। এখানকার সর্দ্দারগণ রাজপুতনার আবু পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ চন্দ্রাবতী রাজ্যের রাওবংশীয় নরপতিদিগের বংশধর। অনুমান ১২২৭ খৃষ্টাব্দে এই বংশের আদিপুরুষ রাজা জয়পাল চন্দ্রাবতী হইতে মহীকান্থার অন্তর্গত হারোল নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন এবং তথা হইতে ১৩শ পুরুষে ঠাকুর পৃথ্বীরাজ ঘোর-বাড়ায় জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তদ্দেশে স্থানান্তরিত হন। ঐ সম্পত্তি এক্ষণে তাঁহার বংশধরদিগের শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানকার পরমারবংশীয় রেহবাড় রাজপুত ঠাকুর রাজসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ঠাকুর হামীর সিংহ রাজা হন। তিনি স্বয়ং রাজ্যের শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এখানে জ্যেষ্ঠপুত্রেরই রাজ্যাধিকারী হইবার বিধি আছে। এখানকার সর্দ্দারগণ বড়োদার গাইকোবাড়কে ৩৭০৲, ইদরপতিকে ৭৫০৲ এবং ইংরাজরাজকে ৩৲ টাকামাত্র কর দেন।

রাণি (পুং) রণের গোত্রাপত্য। (পা৽ ২।৪।৫৯)

রাণিকা (স্ত্রী) অশ্বরজ্জু। (শিশুপালবধ ৫।৫৬ টীকায় মল্লিনাথ)

রাণিগ (পুং) জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, জয়াদিত্যের পিতা ও কেশবার্কের খুল্লতাত।

রাণী (প্রাকৃত রন্ন শব্দজ) রাজ্ঞী, রাজমহিষী।

রাণীআ, পঞ্জাব প্রদেশের শির্ণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ঘাঘর নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা৽ ২৯° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৭৪° ৫৪´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগরে দস্যুপ্রকৃতি ও লুণ্ঠনপ্রিয় ভলটী নবাবগণের রাজধানী ছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করায় ঐ বংশের শেষ নবাব ইংরাজের বিচারে নিহত হন এবং তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এখানে চামড়ার লাগাম, হুকা ও মোটাকাপড়ের কারবার আছে।

রাণিখেট (রাণীক্ষেত্র), যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা৽ ২৯° ৩৯´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৭৯° ৩৩´ পূঃ। ইংরাজরাজের য়ুরোপীয় সেনাদলের একটী স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত থাকায় অধুনা এখানকার অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। হিমালয়বক্ষে যতগুলি স্বাস্থ্যাবাস আছে, তন্মধ্যে সমতলক্ষেত্র হইতে আরোহণের সুবিধা থাকায়, এই স্থান সাধারণের বিশেষ মনোরম। য়ুরোপীয়গণ গ্রীষ্মের সময় এখানে আসিয়া থাকেন। এক সময়ে সিমলাশৈল হইতে এখানে সামরিকসদর (Military head-quarter) স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

রাণীগঙ্গা, জলপাইগুড়ির অন্তর্গত একটী পর্ব্বতশিখর।

রাণীগঞ্জ, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কমলাতীরে অবস্থিত। অক্ষা৽ ২৫° ৫১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৮৭° ৫৭´ ৫৫´´ পূঃ। এখানে চাউল, নীল, পাট ও তামাকু প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রাণীগঞ্জ, বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা৽ ২৩° ২৩´ হইতে ২৩° ৫২´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৮৬° ৫০´ ৩০´´ হইতে ৮৭° ৩৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৬৭১ বর্গমাইল। রাণীগঞ্জ, আসানশোল ও কাক্‌সা থানা ইহার অন্তর্গত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর। দামোদর নদের উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা৽ ২৩° ৩৬´ ৬০´´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৮৭° ৮´ ৩০´´ পূঃ। কয়লার খনি আবিষ্কারের পর হইতেই এখানকার সমৃদ্ধি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী কয়লার বাণিজ্যের জন্য এখানে একটী ষ্টেসন করেন। রেল কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দের বাস হইতে এই নগর ক্রমশঃ য়ুরোপীয়দিগের একটী প্রধান আড্ডা হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার মার্কিণ্টস্‌বার্ণ কোম্পানী এখানে মৃদ্‌ভাণ্ডের কারখানা (Pottery works) খুলিয়াছেন।

রাণীগঞ্জ, (কয়লার খনি), বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ভূপরিমাণ ৫ শত বর্গ মাইল। এই স্থানের ভূগর্ভ মধ্যে কয়লা পাওয়া গিয়াছে। অনেকে বাণিজ্যের আসায় ঐ স্থানে খাত কাটিয়া কয়লা উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধুনা প্রায় ৭০।৮০টী কোম্পানী জমি ইজারা লইয়া খনি হইতে কয়লা তুলিতেছেন। বাউরী ও সাঁওতালেরা প্রধানতঃ খনিতে কার্য্য করে।

রাণীগঞ্জ নগরের পূর্ব্ব হইতে বরাকর নদীর পশ্চিম পর্য্যন্ত এই কয়লার ক্ষেত্র বিস্তৃত। উহা পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৩৯ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রস্থে প্রায় ১৮ মাইল। দামোদর ও অজয় নদের মধ্যভাগের কয়লাস্তরই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ। সিঙ্গারাম উপত্যকায় মঙ্গলপুরের দক্ষিণে হরিশপুর ও বাবুশোলের কয়লার খনিতে ২৫ ফিট্ পর্য্যন্ত পুরু স্তর পাওয়া গিয়াছে।

রাণীগ্রাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র রাজ্য।

রাণীঘাট, (রাণীগট্) পঞ্জাব প্রদেশের পেশাবর জেলার নিকটস্থ স্বাধীন খুদুখেল শৈলমালায় অবস্থিত একটী প্রাচীন গিরিদুর্গ। পূর্ব্বে এখানে একটী নগর ছিল। এক্ষণে সে সমৃদ্ধির নিদর্শন মাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কনিংহাম নোগ্রামের ৮ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত সৈয়দ পল্লির নিম্নস্থ রাণীঘাটের সুবিস্তৃত দুর্গ পরিদর্শন করিয়া উহাকে গ্রীকৃভৌগোলিক আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো, ডিওডোরাস্ প্রভৃতি বর্ণিত Aornos বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু রাণীঘাট-দুর্গের উচ্চতা ১০০০ ফিট্ ও আরিয়ানের Aornosএর উচ্চতা ৬৬৭৪ ফিট্ হওয়ায় তিনি উহার পরিষ্কার সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি জেমস্ এবট মহাবন-শৈলকে এবং জেনারল কোর্ট ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মিজিবেনৃথাল আটকের অদূরবর্ত্তী রাজা হোদীর দুর্গকে আলেকসান্দরের ঐতিহাসিকগণ-বর্ণিত Aornos বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কানিংহাম্ শেষে প্রমাণদ্বারা পুনরায় রাণীঘাটকেই একমাত্র নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই দুর্গের উত্তরকোণে যে উচ্চ পর্ব্বতচূড়া দেখা যায়, তাহার উপর রাজা বরের মহিষী প্রত্যহ উপবেশন করিতেন, অদ্যাপি সেই স্থান সাধারণে দেখিতে যায়।

[পেশাবর দেখ।]

রাণীতলা, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। (দেশাবলী)

রাণীধর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী স্থান। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড)

রাণীনূর, উড়িষ্যা প্রদেশের পুরী জেলার খণ্ডগিরি শৈলস্থিত একটী গুহামন্দির। খণ্ডগিরি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী উদয়গিরিতে যে গুহাশ্রেণি দেখা যায়, তন্মধ্যে খণ্ডগিরির রাণীনূর গুহা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে গঠিত হইয়াছিল। যে সকল গুহামন্দির বিরাজিত আছে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অনুমান, ঐ গুলিই বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন। অথবা ইহা ভারতবাসী মানবজাতির প্রথম বাসভবন বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাণীনূরের গঠন ও শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া তাঁহারা বলেন যে, ২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ১০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই গুহাশ্রেণী আবশ্যক মত খোদিত হইয়াছে।

ইহা দ্বিতল গুহাগৃহশ্রেণীতে সুশোভিত। গুহাশ্রেণীর সম্মুখে স্তম্ভসম্বলিত বারান্দা ও তাহার সম্মুখভাগ প্রাঙ্গণ। উহার দুই ধারের দেওয়ালে বৃহদাকার বর্ম্মধারী প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি দ্বারিরূপে দণ্ডায়মান। ঐ প্রাঙ্গণ ভূমির দক্ষিণ ধার খোলা এবং দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে রন্ধনগৃহ ও সাধারণের ভোজনালয়। এই সকল গৃহের সম্মুখস্থ বিস্তৃত বারান্দাগুলির ছাদ স্তম্ভ হইতে পাথরের ব্রাকেট্ দ্বারা সুরক্ষিত। ঐ ব্রাকেট গুলি নানারূপ শিল্পনৈপুণ্যে পরিশোভিত। উপর তলে ৪টী মাত্র গৃহ। উহারা লম্বে ১৪ ফিট্, প্রস্থে ৭ ফিট্ এবং উর্দ্ধে ৩ ফিট ৯ ইঞ্চি, বহির্দ্দিকস্থ বারান্দা লম্বে ৬০ ফিট্ এবং উচ্চতায় ৭ ফিট্, প্রস্থে ১০ ফিট্, প্রত্যেক গৃহের দুইটী দ্বার, উভয় দ্বারদেশেই পাথরে কাটা সিংহমূর্ত্তি আছে।

উপরের বারান্দায় চারিদিকে যে শিল্পচিত্র আছে, তাহা স্থাপয়িতার জীবনী অবলম্বন করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথম চিত্রে ভারতীয় কোন প্রাচীন রাজবংশের বিবাহসম্বন্ধস্থাপনের পূর্ব্বের উপঢৌকনপ্রেরণ। দ্বিতীয় চিত্রে প্রণয়ীর শুভাগমন, তৃতীয়ে রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রেমালাপ, চতুর্থে যুদ্ধ, পঞ্চমে রাজকন্যাকে লইয়া রাজপুত্রের পলায়ন, ষষ্ঠে মৃগয়া, সপ্তমে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা ও রাণী; নর্ত্তকীদলের নৃত্য। উপরে রাজাসুখ ভোগসম্বন্ধে আরও কতকগুলি চিত্র আছে। নিম্নের বারান্দায় ঐ প্রকার চিত্রশ্রেণী বিরাজিত। ইহাতে রাজা, রাণী ও রাজপরিবারবর্গের সকলেই সংসারাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া মঠাশ্রমে আসিয়া জীবনযাপন করিতেছেন। ক্ষয়কারী কাল ও জলবায়ুর উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া এই খোদিত রাণীপ্রাসাদের রাণীর উপাখ্যান ক্রমশঃই অস্পষ্টতর হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে অনেকস্থলে অনুমান ভিন্ন উহার ঘটনাপরম্পরা সংগ্রথিত করা দুরূহ।

রাণীপুর, যুক্তপ্রদেশের ঝাঁসী জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ১৪´ ৪১″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১০´ ৫৫″ পূঃ। এখানে খেরুয়া ও কসবী নামক মোটা কাপড়ের বিস্তৃত কারবার

আছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মহাজনগণ জৈনধর্ম্মাবলম্বী। এখানকার জৈনমন্দির দেখিবার সামগ্রী। উচ্চারাজ পাহাড়সিংহের মহিষী রাণী হীরাদেবী ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন।

রাণীপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খয়েরপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। হাইদরাবাদ হইতে রোহ্রী যাইবার পথে দিজী দুর্গ হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৩১´ ৩০´´ পূঃ। নিম্নসিন্ধুর অন্তর্গত ঠট্টা-রাজ্যের জাম দরিয়া খাঁ নামক জনৈক রাজা যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার পত্নী শত্রুভয়ে রাজ্যত্যাগ করিয়া এখানে পলাইয়া আসেন। তদবধি এই নগর রাণীপুর নামে খ্যাত হয়। এখানে কার্পাসবস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

রাণীপেট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার বালাজাপেটতালুকের অন্তর্গত একটী নগর। পালর নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২৩´ ২০´´ পূঃ। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে নবাব সয়াদৎউল্লা খাঁ গিঞ্জিরাজ দেসিংহের বিধবাপত্নীর সম্মানার্থ আর্কটনগরের অপরপারে এই গ্রাম স্থাপন করেন। ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক এখানে সেনা-নিবাস সংগঠিত হওয়ায় দিন দিন স্থানীয় উন্নতি সাধিত হইতেছে। এখানকার "নয়লাখ" নামক আম্রকানন বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রাণীবেন্নুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪০৫ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৪° ৩৭´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪০´ ২০´´ পূঃ। তুলা, কার্পাসবস্ত্র ও রেশমীকাপড়ের জন্য এই স্থান বিশেষ বিখ্যাত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়েলেস্‌লি (পরে ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটন) ধুণ্ডিয়া বাঘের অনুসরণে আসিয়া এই নগর আক্রমণ ও অধিকার করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জেনারল মন্‌রোর অধীনস্থ সেনাদল পুনরায় এই নগর দখল করিয়াছিল।

রাণীসরাই, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। নারায়ণগড়ের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে বৈশ্য-জাতির বাসই অধিক।

রাত (পুং) ১ আচার্য্যভেদ। (ত্রি) ২ দত্ত। (দেশজ) ৩ রাত্রি-শব্দের অপভ্রংশ।

রাত্‌কাণা, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে দেখিতে পায় না।

রাতন্তী (দেশজ) পৌষ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। ঐ পর্ব্বদিনে লোকে প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে। রাত্রির অন্তে স্নান হয় বলিয়া রাতন্তী নাম হইয়াছে।

রাতভিকারী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। বঙ্গ-দেশীয় কতক-গুলি বৈষ্ণব রাত্রি-কালে অর্থাৎ সায়ংকাল হইতে রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করে; তাহাদেরই নাম রাতভিকারী। শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঐ ভিক্ষার প্রশস্ত সময়। তাহারা কাহারও দ্বারস্থ হয় না; পথে পথে গান করিতে করিতে গমন করে এবং গৃহস্থেরা তাহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক ভিক্ষাদান করিয়া থাকে। কখন কখন দুই তিন জন মিলিত হইয়া নগর পর্য্যটনপূর্ব্বক ভিক্ষা করে। সঙ্গে অন্য একটী লোক ধামা ধরিয়া যায়; চাল কড়ি প্রভৃতি যাহা কিছু ভিক্ষা পায়, সেই ব্যক্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া সেই ধামায় রাখিয়া দেয়।

"রাতভিকারীর ধামাধরা থাকে এক এক জন।
হরিনাম বলে না মুখে, পিছে হোতে, চাল কুড়াতে মন॥"

উল্লিখিত বৈষ্ণবেরা ভেক লইবার সময়েই এই বৃত্তি গ্রহণ করে। যে দিবস এই বৃত্তি অবলম্বন করে, সে দিবস সন্ধ্যার পর তিন গৃহ হইতে ভিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে ইহাদের আড্ডা আছে। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী প্রভৃতির কতকগুলি রামাৎও এই মতাবলম্বী। তাহারা গৃহস্থ হইলে এটি তাহাদের কৌলিক বৃত্তি। তাহারা বলে, দিবা-ভিক্ষা নিষিদ্ধ।

রাতমনস্ (ত্রি) ১ যাহার মন ইচ্ছাপ্রবণ। ২ দিবার ইচ্ছা যাহার আছে।

রাতহবিন্ (ত্রি) দত্তহবিষ্ক যজমান, যিনি হবির্দান করিয়াছেন।

"জনায় রাতহবিষে মহীমিষং" (ঋক্ ২।৩৪।৮)
'রাতহবিষে দত্তহবিষ্কায় যজমানায়' (সায়ণ)

রাতহব্য (ত্রি) রাতং হব্যং যেন। দত্তহবিষ্ক যজমান।

"যো রাতহব্যোহবৃকায়" (ঋক্ ১।৩১।১৩)
'রাতহব্যঃ দত্তহবিষ্কঃ যজমানঃ' (সায়ণ)

রাতি (স্ত্রী) রা-কর্ম্মণি ক্তি। দাতব্য। "বহ্নিমতী রাতি-র্বিশ্রিতা" (ঋক্ ১।১১৭।১) 'রাতি র্দাতব্যং' (সায়ণ)

রাতি (দেশজ) রাত্রি শব্দের অপভ্রংশ, রাত্রি।

রাতারাতি (দেশজ) রাত্রিকালের মধ্যে।

রাতিকাণা (দেশজ) রাত্র্যন্ধ, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে দেখিতে পায় না।

রাতিষাচ্ (ত্রি) যজ্ঞে দত্ত হবিরাদির জন্য সমবেত দেবগণ। "ত্বাং রাতিষাচো অধ্বরেষু সশ্চিরে" (ঋক্ ২।১।১৩) 'রাতিষাচঃ রাতির্দানং দত্তং হবিরাদি ধনং বা তেন সমবেতাঃ দেবাঃ' (সায়ণ)

রাতুল (পুং) ১শুদ্ধোদনের পুত্রভেদ। পাঠান্তর—রাহুল। ২ রাজা।

রাত্র (ক্লী) ১ জ্ঞান।

"রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

(নারদপঞ্চরাত্র ১।১ অ০)

২ রাত্রি। ৩ সময়। যেমন দীর্ঘরাত্র, অতিরাত্র ইত্যাদি।

রাত্রক (ক্লী) রাত্রং জ্ঞানং তেন কায়তীতি কৈ-ক। ১ পঞ্চ-রাত্রক। (পুং) ২ একবর্ষ বেশ্যাগৃহবাসী। (মেদিনী)

রাত্রি (স্ত্রী) রাতি দদাতি কর্ম্মভ্যোঽবসরং নিদ্রাদিসুখং বা (রাশদিভ্যাং ত্রিপ্। উণ্ ৪।৬৭) ইতি ত্রিপ্। ১ হরিদ্রা। ২ রজনী।

মনুষ্যদিগের স্ব স্ব দেশাপেক্ষায় সূর্য্যমণ্ডলের অদর্শন-যোগ্য কাল, 'এতদ্দ্বীপাবচ্ছিন্নসূর্য্যকিরণানবচ্ছিন্নকালঃ' চলিত রাতি। সংস্কৃত পর্য্যায়—শর্ব্বরী, নিশা, নিশীথিনী, ত্রিযামা, ক্ষণদা, ক্ষপা, বিভাবরী, তমস্বিনী, রজনী, যামিনী, তমী, শ্যামা, ঘোরা, যাম্যা, তুঙ্গী, নক্ত, দোষা, বাসতেয়ী, তমা, ক্ষমা, শতাক্ষী, ক্ষণিনী, নিশিথ্যা, চক্রভেদিনী, শর্ব্বরী, শয্যা, বাসুরা, নিষদ্বরী, বসতি, বায়ুরোষা, নিশীথ, নিট্, যামবতী, তারা, ভূষা, জ্যোতিষ্মতী, তারকিণী, কালী, কলাপিনী।

বৈদিকপর্য্যায়—শ্যাবী, ক্ষপা, শর্ব্বরী, অক্তু, ঊর্ম্ম্যা, রাম্যা, যম্যা, নম্যা, দোষা, নক্তা, তমস্, রজস্, অসিক্নী, পয়স্বতী, তমস্বতী, ঘৃতাচী, শিরিণা, মোকী, শোকী, ঊধস্, পয়স্, হিমা, বস্বী। (বেদনি০ ১।৭)

"যদা দিক্ষু চ অষ্টাসু মেরোর্ভূগোলকোদ্ভবা।
ছায়া ভবেত্তদা রাত্রিঃ স্যাচ্চ তদ্বিরহাদ্দিনম্॥"

(অগ্নিপু০ গণভেদনামাধ্যায়)

যে সময় অষ্টদিক্‌ভাবে সুমেরুর ভূগোলকোদ্ভব ছায়া পতিত হয়, তখন তাহাকে রাত্রি কহে। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। তখন তাহার যে পৃষ্ঠ সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, সেই স্থান দিবালোকে আলোকিত এবং অপর পৃষ্ঠ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন সেই দেশেই রাত্রি হয়। ভূ-কক্ষা (ecliptic) বিষুবরেখার (equator) উপর চক্রভাবে স্তস্ত থাকায় পৃথিবীর স্থানবিশেষে রাত্রির ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সূর্য্য উত্তরায়ণ থাকিলে দক্ষিণ-গোলার্দ্ধের স্থানে স্থানে কেবল রাত্রিই থাকে, দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রির ভাগই অধিক হয়। [পৃথিবী দেখ।]

পিতৃ ও দেবতাদিগের রাত্রি।—মনুষ্যদিগের মাসপরিমিত কালে পিতৃদিগের একদিন, ইহার মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ দিন এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি। দেবতাদিগের একদিন মনুষ্যদিগের এক বৎসরে হয়, ইহার মধ্যে উত্তরায়ণ দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি।

"মাসে ন চ নরাণাঞ্চ পিতৃণাং তদহর্নিশম্।
কৃষ্ণপক্ষে দিনং প্রোক্তং শুক্লে রাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥
বৎসরেণ নরাণাঞ্চ দেবানাঞ্চ দিবানিশম্।
উত্তরায়ণে দিনং প্রোক্তং রাত্রিশ্চ দক্ষিণায়নে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃতি খ০ ৫১ অ০)

স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত দিবাভাগে যে সকল নিত্য ও নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা যদি কোন রূপ প্রমাদবশতঃ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম করা যাইতে পারে, তাহাতে ঐ কর্ম্ম পতিত হইবে না।

"পূর্ব্বাহ্নবিহিতং কর্ম্ম ন কৃতং তৎ প্রমাদতঃ।
রাত্রেস্তু প্রহরং যাবৎ তৎকর্ত্তব্যং যথোক্তবৎ॥
দিবোদিতানি কর্ম্মাণি প্রমাদাৎ পতিতানি চ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥" (রত্নাকর)

তিনপ্রহর কাল রাত্রি, রাত্রির প্রথম ও শেষ চারি দণ্ড দিবার মধ্যে গণ্য, এইজন্য রাত্রির একটী নাম ত্রিযামা।

"ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ম্।"

রাত্রিকালে কুলপূজা করিতে হয়।

"রাত্রাবেব মহাপূজা কর্ত্তব্যা বীরবন্দিতে।
ন দিনে সর্ব্বথা কার্য্যা শাসনান্মম সুব্রতে॥" (তন্ত্রসার)

রোহিণীব্রত অর্থাৎ জন্মাষ্টমী ব্রত ভিন্ন অন্য যে কোন ব্রতে রাত্রিকালে পারণ করিতে নাই। কিন্তু রোহিণী ব্রতে রাত্রিতে পারণ বিধান থাকিলেও মহানিশাতে পারণ করিতে নাই।

"ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাৎ ঋতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ।
তত্র নিশ্যপি বৈ কুর্য্যাদ্বর্জ্জয়িত্বা মহানিশাম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

রাত্রিকালে কদাপি শ্রাদ্ধ করিবে না। রাত্রিকালে গঙ্গা-স্নানাদি করা যাইতে পারে। ইহাতে গঙ্গাস্নান জন্য ফল হইয়া থাকে।

রাত্রিকালে একপ্রহরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প ভোজন কর্ত্তব্য, রাত্রিকালে দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীও ভোজন বিধেয় নহে।

"রাত্রৌ চ ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রথমপ্রহরাগমে।
কিঞ্চিদূনং সমশ্নীয়াৎ দুর্জ্জরমত্র বর্জ্জয়েৎ॥" (ভাবপ্র০)

ফলিত জ্যোতিষ মতে,—চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি গ্রহ রাত্রি-কালেই বলবান্ হয়েন। রাত্রির তৃতীয় যামে রবি, বুধ, শনি ও চন্দ্র বলবান্ হইয়া থাকেন। কিন্তু বৃহস্পতি দিবা ও রাত্রি উভয় কালেই বলবান্ হয়। জ্যোতির্ব্বিদাভরণে রাত্রিলগ্ন নিরূপণের বিষয় লিখিত হইয়াছে। আকাশস্থ নক্ষত্রের

অবস্থান নির্ণয় দ্বারা মেষাদি লগ্নের ভুক্ত ও ভোগ্যদণ্ড স্থির করিতে পারা যায়। [বিস্তৃত বিবরণ লগ্নশব্দে দেখ।]

৩ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ নদীবিশেষ।

"শ্রুতাস্তত্রৈব নদ্যস্তু প্রতিবর্ষং গতাঃ শুভাঃ।

গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যারাত্রির্মনোজবা॥"

(মৎস্যপু॰ ১২২।৮৭)

রাত্রিক (পুং) উষ্ট্রধূমকাখ্য উচ্চিটিঙ্গা নামক বৃশ্চিকভেদ। (বাভট উত্তরত॰ ৩৭ অ॰)

রাত্রিকর (পুং) রাত্রিং করোতীতি কৃ-ট। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

রাত্রিকাল (পুং) রজনী।

রাত্রিকৃত্য (ত্রি) রাত্রিকালে আচরণীয় বিষয়।

রাত্রিচর (পুং) রাত্রৌ চরতীতি (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬) ইতি ট, (রাত্রেঃ কৃতি বিভাষা। পা ৬।২।৭২) ইতি পক্ষে মুমভাবঃ। ১ রাক্ষস। (ত্রি) ২ রাত্রিকালে বিচরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌।

"তং বিপ্রদর্শং কৃতঘাতযত্নাং যান্তং বনে রাত্রিচরী ডুঢৌকে।"

(ভট্টি ২।২৩)

রাত্রিচর্য্যা (স্ত্রী) রাত্রেশ্চর্য্যা। রাত্রিকালে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আহ্নিকতত্ত্বে ও বৈদ্যকে রাত্রিচর্য্যার বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাত্রিচর্য্যাকথনস্থলে দারোপগমনবিধিই কেবল বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট।

রাত্রিজ (ক্লী) ১ রাত্রিকালে জাত। ২ নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ।

রাত্রিজল (ক্লী) রাত্রের্জলং। কুজ্ঝটিকা। (শব্দমালা)

রাত্রিজাগর (পুং) রাত্রৌ জাগর্ত্তীতি জাগৃ-অচ্‌। ১ কুকুর। (ত্রি) ২ রাত্রিতে জাগরণকর্ত্তা, যাহারা রাত্রিজাগরণ করে।

রাত্রিজাগরণ. (ক্লী) রাত্রৌ জাগরণং। রাত্রিকালে জাগরণ, রাত্রিতে নিদ্রা না যাওয়া, রাত্রিজাগরণে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে, এইজন্য রাত্রিজাগরণ বৈদ্যকে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

[নিদ্রা শব্দ দেখ।]

রাত্রিজাগরদ (পুং) রাত্রৌ জাগরং জাগরণং দদাতি দা-ক। মশক। (রাজনি॰)

রাত্রিঞ্চর (পুং) রাত্রৌ চরতীতি চর-ট (রাত্রেঃ কৃতে বিভাষা। পা ৬।২।৭২) ইতি মুম্‌। ১ রাক্ষস। স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌। রাত্রিঞ্চরী রাক্ষসী। (ত্রি) ২ রাত্রিতে গমনকর্ত্তা।

রাত্রিতরা (স্ত্রী) গভীরা রজনী।

রাত্রিতিথি (স্ত্রী) শুক্লপক্ষীয় রাত্রি।

রাত্রিন্দিশম্‌ (অব্য) দিবারাত্রির মধ্যে।

রাত্রিনাশন (পুং) সূর্য্য।

রাত্রিন্দিব (ক্লী) রাত্রিশ্চ দিবা চ। দিবা ও রাত্র।

রাত্রিপরিশিষ্ট (ক্লী) রাত্রিসূক্ত। [রাত্রিসূক্ত দেখ।]

রাত্রিপর্য্যায় (পুং) অতিরাত্রযোগে কথিত বাক্যবিশেষ। ইহা যথাক্রমে তিনবার উচ্চারণ করিতে হয়।

রাত্রিপুষ্প (ক্লী) রাত্রৌ পুষ্প্যতি বিকাশতে ইতি পুষ্প-অচ্‌। উৎপল। (রাজনি॰)

রাত্রিপূজা (স্ত্রী) রাত্রিকালীন পূজা, যেমন শ্যামাপূজা।

রাত্রিবল (ত্রি) রাত্রৌ বলং যস্য। ১ রাক্ষস। (ত্রি) ২ রাত্রিতে বলশালী।

রাত্রিভোজন (স্ত্রী) রাত্রিতে ভোজন, রাত্রিকালে ভক্ষণ।

রাত্রিমট (পুং) রাত্রৌ অটতীতি অট্‌-অচ্‌ (রাত্রেঃ কৃতি বিভাষা। পা ৬।৩।৭২) ইতি মুম্‌। ১ রাক্ষস। (ত্রি) ২ রাত্রিতে গমনকারী।

রাত্রিমণি (পুং) রাত্রের্মণিরিব। ১ চন্দ্র। (হারাবলী)

রাত্রিমারণ (ক্লী) রাত্রিযোগে হনন।

রাত্রিম্মন্য (ত্রি) রাত্রিকাল-বিবেচনা। রাত্রিজ্ঞান।

রাত্রিযোগ (পুং) রাত্রির আগমন।

রাত্রিরক্ষক (পুং) রাত্রিকালের প্রহরী। রাতপাহারা।

রাত্রিরাগ (পুং) অন্ধকার।

রাত্রিবাসস্‌ (ক্লী) রাত্রের্বাসঃ বস্ত্রমিব। ১ অন্ধকার।

২ শয়নকালীন পরিধেয় বস্ত্র। প্রাতঃকালে উঠিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিতে হয়। দিবাভাগে রাত্রিবাস পরিধান করিলে অলক্ষ্মীর কৃপা হয়।

"শয়নঞ্চান্ধকারে চ রাত্রিবাসো দিনে তথা।

স্নানাম্বরং কুবেশঞ্চ বর্জ্জয়েৎ শুষ্কভোজনম্‌॥" (লক্ষ্মীচরিত্র)

রাত্রিবিগম (পুং) রাত্রের্বিগমো যত্র। প্রভাত। (শব্দমালা)

রাত্রিবিশ্লেষগামিন্‌ (পুং) রাত্রৌ বিশ্লেষং বিচ্ছেদং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। ১ চক্রবাক। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ রাত্রিকালে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত।

রাত্রিবেদ (পুং) রাত্রিং রাত্রিশেষং বেদয়তি স্ববেণেতি বিদ-ণিচ্‌-অণ্‌। কুক্কুট। (শব্দরত্না॰)

রাত্রিবেদিন্‌ (পুং) রাত্রিং রাত্রিশেষং বেদয়তি স্বরেণ বিদ-ণিচ্‌-ণিনি। কুক্কুট। (শব্দরত্না॰)

রাত্রিসামন্‌ (ক্লী) সামভেদ। (শতব্রা॰ ১১।৫।৪।৬) বেদে রাত্রিসামন্‌' শব্দের মূর্দ্ধণ্য 'ষ' প্রয়োগ দেখা যায়।

রাত্রিসূক্ত (ক্লী) ঋগ্‌বেদোক্ত সূক্তভেদ। ঋগ্‌বেদের ১০।১২৭।১-৮ পর্য্যন্ত রাত্রিসূক্ত। প্রথমসূক্ত যথা—

"রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।

বিশ্বা অধিশ্রিয়ো অধিত।" (ঋক্‌ ১০।১২৭।১)

রাত্রিহাস (পুং) রাত্রের্হাস ইব শুভ্রত্বাৎ, রাত্রৌ হাসো বিকাসো যস্য ইতি বা। শ্বেতোৎপল। (শব্দরত্না॰)

রাত্রিহিণ্ডক (পুং) রাত্রৌ হিণ্ডতি অন্তঃপুরমধ্যে ভ্রমতীতি হিণ্ড-গতৌ ণ্বুল্। অন্তঃপুররক্ষক। (শব্দরত্না॰)

রাত্রী (স্ত্রী) রাত্রি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ নিশা। ২ হরিদ্রা। [রাত্রিশব্দ দেখ।]

রাত্রীদৈবোদাস (ক্লী) সামভেদ রাত্রীহবদৈবদাস পাঠ ও দেখা যায়।

রাত্র্যট (পুং) রাত্রৌ অটতীতি অট্-অচ্। ১ রাক্ষস। (ত্রি) ২ রাত্রিতে গমনকারী।

রাত্র্যন্ধ (ত্রি) রাত্রৌ অন্ধঃ। রাতকাণা, রাত্রিকালে দৃষ্টিহীন, যাহারা রাত্রিকালে দেখিতে পায় না, কিন্তু দিবাভাগে দেখিতে পায়।

দেবদারুচূর্ণ অজামূত্র দ্বারা একবিংশতিবার ভাবনা দিবে, পরে উহা নেত্রে লাগাইলে রাত্র্যন্ধরোগ নিবারিত হয়।

"দেবদারোশ্চ বৈ চূর্ণমজামূত্রেণ ভাবয়েৎ।
একবিংশতি বৈ বারমক্ষিণী তেন চাঞ্জয়েৎ।
রাত্র্যন্ধতা পটলতা নশ্যেদিতি বিনিশ্চয়ঃ॥"

(গরুড়পু॰ ১৮৯ অ॰)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, দূষিত কফ নেত্রের তৃতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে রাত্র্যন্ধতা উৎপন্ন হয়, দিবাভাগে দৃষ্টি সূর্য্যানুগৃহীত এবং কফের লাঘব হয়, এ কারণে রোগী দিবাভাগে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। (ভাবপ্র॰ নেত্ররো॰)

[চক্ষুরোগ ও নেত্ররোগ দেখ।]

২ রাত্রিতে স্বাভাবিক দৃষ্টিহীন পক্ষী, কাকাদি।

"দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথারাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥" (চণ্ডী ১ অ॰)

রাত্র্যন্ধতা (স্ত্রী) রাত্র্যন্ধরোগ।

রাত্র্যাকূপার (ক্লী) সামভেদ।

রাথকারিক (ত্রি) রথকার-ঠক্ (কুমুদাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।২।৮০) ১ রথকারযুক্ত দেশ। ২ রথকারের অদূরভব। ৩ রথকার দ্বারা নিবৃত্ত।

রাথকার্য্য (পুং) রথকারস্য অপত্যং পুমান্ রথকার (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি ণ্য। রথকারের গোত্রাপত্য।

রাথগণক (ক্লী) রথগণকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, (প্রাণভৃজ্জাতিবচনোদ্গাত্রাদিভ্যোঽঞ্। পা ৫।১।১২৯) ইতি রথগণক অঞ্। রথগণকের ভাব বা কার্য্য।

রাথজিতেয় (স্ত্রি) রথজিৎ নাম অপ্সরোগণভেদ। বিশ্বজয়ীবুদ্ধির বিরাগবিশেষের উৎপাদয়িত্রী।

"রথজিতাং রাথজিতেয়ীনামপ্সরসামযং স্মরঃ।"(অথর্ব্বঃ ৬।১৩০।১)

যে রথজিতে রথেন জেতব্যে মাষাখ্যে ওষধি রথজিতাম্ রথেন আত্মীয়েন বাহনেন বিশ্বং জয়ন্তীনাং ধীনাম্ ধ্যানজননীনাংবিরাগ বিশেষস্য উৎপাদয়িত্রীণাম্ অপ্সরসাং উর্ব্বশীপ্রভৃতীনাং সম্বন্ধী অয়ং স্মরঃ কামঃ। তদধীনে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অতঃ ইয়ং দুষ্টা স্ত্রী মাং স্মরকৃতপীড়াভাবাৎ ন কাময়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা রথজিতাং রথেন রথাকারেণ বিমানেন নিখং জয়তাং দেবানাং সম্বন্ধিনি রথজিতে রথেন জেতব্যে মেরুশিখরাদৌ ভোগভূপ্রদেশে ধীনাং ধ্যাতৃণাং গন্ধর্ব্বাণাং অপ্সরসাং চ অয়ং সম্ভূতঃ স্মরঃ।" (সায়ণ)

রাথন্তর (ত্রি) ১ রথন্তর সামসম্বন্ধীয়। ২ রথন্তরের গোত্রাপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। স্ত্রী আচার্য্যভেদ। (বৃহদ্ধর্ম্মপু ৫।২৮)

রাথন্তরায়ণ (পুং) রথন্তরের গোত্রসম্ভব।

রাথপ্রোষ্ঠ (পুং) অসমাতির গোত্রাপত্য।

রাথীতর (পুং) রথীতরস্য গোত্রাপত্যং রথীতর (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। রথীতরের গোত্রাপত্য।

রাথীতরায়ণ (পুং) রথীতর (হরিতাদিভ্যোঽঞঃ। পা-৪।১।১০০) ইতি ফক্। রথীতরের গোত্রাপত্য।

রাথ্য (ত্রি) রথ্য বা রথসম্পর্কীয়। (ঋক্ ১।১৫৭।৬)

রাদ্ধ (ত্রি) রাধ সিদ্ধৌ ক্ত। ১ পক্ব। ২ সিদ্ধ। (ত্রিকা॰)

"পূর্ব্বেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্॥"

(ভাগবত ২।৯।৪০)

রাদ্ধান্ত (পুং) রাদ্ধঃ সিদ্ধঃ অন্তঃ নির্ণয়ো যস্মাৎ। ১ সিদ্ধান্ত।

"অথেদমর্থং পৃচ্ছামো ভবন্তং বহুবিত্তমম্।
সমস্ততন্ত্ররাদ্ধান্তে ভবান্ ভাগবততত্ত্ববিৎ॥"

(ভাগবত ১২।১১।১)

রাদ্ধান্তিত (ত্রি) সিদ্ধান্তীকৃত। ন্যায়সূত্রপরম্পরা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

রাদ্ধি (স্ত্রী) সম্পূর্ণতা। সাফল্য। উন্নতি। শুভাদৃষ্ট।

রাধ্, ১ নিষ্পত্তি। ২ হিংসা। ৩ বৃদ্ধি। ৪ শুভাশুভপর্য্যালোচনা। স্বাদি ও দিবাদি, পরস্মৈ, স্বাদিপক্ষে সক॰ দিবাদিপক্ষে অক, অনিট্। লট্ রাধ্যতি। লোট্ রাধ্যতু। স্বাদিপক্ষে রাধ্নোতি, রাধ্নুতঃ, রাধ্নুবন্তি। লিট্ ররাধ, ররাধতু, ররাধিথ, রেধতুঃ রেধিথ। লুট্ রাদ্ধা। লৃট্ রাৎস্যতি। লৃঙ্ আরাৎস্যৎ। লুঙ্ আরাৎসীৎ, আরাদ্ধাং, আরাৎসুঃ। সন্ রিরাৎসতি। হিংসায়াং রিরিৎসতি। যঙ্ রারাধ্যতে। যঙ্লুক্ রারাদ্ধি। ণিচ্ রাধয়তি। লুঙ্ অরীরধৎ। রাধ ধাতু চুরাদিগণীয়ও হয়।

অপ+রাধ=অপরাধ, দ্রোহ, অনিষ্টাচরণ, হিংসা। অভি+আ+রাধ=আরাধনা, সেবা। বি+রাধ্=দ্রোহ, অনিষ্টাচরণ

রাধ (পুং) রাধা বিশাখা তদ্বতী পৌর্ণমাসী রাধী সাস্মিন্নস্তীতি রাধ (সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি। পা ৪।২।২১) ইতি অণ্। ১ বৈশাখমাস।

"রাধমাসাবধি মধুস্তত্ঃপ্রভৃতি বারিদাঃ।"(রাজত° ৮।২৪৮২)

২ ধন। "স্তোত্রং রাধানাং পতে" (ঋক্ ১।৩০।৫)

'রাধানাং পতে ধনানাং পালক' (সায়ণ)

রাধগুপ্ত (পুং) বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের মন্ত্রী।

রাধন (ক্লী) রাধ-ল্যুট্। ১ সাধন। ২ প্রাপ্তি। ৩ তোষ, পরিতোষ। (হেম)

রাধনপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাধনপুররাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩° ৪৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৮´ ৪০´´ পূ°। এই নগর একটী বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্ষাকালে সমস্ত ময়দান জলমগ্ন হইলে, নগরটী হ্রদমধ্যস্থিত দ্বীপের ন্যায় দেখায়। ইহার চতুর্দ্দিকে ১৫ ফিট্ উচ্চ, ৮ ফিট্ প্রস্থ ও ২৷৷০ মাইল বিস্তৃত প্রাচীর আছে। প্রাচীরের চারিকোণে বুরুজ, ৮টী তোরণদ্বার ও প্রাচীরগাত্রের স্থানে স্থানে কামানের গর্ত্ত এবং প্রাচীরের বহির্দ্দেশে উচ্চ বপ্র ও পরিখা আছে। এই নগরের মধ্যস্থলে নবাবের দুর্গ ও প্রাসাদ অবস্থিত। গুজরাত, কচ্ছ ও ভাবনগরের সহিত এখানকার বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৮১৬ ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে দুইবার মড়কে এই স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া যায়।

রাধনা (স্ত্রী) ১ বাক্য। ২ কথন।

রাধরঙ্ক (পুং) ১ লাঙ্গল। ২ স্বল্পবৃষ্টি বা তুষারপাত।

রাধরঙ্কু (পুং) সার, শীকর; জলদোপল।

রাধস্ (ক্লী) অনুগ্রহ। সহানুভূতি। দয়া। দান।

রাধস্পতি (পুং) ধনাধিপতি। শ্রেষ্ঠদানী।

রাধা (স্ত্রী) রাধ্নোতি সাধয়তি কার্য্যাণীতি রাধ-অচ-টাপ্। ১ ঋষিদিগের চিত্রভেদ। "হং হি মহারাজসমাজে ন জানে কমবলম্বিষ্যতে রাধাবেধকীর্ত্তিবৈজয়ন্তী" (বালভারত ১ অঙ্ক)

২ বিশাখা নক্ষত্র। ৩ আমলকী। ৪ বিষ্ণুক্রান্তা। ৫ বিদ্যুৎ। (মেদিনী)

৬ সূত অধিরথের পত্নী। অধিরথপত্নী রাধা কুন্তীগর্ভজাত শিশুকর্ণের পালয়িত্রী ছিলেন, এইজন্য কর্ণ রাধাসুত নামে খ্যাত ছিলেন।

"নিগূহমানা জাতং বৈ বন্ধুপক্ষভয়াত্তদা।
উৎসসর্জ্জ জলে কুন্তী তং কুমারং যশস্বিনম্॥
তমুৎসৃষ্টং জলে গর্ভং রাধাভর্ত্তা মহাযশাঃ।
রাধায়াঃ কল্পয়ামাস পুত্রং সোঽধিরথস্তদা॥"
(ভারত ১।৬৭।১৩৮-৩৯)

৭ গোপী বিশেষ, শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের বামভাগাংশা শক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাধিকার কোনরূপ উল্লেখ নাই। কৃষ্ণভক্তা এক প্রধানা সখীর নির্দ্দেশ আছে মাত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, দেবীভাগবত এবং পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে রাধিকার বিবরণ পাওয়া যায়। অতি সংক্ষেপে বিবরণ লিখিত হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে (ব্রহ্মখণ্ডে ৫ অঃ) আছে—গোলোকে রাসমণ্ডলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন এমন সময়ে, তাঁহার বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে লাগিলেন। গোলোকধামে রাসমণ্ডলে এই কন্যা আবির্ভূত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ধাবিত হইয়াছিলেন, এইজন্য দেবগণ তাঁহার নাম রাধা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং প্রাণ হইতে নির্গতা হইয়াছিলেন বলিয়া নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা।

দেবী রাধা আবির্ভাবমাত্রই ষোড়শবর্ষবয়স্কা, নবযৌবনসম্পন্না, অত্যুজ্জ্বলবস্ত্রধারিণী, ঈষদ্ হাস্যবদনা এবং মনোহারিণী হইলেন। এই দেবী অতিশয় কোমলাঙ্গী এবং জগতের যাবতীয় সুন্দরী হইতেও সৌন্দর্য্যবতী।

শ্রীরাধা এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহাস্যবদনে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই সময় শ্রীরাধার লোমকূপ সকল হইতে রূপ ও বেশ রচনায় তৎসদৃশ গোপাঙ্গনাগণ আবির্ভূত হইল। এই সকল গোপিকাগণের সংখ্যা লক্ষ কোটি। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে তদনুরূপ গোপগণ এবং স্থিরযৌবন নানাবর্ণ গোসমূহও আবির্ভূত হইল।

গোলোকে এইরূপে শ্রীমতী রাধিকার উৎপত্তি হইয়াছিল।

এই গোলোকোদ্ভবা রাধাই বৃন্দাবনধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে অবতীর্ণ হইবার কারণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

একদা ভগবতী মহাদেবকে শ্রীরাধিকার উৎপত্তি, নামনিরুক্তি ও ধ্যানাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দেবদেব মহাদেব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অতি গোপনীয় শ্রীমতীর জন্মাদি বৃত্তান্ত নিম্নোক্তরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন।

একদা ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে বৃন্দাবনের রম্যবনে রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইবামাত্রই দেবদেবী রাধা উৎপন্ন হইলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ দুই রূপে বিভক্ত হন। দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরম রমণীয়া রাধিকা দেবী রাসমণ্ডলে রাসবিহারীর সহিত রমণ করিতে

উৎসুক হইলেন। হরিপ্রিয়া নিজ পতিকে রমণোৎসুক জানিয়া ধাবমানা হইয়াছিলেন, এইজন্য তিনি রাধা নামে খ্যাত হন। ভক্তগণ 'রা' এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রে মুক্তিপদ প্রাপ্ত এবং 'ধা' এই শব্দ উচ্চারণ করিলে হরির পদে ধাবমান হয়, এইজন্যও তাঁহাকে রাধা কহে। এই শ্রীমতী রাধা সুদামের শাপে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কোন এক সময়ে রাধানাথ গোলোকে বৃন্দাবনস্থিত শতশৃঙ্গপর্ব্বতের একদেশে বিরজানাম্নী একটী গোপিকার সহিত বিহার করিতেছিলেন। রাধিকার চারিজন দূতী এই বিষয় অবগত হইয়া শ্রীরাধার নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। রাধা এই বার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় রাগান্বিত হইয়া তথায় গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহচর সুদাম শ্রীরাধার আগমন-কোলাহল শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সাবধান করিয়া দিয়া গোপগণের সহিত পলায়ন করেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধার প্রেমভঙ্গভয়ে বিরজাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। বিরজাদেবী শ্রীরাধার ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া তথায় নদীরূপে অবস্থান করেন। এদিকে রাধিকা তথায় উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

পরে শ্রীকৃষ্ণ অষ্টসখার সহিত রাধাসমীপে উপস্থিত হইলে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বহুতর তিরস্কার করেন। কিন্তু সুদাম কৃষ্ণনিন্দাশ্রবণে ব্যথিত হইয়া রাধিকাকে তিরস্কার করিলে শ্রীরাধিকা আরও ক্রুদ্ধা হইয়া সুদামকে 'তুমি ক্রূর অসুরযোনি লাভ কর' এই অভিশাপ দেন। তখন সুদামও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীরাধাকে শাপ দেন যে 'তুমিও গোলোক হইতে ভূলোকে গমন করিয়া গোপের গৃহে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ কর; শত বৎসর কাল অসহ্য কৃষ্ণবিরহদুঃখ সহ্য করিবে এবং ভগবান্ ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন।' সুদামের অভিশাপে রাধা গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাধার শাপে সুদাম শঙ্খচূড় নামে অসুরযোনি প্রাপ্ত হন।

রাধা-বরাহকল্পে রাধিকা গোকুলনগরে বৈশ্যবর বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণ হন। বৃষভানুকান্তা কলাবতী বায়ুগর্ভ ধারণ করেন, কালে কলাবতী বায়ুপ্রসব করিলে অযোনিসম্ভূত শ্রীরাধা উৎপন্ন হইলেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে বৃষভানু রায়াণবৈশ্যের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ দেন। শ্রীরাধা বৃষভানুসুতায় নিজছায়া সংস্থাপন করিয়া অন্তর্হিতা হন। ছায়ার সহিত রায়াণের বিবাহ হয়। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ কংসভয়চ্ছলে বালকরূপে গোকুলে গমন করেন। রায়াণ কৃষ্ণজননী যশোদার সহোদর এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ। অতএব রায়াণ সম্বন্ধে তাহার মাতুল। জগৎশ্রেষ্ঠ পুণ্যতম শ্রীবৃন্দাবনের বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বিহার ঘটে।

গোপগণ স্বপ্নেও শ্রীরাধার রূপ দর্শন করিতে পান না। শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে বাস এবং রায়াণগৃহে ছায়ারূপে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মা শ্রীরাধার চরণ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ষষ্টি সহস্র বৎসর পুষ্করতীর্থে কঠোর তপস্যা করেন। পরে ভগবান্ ভূভারহরণের নিমিত্ত ভারতে নন্দগোপকুলে জন্মগ্রহণ করিলে ব্রহ্মা শ্রীরাধার চরণপদ্ম দর্শন পান। শ্রীকৃষ্ণ পুণ্য বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধার সহিত কণকাল বিলাস করিয়াছিলেন। তৎপরে সুদামশাপে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ হয়। পরে বৃষভানু, নন্দ এবং সকল গোপ গোপীগণ পুনর্ব্বার সকলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত গোলোকধামে গমন করেন। এই শ্রীরাধার উপাখ্যান পাপনাশক এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে অশেষ মঙ্গলদায়ক।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ এইরূপে বিভক্ত। দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা শ্রীরাধাই পত্নী এবং চতুর্ভুজ কৃষ্ণের মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী ইঁহারাই প্রিয়তমা।

পণ্ডিতগণ অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিবেন, কৃষ্ণনামের পরে রাধানাম উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়া থাকে। হরি কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাসোৎসব উপলক্ষে গোলোকে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরীর পূজা করিয়া রাধাকবচ কণ্ঠে ও বাহুদেশে ধারণ করেন। এই সময়ে শ্রীরাধা জগৎপতি কৃষ্ণের পূজা এবং কৃষ্ণও শ্রীরাধিকার পূজা করিয়া থাকেন।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ৪৮—৫০ অ॰)

রাধিকার ষোড়শ নাম—

রাধা, রাসেশ্বরী, রাসবাসিনী, রসিকেশ্বরী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণস্বরূপিণী, কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা, পরমানন্দরূপিণী, কৃষ্ণা, বৃন্দাবনী, বৃন্দা, বৃন্দাবনবিনোদিনী, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রকান্তা এবং শতচন্দ্রনিভাননা শ্রীমতী রাধিকার এই ষোড়শ নাম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সকল পাপনাশক।

এই সকল নাম-নিরুক্তির বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'রা' শব্দে দান এবং 'ধা' শব্দে নির্ব্বাণ-মুক্তি, তিনি ভক্তবৃন্দকে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করেন বলিয়া রাধা নামে অভিহিত হন। তিনি রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, এজন্য রাসেশ্বরী, ও রাসমণ্ডলে বাস করেন বলিয়া রাসবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা। সমুদায় রসিকাদেবীগণের ঈশ্বরী একারণ পণ্ডিতগণ নিরন্তর তাঁহাকে রসিকেশ্বরী বলিয়া থাকেন। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের

প্রাণাধিকা প্রেয়সী এই নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রাণাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়া কান্তা এইজন্য কৃষ্ণপ্রিয়া। তিনি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণরূপ বিধান করিতে সমর্থা ও সর্ব্বাংশে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশী এইজন্য কৃষ্ণস্বরূপিণী। কৃষ্ণের বামাংশসম্ভূতা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাধা স্বয়ং মূর্ত্তিমতী পরমানন্দরাশি এজন্য তিনি পরমানন্দরূপিণী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। 'কৃষ্' শব্দে মোক্ষ এবং ণকার শব্দে উৎকৃষ্ট এবং আকার শব্দে দানবোধক। তিনি উৎকৃষ্ট মোক্ষদায়িনী এইজন্য কৃষ্ণা। তাঁহার বৃন্দাবন আছে, বা তিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এইজন্য তিনি বৃন্দাবনী। বৃন্দ শব্দে সখীসমূহ ও আকার শব্দ অস্তিবোধক, তাঁহার সখীসমূহ বিদ্যমান আছে এইজন্য তিনি বৃন্দা। বিনোদ শব্দে আনন্দ, তাহা তাঁহার বৃন্দাবনে সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত আছে, এইজন্য বৃন্দাবনবিনোদিনী। রাধিকার মুখচন্দ্র ও নখচন্দ্রাবলী নিরন্তর বিরাজমান এজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চন্দ্রাবলী বলিয়া থাকেন। তাঁহার মুখকান্তি দিবানিশি চন্দ্রতুল্য বলিয়া তিনি চন্দ্রকান্তা, তাঁহার মুখমণ্ডলে নিরন্তর শত চন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিদ্যমান, এইজন্য তিনি শতচন্দ্রনিভাননা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

যিনি ত্রিসন্ধ্যা রাধিকার এই ষোড়শ নাম জপ করেন, তিনি ইহকালে রাধামাধবের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিয়া অন্তে অনিমাদি সিদ্ধি ও নিত্য শরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহাদিগের সহিত কালযাপন করিয়া থাকেন। (ব্রহ্মবৈ' শ্রীকৃষ্ণজন্মখ০ ১৭ অ০)

দেবীভাগবতে রাধিকার পূজা ও মন্ত্রাদির বিষয় এইরূপ আছে,—মূলপ্রকৃতিরূপিণী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী হইতে জগতের উৎপত্তিকালে প্রাণ ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুই শক্তি আবির্ভূতা হন। তন্মধ্যে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাধা এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা। এই নিখিল বিরাড়াদি চরাচরজগৎ সেই শক্তিযুগলের অধীন। ইঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত জীবের মুক্তিলাভ দুর্ঘট। এই জন্য জীবমাত্রেরই এই শক্তির আরাধনা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই শক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে রাধিকা শক্তির মন্ত্র যাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত জপ করিয়া থাকেন, 'শ্রীরাধায়ৈ স্বাহা' এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্রে ধর্ম্মাদি লাভ হইয়া থাকে। ঐ মন্ত্রের সহিত হ্রীঁ যোগ করিয়া দিলে ঐ মন্ত্র বাঞ্ছাচিন্তামণি হইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্রের মহিমা সহস্রকোটি মুখে এবং শতকোটি জিহ্বাতেও বর্ণন করিতে পারা যায় না। প্রথমে গোলকধামে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিদেবীর উপদেশে এই মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বিষ্ণু, এবং বিষ্ণুর উপদেশে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এই মন্ত্র গ্রহণ করেন। রাধিকার পূজা ব্যতীত কৃষ্ণপূজায় অধিকার হয় না, সুতরাং সকল বৈষ্ণবেরই রাধার পূজা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। রাধা কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কৃষ্ণ রাধার অধীন। রাধা সর্ব্বদা কৃষ্ণের রাসেশ্বরী হইয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্যও রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না।

পূজার বিধানানুসারে ধ্যানাদি করিয়া উক্ত মন্ত্রে রাধিকার পূজা করিতে হয়। যিনি যথাবিধানে রাসেশ্বরী রাধার পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকেন। যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে রাধাজন্মোৎসব করেন, রাধা তাঁহাকে সান্নিধ্য প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা গোলোকবাসিনী রাধা কোন কারণ বশতঃ একসময়ে বৃন্দাবনকাননে বৃষভানুর কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দেবী ভক্তগণের সমস্ত কামনা ধারণ অর্থাৎ সাধন করেন বলিয়া তিনি রাধা নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

শালগ্রামশিলা বা ঘটে দেবী রাধিকার পূজা করিয়া পরে তাহার অঙ্গদেবতাদির পূজা করিতে হয়। দেবীর পূজা করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অষ্টদলপদ্মের পুরোভাগে পূর্ব্বদলে মালাবতী, অগ্নিকোণে মাধবী, দক্ষিণদলে রত্নমালা, নৈর্ঋতদলে সুশীলা, পশ্চিমদলে শশিকলা, বায়ুদলে পারিজাতা, উত্তরদলে পরাবতী এবং ঈশানদলে সুন্দরী, তৎপরে অষ্টদল পদ্মের বহির্ভাগে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ, ভূপুরে দিক্‌পালগণের এবং বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের পূজা করিতে হয়। তৎপরে যথাশক্তি উপচার দ্বারা দেবীর আবরণদেবতার পূজা কর্ত্তব্য। পূজার ক্রম সংক্ষেপে লিখিত হইল, বিশেষ বিবরণ পূজাপদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে। (দেবীভাগবত ৯।৫০ অ০)

বৃন্দাবনধামে ভগবান্ রাধিকার সহিত যে রাসলীলা করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। [রাসশব্দ দেখ।]

রাধাতন্ত্রে লিখিত আছে,—

ভগবান্ বাসুদেব কাশীপুরে গিয়া কায়মনোবাক্যে মহামায়ার কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। সহস্রাদিত্য গত হইলেও তাঁহার সিদ্ধি হইল না। তখন মহামায়া দেখা দিয়া বলিলেন, 'বৎস! উঠ, কুলাচার বিনা সিদ্ধি হয় না। আমার অংশসম্ভবা লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া কি তপ করিতেছ? এক অতি গুহ্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার এই বক্ষঃস্থলে আমায়রূপা চিত্রবিচিত্রা মালা আছে। এই মালাগুলিই আমার দূতী, তাঁহাদের নাম হস্তিনী, পদ্মিনী, চিত্রিণী,

গন্ধিনী। এতন্মধ্যে আমার পদ্মিনী নাম্নী মালাই ব্রজে গিয়া রাধা নামে খ্যাত হইবেন। বাসুদেব! তুমি মথুরায় গিয়া সেই পদ্মিনীর সঙ্গ লাভ কর, তাহা হইলেই তোমার সিদ্ধি হইবে। আমার অন্যান্য মাতৃকাদেবীগণও তাঁহার অনুচরী হইবে।' তখন ভগবান্ বাসুদেব মহামায়ার কাছে পদ্মিনীকে দেখিতে চাহিলেন,তৎক্ষণাৎ রক্তবিদ্যুল্লতাকৃতি পদ্মগন্ধসমন্বিতা মোহিনীরূপধারিণী সখীগণবেষ্টিতা সহস্রদলপদ্মমধ্যস্থা দেবী পদ্মিনী আবির্ভূত হইলেন। বাসুদেব সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পদ্মিনী কহিলেন, 'ভগবন্! শীঘ্র ব্রজধামে গমন করুন, সেখানে আমি আপনার সহিত কুলাচার করিব। তথায় বৃকভানুগৃহে আপনার অগ্রেই আমি জন্মিব।' এই বলিয়া পদ্মিনী মহামায়ার মালা মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবমীতিথিতে অর্দ্ধরাত্রে পদ্মিনীদেবী বিবিধ কমলদলে পরিশোভিত কালিন্দী-সলিলে মায়াময় ডিম্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। মহামায়া কাত্যায়নী সেই অসীম তেজোময় ডিম্ব লইয়া কালিন্দীতীরে জপপরায়ণ বৃকভানু-সমীপে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন;— বৎস! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দেবীকৃপা লাভ করিয়া বৃকভানু দেবীর অনুরূপিণী কন্যা প্রার্থনা করিলে, দেবী মহামায়া সেই ডিম্বটী তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া, 'বৎস! তোমার পত্নীর ভক্তিতে আমি পরম প্রীত হইয়াছি, তোমার পত্নীর কন্যারত্ন লাভ হইবে' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বৃকভানু সেই ডিম্ব স্বীয় পত্নীকে প্রদান করিলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দে দেখিতেছেন—এমন সময় ডিম্ব দ্বিধা হইলে তন্মধ্যে ভুবনমোহিনী বিদ্যুল্লতাকারা সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী কন্যা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। অনন্তর বৃকভানু স্বীয় পত্নী কীর্ত্তিদার সহিত মিলিত হইয়া কন্যার রাধিকা নাম রাখিলেন।

"রক্তবিদ্যুৎপ্রভা দেবী ধত্তে যস্মাৎ শুচিস্মিতে।
তস্মাত্তু রাধিকা নাম সর্ব্বলোকেষু গীয়তে॥"

(রাধাতন্ত্রে ৭ম পটলে)

সেই দেবী রক্তবিদ্যুৎপ্রভা ধারণ করিতেন বলিয়া সর্ব্বলোকে তিনি রাধিকা নামে প্রখ্যাত হন। সেই পদ্মিনী দ্বিতীয় বর্ষে কৃষ্ণকে পাইবার জন্য ষোড়শোপচারে ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী মহাকালীর পূজা করিতে থাকেন। রাধাতন্ত্রে বিশেষভাবে লিখিত আছে—

বিষ্ণুবল্লভা মৃগনয়না রাধাই মহামায়া জগদ্ধাত্রী, ত্রিপুরা, পরমেশ্বরী; পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনীই তাঁহার দূতী; তিনিও কৃষ্ণভক্তা, কৃষ্ণবল্লভা। বৃকভানুর দৃঢ়ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার কন্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনিই নির্জ্জন বনবেষ্টিত যমুনার জলমধ্যে পদ্মখণ্ড আশ্রয় করিয়া মহাকালীর মহামন্ত্র জপ করিতে থাকেন, তিনিই আবার অপর রাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই অপর রাধাই বৃকভানুগৃহস্থিতা চন্দ্রাবলী। পূর্ব্বোক্ত রাধিকার যে যে গুণ, পদ্মিনীসৃষ্ট রাধারও সেই সেই গুণ। এইরূপে তিনটী রাধিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"রাধিকা ত্রিবিধা প্রোক্তা চন্দ্রাতু পদ্মিনী তথা।
ন পশ্যেৎ পরমেশানি চন্দ্রসূর্য্যৌ শুচিস্মিতে।
মানবানাং মহেশানি বরাকাণাং হি কা কথা।
আত্মনোপহ্নবং কৃত্বা পদ্মিনী পদ্মমাশ্রিতা।
ত্রিপুরায়াং মহেশানি পদ্মিনী অনুচারিণী॥" (৮ম পটল)

এই তিনটী রাধার মধ্যে বৃকভানুগৃহস্থিতা রাধাই কৃত্রিমা, আর অযোনিসম্ভবা পদ্মিনীই পরাৎপরা। (৭ম পটল)

[রাধাতন্ত্রে সবিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রাধাকবচ, ধারণীয় মন্ত্রৌষধভেদ।

রাধাকান্ত (পুং) রাধায়াঃ কান্তঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

"গোলোকে দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো রাধাকান্তঃ সনাতনঃ।
গোপাঙ্গনাদিভির্যুক্তো দ্বিভুজৈর্গোপপার্ষদৈঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখ° ১৭ অ°)

রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, পুরাণার্থপ্রকাশপ্রণেতা।

রাধাকান্ত দেব, প্রায়শ্চিত্তচন্দ্রিকারচয়িতা।

রাধাকান্ত দেব (রাজা সার্), জগদ্বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধানপ্রণেতা। ইনি প্রাচীন সংস্কৃতের শ্লোকাকারে নিবদ্ধ শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে সাজাইয়া ইংরাজী শব্দকোষের অনুকরণে সর্ব্বপ্রথম এই কোষ সঙ্কলন করেন। ইহাতে প্রাচীন হিন্দুজগতের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্মসম্বন্ধীয় পদ্ধতি, পৌরাণিক উপাখ্যান, ব্রতকর্ম্ম এবং গণিত, বিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র, দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই সংস্কৃত অভিধান হইতে কেবল তাঁহার নহে, পণ্ডিতপ্রধান সমগ্র বঙ্গভূমিরই মুখোজ্জ্বল হইয়াছে।

কলিকাতার বিখ্যাত সভাবাজার-রাজবংশে ১৭০৫ শকের ১লা চৈত্রে (ইং ১১ই মার্চ্চ ১৭৮৪ খৃঃ) রাধাকান্ত সিমলার মাতুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র এবং তাঁহার পোষ্যপুত্র গোপীমোহন দেবের পুত্র। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত গোপীমোহনের বিষয় বিভাগ সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয়। কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের বিচার মতে উভয়ে ঐ সম্পত্তি ভাগ করিয়া লন এবং গোপীমোহন পুরাতন রাজবাড়ী প্রাপ্ত হন।

বালককাল হইতেই রাধাকান্তের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি প্রভূত অধ্যবসায়ের সহিত অত্যল্পকাল মধ্যে সংস্কৃত, আরব্য, পারস্য ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও শিক্ষার প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া বিসপ হেবার লিখিয়াছেন;—"He (Radha kanta Deva) is an young man of pleasing countenance and manners, speaks English well and has read many of our popular authors, particularly historical and geographical." রিকার্ডের ভারতীয় বিবরণীতে তাঁহার মানসিক উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

মহারাজ নবকৃষ্ণ মহাসমারোহের সহিত এবং বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীপতিবংশীয় গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরীর কন্যার সহিত বালকপৌত্র রাধাকান্তের বিবাহ দেন। এই বিবাহপ্রভাবে রাধাকান্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীনসমাজের ১৩শ গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন।

তাঁহার পিতামহ ও পিতার ন্যায় তিনি রাজভক্ত ছিলেন। গবর্মেণ্ট বাহাদুর কোন বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করিলে, তিনি তদ্বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যম ও পরিশ্রম করিতেন। বিদ্যোন্নতি বিষয়ে সকল সময়েই তাঁহার আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সর এডওয়ার্ড হাইড্ইষ্টের সহযোগে হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রতী হন এবং হ, হ উইলসনের সাহায্যে উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতির পক্ষে সবিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি প্রায় ৩৪ বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে গবর্মেণ্ট-নির্ব্বাচিত কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের পরিদর্শক থাকিয়া সংস্কৃত ভাষার উন্নতিবিধানে মনোযোগী ছিলেন।

কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত হইলে দেশীয় হিন্দুগণ এখানকার অনুমোদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠ্যরূপে ব্যবহার করিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন। তাঁহারা অকারণ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, ঐ সভার সম্পাদিত গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কোন না কোন বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে। সাধারণের এই অমূলক সন্দেহ দূরীকরণার্থ রাজা রাধাকান্ত ঐ সভার সহকারী সম্পাদক হন। তিনি ঐ সভার সংস্পর্শে আসিয়া দেশীয় বিদ্যালয় ও সভাসমূহের শিক্ষাবিষয়িণী উন্নতিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। তিনি ঐ সভার পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে উৎসাহ দিয়া 'স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক' নামে স্ত্রীশিক্ষার পরিপোষক একখানি পুস্তিকা প্রচার করান। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম নীতিকথা ও ইংরাজীর অনুকরণে বানানবহী (Spelling Book) প্রচলন করেন। এইরূপ পুস্তক প্রচার করার জন্য গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়া পাঠান। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হইয়া স্বয়ং প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষণে চেষ্টা পান। তাঁহার এতদ্বিষয়ে এরূপ অধ্যবসায় দেখিয়া বেথুন সাহেব তাঁহাকে দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন;—"I am anxious to give you the credit which justly belongs to you of having been the first native in India, who in modern times, has pointed out the folly and wickedness of allowing women to grow up in utter ignorance and that this is neither enjoined nor countenanced by any thing in the Hindu Shastras."

Agricultural and Horticultural Societyর সহযোগী সম্পাদক হইয়া তিনি উক্ত সভার উন্নতিবিধানে বিশেষ যত্ন এবং বঙ্গের কৃষিবিষয়ের আবশ্যকীয় মন্তব্যসমূহ কএকটী প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সভার কার্য্য-বিবরণীতে (Transactions of the Society) প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি Roy. As. Soc of Great Britain & Ireland সভার সদস্য, লিপজিকের German Oriental Society ও বার্লিনের Roy. Academy of Sciences, কোপেনহেগেনের Roy. Soc. of Northern Antiquaries, সেণ্টপিটার্সবর্গের Imp. Academy of Sciences, বোষ্টনের American Oriental Society ও ভিয়েনার Kaiserlichen Academyর সভ্য হন। তিনি সময় সময় ঐ সকল সভার পত্রিকাদিতেও প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিতেন।

যে কার্য্যের জন্য রাধাকান্ত সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছেন, তাহাই জগদ্বিখ্যাত "শব্দকল্পদ্রুম" নামক বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান। তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে উহার প্রথম ভাগ মুদ্রণ করিয়া প্রচার করেন। প্রায় ৪০ বৎসর পরিশ্রমের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উহার অষ্টম বা শেষভাগ মুদ্রাঙ্কিত হয়। তিনি ঐ মহাগ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ যাবতীয় সুধীগণকে উপহার দিয়া ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগী কোন ব্যক্তিই প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসেন নাই। এ ছাড়া প্রত্যেক সাহিত্য-সভাকেও তিনি স্বীয় সঙ্কলিত এক একখানি শব্দকল্পদ্রুম প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক শিক্ষিত সভাই তাঁহাকে Honorary ও Corresponding Memberরূপে গ্রহণ

করেন। এমন কি, রুষপতি জার ও ডেনমার্কের রাজা ৭ম ফ্রেডারিক্ তাঁহাকে সম্মানার্থ একখানি পদকসম্বলিত স্বর্ণহার পাঠাইয়া দেন। ঐ চেনের প্রত্যেক আঁকড়াতে FVII অঙ্কিত ছিল। বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারের হাত দিয়া ঐ হার তাঁহার নিকট আসে।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা ও উন্নতির জন্য ব্যস্ত থাকিলেও তিনি একেবারে সমাজনীতি ও রাজনীতি পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি দেশীয় সাধারণের হিতার্থ অনেক কার্য্যে যোগ দান করিয়া গবর্মেণ্টের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্মেণ্ট কর্তৃক জষ্টিস অব দি পিস্ ও রাজধানীর অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর তিনি এই কার্য্যেও বিশেষ কুশলতা দেখাইয়াছিলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্ সভার প্রতিষ্ঠা হয়। সভাগণ সাদরে তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। এই পদে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, এই সময়ে ভারত-গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি ও খেলাৎ দেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শব্দকল্পদ্রুম অভিধান সমাধা হইলে তিনি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে ঐ গ্রন্থ উপহার পাঠান। মহারাণী তাঁহার এই অপূর্ব্ব উপহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ রাজানুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ একটী পদক পাঠাইয়া দেন। ঐ পদকের এক পৃষ্ঠে মহারাণীর উত্তমাঙ্গ ও অপর পৃষ্ঠে From Her Majesty Queen Victoria to Raja Radha Kanta Bahadur খোদিত হইয়াছিল। ঐ পদকের সহিত ভারতসচিব সর চার্লস উড্ তাঁহাকে মহারাণীর আদেশক্রমে এইরূপ একখানি পত্র দিয়াছিলেন,—"I have laid before the Queen your letter with copy of the *Sabdakalpadruma* forwarded by you for presentation to Her Majesty and I am commanded to acquaint you that Her Majesty has received the work very graciously and fully appreciating the spirit of loyalty in which you have transmitted it has directed me to forward to you the accompanying medal."

শব্দকল্পদ্রুম তাঁহাকে বিদ্বৎসমাজে উচ্চ আসন দান করিলেও তাহাতে তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিতবর্গেরও কৃতিত্বের পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিজস্ব কৃতিত্বও অনেক ছিল, তিনি অপরের যশোভাগী নহেন। তিনি একজন সুকবি ছিলেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত পদসমূহ "রাধাকান্ত পদাবলী'তে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। ঐ গীতসমূহে তাঁহার হৃদয়নিহিত ধর্ম্মভাবের প্রতিচ্ছায়া দেখা যায় তিনি জীবনের শেষ সময় সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বসিয়া ঐ সকল পদাবলি রচনা করিতেন।

তিনি যে ছাঁদের হরফে আপনার পুস্তকগুলি মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা কিছুকাল "রাজার হরফ" বলিয়া প্রচলিত ছিল। কারণ তৎকালে ঐরূপ ছাঁদের অক্ষরে আর কাহারও পুস্তকাদি মুদ্রিত হয় নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহে রণজয়ী ইংরাজ সেনাদল যখন দিল্লী পুনরধিকার ও লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করেন, তখন তিনি রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ স্বীয় সভাবাজার প্রাসাদে ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে একটী Ball ও ভোজ দিয়াছিলেন। ঐ সময়ের সমারোহের কথা উল্লেখ করিয়া Overland Englishman নামক পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, শতাব্দ পূর্ব্বে পলাশী-রণজয়ী ক্লাইব ও তাঁহার চির সহচরবৃন্দকে লইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ সভাবাজার-প্রাসাদে যে বিজয়োল্লাস ধ্বনিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই রাজভক্ত পৌত্র 'প্রাচীন ইংলণ্ডের' প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধা রাখিয়া আপন বংশের ভক্তিপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি বহু অর্থব্যয়ে কায়স্থ-কুলীনগণের একজয়ী করিয়া আপন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতে শান্তি বিরাজিত হইলে তিনি পাইরোটেক্নিক প্রদর্শনীর অধ্যক্ষদিগকে একটী ভোজ দেন। ঐ সময়ে সভাবাজার-রাজপ্রাসাদ যে ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ইংলিসম্যান পত্র লিখিয়াছেন,—"The *tout ensemble* of the Raja's mansions was almost like a dream of the Arabian Nights and the large sheet of water with its stone terraces and the lights gleaming on its surface, was as like the feast of Beltshazzar as anything that Martin has ever drawn." উক্ত বর্ষে মাননীয় Ashley Eden (পরে বাঙ্গালার ছোট লাট) প্রভৃতি মহোদয়গণের উদ্যোগে রাজার একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র প্রস্তুত হয়। এই চিত্রপটখানি এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে তিনি সংসারের মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দুর পবিত্রতীর্থ বৃন্দাবনধামে বাস করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে, ১৬ই নবেম্বর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারত-প্রতিনিধির দ্বারা আগ্রানগরীতে একটী মহতী দরবার আহূত

হয়। রাজা রাধাকান্ত নিস্পৃহ হইয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছিলেন, রাজাদেশে তাঁহাকে সেই সভায় আমন্ত্রণ করিয়া ভারতপ্রতিনিধি তাঁহাকে K. C. S. I. উপাধি, ২১ পার্শ্বাসের খিলাৎ এবং সম্মানার্থ হস্তী ও অশ্ব দান করিয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ, রাজা দরবারমণ্ডপে প্রবেশ করিলে, ভারতপ্রতিনিধি তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার্থ আসন পরিত্যাগ করেন, সেই সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজারাও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভারতপ্রতিনিধি রাজার কণ্ঠস্থিত মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও ৭ম ফ্রেডারিকের প্রদত্ত মহামূল্য কণ্ঠহার আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিলেন।

সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রিল তিনি সজ্ঞানে বৃন্দাবনধামে দেহত্যাগ করেন। শুনা যায়, তিনি আপনার আত্মীয় ও ভৃত্যদিগকে কর্ত্তব্যবিষয়ের উপদেশ দিয়া মৃত্যুকালের চুই দণ্ড পূর্ব্বে দ্বিতলকক্ষ হইতে নীচে নামিয়া আসেন এবং স্বীয় কুঞ্জবাটিকার মধ্যস্থিত তুলসীকুঞ্জের রজোপরি শয়ান হইয়া মালা জপিতে জপিতে অন্তিমকালে নারায়ণের চরণযুগল ধ্যান করিতে থাকেন। সেই পুণ্যাত্মার পবিত্র দেহ এইরূপেই অনন্তে লীন হইয়া যায়।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ তারযোগে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে, তাঁহার দেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ ১৮৬৭খৃঃ অব্দের ১৪ই মে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন হলে একটা সভা করেন। ঐ সভায় সংগৃহীত চাঁদার দ্বারা তাঁহার একটী আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি ও তৈলচিত্র প্রস্তত হয়। প্রতিমূর্ত্তী টাউনহলের একটা কুলুঙ্গাতে স্থাপিত হইয়াছে এবং তৈলচিত্রখান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভাগৃহে রক্ষিত আছে। এতদ্ভিন্ন আর কিছু টাকা হইতে গবমেণ্ট সংস্কৃতকলেজের B. A. পরীক্ষার পূর্ব্বে সংস্কৃতপরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রকে একটা স্বর্ণপদক দিবার ব্যবস্থা করেন।

তাঁহার সুযোগ্যপুত্র কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩০ এপ্রিল 'রাজাবাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে কোন বিষয়-কর্ম্মের জন্য বিচারাদালতে উপস্থিত হইতে অব্যাহতি দেন। রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব এক্ষণে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত।

রাধাকান্ত শর্ম্মন্, বস্তুতত্ত্বরচয়িতা।

রাধাকৃষ্ণ (পুং) ১ রাধা ও কৃষ্ণ। ২ ধাতুরত্নাবলীপ্রণেতা।

রাধাকৃষ্ণ, কএকজন গ্রন্থকার। ১ অধ্যাত্মরামায়ণ-রহস্যপ্রণেতা। ২ ওষধিনামাবলী, কোষসংগ্রহ ও নিঘণ্টুরচয়িতা। ৩ চোরপঞ্চাশিকা-টীকাপ্রণেতা। ৪ জগন্নাথ নবরত্ন ও জগন্নাথস্তোত্ররচয়িতা। ৫ প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি ও শিবালয়প্রতিষ্ঠা নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণয়নকর্ত্তা। ৬ রামায়ণসারসংগ্রহরচয়িতা। ৭ বর্ষতন্ত্রপ্রণেতা। ৮ রাধাকৃষ্ণকোষরচয়িতা।

রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, অব্যয়ার্থ নামক ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণ-সঙ্কেতসূচি-রচয়িতা।

রাধাকৃষ্ণ বেদান্তবাগীশ, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাপ্রণেতা শিবচন্দ্রের গুরু।

রাধাকৃষ্ণ শর্ম্মন্, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ধাতুরত্নাবলীরচয়িতা। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।

রাধাচরণ কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অলঙ্কারকৌস্তুভটীকাপ্রণেতা বৃন্দাবনচন্দ্রের পিতা। ইনিও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

রাধাজন্মাষ্টমী (স্ত্রী) রাধার জন্মাষ্টমী, রাধা যে অষ্টমীতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে রাধাজন্মাষ্টমী কহে। ২ ব্রতবিশেষ, রাধাষ্টমীব্রত। [রাধাষ্টমী দেখ]

রাধাতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ, এই তন্ত্রে রাধার উৎপত্তি ও মন্ত্রাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রাধাতনয় (পুং) রাধায়াঃ সূর্য্যপত্ন্যাস্তনয়ঃ, তয়া পালিতত্বাৎ তথাত্বং। ১ কর্ণ। (হেম)

রাধাদামোদর, কএকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ১ কৃষ্ণলক্ষণ-বর্ণনপ্রণেতা। ২ ছন্দঃকৌস্তুভরচয়িতা। ৩ বেদান্ত-স্যমন্তক নামক বৈদান্তগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি উড়িষ্যাবাসী ও চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

রাধানগর, ত্রিপুরা রাজধানী অগরতোলার (আগরতলা) উপকণ্ঠস্থিত একটী প্রাচীন নগর ২ ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত বিশাংক্ষীর ২ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। এখানে অনেক তন্তুবায় জাতির বাস ছিল। (দেশাবলী)

রাধানগরী (স্ত্রী) উজ্জয়িনী রাজধানীর পার্শ্বস্থিত একটী প্রাচীন নগর।

রাধানাথ শর্ম্মন্, অশৌচব্যবস্থারচয়িতা।

রাধানাথ শিকদার, জনৈক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ বাঙ্গালী। তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আশ্বিনমাসে কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর শিক্‌দারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। এই শিকদারেরা ব্রাহ্মণ ও কলিকাতার পুরাতন অধিবাসী। মুসলমান অধিকারে তাঁহারা কলিকাতার শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজাধিকারেও তাঁহাদের পূর্ব্বক্ষমতা লুপ্ত হয় নাই; অবশেষে ঐ বংশের কোন ব্যক্তি অর্থলোভে অপর একব্যক্তিকে উৎপীড়ন করায় অপদস্থ হন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বক্ষমতা সমূলে বিনষ্ট হয়।

তিতুরামের দুই পুত্র রাধানাথ ও শ্রীনাথ। শ্রীনাথ হিন্দুকলেজের গণিতবিদ্যার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি সার্ভেয়ার জেনারল আপিসের Chief Native Computer পদ লাভ করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পেন্‌সনগ্রহণ করা পর্য্যন্ত তিনি রাধানাথের অধীনেই কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের পিতার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। যাহা কিছু ছিল, ভালঘরে কন্যাদান করায় তৎসমুদায়ই খরচ হইয়া যায়; সুতরাং পাঠদশায় রাধানাথ ও তাহার ভ্রাতাকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। রাধানাথ যে ১৬ সিক্কাটাকা বৃত্তি পাইতেন, তাহার অধিকাংশই তিনি পুস্তকক্রয়ে ব্যয় করিতেন। শ্রীনাথের বৃত্তির টাকায় সাংসারিক অন্নকষ্টের অনেক লাঘব হইত।

রাধানাথ প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে যান। তৎপরে কিছুদিন তিনি ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। ১০ বৎসর বয়সে ১৮২৪ খৃঃ অঃ তিনি হিন্দুকলেজে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি টাইটলার

সাহেবের নিকট ও পরিশেষে কর্ণেল এভারেষ্টের নিকট উচ্চগণিতের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করেন এবং সেই গণিতের কার্য্যবিশেষে উপযোগিতা কি? তাহা তিনি উক্ত সাহেবের নিকট হইতে সমধিক পরিশ্রমে ও যত্নে জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

৭ বৎসর ১০ মাস কালমধ্যে কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ইংরাজীগ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য সংস্কৃত-ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর তিনি গ্রেট-ট্রিগোনোমেট্রিকাল সর্ভে 'অব্ ইণ্ডিয়া' আপিসের কম্পিউটার নিযুক্ত হন, তাহাতে তাঁহাকে পুনরায় গণিতসম্বন্ধীয় আরও অনেক গ্রন্থের আলোচনা করিতে হয়। উক্ত বর্ষের ৭ই অক্টোবর সর্ভেয়ার নিযুক্ত হইয়া Serunge base line এ কার্য্য করিবার জন্য ১৫ই তারিখে তিনি কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। তিনি বিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্রে সত্যানুসন্ধানে সংসারসুখ জলাঞ্জলি দিয়া ও পিতা মাতা ভাই বন্ধু সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে কর্ণেল এভারেষ্টের সহিত হিমালয়ের শিখরে শিখরে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই সময়েও তিনি গ্রীক, লাটিন্, ফরাসী, জর্ম্মণ, সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার অনুশীলন হইতে বিরত হন নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাধানাথ সিকদার সভ্যজগতে গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন, বঙ্গভাষা ও বামাগণের শিক্ষোন্নতি কামনায় পত্রিকাপ্রকাশ প্রভৃতি অনেক শুভানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল হাউস অব কমন্স সভায় প্রেরিত G. T. S. of India র রিপোর্টে বাঙ্গালী গণিতশাস্ত্রবিদের এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত আছে;—"* * Among them may be mentioned as most conspecuous for ability Babu Radhanath Sikdar, a native of India of Brahmanical extraction whose Mathematical acquirements are of highest order.'

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে যে ঘটিকাগোলক (Hour-ball)-স্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তাঁহারই অসাধারণ ধীশক্তির পরিচায়ক।

রাধানুরাধীয় (ত্রি) রাধা ও অনুরাধা নক্ষত্রসম্বন্ধীয়।

রাধাভেদিন্ (পুং) রাধাং ধম্বিচিত্রভেদং ভিনত্তীতি ভিদ্-ণিনি। অর্জ্জুন। (ভূরিপ্র॰)

রাধামাধব (পুং) রাধাকৃষ্ণ।

রাধামাধব, রত্নাবলী নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা।

রাধামোহন (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

রাধামোহন গোস্বামী (ভট্টাচার্য্য), একাদশীতত্ত্বটীকা, দায়তত্ত্বটীকা, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বটীকা, মলমাসতত্ত্বটীকা, শুদ্ধিতত্ত্ব-টীকা, কৃত্যরাজ, কৃষ্ণতত্ত্বামৃত, কৃষ্ণভজনক্রমসংগ্রহ, তত্ত্বসংগ্রহ, পদাঙ্কদূতটীকা, ভাগবততত্ত্বসার, সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ নামে বিজ্ঞানেশ্বর কৃত ব্যবহারকাণ্ডের টীকা এবং শারীরক-সূত্রসংগ্রহ, কৃষ্ণভক্তিরসোদয়, ভজনক্রমসংগ্রহ, অদ্বৈত-বংশোৎপত্তি প্রভৃতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা।

রাধামোহন ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র। ইনি পদা-মৃতসমুদ্র সঙ্কলন করেন। এই বাঙ্গালা গ্রন্থের তিনি মহা-ভাবানুসারিণী নামে যে সংস্কৃতভাষায় টিপ্পনী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শিক্ষা ও বিশালদৃষ্টির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮শ শতাব্দের প্রথম ভাগে তাহারই শিষ্য বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন।

রাধামোহন শর্ম্মা, মিতাক্ষরা-সিদ্ধান্তসংগ্রহ-প্রণেতা।

রাধাপুরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিন্নেবল্লী জেলার নান্-গুণেরী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা॰ ৮° ১৬´ ৬০´´ উঃ, দ্রাঘি॰ ৭৭: ৫৪´ ৩০´´ পূঃ।

রাধারমণ (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

রাধারমণ দাস গোস্বামী, গোবর্দ্ধনলাল গোস্বামীর পুত্র। ইনি বেদস্তুতিটীকা ও শারীরকসূত্রার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন।

রাধাবৎ (ত্রি) ধনযুক্ত। ঐশ্বর্য্যশালী।

রাধাবল্লভ (পুং) রাধায়াঃ বল্লভঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

রাধাবল্লভ দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামবাসী সুধাকর মণ্ডল ও শ্যামাপ্রিয়ার পুত্র। ইনি রঘুনাথ গোস্বামি-কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলির বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন।

রাধাবল্লভতর্কপঞ্চানন (ভট্টাচার্য্য), মুগ্ধবোধসুবোধিনী নামক মুগ্ধবোধের টীকাপ্রণেতা।

রাধাবল্লভপুর, বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম।

রাধাবল্লভী, খাদ্যদ্রব্য বিশেষ। কলাই দাইল ও মসলাদিযোগে ইহা পুরির ন্যায় ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হয়।

রাধাবল্লভোপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ।

রাধাবিনোদ (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

রাধাবেধিন্ (পুং) রাধাং ধম্বিচিত্রবিশেষং বিধ্যতীতি বিধ-ণিনি। অর্জ্জুন।

'রাধাবেধী কিরীটেন্দ্রির্জ্জিষ্ণুঃ শ্বেতহয়ো নরঃ।
বৃহন্নলো গুড়াকেশঃ সুভদ্রেশঃ কপিধ্বজঃ॥' (হেম)

রাধাষ্টমীব্রত (স্ত্রী) হিন্দুমহিলার অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষ। ভাদ্র-মাসের শুক্লাষ্টমীতে এই ব্রত করিতে হয়। রাধার এইদিন জন্ম হয় এইজন্য ইহাকে রাধাজন্মাষ্টমীও কহে। এই ব্রতের বিধান

এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিন হবিষ্যাশী হইয়া থাকিবে, পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া স্বস্তিবাচন ও পরে সঙ্কল্প করিতে হইবে। 'বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী শ্রীরাধাপ্রীতিকামা গণেশাদি নানাদেবতাপূজা-রাধিকাপূজা-তৎকথাশ্রবণ-ভোজ্যোৎসর্গরূপ-রাধাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে' এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া পরে সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে পূজাপদ্ধতি অনুসারে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ও আসনশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশাদি দেবতাপূজা করিতে হইবে। তৎপরে রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ, ও শ্রীকৃষ্ণের আবরণদেবতা-পূজা করিতে হইবে।

রাধিকা-ধ্যান—

"ও নবীনহেমগৌরাঙ্গীমঙ্গীকৃতমলসচ্ছবিম্।
বৃষভানুসুতাং ধ্যায়েদ্রাধামানন্দরূপিণীম্॥"

এই ধ্যানে পূজা করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিতে হইবে। আবরণ দেবতা যথা—শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকীনন্দন, নারায়ণ, যদুশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মসংস্থাপক, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্ত ও ভূভারহারী। ইঁহাদিগের পূজা করিতে হয়।

তৎপরে ভোজ্যোৎসর্গ ও ব্রতের কথা শুনিতে হয়। এই ব্রত কথার স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ—

একদিন নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধার জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কোন সময়ে সূর্য্যদেব মন্দারপর্ব্বতে যাইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। আমি তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি একটী কন্যারত্ন প্রার্থনা করেন, আমি 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে ঐ বর দিয়াছিলাম।

পরে সূর্য্যদেব গোকুলে বৃষভানু হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে আমি কংসাদি বধের জন্য দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করি। আমার প্রিয়তমা রাধাদেবীও বৃষভানুর ঔরসে তদীয়া পত্নী কীর্ত্তিদার গর্ভে ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীরাধার জন্মদিনে বৃষভানুভবনে অতিশয় উৎসব হইল। পরে আমি মথুরায় গিয়া কংসাদিকে বধ করিয়া শ্রীরাধাকে বিবাহ করিলাম। শ্রীরাধার জন্মতিথিতে যাহারা বিবিধ উপাচারে আমার সহিত পূজা করে, তাহারা আমার অত্যন্ত অনুগ্রহের পাত্র। রাধার প্রীতিসম্পাদন করিলেই আমাকে প্রীত করা হয়, রাধাকে প্রীত না করিলে আমি কিছুতেই প্রীত হই না। আমার নাম লক্ষবার জপ করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র এই রাধাকৃষ্ণ নাম করিলে তদধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। যে নারী এই ব্রতানুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে নানাবিধ সুখভোগ করিয়া অন্তকালে রাধাকৃষ্ণের চরণে স্থান পাইয়া থাকেন।

রাধাসুত (পুং) রাধায়াঃ সূতপত্ন্যাঃ সুতঃ। কর্ণ।

"পশ্য চৈনং সমাযুক্তং রথং কর্ণস্য পাণ্ডব।
শ্বেতবাজিসমাযুক্তং যুক্তং রাধাসুতেন চ।"(ভারত ৮।৮।৬৩)

রাধি (স্ত্রী) ধনী। যেমন কৃষ্টরাধি অর্থাৎ কৃষিদ্বারা সাফল্যযুক্ত।

রাধিক (পুং) রাজা জয়সেনের পুত্র।

রাধিকা (স্ত্রী) রাধা। ব্রজমণ্ডলেশ্বরী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-ভিখারিণী। পৌরাণিক রাধার এবং রূপসনাতন গোস্বামী ও জয়দেব প্রভৃতি কবিবর্ণিত রাধার রূপ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাপ্রসূত; ব্রজের রাধা বৃষভানুদুহিতা ও আয়ানবনিতা। রাধিকা কৃষ্ণের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া বৃন্দাবনের প্রতি কুঞ্জ নয়নজলে প্লাবিত করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতিখণ্ডে ২য় অধ্যায়ে রাধিকার রূপ এইরূপ লিখিত আছে,—ইনি শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গ অমূল্যরত্নাভরণা কোটিপূর্ণশশিপ্রভা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, তেজোময়ী, সস্মিতাননা, শরৎপদ্মনিভাননা, মালতীমাল্যমণ্ডিতা, গঙ্গাধারানিভ শুভ্র-মুক্তাহারশোভিনী, সুমেরুগিরিসন্নিভা কস্তুরীপত্রচিত্রিতা, মঙ্গলার্হস্তনযুগশালিনী, নিতম্বশ্রোণিভারার্ত্তা ও নবযৌবন-সংযুক্তা। পক্ষান্তরে জয়দেবের রাধা সব্রীড় ঈক্ষিতসখীবদনা, দরস্তরাচকৌমুদীযুক্তা, স্ফুরদধরসীধুশালিনী, কমলমুখী, খর-নয়নশরঘাতবর্ষিণী, তন্বী, নীলনলিনাভলোচনা, কুচকুম্ভোপরি-পরিহিত-মণিময়হারা, অলক্তরস-রঞ্জিত-স্থলকমলগঞ্জিপদযুগলা। এই দুইটী বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের রমণোৎসুকত্ব বজায় থাকিলেও স্বর্গীয় ও মর্ত্ত্যভাবের পার্থক্য স্পষ্টই সূচিত হইয়া থাকে।

* উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরাধিকার কান্তরূপ ষোড়শ শৃঙ্গারধারণ করিয়া বিরাজিত এইরূপ পরিচয় আছে;

"তত্র স্বষ্ঠু কান্তস্বরূপা যথা।—
"কচাস্তব সুকুঞ্চিতা মুখমধীরদীর্ঘেক্ষণং
কঠোরকুচভাগুরঃ ক্রশিমশালিমধ্যস্থলম্।
নতে শিরসি দোলতে করজরত্নরম্যৌ করৌ
বিধুনয়তি রাধিকে! ত্রিজগদেষ রূপোৎসবঃ।"

অথ ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা।—
"স্নাতা নাসাগ্রজাগ্রন্মণিরসিতপটা সূত্রিণী বদ্ধবেণিঃ
সোত্তংসা চর্চ্চিতাঙ্গী কুসুমিতচিকুরা স্রগ্বিণী পদ্মহস্তা।
তাম্বূলাস্যোরুবিন্দুস্তবকিতচিবুকা কজ্জলাক্ষী সুচিত্রা
রাধালক্তোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ স্ফুরতি তিলকিনী ষোড়শাকল্পিনীয়ম্॥"

শ্রীরাধা-প্রকরণ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোক

উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে ;—

"রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ ॥
ধকারমায়ুষো হানি মাকারো ভববন্ধনম্।
* * * *
রেফো হি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্ ॥
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাতি সার্ষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্ব জ্ঞানং হরেঃ স্বয়ম্ ॥
আকারস্তেজসো রাশিং দানশক্তিং হরৌ যথা।
যোগশক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকালহরিস্মৃতিম্ ॥"

গোপাঙ্গনা রাধা বৃন্দাবনের নিধু নিকুঞ্জাদি বনে আসিয়া গোপনে কৃষ্ণের সহিত লীলা করিতেন। পুলিনে রাস বিহার হইত। আয়ান ঘোষ জানিতে পারিয়া রাধার প্রতি কুপিত হইলেন। জটিলা কুটিলার গঞ্জনা, রাধার মানরক্ষার্থ কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ ও রাধাকর্ত্তৃক তৎপূজা। রাধার সতীত্ব পরীক্ষার্থ জটিলাকর্ত্তৃক সহস্র ছিদ্র পূর্ণ কলসীতে জল আনয়নার্থ আদেশ। রাধার জল আনয়ন ও তজ্জলে কৃষ্ণের রোগমুক্তি। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের গমনহেতু কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী রাধার দুর্জ্জয় অভিমান, নয়নসলিলে মানসরোবরের উৎপত্তি। কংসনিধনার্থ কৃষ্ণের মথুরাগমনে রাধার বিরহ, রাধার মথুরাগমন ও কৃষ্ণসম্মিলন প্রভৃতি বৃন্দাবনাত্মক রসাশ্রিত ঘটনা বৈষ্ণব কবিগণের ভক্তিপ্রেমোদ্দীপক অপূর্ব্ব রচনা। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমসম্বলিত ব্যাপার-বিশেষ বৈষ্ণবসুধীবৃন্দের সখ্যভাবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

ভক্তমালগ্রন্থেও রাধার মাতার নাম কীর্ত্তিদা লিখিত আছে। তাঁহার পিতামহের নাম মহাভানু ও মাতামহের নাম বিন্দু। পিতামহীর নাম সুখদা ও মাতামহীর নাম মুখরা। রত্নভানু ও সুভানু তাঁহার খুল্লতাতদ্বয়। রুদ্রকীর্ত্তি, মহাকীর্ত্তি ও কীর্ত্তিচন্দ্র মাতুল, মেনকা মাতুলানী, ভানুমুদ্রা পিসী ও কীর্ত্তিমতী মাসী ছিলেন। তাঁহার মাসীপতির নাম কাশ ও পিসার নাম কুশ। লবঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী প্রভৃতি সুন্দরী দাসীভাবে সেবা-পরায়ণা, ললিতাদি অষ্ট শ্রেষ্ঠ সখী।

উজ্জ্বলনীলমণির শ্রীরাধা প্রকরণে রাধার দ্বাদশ আভরণের উল্লেখ পাওয়া যায় *। সেই নবীন-যৌবনা কিরূপ গুণাবলীতে শ্রীহরির মন বাঁধিয়া ছিলেন, তাহার পরিচয় বৈষ্ণব গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে†।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে রাধাজন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যে লিখিত হইয়াছে,—মহর্ষি নারদ দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট রাধাজন্মমাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা জানাইলে সদাশিব বলিতে লাগিলেন, রাজা বৃষভানুর মহিষী মহালক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীমতী শ্রীকীর্ত্তিদা হইতেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা রাধিকা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে শুভদায়ক মধ্যাহ্ন সময়ে জন্মলাভ করেন। রাধাজন্মোৎসবের পূজন, ভজন, ধ্যান ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানাদি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"সর্ব্বদা পশ্চিমদ্বারে শ্রীরাধা কৃষ্ণমন্দিরে।
ধ্বজস্রগ্বস্ত্রকলসপতাকাতোরণাদিভিঃ ॥
নানাসুমঙ্গলদ্রব্যৈর্যথাবিধি প্রবর্ত্ততে।
সুবাসিতগন্ধপুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ ধূপিতৈর্গৃণন্ ॥
মধ্যে পঞ্চবর্ণচূর্ণৈর্মণ্ডপং সসরোরুহম্।
সুষোড়শদলাকারং তত্র নিম্মায় যত্নতঃ ॥
দিব্যাসনে পদ্মমধ্যে পশ্চিমাভিমুখীং স্থিতাম্।
শ্রীযুগ্মমূর্ত্তিং সুপাস্য ধ্যানপাদ্যাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥
ভক্তৈঃ সহ সজাতীয়ৈঃ শক্ত্যানুসারবস্তুভিঃ।
তদ্ভক্তঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা তাং সদা সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥"

উক্ত রূপে ভক্ত সামর্থ্যানুযায়ী পূজার আয়োজন করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া পূজা করিবেন। পূজাকালীন ধ্যান যথা—

"হেমেন্দীবরকান্তিমঞ্জুলতরং শ্রীমজ্জগন্মোহনং
নিত্যাভির্ললিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীলপীতাম্বরম্।

---

* "দিব্যশ্চূড়ামণীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতাঃ কুণ্ডলদ্বন্দ্ব-কাঞ্চী-
নিষ্কাশ্চক্রীশলাকাযুগ-বলয়ঘটা-কণ্ঠভূষোর্ম্মিকাশ্চ।
হারাস্তারানুকারা ভুজকটক-তুলাকোটয়ো রত্নক্লৃপ্তা-
স্তুঙ্গা পাদাঙ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভির্ভূষণৈর্ভাতি রাধা ॥"
শ্রীরাধা-প্রকরণ, ৮ম শ্লোক।

† "অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাগ্নর্ম্মপণ্ডিতা ॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশাঃ ॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণা যস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥"
শ্রীরাধা-প্রকরণ, ৯সংখ্যাঙ্কিত শ্লোকসমূহ।

নানাভূষণভূষণাঙ্গমধুরং কৈশোররূপং যুগং
গান্ধর্ব্বাজনমব্যয়ং সুললিতং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥"

শালগ্রামে অথবা সাক্ষাৎ শিলাদিমূর্ত্তিতে মনোমধ্যে যুগল মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর সেই যুগল মূর্ত্তির সম্মুখক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা মণ্ডলপূজা করা কর্ত্তব্য। ক্রম যথা পশ্চিমের পীতবর্ণদলে ললিতা, বামদিকের শুক্লদলে চন্দ্রাবতী, বায়ুকোণের কৃষ্ণদলে শ্যামলাদেবী তাহার বামে শুক্লবর্ণদলে চিত্ররেখা, উত্তরে রক্তবর্ণ দলে শ্রীমতী, তাহার বামপার্শ্বে নীলবর্ণদলে চন্দ্রা, ঈশানে রক্তবর্ণদলে শ্রীহরিপ্রিয়া তাহার বামস্থ শুক্লদলে মদনসুন্দরী, পূর্ব্বে পীতবর্ণদলে বিশাখা, তাহার বামভাগে শুক্লবর্ণদলে প্রিয়া, অগ্নিকোণে শ্যামবর্ণদলে সব্যা, তদ্বামে শুক্লবর্ণদলে মধুমতী, দক্ষিণে রক্তাবর্ণদলে পদ্মা, তদ্বামে নীলবর্ণদলে শশিরেখা, নৈঋ্ঋতে রক্তবর্ণদলে ভদ্রা, তাহার বামদিকে শুক্লবর্ণদলে রসপ্রিয়ার পূজা করিতে হইবে।

এই সকল কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধার প্রিয়সঙ্গিনীগণের পূজাকালেও প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধ্যান উক্ত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে ইহাদের বিবরণ লিখিত হইল না।

[পাদ্মে উ° রাধাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যে ১৬২-৬৩ অ°]

স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন, যে পুরুষ অথবা নারী রাধাকৃষ্ণপরায়ণ হইয়া বৃন্দাবনবাসী হইবেন তিনিই ব্রজবাসী ও রাধাকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিবেন। তাঁহার সহিত আলাপে মনুষ্য মুক্তবন্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মুখে রাধা রাধা বলে, রাধানাম স্মরণ করে, রাধা রাধাই যাহার পূজা, নিষ্ঠা ও জল্পনা সেই মহাভাগ্যবান্ নিঃসন্দেহে বৃন্দারণ্যে রাধার সহচরী হইয়া থাকে।

পৃথিবী ধন্যা, যে পৃথিবীতে বৃন্দাবন পুরী বিদ্যমান। অহো তথায় মুনিগণের আরাধ্যা সতী রাধা বিবাহ করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মাদিরওমহারাধ্যা, সুরগণ দূর হইতে যাঁহার সেবা করেন, হে দেবর্ষে, সেই রাধাকে যে ভজনা করে, আমিও তাহার ভজনা করি। যে জন কৃষ্ণের সহিত রাধানাম কীর্ত্তন করে তাহার মাহাত্ম্যের শেষ নাই, আমিও তাহা বলিতে সমর্থ নাহ।

"ন গঙ্গা ন গয়া নিত্যং ন চিতা ন সরস্বতী।
কদাচিন্নৈব বিমুখা সর্ব্বতীর্থফলপ্রদা ॥
সর্ব্বতীর্থময়ী রাধা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী পুনঃ।
কদাচিদ্বিমুখা লক্ষ্মীর্ন ভবেত্তু তদালয়ে ॥
তস্যালয়ে বসেৎ কৃষ্ণো রাধয়া সহ নারদ ॥
রাধাকৃষ্ণেতি যস্যেষ্টং তদেতৎ ব্রতমুত্তমম্।
তদ্গেহে দেহমনসোঃ কদাচিন্ন চলেদ্ধরিম্ ॥"

নারদ মুনি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক যথাকথিত গোষ্ঠাষ্টমীতে পূজারম্ভ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি রাধাজন্মাষ্টমী ব্রতকথা শ্রবণ করে, সে ধনী, মানী, সুখী ও সর্ব্বগুণান্বিত হয়। ধর্ম্মার্থী, অর্থার্থী, কামার্থী ও মোক্ষার্থী যদি ভক্তিসংযুত হইয়া নাম জপ, পাঠ বা স্মরণ করে, তাহা হইলে তাহার স্ব স্ব অভীষ্ট বস্তু লাভ হইয়া থাকে।

(পাদ্মে উত্তরখ° সদাশিবনারদ সংবাদে রাধাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যে ১৬৩ অধ্যায়।) [রাধা ও রাধাষ্টমী দেখ।]

রাধিকাবিনোদ (পুং) রাধাবিনোদ।

রাধেয় (স্ত্রী) রাধায়া অপত্যমিতি রাধা (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। কর্ণ।

"সূতপুত্রস্তু রাধেয়ো গুরুং দ্রোণমিয়াত্তদা।" (ভারত ১।১৩৪।১১)

রাধেশ, রাধেশ্বর (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

রাধোগূর্ত্ত (ত্রি) ১ ধনদ। 'রাধো ধনং গুরন্তে উদ্যচ্ছন্তি দদতি তা রাধোগূর্ত্তাঃ। গুরী উদ্যমে অস্মাৎ ন সত্তনিষত্তেত্যাদিনা কর্ত্তরি ক্তো নত্বাভাবশ্চ নিপাত্যতে' (শুক্লযজুঃ ৬।৩৪ বেদদীপ)

রাধোদেয় (ক্লী) ধনের সহিত দানযোগ্য উপহার।

(ঋক্ ৪।৫।১৩)

রাধ্য (ত্রি) রাধ-যৎ। আরাধনীয়।

"স্তোমো যজ্ঞশ্চ রাধ্যো হবিষ্মত" (ঋক্ ১।১৫৪।১)

'রাধ্যো সমারাধনীয়ঃ' (সায়ণ)

রাধেবকি (পুং) তন্নামক ঋষির গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌমুদী)

রান্ধস (পুং) তন্নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

রান্ধিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলনাড় প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য।

রান্না (দেশজ) রন্ধই, পাক।

রান্নাঘর (দেশজ) পাকশালা।

রাপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫৯৬ বর্গমাইল। এখানে কন্দলেরু ও কেল্লেরু নামে দুইটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত আছে। উহার দ্বারা উপবিভাগের সকল স্থানে জলসরবরাহ হয় না। উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত পেন্নার খাল হইতে তদ্ভাগে জলদানের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। এই তালুকের পশ্চিমভাগ অর্থাৎ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার ঢালু দেশ হইতে পূর্ব্বদিকে সমতল ক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রায় ৬ মাইল প্রস্থ স্থান গভীর জঙ্গলে আবৃত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও রাপুর তালুকের বিচারসদর। অক্ষা° ১৪°১১´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৬´ পূঃ।

রাপ্তী, যুক্তপ্রদেশে প্রবাহিতা একটী নদী, নেপালের হিমালয় প্রদেশ হইতে উদ্ভূতা। অক্ষা° ২৮°১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি°

৮২°২৩´ পূঃ। একটী পর্ব্বতশিখর বেষ্টন করিয়া প্রথমে দক্ষিণাভিমুখে ৪০ মাইল ও পরে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ৪৫ মাইল অতিক্রম করিয়া অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ জেলায় ইংরাজাধিকারে (অক্ষা০ ২৮°৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১°৫৫´ পূঃ) আসিয়া পড়িয়াছে। তদনন্তর গোণ্ডা জেলা, বস্তি জেলা ও গোরক্ষপুর জেলা অতিক্রম করিয়া ঘর্ঘরায় মিশিয়াছে। গোরক্ষপুর নগর হইতে ঘর্ঘরাসঙ্গম পর্য্যন্ত ৮৫ মাইল পথ পণ্যদ্রব্যবাহী বড় বড় নৌকার গমনোপযোগী। বস্তি জেলায় এই নদীর দুইটী খাত আছে। বর্ষা ঋতু ব্যতীত প্রাচীন খাতটী প্রায় শুষ্ক থাকে। বর্ত্তমান নদীস্রোতের পরিবর্ত্তনহেতু স্থানে স্থানে বাঁওড়ের মত খাত প্রস্তুত হইয়াছে। তাল বখিরা, তালপাথ্‌রা ও চৌরতাল নামক বাঁওড়গুলি রাপ্তীর সহিত সংযোজিত। এই নদী লম্বে প্রায় ৫ শত মাইল।

রাপ্রী, যুক্ত প্রদেশের মৈনপুরী জেলার সিকোহাবাদ তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, যমুনা নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখানে হিন্দু ও মুসলমান কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। স্থানীয় প্রবাদ, রাও জোরাবের সে ওরফে রাপর সেন এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশধরগণ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। মুসলমান অধিকারের পর এখানে অনেকগুলি মস্‌জিদ, সমাধিমন্দির, জলাশয় ও ইন্দারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানকার কোন মসজিদে সুলতান আলাউদ্দীন্ খিলিজির রাজ্যকালে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। শেরশাহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের নির্ম্মিত অনেকগুলি অট্টালিকা ও প্রাচীন রাজপ্রাসাদের তোরণাদির ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। এখান হইতে রেলষ্টেসন সিকোহাবাদ ও সরিষাগঞ্জে বাণিজ্য-পরিচালন জন্য পাকা রাস্তা আছে। যমুনার অপর পারে বটেশ্বর যাইবার জন্য নৌকানির্ম্মিত সেতু গঠিত হইয়াছে।

রাপ্য (ত্রি) রপ্যতে ইতি রপ্‌ (আসুযুবপিরপীতি। পা ৩।১।১২৬) ইতি ণ্যৎ। কথনীয়।

রাভস্য (ক্লী) ১ দ্রুতগতি। ২ আগ্রহ। ৩ আনন্দ।

রাম (ত্রি) রমতে ইতি রম্‌-ণঃ, রম্যতেঽনেনেতি রম্‌-ঘঞ্‌ বা। ১ মনোজ্ঞ।

"গাবঃ প্রফুল্লপয়সো নয়নাভিরামা
রামা রতৈরবিরতং রময়ন্তি রামান্॥" (বৃহৎস০১৯।৫)

২ সিত। ৩ অসিত। (পুং) রম ক্রীড়ায়াং (জ্বলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০) ইতি ণ) ৪ পরশুরাম। ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ এবং ত্রেতাযুগের প্রথমে জমদগ্নি মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [পরশুরাম শব্দ দেখ]

৫ রাঘবরামচন্দ্র। সূর্য্যবংশে অযোধ্যাধিপতি দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [রামচন্দ্র দেখ।]

৬ বলরাম। ইনি অনন্তদেব, বিষ্ণুর অংশ, যদুবংশীয়, দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে যদুবংশীয় বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। [বলরাম শব্দ দেখ]

রাম শব্দে শ্রীরাম, বলরাম ও পরশুরাম এই তিনজনকে বুঝাইলেও সাধারণতঃ দশরথপুত্র রামকেই বুঝাইয়া থাকে।

"অঘোরশ্চাথ বাণশ্চ মহাকালৌ প্রকীর্ত্তিতৌ।
ভার্গবো রাঘবো গোপস্ত্রয়ো রামাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (অগ্নিপু০)

রামশব্দের ব্যুৎপত্তি—

"রাশব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
রমতে রময়া সার্দ্ধং তেন রামং বিদুর্ব্বুধাঃ।
রমাণাং রমণস্থানং রামং রামবিদো বিদুঃ॥
রা চেতি লক্ষ্মীবচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ০ ১১০ অ০)

রা-শব্দের অর্থ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং ম-শব্দের অর্থ ঈশ্বর, যিনি এই বিশ্বের ঈশ্বর তিনিই রাম, অথবা তিনি রমা লক্ষ্মীর সহিত রমণ করেন তজ্জন্য তাঁহাকে রাম বলে এবং রা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী এবং ম শব্দের অর্থ ঈশ্বর, অতএব যিনি লক্ষ্মীপতি তিনিই রাম। ৭ বরুণ। ৮ ঘোটক। ৯ পশুভেদ। ১০ অশোক বৃক্ষ। রম ভাবে ঘঞ্‌। ১১ রতি।

(ক্লী) ১২ বাস্তুক। ১৩ কুষ্ঠ (কুড়)। ১৪ তমাল পত্র (তেজপত্র)। ১৫ নৈশ অন্ধকার। (ঋক্ ১০।৩।৩)

রাম, ১ জনৈক শৃঙ্গবেররাজ। ইনি নাগেশের প্রতিপালক ছিলেন। ২ দেবগিরির একজন নরপতি। ৩ কাঁড়গ্রামের জনৈক সামন্তরাজ।

রাম, এই নামে কএকজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ১ শাঙ্খায়ন-মহাব্রত-টীকাপ্রণেতা গোবিন্দের একজন আচার্য্য। ২ কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা-রচয়িতা ত্রিলোচন দেবের গুরু। ইনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন। ৩ মধুসূদন সরস্বতীর গুরু। ৪ কংসনিধনকাব্যপ্রণেতা। ৫ কুণ্ডমণ্ডপ-সিদ্ধিব্যাখ্যারচয়িতা। ৬ প্রায়শ্চিত্তদীপিকাপ্রণেতা। ৭ ভামিনীবিলাসটীকাকার। ৮ মঞ্জীর নামক জ্যোতিগ্রন্থপ্রণেতা। ৯ বৈদ্যকসার ও শঙ্করাখ্য নামক বৈদ্যক গ্রন্থদ্বয় রচয়িতা। ১০ শ্যামাকল্পলতাপ্রণেতা। ১১ সোমকর্ম্মপ্রদীপিকা (সোমকর্ম্মপদ্ধতি) নামক গ্রন্থকার। ইনি বিদ্যাধরের শিষ্য ছিলেন। ১২ জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্।

ইনি ১৬০১ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামে থাকিয়া মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তাহার প্রমিতাক্ষরা নাম্নী টীকা এবং ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে রামবিনোদকরণ বা পঞ্চাঙ্গ সাধনোদাহরণ নামে গ্রন্থরচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম অনন্ত ও পিতামহের নাম চিন্তামণি। করণকেশোরীন্, যবনীয় রমলশাস্ত্র, রমলপদ্ধতি, রমলশাস্ত্রলঘুপদ্ধতি, সমবসার স্বরোদয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ইঁহার রচিত বলিয়া অনেকের ধারণা। ১৩ চন্দ্রচিন্তামণিটীকা-প্রণেতা মধুসূদনের পুত্র। ১৪ পুত্রস্বীকারনির্ণয়রচয়িতা। ইনি বৎসগোত্রীয় ও বিশ্বনাথের পুত্র। ১৫ গীতিগিরিশপ্রণেতা শ্রীনাথের পুত্র। ১৬ একজন রাজকবি, বলভদ্রের পুত্র ও শ্রীনন্দনের পৌত্র। ইনি ১০০২ খৃষ্টাব্দে চন্দেল্লরাজ ধঙ্গদেবের প্রশস্তি রচনা করেন। ১৭ অপর একজন রাজকবি। ভূঙ্গদেবের পুত্র। ইনি ত্রিগর্ত্তাধিপ জয়চন্দ্রের রাজ্যকালে কীরগ্রামের রাজানক লক্ষ্মণচন্দ্রের সময়ে দুইখানি প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। ১৮ রামদেবসংহিতাটীকা-রচয়িতা। ইনি শ্রীরাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৯ অনুবেদান্তরচয়িতা, ইঁহার উপাধি শাস্ত্রী। ২০ একজন ছন্দঃশাস্ত্রকার। ২১ জনৈক নৈয়ায়িক, ন্যায়সারবিচারে রাঘব ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি রামভট্ট নামে পরিচিত। ২২ অমরকোষটীকা, উণাদিকোষ ও তট্টীকা,মুগ্ধবোধটীকা ও মুগ্ধবোধপরিশিষ্টপ্রণেতা। উপাধি তর্কবাগীশ ২৩ অশৌচাদি-নির্ণয়-রচয়িতা, ইঁহার উপাধি দৈবজ্ঞ। ২৪ কবিদর্পণনিঘণ্টু-প্রণেতা, উপাধি শোককরোপাধ্যায়। ২৫ উজ্জ্বাবিত-মদালস নামক নাটকপ্রণেতা। ইনি ভট্টরাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৬ চৌরপঞ্চাশিকা-টীকা-রচয়িতা, ইঁহার উপাধি তর্কবাগীশ। ২৭ জ্যোতিষ-প্রদীপ-প্রণেতা। ২৮ তর্কবাদাবলী, বাররত্নাবলী ও শতকোটীপ্রণেতা। ইনি শাস্ত্রী উপাধিতে খ্যাত। ২৯ কৌতুক-লীলাবতী; ত্রিংশচ্ছ্লোকার্থ; দক্ষিণকালিকানিত্যপূজালঘুপদ্ধতি ও মাতঙ্গিনী পদ্ধতি; প্রক্রিয়াকৌমুদীটীকা; ব্রহ্মামৃত; রামকল্পদ্রুম; রামশ্রীক্রমচন্দ্রিকা; সংক্ষিপ্তহোমপ্রকার; সাপিণ্ডনির্ণয়; ধনভাগবিবেক (শ্রীনাথের পুত্র); দানরত্নাকর (বিশ্বনাথের পুত্র ও মৃণাল ভট্ট হোসিঙ্গের পৌত্র, রাজা ভূপাসিংহের প্রার্থনাক্রমে গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন); বিদ্বৎপ্রবোধিনী নামে সারস্বত প্রক্রিয়া-টীকা-প্রণেতা (অন্ধ্রদেশীয় নরসিংহের পুত্র ও লক্ষ্মীধরের পিতা; ইনি তীরভুক্তিপতি রাজা রূপনারায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন) প্রভৃতি দ্বাদশজন পণ্ডিত। ইঁহাদের উপাধি ভট্ট। ৩০ পুরুষার্থসূত্রবৃত্তিপ্রণেতা, উপাধি জ্যোতির্বিদ। ৩১ বীরসিংহাভ্যুদয়রচয়িতা, ইনি জ্যোতির্ব্বিদ্ উপাধিধারী। ৩২ নির্ণয়সাররচয়িতা, ইনি ভট্টাচার্য্য উপাধিতে সাধারণে পরিচিত। ৩৪ দত্তকচন্দ্রিকারচয়িতা। রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। ৩৫ রহস্যত্রয়টীকা ও হনুমদষ্টকপ্রণেতা। ৩৮ বৃন্দাবন-যমক-টীকাপ্রণেতা। ৩৯ বেদান্তসিদ্ধান্ত এবং শারদাতিলকটীকা-প্রণেতা দীক্ষিত উপাধিধারী দুইজন গ্রন্থকার। ৪০ মধ্যমনোরমা নামে মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদীটীকা-রচয়িতা। ইনি শিবানন্দ ভট্টের আদেশে গ্রন্থ রচনা করেন। ৪১ বাজসনেয়্যুপনিষদ্দীপিকারচয়িতা। ৪২ বেদান্তার্থসংগ্রহসঙ্কলয়িতা। ইনি রাজা রামচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। ৪৩ সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা নামে বেদান্ত গ্রন্থপ্রণেতা। উপাধি সংযমী, রামভদ্র সূরির শিষ্য। ৪৪ লিঙ্গানির্ণয়ভূষণ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। বিষ্ণু সূরির পুত্র, ইঁহারও সূরি উপাধি ছিল। ৪৫ বামদেবসংহিতাটীকা-প্রণেতা। ৪৬ মদালসনাটক-রচয়িতা। ইনি ভট্টোপাধিক ছিলেন।

রামআচার্য্য, ১ ব্যাসতীর্থকৃত ন্যায়ামৃত গ্রন্থের ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী নাম্নী টীকাকার। ২ সর্ব্বতন্ত্রশিরোমণি-রচয়িতা ও আনন্দতীর্থকৃত সদাচারস্মৃতির টীকা-প্রণেতা। ৪ সত্যভামাপরিণয়কাব্যরচয়িতা। ৫ রামমহিম্নস্তোত্র নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৬ তর্কতরঙ্গিণী-রচয়িতা। ৭ অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতিপ্রণেতা। ৮ সত্যবোধতীর্থের (১৭৮৪ খৃঃ অঃ মৃত) এবং সত্যসন্ধতীর্থের (১৭৯৫ খৃঃ অঃ মৃত) পারিবারিক নাম। ইঁহারা উভয়েই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

রাম উপাধ্যায়, মেঘদূতটীকাপ্রণেতা।

রামঋষি, নলোদয়টীকারচয়িতা।

রামক (পুং) ১ অপামার্গ। (বৈদ্যকনি°) রাম-স্বার্থে কন্। ২ রামশব্দার্থ।

রামকণ্ঠভট্ট (রাজানক), আত্মার্থপূজাপদ্ধতি, নাদকারিকা নরেশ্বরপরীক্ষাপ্রকাশ, ভগবদ্গীতাভাষ্য, মতঙ্গবৃত্তি, স্পন্দবৃত্তি, স্পন্দকারিকাবিবরণ, স্পন্দসর্ব্বস্ববিবরণ, পরমোক্ষনিরাসকারিকাবৃত্তি ও মোক্ষকারিকাবৃত্তি নামক কয়খানি গ্রন্থ প্রণেতা। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের শৈবদর্শনে ইঁহার উল্লেখ আছে। ইনি নারায়ণকণ্ঠের পুত্র ও উৎপলদেবের শিষ্য ছিলেন।

রামকদলী (দেশজ) একজাতীয় কদলী (Musa paradisiaca)।

রামকরী (স্ত্রী) রামকেলী রাগিণী। (হলায়ুধ) রামকিরী নামেও খ্যাত। এই রাগিণী করুণরসেপ্রযুক্ত হয়।

"ষড়্জগ্রহাংশকন্যাসা পূর্ণা রামকিরী মতা।
মূর্চ্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া করুণে সা প্রযুজ্যতে॥" (সঙ্গীতদ°)

[বিশেষ বিবরণ রাগ ও রাগিণী শব্দে দেখ।]

রামকর্পূর (পুং) রামঃ রমণীয়ঃ কর্পূরঃ। স্বনামখ্যাত তৃণ। স্বার্থে কন্, রামকর্পূরক।

"সৌগন্ধিকঞ্চ সৌগন্ধং রামকর্পূরকে তৃণে।" (শব্দরত্না°)

রামকলা (দেশজ) কদলীভেদ (Musa sapientum)।

রামকবচ (ক্লী) তন্ত্রোক্ত কবচবিশেষ। এই কবচ ধারণে অশেষ প্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে। এই কবচ ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম ও গোরোচনাদি দ্বারা লিখিয়া শিখা, দক্ষিণবাহু বা কণ্ঠে ধারণ করিতে হয়।

রামকবি ১ মদনগোপাল বিলচক নামক ভাণ রচয়িতা। ২ দত্তকমীমাংসাপ্রণেতা।

রামকাইল, (রামকেলি) বঙ্গের মালদহ জেলাস্থ প্রাচীন গৌড়-রাজধানীর পার্শ্ববর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। সাগরদীঘী নামক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত। এখানে প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে একটী মেলা বসে। ঐ সময়ে এখানে মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও ভোগ হয়। পাঁচদিন পর্য্যন্ত মেলা ও জনতা থাকে। মেলার জন্য এখানে কতকগুলি ঘর নির্ম্মিত রহিয়াছে। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের (১৫১৫ খৃঃ অঃ) মন্ত্রী রূপ ও সনাতন গোস্বামী সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক এখানে আসিয়া নির্জ্জনে বাস করেন। সেই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই এই মেলার অনুষ্ঠান। অনেক বৈষ্ণব এখানে আসিয়া বিবাহ করিয়া থাকে।

রামকাণ্ট (পুং) রামশরতৃণ, ইক্ষুভেদ। (রাজনি°)

রামকাঠা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Quercus semiserrata)।

রামকান্ত, ১ ধাতুরহস্য ও ধাতুসাধন নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ২ রামলালোদয়রচয়িতা, ইনি বাণেশ্বরের পুত্র।

রামকান্ততনয়, আগমসংগ্রহে একজটাকল্প-রচয়িতা।

রামকান্ত মুন্সী, যশোহর সমাজভুক্ত গুহবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ। পলাশীর যুদ্ধের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সন ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বসিরহাট সবডিভিজনের অধীন যমুনা ইছামতী-নদীর পশ্চিম তটস্থিত টাকী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য যে সময়ে যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে রামকান্তের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ভবানীদাস রায়চৌধুরী রাজবংশের জ্ঞাতিসূত্রে প্রভূত বিত্ত-সম্পত্তি পাইয়া টাকীর পরপারবর্ত্তী শ্রীপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

ভবানীদাসের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তৃতীয় কৃষ্ণদাসকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কৃষ্ণদাসের পুত্রগণ পরে টাকী গ্রামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র রামদেব বিশেষ কৃতী হইয়াছিলেন। রামকান্ত রামদেবের দ্বিতীয় পুত্র রামসন্তোষের তৃতীয় পুত্র।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক বঙ্গের সম্পূর্ণ শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণের পর, যখন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বঙ্গের সর্ব্বময় কর্ত্তা, সেই সময়ে ষোড়শবর্ষীয় বালক রামকান্ত রাজদ্বারে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া দেওয়ানের সাহায্য প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত, পারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও সচ্চরিত্র দেখিয়া, গঙ্গাগোবিন্দ রামকান্তকে রেভেনিউ বোর্ডে সামান্য চাকরী করিয়া দেন। এই চাকরী অবলম্বনে রামকান্ত ক্রমে লিপি ও কার্য্যকুশলতার জন্য হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যথাকালে "মুন্সী" অথবা বর্ত্তমান "ফরীন্ সেক্রেটারী" পদে উন্নীত হন।

এইরূপ উচ্চপদ লাভ করিবার পর রামকান্ত হেষ্টিংস্ কর্ণওয়ালিস্ এবং সার জন শোর বাহাদুরের শাসনকালে তিনবার গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ উচ্চ পদ পাইয়াছিলেন।

দেবীসিংহের অত্যাচারে উত্তরবঙ্গবাসিগণ প্রপীড়িত হওয়ায় রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলা নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। ঐ সকল জেলার বন্দোবস্তের জন্য রামকান্ত ভারপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সুবন্দোবস্তের গুণে তথায় পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। হেষ্টিংস্ তজ্জন্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান নদীয়া জেলাস্থিত পরগণা তালবেড়িয়া ও বলবেড়িয়া নামক দুইখানি তালুক, একটি মণিমুক্তাজড়িত শিরপেঁচ এবং রজতনির্ম্মিত হীরকখচিত আধার সহ একখানি সুন্দর তরবারি খেলাৎ প্রদান করেন।

চেৎসিংহের পতনজনিত বিশৃঙ্খলাহেতু কাশীরাজের রাজ্যভুক্ত গোরক্ষপুর জেলা অশান্তিময় হয়। রামকান্ত তৎপূর্ব্বে একবার বন্দোবস্তের কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া, কর্ণওয়ালিস্ গোরক্ষপুরের বন্দোবস্তের জন্য তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করেন এবং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া রামকান্ত দ্বিতীয়বার রাজদ্বারে যশস্বী হন।

রামকান্তের তৃতীয় নিয়োগ নাগপুরে। সার জন শোরের সময়ে নাগপুরাধিপতির সহিত মনোবাদভঞ্জনার্থ একজন ইংরাজ রাজপুরুষ নাগপুরে গমন করেন। পারসী ভাষায় সুদক্ষ বলিয়া রামকান্ত সেই ইংরাজ রাজদূত সহ প্রেরিত হন এবং সন্ধিপত্রের রচনাকৌশলের ফলে পুনরায় রাজদ্বারে সম্মান লাভ করেন।

তিনবার রাজ-নিয়োগে ধন, মান ও যশ লাভ করায়, তদানীন্তন বহুতর উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীকর্ম্মচারী রামকান্তের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানসে, শোর বাহাদুরের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নানা দোষারূপ করেন, কিন্তু তদন্তে রামকান্ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ প্রমাণিত

হন। এই ঘটনার পর রামকান্ত মুন্সী পদত্যাগ করিয়া স্বাধিকৃত বিপুল বিত্তের তত্ত্বাবধারণে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও বিবিধ সংকার্য্যের অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করেন।

ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন ১২০৮ সালে (১৮০১ খৃষ্টাব্দে) রামকান্তের দেহত্যাগ ঘটে। টাকীর সুপরিচিত রায়চৌধুরীগণ এই রামকান্তের বংশীয়।

রামকান্ত বাচস্পতি, শাক্তিকতকব্যাখ্যাতরঙ্গিণী প্রণেতা। ইনি চট্টবংশীয় ও ন্যায়বাগীশের পুত্র।

রামকান্ত বিদ্যাবাগীশ, শব্দমহত্ত্বরচয়িতা। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর পুত্র।

রামকান্ত রায় (রাজা) নাটোয়ের জনৈক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজা রামজীবনের পুত্র। ইঁহার পত্নী জগদ্বিখ্যাতা রাণী ভবানী। [রাজসাহী শব্দে নাটোররাজ-অংশ দেখ]

রামকিঙ্কর, গ্রহচারটীকা-রচয়িতা।

রামকিঙ্কর সরস্বতী, আশুবোধ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

রামকিরি [কীরী] (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, রামকরী।

রামকিশোর শর্ম্মন্ ন্যায়ালঙ্কার, দীক্ষাতত্ত্বপ্রকাশ ও মুদ্রাপ্রকাশ নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা রুদ্রনারায়ণের পুত্র।

রামকীর্ত্তি, জনৈক রাজকবি। জয়কীর্ত্তির শিষ্য। ইনি চৌলুক্যরাজ কুমারপাল দেবের ১২০৭ সংবতে শিলাপ্রশস্তি রচনা করেন।

রামকুড়্যা (দেশজ) ছোট ঘর। ক্ষুদ্র কুটীর।

রামকুণ্ড, তীর্থভেদ। (সহ্যাদ্রি° ২।১।২৯)

রামকুমার (পুং) লব ও কুশ।

রামকুমার মিশ্র, শঙ্করবিজয়ডিণ্ডিম-(১৭৯৯ খৃঃ অঃ) প্রণেতা ধনপতির পিতা এবং বেদান্তপরিভাষার্থদীপিকা-রচয়িতা শিবদত্ত মিশ্রের পিতামহ। ইনি একজন অদ্বিতীয় বৈদান্তিক ছিলেন।

রামকৃষ্ণ (পুং) বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ, কএকজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১ অদ্বৈতবিবেকরচয়িতা। ২ অধিকরণকৌমুদী ও পঞ্চদশী-টীকাপ্রণেতা। ইনি বিদ্যারণ্যের শিষ্য। ৩ আখ্যাতবাদটিপ্পনী-রচয়িতা। ৪ আগমকৌমুদী ও আগমচন্দ্রিকা নামক তন্ত্রকার। ইনি ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থখানি সমাধা করেন। ৫ কাব্যপ্রকাশ-ভাবার্থপ্রণেতা। ৫ কুণ্ডমণ্ডপসংগ্রহ-সঙ্কলয়িতা। ৬ তর্কচন্দ্রিকারচয়িতা। ৭ দেবীমাহাত্ম্য-টীকাসংগ্রহপ্রণেতা। ৮ নামালঙ্কাখ্যা কৌমুদীরচয়িতা। ৯ ন্যায়দর্পণকার। ১০ পীঠচিন্তামণি নামক তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা। ১১ পুষ্পাঞ্জলিস্তোত্র-রচয়িতা। ১২ মীমাংসাসূত্রের প্রকাশিকা নাম্নী বৃত্তিপ্রণেতা। ইনি অহোবল শাস্ত্রীর (যোগানন্দ ঘন) শিষ্য। ১৩ প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ ও শ্রাদ্ধপ্রভাবরচয়িতা। ১৪ ভগবদ্গীতাটীকাপ্রণেতা। ১৫ ভাগবতকৌমুদী ও মন্ত্রকৌমুদী নামক গ্রন্থদ্বয়রচয়িতা। ১৬ ভার্গবচম্পূ প্রণেতা। ১৭ মন্ত্রার্ণব নামক তন্ত্ররচয়িতা। ১৮ লীলাবতী তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি টীকা কর্ত্তা। এই গ্রন্থখানি অধিদীধিতি ভাবার্থ নামেও প্রসিদ্ধ। ১৯ বিজয়বিলাসপ্রণেতা। ২০ বিবেককৌমুদী, বৃষোৎসর্গকৌমুদী ও ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী নামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা। ২১ বৈষ্ণবরত্নাকর-ভাষ্যপ্রণেতা। ২২ শঙ্করাভ্যুদয় কাব্যরচয়িতা। ২৩ শরভার্চ্চনপদ্ধতি প্রণেতা। ২৪ সপিণ্ডনির্ণয়রচয়িতা। ২৫ সিদ্ধান্তশিরোমণির ত্রিপ্রশ্নাধিকারের টীকাকার। ২৬ সংস্কারগণপতি নামে পারস্করগৃহ্যসূত্র-বিবরণ প্রণেতা, কোণের পুত্র। ২৭ শ্রাদ্ধগণপতি নামে শ্রাদ্ধসংগ্রহসঙ্কলয়িতা। কোণ্ডভট্টের পুত্র ও প্রয়াগভট্টের পৌত্র। ২৮ দুর্গাবিলাস মহাকাব্য প্রণেতা। গোপাল আচার্য্যের পুত্র ও শিবনাথের পৌত্র। ২৯ একজন টীকাকার। ইনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জানকীচরণচামর নামক কাব্যের টীকা প্রণয়ন করেন। ইঁহার অপর নাম কাকারাম। দিলারামের পুত্র। ৩০ রুদ্রদত্ত কৃত তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশের ন্যায়শিখামণি নামক টীকা, স্বীয় পিতা ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রকৃত বেদান্তপরিভাষার বেদান্তশিখামণি নামক টীকা ও বেদান্তসারটীকা নামক তিনখানি টীকাগ্রন্থপ্রণেতা। ৩১ রসরাজশঙ্কর নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা মুকুন্দলের পুত্র। ৩২ বীজগণিতপ্রবোধরচয়িতা। লক্ষ্মণের পুত্র ও নৃসিংহের পৌত্র। ৩৩ ভগবতী পদ্মপুষ্পাঞ্জলিপ্রণেতা, শ্রীপতির পুত্র।

রামকৃষ্ণ আচার্য্য, ১ কর্ম্মবিপাকরচয়িতা। ২ ন্যায়সিদ্ধান্তপ্রণেতা।

রামকৃষ্ণ গোঁসাই, জগন্মোহিনী নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। প্রবাদ, উৎকলের কোন রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া জগন্মোহন ভেকধারণ করেন। সাম্প্রদায়িকেরা বলে যে, জগন্মোহন গোঁসাই এই ধর্ম্মের সূত্রপাত করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের সময় এই মত সমধিক প্রচলিত হয়। জগন্মোহনের শিষ্য গোবিন্দগোঁসাই, গোবিন্দের শিষ্য শান্তগোঁসাই এবং শান্তের শিষ্য রামকৃষ্ণ গোঁসাই। রামকৃষ্ণ বাঙ্গালায় মুসলমানাধিকারকালে বিদ্যমান ছিলেন।

এই সাম্প্রদায়িকেরা নির্গুণ উপাসক। গুরুকেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করে। গুরুই মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর ও শিষ্যগণের ত্রাণকর্ত্তা। দীক্ষাকালে 'গুরুসত্য' বলিয়া গুরুকে পরমদেবতা জ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মনাম

গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারই উপাসনা করে। ধর্ম্মসঙ্গীতই ইহাদের একমাত্র অবলম্বন। উহা নির্ব্বাণসঙ্গীত নামে পরিচিত। রামকৃষ্ণের রচিত একটী নির্ব্বাণসঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সাধু রে ভাই, পূর্ণব্রহ্ম শুরু কেমন ভাবে পাই।
ছাড়িয়া সকল মায়া, প্রভুর পদে লও ছায়া,
অন্তকালে আর লক্ষ্য নাই।
অবিনাশে কর মন, বুদ্ধি কর স্থিতি।
হেলায় তরিবা ভব, পাইবা মুকতি॥
হীন রামদাসে বলে, আমি হেলায় বড় হীন,
কৃপা করি রাখ পদে না বাসিও ভিন্।

রামকৃষ্ণ দীক্ষিত নাহ্বাভাই, অগ্নিষ্টোমপদ্ধতি, অগ্নিষ্টোম-প্রয়োগ, ঐকাহিক সত্রব্রহ্মত্বপদ্ধতি, গৃহসংগ্রহভাষ্য, চয়ন-পদ্ধতি, ছন্দোগাহ্নিকপদ্ধতি, জ্যোতিষ্টোমোদ্গাতৃপদ্ধতি, পুষ্পসূত্রদীপ, ব্রহ্মত্বপদ্ধতি, লাট্যায়ন-সূত্রভাষ্য, বাজপেয়পদ্ধতি, পৌণ্ডরীকপদ্ধতি ও সামতন্ত্রভাষ্য নামক কয়খানি গ্রন্থপ্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম দামোদর। ইনি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসী ধামে স্বীয় ব্যবহারার্থ ত্রিস্থলীসেতু গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ দেব, ভাস্করাচার্য্যকৃত লীলাবতী গ্রন্থের মনোরঞ্জন নামক টীকাকার।

রামকৃষ্ণদেব (পরমহংস), কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ হিন্দু সাধু। বেদান্তমতানুযায়ী অদ্বৈত বা অধ্যাত্মধর্ম্মের উপাসনাই তাঁহার অনুমোদিত ও অভিপ্রেত। গঙ্গাতীরাশ্রয়ী এই মহাত্মা কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মন আকর্ষণ করিয়া আপন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা কিরূপে এই ধর্ম্মবিপ্লবের সময় নবধর্ম্মতত্ত্ব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ অদম্য উৎসাহবলে সুদূর আমেরিকাভবনে রামকৃষ্ণের মত প্রচার করিয়া তদ্দেশবাসী নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে অনুরক্ত করিয়াছেন। আজিও 'রামকৃষ্ণমিশন্' আমেরিকায় থাকিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যচালনা করিতেছেন।

পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণদেব ১৭৫৩ শকাব্দে ১০ই ফাল্গুন শুক্ল-পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। রামকৃষ্ণদেব খুদিরামের তৃতীয় পুত্র।

রামকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ একটা অলৌকিক কিংব-দন্তী প্রচলিত আছে;—রামকৃষ্ণ দেব যখন মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, তখন খুদিরাম গয়াধামে ছিলেন। নিষ্ঠাবান্ ভক্ত খুদিরামের একান্ত বাসনা দেবতুল্য সাধুপুত্র লাভ করেন, গদাধরের পাদপদ্মে সর্ব্বক্ষণই তিনি এই প্রার্থনা জানাইতেন।

এদিকে দেশে রামকৃষ্ণের মাতা প্রতিবেশিনী সঙ্গে গৃহ-সন্নিহিত একটী শিবালয়ের নিকটে দণ্ডায়মানা আছেন, এমন সময়ে একটা ঘূর্ণাবায়ু শিবমন্দিরের দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। বায়ুপ্রবেশের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে কেহ ভূত, প্রেত, কেহ বা বায়ুরূপ ব্যাধি আশ্রয় করিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ দিনই তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। এই সময় রামকৃষ্ণের মাতার বয়স চল্লিশের অতীত হইয়াছিল। তখন তাঁহার রামেশ্বর ও রামকুমার নামে দুই উপযুক্ত পুত্র ও কন্যাদি ছিল। প্রৌঢ়ার পূর্ণগর্ভ বৃদ্ধি দেখিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ কথা উত্থাপন করিতে লাগিল, কিন্তু সাধারণ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মদৈত্য পাওয়াই স্থির হইল।

খুদিরাম গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। স্ত্রীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার শরীর রোমা-ঞ্চিত হইল। তিনি গর্ভের লক্ষণ দেখিয়া কোন মহাপুরুষের জন্মকথা বিশ্বাস করিলেন। কালে পুত্র প্রসূত হইল। এইরূপ নিয়মাতীত ভাবে জন্ম দেখিয়া অনেকেই তাঁহার অবতারত্ব কল্পনা করিলেন। দুষ্টপ্রকৃতি ও নষ্ট লোকেরা তাঁহার মাতার বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় রটনা করিয়া দিল।

যাহার যেরূপ সংস্কার বাল্যকাল হইতে তাহাতে তাহার সেইরূপ অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। লেখা পড়া, দেবপূজার অনুরক্তি অথবা খেলা, পরদ্রব্যাপহরণ প্রভৃতি কোন কোন বালকের যেন জন্মার্জ্জিত ফল বলিয়া অনুমান হয়। রামকৃষ্ণদেব অন্য ক্রীড়া জানিতেন না। তিনি নিজে ঠাকুর সাজিতে ভাল বাসিতেন, পাড়ার বহু বালককে সঙ্গে লইয়া তিনি মাঠে, নির্জ্জন উদ্যানে অথবা নিভৃত গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া কৃষ্ণলীলা, রামলীলা বা গৌরাঙ্গলীলা করিতেন। এরূপ লীলা খেলায় তিনি কখন কখন ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। তিনি ঈশ্বরবিষয়ক মধুর সঙ্গীতে সকলকে উন্মাদ করিতে পারিতেন। তত্ত্বদর্শী লোকে তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়া জানিত।

কামারপুকুরে লাহা উপাধিধারী এক সম্ভ্রান্ত বংশের বাস ছিল। তাঁহাদের অতিথিশালায় প্রত্যহ অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া রামকৃষ্ণকে তিলকচন্দনাদি ধারণ করাইয়া স্ব স্ব প্রস্তুত আহার্য্য অগ্রে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরে আপনারা সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। সাধু মহাত্মারা যে বালককে ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন, সে বালক সামান্য নহে।

রামকৃষ্ণদেবকে যখন খুদিরাম পাঠশালায় প্রেরণ করেন, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'অর্থকরী বিদ্যায় আমার

আবশ্যক নাই। যে লেখাপড়ায় চাল কলা লাভ হয়, তাহা আমি শিখিব না।' তাই বলিয়া তিনি সকলকে মূর্খ হইতে উপদেশ দেন নাই। তিনি বলিতেন বুদ্ধির শুদ্ধিহেতু শিক্ষা। যে বিদ্যায় বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়, যে বিদ্যায় বুদ্ধিকে ভগবানের নিকট ধাবিত করে, সেই বিদ্যা—সেই ব্রহ্মবিদ্যা আজীবন অভ্যাস করাই সকল নরনারীর কর্ত্তব্য।

গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক সন্ন্যাসী সাজা বা ভিক্ষুকাশ্রমাবলম্বী হওয়ায় তাঁহার অভিমত ছিল না। তিনি বলিতেন, কমণ্ডলু লওয়া, গৈরিক বসন পরিধান বা লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া আত্মসুখভোগ করা সন্ন্যাসি-সম্মত নহে। ভগবানের প্রতি যাঁহার মন ধাবিত হয়, তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে ঔদাস্য জন্মে। এই ভাব তাঁহার চরিত্রে পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। রাসমণির ঠাকুর-বাড়ীতে তিনি কিছুদিন পূজারি রূপে অর্থোপার্জ্জন করেন। এই অবস্থা হইতে যখন তাঁহার অবস্থান্তর হয়, তখন তিনি আর পূজাদি করিতেন না; সে অবস্থায় তাঁহার যাবজ্জীবন দৈহিক বায়াদির ভার মন্দিরের ব্যয় হইতে সঙ্কুলান হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সময়ে শম্ভুচন্দ্র মল্লিক ও রাসমণির জামাতা মথুর বাবু তাঁহার নিত্যসেবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবার প্রয়াসী হইলে তিনি বলিলেন, 'চলিয়া যাইতেছে, আবার নূতন ব্যবস্থা কেন? কালীর ইচ্ছায় সকলি হয়, ইহা জানিয়া শুনিয়া মথুর! তুমি শেষে এই কথা বলিলে।' মথুর বাবু তাঁহাকে যে সব বারাণসীর চেলী ব্যবহারের জন্য প্রদান করিতেন, তাহা তিনি প্রায়ই মন্দিরের কাঙ্গালীয়া বা যাত্রাওয়ালাদিগকে দিতেন। তিনি যে স্ত্রী-কাঞ্চনের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার বহুতর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বাল্যকালেই তাঁহার পিতা পরলোক যাত্রা করেন, সুতরাং সে বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। মাতার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। রামকৃষ্ণদেব যখন রাসমণির কালীবাটীতে কার্য্য করিতেন, সে সময় এবং তাহার পরেও তাঁহার মাতা প্রায় নিকটেই থাকিতেন। ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ভগিনী ভাগিনেয় ইত্যাদি সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিশোরকালান্তে তিনি পরিণয়সূত্রেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

বিবাহের পর আর তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। যদিও সময় সময় শ্বশুরালয়ে গমন করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইত, কিন্তু কার্য্যগতিকে তাহা ঘটিয়া উঠিত না। যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন, সে সময়ে তাঁহার আর বাহ্যজগতে দৃষ্টি ছিল না। তিনি সর্ব্বদা ঐশ্বরিক ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, সে সময়ে তিনি কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। এমন কি, তাঁহার নিজের দেহের প্রতিও দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজে আহার করিতে পারিতেন না এবং শৌচ-প্রস্রাবাদি ত্যাগ করিবার সময় বুঝিতেন না। ফলে সকলের সহিত তাঁহার দৈহিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রীকে তন্ত্রমতে পূজা করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাবে স্ত্রীকে আমরা যেরূপ মনে করি, তিনি তাহা করেন নাই। তিনি তাঁহাকে মাতৃস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকেই তিনি মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি বলিতেন যে, মেছুয়া বাজারের বারাণ্ডায় হুঁকো হাতে আমার অবিদ্যা মা দণ্ডায়মান থাকেন এবং গৃহস্থের অন্তঃপুরে ঘোমটা দিয়া আমার বিদ্যা মা অবস্থিতি করেন। স্ত্রীজাতিতে যখন মাতৃভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার স্ত্রীতে অপর ভাব থাকা সম্ভব নহে। তিনি বলিতেন যে, একদিন গণেশ ভগবতীর ললাট দেশে ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তোমার কপাল কাটিয়াছে কেন? ভগবতী কহিলেন, 'বাছা একটি দুরন্ত ছেলে ইট মারিয়া বিড়ালের কপাল কাটিয়া দিয়াছে। আমি সর্ব্বত্র প্রকৃতিরূপে বিরাজ করিয়া থাকি, সুতরাং বিড়ালকে আঘাত করায় আমারই নিগ্রহ করা হইয়াছে।' গণেশ এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে, তাহা হইলে সকলেই আমার মা, সেই নিমিত্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। রামকৃষ্ণদেবও এই গণেশের মত সকলকেই মাতৃজ্ঞান করিতেন।

রামকৃষ্ণদেব সেইজন্য বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে নিকটে রাখিয়াও তাঁহার সহিত স্ত্রীসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করেন নাই। সর্ব্বসাধারণকে এই জন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রী নিকটে থাকিলে পশুভাবের উদ্রেক হয়, তাহাকেই আবার ভাবান্তরে রাখিয়া দিনযাপন করা কঠিন কথা নহে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, রামকৃষ্ণদেব কি বাস্তবিক জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন? তিনি বলিতেন,—

কাজল্ কি ঘরমে কেত্তা সেয়ান্ হোয়ে, থোড়া বুঁদ লাগে পরলাগে।
যুবতিকী সাথমে, কেত্তা সেয়ান্ হোয়ে, থোড়া কাম যাগে পরযাগে॥

এস্থলে তিনি যে নিজে জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি?

রামকৃষ্ণদেব কোনকালে যৌবনাবস্থায় স্ত্রীলোকের সংস্রব রাখেন নাই। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীর মুখাবলোকনও করেন নাই এবং যে সময়ে তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রথম গমন করেন, সে সময়ে তাঁহাকে ষোড়শী রূপে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব জ্ঞাত হইবার জন্য অনেক বার অনেকে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একবার ঠাকুর-

বাটীর লোকেরা কোন বারাঙ্গণাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিল। এই স্ত্রীলোক উপর্য্যুপরি কয়েক দিন তাহার মোহিনী জাল বিস্তার করে, জিতেন্দ্রিয় রামকৃষ্ণ অনায়াসে সেই জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন, দেখ তুমি আমার আনন্দময়ী মা,আর আমি তোমার সন্তান। বারাঙ্গণা কোন মতে না শুনিয়া রামকৃষ্ণদেবকে বার বার উৎত্যক্ত করে। তিনি তদনন্তর সিংহনাদে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিলেন, তদ্দর্শনে সে প্রাণভয়ে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

সেই সময়ে মেছুয়া-বাজারে লছমী বাই নাম্নী একজন সুচতুরা বারাঙ্গণা ছিল। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন ভদ্রলোক রামকৃষ্ণদেবকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সে সময়ে পূর্ণ যুবা। বারাঙ্গণাগৃহে তাঁহাকে লইয়া গিয়া ভদ্রলোকটী তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন। লছমী প্রায় ১৫।১৬টি যুবতীকে অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় বসাইয়া এবং গৃহটিও সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, যে মোহিনীর ফাঁদে মহাযোগী মহা ঋষি পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছিলেন, যে মোহিনীর রূপ দর্শন করিয়া বৃদ্ধ পরাশরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল,অদ্য সেই মোহিনীমূর্ত্তির বাজার বসাইয়াছি। এই মনে করিয়া লছমী রামকৃষ্ণদেবের চিত্ত হরণ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইতে লাগিল, রামকৃষ্ণদেব গৃহে প্রবেশ করিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলকে, "মা আনন্দময়ি" বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাহাদের মধ্যস্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে মধ্যস্থানে উপবেশন করিতে দেখিয়া বারাঙ্গণারা ভাবিল যে, এইবার আর কোথায় পলাইবে? আমরা অনেক সাধু দেখিয়াছি, আমরা অনেক ভদ্রলোক দেখিয়াছি, আমরা বহুবিধ সভ্য মহাত্মাকে দেখিয়াছি, সে হিসাবে ইঁহাকে অতিসামান্য, ক্ষুদ্রতম বলিলেও বলা যায়। বাবু নিতান্ত মূর্খ। এঁর সহিত সংগ্রাম করিতে এত আয়োজন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবিক মশা মারিতে কামান পাতা হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব সকলের দিকে এক একবার চাহিয়া দেখিলেন। প্রত্যেককে 'মা আনন্দময়ি' বলিতে বলিতে প্রেমে তাঁহার জিহ্বা জড়াইয়া যাইতে লাগিল। তখন লছমী চক্ষের ভঙ্গী দ্বারা—বা সাধুজী! এই যে তোমার লালপানিও চলে। রামকৃষ্ণদেব যে কি পানি সেবন করিতেন তাহা বারাঙ্গণারা কেমন করিয়া বুঝিবে? লছমী উলঙ্গ হইয়া যেমন বাহু প্রসারণ করিল, রামকৃষ্ণদেব অমনি কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে 'কালী কালী' বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল, সেই জ্যোতিঃ দর্শনপূর্ব্বক বারাঙ্গণারা ভীত হইয়া নিজ নিজ বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক কেহ বাতাস করিতে লাগিল, কেহ জল আনিতে ছুটিল, কেহ কৃতাঞ্জলি পুটে গলায় অঞ্চলাগ্রভাগ প্রদানপূর্ব্বক চরণে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিল, কেহ অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তিনি শক্তির উপাসক হইয়া কালী সাধনা করিয়াছিলেন, পরে তন্ত্রাদি মত সাধন ব্যতীত সমুদয় সাধনগুলি নিজে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উর্দ্ধমুখে তন্ত্রের সাধনা অতীব ভয়ানক এবং সামান্য মানব দ্বারা সাধিত হইতে পারে কি না সন্দেহ; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

বৈদান্তিক মতে তিনি গুপ্ত সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করের শাখা বিশেষ পুরী শ্রেণীর অন্তর্গত তোতাপুরী নামক নেংটা সাধুর দ্বারা দীক্ষিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য প্রবৃত্ত হন এবং সেই সাধনে তিনি তিন দিবসে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই সাধনের পূর্ব্বেই তিনি কুম্ভকাদি যোগপ্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। তোতাপুরী রামকৃষ্ণের সমাধি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরোধে তিন দিবস অবস্থিতি করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর এককালীন এগারমাস স্থান পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। এতদিন থাকিবার হেতু এই যে, যাহা কখন কেহ করিতে পারেন নাই, যে অবস্থার নিমিত্ত তিনিই চুয়াল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই দুঃসাধ্য নির্ব্বিকল্প-সমাধি রামকৃষ্ণ তিন দিবসে কেমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন! ইহার কারণ নির্ণয় করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণকে বুঝিতে না পারিয়া পরিশেষে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সেখানে ডুবজল ছিল না, সুতরাং পুনরায় রামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া আত্মদৌর্ব্বল্য স্বীকারপূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

রামকৃষ্ণ বৈদিক মতে পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়াও ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে সেই পঞ্চবটী এবং তান্ত্রিকসাধনের পঞ্চমুণ্ডী ও বেলতলার নিদর্শন পাওয়া যায়।

তিনি রামমন্ত্র সাধন করিবার নিমিত্ত হনুমানের ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেহেতু হনুমানের ন্যায় বিশুদ্ধ ভক্ত অতি বিরল।

কৃষ্ণোপাসনার সময় কখন গোপিকা ও কখন শ্রীমতীর ভাবে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে এ প্রদেশের প্রচলিত প্রাচীন সমুদয় ধর্মভাবসাধনের প্রক্রিয়ানুসারে গমন করিয়া রামাৎ, নিমাৎ, বৌদ্ধ, নানকপন্থী, প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষে মিলিত হন ও পূর্ব্বরূপ তিন দিন করিয়া সাধন করিয়াছিলেন। অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন দিন অতীত হইবা মাত্র আর এক সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধপুরুষ আসিয়া অমনি উপস্থিত হইতেন। যখন প্রকাশ্য মতের কার্য্যাদি সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন গুপ্ত মতের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পূর্ব্বমত সিদ্ধপুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তিনদিনের হিসাবে তৎসমুদয় পন্থাগুলির চরমভাব আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

হিন্দুমতের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য মত গুলির নিদান নিরূপণানন্তর তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। ভাবময়ের এই অভিনব ভাব মানসক্ষেত্রে অঙ্কিত হইবামাত্র গোবিন্দদাস নামক জনৈক ব্যক্তি সহসা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিল। তাঁহার এই সাধনায়ও তিনদিবসের অধিক সময় প্রয়োজন হয় নাই।

মুসলমান-ধর্ম্মের সাধনার সময় তিনি ঠিক্ মুসলমানদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিতেন, মস্তকে টুপি দিতেন এবং ভুলিয়াও কালী দুর্গা কিংবা রাধা কৃষ্ণ কোন দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করেন নাই।

তৎপরে খৃষ্টধর্ম্মসাধনায় তাঁহার বাসনা জন্মে। এই সময়ে এদেশে আর কোন সিদ্ধপুরুষ আসেন নাই। তিনি একদিন অপরাহ্ণ কালে যদুলাল মল্লিকের উদ্যানে মেরীর ক্রোড়শায়ী বালক যীশু খৃষ্টের ছবি দেখিয়া ভাবে বিভোর হন এবং যীশুর বিমল জ্যোতিঃ লাভে পুলকিত দেহ হইয়া সেই ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে তিনি গির্জ্জা দেখিতেন, যেন গির্জ্জার মধ্যে বসিয়া আছেন, এইরূপ তন্ময় ভাবে তিন দিন যাপন করেন। সর্ব্বপ্রকার বৈধ ধর্ম্মসাধনান্তে তিনি ব্রাহ্মদিগের সহিত দিন কয়েক আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, তদনন্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন এবং পরিশেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গোস্বামী ও শাস্ত্রি মহাশয় দিগের সহিত আনন্দ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের বিশেষ শিক্ষা এই যে, আপনার মধ্যে সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান রাখিয়া সর্ব্বত্র একাকার বোধ করিতে পারিলে বিবাদ মিটিয়া যায়। অর্থাৎ আপন ভাব বজায় থাকিবে এবং সেই ভাব এক অদ্বিতীয় ভাবময়ের বুঝিয়া লইতে হইবে। যেমন সকলকে একপ্রভুর ভৃত্যজ্ঞান, এক রাজার প্রজাজ্ঞান থাকিলে মনিব বা রাজার ভ্রম হয় না, মনিব বা রাজা লইয়া পরস্পর বিবাদ হয় না, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সকলেরই উপাস্য বলিয়া বোধ হইলে বিবাদ মিটিয়া যায়। রামকৃষ্ণদেব এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকটিত করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের বিশ্বাস।

সর্ব্বপ্রথমে এক ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণদেবের সাধনাবস্থায় এই স্ত্রীলোকটি আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী এ দেশের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ন্যায় ছিলেন। তিনি কাহার স্ত্রী কাহার কন্যা, কোথায় নিবাস ইহা কেহ জানিত না। পুরাণ, তন্ত্র এবং যাবতীয় গুপ্ত সাধনাদি তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তিনি রামকৃষ্ণের সাধনকার্য্যে সহায়তা করিতেন। ব্রাহ্মণীর সহিত রামকৃষ্ণের গোপাল ভাব ছিল। তিনি কখন কখন যশোদার ন্যায় বেশ ভূষা করিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত রূপার থালায় ক্ষীর সর লইয়া তাঁহার নিজের বিরচিত গোপালবিষয়ক গীত গান করিতে করিতে রামকৃষ্ণের গৃহাভিমুখে গমন করিতেন। গৃহের নিকটস্থ হইবামাত্র প্রায় তিনি মূর্চ্ছিতা হইতেন। তখন তাঁহার শ্রবণবিবরে গোপাল নাম উচ্চারণ না করিলে কখন সংজ্ঞা হইত না। কালীর সম্মুখে বলিদান হইলে সেই রুধিরের শরায় ছাগশোণিতাক্ত রক্তাদি তিনিই আপনি ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন। ব্রাহ্মণীকে কালীর স্বরূপ বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। রামকৃষ্ণদেবের নিকট তিনি ক্রমান্বয়ে একাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণী যখন রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করেন, মথুর বাবু তাহা বুঝিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। সেই সময়ে এদেশের অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী গৌরী নামক পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করেন। বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব মহাভাবের লক্ষণপরম্পরা অবলোকনপূর্ব্বক ভগবৎ-সম্ভাষণে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ও গৌরী ব্রাহ্মণীর কথা অনুমোদনপূর্ব্বক রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব এই সময়ে পণ্ডিত এবং সাধুভক্তদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করিতেন। তিনি যে একজন আদর্শপুরুষ, এ কথা তখনও সাধারণে প্রচারিত হয় নাই, তথাপি ভারতবর্ষের বহু সাধু ও ভক্তগণ তাঁহাকে জানিতেন। অনেকে তখন তাঁহাকে গুপ্তভাবে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহার প্রচ্ছন্নভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিরক্ত হন ও ব্রাহ্মণীকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন।

৺কেশবচন্দ্র সেন রামকৃষ্ণদেবের আদেশে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার ভাবপূর্ণ উপদেশাদি কেশববাবু মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে ছাপাইতেন, তদ্দ্বারা সাধারণে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিল। [নববিধান দেখ।]

কেশব বাবু ও তাঁহার মতাবলম্বীরা যে সময়ে রামকৃষ্ণদেবের নিকট গমনাগমন করিতেন, সে সময়ে তিনি নিজ ভাব সম্যগ্রূপে প্রকাশ করেন নাই; তজ্জন্য কেহই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপাসকও হন নাই। তিনি যে কি জন্য সে সময়ে ভাব সঙ্কোচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অনুধাবন করা যায় না। পরে ইংরাজী ১৮৭৯ সাল হইতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপাসকের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এই উপাসকেরা ক্রমে ক্রমে দলপুষ্ট হইয়া এক্ষণে প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন, এখানে তাঁহার কণ্ঠদেশে ব্যাধি জন্মে। এই ব্যাধি-চিকিৎসার জন্য তাঁহার উপাসকবৃন্দ তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিশেষ যত্নে তাঁহার চিকিৎসা করিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে কালী পূজার দিন আসিয়া উপস্থিত। তিনি সেই দিন প্রাতঃকালে জনৈক ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য মহামায়ার পূজার দিন, তোমরা পূজার আয়োজন কর। ভক্তেরা তাহাই করিল। সন্ধ্যার পর পূজা দেখিতে অনেক লোক আসিল। পূজা সমাপন করিয়া তিনি মহামায়ার প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন; যে কণ্ঠে দুগ্ধাদি তরল পদার্থও পান করিতে পারিতেন না, আজ অনায়াসে তিনি কঠিন বস্তুও গলাধকরণ করিলেন।

এই ঘটনার কিছু পরেই তাঁহাকে কলিকাতা হইতে কাশীপুরের উদ্যানে আনা হয়। এই স্থানে তিনি আট মাস ছিলেন। কাশীপুরে অবস্থানকালে তিনি অনেক তত্ত্বকথা উপদেশ দেন।

এতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তবুও তাঁহার ব্যাধির কোন প্রকার উপশম হইল না দেখিয়া, একদিন কয়েক জন ভক্ত তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, 'প্রভু! কি জন্য এরূপ ব্যাধির ভাণ করিয়াছেন, আমরা বিধিমত চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কেহই রোগের কিছুই করিতে পারিলাম না। আমরা এক্ষণে বুঝিয়াছি যে, আপনি নিজে আপনার ব্যবস্থা না করিলে আর উপায় নাই।' তখন তিনি উত্তর করিলেন যে 'ব্যাধির হেতু তোমরা এখনও বুঝিতে পার নাই! প্রত্যেক কার্য্যের ফল আছে। সৎকার্য্যের সুফল—অসৎ কার্য্যের কুফল, কার্য্যানুসারে এইরূপ ফলাফল ভোগ করিতে হয়। তোমরা যে সকল অসৎ কার্য্য করিয়াছ, যে সকল পাপ করিয়াছ, যদ্যপি তোমাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ অতিশয় ভয়ানক [illegible]। কিন্তু কার্য্যের ফল ভোগ করা ভগবানের নিয়ম। সুতরাং তোমাদের সেই পাপরাশি আমি অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যে দিন বকলমা দিয়াছ, সেই দিন হইতেই তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ। পাপ বিমোচন না হইলে শরীর শুদ্ধ হয় না ও ভগবানের সহিত সম্বন্ধও হইতে পারে না। মানবদেহে পাপের ভোগ ভুগিতে হয়, এই নিমিত্ত আমার শরীরে ব্যাধি হইয়াছে। আমার এই ব্যাধি দ্বারা তোমরা পাপবিবর্জ্জিত হইয়াছ এবং যে কেহ আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিবে, তাহারাও বিমুক্ত হইবে। অতএব তাহাদের পাপের ভোগও আমি সম্ভোগ করিয়া যাইলাম।'

রামকৃষ্ণদেব এইরূপ নানা ছলনায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন, নানাপ্রকার চিকিৎসক, নানাপ্রকার সাধু, ও অপর সাধারণ লোক, তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তিনি কোন দিন নীরোগ হইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন. কোন দিন কণ্ঠস্থিত ক্ষতস্থান হইতে কলসী কলসী শোণিত বমন করিতেন। রহস্যের বিষয় এই যে, চিকিৎসকেরা যে দিন যে উপসর্গের প্রতিকার করিবার জন্য যে ঔষধ প্রদান করিতেন, সে দিন সেই উপসর্গই বৃদ্ধি হইত। তাঁহার শরীরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ পর্য্যন্ত সহ্য হইত না। একটি দানা সেবন করিলে সর্ব্বশরীর বিকৃত হইয়া উঠিত। এই নিমিত্ত কোন চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করিতে সাহস করিতেন না।

ভক্তদিগের নিকটে এইরূপে নানা ভাবের লীলা করিয়া ১৮০৮ শকের ৩১শে শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথির সন্ধার হইবামাত্র তিনি লীলা-রঙ্গভূমির যবনিকা নিপাতিত করেন।

প্রভুর লীলাবসান হইলে তাঁহার অস্থিগুলি এক সপ্তাহকাল কাশীপুরের উদ্যানে রাখিয়া, পরে জন্মাষ্টমীর দিন কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে সমাহিত হয়। তথায় অদ্যাপিও নিত্য-পূজাদি হইতেছে এবং প্রতিবৎসর এই প্রতিপদ্ তিথি হইতে জন্মাষ্টমী পর্যান্ত তথায় বিশেষ পূজাদি হয় ও শেষ দিবসে তথায় প্রভুর নিত্যাবির্ভাব নিমিত্তক রামকৃষ্ণোৎসব হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব যদিও মানবলীলা শেষ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'আমা অপেক্ষা আমার নাম বড়—নামেই সকল সাধ মিটিবে।' সেই 'রামকৃষ্ণ' নামের যে মহিমা তাহা তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা বাস্তবিক ধর্ম্মপিপাসু তাঁহারাও নামের মাহাত্ম্য বুঝিয়া [illegible]হারা হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের যত্নে কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠস্থিত কাশীপুরের অপরপারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বেলুড়গ্রামে শ্রীশ্রী৺ রামকৃষ্ণদেবের মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রতিবৎসর তাঁহার উদ্দেশে এক একটি উৎসব হইয়া থাকে।

রামকৃষ্ণ দৈবজ্ঞ ১ তত্ত্বপ্রকাশিকার ভাস্বতী নাম্নী টীকা ও ভাস্বতীচক্ররশ্ম্যুদাহরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ নৃসিংহ দৈবজ্ঞের পুত্র। ইনি ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে গণিতামৃতলহরী নামে একখানি লীলাবতীবৃত্তি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার রচিত তাজিককৌস্তুভ ও নলিকাবন্ধপদ্ধতি নামে আরও দুইখানি জ্যোতিগ্রন্থ পাওয়া যায়।

রামকৃষ্ণ পণ্ডিত, ১ ধর্ম্মনিবন্ধরচয়িতা। ২ অপর একজন পণ্ডিত। ইনি শিবতত্ত্ববোধপ্রণেতা যাদব পণ্ডিতের গুরু। ৩ অধিদীধিতিভাবার্থ নামক ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা।

রামকৃষ্ণপুর, কলিকাতার অপরপারে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটী নগর। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলের সুপ্রসিদ্ধ হাবড়া ষ্টেসনের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

রামকৃষ্ণ ভট্ট, এই নামে কএকজন পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়। ১ অব্যয়ানি নামক ব্যাকরণ গ্রন্থপ্রণেতা। ২ কোটিহোমাদ্যনুষ্ঠানাদিপ্রয়োগপদ্ধতি রচয়িতা। ৩ গণপাঠ ও শব্দবোধপ্রক্রিয়া-প্রণেতা। ৪ প্রয়োগদীপিকা-রচয়িতা। ৫মধ্বতন্ত্রচপেটাপ্রদীপ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ৬ রামকৌতূহল নামে সঙ্গীতসারোদ্ধার রচয়িতা ৭ আশ্বলায়ন গৃহ্যোক্ত-বাস্তুশান্তি-রচয়িতা। ৮ বিভাগতত্ত্ববিচার নামক দীধিতিকার। ৯ ব্যবহারদর্পণপ্রণেতা। ১০ বৈয়াকরণসিদ্ধান্তরত্নাকর নামে সিদ্ধান্তকৌমুদী-টীকাপ্রণেতা। ইনি তিরুমল ভট্টের পুত্র ও বেঙ্কটের পৌত্র। ১১ অনন্তব্রতোদ্যাপনপ্রয়োগ, জীবৎপিতৃককর্ত্তব্যনির্ণয়, মাসিকশ্রাদ্ধনির্ণয় ও শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি নারায়ণ সূরির পুত্র এবং কমলাকরের (১৬১২ খৃঃ অঃ) পিতা। ১২ রসেন্দ্রকল্পদ্রুম নামক বৈদ্যকগ্রন্থ রচয়িতা। নীলকণ্ঠ ভট্টের (দ্রাবিড়) পুত্র। ১৩ তীর্থরত্নাকর বা রামপ্রসাদ, প্রতাপমার্ত্তণ্ড এবং সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা বা যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী নামে শাস্ত্রপ্রদীপের একখানি টীকা প্রণেতা। ইনি ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে বারাণসী ধামে শেষোক্ত গ্রন্থখানি সমাপন করেন।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ১ শূলপাণিকৃত প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ববিবেকের প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী নাম্নী টীকা-রচয়িতা। ২ সংকল্পকৌমুদী (মীমাংসা), সাংখ্যকৌমুদী, সাংখ্যসার ও স্মৃতিকৌমুদী নামক কয়খানি গ্রন্থ রচয়িতা।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী, সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের (রঘুনাথ) পুত্র। ইনি রঘুনাথ কৃত কিরণাবলীগুণপ্রকাশদীধিতির টীকা, ন্যায়-দীপিকা ও ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

রামকৃষ্ণ মিশ্র, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাকার শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তের গুরু।

রামকৃষ্ণ রায়, নাটোর রাজবংশের জনৈক রাজা। বিখ্যাত রাণী ভবানী ইঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সম্রাট্ শাহ আলম ইঁহাকে 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' উপাধি দান করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ব্যবস্থামতে যখন নাটোরের অধীনস্থ তালুকদারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজরাজকে কর দিতে আদিষ্ট হইলেন, তখন তিনি আপনার ক্ষমতা হ্রাস হইতেছে দেখিয়া বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করেন। এই গোলযোগে এবং ধর্ম্মকর্ম্মে অত্যধিক নিষ্ঠাহেতু রাজা রামকৃষ্ণ সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার অধিকৃত কতকগুলি পরগণা বিক্রয় হইয়া যায়। এই সময়ে রাণী ভবানী নাটোর-সম্পত্তি রক্ষার জন্য আর একবার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের শ্যামাপূজায় ঐকান্তিকী ভক্তি থাকায় তিনি বিষয়কামনা বর্জ্জন করিতে চেষ্টা পান। তাহার ফলে অনেক সম্পত্তি দীঘাপতিয়ার দয়ারামের ও নড়াইলের কালীশঙ্কর রায়ের কবলিত হয়। কএকটী সম্পত্তি গোবরডাঙ্গার খেলারাম মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতার গোপীমোহন ঠাকুর ক্রয় করেন। রামকৃষ্ণ সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

রামকৃষ্ণ বৈদ্যরাজ, কনকসিংহপ্রকাশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থ-

রচয়িতা। ইনি বেহার-প্রদেশের অন্তর্গত বাগেশ্বরের অধিপতি কনকসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রামকৃষ্ণ শেষ, রসিকসঞ্জীবনী নামে অমরুশতকের টীকাকার।

রামকৃষ্ণানন্ত, প্রত্যক্তত্বপ্রকাশিকাপ্রণেতা।

রামকৃষ্ণানন্দ, মগভাষ্যটীকা-রচয়িতা।

রামকৃষ্ণানন্দ তীর্থ, রামাদ্বৈক্যপ্রকাশিকাপ্রণেতা সত্যজ্ঞানানন্দ তীর্থ যতির গুরু।

রামকেলী (স্ত্রী) রাগিণীভেদ, রামকরী। [রাগশব্দ দেখ।]

রামকেশবতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

রামকোট, অযোধ্যাপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা ও তদন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। প্রবাদ, দশরথতনয় রামচন্দ্র বনগমনকালে এই নগর স্থাপন করিয়া যান। এখানকার তালুকদারগণ জানবারবংশীয় রাজপুত। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে এই বংশের আদিপুরুষ কোন সর্দ্দার কচ্ছেরা দিগকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

রামক্রী (দেশজ) ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত স্বরক্রমভেদ।

রামক্ষেত্র (ক্লী) জনপদভেদ ও একটী প্রাচীন তীর্থ। (তাপীখ° ৭৩ অ:)

রামখণ্ড, সহ্যাদ্রিশৈলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন তীর্থ ও দেবক্ষেত্র, এই স্থান অতি পবিত্র। (সাহ্যদ্রি° ২।৪।৩৭)

রামঙ্কা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড় প্রদেশস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভাউনগর-গোণ্ডাল রেলপথের ঢোলা জংসন হইতে ৩৷৷° ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানকার ঠাকুরেরা বড়োদার গাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

রামখড়ী (দেশজ) উৎকৃষ্ট খড়ি।

রামগঙ্গা (পূর্ব্ব), যুক্ত-প্রদেশের কুমায়ুন জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। হিমালয়-পৃষ্ঠের ৯০০০ ফিট্ উচ্চ স্থান হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ইহা দাক্ষিণাভিমুখে ৫৫ মাইল আসিয়া রামেশ্বর-সঙ্গমে সরযূতে মিশিয়াছে। তদনন্তর উভয় স্রোতস্বিনী রামগঙ্গা নামে প্রবাহিত হইয়া কালী নদীতে মিলিত হইয়াছে।

রামগঙ্গা (পশ্চিম), কুমায়ুন ও রোহিলখণ্ডবিভাগে এবং যুক্তপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। হিমালয় পর্ব্বতের অক্ষা° ৩০°৬´ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৯°২০´ পূ: স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া গড়বাল ও কুমায়ুন শৈলমালার মধ্য দিয়া ১০০ শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিজনোর জেলার কালাগড়ের সমতল ক্ষেত্রে পড়িয়াছে। এখান হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে আসিয়া কোহ-নামক স্রোতস্বিনীর সহিত মিশিয়া অবিরাম গতিতে মোরাদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া মোরাদাবাদ নগরকে দক্ষিণে রাখিয়া বেরেলী জেলায় আসিয়াছে; পরে বুদাউন, শাহজহানপুর, জালালাবাদ কানপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলায় আসিয়া কনোজের অপর পারে গঙ্গা নদীতে মিশিয়াছে। কুশী, শঙ্কা, দেবহা বা গাড়া নামক শাখানদীত্রয় ইহার কলেবর পুষ্টি করিতেছে। পার্ব্বতীয় অধিত্যকাভূমিতে প্রবাহিত হওয়ায় ইহার স্রোতোগতি স্থানে স্থানে ভয়ানক বেগযুক্ত। এই কারণে সময় সময় ইহার গতিপরিবর্ত্তন দেখা যায়।

রামগড়, মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলাজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৬৭৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২২° ৪৭´ উ: এবং দ্রাঘি° ৮১° পূর্ব্বে। একটী পর্ব্বতের চূড়ায় অবস্থিত। এই পর্ব্বত সানুর নিম্নে বুর্হনের নদী প্রবাহিত। র[illegible]ড়ের অপরপারে অমরপুর গ্রাম, এখানে ইংরাজসৈন্যের একটী ছাউনী আছে।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্র শা মুসলমানসেনার সহায়ে স্বীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। তিনি অনেক সামন্তের সাহায্যে মুসলমানদিগকে পুনঃপরাভূত করিয়া নষ্টরাজ্য উদ্ধার করেন, ঐ সর্দ্দারকে তিনি রাজা উপাধি দিয়া রামগড় রাজ্য দান করিয়াছিলেন। রাজা নরেন্দ্র শা উক্ত সর্দ্দারের উপর বার্ষিক যে রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য অধিকারের পর ইংরাজরাজও সেই কর লইয়া আসিতেছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গড়হা-মণ্ডলার গোঁড়রাজবংশধর রাজা শঙ্কর শা বিদ্রোহী হন। ইংরাজের বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাঁহার রাণী স্বীয় উন্মাদপুত্র অমানসিংহের জন্য রামগড় অধিকার করেন। এই সূত্রে ইংরাজের সহিত কএকটী খণ্ড যুদ্ধ হয়। রাণী স্বীয় দলবল লইয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজমহিষী পলায়ন করেন। ইংরাজসেনা তাঁহার পদানুসরণ করিতেছে জানিয়া তিনি স্বীয় বক্ষে তরবারি বসাইয়া দেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে ইংরাজ-শিবিরে আনা হইয়াছিল। আনিবার পরই তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। অমানসিংহ ও তাঁহার দুই পুত্র ইংরাজ-করে আত্মসমর্পণ করে। ইংরাজরাজ তাঁহাদের রাজ্য ও রাজোপাধি কাড়িয়া লইয়া সামান্য মাসহরা বন্দোবস্ত করেন।

রামগড়, মধ্যভারতের ভোপাল এজেন্সীর অধীনস্থ একটী ঠাকুরাত সম্পত্তি। এখানকার ঠাকুরগণ যে সকল ভূমি রক্ষা করেন, তাহার জন্য তিনি বিভিন্ন সামন্তরাজের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইয়া থাকেন। ঐ তন্‌খা তিনি পলিটিকেল এজেন্টের হস্ত দিয়া প্রাপ্ত হন। হোলকার—

১০০০৲ সিন্দেরাজ—৬৮১০৲ দেবাস-পতি—১০০৲ এবং ভোপাল ৭০০৲ টাকা দেন।

রামগড়, রাজপুতনার জয়পুররাজ্যের শৈথাবতী জেলার একটী নগর। নগরটী বিশেষ সমৃদ্ধশালী। এখানে ধনী, মহাজন ও সদ্দারদিগের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাসমূহ বিরাজিত আছে।

রামগড়, বাঙ্গালা ছোটনাগপুরের সরগুজা-রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। লখনপুর গ্রাম হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উত্তরদিকে নামিবার রাস্তা আছে। ঐ পথে অবতরণ করিয়া মূলপর্ব্বতের পাদমূল বহিয়া অপর একটী পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করা যায়। এখানে প্রায় ২৬০০ ফিট্ উচ্চ একটী প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বার আছে। উহার উপরে একটী গণেশমূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। উপরে উঠিবার পথে যেখানে [illegible] লোকে চড়িতে পারে না, সেখানে আর একটী দ্বার হিন্দুজাতির ভাস্করশিল্পের পরাকাষ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছে। পর্ব্বতোপরি কতকগুলি গুহা, ভগ্নমন্দির ও তাহার গাত্রে অস্পষ্ট শিলাফলক দৃষ্ট হয়। মন্দির মধ্যে দশভুজা দুর্গা ও হনুমান্ প্রভৃতি মূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। ইহার উত্তরমুখের হাতপোড় নামক সুড়ঙ্গ (tunnel) দেখিবার জিনিস।

রামগড়, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম এবং তৎসংলগ্ন একটী বিস্তৃত কয়লার খাত। দামোদরের উপত্যকা ভূমে প্রায় ৪০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া এই কয়লার খনি বিরাজিত রহিয়াছে। এই স্থানের ভূগর্ভ পর্ব্বতমালা সমাকীর্ণ হওয়ায় তদভ্যন্তরস্থ কয়লার স্তরের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা স্বল্পায়াসসাধ্য নহে। স্থানে স্থানে Iron-stone প্রস্তরস্তরে কার্ব্বণমিশ্রিত লৌহ পাওয়া যায়। এখানকার কয়লায় কার্ব্বণ অধিকমাত্রায় আছে বলিয়া উহা সাধারণের ব্যবহারপক্ষে অনুপযোগী। এই কারণে লাভের সম্ভাবনা না থাকায় কেহই এই কয়লা তুলিবার চেষ্টা করেন নাই।

রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক বাঙ্গালাভাষার একখানি ইতিহাসলেখক। ইঁহান হুগলীজেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীবাসী হলধর চূড়ামণির সন্তান। বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি স্বীয় প্রিয় ছাত্র রামদাসসেনের পুস্তকাগারে বসিয়া অসীম অধ্যবসায়ের সহিত ঐ গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন; তদনন্তর তিনি হুগলীর নর্ম্মালবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সন ১২৩৮ সালে জন্ম এবং ১৩০১ সালে ২৪শে আশ্বিন তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামগতি সেন, জনৈক বাঙ্গালী কবি। তিনি বাঙ্গালাভাষায় মায়াতিমিরচন্দ্রিকা ও সংস্কৃতে যোগকল্পলতিকা প্রণয়ন করেন। বিক্রমপুরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ লালা রামপ্রসাদ তাঁহার পিতা। মাতার নাম সুমতী দেবী। লালা রামগতি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। [লালা রামপ্রসাদ দেখ।]

রামগতি ৫০ বৎসরে উপনীত হইলে ধর্ম্মভাবে বিভোর হন। তিনি যোগানুশীলন জন্য প্রথমে কলিকাতা কালীঘাটে ও পরে কাশীধামে অবস্থিতি করেন। ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে কাশীর মহাশ্মশানে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়। অনুগতা সহধর্ম্মিণী সেই সঙ্গে অনুমৃতা হন। তাঁহার বিদুষী কন্যা আনন্দময়ী স্বীয় খুল্লতাত লালা জয়নারায়ণের সহযোগে হরিলীলা কাব্য লিখিয়াছিলেন।

এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ জীবের অবস্থা কি বিষম, তাহা উপলব্ধি করিয়া একদিন প্রভাতে তাঁহার মায়াপাশ ছিন্ন হয়। নিজের অবস্থা অনুধাবন করিতে করিতে তাঁহার মনে নূতন শক্তির অভ্যুদয় হয়। কবি রূপকচ্ছলে সেই বৃত্তান্ত এইরূপে লিপিবদ্ধ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কএকটী উদ্ধৃত করা গেল :—

"কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়।
যথা বসে নানা রসে সদা জীব রায়॥
তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী।
হৃদি তারি রমাপুরী তথায় আপনি॥
অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী।
দম্ভপাটে বৈসে ঠাঠে করি পরিপাটী॥" ইত্যাদি

রামগায়ত্রী (স্ত্রী) রামস্য গায়ত্রী। রামচন্দ্রের গায়ত্রী, যাঁহারা রামোপাসক অর্থাৎ রামচন্দ্রের মন্ত্রগ্রহণ করেন, তাঁহারা রামগায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন। তন্ত্রে ইহার মন্ত্র ও গায়ত্রী প্রভৃতি বিশেষ বিবরণ অভিহিত হইয়াছে।

রামগিরি (পুং) রামাশ্রিতো গিরিঃ রামো রমণীয়ো গিরির্বা। ১ পর্ব্বতবিশেষ, চিত্রকূট পর্ব্বত।

"যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া-স্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥" (মেঘদূত ১)

২ নাগপুরের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বত। বর্ত্তমান নাম রামটেক্।

রামগিরি, দাক্ষিণাত্যের মহিসুররাজ্যের বঙ্গলূর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। অর্কাবতী নদীর বামতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ১২° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭° ২২´ পূঃ। ইহার উপরে দুর্গাদির ভগ্নাবশিষ্টনিদর্শন আছে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই দুর্গ দখল করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ক্লোজপেট নগর

স্থাপিত হইলে স্থানীয় লোক তথায় যাইয়া বাস করে। রামগিরি এখন জনশূন্য।

রামগীতোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

রামগোপাল, রসকল্পবল্লী প্রণেতা একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি চৌধুরীর প্রপৌত্র ও গঙ্গারামের পুত্র। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরী প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

রামগোপাল ঘোষ, একজন বাঙ্গালী বণিক্ ও সুবিজ্ঞ রাজনৈতিক। হুগলীর অন্তঃপাতী বাগাটে গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক-বাসস্থান। তাঁহার পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তিনি কোচ-বিহার মহারাজের কলিকাতাস্থ এজেণ্ট ছিলেন। এই কলিকাতা রাজধানীতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে রামগোপালের জন্ম হয়।

বাল্যকালে প্রাথমিক ইংরাজিশিক্ষার জন্য রামগোপাল মিঃ সেরবোর্ণের স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি অধ্যয়নার্থ কলিকাতা "হিন্দুস্কুলে" গমন করেন। তথায় অধ্যাপকপ্রবর হ, ল, ব, ডিরোজিওর শিক্ষাধীনে থাকিয়া তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে অত্যল্পকালমধ্যেই ইংরাজীশিক্ষায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তিনি আর অধিককাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। উদরান্ন-সংগ্রহের চেষ্টায় তাঁহাকে অর্থকরী কর্ম্মের অনুসন্ধানে বহির্গত হইতে হয়। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের আগ্রহাতিশয্যে মিঃ জোসেফ নামক জনৈক য়িহুদী বণিক্ তাঁহাকে স্বীয় বাণিজ্য-কার্য্যে সহকারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রামগোপাল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা অচিরে স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও স্থির লক্ষ্য দেখিয়া তৎপ্রতি জোসেফের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। এই সময় রামগোপাল বাঙ্গালার কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের তালিকা সহ একখানি বিবরণী প্রস্তুত করিয়া স্বীয় প্রভুকে প্রদান করেন। ইংরাজীভাষায় রামগোপালের লিপিনৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া জোসেফ সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। রামগোপালের বিনয়নম্র ব্যবহারে ও কার্য্যকুশলতায় পরিতুষ্ট জোসেফ সাহেব ইংলণ্ডগমনকালে আপনার বিশ্বাসবশেই আপনার আফিসের কার্য্যভার রামগোপালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যান। রামগোপাল বিশেষ সাবধানতা ও বিচক্ষণতার সহিত প্রভুর কার্য্য পরিচালন করিয়া বাণিজ্যব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ দেখাইয়াছিলেন।

ইহার কিছু পরে মিঃ কেলসাল জোসেফের অংশীদার হন এবং রামগোপাল তাঁহাদের Assistant থাকেন। জোসেফ কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া বিলাতে প্রস্থান করিলে মিঃ কেলসাল রামগোপালকে অংশীদার করিয়া লন। তখন হইতেই সেই আফিসের নাম 'Messrs Kelsall and Ghose' হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায় রামগোপাল ২ লক্ষ টাকা লইয়া স্বীয় অংশ ত্যাগ করিয়া আসেন।

এই সময়ে কলিকাতা ছোট আদালতের ২য় জজের পদ শূন্য হয়। গবর্মেণ্ট বাহাদুর রামগোপালকে ঐ কার্য্য-গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রামগোপাল 'কোম্পানির নেমক খাইব না' বলিয়া সেই পদগ্রহণে অস্বীকার করেন।

অতঃপর তিনি আরাকান দেশজাত চাউল খরিদ করিয়া একটী বাণিজ্য-ভাণ্ডার স্থাপন করেন, আকায়াব ও রেঙ্গুনে তাঁহার শাখা (ব্রাঞ্চ)আফিস ছিল। এই ব্যবসায়ে তিনি বিলক্ষণ অর্থসঞ্চয় করেন। এই সময়ে য়ুরোপীয় বণিক্‌সমাজে তাঁহার নাম এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ২৬এ নবেম্বর তাঁহারা রামগোপালকে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভ্যপদে বরণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ ফিল্ড তাঁহার অংশীদার হন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কোন অভাবনীয় ক্ষতিতে কলিকাতার বণিক্‌সম্প্রদায় নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, এই সময়ে অনেকেই মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারিয়া কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হন। রামগোপালের কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে বেনামি করিয়া কার্য্য করিতে পরামর্শ দেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, শঠতা করিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকাইবার পরিবর্ত্তে আপনার অঙ্গবস্ত্রের শেষখণ্ড পর্য্যন্ত বিক্রয় করাও ভাল। এই উদারতার বিষয় উপলব্ধি করিলে বেশ বুঝা যায় যে, রামগোপাল ন্যায়বান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সরলহৃদয় ও কর্ম্মী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উন্নতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নিতান্ত ঘৃণার বিষয় ছিল।

রামগোপালের এই দৃঢ়চিত্ততা তাঁহাকে উন্নতির পথে লইয়া চলিল। তিনিও যেমন কখন কাহাকেও ঠকাইতে চেষ্টা পান নাই, ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্কারগণও কখন তাঁহার দ্বারা প্রতারিত হইবারও আশা করেন নাই। তাঁহার প্রেরিত Bill তাঁহারা সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই কারণে তাঁহাকে সেই বিপদে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। তাঁহার ন্যায়পরতা, নৈতিকবল ও সরলতা তাঁহাকে ধন-

সম্মানে পূর্ণ করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি কামারহাটীর উদ্যানবাটিকায় বাস করিতেন এবং বন্ধুবান্ধব লইয়া নিত্য আমোদপ্রমোদে কালযাপন করিতেন।

সৌভাগ্যান্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া তিনি একবারেই জ্ঞানচর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি 'Civis' উপ-নাম গ্রহণ করিয়া 'ভারতীয় পণ্যের শুল্ক' সম্বন্ধে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ লেখেন। তিনি স্বয়ং "দর্শক" (Spectator) নামে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র প্রচার এবং জর্জ টম্পসনের সহযোগে British Indian Society স্থাপন করেন। বিদ্যোন্নতি-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ডেভিড্ হেয়ারের সহিত মিলিত হইয়া তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রমণ্ডলীকে উৎসাহিত করিবার জন্য সময় সময় অর্থদান বা পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সময় তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। চারিটী বালককে চারিটী বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাদের ইংলণ্ডে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। তিনিও সেই মতের পোষকতা করিয়া তাঁহাকে সাহায্যদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা বেথুনের প্রার্থনায় তিনি শিক্ষা-সভায় (Council of Education) আসন গ্রহণ করেন। তাঁহারই বক্তৃতার ফলে বাঙ্গালার 'গ্রাণ্ড-ইন্-এড্' প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি তৎকালের যাবতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। বেথুনকে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন, ডাঃ মোয়াটকে ইউনিভারসিটিসমূহের প্রতিষ্ঠা, রেলপথ-বিস্তার, বিধবাবিবাহ ও রাজনৈতিক অপরাপর বিষয়ে তিনি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন এবং যাহাতে ঐ সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতাবাসীর যে সভা হয়, তাহাতে রামগোপাল কলিকাতার তাৎকালিক বাগ্মী ব্যারিষ্টার টার্টন, ডিকেন্স ও হিউমের বক্তৃতার প্রতিবাদ পূর্ব্বক স্বীয় ওজস্বিনী ভাষায় সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠাপ্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত করাইয়া লইয়াছিলেন। এই ঘটনা অনুসরণ করিয়া 'জনবুল' "Made the startling announcement that a young Bengali orator had floored three English Barristers,; ঐ পত্রিকার অন্যত্র এক স্থানে রামগোপালকে "Indian Demosthenes" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে টাউন-হলে Charter meetingএ বক্তৃতাকালে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া টাইমস্ পত্রিকা তাঁহার বক্তৃতাকে 'Master-piece of oratory বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরীত্ব-ঘোষণাকালে (Queen's Proclamation) তাঁহার বাগ্মিতা দেখিয়া ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের সম্পাদক Mr. Hume লিখিয়াছেন যে, যদি রামগোপাল বাবু ইংরাজ হইতেন, তাহা হইলে তিনি মহারাণী কর্ত্তৃক অবশ্যই সম্মানসূচক 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার Black Actএর বক্তৃতা তাঁহাকে ইংরাজসমাজে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

কেবল রাজনৈতিক নহে, তিনি হিন্দুর সামাজিক আচারাদির উপর লক্ষ্য রাখিয়া নানাবিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ে বর্ত্তমানপ্রথার পরিবর্ত্তে, ভারত গবর্মেণ্ট কলিকাতায় কলে হিন্দুর শবদেহ-দাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কলিকাতাস্থ শান্তিবিধায়ক বিচারকগণের (Calcutta Justices' meeting) একটী সভা আহূত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই আন্দোলনে বিচলিত হইয়া সভা-সমিতি দ্বারা রামগোপালকে উক্ত সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। শুনা যায়, এই সংবাদে রামগোপালের বৃদ্ধা মাতা বিচলিত হইয়া পুত্রকে ডাকাইয়া বলেন যে, 'রাম, তুমি থাকিতে আমি গাদার মড়া হইয়া পুড়িব।' রামগোপাল মাতার কাতর অশ্রু অপনোদনের জন্য, হিন্দুসমাজের একটী ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতাবলে ইংরাজরাজের মতিগতি ফিরিয়া যায়। সভাস্থলে রামগোপাল চাঁদার প্রস্তাব করেন। তদ্দণ্ডেই অনেক চাঁদা সংগৃহীত হয়। শুনা যায়, রামগোপাল স্বয়ং প্রায় অর্দ্ধেক খরচ দিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে নিমতলার বর্ত্তমান শ্মশানঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মহৎকার্য্যের জন্য হিন্দু মাত্রই তাঁহার প্রেতাত্মার মঙ্গলকামনায় আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে। নিমতলায় দাহের জন্য কলবাড়ীর প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

তিনি বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কৌন্সিলের সভ্য, কলিকাতার অনরারি মেজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস অব দি পিস্, কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর ফেলো, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসানের সভ্য ও ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পুলিস-কমিটী, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্মল-পক্স-কমিটী, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন-প্রদর্শনীতে প্রেরণার্থ শিল্পদ্রব্য-সংগ্রহ-কমিটী, ১৮৫৫ ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্যারে প্রদর্শনী ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল্ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা

হইয়া আপনার কার্য্যতৎপরতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া যান। য়ুরোপীয়গণ তাহার গুণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর যখন মহামতি থিওডোর ডিকেন্সকে বিদায়-ভোজ দান করেন, তখন রামগোপালকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর ডিকেন্স মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রামগোপালের সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে ডিকেন্সের ঘোরতর শত্রুতা থাকিলেও তিনি ভোজের সময় সাহ্লাদে সর্ব্বাগ্রে রামগোপালের স্বাস্থ্য-পান করিয়া একটী জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি রাম গোপাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, He was the only man fit to take the position of the leader of the Hindu Community.

রামগোপাল স্বভাবতঃই দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে দরিদ্র সাধারণের জন্য তিনি রাজতুল্য দান করিয়াছিলেন। দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার্থ তিনি স্বীয় উইলে কলিকাতা ইউনিভার্সিটীতে ৪০ হাজার, ডিঃ চেরিটেবল্ সোসাইটীতে ২০ হাজার, ঋণগ্রস্ত বন্ধুদিগকে ঋণদায় হইতে মুক্তি দিবার জন্য ৪০ হাজার এবং অন্যান্য বিষয়েও অনেক টাকা লিখিয়া দিয়া যান। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারী তাঁহার পরলোক গমন ঘটে।

রামগোপাল শর্ম্মন্, বর্ণভৈরবতন্ত্রপ্রণেতা। ইনি রামনাথের পুত্র ও লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র।

রামগোবিন্দ, শব্দাঙ্কিতরিরচয়িতা। পিতার নাম রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ব্যবস্থাসারসংগ্রহ রচয়িতা।

রামগোবিন্দ তীর্থ, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। সাংখ্যচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা নারায়ণ তীর্থের গুরু এবং গোবিন্দ তীর্থের শিষ্য।

রামগোবিন্দতীর্থ (পুং) আচার্য্যভেদ।

রামগ্রাম (পুং) জনপদভেদ।

রামঘুঘু (দেশজ) একজাতীয় ঘুঘুপক্ষী (Chaleophaps indicus)।

রামচক্র (ক্লী) মন্ত্রাত্মক চক্রবিশেষ। (শব্দরত্না০)

রামচন্দ্র, জনৈক হিন্দুরাজা। রত্নপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহার সভায় থাকিয়া ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র নৈমিষস্থ কুণ্ডাকৃতি প্রণয়ন করেন।

রামচন্দ্র (পুং) রামচন্দ্র ইব আহ্লাদকত্বাৎ। ১ শ্রীরাম।

২ লক্ষ্মণভট্টসুত স্বনামখ্যাত কবিবিশেষ। এই কবি অযোধ্যানগরে রসিকরঞ্জন নামে একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন, এই কাব্যের প্রত্যেক শ্লোক দ্ব্যর্থক, ইহার এক অর্থে শৃঙ্গার ও এক অর্থে বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। ইনি এই কাব্যের টীকাও প্রণয়ন করেন। এই কাব্যের আদি শ্লোক—

"শুভারম্ভেঽদম্ভে মহিতমতিদিম্ভেজিতশতং
মণিস্তম্ভে রম্ভে ক্ষণসকুচকুম্ভে পরিণতম্।
অনালম্বে লম্বে পথিপদবিলম্বেঽমিতসুখং
তমালম্বে স্বম্বে বদনমম্বেক্ষিতমুখম্॥" (রসিকরঞ্জন ১৷১)

কবি রামচন্দ্র রোমাবলীশতক প্রভৃতিও প্রণয়ন করিয়াছেন।

রামচন্দ্র, সূর্য্যবংশাবতংস আদর্শচরিত্র ভারতের একজন অদ্বিতীয় মহাবীর ও অবশেষে অবতার বলিয়া পূজিত। তাঁহারই সাধুচরিত অবলম্বন করিয়া আদিকবি বাল্মীকি ভারতের আদিমহাকাব্য রামায়ণ রচনা করেন। পরবর্ত্তিকালে নানা অলঙ্কার দ্বারা এই অসাধারণ মহাপুরুষের চরিত রামায়ণ নানা ভাবে প্রকাশিত হইলেও আদিকবি বাল্মীকি যে ভাবে এই পুরুষসিংহকে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই আমাদের প্রথম আলোচ্য। মহর্ষি বাল্মীকি বর্ণনা করিয়াছেন,—

সূর্য্যবংশে ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার মত বীর ও প্রভাবসম্পন্ন কেহই ছিলেন না। বংশধর পুত্র না থাকায় তিনি নিয়তই অনুতপ্ত থাকিতেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইবার জন্য সুমন্ত্রের পরামর্শে অঙ্গদেশ হইতে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনাইলেন। সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মিত হইল। দশরথের পুত্রপ্রাপ্তিনিমিত্ত তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার যজ্ঞাবশেষ চরু ভক্ষণ করিয়া দশরথের প্রধানা তিন মহিষী গর্ভবতী হইলেন। যজ্ঞসমাপ্তির পর ছয় ঋতু অতীত হইলে জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যা চৈত্রমাসের শুক্ল নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কর্কটলগ্নে দিব্যলক্ষণসম্পন্ন রামকে প্রসব করিলেন। তাঁহার জন্মকালে রবি মেষ রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে ছিলেন। তৎপরে কৈকেয়ীর গর্ভে মীন লগ্নে পুষ্যানক্ষত্রে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে কর্কটলগ্নে ও অশ্লেষা নক্ষত্রে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন।

দশরথের উক্ত চারিপুত্রই বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, সকল লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞ ও ক্ষত্রিয়োচিত সমস্ত গুণে বিভূষিত ছিলেন। তন্মধ্যে রাম সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমী, সর্ব্বজনপ্রিয়, ধনুর্ব্বেদরত, পিতৃসেবাপরায়ণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে বিশেষ দক্ষ। লক্ষ্মণ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামের নিয়ত অনুগত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ ভরতের অনুরক্ত।

রামের বিশাল বক্ষ ও স্কন্ধদ্বয়ের সন্ধি-স্থল মাংসল, এজন্য

কবি তাঁহাকে "গূঢ়জত্রু" উপাধি দিয়াছেন। তাঁহার মহাবাহু বৃত্তায়িত, তাহা উনষোড়শ বর্ষ বয়সে হরধনু ভঙ্গ করিবার উপযুক্ত। তিনি যেমন মহামূর্ত্তি, তেমনই মহাগুণশালী, তিনি স্বদোষ ও পরদোষবিৎ, আশ্রিতের প্রতিপালক, স্বজন ও স্বধর্ম্মের রক্ষক এবং নিত্য-সংযমী। তিনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, অথচ ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক; উদার স্বভাব হেতু তিনি পরকৃত শত অপকারের কথাও বিস্মৃত হন। তিনি বাগ্মী ও মিষ্টভাষী; শীলবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধগণ তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা সমুচিত শ্রদ্ধাভাজনছিলেন। কার্য্যবশতঃ রামচন্দ্র নগরের বাহিরে গেলে, হস্তী বা রথারোহণে ফিরিবার সময় পুরবাসীদিগকে স্বজনবর্গের ন্যায় সাদরে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন; পুরবাসিগণ সকলেই তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্ত।

ভ্রাতৃ চতুষ্টয় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবেন, এমন সময় এক দিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশরথের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যজ্ঞস্থল রক্ষা করিবার জন্য দশ দিনের জন্য তিনি রামকে সঙ্গে লইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। প্রথমতঃ রাজা দশরথ তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় রামকে বিশ্বামিত্রের করে অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না, তৎপরিবর্ত্তে তিনি অক্ষৌহিণী সেনা পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু মহর্ষির সক্রোধ মূর্ত্তি ও নিজ প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া অবশেষে রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইবার অনুমতি দিলেন। তখন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া চলিলেন, রামের পশ্চাতে লক্ষ্মণও চলিল। বিশ্বামিত্র ছয়ক্রোশ দূরে সরযূতীরে আসিয়া মধুর বাক্যে রামকে কহিলেন, "বৎস! অনর্থক সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আচমনপূর্ব্বক শীঘ্র আমার নিকট হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটী দীক্ষা ও অন্যান্য মন্ত্র সকল গ্রহণ কর। এই বিদ্যাবলে কখন তোমার শ্রমবোধ বা কোনরূপ বিকার হইবে না, বাহুবলে পৃথিবী মধ্যে কেহই তোমার তুল্য হইবে না, রাক্ষসেরা কিছুতেই তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেনা।" তখনই রাম বিশ্বামিত্রকে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট বলা ও অতিবলা বিদ্যা লাভ করিলেন। সেই রাত্রি তিনজনে সরযূর দক্ষিণতীরে তৃণশয্যায় অতিবাহিত করিলেন। রাজকুমার রামের এই প্রথম তৃণশয্যা। রাত্রি প্রভাত হইলে তিন জনে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে মুনিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহারা অনঙ্গ-আশ্রমে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন গঙ্গার দক্ষিণ হইয়া তাঁহারা তাড়কাবনে আসিলেন। বিশ্বামিত্র ঘোররূপিণী যক্ষিণী তাড়কাকে নিধন করিতে আদেশ করিলেন। রাম স্ত্রী-হত্যার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা বলিয়া দিয়াছিলেন যে," বিশ্বামিত্রের আদেশে বিচার না করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে" পিতার এই আদেশ স্মরণ করিয়া তিনি বিশ্বামিত্রের আদেশ পালনার্থ ঘোররূপা তাড়কাকে বিনাশ করিলেন। তাড়কাবধে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি রামচন্দ্রকে নানাপ্রকার অমোঘ ও অব্যর্থ অস্ত্র সকল প্রদান করিলেন। অনন্তর সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া বিশ্বামিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। এখানে রামচন্দ্র মারীচকে পরাজয় ও সুবাহু রাক্ষসকে নিপাতিত করিয়া বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থল রক্ষা করেন। এখানে তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট রাজা জনকের যজ্ঞ ও সুনাভ নামক অপূর্ব্ব হরধনুর সংবাদ-পাইলেন। বিশ্বামিত্র অপরাপর মুনিগণসহ রামলক্ষ্মণকে লইয়া উত্তরাভিমুখে বহু দূর অতিক্রম করিয়া রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ-দর্শনে চলিলেন। পথে বিশালাধিপ সুমতি আসিয়া তাঁহা-দিগের সৎকার করিলেন। বিশালায় একদিন যাপন করিয়া তাঁহারা মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তদনন্তর তাঁহারা মিথিলার উপবনে গৌতমের পরিত্যক্ত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বহুবর্ষনিরাহারা বাতভক্ষা তপঃপ্রভবসম্পন্না মহাভাগা পাষাণময়ী অহল্যা পতিতা ছিলেন, সহসা রামচন্দ্রের চরণকমলস্পর্শে গৌতমপত্নী অহল্যা অভিশাপমুক্তা হইয়া স্বশরীর প্রাপ্তা হইলেন। বহুকাল পরে অহল্যা-গৌতমের মিলন দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃ-করণে রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইয়া মিথিলাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলকেই যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের পরিচয় দিয়া রাজর্ষি জনককে কহিলেন, "আপনার গৃহে যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত ইঁহারা আসিয়াছেন।" রাজর্ষি জনকও তাঁহাদিগকে জানাইলেন,—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি এই শৈবধনুতে জ্যারোপণ ও ভগ্ন করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই আমার অযোনিজা কন্যা সীতাকে সমর্পণ করিব।" পরে রামচন্দ্র জনকের নিকট ইহাও জানিলেন যে, নানা দিগ্‌দেশ হইতে কত শত রাজা সেই ধনুতে জ্যারোপণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হন নাই। অতঃপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও জনকের অনুমতি লইয়া রাম সেই হরধনুতে জ্যারোপণ করিলেন। মড় মড় শব্দে ধনু ভাঙ্গিয়া গেল। সেই শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক ও রামলক্ষ্মণ ব্যতীত আর সকলেই মোহাভিভূত হইয়াছিলেন।

অবিলম্বে সেই শুভসংবাদ অযোধ্যায় প্রেরিত হইল। রাজা দশরথ পুত্র-অমাত্য-ঋষিবৃন্দসহ আহূত হইয়া মিথিলায় আসিলেন। রামের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বিবাহসভায়

মহর্ষি বশিষ্ঠ রঘুবংশের ও রাজর্ষি জনক স্বয়ং আপন পূর্ব্ব-বংশাবলী কীর্ত্তন করিলে পর, রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলার এবং কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহান্তে রাজা দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণ লইয়া মহাসমারোহে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই যাত্রাকালে রামচন্দ্র পরশুরামের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর মহারাজ দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র অভিষেক-সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত হৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই রামের অদ্বিতীয় চরিত্র-বিকাশ আরম্ভ। মহাকবি বাল্মীকি উজ্জ্বল বর্ণে যে মহাচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা তাহা একটু বিশেষ করিয়া দেখাইব।

প্রত্যূষে রামচন্দ্রকে সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা জানাইয়া কৈকেয়ীর গৃহে আসিতে বলিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা অভিষেক-সংকল্পে রাত্রিতে উপবাসী ছিলেন। রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন, "আজ আমার অভিষেক, পিতা কৈকেয়ীমাতার সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠান করিবেন, এই জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তুমি প্রিয় সখীকুল-পরিবৃতা হইয়া কিছুকাল প্রতীক্ষা কর," এই বলিয়া কৈকেয়ীর গৃহে প্রস্থান করিলেন।

প্রবলবেগশালী চতুরশ্বযোজিত ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত সুন্দর রথ রামচন্দ্রকে বহিয়া লইয়া চলিল। রামচন্দ্র দেখিলেন, পথে পথে অভিষেকের বিপুল আয়োজন হইতেছে। পট্টবস্ত্র-পরিহিত, অভিষেকব্রতোৎসুক রাজকুমার আনন্দে একটি পুত্তলিকার ন্যায় পিতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। রাজা ম্লানমুখে কৈকেয়ীর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি 'রাম' এই শব্দটী মাত্র উচ্চারণ করিয়া অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার রুদ্ধকণ্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না। তাঁহার অশ্রুসিক্ত লজ্জিত চক্ষু আর রামকে চাহিয়া দেখিতে সাহসী হইল না।

রাজার বিশাল বক্ষ সঘনে কম্পিত করিয়া গভীর নিশ্বাস পতিত হইতেছিল; আকুল নয়ন জলভারে আচ্ছন্ন হইতেছিল। তখন রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন,—"পিতার কোন কায়িক বা মানসিক অসুখ হয় নাই ত? ভরত ও শত্রুঘ্ন দূরে আছেন, তাঁহাদের কিংবা আমার মাতাদিগের মধ্যে কাহারও কোন অশুভ ঘটে নাই ত? কিংবা দেবি, আপনি ত অভিমানভরে এমন কোন কথা বলেন নাই, যাহাতে তিনি এরূপ আর্ত্ত হইয়াছেন?"

কৈকেয়ী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন—"রাজার কোন ব্যাধি নাই, তিনি কোন দুঃখ প্রাপ্ত হন নাই, ইঁহার মনোগত একটী অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না; তুমি অধিকতর প্রিয়, তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে যাইয়া ইঁহার বাণী নিঃসৃত হইতেছে না। শুভ হউক বা অশুভ হউক, তুমি যদি রাজাদেশ পালন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হও, তবেই বলিতে পারি, নচেৎ বলিতে পারিব না।"

রাম দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"দেবি! আপনার এরূপ কথা আমাকে বলা উচিত নহে; আমি রাজার আজ্ঞায় এখনই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি, বিষ খাইতে পারি, সমুদ্রে পতিত হইতে পারি। রাজার আজ্ঞা আমাকে জ্ঞাপন করুন, আমি তাহা পালন করিব, প্রতিশ্রুত হইলাম।"

সেই অভিষেকসঙ্কল্পে উপবাসী, পবিত্র পট্টবস্ত্রপরিহিত তরুণ যুবককে কৈকেয়ী অকুণ্ঠিতচিত্তে বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, "ভরত এই ধনধান্যশালিনী অযোধ্যার রাজা হইবে, তোমার অভিষেকার্থ আনীত উপকরণে তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে, আর তোমাকে অদ্যই চীরবাস ও জটা পরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হইতে হইবে, রাজা আমাকে এই দুই বর দিয়া এখন সন্তপ্ত হইতেছেন।"

এই মর্ম্মচ্ছেদী মৃত্যুতুল্য বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল থাকিয়া অবিকৃতচিত্তে বলিলেন,—"তাহাই হউক, আমি জটাচীর ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞা পালন জন্য বনবাসী হইব। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, মহারাজ পূর্ব্ববৎ আমাকে আদর করিতেছেন না কেন? দেবি, আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি আপনার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি, আমি চীর ও জটাধারী হইয়া বনবাসী হইব, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই অকিঞ্চিৎকর বনগমনের জন্য পিতা কেন সন্তপ্ত হইতেছেন, পিতা আমাকে নিজে ভরতের অভিষেকের কথা কেন বলেন নাই? ভরত চাহিলেই আমি রাজ্য, ধন, প্রাণ, সকলই দিতে পারি। পিতৃআজ্ঞায় রাজ্য তাহাকে দিব, ইহাতে আর কি কথা হইতে পারে? দেবি, আপনি পিতাকে আশ্বাস প্রদান করুন, পিতা কেন অধোমুখে অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন। শীঘ্রগতি অশ্বারোহী দূতগণ এখনই ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে যাউক।" এই বাক্যে কৈকেয়ী হৃষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু পাছে রামের মত পরিবর্ত্তিত হয়, কিংবা দশরথের মুখের কথা না শুনিলে রামচন্দ্র না যান, এই আশঙ্কায় তিনি রামকে পুনরায় কহিলেন,—

"তাহাই হউক, রাম আমি তোমার বিলম্ব অনুমোদন করি না, রাজা তোমাকে লজ্জায় নিজে কিছু বলিতেছেন না, তজ্জন্য তুমি মনে কিছু করিও না।—"যতক্ষণ তুমি ইঁহার

নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনে না যাইবে, ততক্ষণ ইনি স্নান বা ভোজন কিছুই করিবেন না।" কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাণী শুনিয়া মহারাজ দশরথ বজ্রাহতের ন্যায় অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সৌম্যমূর্ত্তি ও ধনস্পৃহাহীন রামচন্দ্র তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং কৈকেয়ীর শঙ্কা-দর্শনে দুঃখিত অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন,—

"দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছুক নহি, আমাকে ঋষিদিগের তুল্য বিমল ধর্ম্মাশ্রিত বলিয়া জানিবেন। পিতা নাই বা বলিলেন, আমি আপনারই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইব। মাতা কৌশল্যাকে ও সীতাকে বলিয়া অনুমতি লইতে যে বিলম্ব, সেইটুকু অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়া সংজ্ঞাহীন পিতা ও কৈকেয়ীর পদবন্দনা করিয়া রামচন্দ্র ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন; চতুরশ্বযোজিত রথ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি সে পথে গেলেন না; উৎকণ্ঠিত পৌরজন সাগ্রহে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহাদের দৃষ্টিবহির্ভূত পন্থায় চলিলেন, অনুবর্ত্তী হেমছত্রধর ও ব্যজনকারীদিগকে বিদায় দিয়া তিনি অভিষেক-শালার বিচিত্র সম্ভারের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। সিদ্ধপুরুষের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডলে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ পাইল না। তিনি মনের ভাব মনে রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ মাতৃমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুঃখ-নিরুদ্ধ হৃদয়-জাত নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল, তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, 'দেবি! আপনি কি জানেন না, মহদ্ভয় উপস্থিত হইয়াছে; মাতৃদত্ত উপাদেয় আহার ও মহার্ঘ্য আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,"আমাকে মুনির মত কষায় কন্দফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইবে, এই খাদ্যে আমার আর প্রয়োজন নাই,—আমি কুশাসনের যোগ্য, এ মহার্ঘ্য আসনে আমার আর স্থান নাই।" কৈকেয়ীর নিকট রাজার প্রতিশ্রুতির কথা বলিয়া বনবাসযাত্রার জন্য মাতৃপাদপদ্মে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শোকাকুলা মাতা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "রাম! স্ত্রীলোকের প্রধানতম সুখ পতির স্নেহসম্পদ্, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আমি কৈকেয়ী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা নিগৃহীত হইয়াছি। আমার সেবায় নিযুক্ত পরিচারিকাগণ কৈকেয়ীর পরিজনবর্গ দেখিলে ভীত হয়। বৎস, আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছি। তুমি বনে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াইব! দেখ গাভীগুলি বনে বৎসের অনুগমন করে, আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।" এই সকল মর্ম্মচ্ছেদী কাতরোক্তি শুনিয়া রাম নানা প্রকারে মাতাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইলেন; অশ্রুমুখী শোকোন্মাদিনী জননীর নিকট স্বীয় উদ্যত অশ্রু দমন করিয়া বারংবার বনবাসের অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রোধস্ফুরিতনেত্রে লক্ষ্মণ এই অন্যায় আদেশ-পালনের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া ধনু লইয়া ক্ষিপ্তবৎ বলিয়া উঠিলেন, "কৈকেয়ীতে আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করিব" তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের হস্ত ধরিয়া ক্রোধ-প্রশমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং পরম সৌম্যভাবে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন,—'সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে সম্ভার ও আয়োজন হইয়াছে, তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক।' পিতৃভক্ত বিষয়-নিস্পৃহ কুমারের স্নিগ্ধ কিন্তু অটল সংকল্পে এই মহাশোক ও ক্রোধের অভিনয়ক্ষেত্রে এক অসামান্য বৈরাগ্য ও বীরত্বের শ্রী প্রতিভাত হইল; কৌশল্যা বলিলেন, "রাজা তোমার যেমন গুরু, আমিও তেমনই গুরু, আমি তোমাকে বনে যাইতে দিব না, তুমি মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেমন করিয়া বনে যাইবে? লক্ষ্মণ বলিলেন, "কামাসক্ত পিতার আদেশ পালন অধর্ম্ম।" রামচন্দ্র অবিচলিতভাবে বিনীত স্নেহপূরিতকণ্ঠে মাতাকে বলিলেন, "কণ্ডু ঋষি পিতার আদেশে গোহত্যা করিয়াছিলেন, আমাদের কুলে সগরের পুত্রগণ পিতার আদেশপালন করিতে যাইয়া নিহত হইয়াছিলেন, পরশুরাম পিতৃ-আদেশে স্বীয় জননী রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন; পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা,—তিনি ক্রোধ, কাম বা যে কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রতিশ্রুতি দান করিয়া থাকুন না কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি। আমি তাহা নিশ্চয়ই পালন করিব।" এই বলিয়া রোরুদ্যমানা জননীর নিকট ধর্ম্মোদ্দেশে বনে যাইবার জন্য বারংবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামের আশ্চর্য্য সাধুসংকল্প দর্শনে সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং শত শত আশীষ-বাণী বলিয়া অশ্রুসিক্তকণ্ঠে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বনবাসের অনুমতি প্রদান করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে রাম সীতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কর্ণে কত আশার কথা জাগাইয়া আসিয়াছেন, কোন্ মুখে তাঁহাকে এই নিদারুণ কথা শুনাইবেন। রামের অভ্যস্ত দৃঢ়তা শিথিল হইয়া আসিল, আর সে অবিকৃত সৌম্যভাব নাই, তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইল,তাঁহার সুন্দর শ্যাম-ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল। সীতা তাঁহাকে দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন, কি যেন

ঘোর অনর্থ ঘটিয়াছে। তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ অভিষেকের মুহূর্ত্তে তোমার মুখ এরূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন?" নানা ব্যাকুলপ্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র সীতাকে আসন্ন মহাপরীক্ষার উপযোগিনী করিবার জন্য আপনার মহৎ বংশকীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সীতা বনবাসের কথা শুনিয়াই রামের সঙ্গিনী হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার একটি নাতিক্ষুদ্র বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গেল। রামচন্দ্রের নিষেধ, বা ভয় প্রদর্শন সমস্তই যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া সীতা অরণ্যচারিণী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে তিনি আত্মঘাতিনী হইবেন, ইত্যাদি সংকল্প প্রকাশ করিলেন। সীতার গণ্ডস্থল বহিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল।

তখন রাম কণ্ঠলগ্না অশ্রুপূর্ণনয়না সুন্দরী সাধ্বীস্ত্রীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া স্নিগ্ধ ও করুণকণ্ঠে বলিলেন,—"দেবি, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি স্বর্গও অভিলাষ করি না; আমি তোমাকে রক্ষা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত নহি; সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আমার ভয় নাই। তুমি বলিলে, বিবাহের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী হইবে,—তুমি যদি বনবাসের জন্য সৃষ্ট হইয়া থাক, তবে আমার তোমাকে ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য নাই।" যে লক্ষ্মণ 'বধ্যতাং বধ্যতামপি' বলিয়া রাজাকে বাঁধিবার, এমন কি বিনাশ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক একাকী রামের শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবেন বলিয়া এত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি রামের অটল প্রতিজ্ঞা ও বনগমনোদ্যোগ দেখিয়া কাঁদিয়া বালকের ন্যায় অগ্রজের পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—'তোমাকে ছাড়া আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও কামনা করি না।' অশ্রুপূর্ণচক্ষু পদতলপতিত পরমস্নেহাস্পদ লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র সাদরে উঠাইলেন এবং বনবাসসঙ্গী করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ পুলকে অশ্রু মুছিয়া বনবাসোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র বাছিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। রামচন্দ্র ভরত কিংবা কৈকেয়ীর প্রতি কোন বিদ্বেষসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তিনি সীতার নিকট বলিলেন—

'ভরত এবং শত্রুঘ্ন উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রিয়।' কৈকেয়ী এবং অপরাপর মাতাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—'স্নেহ এবং শুশ্রূষায় আমার প্রতি আমার সকল মাতাই সমদর্শিনী।' বনবাস-কালে বিদায়প্রার্থী রামচন্দ্র দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন, মহিষীবৃন্দ-পরিবৃত দশরথ রামের মুখ দেখিয়া চিত্তাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, শোকরুদ্ধ কণ্ঠে রামচন্দ্রকে আর একটী দিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন ও অনেক অনুনয় করিয়া বলিলেন,—"আমি আজ তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সহিত একত্র আহার করিব" রাম কহিলেন, "অদ্যই বনে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সুতরাং ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।" সম্ভ্রম ও বিনয়ের সহিত পুনর্ব্বার বলিলেন, "ব্রহ্মা যেরূপ স্বীয় পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনি বীতশোক হইয়া সেইরূপ আমাদিগের বনগমনের আদেশপ্রদান করুন।" দশরথের শোকাবেগ বৃদ্ধি পাইল, তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সুমন্ত্র, মহামাত্র সিদ্ধার্থ এবং গুরুদেব বশিষ্ঠ কৈকেয়ীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন, আত্মীয়-সুহৃদ্ ও স্বজনবর্গের উত্তেজিত কণ্ঠ ধ্বনিতে রাজভবন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং সেই কোলাহলকে পরাজিত করিয়া ত্যাগশীল রাজকুমারের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি স্বর্গীয় শুভবাণীর ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রামচন্দ্র পিতাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন—

"আপনি দুঃখিত না হইয়া এই রাজ্য ভরতকে প্রদান করুন। আমি জীবনে সুখ, সম্পদ, রাজৈশ্বর্য্য এমন কি, স্বর্গও কামনা করি না; আমি সত্যবদ্ধ, আপনার সত্য পালন করিব। পিতা দেবতাগণ অপেক্ষাও পূজ্য, সেই পিতৃদেবতার আজ্ঞাপালনে আমি কোন কষ্টই বোধ করিব না। চতুর্দ্দশবৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া আমি আবার আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করিব।' মাতৃগণের দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাজকুমার বলিলেন—"আমি ভ্রমবশতঃ কিংবা অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে অদ্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।" যে দশরথের অন্তঃপুর মুরজ ও বীণার সুমধুর নিক্বণে মুখরিত হইত, আজ তাহা শোকার্ত্তা রমণীগণের আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইল।

রাজকুমারদ্বয় ও রাজবধূ যখন ভিখারীর বেশে কৌপীন ও চীর-পরিহিত হইয়া পথে বাহির হইলেন, তখন অন্তঃপুরে মহা আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। রাজমহিষীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং প্রজামণ্ডলীর মধ্যে গভীর পরিতাপসূচক হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই মর্ম্মবিদারক শব্দে উন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধ রাজা দশরথ ও কৌশল্যা দেবী নগ্নপদে ধূলিলুণ্ঠিত পরিধেয় বস্ত্র সংবরণ না করিয়া রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণপূর্ব্বক রাজপথে দৌড়িয়া যাইতে লাগিলেন। রাজাধিরাজ দশরথের প্রধানা মহিষীর এই অবস্থা দর্শনে প্রজাগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র বলিলেন, "সুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র রথ চালাইয়া লইয়া যাও, আমি আর এই শোকাবহ দৃশ্য

দেখিতে পারিতেছি না।" প্রজাগণ সুমন্ত্রকে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল,—

"হে সারথি! তুমি অশ্বগণের মুখরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে চালাও, আমরা রামচন্দ্রের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই, অতঃপর ইঁহার দর্শন আর আমাদের সুলভ হইবে না।" রাম স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে প্রজাদিগকে বলিলেন—

"অযোধ্যাবাসিগণ! তোমাদের আমার প্রতি যে বহুসম্মান ও প্রীতি, তাহা আমার প্রীতির জন্য ভরতে বিশেষরূপে অর্পণ করিও।" অযোধ্যার প্রান্তদেশে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ রথের পার্শ্বে একত্র হইয়া বলিলেন, "আমরা এই হংসশুভ্র কেশযুক্ত মস্তক ভূলুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, রাম তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও।" রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্মান করিলেন।

গোমতী পার হইয়া রামচন্দ্র স্যন্দিকা নদী উত্তীর্ণ হইলেন, অযোধ্যার তরুরাজি শ্যামাভ আকাশপ্রান্তে নীলমেঘের ন্যায় অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তখন রাম একটিবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই চিরস্নেহজড়িত জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টি করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে সুমন্ত্রকে বলিলেন—"সরযূর পুষ্পিত বনে আবার কবে ফিরিয়া আসিব?"

রামচন্দ্র গঙ্গাতীরে আসিয়া বিশেষ প্রফুল্লিত হইলেন। সহসা এই বিশাল তরঙ্গিণী সন্দর্শন করিয়া রাজকুমারদ্বয় ও সীতার মনে প্রীতিসঞ্চার হইল। তাঁহারা ইঙ্গুদীতরুচ্ছায়ায় বিশ্রামের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিষাদরাজ গুহক নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া প্রিয় সুহৃদ্ রামচন্দ্রের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনে ব্যস্ত হইলেন। তিনি বলিলেন—"রাম অপেক্ষা এ জগতে আমার প্রিয়তম কিছুই নাই।" কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসারে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া রামচন্দ্র গুহকের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না। রথের অশ্বসমূহের খাদ্যসংগ্রহের জন্য তিনি নিষাদপতিকে অনুরোধ করিয়া আপনারা তিনজনে কেবলমাত্র জলপান করিয়া অনাহারে ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন সুমন্ত্র বিদায় লইবেন। বৃদ্ধ সচিব কাঁদিয়া বলিলেন, "শূন্য রথ লইয়া আমি কোন্ প্রাণে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব? যখন উন্মত্ত জনসঙ্ঘ শত কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে, আমি কি বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব? হে সেবকবৎসল! আমাকে সঙ্গে যাইবার আদেশ করুন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আমি এই রথে আপনাদিগকে লইয়া সগৌরবে ও আনন্দে অযোধ্যায় প্রবেশ করিব।" রাম বৃদ্ধ মন্ত্রীকে নানারূপ প্রবোধবাক্যে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন ও সকাতরে বলিলেন, "তুমি ফিরিয়া না গেলে মাতা কৈকেয়ীর মনে প্রত্যয় হইবে না যে, আমি বনে গিয়াছি।"

সুমন্ত্রের বিদায়কালে রামচন্দ্র যে সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। পরে তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন—"তোমার তুল্য ইক্ষ্বাকুগণের আর সুহৃদ্ নাই, মহারাজ দশরথ যেন আমার জন্য শোকাকুল না হন, তাহাই করিবে।" লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধস্বরে দশরথের কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিলেন, রাম সুমন্ত্রকে সাবধান করিয়া দিলেন ও বলিলেন—

"রাজা বৃদ্ধ, করুণ স্বভাব এবং আমার বনবাসজন্য ব্যথিত, সহসা এই সকল রুক্ষ কথা শুনিলে তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। সুমন্ত্র, এই সকল রুক্ষ কথা মহারাজের নিকট বলিও না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে সুমন্ত্র চলিয়া গেল। এবার ঘোর আরণ্যপথে রাজকুমারদ্বয় এবং আদরের রাজবধূ চলিতেছেন। এখনও সীতার পদ্মকোশপ্রভ পাদযুগ্মে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই, তাহাতে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তুর ভীতিকর ধ্বনি শুনিয়া তিনি রামের বাহু আশ্রয় করিয়া সন্ত্রস্তা হইতেছেন। মহেন্দ্রধ্বজ সদৃশ রামচন্দ্রের বাহুই আজ ইন্দুনিভাননার একমাত্র অবলম্বন। রাত্রি যাপনের জন্য তাঁহারা এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন; এই ঘোর অরণ্যে প্রথমে রাত্রিবাসের কষ্ট দুঃসহ হইল। মনের ক্ষোভে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিকট অনেক পরিতাপ করিলেন, সে সকল কথা তাঁহার অভ্যস্ত উদারভাবের নহে। তাহার প্রশান্তচিত্ত অসহ্য কষ্টে অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "ভরত রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। রাজা অবশ্য মনোকষ্ট ভোগ করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কামসেবা করে, তাহাদিগের দশরথ রাজার ন্যায় দুঃখপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আমার অল্পভাগ্যা জননী আজ শোকসাগরে পতিত হইয়াছেন লক্ষ্মণ এরূপ কোথাও কি শুনা যায়, যে বিনা অপরাধে প্রমদার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমার ন্যায় ছন্দানুবর্ত্তী পুত্রকেও পরিত্যাগ করিয়াছে? যাহা হউক, এই কঠোর বন্যজীবনে তোমার প্রয়োজন নাই, আমি ও সীতা বনবাসের দণ্ডভোগ করিব, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। নিষ্ঠুর নীচপ্রকৃতি কৈকেয়ী হয় ত আমার মাতাকে বিষ-প্রদান করিয়া বিনাশ করিবেন, তুমি গৃহে যাইয়া আমার মাতাকে রক্ষা কর। তুমি মনে করিও না, অযোধ্যা কিংবা সমস্ত পৃথিবী আমি বাহুবলে অধিকার করিতে পারি না, কেবল মাত্র অধর্ম্ম ও পরলোকের

ভয়ে আমি নিজের অভিষেক সম্পাদন করি নাই।" এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া সেই দুর্জ্ঞেয় গভীর আরণ্য প্রদেশে, সীতার দুরবস্থা ও স্বীয় জীবনের ভাবী দুর্গতি কল্পনা করিয়া চির-সুখাভ্যস্ত রাজকুমার রামচন্দ্র সাশ্রুনেত্রে ও ক্ষুব্ধচিত্তে মৌন-ভাবে সারা রাত্রি বসিয়া কাটাইলেন।

এই প্রথম রজনীর মহাক্লেশের পর বনবাস ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া গেল। চিত্রকূট পর্ব্বতের সানুদেশে অপর্য্যাপ্ত পুষ্পভার-সমৃদ্ধ অরণ্যানী দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন। সীতা হরিৎচ্ছদ বনতরুরাজি দেখিয়া বনোন্মাদিনী হইয়া পড়িলেন,—কুঞ্চিত ও নিবিড় বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া স্মিতমুখী রামচন্দ্রের হস্ত ধরিয়া রক্তবর্ণ অশোক পুষ্পচয়নে নিযুক্ত হইলেন। সম্মুখে চিত্রকূটের একপার্শ্ব। এক শৈলশৃঙ্গ গগন চুম্বন করিয়াছে। কোথাও গুহাপূর্ণ নিবিড় বনরাজ্যের মনোহর শোভা-সম্পদ্,—কোথায়ও বা বহু-কন্দর-পার্শ্ববর্ত্তী বহু শৈল-মালা। এই চিত্রকূটের কণ্ঠে নির্ম্মল মুক্তার কন্ঠীর ন্যায় মন্দাকিনী প্রবাহিত। সহসা এই উদার অদৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির সন্নিহিত হইয়া রামচন্দ্র উচ্ছ্বাস সহকারে বলিয়া উঠিলেন—

"রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ আজ আমার দৃষ্টির বাধা জন্মাই-তেছে না, এই মহাসৌন্দর্য্য আমি সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি, বনবাস আজ আমার নিকট অতি শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার দুই ফলই আমার পরম কাম্য। পিতাকে অসত্য হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং ভরতের প্রিয় সাধন করিয়াছি।" সীতার সঙ্গে মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া রামচন্দ্র পদ্ম তুলিয়া বলিলেন,—"এই নদীর স্নিগ্ধ সম্ভাষণ তোমার সখীগণের তুল্য, মন্দাকিনীকে সরযূ বলিয়া মনে করিও।"

এই স্থানে দম্পতীর দৃশ্য মধুর হইতে ক্রমশঃ মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে; কুসুমিত-লতা আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়াছে,—রামচন্দ্র বলিলেন, "কি সুন্দর। তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া যেরূপ আমাকে আশ্রয় কর, এ যেন সেইরূপ দেখা যাইতেছে।" গজদন্তোৎপাটিত অকাল-শুষ্ক বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দম্পতী দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা শৈলমালায় প্রতিশব্দিত বন্যকোকিলের কুহরব ও বন্য-ভ্রমরের গুনগুন ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া চলিলেন। নীল, পীত, লোহিত কিংবা অন্য কোন বর্ণের যে ফুলটী পথে মনোরম বলিয়া মনে হইল, রামচন্দ্র সপল্লব সেই ফুলটী চয়ন করিয়া সীতার হস্তে প্রদান করিলেন। মনঃ-শিলার উপর জলসিক্ত অঙ্গুলী ঘসিয়া তিনি সীতার সীমন্তে সুন্দর তিলক রচনা করিয়া দিলেন। কেশরপুষ্প তুলিয়া তিনি সীতার নিবিড় কর্ণান্তচুম্বী কুন্তলে পরাইয়া দিলেন এবং স্নিগ্ধ আদরে বলিলেন—'আমি তোমার সঙ্গে বাস করিয়া অযোধ্যার রাজপদস্পৃহা করিতেছি না।'

চিত্রকূটের মনোহর শৈলমালা-পরিবৃত প্রদেশে শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ বৃক্ষের পত্র ও কাণ্ড দ্বারা লক্ষ্মণ মনোরম পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। রামচন্দ্র সেই বন্যবাটিকায় ভ্রাতা ও পত্নীর সঙ্গে বাস করিয়া হৃদয় নিহিত সমস্ত কষ্টই বিস্মৃত হইলেন।

এই সময় মহতী সৈন্যমালা ও আত্মীয় সুহৃদ্বর্গপরিবৃত হইয়া ভরত তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইতে আসিলেন। লক্ষ্মণ শালবৃক্ষ চূড়া হইতে ভরতের চিরপরিচিত কোবিদার ধ্বজাঙ্কিত-পতাকাপরিবেষ্টিত অযোধ্যার বিশাল সৈন্যসঙ্ঘ সন্দর্শন করিয়া মনে করিলেন, ভরত তাঁহাদিগের বিনাশ-বাসনায় অগ্রসর হইতেছেন। এই ধারণায় উত্তেজিত হইয়া তিনি ভরতকে নিধন করিবার সংকল্প জানাইয়া রামচন্দ্রকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে বলিলেন—ভরত যদি সত্য সত্যই সৈন্য লইয়া এস্থলে আসিয়া থাকেন, তবেই বা আমাদের যুদ্ধের উদ্যোগ করি-বার প্রয়োজন কি? পিতৃসত্য পালন করিতে বনে আসিয়া ভরতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমরা কি অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিব? ভ্রাতৃরক্তকলঙ্কিত ঐশ্বর্য্যে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের সুখের নিকট আমার স্বীয় সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি।" তৎপরে ভরত যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত আমার বনবাসসংবাদে শোকক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসিয়াছে,—ভরত যুদ্ধ করিতে আইসে নাই।"

এদিকে নগ্নপদে জটাচীরধারী অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে চিরবৎসল ভরত আসিয়া রামের পদতলে নিপতিত হইলেন। ভরতের মুখ শুষ্ক, লজ্জা ও মনস্তাপে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র অশ্রুপূরিত চক্ষে স্নেহের পুত্তলী ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন ও স্নেহ-সম্ভাষণে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক আদর করিতে লাগিলেন। ভরত দেখিলেন সত্যব্রত রামচন্দ্রের দেহ হইতে দিব্য-জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে, জটা চীর পরিয়া আছেন, তবুও যেন তাঁহার শরীর পবিত্র যজ্ঞাগ্নির ন্যায় দীপ্তিশীল রহিয়াছে।

এই দেবপ্রভাব অগ্রজের পদতলে পড়িয়া আর্ত্তা রমণীর

ন্যায় ভরত কতই কাঁদিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ভরতের মুখে পিতৃবিয়োগের সংবাদ শুনিয়া কিছুকাল অধীর হইয়া রহিলেন। অনন্তর মন্দাকিনী তীরে ইঙ্গুদীফলে পিতৃ-পিণ্ড রচনা করিয়া রাম যেমন পিণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, অমনি তিনি শোকোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই চিত্তসংযম করিয়া সংসারের অনিত্যতা ও ধর্মের সারবত্তা সম্বন্ধে ভরতকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—"মনুষ্যের সুদৃঢ় দেহ জরা-বশীভূত হইয়া শক্তিহীন ও বিরূপ হইয়া পড়ে। পক্ক শস্যের যেরূপ পতনের ভয় নাই, সেইরূপ মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত; কারণ উহা অবধারিত। যে প্রমোদময়ী রজনী অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আইসে না, যমুনার যে প্রবাহ সাগরে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, সেইরূপ আয়ুর যে অংশ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাবর্তিত হইবে না। যখন জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুকালই আসন্ন ও অনিশ্চিত, তখন মৃতের জন্য অনুতাপ না করিয়া নিজের জন্য অনুতাপ করাই বিধেয়। ক্রমে যখন দেহ লোলিত এবং কেশচয় পক্কতা-প্রাপ্ত হইবে, জরাগ্রস্ত জীবের তখন কি প্রভাব অবশিষ্ট থাকিবে? যেরূপ সমুদ্রে পতিত কাষ্ঠদ্বয় দৈববশে মিলিত হইয়া পুনরায় স্রোত-বেগে ব্যবহিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ স্ত্রী পুত্র ও জ্ঞাতিদের সঙ্গে মিলন দৈবাধীন, কখন চিরবিরহ উপস্থিত হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমাদের পিতা নশ্বর মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা বৃথা, ধর্ম-পালন পূর্ব্বক পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রতিপালনই এখন আমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।"—মুহূর্ত মধ্যে গভীর শোক জয় করিয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন; ভরত বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিলেন—

"আপনার ন্যায় এই জগতে আর কোন্ ব্যক্তি আছেন, সুখে আপনার হর্ষ নাই, দুঃখে আপনি ব্যথিত হন না।"

ভরত তাঁহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হইলেন। বশিষ্ঠ, জাবালী প্রভৃতি কুলপুরোহিতগণ রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। অবশেষে জাবালী এক অদ্ভুত তর্কের অবতারণা করিলেন—"জীবগণ পৃথিবীতে একাকী আগমন করে এবং এস্থান হইতে একাকীই অপসৃত হয়, সুতরাং কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা? এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বুদ্ধি উন্মত্ত এবং বুদ্ধিশূন্য লোকেরই হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে শুক্র শোণিত ও বীজই আমাদের পিতা। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও দশরথের কেহ নহ। পিতার জন্য যে শ্রাদ্ধাদি করা হয়, তাহা শুধু অন্নাদি নষ্ট করা মাত্র, কারণ মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে না। যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে তাহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অপর কাহাকেও আহার করাইয়া দেখ, উহাতে সেই প্রবাসীর কোন তৃপ্তিই হইবে না। শাস্ত্রাদি শুধু লোককে বশীভূত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব রাম পরলোকসাধনধর্ম্ম নামক কোন পদার্থ নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও এবং অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও—"অযোধ্যা নগরী এক-বেণীধরা হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।"

রামচন্দ্র পিতাকে 'প্রত্যক্ষ দেবতা' ও 'দেবতার দেবতা' বলিয়া জানিয়াছিলেন। জাবালীর উক্তিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিষ্কাম হইয়া শুভকার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং এখনও অনেকে অহিংসা, তপ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারাই প্রকৃত পূজনীয়। আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট, নাস্তিক, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করেন না। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই কার্য্যকে অত্যন্ত নিন্দা করি।" এই বাদানুবাদে বশিষ্ঠ মধ্যস্থ হইয়া রামচন্দ্রের ক্রোধ প্রশমন করিয়া দিলেন।

ভরত কোন ক্রমেই রামচন্দ্রের পদচ্ছায়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, তিনি বনবাসী হইবেন, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তখন রাম তাঁহাকে অনেক স্নেহানুরোধ করিলেন ও ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; শোকক্লিষ্ট ভরত, রাম যাইতে সম্মত না হইলে অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই বলিয়া প্রায়োপবেশন অবলম্বনপূর্ব্বক কুটীরদ্বারে পড়িয়া রহিলেন। ভরতের ক্লেশ রামচন্দ্রের অসহ্য হইল, তিনি স্বীয় পাদুকা ভরতের হস্তে দিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। ভরত স্বীয় জটাবদ্ধ-কেশকলাপ-সুশোভন ভ্রাতৃ-পদরজোবাহী পাদুকায় রাজ্য-শাসন নিবেদন করিয়া অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে অযোধ্যার নিকটবর্তী স্থানে থাকিলে প্রায়ই হয় ত তথাকার লোক এখানে গমনাগমন করিবে, এই আশঙ্কায় রামচন্দ্র ভ্রাতা ও পত্নীর সঙ্গে চিত্রকূট পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ঋষি-গণের অনুরোধে রামচন্দ্র রাক্ষসগণের উপদ্রব নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন; এই উপলক্ষে সীতা রামচন্দ্রকে

বলিলেন, "তিনটী কার্য্য পুরুষের বর্জ্জনীয়—মিথ্যা কথা, পরদার এবং অকারণ শত্রুতা। তোমার সম্বন্ধে প্রথম দুই দোষের কল্পনাই হইতে পারে না, কিন্তু তুমি রাক্ষসগণের সঙ্গে অকারণ বৈরতায় লিপ্ত হইতেছ বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।" রামচন্দ্র বলিলেন, "ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে সেই 'ক্ষত্রিয়', ঋষিগণ রাক্ষসগণের অত্যাচারে আর্ত্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক নিরীহ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রাক্ষসেরা বিনাশ করিয়াছে। তাঁহারা বিপদে পড়িয়া আমার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি; এখন রাক্ষসগণের সঙ্গে আমার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আমার যে কোন বিপদ্ই হউক না কেন, আমি রাজ্য, এমন কি, তোমাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যভ্রষ্ট হইতে পারি না।"

শীতঋতুর প্রথম সময়েই রামচন্দ্র উগ্র পিপ্পলী-গন্ধে পরিব্যাপ্ত বন্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া পঞ্চবটীতে উপনীত হইলেন এবং তথায় কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবটীতে শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদের পর রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসগণের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। খরদূষণাদি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস রামকর্ত্তৃক নিহত হইল। জনস্থানের এই দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাবণ পরিব্রাজক-বেশে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

মারীচ রাক্ষসের মৃত্যুকালের উক্তি শুনিয়াই রামচন্দ্রের মনে রাক্ষসগণের যেন কি একটা দুরভিসন্ধির আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্মণকে পথে একাকী আসিতে দেখিয়া তিনি নিতান্ত ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রশান্তচিত্ত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে, বস্তুতঃ তাঁহার শোকেরও যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি বনবাস-সংকল্প জানাইলে সাধ্বী সীতা 'কুশকণ্টকে পদচারণ-পূর্ব্বক তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব' বলিয়া প্রফুল্লচিত্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভিখারিণী সাজিয়াছিলেন। অযোধ্যার সুরম্য হর্ম্ম্যরাজির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল অট্টালিকার ছায়া অপেক্ষা তোমার পদচ্ছায়াই আমি অধিকতর কামনা করি। নূপুর-লীলামুখর পাদক্ষেপে ক্রীড়াশীলা রাজবধূ রামকে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছেন। মৃগীবৎ ফুল্লনয়না ভীরু সীতা বনে ভয় পাইলে স্বীয় ভুজলতা দ্বারা রামচন্দ্রের বাহু আশ্রয় করিতেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর চিত্রকূট ও পঞ্চবটী তরুচ্ছায়ায়, গদ্গদনাদী গোদাবরীর উপকূলে, মন্দাকিনীর সিকতাভূমে,—বন্য কন্দমূল ও কষায় ফল সেবন করিয়া বহু আদরে লালিতা সোহাগিনী রাজবধূ স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া থাকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করিয়াছেন। রামচন্দ্রও যখন তাঁহাকে লইয়া আইসেন, তখন বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভয় করি না। সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আমার ভয় নাই।" এই অভয় দিয়া তন্বী পদ্মপলাশাক্ষীক সীতাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এখন তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া রাম ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে একাকী দেখিয়াই বিপদাশঙ্কায় মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন এবং কাতর-করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দণ্ডকারণ্যে যিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, আমার সেই বন-সঙ্গিনী দুঃখসহায়াকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? যাহাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না, তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?"

তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে দ্রুতবেগে কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সমস্ত প্রকৃতি যেন তাঁহার বিপৎপাতের পূর্ব্বাভাষ-সূচনা করিয়া ভয়ত্রস্ত মৌনভাব অবলম্বন করিল; চারিদিকে অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল—দেখিলেন হেমন্তে শুষ্ক পদ্মদলের মত সীতাবিহীন শ্রীহীন ম্লান কুটীরখানি দাঁড়াইয়া আছে, উহার সৌন্দর্য্য চলিয়া গিয়াছে; বনদেবতারা যেন পঞ্চবটী হইতে বিদায় লইয়াছেন—যেন সমস্ত বন-প্রদেশে সীতা-শূন্যতা বিরাজ করিতেছে; পঞ্চবটীর তরুরাজি অবনত শাখায় যেন কাঁদিতেছে—পঞ্চবটীর পাখিগণ কাকলী ভুলিয়া গিয়াছে—পঞ্চবটীর তরুশাখায় ফুলগুলি বিশীর্ণ। অজিন ও বল্কলাদি কুটীরের পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া রামচন্দ্র পাগল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু ক্রমে রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

হয় ত গোদাবরীতীরে সীতা পদ্ম খুঁজিতে গিয়াছেন—বনে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। দুই ভাই ব্যাকুলভাবে খুঁজিতে লাগিলেন। গিরি, নদী ও নানা দুর্গম স্থান অন্বেষণ করিলেন। রামচন্দ্র ক্রমেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তিনি কদম্ববৃক্ষকে প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; বিল্ববৃক্ষের নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন; লতাপল্লবপুষ্পাঢ্য বৃহৎ বনস্পতির নিকটে যাইয়া কাতরকণ্ঠে রাম সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পত্র-পুষ্প-সমাচ্ছন্ন অশোকের নিকট শোক-মুক্তির উপদেশ চাহিলেন এবং কর্ণিকার পুষ্পদর্শনে পাগল হইয়া সীতার শ্রীমুখের কর্ণশোভা স্মরণ করিলেন। বনে বনে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া মৃগযূথের নিকট মৃগশাবাক্ষীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। সহসা ক্ষিপ্তবৎ ছায়া-সীতা দর্শনে ব্যাকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

"হে প্রিয়ে, তুমি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছ কেন? আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ না কেন? তুমি ত পূর্ব্বে আমার সঙ্গে এরূপ পরিহাস করিতে না,—তুমি দাঁড়াও,—যাইও না, আমার প্রতি তোমার করুণা নাই?"

এই বলিয়া রাম সীতাধ্যানে নিমগ্ন হইয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে তাঁহার এই বিমূঢ়তা ঘুচিলে তিনি পুনশ্চ সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে, এই আশঙ্কা রামের মনে উদিত হয় নাই; তাঁহার ধারণা হইল সীতাকে রাক্ষসগণ খাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার শুভ-কুণ্ডলের দীপ্তি-উদ্ভাসিত বক্রান্ত-কেশসংবৃত, সুন্দর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল, সুচারু নাসিকা ও শুভ্র ওষ্ঠাধর রাক্ষসের ভয়ে মলিন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পল্লব-কোমল বাহু, সুন্দর অলঙ্কার, সকলই রাক্ষসগণের উদরস্থ হইয়াছে ভাবিয়া রামচন্দ্র পলকহীন উন্মাদ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরে চলিতে লাগিলেন। একবার দ্রুত একবার বা মন্থরগতিতে উন্মত্তের ন্যায় নদ নদী ও নির্ঝরিণী-মুখরিত গিরিপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, পদ্মবনাকীর্ণ, গোদাবরীর বেলাভূমি, কন্দর ও নির্ঝর-পূর্ণ গিরিপ্রদেশ, প্রাণাধিকা সীতার জন্য সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, তাঁহাকে ত পাইলাম না।" এই বলিয়া মুহূর্ত্তকাল শোকাবেগে বিসংজ্ঞভাবে ধরণীপৃষ্ঠসংলগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত হইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে রাম লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন, "আমি অযোধ্যায় আর কোন্ মুখে যাইব, বিদেহরাজদুহিতা সীতার কথা বলিলে আমি কি কহিব? ভরতকে তুমি গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিও রাজা যেন চিরদিন সে-ই পালন করে। আমার মাতা কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে সমস্ত অবস্থা বলিয়া তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত পালন করিও।"

লক্ষ্মণ অনেক উপদেশ-বাক্যে রামের মনে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি পুনরপি বলিতে লাগিলেন,— "আমাকে ঋষিতুল্য বিমল ধর্ম্মাশ্রিত বলিয়া জানিও" যাহাকে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ অভিভূত করিতে পারে নাই, পিতা যাহার 'রাম' নাম কণ্ঠে বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবম্বিধ পিতৃশোকেও যিনি বিহ্বল হন নাই,—আজ তিনি শোকোন্মত্ত। গোদাবরীর নদীকূল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন, কিন্তু আবার লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"লক্ষ্মণ গোদাবরী নদী শীঘ্র খুঁজিয়া আইস, হয় ত সীতা পদ্ম আনিতে সেখানে গিয়াছেন।" লক্ষ্মণ গোদাবরীকূলে সীতার অন্বেষণে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন, উচ্চৈঃস্বরে চতুর্দ্দিকে ডাকিতে লাগিলেন, নীরব অনুগোদ প্রদেশের বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তাঁহার কণ্ঠের অনুকরণ করিল। তিনি দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন—"ক্লেশনাশিনী বৈদেহী কোন্ দেশে গিয়াছেন?—আমি ত তাঁহার সন্ধান পাইলাম না।"

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া শোকাকুল রামচন্দ্র নিজে পুনরায় গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন।

ক্রমশঃ তাঁহারা দক্ষিণ দিক্ পর্য্যটন করিতে করিতে সীতার অঙ্গভূষণ কুসুমদাম ভূপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন অশ্রুসিক্ত চক্ষে রামচন্দ্র বলিলেন—পৃথিবী, সূর্য্য ও বায়ু এই পুষ্পগুলি রক্ষা করিয়া আমাকে সুখী করিয়াছেন।

কতক দূরে যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিলেন,—মৃত্তিকার উপর রাক্ষসের বৃহৎ পদ-চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে, পার্শ্বস্থ ভূমি শোণিত-লিপ্ত, তাহাতে সীতার উত্তরীয়স্খলিত কনকবিন্দু পতিত রহিয়াছে, অদূরে এক পুরুষের বিকৃত শব ও বিশীর্ণ কবচ এবং তৎপার্শ্বে যুদ্ধরথ চক্রহীন হইয়া পড়িয়া আছে ও তৎসংলগ্ন পতাকা শোণিত ও কর্দ্দমার্দ্র। এই দৃশ্য দেখিয়া রামচন্দ্রের পূর্ব্বাশঙ্কা বদ্ধমূল হইল—রাক্ষসেরা সীতার সুকুমার দেহ খাইয়া ফেলিয়াছে,—তাঁহার দেহ অধিকারের জন্য পরস্পরের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল—এ সকল তাহারই নিদর্শন। রামের চক্ষু ক্রোধে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার ওষ্ঠসংপুট স্ফুরমাণ হইতে লাগিল, বল্কলাজিন বন্ধন করিয়া পৃষ্ঠলোলিত জটাভার গুছাইয়া লইলেন এবং লক্ষ্মণের হস্ত হইতে ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষিপ্তভাবে বলিলেন—"যেরূপ জরা মৃত্যু ও বিধাতার ক্রোধ অনিবার্য্য,—সেইরূপ আজ আমাকেও কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।" তিনি যাহা কিছু সম্মুখে দেখিবেন, সকলই নষ্ট করিয়া সীতা-বিনাশের প্রতিশোধ তুলিবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই প্রকার উন্মত্তভাব দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ অনেক স্নিগ্ধ উপদেশ প্রদান করিলেন,—যেরূপ কথায় প্রাণ জুড়াইয়া যায়, সেইরূপ শান্তি-পূর্ণ উপদেশে রামের চিত্তব্যথা হরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তাঁহারা আরও দূরে যাইয়া শোণিতার্দ্র বৃহদ্দেহ মুমূর্ষু জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। রাম তাঁহাকে দেখিবামাত্র উন্মত্তভাবে "এই রাক্ষস সীতাকে খাইয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়া আছে" বলিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য ধনুতে মৃত্যুতুল্য শর আরোপিত করিলেন। জটায়ুর প্রাণ কণ্ঠাগত, তিনি কথা বলিতে

যাইয়া সফেন রক্ত বমন করিলেন এবং অতি দীন ও মৃদু বাক্যে রামকে বলিলেন—"হে আয়ুষ্মন্, তুমি যাঁহাকে বনে বনে মহৌষধির ন্যায় খুঁজিতেছ, সেই সীতা দেবী এবং আমার প্রাণ উভয়ই রাবণ কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে। আমি সীতাকে তৎ-কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলাম। এই যে ভগ্ন-রথচ্ছত্র ও ভগ্ন দণ্ড দেখিতেছ, তাহা রাবণের। তাহার সারথিও আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণকে আমি রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াতে সে খড়্গ-দ্বারা আমার পার্শ্ব-চ্ছেদন করিয়া গিয়াছে। রাবণ আমাকে নিহত করিয়াছে, সুতরাং পুনর্ব্বার নিধনচেষ্টা তোমার পক্ষে উচিত নহে।"

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র স্বীয় বৃহৎ ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক জটায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং অতি দীনভাবে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, দেখ ইঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত, জটায়ু মরিতেছেন, আমার ভাগ্যদোষে আমার পিতৃসখা জটায়ু নিহত হইয়াছেন, ইঁহার স্বরবিক্লব ও চক্ষু নিষ্প্রভ হই-য়াছে।" রাম জটায়ুর দিকে সজলনেত্রে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন, "যদি শক্তি থাকে, তবে তোমার বধ-কাহিনী ও সীতা-হরণের কথা আমাকে একবার বল। রাবণ আমার স্ত্রীকে কেন হরণ করিল, আমার সঙ্গে তাহার কি শত্রুতা? তাহার রূপ ও শক্তি-সামর্থ্য কি প্রকার? আমার কি অপরাধ পাইয়া সে এই কার্য্য করিয়াছে? সীতার মনোহর মুখশ্রী তখন কিরূপ হইয়া গিয়াছিল,—বিধুমুখী তখন কি বলিয়াছিলেন? হে তাত! রাবণের গৃহ কোথায়?" এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে জটায়ু এইমাত্র বলিলেন, "আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি, কথা বলিতে পারি না—দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া গিয়াছে, রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা" এই শেষ কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুতারা স্থির হইল, জটায়ু প্রাণত্যাগ করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া "বল বল" কহিতেছিলেন, কিন্তু জটায়ু ততক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইলেন। রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, "এই জটায়ু বহুবৎসর দণ্ডকারণ্যে যাপন করিয়া বিশীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার জন্য আজ ইনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই সাধু ও মহাজনগণ বাস করিতেছেন, নীচকুলে জটায়ুর মত দেবতাসদৃশ পূজনীয়চরিত্র ছিল! আমার উপকারের জন্য ইনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, আজ আমার সীতাহরণের কষ্ট নাই, জটায়ুর মৃত্যুশোক আমার চিত্ত অধিকার করিয়াছে।

আমার নিকট যশস্বী রাজা দশরথ যেমন পূজনীয় ও মান্য, আজ জটায়ুও সেই প্রকার। লক্ষ্মণ! কাষ্ঠ আহরণ কর, আমি এই পবিত্র দেহের সংস্কার করিব।"

জটায়ুর দেহের শেষকার্য্য সমাধাপূর্ব্বক প্রথমতঃ পশ্চিম-দিকের পথ অবলম্বন করিয়া শেষে ভ্রাতৃদ্বয় দক্ষিণ উপকূলের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ক্রৌঞ্চারণ্য সম্মুখে বিস্তারিত,—অতি দুর্গম অরণ্য! সেই স্থানে এক ভীষণ-রাক্ষসীকে শাসন করিয়া বিকৃতমূর্ত্তি কবন্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কবন্ধ রাম কর্ত্তৃক নিহত হইল। মৃত্যুকালে সে রামচন্দ্রকে পম্পাতীরবর্ত্তী ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করিবার পরামর্শ প্রদান করিল। তৎপর শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উভয় ভ্রাতা দক্ষিণাপথের বিস্তৃত ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া সারস-ক্রৌঞ্চ-নাদিত পম্পাহ্রদের উপ-কূলে উপনীত হইলেন।

পম্পাতীরবর্ত্তী স্থান বড় রমণীয়; তখন হ্রদকূলস্থ বনরাজির অঙ্গে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন নববাস পরাইয়া বসন্ত আগমন করিয়াছে। অদূরে ঋষ্যমূখের কৃষ্ণচ্ছায়া মেঘের সঙ্গে মিশিয়া আছে। গিরির সানুদেশ হইতে নিম্ন সমতল ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ বনরাজির মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য কর্ণিকার বৃক্ষ পুষ্পসংছন্ন হইয়া পীতাম্বর-পরিহিত মনুষ্যের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। রামচন্দ্র এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীতাবিরহকাতর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "দেখ ভাই লক্ষ্মণ! এই বসন্তাগমে নিশ্চয়ই আমি প্রাণত্যাগ করিব। ঐ দেখ, কারণ্ডব পক্ষী শুভ সলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় কান্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। আজ যদি সীতার সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, তবে অযোধ্যার ঐশ্বর্য্য কিংবা স্বর্গও আমি অভিলাষ করিতাম না। এখানে যেরূপ বসন্তাগমে ধরিত্রী দেবী হৃষ্টা হইয়াছেন, যে স্থানে সীতা আছেন, সেখানেও কি বসন্তের এই লীলাভিনয় হই-তেছে? তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাপ পাইতেছেন! সীতাবিরহে আজ এই হিমশীতল বায়ু, আমার নিকট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই বিশাল পুষ্পসম্ভার আজ আমার নিকট বৃথা। আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে বিদেহরাজকে কি বলিব? সেই মৃদুহাসির অন্তরালব্যক্ত চির-হিতৈষিণীর অতুলনীয়া কথাগুলি শুনিয়া আর কবে জুড়াইব? লক্ষ্মণ, তুমি ফিরিয়া যাও, আমি সীতাবিরহে প্রাণধারণ করিতে পারিব না।"

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই উন্মত্ততাদর্শনে ভীত হইলেন, তাঁহাকে কত শত সান্ত্বনা-বাক্য বলিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের

ব্যাকুলতার হ্রাস হইল না। কখনও মন্দ মন্দ গতিতে স্খলিতকৌপীন রামচন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, কখনও গলদশ্রুধারাকুল ঊর্দ্ধসংবদ্ধ দৃষ্টিতে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ-বাক্য বলিতেছেন। এই অবস্থায় সুগ্রীব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হনুমান্ তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইল। হনুমানের স্নিগ্ধ অভিনন্দনে লক্ষ্মণ হৃদয়ের আবেগরোধ করিতে পারিলেন না, হনুমান্ সুগ্রীবের সংবাদ তাঁহাদিগকে দিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাদের আয়ত এবং সুবৃত্ত মহাভুজ পরিঘ তুল্য, আপনারা জগৎ শাসন করিতে পারেন, আপনারা বনচারী কেন? আপনাদের অপূর্ব্ব দেহকান্তি সর্ব্ববিধ ভূষণের যোগ্য, আপনারা ভূষণশূন্য কেন?" লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের ও তাঁহার অবস্থা সংক্ষেপে কহিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন,—"যিনি পৃথিবী-পতি, সর্ব্বলোকশরণ্য আমার গুরু ও অগ্রজ—সেই রামচন্দ্র আজ সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছেন, দুঃখসাগরে পতিত রামচন্দ্রকে আজ বানরাধিপতি আশ্রয় দিয়া রক্ষা করুন।"—বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল,—যিনি সর্ব্বদা চিত্তবেগ দমন করিয়াছেন, রামচন্দ্রের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার চিত্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল,—লক্ষ্মণ তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া মৌনী হইলেন।

রামচন্দ্র শোকাতুর হইয়া এ পর্য্যন্ত শুধু নিজে কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা কতদূর যুক্তিযুক্ত ও নীতি-মূলক, যে সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যায় নাই। বালিবধ বড় জটিল সমস্যা। কবন্ধ মৃত্যুকালে সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল, সুতরাং রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই বিপৎকালে আপনাকে সহায়বান্ মনে করিলেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহারা উভয়ে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিলেন। সুগ্রীব বলিলেন—

"যদি আমার ন্যায় বানরের সঙ্গে আপনি বান্ধবতা করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে এই আমি বাহু প্রসারণ করিয়া দিতেছি, আপনি হস্তদ্বারা আমার হস্ত ধারণ করুন।" তখন রামচন্দ্র—সন্তোষসহকারে হস্ত দ্বারা হস্তপীড়ন করিলেন। কিন্তু সুগ্রীব শুধু বন্ধু নহেন, তিনিও তাঁহারই মত বেদনাতুর। তাঁহারও স্ত্রী জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরণ করিয়া লইয়াছে। সুগ্রীব বালীর ভয়ে দূর দূরান্তর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, অধুনা মাতঙ্গমুনির আশ্রমসন্নিহিত স্থান বালীর পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ হওয়াতে,—ঋষ্যমূখের সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ত্রী-বিরহে তিনি অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি একান্ত কৃপাপরবশ হইয়া পড়িলেন; যাঁহার স্ত্রী অপরে লইয়া যায়, তাঁহার তুল্য হতভাগ্য জগতে আর কে? হতভাগ্যের সঙ্গে হতভাগ্যের মৈত্রী শুধু পাণিপীড়নে পর্য্যবসিত হইল না, হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি দ্বারা তাহা বদ্ধমূল হইল। সুগ্রীব যখন তাঁহার স্ত্রী-হরণবৃত্তান্ত রামের নিকট বলিতেছিলেন, তখন সহসা তাঁহার চক্ষে কূলপ্লাবী নদীস্রোতের ন্যায় বাষ্পবেগ উথলিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সেই অশ্রুবেগ—রামচন্দ্রের সম্মুখে সুগ্রীব ধৈর্য্যসহকারে ধারণ করিলেন। এইরূপ সমদুঃখী বন্ধুবরকে পাইয়া যে রামচন্দ্র—তাঁহার নিজের অশ্রুমলিন মুখখানি বস্ত্রান্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সীতা ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে স্বীয় ভূষণাদি ও উত্তরীয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সুগ্রীব তাহা সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। রাম সেই ভূষণ সকল দেখিতে চাহিলে অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তিনি সেই উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং রাবণের কার্য্য স্মরণ করিয়া—বিলস্থ সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

সুগ্রীব এবং রামচন্দ্রের মিত্রতা সম্পূর্ণ হইল। বালি-বধে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু একজন প্রতাপশালী দেশাধিপতিকে বৃক্ষান্তরাল হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া বধ করা ঠিক ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য কি না, তাহা বিবেচনা করিবার উপযুক্ত মনের অবস্থা তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। বালীকে তিনি বলিয়াছিলেন, "কনিষ্ঠ সহোদরের স্ত্রী কন্যাস্থানীয়া, যে ব্যক্তি তাহাকে হরণ করিতে পারে, মনুর বিধানানুসারে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়।" মনুক্ত দণ্ড দেওয়ার কর্ত্তা তুমি কি সে হইলে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই যেন তিনি বারংবার বলিলেন "এই সশৈলবনশালিনী ধরিত্রী ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের অধিকৃত; ভরত সেই বংশের রাজা, আমরা তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে পাপের দণ্ড দিতে নিযুক্ত। যাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, তাহার সঙ্গে ক্ষত্রিয়োচিত সম্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই।" বোধ হয়, তিনি আর্য্যজাতির যুদ্ধনিয়ম কিষ্কিন্ধ্যায় পালন করিবার যথেষ্ট কারণ পান নাই।

রামচন্দ্র নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্য সুগ্রীবের সম্মুখে এক শরে সপ্ততাল ভেদ করেন। কিন্তু যখন মনে হয়, তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে ভ্রাতার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত বালীর প্রতি গুপ্তভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া তাহার বধ সাধন করেন, তখন সেই সকল পরাক্রম প্রদর্শনের কোন আবশ্যকই ছিল না।

ঋষ্যমূখ পর্ব্বতের গুহা ভেদ করিয়া দুর্গম শৈলসঙ্কুল প্রদেশে বালীর রাজ্য রচিত হইয়াছিল। সেই স্থানে সুগ্রীব

বিজয়মাল্য কণ্ঠে পরিয়া সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন। মাল্যবান্ পর্ব্বতের নাতিদূরে চিত্রকাননী কিষ্কিন্ধ্যার গীতিবাদিত্রনির্ঘোষ শ্রুত হইতেছিল;—রামচন্দ্র মাল্যবান্ পর্ব্বতে ভ্রাতার সঙ্গে বাস করিয়া তাহা শুনিতে পাইতেন। কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি পুরীতে প্রবেশ করেন নাই, বনবাস-প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের চক্ষে দিনরাত্র নিদ্রা ছিল না, উদিত শশিলেখা দেখিয়া বিধুমুখীকে স্মরণ করিয়া আকুল হইতেন।—চন্দ্রোদয় দেখিয়া রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি নিদ্রা-সুখ লাভ করিতে পারিতেন না। সন্ধ্যাকাল যেন চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া পর্ব্বতের উর্দ্ধে শোভা পাইত। তখন বর্ষা-কাল, অবিরল জলধারা দর্শনে রাম মনে করিতেন, তাঁহার বিরহে সীতা অশ্রুত্যাগ করিতেছেন; নীল মেঘে প্রস্ফুরিত বিদ্যুৎ দেখিয়া রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণচিত্র তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরিত হইত। বর্ষায় রামচন্দ্রের সীতাশোক দ্বিগুণিত হইল; বর্ষার চারিটী মাস তাঁহার নিকট শত বৎসরের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, সীতাশোকে এই সময় তিনি অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলেন।—ক্রমে আকাশ শরদাগমে প্রসন্ন হইয়া উঠিল, মেঘসমূহ উড়িয়া গেল, সপ্তচ্ছদ তরুর শাখায় শাখায় পুষ্প বিকাশ পাইল। বাপী-তীরে, কাননে এবং নদীতটে রামচন্দ্র ঘুরিয়া মৃগশাবাক্ষীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে ছাড়া কোথাও তিনি সুখ লাভ করিতে পারিলেন না।

রামচন্দ্র বলিলেন—"শরৎ ঋতু উপস্থিত, বর্ষা অতিক্রান্তে নদীসমূহ বিশীর্ণ হইলে সীতা উদ্ধারের উদ্যোগ করিবে বলিয়া সুগ্রীব প্রতিশ্রুত ছিল। এখন উদ্যোগের সময় উপস্থিত, কিন্তু তাহার কোন অনুষ্ঠানই দৃষ্ট হইতেছে না। আমি প্রিয়া-বিহীন, দুঃখার্ত্ত ও হৃতরাজ্য, সুগ্রীব আমাকে কৃপা করিতেছে না। আমি অনাথ, রাজ্যভ্রষ্ট, প্রবাসী, দীন প্রার্থী—এই অবস্থায় সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছি, সুগ্রীব এজন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছে। তাহার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া মূর্খ এখন গ্রাম্য সুখাসক্ত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ, তুমি তাহার নিকট যাও, পুনরায় সে কি আমার বাণাগ্নির প্রভায় কিষ্কিন্ধ্যা আলোকিত দেখিতে চায়?" 'যে পথে বালী হত হইয়া গমন করিয়াছে, সেই পথ সঙ্কুচিত হয় নাই।' তাহাকে বলিও, সে যেন সময়ানুসারে কার্য্য করে, এবং বালীর পথে যেন তাহাকে না যাইতে হয়।" এই কথা বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে পুনরায় বলিলেন, "সুগ্রীবের প্রীতিকর কথা বলিও, রুক্ষ কথা পরিহার করিও।"

সুগ্রীব যথার্থই গ্রাম্যসুখাসক্ত হইয়া তারা, রুমা ও অপরাপর ললনাবৃন্দপরিবৃত হইয়াছিল, মদবিহ্বলিতাঙ্গ ও পানারুণনেত্রে দিনের ন্যায় রাত্রি এবং রাত্রির ন্যায় দিন যাপন করিতেছিল, এমন কি লক্ষ্মণের ভীষণ জ্যানিনাদ ও বানরগণের কোলাহল প্রথমতঃ তাহার কর্ণপথেই প্রবেশ করে নাই। শেষে অঙ্গদকর্ত্তৃক সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সুগ্রীব বলিল, "আমি ত কোন কুব্যবহার করি নাই, তবে লক্ষ্মণ কেন ক্রোধ করিতেছেন? আমি লক্ষ্মণ কিংবা রামকে ভয় করি না,—তবে বন্ধুবিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র।—মিত্রত্ব সর্ব্বত্রই সুলভ, মিত্রতা রক্ষা করা কঠিন।" কিন্তু হনুমান্ সুগ্রীবকে তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দিল—এই শরৎকালে সুগ্রীব রামের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত, "এখন অপরাধ স্বীকার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

সুগ্রীব-নিযুক্ত বানরগণ তন্ন তন্ন করিয়া নানা দিগ্দেশ খুঁজিয়া সীতার কোন সন্ধানই করিতে পারিল না। হনুমান্ বিশাল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক সীতাকে দেখিয়া আসিল।

সীতা-প্রদত্ত অভিজ্ঞান-মণি লইয়া হনুমান্ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হনুমান্ সীতার সংবাদ লইয়া সমুদ্রকূলে তৎ-প্রত্যাগমন-আশান্বিত বানরমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা এই সংবাদ পাইয়া হৃষ্ট হইল, কিন্তু একবারে তখনই রামচন্দ্রের নিকট গেল না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সুগ্রীবের বিশাল মধুবনে প্রবেশ করিল। সেই বনে দধিমুখ নামে একজন প্রহরী নিযুক্ত ছিল। দধিমুখ তাহাদিগকে বারণ করে, কিন্তু সে আনন্দের সময় তাহারা কেন নিষেধ মান্য করিবে? দধিমুখ অগত্যা বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলে তাহারা জুটিয়া দধিমুখকে বিশেষরূপ প্রহার করিল। দধিমুখ অশ্রুমুখে সুগ্রীবের নিকট নালিশ করিতে গেল। ইত্যবসরে মধুপানে আমোদিত ও যৌবনোন্মত্ত বানরযূথ কেহ গাইতে লাগিল, কেহ প্রণাম করিতে লাগিল, এই ভাবে আনন্দোৎসব আরম্ভ করিয়া দিল।

সুগ্রীব রাম লক্ষ্মণের নিকট বসিয়া ছিলেন। দধিমুখ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বানরাধিপতির পা ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তিনি অভয় দিয়া তাঁহার এই শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিল। সুগ্রীব বলিলেন, "সীতান্বেষণতৎপর বানর-সম্প্রদায় নিতান্ত হতাশ ও দুঃখার্ত্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছে। তাহাদের অকস্মাৎ এ ভাবান্তর কেন? তাহারা অবশ্য কোন শুভ সংবাদ পাই-য়াছে, হয় ত সীতার খোঁজ করিয়া আসিয়াছে।" সহসা

এই সুখের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র অমৃত পানে তৃষাতুর যেরূপ আরও পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। সুগ্রীবোক্ত এই কর্ণসুখ-বাণী তাঁহাকে সীতার সংবাদপ্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত করিল।

তৎপরে সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে বানর সকল সেই স্থানে আগমন করিল। হনুমান্ রামচন্দ্রের নিকট অভিজ্ঞানমণি দিয়া সীতার অবস্থা বর্ণন করিল;—মৃত্তিকা-শয্যায় সীতার অঙ্গ বিবর্ণ হইয়াছে,—তিনি শীত-ক্লিষ্টা নলিনীর ন্যায় মলিনা হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, সেই মণির স্পর্শে যেন সীতার অঙ্গস্পর্শের সুখ অনুভব করিলেন; সুগ্রীবকে বলিলেন,—"বৎস দর্শনে যেরূপ ধেনুর পয়ঃ আপনা আপনি ক্ষরিত হয়, এই মণির দর্শনে আমার হৃদয় সেইরূপ স্নেহাতুর হইয়াছে।" পুনঃ পুনঃ হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"আমার ভামিনী মধুর কণ্ঠে কি কহিয়াছেন, তাহা বল। রোগী যেমন ঔষধে জীবন পায়, সীতার কথায় আমার সেইরূপ হইয়াছে—দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখে পড়িয়া সীতা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন?"

হনুমানের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "এই অপূর্ব্ব সুখাবহ সংবাদ প্রদানের প্রতিদানে আমি কি দিব, আমার কি আছে? আমার একমাত্র আয়ত্ত পুরস্কার তোমাকে আলিঙ্গনদান" এই বলিয়া সাশ্রুনেত্রে রামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

কিন্তু হনুমান্ লঙ্কাপুরীর যে বর্ণনা করিল, তাহা অতীব ভীতিজনক। বিশাল লঙ্কাপুরীর চারিদিক্ ঘিরিয়া বিমান-স্পর্শী প্রাচীর,—তাহার চারিটি সুদৃঢ় কপাট, সেইখানে নানা প্রকার যন্ত্র-নির্ম্মিত অস্ত্রাদি সুরক্ষিত, সেই প্রাচীর পার হইলে ভয়ঙ্কর পরিখা,—তাহাতে কুম্ভীরাদি বিরাজ করিতেছে। সেই পরিখার উপর চারিটি যন্ত্রনির্ম্মিত সেতু। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য সেই সেতুর উপর আরোহণ করিলে যন্ত্রবলে তাহারা পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যন্ত্রকৌশলে সেই সকল সেতু ইচ্ছানুসারে উত্তোলিত হইতে পারে,—একটী সেতু অতি বিশাল, তাহার বহু-সংখ্যক সুদৃঢ় ভিত্তি স্বর্ণমণ্ডিত। চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কাপুরী দেবতাদিগেরও অগম্য। শত শত বিকৃতমুখ, পিঙ্গলকেশ, শেল ও শূলধারী রাক্ষস-সৈন্য সেই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছে। তৎপর লঙ্কাপুরী, বীরগণের পরাক্রম,—তাহাদের কেহ ঐরাবতের দন্তোৎপাটন করিয়াছে, কেহ যমপুরী অবরোধ করিয়া যমরাজকে শাসন করিয়াছে। এই বিশাল, দুরধিগম্য লঙ্কাপুরী হইতে সীতাকে উদ্ধার করিতে হইবে। শত্রুপক্ষ তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া সাবধান হইয়াছে। হনুমানের নিকট লঙ্কাপুরীর অবস্থা শুনিয়া রামচন্দ্র বিচলিত হন নাই। তিনি সুগ্রীবের সমস্ত সৈন্যসহ পার্ব্বত্যপথে সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। পথে দ্রুমরাজি অপর্য্যাপ্ত পুষ্প ও ফলসম্ভারে সমৃদ্ধ। কিন্তু রাম সৈন্যদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, পরীক্ষা না করিয়া যেন কেহ কোন ফলের আস্বাদ গ্রহণ না করে, কি জানি যদি রাবণের গুপ্তচরগণ পূর্ব্বেই তাহা বিষাক্ত করিয়া রাখিয়া থাকে। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক অপমানিত বিভীষণ আসিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার আশ্রয়দান সম্বন্ধে অধিকাংশেরই নানা আশঙ্কাজনিত অমত প্রকাশিত হইল, বিশেষতঃ অজ্ঞাতাচার শত্রুপক্ষীয়কে স্বীয় শিবিরে স্থান দেওয়া সম্বন্ধে সুগ্রীব নিতান্তই প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র কোন ক্রমেই শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিতে সম্মত হইলেন না।

সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী হইয়া বিশাল সৈন্য অসীম জলরাশির অনন্ত প্রসারিত ক্রীড়া লক্ষ্য করিল। সমুদ্র আকাশে মিশিয়াছে, আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে। মৌন বিস্ময়ে তীরে দাঁড়াইয়া অসংখ্য সুগ্রীবসৈন্য ভীতচক্ষে এই অসীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল, ইহা উত্তীর্ণ হইবে কিরূপে?

মহাবাহুমূলে শির রক্ষা করিয়া কুশ-শয়নে রাম তিন রাত্রি তিন দিন অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া মৌনভাবে যাপন করেন,—"আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুবা প্রাণ বিসর্জ্জন দিব," এই সংকল্প করিয়া সেতুবন্ধনোদ্দেশে সমুদ্রের উপাসনা করেন। রক্তমাল্যাম্বরধর, কিরীটচ্ছটাদীপ্ত শুভকুণ্ডল সমুদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সেতুবন্ধের উপায় বলিয়া দেন।

অপার সমুদ্রব্যাপী বিশাল সেতু নির্ম্মিত হইল। সেতু বক্র না হয় এই জন্য সৈন্যগণের মধ্যে কেহ সূত্র ধরিয়া, কেহ বা মানদণ্ড ধরিয়া দণ্ডায়মান থাকিত। শিলা ও বৃক্ষ প্রভৃতি উপাদানে নীল অল্প সময়ে এই সেতুগঠন সম্পন্ন করেন। সেতু রচিত হইলে রামচন্দ্র সসৈন্য লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সীতার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। "যে বায়ু তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছ, তাহা আমাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র কর; যে চন্দ্র আমি দেখিতেছি, তিনিও হয় ত সেই চন্দ্রের প্রতি অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া উন্মাদিনী হইতেছেন—দিনরাত্রি আমি তাঁহার বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি। কবে তাঁহার সুচারু দন্ত ও অধরযুগ্ম, তাঁহার পদ্মতুল্য সুন্দর মুখ, ঈষৎ উত্তোলন করিয়া দেখিব।"

ইহার পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নানারূপ পরামর্শ দিল; এক জন বলিল "একদল রাক্ষসসৈন্য মনুষ্যসৈন্যের বেশ ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া বলুক, "ভরত আপনার সাহায্যার্থে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন" এই ভাবে তাহারা রামসৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিবে। রাবণ সুগ্রীবকে সসৈন্য রামের পক্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়া স্বীয় পক্ষভুক্ত করিবার জন্য অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল, বলা বাহুল্য, তাহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। রাবণের নিযুক্ত গুপ্তচরগণ নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের সৈন্যসংখ্যা ও ব্যূহপ্রণালী দেখিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা ধৃত হইলে বানরগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকিত, কিন্তু রামচন্দ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। সুগ্রীব ও বিভীষণ তাহাদিগকে বিনাশ করিবার পরামর্শ দিতেন,— "ইহারা দূত নহে, ইহারা গুপ্ত চর, সুতরাং ইহারা যুদ্ধ-নিয়মানুসারে বধার্হ;" কিন্তু রামচন্দ্র তাহাদের কথা শুনিতেন না, শরণাপন্ন হইলে অমনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করিতেন। এই ভাবে এক জন গুপ্তচর দণ্ডের জন্য তাঁহার নিকট আনীত হইয়া শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি আমাদিগের সৈন্যসংখ্যা ভাল করিয়া দেখিয়া যাও, তোমার প্রভু যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি তাঁহার সাহায্য করিতেছি, তুমি আমার ব্যূহসংস্থান ও ছিদ্রাদি যাহা কিছু আছে, দেখিয়া যাও, যদি নিজে সব বুঝিতে না পার, আমার অনুজ্ঞাক্রমে বিভীষণ তোমাকে সকলই দেখাইবে।" রামচন্দ্র এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিলেন। একদিনের উৎকট যুদ্ধে রাবণ একান্ত হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল; রাক্ষসাধিপতি লক্ষ্মণকে বিধ্বস্ত ও রামের বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া অবশেষে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন। তাঁহার কিরীট কর্ত্তিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়াছিল, তাঁহার মস্তকোর্দ্ধে ধৃত হেমচ্ছত্র শীর্ণশলাকা হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, রামচন্দ্রের বাণদিগ্ধাঙ্গ হইয়া রাবণ পলাইবার পন্থা প্রাপ্ত হন নাই, এমন সময় রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন,—"রাক্ষস, তুমি আমার বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া যুদ্ধে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমি পরিশ্রান্ত শত্রু পীড়ন করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি অদ্য রজনীতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম লাভ কর, কল্য সবল হইয়া আসিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।"

লক্ষ্মণ রাবণের শেলে মুমূর্ষু,—রামের সৈন্যগণের মধ্যে কেহ সেই হৃদয়ভেদী শেল উঠাইতে সাহসী হইল না,—পাছে সেই চেষ্টায় লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন। রামচন্দ্র গলদশ্রু নেত্রে সেই শেল উঠাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং মুমূর্ষু লক্ষ্মণকে বক্ষে রাখিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে রাবণের শরনিকরে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, ভ্রাতৃবৎসল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক সীতার বধসংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পদ্মগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধজলধারা দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা পাইতেছিল, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শুনিলেন, বিভীষণ বলিতেছেন "এ সীতা মায়াসীতা,—প্রকৃত সীতা নহে, সীতা অশোক বনে সুস্থ আছেন।" ইহা শুনিয়া রাম বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝিলাম না। তুমি কি বলিতেছ?" এই কথা বলিয়া রাম মৌন অথচ করুণ দৃষ্টিতে বিভীষণের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ভীষণ যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণ একে একে প্রাণত্যাগ করিল। অতিকায়, ত্রিশিরা, নরান্তক, দেবান্তক, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মহারথিগণ সমরাঙ্গণে পতিত হইল,—দুই বার রামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের প্রচ্ছন্ন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈব বলে অব্যাহতি লাভ করেন। এই যুদ্ধে রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের প্রতি কোনরূপ বিনয়-সূচক বাক্য প্রয়োগ করে নাই, যে সকল ভক্তির কথা কৃত্তিবাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিগণ স্ব স্ব রামায়ণে স্থান দিয়াছেন, তাহা বাল্মীকির মূল কাব্যে নাই।

রাবণের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ অতি ভীষণ, উভয়ের অ্যানিঃসৃত করাল বাণজ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত এবং এই অদ্ভুত দ্বৈরথ-যুদ্ধে ধরিত্রী কম্পিত। রামচন্দ্র রাবণকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল চিত্র-পটের ন্যায় নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অগস্ত্য ঋষির উপদেশানুসারে রামচন্দ্র এই সময় সূর্য্যদেবের স্তব সূচক মন্ত্র ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন "হে তমোঘ্ন, হে হিমঘ্ন, হে শত্রুঘ্ন, হে জ্যোতিঃপতি, হে লোকসাক্ষি, হে ব্যোমনাথ," এইরূপ ভাবে মন্ত্র জপ করিতে করিতে সহসা তাঁহার দেহ নব শক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

রাবণ বধ সম্পাদিত হইল। যে রামচন্দ্র সীতার জন্য এতদিন উন্মত্তপ্রায় ছিলেন, রাবণ বিনাশের পর তাঁহার সেই ব্যাকুলতা সহসা হ্রাস পাইল। তিনি রাবণের সৎকারের জন্য বিভীষণকে ত্বরান্বিত হইতে উপদেশ দিলেন, চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠে রাক্ষসাধিপতির দেহ ভস্মীভূত হইল। তদনন্তর রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পর, রামচন্দ্র স্বীয় প্রিয় অনুচর হনুমানকে অশোক বনে পাঠাইয়া দিলেন। এই দূতপ্রেরণ সীতাকে আনিবার জন্য নহে, কেবল তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য, যে তিনি রাবণকে নিহত করিয়া সসৈন্যে কুশলে আছেন। যাইবার সময় তিনি হনুমানকে বলিয়া দিলেন যে, 'অশোকবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রাক্ষসরাজ বিভীষণের অনুমতি লইয়া যাইও।'

হনুমান্ এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলে সীতা হর্ষোচ্ছ্বাসে কিছুকাল কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার দুইটি চক্ষুতে অশ্রুবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন হনুমান্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কিছু বলিবার নাই?" তখন দীনহীনা জনকদুহিতা বলিলেন, "পৃথিবীতে এমন কোন ধন-রত্ন নাই, যাহা দান করিয়া আমি এই শুভ সংবাদের আনন্দ বুঝাইতে পারি।" যে সকল রাক্ষসী সীতাকে নানারূপ যন্ত্রণা দিয়াছিল, হনুমান্ তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত হইলে সীতা তাহাকে বারণ করিয়া বলিলেন—"ইহাদের প্রভুর নিয়োগে ইহারা আমাকে যে কষ্ট দিয়াছে, তজ্জন্য ইহারা দণ্ডার্হ নহে।" বিদায়কালে সীতা হনুমানকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—তিনি স্বামীর পূর্ণচন্দ্রানন দেখিবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। হনুমান্ সীতার কথা রামচন্দ্রকে বলিলেন—"সীতাদেবী বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন।" সীতার এই অনুমতি প্রার্থনার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র গম্ভীর হইলেন, অকস্মাৎ তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, তিনি মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি নত করিয়া রহিলেন; তখন একটি গভীর মর্ম্মবিদারী শ্বাস ত্যাগ করিয়া বিভীষণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সীতার কেশকলাপ উত্তম রূপে মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া এখানে আনিতে অনুমতি করুন, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

বিভীষণ স্বয়ং রামের কথা সীতাকে জানাইলে, অশ্রুপূরিত চক্ষে সীতা বলিলেন—"আমি যে ভাবে আছি, এইরূপ অস্নাত অবস্থায়ই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, "রামচন্দ্র যেরূপ অনুজ্ঞা করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে কার্য্য করাই আপনার উচিত।"

তখন জটিল কেশকলাপের বহু দিনান্তে মার্জ্জনা হইল। দিব্যাম্বর পরিধানপূর্ব্বক, সুন্দর ভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়া অলোকসামান্যা শ্রীশালিনী সীতাদেবী শিবিকারোহণে স্বামী-সন্দর্শনে চলিলেন। সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় শত শত বানর ও রাক্ষস শিবিকার পার্শ্বে ভিড় করিল। বিভীষণ তাহাদিগকে অজস্র বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে বলিলেন, "বিপৎকালে, যুদ্ধে এবং স্বয়ংবরস্থলে পুরাঙ্গনাদের দর্শন দূষণীয় নহে। সীতার ন্যায় বিপদাপন্না ও দুঃস্থা কে আছে? তাহাকে দেখিতে কোন বাধা নাই, সীতাকে শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আমার নিকট আসিতে বলুন।" সেই বিশাল সৈন্যমণ্ডলীর মধ্য দিয়া সীতাদেবী কম্পিত-কলেবরে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

সীতাকে দর্শন করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন—"অদ্য আমার শ্রম সফল, যে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না নেয়, সে পৌরুষশূন্য, কৃপার্হ। অদ্য হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, সুগ্রীব, বিভীষণ এবং সৈন্যবৃন্দের পরিশ্রম সার্থক।" এই কথায় সীতাদেবীর চক্ষে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। গণ্ড রক্তিমাভ হইয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল। কিন্তু লোকনিন্দাভয় রামচন্দ্রের হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল, তিনি বহু কষ্টে হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"আমি মানাকাঙ্ক্ষী, রাবণ আমার অপমান করাতে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি। পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব রক্ষার্থ আমি যুদ্ধে রাক্ষসকে নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাক্ষসগৃহে ছিলে, আমি তোমার চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি। তুমি আমার চক্ষের পরম প্রীতির সামগ্রী, কিন্তু নেত্র-রোগী যেরূপ দীপের জ্যোতিঃ সহ্য করিতে পারে না, তোমাকে দেখিয়া আমি সেইরূপ কষ্ট পাইতেছি। এরূপ পৌরুষবর্জ্জিত ব্যক্তি কে আছে যে, শত্রুগৃহস্থিতা স্বীয় স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া সুখী হয়! তুমি রাবণের অঙ্কক্লিষ্টা, রাবণের দুষ্ট চক্ষে দৃষ্টা, তোমাকে গৃহে লইয়া গেলে আমার পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবে। আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। আমার বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছি। তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পার। অথবা লক্ষ্মণ, ভরত, সুগ্রীব কিংবা বিভীষণ, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে অভিরুচি, তাঁহারই উপর আত্ম-সমর্পণ কর।"

রামের এই কথায় সীতার মন ব্যথিত হইল। তিনি ঘোর লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন, লজ্জায় যেন নিজের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়-রমণী, অপ্রতিম তেজস্বিনী; চক্ষুপ্লাবি-অশ্রুরাশি এক হস্তে মার্জ্জনা করিয়া গদগদ-কণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন—"তুমি আমাকে এই শ্রুতিকঠোর দুরক্ষর কথা কেন বলিতেছ? এই ভাবের কথা ইতর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে

বলিলে শোভা পায়, দৈববশে আমার গাত্র সংস্পর্শ দোষ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি অপরাধিনী নহি, আমার মনে সর্ব্বদা তুমি বিরাজিত আছ। যদি আপনি আমাকে গ্রহণ করিবেন না বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, তবে প্রথম যখন হনুমানকে লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলেন, তখন এ কথা বলিয়া পাঠান নাই কেন? তাহা হইলে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই জীবন আমি তখনই ত্যাগ করিতাম। তাহা হইলে আপনার ও আপনার সুহৃদ্বর্গের এ শ্রমস্বীকার করিতে হইত না।"

এই বলিয়া সাশ্রুনেত্রে শোকবিহ্বলা সীতাদেবী লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি চিতা সজ্জিত করিয়া দাও। আমি আর এই অপবাদকলঙ্কিত জীবন বহন করিতে ইচ্ছা করি না।" লক্ষ্মণ রামের মুখের দিকে চাহিয়া অসম্মতির কোন লক্ষণ পাইলেন না। চিতা সজ্জিত হইল, সীতা অধোমুখে স্থিত ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে শরীর আহুতি প্রদান করিলেন। অগ্নিপ্রবেশের সময় সীতা বলিয়াছিলেন—"আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে চিন্তা করি নাই, হে পবিত্র সর্ব্ব-সাক্ষী হুতাশন, আমাকে আশ্রয় দান করুন। আমি শুদ্ধচরিত্রা, কিন্তু রামচন্দ্র আমাকে দুষ্টা বলিয়া জানিতেছেন, অতএব হে বহ্নি, আমাকে স্থানদান করুন।"

অগ্নিতে স্বর্ণপ্রতিমা বিলীন হইয়া গেল। সাশ্রুনেত্রে রাম মুহূর্ত্তকাল শোকাতুর হইয়া পড়িলেন; তখন অগ্নি সীতাকে রামের নিকট ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া রামচন্দ্রের নিকট সীতা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে 'চক্রধারী নারায়ণ'রূপে স্তুতি করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্রও সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "সীতা শুদ্ধচরিত্রা, তিনি সতীত্বের প্রভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, অগ্নিপরীক্ষাই তাহার শাশ্বত প্রমাণ।"

তৎপরে সভ্রাতৃক ও সস্ত্রীক রামচন্দ্র পুষ্পক রথারোহণপূর্ব্বক বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষসবৃন্দ ও সুগ্রীবপ্রমুখ বানরসৈন্য-পরিবৃত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে সীতার ইচ্ছানুসারে কিষ্কিন্ধ্যার পুরস্ত্রীবর্গকে রথে তুলিয়া লইলেন। বিজয়ী রামচন্দ্রকে লইয়া পুষ্পকরথ আকাশ-পথে চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে রথ হইতে চিরপরিচিত দণ্ডকারণ্যের নানা স্থান দেখাইয়া পূর্ব্বকথা তাঁহার স্মৃতিতে জাগরিত করিতে লাগিলেন।

বন-গমনের ঠিক চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে, রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, ভরত তাঁহার পাদুকার উপর রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়া প্রতিনিধিস্বরূপ নন্দীগ্রামে রাজ্যশাসন করিতেছেন। ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে রামচন্দ্র হনুমানকে ছদ্মবেশে ভরতের নিকট গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। পথে শৃঙ্গবের-পুরাধিপতি গুহককে তিনি তাঁহার আগমন-সংবাদ দিয়া যাইতে বলিলেন। হনুমানকে ভরতের নিকট যাইয়া তাঁহার যুদ্ধবৃত্তান্ত, সীতা-উদ্ধার এবং বিভীষণ ও সুগ্রীবের বিরাট মৈত্রসৈন্যসহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের কথা শুনাইতে বলিলেন, শেষে বলিয়া দিলেন—"এই সকল কথা শুনিয়া ভরতের মুখভঙ্গী কিরূপ হয়, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।" যদি কোনও রূপ অপ্রীতিব্যঞ্জক ভাব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি অযোধ্যায় না যাইয়া ভরতকেই রাজ্য প্রদান করিবেন।

হনুমান্ পথে গুহকরাজকে রামাগমনের শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে যাইয়া দেখিলেন ভরত দীন, কৃশ এবং আশ্রমবাসী, তাঁহার শরীর অমার্জ্জিত ও মলিন, তিনি ভ্রাতৃদুঃখে বিষণ্ণ। তাঁহার মস্তকে উন্নত জটাভার এবং পরিধানে বল্কল ও অজিন। তিনি সর্ব্বদা আত্মবিষয়ক ধ্যানমগ্ন এবং ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজযুক্ত। পাদুকায় নিবেদন করিয়া বসুন্ধরা শাসন করিতেছেন। হনুমান যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"দণ্ডকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে অগ্রজের জন্য আপনি অনুশোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন।" রামের প্রত্যাগমনের সংবাদে ভরতের চক্ষে বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সমস্ত ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার জন্য তিনি এতদিন কঠোর পারিব্রাজ্য পালন করিয়াছেন, যে রামের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে, এই চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী কঠোর ব্রত পালনের ফলস্বরূপ সেই রামচন্দ্র গৃহপ্রত্যাগত হইতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি হনুমানকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহার জন্য বহু উপচারের সহিত বিবিধ মহার্ঘপুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন।

সমস্ত সচিববৃন্দপরিবৃত হইয়া ভরত রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার জটার উপরে শ্রীরামের পাদুকা, তদূর্দ্ধে ছত্রধর বিশাল পাণ্ডুর ছত্র ধারণ করিয়াছিল, ভরত যাইয়া রামকে বরণ করিয়া আনিলেন এবং স্বহস্তে রামের পদে পাদুকা পরাইয়া দিয়া স্বীয় করে ন্যস্ত অযোধ্যার রাজ্যভার অগ্রজের হস্তে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

রামচন্দ্র শুভদিনে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, সুগ্রীবকে

বৈদূর্য্য ও চন্দ্রকান্ত মণিখচিত মহার্ঘ কণ্ঠী উপঢৌকন দিলেন, অঙ্গদকে মুক্তাহার প্রদান করিলেন। সীতা নানারূপ ভূষণ ও বস্ত্রাদি পাইলেন। তিনি স্বীয় কণ্ঠ হইতে মহামূল্য কণ্ঠহার তুলিয়া বানরসৈন্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, "তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ইহা উপহার দাও।" সীতা সেই হার হনুমানকে প্রদান করিলেন।

রামচরিত্রের উপসংহার ভাগ বা উত্তরকাণ্ডের শেষ দৃশ্য কয়টি হৃদয়বিদারক। ভদ্রের মুখে পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক সীতার নিন্দাবাদপ্রচার শ্রবণে রামের সীতাপরিত্যাগে সঙ্কল্প, ভ্রাতৃগণ সমীপে রামের সীতাচরিত্র সম্বন্ধে কথোপকথন এবং সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিতে লক্ষ্মণের প্রতি কঠোর আদেশ। লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাস দিবার জন্য লইয়া চলিলেন, তীরুরুহ বৃক্ষমালায় সুশোভিত সুন্দর গঙ্গার পুলিনে আসিয়া লক্ষ্মণ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণের কান্না দেখিয়া সীতা বিস্মিতা হইলেন। এই সুন্দর গঙ্গার উপকূলে আসিয়া কেন লক্ষ্মণের মনোব্যথা জাগিয়া উঠিল তিনি বুঝিতে পারিলেন না; তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে ও অতর্কিত ভাবে বলিলেন, "তুমি দুই রাত্রি রামচন্দ্রের মুখারবিন্দ দেখ নাই, সেই ক্ষোভে কি কাঁদিতেছ!" কিন্তু শেষে যখন লক্ষ্মণ তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "আজ আমার মৃত্যু হইলেই মঙ্গল হইত" এবং কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে মর্ম্মচ্ছেদী বিসর্জ্জনের সংবাদ জানাইলেন; তখন স্থির বিগ্রহের ন্যায় সীতাদেবী দাঁড়াইয়াছিলেন।

গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া পাষাণ প্রতিমার ন্যায় তিনি দুঃসহ সংবাদ সহ্য করিলেন, পরমুহূর্ত্তে বিকল হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের সঙ্গে যে বনবাস আনন্দে সহিয়াছিলাম, আজ রাম ছাড়া সেই বনবাস কেমন করিয়া সহিব?" তাঁহার কপোলে অনর্গল অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সীতা সেই অশ্রু মার্জ্জনা না করিয়া বলিলেন, "ঋষিগণ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কেন বনবাস হইয়াছে—আমি কি উত্তর দিব? প্রভু, তুমি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়াও আমায় এই বিপদসমুদ্রে ফেলিলে, আজ এই গঙ্গাগর্ভই আমার শান্তির একমাত্র স্থান, কিন্তু আমি তোমার সন্তান ধারণ করিতেছি—এ অবস্থায় আত্মহত্যা উচিত নহে।"

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সীতা নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন, "পতিই নারীগণের দেবতা, বন্ধু ও গুরু. তাঁহার কার্য্য আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়।" তখন তিনি লক্ষ্মণকে ডাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন—"লক্ষ্মণ, এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর।"

লক্ষ্মণ সীতাকে তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া যান। এখানে তিনি ব্রহ্মচারিণী হইয়া পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন। যে রাত্রে শত্রুঘ্ন বাল্মীকি-আশ্রমে আসিয়া সীতাদেবীর চরণ দর্শন করেন, সেই রাত্রিতেই সীতা যমজপুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। মুনিবালকগণ অর্দ্ধরাত্র সময়ে সীতার শুভ প্রসব-সংবাদ বাল্মীকি-সকাশে নিবেদন করিল। মুনিবর সেই স্থানে যাইয়া কুমারযুগলকে সন্দর্শন করিলেন এবং 'কুশচ্ছেদন দ্বারা' তাহাদের ভূতনাশিনী রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্রজের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। শত্রুঘ্ন রামপুত্রদ্বয়ের জননসংবাদে বিশেষ হর্ষপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যানগরে অকালমৃত্যুজনিত পুত্রশোকে অধীর হইয়া এক ব্রাহ্মণ মৃতপুত্র বক্ষে লইয়া শ্রীরাম সকাশে উপনীত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, রামরাজ্যে পাপস্পর্শ করিয়াছে, নচেৎ কখনই এরূপ অনর্থ ঘটিত না। রঘুনন্দন রাম ব্রাহ্মণের এবম্বিধ শোকগাথা শ্রবণ করিয়া কাতর অন্তঃকরণে বশিষ্ঠাদি ঋষি, ভ্রাতৃগণ, নৈগমগণ ও মন্ত্রিগণ লইয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে বসিলেন। তন্মধ্যে নারদ বলিতে লাগিলেন যে এই ত্রেতাযুগে কোন দুর্বুদ্ধি শূদ্রজাতি মহাতপা হইয়া আপনার রাজ্যে তপস্যা করিতেছেন, অতএব নরনাথ, তন্নিবন্ধনই এই বালকের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। সুতরাং আপনি স্বীয়রাজ্য অনুসন্ধান করিয়া এই দুষ্কৃত দমন করুন।

রাম স্বীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভরতকে রাজকার্য্য-পরিদর্শনে নিযুক্ত রাখিয়া স্বয়ং পুষ্পকবিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তরপার্শ্বস্থ এক সরোবর তীরে শম্বুক নামক শূদ্রকে উগ্রতপস্যায় নিরত দেখিলেন। রাম তাহার মুখে আত্মপরিচয় পাইয়া স্বীয় খড়্গ নিষ্কাশনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেই শূদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য লক্ষ্মণ ও ভরতের সহিত পরামর্শ করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের উপর যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষাভার অর্পণ করেন। এইরূপ অভূতপূর্ব্ব মহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে ভগবান্ বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত যজ্ঞদর্শনে আগমন করেন। তাঁহার সহিত সমাগত লবকুশ যজ্ঞস্থলে

রামায়ণ গান করিলে রামচন্দ্র সুবর্ণাদি পারিতোষিক দিতে ইচ্ছুক হন। বালকেরা বনচারী বলিয়া সে উপহার গ্রহণ করেন নাই। অতঃপর যখন রামচন্দ্র অবগত হইলেন যে, এই দুইটী তাঁহারই সীতার গর্ভজাত সন্তান, তখন তিনি সভামধ্যে দূতগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা সত্বর সীতার শুদ্ধচরিত্রতা ও নিষ্পাপদেহের পরিচয় এবং তদ্বিষয়ে মহর্ষির অভিপ্রায় ও প্রত্যয়দান সম্বন্ধে সীতার মনোগত অভিলাষ অবগত হইয়া আমাকে নিবেদন কর।" দূতগণ রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ত্বরায় মহামুনি বাল্মীকি সকাশে উপনীত হইয়া ঐ কথা জ্ঞাপন করিল। মহর্ষি বাল্মীকি উত্তর করিলেন, "মহারাজকে বলিও, সীতা সভাসমক্ষে শপথ করিবেন"। রামচন্দ্রও সেই কথা সভাস্থ মহর্ষি ও রাজন্যবর্গকে জানাইয়া সে দিনের জন্য বিদায় দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রামচন্দ্র মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য রাজা ও সভাসদ্গণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন; এমন সময়ে সীতাদেবী বাল্মীকির অনুবর্ত্তিনী হইয়া সভাস্থলে আসিলেন। মহর্ষি সীতাচরিত্রের সাধুবাদ কীর্ত্তন করিলে যখন মহারাজ রামচন্দ্র সীতাকে পরীক্ষার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন,—সে দিন, ক্লিন্ন কৌষেয়বসনা করুণাময়ী দুঃখিনী সীতা যুক্ত-করে বলিয়াছিলেন, "হে মাতঃ বসুন্ধরে, যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতিকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দাও।" সীতার পাতালপ্রবেশের পর, একদা মহাকালের সহিত রামের কথোপকথন হয়। ঐ সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। মন্ত্রণাগৃহের দ্বারী লক্ষ্মণ মুনিবরকে প্রবেশের নিষেধবার্ত্তা জানাইলে তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিয়া ঋষিবরের আগমনবার্ত্তা জানান। রাম এই জন্য পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিলেন। তদনুসারে লক্ষ্মণ সরযূসলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিলে, রাম বিশেষ শোকাকুল হন। অনন্তর ব্রহ্মার বচনে তিনিও সরযূসলিলে মগ্ন হইয়া মহাপ্রস্থান করেন।

মহামুনি বাল্মীকি দশাননবধ নামধেয় রামায়ণ মহাকাব্যে যেরূপ রামচরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই উপরে উদ্ধৃত হইল। উত্তরকাণ্ডোক্ত রামচন্দ্রের জীবনীর উপসংহার ভাগ পৌরাণিক জটিলতায় বিজড়িত। রাম-জীবনের ঐতিহাসিকতা যুদ্ধকাণ্ডেই সমাপ্ত হইয়াছে। রামের উদারচরিত, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, অবিচলিত পিতৃভক্তি, অসম সাহস ও অদ্বিতীয় বীরত্বনিবন্ধন তিনি পরে ভারতবাসীর নিকট পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ও তাহার সংযোজিত অংশে, পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে, ব্রহ্মপুরাণে, দেবীভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভাগবতে এবং অপরাপর পুরাণেও রামচন্দ্রের অবতারকথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা লিখিত হইল না।

[সীতা, রামায়ণ, দুর্গা, বাল্মীকি প্রভৃতি শব্দ ও পুরাণ শব্দে বিভিন্ন পুরাণের সূচী দ্রষ্টব্য।]

জৈনদিগের নিকট রামচন্দ্র পদ্ম নামে পরিচিত, অবশ্য তিনি জৈন তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভ হইতে ভিন্ন। ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে রবিষেণ-রচিত পদ্মপুরাণে ভিন্নভাবে রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। জৈনেরা রামচন্দ্রকে কিরূপ ভাবে দেখেন, তাহা উক্ত পদ্মপুরাণ হইতে বেশ জানা যায়। জৈনদিগের পদ্ম দশরথের পুত্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের ভ্রাতা, সীতার ভর্ত্তা ও রাবণের নিহন্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও জৈন রামের কীর্ত্তিকলাপ বাল্মীকি অথবা হিন্দু-পৌরাণিক-বর্ণিত রামচন্দ্রের সহিত একতা নাই; তাঁহার চরিত যেন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

[পুরাণ শব্দে ১০২-৩ পৃষ্ঠা ও জৈন পদ্মপুরাণ দ্রষ্টব্য।]

বৌদ্ধদিগের নিকটও রামচরিত বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। বৌদ্ধদিগের দশরথজাতকে সীতা রামের ভগিনী অথচ পত্নীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। [দশরথ ও সীতা দেখ।]

রামচন্দ্র, দেবগিরির জনৈক রাজা। মহাদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। হেমাদ্রি ইঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজ্যকাল ১২৭১ হইতে ১৩০৯ খৃষ্টাব্দ। [যাদবরাজবংশ দেখ।]

রামচন্দ্র, ১ গড়াদেশাধিপতি। ২ রায়পুরের কলচুরিবংশীয় জনৈক রাজা। সিংহদেবের পুত্র ও মহারাজাধিরাজ হরিব্রহ্মদেবের পিতা। খল্বাবতী (খলেরী) নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল।

রামচন্দ্র, কএকজন গ্রন্থকারের নাম। ১ পদ্যামৃততরঙ্গিণীধৃত একজন কবি। ইনি আযোধ্যক রামচন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন। ২ জনৈক আলঙ্কারিক। বামনকৃত কাব্যালঙ্কারের টীকায় মহেশ্বর ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৩ অঘবিবেচনরচয়িতা। ৪ অর্জ্জুনার্চ্চনকল্পলতা, অর্জ্জুনার্চ্চাপারিজাত, ছিন্নমস্তাপারিজাত, তন্ত্রচূড়ামণি, তন্ত্রামৃত, পুরশ্চরণদীপিকা ও সুভগার্চ্চারত্ন প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ৫ মিতভাষিণী নামে অবিরোধপ্রকাশটীকা-রচয়িতা। ৬ আনন্দলহরীর টীকাপ্রণেতা। ৭ আর্য্যাবিজ্ঞপ্তি নামক কাব্যরচয়িতা। ৮ ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌বৃহদ্বিবৃতিরচয়িতা। ৯ কার্ত্তবীর্য্যদীপদানবিধিপ্রণেতা। ১০ কাব্যপ্রকাশসাররচয়িতা। ১১ কুণ্ডোদধিপ্রণেতা। ১২ কৃষ্ণবিজয় নামক অলঙ্কারগ্রন্থপ্রণেতা।

১৩ গ্রহণপ্রকাশিকা নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ১৪ চক্রদত্ত-নামক গ্রন্থ, রসপ্রদীপ, রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি গুহবংশীয় ছিলেন। ১৫ ছন্দোনামবিচারণাপ্রণেতা। লক্ষ্মীপতির শিষ্য। ১৬ তিথিচূড়ামণিকামধেনু নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ১৭ ধর্ম্মাধ্ববোধপ্রণেতা। ১৮ নির্ভয়-ভীম নামক ব্যায়োগপ্রণেতা। হেমচন্দ্রের শিষ্য। ১৯ পরম-পুরুষপ্রার্থনামঞ্জরীরচয়িতা। আনন্দতীর্থের শিষ্য। ২০ প্রণয়ামৃতপঞ্চাশকপ্রণেতা। ২১ প্রতিষ্ঠাসাররচয়িতা। ২২ ব্যাখ্যানন্দ নামে ভট্টিকাব্যের টীকাকর্ত্তা। ২৩ ভর্তৃহরি-শতকটীকারচয়িতা। ২৪ ভোজচম্পূব্যাখ্যাপ্রণেতা। ২৫ মন্ত্র-মুক্তাবলী-রচয়িতা। ২৬ মার্ত্তণ্ডশতকপ্রণেতা। ২৭ রঘু-বিলাপ নামক নাটককার। ইনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী। ২৮ রাম-চন্দ্রচতুঃস্তোত্রীরচয়িতা। ২৯ রামায্যাপ্রণেতা। ৩০ রুক্মিণী-পরিণয় নাটক ও সরসকবিকুলানন্দ নামক ভাণ-রচয়িতা। ৩১ বসন্তিকা নাম্নী নাটিকাপ্রণেতা। ৩২ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তিসংগ্রহ নামক টীকাপ্রণেতা। নাগোজীর শিষ্য। ৩৩ বেঙ্ক-টেশ্বরচতুর্ভদ্রিকা-রচয়িতা। ৩৪ বৈদ্যচিন্তামণিপ্রণেতা। ৩৫ শব্দার্ণব নামক ব্যাকরণ-রচয়িতা। ৩৬ শারীরকভাষ্যটীকা-প্রণেতা। ৩৭ শৃঙ্গারতিলক নামক ভাণের টীকাকার। ৩৮ সাংখ্যসূত্রবৃত্তিরচয়িতা। ৩৯ সিংহাসনদ্বাত্রিংশৎপ্রণেতা। ৪০ বাগ্‌ভাষণ কাব্য ও তট্টীকা এবং হনুমদষ্টকরচয়িতা। ৪১ তিথিনির্ণয়সংগ্রহ বা অনন্তভট্টদীপিকা নামে অনন্তো-পাধ্যায়-কৃত তিথিনির্ণয়ের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রক্রিয়াকৌমুদী ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণয়ন-কর্ত্তা। ইনি গোপাল আচার্য্যের ছাত্র, ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণ ও পিতামহের নাম নৃহরি। ৪২ রাধাবিনোদকাব্য ও তাহার টীকা-রচয়িতা জনৈক কবি। জনার্দ্দনের পুত্র ও পুরুষোত্তমের পৌত্র। ৪৩ স্মৃতিসারসংগ্রহরত্নব্যাখ্যাপ্রণেতা। নারায়ণের পৌত্র। ৪৪ রপ্রত্যাহারমণ্ডন নামক ব্যাকরণ-গ্রন্থপ্রণেতা। মুরারি পাঠকের পুত্র। ৪৫ সংখ্যামুষ্ট্যধি-করণাক্ষেপপ্রণেতা। গ্রন্থকার স্বীয় অধিকরণমালার অংশ-স্বরূপে ঐ পুস্তকখানি রচনা করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোল্‌হাপুরে ইঁহার বাস ছিল। পিতার নাম বেঙ্কট। ৪৬ জনৈক প্রসিদ্ধ টীকাকার। সিদ্ধেশ্বর যোগিবরের পুত্র। ইনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিজ্ঞাসূত্রটীকা এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যের জ্যোৎস্না নাম্নী টীকা রচনা করেন। ইঁহার উপাধি পণ্ডিত। ৪৭ খেটভূষণ, পাটীলীলাবতীভূষণ, যন্ত্রাধ্যায়বিবৃতি ও স্ত্রীজাতক নামক চারিখানি জ্যোতির্গ্রন্থ-প্রণেতা। হংসরাজের পুত্র।

রামচন্দ্র, শ্রীধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতা একজন বাঙ্গালী কবি।

রামচন্দ্র আচার্য্য, জনৈক সন্ন্যাসী। সংসারাশ্রম ত্যাগের পর ইনি সত্যপ্রিয়তীর্থ নাম গ্রহণ করেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ২ শারীরকভাষ্য-টীকাপ্রণেতা।

রামচন্দ্র অল্লডীবার, রাজনীতিপ্রকাশ ও সাবধানসাহিত্য নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা।

রামচন্দ্রকবি, ১ ঐরবানন্দ নাটক ও কলানন্দনাটক-প্রণেতা। ১৭৬৫-১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তঞ্জোররাজ তুলাজীর আদেশে ইনি উক্ত নাটকদ্বয় রচনা করেন।

রামচন্দ্র কবিভারতী, বুদ্ধশতকরচয়িতা সিংহলবাসী একজন প্রসিদ্ধ কবি, পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে ইনি রাঢ়দেশ হইতে সিংহলে গমন করেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ, জনৈক বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। ইনি পরম ভাগবত শ্রীচৈতন্যসহচর চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। চিরঞ্জীব শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকারের শিষ্য। তাঁহার বাড়ী কুমারনগরে ছিল। তিনি কবি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডবাসী হন। উত্তরকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় পৈতৃক বাসভূমি কুমারনগরে গমন করেন, কিন্তু শাক্তগণের পীড়নে তদ্দেশ ছাড়িয়া তেলিয়াবুধরিতে গিয়া বাড়ী করেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের সুহৃদ্, স্বয়ং সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ছিলেন। পদকল্পলতিকায় তাঁহার রচিত বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন স্মরণদর্পণ ও বঙ্গজয় নামে তাঁহার দুইখানি পদ্য গ্রন্থ আছে। তিনি সুললিত সংস্কৃত কবিতাসমূহ রচনা করিলেও ভ্রাতার ন্যায় সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম হয়, অতএব ঐ সময়ে তাঁহার বিদ্যমানতা কল্পনা করা যাইতে পারে।

রামচন্দ্রক্ষিতিপতি, দুর্গোৎসবচন্দ্রিকা-রচয়িতা।

রামচন্দ্র গণেশ, গণেশব্রহ্মবিবেকরচয়িতা।

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১ কলাপপরিশিষ্টপ্রবোধপ্রণেতা। ২ কৃত্য-চন্দ্রিকাপ্রণেতা। ৩ বৃন্দাবনযমকটীকারচয়িতা।

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। দীপান্বিতা-কাব্যপ্রণেতা বংশীবদনের পৌত্র ও চৈতন্যদাসের পুত্র। ইনি ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মাঘমাসের কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। রামচন্দ্র জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন, বুধুরির নিকটস্থ রাধানগরে ও বাঘপাড়ার তাঁহার বাস ছিল।

রামচন্দ্রতীর্থ, ১ ঋগ্বেদভাষ্যটিপ্পনীরচয়িতা। ২ বাসুদেবেন্দ্রের

শিষ্য। ইনি দৃগ্দৃশ্যপ্রকরণটীকা, মহাবাক্যরত্নাবলী ও বাক্যসুধাটীকা প্রণয়ন করেন। ৩ মধ্বসম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য। ইহার পূর্ব্বনাম মাধব শাস্ত্রী। বাগীশতীর্থের পর ইনি আচার্য্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। সাগরগ্রন্থে ইঁহার শিষ্য-পরম্পরার বিবরণ উক্ত আছে।

রামচন্দ্রদণ্ডিন্, জৈমিনিসূত্রটীকা নামক জ্যোতিঃশাস্ত্ররচয়িতা।

রামচন্দ্র দাস, পদ্যাবলীধৃত কবিবিশেষ।

রামচন্দ্র (দ্বিজ), দুর্গামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল ও গৌরীবিলাসপ্রণেতা। ২ জৈমিনিভারতের বঙ্গানুবাদক ৩০০ বর্ষের প্রাচীন কবি।

রামচন্দ্রদীক্ষিত, ১ উপাদিমণিদীপিকা ও শব্দভেদনিরূপণ নামে অলঙ্কারশাস্ত্র-রচয়িতা। ২ কেরলাভরণ নামক ভাণপ্রণেতা।

রামচন্দ্র দেব, উড়িষ্যার একজন হিন্দু নরপতি। [উৎকল দেখ]

রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, অভিধাবাদবিচার, আসত্তিরহস্য, যোগ্যতাবিচার, বিরোধিবিচার ও শব্দনিত্যতাবিচার প্রণেতা।

রামচন্দ্র পন্ত, জনৈক মহারাষ্ট্র সেনানায়ক। শিবাজীর প্রধানমন্ত্রীর পুত্র। ইনি প্রথমে মুজুমদার ও পরে পন্ত-অমাত্য পদ লাভ করেন। দুর্গাদি আক্রমণে, সেনাসন্নিবেশে ও যুদ্ধবিগ্রহে ইনি অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছিলেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজী কর্তৃক তিনি অমাত্যপদচ্যুত হন, পরে জনার্দ্দন পন্তের মৃত্যুর পর, ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং বিশালগড় প্রভৃতি দুর্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রপরমহংস, তত্ত্ববিন্দু ও রাজযোগগ্রন্থপ্রণেতা।

রামচন্দ্রপাঠক, প্রত্যাহারখণ্ডন নামক ব্যাকরণরচয়িতা।

রামচন্দ্রপুরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪০০ বর্গমাইল। ইহা গোদাবরীর 'ব' দ্বীপ ভূভাগ লইয়া গঠিত। ২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও বিচার সদর। ইহার দক্ষিণভাগে মণ্ডপেটা খাল প্রবাহিত।

রামচন্দ্রবাচস্পতি, ১ ভট্টিকাব্যের সুবোধিনী নাম্নী টীকা-প্রণেতা। ২ দেবীমাহাত্ম্যের বিদ্বন্মনোরমা নাম্নী টীকার শেষার্দ্ধ-রচয়িতা। গৌরীবর শর্ম্মা উক্ত টীকার পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পাদন করেন।

রামচন্দ্র বাজপেয়িন্ (নৈমিষস্থ), রত্নপুররাজ রামচন্দ্রের সভাস্থিত জনৈক পণ্ডিত, সূর্য্যদাসের পুত্র ও শিবদাসের পৌত্র। ইনি কর্ম্মদীপিকা নামে পদ্ধতি, শাঙ্খায়নগৃহ্যপদ্ধতি, কাত্যায়নকৃত শুল্বপরিশিষ্টের টীকা, শুল্ববার্ত্তিক, সমরসার এবং তট্টীকা, সমরসারসংগ্রহ, কুণ্ডাকৃতি ও তট্টীকা রচনা করেন। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। আধানপদ্ধতি, চয়নপদ্ধতি, জ্যোতিষ্টোমপদ্ধতি, বাজপেয়-পদ্ধতি ও সুপর্ণচিতিপদ্ধতি নামক খণ্ডগ্রন্থগুলি কর্ম্ম-দীপিকার অন্তর্গত।

রামচন্দ্র ভট্ট, কয়েকজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১ আচারার্ক, কালনির্ণয়দীপিকা, কৃত্যরত্নাবলী, প্রায়শ্চিত্তমুক্তাবলী ও শ্রাদ্ধ-চন্দ্রিকা-প্রণেতা। ইনি তৎসৎবংশীয় বিট্‌ঠলের পুত্র ও বাল-কৃষ্ণের পৌত্র। ২ বোম্বাইবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ কবি। ইনি তৈলঙ্গরাজ্যের কাঙ্কড়বাড় গ্রামে ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র ও বল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠ। গোপাললীলাকাব্য, রামলীলাশতক, কৃষ্ণকুতূহলকাব্য (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) এবং রসিকরঞ্জনকাব্য ও তাহার টীকা (১৫২৪ খৃষ্টাব্দে) অযোধ্যানগরে প্রণয়ন করেন। ৩ রাম-বিনোদবারণ বা পঞ্চাঙ্গসাধনোদাহরণপ্রণেতা। ইনি নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ও অনন্তভট্টের পুত্র। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান অকবরের মন্ত্রী রামদাসের আদেশে উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। ৪ স্মৃতিসংস্কাররহস্যপ্রণেতা। ৫ বিধিবাদ নামক মীমাংসাশাস্ত্র-রচয়িতা। ৬ বাৎস্যায়নকৃত ন্যায়সূত্রভাষ্যের টীকা-রচয়িতা। ৭ তত্ত্বাভরণ নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা। ৮ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য। উপেন্দ্রভট্টের পর এবং বামন-ভট্টের পূর্ব্বে ইনি আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১ দশশ্লোকীটীকারচয়িতা। ২ সমাস-বাদপ্রণেতা।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম, প্রমাণতত্ত্ব, মোক্ষবাদ ও বিধিবাদ-রচয়িতা।

রামচন্দ্রভার্গব, বাগভাষণকাব্য ও তাহার টীকা, সভ্যাভরণকাব্য এবং ময়ূখমালা নাম্নী সভ্যাভরণ-পঞ্জিকা-টীকা-প্রণেতা।

রামচন্দ্র মিশ্র, বিদগ্ধবোধব্যাকরণ-প্রণেতা।

রামচন্দ্র মুন্সী, হুগলীসহরের নিকটস্থ দেবানন্দপুরনিবাসী বিখ্যাত মুন্সীবংশের জনৈক ধনাঢ্যকায়স্থ-সন্তান। অনুমান ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র রায় গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত ভারতচন্দ্রকে পারসীভাষা শিক্ষা দেন। তাঁহারই আলয়ে সত্যনারায়ণ পূজোপলক্ষে পঞ্চদশবর্ষীয় বালক কবি ভারতচন্দ্র 'সত্যপীরের কথা' রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র রায়, চন্দ্রদ্বীপের জনৈক রাজা। ইনি বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের জামাতা। [প্রতাপাদিত্য ও বারভূঁঞা দেখ।]

রামচন্দ্র যজ্বন্, শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশগূঢ়ার্থ-প্রকাশ ও সময়-প্রকাশিকা নামে গ্রন্থপ্রণেতা।

রামচন্দ্র যতীশ্বর, বৌদ্ধমতদূষণ-গ্রন্থপ্রণেতা।

রামচন্দ্র শর্ম্মন্, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির টীকাকার।

রামচন্দ্রশেষ, ভাবদ্যোতনিকা নাম্নী নৈষধীয় টীকারচয়িতা শেষনারায়ণের শিষ্য।

রামচন্দ্র সরস্বতী, ১ অষ্টোত্তরশতমহাকর্ণি ও গীতাতাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধিপ্রণেতা। ২ কুরুক্ষেত্র-তীর্থনির্ণয়রচয়িতা। ৩ পদযোজন নামক বেদান্তশাস্ত্রপ্রণেতা। ৪ শঙ্করাচার্য্যকৃত বালবোধিনীর ভাবপ্রকাশিকা নাম্নী টীকাপ্রণেতা। ইনি নারায়ণ পণ্ডিতের ছাত্র এবং রঘুনাথের শিষ্য। ৫ গঙ্গাধরকৃত স্বারাজ্যসিদ্ধির টীকাপ্রণেতা। ৬ কৈবল্যকল্পদ্রুম (১৮২১ খৃষ্টাব্দে)-প্রণেতা গঙ্গাধর সরস্বতীর গুরু।

রামচন্দ্র সরস্বতী, আসামদেশীয় জনৈক কবি। ইনি আসামী-ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র সরস্বতী যতীন্দ্র, জনৈক সন্ন্যাসী, আদিনাম সত্যানন্দ। ইনি মহাভাষ্যপ্রদীপ-বিবরণপ্রণেতা ঈশ্বরানন্দের গুরু।

রামচন্দ্র সিদ্ধ, সিদ্ধখণ্ড নামক যোগশাস্ত্রপ্রণেতা।

রামচন্দ্র সূরি, বীরবিক্রমাদিত্যচরিত-প্রণেতা।

রামচন্দ্র সোময়াজী, সমরসার ও স্বরশাস্ত্রসাররচয়িতা।

রামচন্দ্রাশ্রম, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা নামে সরস্বতীসূত্রের টীকা-রচয়িতা। (ক্লী) ২ তীর্থভেদ।

রামচন্দ্রেন্দ্র সরস্বতী, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী ও আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতীর গুরু।

রামচর (পুং) বলরাম।

রামচরণ, কএকজন গ্রন্থকার। ১ কর্তৃসিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ২ কুণ্ডশ্লোকপ্রকাশিকা-রচয়িতা। ৩ তর্পণ-চন্দ্রিকা ও যজ্ঞমঞ্জুষা-প্রণেতা। ৪ বৃত্তকৌমুদী-রচয়িতা। ৫ সারসংগ্রহপ্রণেতা।

রামচরণ তর্কবাগীশ, রামবিলাসকাব্য এবং সাহিত্যদর্পণ-বৃত্তিরচয়িতা। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থখানি সমাধা করেন।

রামচরণ মহন্ত, রামসনেহী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এক-জন বৈষ্ণব। রামচরণ বৈরাগি-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কোন্ সময়ে ও কি ঘটনা স্রোতে পরিচালিত হইয়া তিনি পিতার আচরিত ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

এক সময়ে তিনি পৌত্তলিক উপাসনা নিন্দনীয় বলিয়া সাধারণে প্রচার করেন। দেবমূর্ত্তিপূজক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় তাঁহার এই অযৌক্তিক উক্তিতে কুপিত হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। পৌত্তলিকগণের প্রবল তাড়নে প্রপীড়িত হইয়া অবশেষে তিনি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক উদয়পুর রাজ্যের ভীলবাড়া নগরে আসিয়া দুই বৎসর বাস করেন। অতঃপর দেবপূজক পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁহাকে উত্যক্ত করিবার জন্য রাণা ভীমসিংহকে রামচরণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত করান।

রাণার শত্রুতায় তদ্রাজ্যে বাস অসম্ভব জানিয়া তিনি অবিলম্বে ভীলবাড়া নগর পরিত্যাগ করেন এবং নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে শাহপুরার সর্দ্দারের রাজপ্রাসাদে আসিয়া ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আশ্রয় লাভ করেন, কিন্তু নানা কারণে দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এখানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত-প্রচারকার্য্যের আরম্ভ হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়স রামচরণ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পূতদেহ ভস্মী-ভূত করিয়া শাহপুরার প্রসিদ্ধ মন্দিরে রক্ষা করা হইয়াছে।

রামচরণ একজন ভক্ত গায়ক ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রায় ৩৬২৫০ ভজনগীতি পাওয়া যায়। ঐ গানগুলির প্রত্যেকটী প্রায় ৫ হইতে ১১পঙক্তি। তাঁহার তিরোধানের পর, তদীয় দ্বাদশ শিষ্যের একতম রামজান ঐ সম্প্রদায়ের আচার্য্য পদ লাভ করেন। ১২ বৎসর গদিতে আসীন থাকিয়া রাম-জান ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন। তাঁহার রচিত প্রায় ১৮০০০ স্তোত্রগীতি বা পদ আছে। তৎপরে দুল্হারাম ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শাহপুরা মঠের মহন্ত ছিলেন। তাঁহার ১০ হাজার পদ বা ব্রহ্মগীতি ও প্রায় ৪ হাজার শকি বা কবিতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুদিগের জীবনী রচিত হইয়াছে। তাঁহার পর ছত্রদাস গদিতে উপ-বেশন করেন; ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার রচিত ১০০০ পদ ছিল। দুঃখের বিষয় ঐ গুলি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তৎপরে নারায়ণ দাস ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গদিতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতেছিলেন।

রামচরিত (ক্লী) দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের জীবনী।

রামচাকী (দেশজ) বৃহৎ চক্র। পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত সেনাদিগকে সাজা দিবার জন্য একটী কাষ্ঠদণ্ডের উপর খাঁচার ন্যায় বাক্স লাগাইয়া উহাতে দুষ্ট সেনাকে বসাইত। পরে অতিশয় বেগে ঘুরাইয়া দেওয়া হইত। শূন্যে এইরূপে ঘূর্ণিত হইলে বমনাদি জন্য তাহার শরীর বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িত। ইংরাজীতে ইহাকে Whirlgig বলে।

রামচ্ছর্দ্দনক (পুং) রামং মনোজ্ঞং ছর্দয়তি ছর্দ্দি-ল্যু, স্বার্থে কন্। মদনবৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

রামছাগল (দেশজ) ছাগলভেদ, বড় বড় পাহাড়ে ছাগলকে রামছাগল কহে।

রামজ (পুং) রামপুত্র।

রামজননী (স্ত্রী) রামস্ত জননী। ১ বলদেবমাতা।

'রোহিণী রামজননী রোহিনিশ্চ বলপ্রসূঃ।' (শব্দরত্না০)

২ কৌশল্যা। ৩ রেণুকা।

রামজয়ন্তী, দেবীমূর্তিভেদ। ইঁহার পূজার বিবরণ রামজয়ন্তী পূজাগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

রামজিৎ, নবনীতনিবন্ধপ্রণেতা।

রামজীবন (পুং) রাজা রুদ্ররায়ের পুত্র।

রামজীবন, সত্যব্রত পাঁচালীরচয়িতা।

রামজীবন তর্কবাগীশ, মহিম্নঃস্তবটীকারচয়িতা।

রামজীবনপুর, ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত ক্ষীরপায়ীর উত্তরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রসিদ্ধ কাংস্যবণিক জাতির বাস ছিল। (দেশাবলী)

রামজীবন রায়, নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনি ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ তাঁহার রাজাবাহাদুর উপাধি মঞ্জুর করিয়া খিলাৎ দেন। উক্ত উভয় ভ্রাতাই স্বোপার্জ্জিত বিস্তৃত রাজ্যের শাসনদণ্ড আপনারাই পরিচালিত করিয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করায় রামজীবনের রাণী দত্তক গ্রহণ করেন। [রাজসাহী দেখ]

পদাঙ্কদূতপ্রণেতা কৃষ্ণ সার্ব্বভৌম ইঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন (১৭২৪ খৃঃ)।

রামজী সেন, জ্যোতিঃশ্লোকসঙ্কর প্রণেতা।

রামটেক, মধ্যপ্রদেশের নাগপুরজেলার উত্তরপূর্ব্ব উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১১২ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও রামটেক তহসীলের বিচার সদর। নাগপুর নগর হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২১°২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৯°২০´ পূঃ। মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় এই নগরের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত এবং এই নগর পর্ব্বতের দক্ষিণপাদমূলে অবস্থিত হওয়ায় সমধিক মনোরম হইয়াছে।

এই স্থান দাক্ষিণাত্যের একটী পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য। এখানে পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বে হেমাড়পন্তের প্রাচীন মন্দির আছে। ইহার নিকটে শিল্পপূর্ণ পরবার মন্দির। পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বে বিখ্যাত রামচন্দ্রমন্দির। নগরের তোরণদ্বার হইতে এই মন্দিরের চূড়া অধিক উচ্চ। মনসর হইতে যে রাস্তা রামটেক হইয়া অম্বালায় গিয়াছে, সেই পথের ধারে সূর্য্যবংশীয় কোন রাজার দুর্গপ্রাসাদ অবস্থিত। এই রাস্তা পর্ব্বতের দক্ষিণসানুদেশ ঘুরিয়া একটী বিস্তৃত বাঁধের ধারে আসিয়াছে। রঘুজী ১ম, ঐ বাঁধ বুরুজাদি দ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ঐ বাঁধের মধ্যে অম্বালা নগর ও হ্রদ। এই হ্রদের তীরে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশের নির্ম্মিত এক একটী মন্দির ও ঘাট আছে। হ্রদের পশ্চিম তীর হইতে একটী অর্দ্ধমাইল বিলম্বিত সোপানশ্রেণী। এই সোপান অবলম্বন করিয়া যাত্রীরা মন্দিরে পূজা দিতে উঠে। সিঁড়ির উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বিস্তৃত বাওলী ও ধর্ম্মশালা আছে। উহার বামদিকে নারায়ণের নরসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দুইটী প্রাচীন মন্দির। ইহার বিপরীত দিকে মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেবের জনৈক সভাসদ্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী মসজিদ্। এখান হইতে কএকটী সোপান অবতরণ করিলে নগরের বহির্দ্বারে আসা যায়। ইহার অভ্যন্তরভাগে নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কএকটী মন্দির। উহার বামদিকে পরবারগণের কএকটী দেব-মন্দির। এখানে তাহারা বৎসর বৎসর আসিয়া পূজা দেয়। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে ঐ হ্রদের তীরে একটী মেলা বসে এবং প্রায় লক্ষাধিক লোক সমাগত হয়।

দ্বিতীয়প্রাচীরের সীমা মধ্যে যেখানে সিংহপুরদ্বার অবস্থিত, সেখানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শস্ত্রাগার ছিল। উহা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত এবং কোন সূর্য্যবংশীয় রাজার কীর্ত্তি বলিয়া কথিত। ভৈরব-দরজার মধ্য দিয়া তৃতীয় প্রাঙ্গণে আসা যায়। এ স্থানের বুরুজ ও প্রাকারাদি মহারাষ্ট্রগণের যত্নে রক্ষিত আছে। সর্ব্বশেষপ্রাঙ্গণে মন্দিরের সেবকগণের বাসগৃহ। ইহার শেষদ্বারে গোকুল-দরজা। ঐ পথ দিয়া গণপতি ও হনুমানের সুবৃহৎ মন্দিরে যাইতে হয়। উহার পশ্চাতে একটী শৈলস্তূপের উপর রামচন্দ্র মন্দির। এই সর্ব্বশেষ প্রাঙ্গণ হইতে একটী সিঁড়ি দিয়া রামটেক নগরে আসা যায়। মহারাষ্ট্রজাতির প্রথমাভ্যুদয়কালে এখানে দুইটী বাওলী (কূপ) ছিল। তাহা এক্ষণে ভরাট হইয়া গিয়াছে।

রামটোড়ী (দেশজ) মিশ্ররাগিণীভেদ।

রামঠ (ক্লী) রমাতেঽনেনেতি রম। রমের্বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ১।১০৩। ইতি অঠ বৃদ্ধিশ্চ ধাতোঃ। ১ হিঙ্গু। (সুশ্রুত) (পুং) ২ অঙ্কোঠবৃক্ষ, আক্রোটগাছ। (রত্নমালা) ৩ জনপদবিশেষ। (বৃহৎস০ ১০।৫) ৪ তদ্দেশবাসী।

"রামঠান্ হারহূণাংশ্চ প্রতীচ্যাশ্চৈব যে নৃপাঃ।

তান্ সর্ব্বান্ স বশে চক্রে শাসনাদেব পাণ্ডবঃ॥"(ভার০ ২।৩২।১২)

৪ মদনফল। ৫ অপামার্গ। (বৈদ্যকনি০) স্ত্রিয়াং ঙীষ্। রামঠী, নাড়ীহিঙ্গু। (রাজনি০)

রামণ (পুং) ১ গিরিনিম্ব। ২ তিন্দুক। (রাজনি॰)

রামণি (পুং) রমণের গোত্রাপত্য।

রামণীয়ক (ক্লী) রমণীয়স্য ভাবঃ ধর্ম্মো বা রমণীয় (যোপধাদ্‌-গুরূপোত্তমাদ্‌ বুঞ্‌। পা ৫।১।১৩২) ইতি বুঞ্‌। রমণীয়ত্ব, রমণীয়তা।

"পুরোপনীতং নৃপ রামণীয়কং দ্বিজাতিশেষেণ যদেতদন্ধসা।
তদদ্য তে বন্যফলাশিনঃ পরং পরৈতি কার্শ্যং যশসা সমং বপুঃ॥"
(ভারবি ১৩৯)

(ত্রি) ২ রমণীয়, মনোজ্ঞ।

রামতরায় (দেশজ) গুল্মভেদ। (Hibiscus edulis)

রামতরুণী (স্ত্রী) রামা মনোহরা তরুণীব। তরুণীপুষ্প, চলিত সেউতীফুল।

রামতর্কবাগীশ, জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। মুগ্ধবোধ টীকাকার।

রামতাপনীয় (ক্লী) উপনিষদ্‌ভেদ, এই উপনিষদের নাম 'রামতাপনী' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

রামতারণ চূড়ামণি, মাধুরী নাম্নী গীতগোবিন্দটীকাকর্ত্তা।

রামতাল, বাঙ্গালার দার্জ্জিলিঙ্গজেলার রামরণী নদীর একটী বাঁওড়। এই সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা লম্বে ৫৫০ গজ ও প্রস্থে প্রায় ২০০ গজ। ইহার চারিধারে প্রায় ৪০ গজ পর্য্যন্ত জলভাগে সেগুণ কাঠের গুধন্‌ গুঁড়িসকল খাড়া হইয়া আছে। ইহার গভীরতা অধিক। পর্ব্বতোপরি স্থাপিত হওয়ায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

রামতিল (দেশজ) তিলভেদ। (Verbesina Sativa)

রামতীর্থ, মৈত্র্যুপনিষদ্দীপিকারচয়িতা।

রামতীর্থ, হিন্দুতীর্থভেদ। রামতীর্থমাহাত্ম্যে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। [রামটেক দেখ।]

রামতীর্থ যতি, পদযোজনিকা নাম্নী উপদেশসাহস্রীটীকা, সুরেশ্বরকৃত মানসোল্লাসের মানসোল্লাসবৃত্তান্তবিলাস নামক টীকা, বস্তুতত্ত্বপ্রকাশিকা, বাক্যার্থদর্পণ, ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী নাম্নী বেদান্তসারটীকা, সংক্ষেপশারীরকব্যাখ্যা ও স্তুতিতরঙ্গ-টীকা প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা। ইনি কৃষ্ণতীর্থের পুত্র ও শিষ্য এবং পুরুষোত্তম মিশ্রের গুরু।

রামতুলসী (দেশজ) তুলসীবিশেষ। (Ocymum Gratissimum)

রামতোষণ শর্ম্মা, প্রাণতোষিণীতন্ত্রসঙ্কলয়িতা। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে খড়দহবাসী বিখ্যাত ধনী প্রাণকৃষ্ণবিশ্বাসের উদ্যোগে এই পুস্তক সঙ্কলন করেন।

রামত্ব (ক্লী) রামের ভাব বা ধর্ম্ম। রামচন্দ্রত্ব।

রামদত্ত, মিথিলারাজ নৃসিংহের মন্ত্রী। ইনি ষোড়শ মহাদান-পদ্ধতিপ্রণেতা ভাবশর্ম্মার প্রতিপালক ছিলেন।

রামদত্ত, ১ অয়নবাদ, গণকভূষণটীকা, মকরন্দসারিণী, মুহূর্ত্ত-ভূষণটীকা, লগ্নবাদ, লঘুজাতকটীকা লীলাবতীটিপ্পণ, শ্রীপতি-পদ্ধতিটীকা, ষোড়শযোগটীকা, সময়সারটীকা ও সময়চন্দ্রিকা প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থপ্রণেতা। ২ গীতগোবিন্দটীকা-রচয়িতা। ৩ পাষণ্ডমুখমর্দ্দনপ্রণেতা। ৪ বিবাহপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি মিথিলারাজমন্ত্রীর পৌত্র।

রামদত্ত (মন্ত্রিন্), মিথিলারাজমন্ত্রী। যজুর্ব্বেদীয় উপনয়নপদ্ধতি, দানপদ্ধতি ও বিবাহপদ্ধতি-প্রণেতা। বিশ্বেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও গণেশ্বরের পুত্র।

রামদয়ালু, ১ লৌকিকন্যায়সংগ্রহপ্রণেতা রঘুনাথ বর্ম্মনের গুরু। ২ জ্যোতিষোক্ত "করণগ্রন্থ"প্রণেতা। ৩ বৃত্তি-চন্দ্রিকা-রচয়িতা।

রামদাস (পুং) হনুমান্‌।

রামদাস, ১ সুলতান অকবরের মন্ত্রী। ইঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া পণ্ডিতবর রামচন্দ্র (১৬২৪ খৃঃ) 'রামবিনোদকরণ' রচনা করেন। ২ একজন কবি। ৩ অর্ঘ্যদীপকপ্রণেতা। ৪ কাতন্ত্র-ব্যাখ্যাসারচয়িতা। উজ্জ্বলদত্ত ও রায়মুকুট ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৫ ভীমরূপিস্তোত্রপ্রণেতা। ৬ রাসমঞ্জরী-রচয়িতা। ৬ রামসেতুপ্রদীপরচয়িতা। উদয়রাজের পুত্র ও চণ্ডারায়ের পৌত্র। ইনি অকবরের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ৭ মুহূর্ত্তগণপতিপ্রণেতা।

রামদাস (নগর), পঞ্জাবপ্রদেশের অমৃতসহর জেলার অজনালা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। কিরুরান্‌ নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা॰ ৩১°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৪°৫৮´ পূঃ। শিখগুরু বাবা নানকের প্রিয় শিষ্য বাধা এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন, পরে গুরু রামদাসের নামানুসারে পরিচিত হয়। এখানে একটী সুন্দর শিখমন্দির আছে।

রামদাস, শিখসম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় গুরু অমরদাসের মৃত্যুর পর, তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুপদ প্রাপ্ত হন। লাহোরে তাঁহার জন্ম হয়। দারিদ্র্য বশতঃ তাঁহার পিতামাতা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দবালে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা সোধি-শাখাভুক্ত ক্ষত্রি ছিলেন।

এখানে আসিয়া রামদাস শস্যবিক্রয় দ্বারা পিতামাতার জীবিকানির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রভু চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি শান্ত, নির্ব্বিরোধ, দয়াবান্‌, ধার্ম্মিক, উচিতবক্তা, বাগ্মী ও উদ্যমশীল ছিলেন।

যখন অমরদাস স্বনামে সুবৃহৎ বাওলী প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নানা লোক সেই স্থান দেখিতে আইসে। বালক রামদাসও তথায় আসিয়াছিলেন। অমরদাসের কন্যা মোহিনী যুবকের রূপে মুগ্ধ হন, পরে তাঁহাদের বিবাহ হয়।

শস্যবিক্রেতার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বিদ্যাভাস ভুলেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি শিখদিগের গ্রন্থে স্বীয় ধর্ম্মমত কবিতায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সময়ে শিখসম্প্রদায় বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর প্রদত্ত উপহারে তিনি রাজার মত বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লাহোর নগরে এক সময় তাঁহার সহিত মোগলসম্রাট্ অকবরসাহের সাক্ষাৎ হয়। সম্রাট্ তাঁহার উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যাবত্তায় প্রীত হইয়া তাঁহার সম্মানার্থ কিছু ভূমি দান করেন। ঐ জমি গোলাকার থাকায়, উহা পরে 'চক্র রামদাস' নামে খ্যাত হয়। ঐ ভূমির মধ্যস্থিত একটী প্রাচীন পুষ্করিণী বহু ব্যয়ে সংস্কার করাইয়া তিনি 'অমৃতসরঃ"নাম রাখেন। ঐ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে তিনি হরমন্দর (হরিমন্দির) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই পুষ্করিণীর তটে তিনি ফকীরদিগের বাসের জন্য ক্ষুদ্র কুটীর ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য ও অনুচরেরা আসিয়া এখানে বাস করে। তিনিও সময় সময় গোবিন্দবাল হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। তখন এই নগর গুরু-কা-চক্ নামে পরিচিত ছিল, পরে তিনি উহার "অমৃতসর" নাম দেন।

আর একবার লাহোর নগরে সম্রাট্ অকবর বহুদিন সসৈন্যে অবস্থান করেন। এই কারণে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। রামদাস সম্রাটের সাক্ষাতে নিবেদন করিয়াছিলেন যে, দিল্লীশ্বর এখান হইতে দরবার উঠাইলেই শস্যের মূল্য কমিয়া যাইবে, অতএব তাহাতে গরীব প্রজার বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আপনি যদি দয়াপরবশ হইয়া দরিদ্র প্রজাবৃন্দের এক বৎসরের খাজনা মকুব করেন, তাহা হইলে তাহারা এক মুষ্টি অন্ন খাইতে পায়। সম্রাট্ শিখগুরুর এই দয়া ও সহানুভূতির কথা শুনিয়া তদ্দণ্ডেই এক বৎসরের রাজস্ব আদায় রহিত করিয়া দিলেন।

যখন তাঁহার এই উদারতা ও দয়াবত্তার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন সকলেই শিখগুরুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, জাট ও অন্যান্য সর্দ্দারগণ তাহার দলভুক্ত হইয়া তাঁহার যশঃ ও শক্তিসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অমৃতসর নগর স্থাপনদ্বারা তিনি ভাবী শিখ জাতির উন্নতি-কেন্দ্র স্থির করিয়া যান। এখানে শিখসম্প্রদায় ধর্ম্মার্থ সমবেত হইয়া জাতীয় একতা দৃঢ় করিতে সচেষ্টিত হইয়াছিল।

অমরদাসের কন্যার গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাদেব ফকীর হন, দ্বিতীয় পৃথীদাস সংসারাশ্রম অবলম্বন করেন এবং তৃতীয় অর্জ্জুনমল্ল গাদিতে উপবিষ্ট হন। এই সময় হইতে শিখদিগের গুরুপদ বংশগত হইয়া পড়ে। তাঁহারা এই গুরুকে একমাত্র পারত্রিক মঙ্গলের উপদেষ্টা বলিয়া যে পূজা করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা গুরুকে মর্ত্ত্য জগতের প্রভু ও দুষ্টের শাসনকারী রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই পরবর্ত্তিকালে গুরুর অধিনায়কতায় পরিচালিত শিখশক্তির এতাধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে রামদাস পরলোক গমন করেন, বিপাশা নদীতটে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবিতাবস্থায় ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র অর্জ্জুন গাদিতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বালক অর্জ্জুন পিতার ন্যায় ফকীরের বেশভূষা পরিধান করেন নাই, তিনি পিতামাতার সমক্ষে রাজপুত্রের ন্যায় পরিচ্ছদই ধারণ করিতেন। তিনি অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি রাজকীয় বল সমুদায় রক্ষা করিয়া যথার্থ শিখসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন।

রামদাস কৈবর্ত্ত, "অনাদিমঙ্গল" নামক ধর্ম্মকাব্যরচয়িতা জনৈক কবি। (১৬৬২ খৃঃ অব্দঃ)। দক্ষিণরাঢ়ীয় কৈবর্ত্তবংশোদ্ভব রঘুনন্দন আদকের পুত্র। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন হায়ৎপুর গ্রামে, পরে সেই থানার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে আসিয়া বাস করেন। কবি নিজ বংশের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন—

"ভুরশুটে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ।
দান দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥
তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হোতে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধি মতে॥"

রামদাস দীক্ষিত, প্রবোধচন্দ্রোদয়প্রকাশপ্রণেতা। বিনায়ক ভট্টের পুত্র।

রামদাস মিশ্র, রাসবিলাসরচয়িতা।

রামদাস সাধু, গুজরাতের দ্বারকাবাসী একজন সাধু। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। একাদশীব্রতপরায়ণ হইয়া ইনি তথাকার রণছোড়জীর মন্দিরে প্রতি একাদশী রাত্রিতে জাগরণ করিয়া হরিগুণকীর্ত্তন করিতেন। ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিয়া দেখা দিল। বৃদ্ধ রামদাস নানারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রভুর গুণকীর্ত্তনে অসমর্থ হওয়ায় দারুণ মানসিক কষ্টে কাল কাটাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভগবানের দয়া হইল। তিনি

রামদাসকে জানাইলেন যে তোমার আর এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই, আমাকে লুকাইয়া তোমার আলয়ে লইয়া যাও, আমি সেইখানেই সুখে থাকিব।

প্রভুর আদেশে রামদাস মন্দিরের পশ্চাৎ দুয়ারে গাড়ী আনিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে দেবমূর্ত্তি হরণ করিল এবং দ্রুত-বেগে গাড়ী চালাইয়া দিল। পূজারি মন্দিরে আসিয়া দেব-মূর্ত্তির অদর্শনে চমকিত হইল এবং চারিদিকে দেবপ্রতিমার অপহরণবার্ত্তা রাষ্ট্র করিল। এই সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া কহিল, জনৈক বৈরাগী এই মূর্ত্তি লইয়া শকটারোহণে পলাইতেছে। তখন সকলে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া রামদাসকে দেখিতে পাইল, কিন্তু রামদাস প্রভুর আজ্ঞামত সেই প্রস্তর-মূর্ত্তি নিকটস্থ পুষ্করিণী মধ্যে স্থাপন করিল। পূজকগণ দূর হইতে ইহা দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল এবং প্রহার দ্বারা রাম-দাসের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। তদনন্তর তাঁহারা সলিল হইতে দেবমূর্ত্তি তুলিয়া দেখিল যে, দেবশরীর হইতেও রুধিরধারা পতিত হইতেছে। তখন তাহারা ইহা দেবমায়াও রামদাসের ভক্তির প্রভাব জানিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেবমূর্ত্তি প্রত্যর্পণ করিল। (ভক্তমাল)

রামদাস সেন, বহরমপুরবাসী জনৈক কায়স্থ জমিদার। তাঁহার পিতামহ দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন মুর্শিদাবাদ জেলার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। পিতা লালমোহন সেন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ও বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধলেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ইঁহাদের পারিবারিক পুস্তকাগার হইতে অনেক সাহায্য পাইতেন। রামদাস বাবু পিতার যত্নে ও উক্ত পণ্ডিতবরের অধ্যাপনায় উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি পাঠ সমাপন করিয়া পৈতৃক পুস্তকালয় হইতে পৌরাণিক গ্রন্থ এবং পাশ্চাত্যজগতে আবিষ্কৃত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিতে থাকেন। এইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া তিনি ক্রমশঃ বহুদর্শী হইয়া পড়ি-লেন। এই সময়ে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন স্বীয় পুস্তক-সঙ্কলন-কার্য্যে রামদাস বাবুর অনেক সাহায্যলাভ করিয়া-ছিলেন।

রামদাস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠানরত। বিদ্যানুশীলনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি এপর্য্যন্ত বিলাপতরঙ্গ, কবিতালহরী ও কবিতাকলাপ নামে তিন খানি পদ্যপুস্তক রচনা করেন এবং সর্ব্বদাই প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রে স্বরচিত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতেন। তিনি নিজ ভবনস্থ পুস্তকালয়ের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়া যান। তৎকালে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যে সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় ঐ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছিল।

রামদাস বাবু তাঁহার গবেষণার ফল প্রবন্ধাকারে বঙ্গ দর্শনপত্রিকায় প্রচার করিতেন। পরে সেইগুলি একত্র "ঐতিহাসিক রহস্য" নামে প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি "রত্নরহস্য" ও "ভারতীয় রহস্য" নামে প্রাচীন ভারতের কতক-গুলি জ্ঞাতব্য বিষয় বিভিন্ন প্রবন্ধে রচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রচার করেন।

রামদাস বাবু ভালরূপ ইংরাজী জানিতেন। লণ্ডননগরের Oriental Congress সভায় ডাঃ মোক্ষমূলার রামদাস বাবুর ঐতিহাসিক রহস্য এবং Antiquary পত্রিকায় তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রত্নতত্ত্বান্বেষণ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নেশানেল মাগাজিন নামক পত্রিকাসম্পাদক তাঁহার গভীর অনুসন্ধিৎসা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটী, এগ্রি-হর্টিকাল্‌চারাল্ সোসাইটী অব ইণ্ডিয়া, সংস্কৃত টেক্সট্ সোসাইটী অব লণ্ডন, অরিএন্টেল্ কংগ্রেস ও ফ্লোরেন্সের একাডেমিয়া অরিয়েন্টেল প্রভৃতির সভাসভ্য হইয়াছিলেন।

জন্ম ১২৫২ সাল ২৬এ অগ্রহায়ণ; মৃত্যু ১২৯৪ সাল ৩রা ভাদ্র। তাঁহার শেষ গ্রন্থ "বুদ্ধদেব"এর মুদ্রণ আরম্ভ কালেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামদাস স্বামী, (সমর্থ রামদাস) দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী, ধর্ম্মপ্রচারক ও গ্রন্থকার।

১৫৩০ শকে (১৬০৮ খৃষ্টাব্দে) রামনবমীর দিনে গোদাবরী তীরস্থিত জম্বুক্ষেত্রে জমদগ্নিগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে রামদাস স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার সূর্য্যাজিপন্ত এবং মাতা রাণু-বাঈ। তাঁহার আদি নাম নারায়ণ। অল্প বয়সেই রামদাসের পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং সংসারের ভার রাণুবাইকে লইতে হইল। নারায়ণ পরম রামভক্ত হইলেন। লোকে বলে, যখন তাঁহার বয়ক্রম আট বৎসর, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মনোহর বেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন যে, ধর্ম্মের দুর্দ্দশা হইয়াছে এবং শাস্ত্রলোপ পাইতেছে, অতএব তুমি কৃষ্ণানদীর তীরে গিয়া ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপন কর, আর ম্লেচ্ছদের দমন জন্য শিবাজীর সহায়তা কর। তখন হইতে তিনি "রামদাস" নামে খ্যাত হইলেন। ক্রমে তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল। রাণুবাঈ ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাতে রামদাস বিরক্ত হইলেন। যাহা হউক, রাণু

বাঈ তাঁহাকে বুঝাইয়া তাঁহার মত ফিরাইলেন। ইহার পর বিবাহের দিন স্থির হইল বিবাহে মঙ্গলাষ্টক পাঠকালে পুরোহিত রামদাসকে সাবধানে উচ্চারণ করিতে বলিলেন। রামদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অর্থ কি? পুরোহিত বলিলেন, "শিব তোমার মঙ্গল করুন। তুমি সাবধান হও। এ পর্য্যন্ত এক ছিলে, এখন একটী গুরুভার তোমার উপর নিপতিত হইল।" এই কথা শুনিবামাত্র রামদাস সভামণ্ডপ হইতে পলায়ন করিলেন। কোথায় গেলেন সে দিন কেহ তাঁহার সন্ধান পাইল না।

রামদাস পলায়ন করিয়া নাসিক জেলার অন্তর্গত তাকড়ী নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় একটী পর্ব্বতের গুহায় থাকিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। তিনি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পুরশ্চরণ করিতেন; তাহার পর পঞ্চবটী গিয়া ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি আনিতেন। শ্রীরামচন্দ্রকে নিবেদন করিয়া পরে ভোজন করিতেন। অবশিষ্ট সময় ব্যাখ্যা, ভজন এবং কীর্ত্তন করিয়া কাটাইতেন। এখানে উদ্ধব নামে একটী বালক তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। এখানে তিনি একটী দ্বাদশবর্ষব্যাপী পুরশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা সমাপ্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে দেখা দিলেন, এবং পূর্ব্বকার অনুজ্ঞা স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন, রাজা শিবাজীকে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে এখন কৃষ্ণানদীর তীরে যাইতে হইবে। পুরশ্চরণ সমাধা হইলে পর, রামদাস সমগ্র ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপ হইয়া নানা তীর্থ দর্শন করিয়া পঞ্চবটীতে গমন করিলেন। তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া ও কোন স্থানে শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিসাধন করাইলেন। ইহার পর তিনি জম্বুক্ষেত্রে গিয়া তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দেখা করেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। তৎপরে উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণানদীর অভিমুখে চলিলেন। ১৫৫৬ শকে (১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে) রামদাস স্বামী পঞ্চবটী ছাড়িলেন। পথিমধ্যে, কএকটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান দর্শন করিয়া তিনি মাহুলীতে আসিলেন, এবং এই স্থানটী তাঁহার বাসোপযোগী স্থির করিলেন। তিনি দিবাভাগে এখানে থাকিয়া স্নান ও পূজা করিতেন, এবং রাত্রিতে জরাণ্ডা * নামক পর্ব্বতে গিয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন।

এইরূপে নানা বিজন বনে, গিরিগুহায় ও নদীতীরে গিয়া ধ্যানধারণায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজা শিবাজী রায়গড়ে আগমন করেন। তথায় রামদাস স্বামীর সুখ্যাতি তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। এই সাধু পুরুষকে দর্শন করিবার জন্য তিনি সমুৎসুক হইলেন। তিনি চাপড় নামক স্থানে অবস্থিতি করেন শুনিয়া তথায় আসিলেন। সেই সময়ে চাপড়ের দেবমন্দিরে ধ্রুবচরিত্র উপলক্ষ করিয়া কথা হইতেছিল। রাজা বিবেচনা করিলেন স্বামীজী তথায় উপস্থিত আছেন। কিন্তু সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। যাহাহউক, রাজা ধ্রুবের চরিত্র কথা শুনিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে সদ্গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র না লইলে ধর্ম্মসাধন হইতে পারে না। তখন হইতে তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। মনে আর শান্তি পাইলেন না। কথা সমাপ্ত হইলে চাপড় হইতে প্রতাপগড়ে আগমন করিলেন। এখানে মহিষমর্দ্দিনী দেবীর একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরে দেবীর সমক্ষে তিনি ধন্না দিয়া বসিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন যে, কোন্ সাধু পুরুষের তিনি শরণাগত হইবেন? এই অবস্থায় রাজা নিদ্রাগত হইলেন, স্বপ্নে দেখিলেন দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন যে, তিনি রামদাস স্বামীর নিকট গমন করিলে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। দেবী ইহাও বলিলেন যে, তাঁহারই উপকার সাধন জন্য এই মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শিবাজী প্রভাতে উঠিয়া পুনরায় চাপড়ে গমন করিলেন। এবারও স্বামীজীর কোন সন্ধান পাইলেন না। প্রতাপগড়ে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই সুস্থির হইল না। স্থানে স্থানে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কেহই স্বামীজীর তত্ত্ব বলিতে পারিল না। রাজা পুনরায় দেবীর সমক্ষে ধন্না দিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে দেখিলেন যে, একজন মহাপুরুষ তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "বৎস! আমার নিবাস গোদাবরীর তীরে, কিন্তু তোমার মঙ্গলসাধন জন্য আমি দেবতার আদেশে কৃষ্ণানদীর তীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। আমি এতদিন এখানে আসিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার সন্ধান লও নাই। যাহা হউক, আমি শুনিয়াছি তোমার দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি। এখন তোমার কর্ত্তব্য এই যে, যেরূপ রাজকার্য্য করিতেছ সেই মত করিতে থাক। কিন্তু, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। এখন আর্য্যধর্ম্মের অতি হীনাবস্থা। যাহাতে তাহা উন্নত হয় তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন করিবে।" এইরূপ বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, শিবাজী স্বপ্নবৃত্তান্তটী মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এই

* জরাণ্ডা পাহাড় মাহুলী হইতে দুই ক্রোশ ও সাতরা হইতে অর্দ্ধক্রোশ।

মহাপুরুষ রামদাস স্বামী। ইহার পর, রাজা স্বামীজীর অনুসন্ধানে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া চাপড়ের দেবমন্দিরে তাঁহার দর্শন পাইলেন। অনেক সমালোচনার পর, রাজা স্বামীজীর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে, স্বামীজী আধ্যাত্মিকধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজাকে অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার পর, রাজা, রামদাস স্বামীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রতাপগড়ে ফিরিয়া আসিলেন।

রামদাস স্বামীর সহিত রাজার প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ আছে যে, একদা রাজা শিবাজী মৃগয়ার্থ বাহির হইয়া রামদাস স্বামী যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরের শব্দ শুনিয়া পশুপক্ষী সকলে স্বামীজীর নিকট গমন করিল। আহা ঈশ্বরের কি মহিমা! বনের পশুপক্ষীরাও মহপুরুষের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে। শিবাজী তাহাদের অনুসরণ করিয়া স্বামীজীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মহাপুরুষ ধ্যানে নিমগ্ন, এবং তাঁহার কাছে পশুপক্ষী সকল অবস্থান করিতেছে। এই দৃশ্যটী দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় আমি কি পাষণ্ড! আমি এই নির্দ্দোষ পশুপক্ষিগণকে বধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমার ন্যায় পাষণ্ডকে দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়া এই মহাপুরুষের আশ্রয় লইয়াছে। রাজা স্বামীজীর সমক্ষে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ না হওয়াতে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। নদীতীরে আসিয়া দেখেন, কএকটী পাতায় কি লেখা, জলের উপর ভাসিতেছে। তিনি পাতা কএকটী উঠাইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন। যত পড়েন তত আনন্দ অনুভব করেন। পাতাগুলি শ্লোক, অষ্টম ও অভঙ্গে পরিপূর্ণ। এই শ্লোক ও সংগীত শুনিয়া উচ্চভাব তাঁহার মনকে এ প্রকার মোহিত করিল যে, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে প্রেমধারা নিপতিত হইতে লাগিল। রাজা এই পত্রগুলি নিজ রাজধানী সাতারায় লইয়া গেলেন, এবং একজন লেখকের দ্বারা পত্রে লিখিত শ্লোক ও সংগীতগুলি উত্তম করিয়া লিখাইয়া লইলেন। এখন হইতে তিনি প্রত্যহ কৃষ্ণা নদীর তীরে গিয়া পাতা কুড়াইয়া আনিতেন, এবং তাহাতে লিখিত সংগীতগুলি পরিষ্কাররূপে কাগজে লিখিয়া লইতেন। সন্ধ্যার সময় তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। ইহার রচয়িতা যে রামদাস স্বামী রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য রাজার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রধান অমাত্যের উপর রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া সাধুদর্শনে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী রাজাকে দেখিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। রাজা স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। পরে তিনি তাঁহার মনের কথা রামদাস স্বামীকে বলিলেন। ইহার পর, রাজা স্বামীজীর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে স্বামীজী রাজাকে এই কএকটী উপদেশ দিয়াছিলেন:—জীবহিংসা হইতে বিরত থাকিবে। সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করিবে। সাধুসেবা করিবে। প্রতিদিন বিষ্ণুপূজা করিবে। সর্ব্বদা হরিনাম লইবে। একদশীব্রতপালন করিবে ও নিত্য মারুতী দেবকে দর্শন করিবে"। রাজা এই কএকটী উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং স্বামীজীর আদেশ অনুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৫৭১ শকে (১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠমাসে রাজা শিবাজী মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজপ্রাসাদে শিবাজীর মন সুস্থির হইল না। তিনি মধ্যে মধ্যে রাজধানী ত্যাগ করিয়া স্বামীজীর নিকট যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামদাস স্বামীর ইহা ভাল বলিয়া বোধ হইল না। তিনি একদিন রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, রাজকার্য্য উপেক্ষা করা তাঁহার উচিত নহে। তিনি অবগত হইয়াছেন যে, পাতায় লিখিত অভঙ্গগুলি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, অতএব তাহা যেন প্রত্যহ পাঠ করেন। তাহা হইলেই তাঁহাকে দর্শন করা হইল। আর, তিনিও মধ্যে মধ্যে রাজধানীতে আসিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইবেন। রাজা, স্বামীজীর আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

মাহুলীতে অবস্থিতিকালে, রামদাস স্বামী বালকদের সহিত খেলা করিতেন। কখন গাছে উঠিতেন, কখন তাহাদের সহিত দৌড়িতেন। বালকগণ তাঁহার নিকট আসিতে ভাল বাসিত। একদা একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এরূপ স্বভাব কেন? বালকদের সহিত ছেলেমো করা কি ভাল দেখায়? রামদাস স্বামী ইহার প্রত্যুত্তরে এই শ্লোকটী বলিলেন:—

"বড় যারা হয় তারা দুষ্ট অতিশয়
অহঙ্কারে পরিপূর্ণ তাদের হৃদয়।
বালকের হয়ে থাকে সরল অন্তর
সেই হেতু ভালবাসা তাদের উপর।"

এখানকার বিষ্ণুমন্দিরে রামদাস স্বামী প্রতিরাত্রিতে, কথা ও কীর্ত্তন করিতেন। অন্য সময়ে, অনেকে তাঁহার নিকট তত্ত্বকথা শুনিতে আসিত।

কিছুদিন পরে, রামদাস স্বামী, রাজাকে দেখিবার জন্য

সাতারায় গমন করিলেন। স্বামীজীর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া রাজা নগরের বাহিরে গিয়া তাঁহাকে সম্মানসহ রাজপ্রাসাদে আনিলেন। স্বামীজী তথায় তিন দিন থাকিয়া কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া সকলেই মোহিত হইল। শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণ ভগবানের ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া গেল। রামদাস স্বামী এই তিনদিনে যে সকল উত্তম দ্রব্য পাইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভিক্ষার ঝুলিটী লইয়া রাজার অজ্ঞাতসারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা স্বামীজীকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন। তিনি তাঁহার অনুসন্ধান জন্য স্বয়ং গমন করিলেন। এক ক্রোশ দূরে গিয়া রামদাস স্বামীর দর্শন পাইলেন। স্বামীজীর সহিত রাজার কথোপকথন হইতে লাগিল। পরে স্বামীজী ত্র্যম্বকেশ্বর তীর্থে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে তীর্থের ব্যয় স্বরূপ অর্থ দিতে চাহিলেন। স্বামীজী বলিলেন যে, তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার অর্থের প্রয়োজন কি? শিবাজী বুঝাইয়া বলিলেন যে, যিনি রাজগুরু বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত, তীর্থে ব্যয় না করিলে তাঁহার অপযশ হইবে। স্বামীজী রাজার বিশেষ অনুরোধে টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহা স্বহস্তে লইলেন না। রাজা, রামদাস স্বামীর তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। একজন কার্কুনকে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন এবং তীর্থে ব্যয়ের জন্য তাহার হাতে চারি লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন কএক জন লোক দ্বারা নানাপ্রকার মূল্যবান্ দ্রব্য পাঠাইলেন। রাজা, স্বামীজীর সহিত অনেক দূর গমন করিলেন। পরে, রামদাস স্বামীর অনুরোধে তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আইসেন।

স্বামীজী যে যে স্থানে বিশ্রাম করেন, সেই সেই স্থানে রাজপ্রদত্ত অর্থব্যয় করিয়া লোকজনকে ভোজন করান ও দীন ব্যক্তিগণকে ধন ও অন্ন বিতরণ করেন। কিন্তু নিজে ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করেন এবং রাত্রিতে রামগুণ গান করিয়া লোককে ভক্তিরসে আর্দ্র করেন। যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি ত্র্যম্বকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নাসিক হইতে ত্র্যম্বক প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। এই স্থানের একটী পর্ব্বত হইতে গোদাবরী নদী নির্গত হইয়াছে। ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব এইখানে স্থাপিত। রামদাস স্বামী দেবদর্শনাদি করিলেন এবং রাজপ্রদত্ত সমুদয় দ্রব্য ও অর্থ বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। ত্র্যম্বক হইতে স্বামীজী পঞ্চবটী বনে গেলেন। তথায় কীর্ত্তনাদি করিয়া লোককে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীদর্শনে তাঁহার মনে শ্রীরামচন্দ্রের ভাব উদয় হইল। তিনি রামপ্রেমে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীর পবিত্র ভাব তাঁহাকে এরূপ মোহিত করিল যে তিনি তথায় কিছুকাল থাকিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং রামগুণ গাইয়া ও সদুপদেশ প্রদান করিয়া আপামর সাধারণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। এখানে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"ব্রত অনুষ্ঠানাদি প্রয়োজন করে না। ভক্তিপূর্ব্বক রাম নাম লইলেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। রাম নামের যে কিরূপ প্রভাব, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। দেখ, মহাদেব বিষ পান করিয়া স্নিগ্ধ হইবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। মস্তকে গঙ্গাদেবীকে ধারণ করিলেন, গঙ্গার জল তাঁহাকে শীতল করিতে পারিল না; কপালে চন্দ্রকে স্থাপন করিলেন, শশীর শীতলকরও তাঁহাকে স্নিগ্ধ করিতে পারিল না। পরে, যখন হরিনাম লইলেন, তখন একেবারে স্নিগ্ধ হইলেন—জ্বালা যন্ত্রণা সকলই দূর হইল।"

পঞ্চবটী হইতে স্বামীজী টাকড়ি নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় তিন দিন থাকিয়া, জম্বুতে আসিলেন। সেখানে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। এস্থানে কএক দিন অতিবাহিত করিয়া সাতারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা তাঁহার সমভিব্যাহারে সাতারায় আসিলেন। এই সংবাদ যখন রাজার কর্ণগোচর হইল, তখন তাঁহার মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি তাঁহাদিগকে রাজবাটীতে আনয়ন করিলেন। রামদাস স্বামী একমাস এখানে থাকিলেন। প্রতিদিন ধর্ম্মব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। এক মাসের পর, স্বামীজীর মাতা ও ভ্রাতা তাঁহাদের বাসভূমিতে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া ও উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। রামদাস স্বামী মাহুলীতে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইহার পর রামদাস স্বামী পণ্ঢরপুর যাত্রা করিলেন। তথায় কএকটী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি বিঠোবা দেবের মূর্ত্তি সম্বন্ধে রচিত হইয়াছিল। কএক দিন এখানে অবস্থিতি করিয়া, রামদাস স্বামী ইহার নিকটবর্ত্তী গরুড়পার নামক স্থানে গেলেন। এখানে কএক দিবস ধরিয়া কীর্ত্তনাদি হইল। লোকে হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া মোহিত হইল। তুকারাম বাবা, জয়রাম গোস্বামী প্রভৃতি সাধুগণ কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। গরুড়পার স্বর্গরূপে পরিণত হইল। কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রামদাস স্বামী দুইটী অভঙ্গ গাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটীর মর্ম্ম এই :—

মনোযোগ সহ কর নাম সংকীর্ত্তন।
দুই হাতে থাকে দুই করতাল,
বাজিবার কালে ধরে এক তাল;
থাকে যদি তব মনে দ্বৈতভাব,
বিদূরিত করি, ধর প্রেম ভাব;
বোধের মৃদঙ্গ রয়েছে অন্তরে,
মনের আনন্দে বাজাওরে তারে;
দাস বলে হবে তবে রাম দরশন॥

ইহার পর, স্বামীজী বাল্মীকি মুনির এবং অজামীলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া, শ্রোতৃবর্গকে হরিনামের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিলেন। এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া ও উপদেশ দিয়া রামদাস স্বামী পণ্ঢরপুর হইয়া মাহুলীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে কিছু দিন থাকিয়া, রামদাস স্বামী নানাস্থানে গমন করিয়া লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। স্বামীজী পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন না। শেয়াপুরে আকাবাঈ নাম্নী একটী বিধবা স্বামীজীর সহিত ধর্ম্ম আলোচনায় দিবস অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবপরীক্ষা করিবার জন্য স্বামীজী তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দ্রব্যাদি নষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আকাবাঈ হাসিলেন মাত্র। তখন স্বামীজী আকাবাঈকে বলিলেন যে, যদি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে চাও, তোমার যাহা কিছু আছে উপযুক্ত পাত্রে দান কর। আকাবাঈ তাহাই করিলেন। পরে, স্বামীজী আকাবাঈকে ভিক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। আকাবাঈ মনের আনন্দে স্বামীজীর আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। ইহার পর কারাড় নামক স্থানে, বেনুবাঈ, স্বামীজীর সহিত ধর্ম্মালাপে জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বয়স অল্প বলিয়া স্বামীজী তাঁহাকে গৃহে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে বলিলেন। কিন্তু, বাটীর লোকের অত্যাচারে তাঁহাকে স্বামীজীর নিকট যাইতে হইল। স্বামীজীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া বেনুবাঈয়ের অন্তঃকরণ ক্রমে উন্নত হইতে লাগিল। তিনি ভজন ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া লোকে সন্তোষলাভ করিত।

এই সময়ে রামদাস স্বামী "দাসবোধ" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে, স্বামীজী যাহা মুখে বলিতেন, তাঁহার শিষ্য কল্যাণস্বামী তাহা লিখিয়া লইতেন। রাজা শিবাজী রাজকার্য্যে বীতরাগ প্রকাশ করাতে তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি, "মনাচে শ্লোক" অর্থাৎ মনের প্রতি উপদেশ, "শ্লোকবদ্ধ রামায়ণ" অর্থাৎ শ্লোক বর্ণিত রামায়ণ, গুরুগীতা, আত্মারাম এবং পঞ্চীকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রাজা শিবাজী প্রত্যহ মনোযোগপূর্ব্বক "দাসবোধ" পাঠ করিতেন। মরাঠীভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ সে সময়কার পণ্ডিতগণের অনুমোদিত ছিল না। গঙ্গা পণ্ডিত রাজবাটীতে পুরাণ পাঠ করিতেন। তিনি রাজাকে "দাসবোধ" পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার কথা না শোনাতে, তিনি রাজবাটীতে পুরাণ পাঠ করা বন্ধ করিয়াছিলেন। বামন নামক আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত মরাঠীভাষার প্রতি বীতরাগ ছিলেন। কিন্তু, রামদাস স্বামী তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন, এজন্য ভাষায় লিখিত পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাধারণের উপকার করা উচিত। এ কথায় বামন পণ্ডিতের মত ফিরিল। তিনি নিগমসার প্রভৃতি গ্রন্থ ভাষায় প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর, রামদাস আলন্দী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া চাপড়ে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে, এখানকার শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটী তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ প্রস্তর আনিত, আর তিনি নিজে গাঁথিতেন। ক্রমে রামনবমী উপস্থিত হইল। এই উপলক্ষে, সে দিন উৎসব হইয়াছিল। উৎসব শেষ হইলে পর, স্বামীজী কএকটী স্থান ভ্রমণ করিয়া মাহুলীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর নানা স্থান দর্শন করিয়া পুনরায় চাপড়ে ফিরিলেন।

এই সময়ে রামদাস স্বামীর ইচ্ছা হইল যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করা হয়। এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে আদেশ দিলেন যে, তাঁহারা নানাস্থানে গিয়া ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন কর। তিনি শিষ্যগণকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, তোমরা দিবাভাগে ভিক্ষা করিবে, এবং এই ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা জীবনধারণ করিবে। কখন কিছু সঞ্চয় করিবে না। যেদিন যাহা ভিক্ষা করিবে, সেই দিন তাহা ব্যবহার করিবে। রাত্রিতে রামগুণ গান ও ভজন করিবে। এই প্রকার সমস্ত বৎসর অতিবাহিত করিয়া রামনবমীর পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" রামদাস স্বামীর আজ্ঞানুসারে তাঁহার শিষ্যগণ ধর্ম্মপ্রকাশার্থ যাত্রা করিলেন।

এদিকে রামদাস স্বামী পণ্ঢরপুরে আসিলেন। পথিমধ্যে রাত্রিযোগে যেখানে অবস্থিতি করেন, সেইখানে ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিয়া দেন।

অবশেষে পণ্ঢরপুর আসিয়া পবিত্রস্থান সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী নানাস্থান দেখিতে দেখিতে শিষ্যগণের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। একস্থানে দেখিলেন যে তুকারাম বাবা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। স্বামীজী মনের আনন্দে তাহা শুনিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে তিনি শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ভাই সকল! অতি ভোজনের ফল অতি মন্দ। অতিরিক্ত যাহা ভোজন করিবে তাহা উদরে স্থান পাইবে না, ঢকুকার হইয়া তাহা নির্গত হইবে। কিন্তু হরিনামামৃত পান করিলে কোনরূপ ক্লেশের আশঙ্কা নাই। যতই পান করিবে ততই পান করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া আনন্দে মন পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে। এ অমৃতে কাহারও অরুচি হয় না। এ অমৃত অধিক পরিমাণে পান করিলে অনিষ্ট হওয়া দূরে থাক, আরও প্রভূত মঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব ভাই সকল! মনের সাধে হরিনামামৃত পান কর।' দ্বিতীয় দিবসে রামদাস স্বামী কীর্ত্তন করিলেন।

ইহার পর, স্বামীজী পণ্ঢরপুর ত্যাগ করিয়া চাপড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে তাঁহার শিষ্যগণ নানাস্থান হইতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাদের লইয়া স্বামীজী পরমানন্দে রাম নবমীর উৎসব সমাধা করিলেন। তদনন্তর, তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন।

রামদাস স্বামীকে সর্ব্বদা দেখিতে পান না বলিয়া রাজা শিবাজী অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে রাজধানীর নিকটস্থ কোন স্থানে স্বামীজীকে রাখিতে হইবে। পরেলি পর্ব্বতস্থিত দেবমন্দিরে তাঁহার বাসস্থান স্থির হইল। ১৫৭২ শক (১৬৫০ খৃষ্টাব্দে) হইতে স্বামীজী এইস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এখন হইতে এস্থানটী সজ্জনগড় বলিয়া বিখ্যাত হইল।

কিছুকাল পরে রামদাসের জননীর চরমদশা উপস্থিত হইল। ইহা অবগত হইয়া, স্বামী জম্বুক্ষেত্রে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন, এবং জননীর দেহত্যাগের পর পরেলিতে প্রত্যাগমন করিয়া ধ্যানধারণায় ও রামগুণকীর্ত্তনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি একটী ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজার নিকট সংবাদ গেল যে, স্বামীজী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। শিবাজী অবগত হইবামাত্র একটুকরা কাগজে লিখিলেন যে, তাঁহার সমুদয় রাজ্য রামদাস স্বামীকে অর্পণ করিলেন, এবং এই কাগজটুকু স্বামীজীর ঝুলিতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। একজন রাজভৃত্য তাহাই করিল। স্বামীজী এই কাগজটুকু পাঠ করিয়া রাজাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শিবাজী আগমন করিলে পর, রামদাস স্বামী তাঁহাকে বলিলেন যে, তপস্যা করা ব্রাহ্মণের কার্য্য, এবং রাজ্যভার গ্রহণ ও প্রজাপালন করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। অতএব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তাঁহার উচিত নহে। স্বামীজী আরও বলিলেন যে, রাজার দান তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এখন তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ শিবাজী রাজ্য শাসন করুন। রাজা স্বামীর আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাহা শিরোধার্য্য করিলেন এবং স্বামীজীর পাদুকা লইয়া তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর রাজ্য বলিয়া রাজপতাকাদি গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করাইলেন, এবং সেই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে গৈরিক পতাকা প্রচলিত হইল।

কিছুকাল পরে, রাজা মনে মনে আলোচনা করিলেন যে, রামদাস স্বামী ত রাজধানীতে থাকিলেন না, অতএব তুকারাম বাবাকে আনয়ন করা যাউক। ইহা স্থির করিয়া তিনি একজন কারকুনের দ্বারা, তাঁহার নিকট একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন ও তাঁহাকে আনয়ন জন্য অশ্বাদি প্রেরণ করিলেন। তুকারাম নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাজার পত্রের প্রত্যুত্তর দিলেন। ইহাতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করার কারণ দেখাইলেন এবং রাজাকে কএকটী সদুপদেশ দিলেন। রাজা উপদেশ বাক্যগুলি পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। তাঁহার মন তুকারামের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইল যে, তিনি লোহাগাঁও নামক গ্রামে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

১৬০২ শকে (১৬৮০ খৃষ্টাব্দে) শিবাজী জরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে পীড়া প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার জীবনের আশা রহিল না। এই সময়ে, রামদাস স্বামী তাঁহাকে অনেক ধর্ম্মকথা শুনাইয়াছিলেন। এই শকাব্দের চৈত্রমাসে শিবাজী ভবলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র শম্ভাজী পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রামদাস স্বামী শুনিলেন যে শম্ভাজীর স্বভাব উদ্ধত ও তাঁহার চরিত্র ভাল নহে। এই অবিবেকী রাজাকে কিছু উপদেশ দেওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া, স্বামীজী তাঁহাকে একখানি সদুপদেশপূর্ণ পত্র পাঠাইলেন। এই পত্রখানি পাঠ করিয়া শম্ভাজী বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি পত্রখানির প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, এই অমূল্য উপদেশগুলি পাইয়া

তিনি কৃতার্থ হইলেন, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিবেন।

কিছুকাল পরে, রামদাস পীড়িত হইলেন। ক্রমে অন্ন-জল ত্যাগ করিয়া দেবতার সমক্ষে পড়িয়া রহিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন যে, রোদন করিবার প্রয়োজন কি? কে বলিল তাঁহার মৃত্যু হইবে? তিনি জীবিত রহিবেন, তাঁহার দেহমাত্র রূপান্তরিত হইবে। ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ বলিলেন যে, এখন যেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার দর্শনে ও উপদেশগ্রহণে তৃপ্তিলাভ হইতেছে তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। রামদাস বলিলেন যে, তাঁহার রচিত দাসবোধ ও আত্মারাম গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। এই সময়ে রামদাস স্বামীর পাদুকা স্থাপন করিবার কথা উঠিল। স্বামীজীর আশঙ্কা হইল পাছে শিষ্যগণ শ্রীরামচন্দ্রকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার পূজা করে, এই জন্য তিনি আদেশ করিলেন যে, একটী গহ্বর মধ্যে তাঁহার পাদুকা স্থাপন করিয়া তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। শিষ্যগণ এই আদেশ পালন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তাহার পর, ভজন ও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। স্বামীজী মনের আনন্দে তাহা শুনিতে লাগিলেন এবং নিজেও কএকটী অভঙ্গ গাইলেন। তাহার শেষ অভঙ্গটী এই :—

"এই আশে করিলাম তোমায় ভজন,
আসন্নকালেতে মোরে করিবে রক্ষণ।
জানি আমি ভুলিবে না আমারে কখন,
তোমার স্বরূপ কালে করিয়ে গ্রহণ।
করেছি তোমারে সদা অন্তরে ধারণ,
এখন নিকটে এসে দাও দরশন।
নিষ্কাম ভাবেতে তাই পূজেছি তোমায়,
অন্তিমকালেতে, দেব! স্থান দিবে পায়।"

কথিত আছে যে এই কএকটী অভঙ্গ গীত হইলে পর, শ্রীরামচন্দ্র ঘনশ্যাম মূর্ত্তিতে রামদাস স্বামীর সমক্ষে আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং স্বামীজী তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়া, "জয় জয় রঘুবীর সমর্থ" উচ্চারণ করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। ১৬০৩ শকে (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) মাঘমাসে স্বামীজীর দেহান্তর হইয়াছিল।

রাজা শম্ভাজী এই সংবাদ অবগত হইয়া অতীব ব্যথিত হইলেন। তিনি স্বামীর আদেশানুসারে পরেলিতে একটী শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণ করান ও তাহার নিম্নতলে রামদাসের পাদুকা স্থাপন করেন। প্রতিবৎসর এখানে রামদাস স্বামীর স্মরণার্থ উৎসব হয়।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে, রামদাস স্বামীতে একটী বিশেষ ভাব লক্ষিত হয়। অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় জীবন যাপন করেন, পৃথিবীর লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। তাঁহাদের পবিত্র ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লোকে উন্নত হইতে পারে বটে। কিন্তু, তাঁহারা লোকালয়ে থাকেন না। সকলে তাঁহাদের দেখিতে পায় না। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার হয় না। রামদাস সেরূপ ছিলেন না। তিনি নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যেমন মধ্যে মধ্যে বিজন বনে কিংবা পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে জীবন যাপন করিতেন, আপামর সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিবার জন্য তাঁহার সেইরূপ যত্ন ছিল। তিনি একদেশদর্শী ছিলেন না। তিনি যেমন সামান্য ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেন, তেমনি রাজা শিবাজীকেও উদ্বোধিত করিতেন। প্রাচীনকালের ঋষিগণের ন্যায় তাঁহার আচরণ ছিল। তাঁহারা যেমন মধ্যে মধ্যে নগরে আসিয়া নৃপতিগণকে নানা প্রকার উপদেশ দিতেন, রামদাস স্বামীও সেই প্রকার সাতারায় আসিয়া শিবাজীকে, কি রাজনৈতিক কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা মত উপদেশ প্রদান করিতেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, রাজা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে প্রজার মঙ্গলসাধন হইয়া থাকে। রাজার উন্নতির জন্য তিনি এত দূর পর্য্যন্ত যত্নবান্ হইলেন যে, তাঁহার জন্য "দাসবোধ" নামক একখানি সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আমরা দেখিতে পাই যে পার্থিব পদার্থ সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করাতে অনেক মহাপুরুষ উদ্যমহীন হইয়া পড়েন। কিন্তু, রামদাস স্বামীর ভাব সে প্রকার ছিল না। পরোপকার-সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, এজন্য তিনি নিজে শারীরিক পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় কত স্থানে যে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

রামদুর্গ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র-ভূভাগের পলিটিকাল এজেন্সীর দ্বারা পরিচালিত একটী দেশীয় সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৪০ বর্গমাইল। এই ভূভাগ পর্ব্বত-সানুদেশও সমতলক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। ভূমির মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও উর্ব্বরা। এখানে প্রচুর তুলা, গম, যব, ছোলা, জোয়ার প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। মালপ্রভা নদী এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় স্থানীয় চাষবাসের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। এখানে একপ্রকার মোটা কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কর্ণাটক রাজ্যের নগু্ত দুর্গের ন্যায় ইহাও একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্র-অভ্যুত্থানের প্রারম্ভেই এই দুর্গ মহারাষ্ট্রজাতির হস্তগত হয়। পরে পেশবাগণ এই দুর্গ বর্ত্তমান দুর্গাধিকারীর কোন পূর্ব্বপুরুষের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে, রাজস্বের পরিমাণ অনুসারে এখানকার সর্দ্দারগণ মহারাষ্ট্র-সরকারে ৩৫০ জন অশ্বারোহী সেনা দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ঐ নিয়ম পালিত হয়। পরে হাইদার আলী দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতান পূর্ব্বনিয়ম ভঙ্গ করিয়া সাহায্যকারী সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতে আদেশ করেন। দুর্গাধিকারী তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করায় তিনি গোলাবর্ষণ দ্বারা দুর্গ জয় করিয়াছিলেন এবং ৭ মাস অবরোধের পর নগু্ত দুর্গেশ্বর বেঙ্কটরাওকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অঃ শ্রীরঙ্গপত্তনের অধঃপতনের পর বেঙ্কটরাও মুক্তিলাভ করেন ও পেশবাকর্তৃক দুর্গাধিকার প্রাপ্ত হন, পরে রামরাও ২৬০০০ টাকা রাজস্বের ভূমিসহ রামগড় দুর্গ লাভ করিয়াছিলেন।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে পেশবা বেঙ্কটরাও ও নারায়ণ রাও নামক রামরাওর দুই পুত্রের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। ১৮১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে পেশবা-শক্তির সম্পূর্ণ হ্রাস হইলে আর একটী বন্দোবস্তসূত্রে তাঁহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছিল। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে এখানকার ব্রাহ্মণজাতীয় সর্দ্দার পুত্র নাবালক থাকায় ইংরাজরাজ তাঁহার রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যবিভাগে ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দার বলিয়া গণ্য। ইহার সৈন্যসংখ্যা ৫০ শত জন। ইঁহার দত্তক গ্রহণে অধিকার আছে।

রামদুলাল সরকার (ক্রোড়ীয়ান্), কলিকাতাবাসী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি। কলিকাতার উত্তরপূর্ব্ব উপকণ্ঠস্থ দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি গ্রামে দে বংশীয় কায়স্থকুলে রামদুলালের জন্ম। তাঁহার পিতা বলরাম সরকার তথাকার গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। দরিদ্রতার গভীর গর্ভে নিমজ্জিত থাকিয়া তিনি স্বীয় অদৃষ্টবশে ঐশ্বর্য্যখ্যাতির তুঙ্গশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথমজীবনে দে মহাশয় দুলাল সরকার বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

১৭৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে বর্গীর উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া বলরাম সস্ত্রীক বাসভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। বলরামের পত্নী গর্ভিণী ছিলেন। পথপর্য্যটনক্লেশে ক্রমশঃ তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। কালবশে নির্জ্জন প্রান্তরের বৃক্ষচ্ছায়াতে বাঙ্গালার ভাবী ক্রোড়িয়ান্ জন্মগ্রহণ করেন।

রামদুলাল বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হন। তাঁহার মাতামহী বালকের ভরণপোষণ ভার গ্রহণ করেন। এক সময়ে তাঁহার মাতামহীকে কখন ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা, কখন উপবাস করিয়া কখন বা দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দৈনন্দিন উদরান্নের সংস্থান করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বহু আয়াসের পর, কলিকাতা নিমতলাবাসী বিখ্যাত বণিক্ মদনমোহন দত্তের বাটীতে পাচিকার-কার্য্যে নিয়োজিত হন। ধনীর অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পাচিকার সহিত তাঁহার দৌহিত্রও আশ্রয় পাইল। এতদিনের পর, ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের অন্নকষ্ট বিদূরিত হইল।

মদনবাবু স্বীয় পুত্রগণের সহিত বালক রামদুলালেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বিদ্যাভ্যাসে রামদুলালের অধ্যবসায় দেখিয়া পিতার নিকট লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে মদনবাবুর পুত্রগণ তাঁহার সহিত বিরূপ আচরণ করিতে লাগিল। মদনবাবু এ বিষয় অবগত হইয়া এই অনাথ বালককে নিরাপদ রাখিবার জন্য স্বীয় আপিসে লইয়া গিয়া বসাইয়া রাখিতেন। এই সময়ে রামদুলাল সামান্য মাত্র বাঙ্গালা এবং জাহাজের কাপ্তেন, মেট, মালিম্ প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার উপযোগী ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই আপিসে পদার্পণ হইতেই তাঁহার অদৃষ্টাকাশ পরিষ্কার হইতে থাকে।

আপিসে অবস্থানকালে রামদুলালের সর্ব্বজনপ্রীতিকর আচরণে মুগ্ধ হইয়া মদনবাবু তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি দরিদ্র সন্তানকে বৃথা বসাইয়া রাখিয়া সময় ক্ষেপের পরিবর্ত্তে মাসিক ৫৲ টাকা বেতনের বিল-সরকারের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে স্বীয় প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি স্বীয় কৃতকর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ ১০৲ টাকা বেতনে সিপ্-সরকারের পদ লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহাকে একবার কোন বিশেষকার্য্যের জন্য আপন মনিবের পক্ষ হইয়া Messrs Tulloh & Co'র নিলাম গৃহে উপস্থিত থাকিতে হয়। ঐ সময় একখানি জলমগ্ন জাহাজের নিলাম হইতেছিল। তিনি ঐ মগ্নতরির আমূল ইতিবৃত্ত অবগত না হইয়াও আপন মনের খেয়ালে ১৪ হাজার টাকায় ঐ খানি ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। রামদুলাল যে কার্য্যের জন্য প্রভুর নিকট হইতে টাকা আনিয়াছিলেন, তাহাতে সেই টাকা ভুক্তান না দিয়া, প্রভুর বিনানুমতিতে সেই টাকা দিয়া এক অভিনব লাভের সম্পত্তি খরিদ করিলেন। তখন তিনি আদৌ জানিতে পারেন নাই যে, এরূপ কার্য্যে তাঁহার লাভ বা ক্ষতি কি হইবে, অথবা তাঁহার প্রভু তাঁহাকে কিরূপ লাঞ্ছনা করিবেন। বাল্যো-

চিত্ত মনের আবেগে তিনি যে কার্য্য করিয়া ফেলিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন।

রামদুলাল প্রভুর টাকা হইতে জাহাজের খরিদা মূল্য শোধ দিয়াও লেখাপড়া চুক্তি করিয়া নিলামগৃহ ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ইংরাজ সেই স্থানে আসিয়া নিলামী জাহাজের খরিদদারের সংবাদ প্রার্থনা করিলেন। ঐ ইংরাজপুঙ্গব জাহাজের মূল্য ও তাহার অভ্যন্তরস্থ মাল পত্রের সমুদয় হিসাব রাখিতেন। রামদুলালকে ক্রেতা জানিয়া তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সামান্য ব্যক্তি জ্ঞানে লাভের লোভ দেখাইলেন এবং ঐ ক্রয়-পত্র নামান্তর করিয়া লইতে চাহিলেন। অবশেষে প্রায় লক্ষ মুদ্রায় জলমগ্ন জাহাজ সাহেব বাহাদুর খরিদ করিলেন। মনিবের অর্থে ক্রীত সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্বীয় প্রভুকে জানিয়া রামদুলাল জাহাজ বিক্রয়ের সেই অর্থ লইয়া স্বীয় অন্নদাতা মদনবাবুর নিকট উপনীত হইলেন এবং ঐ অর্থ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ঐ সময়ে রামদুলাল প্রভুর অজ্ঞাতসারে যে তাঁহার অর্থ ভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মদনবাবু রামদুলালের সরলতা, সত্যবত্তা ও জ্ঞানবত্তা উপলব্ধি করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার এই কার্য্যের জন্য অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং তাঁহার অদৃষ্টলক্ষ্মী সুপ্রসন্না জানিয়া তাঁহাকেই সেই লক্ষ টাকা লইতে আদেশ দিলেন। ঐ টাকা লইয়া তিনি আমেরিকাবাসী বণিকগণের এজেন্ট স্বরূপ কার্য্য চালাইতে থাকেন। ঐ টাকা হইতেই তাঁহার ভাবী সমৃদ্ধির সূত্রপাত। ক্রমে তিনি একটী কর্ম্মগৃহ (Firm) স্থাপন করে। উহা পরে "Messrs Ashutosh Dey & Nephew" নামে খ্যাত হয়। পরবর্ত্তিকালে দয়ালচাঁদ মিত্র ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ঐ আপিস চালাইয়া আইসেন।

অতঃপর রামদুলাল News Fairlie Fergusson & Co-র বেনিয়ন্ হন। এই সময়ে রামদুলাল ভাগ্যোন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। বাজারে তাঁহার প্রতিপত্তি অপরিসীম ছিল, তাঁহার নামে সাধারণের হৃদয়ে বিশ্বাস ও সম্ভ্রমের উদ্রেক হইত। তাঁহার দান ও দয়া অতুলনীয় ছিল, তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও কখনও স্বীয় প্রভুবংশের অবমাননা করেন নাই। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে যাইবার কালে তিনি যখন নিমতলার দত্তবাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেন, তখন পদব্রজেই গমন করিতেন। এরূপ কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি তাঁহার জীবনে চিরদিন বর্ত্তমান ছিল।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ কলিকাতায় টাউনহলে চাঁদা সংগ্রহের জন্য যে সভা হয়, তাহাতে তিনি সেই স্থানেই লক্ষমুদ্রা নগদ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ৩০ হাজার টাকা দেন। তিনি স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্রের অন্নকষ্ট কি ভয়ঙ্কর তাহা তিনি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তিনি মুক্তহস্তে দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় বাসভবনে ও বেলগাছিয়ার বাগানে অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে দরিদ্র, অভাবযুক্ত, কন্যাবিবাহ-ব্যয়ক্লিষ্ট বা কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রই আর্থিক সাহায্য পাইত। আপিসে দরিদ্রদিগকে দানের জন্য প্রত্যহ তিনি ১০৲ টাকা দান করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে বারাণসীধামে ত্রয়োদশটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দুলালেশ্বর মন্দির আজিও তাঁহার নামে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এতবড় বাণলিঙ্গ মূর্ত্তি কাশীধামে আর কোথায়ও নাই।

৬৯ বৎসর বয়সে তিনি পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হন এবং অচিরে আরোগ্য লাভ করেন, কিন্তু তজ্জন্য স্নায়বিক শক্তির হ্রাস হেতু ক্রমশঃ তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। অবশেষে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র আশুতোষ (ছাতুবাবু) ও প্রমথনাথ (লাটুবাবু) ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। তাঁহারা পিতার ন্যায় দানশীল হইয়া "বাবু" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রাম দুলালের দুই পত্নী ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অপুত্রক ছিলেন, কনিষ্ঠার গর্ভে উপরোক্ত দুই পুত্র ও পাঁচটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষ সঙ্গীতজ্ঞ ও সেতারবাদক ছিলেন। লাটুবাবুর শারীরিক শক্তির তৎকালে দৃষ্টান্তস্থল ছিল না। রামদুলাল মৃত্যুকালে এক কোটি ২৩ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।

রামদুলাল রায় (দেওয়ান), জনৈক সাধকভক্ত। ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কুলোপাধি নন্দী। কিছুকাল ইনি নোয়াখালির কালেক্টার হেলিডে সাহেবের সেরেস্তায় ছিলেন, পরে ত্রিপুরা মহারাজের দেওয়ান হন। ইঁহার রচিত সাধনাসঙ্গীত গুলিতে বিষাদ, বিরাগ ও ভক্তির পূর্ণ আভাস আছে। নিম্নে তাঁহার রচনার নমুনা দেওয়া গেল।

"ধনাশা, জীবনাশা গেল না সকলি গেল মা।
কুমার যৌবন গত জরা আগমন হল,
* * * অক্ষির গেল মা জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি

মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি,
আছে কাস্তা অভিলাষ, অদর্শনে দেখায় আশ।
মরশনে জরা বলে কি দায় হল॥"

রামছুলিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Elæocarpus aristatus)

রামদূত (পুং) রামস্য দূতঃ। হনুমান্। (শব্দরত্না৹)

রামদূতী (স্ত্রী) রামস্য দূতীব বিষ্ণুপ্রিয়ত্বাৎ। তুলসীবিশেষ। পর্য্যায়—পর্ণপুষ্পী, বিশল্যা, নাগদন্তিকা, কাণ্ডলী, সূক্ষ্মপর্ণী, ভবান্যাহ্বা, ফণিজ্ঝকা। (শব্দচ৹) ২ নাগদন্তী, চলিত নাগদনা। (রত্নমালা) ৩ নাগপুষ্পী। (ভাবপ্র৹)

রামদেব (পুং) রামচন্দ্র।

রামদেব, ১ ধারাধিপতি ভোজদেবের সভাপণ্ডিত। ভোজ-প্রবন্ধে ইঁহার পরিচয় আছে। ২ গুজরাতের শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ১৮শ আচার্য্য। ৩ তত্ত্বদীপিকাপ্রণেতা। শম্ভুর পুত্র ও দামোদর তীর্থের শিষ্য। ৫ যোগবাশিষ্ঠটীকাকার।

রামদেব চিরঞ্জীব, কাব্যবিলাস, মাধবচম্পূ, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, বৃত্তরত্নাবলী ও শৃঙ্গারতটিনী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। রাঘবেন্দ্রের পুত্র ও কাশীনাথের পৌত্র।

রামদেব ন্যায়ালঙ্কার, রামগুণাকর-রচয়িতা।

রামদেব মিশ্র, ১ তত্ত্বকৌমুদী নামে বাসবদত্তার টীকা-রচয়িতা। ২ একজন বৈয়াকরণ। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইঁহার উল্লেখ দেখা যায়।

রামদেব রায়, বিজয়নগরের একজন রাজা। ইনি স্বীয় ভ্রাতা বেঙ্কটপতি এবং বেঙ্কটাদ্রি ও তিরুমল নামক দুইজন সামন্তের সাহায্যে নানাস্থান জয় ও গোলকোণ্ডাপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

রামদেব বীর, বিজয়নগরের একজন রাজা, ইনি ১৩৭২ হইতে ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

রামদ্বাদশী (স্ত্রী) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি।

রামধনুক (দেশজ) বৃষ্টিপাতের পর সূর্য্যোদয়ে মেঘাবৃত আকাশে ধনুকের ন্যায় অৰ্দ্ধগোলাকার যে বিচিত্র বর্ণের রেখাপাত হয় (Rainbow)।

রামধর (পুং) বাসবদত্তা-বর্ণিত জনৈক নায়ক।

রামনগর, অযোধ্যা প্রদেশের বরাবাঙ্কী জেলার একটী পরগণা, ভূপরিমাণ ১১২ বর্গমাইল। এখানকার প্রধান ভূম্যধিকারী রৈকবাড়রাজবংশীয় রাজপুত। উক্ত বংশে রাজা সর্ব্বজিৎ সিংহ (১৮৮৪-৮৬) একজন গুণশালী ব্যক্তি ছিলেন। এখান হইতে বহরমঘাট পর্য্যন্ত পাকারাস্তায় বাণিজ্য কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। বহরমঘাট হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা৹ ২৭° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৮১° ২৬´ ৪০´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে তহসীলী কাছারী ছিল, এক্ষণে ফতেপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

রামনগর, মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলার একটী নগর। মণ্ডলানগর হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে নর্ম্মদা নদীর বাঁকের মুখে অবস্থিত। অক্ষা৹ ২২° ৩৬´ এবং দ্রাঘি৹ ৮০° ৩৭´ পূঃ। চৌরাগড় বুন্দেলাগণের অধিকৃত এবং দেবগড়ের গোঁড়-রাজশক্তির ও মোগলসাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত দেখিয়া গড়া-মণ্ডলার রাজগণ গড়া বা চৌরাগড় অপেক্ষা অধিকতর দুর্গম স্থানে যাইয়া রাজধানী স্থাপনে মানস করেন। তদনুসারে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা হৃদয় শা কর্তৃক রামনগরে রাজপাট স্থানান্তরিত হয়। এখানে ৮ পুরুষ রাজত্ব করিবার পর রাজা নরেন্দ্র শা পুনরায় মণ্ডলায় রাজধানী স্থাপন করেন।

গোঁড়রাজগণের অধিকারকালে এই স্থান নানা সমৃদ্ধিতে ভূষিত হইয়াছিল। রাজা হৃদয় শার মন্ত্রী ভগবৎ রায়ের বাসভবন ও রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ সুদূর বিস্তৃত হইয়া পতিত রহিয়াছে। এখানে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপি আছে। উহাতে ৪১৫ সম্বৎ হইতে রাজা হৃদয় শার রাজ্যকাল পর্য্যন্ত প্রায় ১৩শ শতাব্দের গোঁড়রাজবংশের রাজগণের নাম খোদিত হইয়াছে।

রামনগর, যুক্তপ্রদেশের বারাণসী জেলার চন্দৌলী তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। বারাণসী নগরীর ১ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার অপরপারে অবস্থিত। অক্ষা৹ ২৫°১৫´১৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৮৩° ৪´ ২০´´ পূঃ। এখানে বারাণসীরাজের প্রাসাদ ও প্রাচীন দুর্গ আছে। রাজা চৈৎসিংহের প্রতিষ্ঠিত একটী সুন্দর মন্দির, পুষ্করিণী ও তৎসংলগ্ন উদ্যান অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল, উহা ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত হয়। এখানে স্থানীয় শস্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

রামনগর, পঞ্জাব প্রদেশের গুজরান্‌বালা জেলার উজিরাবাদ তহসীলের একটী নগর। চন্দ্রভাগা নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা৹ ৩২° ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৭৩° ৫০´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রথম ভাগে নূরমহম্মদ নামক জনৈক ছট্টাবংশীয় সর্দ্দার এই নগর স্থাপন করেন। তখন ইহার নাম রসুলনগর ছিল। এই মুসলমানবংশের প্রভাবে ক্রমশঃই নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। অবশেষে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এখানকার ছট্টা-সর্দ্দার গুলাম মহম্মদকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া নগর অধিকার করেন। শিখগণ মুসলমান নামের পরিবর্ত্তে রামনগর নাম রাখেন। ছট্টাবংশের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইলে এখানে অনেক-

গুলি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখনও ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় ইংরাজ সেনা[illegible] লর্ড গাফ এখানে (১৮৪৮খৃঃঅঃ) শেরসিংহের অধীনস্থ শিখসৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। প্রতিবৎসর এপ্রিল মাসে এখানে একটী মেলা হয়।

রামনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

রামনগর, বাঙ্গালার চম্পারণ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৭°৯´৫৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ২২´২´´ পূঃ। এখানে রামনগররাজের প্রাসাদ অবস্থিত থাকায় স্থানীয় সমৃদ্ধি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই রাজবংশের প্রতি প্রীত হইয়া ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেব রাজো-পাধি দান করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট উক্ত সনন্দ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অধিকাংশভাগই রাজার সম্পত্তি।

রামণদুর্গ (রামন মালই), মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বেল্লেরী জেলার সন্দুররাজ্যের অন্তর্গত একটী শৈলাবাস। অক্ষা° ১৫° ৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩০´৩০´´ পূঃ। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজগবর্মেণ্ট সন্দুরের সর্দ্দারের নিকট হইতে এই স্থান প্রাপ্ত হইয়া এখানে রোগগ্রস্ত সেনাদলের থাকিবার আড্ডা করেন। রামণদুর্গ পর্ব্বতের অধিত্যকাভূমে ঐ স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান প্রায় ৩১৫০ ফিট্ উচ্চ।

রামনবমী (স্ত্রী) রামস্য জন্মতিথিরূপা নবমী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ। চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী তিথি। চৈত্রপদে চান্দ্র চৈত্র বুঝিতে হইবে। চান্দ্রচৈত্রের শুক্লা নবমী তিথিতে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য এই তিথিকে রামনবমী কহে। এই নবমী তিথিতে যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে এই তিথি অতিশয় পুণ্যজনক হইয়া থাকে। এই দিনে স্নান,দান ও তর্পণাদি অক্ষয়ফলজনক। এই তিথি সকল অভীষ্ট-দায়িনী, অতএব এই তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক রামের উদ্দেশে পূজাদি বিধেয়। এই নবমী অষ্টমীবিদ্ধা হইলে বর্জ্জনীয়া। নবমীতিথিতে উপবাস করিয়া দশমীতে পারণ করিতে হয়।*

* "চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।
পুনর্ব্বস্বৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা॥
পুনর্ব্বস্বৃক্ষসংযোগঃ স্বল্পোঽপি যদি লভ্যতে।
চৈত্রশুক্লনবম্যান্তু সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা॥
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা।
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ॥
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদ্ভবেদক্ষয়কারকম্।
উপোষণং জাগরণং পিতৃনুদ্দিশ্য তর্পণম্॥
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভীপ্সুভিঃ।
নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

এই নবমী অষ্টমীবিদ্ধা হইলে নিন্দনীয়া, এই অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযোগ হয়, তাহা হইলেও ঐ দিন বর্জ্জনীয়, নক্ষত্রের অত্যাদর হইলেও উহা নিন্দনীয়। এই বিধান বৈষ্ণবদিগের পক্ষে জানিতে হইবে।

অবৈষ্ণবদিগের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা হইলে তাহাতে উপবাসাদি হইবে। নক্ষত্রযোগ বা অযোগে হানি হইবে না।

"সর্ব্বত্র ঋক্ষাদরঃ শুদ্ধায়াং ন বিদ্ধায়াং, অতএব অষ্টমী-বিদ্ধা নবমী সনক্ষত্রাপি নোপোষ্যা। যদা তু পরদিনে একাদশ্যাং দশমী পারণযোগ্যা তদা দশমীযুক্তা নবম্যুপোষ্যা। অবৈষ্ণবৈস্তু অষ্টমীবিদ্ধৈব গ্রাহ্যা, যদা তু পূর্ব্বদিনে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী পরতো দশমীযুতা নবমী একাদশীদিনে চ ন পারণযোগ্যা দশমী তদা নক্ষত্রযোগাযোগেঽপ্যষ্টমীবিদ্ধৈব গ্রাহ্যা, পরদিনে দশম্যামেব পারণম্। (তিথিতত্ত্ব)

যদি পূর্ব্বদিনে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী এবং পরদিনে দশমীযুক্তা নবমী এবং একাদশীদিনে পারণযোগ্যা দশমী না থাকে, তাহা হইলে অষ্টমীযুক্ত নবমীতে ব্রতোপবাসাদি হইবে। পুরাণমতে, যে ব্যক্তি শ্রীরামনবমীর দিন উপবাস ও ব্রতাদি না করে, তাহার কুম্ভীপাক নরকে বাস হইয়া থাকে। ইহাতে পাপশ্রুতি থাকায় বাল, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত এই ব্রত সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

"প্রাপ্তে শ্রীরামনবমীদিনে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ।
উপোষণং ন কুরুতে কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে॥
যস্তু রামনবম্যান্তু ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ।
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শ্রীরামনবমীদিনে শালগ্রাম-শিলাতে তুলসীপত্র দ্বারা রাম-চন্দ্রের পূজা করিলে কোটি গুণ ফল লাভ হয়।

"শালগ্রামশিলায়াঞ্চ তুলসীদলকল্পিতা।
পূজা শ্রীরামচন্দ্রস্য কোটিকোটিগুণাধিকা॥" (তিথিতত্ত্ব)

রামনবমীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। চান্দ্রচৈত্রের শুক্লানবমীতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। রামনবমীর দিন প্রাতঃ-কালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া প্রথমে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হইবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীরাম-নবমীব্রতমহং করিষ্যে" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

মন্ত্র—"ওঁ উপোষ্য নবমীন্ত্বদ্য যামেষ্বষ্টসু রাঘব।
তেন প্রীতো ভব ত্বং ভোঃ সংসারাৎ ত্রাহি মাং হরে॥"

পরে ঘট বা শালগ্রাম-শিলাদিতে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা

করিতে হয়। পূজাবিধানানুসারে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি ও গণেশাদি দেবতাপূজা করিয়া নিম্নোক্ত ধ্যানে রামচন্দ্রের পূজা করিতে হয়।

ধ্যান—"ওঁ কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীলসমপ্রভম্।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষণতৎপরম্॥
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভম্।
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্॥"

এই ধ্যান করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। স্নান ও পুষ্পাঞ্জলিতে কেবল বিভিন্ন মন্ত্র আছে।

স্নানমন্ত্র—
"ওঁ ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চ যমশ্চৈব নৈর্ঋতো বরুণো মরুৎ।
কুবের ঈশো ব্রহ্মা চ দিক্‌পালাঃ স্নাপয়ন্তু তে।"

পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র—
"ওঁ রামস্য জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতর্নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। পরে 'ওঁ দশরথায় নমঃ' বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা দশরথকে পূজা এবং 'ওঁ রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ রৈং কবচায় হুং, ওঁ রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ওঁ রঃ অস্ত্রায় ফট্' এই সকল মন্ত্রদ্বারা ষড়ঙ্গের পূজা করিতে হয়। এইরূপে পূজা করিয়া হনুমান্, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, শত্রুঘ্ন, জাম্ববান্, সুমন্ত্র, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, অশোক, ধর্ম্মপাল, ধূম্র, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, অনন্ত, ব্রহ্মা, ইহাদিগকে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে 'ওঁ সীতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে সীতাকে পূজা করিয়া বজ্র, শক্তি, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা, শূল, চক্র, পদ্ম ইহাদিগকে পূজা করিবে। পরে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রামচন্দ্রের জন্ম ভাবনা করিতে হয়।

"ওঁ উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাস্তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসুদিনে মেষং গতে পূষণি।
নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-
রাবির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ।"

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভাবনা করিয়া অশোকপুষ্প ও তণ্ডুলদূর্ব্বাদি দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া—

"ওঁ দশাননবধার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
দানবানাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং রামো জাতঃ স্বয়ং হরিঃ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতো মম॥"

এই মন্ত্রে দিতে হইবে। পরে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ব্রতের কথা শুনিতে হয়। কথা শুনিবার পূর্ব্বে ভোজ্যোৎসর্গও করা বিধেয়।

ব্রতকথা।

পুরৈকদা সুখাসীনং ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্।
সহসাগত্য তত্রৈব সনকঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ॥

সনক উবাচ—
রাজা দশরথো নাম রাজ্ঞ্যা কৌশল্যয়াপি বা।
কস্মাৎ কর্ম্মবশাল্লব্ধঃ পুত্রোঽসৌ জগতাং পতিঃ।
দূর্ব্বাদলশ্যামরামো বিস্তার্য্য কথয়স্ব মে॥

ব্রহ্মোবাচ—
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস জগতাং হিতকারকম্।
পুরা রাজা দশরথঃ কৌশল্যা চ সমাহিতঃ॥
জজাপ মন্ত্রং দুর্গায়াঃ শিবস্য চ বিশেষতঃ।
তয়োর্জপেন তুষ্টঃ সন্ শিবঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ॥

দশরথ উবাচ—
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া।
অদ্য মে সফলং চক্ষুর্যত্ত্বমবলোকিতঃ॥

শ্রীশিব উবাচ—
কিন্তে কাম্যং মহারাজ কথয়স্ব দদামি তৎ।

দশরথ উবাচ—
দেবদেব হ্যপুত্রোঽহমিতি দুঃখেন দুঃখিতঃ।
চিরং বিচার্য্য মনসা শিবারাধনতৎপরঃ॥
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবস্তমুবাচ দয়াপরঃ।
কুরু রাজন্ বংশযজ্ঞং ততস্তে জগতাং পতিঃ॥
শ্রীরামনামা পুত্রোঽসৌ কৌশল্যায়াং ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা তং দেবদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
ইতি রুদ্রমুখাচ্ছ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুখী।
ততশ্চক্রে বংশযজ্ঞং স্বদেব্যা সহ তৎপরঃ॥
ততঃ কালে মহারাজ্ঞী গর্ভং ধত্তে মনোহরম্।
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাং শোভনে দিনে।
অতিপুণ্যে সুসংলগ্নে জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ॥
পুনর্ব্বস্বৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা।
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা॥
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ।
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদেবাক্ষয়কারকম্॥
উপোষণং জাগরণং পিতৄনুদ্দিশ্য তর্পণম্।
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভীপ্সুভিঃ॥
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ।

জপেদেকান্ত আসীনো যাবৎ স্যাদ্দশমীদিনম্ ॥
তেনৈব স্যাৎ পুরশ্চর্য্যা দশম্যাং ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
ভক্ষ্যভোজ্যৈর্বহুবিধৈর্ভক্ত্যা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥
কৃতকৃত্যো ভবেত্তেন সন্তো রামঃ প্রসীদতি।
যস্তু রামনবম্যান্তু ভুঙ্‌ক্তে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ ॥
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
কুর্য্যাৎ রামনবম্যাং য উপোষণমতন্দ্রিতঃ।
ন শেতে মাতৃজঠরে স্বয়ং রামো ভবেত্তু সঃ ॥
শ্রীরামনবমী নাম পুণ্যাৎ পুণ্যতমব্রতম্।
ইতি শ্রুত্বা সুসন্তুষ্টঃ সনকঃ পুনরব্রবীৎ ॥

সনক উবাচ—

বিধিনা কেন কর্ত্তব্যং বদ মে কমলোদ্ভব।

ব্রহ্মোবাচ—

ব্রতপূর্ব্বদিনে স্নাত্বা সকৃদ্‌ভুক্ত্বা নিরামিষম্।
ত্যক্ত্বা চ যোষিৎশয়নং শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কৃত্বা প্রাতঃক্রিয়াং ততঃ।
প্রাতঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সঙ্কল্পং বিধিবচ্চরেৎ ॥
প্রতিমায়াং ঘটে বাপি পটে বা যন্ত্রতোঽপি বা।
শালগ্রামশিলায়ান্তু তুলসীদলকল্পিতা ॥
পূজা শ্রীরামচন্দ্রস্য কোটি কোটি গুণাধিকা।
কৌশল্যা পূজনীয়াদৌ রাজা চৈব ততঃ পরম্ ॥
ষড়ঙ্গং পূজয়েত্তত্র লক্ষ্মণাদীন্ বিশেষতঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা পরিবারাংস্ততঃ পরম্ ॥
ততো গ্রহাংশ্চ দিক্‌পালান্ গণেশাদীন্ প্রপূজয়েৎ।
ততো মধ্যাহ্নগে সূর্য্যে তজ্জন্ম ভাবয়েৎ ব্রতী।
উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাস্তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্বসুদিনে মেষং গতে পূষণি।
নির্দ্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-
রাবির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎ কিঞ্চিদেকং মহঃ ॥
ততো বাদ্যাদিকং কৃত্বা দদ্যাদর্ঘ্যং বিশেষতঃ।
মূলমন্ত্রেণ দদ্যাদ্বৈ ভক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ॥
এবমষ্টসু যামেষু অষ্টধা পূজয়েৎ ব্রতী।
ইতিহাসকথাং শ্রুত্বা গীতনৃত্যৈর্নিশাং নয়েৎ ॥
ততঃ পরদিনে প্রাতঃস্নানং কৃত্বা বিধানতঃ।
রামং দূর্ব্বাদলশ্যামং ভক্ত্যা শক্ত্যা প্রপূজয়েৎ ॥
দক্ষিণাং বিধিবদ্দত্বাদচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ।
ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ স্বয়ং পারণমাচরেৎ ॥
যামেষু শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যাহে চ বিশেষতঃ।
বহুপুত্রী ধনাঢ্যশ্চ অন্তে ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ ॥
সংগ্রামে বৈরিণো হত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
রাজদ্বারে মহাঘোরে সংগ্রামে শক্রসঙ্কুলে ॥
দূর্ব্বাদলশ্যামরামস্তস্য রক্ষাকরো ভবেৎ।
ভক্ত্যা যঃ শৃণুয়াদ্রোগী উল্লাসঃ স ভবেৎ সদা ॥
বন্ধ্যা পুত্রবতী সাধ্বী পতিচিত্তানুসারিণী।
সপত্নীদর্পদলনী সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
দরিদ্রো লভতে বিত্তং ভীতো ভবতি নির্ভয়ঃ।
যজ্ঞদানতপাংস্যস্য তীর্থস্নানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥
ন রামনবমীনামব্রতস্যৈককলা সমা।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥
শিষ্টায় ভক্তিযুক্তায় শুচয়েঽপি প্রদাপয়েৎ।
শঠায় পরতন্ত্রায় বিকত্থনরতায় চ ॥
ভ্রমাদপি ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্।
ময়ৈতৎ কথিতং বৎস তব স্নেহাৎ ব্রতোত্তমম্ ॥”
ইতি শ্রীব্রহ্মসনকসংবাদে শ্রীরামনবমীব্রতকথা সমাপ্তা।

পরে ব্রতাঙ্গ ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি বিধেয়। এই ব্রত-প্রভাবে ইহলোকে সকল প্রকার সুখসৌভাগ্য এবং অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রামনাথ (পুং) রামচন্দ্র।

রামনাথ, কএকজন সুপণ্ডিতের নাম। ১ অদ্বৈতজ্ঞানসর্ব্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মুকুন্দ মুনির গুরু। ২ কারিকাবলীটিপ্পণ, তর্কসংগ্রহটিপ্পণ, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটিপ্পণ ও মঙ্গলবাদটিপ্পণ নামক গ্রন্থরচয়িতা। ৩ নরপতিজয়চর্য্যা-টীকাপ্রণেতা। ৪ মুক্তাবলী নামে মেঘদূত-টীকাকর্ত্তা। ৫ বৈষ্ণমনোৎসবটীকা ও বৈষ্ণবিনোদটীকারচয়িতা। ৬ রাম চম্পূপ্রণেতা। ইনি রঘুনাথ দেবের পুত্র।

রামনাথ চক্রবর্ত্তী, কাতন্ত্রবৃত্তিপ্রবোধ নামক ব্যাকরণটীকা-গ্রন্থপ্রণেতা।

রামনাথ চৌবে, বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখরটীকা, বৃহদ্বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত-ভূষণটীকা ও বৃহদ্বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষাটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি মীর্জাপুরের প্রসিদ্ধ চৌবেবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, নবদ্বীপবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। তিনি "বুনো রামনাথ" নামে সাধারণে প্রসিদ্ধ। রামনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বহু দূরদেশ হইতে শত শত ছাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে আসিত, রামনাথ নিতান্ত দরিদ্র ও নিঃস্বম্বল ছিলেন। তিনি ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিয়া শিক্ষাদানে অসমর্থ একথা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ছাত্রগণ তাঁহার শিক্ষাকৌশলে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা নিজ হইতে যৎসামান্য ভরণপোষণ

চালাইয়া তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিতে থাকে। সে সময়ে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান অধ্যাপক মাত্রেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন। তাঁহারা রামনাথকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভিক্ষালব্ধ অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করা অতীব অপমানজনক মনে করিয়া কাহারও নিকট কখনও কিছু প্রার্থনা করেন নাই। নগরের ভোগবিলাসে পাছে তাহার অভাব বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি নবদ্বীপের প্রান্তভাগে একখানি সামান্য কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার সরলা পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী অপর কিছু না জুটিলে তেঁতুল পাতা সিদ্ধ দিয়া ভাত জোগাইতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাংসারিক অসচ্ছলতা জানিতে পারিয়া নিজে একদিন তাঁহার কুটীরে পদার্পণ করেন এবং তাঁহার সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি দান করিতেও অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু রামনাথ কিছুতেই বৃত্তি লইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে নবদ্বীপপতি রামনাথের পত্নীকে গিয়া ধরেন। ব্রাহ্মণী সে সময় রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'বাছা! আমার ত কিছুরই অভাব নাই, আমার পরিবার সাড়ী আছে, বাড়ীতে তেঁতুল গাছ আছে, বিশেষতঃ যখন আমার হাতে নোয়া আছে, তখন আর অভাব কিসের?" ব্রাহ্মণীকেও প্রলুব্ধ করিতে না পারিয়া শেষে রাজা রামনাথের নিকট আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার দান গ্রহণে বাধ্য করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত রামনাথ আরও অনেক সম্ভ্রান্ত রাজা মহারাজের দান অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তিনি সরল, বিনয়ী, বিদ্যানুরাগী ও নিরহঙ্কার ছিলেন।

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, একজন বিখ্যাত টীকাকার। ইনি অভিজ্ঞান-শাকুন্তলটীকা, কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ, স্মৃতিরত্নাবলী, দায়ভাগবিবেক বা দায়রহস্য এবং ১৬২৩ খৃঃ অঃ সংস্কারপদ্ধতিরহস্য নামে ভবদেবকৃত সংস্কারপদ্ধতির টীকা ও ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিকাণ্ডবিবেক নামে অমরকোষটীকা প্রণয়ন করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি কাতন্ত্ররহস্য, কাব্যরহস্য, লীলাবতীরহস্য, শব্দার্থরহস্য, সময়রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ উদ্ধৃত।

রামনাথ সিদ্ধান্ত, ষট্‌চক্রক্রমদীপিকা নামে পূর্ণানন্দকৃত ষট্‌চক্রক্রমের টীকা-রচয়িতা।

রামনাথ হোসলাধীশ্বর, দেবগিরির একজন রাজা, ১২৭৩ হইতে ১৩১০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত রাজত্ব করেন। ইনি সামবেদ-ভাষ্যপ্রণেতা ভরতস্বামীর প্রতিপালক ছিলেন। ইঁহার অপর নাম রামচন্দ্র। [যাদব-রাজবংশ দেখ।]

রামনাদ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। অক্ষা০ ৯° ৩´ হইতে ১০° ২´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮° হইতে ৭৯° ২৪´ পূঃ। ইহার উত্তর সীমায় শিবগঙ্গা ও তিরুমঙ্গলম্, পূর্ব্বে তাঞ্জোর ও পক্‌প্রণালী, দক্ষিণে মান্নার উপসাগর ও পশ্চিমে তিন্নেবল্লী জেলা।

এখানকার সর্দ্দারগণ মরাবর জাতির পূজ্য ও প্রধান; বর্ত্তমান পোকলুর গ্রামে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে রামনাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় পোকলুর নগর শ্রীহীন হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দে সর্দ্দারেরা রামনাদে আসিয়া পরিখা, প্রাচীর ও দুর্গাদিদ্বারা নগর সুরক্ষিত করেন। ঐ প্রাচীর মৃত্তিকানির্ম্মিত এবং ২৭ ফিট উচ্চ ও ৫ ফিট প্রস্থ। এক্ষণে ঐ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও পরিখা বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাভ্যন্তরে রাজ-প্রাসাদ ছিল।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজা তিরুমলের মৃত্যুর পর, দাক্ষিণাত্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। রামনাদের সেতুপতি রাজগণ এই সময়ে নির্ব্বিরোধে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভে এখানে উপর্য্যুপরি কএকবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় মহামারীতে রাজ্য উৎসন্ন যায়। তাহাতে আবার গৃহবিবাদে রামনাদরাজ্য ছারখারে যাইবার উপক্রম হয়। অবশেষে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য দুইভাগ করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে ৩/৫ অংশ ও বিদ্রোহী জনৈক সামন্তকে ২/৫ অংশ বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই সামন্তরাজ শিবগঙ্গরাজ নামে পরিচিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে আর্কটরাজের অধীনস্থ পলিগারগণকে ইংরাজাধিকারে আনিবার জন্য ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল মার্টিন রামনাদ অধিকার ও রাজস্ব নির্দ্ধারণ জন্য গমন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বন্দীভাবে তাঁহাকে মান্দ্রাজে পাঠান হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ উক্ত রাজার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। ঐ সময়ে রাজস্বের হার মোট আদায়ের ২/৩ অংশ নির্দ্দিষ্ট হয়।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। প্রাচীন নাম রামনাথ-পুরম্। অক্ষা০ ৯° ২২´ ১৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮° ৫৪´ ৯´´ পূঃ। রামেশ্বরে যাইবার যাত্রীদিগের জন্য এখানে চটী আছে। এখানকার রাজগণের উপাধি সেতুপতি অর্থাৎ তাঁহারাই রামেশ্বর-সেতুবন্ধের একমাত্র অধিকারী। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জেনারল স্মিথ এই নগর অধিকার করেন।

রামনামব্রত (ক্লী) রামনাম এব ব্রতং। রামনামরূপ ব্রত, কেবল রামনাম জপ করা।

রামনারায়ণ (পুং) বৈয়াকরণভেদ।

রামনারায়ণ, অনুমিতিনিরূপণ, তত্ত্ববোধ, তত্ত্বানুসন্ধানটীকা, পঞ্চদশীটীকা, ভগবদ্গীতাপ্রকাশিনী, বনমালিকীর্ত্তিচ্ছন্দোমালা, বিজ্ঞাননৌকাটীকা, সফলবৃত্তি, সর্ব্ববেদার্থনির্ণয়টীকা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ২ গুরুচন্দ্রোদয়কৌমুদীরচয়িতা। ৩ প্রমিতাক্ষরা নামে মুহূর্ত্তচিন্তামণির টীকাকার।

রামনারায়ণ (রাজা), পাটনার জনৈক হিন্দু শাসনকর্ত্তা। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজা জানকী রামের মৃত্যু হইলে নবাব তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়কে খেলাৎ দিয়া সমবেদনা জানান। তিনি ঐ সময়ে রাজা দুর্ল্লভরামকে সেনাপরিসংখ্যার দেওয়ানীতে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করেন এবং রাজা রামনারায়ণকে পাটনার নায়েব-নাজিমের কার্য্য দেন।

বেহারের নায়েব-নাজিম রাজা রামনারায়ণ সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে বঙ্গের সমুদায় ষড়যন্ত্র হইতে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রতিপালক আলীবর্দ্দী খাঁর নাম স্মরণ করিয়া তিনি নবাব-দৌহিত্রের সম্পূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সিরাজপ্রেরিত ফরাসী সেনানী লা তাঁহার সহিত মিলিত হইলে, পাটনায় রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কায় মীরজাফর ক্লাইবের সহিত পরামর্শ করিয়া মেজর কুটকে তথায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন। রামনারায়ণ বিবাদ পরিহারমানসে ইংরাজসৈন্যের উপস্থিতির পূর্ব্বেই ফরাসী সেনাদলকে অযোধ্যা-নবাবের রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। রামনারায়ণের সহিত গোলযোগ বাধাইয়া তাঁহাকে ছলে বলে রাজ্যচ্যুত করাই পরামর্শ স্থির ছিল। কুটও সেইরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু রামনায়ণ বশ্যতাভাব প্রদর্শন করায় সে আদেশ রহিত হয়।

সিরাজের শাসনে উত্ত্যক্ত মীরজাফর ও রাজা দুর্ল্লভরাম পরস্পরে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়েই তৎকালে আপন আপন স্বার্থ সাধনে ব্যাপৃত। কাজেই মীরজাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তিতে তাঁহার কোন লাভ হইল না বা অপরিমিত প্রভুত্ব চলিল না দেখিয়া মন্ত্রিবর নানা মন্ত্রণাজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। একে অর্থকৃচ্ছ্রতা, তাহাতে দুর্ল্লভরামের ষড়যন্ত্র এবং রামনারায়ণের ভাবগতিকও বিশেষ আশাপ্রদ নহে, লক্ষ্য করিয়া মীরজাফর প্রতিবিধানের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ইংরাজের গুপ্তচরের হস্তে রামনারায়ণের নিকট আলীবর্দ্দী বেগমের প্রেরিত পত্র ধরা পড়ে। উহাতে অযোধ্যার নবাবের সহিত রামনারায়ণের এক যোগ হইয়া মীরজাফরকে বিতাড়িত করিবার প্রস্তাব ছিল।

ওয়াট্সের মধ্যস্থতায় মীরজাফর রাজা দুর্ল্লভরামের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া বেহার যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। রাজমহলে আসিয়া সমস্ত বিদ্রোহের উপশম হওয়ায় তিনি পাটনা-যাত্রার প্রস্তাব করিলেন। ক্লাইবও অবসর বুঝিয়া পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত টাকার দাবী করিয়া বসিলেন। ক্লাইবের আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া মীরজাফর দুর্ল্লভরামকে ডাকিলেন। ক্লাইবের অনুরোধপত্র পাইয়া রায়দুর্ল্লভ সদলে উপনীত হইলেন। ইংরাজপক্ষের প্রাপ্য ২৩ লক্ষ ও পরবর্ত্তী কিস্তির ১৯ লক্ষ টাকার জন্য তন্খার ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে কলিকাতার দক্ষিণে কোম্পানীর জমিদারীর জন্যও ফরমান্ প্রদত্ত হয়।

রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় সহোদর মীর কাজেম খাঁকে বেহারের রাজ্যভার অর্পণ করাই মীরজাফরের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু দুর্ল্লভরামের পরামর্শানুসারে ক্লাইব নবাবকে বুঝাইলেন যে,রামনারায়ণের সেনাদল অল্প নহে,অযোধ্যার নবাবের সাহায্যলাভের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, ইহার উপর যদি মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্য পান,তাহা হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আর যদি ফরাসী দল আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইংরাজ-দলকে আত্মরক্ষার্থ কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং কালক্ষেপ করিয়া নূতন বন্দোবস্তের চেষ্টার পরিবর্ত্তে উভয়ের মধ্যে মিলনই যুক্তিযুক্ত। ক্লাইবের পরামর্শের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর না পাইয়া অগত্যা মীরজাফর মিলনপ্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

অতঃপর সৈন্যসহ মীরজাফর পাটনা যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে সদলে ক্লাইব, মধ্যে ১০ সহস্র সেনাসহ রাজা দুর্ল্লভরাম ও সর্ব্ব পশ্চাতে ৪০ হাজার সৈন্য মহাসমারোহে,পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইল। রামনারায়ণ পূর্ব্বেই আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ক্লাইবের মিলনাত্মক পত্র পাইয়াই তিনি প্রথমে ক্লাইব ও পরে ওয়াট্সের সহিত নবাবের নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে মরাঠা দলপতিগণের প্রেরিত লোক পাটনায় আসিয়া ২০ লক্ষ টাকা বাঙ্গালার চৌথের জন্য দাবী করিল। অর্থশূন্য নবাব এই কারণে শীঘ্রই রামনারায়ণের সহিত মিলন-সাধন করিতে বাধ্য হইলেন। রামনারায়ণ নবাবশিবিরে উপনীত হইয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পাটনায় মীরজাফর খাঁর দরবার বসিল। মীরণ নামে নবাব রহিলেন। রামনারায়ণ ডেপুটী নবাবপদে স্থায়ী থাকিয়া নবাবের নিকট হইতে বহুমূল্য খেলাৎ উপহার পাইলেন। এই উপলক্ষে বাকী টাকা প্রভৃতি উল্লেখে তাঁহাকে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে শাহাজাদা বঙ্গাক্রমণ মানসে বেহার সীমান্তে আগমন করেন। শাহাজাদা ফরাসী সেনানী লাকে ছত্রপুর

হইতে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। বেহারের ডেপুটী নবাব রামনারায়ণ একণে বিষম সমস্তায় পড়িলেন। নবাবী সৈন্য বা ইংরাজসৈন্য তখনও মুর্শিদাবাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন নাই। নবাব পক্ষ জয়ী হইলে তাঁহার সমূহ বিপদ্ ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি শাহাজাদার সহিত সম্মিলিত হইতে সাহস করিলেন না। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি পাটনা-কুঠীর অধ্যক্ষ আমিয়টের সহিত কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য গমন করেন। পরামর্শে স্থির হইল, ইংরাজ-সৈন্য না আসা পর্য্যন্ত তিনি মিলনের প্রস্তাব পাঠাইয়া শাহাজাদাকে প্রবোধ দিতে থাকুন, পরে যাহা ভাল বোধ হয় করিবেন। এইরূপ ভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল। তিনি শাহজাদার শিবির পর্য্যন্ত গিয়া বশ্যতা স্বীকারের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে শাহাজাদার দল পাটনা অবরোধ করিল। রামনারায়ণ উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া নগররক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সন্ধির প্রস্তাব চলিতে লাগিল। বঙ্গ হইতে সাহায্যার্থ সৈন্যাগমন সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া তিনি নগররক্ষার্থ শাহাজাদা শাহ আলমের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বাদশাহী দল নগর আক্রমণে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। শাহাজাদা একণে অর্থাভাবে বিপন্ন, সৈন্যদল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইতেছে দেখিয়া,তিনি কিছু অর্থ প্রদান করিলে এ প্রদেশ ছাড়িয়া যাইবেন এই মর্ম্মে ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে মীরণকে ভুলাইয়া পাটনায় পাঠাইয়া ক্লাইব ও রামনারায়ণ জমিদারবর্গের সহিত সমুদয় বন্দোবস্ত স্থির করিলেন। শাহাজাদার নিকট ১০ সহস্র মুদ্রা প্রেরিত হইল। অনন্তর সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ক্লাইব কলিকাতায় ফিরিলেন।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে শাহ আলম্ দ্বিতীয়বার বাঙ্গালা আক্রমণে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ডেপুটী নবাব রামনারায়ণ ইংরাজদলের সহিত বঙ্গীয়সৈন্যের আগমনে কতক আশ্বস্ত হইয়া আত্মরক্ষার উপায় ও স্বীয় সেনাদলের সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। ১৯এ জানুয়ারী বঙ্গীয়সৈন্য শাকড়ীগালীতে আসিয়া উপনীত হইলে নবীন বাদশাহ পাটনার নিকটবর্ত্তী হইলেন। রাজা রামনারায়ণও বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি জমিদারবর্গকে সদলে আহ্বান করিয়া ও নূতন সেনাদল সংগ্রহ করিয়া পাটনার বহির্ভাগে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। কেবল নবাবের আদেশ মত বঙ্গীয়সৈন্যের আগমন পর্য্যন্ত কালক্ষেপ করিতেছিলেন। কিন্তু প্রতিদিন উভয় সৈন্যের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছিল। রহিম খাঁ রোহিলার অধীনস্থ অগ্রগামী বঙ্গীয় অশ্বারোহিদল রাজার সহিত আসিয়া মিলিত হইল। রাজা রামনারায়ণ ৯ই ফেব্রুয়ারী মসিমপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে স্বীয় সৈন্যদলকে অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রামনারায়ণ পরাভূত হইলেন।

শাহ আলমের পক্ষে দীলার খাঁ ও আসালৎ খাঁ যুদ্ধে নিহত হন। জমিদার পালোয়ান সিংহ ও অপর দু'একজন পূর্ব্বেই বাদশাহ পক্ষে যোগদান করিয়াছিল, কেহ বা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। রহিম খাঁ ও রাজা মুরলীধর কামগার খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হন এবং রাজা রামনারায়ণ কামগারের বর্শাঘাতে আহত হইয়া হস্তিপকের কৌশলে নগর মধ্যে পরিচালিত হন ও তথায় আশ্রয় লাভ করেন। যুদ্ধের শেষাবস্থায় রাজার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া কাপ্তেন কক্রেন্ প্রভৃতি কএকজন ইংরাজসেনানী নিহত হন।

যুদ্ধ-জয়ের পর বাদশাহ হতব্যক্তিগণের কবর দিবার আদেশ দেন, এই বিলম্বহেতু পাটনানগর রক্ষা পায়। রামনারায়ণ আহত হইলেও এই সময়ে যথেষ্ট ক্ষিপ্রকারিতার সহিত নগররক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন ও স্বয়ং আহত বলিয়া বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইতে অক্ষম জানাইয়া সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। বাদশাহীদল কএকদিন নগরের চতুষ্পার্শ্ব লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এবার পূর্ব্ব হইতে নগররক্ষার বন্দোবস্ত করায় রাজা রামনারায়ণ বাদশাহ-কর্ত্তৃক পাটনা অবরোধ হইতে পরিত্রাণ পান। সমবেত বঙ্গীয় সেনাদলের সহিত যুদ্ধে বাদশাহী সেনাদল পরাভূত হইল।

নবাব মীরকাসিম বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইয়া রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া নূতন নবাবের অর্থপিপাসা বর্দ্ধিত হইল। তিনি তাঁহার ভাণ্ডার হস্তগত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। বাদশাহ চলিয়া গেলে মীরকাসিম রামনারায়ণের নিকট হইতে বেহার-প্রদেশের সমগ্র হিসাব চাহিয়া বসিলেন। রামনারায়ণ পদচ্যুত হইলে নবাবীপদ পাইবার আশায় রাজবল্লভ নবাবের অনুগত হইয়া হিসাবনিকাশ পরিদর্শনের কার্য্যভার লইলেন। কূটনীতিজ্ঞ রাজা রামনারায়ণ নানা ছলে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তিনি ইংরাজসেনাপতিদ্বয়কে স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, ক্লাইবের সহিত বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া ভান্সিটার্ট কর্ণেল কুটকে পাটনা-গমনকালে হিসাব নিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দেন। সেনাপতিদ্বয় রামনারায়ণকে নবাবের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার পক্ষেই সহায়তা করিয়াছিলেন।

এ দিকে মীরকাসিম রামনারায়ণের প্রভূত অর্থভাণ্ডার ও সরকারী রাজস্বের অপব্যবহার-কথা রঞ্জিত করিয়া ইংরাজ-গবর্ণরকে লিখিলেন এবং জানাইলেন যে রামনারায়ণ প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, সুতরাং ইংরাজপক্ষের টাকা পরিশোধ করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। ভান্সিটার্ট টাকার লোভে নবাবের কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাহা না হইলে বেহারপ্রদেশে ক্রমাগত যুদ্ধকার্য্য চালাইতে রামনারায়ণ এত টাকা কোথা হইতে পাইলেন? ভান্সিটার্ট ও তাঁহার মতাবলম্বী সদস্যত্রয় যেমন নূতন নবাবের পক্ষসমর্থনে অভিলাষী, তাঁহার প্রতিপক্ষদলও সেইরূপ নূতন নবাবের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর। উভয়পক্ষের মতভেদে রামনারায়ণের হিসাবপ্রদান ঘটিয়া উঠিল না। ক্রমশঃ ইংরাজসেনাপতি ও নবাবের মধ্যে ঈর্ষা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

শাহআলম্ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, নবাব পাটনাদুর্গে যাইয়া বাদশাহের নামে খুৎবাপাঠ ও মুদ্রাপ্রচার করিবেন এই পরামর্শ করিয়া তিনি ইংরাজসেনাপতিকে দুর্গদ্বার হইতে সিপাহী ও ইংরাজ-রক্ষীদিগকে সরাইতে আদেশ দিলেন। কুট ইংরাজরক্ষীদের না সরাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "ইহারা নবাবের অধীন সৈন্য, তাঁহার আদেশ পালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত।" নবাব এই অপমানজনক অবস্থায় দুর্গে প্রবেশ করিয়া খুৎবা পাঠ বা মুদ্রাপ্রচার করিতে সম্মত হইলেন না। রামনারায়ণের পক্ষ হইতে সেনাপতিকে বুঝান হইল, নবাব বলপূর্ব্বক পাটনা অধিকারে সঙ্কল্প করিয়াছেন। নবাবের সেনাদলের একাংশ রাত্রিতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় সেনাপতির সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত নবাবের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কুটের ব্যবহারে মীরকাসিম আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি সেনাপতির দুর্ব্যবহার ও রামনারায়ণের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া ভান্সিটার্টকে বিচলিত করিলেন এবং লিখিলেন, রামনারায়ণ নবাবের অজ্ঞাতসারে বাদশাহের নামে সিক্কা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছে, সুতরাং যদি আমাকে সুবাদারী পদে রাখিতে হয়, তাহা হইলে রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিয়া অবিলম্বে হিসাবনিকাশের আদেশ দিন।

গবর্ণর ভান্সিটার্টের আদেশে পাটনাকুঠীর অধ্যক্ষ মাগেয়ারের কর্তৃত্বাধীনে ও কাপ্তেন কার্ষ্টেয়ারের অধিনায়কতায় ক্ষুদ্র একদল ইংরাজসৈন্য ও সিপাহী রাখিয়া কুট ও কার্ণাক কলিকাতায় আনীত হইলেন। ইংরাজদল পাটনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবামাত্রই মীরকাসিম হিসাবনিকাশের জন্য রামনারায়ণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। নিকাশ পরিষ্কার না হওয়ায় রামনারায়ণ কারারুদ্ধ হইলেন। যথোচিত নির্য্যাতনের পর, তাঁহার বাসগৃহ হইতে ৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি মাত্র হস্তগত হইল। অবশেষে রাজার বন্ধুবর্গকে উৎপীড়ন করিয়া তাঁহার রক্ষিত বলিয়া আরও ৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হইল। যাহারা আকার ইঙ্গিতে রাজা রামনারায়ণের সহায়তা করিতেছিলেন, তাহাদের উপরও অকথ্য অত্যাচার চলিল। রামনারায়ণের বন্ধু জায়গীরদার রাজা সুন্দর সিংহ ও তাঁহার দেওয়ান গঙ্গাবিষ্ণু, রামনারায়ণের ভ্রাতা ধীরাজনারায়ণ এবং চরাধ্যক্ষ রাজা মুরলীধর অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া বন্দিবেশে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। পাটনার কোতোয়াল মহম্মদ ইশাখ ও প্রধান কুঠিয়াল মনসারাম শাহু এবং সমুদায় আঢ্যনাগরিকগণের ধনরত্ন নবাবের কবলিত হইল। হতভাগ্য রামনারায়ণ পাটনায় বন্দী রহিলেন। তাঁহার সর্ব্বস্ব নবাবের করায়ত্ত হইল।

উধুয়ানালাতীরে ইংরাজকরে মীরকাসিমের পরাজয়ের কএকদিন পূর্ব্বে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নবাব রামনারায়ণের গলে বালুকাপূর্ণ থলি বাঁধিয়া গঙ্গাগর্ভে ডুবাইয়া দিতে আদেশ দেন। ঐ সঙ্গে আরও কএকজন ব্যক্তি নবাবের কঠোর দণ্ডাদেশে ভবলীলা শেষ করিতে বাধ্য হন।

রাজা রামনারায়ণ একজন বিশেষ শিক্ষিত লোক ছিলেন। পারসীভাষায় তিনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত পারসী ও উর্দ্দু কবিতা পাওয়া যায়। কবিত্ব-শক্তির পরিচয়স্বরূপ তিনি 'মৌজুন্' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

রামনারায়ণজীব, রাজভেদ।

রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপবাসী একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক।

রামনারায়ণ তর্করত্ন, একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ, কলিকাতার দক্ষিণ ২৪ পরগণার হরিনাভি-গ্রামনিবাসী রামধন শিরোমণির পুত্র। ১৭৪৫ শকে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীতে কিছুকাল সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, পরে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তথায় পাঠ সমাপন করিয়া, তিনি দুই বৎসর মধ্যেই ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে ব্রতী থাকিয়াই তিনি পেন্সন প্রাপ্ত হন ও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

তর্করত্ন মহাশয় কলেজে অধ্যয়ন-কালে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পতিব্রতোপাখ্যান এবং বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব রচনা করেন। অতঃপর তিনি ক্রমে ক্রমে রত্নাবলী, বেণীসংহার, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব ও রুক্মিণীহরণ নামক ছয় খানি নাটক

প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও দুএকখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

পতিব্রতোপাখ্যান, কুলীনকুলসর্ব্বস্বনাটক ও নবনাটক কোন প্রাচীন পুস্তকের ছায়া অবলম্বনে রচিত নহে, ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। তিনি প্রথমোক্ত প্রবন্ধ ও দ্বিতীয় নাটকখানি রচনা করিয়া রঙ্গপুরের জনৈক জমিদারের নিকট পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব বাঙ্গালার প্রথম নাটক। তাঁহার রচনায় সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার অনুবাদ থাকিলেও আমরা তাঁহার রচিত নিছাঁক বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"ঘিয়ে ভাজা তপ্তলুচি, দুচার আদার কুচি
কচুরী তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা
ফলারের জোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপী গজা, ছানাবড়া বড় মজা
শুনে সক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মোণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত হয় ভোলা॥
খুরি পুরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পাণের সাতে
উত্তম ফলার তারে কই॥"

রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (চক্রবর্ত্তী) কারিকাবলী নাম্নী ব্যাকরণ গ্রন্থপ্রণেতা। কৃষ্ণরামের পুত্র।

রামনারায়ণ শর্ম্মা, সারস্বতপ্রক্রিয়াটীকা-রচয়িতা।

রামনিধি রায়, জনৈক বিখ্যাত কবিওয়ালা। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার নিকট চাঁপাতাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে কলিকাতাবাসী হন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি নিধুর টপ্পা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

[নিধিরাম গুপ্তদেখ।]

রামনিধি শর্ম্মা, প্রার্থনাশতকপ্রণেতা। বলরাম শর্ম্মার পুত্র।

রামনৃপতি (পুং) রাজভেদ।

রামপতি, সদাচারক্রমরচয়িতা।

রামপর্দা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কালাবাড়প্রান্তের অন্তর্ভুক্ত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য।

রামপা (রম্পা), মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্যভূভাগ। ইহা "এজেন্সীট্রাক্ট" নামে পরিচিত। অক্ষা° ১৭° ১৮´ ৪০´´ হইতে ১৭° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩৪´ ৩০´´ হইতে ৮২° পূঃ মধ্য।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশ গোদাবরী নদীর উত্তরকূলে রাজমহেন্দ্রীর ১০ ক্রোশ উত্তর হইতে শিলের নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বন্যপ্রদেশ হইতে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজরাজের ১২৩৮৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই স্থান জনৈক মনসবদারকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। এখানকার মনসবদারকে শাসনকার্য্যে অসমর্থ দেখিয়া প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্রোহিদল ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিলে ইংরাজরাজ মনসবদারের সাহায্যার্থ একদল সেনা প্রেরণ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানে বিদ্রোহের পুনঃ সূচনা হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিদ্রোহিদল নানাস্থানে অত্যাচার করে। অবশেষে দলপতি চেন্দ্রিয়া ইংরাজসৈন্যের হস্তে নিহত হইলে বিদ্রোহিদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। মনসবদার বন্দী হইয়া গোপালপুরে প্রেরিত হন এবং তাঁহার জায়গীর ইংরাজরাজ বাজেয়াপ্ত করেন।

স্থানীয় শৈলমালা প্রায় ৪ হাজার ফিট্ উচ্চ। উহার সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গ দমকোণ্ডা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪৭৮ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এখানে কোয়া ও রেড্ডি জাতির বাস আছে। তাহারা তেলগু ও কোই-ভাষায় আলাপ করিয়া থাকে।

রামপাইলী, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

রামপাল, পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। বঙ্গের সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন এখানে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন বিক্রমপুর সরকারের বা বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ২ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৩২´ ১০´´ পূঃ। এক্ষণে এই নগর সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে, সে প্রাচীন সমৃদ্ধি আর নাই, কেবলমাত্র রামপালদীঘী ও কএকটী বিধ্বস্ত ইষ্টকস্তূপ সেই প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতিমাত্র জাগাইয়া রাখিয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন স্তূপ হইতে ইষ্টক উঠাইয়া লোকে ঢাকায় আনিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

মহারাজ বল্লালসেন পর্য্যন্ত সেনরাজগণ রামপালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন হইতে কএক জন রাজা গৌড়নগরে এবং পরবর্ত্তী রাজগণ নদীয়া রাজধানীতে আসিয়া রাজত্ব করেন।

[বিস্তৃত বিবরণ বল্লালসেন ও সেনরাজবংশ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এক্ষণে রামপাল ও তাহার উপকণ্ঠস্থিত আবদুল্লাপুরে যে সকল ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে, তাহাতে স্থানীয় হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তিবিষয়ক বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থানীয়

একটী সুবৃহৎ স্তূপ বল্লালসেনের বাড়ী বা প্রাসাদ বলিয়া কথিত। রামপাল নগর ও তাহার সীমান্তবর্ত্তী অপরাপর ধ্বংসরাশি খনন করিয়া তথাকার ভূগর্ভস্থ ইষ্টক দেউলাদি লক্ষ্য করিলে এখানে এক সময়ে সৌধমালাবিভূষিত মহানগরী বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

অধুনা যে সকল ধ্বস্তপ্রায় কীর্ত্তিরাশি স্থানের পূর্ব্বগৌরব ঘোষণা করিতেছে,তন্মধ্যে মুসলমান ফকীর বাবা আদমের ইষ্টক-নির্ম্মিত মস্‌জিদ্ উল্লেখযোগ্য। উহা বাদশাহ ফতেশাহ বিন্ সুলতান মাহ্মুদের রাজ্যকালে ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মস্‌জিদে দুইটী সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। উহা বল্লালসেনের গদা বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার গঠন দেখিয়া অনুমান হয় যে, উহা কোন হিন্দুমন্দির হইতে ভাঙ্গিয়া এখানে গাঁথা হইয়াছে। এই মস্‌জিদ এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত।

বাবা আদম সম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ আছে যে, আবদুল্লাপুরের নিকট কামাই-চঙ্গগ্রামে এক মুসলমানের বাস ছিল। সে অপুত্রক হওয়ায় দুঃখিতচিত্তে দিনপাত করিত। একদা এক ফকীর আসিয়া ভিক্ষাপ্রার্থনা করিলে, সে অপুত্রকতানিবন্ধন আল্লাকে তিরস্কার করিয়া ফকীরকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিল। ফকীর ভগবানের নিন্দাবাদ শুনিয়া 'পুত্রবান্ হও' বলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল ও যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, পুত্র প্রসূত হইলে আল্লার উদ্দেশে একটী বৃষ-বলি দিও।

কালে তাহার পুত্র জন্মিল, সে বৃষ-বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলে গ্রামস্থ সকলে বাধা প্রদান করিল। অবশেষে সে স্বীয় গ্রামের পশ্চাদ্বর্ত্তী বনান্তরালে গিয়া বৃষ ছেদন করিল এবং আপনাদের ভোগযোগ্য মাংস লইয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিল। পথে আসিবার সময় এক চিল ঐ মাংস লইয়া বল্লালসেনের প্রাসাদ সম্মুখে ফেলিল। রাজা বল্লাল অনুসন্ধানে আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গোহত্যাকারীর পুত্রকে বধ করিতে আদেশ দিলেন। মুসলমান্ সেই আদেশ জানিয়া রাত্রিযোগে পুত্রকে লইয়া পলায়ন করিল এবং মক্কায় হজরৎ আদমের নিকট আসিয়া সমুদয় নিবেদন করিল।

বিধর্ম্মীর অত্যাচারে প্রপীড়িত ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীকে রক্ষা করিবার জন্য হজরত আদম ৬৭ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে রামপালে আগমন করেন। বল্লালসেনের সহিত ফকীরের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফকীরের পরাজয় ঘটে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বল্লাল স্বীয় পুরী-সম্মুখে একটী অগ্নিকুণ্ড খনন করিয়া রাজকুলাঙ্গনাগণকে বলিয়া যান যে, আমার নিকটস্থ এই পারাবত তোমাদিগের নিকট আসিলেই জানিবে আমি যুদ্ধে নিহত হইয়াছি, তখন তোমরা সকলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিবে। বল্লাল ফকীরকে নিহত করিয়া যেমন স্নানার্থ পুষ্করিণীতে অবতীর্ণ হইবেন, অমনি তাঁহার বস্ত্রমধ্যস্থ পারাবাত আকাশে উড়িয়া চলিল। পারাবত প্রাসাদ সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেই রাজপুরস্থ অঙ্গনাগণ সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বল্লালসেন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে গৃহস্থ কুলনারীগণ সকলেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তখন আপনিও সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া ভবজ্বালা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। উক্ত হজরত আদম পরে বাবা আদম নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সমাধির উপর বর্ত্তমান মস্‌জিদ্ স্থাপিত হইয়াছে। লোকে এখনও একটী খাতকে বল্লালের অগ্নিকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই উপাখ্যানের বল্লাল সেনবংশীয় গৌড়াধিপ বল্লাল হইতে ভিন্ন।

রামপালদীঘী লম্বে প্রায় ১ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ৫০০ গজ। শুনা যায় যে, বল্লালসেন মাতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া পুষ্করিণী খনন করেন। তাঁহার মাতুল, মতান্তরে কোন বন্ধুর নামে এই পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছিল। অনেকে পালবংশীয় কোন রাজার নামানুসারেই এই পুষ্করিণীর নামকরণ স্বীকার করেন। কোদালধোয়াদীঘী লম্বে সাত শত হাত ও প্রস্থে প্রায় পাঁচ শত হাত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীঘী প্রায়ই শুষ্ক থাকে। মাঘীপূর্ণিমার দিন ঐ পুষ্করিণীতে এক দিন জল আইসে। রামপালদীঘীর তীরে অক্ষয় গজরিয়া বৃক্ষ, বহুকাল ধরিয়া এই গাছ এক ভাবেই রহিয়াছে। হিন্দুগণ এই বৃক্ষকে পুণ্যময় অক্ষয় বটের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রবাদ, এক ফকীর এই বৃক্ষের গুরুত্ব অবজ্ঞা করিয়া একটী শিকড় কাটিয়া ফেলে, তজ্জন্য তাহার রক্ত-বমন হইয়া মৃত্যু ঘটে। প্রতিবৎসর চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে এখানে একটী মেলা হয় এবং বহু লোক সমাগত হইয়া বৃক্ষের নিম্নে পূজা দেয়।

বাবা আদমের মস্‌জিদের অনতিদূরে কাজির মস্‌জিদ্। এই মস্‌জিদের বারাণ্ডায় অনেকগুলি হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি সংযোজিত রহিয়াছে।

রামপুর, যুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষিত। অক্ষা° ২৮° ২৫´ হইতে ২৯° ১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪´ হইতে ৭৯° ২৮´ পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ ৯৪৫ বর্গমাইল। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে মোরাদাবাদ, উত্তর-পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বেরেলী। রামপুর ইহার প্রধান নগর। এখানে নবাবের প্রাসাদ আছে।

এই স্থান সমতল ও উর্ব্বর। কোশিলা ও নাহল নদীর জল প্রচুর পরিমাণে শস্যক্ষেত্রাদিতে সরবরাহ হওয়ায় সেই সেই স্থানের উর্ব্বরা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণবিভাগ দিয়া রামগঙ্গা নদী প্রবাহিত হইতেছে।

প্রথমে শাহ আলম্ ও হুসেন খাঁ নামক দুই ভ্রাতা এই প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে মোগলরাজসরকারে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ভাগ্য-লক্ষ্মীকে উন্নতির পথে আনয়ন করিয়াছিলেন। শাহআলমের পুত্র দাউদ খাঁ মহারাষ্ট্রযুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া বদাউনের নিকট একটী জায়গীর লাভ করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র আলীমহম্মদ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে নবাব উপাধি সহ রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ স্থল জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আলীমহম্মদের শক্তি ও সমৃদ্ধিতে অযোধ্যার সুবাদার নবাব সফ্ দরজঙ্গ বিশেষ ঈর্ষান্বিত হন। তাহার উপর, আলী-মহম্মদ কোন কারণে নবাব-সুবাদারের অপ্রিয় আচরণ করায় নবাব বাহাদুর তাঁহার উপরবিরক্ত হইয়া ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধিকৃত জায়গীরসমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া লন এবং তাঁহাকে ছয়মাস কাল দিল্লীতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। অতঃপর তিনি সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা হইয়া তদ্দেশে গমন করেন। এখানে একবৎসর কাল অবস্থানের পর, আহ্মদশাহ আবদালীর আক্রমণকালে দিল্লীর রাজসংসার বিশৃঙ্খল দেখিয়া তিনি সুযোগমত ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ডে আসিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহের পুত্র তাঁহাকে বলপুষ্ট জানিয়া আর তাঁহার শত্রুতাচরণ করিলেন না, বরং তাঁহাকে ঐ প্রদেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

আলীমহম্মদের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্রগণ রোহিলখণ্ড রাজ্য বিভাগ করিয়া লন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র ফৈজ্উল্লা রামপুর-কোটেরার জায়গীর প্রাপ্ত হন। মহারাষ্ট্র-সেনাদলের আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া রোহিলা সর্দ্দারগণ অযোধ্যার নবাব-উজীরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনন্তর ৪০ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকারে নবাব-উজীর সেনা-সাহায্য পাঠাইয়া দেন, কিন্তু রোহিলাগণ ঐ টাকা এককালে পরিশোধ করিতে না পারায়, এই সূত্রে তাঁহার সহিত রোহিলাদিগের শত্রুতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে তিনি রোহিলাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সেনাচালনা করেন। শাহজহানপুর জেলার অন্তর্গত মীরাণ্-কাট্রা নামক স্থানে উভয়দলের যুদ্ধ হয়। রণক্ষেত্রে রোহিলাসর্দ্দার হাফিজ্ রহমৎ খাঁ নিহত হইলে আফগানগণ পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পলায়ন করে। অবশেষে ইংরাজ-রাজের মধ্যস্থতায় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে উজীরকে সেনা-সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করায় নবাব ফৈজ্উল্লা খাঁ রামপুর-রাজ্য লাভ করেন। অযোধ্যাপতি সেনাসাহায্যের পরিবর্ত্তে পরে নগদ ১৫ লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন। ফৈজ্উল্লার মৃত্যুর পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্রদ্বয় রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন। এই সূত্রে কনিষ্ঠভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে গোপনে নিহত করিয়া জায়গীরি-মসনদে উপবিষ্ট হন। পরে ইংরাজরাজ অযোধ্যার নবাবের সেনাসাহায্যে রাজ্যাপহারককে সমুচিত শাস্তিদান করিয়া মৃতের পুত্র আহ্মদ আলী খাঁকে রামপুর-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড ইংরাজের হস্তে সমর্পিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে এখানকার নবাব মহম্মদ য়ুসুফ্ আলী খাঁ ইংরাজরাজের প্রতি বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন করায় ১২৮৫২০৲ টাকা রাজস্বের একখানি জায়গীর এবং সম্মানসূচক উপাধি ও তোপ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে য়ুসুফআলীর পুত্র নবাব মহম্মদ কল্ব আলী খাঁ জি,সি, এস্, আই, সি, আই, ই উপাধি সহ রাজা হন। দিল্লীর দরবারে ইনি ধ্বজছত্র ও সম্মানসূচক অধিকসংখ্যক তোপ পান। তৎপরে নবাব মস্তক আলী খাঁ রাজা হন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধাননগর। কোশিলা নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৮° ৪৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৯° ৫´ ৩০´´ পূঃ। মোরাদাবাদ নগর হইতে ৯ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার অট্টালিকাদির মধ্যে নবাব-প্রাসাদ, জুমা-মস্জিদ্, সফ্ দরগঞ্জ-উদ্যান, দেওয়ান্-ই-আম্, খুর্শিদ-মঞ্জিল, মচ্ছি-ভবন ও জনানা উল্লেখযোগ্য। নবাব ফৈজ্উল্লা খাঁর দুর্গ ও সমাধিমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে।

এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধশালী ও বাণিজ্যপ্রধান। এখানকার খেশ নামক রেশমীবস্ত্র ভারতের নানাস্থানে আদরে ও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

রামপুর, যুক্তপ্রদেশের শাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৯° ৪৮´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭° ২৯´ ১৫´´ পূঃ। রাজা রাম এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই নগর রামপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরে সৈয়দ সালর মসাউদ এই নগর জয় করিয়া লন। এখানে নানা শিল্পপরিপূর্ণ একটী জৈনমন্দির আছে। মুসলমানসাধু শেখ ইব্রাহিমের সমাধিস্থানে প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ-মাসে একটী মেলা হইয়া থাকে। এখানকার জৈনমহাজনগণ সরোগী নামে খ্যাত।

রামপুর, যুক্তপ্রদেশের ইটাজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

আলীগঞ্জের ৪½ মাইল উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এই স্থান একটী বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। রাঠোরবংশীয় কনোজ-রাজবংশধর রাজা রামচন্দ্র সেন ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি রাজা রামসহায়ের ১০ম পুরুষ অধস্তন।

রামপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের বুসহির জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শতদ্রু নদীর বামকূলে একটী উচ্চ শৈলের পাদমূলে নদীতীর হইতে ১৩৮ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪০´ পূঃ। এই নগরের চতুষ্পার্শ্ব পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত হওয়ায় এখানে জলবায়ুর তাপ অধিক হইয়া থাকে। এই কারণে রামপুরের রাজা শীতকালে এখানে আসিয়া বাস করেন। প্রসিদ্ধ "রামপুরী চাদর" নামক একপ্রকার পশমী বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হয়। গোর্খাদিগের আধিপত্যকালে এই নগরের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, এই স্থানের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। নগরের উত্তরপূর্ব্বকোণে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩০০ ফিট্ উচ্চ।

রামপুর, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ১৯০ বর্গমাইল। সম্বলপুরের রাজা ছত্র শা ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে প্রাণনাথ নামক জনৈক রাজপুতকে এই জমিদারী দান করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্র শা ও উদন্ত শা নামক ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক রাজা নারায়ণ সিংহের কএকজন আত্মীয় গুপ্তভাবে নিহত হন। এজন্য তাঁহারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া হাজারিবাগে প্রেরিত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহিদল উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করে। ঐ সময়ে সমগ্র সম্বলপুরে বিদ্রোহের সূচনা হয়। দরিয়াস সিংহ স্বীয় সেনাদল লইয়া সুরেন্দ্র শার সহিত বিদ্রোহে যোগদান করেন, এ কারণে ইংরাজরাজ তাহার অধিকৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। পরে তিনি ইংরাজরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলে, তাঁহার সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পৌত্র ভক্তাবর সিংহ সর্দ্দার বলিয়া নির্ব্বাচিত হন। রামপুরগ্রামে সর্দ্দারের বাসভবন ও বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত আছে।

রামপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা ও তন্নামক গণ্ডগ্রাম। বিসেন-ক্ষত্রিয়বংশীয় রামপুরের রাজা ও কান্হপুরিয়া ক্ষত্রিয়বংশীয় কাইথোলারাজ এইস্থানের অধিকারী।

রামপুর-থানপুর, যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত দুইটী গণ্ডগ্রাম।

রামপুর-মথুরা, অযোধ্যাপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। চৌকা ও গোগ্রা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই নগরটী সমধিক সমৃদ্ধিশালী।

রামপুর-বোয়ালিয়া, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। গঙ্গানদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২১´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৩৮´ ৫৫´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রথমভাগে ওলন্দাজগণ এখানে আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করেন। পরে ইংরাজেরা আসিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত হন। [রাজসাহী দেখ।]

রামপুরহাট, বাঙ্গালার বীরভূমজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৬৯ বর্গমাইল। রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর ও নলহাটী থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও উপবিভাগের বিচারসদর। অক্ষা° ২৪° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৯´ ৩০´´ পূঃ। এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

রামপুরা, রাজপুতনার টোঙ্ক রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর। বর্ত্তমানকালে আলীগড়-রামপুরা নামে প্রসিদ্ধ। অক্ষা° ২৫° ৫৭´ ৫৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৭´ ২৬´´ পূঃ। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই নগর অধিকার করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে উহা হোলকররাজের হস্তে অর্পিত হয়। পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রামপুরা টোঙ্করাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর খাঁকে দান করা হয়।

রামপুরা, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর রেবাকান্থার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য।

রামপুরা, রাজপুতনার উদয়পুররাজ্যের পশ্চিম-সীমান্তবর্ত্তী সদ্রিগিরিসঙ্কটোপরি স্থাপিত একটী প্রাচীন নগর। এখানে দুইটী সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ জৈনমন্দির বিদ্যমান আছে। আনুমানিক ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে রাণাকুম্ভের রাজত্বকালে ধর্ম্মশেঠ নামক এক বণিক্ পরেশনাথ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার্থ ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঐ মন্দিরদ্বয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরদ্বয়ের একটী বড় ও অপরটী ছোট। বড় মন্দিরটী লম্বে ২৬০ ফিট্ ও প্রস্থে ২৪৪ ফিট্। উহার চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে ৪৬টী দেবমূর্ত্তি সন্নিবেশিত আছে। পরেশনাথ মূর্ত্তির সম্মুখে সুন্দররূপ চিত্রিত একটী সুবৃহৎ গুম্বজ। উহাতে ইন্দ্রাদি দ্বাদশ দেবমূর্ত্তি এরূপ ভাবে সংলগ্ন আছে যেন দেখিলেই ছাদ হইতে ঝুলান বলিয়া বোধ হয়। নিম্নভাগে একটী গণেশমূর্ত্তি। মধ্যস্থলে ভাস্করশিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ ৪২০টী [illegible] গোলচত্বর। উহার এক এক কোণে

একএকটী পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি খোদিত। এতদ্ভিন্ন এখানে স্থানে স্থানে অনেক পার্শ্বনাথমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। মন্দিরের অনেকাংশের খিলানাদি ভগ্নাবস্থায় পতিত, কতক বা ধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রতিবৎসর চৈত্র ও আশ্বিন মাসে এই মন্দিরের সম্মুখে একটী মেলা বসে। প্রায় ১০ সহস্রাধিক লোক এই উৎসবে সমবেত হইয়া থাকে।

রামপূগ (পুং) রামঃ রমণীয়ঃ পূগঃ। গুবাকবিশেষ, পর্য্যায়—কামীন, মুনিপূগ, সুরেবট। (ত্রিকা০)

রামপূর্ব্বতাপনীয় (ক্লী) রামতাপনীয় উপনিষদের পূর্ব্বাংশ।

রামপ্রসাদ, তিথিনির্ণয়, যজ্ঞসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও রত্নাকরদীধিতি-রচয়িতা।

রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, বৈষম্যকৌমুদী নামে অমরকোষ-টীকা প্রণেতা।

রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ (পুং) একজন বিখ্যাত পণ্ডিত।

রামপ্রসাদ রায় (লালা), একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন বৈদ্যসন্তান। বেদগর্ভ সেনের প্রথম পুত্র নীলকণ্ঠ সেন জপসা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার ৪র্থ স্থানীয় গোপীরমণ সেন* নবাবসরকারে খাসতহসীলদার ছিলেন, এজন্য তিনি "খাসনবীস" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার যথাক্রমে ছয়পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে ২য় পুত্র কৃষ্ণরাম নাওয়ার দেওয়ান ও ৪র্থ পুত্র রামমোহন চাঁদপ্রতাপ মহালের তহসীলদারী কার্য্য করিয়া যথাক্রমে "দেওয়ান" ও 'ক্রোড়ী' উপাধি লাভ করেন। (ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ৫ম রিপোর্ট ঢাকা)

কৃষ্ণরাম অল্পকাল কার্য্য করিয়াই গতায়ু হন। তাঁহার তিনপুত্র, ১ দুর্গাপ্রসাদ ২ রামপ্রসাদ ৩ রুদ্রমণি।

কৃষ্ণরামের পর বেদগর্ভবংশে রাজবল্লভই এই সময় ঢাকার কানুনগোর সেরেস্তা অতিক্রম করিয়া নাওয়ার মোহরের পদে নিযুক্ত হন। পরে নবাবের দেওয়ান ও মন্ত্রিসভার সভ্যপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালের প্রচলিত রাজ-বিধিমতে উচ্চবংশের লোকেই প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, এ কারণ মহারাজ রাজবল্লভ যখন নাওয়ার পেস্কারপদে নিযুক্ত হন, সেই সময় তাঁহাকেও ঐরূপ নিদর্শন দেখাইবার আজ্ঞা হয়। রাজবল্লভ জ্ঞাতিভ্রাতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়ের সনন্দ ও বাদশাহদত্ত দেওয়ানী পাট্টা দেখাইয়া ঐ কার্য্যে প্রবেশ লাভ করেন। এই সময় রামপ্রসাদ রাজবল্লভের পূর্ব্বপদ নাওয়ার মোহরের কার্য্য পাইলেন।

* মিঃ বিভারিজ কৃত বাখরগঞ্জ ইতিহাসে গোপীরমণ ও তদ্বংশীয় হরনাথ রায়ের নাম উল্লেখ আছে।

অতঃপর যে সময়ে রাজবল্লভ হুসেনকুলী খাঁর সহকারি-মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে রামপ্রসাদ মুর্শিদাবাদের নবাবের পেস্কারের পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকা হইতে তথায় চলিয়া যান। রামপ্রসাদ এই সময়ে "লালা" উপাধি প্রাপ্ত হন। নিজামত সেরেস্তা হইতে তাঁহার যে ঐ উপাধি লাভ হইয়াছিল তাহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।* হুসেনকুলী খাঁর মৃত্যুর পর যখন রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদে নিকাশ দাখিল জন্য নিযুক্ত হন, তখন তিনি রামপ্রসাদের নিকট দেওয়ানী খালি থাকিবার কথা অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে নবাব নাজিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া লন। এ সম্বন্ধে ৺উমাচরণ কানুনগো প্রণীত রাজবল্লভের জীবনচরিত হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত হইলে :—

"পরে বিক্রমপুর জপসানিবাসী লালা রামপ্রসাদ সেন, যিনি জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে, রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র, অথচ মুর্শিদাবাদ-নবাবসরকারের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি দেওয়ান রাজবল্লভের মুর্শিদাবাদে আগমনবার্ত্তা পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের স্ব স্ব দৈহিক কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসানন্তর প্রসঙ্গক্রমে দেওয়ান রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদের নবাবসরকারের বর্ত্তমান অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে রামপ্রসাদ সেনের দ্বারা নবাবসরকারের আর আর অবস্থা এবং দেওয়ানী পদ অবসর থাকাতে তৎকর্ম্মের ভার নায়েব ফৌজদার সাহামতজঙ্গের প্রতি অর্পিত থাকা প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হন। সে যাহা হউক, পরে * * * * রামপ্রসাদ সেনের পরামর্শানুসারে স্বীয় কর্ম্মোদ্ধার মানসে প্রথমত নবাব-নাজেমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা কৌশলে নায়েবনাজেম বাহাদুরের নিকট কিঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইলেন।"

পরে দেখা যায়, রাজবল্লভ ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া রামানন্দ সরকারকে সেরেস্তাদারী, ভ্রাতুষ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয়কে নাওয়ার দেওয়ানী এবং কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাসকে খালীসার দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া, রামপ্রসাদ সেনকে তিনি আপনার পারিষদ করিবার বাসনায় নবাবসরকারের কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া স্বকীয় মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, রাজবল্লভ হুসেনকুলী খাঁর মৃত্যুর পর নিবাইস মহম্মদের সহকারিপদ প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে

* "বিশিষ্ট অম্বষ্ঠশ্রেণী বসতির স্থান।
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান।
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালাখ্যাতি যায় নিজামতে।"
৺রামগতি রায়প্রণীত মায়াতিমিরচন্দ্রিকা।

নবাবের কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া তৎপরিবর্তে স্বীয় পুত্রপদে রামপ্রসাদকে নিযুক্ত করেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মেহেন্দিগঞ্জ ও মধিপুর-বন্দর লালা রামপ্রসাদের অধিকারভুক্ত ছিল। রেনেলের প্রধান মানচিত্রে এই দুই স্থান বৃহৎ বন্দররূপে দেখান হইয়াছে*। এতদ্ভিন্ন মাদারিপুরের নিকট পরগণে সেলাপটি ও ঝালকাটীর নিকট মধিপুরের বৃহৎ বন্দর ও বিক্রমপুর প্রভৃতি বহু তালুক লালা রামপ্রসাদের অধিকারভুক্ত হয়। বোজেরগো-উমেদপুরের অন্তর্গত হোসনাবাদ বা জোলসা গ্রামে ও মেহেন্দিগঞ্জের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি আছেন। সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত তারাবহীয়ার কালাচাঁদ ও মহাপ্রভুর আখরাও তাহার প্রতিষ্ঠিত। অদ্যাপিও তৎপ্রদত্ত দেবত্রের আয়ে ঐ সকল দেবদেবীর অর্চনা চলিতেছে।

জপসার ছয়হাবেলীতে প্রায় শতাধিক ইষ্টকালয় ছিল, তন্মধ্যে লালা রামপ্রসাদের পঞ্চরত্ন ও বড়দীঘীর দক্ষিণতটের মঠ অত্যন্ত উচ্চ ছিল†। রেনেলের মানচিত্রে যত মঠের চিত্র আছে তন্মধ্যে এটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এতদ্ভিন্ন জপসার দীঘীটি অত্যন্ত বৃহৎ ছিল, এই দীঘীর ঘাটের সোপানাবলীর ন্যায় বৃহৎ সোপান পূর্ব্ববঙ্গের আর কোথাও ছিল না। রামমোহন ক্রোড়ীর ব্যয়ে তাহা নির্ম্মিত হয়।

জপসার দীঘীর পারস্থ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ এবং বসত বাটীর দালান ও পাকা ত্রিতল দোলমঞ্চ বহুকাল বর্ত্তমান ছিল। তৎকালে লালার প্রতিষ্ঠিত ৺অভয়ার ও ৺কালীর বাড়ী, সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী, ঐ সকল দেবালয়ের দালান ও দেবমূর্ত্তি বিশেষ দর্শনীয় ও ভক্তির বিষয় ছিল। বহু শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি ও অষ্টধাতুনির্ম্মিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যহ অর্চ্চিত হইত। এই বাড়ীতে যেরূপ উচ্চ এবং প্রশস্ত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এত বড় বিগ্রহ বঙ্গদেশে আর কোথাও দেখা যায় না, অদ্যাপি ঐগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

বৃত্তি, ব্রহ্মত্র, দেবত্র ইত্যাদি দানে রাজা রাজবল্লভের পরই লালা রামপ্রসাদ এই বংশে বিখ্যাত ছিলেন। সামাজিক ব্যাপারে রাজবল্লভের বৈদ্যসমাজে পরই ইঁহাদের মর্য্যাদা। তাঁহার ১ম পুত্র রামগতি ও ২য় পুত্র জয়নারায়ণ এবং রামগতির কন্যা আনন্দময়ী কবি ছিলেন।

* কীর্ত্তিনাশা নদী উত্তয়ের পূর্ব্বে মেহেন্দিগঞ্জের নিকট কন্দর্পপুর গ্রামে মেঘনার সহিত পদ্মা বা গঙ্গায় মিলিত হইয়াছিল। ১৭ নং রেনেলের ম্যাপ।

† জপসার মঠের বিষয় রেনেল যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় উহা এত উচ্চ ছিল যে, পদ্মা ও মেঘনা উভয় নদী হইতে দেখা যাইত। লালা রামপ্রসাদ এই মঠ তাঁহার পিতা কৃষ্ণরাম দেওয়ানের শ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠিত করেন।

রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার (ভট্টাচার্য্য), জনৈক পণ্ডিত। ইনি স্বীয় পিতা রামনারায়ণকৃত কারিকাবলীর টীকা প্রণয়ন করেন। ইঁহার পিতামহের নাম কৃষ্ণরাম।

রামপ্রসাদ সেন, বৈদ্যবংশোদ্ভব জনৈক বাঙ্গালী কবি। ইনি উত্তরকালে একজন শক্তিমন্ত্রের সাধক বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামরাম সেন। ইনি কালীকীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি বাঙ্গালা কবিতা রচনা করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

[কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ দেখ।]

রামবাণ (পুং) রামস্য বাণ ইব সফলত্বাৎ। ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, বিষ, লবঙ্গ, গন্ধক, প্রত্যেক ১ তোলা মরিচ ২ তোলা, জায়ফল অর্দ্ধতোলা একত্র কাঁচা তেতুলের রসে মাড়িয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। রোগীর দোষের বলাবলানুসারে অনুপান স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সত্বই জঠরাগ্নিপ্রদীপ্ত হয়, এবং সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

(ভৈষজ্যরত্না০ অগ্নিমান্দ্যাধি০)

২ শরবৃক্ষভেদ। (রাজনি০)

রামব্রহ্মানন্দ স্বামিন্, তত্ত্বসংগ্রহরামায়ণ-প্রণেতা।

রামভক্ত (পুং) রামের পূজক। রামসেবায় অনুরাগী।

রামভদ্র (পুং) রাম এব ভদ্রঃ মঙ্গলজনকত্বাৎ। শ্রীরাম।

রামভদ্র, ১ মিথিলার একজন রাজা। রাজা রূপনারায়ণের পুত্র ও হরিনারায়ণের পৌত্র। ইনি শ্রাদ্ধকল্পপ্রণেতা বাচস্পতিমিশ্রের প্রতিপালক ছিলেন।

২ অপর একজন হিন্দুরাজা। ইনি বৃহজ্জাতকপ্রকাশপ্রণেতা মহাদেবের (১৫২৩ খৃঃ অঃ) প্রতিপালক।

রামভদ্র, কএকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ১ দায়ভাগসিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা-প্রণেতা। ২ পুত্রক্রমদীপিকা-রচয়িতা। ৩ ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিকার। ৪ শৃঙ্গারতরঙ্গিণী নামক ভাণ-রচয়িতা। ৫ শৃঙ্গারতিলক নামক ভাণপ্রণেতা। ইনি কৌণ্ডিন্যবংশীয় ছিলেন। ৬ ষড়্‌দর্শন-সিদ্ধান্তসংগ্রহপ্রণেতা। ইনি তাঞ্জোরপতি শাহরাজের (শাহজী) আদেশে উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ৭ সিদ্ধান্তসার নামক ন্যায়শাস্ত্ররচয়িতা।

রামভদ্র গোস্বামী, সত্যনারায়ণ-পাঁচালীলেখক একজন প্রাচীন কবি। প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন। রামভদ্রের পিতার নাম বিরূপাক্ষ গোস্বামী। তিনি তন্ত্রমতে মহাসাধক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে "কালাপাহাড়ের কাটা। বিরূপাক্ষের ফাটা।" এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি

তপস্থানস্তর নায়িকা দর্শন লাভ করেন। "আত্মাষন্ত্র" নামে খ্যাত তাঁহার আসনটী আজও তাঁহার বংশধরেরা পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস কাঁটোয়ার নিকট 'বামনকান্দা' গ্রামে। তৎপরে সিউড়ীর ২ মাইল দক্ষিণ জামলগ্রামবাসী কোন ব্রাহ্মণ-শিষ্যকর্তৃক আনীত হইয়া সিঙ্গুরগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানেই কবি রামভদ্রের জন্ম হয়। রামভদ্রের বংশীয়েরা অদ্যাপি সিঙ্গুর গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের ভরদ্বাজগোত্র, সমুদ্রগোলগাঞি, বর্ত্তমান উপাধি ভট্টাচার্য্য।

রামভদ্র দীক্ষিত, ১ দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে ও ১৮শ শতাব্দের প্রথমে তাঞ্জোরনগরে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি সীরদেবকৃত পরিভাষাবৃত্তির টীকা রচনা করেন। ২ রামকর্ণামৃত-রচয়িতা। ৩ জানকীপরিণয়নাটক ও পতঞ্জলিচরিত নামক কাব্যপ্রণেতা। ইঁহার অপর নাম চোকনাথ, পিতার নাম যজ্ঞরাম। নীলকণ্ঠাধ্বরিন্, কৌণ্ড জ্যোতিষিক, বালকৃষ্ণ প্রভৃতি ইঁহার সমসাময়িক।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, ১ শব্দাবলী নামক ব্যাকরণ প্রণেতা। ২ উদ্বাহব্যবস্থা, মুগ্ধবোধটীকা ও বিদ্বোন্মাদিনী নাম্নী রঘুবংশের-টীকারচয়িতা। রঘুনাথের পুত্র।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার (ভট্টাচার্য্য), শ্রীনাথাচার্য্যের পুত্র। ইনি জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের টীকাকার।

রামভদ্র বাজপেয়িন্, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ধৃত জনৈক কবি।

রামভদ্র ভট্ট, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশটীকা ও নীলকণ্ঠধৃত তর্কসংগ্রহদীপিকাপ্রকাশের টীকারচয়িতা।

রামভদ্র ভট্টাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও পণ্ডিত। ইনি তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিব্যাখ্যাপ্রণেতা জয়রামের গুরু।

রামভদ্র মিশ্র, ১ আনন্দলহরীটীকা ও তন্ত্রসাররচয়িতা। ২ ষট্পদীস্তোত্রটীকাপ্রণেতা।

রামভদ্র মহামহোপাধ্যায়, অভিজ্ঞানশকুন্তলবিবৃতি প্রণেতা।

রামভদ্র যতি, সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাপ্রণেতা রামসংযমীর গুরু।

রামভদ্র যজ্বন্, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা-প্রণেতা শ্রীনিবাস দীক্ষিতের গুরু।

রামভদ্র সরস্বতী, রাঘবানন্দ সরস্বতীর শিষ্য ও রামানন্দ সরস্বতীর গুরু।

রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, নবদ্বীপবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি জগদীশকৃত শব্দশক্তিপ্রকাশিকার শব্দশক্তি-প্রকাশিকাবোধিনী নাম্নী টীকা রচনা করেন।

রামভদ্র সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপবাসী একজন নৈয়ায়িক। ইনি কুসুমাঞ্জলীকারিকাব্যাখ্যা, গুণরহস্য নামক কিরণাবলীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের টীকা, ন্যায়রহস্য নামে ন্যায়সূত্রের টীকা, পদার্থখণ্ডনটিপ্পনী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

রামভদ্রসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, নানাত্ববাদতত্ত্ব ও সমাসবাদ-তত্ত্বরচয়িতা।

রামভদ্রাম্বা, রঘুনাথাভ্যুদয়কাব্যপ্রণেতা।

রামভদ্রাশ্রম, ১ ভানুজীদীক্ষিত। যোগমার্গাবলম্বনের পর ইনি এই নামে পরিচিত হন। ২ অদ্বৈতচন্দ্রিকা প্রণেতা নরসিংহ ভট্টের গুরু।

রামমণি (রামী), একজন স্ত্রীকবি। রামমণি জাতিতে রজকী। কিন্তু কবিত্বের অসাধারণ শক্তিতে ভারতীয় স্ত্রীকবিসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া অক্ষয়কীর্ত্তির ভাজন হইয়াছেন। ইনি নান্নুর গ্রামে কবিবর চণ্ডীদাসের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে সেবিকা নিযুক্ত ছিলেন। কাহারও মতে, তারা ধুবনী ইহার প্রকৃত নাম। ইনি কবি চণ্ডীদাসের হৃদয়ে অভিনব প্রেমের সঞ্চার করিয়াছিলেন। ইঁহার কবিত্বগুণে ও প্রেমে বশীভূত হইয়া চণ্ডীদাস রামীকে লক্ষ্য করিয়া অনেক পদাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রামী চণ্ডীদাসকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। তিনি দিবাভাগে চণ্ডীদাসের দর্শন পাইতেন না বলিয়া মনের দুঃখে নিম্নোক্ত কবিতায় স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

"তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখমণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেই করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে কার
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার॥"

সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই রামী রজকীর এই কবিতায় অসামান্য কবিত্ব অনুভব করিবেন। চণ্ডীদাসকে হৃদয়ে করিয়া অসীম কবিত্বপূর্ণ অন্যান্য অনেক কবিতা রামমণি লিখিয়া গিয়াছেন—নিম্নে দুই একটী মাত্র উদ্ধৃত হইল—

"কোথা যাও ওহে, প্রাণবঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি।
বাল্যকাল হ'তে এদেহ স'পিনু, মনে আন নাহি জানি॥

* * * *

পিরীতি জালিয়া যদি বা যাইবা কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দাসীরে করহ সাথ॥"

হৃদয়ের গভীর ভাবদ্যোতক এই পদগুলিতে রামীর অসামান্য কবিত্ব প্রকটিত হইয়াছে।

রামমন্ত্র (পুং) রামস্য মন্ত্রঃ। রামচন্দ্রের মন্ত্র।

রামমোহন রায়, (রাজা) বাঙ্গালার একজন অদ্বিতীয় সন্তান। কিরূপ অধ্যবসায়ে এই মহাত্মা আপন উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া জগতের সর্ব্বত্র পূজ্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের প্রথম প্রতিজ্ঞা হইতেই জানা যায়। তিনি এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়া যে অদ্বৈত ধর্ম্মমত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও ভারতে 'ব্রাহ্ম-সমাজ' নামে এবং ইংলণ্ডে তাহারই অনুকরণে "Unitarian Church" স্থাপিত রহিয়াছে। ধর্ম্মনীতি ভিন্ন রাজনীতি ও সমাজনীতির সংস্কার বিষয়ে তিনি সাধারণের অগ্রণী হইয়া অশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুলকৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগরে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার অতিবৃদ্ধপিতামহ অরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হন। প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব-সরকারে চাকুরী করিয়া "রায়" উপাধি লাভ করেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত শাঁকাসা গ্রামে তাঁহার আদিবাস ছিল, পরে তথা হইতে রাধানগরে স্থানান্তরিত হন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নবাবের আদেশে খানাকুলকৃষ্ণনগরের চৌধুরীদিগের জমিদারীর বন্দোবস্ত করিতে আসিয়া তিনি অভিরাম গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহের সন্নিকটস্থ রাধানগর গ্রামে আপনার বাস মনোনীত করিয়াছিলেন।

তাঁহার অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ নামে তিন পুত্র ছিল। এই ব্রজবিনোদ রায় মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরস্থ হইলে, শ্রীরামপুরের চাতরাগ্রামনিবাসী শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজবিনোদ রায় প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি তাঁহার এক পুত্রকে কন্যাদান করিবেন জানাইলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য শাক্ত ও ভঙ্গকুলীন, সুতরাং পরম বৈষ্ণব ও কুলীন রায়বংশ এ প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইতে পারেন না; কিন্তু ব্রজবিনোদ বাবু গঙ্গাতীরে প্রতিশ্রুত, কাজেই তাঁহার পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায় শ্যাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা তারিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তারিণী দেবী স্বীয় গুণে পরিবারস্থ সকলের নিকট ফুলঠাকুরাণী বলিয়া পরিচিতা হন। তাঁহার গর্ভে জগমোহন ও রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসর রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন সেই বৎসরেই ভারতবর্ষে সকৌন্সিল প্রথম গবর্ণর জেনারল নিয়োগ ও সুপ্রীমকোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। মুসলমান-শাসনের অবসান ও ইংরাজশাসনারম্ভের এই প্রথম বৎসর।

রামকান্ত রায় প্রথমে পিতার ন্যায় মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে কর্ম্ম করেন। পরে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। এখানে বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া তিনি বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কএকখানি গ্রাম ইজারা লয়েন। এই সূত্রে বর্দ্ধমানরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। রাজার অসহনীয় অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া তিনি বিষয়কর্ম্মে উদাসীন হন এবং সপরিবারে লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই রামমোহনের ধর্ম্মে দৃঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দকে ভক্তির সহিত পূজা ও ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না। শুনা যায়, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতেই তাঁহার মেধা ও বুদ্ধিশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পারস্যভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, উক্ত ভাষায় উন্নতি ও আরবীভাষা শিক্ষার জন্য তাঁহার পিতা নবমবর্ষীয় রামমোহনকে পাটনায় পাঠাইয়া দেন। এখানে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি আরবীভাষায় ইউক্লিড্ ও আরিষ্টট্‌লের গ্রন্থ পাঠ করেন। এই গ্রন্থদ্বয় পাঠে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি সম্মার্জ্জিত ও তর্কশক্তি বিকশিত হইয়াছিল। কোরাণ পাঠকালে, মুসলমান মৌলবীগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অন্তরে একেশ্বরবাদের ছায়াপাত হয়। অনন্তর হাফেজ, মৌলানা রুমি, সামিজ তাব্রিজী প্রভৃতি সুফী কবিগণের গ্রন্থপাঠ করিয়া তাঁহার মনে একব্রহ্মের প্রভাব দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে। সুফীদিগের মত, প্লেতোর মত ও বেদান্তমত তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের সহায়তা করিয়াছিল।

পাটনায় পারসী ও আরবী শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত করাইবার জন্য দ্বাদশবর্ষীয় রামমোহনকে তাঁহার পিতা সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবার জন্য কাশীধামে পাঠাইয়া দেন। তথায় অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি বেদাদিশাস্ত্রে আশ্চর্য্যরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি নিরন্তর ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, শাস্ত্রনিবদ্ধধর্ম্ম-মর্ম্মের সহিত প্রচলিতধর্ম্মের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে

স্বতঃই ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইত। মুসলমানধর্ম্মের একেশ্বরবাদ ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ। এ সম্বন্ধে পিতা রামকান্ত রায়ের সহিত পুত্র রামমোহনের মধ্যে মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইত। পিতা পুত্রের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ভিন্নরূপ দেখিয়া দুঃখিত ছিলেন।

এই সময়ে ষোড়শবর্ষীয় রামমোহন হিন্দুদিগের "পৌত্তলিকপ্রণালী" নামে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পিতা এই গ্রন্থপাঠে তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত এবং তজ্জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন। ষোড়শবর্ষে রামমোহন গৃহত্যাগ করিয়া ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি আদৌ ইংরাজীভাষা জানিতেন না।

বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণকালে, তিনি তথাকার ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিবার জন্য তদ্দেশ-প্রচলিত বিভিন্নভাষা শিক্ষা করেন। ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তিনি তিব্বতে আসিয়া উপনীত হন। এখানে কিছুকাল থাকিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। তিব্বতবাসীর সহিত তাঁহার পৌত্তলিকতাবাদ-রূপ ঘোর কুসংস্কারের প্রতিবাদ হয়। তদ্দেশবাসিগণ তাঁহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কুতর্কের জন্য তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে অগ্রসর হন, কিন্তু তথাকার সরল হৃদয় রমণীকুলের যত্নে তিনি অব্যাহতি পান।

তিনি হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী আরও কএকটী দেশে যে পরিভ্রমণ করেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার পর, তিনি "সংবাদ কৌমুদী" নামে যে পত্রিকা প্রচার করেন, তাহাতে তিনি স্বীয় বাল্যভ্রমণ সম্বন্ধে কএকটী মাত্র প্রবন্ধ লিখিয়া যান।

বিংশতিবৎসর বয়সে, পিতার প্রেরিত লোকের সহিত তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর তাঁহার বিবাহ হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর, তিনি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর একটী বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় শ্বশুরালয় বর্দ্ধমান জেলায় কুড়মন পলাশি গ্রামে ছিল। কনিষ্ঠাপত্নী উমাদেবীর পিত্রালয় ভবানীপুরে।

বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি পুনরায় সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দুশাস্ত্রসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক তিনি অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহার পিতার সহিত শাস্ত্রীয় তর্ক উপস্থিত হয়। পিতা রামকান্ত পুত্রের গতিক দেখিয়া হতাশ হইলেন। তিনি প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান পুত্রকে পুনরায় গৃহবহিষ্কৃত করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, রামকান্ত রায় স্বীয় পুত্র রামমোহনকে নবাবসরকারে কর্ম্ম করিবার উপযোগী শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ ইংরাজীশিক্ষার প্রভাব তখন ততদূর বিস্তৃত হয় নাই। সুপ্রীমকোর্ট স্থাপনের সঙ্গে ইংরাজীচর্চ্চার আরম্ভ হয়। রামমোহন ২২ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজীর কিছুই জানিতেন না। ঐ সময়ে শিক্ষারম্ভ করিলেও তাঁহার তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ হয় নাই। সংস্কৃত, পারস্য ও আরবী অধ্যয়নেই তিনি বিশেষ অভিনিবিষ্ট ছিলেন। সাতাশ আটাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইংরাজীতে বাক্যালাপ করিতে শিখিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ইংরাজীরচনা করিতে পারিতেন না।

এই সময়ে তিনি রঙ্গপুরের কালেক্টর জন ডিগ্‌বি সাহেবের অধীনে কেরাণীপদের প্রার্থী হন। সাহেব তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অঙ্গীকার করিলে, তিনি তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক পত্র স্বাক্ষর করিয়া দিলে তিনি কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন—"যখন তিনি কার্য্যের জন্য তাঁহার সম্মুখে আসিবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে, এবং সামান্য আমলাদিগের ন্যায় তাঁহার প্রতি সে প্রকার হুকুমজারি করা হইবে না।" ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উক্ত মর্ম্মের এক পত্র স্বাক্ষর করিয়া দিলে তিনি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মানুগত আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা রামমোহন রায়ের অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার জীবনের ভূরি ভূরি ঘটনা, তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষ ভাবটী প্রকাশ করে।

রামমোহন রায় এরূপ যত্ন ও উৎসাহসহকারে কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, সাহেব তাঁহার প্রতি দিন দিন অধিকতর সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই রামমোহন রায় দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইলেন। ডিগ্‌বি সাহেব, রামমোহন রায়ের বিদ্যাবুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা ও কর্ম্মশীলতার পরিচয় যতই পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ও ডিগ্‌বি সাহেবের ভদ্রতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণ দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ইংরাজী ও দেশীয় সাহিত্যের অনুশীলন বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেন।

রঙ্গপুরে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থিতিকালেও তিনি আপনার জীবনের প্রধান কার্য্য বিস্মৃত হন নাই। সন্ধ্যার পর, আপনার বাসাবাটীতে ধর্ম্মালোচনার জন্য এক সভা আহ্বান

করিতেন। সভায় ব্যক্তিবর্গকে পৌত্তলিকতার অসারতা ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতেন। তথাকার মাড়োয়ারী বণিক্দিগের মধ্যে অনেকে সভার সভ্য হইয়াছিলেন। এই সকল মাড়োয়ারীগণের জন্য তাঁহাকে কল্পসূত্র প্রভৃতি জৈনধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। শীঘ্রই তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিল। ইনি তত্রত্য জজ্ আদালতের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার নাম গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে "জ্ঞানাঞ্জন" নামে একখানি পুস্তক লেখেন। উহা সংশোধিত হইয়া বাঙ্গালা ১২৪৫ সালে (ইং ১৮৩৮ সালে) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকখানিতে জানিতে পারা যায় যে, রামমোহন রায় রঙ্গপুরে পারসিভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তেরও কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের অনুগত ছিল। তিনি তাহাদিগকে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

রামমোহন রায় তাঁহার প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ও কেনোপনিষদের চূর্ণক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ডিগ্বিসাহেবের সম্পাদকতায় উহা প্রকাশিত হয়। সাহেব উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—"বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক শিক্ষা না করাতে, পাঁচ বৎসর পরে, যখন আমার সহিত তাঁহার আলাপ হইল, তখন সামান্য সামান্য বিষয়ে, ইংরাজীতে কথা বলিলে তাঁহার বোধগম্য হইত মাত্র। কিন্তু উক্ত ভাষা কিছুমাত্র শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিতেন না। যে জিলায় আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সরভিসে পাঁচ বৎসর কালেক্টর ছিলাম, তথায় তিনি, পরিশেষে, দেওয়ান, অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার চিঠিপত্র সকল মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া এবং য়ুরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত পত্রাদি লিখিয়া ও আলাপ করিয়া তিনি ইংরাজীভাষায় এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন যে, বিলক্ষণ শুদ্ধরূপে ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারেন।" উক্ত ভূমিকায় ডিগ্বিসাহেব আরও বলিয়াছেন যে, য়ুরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ করা রামমোহন রায়ের অভ্যাস ছিল। তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ পড়িতে অধিক ভালবাসিতেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ক্ষমতা ও বীরত্বের অতিশয় প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহার পতন হইলে তিনি একান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের প্রথম বেগ চলিয়া গেলে, তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি শেষে বলিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান্কে তিনি পূর্ব্বে যেমন প্রশংসা করিতেন, এখন সেইরূপ অশ্রদ্ধা করেন।

রামমোহন রায় ১৮০০ সাল হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের চাকুরি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশবৎসর রঙ্গপুর, ভাগলপুর, রামগড় এই কয়েক জিলায় কালেক্টরের অধীনে দেওয়ানী কর্ম্মোপলক্ষে বাস করে। রামগড় জিলায় অবস্থিতিকালে তিনি সহরঘাটিতে বাস করিতেন। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাতরা হইতে গয়া যাইবার পথে এই সহরঘাটি। অবশেষে বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর লইলেন।

রামমোহন রায় কর্ম্মত্যাগের পর অল্পদিন কলিকাতায় থাকিয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তথায় পারস্য ভাষায় তোহফ্তুল মোহদিন্ (অর্থাৎ সকল জাতীয় লোকের পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ) নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত। উক্ত পুস্তকের মত খণ্ডন করিয়া কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করে নাই। কিন্তু উহার জন্য বহুসংখ্যক লোক তাঁহার শত্রু হইয়াছিল।

রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) চল্লিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এখন হইতেই তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল। তাঁহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন, জন্মভূমির হিতসাধনব্রতে উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার অন্য কার্য্য বা অন্য চিন্তা ছিল না।

ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর কার্য্যে তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য দিবারাত্র পরিশ্রমেও কাতর ছিলেন না।

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলায় লোয়ার সারকিউলার রোডে একটী বাটী খরিদ করেন এবং উহা ইংরাজী প্রণালীতে সজ্জিত করিয়া তথায় বাস করেন।* তাঁহার আশা ছিল বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বজাতির উদ্ধারব্রতে জীবনসমর্পণ করিবেন। এখানে তাঁহার চিরপোষিত আশা পূর্ণ হইল। পৌত্তলিকতা ও সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের অভিব্যক্তি তর্ক ও বিচারের আন্দোলন চলিতে লাগিল। কলিকাতায়

* ১১৩ নম্বর বাটী। এখন উক্ত বাটীতে স্বকিয়া ষ্ট্রীটের থানা আছে।

হুলস্থুল পড়িল। কেবল কলিকাতায় কেন, সমুদায় বঙ্গভূমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিল। বাবুদিগের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যেখানে সেখানে রামমোহন রায়ের কথা। অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে বাকি থাকিল না।

তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, গভীর বিদ্যা ও মধুর ব্যবহারে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, (ইনি জষ্টিস্ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতা, হিন্দু কলেজের একজন সংস্থাপক, এবং উক্ত কলেজের প্রথম সম্পাদক।) [illegible] সিংহ, কাশীনাথ মল্লিক, বৃন্দাবন মিত্র, (ইনি রাজা পীতাম্বর মিত্রের পুত্র ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ), গোপীনাথ মুন্সী, রাজা বদনচন্দ্র রায়, (ইনি রাজা নরসিংহের সম্পর্কীয়), রঘুরাম শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, দ্বারকানাথ মুন্সী প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন।

চন্দ্রশেখর দেব (বর্দ্ধমানাধিপতির রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সভার মেম্বর), তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী (বর্দ্ধমানরাজের রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য), প্রভৃতি অনেককে লইয়া তাঁহাদের একটি রাজনৈতিক দল গঠিত ছিল। সেই দলটি তারাচাঁদ বাবুর সংস্রব হেতু তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে 'Chakrabarti-Faction' বলিয়া পরিচিত ছিল। নন্দকিশোর বসু (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা), ভৈরবচন্দ্র দত্ত, নিমাইচরণ মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, হলধরচন্দ্র বসু, মদনমোহন মজুমদার, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর জমিদার রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি কয়জন তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন সল্ট্ বোর্ডের দেওয়ান ও জ্ঞানরত্নাকরগ্রন্থের সংগ্রাহক নীলরতন হালদার, খিদিরপুর ভূকৈলাসের রাজবংশীয় রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণেরও যথেষ্ট অনুরাগ হইয়াছিল।

তিনি দুই তিনজন সুপণ্ডিত লইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের সহবাসে কালযাপন করিতেন। তাঁহার একজন অনুগত শিষ্য বলেন,—"রামমোহন রায় যখন ১৭৩৪ শকে রঙ্গপুরের বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারের উদ্দেশে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে আপনার সঙ্গে লইয়া আইসেন। তীর্থস্বামী দেশপর্য্যটন করিয়া রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চা ও উদারভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করেন; এবং তীর্থস্বামীও তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ছায়াবৎ তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতেন না। তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মোপাসক ছিলেন। অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম নন্দকুমার ছিল। তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইনি ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত প্রথম আচার্য্য। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে রামমোহন রায়ের নিকটে আনিয়া সমর্পণ করেন। ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবাগীশ তাঁহার একজন প্রধান সহযোগী হইয়া উঠিলেন *। রামমোহন রায়ের নিকটে শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ থাকিতেন; তাঁহার সহিত তিনি উপনিষদের আলোচনা করিতেন।"

যে সকল ব্যক্তির নাম করা হইল, ইঁহারা সকলেই যে ধর্ম্মানুসন্ধানে তাঁহার নিকট আসিতেন, এরূপ নহে। বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্যও কেহ কেহ আসিতেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের প্রবল প্রতিবাদের জন্য তাঁহারা কেহ কেহ আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল এবং গোপীনাথ মুন্সী তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার শত্রু হইল। অনেকেই নানাপ্রকারে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল, আবার এমন কতকগুলি লোক ছিলেন, যাঁহারা রামমোহন রায়ের সাক্ষাতে আত্মীয়তা প্রকাশ করিতেন, অথচ গোপনে গোপনে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না।

ধর্ম্মপ্রচারের জন্য রামমোহন রায় চতুর্ব্বিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম—কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক; দ্বিতীয়—বিদ্যালয় সংস্থাপনদ্বারা ও অন্য প্রকারে শিক্ষাদান; তৃতীয়—পুস্তকপ্রচার; চতুর্থ—সভাসংস্থাপন।

রামমোহন রায় যখন দেখিলেন যে, পুস্তকপ্রচার সত্যধর্ম্ম প্রচারের একটি প্রকৃষ্ট উপায়, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থ সকল নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে ১৭৩৭ শকে, বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিলেন।

রামমোহন রায়ের সুপ্রশস্ত হৃদয় কেবল বঙ্গভূমির মধ্যে বদ্ধ ছিল না। উহা সমগ্র ভারতের জন্য ক্রন্দন করিত।

* ইঁহার নিবাস মালপাড়া গ্রামে ছিল। ইনি পরে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

সুতরাং বেদান্তসূত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ ভারতের সকল প্রদেশবাসীর বোধগম্য হইবে না বলিয়া শীঘ্রই একখানি হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। পরে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৩৮ শকে) তিনি উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

তিনি পূর্ব্বে যে বেদান্তসূত্র ও তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ বিস্তৃত ও কঠিন হওয়ায় সাধারণের বোধগম্য হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাহার অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা পান। পাছে সকলে অত বড় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, এই জন্য, তিনি উহার সারসঙ্কলনপূর্ব্বক 'বেদান্তসার' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। কোন্ শকে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহা জানিতে পারা যায় না। কিন্তু বোধ হয় যে, বেদান্তসূত্রের সঙ্গেই, অথবা অল্পকাল পরেই উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৩৮ শকে) উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক সাহেবেরা উহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, এবং রচয়িতার পরিচয় য়ুরোপে প্রচার করিয়াছিলেন।

বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসার প্রকাশ করিয়া তিনি পাঁচখানি উপনিষদ্, বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তন্মধ্যে সামবেদের অন্তর্গত তলবকার উপনিষৎ প্রথম। তলবকারের অপর নাম কেনোপনিষৎ। ১৭৩৮ শকে, ১৭ই আষাঢ়, ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭৩৮ শকের ৩১শে আষাঢ় তিনি যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষৎ বা বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ প্রকাশ করেন। তিনি বেদান্তসূত্রের ন্যায় ইহারও একটি ভূমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছিলেন। উক্ত ভূমিকাতে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ।

১২২৪ সালের ১৬ই ভাদ্র, (খৃঃ অঃ ১৮১৭), যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ করেন। ইহারও প্রথমে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে। তৎপরে মুণ্ডক উপনিষৎ প্রকাশিত হয়। ইহার মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ পৃথক্ দুইখানি গ্রন্থে গঠিত ছিল। 'গায়ত্রীর অর্থ' নামক আর একখানি পুস্তক ১৭৪০ শকে, (১৮১৮ খৃঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকা ও গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হইলে, শাস্ত্রানুসারে তাঁহার কি প্রকার আচরণ হওয়া উচিত, 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' নামক পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ১৭৪৮ শকে, (খৃঃ অঃ ১৮২৬) ইহা প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

'গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানম্' নামক পুস্তক ১৭৪৯ শকে (১৮২৭ খৃঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের মর্ম্ম এই যে, বেদপাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রীজপ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। ইহাতে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত। উক্ত খৃষ্টাব্দে ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন।

তাঁহার 'অনুষ্ঠান' নামক পুস্তকে অবতরণিকা নামে একটী ভূমিকা আছে। ইহাতে ১২টি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মোপাসনা বিধান ও শাস্ত্রানুযায়ী আহার-ব্যবহার প্রণালী প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি (১৭৫১ শকে (১৮২৯ খৃঃ অ০) মুদ্রিত হইয়াছিল।

'ব্রহ্মোপাসনা' নামক পুস্তক ১৭৫০ শকে, (১৮২৮ খৃঃ অঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে ব্রহ্মোপাসনার একটি পদ্ধতি আছে। উক্ত পদ্ধতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে উহা ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তখন সমাজে কেবল উপনিষৎ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত হইত।

তাহার 'প্রার্থনাপত্র' নামক পুস্তক ১৭৪৫ শকে (১৮২৩ খৃঃ অঃ) প্রথম প্রচারিত হয়। ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করা হইয়াছে।

রামমোহন রায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত 'আত্মানাত্মবিবেক' গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকাশ করেন। তিনি আধুনিক খৃষ্টান্ সম্প্রদায়ের ন্যায় ব্রহ্মবিষয় প্রতিপাদনার্থ এক এক খণ্ড দীর্ঘায়ত কাগজের এক পৃষ্ঠে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। তাহাই পরে 'ক্ষুদ্রপত্রী' নামে মুদ্রিত হয়।

ব্রহ্মসংগীত রাজা রামমোহন রায়ের এক অতুলকীর্ত্তি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্রহ্মসংগীতের তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার নিজের ও বন্ধুগণের বিরচিত সংগীতগুলি তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই উক্ত পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ হইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের নিজের রচিত গীতের নমুনা—

ইমন—আড়াঠেকা।

ভুলনা নিষাদজাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল
সাবধান রে আমার মানসবিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু ফল,
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ॥
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন।
[illegible]সুখ আনায়ণো করহ গমন॥

সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ ॥

শাস্ত্রীয় বিচার ও অন্যান্য বিষয়ক অনেক গুলি বাঙ্গালা পুস্তকও তিনি রচনা করেন। 'কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক বিচার' নামক পুস্তকে তিনি শূদ্রের পক্ষে সুরাপানের শাস্ত্র-বিরুদ্ধতা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরই মদ্যপানের অধিকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন।' এতদ্ব্যতীত 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদেও তিনি ঐ প্রকার মত সমর্থন করিয়াছেন।

তাঁহার একজন শিষ্য ব্রজমোহন মজুমদার ধর্ম্মতলার ইউনিটেরিয়ান্ মুদ্রাযন্ত্র হইতে 'পৌত্তলিক মুখচপেটিকা' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন (১৮৩২)। উহা রাজা রামমোহন রায়েরই লিখিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

শ্রীরামপুরের জনৈক খৃষ্টান পাদ্রি, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র, এবং যোনিভ্রমণ, জন্মান্তরীণ ফলভোগ প্রভৃতি মতের বিরুদ্ধে, খৃষ্টানদিগের 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই একখানি পত্র প্রকাশ করেন। 'সমাচার-চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হইবার জন্য রামমোহন রায় উহার একটী উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পত্রিকা-সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণাবধি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে উহার উত্তর দিলেন। উহাতে রচয়িতার জাতীয়ভাব ও জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এই উত্তরে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় যুক্তি ছিল।

পিতা পরমেশ্বর, পুত্র যীশু ও হোলি গোষ্ট লইয়া প্রসিদ্ধ বিশপ্ বাট্লারের সহিত তর্কের পর তিনি বিশেষ ভাবে খৃষ্টধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন ও বিশেষ যত্ন সহকারে বাইবেল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া নূতন বাইবেলের মূলগ্রন্থ, এবং হিব্রু শিক্ষা করিয়া পুরাতন বাইবেলের মূলগ্রন্থ পাঠ করিলেন। তিনি এক জন য়িহুদী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ছয় মাসের মধ্যে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। ইহাতে ভাষাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি আরবী ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেই জন্য মুসলমানেরা তাঁহাকে 'মৌলবি রাম-মোহন রায়' 'জবরদস্ত মৌলবি' বলিতেন। আরবীর সহিত হিব্রুর অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং হিব্রুশিক্ষা রামমোহন রায়ের নিকট সহজসাধ্য হইয়াছিল। রামমোহন রায় এই সময়ে পাদরী আডাম্ ও য়েট্স্ সাহেবের সহিত একত্র খৃষ্টীয় সুসমাচার পুস্তকচতুষ্টয় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। য়েট্স্ সাহেব বিরক্ত হইয়া উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত মতভেদ তাঁহার বিরক্তির কারণ।

এই সময়ে, রামমোহন রায়, বাইবেল হইতে খৃষ্টের উপদেশ সঙ্কলনপূর্ব্বক 'Precepts of Jesus, Guide to peace and happiness' অর্থাৎ খৃষ্টের উপদেশ, সুখ ও শান্তিপথের পরিচালক, এই নাম দিয়া ১৭৪২ শকে (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন।

খৃষ্টের উপদেশ সংগ্রহ প্রকাশ করাতে রামমোহন রায়ের উদারভাব প্রায় কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বদেশবাসিগণের কথা দূরে থাকুক, অনেক খৃষ্টধর্ম্মা-বলম্বীও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের সুপ্রসিদ্ধ মার্সমান সাহেব, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক সংবাদ পত্রে উক্ত গ্রন্থের নিন্দাবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন। তাঁহার প্রতিবাদের কারণ এই যে, খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মত-প্রতিপোষক বাইবেলের বাক্য সকল উহাতে স্থান পায় নাই।

উপদেশসংগ্রহপুস্তকে সংগ্রহকারের নাম ছিল না। কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট গ্রন্থকর্ত্তার নাম অবিদিত রহিল না। মার্সমান সাহেবের সমালোচনার উত্তরে রামমোহন রায়, সত্যের বন্ধু (A friend to truth) নাম লইয়া 'An appeal to the Christian Public' নামে, ১৭৪২ শকে (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। উহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যে ঈশ্বরের ত্রিত্ব, খৃষ্টের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি মত বাইবেল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মিসনরিগণ বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়াই ঐ প্রকার বিশ্বাস করিতেছেন।

মার্সমান সাহেব পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। রাম-মোহন রায় দ্বিতীয় বার আপনার নাম দিয়া 'Second Appeal to the Christian Public' প্রকাশ করিলেন। মার্সমান সাহেব সহজে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি আবার উত্তর প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রায়ও তাঁহার তৃতীয় উত্তরপুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু একটী ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। এতদিন পর্য্যন্ত রাম-মোহন রায়ের গ্রন্থ বাপ্‌টিষ্টমিসন প্রেসে মুদ্রিত হইত। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ তাঁহার পুস্তক খৃষ্টধর্ম্মবিরোধী জ্ঞানে মুদ্রিত করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু রামমোহন রায় প্রতিবন্ধক দেখিয়া নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি

অক্ষরাদি প্রস্তুত করাইয়া নিজে ধর্ম্মতলার 'ইউনিটেরিয়ান্ প্রেস' নামে একটী মুদ্রা-যন্ত্রালয় স্থাপন করিলেন। উহার কার্য্য প্রায়ই দেশীয় লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইত। ১৭৪৫ শকে (১৮২৩ খৃষ্টাব্দে) এই স্থান হইতে তাঁহার নিজের নাম দিয়া তিনি 'Final Appeal' নামক তৃতীয় উত্তরপুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি এতদূর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল। মার্সমান সাহেব স্বমত সমর্থন জন্য ইংরাজী বাইবেল্ হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। রামমোহন রায় ইংরাজী অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রীক্ ও হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল্ হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহা স্বয়ং ইংরাজীতে অনুবাদপূর্ব্বক দেখাইলেন যে, মার্সমান সাহেবের কথা তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত নহে। মার্সমান সাহেব পরাস্ত হইলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আর একটি আমোদজনক তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হয়। একদিকে ডাক্তার টাইট্লর সাহেবের ভ্রাতা (হিন্দু-কলেজের অন্যতম শিক্ষক) ও শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ এবং অপর দিকে রামমোহন রায়। সুপ্রসিদ্ধ হরকরা ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক পত্রদ্বয় পরস্পরের অবলম্বন হইয়াছিল।

'হরকরা' পত্রে টাইট্লর সাহেব, প্রথমতঃ রামমোহন রায়কে আক্রমণ করেন। তাহাতে "রামদাস" এই কল্পিত নাম স্বাক্ষর করিয়া হিন্দুভাব অবলম্বনপূর্ব্বক রামমোহন রায় তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দিলেন যে, "রামমোহন রায়, পৌত্তলিক হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান উভয়েরই পরম শত্রু; রামমোহন রায় ঈশ্বরের বহুত্ব ও অবতারবাদ উভয়েরই প্রতিবাদী। ঐ ছুটী মতই হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান উভয়েরই মূল মত। সুতরাং এস, আমরা (হিন্দু ও খৃষ্টান) একত্র মিলিত হইয়া আমাদের সাধারণ শত্রু রামমোহন রায়কে আক্রমণ করি।" এই উত্তরপত্র খানি কোথা হইতে আসিল, কেহ জানিতে পারিল না। একজন ঘৃণিত পৌত্তলিক, খৃষ্টানের সহিত সাধারণভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে চায়, ইহা টাইট্লর সাহেব বা অপর খৃষ্টানদিগের সহ্য হইল না। তিনি বিশেষ বিরক্ত হইয়া রামদাসের পত্রের উত্তরে বলিলেন যে, "খৃষ্টধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে তুলনা করা অতি অন্যায় কর্ম্ম; উহাদের সাধারণভূমি এক হইতে পারে না।"

'রামদাস' লিখিলেন যে, ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানের ধর্ম্ম ও পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্ম্মের ভিত্তিমূল এক;—অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বহুত্ব। খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য টাইট্লর সাহেব ও তাঁহার পক্ষসমর্থনকারী খৃষ্টানগণ খৃষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া, খৃষ্টধর্ম্মে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি অনেক দেখাইলেন। 'রামদাস'ও হিন্দুশাস্ত্র হইতে ঐরূপ যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। অনেক প্রত্যুত্তরের পর 'রামদাসে'রই জয় হইত। উভয় পক্ষের পত্র পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।"

এই সময়ে উইলিয়ম আডাম নামক একজন ত্রিত্ববাদী বাপ্টিষ্ট্ খৃষ্টান মিসনরি ভারতবর্ষে আগমন করেন। রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার আলাপ হইলে, তিনি তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। রামমোহন রায় খৃষ্টান না হইয়া, আডাম সাহেবকে তাঁহার মতে আনিলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরমেশ্বরের ত্রিত্ব, খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মত বাইবেলবিরুদ্ধ। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে, আডাম সাহেব, রামমোহন রায়ের উপদেশে 'ইউনিটেরিয়ান্' হইলেন। চতুর্দ্দিকে হুল স্থুল পড়িয়া গেল। গোঁড়া খৃষ্টানেরা আডাম সাহেবকে "Second fallen Adam" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ সয়তানের প্ররোচনায় প্রথম মনুষ্য আডামের যেমন পতন হয়, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়া আডাম সাহেবের দ্বিতীয়বার পতন হইল।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাবাসী হইয়া একবর্ষ পরে নিজ মানিকতলার বাটীতে আত্মীয়সভা স্থাপন করেন। উহা পরবর্ত্তী বৎসরে তাঁহার সিমলা ষষ্ঠীতলার বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়া পরে উপরোক্ত গৃহে পুনরায় আনীত হয়। সপ্তাহে একদিন সভা হইত। শিবপ্রসাদ মিশ্র ঐ সভায় বেদপাঠ করিতেন এবং গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার প্রভৃতি নিয়মিতরূপে ঐ সভায় যোগদান করিতেন, কিন্তু জয়কৃষ্ণ সিংহপ্রমুখ অনেকে লোকনিন্দাভয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করেন।

এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার আশায় তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। নানা বৈষয়িক গোলমালে ব্যাপৃত থাকায় তিনি নিয়মিতরূপে সভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না; সেইজন্য কখন বৃন্দাবনমিশ্রের বাটীতে, কখন বা ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের আলয়ে, কখন বা তুলাবাজারে বিহারিলাল চৌবের বাটীতে সভার অধিষ্ঠান হইত। এইরূপ কিছুকাল আত্মীয়সভার কার্য্য চলিলে পর, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বিহারীলালের বাটীতে এক মহাসভা হয়। ঐ সভায় রামমোহনের সহিত বিচার করিবার

জন্য রাধাকান্ত দেব তৎকালীন প্রধান প্রধান পণ্ডিত সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন। অনেক তর্কযুক্তির পর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী রামমোহন রায়ের মতপ্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নানা বৈষয়িকবিপ্লবে এতকাল রামমোহন ব্রহ্মোপাসনা-প্রচার জন্য একটী সমাজ সংস্থাপিত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ধর্ম্মবিচারে পৌত্তলিক মত খণ্ডনের পর এবং উপরোক্ত মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি সানন্দহৃদয়ে স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। তিনি সরলহৃদয় আডাম সাহেবের সহযোগে বিশেষ উৎসাহে একেশ্বরবাদপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। [বিস্তৃত বিবরণ ব্রাহ্মসমাজ শব্দে দেখ।]

এই সময়ে রাজপুরুষদিগের মধ্যে সতীদাহনিবারণ বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লী, লর্ড কর্ণওয়ালিস, সর্ জর্জ বার্লো, মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্ প্রভৃতি গবর্ণর জেনারলগণ সতীদাহ নিবারণের জন্য নানা উপায় করিলেও, হিন্দুধর্ম্মের মূলে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ইঁহার উৎসাদন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এমন কি, তৎকালে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রিগণও ইহার বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ ছিলেন না।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের রঙ্গপুরে অবস্থানকালে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া (জগন্মোহনের দ্বিতীয়া পত্নী) সহমৃতা হন। এই ঘটনা হইতে রামমোহনের হৃদয়ে সতীদাহ-নিবারণের এক বলবতী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে।

সতীদাহের আনুষঙ্গিক অত্যাচার হ্রাসের জন্য নিজামত আদালত যে কুঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তাহা রহিত করিবার জন্য গোঁড়া হিন্দুগণ গবর্ণর জেনারল হেষ্টিংসের নিকট এক আবেদন পাঠান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন তাহার বিরুদ্ধে আর এক আবেদন প্রেরণ করেন। ঐ পত্রখানি Asiatic Journal নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত বর্ষে ৩০এ নবেম্বর তিনি সতীদাহবিষয়ক প্রথম পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের প্রথম সম্বাদ; প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ এবং 'বিপ্রনাম' ও 'মুগ্ধবোধছাত্র' নামক দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তর উপলক্ষে তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনূদিত এবং মার্কুইস অব হেষ্টিংসের সহধর্ম্মিণীর করে উৎসৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন সতীদাহসম্বন্ধে তিনি সংবাদকৌমুদীতে কএকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব' ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রচারিত হয়।

এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ভারতের বড়লাটপদে অধিষ্ঠিত। রামমোহন রায়কে প্রচলিত নৃশংস সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধবাদী জানিয়া এবং উহা যে ন্যায় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা তাঁহার গ্রন্থে পাঠ করিয়া ভারতের মহামান্য বড় লাট বাহাদুর তাঁহার সহিত সাক্ষাতের বাসনা করিলেন। উভয়ের সাক্ষাতে সতীদাহনিবারণবিষয়ে অনেক পরামর্শ হইয়াছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর বেণ্টিক বাহাদুর এই কুপ্রথা ভারত হইতে বিদূরিত করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী বড়লাটের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশার্থ রামমোহন রায় টাউন-হলে একটী সভা করেন। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী ঐ সভায় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্র ও হরিহর দত্ত তাঁহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ অভিনন্দনপত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায় ও তেলিনীপাড়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই স্বাক্ষর করেন নাই। এই কারণে রামমোহন ঐ অভিনন্দনপত্রের শেষভাগে সাধারণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছেন :—"That your Lordship will condescendingly accept our most grateful acknowledgement for this act of benevolence towards us and will pardon the silence of those who, though equally partaking the blessing bestowed by your Lordship, have through ignorance or prejudice omitted to join us in this common cause."

যাহাতে দেশের লোক সংস্কৃত ও পারস্য ব্যতীত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সকৌন্সিল বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে কলেজস্থাপনের প্রার্থনা জানাইয়া এক পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা ভিন্ন এদেশীয় লোকের কুসংস্কার দূর করিবার উপায় নাই। পারসী বা সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ উপকার দর্শিবে না, সুতরাং সংস্কৃত কলেজস্থাপনের পরিবর্ত্তে একটী ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হউক। তিনি বেদশিক্ষার জন্য একটী বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ৭৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা ডফ্ কলিকাতায় আসেন। রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি এদেশীয় বালকদিগের শিক্ষার্থ একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনা জানাইলেন। ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী

রামমোহন এই সংবাদে বিশেষ আহ্লাদিত হন এবং ডফ্ সাহেবকে বিদ্যালয়স্থাপনার্থ ব্রাহ্মসমাজের গৃহ ছাড়িয়া দেন। পরে নিজের নির্ম্মিত নূতন গৃহে সমাজ স্থাপিত হইলে তিনি কমলবসুর বাটী ৪০৲ টাকায় স্কুলের জন্য ভাড়া করিয়া দেন। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেও তিনি বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নিজেও একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ স্কুলে প্রথমে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আরও অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্তবংশীয় বালকেরা ঐ বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন।

সাধারণ পাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথমে তিনিই প্রচার করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার প্রথম গদ্য রচনার কাল, কিন্তু তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত না হওয়ায় জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সাধারণ পাঠ্য গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমে স্বীয় গ্রন্থে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখন গদ্য পাঠ লোকের প্রায় অনভ্যস্ত ছিল। কিরূপে গ্রন্থপাঠ করিতে হইবে, তাহার প্রণালী তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়দিগের বঙ্গভাষাশিক্ষার সাহায্যার্থ তিনি ইংরাজী ভাষায় এক বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। পরে তিনি ঐ ব্যাকরণের আদর্শে অথবা উহার অনুবাদ করিয়া এক 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করেন। উহা উৎকৃষ্ট বোধে সর্ব্বসাধারণে গৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি বাঙ্গালায় জ্যাগ্রাফী (ইং Geography শব্দের অপভ্রংশে) নামে ভূগোল, খগোল (Astronomy) ও জ্যামিতি (Geometry) লিখিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় এক্ষণে আর ঐ গ্রন্থ সকল পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, রামমোহন রায় মাতাকর্ত্তৃক এক সময়ে পিতৃগৃহ হইতে সপুত্র বহিষ্কৃত হন। তিনি প্রথমে রাধানগরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে যাইয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন, পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। রঘুনাথপুরের বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের বয়স ২০ বৎসর। তাঁহার মাতার সহিত অসদ্ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। কিছুকাল পরে তাঁহার মাতা সমস্ত জমিদারী রামমোহন, জগন্মোহন ও রামলোচনের পুত্রপৌত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া জগন্নাথবাসী হন। সেখানে এক বৎসরকাল থাকিয়া পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইহার কিছুদিন পরেই রামমোহনের মধ্যমাস্ত্রী শ্রীমতী দেবী লোকান্তরিতা হন। তিনি পত্নীর পীড়ার সংবাদ পাইয়াই পুত্র রাধাপ্রসাদকে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দেন এবং বলিয়া দেন যে, যদি তোমার মাতার পীড়া কঠিন ও তাঁহাকে মৃত্যু মুখে পতিতা দেখ, তাহা হইলে আমাকে সংবাদ দিও, কদাচ মুখাগ্নি করিও না। সংবাদ পাইয়া তিনি কৃষ্ণনগরে গমন করেন ও তথায় পরলোকগতা পত্নীর চিতার উপর দাম্পত্য-প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

বহুদিন হইতে রামমোহন বিলাতগমনের বলবতী ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই সময়ে সাংসারিক বিপর্য্যয়ে তাঁহার চিত্ত অধিকতর অশান্ত হইয়া উঠিল। তিনি বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামমোহন বিলাত যাইবেন শুনিয়া দেশময় ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। তৎপূর্ব্বে কোন হিন্দুসন্তানই জাহাজে উঠিয়া ম্লেচ্ছদেশে যাত্রা করেন নাই।

কেবল য়ুরোপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন বা তথাকার আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেই যে তিনি য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, এমত নহে। তাঁহার এই সমুদ্রযাত্রার আরও কয়টী কারণ ছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দবলে ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশাসন ও ভারতবাসিগণের উপর গবর্মেণ্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে বিচার করিয়া তিনি তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিবার নিমিত্ত এবং সতীদাহনিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি-কৌন্সিলে আপীল শুনা হইবে জানিয়া তিনি ইংলণ্ড যাইতে উদ্যোগী হন। এই সময়ে উক্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট্‌কে কএকটী বিষয়ে স্বাধিকারচ্যুত করাতে, তিনি ইংরাজ-কোম্পানীর অন্যায় অত্যাচার-কথা ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারী-দিগের নিকট আবেদন করিবার ভারার্পণ করিয়া রামমোহনকে দূতরূপে ইংলণ্ডেশ্বরের সভায় প্রেরণ করেন। এই সুযোগে দিল্লীশ্বরের সাহায্য লাভ করিয়া তিনি উৎফুল্ল হৃদয়ে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে সনন্দ দ্বারা রাজা উপাধি দান ও তাঁহার পক্ষ হইতে আবেদন করিবার যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। বাদশাহের সাহায্য না পাইলে তাঁহার বিলাতগমন কঠিন ঘটিত কি না সন্দেহ।

উক্ত বর্ষে ১৫ই নবেম্বর সোমবার স্বীয় পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরিদাসকে সঙ্গে লইয়া তিনি আল্‌বিয়ন্ নামক জাহাজে আরোহণ করেন। বিলাত যাত্রাকালে অধিকাংশ সময় তাঁহারা স্বতন্ত্র রন্ধন করিয়া নিজের ঘরে আহার করিতেন। দুগ্ধের সুবিধার্থ তাঁহারা একটী দুগ্ধবতী গাভী সঙ্গে লইয়া ছিলেন। জাহাজ নেটাল বন্দরে লঙ্গর

করিয়া থাকিবার সময় তিনি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা দেখিয়া উৎফুল্লচিত্তে যেমন তাড়াতাড়ি দেখিতে যাইবেন, সেই সময়ে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া তাঁহার এক পা ভাঙ্গিয়া যায়। তাহা আর সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, বিলাতে তাঁহাকে খুঁড়িয়া চলিতে হইয়াছিল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল জাহাজ লিভারপুলের গন্তব্য বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়। রামমোহনের খ্যাতি পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। লণ্ডননগরে মুদ্রিত তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া সকলেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। তাঁহার পৌঁছান সংবাদ পাইয়া উইলিয়ম রাথ্‌বোন্ স্বীয় গ্রীন্‌ব্যাঙ্ক নামক ভবনে বাসা লইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি অপরের অনুগ্রহলাভ করা অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকিতে মানস করেন। তদনুসারে তিনি রাড্‌লিস্ হোটেলে যাইয়া অবস্থিতি করেন। এখানে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত উইলিয়ম্ রস্কো ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্পারজিমের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় রিফরম্ বিল ও ভারতীয় সনন্দ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক শুনিবার জন্য তিনি শীঘ্রই লণ্ডন যাত্রা করেন। আসিবার সময় রস্কো লর্ড ব্রাউহামকে রামমোহন রায়ের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও ইংলণ্ড আসিবার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় গেলারির নীচে আসন দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র দেন।

লিভারপুল ছাড়িয়া তিনি মাঞ্চেষ্টার সহরের কল দর্শন করিতে যান। তথাকার দরিদ্র স্ত্রী ও পুরুষ কুলীগণ ভারতের রাজা আসিয়াছে শুনিয়া রামমোহন রায়কে দেখিতে আসে। রেলপথে লণ্ডন নগরে আসিয়া তিনি আডেল্‌ফি হোটেলে উপস্থিত হন। এখানে জেরেমি বেন্থামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

ইংলণ্ডীয় গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রতি দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত রাজা উপাধি স্বীকার করিয়া লন। ইংলণ্ডপতির রাজ্যাভিষেককালে বিদেশীয় দূতগণের সহিত তিনিও একখানি আসন পাইয়াছিলেন। লণ্ডননগরের সেতুনির্ম্মাণোপলক্ষে প্রকাশ্য ভোজে ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সার জে, সি, হব্‌হাউস তাঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট লইয়া যান। তাঁহারা রামমোহনের সম্মানের জন্য London Tavern নামক অট্টালিকায় একটী ভোজ দিয়াছিলেন।

লণ্ডননগরস্থ ইউনিটেরিয়ান্ খৃষ্টানগণ তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রকাশার্থ একটী প্রকাণ্ড সভা করেন। ঐ সভায় ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ নামক পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সর্ জন বাউরিং বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,—"প্লেতো বা সক্রেটিস, মিল্‌টন্ বা নিউটন্ যদি হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে মনের যেরূপ ভাব হওয়া সম্ভব, তদনুরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া আমি রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনার্থ হস্ত প্রসারণ করিয়াছি"। তাঁহার পর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ডাঃ কার্কলণ্ড বলিয়াছিলেন, "আমেরিকাবাসীরা রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহার আমেরিকা-গমনবাসনা প্রত্যেক আমেরিকাবাসীই প্রত্যাশা করিয়া থাকে।" বৈদেশিকের এই আগ্রহ ও মহানুভবতা সহজেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ।

১৮৩১ ও ৩২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন সনন্দ গ্রহণোপলক্ষে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীনিরূপণার্থ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হইতে একটী কমিটি নিযুক্ত হয়। এদেশীয় য়ুরোপীয় বণিক্ ও রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি ঐ কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্য দান করেন। রাজা রামমোহন রায়ও অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ কমিটীর নিকট গবর্মেণ্টের রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রজাসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এই কমিটীর সমক্ষে তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের পদোন্নতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ডবাসকালে রাজনীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পার্লিয়ামেণ্ট কমিটির সমক্ষে তাঁহার সাক্ষ্য ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিম্নলিখিত নামে প্রকাশিত হয়।

"An essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Properties, according to the Law of Bengal with an Appendix containing Letters on the Hindoo Law of Inheritance, and Remarks on East India Affair; comprising the Evidence to the Committee of the House of Commons on the Judicial and Revenue systems of India, with a dissertation on its ancient Boundaries, also Suggestion for the Future Governments of the Country illustrated by a Map and further enriched with Notes."

উক্ত বর্ষের সেপ্টেম্বর মাসে Monthly Repository নামক পত্রিকায় তাঁহার রচিত আরও দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এই,—

1. Exposition of the Practical operation of the Judicial and Revenue Systems of India.

2. Translations of several principal books

passages and texts of Veds and of some Controversial works on Brahminical Theology.

উক্ত বর্ষের শরৎকালে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ফরাসী দেশ সন্দর্শনে গমন করেন। ফরাসী রাজ্যেও তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল, স্বয়ং সম্রাট্ লুই ফিলিপ তাঁহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র তাঁহার সহিত ভোজন করেন। তথাকার সোসাইটী এসিয়াটিক্ নামক সভা তাঁহাকে সভ্যরূপে মনোনীত করেন। একদিন তিনি পারী নগরের কোন হোটেলে সুপ্রসিদ্ধ কবি সার্ টমাস্ মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন। টমাস মুর তাঁহার মধুর ব্যবহারে বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। এখানে তিনি ফরাসীভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ সালের প্রারম্ভে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া হেয়ার সাহেবের ভ্রাতার গৃহেই অবস্থিতি করেন। ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রসমাজ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কুমারী লুসী একিন্ সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ চ্যানিংকে যে সকল পত্র* লিখেন, তাহাতে রাজা রামমোহন রায়ের উপর তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়—

"Just now my feelings are more cosmopolite than usual; I take no personal concern in a *third* quarter of the Globe, since I have seen the excellent Ram mohon Roy."

আর একস্থলে রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

"He is indeed a glorious being—a true sage, as it appears, with the genuine humility of the character, and with a more fervour, more sensibility, a more engaging tenderness of heart than any class of character can justly claim."

তিনি যে রেভারেণ্ড ডি ডেভিসন এম্ এ সাহেবের নিকট স্বীয় পালিত পুত্র রাজারামকে শিক্ষার জন্য দেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী রামমোহনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "নিশ্চয়ই এমন বিনয়ী মানুষ আর নাই। যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত তিনি আমার সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহাতে আমার লজ্জা হইত। যদি আমি আমাদের দেশের মহারাণী হইতাম, তাহা হইলেও আমার নিকট আসিবার সময় এবং আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় ইহা হইতে কেহ অধিক সম্মান প্রদর্শন করিত না।"

ইহার পর রামমোহন বৃষ্টল নগরে যাইতে মানস করেন। সুপরিচিত মিস্ কার্পেণ্টারের পিতা ডাক্তার কার্পেণ্টার কুমারী কাসেল এবং তাঁহার মাতুলানী ও অভিভাবিকা কুমারী কিডেলের সহিত লণ্ডন নগরে রামমোহনের পরিচয় করিয়া দেন। তিনি বৃষ্টলে ষ্টেপল্টন গ্রোভ নামক উদ্যানবাটিকায় কুমারী কিডেল ও কুমারী কাসেলের অতিথিরূপে থাকিতে ইচ্ছা করেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বৃষ্টলের অভিলষিত ভবনে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহার সঙ্গে তদীয় ভৃত্য ও কর্ম্মচারী রামহরি দাস ও রামরতন মুখোপাধ্যায় এবং পালিত পুত্র রাজারাম বৃষ্টলে আসেন। লণ্ডনের গোলমাল ও ব্যস্ততার মধ্য হইতে এখানে আসিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিলেন। অধিকাংশ সময় ডাঃ কার্পেণ্টার ও সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক রেভারেণ্ড জন ফষ্টারের সহিত নানারূপ কথোপকথনে অতিবাহিত করিতেন। কুমারী কার্পেণ্টারের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং তাঁহারই কথায় কুমারীর হৃদয়ে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা জাগিয়া উঠে।

১১ই সেপ্টেম্বর ষ্টেপলটন্ গ্রোভ ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কথোপকথনের জন্য বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তি সমাগত হন। তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণার্থ যে সভা হয়, তাহাতে ভারতবর্ষের ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং উহার ভবিষ্যৎ উন্নতিবিষয়ের কথাবার্ত্তা ও ভারতীয় দার্শনিকদিগের কএকটী মত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ফষ্টার ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর সুকঠিন প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। যে অসাধারণ প্রতিভার উন্মেষ দেখিয়া একদিন তাঁহার পিতা,মাতা ও গ্রামস্থ লোকে বিস্মিত হইয়াছিলেন, যে প্রতিভায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, যে প্রতিভাবলে তিনি বিভিন্ন ভাষা ও বিবিধ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অসামান্য জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন, সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বৃষ্টলনগরস্থ সমবেত মনীষিমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু হায়! এই কার্য্য তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য হইল। ইহার পর তিনি মানবের হিতকর কোন কার্য্যেই সম্মিলিত হইতে পারেন [illegible]। ঐ দিন সভায়

* Memoirs, Miscellanies and Letters of late Lucy Ackin.

কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রমের পর তিনি আর বিশ্রামের অবসর পান নাই। ডাক্তার কার্পেণ্টার তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি বন্ধুবর্গের আতিথ্য উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। যে সকল লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত,তিনি তাঁহাদিগকে বিমুখ না করিয়া উপযুক্ত উত্তরদানে তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিতেন। এতদ্ভিন্ন উপাসনালয়ে গমন ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শনে তিনি বিরত ছিলেন না।

১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁহার সামান্য জ্বর বোধ হইল। চিকিৎসক প্রবর এস্‌লিন্, পিচার্ড ও ক্যারিক তাঁহার চিকিৎসা করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের ভগিনী কুমারী হেয়ার ও তাহার ভ্রাতা, পূর্ব্বোক্ত কুমারীদ্বয়, ডাঃ এস্‌লিনের মাতা এবং রাজার ভৃত্যদ্বয় ও রাজারাম সকলেই বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দ ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি দুই ঘটিকা ২৫ মিনিটের সময় চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত রজনীতে রাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডবাসী ও ভারতবাসী সকলেই কাঁদিয়াছিল। তাঁহার শুশ্রূষাকারী ইংলণ্ডবাসী পুরুষ ও কুমারীগণের আগ্রহে তম্মুহূর্ত্তে রাজার মস্তক ও মুখের একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল।

পাছে স্বীয় পুত্রগণ বিষয়াধিকার হইতে বঞ্চিত হন, সেইজন্য রাজা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার য়ুরোপীয় বন্ধুগণকে অনুরোধ করেন যে, খৃষ্টানদিগের সমাধিস্থানে, অথবা খৃষ্টানদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাকে যেন সমাহিত না করিয়া কোন স্বতন্ত্র স্থানে প্রোথিত করা হয়। যে হেতু হিন্দু প্রথানুসারে ও আইন অনুসারে ইহাতে তাঁহার জাতি নষ্ট হইবে না। তাঁহার মৃতশরীরেও যজ্ঞোপবীত দেখা গিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা মত তদীয় মৃতদেহ ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভের নির্জ্জন এক বৃক্ষবাটিকায় নিঃশব্দে সমাহিত করা হইয়াছিল (১৮ই অক্টোবর)। তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড গমন করিয়া Arno's vale নামক স্থানে তাহার শব স্থানান্তরিত করিয়া তদুপরে একটী সুন্দর সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মেটেরী গ্রামনিবাসী একজন বাঙ্গালী কবি, বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি পিতার আদেশে নিজ গৃহে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইঁহার মানস স্বভাবতঃ কবিতালোকে সমুদ্ভাসিত ছিল। ইনি আপনার কবিত্বের নিদর্শন স্বরূপ রামায়ণ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া যান। ইঁহার পদ্য কবি[illegible]র প্রাঞ্জলতাগুণে বিভূষিত না হইলেও কবির প্রতিভার পরিচায়ক। ইঁহার পদ্যের অল্পমাত্র উদ্ধৃত হইল। যথা—

"আষাঢ়ে নবীনমেঘ দিল দরশন।
যেমন সুন্দর শ্যাম রামের চরণ॥
ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব।
যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥
রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে।
যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥
ময়ূর করয়ে নৃত্য নবমেঘ দেখি।
রাম দেখি সজ্জন যেমন হয় সুখী॥" ইত্যাদি

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থরচনা পরিসমাপ্ত হয়।

রামযন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রোক্ত যন্ত্রবিশেষ।

রামযশস্, ক্ষেমেন্দ্রের সমসাময়িক একজন কবি। ভারতমঞ্জরীতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

রামরক্ষা, মন্ত্রাত্মক কবচৌষধবিশেষ।

রামরঙ্গপত্তন, আরিরাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। (ভবিষ্যৎ ব্রহ্মখণ্ড ১৫।৫)

রামরহস্যোপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ।

রামরাজ, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের একজন রাজা। ইনি দাক্ষিণাত্যের মুসলমানরাজচতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণানদীতীরে এই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রামরাজের সহিত লক্ষ হিন্দুসেনা নিহত হয়। যুদ্ধাবসানে রামরাজ নিজাম হুসেনশাহের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি তদ্দণ্ডেই বিজয়নগরাধিপের শিরশ্ছেদের আদেশ দেন এবং ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া জয়স্তম্ভস্বরূপ বিজাপুরে লইয়া যান। [বিজয়নগর দেখ।]

রামরাজ, সাতারার একজন মহারাষ্ট্র-নরপতি। ২য় শাহজীর পর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি তারাবাইর পৌত্র ও শাহজীর দত্তক। [মহারাষ্ট্র দেখ]

রামরাজ, স্থাপত্যবিদ্যাবিষয়কগ্রন্থপ্রণেতা।

রামরাম, নাড়ীপ্রকাশ, রসদীপিকা ও রসরত্নপ্রদীপরচয়িতা।

রামরাম, আচার্য্যভেদ।

রামরাম ন্যায়ালঙ্কার, বোপদেবকৃত কবিকল্পদ্রুমের টীকাকার।

রাম রায় (গুরু), জনৈক শিখগুরু। যুক্তপ্রদেশের দেহ্‌রাদুন জেলার দেহ্‌রা নগর-প্রতিষ্ঠাতা। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে দুন্ নামকস্থানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার উদ্যোগে নির্ম্মিত স্থানীয় একটী মন্দিরের গঠনকার্য্য অনেকাংশ জাহাঙ্গীরের সমাধিমন্দিরের অনুরূপ, তদ্‌ভিন্ন এই নগরে স্থাপত্যনিদর্শন আর নাই।

শিখগুরু রামরায় কোন কারণে শিখসম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত ও পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হইলে, সম্রাট্ অরঙ্গজেবের অনুরোধে গড়বালরাজের নিকট পরিচিত হন। রাজা তাঁহাকে বাসের জন্য যে স্থান দান করেন, তাহা আজিও গুরুদ্বার বা দেহ্‌রা নামে খ্যাত আছে। এখানে তাঁহার অলৌকিক শক্তিদর্শনে বহু শত লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার আস্তানার নিকট আসিয়া বাস করে। রাজা ফতে শা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনখানি ভূসম্পত্তির আয় দান করিয়া যান।

রামরায় যোগাভ্যাস দ্বারা অনেক অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন। তিনি নিজের আত্মা দেহান্তরে চালিত করিতে জানিতেন। একসময়ে ঐরূপে আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটাইবার পর তিনি আর নিরূপিত সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। যে স্থলে তাঁহার দেহ মৃতাবস্থায় পতিত ছিল, তদুপরি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী একটী সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

রামরায়কা, বাঙ্গালার চম্পারণ্য জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। রামনগরের তিনক্রোশ উত্তর দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত। মশান ও বলোরা নামক শাখা নদীদ্বয় ইহাতে মিশিয়াছে।

রামরি, দক্ষিণব্রহ্মের সমুদ্রোপকূলস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। আরাকান বিভাগের ক্যোক্‌প্যু জেলার অধীন। রামরি ও ক্যোক্‌প্যু নামক সহর (Township) লইয়া ইহা গঠিত। এই দ্বীপের সর্ব্বত্র পর্ব্বতমালাবিভূষিত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সমগ্র স্থানই ৫০০ হইতে ১৫০০ ফিট্ উচ্চ। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ ৩০০০ ফিট্। এখানে ধান্য, নীল, লবণ, চিনি ও বাহাদুরী কাষ্ঠ বিস্তর উৎপন্ন হয়। স্থানে স্থানে লৌহ ও চূণাপাথর পাওয়া যায়। পূর্ব্বে রামরি ও চেদুবা লইয়া রামরি নামে একটী স্বতন্ত্র জেলা গঠিত ছিল। এক্ষণে উহা পূর্ব্বোক্ত ক্যোক্‌প্যু জেলার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। অক্ষা° ১৮°৫১´ হইতে ১৯°২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩°২৮´ হইতে ৯৪° পূঃ মধ্য।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪২৬ বর্গমাইল। রামরি নগর ইহার বিচার-সদর।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯°৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩°৫৩´৪৫´´ পূঃ। রামরি দ্বীপের পূর্ব্বোপকূলে তান্ নদীর মুখে অবস্থিত।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। তখন রামরির অধিবাসিগণ বাঙ্গালা, বসাই ও তাভয় প্রভৃতি স্থানবাসীর সহিত দেশীয় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য করিত। খ্যাইন্‌ব্রাণের বিদ্রোহে ও ব্রহ্মবাসীর অত্যাচারে পরবর্ত্তিকালে এই নগর ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতে থাকে। খ্যাইন্‌ব্রাণ ও তাহার সঙ্গিদল পরাজিত হইলে রাজার আদেশে বিদ্রোহিদলের কতকাংশ নিহত ও কতকাংশ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়।

প্রথম ইংরাজ-ব্রহ্মের যুদ্ধকালে এই স্থান বিনা বাধায় ইংরাজ-সেনাপতি মাক্‌বীন্ অধিকার করেন। ইংরাজ সেনাদল কর্তৃক আরাকান অধিকৃত হইবার পর হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামরি নগর তন্নামক জেলার বিচার সদররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তৎপরে আন্ ও রামরি একত্র হইবার পর আনের বিচারসদর ক্যোক্‌প্যু জেলার প্রধান নগররূপে নিরূপিত হয়।

রামরুদ্র ন্যায়বাগীশ (ভট্টাচার্য্য), অমরুশতকটিপ্পনী-রচয়িতা।

রামরুদ্রভট্ট (পুং) একজন গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত রামরুদ্রভট্টি নামে টীকাগ্রন্থ পাওয়া যায়।

রামরুদ্র ভট্ট, তরঙ্গিণী নামক ন্যায়গ্রন্থ, তর্কসংগ্রহদীপিকা ব্যাখ্যা, প্রভা, দিনকরকৃত মঙ্গলবাদের টীকা, ব্যুৎপত্তিবাদটীকা ও রামরুদ্রীয় নামক ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা।

রামরূপ ঠাকুর, একজন কবিওয়ালা। পূর্ব্ববঙ্গে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনি একজন সঙ্গীত বিষয়ে সুলেখক বলিয়া প্রশংসাভাজন। ইঁহার রচিত গানগুলি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া অনেকেই আগ্রহাতিশয়ে নিজ নিজ দলে গাইবার জন্য গ্রহণ করিত। ইঁহার রচিত একটী গানের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"শ্যাম আমার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী।
যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিতা জল আশায়,
কুঞ্জ সাজায় তেম্নি কমলিনী।
তুলি জাতি যুথি কূটরাজ বেলী, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকেলী,
নব কলি অর্দ্ধ বিকশিত, মাতে বনমালী হরষিত,
সাজান রাই ফুলের বাসর, আসবে বলে রসিক নাগর,
আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত।
ফুলের শয্যা সব বিফল হল, অসময় চিকণকালা বাঁশী বাজায়।
রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে দ্বারে গিয়ে।"

রামর্ষি, ভর্তৃহরিশতকটীকা, বৃন্দাবনকাব্যটীকা ও ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রবিদেব কৃত নলোদয়টীকারচয়িতা। ইনি বৃদ্ধব্যাসের পুত্র এবং নিত্যাদিত্য ও হরিবংশের ভ্রাতা। কেহ কেহ ইহাকে রামঋষি ও বলিয়া থাকেন।

রামল (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত জনৈক ব্যক্তি। (রাজতর° ৮।২১৭) (ত্রি) ২ রমল সম্বন্ধীয়। [রমল দেখ।]

রামলবণ (ক্লী) রামং রমণীয়ং লবণম্। শাকম্ভরিলবণ, পর্য্যায় রোমক, পাংশুত্যাকরসম্ভব। (রত্নমালা)

রামলিঙ্গ, ১ ত্রিপুরার্ণবচন্দ্রিকা নামক তন্ত্ররচয়িতা। ২ ন্যায়-সংগ্রহের তর্কভাষা-টীকাপ্রণেতা।

রামলিঙ্গ (পুং) রামচন্দ্র।

রামলিঙ্গকৃত (পুং) গ্রন্থকারভেদ।

রামলেখা (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (রাজতর° ৭।২৫৩)

রামলোচন ঘোষ (দেওয়ান), কলিকাতাবাসী জনৈক কায়স্থ সন্তান। ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের পত্নী লেডী হেষ্টিংসের সরকার ছিলেন। প্রভু ও প্রভুপত্নীর প্রিয়পাত্র রামলোচন কালে হেষ্টিংসের দেওয়ান বলিয়া পরিচিত হন। দশশালা বন্দোবস্তের সময় তিনি আপনার কৃতিত্ব দেখাইয়া তৎকালীন বড়লাটকে বিশেষ সন্তুষ্ট করেন এবং বহু গ্রাম ও সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন।

রামল্লকোট, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কর্ণুল জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৭৩৩ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের একটী নগর ও বিচার সদর।

রামবজ্রপঞ্জরকবচ, মন্ত্রাত্মক ধারণীয় কবচবিশেষ। হিরণ্য-গর্ভসংহিতায় ইহার বিষয় লিখিত আছে।

রামবর্দ্ধন (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (রাজতর° ৬।১২৬)

রামবর্ম্মন্, অধ্যাত্মরামায়ণসেতু, রামগীতাটীকা ও রামায়ণ-তিলকরচয়িতা। হিম্মতিবর্ম্মার পুত্র ও নাগেশের শিষ্য।

রামবল্লভ (ক্লী) রামং রমণীয়ং বল্লভং। ১ ত্বচ্, গুড়ত্বক্। (রাজনি°) (ত্রি) রামস্য বল্লভং। ২ রামপ্রিয়।

রামবল্লভ শর্ম্মা, পূর্ণানন্দকৃত ষট্‌চক্রের সজ্জনরঞ্জিনী নাম্নী টীকা ও পূর্ণানন্দষট্‌চক্রনিরূপণটীকাপ্রণেতা। চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত বৎসপুরে তাঁহার বাস ছিল।

রামবল্লভী, বৈষ্ণবধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। কর্ত্তাভজার অন্যতম শাখা। রামশরণপাল প্রভৃতিকে গুরু বা কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করিয়া বংশবাটীর (হুগলীর অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রাম) কএকজন লোকে রামবল্লভী নামে একটী শাখাস্থাপন করেন। কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় এই দুয়ের প্রধান উদ্যোক্তা। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রামবল্লভ নামক এক ব্যক্তিকে প্রবর্ত্তক ও শিবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। তদনুসারে তাঁহারা প্রতিবৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিন পাঁচঘরা গ্রামে প্রবর্ত্তকের উদ্দেশে একটী উৎসবানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রকে সমানজ্ঞান এবং সর্ব্বশাস্ত্রোক্ত-দেবতা অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। এইজন্য উৎসবকালে ভগবদ্গীতা, কোরাণ ও বাইবেলগ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে। তথায় "পরমসত্য" নামে এক বেদী আছে। সকল জাতীয় লোক সেইস্থানে একত্র হইয়া ভোজন করে। তাহারা যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও নানকের উদ্দেশে ভোগ দেয় এবং এক এক জন তত্তৎ সাম্প্রদায়িক মহাজন হইয়া ভোগের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকে। শুনা যায়, তাহারা গোমাংসাদি দ্রব্যও ভোগ দিতে কাতর হয় না।

সকলকে সমানজ্ঞান, সর্ব্বজনে বিনয়ী এবং পরস্পরে প্রগাঢ় প্রণয়বান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; আর পরদ্রব্য ও পরস্ত্রী হরণ করা দূরে থাক উহা স্পর্শন বা দর্শনেও পাপ আছে, ইহাই তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মত। কিন্তু তাহা-দিগকে অপরাপর নিয়ম, বিশেষতঃ ব্যভিচারবর্জ্জনবিষয়ক প্রতিজ্ঞা পালন করিতে দেখা যায় না। তাঁহাদের মতপ্রতি-পাদক একটী গানের কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গীত

"কালী কৃষ্ণ গড্ খোদা, কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলো রে।
মন কালী কালী গড্ খোদা বলো রে॥"

রামবসু, একজন কবিওয়ালা। কলিকাতার নিকট পবিত্র-তোয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী শালিখাগ্রামে রামবসু (১৭৮৬-১৮২৮ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়া যখন ইনি পাঠশালায় গমন করেন, তখন হইতেই পবিত্র কবিতালোকে ইঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই সময়ে হইতেই ইনি কদলীপত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে ভবানী বণিক্ নামক কবিওয়ালা ইঁহার কবিতা সাদরে নিজ দলে গাইবার জন্য গ্রহণ করে। প্রথমে ইনি ভবানী বণিক, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে সঙ্গীত রচনা করিতেন, পরে স্বয়ং একটী সংগীতের দল বাঁধিয়া ছিলেন। ইঁহার উমা-বিষয়ক সঙ্গীতগুলি অতি মনোরম। নিম্নে একটী মাত্র উদ্ধৃত হইল। যথা—

"তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত কথা।
সে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে গাঁথা॥
আমার লম্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে২ বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক,
ধূলায় পড়ে লুটাতো॥"

ইঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতগুলিও অতিশয় চিত্তাকর্ষক। বঙ্গসন্তান রামবসু বিরহাতুরা বঙ্গবধূর প্রেমপূর্ণ সলজ্জ হৃদয়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার উক্তিতে লিখিয়াছেন—

"ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী॥"

আরও লিখিয়াছেন—

"তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনি।
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি॥" ইত্যাদি।

ইনি ৪২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। [কবি দেখ।]

রামবাজপেয়িন্ (পুং) জনৈক পদ্ধতিকার। কুণ্ডমণ্ডপসিদ্ধি-রচয়িতা বিট্‌ঠল দীক্ষিত ও শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বপ্রণেতা কমলাকর ভট্ট ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

রামবাণ (পুং) ইক্ষুভেদ

রামবাণরস, আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসৌষধভেদ।

রামবীণা (স্ত্রী) রামা রমণীয়া বীণা। বীণাবিশেষ।

'কুব্জী চ কচ্ছপী বীণা বীণা তুম্বুরু নারদী।
সারস্বতী কেলিকলা রামবীণা কলাঙ্কিতা॥' (শব্দরত্না॰)

রামব্রতিন্ (পুং) ১ রামব্রতধারী। ২ ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ।

রামশঙ্কর, শূদ্রবিবেকপ্রণেতা। ২ যন্ত্রচিন্তামণিটীকা ও সমরসারবিবরণরচয়িতা।

রামশঙ্কররায়, দীক্ষাসেতু ও সারাৎসারসংগ্রহক নামক তন্ত্রদ্বয়প্রণেতা।

রামশর (পুং) রামস্য শর ইব। শরবৃক্ষভেদ, পর্য্যায় রামকান্ত, রামবাণ, রামেষু, অপর্ব্বদণ্ড, দীর্ঘ, নৃপপ্রিয়। ইহার মূলগুণ—ঈষদুষ্ণ, রুচিপ্রদ, অম্লরস, কষায়, পিত্তকারক ও কফবাতনাশক। (রাজনি॰) ২ রামচন্দ্রের বাণ।

রামশর্ম্মন্ (পুং) উণাদিকোষ-রচয়িতা।

রামশরণ পাল, কর্ত্তাভজা-মতপ্রবর্ত্তক, আউলেচাঁদের পর ইনি গদীতে অধিষ্ঠিত হন। [কর্ত্তাভজা দেখ।]

রামশাস্ত্রিন্, নরহরিতীর্থের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বনাম। ১২১৪ খৃষ্টাব্দে এই পণ্ডিতবরের দেহাত্যয় ঘটে।

রামশাস্ত্রী, একজন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত। উপাধি পুরুণী। সাতারার নিকটবর্ত্তী মহোলীগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। সংস্কৃতশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তিলাভার্থ তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াই বারাণসী ধামে গমন করেন। এখানে শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। অবশেষে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পুণানগরে পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শাস্ত্রীর মৃত্যু ঘটিলে তিনি বারাণসী হইতে পুণায় আনীত এবং পেশবা মাধবরাওর আদেশে রাজকার্য্যে ব্রতী হন। তিনি রাজদরবারস্থ শাস্ত্রিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পরামর্শ মতে অনেক সময় পেশবা মাধবরাও রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

মাধবরাও কোন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট যোগাভ্যাস করেন। একদা তিনি অভ্যাসবশে যোগমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় রামশাস্ত্রী তথায় আসিয়া উপনীত হন। তাঁহাকে প্রবৃত্তিনিরোধপূর্ব্বক যোগাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া রামশাস্ত্রী সেদিন সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরদিন প্রাতঃকালে বারাণসী যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি পেশবাসকাশে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের বাসনা জানাইলেন। মাধবরাও স্বীয় অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি এমন কোন গর্হিত কর্ম্ম করেন নাই যে তদ্দ্বারা তিনি (শাস্ত্রী) এরূপ বিরূপ হইয়াছেন। ইহার উত্তরে শাস্ত্রী বলিলেন যে, যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড হইতে অপসৃত হইয়া কৌশলপূর্ব্বক রাজসিংহাসনারোহণ করিয়াছেন, তাহার পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। যদি তুমি এক্ষণে সে কর্ত্তব্য উপেক্ষা কর, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই মসনদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ কর। শাস্ত্র যাহা শিক্ষা দেয়, আমিও তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। অতঃপর মাধবরাও তাঁহার পরামর্শদাতা অমাত্যবর রামশাস্ত্রীর তিরস্কারের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রামশাস্ত্রী স্বদেশবাসীর উন্নতির নিমিত্ত অসাধারণ অধ্যবসায়ে যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিলে, মনে স্বতঃই ভয় ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী ব্যক্তিগণ মন্দকার্য্য করিয়া তাঁহার ভয়ে ভীত হইতেন। তাঁহার বাক্যের গুরুত্ব ও সারবত্তা সকলেই বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছিল। অনেকে তাঁহাকে ধনলোভে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু তিনি এরূপ উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন যে কখনও কাহার নিকট কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার বেশভূষা বা আহারের কোনই বন্দোবস্ত ছিল না এবং তিনি কখনও সে অভাব অনুভব করেন নাই। নিত্য যাহা জুটিত, তাহাই তিনি আহার করিতেন। কখন আহার্য্যের জন্ত একদিন পূর্ব্বেও কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। শাস্ত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণের যে সকল পালনীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তিনি তৎসমুদায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া দিনাতিপাত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন।

[মহারাষ্ট্র শব্দ দেখ।]

রামশিঙ্গা (দেশজ) যন্ত্রবিশেষ। ইহা মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কীর্ত্তনকালে বৈষ্ণবগণ এই যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই যন্ত্র তাম্র বা কাংস্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

রামশিলা, তীর্থভেদ। স্কন্দপুরাণের মানসখণ্ডে রামশিলামাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

রামশিষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষল্লঘুদীপিকারচয়িতা।

রামশেয়, সত্যাভরণদীপিকাপ্রণেতা।

রামশীতলা (স্ত্রী) আরামশীতলা, পত্রশাকবিশেষ। (রাজনি°)

রামশ্রীপাদ (পুং) আচার্য্যভেদ।

রামষড়ক্ষরমন্ত্ররাজ (পুং) মন্ত্রভেদ।

রামসংযমিন্ (পুং) একজন বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

রামসখ (পুং) রামস্য সখা (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। সুগ্রীব। (শব্দরত্না°)

রামসনেহী, অযোধ্যা প্রদেশের বারাবাঙ্কী জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৮৮ বর্গমাইল।

রামসনেহী, বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

১৭৭৬ সংবতে জয়পুরের অন্তর্গত সুরসেন গ্রামে রামচরণ নামে এক রামাৎ বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে মত প্রচার করায় ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অনিষ্টচেষ্টা করেন। তজ্জন্য তিনি দেশত্যাগ করিয়া উদয়পুরের অন্তর্গত ভীলবাড়া গ্রামে আসিয়া দুইবর্ষ কাটান। এখানেও ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে রাজা ভীমসিংহ তাঁহার অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইলে তিনি এ স্থানও পরিত্যাগ করেন। এ সময়ে শাহপুরেও ভীমসিংহ নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি রামচরণের গুণে ও দুঃখদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন রাজধানীতে স্থান দেন। রাজাশ্রয়ে রামচরণ নিজ ধর্ম্ম মত প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রায় ১৮২৬ সংবতে এই ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া ১৮৫৫ সংবতে রামচরণ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মতানুবর্ত্তী শিষ্যসম্প্রদায় রামসনেহী নামে খ্যাত হইল। তিনি যে পদ বা শব্দ (৩২ অক্ষরাত্মক শ্লোক) রচনা করিয়া যান, ঐ পদগুলি রামসনেহীর নিকট বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য।

[রামচরণ মহন্ত দেখ।]

রামচরণ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম করিয়া যান, তদনুসারে রামসনেহীরা চলিয়া থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের মহন্তেরাই সর্ব্বপ্রধান। [illegible] গদি পাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে ১ম মহন্তই রামচরণ। রামচরণের শিষ্য রামজন ২য় মহন্ত হন। শীর্ষান গ্রামে তাঁহার জন্ম, ১৮২৫ সংবতে দীক্ষা, ১৮৫৫ সংবতে মহন্তপদে অভিষেক এবং ১৮৬৬ সংবতে শাহপুরে মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত পদও প্রচলিত আছে। ৩য় মহন্তের নাম দুলহরাম। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সাধুদিগের মাহাত্ম্যসূচক প্রায় ৪০০০ শাখী রচনা করেন। ১৮৮১ সংবতে তাঁহার দেহাত্যয় ঘটে। ৪র্থ মহন্তের নাম ছত্রদাস। ১৮৮৮ সংবতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহারও ১০০০পদ প্রচলিত আছে। ৫ম মহন্ত নারায়ণ দাস।

মহন্তের পদ শূন্য হইলে, এই সম্প্রদায়ী উদাসীন ও বিষয়ীদিগের এক সমাজ বসে। তাঁহারা গুণবান্ ও জ্ঞানবান্ কোন ব্যক্তিকে মহন্তপদে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে বৈরাগিগণ নগরস্থ রামমেরী নামক মন্দিরে নগরবাসীদের একটী ভোজ দিয়া থাকে। পদশূন্য হইবার ত্রয়োদশ দিবস পরে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মহন্ত প্রায়ই শাহপুরে থাকেন। কখন কখন শারীরিক কষ্ট অভ্যাসের জন্য দেশভ্রমণে বহির্গত হন।

এই সম্প্রদায়ী ধর্ম্মযাজকগণ বৈরাগী বা সাধ (সাধু) নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগকে অনেকগুলি কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। তাঁহারা কখনও বিবাহ করিবেন না। সর্ব্বদা পরদারগমনে পরাঙ্মুখ থাকিবেন, আহার সংযমপূর্ব্বক সদা সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যাস করিবেন। অল্প নিদ্রা, বাক্যসংযম ও শারীরিক সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক দয়া, আর্জ্জব ও ক্ষমা-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ও নিরন্তর শাস্ত্রানুশীলনে নিরত থাকিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, কলহ, স্বার্থপরতা, কপটব্যবহার, বার্দ্ধুষিতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, দুঃশীলতা, দ্যূতাদি ব্যসন, যানারোহণ, পাদুকাগ্রহণ, দর্পণে মুখাবলোকন এবং নস্য, অলঙ্কার বা ভোগবিলাসের সামগ্রী গন্ধদ্রব্যাদি কখনও ব্যবহার করিবেন না। মুদ্রা প্রতিগ্রহ, জীবহিংসা ও নির্জ্জনবাস তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ; কিন্তু বিষয়ী শিষ্যেরা গুরুর জন্য অন্যের প্রদত্ত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বৈরাগীরাও ঋণদান ও বাণিজ্য-ব্যবসা নির্ব্বাহার্থ বণিক্ নিযুক্ত রাখেন। নৃত্যগীতাদি নানা আমোদ, ধূমপান, অহিফেন সেবন বা অপরাপর মাদক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহই রোগ মুক্তির জন্য ঔষধাদি প্রস্তুত করিবেন না। তবে পীড়ার সময় কোন অপরিচিত ব্যক্তি ঔষধ প্রদান করিলে, তাহা গ্রহণ ও সেবন করিতে পারিবেন।

রামসনেহীরা গলদেশে মাল্য এবং ললাটে শ্বেতবর্ণ এক দীর্ঘ পুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন। সাধেরা গৈরিকরঞ্জিত সামান্য বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে ও তাদৃশ বস্ত্রখণ্ডে কটিদেশ আবৃত রাখে। তাহারা কাষ্ঠপাত্রে জলপান এবং মৃত্তিকা বা পাষাণপাত্রে ভোজন করে। জীবহিংসা মহাপাপবোধে তাহারা দীপশিখা জ্বালিয়া পতঙ্গাদি পতিত হইবার ভয়ে উহা আবৃত রাখে এবং পাছে চরণদলিত হইয়া জীবহত্যা হয় এই ভয়ে তাহারা বিশেষ দৃষ্টিপূর্ব্বক ভূমিতে পদক্ষেপ করে। আষাঢ়মাসের শেষার্দ্ধ হইতে কার্ত্তিকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত (চাতুর্মাস্যের সময়ে) তাহারা বিশেষ কোন কার্য্যানুরোধ না ঘটিলে গৃহের বাহির হয় না।

সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রামচরণের ১২ জন শিষ্য ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও পদশূন্য হইলে তিনি সাধবিশেষকে সেই পদে অভিষিক্ত করিতেন। এখনও সেই নিয়মে নির্ব্বাচন-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ঐ দ্বাদশ শিষ্যের উপর মঠ-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ কার্য্যভার অর্পিত আছে। যিনি 'কোতয়াল' তিনি মঠস্থিত শস্য ও ঔষধাদির সযত্নে রক্ষা করিবেন ও মহন্তের অনুমত্যনুসারে মঠবাসীদের প্রত্যহ আহার্য্য বণ্টন করিয়া দিবেন। এই সম্প্রদায়ী বিষয়ী ও অন্যান্য লোকে সাধদিগকে যে সমস্ত কার্পাসবস্ত্র ও কম্বলাদি দিয়া থাকেন, 'কাপড়দার' তাহা রক্ষা করিবেন। তৃতীয় শিষ্য সাধদিগের আচারব্যবহার ও রীতি নীতি তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। চতুর্থশিষ্য সাধদিগকে পাঠশিক্ষা ও পঞ্চম শিষ্য লিপিশিক্ষা দিবেন। ষষ্ঠ শিষ্য স্বমতাবলম্বী বা অন্যমতাবলম্বী শিক্ষার্থীদিগকে লিখনপঠনাদি শিক্ষা দিবেন। ঐ দ্বাদশ শিষ্যের অন্তর্গত প্রবীণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবিশেষই স্ত্রীলোকদিগকে উপযুক্ত উপদেশ দিবার জন্য নিয়োজিত থাকিবেন।

সাধদিগের মধ্যে কেহ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে, উল্লিখিত মঠকর্ম্মচারী সাতশিষ্যের কোন তিনজন এবং অবশিষ্ট পাঁচজন একত্র মহন্তকর্ত্তৃক পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইয়া বিচার সম্পাদন করিবেন।

ঐ সাধমণ্ডলীভুক্ত হইবার সময় লোক আপনার পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তন করে এবং সমস্ত কেশমুণ্ডন করিয়া কেবলমাত্র একটী শিখা রাখিয়া দেয়। এই উপলক্ষে মঠসংক্রান্ত নাপিতের বিলক্ষণ লাভ হয়।

যে সকল সাধ উলঙ্গ থাকে, তাহারা বিদেহী নামে খ্যাত। যাহাদের বাগিন্দ্রিয় বশীভূত হয় নাই, তাহারা কএকবৎসর 'মোহিনী' শ্রেণীভুক্ত হইয়া মৌনব্রতাচারী থাকে। পরে অন্তঃকরণ স্ববশ হইলে পুনরায় বাক্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

গৃহস্থদিগেরও সাধমধ্যে গণিত ও মহন্ত পদপ্রাপ্ত হইবার অধিকার আছে। কিন্তু উপরোক্ত বিদেহী বা মৌনী-শ্রেণীভুক্ত হইবার বিধি নাই। স্ত্রীলোকেও ধর্ম্মযাজিকা হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে তাহাদিগকে কন্যাপুত্র ও স্বামিসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আজীবন পুরুষসঙ্গবিরহিত থাকিতে হয়।

যাবতীয় হিন্দুই এই সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইবার অধিকারী। শাহপুরস্থ মন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষই সকলকে সম্প্রদায়-ভুক্ত করেন। বৈরাগীরা নানাস্থান হইতে দীক্ষার্থীদিগকে শাহপুরে আনয়ন করে। মঠের প্রধান অধ্যক্ষ তাহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরীক্ষার্থ এবং রামসনেহীমতের সম্যক্ উপদেশ দিবার জন্য তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ সাধের নিকট পাঠাইয়া দেন। দীক্ষার্থীরা তাঁহাদের নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সম্প্রদায় মধ্যে গৃহীত হন, কিন্তু সাধপদে অধিরূঢ় হইবার মানস করিলে প্রথমে ৪০ দিন শিক্ষার অবস্থায় থাকিতে হয়।

রামসনেহীরা উপাস্যদেবতাকে রাম বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতানুসারে রাম সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ। সেই শুভপ্রদ ও অশুভহর রামের অভিসন্ধিমধ্যে প্রবেশ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, সুতরাং তিনি যাহা করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বিধেয়। জীবাত্মা সেই রামরূপী পরমেশ্বরের অংশ।

প্রতিমানির্ম্মাণ ও প্রতিমাপূজা রামসনেহীদের মধ্যে নিষিদ্ধ। তাহারা প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে পরমেশ্বরের উপাসনা করে। বিষয়ী লোকে বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় সময় মত মন্দিরে আসিতে পারে না, কিন্তু ভজনার সময় একবার উপস্থিত হইলে উপাসনার শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে বাধ্য হয়। সাধারণে নিশীথ সময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেবালয়ে গমন করে এবং প্রাতঃকালে যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাসনায় নিযুক্ত থাকে, তৎপরে বিষয়ীলোকেরা তথায় যাইয়া ৪।৫ দণ্ডকাল অবস্থিতি করে, পরিশেষে স্ত্রীলোকেরা স্তোত্রদ্বয় গান করিলে প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপ্ত হয়। আড়াইপ্রহরের সময় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা আরম্ভ হইয়া থাকে। সায়ংকালীন উপাসনা কেবল পুরুষেরাই করে। উহা প্রায় ১ ঘণ্টাকাল থাকে। স্ত্রীপুরুষে একত্র উপবিষ্ট হইবার বা একত্র গান করিবার নিয়ম নাই। যখন মঠে বা মন্দিরে অন্য-কেহ না থাকে, তখন সাধগণ উপাস্য দেবতার ধ্যানধারণায় নিমগ্ন থাকেন। কখন মালাজপ, কখন বা মুখে রামনাম উচ্চারণ করেন এবং রাত্রিকালে প্রায়ই তাঁহারা নিরম্বু উপবাসী থাকেন।

তাহাদের উপাসনাস্থানের নাম রামদ্বার। রাজোবাড়ার মধ্যে শাহপুরের মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ। এতদ্ভিন্ন জয়পুর, যোধপুর, মর্থা, উদয়পুর, চিতোর, নাগোর, ভীলবাড়া, তোঙ্ক, বুন্দি, কোটা প্রভৃতি স্থানেও বহুতর রামদ্বার বিদ্যমান আছে।

হিন্দুর দশেরা, দেওয়ালী, হোলী প্রভৃতি কোন উৎসবেই রামসনেহীরা যোগদান করে না। ফাল্গুনমাসের শেষ ৫।৬ দিন তাঁহাদের ফুলদোল পর্ব্বাহ। ঐ সময়কার উৎসবে ভারতের নানাস্থান হইতে মাসাবধি লোকসমাগম হইয়া থাকে। বৈরাগীরা যদি কোন কারণ বশতঃ একবৎসর মেলায় না আসিতে পারে, তাহা হইলে বর্ষান্তরে তাহাকে নিশ্চয়ই আসিতে হইবে। বৈরাগীরা আসিবার সময় স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত

গুরুতর অপরাধীদিগকে মহন্তের নিকট লইয়া আইসে। মহন্ত তুল্‌হারাম নিয়ম করিয়া দেন যে, বিষয়ী লোকদিগের চরিত্রবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্ত যে সকল বৈরাগী গ্রামে বা নগরে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাদের কেহই একস্থানে উপর্য্যুপরি দুইবৎসরের অধিক বাস করিতে পারিবেন না। কারণ গ্রামবাসীদিগের সহিত একত্র সহবাসে হৃদ্যতা জন্মিয়া তাঁহাদেরও চরিত্র দূষিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত ফুল-দোলের সময় তাঁহারা স্থানান্তরে বদলী হইয়া থাকেন।

এই ফুলদোল উপলক্ষে উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর, বুন্দি, কোটা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের রাজগণ ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও রামসনেহীদিগের মিষ্টান্ন ভোজনের নিমিত্ত উৎসবের সময় শাহপুরে ১০।১২ হাজার টাকা পাঠাইয়া দেন।

সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি গুরুতর দোষ করিলে, তথাকার শুভাশুভকর্ম্মের তত্ত্বাবধারক বৈরাগী ফুলদোলের সময় তাহাকে শাহপুরে আনয়ন করে। ঐ অপরাধী ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশ বা একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে পায় না। আটজন সাধের বিচারে তাহার দোষ প্রমাণিত হইলে, শিখাচ্ছেদন ও মাল্যহরণপূর্ব্বক তাহাকে সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। লঘু বিচার স্থানীয় বৈরাগী-কর্তৃক এবং দণ্ডবিধান মহন্তকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে।

গুজরাট ও রাজবাড়া ব্যতীত, বোম্বাই, সুরাট, হাইদরা-বাদ, পুণা, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি পশ্চিমভারতের নানা নগরে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে রামসনেহীদিগের বসতি আছে। কাশীধামেও এই সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

রামসরস্ (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ। ইহার পবিত্র জলে স্নান করিলে পাপক্ষয় হয়। (তাপীখ° ৩৬।২।১২)

রামসহস্রনামস্তোত্র (ক্লী) ব্রহ্মযামলতন্ত্রের অংশবিশেষ। শ্রীরামচন্দ্রের সহস্রনামাত্মক শ্লোক।

রামসাগর, মল্লভূমি বিষ্ণুপুরের পশ্চিমস্থ একটি তীর্থস্থান। বেত্রবতীতীরে অবস্থিত। এখানে নাপুড়শিবলিঙ্গ আছেন।

রামসাহি (পুং) জনৈক হিন্দু রাজা।

রামসিংহ, রাজা জয়সিংহের পুত্র। ইনি বৈদ্যবিনোদপ্রণেতা শঙ্করভট্টের প্রতিপালক ছিলেন।

রামসিংহ (১ম), জয়পুরের একজন রাজা। পিতা জয়সিংহের মৃত্যুর পর তিনি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ আলমগীর কর্তৃক রাজা উপাধিতে সম্মানিত হন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। [জয়পুর দেখ।]

রামসিংহ দেব, মিথিলার একজন রাজা। মৃচ্ছকটিকটীকা-প্রণেতা পৃথ্বীধর ইঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

রামসিংহ দেব, একজন হিন্দু রাজা। সরস্বতীকণ্ঠাভরণের রত্নদর্পণ নামক টীকাপ্রণেতা। রত্নেশ্বর ইঁহারই আশ্রয়ে প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন।

রামসিংহ মুন্সী, গুল্‌সানআজাব নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।

রামসিংহ রাঠোর, যোধপুরের জনৈক রাজা। রাজা অভয়সিংহের পুত্র। ইনি স্বীয় খুল্লতাত ভক্তসিংহকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

[যোধপুর ও মারবাড় দেখ।]

রামসিংহ বর্ম্মন্, জয়পুরের একজন রাজা। ধাতুরত্নমঞ্জরী নামক গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

রামসিংহসরাই (২য়), জয়পুরের রাজা। রাজা ৩য় জয়-সিংহের মৃত্যুর পর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

[জয়পুর দেখ।]

রামসুন্দর বিদ্যাবাগীশ, বস্তুতত্ত্বরচয়িতা।

রামসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মতচতুষ্টয়পরীক্ষা এবং বিষ্ণুতত্ত্বরহস্য ও তাহার টীকাপ্রণেতা।

রামসূক্ত (ক্লী) রামস্তোত্র।

রামসেতু (পুং) রামনির্ম্মিত সেতু, স্থানভেদ (Adam's bridge)।

রামসেন, রসসারামৃতরচয়িতা। ইনি স্বীয় গ্রন্থে শালিনাথ, নিত্যনাথ ও গহনানন্দনাথের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রামসেনক (পুং) ১ ভূনিম্ব। (ভাবপ্রকাশ) ২ কট্‌ফল।

রামসেবক (পুং) রামচন্দ্রের উপাসক।

রামসেবক, তিথিপ্রদীপিকা, মঞ্জীরটীকা, যজ্ঞসিদ্ধান্তবিগ্রহ ও বৃদ্ধচিন্তামণিরচয়িতা।

রামস্তুতি (স্ত্রী) রামস্য স্তুতিঃ। রামস্তোত্র, শ্রীরামচন্দ্রের স্তব।

রামস্বামিন্ (পুং) কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্রের লিঙ্গ-মূর্ত্তিভেদ। (রাজতর° ৪।২৭৫)

রামস্বামী, ১ অমরকোষটীকাপ্রণেতা। ২ জনৈক বৈয়াকরণ। মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে ইঁহার উল্লেখ দেখা যায়।

রামহরি, ১ পারিজাতব্যাকরণপ্রণেতা। ইনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। ২ বৃহজ্জাতকরচয়িতা।

রামহৃদয় (পুং) রামস্য হৃদয়ং। অধ্যাত্মরামায়ণের এক পরি-চ্ছেদ। এখানে রামের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

রামহ্রদ (পুং) পুণ্যপ্রদ তীর্থভেদ। (ভাগবত ১০।৮২।১০)

রামা (স্ত্রী) রমতে রময়তীতি বা রম জ্বলাদিত্বাৎ ণ, টাপ্, রমতেঽনয়েতি করণে ঘঞ্ বা। উৎকৃষ্ট স্ত্রীবিশেষ। (অমর) 'গীতকলাভীরমতে রামা' (ভরত) যিনি গীতকলাদির দ্বারা রমণ করেন, তাঁহাকে রামা কহে।

"বিভজ্য নবধাত্মানং মানবীং সুরতোৎসুকান্।
রামাং নিরময়ন্ রেমে বর্ষপুগান্ মুহূর্ত্তবৎ॥" (ভাগ৽ ৩।২৩।৪৩)
২ যোষা, স্ত্রীমাত্র। ৩ হিঙ্গু। ৪ নদী। (মেদিনী) ৫ হিঙ্গুল। (শব্দরত্না৽) ৬ শ্বেতকণ্টকারী। ৭ গৃহকন্যা। ৮ আরামশীতলা। ৯ অশোক। ১০ গোরোচনা। ১১ বালা। ১২ গৈরিক। (শব্দচ৽) ১৩ সাতলা। ১৪ তমালপত্র। ১৫ ত্রায়মাণা। (রাজনি৽)

রামাগ্নিজ, আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রব্যাখ্যাপ্রণেতা।

রামাচক্র (স্ত্রী) ধর্ম্মোপদেশক আচার্য্যভেদ।

রামাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

রামাণ্ডার, আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের একখানি টীকারচয়িতা। ইনি রামাগ্নিচিৎ নামেও পরিচিত। নির্ণয়সিন্ধুতে কমলাকর ও ভাস্করমিশ্র ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রামাৎ, উত্তরভারতপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। রামানন্দ ইঁহার প্রবর্ত্তক বলিয়া অনেকে ইহাকে রামানন্দী বলিয়াও থাকে। এই সাম্প্রদায়িকেরা রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসনা করে। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানন্দ রামানুজের শিষ্য বলিয়া কথিত, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয় না; যেহেতু তাঁহার শিষ্যপরম্পরা মধ্যে রামানন্দ চতুর্থস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট যথা—রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, তৎশিষ্য রাঘবানন্দ এবং রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ*।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রথমভাগে রামানুজ স্বামী বিদ্যমান ছিলেন। সেই হিসাবে ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রারম্ভে রামানন্দের কালনির্ণয় করা যায়, কিন্তু তাঁহার শিষ্য মহাত্মা কবীর যখন সিকেন্দরশাহ লোদীর সমসাময়িক ছিলেন, তখন কিরূপে ত্রয়োদশ শতাব্দে তাঁহার বিদ্যমানতা সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করা যায়। কবীর-পন্থীদিগের মতে, কবীর ১২০৫ হইতে ১৫০৫ সংবৎ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। আবার মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে তিনি ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের লোক, সুতরাং এরূপস্থলে কোনক্রমেই রামানন্দের কালনির্ণয় করা যাইতে পারে না, এরূপস্থলে তিনি যে রামানুজের শিষ্যপরম্পরাভুক্ত ছিলেন, তাহা সন্দেহস্থল। মীমাংসায় এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, রামানন্দ রামানুজ স্বামীর মতাবলম্বী ছিলেন এবং মহাত্মা কবীরও পূজ্যপাদ রামানন্দের মতানুসারী হন।

[কবীর দেখ।]

জনশ্রুতি এইরূপ, রামানন্দ কিছুকাল দেশভ্রমণের পর মঠে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার সতীর্থগণ কহিলেন, "ভোজ্য ও ভোজনক্রিয়ার সংগোপন করা রামানুজ-মতাবলম্বীর একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু ভ্রমণকালে সম্ভবতঃ তুমি এ নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হও নাই, সুতরাং তোমার পৃথক্ ভোজন করা উচিত। তাঁহাদের এবম্বিধ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া গুরু রাঘবানন্দও সেই কথায় সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে রামানন্দ আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সংসর্গ ত্যাগ করেন এবং পূর্ব্বতন মত সংস্কারপূর্ব্বক স্বনামপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিতে কৃতসংকল্প হন।

অতঃপর রামানন্দ বারাণসীর পঞ্চগঙ্গাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের এক মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। কালে মুসলমানগণ তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়। উহার নিকটে প্রস্তরনির্ম্মিত যে বেদী আছে, তদুপরে রামানন্দের পদচিহ্ন রহিয়াছে, এতদ্ভিন্ন কাশীতে এই সম্প্রদায়ের আরও কএকটী প্রসিদ্ধ মঠ আছে। ঐ মঠস্থ পঞ্চায়তের নির্দ্দেশানুসারে হিন্দুস্থানের রামাতেরা কার্য্য করে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় রামানন্দী সম্প্রদায়েও বিষয়ী ও ধর্ম্মব্রতী ভেদে দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মব্রতী উপাসক আবার উদাসীন ও গৃহিভেদে দুইপ্রকার; তন্মধ্যে উদাসীনেরাই প্রধান।

উদাসীনেরা তীর্থপর্য্যটনপূর্ব্বক ভিক্ষা, অথবা বাণিজ্যাদির দ্বারা জীবনোপায় করে। স্থানে স্থানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মঠ, অস্থল বা আখ্ড়া আছে। ভ্রমণকালে তাহারা কোন মঠে উত্তীর্ণ হইলে কিছু দিনের জন্য তথায় অবস্থিতি করে। বয়োধিক বা জরাগ্রস্ত হইলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মঠবিশেষের আশ্রয় লয় এবং স্বয়ং একটী মঠস্থাপন করিয়া তথায় আয়ুঃশেষ করে।

মঠ বা আখ্ড়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী গুরুদিগের আবাস-স্থান। এখানে একটী বিগ্রহমন্দির, মঠপ্রতিষ্ঠাতা বা প্রধানগুরুর সমাধি এবং মহন্ত ও তাঁহার সহবাসী শিষ্যদিগের কএকখানি বাসগৃহ থাকে। এতদ্ভিন্ন তীর্থযাত্রী বা উদাসীনদিগের আশ্রয়নিমিত্ত তাহাতে একটী ধর্ম্মশালা আছে। তথায় কাহারও গমননিষেধ নাই।

এক এক প্রদেশে এক সম্প্রদায়সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন অনেক মঠ আছে। তথাকার অধ্যক্ষেরা মঠমধ্যস্থ একজনকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; আর যে মঠটী সম্প্রদায়স্বামীর নামে প্রতিষ্ঠিত, সকলপ্রাদেশিক মঠাধ্যক্ষেরাই তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করেন। শেষোক্ত মঠের মহন্ত, তদভাবে কোন প্রসিদ্ধ মঠের মহন্ত ঐ সমাজের সর্দ্দারকর্ত্তা বলিয়া পূজিত হন। পরলোকবাসী মহন্ত শিষ্যদিগের মধ্যে যিনি

* ভক্তমালা মতে—১ রামানুজ, ২ দেবাচার্য্য, ৩ রাঘবানন্দ, ৪ রামানন্দ।

পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাকেই আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করা হয়। এই সকল মঠের ব্যয়ভারবহনার্থ কিছু কিছু দেবোত্তর আছে।

শ্রীরামচন্দ্র রামানন্দদিগের অভীষ্ট দেবতা। রামোপাসনার প্রাধান্য স্বীকার করে বলিয়া ইহারা রামাৎ নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তিও কল্পনা করিয়া থাকে। রামানুজ-দিগের ন্যায় ইহারা রামসীতার পৃথক্ বা যুগলমূর্ত্তির আরাধনা করে। এতদ্ব্যতীত ইহারা অপরাপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় তুলসী ও শালগ্রাম-শিলাকেও বিশেষ ভক্তি করে। কাশীতে এই সম্প্রদায়ের দুইটী মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির উপাসনা হইতে দেখা যায়।

রামানন্দ স্বীয় শিষ্যসম্প্রদায়ের কঠোরতা অবলম্বনার্থ শ্রীসম্প্রদায়ীদিগের অপেক্ষা নিয়মাবলীর অনেক পরিবর্ত্তন করেন। পানভোজন সম্বন্ধে তিনি কাহাকেও কোন নিয়ম বিশেষের অনুবর্ত্তী হইতে আদেশ দেন নাই। সকলেই আপন রুচিক্রমে বা লৌকিক ব্যবহারানুসারে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। পানভোজন বিষয়ে এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈরাগীদিগের বর্ণ ও জাতিবিচার নাই। এইকারণ তাহারা কুলাতীত ও বর্ণাতীত বলিয়া খ্যাত।

শ্রীরাম তাহাদের বীজমন্ত্র, 'জয়রাম জয় শ্রীরাম বা সীতারাম' উহাদের অভিবাদন বাক্য। তিলকসেবা শ্রীসম্প্রদায়িদিগেরই তুল্যরূপ; কিন্তু আপনাপন রুচিক্রমে কেহ কেহ ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রের মধ্যবর্ত্তী রেখা কিছু হ্রস্ব করিয়া অঙ্কিত করেন।

রামানন্দ স্বামী অনেকগুলি শিষ্য করিয়া যান, তন্মধ্যে আশানন্দ, কবীর, রুইদাস, পীপা, সুরসুরানন্দ, সুখানন্দ, ভাবানন্দ, ধন্না, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ ও প্রিয়ানন্দ*। তন্মধ্যে কবীর জোলা তাঁতি, রুইদাস চামার, পীপা রাজপুত, ধন্না জাটজাতীয় এবং সেন নাপিত ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই উপাসক সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তয়িতা।

এই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং রামানন্দ স্বামীর প্রসিদ্ধ শিষ্য গাঙ্গরোণের রাজা রাজপুত জাতীয় পীপা, সুরসুরানন্দ, ধন্না, নরহরি বা ইর্য্যানন্দ, ভক্তমালপ্রণেতা নাভাজী, সুরদাস, তুলসীদাস, সুললিত গীতগোবিন্দপদরচয়িতা জয়দেব প্রভৃতি রামাৎ শ্রেণীর বৈষ্ণব ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে তাহাদের সম্পর্কে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রামানন্দ স্বামীর ধর্ম্মমত সংস্কার করিয়া পরবর্ত্তিকালে আরও কএকটী রামাৎ সম্প্রদায়ের শাখা বিস্তৃত হয়। কবীর হইতে কবীরপন্থী, দাদূ হইতে দাদূপন্থী, কীল হইতে খাকী (গাত্রে মৃত্তিকা বা ভস্মলেপনকারী), মুলুকদাস হইতে মুলুক-দাসী, রুইদাস হইতে রুইদাসী বা রয়দাসী, সেন্ হইতে সেন-পন্থী, রামচরণ হইতে রামসনেহী প্রভৃতি বিভিন্ন রামাৎমত প্রচারিত হইয়াছিল।

রামানন্দের পর, রঘুনাথ গদী পান। ইনি আশানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। যদিও রামানন্দ স্বামীর রচিত কোন গ্রন্থ এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার মতানুবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ তৎপরবর্ত্তিকালে তাঁহার অভিব্যক্ত মত-সমূহ সংগ্রহ করিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা দেশীয় ভাষায় লিখিত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও সুপ্রাপ্য হইয়াছে। সকলেই তাহা পাঠে উপদেশ লাভ করিয়া গুরুপদের অধিকারী হইতে পারেন।

রামাদেবী (স্ত্রী) জয়দেবের মাতা। (গীতগো° ১২।৩০)

রামাদ্বয়, বেদান্তকৌমুদী-প্রণেতা। অদ্বয়াশ্রমের পুত্র।

রামাধার, একজন ব্যাখ্যাকার, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ইনি অন্বয়দ্বারা গদ্যে ব্যাখ্যা করেন।

রামানন্দ, একজন বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক সাধু। ভক্তমালের মতে রামানুজের শিষ্য দেবাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য রাঘবানন্দ। এই রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ। রামানন্দেরও অসংখ্য শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে অনন্তানন্দ ও কবীর প্রধান। (ভক্তমাল ১০।৬৫) রামানুজ স্বামী খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে এবং কবীর খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। [রামানুজ ও কবীর দেখ।] এরূপ স্থলে ভক্তমালের অনুবর্ত্তী হইয়া রামানুজের শিষ্যপরম্পরায় রামানন্দকে চতুর্থ পুরুষ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ ভক্তমালরচয়িতা রামানুজ ও রামানন্দের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি গুরুর নাম ছাড়িয়া গিয়াছেন।

রামানন্দ বাল্যকাল হইতে স্বাধীনপ্রকৃতি ছিলেন। এক-সময়ে তিনি দেশভ্রমণে যান। ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সতীর্থগণ বলেন যে, ভোজ্য ও ভোজন গোপন করা শ্রীসম্প্র-দায়ের প্রধান কর্ত্তব্য, তুমি দেশ বিদেশে এ নিয়ম পালন করি-য়াছ বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং তোমার সঙ্গে একত্র আমরা আহার করিতে পারি না। গুরু রাঘবানন্দও তাহাতে অভিমত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে রামানন্দ আপনাকে নিতান্ত অবমানিত মনে করিয়া কাশীধামে চলিয়া আসিলেন। এখানে পঞ্চগঙ্গাঘাটে থাকিয়া তিনি আপন নামানুসারে বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি রাম-চন্দ্রকে আপনার ইষ্টদেবতা ভাবিতেন। তাঁহার মতানুবর্ত্তী

* ভক্তমালে অন্যরূপ আছে। [রামানন্দ শব্দে তাঁহাদের নাম দ্রষ্টব্য।]

রামাৎ সম্প্রদায় তাই রামচন্দ্রকে ইষ্টদেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

রামানন্দ বারাণসীর পঞ্চ গঙ্গাঘাটে যেখানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার শিষ্যেরা তথায় এক মঠ প্রস্তুত করাইয়া দেন। কোন মুসলমান রাজা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এখন সেখানে এক প্রস্তরময় বেদী ও তাহাতে রামানন্দের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে।

রামানন্দের অনেক শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে ভক্তমালে এই কয়জন প্রধান শিষ্যের নাম আছে। যথা—অনন্তানন্দ, কবীর, সুখা, সুর, পদ্মাবতী, মহিমা, বিজয়, নরহরি, পীপা, ভাবানন্দ, রয়দাস, ধনা, যোগানন্দ, গয়েস, করমচাঁদ, অল্লা পয়হারী, সারী, রামদাস, শ্রীরঙ্গ ও গুণাকর। রামানন্দ জাতিভেদ মানিতেন না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আজও সহস্র সহস্র লোক রামানন্দের মতানুবর্ত্তী। [রামাৎ দেখ।]

রামানন্দ, কএকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ১ বাক্যসুধাটীকা-প্রণেতা ব্রহ্মানন্দভারতীর গুরু। ২ বৃত্তদর্পণপ্রণেতা জানকীমণ্ডলের পিতা ও গোপালের পুত্র। ৩ ন্যায়ামৃতব্যাখ্যা বা ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী-রচয়িতা। ইনি রামাচার্য্য নামেও পরিচিত। ৪ বৃহৎ রুদ্রোপপুরাণটীকা ও বৃহৎ রুদ্রযামলটীকাপ্রণেতা। ৫ রামার্চ্চনপদ্ধতিপ্রণেতা। ৬ বৈষ্ণবমতাজভাস্কররচয়িতা। ৭ শিবরামস্তোত্রপ্রণেতা। ৮ শূদ্রকুলদীপিকা-রচয়িতা। ৯ হরিবংশটীকাকার। ১০ কাশীখণ্ডটীকাপ্রণেতা। ইনি বাসুদেবের অনুরোধে ঐ গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। পরে ঐ গ্রন্থ হইতে পুনরায় "গঙ্গাসহস্রনামটীকা" প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচিত বালবোধিনী নামে আর একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায়। ইনি মুকুন্দপ্রিয়ের পুত্র ও রামেন্দ্রচন্দ্রের পৌত্র। প্রথমে স্বীয় পিতামহ ও পরে চতুর্ভুজ নামক একজন পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন।

রামানন্দ আচার্য্য, মুগ্ধবোধটীকারচয়িতা। দুর্গাদাস ও [illegible] ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রামানন্দতীর্থ, একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সাধু। ইনি তীর্থস্বামিন্ বা রামানন্দযতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অদ্বৈতানন্দের গুরু। ইঁহার রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ পাওয়া যায়:—

অঙ্কসংজ্ঞা, অদ্বৈতনির্ণয়সংগ্রহ, অদ্বৈতপ্রকাশ, অদ্বৈতরহস্য, অধ্যাত্মবিন্দু, অধ্যাত্মরামায়ণটিপ্পনী, [illegible]সার (ঐ), অন্তর্যজনাঙ্গ (ঐ), আত্মতত্ত্ব (ঐ), আত্মবোধটিপ্পণ, আনন্দকুসুম, কাতন্ত্রসংগ্রহ, কাদিসহস্রনামকলা, কুণ্ডতত্ত্বপ্রকাশিকা, কোমলকোষসংগ্রহ, গীতাটীকা, গীতাদিদায়ষ্টীকা, গীতাশয়, চক্রটীকা, চণ্ডীবিবরণ, জ্ঞানবৈভবতন্ত্র, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, তত্ত্বসূত্র ও তত্ত্বসূত্ররত্ন নামে টীকা, তন্ত্রার্ণবটীকা, তত্ত্বাববোধটীকা, তন্ত্রসার, দর্শনকলিকা, দেবীসূক্তটীকা, নামমালাসংগ্রহ, নৃপভূষণী, পরমামৃত, প্রবোধচন্দ্রোদয়সংগ্রহ, প্রাণতত্ত্বসংগ্রহ, প্রেমভক্তিস্তোত্র ও তাহার টীকা, ভগবদ্গীতাভাষ্যব্যাখ্যা, ভাগবততত্ত্বসংগ্রহ, ভাগবতবৃহৎসংগ্রহ, ভাগবতমঞ্জরী, ভাগবতাশয়, ভাবার্থদীপিকাক্রমসংগ্রহ (ভাগবতপুরাণ), ভাবার্থদীপিকাসংগ্রহ (শ্রীধর), মন্ত্রসার, মহিম্নঃস্তবটীকা, মোহমুদ্গরটীকা, যতিভাগবত, যতিভূষণী, যথার্থমঞ্জরী, যোগচন্দ্রটীকা, যোগবিবেকটিপ্পণ, যোগসূত্রটীকা, যোগাবলী, রাজভূষণী, রামকাব্য, রামতত্ত্বপ্রকাশ, রামায়ণকূটটীকা, রুদ্রাধ্যায়টীকা, লোকাভিধান, বাসিষ্ঠসার ও বাসিষ্ঠসারগূঢ়ার্থ, বিচারার্কসংগ্রহ, বিষ্ণুসহস্রনামব্যাখ্যা, বিষ্ণুসূক্তটীকা, বেদমাতৃটীকা, বেদস্তুতিলঘূপায়, বেদান্তসারটীকা, বেদান্তসূত্ররত্নটীকা, শক্তিবাদকলিকা, শাক্তসর্ব্বস্ব, দুইখানি শান্তিশতকটীকা, শাস্ত্রসার, সংক্ষেপাধ্যায়সার, সঙ্গীতসিদ্ধান্ত, সতত্ত্ববিন্দু, সন্ধ্যাবিধিমন্ত্রসমূহটীকা, সহস্রনামমালাকলা, সাংখ্যপদার্থগাথা, সাত্বত্যচতুষ্কটীকা, স্বাদ্বৈতপ্রকাশ, হঠপ্রদীপিকাটীকা ও হঠযোগাধিরাজটীকা।

রামানন্দ রায়, একজন বৈষ্ণব ও পরম ভক্ত। ইনি উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ভক্তিপরায়ণতায় ইনি বৈষ্ণব-সমাজে পরম বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত। স্বয়ং চৈতন্যদেব ইঁহার অসামান্য গুণে আকৃষ্ট হইয়া দর্শনাভিলাষে বিদ্যানগরে গমন করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় প্রভুর আদেশে প্রতিভাপূর্ণ "জগন্নাথবল্লভ" নাটক রচনা করিয়া স্বকীয় অসামান্য কবিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত শান্তিশতকটীকা নামে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জীবনাভিনয় শেষ হয়। পদ্যাবলীতে ইঁহার রচিত কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

রামানন্দ বসু, কুলীনগ্রামনিবাসী মালাধর বসুর পৌত্র। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত দ্বারকানগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ চৈতন্যদেবের পরম প্রিয় পাত্র ছিলেন। চৈতন্য দেব ইঁহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন।

রামানন্দ বাচস্পতি, নবদ্বীপবাসী জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে আহ্নিকাচাররাজ রচনা করেন।

রামানন্দ সরস্বতী, কএকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ১ তর্কাষ্টকটীকারচয়িতা গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতীর গুরু। ২ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যরত্নপ্রভা [illegible] এবং যোগমণিপ্রভা নামে যোগ-

সূত্রের টীকাপ্রণেতা। ইনি গোবিন্দানন্দ, গোপাল ও শিবরাম সরস্বতীর শিষ্য। ৩ ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী নাম্নী ব্রহ্মসূত্রের টীকারচয়িতা। ইনি মুকুন্দ গোবিন্দের শিষ্য ও রামকিঙ্কর নামে পরিচিত।

রামানন্দ সরস্বতী যতি, একজন সন্ন্যাসী ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। রামভদ্র সরস্বতীর শিষ্য। ইনি পঞ্চীকরণতাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, লঘুবাক্যবৃত্তিপ্রকাশিকা, বাক্যসুধাটীকা, বিবরণোপন্যাস (শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরকসূত্রভাষ্যের টীকা) ও বেদান্তসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রামানন্দ স্বামিন্, ১ তত্ত্বসংগ্রহ-রামায়ণ ও মুক্তিতত্ত্ব নামক দুইখানি গ্রন্থরচয়িতা। ২ বিদ্যাভূষণপ্রণেতা।

রামানন্দী, রামানন্দ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়। [রামাৎ দেখ]

রামানন্দীয়, রামানন্দ প্রণীত বেদান্তবিষয়ক একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

রামানুজ (পুং) ১ রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ। ২ আচার্য্য ভেদ। [রামানুজ স্বামী দেখ]

রামানুজ আচার্য্য (বাধূলী), বেদপাদ-রামায়ণরচয়িতা।

রামানুজদর্শন, রামানুজমত প্রতিপাদ্য দর্শনশাস্ত্র। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। রামানুজ এই দর্শনে প্রথমে আর্হতমত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আর্হত মত অতি অপ্রামাণিক ও অশ্রদ্ধেয়, এইজন্য ঐ মতগ্রহণে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যেহেতু উহাতে পঞ্চতত্ত্ব, সপ্ততত্ত্ব ও নবতত্ত্বাদি নানা বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, কোন একটী স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই, সুতরাং প্রথমে লোকের এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, সপ্ততত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব কি নবতত্ত্ব ইহার কোন মতের উপর নির্ভর করিব? এবং এইরূপ অব্যবস্থিত মতাবলম্বনেরই বা আবশ্যকতা কি? ইহা বিবেচনা করিয়া সকলেই ঐ মতগ্রহণে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কারণ সন্দিগ্ধ বিষয়ে কোন বুদ্ধিমানেরই প্রবৃত্তি হয় না। ফলতঃ আর্হতমতপ্রবর্ত্তক এই সকল অব্যবস্থিত বিষয় বলিয়া আপনারই অব্যবস্থিত চিত্তত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আর্হতমতে দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ। কিন্তু ইহা শাস্ত্র বা যুক্তি কোন প্রমাণানুসারেই হইতে পারে না। কারণ দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ হইলে ঘটাদি জড় বস্তুর ন্যায় জীবও পরিমিত হইত। পরিমিত বস্তু কখনই এককালে নানাস্থানে থাকে না, সুতরাং জীবেরও এককালে নানাদেশে থাকা অসম্ভব। কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যোগীরা যোগবলে কায়ব্যূহ রচনা করিয়া একদা নানা শরীরে অবস্থিতি করেন। কিন্তু জৈনমতে ইহা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। কারণ যোগীরাও জীব, তাঁহাদিগেরই বা কি প্রকারে এককালে নানাশরীরে অবস্থিতি হইতে পারে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, স্বকৃত কর্ম্মবশতঃ মনুষ্য জীবকেও জন্মান্তরে গজপিপীলিকাদি দেহধারণ করিতে হয়, ইহাই বা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? কারণ মনুষ্যদেহপরিমিত মনুষ্যজীব কখনই বৃহদ্গজশরীরকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না এবং যেমন ক্ষুদ্রভাণ্ডে জলাশয়স্থ সকল জলের ও কুটীরে করিবরের সমাবেশ হয় না, সেইরূপ অতিক্ষুদ্র পিপীলিকাদেহে কোনক্রমেই তাদৃশ মনুষ্যজীবের সমাবেশ হইতে পারে না।

এস্থলে এরূপ সম্ভাবনা করিও না যে, যেমন দীপের আলোক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গৃহ উভয়ত্রই পরিমিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের সঙ্কোচ ও বিকাশভাবে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শরীরেই সমাবেশ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে জীব অনিত্য হইয়া উঠে। কারণ যাহার সঙ্কোচ ও বিকাশভাব আছে, তাহার বিকারও আছে। বিকারী হইলেই অনিত্য হয়। দীপালোকই ইহার দৃষ্টান্ত। জীবের অনিত্যতাও স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ জীব অনিত্য হইলে 'কৃতপ্রণাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগমন' এই দুই দোষ ঘটিয়া থাকে। দেখ, যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই সেই কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখভোগ করিতে হয়। অভুক্ত কর্ম্মের কোনকালেই বিনাশ হয় না। জীবাত্মা অনিত্য হইলে তাহার বিনাশও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে জীবাত্মার স্বকৃতকর্ম্মের ভোগ না হইয়াই বিনাশ হইল। সুতরাং ভোক্তার অভাবে তাহার সেই কর্ম্ম অভুক্ত হইয়াও বিনষ্ট হইল। তাহা হইলেই কৃতপ্রণাশ দোষ ঘটিয়া উঠিল, যেহেতু অভুক্ত কর্ম্মের প্রণাশকে কৃতপ্রণাশ কহে।

যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম কিছুই করে নাই, তাহাকে কখনই তত্তৎ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ কিছুই ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু জীবাত্মার অনিত্যতা স্বীকার করিতে হইলে অকৃতকর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ 'অকৃতাভ্যাগমন' স্বীকার করিতে হয়। নতুবা এইমতে অভিনব জাত কুমারের সুখ বা দুঃখ কিছুই হইতে পারে না। কারণ তৎকালে তাহার পুণ্যকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম কিছুই নাই। কিন্তু জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করিলে এরূপ দোষ ঘটে না। কারণ বাল্যাবস্থায় পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য বা পাপের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখের ভোগ হয়। ইহা জীবাত্মার নিত্যতামতে অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে। অতএব জীব কখনই দেহপরিমিত নহে।

এইরূপে যখন আর্হতমতের প্রধানভূত জীবপদার্থ নির্ণয় দোষপূর্ণ ও ভ্রান্তিসঙ্কুল প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন ঐ দর্শনের অন্যত্র ভ্রম বা দোষ নাই, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।

অদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীরা বলেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং শ্রুতিপ্রতিপাদ্য। জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে, সকলই মিথ্যা। যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে এবং রজ্জু বলিয়া নিশ্চয় হইলে ভ্রম নিবারিত হইয়া ঐ সর্পভ্রমও নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে কল্পিত হইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া জগৎপ্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

অবিদ্যা ভাব পদার্থ, কিন্তু উহা সৎ বা অসৎ পদার্থ নহে, সুতরাং উহা সদসদনির্ব্বচনীয় নামে খ্যাত। বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যে উপনিষদ্‌বাক্য ও অনুভব প্রমাণরূপে অদ্বৈত মতাবলম্বীরা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উল্লিখিত ভাবস্বরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রুতিতে যে অনৃত শব্দ আছে, তাহার অর্থ সাংসারিক অল্পফলজনক কর্ম্ম, এবং যে মায়া শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অর্থ বিচিত্র সৃষ্টিজনক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, সুতরাং যে সকল শ্রুতি দ্বারা তাঁহারা অবিদ্যা সিদ্ধ করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ঐ অবিদ্যা কিছুতেই সিদ্ধ করা যায় না। কারণ 'আমি জানি না' ঈদৃশ অনুভব দ্বারাও জ্ঞানাভাবেরই বোধ হইয়া থাকে; ভাবরূপ অবিদ্যার বোধ হয় না। আর উহাকে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াও অঙ্গীকার করা যায় না; কারণ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং কিরূপে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যারূপ অজ্ঞান থাকিবে? আলোক আশ্রয়ে কখন কি অন্ধকার থাকিতে পারে? সুতরাং এই মত নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয়। অতএব ভাবরূপ অবিদ্যা পদার্থ যে অলীক ও যুক্তিবিরুদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইরূপে শঙ্করাচার্য্য যখন যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তখন সুধীগণের সেই বিষয়ে কোন মতেই প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে যেরূপ একমাত্র দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, রামানুজ দর্শনেও তাহা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তিনি এই দর্শনে তিনটী পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। ইহার মধ্যে চিৎ জীবপদবাচ্য, ভোক্তা, অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত। ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্তি প্রভৃতি জীবের স্বভাব। কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশকে পুনর্ব্বার শতাংশ করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম।

অচিৎ পদার্থ ভোগ্য ও দৃশ্যপদবাচ্য; অচেতনস্বরূপ জড়াত্মক জগৎ এবং ভোগত্ববিকারাস্পদত্বাদি স্বভাবশালী। ঐ অচিৎ পদার্থ আবার তিন প্রকার—ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন। যাহাকে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য, যেমন অন্নপানীয়াদি। যাহা দ্বারা ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগোপকরণ, যথা ভোজনপাত্রাদি; এবং যাহাতে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগায়তন কহে, যথা শরীরাদি।

ঈশ্বর পরমাত্মা হরি। ইনি সকলের নিয়ামক। সকলের কর্ত্তা, উপাদান, সকলের অন্তর্যামী, এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি গুণাস্পদতারূপ স্বভাবশালী। চিৎ অচিৎ সমুদায় বস্তুই তাঁহার শরীরস্বরূপ এবং পুরুষোত্তম ও বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক, এবং ভক্তবৎসল উপাসকদিগকে যথোচিত ফলপ্রদান করিবার নিমিত্ত লীলাবশে পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন।

তাঁহার পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি যথা—প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি, দ্বিতীয় রামাদ্যবতার স্বরূপ বিভব। তৃতীয় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত ব্যূহ। চতুর্থ সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম, পঞ্চম অন্তর্যামী সকল জীবের নিয়ন্তা। ভগবানের এই পাঁচ প্রকার মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইলে উত্তরোত্তরের উপাসনাতে অধিকার হইয়া থাকে। প্রথমে প্রতিমাদি পূজা করিয়া চিত্তশুদ্ধি ও ভগবদ্‌ভক্তি হইলে পরে রামাদি অবতাররূপ বিভবের উপাসনা করিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হইয়া থাকে।

এইমতে উপাসনাও পাঁচ প্রকার। অভিগমন, উপাদান, কথা, অধ্যায় ও যোগ। দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন প্রভৃতিকেও অভিগমন কহে, এবং গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্র ও স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে স্বাধ্যায় এবং দেবতানুসন্ধানকে যোগ কহে।

এইরূপ উপাসনা দ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইলে করুণাসিন্ধু ভগবান্ স্বকীয় ভক্তগণকে নিত্য পদ প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ পদ প্রাপ্তি হইলে ভগবানকে যথার্থরূপে জানিতে পারা

যায় এবং পুনর্জ্জন্মাদি কিছুই হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান আবির্ভূত হয় এবং চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাকে আবৃত্তিরহিত স্বীয় পরমানন্দধাম প্রদান করেন। ইহাই রামানুজ মতে মোক্ষ। ধ্যানাদি সহকৃত ভক্তি দ্বারাই ভগবত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায়, অন্য উপায়ে নহে। ভগবত্ত্ব সাক্ষাৎকার তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া হয় না।

রামানুজ আরও বলেন যে, একমাত্র ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। ভক্তিজ্ঞান বিশেষজ্ঞানের সার বা ফল। ইহা ইতরবৈতৃষ্যরূপিণী। ভগবান্ ভিন্ন আর সকলই যখন হেয় বলিয়া গোচরে আইসে, তখন যে অনন্যপরা বা অচলাভক্তি বিকাশমানা হয়, সেই ভক্তিই ভক্তি। বৈরাগ্য ভিন্ন তাদৃশী ভক্তি লাভ হয় না এবং বৈরাগ্যও সত্ত্বশুদ্ধি ব্যতীত হয় না, সত্ত্বশুদ্ধি আহারাদির শুদ্ধি হইতে অল্পে অল্পে হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তিনি এইমত যুক্তি ও প্রমাণাদি দেখাইয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিনই আছে। দেখ, যেরূপ বিভিন্ন স্বভাবশালী পশু ও মনুষ্যাদির পরস্পর ভেদ আছে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্বভাব ও স্বরূপের বৈলক্ষণ্যবশতঃ চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরেরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। আর যেরূপ 'আমি সুন্দর আমি স্থূল' ইত্যাদি ব্যবহারসিদ্ধ ভৌতিক শরীরের সহিত জীবাত্মার অভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিৎ ও অচিৎ সকল বস্তুই ঈশ্বরের শরীর; সুতরাং শরীরাত্মভাবে চিদচিৎ সকল বস্তুর সহিত অভেদও আছে বলিতে হইবে। আর যেরূপ একমাত্র মৃত্তিকাই বিভিন্ন ঘট ও শরাবাদি নানারূপে অবস্থান করিতেছে বলিয়া ঘটের সহিত মৃত্তিকার ভেদাভেদ প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বর চিৎ ও অচিৎ নানারূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া চিদচিতের সহিত তাঁহার ভেদাভেদও আছে, সন্দেহ নাই। যেহেতু ঈশ্বরের আকার স্বরূপ চিদচিতের পরস্পর ভেদ লইয়া এবং ঐ উভয়ের সহিত ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভেদ বশতঃ ভেদাভেদ ঘটিয়াছে। দেখ যাহার অন্তর্যামী যে হয়, তাহাই তাহার শরীর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যেমন ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী জীব বলিয়া ভৌতিকদেহ জীবের শরীর, সেইরূপ জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর, সুতরাং জীবও ঈশ্বরের শরীর। অতএব যেরূপ 'আমি সুন্দর আমি স্থূল' ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা ভৌতিকশরীরে জীবাত্মার শরীরাত্মভাবে অভেদ প্রতীতি হয়, সেইরূপ 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো! তুমি ঈশ্বর ইত্যাদি শ্রুতিতেও জীবাত্মা ও ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ তদ্দ্বারা বাস্তবিক অভেদপ্রকৃতি হয় না। অতএব এই শ্রুতিদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য স্বীকার করা এবং জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা যে কেবল মূঢ়তার কর্ম্ম, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি?

শ্রুতি যেস্থলে নির্গুণ কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য—প্রকৃতজনের ন্যায় রাগদ্বেষাদি গুণ ঈশ্বরের নাই এইমাত্র। আর যেস্থলে পদার্থের নানাত্ববিষয় নিষেধ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর চিদচিৎ সমুদয় বস্তুর আত্মা, সুতরাং সকল বস্তুই ঈশ্বরাত্মক। ঈশ্বর হইতে পৃথগ্‌ভূত পদার্থ নাই। (রামানুজদ°)

রামানুজ স্বামী এই সকল মত সংস্থাপন করিয়া বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে এই সকল মতের বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

[রামানুজ স্বামী দেখ]

রামানুজ দাস, চণ্ডমারুত, তত্ত্বত্রয়রত্ন ও বেদান্তবিজয়-প্রণেতা।

রামানুজ দীক্ষিত, তত্ত্বচিন্তামণিদর্পণ ও তত্ত্বচিন্তামণিসার-প্রণেতা।

রামানুজ সম্প্রদায়, রামানুজ মতাবলম্বী বৈষ্ণবধর্ম্মসম্প্রদায়।

[শ্রীসম্প্রদায় দেখ।]

রামানুজ স্বামিন্, বরদরাজস্তবটীকা ও সারাস্বাদিনী নামক টীকারচয়িতা।

রামানুজ স্বামী, একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক ও সাধু পুরুষ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতপ্রবর্ত্তক। যতিরাজ তাঁহার উপাধি ছিল। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে চেঙ্গলপত জেলার অন্তর্গত শ্রীপরম্বদুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কেশব ত্রিপাঠী (সমাজী), হারিত গোত্র, যজুর্ব্বেদী, আপস্তম্ব শাখাধ্যায়ী।* তাঁহার পিতাও একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তোণ্ডীরমণ্ডলের অন্তর্গত ভূতপুরী নামক নগরে তাঁহার বাস ছিল। পিতারই নিকট রামানুজ ১৫ বর্ষ পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীরঙ্গমে গিয়া মহাপূর্ণাচার্য্যের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট বেদবেদাঙ্গ বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে এখানে অল্পদিন মধ্যেই সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

* প্রপন্নামৃতের মতে তিনি কুশিকগোত্রীয় নৃসিংহাচার্য্যের পুত্র।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তি জাগরূক ছিল। অনেক সময় তিনি বিষ্ণুপ্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। জ্ঞানবৃদ্ধি ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিষ্ণুভক্তিও গাঢ়তর হইতেছিল। পাঠ শেষ করিয়াই তিনি মধুরা (মধুরান্তক) নামক স্থানে আসিয়া বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া মুক্তিতত্ত্বের উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গুরুদেবের সহিত কাঞ্চীপুরে আসিয়া বরদরাজ স্বামীর মন্দিরে থাকিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। উক্ত মন্দিরে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি বহু দিন অতিবাহিত করেন এবং বহুলোকও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই সময় তিনি বেদান্তসূত্রের উপর শ্রীভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া শঙ্কর মত খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিলেন।

কাঞ্চী হইতে তিরুপতিতে আসিয়া তিনি বেঙ্কটাদ্রির উপর বিয়দ্গঙ্গাতীর্থে কিছুকাল তপস্যা করিতে থাকেন। এখানে সিদ্ধ হইয়া তিনি বেঙ্কটেশ দেবের পূজাপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীরঙ্গমে আসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এ সময়ে সহস্র সহস্র ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা কৃমিকান্ত চোল রামানুজের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। স্বামীজী সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন, সাধারণ ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা চোল শাসনকর্ত্তার ভাল লাগিল না। তিনি রামানুজের প্রাণবধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। স্বামীজী আত্মরক্ষার জন্য শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মহিসুরের অন্তর্গত যাদবপুরী বা মেলকোটে আশ্রয় লইলেন।

মেলকোটের অধিপতি বল্লাল জৈনধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তিনি সাধুভক্ত ও উদারচরিত ছিলেন। প্রবাদ আছে—যে সময় রামানুজ মেলকোটে আসেন, তৎকালে রাজকন্যাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছিল। রাজা বহু দূর দেশ হইতে নানা গুণী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া বহুবিধ দৈবকার্য্য করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এমন কি রাজাকে কন্যার আশা ছাড়িতে হইয়াছিল। রামানুজ ঐ সংবাদ পাইয়া বল্লালরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং রাজা তাঁহার উপর নির্ভর করিলে তিনি ব্রহ্মদৈত্যকে তাড়াইতে পারেন, এ কথাও রাজাকে জানাইলেন। রাজা সম্মত হইলে স্বামীজী মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ব্রহ্মদৈত্যকে তাড়াইয়া দেন, রাজকন্যাও অচিরে স্বাস্থ্যলাভ করেন।

বল্লালরাজ রামানুজের অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া জৈনমত পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার "বিষ্ণুবর্দ্ধন" নাম রাখেন। তাহাতে জৈনাচার্য্যগণ সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও বল্লালরাজের নিকট স্বামীজীর বিরুদ্ধে অনেক কথাই জানাইলেন। পূর্ব্বগুরুর আদেশে বল্লালরাজ রামানুজের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য সকল জৈন পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন। স্বামীজীর সহিত জৈন পণ্ডিতদিগের কএক দিন ধরিয়া তর্কযুদ্ধ চলিল। অবশেষে জৈন পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়া অনেকে রামানুজের শিষ্যত্ব স্বীকার ও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। আবার কোন কোন জৈনপণ্ডিত দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

যাদবপুরী (বর্ত্তমান নাম টোন্নারের) জৈনমন্দির ধূলিসাৎ হইল এবং সেই স্থানে রামানুজ নারায়ণস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।+ নারায়ণ স্বামীর নামানুসারে আজও সেই স্থান 'তেজ-নারায়ণপুর' নামে খ্যাত।

যাদবপুরীতে অবস্থান কালে একদিন রামানুজ স্বপ্ন দেখিলেন, নারায়ণস্বামী দেখা দিয়া বলিতেছেন যে 'তুমি মেলকোটে গিয়া রমাপ্রিয় নামে বিগ্রহের মন্দির সংস্কার কর।' তৎপর দিনই তিনি মেলকোট যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন যে উত্তরাপথের রাজসেনাপতি মেলকোট লুণ্ঠন করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত রমাপ্রিয় বিগ্রহকেও নিজ প্রভুর রাজধানীতে লইয়া গিয়াছেন। এই নিদারুণ বার্ত্তা শুনিয়া রামানুজ সজলনয়নে দেবের অনুসন্ধানে ছুটিলেন। উত্তরাপথের রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজার আদেশে সকল বিগ্রহ বাহির করিয়া রামানুজকে দেখান হইল। কিন্তু তন্মধ্যে তিনি আপন প্রিয়তম বিগ্রহের দর্শন পাইলেন না। ধ্যানে জানিলেন যে সেই বিগ্রহ খেলনার জন্য রাজকন্যাকে দেওয়া হইয়াছে। দিবসে সেই বিগ্রহ খেলনারূপে রাজকন্যার হাতে হাতে ফেরেন, আবার রাত্রিকালে মানবরূপ ধারণ করিয়া রাজকন্যার সহিত সহবাস করেন। রামানুজ বাসায় আসিয়া সংযতচিত্তে মন্ত্রবলে সেই বিগ্রহকে আকর্ষণ করিলেন। রমাপ্রিয় তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। রামানুজ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষিপ্রগতিতে মেলকোটে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে রাজকন্যা রমাপ্রিয়ের অদর্শন জানিতে পারিয়া অশ্বারোহণে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

+ প্রপন্নামৃতে লিখিত আছে, রামানুজস্বামী ১০১৩ শকে যাদবাচলে শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভক্তগণ বলেন যে, মেলকোটের পাহাড়ের নিকট রাজকন্যার দেহ রমাপ্রিয়বিগ্রহে বিলীন হইয়া গেল। যেখানে এই ঘটনা ঘটে, তথায় এখনও একটী স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান।

মেলকোটের পূর্ব্বমন্দির সংস্কার করিয়া রামানুজ এখানে ১২ বর্ষ কাটাইলেন। এই সময় তিনি বিশেষভাবে স্বীয় ধর্ম্ম-মত প্রচার করিয়াছিলেন। রামানুজের অধিষ্ঠান হেতু মেলকোট শ্রীবৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ। এখানে ১২ বর্ষ অতীত হইলে রামানুজ কৃমিক্রান্ত চোলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আবার শ্রীরঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে রঙ্গনাথ স্বামীর পূজাপদ্ধতি সংস্কার করিয়া সকলকে আপন মতে দীক্ষিত করিলেন।

অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র নিজ মত প্রচার ও সাধারণকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত বাহির হইলেন। প্রথমে তিনি তিরুপতি হইয়া মহারাষ্ট্রে আসিলেন। যিনি তাঁহার ভক্তিপূর্ণ বিমল তত্ত্বোপদেশ শুনিলেন, তিনিই তাঁহার শিষ্য হইলেন। তথা হইতে জৈনদিগের প্রধান তীর্থ গির্ণরে পৌছিলেন, বহু জৈন বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল। গির্ণরের নিকটবর্ত্তী দত্তাত্রেয় ক্ষেত্রে কিছুদিন যাপন করিয়া দ্বারকাতীর্থে আসিলেন, এখানে শঙ্কর মতাবলম্বী কতলোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। দ্বারকায় পূজা ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া একে একে প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, হরিদ্বার প্রভৃতি প্রধান তীর্থগুলি দর্শন ও সেই সেই স্থানে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন। তৎপরে বদরিকাশ্রম হইয়া কাশ্মীরে সারদাপীঠে উপস্থিত হইলেন। এখানকার মঠাধ্যক্ষেরা বিরুদ্ধ মতের গ্রন্থ রাখিতেন না। রামানুজ তাঁহাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিলে তাঁহারা রামানুজের গ্রন্থসমূহ মঠে রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। প্রবাদ এই যে, সারদামঠে সরস্বতী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রামানুজকে বেদান্তের কএকটী কূট প্রশ্ন করেন। রামানুজের প্রত্যুত্তরে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "ভাষ্যকার" উপাধি এবং মহাবিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্ত্তি প্রদান করেন। তখন হইতেই রামানুজ "ভাষ্যকার" নামে পরিচিত হইলেন।

সারদামঠ হইয়া কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অযোধ্যায় আসিলেন। এখানে রামচন্দ্রের পবিত্র স্থান দর্শন ও কিছু দিন বিশ্রাম করিয়া গয়াধামে পদার্পণ করিলেন। এ সময় গয়াধামে বৌদ্ধাধিকার; সাধারণে বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরক্ত। রামানুজের উপদেশ গুণে অনেকে বৈষ্ণব হইল। তথা হইতে করমণ্ডল উপকূল দিয়া পদ্মনাভ, সিংহাচল, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তাঁহার প্রিয় শ্রীরঙ্গমে ফিরিলেন। জীবনের অবশিষ্টকাল এখানে থাকিয়া তিনি পরমার্থ উপদেশ দিয়া সহস্র সহস্র পাপী তাপীকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। ১২০ বর্ষ বয়সে ৪২৩৮ কলিযুগাব্দে এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেই তিনি মোক্ষলাভ করেন।

তাঁহার বহু সংখ্যক জ্ঞানী ও ভক্তশিষ্য হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭৪ জনকে আচার্য্য বা পীঠাধিপতি নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা শ্রীবৈষ্ণবদিগের গুরু এবং এখনও আচার্য্য উপাধিতেই পরিচিত *।

[শ্রীবৈষ্ণব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বৈষ্ণবদিগের নিকট রামানুজ শেষ অবতার বলিয়া গণ্য। ভক্তমালে লিখিত আছে—

"শ্রীমান্ রামানুজ স্বামী শেষ অবতার।
কৃপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার॥
গুরুস্থানে মন্ত্রদীক্ষা শিক্ষামাত্রে সিদ্ধ।
শ্যামল সুন্দর রূপ দেখে বন্ধু সাধ্য॥
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাবিষ্ট হৈয়া।
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্তু না চিনিয়া॥
ভ্রময়ে সংসারে লোক পাপপুণ্যবশে।
বাসনা অবিদ্যা দুঃখ সাগরেতে ভাসে॥
আজি সর্ব্বলোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া।
সম্মুখ দুয়ারে গিয়া দুহস্ত তুলিয়া॥
নিজ সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উচ্চস্বর করি।
ফুকারিয়া কহে তিনবার সর্ব্বোপরি॥
গ্রামে বহুলোক মধ্যে বাহাত্তর জন।
শিখিলা যে মন্ত্র যেই যেই ভাগ্যবান্॥
কণ্ঠস্থ করিয়া অতি গোপনে রাখিলা।
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা॥
তাহার তাহার শিষ্য পরম্পরা হৈতে।
ভক্তিনিধি দুর্লভ ব্যাপিকা পৃথিবীতে॥" ১০।৬৪।

রামানুজের মত।

রামানুজ যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, তাহা নামে নূতনত্ব সূচিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার মূলতত্ত্ব বহুপ্রাচীন মত হইতেই গৃহীত। তিনি যে মত প্রচার করেন, তাহা তাঁহার বহুপূর্ব্বে বোধায়ন ও দ্রমিড়াচার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, রামানুজের শ্রীভাষ্য ও শ্রুতপ্রকাশিকা নাম্নী তাহার টীকা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। শ্রীসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীনিবাস তাঁহার যতীন্দ্রমতদীপিকায় লিখিয়াছেন, ১ম ব্যাস, ২য় বোধায়ন, ৩য় গুহদেব, ৪র্থ ভারুচি, ৫ম ব্রহ্মনন্দী, ৬ষ্ঠ দ্রমিড়াচার্য্য, ৭ম শ্রীপরাঙ্কুশনাথ, ৮ম যামুনাচার্য্য এবং ৯ম যতীশ্বর বা

* প্রপন্নামৃত, স্মৃতিকালতরঙ্গ, ভক্তমাল প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে রামানুজের জীবনী বিবৃত হইয়াছে।

রামানুজ যথাক্রমে ঐ মত প্রচার করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্যগণের সংক্ষিপ্ত মত একপ্রকার বিলুপ্ত, রামানুজের সুবিস্তৃত আলোচনাযুক্ত মত এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত।

বহুপূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে যে পঞ্চরাত্র বা ভাগবত মত প্রচলিত ছিল, রামানুজ একপ্রকার সেই মতই ঘোষণা করিয়াছেন। [পঞ্চরাত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

অধ্যাপক রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, পঞ্চরাত্র বা সাত্বতধর্ম্ম ক্ষত্রিয়মূলক।* রামানুজ সেই সাত্বত মত অবলম্বনে বৈদান্তিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন।

প্রধানতঃ ১ জীব, ২ ঈশ্বর, ৩ উপায় (ঈশ্বরকে পাইবার পথ), ৪ ফল বা পুরুষার্থ, ৫ বিরোধী (অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক) এই অর্থপঞ্চক লইয়া রামানুজ-মত প্রতিষ্ঠিত। তাহার মতে, জীব পাঁচপ্রকার নিত্য, মুক্ত, কেবল, মুমুক্ষু বদ্ধ। ঈশ্বরের স্বরূপও পঞ্চবিধ—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা। উপায়ও পঞ্চবিধ—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ, প্রপত্তিযোগ ও আচার্য্যাভিমানযোগ। পুরুষার্থও পাঁচপ্রকার—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, কৈবল্য ও মোক্ষ। বিরোধীও পঞ্চবিধ—স্বরূপবিরোধী, পরস্বরূপবিরোধী, উপায়বিরোধী, পুরুষার্থবিরোধী ও প্রাপ্তিবিরোধী। (নারায়ণপরিব্রাট্ রচিত "অর্থপঞ্চক" ও "যতীন্দ্রমতদীপিকায়" উক্ত পঞ্চকের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।) [রামানুজদর্শন শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, মাড়বার ও গুজরাতে রামানুজমতাবলম্বী বহুলোক দেখা যায়। [শ্রীসম্প্রদায় দেখ।]

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পণ্ডিতপ্রবর রামানুজ স্বামীর বিরচিত বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে কএকখানিমাত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

অষ্টাদশরহস্য, ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, কণ্টকোদ্ধার, কূট-সংদোহ, গদ্য ও গদ্যত্রয় গুণরত্নকোষ, চক্রোল্লাস, দিব্যসূরি-প্রভাবদীপিকা, দেবতাপারম্য, নায়করত্ন নামে ন্যায়রত্নমালা-টীকা, নারায়ণমন্ত্রার্থ, নিত্যপদ্ধতি, নিত্যারাধনবিধি, ন্যায়পরি-শুদ্ধি, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, পঞ্চপটল, পঞ্চরাত্ররক্ষা, প্রশ্নোপনিষদ্-ব্যাখ্যা, ভগবদ্গীতাভাষ্য, মাণদর্পণ, মণ্ডিমানুষ, মুণ্ডকোপনিষদ্-ব্যাখ্যা, যোগসূত্রভাষ্য, রত্নপ্রদীপ, রামপটল, রামপদ্ধতি, রাম-পূজাপদ্ধতি, রামমন্ত্রপদ্ধতি, রামরহস্য, রামায়ণব্যাখ্যা, রামোর্চ্চা-পদ্ধতি, বার্ত্তামালা, বিশিষ্টাদ্বৈতভাষ্য, বিষ্ণুবিগ্রহশংসনস্তোত্র, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, বেদান্ততত্ত্বসার, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, বেদার্থসংগ্রহ, বৈকুণ্ঠগদ্য, শতদূষণী, শরণাগতিগদ্য, শ্রীভাষ্য, শ্রীরঙ্গরাজস্তোত্রব্যাখ্যা, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যা, সংকল্প-সূর্য্যোদয়টীকা, সচ্চরিত্ররক্ষা ও সচ্চরিত্ররক্ষাসারদীপিকা নামে তাহার টীকা এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধি।

রামানুষ্টুভ্ (স্ত্রী) রামস্তোত্রবিশেষ।

রামাপ্রিয় (পুং) দারুচিনি নামে প্রসিদ্ধ বল্কল। (বৈদ্যকনি°)

রামাভ্যুদয় (পুং) রামচন্দ্রের অবতাররূপে প্রকটন।

রামায়ণ (ক্লী) রামস্য চরিতান্বিতং অয়নং শাস্ত্রং। বাল্মীকি-রচিত ভারতবর্ষের আদি গীতিকাব্য। ইহার অপর নাম "রঘুবরচরিত," "দশশিরঃবধ"* বা "পৌলস্ত্যবধ"† কাব্য।

রামায়ণ ভারতে চিরদিন আদিকাব্য বলিয়া গণ্য হইয়া আসিলেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট এই মহাকাব্যখানি নানা ভাবে গৃহীত হইয়াছে। জর্ম্মণ-পণ্ডিত বেবের (Weber) লিখিয়াছেন, 'রামায়ণ কাব্যখানি দক্ষিণাপথে আর্য্য-সভ্যতা বিশেষতঃ কৃষিজ্ঞানবিস্তারবিষয়ক একটী রূপক মাত্র। সীতা কাহারও নাম নহে, সীতাই হলপদ্ধতি এবং রাম হলধর বলরাম। মহাভারত-বর্ণিত যুদ্ধ পর্ব্বের বহু পরে রামায়ণ সঙ্কলিত হইয়াছে।'‡ এমন কি বৌদ্ধদিগের দশরথ-জাতকের কতকগুলি শ্লোকের সহিত রামায়ণের কতকগুলি শ্লোকের মিল দেখিয়া ঐ জর্ম্মণ পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দশরথজাতকের মূল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাল্মীকীয় রামায়ণ রচিত হইয়াছে। এছাড়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এমনও বলেন যে, হিন্দু ও সিংহলস্থ বৌদ্ধদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদবিজ্ঞাপক রূপক লইয়া রামোপাখ্যানের সৃষ্টি। আবার কেহ লিখিয়াছেন যে,রামায়ণ হোমরকৃত গ্রীককাব্যেরই অনুকরণ। এইরূপ রামায়ণ সম্বন্ধে কতই অশ্রুত ও অভূত-পূর্ব্ব কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি ঐ সকল কথার মূলে কিছু মাত্র সার আছে বলিয়া এ দেশীয় কেহই স্বীকার করিবেন না।

রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা হইতে ভারতের ভিন্ন সময়ের সমাজচিত্র পাওয়া যায়। সেই সমাজচিত্র হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন্খানি প্রাচীন ও কোন্খানি পরবর্ত্তী তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাইতে পারি। রামায়ণের সময়

* Dr. R. G. Bhandarkar's Report on the Search of Sanskrit Mss, 1883-84, p. 73.

* "তদুপগতসমাসসন্ধিযোগং সমমধুরোপনতার্থবাক্যবদ্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্ ॥" ১।১।৪৩।

† "কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং চকার চরিতব্রতঃ ॥" ১।৪।৭।

‡ Weber's Sanskrit Literature, p. 192.

§ এই দশরথজাতকের মতে রাম সীতার সহোদর। বনবাসের পর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আপন সহোদরা সীতাকে বিবাহ করেন।

দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এ সময় দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থান বন্য শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানি পরিবেষ্টিত, কেবল সুদূর কিষ্কিন্ধ্যায় বানরগণের একটী সুরম্য রাজ্য ছিল। কিন্তু মহাভারতের সময় দাক্ষিণাত্যে নানাস্থানে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, নানাস্থানে সুরম্য রাজধানী, নগরগ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তৎকালে করমণ্ডল উপকূলে অর্জ্জুনের শ্বশুর মণিপুরপতির অপ্রতিহত শাসন, ও গুজরাট হইতে সমস্ত মলবার উপকূলে যাদবপতির অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের সুদূর দক্ষিণসীমাতেও তখন পাণ্ড্যরাজগণের অধিকার চলিয়াছিল। বলিতে কি মহাভারতের সময় দাক্ষিণাত্যে কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ্য বিলুপ্ত—বানরপ্রভাবের স্মৃতি পর্য্যন্ত অস্তমিত! এইরূপে উভয় গ্রন্থের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, দাক্ষিণাত্যের ঐরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন অল্প দিনের কাজ নহে। সমস্ত দাক্ষিণাত্যে আর্য্যাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বহু শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে মূল রামায়ণ মূল মহাভারত হইতে বহু শত বর্ষ পূর্ব্বতন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাভারতে আদিপর্ব্বে "নানা দেশভাষাশ্চাত্র প্রথ্যন্তে" ইত্যাদি প্রমাণানুসারে তৎকালে যে আর্য্য সমাজে নানা দেশ ভাষা প্রচলিত ও ম্লেচ্ছ ভাষা পরিজ্ঞাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।* কিন্তু রামায়ণের সময় আর্য্যসমাজে সংস্কৃত ভাষাই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। রামায়ণ অরণ্যকাণ্ডে লিখিত আছে,—

"ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥" ১১।৫৬।

অর্থাৎ নির্দ্দয় স্বভাব ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বলিয়া শ্রাদ্ধ উদ্দেশে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করে।

অপর স্থানেও দেখা যায়, হনুমান্ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে ভাবিতেছেন,—

"অহং হ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচঞ্চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্॥
যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতান্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষ্যং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা॥"
(সুন্দরকাণ্ড ৩০।১৭-১৯)

আমি অতি ক্ষুদ্রকায়, তাহাতে আবার বানর। যাহা হউক মানুষের মতই সংস্কৃত কথা বলিব। দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের (বিশুদ্ধ) সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিলে সতী আমাকে রাবণ মনে করিয়া ভীত হইবেন। অতএব সাধারণ মানুষের মত কথা বলাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, নচেৎ কোনরূপই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিব না।

হনুমানের উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, রামায়ণ-রচনাকালে সাধারণে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিত। এ ছাড়া মহাভারতে বনপর্ব্বে রামের জন্ম হইতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত সমুদয় রামচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

রামচরিত বর্ণনাকালে ভারতকার বলিয়াছেন—

"শৃণু রাজন্! যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্।" ৩।২৭৩।

এই উক্তি দ্বারাও মহাভারতের রামচরিতাংশ রচনাকালে তাঁহার প্রাচীন ইতিহাস প্রচলিত ছিল, প্রতিপন্ন হইতেছে। এমন কি, ঐ বনপর্ব্বে "রামায়ণ" এবং দ্রোণপর্ব্বে বাল্মীকি রচিত গীতেরও উল্লেখ রহিয়াছে,—

"অপি চায়ং পুরাগীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।"

অতএব বাল্মীকির রামায়ণ যে মহাভারতের বহু শত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন কথা হইতেছে, রামায়ণ কত পূর্ব্বকালের?

রামায়ণের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার মধ্যে মধ্যে আর্ষপ্রয়োগের যেরূপ ছড়াছড়ি, লৌকিক কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

আর্ষপ্রয়োগ	স্থান	লৌকিকে সিদ্ধরূপ
প্রমুমোদ	আদি ১।৮৫	প্রমুমুদে
অনপায়িনম্	" ১২।৯	অনপায়ি
করুণবেদিত্বাৎ	" ২।১৪	করুণাবেদিত্বাৎ
হন্তাং	" ২।২৯	হতবান্
প্রশস্তব্যৌ	" ৪।১৭	প্রশংস্তব্যৌ
সোচ্যতাং	" ৯।২১	স উচ্যতাং
আশ্রমপদঃ	" ১০।১৫	আশ্রমপদং
পুত্রিয়াং	" ১৬।৯	পুত্রীয়াং
অর্দ্দয়ন্	" ১৭.৩৪	আর্দ্দয়ন্
ততোত্থায়	" ১৯।২১	তত উত্থায়
ব্যধীদত	" "	ব্যষীদৎ
করিষ্যেতি	" ২১।৮	করিষ্য ইতি
প্রশাসতি	" ২১।১৩	প্রশাস্তি
দুরাক্রামান্	" ২১।২৮	দুরাক্রমান্

* আদিপর্ব্ব ১৪৬ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে, বিদুর ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা তাহা বুঝিয়াছিলেন। ১৪৬ অধ্যায় ২০ শ্লোকের নীলকণ্ঠটীকায় বিস্তৃত সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

আর্ষপ্রয়োগ	স্থান		লৌকিকসিদ্ধরূপ
তপ্যন্তাং	আদি	১৩।৬	তপতাং
বসন্তে	"	২৩।৮	বসতি
অভিরঞ্জয়ন্	"	২৩।২০	অভ্যরঞ্জয়ন্
অভিপূজয়ন্	"	২৬।২৭	অভ্যপূজয়ন্
অভিজায়ত	"	২৭।১৮	অভ্যজায়ত
সমভিজায়ত	"	৩৮।২৩	সমভ্যজায়ত
অনুগচ্ছথ *	"	৩৯।১৪	অনুগচ্ছত
করিষ্যাম	"	৪০।৯	করিষ্যামঃ
নিবর্ত্তত	"	৪০।১১	নিবর্ত্তধ্বং
সমুপাসত	"	৪৩।১	সমুপাস্তে
অনুব্রজৎ	"	৪৩।১৫	অনুব্রজৎ
উষ্য	"	৪৮।৯	উষিত্বা
দৃশ্য	"	৪৮।১১	দৃষ্ট্বা
স্মরতাং	অযোধ্যা	১।৩	অস্মরতাং
সপত্নি	"	৮।২৩	সপত্নী
অভিদধ্যুষী	"	১৬।২১	অভিধ্যারন্তী
গচ্ছতী	"	৩২।৮	গচ্ছন্তী
মেখলীনাং	"	৩২।২১	মেখলিনাং
জিজ্ঞাসিতুং	"	৩২।৪২	জ্ঞাতুং
নপায়য়ন্	"	৪১।৯	নাপায়য়ন্
ততোবাচ	"	৫১।৮	তত উবাচ
বৎস্যামহেতি	"	৫২।২৮	বৎস্যামহ ইতি
প্রণমৎ	"	৫২।১৭	প্রাণমৎ
আনয়ামাস	"	৫৫।৩৯	আনিন্যে
অভিবাদয়ন্	"	৫৬।১৬	অভ্যবাদয়ন্
উদ্ধরং	"	৬৩।৫২	উদধরং
সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তে	"	৬৭।২৬	সংবদন্তউপতিষ্ঠন্তে

কেবল মাত্র দুইটা কাণ্ড হইতে কতকগুলি আর্ষ প্রয়োগ উদ্ধৃত হইল, এইরূপ অপরাপর কাণ্ড হইতেও ভূরি ভূরি আর্ষপ্রয়োগ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এরূপ আর্ষপ্রয়োগ বাহুল্যের কারণ কি?

মনুটীকায় কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন, 'ঋষির্বেদস্তত্র ভব আর্ষো ধর্ম্মোপদেশো যো বৈদিকঃ।' (১২।১০৬) ঋষি অর্থ বেদ অর্থাৎ বেদে যাহা উৎপন্ন, তাহাই আর্ষ, যাহা বৈদিক তাহাই আর্ষ। সুতরাং বাল্মীকি-রামায়ণে আর্ষপ্রয়োগ নামে যে ভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহা বৈদিক প্রয়োগ অর্থাৎ লৌকক ব্যাকরণ অনুসারে ঐ সকল প্রয়োগ সঙ্গত না হইলেও বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে তাহা সিদ্ধ। বাস্তবিক রামায়ণের রামানন্দ প্রভৃতি টীকাকারগণ 'প্রমুমোদেতি ছান্দসং পরস্মৈপদং' ইত্যাদি রূপ ব্যাখ্যা দ্বারা আর্ষপ্রয়োগগুলি বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ লৌকিক কাব্য, একজন মহাকবির রচিত, তাহাতে এরূপ আর্ষ বা বৈদিক প্রয়োগের কারণ কি? কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ কত কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, কেহই ত এরূপ স্ব স্ব গ্রন্থে আর্ষপ্রয়োগ করেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে, ঐ সকল আর্ষপ্রয়োগগুলি ব্যাকরণদুষ্ট অশিষ্ট প্রয়োগ। তবে কি বাল্মীকি মুনি ইচ্ছা করিয়াই এরূপ ব্যাকরণ ভুল করিয়াছেন? যিনি আদি কবি বলিয়া ভারতে চিরদিন পূজিত, যাঁহার মত কাব্যগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত জগতে প্রকাশিত হয় নাই, যাঁহার অপূর্ব্ব কবিতাসৌন্দর্য্যে, সুললিত বাক্যবিন্যাসে ও অদ্বিতীয় চরিত্র চিত্রণে দেশীয় ও বিদেশীয় কোবিদ মাত্রেই বিমুগ্ধ, তিনি কি ইচ্ছা করিয়া এরূপ অশিষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্মীকি আদি কবি বলিয়া খ্যাত। লৌকিক ভাষায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। যে সময়ে বৈদিক-রীতি পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক রীতিতে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হইতেছিল, বাল্মীকির মূল রামায়ণ সেই সময়ের গ্রন্থ। এক দিকে সুপ্রাচীন বৈদিক রচনার প্রভাব বিদ্যমান, অপর দিকে নবোদিত লৌকিক রচনা-কৌশল রামায়ণকে প্রাচীন সম্ভ্রমের সহিত অভিনব সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। সম্মুখে প্রাচীন রীতি থাকিতে সহজে কেহ তাহার প্রভাব এড়াইতে পারে না। বাল্মীকি অভিনব লৌকিক রীতিতে কাব্যরচনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেও এবং তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য কতকটা সুসিদ্ধ হইলেও পুরাতনের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই; তাই তাঁহার আদি লৌকিক কাব্যে আর্ষ বা বৈদিক প্রয়োগের ছড়াছড়ি। এই আর্ষপ্রয়োগবহুল সরল ও সুললিত রচনা হইতেই তাঁহার গ্রন্থের প্রাচীনতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। যদিও পরবর্ত্তী কোন কোন কাব্য ও নাটকে প্রাচীন রীতির অনুকরণের মধ্যে দুই একটী আর্ষপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তেল জলে যেমন মিশিতে চায় না, সেইরূপ পরবর্ত্তী কাব্যনাটকের আর্ষপ্রয়োগগুলি নিজ গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া সেরূপ সরল ভাবে মিশিতে পারে নাই, উভয় রচনায় পার্থক্য সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। কিন্তু রামায়ণের আর্ষপ্রয়োগে স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল আর্ষপ্রয়োগের সহিত মূল শ্লোকের এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ঐ প্রয়োগগুলি তুলিয়া লইলে মূল রচনার অঙ্গহানি হইবে

লালিত্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। তাই সহস্র সহস্র বর্ষ অতীত হইতে চলিল, ঐরূপ আর্ষপ্রয়োগগুলি পরিবর্ত্তিত করিতে কেহই সাহসী হন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামায়ণ-রচনাকালে সংস্কৃতই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, এই সময়েই লৌকিক কাব্য রচনার সূত্রপাত। সুতরাং রামায়ণ যে অতি প্রাচীনকালের গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কত কালের প্রাচীন গ্রন্থ তাহা ঠিক করা সহজ নহে। জৈন তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে 'মাগধী' ভাষার বিস্তার হইয়াছিল। এ কারণ সুপ্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ মাগধী বা অর্দ্ধ মাগধী ভাষায় রচিত। ৭৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি যে চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাও মাগধী ভাষায় গ্রথিত দেখা যায়। এরূপ স্থলে তাহার পূর্ব্ব হইতেই যে মাগধী ভাষা সাধারণের কথিত ভাষারূপে গণ্য হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? এরূপ স্থলে তাহারও বহু শতবর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ মাগধী ভাষা যখন আদৌ প্রচলিত হয় নাই, তৎকালে সংস্কৃত ভাষাই ভারতীয় আর্য্য-সমাজে প্রচলিত ছিল এবং সেই সময়েই মূল রামায়ণ রচিত হয়।

রামায়ণ প্রায় অনুষ্টপ্ নামক প্রাচীন সহজ ছন্দে বিরচিত। এ ছাড়া ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল ও তিন ছন্দের মিশ্রণ দেখা যায়। উহার ভাষা সরল, রীতি ও ভাবশুদ্ধ এবং সমুচিত বিভক্তিবিশিষ্ট। নৈষধাদি আধুনিক কাব্যের ন্যায় দীর্ঘ ছন্দ, কৃত্রিম ভাব, উৎকট বর্ণনা এবং শব্দ ও অনুপ্রাসের আড়ম্বর নাই,—এই সকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণও রামায়ণের প্রাচীনতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

তবে কি এখন যে সপ্তকাণ্ডাত্মক রামায়ণ পাইতেছি, তাহার সমস্তই সেই আদিকবির বদননিঃসৃত? প্রচলিত সপ্তকাণ্ডাত্মক রামায়ণগুলি আলোচনা করিলে তাহাত মনে হইবে না। যে সকল প্রাচীন ছন্দের কথা লিখিলাম, ঐ সকল ছন্দঃ ব্যতীত প্রচলিত রামায়ণের দুই এক স্থানে অসংবাধা, প্রহর্ষিণী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মালিনী, মৃগেন্দ্রমুখ, রুচিরা, বসন্ততিলকা, বৈশ্বদেবী ইত্যাদি অপ্রাচীন ছন্দঃও রহিয়াছে। এ ছাড়া প্রচলিত রামায়ণের আদিকাণ্ডের কতকাংশ এবং সমস্ত উত্তরকাণ্ড আলোচনা করিলে তাহা মূল রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত করিতে আপত্তি হইবে। এমন কি, যিনি অযোধ্যা হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন, আদিকাণ্ডের প্রথমাংশ ও সমস্ত উত্তরকাণ্ড তাঁহার রচনা বলিয়া কখনই গ্রহণ করা যায় না। রামায়ণের উপক্রমণিকা যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই মনে হইবে যে অন্য একজন কবি আদিকবি বাল্মীকি ও তাঁহার কাব্যের পরিচয় দিতেছেন। এই স্থানেই উত্তরকাণ্ডপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—

"তচ্চকারোত্তরে কাব্যে ভগবান্ বাল্মীকির্ঋষিঃ।"

বাল্মীকি আপনাকে 'ভগবান্' বলিবেন, তাহা কখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এরূপ প্রয়োগ বাল্মীকিভক্ত অপর কবি হইতেই শোভা পায়। এইরূপ এক বিষয়ের বর্ণনা এক কাণ্ডে যেরূপ, উত্তরকাণ্ডে আবার তাহার ভিন্ন রূপ দেখা যায়। ইহাতে অনায়াসে মনে হইবে যে, অতিপ্রাচীন রামায়ণের মধ্যে পরবর্ত্তী নানা কবির হাতে অনেক নূতন বিষয় ও নূতন রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও রামায়ণের টীকাকারগণ সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।*

রামচন্দ্রের আদর্শচরিত্র-বর্ণনাই মূল রামায়ণের উদ্দেশ্য, তাঁহার দেবত্ব বা অবতার-বাদ-ঘোষণা করা মূল রামায়ণের উদ্দেশ্য নহে। এই কারণ রামায়ণের যে যে স্থানে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই অনেকে বিশ্বাস করেন।

মহাভারতে বনপর্ব্বে রামের জন্ম হইতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরকাণ্ডের রাম সম্বন্ধীয় বিবরণগুলি মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, যবদ্বীপ হইতে কবিভাষায় রচিত যে রামায়ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও ঐরূপ রামের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। যবদ্বীপের রামায়ণ অতি বৃহৎ গ্রন্থ হইলেও তাহাতে কাণ্ড বিভাগ নাই, আদ্যোপান্ত অধ্যায় বিভাগ আছে। কবিভাষায় উত্তরকাণ্ড পাওয়া গিয়াছে বটে, তাহা মূল রামায়ণের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য নহে, স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত। উক্ত প্রমাণ হইতেও মনে হয়, বাল্মীকি যে আদি রামায়ণ রচনা করেন, তাহাতে কাণ্ডবিভাগ ছিল না এবং উত্তরকাণ্ড মূল রামায়ণের বহু পরে ভিন্ন কবিকর্ত্তৃক রচিত ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই গণ্য ছিল। প্রায় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে মূল রামায়ণ যবদ্বীপে আনীত হয়। সুতরাং ঐ সময়ের পরে ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার ও সংস্কৃতসাহিত্যের বহুল প্রচারের সহিত মূল রামায়ণ উত্তরকাণ্ডসহ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রচারিত হয়। রামচন্দ্রের অবতার-বাদ ঐ সময় অপেক্ষা প্রাচীন হইলেও ঐ সময়ে মূল রামায়ণে প্রবিষ্ট ও আধুনিক ছন্দাত্মক শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত হইল।

* অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৮ ও ১০৯ সর্গ (রামজাবালিসংবাদ) প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক বলিয়া অনেকেই স্থির করিয়াছেন। ১০৯ সর্গে "বুদ্ধতথাগত" শব্দ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে ভারতে তিন প্রকার বাল্মীকীয় রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদীচ্য, দাক্ষিণাত্য ও গৌড়ীয় রামায়ণ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ তিন স্থানের রামায়ণে যথেষ্ট পাঠান্তর, পরস্পর সর্গব্যত্যয় ও বিষয়পার্থক্য লক্ষিত হয়। যথা—

উদীচ্য বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত মূল রামায়ণে,—

বালকাণ্ডে	...	...	৭৭ সর্গ
অযোধ্যাকাণ্ডে	...	...	১১৯ "
আরণ্যকাণ্ডে	...	...	৭৯ "
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে	...	...	৬৭ "
সুন্দরকাণ্ডে	...	...	৬৮ "
যুদ্ধকাণ্ডে	...	...	১৩০ "
উত্তরকাণ্ডে	...	...	১২৪ "

দাক্ষিণাত্য রামায়ণে—

বালকাণ্ডে	...	...	৭৭ সর্গ
অযোধ্যাকাণ্ডে	...	...	১১৩ "
আরণ্যকাণ্ডে	...	...	৮০ "
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে	...	...	৬৪ "
সুন্দরকাণ্ডে	...	...	৬৮ "
যুদ্ধকাণ্ডে	...	...	১৩০ "
উত্তরকাণ্ডে	...	...	১১১ "

গৌড়ীয় রামায়ণে—

আদিকাণ্ডে	...	...	৮০ সর্গ
অযোধ্যাকাণ্ডে	...	...	১২৭ "
অরণ্যকাণ্ডে	...	...	৭৯ "
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে	...	...	৬৭ "
সুন্দরকাণ্ডে	...	...	৯৫ "
যুদ্ধকাণ্ডে	...	...	১১৩ "
উত্তরকাণ্ডে	...	...	১১৫ "

একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য রামায়ণে বিষয় বা সর্গ সংখ্যায় ততটা অনৈক্য নাই, কিন্তু গৌড়ীয় রামায়ণের সহিত উভয় শ্রেণীর যথেষ্ট অনৈক্য রহিয়াছে।

গৌড়ীয় রামায়ণের উপর কেবল লোকনাথের 'মনোরমা' নাম্নী টীকা পাওয়া যায়, কিন্তু অপর শ্রেণীদ্বয়ের বহু টীকা প্রচলিত আছে। যথা—

১ ঈশ্বরদীক্ষিতকৃতটীকা, ২ উমামহেশ্বরকৃতটীকা, ৩ কতকটীকা, ৪ গোবিন্দরাজকৃত শৃঙ্গারতিলকাখ্যটীকা, ৫ চতুরর্থদীপিকা, ৬ ত্র্যম্বকযজ্বাকৃত ধর্ম্মকূট, ৭ দেবরামভট্টকৃতটীকা, ৮ নাগেশরচিতটীকা, ৯ নৃসিংহরচিতটীকা, ১০ মহেশ্বরতীর্থকৃত রামায়ণতত্ত্বদীপ, ১১ রামানন্দতীর্থকৃত রামায়ণতিলক বা রামায়ণকূটটীকা, ১২ রামানুজকৃত রামায়ণব্যাখ্যা, ১৩ রামাশ্রমাচার্য্যকৃতটীকা, ১৪ রামায়ণবিরোধপরিহার, ১৫ রামায়ণতাৎপর্য্যবিরোধভঞ্জিনী, ১৬ রামায়ণসেতু, ১৭ বরদরাজকৃত বিবেকতিলক, ১৮ বাল্মীকিহৃদয়টীকা, ১৯ বিশ্বনাথকৃতটীকা, ২০ বিদ্বন্মনোরমা, ২১ বিমলবোধকৃতটীকা, ২২ বিশ্বনাথকৃত বাল্মীকিতাৎপর্য্যতরণি, ২৩ শিবরামসন্ন্যাসিকৃতটীকা, ২৪ শৃঙ্গারসুধাকর, ২৫ সর্ব্বজ্ঞের টীকা, ২৬ সুবোধিনী, ২৭ হয়গ্রীবশাস্ত্রিরচিত রামায়ণসপ্তবিধ, ২৮ হরিপণ্ডিতকৃত রামায়ণীটীকা।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে অযোধ্যামাহাত্ম্যবর্ণিত তীর্থাশ্রম বর্ণন প্রস্তাব হইতে, রামায়ণের শ্লোক-সংখ্যা অবধারণার্থ রামায়ণের সুবিখ্যাত টীকাকার নাগেশভট্ট নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"শাপোক্ত্যা হৃদি সন্তপ্তঃ প্রাচেতসমকল্মষম্।
প্রোবাচ বচনং ব্রহ্মা তত্রাগত্য সুসৎকৃতঃ॥
ন নিষাদঃ স বৈ রামো মৃগয়াঞ্চর্তুমাগতঃ।
তস্য সংবর্ণনেনৈব সুশ্লোক্যস্ত্বং ভবিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা তং জগামাশু ব্রহ্মলোকং সনাতনঃ।
ততঃ সংবর্ণয়ামাস রাঘবং গ্রন্থকোটিভিঃ॥"

উহার টীকায় তিনি বলিতেছেন,—'কোটিভিঃ শতকোটিভিঃ। চরিতং রঘুনাথস্য শতকোটিপ্রবিস্তরমিত্যুক্তেঃ। তচ্চ সম্পূর্ণং ব্রহ্মলোকে ইত্যৈতিহ্যম্। ইহ তু কুশলবোপদিষ্টা চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীত্যলম্।"

ইহার প্রমাণ রামায়ণের বালকাণ্ড হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বালকাণ্ডের দ্বিতীয় স্বর্গে—

"রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্॥"

এবং চতুর্থ সর্গের—

"প্রাপ্ত রাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥১
চতুর্বিংশসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥"২

বচনত্রয় আলোচনায় বুঝা যায় যে, মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত দশাননবধাত্মক রামচরিত মহাকাব্য চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক সমন্বিত এবং সর্গ সংখ্যায় ৫০০ শত। কিন্তু এখানকার প্রচলিত রামায়ণে ২৪০০০এর বেশী শ্লোক এবং ৭৬৪ সর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্য হইতে প্রকৃতপ্রস্তাবে বাল্মীকিরচিত শ্লোক কোন্ গুলি, তাহা বাছিয়া লওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রামায়ণের ২৮।২৯ খানি টীকা বাহির হইয়াছে, এবং ভারতের সকল প্রসিদ্ধ স্থান হইতেই মূল রামায়ণের দুই এক খানি পুথি পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোন স্থানের দুই খানি প্রাচীন পুথিতে সম্পূর্ণ পাঠের মিল পাওয়া যায় না, দুই খানি দুই ভিন্ন দূর দেশের পুথি হইলে যেন তত বেশী পাঠান্তর লক্ষিত হয়। এমন কি কোন কোন সর্গ মিলাইয়া দেখিলে ভাবে এক হইলেও ভাষায় যেন ভিন্ন কবির রচনা বলিয়া মনে হইবে। শ্লোকগুলি সকলই প্রায় এক ধাঁজের, কিন্তু প্রায় প্রতি শ্লোকেই দুই একটী বা ততোধিক শব্দ ভিন্ন রকমের। শব্দের পাঠান্তর এত বেশী যে দুই খানি পুথির ৫টী শ্লোক কখন একরূপ পাওয়া যাইবে না। শব্দের এরূপ পাঠান্তরবাহুল্য ঘটিলেও মূল বিষয়ে সেরূপ অনৈক্য নাই, তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অবান্তর অনেক বিষয়ে নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। রামায়ণের এত অধিক সংখ্যক টীকা রচিত হইলেও দুই এক খানি প্রাচীন টীকা ভিন্ন অধিকাংশ টীকাকারই অধিক সংখ্যক পুথি সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহাদের টীকাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, বহুস্থান সামঞ্জস্যরহিত ও অসংলগ্ন এবং অনেক স্থানে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। এই বঙ্গদেশে রামায়ণ তিলকাখ্য* টীকাসহ মুদ্রিত রামায়ণখানি আলোচনা করিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এদেশে মুদ্রিত সটীক রামায়ণ অপেক্ষা ইটালীতে মুদ্রিত গৌড়ীয়রামায়ণে যে অনেকটা সামঞ্জস্য ও বিষয়সঙ্গতি আছে এবং পুনরুক্তিদোষ নিবারিত হইয়াছে, তাহা উভয় গ্রন্থ আলোচনা করিলেই মনে হইবে। তাহা বলিয়া উভয় স্থানের রামায়ণকেই উপযুক্ত সংস্করণ করিয়া মনে করিতে পারি না। প্রাচীন টীকাকারগণের গৃহীত পাঠ ও নানা স্থানের প্রাচীন পুথির পাঠমিলন করিয়া এই আদিকাব্যের উপযুক্ত সংস্করণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

নানা পুরাণ ও রামায়ণের টীকাকারগণের উক্তি হইতে মনে হয় যে বাল্মীকিরচিত রামায়ণের পূর্ব্বেও রামচরিত প্রচলিত ছিল। রামানন্দ 'অগ্নিবেশ্যরামায়ণ' ও বিমলবোধ 'বৌধায়নের রামায়ণ' উল্লেখ করিয়াছেন। অগ্নিবেশ্য ও বৌধায়নের রামায়ণ বাল্মীকির পূর্ব্ববর্ত্তী কি না, তাহা বুঝা গেল না। তবে বাল্মীকিরামায়ণের পরে যে মহাভারতীয় রামচরিত, পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডবর্ণিত রামোপাখ্যান, অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, আনন্দরামায়ণ ইত্যাদি রামায়ণগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাল্মীকিরামায়ণ অবলম্বন করিয়া বহুশতবর্ষ হইতে চলিল, ভারতের সকল দেশীয় ভাষায় রামায়ণ রচিত হইয়াছে। ভারতে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে যে সকল দেশীরামায়ণ পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা কম নহে, তন্মধ্যে মরাঠীভাষায় ৮, তৈলঙ্গভাষায় ৫, তামিলভাষায় ১২, উৎকলভাষায় ৬, হিন্দীভাষায় ১১, এবং বঙ্গভাষায় ২৫ জনের রচিত রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। এতন্মধ্যে কম্বনের রচিত তামিল রামায়ণ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে, কৃত্তিবাসের বাঙ্গালারামায়ণ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে এবং তুলসীদাসের ভারতপ্রসিদ্ধ হিন্দীরামায়ণ খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে রচিত হয়।

রামায়ণের আলোচিত বিষয়গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে ভাবিয়া এখানকার প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণের বিষয়সূচী উদ্ধৃত হইল :—

আদিকাণ্ড—১ম সর্গে নারদ কর্ত্তৃক রামচরিত বর্ণন, ২ তমসা নদীতীরে ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চের বিনাশ দেখিয়া ব্যাধের প্রতি বাল্মীকির অভিশাপ, ৩ মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণ-রচনা, ৪ কুশীলবের রামায়ণগান, ৫ অযোধ্যাপুরী বর্ণন, ৬।৭ রাজা দশরথের রাজ্যশাসনপ্রণালী, ৮ পুত্রার্থে রাজা দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞকল্পনা, ৯ ঋষ্যশৃঙ্গ বিবরণকীর্ত্তন, ১০ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য দশরথের প্রতি সুমন্ত্রের উপদেশ, ১১ দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন, ১২ সরযূ নদীতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণার্থ দশরথের আয়োজন, ১৩ নিমন্ত্রিত রাজগণের অযোধ্যায় আগমন ও যজ্ঞারম্ভ, ১৪ অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং দশরথের দানাদি কথা, ১৫ রাবণবধার্থে দেবগণের পরামর্শ ও দশরথের যজ্ঞভূমিতে বিষ্ণুর পরামর্শ, ১৬ নারায়ণের দশরথের পুত্রত্বগ্রহণে স্বীকার ও দশরথের যজ্ঞ এবং মহিলাদিগের গর্ভাধান, ১৭ বালী, সুগ্রীব ও হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণের উৎপত্তি, ১৮ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নের জন্ম ও রাক্ষস-তাড়নার্থ বিশ্বামিত্রের অযোধ্যায় আগমন, ১৯ দশরথের বিমর্ষ, ২০ বিশ্বামিত্রকে রামপ্রদানে দশরথের অসম্মতি, ২১ বিশ্বামিত্রের সহিত রামের গমনে দশরথের স্বীকার, ২২ বিশ্বামিত্রের সহিত রাম ও লক্ষ্মণের গমন এবং তাঁহাদের বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্রলাভ, ২৩ রাম

* এই টীকাখানি 'রামানুজের টীকা' বলিয়া খ্যাত, কিন্তু এখানি রামানুজের রচিত নহে। রাম বাচস্পতি নামক এক জন বঙ্গবাসী পণ্ডিতের রচিত। ইনি প্রথমে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক জন সভাপণ্ডিত ছিলেন, পরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে "রামানন্দতীর্থ" নামে পরিচিত হন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কি দর্শন, কি স্মৃতি, কি অলঙ্কার, কি সঙ্গীত, কি বাস্তুশাস্ত্র সর্ব্ববিষয়েই ইনি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামানন্দ বঙ্গবাসী হইলেও তিনি গৌড়ীয় রামায়ণের অনুবর্ত্তী হন নাই, তিনি কাশীবাসকালে নিজ গুরু মহেশ্বর তীর্থের টীকা ও তৎসংগৃহীত উদীচ্য রামায়ণই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের রজনী যাপন, ২৪ তাড়কাবধার্থ রামের প্রতি বিশ্বামিত্রের আদেশ, ২৫ তাড়কা এবং মারীচের জন্মবিবরণ, ২৬ রামকর্ত্তৃক তাড়কাবধ, ২৭ রামকে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক সংহার অস্ত্রদান, ২৮ গৃহীত অস্ত্রাদির আমন্ত্রণ প্রকারাদি, ২৯ সিদ্ধাশ্রম ও বামনাবতার বর্ণন, ৩০ সুবাহুবধান্তে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ শেষ, ৩১ বিশ্বামিত্রের প্রতি রাম লক্ষ্মণের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা, ৩২ কুশবংশবিবরণ, ৩৩ কুশনাভ কর্ত্তৃক ব্রহ্মদত্তে কন্যা সম্প্রদান, ৩৪ কুশনাভের পুত্রলাভবিবরণ, ৩৫ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক গঙ্গার উৎপত্তিবিবরণ, ৩৬ গঙ্গার ত্রিপথগামিনী হইবার কারণ, ৩৭ কার্ত্তিকেয় জন্মাদি বিবরণ, ৩৮ সগর রাজার একষষ্টি সহস্র পুত্রলাভাদি, ৩৯ সগর পুত্রগণের পৃথিবী খননাদি, ৪০ কপিলমুনির হুঙ্কারে সগরবংশ ধ্বংস, ৪১ যজ্ঞসমাধানান্তে সগরের স্বর্গে গমন, ৪২ ভগীরথের ব্রহ্মবর লাভ, ৪৩ গঙ্গার পাতালগমন এবং সগরপুত্রগণের উদ্ধার, ৪৪ ভগীরথ কর্ত্তৃক পিতামহগণের তর্পণ, ৪৫ সাগরমন্থন বিবরণ কথন, ৪৬ ইন্দ্র কর্ত্তৃক দিতির গর্ভচ্ছেদ, ৪৭ বিশ্বামিত্রের সুমতিপুর-প্রবেশ, ৪৮ অহল্যা ও ইন্দ্রের শাপ বিবরণ কথন, ৪৯ অহল্যার শাপবিমোচন, ৫০ রামলক্ষ্মণের রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমিতে গমন, ৫১ বিশ্বামিত্রের পৃথিবী পরিভ্রমণ এবং বশিষ্ঠাশ্রমে আগমন বিবরণ, ৫২ বশিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রের নিমন্ত্রণ স্বীকার, ৫৩ বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কথোপকথন, ৫৪ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শবলাহরণ, ৫৫ বিশ্বামিত্রের শতপুত্র দাহ, ৫৬ বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের পরাজয়, ৫৭ বিশ্বামিত্রের তপস্যা, ৫৮ ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি, ৫৯ বিশ্বামিত্রের নিকট ত্রিশঙ্কুর আগমন, ৬০ বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয় সৃষ্টিবিষয়ে সঙ্কল্প, ৬১ অম্বরীষ রাজার যজ্ঞীয় পশুহরণ, ৬২ অম্বরীষের যজ্ঞ ফলপ্রাপ্তি, ৬৩ বিশ্বামিত্রের ঋষিত্ব লাভ, ৬৪ রম্ভার শৈলীভাব প্রাপ্তি, ৬৫ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভ, ৬৬ জনকের :হরধনু প্রাপ্তিবিবরণ, ৬৭ রাম কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ, ৬৮ দশরথের নিকট দূতাগমন, ৬৯ দশরথের মিথিলাযাত্রা, ৭০ জনকের নিকট কুশধ্বজের আগমন, ৭১ জনকের আত্মবংশাবলী কথন, ৭২ ভরত এবং শত্রুঘ্নকে কুশধ্বজের কন্যাদান স্বীকার, ৭৩ রামচন্দ্রাদির বিবাহ, ৭৪ দশরথের অযোধ্যাযাত্রা ও পথিমধ্যে পরশুরামের দর্শন, ৭৫ রাম ও পরশুরাম সংবাদ, ৭৬ পরশুরামের দর্পচূর্ণ, ৭৭ পুত্রবধূর সহিত দশরথের অযোধ্যাপ্রবেশ ও ভরতের মাতুলালয়-যাত্রা।

অযোধ্যাকাণ্ড—১ সর্গে রামকে যৌবরাজ্যাভিষেকার্থ দশরথের সঙ্কল্প, ২ দশরথ এবং নিমন্ত্রিত রাজগণের কথোপকথন, ৩ দশরথের নিকট রামচন্দ্রের আগমন, ৪ রামের অন্তঃপুরে গমন, ৫ রাম এবং দশরথের নিকট বশিষ্ঠের গমন, ৬ রামের বিষ্ণু উপাসনা, ৭ ধাত্রী মুখে মন্থরার অযোধ্যাসজ্জার কারণ শ্রবণ, ৮ কৈকেয়ী এবং মন্থরার কথোপকথন, ৯ কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে প্রবেশ,১০ ক্রোধাগারে দশরথের প্রবেশ,১১ কৈকেয়ীর রামনির্ব্বাসন এবং ভরতাভিষেকের বরপ্রার্থনা, ১২ দশরথের বিলাপ, ১৩ দশরথ এবং কৈকেয়ীর কথা, ১৪ রামকে আনিবার জন্য কৈকেয়ীর আদেশ, ১৫ সুমন্ত্রের রাম সমীপে গমন, ১৬ সুমন্ত্রের প্রতি দশরথের আদেশ, রামের পিতৃসমীপে গমন, ১৮ রামের নিকট কৈকেয়ীর বরের কথা প্রকাশ, ১৯ লক্ষ্মণের সহিত রামের মাতৃসমীপে গমন, ২০ রামের বনগমনকথা শুনিয়া কৌশল্যার বিলাপ, লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং রামের প্রতি কৌশল্যার বনগমননিষেধ, ২২ কৌশল্যা এবং লক্ষ্মণকে রামের ধর্ম্মোপদেশ, ২৩ ভরত উদ্দেশে লক্ষ্মণের ক্রোধ, ২৪ রাম ও কৌশল্যার উক্তি প্রত্যুক্তি, ২৫ কৌশল্যার মঙ্গলাচরণ ও রামের নিজপুরে গমন, ২৬-৩০ রামচন্দ্রের সহিত বনগমনের জন্য সীতার আদেশলাভ, ৩১ লক্ষ্মণের বনানুগমনে আদেশলাভ, ব্রাহ্মণদিগকে ধনবিতরণ, ৩৩ পিতৃদর্শনার্থ রামের গমন, ৩৪ রামদর্শনে দশরথের বিলাপ, ৩৫ কৈকেয়ীর প্রতি সুমন্ত্রের ভৎ'সনা, ৩৬ কৈকেয়ী এবং দশরথের উক্তি ও প্রত্যুক্তি, ৩৭ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার বল্কলপরিধান, ৩৮ দশরথের বিলাপবাক্য, ৩৯ রামকে মুনিবেশধারী দেখিয়া দশরথের বিলাপ, ৪০ বনযাত্রায় পৌরগণের বিলাপ, ৪১ অন্তঃপুরনিবাসিনী স্ত্রীগণের বিলাপ,৪২ কৈকেয়ীকে ভৎ'সনা করিয়া দশরথের বিলাপ,৪৩ কৌশল্যাবিলাপ, ৪৪ কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রার আশ্বাসবাক্য, ৪৫ পুরবাসিগণের স্বগৃহে প্রতিগমনার্থ রামচন্দ্রের অনুরোধ, ৪৬ তমসা তীরে রামের রাত্রিযাপন, ৪৭ পুরবাসীদিগের প্রত্যাগমন, ৪৮ পুরবাসীদিগের বিলাপ, ৪৯ রামের কোশল প্রদেশ প্রান্তে গমন, ৫০ রামের গুহকের সহিত সাক্ষাৎ, ৫১ গুহক এবং লক্ষ্মণের কথোপকথন, ৫২ রামের গঙ্গার পরপারে গমন, ৫৩ রামের খেদ এবং লক্ষ্মণের আশ্বাস দান, ৫৪ রামের ভরদ্বাজ সমীপে গমন, ৫৫-৫৬ রামের চিত্রকূট ও বাল্মীকি সমীপে গমন, ৫৭ সুমন্ত্রের মুখে রাম বৃত্তান্ত শ্রবণে দশরথের বিলাপ, ৫৮-৫৯ দশরথের পুনর্বিলাপ, ৬০ কৌশল্যা-বিলাপ, ৬১ দশরথের প্রতি কৌশল্যার পরুষোক্তি, ৬৩ দশরথ কর্ত্তৃক কৌশল্যার প্রসাদসাধন, ৬৩-৬৪ দশরথের ঋষিকুমারবধ বৃত্তান্ত বর্ণন, ৬৫ দশরথের মৃত্যু এবং তজ্জন্য রাণীদিগের বিলাপ, ৬৬ তৈল-দ্রোণীতে দশরথের মৃতদেহস্থাপন, ৬৭ ব্রাহ্মণদিগের রাজ্যবিষয়ক চিন্তা, ৬৮ ভরতকে আনিবার জন্য দূতপ্রেরণ, ৬৯ ভরতের স্বপ্নদর্শন ও তৎবৃত্তান্ত কথন, ৭০ ভরতের অযোধ্যা যাত্রা, ৭১ ভরতের নিজপুরী প্রবেশ, ৭২ পিতার মৃত্যুশ্রবণে ভরতের বিলাপ, ৭৩-৭৪ কৈকেয়ীকে ভরতের ভৎ'সনা, ৭৫ কৌশল্যার সহিত ভরত শত্রুঘ্নের কথোপকথন, ৭৬-৭৭ ভরতের পিতৃপ্রেতকার্য্য, ৭৮ কুব্জাকে তাড়না এবং কৈকেয়ীকে ভৎ'সনা, ৭৯ রাজ্য-গ্রহণে ভরতের অস্বীকার, ৮০-৮১ রামকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য ভরতের আদেশ, ৮২-৮৩ রাম দর্শনার্থ ভরতের সেনা সহ বনযাত্রা, ৮৪-৮৮ ভরত এবং গুহক চণ্ডালের কথোপকথন, ৮৯ ভরতের সসৈন্যে নদী উত্তরণ, ৯০-৯১ ভরদ্বাজ সমীপে ভরতের গমন, ৯৪-৯৫ চিত্রকূটে সীতা ও রামের কথোপকথন, ৯৬-৯৭ ভরতের সৈন্য সমুদ্ভূত শব্দ শুনিয়া রাম লক্ষ্মণের কথা, রাম দর্শনার্থ ভরতের প্রবেশ, ৯৯ রামকে দেখিয়া ভরতের খেদ, ১০০ ভরতকে রামের কুশলজিজ্ঞাসা, ১০১-১০২ রামচন্দ্র ও ভরতের কথোপকথন, ১০৩ পিতার মৃত্যুসংবাদে রামচন্দ্রের বিলাপ, ১০৪ রামের সহিত কৌশল্যাদির সাক্ষাৎ, ১০৫-১০৭ রাম এবং ভরতের রাজ্যবিষয়ক কথা, ১০৮ রামের প্রতি জাবালির ধর্ম্মকথা, ১০৯ জাবালির প্রতি রামের উক্তি, ১১০-১১১ বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক লোকোৎপত্তিকথা, ১১২ ভরতকে রামের পাদুকা-দান, ১১৩ ভরতের প্রত্যাগমন, ১১৪ গুরুকে রাজ্যভার প্রদান, ১১৫ ভরতের নন্দীগ্রামে গমন, ১১৬ চিত্রকূটে রাম এবং কুলপতির কথা, ১১৭—১১৯ অত্রিমুনির আশ্রমে গমন।

অরণ্যকাণ্ড—১ম সর্গে রামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, ২ বিরাধ রাক্ষসের ক্রোড়ে সীতাকে দেখিয়া লক্ষ্মণের বিক্রমপ্রকাশোদ্যোগ, ৩ রাম লক্ষ্মণের সহিত বিরাধের ঘোরতর যুদ্ধ, ৪ বিরাধবধ, ৫ শরভঙ্গের অগ্নিতে প্রবেশ, ৬ ঋষিদিগের রাক্ষসবধপ্রার্থনা, ৭ রাম লক্ষ্মণের সুতীক্ষ্ণাশ্রমে গমন, ৮ সুতীক্ষ্ণের কাছে রামচন্দ্রের দণ্ডকবনে গমনাজ্ঞা-গ্রহণ, ৯ রাম লক্ষ্মণ ও

সীতার দণ্ডকবনে প্রবেশ, ১০ রামের রাক্ষসবধহেতু কথন, ১১ রামের নিকট সুতীক্ষ্মমুনির সরোবর বিবরণ কথন, ইল্বলবাতাপি কথা এবং অগস্ত্যের মাহাত্মাকীর্ত্তন, ১২ অগস্ত্যের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ এবং তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্রলাভ, ১৩ রামচন্দ্রের সহিত অগস্ত্যের কথা, ১৪ রামচন্দ্রের সহিত জটায়ুর সাক্ষাৎ, ১৫ পঞ্চবটী বনে রামের বাস, ১৬ লক্ষ্মণের হেমন্তবর্ণন, ১৭ রামের সহিত রাক্ষসী শূর্পণখার কথা, ১৮ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসাকর্ণছেদন, ১৯ রামলক্ষ্মণকে বধের জন্য খরের চতুর্দ্দশ রাক্ষস প্রেরণ, ২০ চতুর্দ্দশ রাক্ষসের মৃত্যু, ২১ খরের প্রতি শূর্পণখার তিরস্কার, ২২ খরের যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ, ২৩ রামের নিকট খরের গমন, ২৪ যুদ্ধার্থ রামের গমন, ২৫—২৬ দূষণ এবং রাক্ষসসেনা বধ, ২৭ ত্রিশিরাবধ, ২৮—৩০ খরের সংহার, ৩১ খর-দূষণের মৃত্যুতে রাবণের মহাক্রোধ, ৩২ রাবণের মারীচাশ্রমে গমন, সীতাহরণের কল্পনা এবং মারীচ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে রাবণের পুনরায় গমন, ৩৩ রাবণকে শূর্পণখার ভর্ৎসনা, ৩৪ রাবণের ক্রোধ, ৩৫ মারীচের আশ্রমে রাবণের পুনর্গমন, ৩৬—৩৯ মারীচ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বিক্রমপ্রকাশ, ৪০ সীতাহরণ সম্বন্ধে রাবণের কথা, ৪১ রাবণের প্রতি রাক্ষস মারীচের ভর্ৎসনা, ৪২ রাবণের কথায় মৃগরূপ ধরিয়া মারীচের দণ্ডকভ্রমণ, ৪৩ মৃগরূপী মারীচবধার্থ রামের যাত্রা, ৪৫ সীতার কটূক্তিতে রামের উদ্দেশে লক্ষ্মণের যাত্রা, ৪৬ সীতার কাছে ছদ্মবেশী রাবণের অতিথিবেশে আগমন, ৪৭-৪৮ সীতাদেবীকে রাবণের প্রলোভন-প্রদর্শন, ৪৯ রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, ৫০-৫১ রাবণ এবং জটায়ুর যুদ্ধ, ৫২ রাবণের রথ হইতে সীতার অলঙ্কার নিক্ষেপ, ৫৩ রাবণের প্রতি সীতার ক্রোধোক্তি, ৫৪ অশোকবনে সীতাকে রাখিয়া রাবণের অন্তঃপুরে গমন, ৫৫-৫৬ রাবণের প্রতি সীতার ভর্ৎসনা, ৫৭ মারীচকে বধ করিয়া রামের কুটীরাভিমুখে গমন, ৫৮-৫৯ কুটীরে সীতাদেবীর অদর্শন, ৬০-৬৪ পথিমধ্যে সীতানিক্ষিপ্ত চিহ্ন দেখিয়া রামের বিলাপ, ৬৫-৬৬ রামের প্রতি লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্য, ৬৭-৬৮ মৃতকল্প জটায়ু মুখে রামের সীতাবৃত্তান্ত শ্রবণ, ৬৯-৭৩ রামলক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কবন্ধের বাহুদ্বয় কর্ত্তন, ৭৪ রাম লক্ষ্মণের পম্পা সরোবরে গমন এবং শবরীর সহিত সাক্ষাৎ, ৭৫ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমনার্থ লক্ষ্মণের সহিত রামের মন্ত্রণা।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড—১ম সর্গে রামের বসন্তবর্ণন এবং প্রিয়াবিচ্ছেদে বিলাপ, ২ রামলক্ষ্মণ দর্শনে মন্ত্রিসহ সুগ্রীবের পরামর্শ, ৩ ভিক্ষুবেশে রামের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, ৪ রামলক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে করিয়া হনুমানের সুগ্রীবসকাশে গমন, ৫ সুগ্রীবের নিকট হনুমান্ কর্ত্তৃক রামের পরিচয়দান, ৬-১০ সীতাউদ্ধারে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা এবং বালিবধে রামের প্রতিজ্ঞা, ১১ রাম কর্ত্তৃক দুন্দুভি অসুরের অস্থি-নিক্ষেপ এবং সপ্ততাল ভেদ, ১২ বালীর সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধযাত্রা, পরাজয় এবং পলায়ন, ১৩-১৪ সুগ্রীবের পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রা, ১৫ বালী যুদ্ধ করিতে যাইবার কালে যুদ্ধনিবৃত্তি বিষয়ে তারার নিষেধ, ১৬ বালী ও সুগ্রীবের তুমুল যুদ্ধ, ১৭ রামবাণে বিদ্ধ হইয়া বালীর পতন, ১৮ বালীর প্রতি রামের উপদেশ, ১৯-২২ সুগ্রীবের হস্তে অঙ্গদকে দিয়া বালীর প্রাণত্যাগ, ২৩ তারার খেদ, ২৪ রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের খেদ, ২৫ বালীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসমাপন, ২৬ সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, ২৭ রামের বিলাপ শুনিয়া লক্ষ্মণের তৎপ্রতি সান্ত্বনা, ২৮ সীতার বিরহে রামের বিলাপ, ২৯ সুগ্রীব কর্ত্তৃক নীলের প্রতি সৈন্যসংহার আদেশ, ৩০ শারদীয়া নিশা দেখিয়া সীতার বিহনে রামের বিলাপ এবং শরদ্বর্ণন, ৩১ সুগ্রীবের নিকটে লক্ষ্মণাগমনের সংবাদপ্রেরণ, ৩২ লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সুগ্রীবের চিন্তা, ৩৩ লক্ষ্মণ সন্নিধানে তারাকে প্রেরণ, ৩৪ সুগ্রীবকে লক্ষ্মণের ভর্ৎসনা, ৩৫ লক্ষ্মণের প্রতি তারার সান্ত্বনা, ৩৬ লক্ষ্মণ প্রশান্ত হইলে তাহার সহিত সুগ্রীবের কথোপকথন, ৩৭ সেনাসংগ্রহের জন্য সুগ্রীবের দূত প্রেরণ, ৩৮ লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের রামচন্দ্রদর্শনে গমন, ৩৯ রামের নিকটে বানর-সেনা-সমাগম, ৪০-৪৩ চতুর্দ্দিকে সীতা অন্বেষণের জন্য দূত প্রেরণ, ৪৪ হনুমান্‌কে রামের অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয়ক প্রদান, ৪৫ সকল বানরের প্রতি সুগ্রীবের আদেশ, ৪৬ রামের কাছে সুগ্রীবের পৃথিবী বৃত্তান্ত বর্ণন, ৪৭-৪৮ সীতার সন্ধান না পাইয়া বানরগণের প্রত্যাবর্ত্তন, ৪৯-৫১ হনুমৎ প্রভৃতির ময়দানবের মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিলের মধ্যে তপস্বিনীর সহিত সাক্ষাৎ, ৫২ হনুমানাদির বিলনিষ্ক্রামণ, ৫৩-৫৫ সীতার সন্ধান না পাইয়া অঙ্গদাদির প্রায়োপবেশন, ৫৬ বানরগণের সহিত সম্পাতি পক্ষীর সাক্ষাৎ, ৫৭-৬৩ সম্পাতির নিকট সীতার সন্ধানলাভ, ৬৪ সমুদ্র-তীরে বানরগণের গমন, ৬৫ বানরগণের নিজ বিক্রমবর্ণন, ৬৬ জাম্ববান্ কর্ত্তৃক হনুমানের জন্মবৃত্তান্তকথন, ৬৭ হনুমানের কলেবরবৃদ্ধি।

সুন্দরকাণ্ড—১ম সর্গে মহেন্দ্রগিরির উপর হইতে হনুমানের লম্ফ প্রদান, এবং সিংহিকার উদর ভেদ ও চিত্রকূটতটে পতন, ২-৫ হনুমানের রাক্ষসী রূপধারিণী লঙ্কাপুরীর সহিত যুদ্ধ, ৩-১১ রাবণের অন্তঃপুরে হনুমানের প্রবেশাদি, ১২-১৩ অশোকবনে হনুমানের সীতাদেবীর অন্বেষণ, ১৪-১৫ রাম-কথিত চিহ্নানুসারে হনুমানের সীতাদেবীর নিকট গমন, ১৬-১৭ সীতার দুরবস্থা দেখিয়া হনুমানের খেদ, ১৮ ১৯ হনুমানের, পরে সীতার রাবণদর্শন, ২০ সীতার প্রতি রাবণের উক্তি, ২১ রাবণের কথায় সীতার প্রত্যুত্তর, ২২ রাবণ ও সীতার উক্তি ও প্রত্যুক্তি, ২৩-২৪ সীতাকে রাক্ষসীদিগের উপদেশদান ও কটূবাক্য কথন, ২৫-২৬ রাক্ষসীগণের ভর্ৎসনায় সীতার পরিদেবন, ২৭ ত্রিজটা রাক্ষসীর স্বপ্নবৃত্তান্তকথন, ২৮-২৯ সীতার বেণী সাহায্যে উদ্বন্ধনের উদ্যোগ, ৩০ সীতার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া হনুমানের চিন্তা, ৩১-৩৩ সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, ৩৪-৩৮ সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান মণি লইয়া হনুমানের গমনোদ্যোগ, ৩৯-৪০ গমনোদ্যত হনুমানের সহিত সীতার পুনরায় কথা, ৪১ হনুমানের প্রমোদবনভঞ্জন, ৪২ হনুমানের সহিত রাক্ষসদিগের ঘোরতর সংগ্রাম, ৪৩ হনুমান্ কর্ত্তৃক চৈত্যপ্রাসাদধ্বংস, ৪৪ জাম্ববানের যুদ্ধ এবং মৃত্যু, ৪৫ মন্ত্রিসুতদিগের সহিত যুদ্ধ এবং মৃত্যু, ৪৬ বিরূপাক্ষাদি পঞ্চ সেনাপতির যুদ্ধ এবং মৃত্যু, ৪৭ অক্ষয়কুমারের যুদ্ধ এবং মৃত্যু, ৪৮ ইন্দ্রজিতের সহিত হনুমানের যুদ্ধ এবং তৎকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া হনুমানের রাবণরাজের সভায় গমন, ৪৯-৫১ হনুমানের বধার্থ রাবণের আজ্ঞা, ৫২ রাবণের প্রতি বিভীষণের উক্তি, ৫৩ হনুমানের লাঙ্গুল পোড়াইবার জন্য রাবণের আদেশ, ৫৪ হনুমৎ কর্ত্তৃক লঙ্কাদগ্ধ, ৫৫-৫৬ লঙ্কাদাহ করিয়া সীতার সহিত হনুমানের পুনরায় সাক্ষাৎ, ৫৭ হনুমানের মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন, ৫৮-৬০ বানরগণের নিকটে হনুমানের সমরবৃত্তান্ত কথন, ৬১-৬৩ বানর-গণ কর্ত্তৃক মধুবন ভঙ্গ, ৬৪-৬৮ রামচন্দ্রের নিকট হ[illegible] কর্ত্তৃক জানকী প্রদত্ত অভিজ্ঞানাদি দান।

লঙ্কাকাণ্ড—১ম সর্গে হনুমানের নিকট সীতার বৃত্তান্ত শুনিয়া রামচন্দ্রের বিলাপ, ২ সেতুবন্ধনের জন্য রামের প্রতি সুগ্রীবের উপদেশ, ৩ হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কার দুর্গাদি বর্ণন, ৪ রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের

সমুদ্রদর্শন, ৫ রামের বিলাপ, ৬ রাবণের উক্তি, ৭-৮ দুর্মন্ত্রীদিগের নানারূপ দুর্মন্ত্রণা, বিভীষণের মন্ত্রণা, রাবণের গর্ব্বোক্তি, ১১-১৩ রাবণ এবং প্রহস্তাদির উক্তি প্রত্যুক্তি, ১৪ বিভীষণের উক্তি, ১৫ ইন্দ্রজিৎ এবং বিভীষণের কথা, ১৬ বিভীষণের রাবণকে ত্যাগ, ১৭ বিভীষণের রামের নিকটে গমন, ১৮ বিভীষণ সম্বন্ধে সুগ্রীব এবং রামের কথা, ১৯ রাম ও বিভীষণের মিলন, ২০ রাবণ কর্ত্তৃক বানরসৈন্য মধ্যে শুক নামে দূতপ্রেরণ, ২১-২২ রামের সেতুবন্ধনাদি, ২৩ রামের সুনিমিত্ত দর্শন, ২৪ শুকের মুক্তি ও রাবণসভায় যাত্রা, ২৫ শুক এবং সারণের গোপনে বানরসংখ্যানির্ণয়ার্থ তৎপরতা, ২৬-৩০ রামের সৈন্য জানিবার জন্য রাবণের পুনরায় অন্য চরপ্রেরণ, ৩১ রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে মায়া দ্বারা রামের মুণ্ড এবং ধনুরাদি প্রদর্শন, ৩২ রামের মায়ামুণ্ডাদি দেখিয়া সীতার বিলাপ, ৩৩-৩৪ সরমা এবং সীতার কথা, ৩৫ রাবণের প্রতি মাল্যবানের হিতোপদেশ, ৩৬ লঙ্কা রক্ষার জন্য প্রহস্তাদির প্রতি রাবণের উক্তি, ৩৭ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সেনাসমাবেশ, ৩৮ রামের সুবেল পর্ব্বতারোহণ, ৩৯ রামচন্দ্রের সুবেল পর্ব্বত হইতে লঙ্কাদর্শন, ৪০ সুগ্রীবের রাবণের সহিত যুদ্ধ, ৪১ সসৈন্য রাম কর্ত্তৃক লঙ্কাবেষ্টন, ৪২ যুদ্ধারম্ভ, ৪৩ বানর ও রাক্ষসসেনার সহিত যুদ্ধ, ৪৪ অঙ্গদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎবিজয়, ৪৫ ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রামলক্ষ্মণের বন্ধন, ৪৬ বানরসৈন্যের বিষাদ, ৪৭-৪৮ ত্রিজটার সহিত বিমানারোহণে সীতার রামের অবস্থাদর্শন, ৪৯ লক্ষ্মণের অবস্থা দেখিয়া রামের বিলাপ, ৫০ গরুড় স্পর্শে রামলক্ষ্মণের নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ, ৫১ ধূম্রাক্ষের যুদ্ধযাত্রা, ৫২ ধূম্রাক্ষবধ, ৫৩-৫৪ বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধযাত্রা এবং বধ, ৫৫-৫৬ অকম্পনের যুদ্ধযাত্রা এবং বধ, ৫৭ প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রা, ৫৮ প্রহস্তবধ, ৫৯ রাবণের যুদ্ধযাত্রা এবং পরাজয়, পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ, ৬০ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, ৬১ রামের নিকট বিভীষণ কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণের পরিচয় দান, ৬২ রাবণ ও কুম্ভকর্ণের কথা, ৬৩ রাবণের প্রতি কুম্ভকর্ণের ভর্ৎসনা, ৬৪ মহোদরের সংরম্ভোক্তি, ৬৫ কুম্ভকর্ণের যুদ্ধে গমন, ৬৬ কুম্ভকর্ণের সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কাপ্রবেশকালে সুগ্রীব কর্ত্তৃক তাহার নাসিকা ছেদন, ৬৭ কুম্ভকর্ণের পুনরায় যুদ্ধে প্রবেশ এবং রাম কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণ বধ, ৬৮ কুম্ভকর্ণ বধে রামের বিলাপ, ৬৯, নরান্তক বধ, ৭০ দেবান্তক, মহোদর এবং ত্রিশিরাদি বধ, ৭১ অতিকায় বধ, ৭২ লঙ্কাপুরী রক্ষার্থ রাবণের বিশেষ সজ্জা, ৭৩, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে গমন ও জয়লাভ, ৭৪ হনুমানের ওষধিপর্ব্বতানয়ন, ৭৫ বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কাদাহ, ৭৬ অকম্পনাদির বিনাশ, নিকুম্ভের বিনাশ, ৭৮ মকরাক্ষের যুদ্ধযাত্রা, ৭৯ মকরাক্ষ বধ, ৮০ ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক মায়াসীতাবধ, ৮১-৮২ নিকুম্ভিলা যজ্ঞার্থ ইন্দ্রজিতের লঙ্কাপুরী প্রবেশ, ৮৩ হনুমানের মুখে সীতাবধের কথা শুনিয়া রামের বিলাপ, ৮৪-৯১ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ, ৯২ রামের নিকট লক্ষ্মণাদির আগমন, ৯৩ ইন্দ্রজিৎ বধ শুনিয়া রাবণের বিলাপ, ৯৪-৯৫ লঙ্কাপুরে স্ত্রীদিগের বিলাপ, ৯৬-১০১ লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ১০২ হনুমান্ কর্ত্তৃক ওষধি পর্ব্বতা[illegible] এবং লক্ষ্মণের শেলমোচন ও মোহনাশ, ১০৩-১০৬ পুনরায় রাবণের যুদ্ধে গমন এবং রাম ও রাবণে মহাযুদ্ধ, ১০৭ রামজয়সূচক নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব, ১০৮ রাম রাবণে দ্বৈরথ যুদ্ধ, ১০৯-১১১ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাম কর্ত্তৃক রাবণবধ, ১১২ বিভীষণের বিলাপ, ১১৩ মন্দোদরীর বিলাপ, ১১৪ বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, ১১৫ হনুমানের মুখে সীতার যুদ্ধজয়ের সংবাদ শ্রবণ, ১১৬ রামচন্দ্রের নিকট শুভসংবাদ লাভ, ১১৭ সীতার প্রতি রামের কঠোর উক্তি, ১১৮, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, ১১৯ ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক সীতার বিশুদ্ধিতা কথন, ১২০ রামের সীতাদেবীকে পুনরায় গ্রহণ, ১২১ মহাদেব কর্ত্তৃক দর্শিত দশরথের সহিত রামের কথোপকথন, ১২২ ইন্দ্র কর্ত্তৃক অমৃতসিঞ্চনে বানরসৈন্যের পুনর্জীবন, ১২৩-১৩০ পুষ্পকারোহণে রামের অযোধ্যাযাত্রা, ভরদ্বাজ ও গুহ প্রভৃতির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ।

উত্তরকাণ্ড—১ সর্গে রামের রাজ্যাভিষেক এবং তৎপরে ঋষিগণের সহিত কথোপকথন, ২-৩ কুবেরের জন্ম, তপস্যা, ব্রহ্মগৌরব লাভ এবং লঙ্কায় বাস, ৪-৫ অগস্ত্যকর্ত্তৃক রাক্ষসদিগের উৎপত্তিবিবরণ-কথন, ৬-৮ দেবগণের মহাদেবের নিকট গমন, মহাদেবের আদেশে দেবগণের বিষ্ণুসমীপে গমন, রাক্ষসগণের সুরলোকে যুদ্ধযাত্রা, সুমালী কর্ত্তৃক মাল্যবান্ পরাজিত হইয়া পাতালে পলায়ন, ৯ সুমালিকন্যার বিশ্রবা নিকটে গমন এবং তদগর্ভে রাবণাদির জন্ম, ১০ রাবণাদির তপস্যা, ১১ লব্ধবর রাবণের লঙ্কাগ্রহণ, ১২ রাবণের রাজ্যাভিষেক এবং ইন্দ্রজিতের জন্ম, ১৩ কুবেরের সহিত যুদ্ধার্থ রাবণের গমন, ১৪-১৬ কুবেরের পরাজয়, ১৭ রাবণের প্রতি বেদবতীর অভিশাপ, ১৮ রাবণের সংবর্ত্ত নিকটে যাত্রা, ১৯ রাবণকে অনরণ্যের অভিশাপ প্রদান, ২০-২২ নারদের উপদেশে যমের সহিত রাবণের যুদ্ধ, ২৩ রসাতলে প্রবেশ করিয়া রাবণের যুদ্ধ, ২৪ রাবণের বলিসমীপে গমন, ২৫ রাবণের সূর্য্যলোকে জয়লাভ, ২৬ রাবণের মান্ধাতার সহিত যুদ্ধে সখ্যলাভ, ২৭ রাবণকে পিতামহের উক্তি ও বরদান, ২৮ রাবণের পাতালে কপিলদর্শন, ২৯ রাবণের লঙ্কাপ্রবেশ এবং পতিশোকসন্তপ্তা সূর্পণখার প্রতি দণ্ডকারণ্যে যাইবার আদেশ, ৩০ ইন্দ্রজিৎকে রাবণের দর্শন, রাবণের মধুবনগমন এবং মধুর সহিত মৈত্রীকরণ, ৩১ রাবণকর্ত্তৃক রম্ভাধর্ষণ, ৩২-৩৪ ইন্দ্রকে লইয়া ইন্দ্রজিতের লঙ্কাপ্রবেশ, ৩৫ ইন্দ্রের মুক্তি ও অহল্যার বৃত্তান্তকথন, ৩৬-৩৮ রাবণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধাদি কথন, ৩৯ বালীর সহিত রাবণের মৈত্রীকরণ, ৪০-৪১ হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত কথন, ৪২ বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত কথন, ৪৩-৪৫ রামের প্রতি রাবণ-সনৎকুমার সংবাদকথন, ৪৬ রাবণের শ্বেতদ্বীপগমনকথন, ৪৭ রামের রাজচর্য্যাকথন, ৪৮-৪৯ রাজগণের স্ব স্ব রাজ্যে গমন, ৫০ বানর ও রাক্ষসদিগের স্বস্থানে গমন, ৫১ পুষ্পকরথের আগমন, ৫২ সীতা ও রামের অশোকবনবিহারবর্ণন, ৫৩-৫৫ সীতার অপবাদ শুনিয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতা বর্জ্জনার্থ রামের আদেশ, ৫৬-৫৮ বাল্মীকির তপোবনে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সীতাবর্জ্জন, ৫৯ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার গমন, ৬০-৬১ সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের কথোপকথন, ৬২ রামসমীপে লক্ষ্মণের আগমন, ৬৩-৬৪ কার্য্যার্থী প্রকৃতি প্রভৃতিকে আহ্বানার্থ লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ, ৬৫-৬৭ লক্ষ্মণকে রামের নিমি বশিষ্ঠ বৃত্তান্ত কথন, ৬৮-৬৯ যযাতি উপাখ্যান কথন, ৭০-৭১ রামসমীপে সারমেয়ের গমন, ৭২ গৃধ্র-উলূকের ব্যবহার, ৭৩-৭৫ শত্রুঘ্নের প্রতি রামের লবণ বধার্থ আদেশ, ৭৬-৭৭ শত্রুঘ্নের অভিষেক, ৭৮-৭৯ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার প্রসব, বাল্মীকিকর্ত্তৃক কুশ এবং লবের নামকরণ, ৮০ মান্ধাতার উপাখ্যান, ৮১-৮২ শত্রুঘ্ন-কর্ত্তৃক লবণ বধ, ৮৩ মধুরারাজ্য স্থাপন এবং শাসন, ৮৪-৮৫ বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্নের রামচরিত শ্রবণ, ৮৬-৮৭ মৃতপুত্র সহ কোন ব্রাহ্মণের রামসমীপে আগমন, ৮৮-৯১ রামকর্ত্তৃক তপোরত শূদ্রশম্বূকের শিরশ্ছেদন,

৯২-৯৫ দণ্ডোপাখ্যান কথন, ৯৬-৯৭ অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব, ৯৮-৯৯ বৃত্রবধ, ইন্দ্রাশ্বমেধবর্ণন, ১০০-১০৩ ইলোপাখ্যান, ১০৪-১০৫ রামের নৈমিষারণ্যে গমন, ১০৬ রামযজ্ঞে সশিষ্য বাল্মীকির আগমন এবং কুশীলবের রামায়ণগান, ১০৭-১০৮ কুশীলবকে সীতাপুত্র জানিতে পারিয়া সীতাকে আনয়নের জন্য দূতপ্রেরণ, ১০৯-১১০ রামসভায় সীতার আগমন এবং সীতার পাতালে প্রবেশ, ১১১ মহীর প্রতি রামের সক্রোধোক্তি, ১১২ কৌশল্যাদির দেহত্যাগ, ১১৩-১১৪ রামসমীপে যুধাজিৎপুরোহিত গর্গের আগমন, ১১৫ অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর রাজ্যাভিষেক, ১১৬-১১৭ রামের নিকট তাপসরূপ কালের আগমন, ১১৮ দুর্ব্বাসার আগমন, ১১৯ রামের লক্ষ্মণবর্জ্জন, ১২০ কুশীলবের অভিষেক, ১২১-১২৩ বানর, রাক্ষস এবং পৌরাদির সহিত রামের সরযূপ্রবেশ, ১২৪ রামায়ণ-মাহাত্ম্য।

রামায়ণীয় (ত্রি) রামায়ণ-সম্বন্ধীয়।

রামার্য্য (পুং) ধর্ম্মোপদেশক আচার্য্যভেদ।

রামালিঙ্গনকাম (পুং) রামাণামালিঙ্গনস্য কামোঽভিলাষো যস্মাৎ। রক্তাম্লান, পুষ্পবৃক্ষ, রক্তঝাঁটী। (রাজনি°)

রামাবক্ষোজোপম (পুং) রামাবক্ষোজয়োঃ স্ত্রীস্তনয়োরুপমা যত্র। চক্রবাক। (রাজনি°)

রামাবামাঙ্ঘ্রিঘাতক (পুং) অশোকবৃক্ষ। (রাজনি°)

রামাশ্রম, ১ অমরকোষটীকাপ্রণেতা। ২ তত্ত্বচন্দ্রিকা ও ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিরচয়িতা। ইনি নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য। ৩ দুর্গামাহাত্ম্যটীকাপ্রণেতা। ৪ দুর্জ্জনমুখচপেটিকারচয়িতা। ৫ প্রভাকরপরিচ্ছেদ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

রামাশ্রম আচার্য্য, রামায়ণটীকারচয়িতা।

রামাস, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর মহীকাণ্ঠাবিভাগের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ মুসলমান; তাঁহারা বড়োদারাজকে কর দিয়া থাকেন।

রামাশ্বমেধ (পুং) ১ রামকৃত অশ্বমেধ। ২ পদ্মপুরাণের একাংশ।

রামি (পুং) রামের গোত্রাপত্য।

রামিন্ (পুং) রমণ বিষয়ে প্রমোদী।

রামিয়া-বিহার, অযোধ্যাপ্রদেশের খেরীজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কোরিয়ালা নদীর একটী প্রাচীন খাতের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এক্ষণে ঐ খাত মজিয়া হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের পূর্ব্ব ও পশ্চিমপার্শ্বে সুন্দরদৃশ্য উপবনরাজি বিরাজিত থাকায় স্থানীয় দৃশ্য বড়ই মনোরম হইয়াছে।

রামিল (পুং) ১ রমণ। ২ কামদেব। (মেদিনী) ৩ স্বামি-ভর্ত্তা। ৪ প্রণয়পাত্র।

রামিল সৌমিল, দুইজন প্রাচীন কবি। ইঁহারা একযোগে "শূদ্রককথা" নামক কাব্যপ্রণয়ন করেন। কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে ইঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

রামী (স্ত্রী) রাত্রি, অন্ধকার।

রামুষ (স্ত্রী) দেশভেদ।

রামুসি, ভারতের পশ্চিমোপকূলবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা আরব্যোপসাগর উত্তরণপূর্ব্বক পশ্চিমদেশ হইতে ভারতোপকূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহারা তুরাণীয় বংশোদ্ভব এবং আচার ব্যবহারে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের অনুরূপ। প্রধানতঃ দস্যুবৃত্তিই ইহাদের উপজীবিকা। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই চৌকীদারী কার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও যুদ্ধকুশল। তেলগু ও মরাঠী ভাষায় ইহারা বাক্যালাপ করে।

রামেন্দ্র যতি, বিবেকসাররচয়িতা।

রামেন্দ্র যোগিন্, জগন্মিথ্যাত্বদীপিকাপ্রণেতা।

রামেন্দ্রবন, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। ইনি কাশীখণ্ডটীকাপ্রণেতা রামানন্দের গুরু।

রামেন্দ্র সরস্বতী, বালবোধিনীভাবপ্রকাশরচয়িতা। ইনি রঘুনাথ ও গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন।

রামেশভারতী, ব্রহ্মসূত্রোপন্যাসবৃত্তিপ্রণেতা।

রামেশ্বর, কএকজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১ অদ্বৈততরঙ্গিণীপ্রণেতা। ২ অশৌচশতক ও তাহার টীকারচয়িতা। ৩ গৃহ্যপদ্ধতি ও ষোড়শসংস্কারসেতুপ্রণেতা। ৪ জাতকসাররচয়িতা। ৫ পঞ্চপক্ষীটীকা, ভাস্বতীটীকা, সিদ্ধান্তমুদ্রা, স্ত্রীজাতকটীকা ও হিল্লাজব্যাখ্যা নামক কয়খানি জ্যোতিগ্রন্থপ্রণেতা। ৬ পিষ্টপশুতিরস্কারিণী-রচয়িতা। ৭ বেদান্তশাস্ত্রাম্বুধিরত্নপ্রণেতা। ৮ শুদ্ধাশুবোধ নামক ব্যাকরণরচয়িতা। ৯ সূত্রার্থ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ১০ সৌভাগ্যোদয় নামে পরশুরামসূত্রবৃত্তিরচয়িতা। ১১ রামকুতূহলকাব্যপ্রণেতা। গোবিন্দের পুত্র ও অঙ্গদেবের পৌত্র। ইঁহার পুত্র নারায়ণ বৃত্তরত্নাকর প্রণয়ন করেন। ১২ আয়ুর্ব্বেদসিদ্ধান্তসম্বোধিনীপ্রণেতা। নরেন্দ্রের পুত্র।

রামেশ্বর, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মদুরাজেলার রামনাদ তালুকের অন্তর্গত একটী দ্বীপ ও তন্নামক নগর। অক্ষা° ৯° ১৭´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২১´ ৫৫´´ পূঃ। এই দ্বীপ বালুকাময় এবং মান্নার উপসাগরে অবস্থিত। ইহা লম্বে ১১ মাইল ও প্রস্থে ৬ মাইল। ইহা এক সময়ে ভারতের দক্ষিণপ্রান্তসীমায় সংযোজিত ছিল, কালে সমুদ্রস্রোতের গতিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এইস্থান হিন্দুর একটী প্রধান পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। সেতুবন্ধ-রামেশ্বর তীর্থ সন্দর্শন করিলে ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রবাদ এই যে,

রঘুবীর রামচন্দ্র সীতান্বেষণকালে সমুদ্রবক্ষে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কায় অভিযান করেন। পরে রাবণজয়ী হইয়া সীতাসমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি সেই সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া যান। সেই ভগ্নসেতুর এক একখণ্ড একএকটী দ্বীপে পরিণত হইয়াছিল। এখানে যে রামেশ্বর লিঙ্গমূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন, সাধারণের বিশ্বাস রামচন্দ্র সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের ত্রেতাযুগীয় কীর্ত্তি বোধে বহুশতাব্দ হইতে শত শত হিন্দু নরনারী আজিও এই দেবতীর্থে সমাগত হইয়া থাকেন। তীর্থযাত্রীমাত্রকেই রামনাদে আসিয়া সমুদ্র উত্তরণ করিতে হয়। এই সেতুবন্ধতীর্থ বহুদিন হইতে রামনাদের সর্দ্দারগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকায় এবং তাঁহারাই যাত্রীদিগের গমনক্লেশনিবারণার্থ সমুদ্রপথের পরিদর্শক হওয়ায়, 'সেতুপতি' আখ্যালাভ করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপে বাব্‌লা ও নারিকেল বৃক্ষ অপর্য্যাপ্তরূপে জন্মে। কোন কোন উদ্যানে বহু চেষ্টায় অপরাপর জাতীয় বৃক্ষও জন্মিতে দেখা গিয়াছে। এখানকার অধিবাসিবৃন্দ প্রধানতঃই ব্রাহ্মণ। তাঁহারা মন্দিরের পাণ্ডা বা পুরোহিত। তাঁহাদের অধীনে আরও চেলা আছে। মন্দিরের দক্ষিণে ৩ মাইল বিস্তৃত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। উহার সুমিষ্ট জল সাধারণে পান করে।

দাক্ষিণাত্যের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ। সেই সময় হইতেই উত্তরভারতবাসী তীর্থযাত্রিগণ পদব্রজে এই তীর্থ সন্দর্শনে আগমন করিত। অদ্যাপিও সাধুসন্ন্যাসিগণ পদব্রজে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া থাকেন। অধুনা রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অনেকে বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া, তথা হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্ব্বক সংবৎসর মধ্যে রামেশ্বরে আসিয়া রামেশ্বরনাথের একাদশরুদ্রী গঙ্গোদকাভিষেকাদি করিয়া থাকে।

রামেশ্বরে যাইতে হইলে প্রথমতঃ মথুরাতে আসিতে হয়। এখানে বৈগৈনদীর ধারে অনেকগুলি ছত্র আছে। তথায় পাণ্ডাদিগের অনুচরেরা বিশেষ যত্ন সহকারে যাত্রীদিগের শুশ্রূষা করে এবং মথুরার সুন্দরস্বামীর মন্দির দর্শন করাইয়া পথপ্রদর্শকরূপে রামেশ্বরে লইয়া আইসে।

মদুরা হইতে রামনাদে আসিতে অশ্বযান বা গোশকট পাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ীতে ১৭।১৮ ঘণ্টা লাগে এবং গোরুর গাড়ীতে প্রায় ৩।৪ দিন লাগে, কারণ রাত্রি ভিন্ন গোরুর গাড়ী চলে না। পথে মানমধুরা, পরাণগুটী ও পডুলর ছত্রবাটী আছে। পডুলর পর্য্যন্ত পাকারাস্তা, তাহার পর কাঁচা ও দুর্গম।

রামনাদ সেতুপতিরাজগণের রাজধানী। তাঁহারা এক-সময়ে মরবপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এখন অবস্থা-বিপর্য্যয়ে জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছে। মুত্তু বিজয় রঘুনাথসেতুপতির সময়ে দর্ভশয়নের ও রামেশ্বরের মন্দিরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং রাজবর্ত্মের ধারে ধারে কএকটী ছত্রবাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। রামনাদে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত কোদণ্ড-রামস্বামী, বিশ্বনাথস্বামী, বাণশঙ্করী, নীলকণ্ঠী ও রাজরাজেশ্বরদেবীর মন্দির এবং লক্ষ্মীপুরে বালসুব্রহ্মণ্য, মুত্তুরামলিঙ্গস্বামী ও মরি-অম্মা দেবীর মন্দিরই প্রধান। রামনাদের অদূরেই লক্ষ্মীপুর। এখানে লক্ষ্মীসরোবরতীরে একটী ছত্রবাটী আছে। ঐ স্থান হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে দক্ষিণসমুদ্রতীরে দেবীপুরের নব-পাষাণতীর্থ ; ৭ মাইল অন্তরে ঈষৎ পশ্চিম সমুদ্রতীরে দর্ভশয়ন এবং দক্ষিণে ২২ মাইল দূরে বিট্‌ঠলমণ্ডপ।

দেবীপুরের নাম দেবীপত্তন। সেতুমাহাত্ম্যে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, দেবীর তাড়নায় মহিষাসুর অনন্যোপায় হইয়া দক্ষিণসাগরতীরস্থ দশযোজনব্যাপী ধর্ম্মপুষ্করিণীর জলমধ্যে প্রবেশ করে। মৃগেন্দ্র ঐ পুষ্করিণীর জল নিঃশেষরূপে পান করিলে দেবী মহিষকে নিধন করেন এবং ঐ পুষ্করিণীর উত্তরভাগে দক্ষিণসাগরতীরে "দেবীপত্তন" স্থাপন করেন। (স্কন্দপুরাণোক্ত সেতুমাহাত্ম্য ৭ অঃ)

সেতুমাহাত্ম্য মতে, ধর্ম্মপুষ্করিণীর অপর নাম চক্রতীর্থ। পুরাকালে ধর্ম্ম এখানে মহাদেবের তপস্যায় নিরত হন। তিনি স্নানার্থ ঐ তীর্থ খনন করেন। পরে মহামুনি গালব এই পুষ্করিণীতীরে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকেন। একদা বশিষ্ঠ-শাপভ্রষ্ট রাক্ষসরূপী 'দুর্দ্দম' আহারার্থ স্নাননিরত গালবকে গ্রহণ করে। বিষ্ণুর বরপ্রভাবে বিষ্ণুর চক্র আসিয়া রাক্ষসকে সংহারপূর্ব্বক গালবমুনিকে উদ্ধার করিবার পর এই স্থান চক্র-তীর্থ নামে খ্যাত হয়। ইন্দ্রকর্ত্তৃক ছিন্নপক্ষ কোন কোন পর্ব্বত এই চক্রতীর্থে পতিত হয়, তাহাতে উহার গর্ত্ত পুরিয়া যায়। এই জন্য দর্ভশয়ন ও দেবীপত্তন নামক স্থানদ্বয়ে দুইটী চক্রতীর্থ হইয়াছে। ইহা চতুর্ব্বিংশতি সেতুতীর্থের প্রথম।

রামচন্দ্র সেতুনির্ম্মাণকালে দেবীপুরে যে নবপাষাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহাও পুণ্যতীর্থ। সাধারণ রামেশ্বরযাত্রীরা রামনাদ হইতে দেবীপত্তন যাইয়া, নবপাষাণপূজা, চক্র-তীর্থে স্নান এবং সেতুনাথের পূজা করিয়া থাকেন। সেতু-মাহাত্ম্যে ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"দেবীপুরস্য নিকটে নবপাষাণরূপকে।
সেতুমূলে নরঃ স্নানাৎ স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে॥

চক্রতীর্থে তথা স্নাত্বাভজেৎ সেত্বধিপং হরিম্।
দেবীপত্তনমারভ্য যৎকৃতং সেতুবন্ধনম্॥
তৎ সেতুমূলং বিপ্রেন্দ্রা যথার্থং পরিকল্পিতম্।
সেতোস্তু পশ্চিমাকোটির্দর্ভশয্যাপ্রকীর্ত্তিতঃ॥
দেবীপুরী চ প্রাক্কোটিরুভয়ং সেতুমূলকম্।
উভয়ং পুণ্যমাখ্যাতং পবিত্রং পাপনাশনম্॥
যৎসেতুমূলং গচ্ছন্তি যেন মার্গেণ যে নরাঃ।
তত্তন্মার্গং গতাস্তে তে তস্মিংস্তস্মিন্ বিমুক্তিদে॥
স্নাত্বাদৌ সেতুমূলে তু চক্রতীর্থে তথৈব চ।
সংকল্পপূর্ব্বকং পশ্চাদ্‌গচ্ছেয়ুঃ সেতুবন্ধনম্॥

* * * * * * *

আদৌ তু নবপাষাণং মধ্যেঽব্ধৌ স্নানমাচরেৎ।
ক্ষেত্রপিণ্ডং ততঃ কুর্য্যাচ্চক্রতীর্থে তথৈব চ॥
সেতুনাথং হরিং সেবেৎ স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে।
এবং হি দর্ভশয্যায়াং কুর্য্যুস্তন্মার্গতো গতাঃ॥
আরূঢ়ং রামচন্দ্রেণ যো নমস্কুরুতে জনঃ।
সিংহাসনং নলকৃতং ন তস্য নরকাদ্ভয়ম্॥"

নবপাষাণতীর্থ সেতুমূলে স্থাপিত। এই জন্য তীর্থযাত্রীদিগকে এখানে সপ্তখণ্ড পাষাণ দান করিয়া সাগরজলে স্নান করিতে হয়। অতঃপর বিশুদ্ধাত্মা হইয়া দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলে তাঁহারা তৃপ্ত হন। সেতুমূল, ধনুষ্কোটি ও গন্ধমাদনপর্ব্বত রামনির্ম্মিত এই স্থানত্রয় পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাগমনের জন্য দর্ভশয়ন হইতে নবপাষাণ পর্য্যন্ত পরিসরযুক্ত যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃতি ২৬ মাইলের অধিক নহে। রামায়ণোক্ত বর্ণনার সহিত ইহার অনৈক্য আছে।

নবপাষাণসন্দর্শন, পূজা ও সাগরস্নান রামেশ্বর-তীর্থযাত্রীর প্রধান অঙ্গ। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত যখন দক্ষিণপূর্ব্ব মসুমবায়ু বহিতে থাকে, তখন অনেক তীর্থযাত্রী পোতযোগে নগপত্তন হইতে নবপাষাণ হইয়া পম্বামে যায়।

ভগবান্ রামচন্দ্র বানরকটক লইয়া সমুদ্রকূলে পদার্পণ করিয়া সম্মুখে নক্রব্যালশঙ্কুল উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ যোজনব্যাপী সাগর দেখিতে পান্। তিনি সাগরউত্তরণেচ্ছায় বরুণের সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় যেস্থানে দর্ভোপরি শয়ান হইয়া প্রায়োপবেশন করেন, প্রবাদ সেস্থান দর্ভশয়নতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বিট্‌ঠলমণ্ডপ একটী প্রাচীন স্থান। এখানে কতকগুলি প্রাচীন মন্দির ও মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ আছে। মণ্ডপগুলির জন্য এইস্থান বিট্‌ঠলমণ্ডপ নামে খ্যাত। দক্ষিণভারতের ইহা একটী ক্ষুদ্রবন্দর। এখান হইতে পোতসকল পম্বামে যাত্রী লইয়া যায়। ভারতোপকূল হইতে পম্বাম্ বন্দর ... মাইল।

পম্বাম্ একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ, দৈর্ঘ্যে ১১ মাইল ও প্রস্থে ৬ মাইল। রামেশ্বর এই দ্বীপের উত্তরদিকে এবং পম্বাম্ বন্দর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। বন্দর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত রাস্তা আছে। রামেশ্বরের প্রধানমন্দির ব্যতীত এখানে সেতুমাহাত্ম্যবর্ণিত আরও ২৪টী তীর্থ দর্শন করিতে হয়। ঐ তীর্থগুলির নাম যথা,—১ চক্রতীর্থ। ২ বেতালবরদতীর্থ। ৩ পাপবিনাশনতীর্থ। ৪ সীতাসরতীর্থ। ৫ মঙ্গলতীর্থ। ৬ অমৃতবাপিকা। ৭ ব্রহ্মকুণ্ড। ৮ হনুমৎকুণ্ড। অগস্ত্যতীর্থ। ১০ শ্রীরামতীর্থ। ১১ শ্রীলক্ষ্মণতীর্থ। ১২ জটাতীর্থ। ১৩ শ্রীলক্ষ্মীতীর্থ। ১৪ অগ্নিতীর্থ। ১৫ চক্রতীর্থ (২য়)। ১৬ শ্রীশিবতীর্থ। ১৭ শঙ্খতীর্থ। ১৮ যামুনতীর্থ। ১৯ গঙ্গাতীর্থ। ২০ গয়াতীর্থ। ২১ কোটিতীর্থ। ২২ সাধ্যামৃততীর্থ। ২৩ মানসাখ্য সর্ব্বতীর্থ। ২৪ ধনুষ্কোটিতীর্থ।

এই সকল তীর্থের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে নানা কথা লিখিত আছে। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বেতালবরদতীর্থ—সমুদ্রতটে চক্রতীর্থের দক্ষিণে এবং গন্ধমাদনের উত্তরে অবস্থিত। এই তীর্থে সংকল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণকে বিত্তদান করিলে লোকে জীবন্মুক্ত হয়*।

গন্ধমাদনপর্ব্বত—বর্ত্তমান পম্বাম্ ও রামেশ্বর মধ্যে সেতুমাহাত্ম্যের গন্ধমাদন। পাপবিনাশন হইতে মানসাখ্যসর্ব্বতীর্থ এই পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। রামেশ্বরে আসিয়া সাগরে সংকল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া গন্ধমাদনে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন। এখানকার বায়ু অঙ্গে লাগিলে কোটিব্রহ্মহত্যা ও অগম্যাগমনাদিজনিত পাতক নষ্ট হয়।

(সেতুমাহাত্ম্য ১০ অঃ ৯-১৯ শ্লোক)

পাপবিনাশনতীর্থ—গন্ধমাদনপর্ব্বতোপরি স্থাপিত। উহা,

* "তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং বেতালবরদাভিধম্।
বেতালত্বং বিনষ্টং যৎ শীকরস্পর্শমাত্রতঃ॥
যা ইদং তীর্থমাসাদ্য চক্রতীর্থস্য দক্ষিণে।
স্নানং কদাচিৎ কুর্ব্বন্তি জীবন্মুক্তা ভবন্তি তে॥
এতত্তীর্থসমং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ঘোরাং বেতালতাং ত্যক্ত্বা বিদ্যাতং স দদাগুবান্।
অত্র সঙ্কল্প চ স্নাত্বা বেতালবরদে শুভে।
পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদানঞ্চ কুর্য্যাদ্বৈ নিয়মান্বিতঃ॥"

স্মরণমাত্রে গর্ভবাস নষ্ট এবং উহাতে স্নান করিলে বৈকুণ্ঠে বাস হইয়া থাকে। (১০।২০-২২)

[illegible]তীর্থ—গন্ধমাদনোপরি অবস্থিত স্বনামপ্রসিদ্ধ কুণ্ডবিশেষ। ইহা পঞ্চপাপবিনাশন। এখানে স্নান [illegible] ব্রহ্মহত্যাপাতকমুক্ত হইয়া মনুষ্য দেবলোকে আসিতে সমর্থ হয়। (১১ অঃ। ৬৪-৭৬)

মঙ্গলতীর্থ—গন্ধমাদনের একদেশে অবস্থিত। এই তীর্থে [illegible] করিলে লোকে লক্ষ্মীবন্ত হইয়া থাকে।

(সেতুমাহাত্ম্য ১২ অঃ। ৭৯-৯৯)

অমৃতবাপিকা—গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ রামনাথক্ষেত্রে অবস্থিত। এখানে স্নান করিলে নরলোক শঙ্করপ্রসাদে মুক্তিলাভ করে। পুরাকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমানের সহিত সমুদ্রতটে অমৃতবাপিকার সন্নিধানে রাবণবধের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মকুণ্ড—পুরাকালে ব্রহ্মা এইস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে জলপূর্ণ হইয়া ইহা একটী বৃহৎ হ্রদাকারে পরিণত হয়। গ্রীষ্মঋতুতে উহা শুকাইয়া যায়, উহার গর্ভে যে মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মকুণ্ডভস্ম নামে কথিত। এখানে স্নান করিলে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে এবং ভস্মানুলেপন বা ত্রিপুণ্ড্রক ধারণে কৈবল্য করতলস্থ হইয়া থাকে। (১৪।২-২২ শ্লোক)

হনুমৎকুণ্ড—ব্রহ্মবীজজাত রাবণকে নিধন করিয়া রামচন্দ্র ব্যথিতচিত্ত হইলে পাপবিমোচনার্থ তিনি মুনিগণের উপদেশে মারুতিকে লিঙ্গমূর্ত্তি আনিবার জন্য কৈলাসে প্রেরণ করেন। মারুতি পুচ্ছে লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আনিলে তাহা এই কুণ্ডতীরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এখনও একখানি শিলাতে, সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়া, মারুতিমূর্ত্তি এবং পুচ্ছে বেষ্টিত লিঙ্গের অঙ্কিত ছবি স্থাপিত রহিয়াছে। এইকুণ্ডে স্নান করিলে মহাপাতক নষ্ট হয়। স্নানান্তে উহার তীরে পুত্রেষ্টি যাগ করিলে সৎপুত্র লাভ হইয়া থাকে। পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণ করিলে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন ঘটিতে পারে। (৪৬।৬৫-৭৮ শ্লোঃ)

অগস্ত্যতীর্থ—অগস্ত্যঋষি বিন্ধ্যাদ্রিকে নিগ্রহ করিয়া দক্ষিণ অম্বুধিতীরে আসিয়া গন্ধমাদনে এই পুণ্য তীর্থ খনন করেন। ইহা সুখমোক্ষফলপ্রদ ও সর্ব্বাভীষ্টফলদায়ক।

রামতীর্থ—রামকুণ্ড, রামসর বা রঘুনাথসর নামে কথিত। রামচন্দ্র মৃত্যুবিনাশক, মহাসিদ্ধিকর, পাতকনাশক, ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদ, নরকযন্ত্রণানাশক ও সংসারচ্ছেদকারণ এই তীর্থ ও মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্নান করিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে নরগণ মুক্তি পাইয়া থাকে।

লক্ষ্মণতীর্থ—এখানে লক্ষ্মণেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। সেতুমাহাত্ম্য মতে, তীর্থ স্নানান্তর ঐ মহালিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে দারিদ্র্য দুঃখ, রোগ ও ব্রহ্মহত্যা পাপ বিমুক্ত হয়। অপুত্রক [illegible] আয়ুষ্মান্ গুণবান্ ও বিদ্বান্ পুত্র লাভ করে।

জটাতীর্থ—প্রবাদ রাবণবধের পর রামচন্দ্র এখানে জটা শোধন করিয়াছিলেন।

"স্নাস্তি যে হত্র সমাগতা জটাতীর্থেহতিপাবনে।

অন্তঃকরণশুদ্ধিশ্চ তেষাং ভূয়াদিতি স্মৃতঃ॥" (১০।২৪)

এই তীর্থ জন্মমৃত্যুজরান্তক ও অজ্ঞাননাশক। ষষ্টিসহস্র বৎসর গঙ্গাস্নানে যে ফল, বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে, সহস্রবার গোতমীতে স্নান করিলে যে ফল একমাত্র জটাতীর্থ দর্শনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। স্নানে অন্তঃকরণশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভহেতু মুক্তি ঘটে। ইহার তীরে ক্ষেত্রপিণ্ড দান করিলে গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য ফলপ্রাপ্তি ঘটে।

লক্ষ্মীতীর্থ—সেতুমাহাত্ম্যের ২১শ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে। সঙ্কল্পপূর্ব্বক উহাতে স্নান করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে উহা সমুদ্রগর্ভ নিহিত।

অগ্নিতীর্থ—সেতুমাহাত্ম্য মতে, রাবণনিধনের পর অশোক-কানন হইতে সীতাদেবীকে আনাইয়া অগ্নিপরীক্ষার সময় যে স্থানে অগ্নি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই অগ্নিতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মীতীর্থ হইতে প্রায় ৫ শত ফুট অন্তর। এক্ষণে সমুদ্রগর্ভে নিহিত রহিয়াছে। (২২ অধ্যায়)

চক্রতীর্থ—ইহার অপর নাম মুনিতীর্থ। মহর্ষি অহির্বুধ্ন গন্ধমাদনস্থ মুনিকুণ্ডে সুদর্শনের উপাসনা করিতেন। রাক্ষসেরা মুনির তপোবিঘ্ন করিলে ভক্তের রক্ষণার্থ সুদর্শন আসিয়া রাক্ষসদিগকে বধ করেন। অহির্বুধ্নের প্রার্থনায় বিষ্ণুচক্রের মুনিতীর্থে অবস্থিতির পর হইতে এইস্থান চক্রতীর্থ নামে খ্যাত হয়। এই তীর্থে একবার মাত্র স্নান করিলে রাক্ষস পিশাচাদি জাত পীড়া নাশ হয় এবং অন্ধ, মূর্খ, বধির, কুব্জ, খঞ্জ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, ছিন্নহস্ত, ছিন্নপদ প্রভৃতি বিকৃতাঙ্গ মনুষ্য সংকল্পপূর্ব্বক উহাতে স্নান করিলে অঙ্গপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (২৩ অঃ)

শিবতীর্থ—মহাদেব কর্ত্তৃক এই তীর্থ নির্ম্মিত হয়, ইহাতে একবার মাত্র স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাদি জনিত মহাপাতক নাশ হয়। (সেতুমা০ ২৪ অধ্যায়)

শঙ্খতীর্থ—শঙ্খমুনি নিত্যস্নানার্থ কল্পনাধারা এই তীর্থ নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে স্নান করিলে কৃতঘ্নও মুক্তি পায় এবং মাতা, পিতা ও গুরুর অবমাননাদি জনিত পাপও বিদূরিত হয়।

গঙ্গা, যমুনা ও গয়াতীর্থপ্রসঙ্গে সেতুমাহাত্ম্যে ২৬ অধ্যায়ে

লিখিত আছে যে, রেক নামক মহর্ষি গন্ধমাদনপর্ব্বতে তপস্যা করিয়া দীর্ঘায়ু হন। তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ শকটারোহণে তীর্থসমূহে স্নান করিতে অক্ষম হইয়া গঙ্গাদি তীর্থে স্নানমানসে যোগ বলে তাঁহাদিগকে আবাহন করেন। তাঁহারা ভূমি ভেদ করিয়া যে যে স্থলে মুনি সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থান এক একটী তীর্থরূপে পরিগণিত হয়।

"যমুনে দেবি হে গঙ্গে হে গয়ে পাপনাশিনী।
সন্নিধানং কুরুধ্বং মে গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
যত্র ভূমি বিনির্ভিদ্য ভবত ইহ নির্গতাঃ।
তানি পুণ্যানি তীর্থানি ভবেয়ুর্ষোঽভিধানতঃ॥
যত্র ভূমিং বিনির্ভিদ্য যমুনা নির্গতাগতা।
যমুনাতীর্থমিতি বৈ তজ্জ্ঞৈরভিধীয়তে॥
যতো বৈ পৃথিবীরন্ধ্রাজ্জাহ্নবী সহসোত্থিতা।
গঙ্গাতীর্থমিতি খ্যাতং তল্লোকে পাপনাশনম্॥
গয়া হি মানুষং রূপং যত আস্থায় নির্যযৌ।
তদেব ভূমিবিবরং গয়াতীর্থং প্রচক্ষতে॥
অত্র তীর্থ-ত্রয়ে স্নানং যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
তেষামজ্ঞাননাশঃ স্যাৎ জ্ঞানমপ্যুদয়ং লভেৎ॥"

কোটিতীর্থ—রামচন্দ্র রাবণবধজনিত ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবার আশায় রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই লিঙ্গের অভিষেকের জন্য বিশুদ্ধ বারি না পাইয়া তিনি স্বীয় ধনুষ্কোটির অগ্রভাগ দ্বারা ধরণীকে বিদ্ধ করণান্তর গঙ্গার স্তব করিতে থাকেন। পরে সেই ধনুষ্কোটিভিন্ন বিবর দিয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী নির্গতা হইলে রাম তজ্জলে স্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অভিষেকাদি সম্পাদন করিলেন। অনন্তর রাম অযোধ্যাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় এই কোটিতীর্থে শেষ স্নান করিয়া আইসেন। তদবধি সকল তীর্থযাত্রীই কোটিতীর্থে স্নান করিয়া অবশিষ্ট পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গন্ধমাদন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। (১৭ অধ্যায়)

শ্রীসাধ্যামৃততীর্থ—শক্তিমুক্তিপ্রদ ও সর্ব্বপাপবিমোক্ষদ। ইহার জলে স্নান করিলে পাপক্ষয় হইয়া লোকে অভীষ্ট বস্তু লাভ করে। (২৮ অধ্যায়)

সর্ব্বতীর্থ—ইহার অপর নাম মানস। ভৃগুবংশোদ্ভব সুচরিত ঋষি সর্ব্বতীর্থে স্নানের অভিলাষী হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতি করেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ;—

"অস্য তীর্থস্য তীরে ত্বং বসন্ সুচরিত দ্বিজ।
স্নানং কুরুষ্ব সততং স্মরন্ মাং মুক্তিদায়কম্॥
দেশান্তরীয়তীর্থেষু মা ব্রজ ব্রাহ্মণোত্তম।
অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যাৎ মামন্তে প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্।
অন্যেঽপি যে হত্র স্নাস্যন্তি তেঽপি মাং প্রাপ্নুয়ুর্দ্বিজ॥"

ধনুষ্কোটিতীর্থ—রামেশ্বর হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। লঙ্কাবিজয়ের পর অযোধ্যা-প্রত্যাগমনকালে রামচন্দ্র বিভীষণের প্রার্থনায় স্বীয় ধনুষ্কোটি দ্বারা সেতুভঙ্গ করেন, উহাই ধনুষ্কোটি নামে খ্যাত। যে ব্যক্তি রামকৃত ধনুষ্কোটির রেখা দর্শন করে, তাহার আর পুনরায় গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এখানে সংকল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে দক্ষিণাবহুল অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। (৩০।৭৪-৯৩)

রবি পূর্ণ মকরস্থ হইলে অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে শিবরাত্রের রাত্রিতে উপবাসী থাকিয়া রামনাথের পূজান্তে তৎপরাহে মহোদয় ও অর্দ্ধোদয় যোগে এবং চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে এই তীর্থে স্নান সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত।

উপরোক্ত তীর্থ ভিন্ন রামেশ্বরে আরও কয়টী উপতীর্থের বিষয় সেতুমাহাত্ম্যে দেখা যায়, নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

ক্ষীরসর বা ক্ষীরকুণ্ড—দেবীপুরের পশ্চিমদিকে যে স্থান হইতে রামচন্দ্র সেতুবন্ধন আরম্ভ করেন, সেই পুণ্যক্ষেত্র ফুল্ল গ্রামের নিকটস্থ মহাপাতকনাশন ক্ষীরসরতীর্থ।

কপিতীর্থ—লঙ্কাজয়ান্তে শ্রীরামের সঙ্গে প্রত্যাবৃত্ত কপিসৈন্যগণ এই তীর্থ খনন করে। পরে কপিগণের প্রার্থনায় ও শ্রীরামের বরে এই তীর্থ মহাপাতক, দারিদ্র্য ও যমপীড়ানাশক ফলপ্রদ হয়। (৩০ অঃ)

গায়ত্রী ও সরস্বতীতীর্থ—ভর্ত্তৃহীন সরস্বতী ও গায়ত্রী গন্ধমাদনে আসিয়া রামনাথের তপস্যা করেন। তাঁহারা স্নানের জন্য যে কূপ খনন করেন, তাহাই মহাদেবের বরে তত্তন্নামক তীর্থরূপে ঘোষিত হয়।

(সেতুমাহাত্ম্য ৪০। ৪১ অধ্যায়)

এতদ্ভিন্ন ৪২ অধ্যায়ে ঋণমোচনতীর্থ, পাণ্ডবতীর্থ, দেবতীর্থ, সুগ্রীবতীর্থ, নলতীর্থ, নীলতীর্থ, গবাক্ষতীর্থ, অঙ্গদতীর্থ, গজ-গবয়-শরভ-কুমুদতীর্থ, বিভীষণতীর্থ, ব্রহ্মহত্যা-বিমোচনতীর্থ, নাগবিলতীর্থ প্রভৃতির উৎপত্তি ও পাপনাশকতার ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। উপাখ্যান প্রসঙ্গে তত্তৎ স্থানে এক একটী দেবমূর্ত্তিও স্থাপিত দেখা যায়।

উক্ত গ্রন্থে ৫০ অধ্যায়ে সেতুমাধব তীর্থের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মধুরাপুরীরাজ সোমবংশোদ্ভব পুণ্যনিধি রামসেতুতে গমন করিয়া সংবৎসর রামনাথের পূজা ও মহাক্রতু সম্পাদন করেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহার ভক্তিপাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেখা

দেন এবং ছলে স্ত্রীর সহিত তাঁহার নিকট নিগড়াবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজা নিশীথস্বপ্নে নারায়ণের এবংবিধব্যাপার অবগত হইয়া পরদিন প্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁহাকে ভগবান্ বলেন যে, তুমি সংস্কৃত সেতুতে আমাকে নিগড়বদ্ধ করিয়াছিলে, অতএব আমি তোমারই ভক্তিবদ্ধ হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিব। তদনন্তর রাজা নিগড়বদ্ধ সেতুমাধবমূর্ত্তি শাস্ত্রোক্ত বিধানে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেতুতে নারায়ণ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উহা সেতুমাধব নামে কথিত। ৪৪ অধ্যায়ে রাবণবধান্তে সীতার অগ্নিশুদ্ধি এবং ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষালনার্থ লিঙ্গার্চ্চনের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক হনুমান্‌কে কৈলাস প্রেরণাদি ব্যাপারও লিপিবদ্ধ আছে।

উপরোক্ত তীর্থ ও উপতীর্থের মধ্যে প্রায়ই সর্ব্বত্র লিঙ্গমূর্ত্তি বিদ্যমান, তন্মধ্যে রামেশ্বর, মারুতেশ্বর, জানকীশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, সুগ্রীবেশ্বর, নলেশ্বর, অঙ্গদেশ্বর, নীলেশ্বর, জাম্ববল্লিঙ্গ, বিভীষণেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃত লিঙ্গই প্রধান। ১ সুগ্রীবতীর্থে—সুগ্রীবেশ্বর, ২ অঙ্গদতীর্থে—অঙ্গদেশ্বর, ৩ ইহার সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে মারুতীশ্বর, ইহা হনুমৎকুণ্ডের মারুতীশ্বর হইতে ভিন্ন। ৪ জাম্ববতীর্থে—জাম্ববল্লিঙ্গ (সেতুমাহাত্ম্য ৪৫ অ)। ৫ নলতীর্থে—নলেশ্বর। ৬ নীলতীর্থে—নীলেশ্বর। ৭ উত্তর দেশীয় শ্রীবৈষ্ণব অমরদাস কৃত সুমিষ্ট জলপূর্ণ সুবৃহৎ কূপ পর্ব্বতগঙ্গা এবং রামনাদ রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী তৎকৃত পর্ব্বতগঙ্গা মূর্ত্তি। ৮ উচ্চ ভূখণ্ডোপরি পার্ব্বতীপরমেশ্বর মূর্ত্তি। উহাই বর্ত্তমান গন্ধমাদন। সেতুমাহাত্ম্যোক্ত গন্ধমাদন নহে। ৯ অমরদাস কৃত হনুমানজীর মন্দির ও তাহার সম্মুখে বাল-অঙ্গদেশ্বর মন্দির। ১০ শতফুট্ উচ্চ গণ্ড শৈলের উপর রামঝরকা, তদুপরে দ্বিতল মন্দির, নিম্নতলস্থ মঞ্চোপরি রামপাদুকা। ১১ পাণ্ডবতীর্থ—পঞ্চ পাণ্ডবের নামে ৫টী ক্ষুদ্র জলাশয় মাত্র। ধর্ম্মতীর্থের তীরে ধর্ম্মরাজপ্রতিষ্ঠিত পাণ্ডবেশ্বর লিঙ্গ। ১২ ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিম তীরস্থ পুরাতন মণ্ডপে নবরাত্রে রামেশ্বরদেব আসিয়া থাকেন। হ্রদের মধ্যস্থলেও একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপ উহার নিকট বিভূতি মৃত্তিকা পাওয়া যায়। উহাই ব্রহ্মকুণ্ডের বিভূতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৩ ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বস্থ দ্রৌপদী নামক জলাশয়। ১৪ ভদ্রকালীর মন্দিরটী পুরাতন ও চূণা পাথরে গঠিত; ৭টী প্রকোষ্ঠ আছে। সম্মুখে দুই দ্বারপাল মূর্ত্তি ও ১০৮ বাহনের পুত্রমূর্ত্তি। গর্ভগৃহের দেবীমূর্ত্তি অষ্টভুজা ও মহিষমর্দ্দিনী। পূজারী গরবজাতীয়, বামাচার মতে পূজা করিয়া থাকেন। নিত্য পূজার বলি হয় না। মঙ্গল ও শুক্রবারে ছাগবলি এবং উৎসবাদিতে মহিষবলি হইয়া থাকে। ষাণ্মাসিক ধ্বজারোহণ উৎসবে পার্ব্বতীপরমেশ্বর মূর্ত্তি এখানে আনা হয়। তখন ব্রাহ্মণ আসিয়া অভিষেকাদি করেন। ১৫ প্রস্তরে বাঁধান চতুষ্কোণাকৃতি হনুমৎ-কুণ্ড। ইহার তীরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে হনুমানজীর মূর্ত্তি ও তাহার লাঙ্গূলে বেষ্টিত লিঙ্গমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের একতম। ১৬ অগস্ত্যতীর্থ প্রস্তর বাঁধান পুষ্করিণী, এখানে অগস্ত্যেশ্বর লিঙ্গ বিদ্যমান। ১৭ লক্ষ্মীতীর্থ সমুদ্রের একটী ঘাট মাত্র। ১৮ অগ্নিতীর্থ বৈদেহীর অগ্নিপরীক্ষা এবং অগ্নিদেবের আবির্ভাব স্থান। ইহাও সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী স্নানের ঘাট, ঘাটের উপর মহাকালীর ও হনুমানজীর মন্দির আছে। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের বিবরণ সেতুমাহাত্ম্যে নাই। মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনেকগুলি কূপ আছে, সকলগুলিই মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ১৯ মহালক্ষ্মীতীর্থ ও তাহার পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মী মন্দির। উহার পার্শ্বদেশে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের মন্দির। ২০ গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সেতুমাধব তীর্থে স্নান করিতে হয়। সেতুমাধব তীর্থের তীরে পূর্ব্বকথিত সেতুমাধব দেবমূর্ত্তি। ২১ একটী প্রাঙ্গণ মধ্যে নল, নীল, গয়, গবাক্ষ ও গবয় তীর্থ নামক ৫টী কূপ। প্রত্যেক কূপের নিকট ক্ষুদ্র মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি। এই নল নীল তীর্থ পূর্ব্বোক্ত তন্নামক তীর্থ হইতে স্বতন্ত্র। ২২ গঙ্গা, যমুনা ও গয়া তীর্থ এবং ব্রহ্মহত্যাবিমোচনতীর্থ এক একটী বাঁধান কূপ মাত্র। ২৩ অপর একটী মহলে শঙ্খতীর্থ, চন্দ্রতীর্থ ও সূর্য্যতীর্থ। শেষোক্ত তীর্থ দুইটীর উল্লেখ সেতুমাহাত্ম্যে নাই। ২৪ শঙ্করভূপকৃত শঙ্করতীর্থ, ২য় চক্রতীর্থ, শিবতীর্থ ও সাধ্যামৃততীর্থ এক একটী কূপ মাত্র। এই সকল তীর্থের পূজা ও তর্পণ দানাদি সমাপন করিয়া শেষে রামেশ্বরের অভিষেক ও পূজা করিতে হয়।

দ্বীপের উত্তরাংশে ১০০০ ফুট দীর্ঘ ও ৩৫৭ ফুট প্রস্থ সুবিস্তৃত স্থানে রামেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত। উহা উচ্চতায় ১২০ ফুট্। প্রবেশদ্বার বা গোপুর ১০০ ফুট্ উচ্চ। ইহার সুবৃহৎ গুম্বজ, স্তম্ভশ্রেণী, দেওয়ালস্থিত স্থাপত্যশিল্প ও প্রতিমূর্ত্তিসমূহ আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহা দ্রাবিড়ীয় শিল্পের চরম নিদর্শন। স্থানীয় প্রবাদ, কাণ্ডীপতি সিংহল হইতে প্রস্তর কাটাইয়া ও তাহা পালিস্ করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু মন্দিরটী পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায় যে, উহার শ্রেষ্ঠতম শিল্প নৈপুণ্যযুক্ত চূণাপাথরের (Limestoue) নির্ম্মিতাংশ তদপেক্ষাও প্রাচীন। মধুরার জনৈক নায়ক ধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতু

ইহার অভ্যন্তর-প্রাকার নির্ম্মাণ করান। তৎপরে দুইজন সেতুপতিরাজ বহু অর্থব্যয়ে বাহিরের বিচিত্রচিত্রপূর্ণ শিল্পময় মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাঁহারা যে ধূসরবর্ণ পাথরে এই মণ্ডপগৃহ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা সমুদ্রবায়ুর লোণা লাগিয়া ধসিয়া যাইবার ভয়ে, তদুপরে পুরু পলস্তারার আবরণ দেন। উহার খরচ সমুদ্রতীরস্থ বন্দরসমূহ হইতে গৃহীত শুল্ক হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের গঠন কার্য্যের আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহার দ্বারপথ ও চাঁদোয়া ৪০ ফুট্ লম্বা একএকখানি প্রস্তরখণ্ডে গ্রথিত এবং গর্ভগৃহের চতুর্দ্দিকস্থ স্তম্ভশ্রেণী-বিরাজিত বিস্তীর্ণ দালান তদপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক।

এই দেবালয়ের গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ দ্রাবিড়ী ধরণের। অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অঙ্গপুষ্টি না হইয়া সমস্ত নক্সা যেন একত্র স্থিরীকৃত করিয়া এক সময়ে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার বহিঃপ্রাকার ২০ ফুট উচ্চ ও ৪টী গোপুরযুক্ত। পশ্চিমের গোপুরটী সম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং অপর ৩টী অসম্পূর্ণ অবস্থায় পতিত। প্রাকার ও বারাণ্ডা এই দেবালয়ের প্রধান গৌরবের বিষয়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭০০ ফুট ও প্রস্থে ৪০০ ফুট। দৈর্ঘ্যের সমুদায় অংশই খোলা, প্রস্থে বা পরিসর দিকে স্তম্ভের উপর ছাদ আছে। ছাদ মেজে হইতে ৩০ ফুট উচ্চে স্তম্ভোপরি স্থাপিত এবং ২০ হইতে ৩০ ফুট অন্তর স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত। এখানকার স্তম্ভের কারুকার্য্য চিদম্বরের পার্ব্বতী-মহেশ্বরের কনকসভাস্থিত স্তম্ভাবলীর শিল্পনৈপুণ্যাপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। প্রত্যেক স্তম্ভে নানাবিধ দেব দেবী ও প্রাচীন রাজাদিগের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য দক্ষিণদেশের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। গর্ভগৃহের সম্মুখে যে বারাণ্ডা আসিয়াছে, তাহার একদিকে রামনাদের রাজাদিগের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের শেষভাগে বা ১৭শ শতাব্দের প্রথমে মধুরার পেরুমলনায়ক যখন সুন্দরেশ্বরের মন্দিরের পুনঃসংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ সেতুপতিরা তাহা দেখিয়াই রামেশ্বরের মন্দিরস্থ বৃহৎবারাণ্ডা, মণ্ডপ ও প্রাকার নির্ম্মাণ করাইয়া থাকিবেন। এই গঠনকার্য্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর লাগিয়াছিল।

দেবালয়ের আয় হইতে রামেশ্বরের অনেকগুলি বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ১০টী প্রধান :—

১ বৈশাখমাসের শুক্লষষ্ঠী হইতে ১০ দিন ব্যাপী বসন্তোৎসব।

২ জ্যৈষ্ঠমাসের সিতপক্ষের দশমীতে প্রতিষ্ঠোৎসব।

৩ আষাঢ়মাসের ভরণীনক্ষত্রে দেবীর প্রথম ধ্বজোৎসব।

৪ শ্রাবণমাসে উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে পাঁচদিনব্যাপী কল্যাণ (বিবাহ) উৎসব।

৫ আশ্বিনমাসের প্রতিপদ্ হইতে দশমী পর্য্যন্ত নবরাত্রোৎসব।

৬ কার্ত্তিকমাসের কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে ব্রহ্মোৎসব।

৭ অগ্রহায়ণমাসে ভরণীনক্ষত্রে দেবীর দ্বিতীয় ধ্বজোৎসব এবং শুক্লত্রয়োদশীতে লক্ষদীপোৎসব।

৮ পৌষপূর্ণিমার উৎসব।

৯ মাঘমাসে পঞ্চদিবসব্যাপী মাঘোৎসব ও শিবরাত্রোৎসব।

১০ ফাল্গুনমাসে মহাভিষেকোৎসব।

রামেশ্বর অধ্বরসুধামণি, হরিহরতারতম্যকাব্যপ্রণেতা।

রামেশ্বর দত্ত, বেদান্তচন্দ্রিকা নাম্নী বেদান্তসূত্রবৃত্তিপ্রণেতা।

রামেশ্বর নন্দী, এক জন কবি। ইনি কাশীদাসের ন্যায় মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়া কবিজগতে কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কবি ভারতচন্দ্রের ন্যায় ইহার পল্লবিত রচনা দেখিয়া ইঁহাকে কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া অনুমান হয়। ইহার রচনার চমৎকারিত্ব দেখাইবার জন্য নিম্নে উক্ত কবির লিখিত শকুন্তলার রূপবর্ণনের কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

"চামরে চিকুর কেশ হেন মনে লয়।
চাঁচর তাহাতে নাই এইত বিস্ময়॥
চাঁদ কুন্দ দিয়া মুখ করিল নির্ম্মিত।
তাহাতে কলঙ্ক হেতু নহে পরতীত॥
অরুণ তিলক ভালে হেন লয় চিতে।
সর্ব্বক্ষণ রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে॥"

ইঁহার স্বভাবোক্তিরচনা প্রভৃতি অতি সুন্দর।

রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ (ভট্টাচার্য্য), প্রদীপমঞ্জরী নামে অমরকোষটীকা-রচয়িতা।

রামেশ্বর ভট্ট, ১ রসরাজলক্ষ্মী নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। বিষ্ণুর পুত্র। ২ বিবেকমার্ত্তণ্ড নামক যোগশাস্ত্ররচয়িতা। ইনি সুলতান গিয়াস্উদ্দীনের আগ্রহে উক্ত গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। ৩ পদার্থাদর্শপ্রণেতা। ৪ ধর্ম্মরত্নাকররচয়িতা। ৫ ভোজপ্রবন্ধবর্ণিত একজন কবি।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, একজন সাধক ব্রাহ্মণ। শিবায়ন, কপিলামঙ্গল, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন এবং প্রসিদ্ধ বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ইঁহার প্রপিতামহের নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন এবং

পিতার নাম লক্ষ্মণ ও মাতার নাম রূপবতী। ঘাঁটালের নিকটবর্ত্তী বরদাপরগণার অন্তর্গত যদুপুরে ইঁহার জন্ম।

যদুপুরে বাসকালে রামেশ্বর "সত্যপীরের কথা" রচনা করেন। গ্রন্থশেষে এইরূপ পরিচয় আছে ;—

"পরে সত্যপীর বন্দি কহে কবি রাম।
সাকীন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥"

অতঃপর কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহ ও তৎপুত্র যশোমন্তসিংহের সভাসদ হইয়া তথায় যাইয়া বাস করেন। কবির শিবকীর্ত্তন রচনার সমাপ্তিকাল গ্রন্থবিশেষে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥" = (১৬৩৪ শক)

আবার কেহ কেহ বলেন, এই যশোবন্ত সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালিবআলীর সহিত ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে ঢাকার দেওয়ান হইয়া আসেন। দেওয়ানী লাভের পূর্ব্বে তিনি মুর্শিদ্‌কুলীর অধীনেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কবির সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী নামে দুই স্ত্রী ; শম্ভুরাম ও সনাতন নামে ভ্রাতৃদ্বয়, পার্ব্বতী, গৌরী ও সরস্বতী নামে ভগিনীত্রয় এবং দুর্গাচরণাদি ছয় ভাগিনেয় ছিল।

রাজার আদেশে কাঁসাই তীরবর্ত্তী কাপাশটিকুরী গ্রামে তিনি নিজ মাতামহালয়ে যাইয়া বাস করেন। এই কংসাবতী তটকে তিনি কৌশিকী-তট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থানে ও কর্ণগড়ের অন্তর্গত মহামায়া দেবীমন্দিরে তাহার পঞ্চমুণ্ডী যোগাসন ছিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থ "যুগী ঘোপা"য় তিনি যোগাভ্যাস করেন, পরে মহামায়ার সম্মুখস্থ পঞ্চমুণ্ডী আসনে সিদ্ধ হন। দেহত্যাগান্তে মন্দিরের নিকটে তাঁহার সমাধি হয় এবং তৎপার্শ্বে যশোবন্ত সিংহেরও সমাধি হইয়াছিল।

কবির রচনায় অনুপ্রাসছটা ও হাস্যরসের ঘটা দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কার্ত্তিকাদিসহ শিবের আহারপ্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইল :—

"তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটীসুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হ'ল বার।
গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বারমুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়িপানে চায়॥ * *
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দুমুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাঝে॥"

আর একস্থলে শাঁখাপ্রার্থনাব্যাপারে বৃদ্ধস্বামীকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া পার্ব্বতী রোষভরে স্বামীকে নমস্কারপূর্ব্বক যখন কার্ত্তিককে কোলে লইয়া ও গণেশের হাত ধরিয়া চলিয়াছেন, তখন—

"ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটী হাতে।
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥
'যাও যাও যত ভাব জানা গেল' বলি।
* ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চলি॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায়॥
রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ ব'সে কি।
পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি॥'

তরুণীভার্য্যার শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীতকায় বৃদ্ধস্বামীর বিপদ কবির শেষছত্রে পূর্ণপ্রতিভাত হইয়াছে।

রামেশ্বরভারতী, ত্রিংশচ্ছ্লোকী নামক দীধিতি-রচয়িতা।

রামেশ্বর মৈথিল, মিথিলাবাসী একজন প্রাচীন কবি।

রামেশ্বর যোগীন্দ্র, নবার্ণবপদ্ধতি নামক তন্ত্রগ্রন্থরচয়িতা।

রামেশ্বর শর্ম্মন্, ১ তন্ত্রপ্রমোদরচয়িতা রামভদ্রের পুত্র। ২ শব্দমালা নামক অভিধানপ্রণেতা।

রামেশ্বর শাস্ত্রী, ১ সুদর্শনকালপ্রভা প্রণেতা। ২ বিহারবাপী নামক মীমাংসাগ্রন্থরচয়িতা। সুব্রহ্মণ্যের পুত্র। উক্ত গ্রন্থে মাধব সর্ব্বজ্ঞের উল্লেখ আছে। ৩ অদ্বৈত-তরঙ্গিণী-প্রণেতা।

রামেশ্বরশিবযোগিভিক্ষু, মীমাংসার্থসংগ্রহকৌমুদী ও শিবাষ্টমূর্ত্তিতত্ত্বপ্রকাশপ্রণেতা। সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য।

রামেশ্বরশুক্ল, দত্তকচন্দ্রিকাটীকা, দীক্ষাবিনোদ ও দীক্ষাবিবেকরচয়িতা।

রামেষু (পুং) ১ রামশরতৃণ। ২ রামচন্দ্রের বাণ। ৩ ইক্ষুভেদ।

রামোত্তরতাপনীয়, রামতাপনীয়োপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড।

রামোদ (পুং) ঋষিভেদ। (পা০ ৪।১।১১০ অশ্বাদিগণ)

রামোদায়ন (পুং) রামোদের গোত্রাপত্য।

রামোপনিষদ্ (স্ত্রী) অথর্ব্ববেদান্তর্গত উপনিষদ্‌ভেদ।

রামোপাধ্যায় (পুং) আচার্য্যভেদ।

রামোপাসক, রামমন্ত্রোপাসকসম্প্রদায় ভেদ। [রামাৎ দেখ।]

রাম্ভ (পুং) রম্ভস্য বিকারঃ রম্ভ (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪।৩।১৪১) ইত্যঞ্। ব্রতবিষয়ে বেণুকৃত দণ্ড, 'রম্ভঃ বেণুঃ তস্য বিকারঃ' (ভরত) ব্রতাদি স্থলে বাঁশের যে দণ্ড করা হয়, তাহাকে রাম্ভ কহে।

রাম্যা (স্ত্রী) ১ রমণহেতুভূতা। "স ইধান উষসো রাম্যা" (ঋক্ ২।২।৮) 'রাম্যা রমণহেতুভূতা' (সায়ণ) ২ রাত্রি।

রায় (পুং) ১ রাজা বা ভূপ। ২ রাজপুত্র। ৩ সম্মানসূচক

উপাধি। ৪ বৃক্ষভেদ। (Sinapis ramosa)। ৫ বিচারের নিষ্পত্তিসূচক বাক্য (Judgment, order, decision)

রায়, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর ঠানাজেলার শালসেট উপবিভাগের অন্তর্গত একটী বন্দর। ইহা ঘোরবন্দর পরমিটের অন্তর্ভুক্ত।

রায়, পঞ্জাবপ্রদেশের শিয়ালকোট জেলার একটী তহসীল। ইরাবতী নদীর উভয়কূলে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৪৭৬ বর্গ মাইল। ২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও বিচার মন্দির।

রায়ক, আসামপ্রদেশের গারোপাহাড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সোমেশ্বরী নদীতটে অবস্থিত। এখানে পুলিসের ফাঁড়ি আছে। এখানে মৎস্যব্যবসায়ীর বাসই অধিক।

রায়কা, বোম্বাইপ্রদেশের রেবাকান্থা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। বর্ত্তমান দুইজন সর্দ্দারের অধিকারভুক্ত। ইঁহারা বড়োদার গাইকোবাড়কে ১২০০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

রায়কোট, পঞ্জাবপ্রদেশের লুধিয়ানা জেলার জগরাওন তহসীলের অন্তর্ভুক্ত একটা নগর। পূর্ব্বে ইহা একটী সামন্তরাজ্যের রাজধানী ছিল। অক্ষা° ৩০°৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৫´ পূঃ। এই নগরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রায়কোটের রায়বংশ রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা রাজপুত ছিলেন, পরে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে ইঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

১২২৩ খৃষ্টাব্দে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুলসী দাস নামক জনৈক রাজপুত জয়শালমীর হইতে ফরিদকোটে আসিয়া বাস করেন। তিনি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শেখ-চাচু নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধরগণ শাহজহানপুর ও তালবন্দী নগর স্থাপন করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া যান। সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ (সৈয়দরাজ ১৪৪৫ হইতে ১৪৭৪ খৃঃ) তাঁহাদিগকে 'রায়' উপাধি দেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা লুধিয়ানা অধিকার করিয়া আপনাদের রাজ্য শাসন বিস্তার করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে তাঁহাদের রাজ্যসীমা শতদ্রুর পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

শিখশক্তির অভ্যুত্থান ঘটিলেও এখানকার রায়রাজগণ খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত আপনাদের রাজ্যাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহারা হরিয়াণার বিখ্যাত বীর ও সৌভাগ্যান্বেষী ইংরাজ যুবক জর্জ টমাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এখানকার শেষ স্বাধীন নরপতি রায় এলায়াস্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার মাতা নূর-উল্‌-নিসার হস্তে রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত হয়।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহ নাভা ও ঝিন্দপতিকে পাতিয়ালারাজের বিরুদ্ধে সাহায্যার্থ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া রায়কোটে উপনীত হয়। তিনি রাণী নূর-উল্‌-নিসাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য স্বয়ং ও স্বীয় সহচরগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। রাণী নূরউল্‌নিসা রায়কোট এবং অপরাপর রাজবংশধরেরা সামান্য মাত্র জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নূরউল্‌নিসার মৃত্যু হইলে রায় এলায়াসের বিধবা পত্নী ভাগভারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তরগমনের পর, ইংরাজরাজের অনুমতি ক্রমে দত্তক পুত্র ইমামবক্স খাঁ "রায়" উপাধিসহ উক্ত সম্পত্তি লাভ করেন। রায়কোট ও মাল্লার রাজস্ব ব্যতীত তিনি ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক ২০০০৲ টাকা মাসহারা পাইয়া থাকেন।

রায়কোট্টই, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার কৃষ্ণগিরি তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১২°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫´ পূঃ। ১৮৭৬-৭৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত, পেন্‌সনভোগী সেনাবিভাগীয় উচ্চতম কর্ম্মচারিবৃন্দ এই নগরে সুখময় স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছিল। পরে মহামারীর ভয়ে অধিকাংশ অধিবাসী গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে।

এই নগরের উত্তরাংশে রায়কোট্টই গিরিদুর্গ প্রতিষ্ঠিত। উহা 'বারমহাল' দুর্গের একতম। সম্প্রতি উহাতে ইংরাজসেনাদল রক্ষিত হইয়াছে। এই দুর্গের পার্শ্ব দিয়া স্বনামখ্যাত গিরিসঙ্কট। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের বিখ্যাত দাক্ষিণাত্যযাত্রার সময় মেজর গাউডি এই স্থান অধিকার করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে উহা ইংরাজের অধিকারে আইসে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন অভিযানকালে জেনারল হারিসের অধীনস্থ ইংরাজ সেনাদল দুর্গ সমীপে ছাউনী করিয়াছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৭৪৯ ফিট্ উচ্চ ঐ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

রায়গঞ্জ, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কুলিকনদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৬´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৯´ ৪৮´´ পূঃ। এখানে চাউল, পাট, চটের থলে ও বিভিন্ন শস্যাদির বিস্তৃত কারবার আছে। নদীপথেই বাণিজ্যের প্রভাব অধিক।

রায়গড়, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুরজেলার অন্তর্ভুক্ত দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২১° ৪৫´ হইতে ২২° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° হইতে ৮৩° ৩৫´ পূঃ মধ্যে। ইহার উত্তরে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত সরগুজা ও গাঙ্গপুর রাজ্য, দক্ষিণে মহানদী

ও সম্বলপুর জেলা, কোদাবাগা জমিদারী ও গাঙ্গপুরের কতকাংশ এবং পশ্চিমে চন্দ্রপুর ও শকটী।

দক্ষিণে মহানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে উত্তমরূপ চাষবাস হয়। উত্তর ও পূর্ব্বাংশ পর্ব্বতময় ও বনসমাকীর্ণ। ঐ সকল বনে শালবৃক্ষই প্রধান, সেগুণকাষ্ঠ নাই বলিলেই হয়। স্থানে স্থানে তসরের গুটী, লাক্ষা ও ধুনা জন্মে। মহানদী এবং তাহার তেড়ী, খান ও কেলু নামক শাখাত্রয় স্থানীয় জলসরবরাহের একমাত্র উপায়। চাউল, ইক্ষু, কার্পাস, সরিষা, গম ও ছোলা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কার্পাস ও তসর হইতে এখানে একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। লৌহ ও কাংস্যনির্ম্মিত পাত্রের সামান্য কারবারও আছে। সম্বলপুর হইতে বিলাসপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী রাস্তা এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এখানকার সর্দ্দারবংশ গোঁড় জাতীয়। প্রবাদ, এই বংশের ঠাকুর দরিয়াওসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি মহারাষ্ট্রদিগকে সাহায্য করায় 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। বড়গড় নামক স্বাধীন সামন্তরাজ্য এক্ষণে ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

রায়গড়ের সামন্তরাজের অধীনে আরও ৪ জন সর্দ্দার আছেন। উহাদের মধ্যে আনুজারসিংহ ১২ খানি, অমরসিংহ ৫ খানি, ঠাকুর রঘুনাথসিংহ ৩০ খানি এবং ঠাকুর পরমেশ্বরসিংহ ৩০ খানি গ্রাম শাসন করিয়া থাকেন। উহারা সকলেই রাজার আত্মীয়।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২৪´ পূঃ। নগরে রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান আছে।

রায়গড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবাজেলার অন্তর্গত একটী নগর ও গিরিদুর্গ। সাধারণে রায়রি নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। য়ুরোপীয়েরা এই দুর্গের অবস্থান ও দুর্ভেদ্যতা লক্ষ্য করিয়া ইহাকে Gibraltar of the East বলিতেন। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী এই দুর্গে তাঁহার রাজ্যকালের শেষ যোড়শবৎসর (১৬৬৪-১৬৮০ খৃঃ) বাস করিয়াছিলেন। তথন রায়গড় রাজধানী নানা শ্রীসমৃদ্ধিতে ভূষিত হইয়াছিল।

সহ্যাদ্রির উত্তরঘাটশৈলের এক বিচ্ছিন্ন খণ্ডের উপর এই দুর্গ স্থাপিত। এই অধিত্যকাদেশ ও মূলপর্ব্বতের চূড়া পরস্পরে ২ মাইল ব্যবধান। পাদমূলস্থ উপত্যকাবিভাগ ১ মাইল পরিসরযুক্ত হইবে। দুর্গাধিষ্ঠিত অধিত্যকাদেশ পূর্ব্বপশ্চিমে ১।।° মাইল দীর্ঘ এবং উত্তরদক্ষিণে ১ মাইল বিস্তৃত। পশ্চিম ও দক্ষিণমুখে দুইটীমাত্র প্রবেশপথ বিদ্যমান আছে। ঐ দ্বারভিন্ন দুর্গপ্রবেশের আর সরল রাস্তা নাই। দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব্বপর্ব্বতগাত্র এরূপ সরল ও সমুচ্চ যাহা অতিক্রমপূর্ব্বক উপরে উঠিবার সাধ্য মনুষ্যশক্তিতে দুর্ল্লভ। এই তিনদিক্ রক্ষণার্থ কৃত্রিম প্রাচীর বা পরিখার আবশ্যক হয় নাই। উত্তরপশ্চিম সীমায় প্রাচীর পরিবেষ্টিত এবং দুর্গের দেওয়ালভাগে যেথানে পর্ব্বতগাত্রের অভাব পড়িয়াছে, সেই সেই স্থানে উচ্চ দেওয়াল গাঁথিয়া অভাব পূরণ করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য ও সমুদ্র উপকূলে গমনাগমনের সুবিধা থাকায়, এই দুর্গ পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে রায়রিতে একটী মহারাষ্ট্র সামন্তবংশের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এথানকার সর্দ্দারগণ বিজয়নগরাধিপের অধীনতা স্বীকার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যভাগে দ্বিতীয় বাহ্মণীরাজ আলাউদ্দীনশাহ রায়রি সর্দ্দারগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর আহ্মদনগরের নিজামশাহী রাজগণের রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি আহ্মদনগররাজকে পরাজিত করিয়া রায়রি-রাজ্য বিজাপুরের আদিল শাহী রাজগণের হস্তে সমর্পণ করেন। বিজাপুররাজবংশের অধিকারে এই স্থান ইস্‌লামগড় নাম প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা এই সামন্তরাজ্যের শাসনভার জঞ্জিরাবাসী সিদ্দিগণের উপর দিয়া রাখেন। তথন এখানে এক দল মরাঠী সৈন্য রক্ষিত ছিল।

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে রায়রি শিবাজীর করতলগত হয়। তিনি নানাস্থান অন্বেষণ করিয়া অবশেষে এইস্থান রাজধানীর উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত করেন এবং রায়গড় নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া রাজধানী উপযুক্ত সৌধমালাদিতে বিভূষিত করেন। তাঁহার যত্নে এখানে রাজপ্রাসাদ, কোষাগার, রাজকীয় কার্য্যালয়, টাঁকশাল, শস্যভাণ্ডার, অস্ত্রাগার, বারুদথানা, সেনাবাস প্রভৃতি ৩ শত প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি এই পার্ব্বত্য রাজ্যবাসী প্রজা ও স্বীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের খাদ্যাদির সুবিধার জন্য একটী অর্দ্ধক্রোশব্যাপী বাজার এবং জলসরবরাহের জন্য পর্ব্বত কাটিয়া বা ইষ্টকাদির দ্বারা গাঁথিয়া কএকটী বৃহৎ চৌবাচ্ছা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থান ক্রমশঃ ধনজনে পূর্ণ হইলে তিনি ইহার সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেন।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাত লুণ্ঠন করিয়া, সেই অর্থে রাজকোষ পূর্ণ করেন এবং নানা কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া রায়গড় নগর রাজধানীর উপযুক্ত সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে তাঁহার পিতা শাহজীর মৃত্যুর পর, তিনি রায়গড়ে আসিয়া 'রাজা' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া প্রচার করেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে এই রায়গড়ে

তিনি মহাসমারোহে স্বাধীন ভাবে রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব রায়গড় জয় করেন, কিন্তু মুসলমান-শক্তির অবনতির সময় উহা পুনরায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে নিপতিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংরাজ সৈন্য রায়গড় অবরোধ করে। কালকাই গিরিশৃঙ্গ হইতে ১৪ দিন অনবরত গোলাবর্ষণের পর এই দুর্গ ইংরাজকরে সমর্পিত হইয়াছিল। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাঁচলক্ষ টাকার মুদ্রা পাওয়া যায়।

রায়গড়, অযোধ্যাপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বেহার হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে তিনটী হিন্দু মন্দির ও একটী মসজিদ আছে।

রায়গুড্ড, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার জয়পুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৯°৯´৪°´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°২৭´৩০´´ পূঃ। জয়পুরের রাজার একটী প্রাসাদ এখানে ছিল। এখন রাজা আর তাহাতে বাস করেন না। এখানে উৎকল ব্রাহ্মণগণের বাসই অধিক।

রায়চটী, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। অক্ষা° ১৩°১৫´ হইতে ১৪°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২৮´হইতে ৭৯°১০´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৯৯৮ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগের অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বতময়।

২ উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর ও জেলার একটী নগর। মাণ্ডবী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫০´ পূঃ। এখানে প্রতি বৎসর রথযাত্রা উৎসবে মেলা হইয়া থাকে।

রায়চূড়, দাক্ষিণাত্যের নিজাম অধিকৃত হায়দরাবাদের অন্তর্গত একটী নগর ও দুর্গ। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°২৪´৩০´´ পূঃ। নগর মধ্যে দুর্গের শোভাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার চতুষ্পার্শ্ব দুই স্তবকে সুরক্ষিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ২৯০ ফুট উচ্চ। দুর্গের পশ্চিম দ্বারের অনতিদূরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, উহা এক্ষণে কারাগারে পরিণত হইয়াছে। দুর্গের পূর্ব্বাংশে নগর ও বাজার। নগরের পথ ঘাট ও অট্টালিকাদি বেশ সুন্দর গঠন। কাষ্ঠের তক্তা ও চাকচিক্যশালী মসৃণ মৃৎপাত্রের জন্য এই স্থান বিশেষ বিখ্যাত। গ্রেটইণ্ডিয়া পেনিনসুলার রেলপথের সহিত মান্দ্রাজ রেল লাইনের সংযোগ-ষ্টেসন নগরের সার্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত।

রায়ঢাক, উত্তর বঙ্গে প্রবাহিত একটী নদী। ভূটান পর্ব্বতমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া পশ্চিম-দ্বারের মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে জলপাইগুড়ি এবং ভুর্জ্জকুটী গ্রামের নিকট দিয়া কোচবিহারে প্রবেশ করিয়াছে। পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া যেখানে (অক্ষা° ২৬°৪৩´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°৪৮´ পূঃ) এই নদী জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থান হইতে মইনাগাঁও নামক একটী শাখা নদী মূল স্রোতঃ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় ৮৯ মাইল দক্ষিণে আসিয়া উভয়ে মিলিত হইয়াছে; সুতরাং নদীদ্বয়পরিবেষ্টিত এই ভূভাগ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর সেই মিলিতনদী ধীরে ধীরে কোচবিহারের পূর্ব্বকোণে কালজানী নদীতে মিশিয়া তদভিমুখে আসিয়াই সঙ্কোশ নামে চলিয়া গিয়াছে। অনন্তর সেই মিলিত সঙ্কোশের জলরাশি ধুবড়ীর দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

রায়দুর্গ, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বেল্লরী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক ও উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৮৯৮ বর্গ মাইল।

২ বেল্লরী জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৪°৪১´৫°´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৫২´৫০´´ পূঃ। এই নগর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দররূপে সজ্জিত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। পার্শ্ববর্ত্তী দানাদার পাথরের একটী পর্ব্বতশিখরের ১২০০ ফুট্ উচ্চে গিরিদুর্গ। এই পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক্ সরল ও দুরারোহ। নিম্নের কেল্লা পরিখা, প্রাচীর ও বপ্রাদি দ্বারা সুরক্ষিত। এই স্থান হইতে পাহাড় কাটিয়া একটী সরু পথ উপরের কেল্লা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের মাঝে মাঝে এক একটী পাকা গাথনীর প্রবেশদ্বার, প্রত্যেক দ্বারের পরই দুর্গ সুরক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। পর্ব্বতবক্ষে এই পথে অর্দ্ধেক আসিয়াই পলেগার সর্দ্দারগণের প্রাচীন প্রাসাদ দেখা যায়। সাধারণের বিশ্বাস, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের প্রারম্ভে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে রাম ও কৃষ্ণের দুইটী সুন্দর মন্দির। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতোপরি অনেক অট্টালিকা ও উদ্যানাদির ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। এক্ষণে তাহাতে কেহই বাস করে না।

রায়দুর্গের প্রাচীন পলেগারগণ 'বোয়া' নামে খ্যাত। ঐ বংশের জঙ্গ নায়ক নামক জনৈক সর্দ্দার উপরোক্ত দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের শেষভাগে বিজয়নগররাজের পদচ্যুত কোন প্রধান সেনাপতির বংশধর কর্ত্তৃক এখানকার পলেগার-সর্দ্দার রাজ্যচ্যুত হন এবং সেই বংশধর নিকটবর্ত্তী কোণ্ডেরপি দুর্গ জয় করিয়া উভয় স্থানেই স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মীরা জুমলেখকালে পলেগারগণ হাইদর আলীর সাহায্য করায়,

তিনি রাজা হইয়া পলেগার-সর্দ্দারকে এই স্থান পারিতোষিক দিয়াছিলেন এবং উক্ত সম্পত্তির রাজস্ব ৫০ হাজার টাকা ধার্য্য করিয়া দেন। অতঃপর পলেগার বেঙ্কটপতি নায়ডু টিপু-সুলতানের সহিত অদোনী আক্রমণে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, হায়দারপুত্র তাঁহার প্রতি কুপিত হন এবং রায়দুর্গ অবরোধ করিয়া পলেগার সর্দ্দারকে শ্রীরঙ্গপত্তনে বন্দী করিয়া আনেন। এখানে বেঙ্কটপতি তাঁহার আদেশে নিহত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রায়দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বেঙ্কটপতির ভাগিনেয় গোপাল নায়ডু শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে কারামুক্ত হইয়া রায়দুর্গে পলাইয়া আইসেন এবং সত্বর একটী দল সংগঠন করিয়া রায়দুর্গ অধিকারে চেষ্টা পান। এই সময়ে নিজাম রায়দুর্গ জেলার সুশাসন ও বন্দোবস্ত করিতে মহম্মদ আমীন্ খাঁকে প্রেরণ করেন। নিজামসৈন্যের হস্তে রাজদ্রোহী গোপাল বন্দী হইয়া হায়দরাবাদে প্রেরিত হন। ইংরাজরাজের হস্তে আসিবার পর, গোপাল গুটীতে নজরবন্দী থাকিতে বাধ্য হন। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এবং পরে তাঁহার পরিবারবর্গকে ইংরাজরাজ মাসহারা দিয়াছিলেন।

রায়দুর্ল্লভ বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ একজন কায়স্থ রাজপুরুষ। ইঁহার আসল নাম মহারাজ দুর্ল্লভরাম সোম। ইনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। কিরূপে রায়দুর্ল্লভ ও তৎপিতা মহারাজ জানকীরামের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, নিম্নে অতি-সংক্ষেপে সেই ইতিহাস বিবৃত হইল।

দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ-শাহের (১৭১৯-৪৮ খৃঃ অঃ) রাজত্বের প্রথম ভাগে মীর্জ্জা মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি চাকরীর তল্লাসে উড়িষ্যায় আগমন করেন। মীর্জ্জা মহম্মদ পূর্ব্বে আজম-শাহের অধীনে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আজম-শাহের মৃত্যু হইলে তিনি চাকরীর অভাবে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। সেই সময়ে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় সুবাদার মুর্শিদ-কুলি-জাফর-খাঁর জামাতা সুজা-উদ্দীন্ উড়িষ্যার নায়েব-সুবাদার ছিলেন। সুজাউদ্দীন্ ইরাণের (পারস্যের) অন্তর্গত খোরাসানস্থ তুর্কিবংশীয়। মীর্জ্জা মহম্মদও উক্ত তুর্কিবংশীয়া কোনও মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী সুজা-উদ্দীনের আত্মীয়া ছিলেন। সুজা-উদ্দীনের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া মীর্জ্জামহম্মদ কটকে গমন করেন।

মীর্জ্জা মহম্মদের দুই পুত্র ছিল—জ্যেষ্ঠ হাজি-আহম্মদ ও কনিষ্ঠ মীর্জ্জা-মহম্মদ-আলী। মীর্জ্জা-মহম্মদ-আলী উত্তরকালে সুবে-বাঙ্গালার মস্নদ অধিকার করেন এবং 'আলীবর্দ্দি মহবৎ-জঙ্গ' উপাধিতে পরিচিত হন।

সুজা-উদ্দীন্ খাঁর অনুগ্রহে আলীবর্দ্দি অনুরেশ্বর নামে উড়িষ্যার এক পরগণার তহসিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া জানকীরাম সোম নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থকে নিজ পেস্কারি পদে নিযুক্ত করেন। জানকীরাম অল্পকালের মধ্যেই কার্য্য-নৈপুণ্য, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় প্রদান করিয়া আলীবর্দ্দির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। আলীবর্দ্দির পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জানকীরামেরও পদোন্নতি হইতে লাগিল; কারণ আলীবর্দ্দি জানকীরামকে সর্ব্বদাই আপনার নিকটে রাখিতে ভাল বাসিতেন।

১৭২৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ-কুলি জাফর খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন্ খাঁ নবাব হইলেন। এই সময়ে আলীবর্দ্দী খাঁ প্রথমতঃ কাঁটোয়া ও পরে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হয়েন। অতঃপর ১৭২৯ খৃঃ অব্দে বাদশাহ আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা ফকির উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া সুবেবিহার সুবে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিলে নবাব সুজাউদ্দীন্ আলীবর্দ্দী খাঁকে উহার নায়েব সুবেদার করিলেন। এই সূত্রে জানকীরাম সুবেবিহারের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ সুবেবাঙ্গালার সুবেদারী পাইলেন। হাজিআহম্মদ, রায়রাঁয়া আলমচাঁদ, শেঠ মহাতব রায় ও মহারাজ স্বরূপ চন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরা নূতন নবাবের ব্যবহারে শীঘ্রই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁর হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই রাজ্যপ্রাপ্তির ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। তিনি উক্ত প্রধান লোকদিগের সাহায্যে দিল্লী হইতে নিজ নামে বাদশাহী সনন্দ (জাল করিয়া আনাইয়া) সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ গড়িয়া নামক স্থানে সরফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলে আলীবর্দ্দী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার হইলেন। আলীবর্দ্দী জানকীরামকে কখন আপনার কাছ-ছাড়া করিতেন না। জানকীরাম মুর্শিদাবাদে নিজামতের সকল কর্ম্মের মোক্তার নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিন পরেই আলীবর্দ্দী তাঁহাকে রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান করিলেন।

যে বর্গির নাম উল্লেখ করিয়া আজও ছোট ছোট শিশুকে ঘুম পাড়ান হয়, সেই বর্গির হাঙ্গামা বাঙ্গালা দেশে আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব সময়ে প্রথম আরম্ভ হয়। ১৭২০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহ দক্ষিণাপথের চৌথ অর্থাৎ রাজস্বের একচতুর্থাংশ দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত মরাঠাদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চৌথ

প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াও বাদশাহ মরাঠাদিগকে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এদিকে আলীবর্দ্দিও বাদশাহের অনুমতি না লইয়া সুবে-বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছেন শুনিয়া বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে চৌথ আদায় ও আলীবর্দ্দীকে দমন করিবার জন্য তিনি মরাঠাদিগকে অনুমতি দিলেন। এই চৌথ আদায়ের অছিলায় তাহারা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও নানাবিধ অত্যাচার করিতে থাকে। আলীবর্দ্দী খাঁ প্রকৃষ্ট উপায়ে ইহাদিগকে দূরীকৃত করিতে না পারিয়া অবশেষে অসৎ উপায় অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জানকীরামকে মহারাষ্ট্রসেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের তাঁবুতে প্রেরণ করিলেন। জানকীরামের বাক্যকৌশলে মুগ্ধ হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত সন্ধিবিষয়ে কথাবার্ত্তা সুস্থির করিবার জন্য আলীবর্দ্দি খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে(বর্দ্ধমান জেলাস্থিত) মানকরে সাক্ষাতের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মরাঠাগণ তাঁবুতে আসিলে কিরূপে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে, সুচতুর আলীবর্দ্দী পূর্ব্বেই তাহার পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি জানকীরাম, মুস্তাফা খাঁ এবং মীর্জ্জা-হেকিম-বেগ-খাঁ ব্যতীত আর কাহাকেও এ বিষয়ের কিছু জানিতে দেন নাই। কেবল সাক্ষাতের দিনে মরাঠাদিগের তাঁবুতে আসিবার কিছু পূর্ব্বে আপন দুই জামাতাকে ও আতাউল্লা-খাঁকে সাবধান করিবার জন্য সঙ্কেতে সাক্ষাতের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করেন। মরাঠারা পূর্ব্ব হইতেই কিছু সন্দিহান ছিল। সেইজন্য ভাস্কর পণ্ডিত কতক সৈন্য ও সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ সজ্জায় তাঁবুতে উপস্থিত হন। তাঁবুতে প্রবেশ মাত্রই মুস্তাফা খাঁ ও নবাবের অপরাপর সেনাপতিরা চারিদিক্ হইতে মরাঠাদিগকে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ বাধিল, মরাঠারা মৃত্যুই নিশ্চয় জানিয়া প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইল। ভাস্কর পণ্ডিতের মস্তক আলীবর্দ্দির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। সেনাপতির মৃত্যুতে মরাঠী সৈন্য কাঁটোয়া ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। জানকীরামের মন্ত্রণাপটুতায় কিছুকালের জন্য আলীবর্দ্দি মরাঠাদিগের দারুণ উপদ্রব নিবারণ করিলেন। একারণ জানকীরাম প্রথমে "দেওয়ান্ ই-তন্' ও অল্পকাল পরে সামরিক বিভাগের প্রধান দেওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন।

আলীবর্দ্দী খাঁ সুবে-বাঙ্গালার সুবেদার হইয়াই নিজ [illegible] জামাতা জৈনউদ্দীন্-আহম্মদ খাঁকে আজিমাবাদের (বেহারের) নায়েব সুবাদারের পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৪৮-৪৯ খৃঃ অব্দে সামশের খাঁ, সর্দ্দার [illegible] প্রভৃতি পাঠান-সর্দ্দারদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় জৈনউদ্দীন্ নিহত হন। আলীবর্দ্দি খাঁ পাঠানদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া জামাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়া আপনার মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে আজিমাবাদের (বেহারের) নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই আলীবর্দ্দি সৈয়দ আহম্মদের উপর বেহারের শাসনভার ন্যস্ত করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত ছিলেন; এখন উপযুক্ত [illegible] উপস্থিত দেখিয়া তিনি আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। সৈয়দআহম্মদ খাঁ শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে মহদী নছর খাঁ, নকীআলী খাঁ, আরবাগী খাঁ, খাদম হাসন খাঁ প্রভৃতি বিজ্ঞ, মন্ত্রণাপটু ও যুদ্ধবিশারদ সম্ভ্রান্তবংশীয় কতিপয় মুসলমানকে সমুচিত সমাদরে আপনার সভায় আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য যথোপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। এই সকল প্রধান প্রধান লোক সকলেই নবাব সরফরাজ খাঁর অধীনে কর্ম্ম করিতেন ও তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। আলীবর্দ্দী কর্ত্তৃক সরফরাজ হত হইলে তাঁহারা সুবেবাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া যান। সৈয়দ আহম্মদ এই সকল লোকদিগকে আপন রাজসভায় স্থান দান করিয়াছেন, এই সংবাদ মুর্শিদবাদে পৌঁছিলে নবাবপত্নী অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, আলীবর্দ্দি খাঁর মহাসঙ্কটকালে স্বামীকে স্থিরভাবে সুমন্ত্রণা প্রদান করিতেন। আলীবর্দ্দি খাঁর শত্রুপক্ষীয় লোকদিগকে সৈয়দ আহম্মদ যে আশ্রয় দিতেছেন, ইহাতে নবাবপত্নী ভবিষ্যৎ রাজ্যবিপ্লবের লক্ষণই দেখিতে লাগিলেন। তিনি নবাবকে বলিলেন যে, কোনও বহিঃশত্রুর সুবে বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে হইলে বিহার প্রদেশ দিয়াই তাহারা প্রবেশ করিবে। উহার শাসনকর্ত্তার সম্মতি ভিন্ন কেহই উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। এরূপ রাজ্য অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক দ্বারা শাসিত হওয়াই আবশ্যক। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ আমার জামাতা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার যে প্রকৃতি, তাহাতে সে আমার অপর দুই কন্যার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, এমন কি সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াও অসম্ভব নহে। কোনও গুপ্ত অভিসন্ধি না থাকিলে সৈয়দ আহম্মদ ঐ সকল প্রধান প্রধান লোককে এত উচ্চ বেতন ও বৃত্তি দিয়া রাখিত না। পত্নীর এইরূপ হিতগর্ভ কথা শুনিয়া আলীবর্দ্দিখাঁর অন্তঃকরণ সন্দেহাকুল হইল। এদিকে নবাবপত্নী আপন পৌত্র সিরাজউদ্দৌলাকেও বিহার প্রদেশ তাঁহার মৃত পিতা জৈনউদ্দীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি বলিয়া ওয়ারিশ সূত্রে নবাবের নিকট দাওয়া করিতে উত্তেজিত

করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা মাতামহীর উপদেশ মত মাতামহের নিকট নির্ব্বন্ধ সহকারে পিতৃরাজ্য দাওয়া করিতে লাগিলেন এবং সকলের কাছেও এই কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে আলীবর্দ্দি খাঁও প্রবুদ্ধ হইলেন। তিনি সৈয়দ আহম্মদকে পদচ্যুত করিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারের সুবেদারী দিলেন। তখন সিরাজ-উদ্দৌলার বয়স বেশী [illegible]। আলীবর্দ্দি খাঁ ঐ তরুণ বয়স্ক যুবককে এত বড়রাজ্যের শাসন ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন। তিনি আপন প্রধান বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও প্রিয় মন্ত্রী জানকীরামকে বেহারের নাএব-সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। জানকীরাম এই উপলক্ষে সম্মানসূচক ঝালরদার পালকী ও নহবৎ প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত হইলেন। যদিও জানকীরাম সিরাজ-উদ্দৌলার অধীনস্থ ছিলেন, তথাপি রাজ্যশাসনভার প্রকৃত পক্ষে তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল।

জানকীরাম এই উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য্য চালাইয়াছিলেন। তিনি অবাধ্য জমিদারদিগকে আয়ত্ত করিলেন, তহসিলের সুবন্দোবস্ত করিয়া খাজনা সুন্দররূপে তহসিল করিতে লাগিলেন। বিহারে বাদশাহের দরবারের যে সমুদায় ওম্‌রার জায়গীর ছিল,তাহার জমা তাঁহারা পাইতেন না। জানকীরাম সে সমুদায় জমা তহসিল করিয়া নিয়ম মত দিল্লীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ওমরাহগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন এবং বাদশাহের নিকট জানকীরামের কার্য্যদক্ষতার কথা সুবিধা পাইলেই তাঁহারা বলিতে লাগিলেন। বাদশাহ জানকীরামের প্রতি প্রীতি বশতঃ তাঁহাকে "মহারাজ বাহাদুর" খেতাব ও "যব্‌হাজারী" মনসব এবং ঝালদার পাল্‌কী, নহবৎ, কলম, সমসের, ঢাল ও চামর ইত্যাদি ব্যবহারে হুকুম দিলেন। এই মহারাজ জানকীরামের জ্যেষ্ঠপুত্রই দুর্ল্লভরাম।

দুর্ল্লভরাম উপযুক্ত পিতার তত্ত্বাবধানে অল্প বয়সেই তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী মহারাজ জানকীরামের পুত্রগণকে বরাবরই স্নেহের চক্ষে দেখিলেন। যাহাতে সকলেই পদোচিত কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সে দিকেও নবাবের লক্ষ্য ছিল। জানকীরামের কৌশলে বরগীর দৌরাত্ম্য নিবারিত হইলে নবাব তাঁহার পুত্র দুর্ল্লভরামকেই উৎকলের সুবেদারী দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু এ সময় দুর্ল্লভরাম সেই উচ্চপদ গ্রহণে সম্মত হন নাই। তিনি আলীবর্দ্দীর প্রিয় উড়িষ্যার সুবেদার আবদুস্ সোভানের দেওয়ান হইলেন। অল্পদিন পরে আবদুস্ সোভানের মৃত্যু হইলে আলীবর্দ্দী দুর্ল্লভরামকেই "রাজা" উপাধি দিয়া উৎকলের সুবেদার করিলেন (১৭৪৯ খৃঃ অঃ)। ইহার কএক মাস পরেই নাগপুর হইতে মরাঠী সৈন্য অকস্মাৎ উড়িষ্যা আক্রমণ করিল। দুর্ল্লভরাম প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি তিনি তাড়াতাড়ি কতিপয় সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু সেই অতর্কিত আক্রমণ নিবারণ করিতে তিনি সমর্থ হইলেন না। মরাঠা-সর্দ্দার তাঁহাকে বন্দী করিয়া নাগপুরে লইয়া গেলেন। এখানে তিনি কিছুকাল কারাগারে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া বন্দী থাকেন। তিনি একজন অতি সুগায়ক ছিলেন,—কারাগারে বন্ধনাবস্থাতেও তিনি প্রাণ খুলিয়া গান গাইতেন। এক দিন সর্দ্দার-পত্নী তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং সর্দ্দারকে বলেন, যে ব্যক্তি কারাগারে এত স্ফূর্ত্তি করিয়া গান করিতেছে, তাহাকে আর বন্দী রাখিয়া ফল কি? সর্দ্দার সেই দিনই দুর্ল্লভরামকে মুক্তি দান করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৎপরে মধ্যে মধ্যে দুর্ল্লভরাম সর্দ্দারকে গান শুনাইতেন। যাহা হউক, নবাব আলীবর্দ্দী মরাঠা-সর্দ্দারকে তিন লক্ষ টাকা পাঠাইয়া ও বাঙ্গালার চৌথের পরিবর্ত্তে উৎকলের আয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়া দুর্ল্লভরামকে খালাস করিলেন। দুর্ল্লভরাম মুর্শিদাবাদে আসিলে তাঁহাকে দেওয়ানের নিজামতে মোকরর করা হইল।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে (১১৬৬ সালে) আলীবর্দ্দীর বিশ্বস্ত বন্ধু মহারাজ জানকীরাম ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নবাব তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়কে শোকের খেলাৎ দিয়া সমবেদনা জানাইলেন। জানকীরাম বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে রাজা দুর্ল্লভরাম পদোচিত সম্মানরক্ষার্থ সমস্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহে পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। প্রবাদ এই, সেরূপ সমারোহ ব্যাপার কায়স্থসমাজে আর কখন অনুষ্ঠিত হয় নাই। স্বয়ং নবাব ও সমস্ত বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গও শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

রাজা দুর্ল্লভরাম পিতার নামে খালসা ও দেওয়ান্-ই-তনের কর্ম্ম চালাইতেছিলেন, এখন তিনিই স্থায়িভাবে উক্ত শ্রেষ্ঠপদে নিয়োজিত হইলেন। রামনারায়ণ মহারাজ জানকীরামের অধীনে দেওয়ান ছিলেন, এখন দুর্লভরামের আনুকূল্যে তিনিও বেহারের নাএব সুবেদার হইলেন।

নবাব আলীবর্দ্দী মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে প্রিয় [illegible] সিরাজ্ উদ্দৌলাকে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নাএব সুবেদার করেন বটে, কিন্তু [illegible] ঐ তিন প্রদেশের রাজকীয় সমুদায়

কার্য্যনির্ব্বাহের ভার রাজা দুর্ল্লভরামের উপর অর্পিত হয়। সিরাজ্ নামে সুবেদার হইলেও কর্ত্তৃত্ব দুর্লভরামের হস্তে থাকায় কুচক্রীর পরামর্শে তিনি দুর্লভরামের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এমন কি, তিনি দুর্লভরামকে নিপাত করিবার জন্য আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এ সময় সমস্ত নবাবী সৈন্য দুর্লভরামের আয়ত্ত থাকায় এবং স্বয়ং নবাব তাঁহার বিশেষ অনুকূল ছিলেন বলিয়া সিরাজ্ কিছুই করিতে পারেন নাই।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল, আলীবর্দ্দী ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং সিরাজ বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন। সিরাজ একাধিপত্যলাভ করিয়া প্রথমেই দুর্লভরামের ক্ষমতা কমাইবার জন্য মনোযোগী হন। কিন্তু সহসা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। এ সময় ইংরাজ কোম্পানী মস্তকোত্তলন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসী মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ইংরাজেরা কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ সুদৃঢ় করিবার আয়োজন করিতেছেন, এ সংবাদ অনতিবিলম্বে সিরাজের কর্ণগোচর হইল ; কাজেই এ সময় দুর্লভরামকে চটান উচিত মনে করিলেন না, বরং তাঁহাকে দিয়া ইংরাজদিগকে কলিকাতার দুর্গনির্ম্মাণ বন্ধ করিবার আদেশ করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিলে তিনি দুর্ল্লভরামকে ৩০০০ সৈন্য সহ কাসিমবাজারের কুঠি দখল করিতে পাঠাইলেন এবং নিজেও ১লা জুন সসৈন্যে কাসিমবাজারে যাত্রা করিলেন। ওয়াট্সাহেব আসিয়া দুর্লভরামের শরণাপন্ন হইলেন। ৪ঠা জুন দুর্লভরামের হস্তে কাসিমবাজার দুর্গ সমর্পিত হইল। যাহাতে ইংরাজগণের উপর কেহ কোন অত্যাচার না করে, সে দিকে দুর্লভরামের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

সিরাজ যখন নায়েব-সুবেদার ঐ সময়ে মোহনলাল নামে এক সামান্য কায়স্থ তাঁহার মুহুরী ছিলেন। পরে তিনি দুর্লভরামের অধীনে নাএব নিযুক্ত হন। সিরাজ সুবেদার হইবার অল্প দিন পরেই তাঁহার প্রিয়পাত্র মোহনলালকে নাএব সুবেদারী, "মহারাজ বাহাদুর" খেতাব ও হপ্ত হাজারী মনসব দিয়া সম্মানিত করিলেন। মোহনলাল দেওয়ান্ ই-আলা মোদার উল্ মোহন অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী হইলেন। মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে মীরমদন নামে এক সামান্য লোককে প্রধান সেনাপতির পদ দেওয়া হইল। এইরূপ কার্য্যদর্শনে আলীবর্দ্দীর আমলের সম্মানিত রাজপুরুষগণ সকলেই বিরক্ত হইলেন। বিশেষতঃ দুর্লভরামের ও মীরজাফরের অসহ্য হইল। তাঁহাদের অধীন ব্যক্তি এখন তাঁহার উপরে বসিবে এবং তাঁহাদের আদেশ পালন করিতে হইবে, তাহা অভিমানী দুর্লভরাম ও মীরজাফর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ;

২০ এ জুন, নবাবের কলিকাতায় ইংরাজদুর্গ অধিকারের পর মাণিকচাঁদের অপরিণামদর্শিতায় অন্ধকূপহত্যা এবং মাণিকচাঁদের উপর অযথা প্রভুত্ব ন্যস্ত হওয়াতেও রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি হিন্দুসচিব সেনানীবর্গ অনেকেই বিরক্ত ও অবমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে আলীবর্দ্দীর পিতৃব্য পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব সওকৎজঙ্গ কএকজন চাটুকারের কথায় উচ্চাকাঙ্ক্ষীর বশবর্ত্তী হইয়া দিল্লী হইতে সুবেদারীর সনন্দ আনাইলেন এবং আপনাকে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ সংবাদে সিরাজ বিচলিত হইয়া প্রকাশ্য সভায় জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদকে বলিলেন, "তোমারই দিল্লী হইতে আমার সনন্দ আনিয়া দেওয়া উচিত ছিল, একাজ তোমার, তোমার বিলম্ব হেতুই সওকৎজঙ্গের এতদূর আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে।" এমন কি এই সভাস্থলে তিনি জগৎশেঠের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া আপনার উদ্ধতপ্রকৃতির পরিচয় দিয়া ছিলেন।

সিরাজের এরূপ ব্যবহারে সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তখন মীরজাফর ক্রোধভরে সিরাজকে বলিয়া ছিলেন যে সিরাজ দিল্লী হইতে সনন্দ না পাইলে তিনি বা তাঁহার সহকারিগণ কেহই সিরাজের হইয়া অস্ত্রধারণ করিবেন না। যাহা হউক, সিরাজ পরে আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া জগৎশেঠের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। মীরজাফরও আলীবর্দ্দীর পত্নী বৃদ্ধা বেগমের কথায় অনেকটা প্রসন্ন হন। কিন্তু ঐ দিন হইতে জগৎশেঠ প্রভৃতির হৃদয়ে যে বিদ্বেষানল জ্বলিতে আরম্ভ করে, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইল না। প্রকাশ্যে সকলেই সিরাজকে খাতির সম্মান দেখাইতেন বটে, কিন্তু মনে মনে সকলেই তাঁহার অশুভানুধ্যায়ী হইয়া পড়িলেন।

সওকৎজঙ্গের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য রাজা দুর্ল্লভরামের কনিষ্ঠভ্রাতা রাসবিহারীকে পূর্ব্বেই বীরনগর ও গোন্দোয়ার ফৌজদার করিয়া পাঠান হইয়াছিল। এখন (১৭৫৬ খৃঃ অঃ নবেম্বর) সিরাজ মোহনলাল, মীরজাফর, দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি রাজপুরুষকে লইয়া সসৈন্যে সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। এ সময় শ্যামসুন্দর নামে এক বাঙ্গালী কায়স্থ গোলন্দাজসৈন্যের অধিনায়করূপে সওকত জঙ্গের পক্ষে যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়া-

ছিলেন, তাহাতে প্রধান প্রধান মুসলমান সেনানীগণকেও মাথা হেঁট করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, সে যুদ্ধে সিরাজেরই জয় হইল এবং মোহনলালের পুত্র সওকৎজঙ্গের পদে পূর্ণিয়ার নাএবসুবেদার নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে দুর্লভরামের কনিষ্ঠ রাসবেহারীকে ঐ উচ্চপদ দিবার কথা হইয়াছিল, এখন তাহার ব্যতিক্রম হওয়ায় উভয় ভ্রাতাই মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। তখনও দুর্লভরাম মুসলমানদরবারে বঙ্গবাসী হিন্দুগণের নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। এখন সেই অত্যুচ্চ সম্মানহ্রাসের আশঙ্কায় দুর্লভরাম একটু সতর্ক হইলেন এবং যাহাতে যুবক নবাব ভবিষ্যতে তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। এ সময়ে বঙ্গদেশের সমুদায় রাজস্ববিভাগ এবং সমস্ত রাজকোষ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন, সৈন্যসামন্তগণের বেতননির্দ্ধারণও তাঁহার অধিকারে ছিল।

সওকৎজঙ্গের গোলযোগ মিটিতে না মিটিতে সিরাজ সংবাদ পাইলেন যে, ইংরাজেরা (১ জানুয়ারী ১৭৫৭ খৃঃ অঃ) মাণিকচাঁদকে তাড়াইয়া দিয়া কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং সুদৃঢ়ভাবে দুর্গরক্ষা করিবারও আয়োজন করিতেছেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি দুর্লভরাম ও সৈন্যসামন্তগণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা আক্রমণে চলিলেন। ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া ছাউনি করিলেন। সিরাজের বিপুলবাহিনী লক্ষ্য করিয়া ক্লাইব সন্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং তজ্জন্য দুর্লভরামের শরণাপন্ন হইলেন। ওয়াল্‌স্ ও স্ক্রাফ্‌টন্ প্রতিনিধিরূপে নবাবশিবিরে আসিলেন। মন্ত্রী দুর্লভরাম তাঁহাদের সঙ্গে কোন পিস্তল বা গুপ্তঅস্ত্র আছে কি না পরীক্ষা করিয়া উভয়কে নবাবদরবারে লইয়া গেলেন। তাঁহারা রাজা দুর্লভরামের হাতে সন্ধির আর্জি দাখিল করিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে রাজা দুর্লভরামের শিবিরে গিয়া সন্ধিপত্র সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতে আদেশ দিলেন। পরে ইংরাজদূতদ্বয় দরবারের বাহিরে আসিলে উমিচাঁদের মুখে শুনিলেন যে তখনও নবাবের কামানগুলি আসিয়া পৌঁছে নাই। এ সংবাদ অবিলম্বে ক্লাইব জানিতে পারিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া ইংরাজেরা সেই অন্ধকার রাত্রিতেই অকস্মাৎ নবাবশিবির আক্রমণ করিল। অকস্মাৎ নৈশআক্রমণে সিরাজ কিছু বিচলিত হইলেন। যাহা হউক, উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। ইংরাজপক্ষই হারিলেন বটে, কিন্তু ভীরু নবাব সন্ধি করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী উভয়পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল। এই সন্ধিপত্রে ইংরাজপক্ষে কর্ণেল ক্লাইব এবং নবাবপক্ষে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ও মন্ত্রিবর দুর্লভরাম স্বাক্ষর করিলেন।

অতঃপর ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ইংরাজপক্ষ চন্দননগর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া সিরাজ ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য রাজা দুর্লভরামের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। হুগলীর ১০ ক্রোশ উত্তরে দুর্লভরামের সহিত হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের সাক্ষাৎ হইল। "সাহায্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করিবেন, আর যাইবার প্রয়োজন নাই"—এই বলিয়া নন্দকুমার আর তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ইংরাজদিগের নিকট ঘুস লইয়া নন্দকুমার এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি অবিলম্বে পদচ্যুত হইয়াছিলেন।

ফরাসডাঙ্গা ইংরাজদিগের অধিকৃত হইবার পর সিরাজ সদলবলে মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন। রাজা দুর্লভরাম মুর্শিদাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে মোহনলাল সিরাজের অত্যধিক অনুকম্পায় তাঁহার ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন, এবং তাঁহার কার্য্যের উপরও হুকুম চালাইতেছেন। মোহনলালের এরূপ কর্ত্তৃত্ব তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না; এ কারণ তিনি নগরে না থাকিয়া সসৈন্যে কিছুদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখন কিরূপে সিরাজ ও মোহনলালের অধঃপতন ঘটিবে, জগৎশেঠের ভবনে তাহার গুপ্তমন্ত্রণা চলিতে লাগিল। এই ষড়যন্ত্রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফর ও সিরাজের মাতৃস্বসা ঘেসিটীবেগমও যোগ দিয়াছিলেন। নবাবের অশ্বসেনানায়ক ইয়ারলতিফ্ খাঁ জগৎশেঠের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু কিছু বৃত্তি পাইতেন। তিনিই উমিচাঁদের দ্বারা ওয়াট্‌স্ সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'সিরাজ শীঘ্রই পাটনায় যাত্রা করিবেন। তিনি এখানে ফিরিয়া আসিয়াই ইংরাজগণকে এদেশ হইতে দূরীকৃত করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। নবাবের অনুপস্থিতিকালে মুর্শিদাবাদ অধিকারের প্রকৃত অবসর। আমাকে নবাব করিলে রাজা দুর্লভরাম, জগৎশেঠ প্রভৃতি আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন।' এই শুভ প্রস্তাব ইংরাজেরা পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কলিকাতায় ইংরাজদিগের গুপ্তসভা বসিল। এদিকে নবাব ইংরাজদিগের ব্যবহারে সন্দিগ্ধ হইয়া রাজা দুর্লভরামকে তাঁহার অধীন সমস্ত সৈন্য লইয়া পলাসীতে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ইহাতেও নবাব সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি পঞ্চদশসহস্র সৈন্য সহ মীরজাফরকেও পলাসীতে গিয়া দুর্লভরামের বলবৃদ্ধি করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন।

ঐ সময়ে পেশবা বাজীরাওর পক্ষ হইতে গোবিন্দরাম নামক এক দূত ড্রেক সাহেবের নামে পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। পত্রমর্ম্ম এই যে ইংরাজেরা সম্মতি দিলে পেশবা এক-লক্ষ কুড়িহাজার অশ্বারোহী পাঠাইয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে পারেন। সুচতুর ক্লাইব সেই পত্রখানি নবাবের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্র পাইয়া ইংরাজগণের উপর নবাবের সন্দেহ দূর হইল। বাস্তবিক নবাব বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি বিলক্ষণ প্রতারিত হইলেন। যাহা হউক, নবাব, মরাঠাদিগের গতি বাধা দিবার জন্য দুর্লভরামকে সসৈন্যে রাখিয়া মীরজাফরকে সসৈন্যে পলাসী হইতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ পাঠাইলেন।

এদিকে পলাসী হইতে মীরজাফরের লোক কলিকাতায় ইংরাজদিগের গুপ্তসভায় উপস্থিত হইল। প্রভূত বিত্তলাভের আশায় ইংরাজগণ ১৮ই মে তারিখের গুপ্তসভায় মীরজাফরকে নবাব করাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলেন। ৩০এ মে মীরজাফর এবং তৎপরে ৩রা জুন রাজা দুর্লভরাম সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন। জগৎশেঠের বাটীতে গভীর নিশীথে ৩রা তারিখেই ষড়যন্ত্রকারিগণের গুপ্তসভা বসিল। দুর্লভরাম ইংরাজগণের অসঙ্গত দাবীর কথা শুনিয়া বলিলেন যে,ইংরাজেরা যত টাকা চাহিতেছেন, তত টাকা নবাবের কোষাগারেই নাই, সুতরাং তিনি এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন না। তবে রাজকোষে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তাহা মীরজাফর ও ইংরাজগণ উভয়পক্ষ সমানাংশে ভাগ করিয়া লইবেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, উভয়পক্ষের নিকট রাজা দুর্লভরাম নির্দ্দিষ্ট টাকা হইতে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে পাইবেন, তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাজকোষ থাকিবে, এবং তিনিই টাকা বিভাগ করিয়া দিবেন। ৪ঠা জুন মীরজাফর সেই গুপ্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সিরাজ্ ঐ সকল ষড়যন্ত্রের কথা ঘুণাক্ষরে না জানিলেও তিনি ঐ দিন মীরজাফরকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁহার স্থানে খোজা হাদিকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন।

একদিন পরেই সিরাজ গুপ্তমন্ত্রণার সন্ধান পাইয়া মীরজাফরকে তাঁহার বাটীতেই আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক লোক মীরজাফরের পৃষ্ঠপোষক দেখিয়া তিনি সহসা কিছু করিতে পারিলেন না। বিপদের আশঙ্কা করিয়া নবাব মীরজাফরকে প্রসন্ন করিলেন।

এদিকে ১৩ই জুন ইংরাজসৈন্য দুইশত নৌকাযোগে চন্দননগর হইতে যাত্রা করিল। এ সংবাদ সিরাজের নিকটও প্রেরিত হইল। নবাব সৈন্যসামন্ত লইয়া পলাসীক্ষেত্রে দেখা দিলেন। দুর্লভরাম আপনার ১০ হাজার শিক্ষিত সেনা লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। নবাব দুর্লভরামের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রান্তরেই শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। শিবিরের সম্মুখে আম্রকানন ও পরিখার মধ্যস্থলে মীরমদন ও মোহন-লালের সৈন্যদল, তাহার দক্ষিণপার্শ্বে ফরাসীনায়ক সিন্‌ফ্রের গোলন্দাজ দল, বামে পরিখার পরপার হইতে প্রায় পলাসী-গ্রাম পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রাজা দুর্লভরাম, ইয়ারলতিফ ও মীরজাফরের সেনাদল, এইরূপে নবাবপক্ষে ৩৫ হাজার পদাতি, ১৬ হাজার অশ্বারোহী ও ৪০টী কামান এবং ইংরাজপক্ষে ৩১ শত জন মাত্র সৈন্য ছিল। ২৩এ জুন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্লভ-রাম ও ইয়ারলতিফ মীরজাফরের ন্যায় সসৈন্যে 'রণপয়োধির লহরী' গণনা করিতেছিলেন। প্রভুভক্ত মীরমদন অকস্মাৎ আহত হইলেন। সেনাপতির এরূপ অকস্মাৎ মৃত্যুতে ভীরু নবাব বিচলিত হইলেন, মীরজাফরকে ডাকাইয়া কাকুতি মিনতি জানাইলেন;—এমন কি, তাঁহার পদতলে আপনার রাজমুকুট রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি আমার সম্মান ও জীবনরক্ষা করুন।" তৎকালে মোহনলাল বীরবিক্রমে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, আর কিছুকাল যুদ্ধ চালাইলে নিঃসন্দেহ জয়লাভ ঘটিত। কিন্তু মীরজাফরের পরামর্শে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ পাঠাইলেন। প্রথমে বীর মোহনলাল তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই; অবশেষে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার আদেশ পাওয়ায় অল্পে অল্পে মোহনলাল পশ্চাদ্‌পদ হইলেন।

মীরজাফর নবাবকে ঐরূপ সর্ব্বনাশকর পরামর্শ দিয়া নিজ শিবিরে চলিয়া আসিলেন। নবাব রাজা দুর্লভরামকে ডাকা-ইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন যে সৈন্যগণ শিবিরে ফিরিয়া আসুক, আপনি রাজধানী যাত্রা করুন। আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। সিরাজ দুর্লভ-রামের পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। এদিকে মোহনলালকে ফিরিতে দেখিয়া সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল। ইংরাজেরাও সেই সময় মীরজাফরের পত্রে এই গুপ্তসংবাদ পাইয়া ভীমবেগে নবাবসৈন্য আক্রমণ করিল। এইরূপ কৌশলে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ক্লাইব পলাসীবিজেতা হইলেন। দুর্লভরাম ও মীরজাফরের যত্নে বঙ্গের ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তিত হইল। ২৫এ জুন রাজা দুর্লভরাম ও মীরজাফর রাজধানীতে ফিরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াট্‌স্ ও ক্লাইবের সেক্রেটারী ওয়াল্‌স্ আসিয়া তাঁহাদের সহিত ইংরাজের

পক্ষের পাওনার কথা পাড়িলেন। দুর্লভরাম জানাইলেন যে স্বীকৃত ২২০০০০০০৲ টাকা রাজকোষে নাই। ইংরাজ-পক্ষ প্রস্তাব করিলেন যে, তবে জগৎশেঠ বাকী টাকা কর্জ্জ দিন। রাজা কহিলেন যে তাঁহাদের কোটি টাকা দিবার সাধ্য নাই। এই কথায় দুর্লভরামের উপর সন্দেহ হইল। তৎপরেই জনরব উঠিল যে দুর্লভরাম, মীরণ ও খাদেম হোসেন ক্লাইবকে মারিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। সেজন্য ক্লাইব দুই দিন কাসিমবাজারে থাকিয়া তাঁহার বৃথা সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন।

২৯এ জুন দরবার হইল। ক্লাইব মীরজাফরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে নবাবী মনসদে বসাইলেন। রাজা দুর্লভরাম 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি সহ নবাব মীরজাফরের 'দেওয়ান্-ই-আলা' বা সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী হইলেন।

পরদিন ক্লাইব, মীরজাফর, দুর্লভরাম ও ওয়াট্‌সন্ জগৎ-শেঠের ভবনে গেলেন। এখানে উভয়পক্ষের ইংরাজী ও পারসী সন্ধিপত্রগুলি পঠিত ও স্বীকৃত হইল। ইহাও স্থির হইল যে স্বীকৃত ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার অর্দ্ধেক তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে, অপরার্দ্ধ তিন বৎসরে পরিশোধ করা হইবে। কিন্তু মহারাজ দুর্লভরাম ঐ মোট টাকার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কমিসন কাটিয়া লইবেন স্থির হইল। সব ঠিক হইল বটে, কিন্তু সে দিন আর টাকা দেওয়া হইল না। ক্লাইব মুর্শিদাবাদে বসিয়া রহিলেন। সুচতুর দুর্লভরাম এককালে অর্দ্ধেক টাকাও হাতছাড়া করা সুবিধাজনক মনে করিলেন না। নবাব দরবারে তাঁহার যে টুকু প্রভুত্বের অভাব ছিল, তাহা পূরণ করিয়া লইয়া এবং ইংরাজ ও মুসলমান উভয়পক্ষের নিকট বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রধান নেতা বলিয়া গৃহীত হইবার পর তিনি ৬ই জুলাই তারিখে ৭২,৭১,৬৬৬৲ টাকা প্রদান করিলেন। পরে নানা ওজর আপত্তির পর ৯ই তারিখে তিনি পুনরায় ১৬৫৫৩৫৮৲ টাকা দিলেন। তথাপি স্বীকৃত অর্দ্ধাংশ দেওয়া হইল না দেখিয়া ইংরাজপক্ষ কিছু চটিয়া উঠিলেন। এই সময়ে (১৫ই জুলাই) ইংরাজের বাণিজ্যাধিকারসম্বন্ধীয় সাধারণ পরওয়ানা ঘোষণা করাইয়া দুর্লভ তাঁহাদিগের তুষ্টিসাধন করিলেন। অবশেষে ৩০এ জুলাই স্বর্ণ, জহরৎ ও মুদ্রায় ১৫৯৯৭৩৭ টাকা দিয়া ইংরাজ কোম্পানীকে বিদায় করিলেন। এইরূপে ইংরাজ কোম্পানী রাজা দুর্লভরামের নিকট হইতে ১১৩৫০০০০৲ টাকা (অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট অর্দ্ধেক টাকা পাইবার কথা থাকিলেও তাঁহারা মোট ১০৭৬৫৭৩৭৲ টাকা) মাত্র পাইলেন; ৫৮৪৯০৫৲ তথাপি বাকী থাকিল।

মীরজাফর প্রিয়পুত্র মীরণের পরামর্শে চলিতে লাগিলেন। রাজা দুর্লভরামের অপরিসীম প্রভুত্বে মীরণ বিদ্বেষী হইলেন। সেই সঙ্গে মীরজাফরের মন ভাঙ্গিল। এখন তিনি সর্ব্বেশ্বর হইয়া পড়িয়াছেন। একে একে সকল শত্রুকে সরাইয়াছেন, যদিও দুর্লভরাম তখন তাঁহার মিত্র বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তিনি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, বিশেষতঃ সমস্ত বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব। যে কৌশলে তিনি সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, আবার সেই কূটনীতি বিস্তার করিয়া কোন দিন হয় ত তাঁহাকেও সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন। এই অমূলক বিশ্বাসে পিতাপুত্রে দুর্লভরামের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। কিছুদিন কাটিয়া গেল, প্রায় সকলেই মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করিল, কিন্তু তখনও বেহারের নাএব নবাব রাজা রামনারায়ণ ও মেদিনীপুররাজ রামসিংহ মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা উভয়েই দুর্লভরামের পরম মিত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দুর্লভরাম নবীন নবাবের সহিত প্রকাশ্যে সদ্ভাব রাখিবার জন্য রাজা রামসিংহকে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নিজে না আসিয়া দুইজন আত্মীয়কে পাঠাইলেন। নবাব উভয়কে বন্দী করিলেন। এদিকে পূর্ণিয়ার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী অচলসিংহ মোহনলালের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বাধীন ভাবে সমগ্র দেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রাজা রামনারায়ণও এক প্রকার স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং বলবৃদ্ধি করিতেছেন। চারিদিকে এইরূপ হিন্দু অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়া মীরজাফর দুর্লভরামকেই তাহার মূল বলিয়া মনে করিলেন। দুর্লভরাম তখনও আলীবর্দ্দী বেগমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য সময়ে সময়ে প্রাসাদে যাতায়াত করিতেন। রাজা রামনারায়ণ অযোধ্যার নবাবের সাহায্যে মীরজাফরকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, আলীবর্দ্দী বেগমের এরূপ এক ষড়যন্ত্রলিপিও ধরা পড়িল। সুতরাং দুর্লভরাম যে চক্রান্তের মূল তাহাই মীরজাফরের ধারণা জন্মিল। যাহা হউক ওয়াট্‌সের চেষ্টায় উভয়ের মধ্যে মৌখিক মিলন হইল বটে, কিন্তু তৎপরেই মীরজাফরের বেহারযাত্রাকালে দুর্লভরাম অসুখের ভাণ করিয়া সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন না। মীরজাফর যাত্রা করিবার পরই মীরণ অলীক গুজব রটাইলেন যে, রাজা দুর্লভরাম ইংরাজগণের সাহায্যে সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মীর্জা মেহেদীকে নবাব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা রামনারায়ণ অযোধ্যার নবাব ও ফরাসীনায়ক ল'কে সঙ্গে লইয়া দুর্লভরামের সাহায্যে আসিতেছেন। অবিলম্বে মীরণের ঘাতকহস্তে মীর্জা মেহেদী নিহত হইলেন। মীরণের অন্যায় আচরণে দুর্লভরামও বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তিনি কাসিম-

বাজারের কুঠীর অধ্যক্ষকে সকল কথা জানাইলেন। স্ক্রাফ্‌টনের মধ্যস্থতায় মীরণ ও দুর্লভরামের মধ্যে পুনরায় মিটমাট হইল। এখন মন্ত্রিবর আপনার কতক সৈন্যকে নবাব শিবিরে যাইতে হুকুম দিলেন। এদিকে মীরজাফরের সহিত মিলিত হইবার জন্য ক্লাইব সদলবলে মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন, এখানে আসিয়াই জনরব শুনিলেন যে, রাজা দুর্লভরাম মরাঠা-সর্দ্দার জানোজীর সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন; কিন্তু দুর্লভরামের সহিত দেখা হইলে তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল। পরে তিনি দুর্লভরামকে সান্ত্বনা করিয়া রাজমহলে গিয়া মীরজাফরের সহিত মিলিত হইলেন। এখানে আসিয়াই তিনি মীরজাফরকে বলিলেন, "রাজা দুর্লভরাম না হইলে রাজকোষ হইতে টাকা বা বরাত চিঠি বাহির হওয়া অসম্ভব, অতএব রাজাকে ঠাণ্ডা করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য।" ক্লাইবও দুর্লভরামকে সাহস দিয়া আসিবার জন্য লিখিলেন। কারণ দুর্লভরাম কেবল প্রধান মন্ত্রী বলিয়া নহে, তিনি অর্থসচিবও বটে। তিনি ক্লাইবের পত্রানুসারে রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। তখন ইংরাজপক্ষের ২৩ লক্ষ টাকা পাওনা হইয়াছিল। দুর্লভরাম অর্দ্ধেক টাকা রাজকোষ হইতে এবং অপরার্দ্ধ আদায় করিয়া লইবার জন্য বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজা এবং হুগলীর ফৌজদার উমরবেগের উপর বরাত চিঠি দিলেন। এই সময়ে ইংরাজেরা কলিকাতার দক্ষিণে কোম্পানীর জমিদারীর জন্য ফরমাণ পাইলেন। ঐ ফরমাণে নবাব মীরজাফর, এবং প্রধান মন্ত্রিরূপে মহারাজ দুর্লভরাম ও হুজুর নবীস (Chief Secretary) রূপে তৎপুত্র রাজা রাজবল্লভের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজা রামনারায়ণ দুর্লভরামের আনুকূল্যেই বেহারের সুবেদার হইয়াছিলেন। তিনি বরাবরই দুর্লভরামকে সম্মান করিতেন। মীরজাফর সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, রাজা দুর্লভরামের পরামর্শে রাজা রামনারায়ণ নবাবশিবিরে আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন।

মীরজাফর ও দুর্লভরামের মনোমালিন্যের সময় নন্দকুমার আসিয়া দুর্লভরামের সহকারী বা খালসার পেস্কার নিযুক্ত হন। মীরজাফরের বেহারযাত্রাকালে তিনিও নবাবের সঙ্গে গমন করেন এবং দুর্লভরামের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা বলিয়া নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে থাকেন। বেহার হইতে ফিরিয়া আসিবার পর নবাবের রাজকোষে অর্থাভাব ঘটে। নন্দকুমার নবাবকে বুঝাইলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া দিতে পারেন, দুর্লভরামের দ্বারা তাঁহার কখনই সুবিধা হইবে না। মীরণকে বলিলেন যে ইংরাজপক্ষ টাকার বশ, রীতিমত তাঁহারা টাকা না পাইলে আপনাদের সহিত শত্রুতা করিবেন। এইরূপ নন্দকুমার শেঠদিগকেও বুঝাইলেন যে, আপনারা দুর্লভরামের সহিত যেরূপ সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেছেন, তাহা আপনাদের পক্ষে শুভজনক নহে। আপনারা টাকার জামিন আছেন। দুর্লভ রাজস্ব হইতে ইংরাজের প্রাপ্য টাকা দিতে না পারিলে, ইংরাজেরা আপনাদিগকেই ধরিবে। অতএব এখন হইতে সতর্ক হউন।' এই সময় মীরণ বৈদ্য-রাজ রাজবল্লভকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং ঢাকা-বিভাগের কাগজপত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য দুর্লভরামের উপর আদেশ দেন। জগৎশেঠ তখনও দুর্লভরামের পরম মিত্র ছিলেন। তিনি দুর্লভরামকে ডাকাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যে নিদারুণ ষড়যন্ত্র হইতেছে এবং এখানে থাকিলে তাঁহার জীবনহানির সম্ভাবনা আছে, তাহাও জানাইলেন। যে নন্দকুমার তাঁহার কৃপায় খালসার পেস্কার হইয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি বিশ্বাস করিয়া রাজস্ববিভাগের সমস্ত রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এখন সেই ব্রাহ্মণও তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে শুনিয়া তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মীরণ তাঁহার কলিকাতা-যাত্রার প্রতিবন্ধক হইলেন। রাজা পূর্ব্বেই এ সকল আভাস কলিকাতায় ক্লাইবকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্রে সমস্ত অবগত হইয়া ক্লাইব নবাবকে কলিকাতায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও নবাবকে কলিকাতায় আসিতে হইল। এই সময় মীরণ বহুসংখ্যক রক্ষিসৈন্য পাঠাইয়া দুর্লভরামের প্রাসাদ ঘেরাও করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইবের অনুরোধে (সেপ্টেম্বর ১৭৫৮ খৃঃ অঃ) দুর্লভরামও সপরিবারে কলিকাতায় চলিলেন। মীরণের ক্ষোভের পরিসীমা থাকিল না।

এ সময়কার কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখা যায় যে, মীরজাফরের সংবর্দ্ধনার জন্য যেমন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর খরচপত্র হইয়াছিল, জগৎশেঠ ও মহারাজ দুর্লভরামের অভ্যর্থনার জন্যও সেইরূপ যথোচিত খরচ হইয়াছিল।

কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ দুর্লভরাম কিছুদিন নিরাপদ্ হইলেন। এখানে তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রালাপ শ্রবণ ও দান ধ্যান করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। কেবল সময় সময় রাজকীয় কাগজপত্রে স্বাক্ষর প্রয়োজন হইলে, তিনি স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইতেন।* ক্লাইব ও কৌন্‌সিলের সভ্যগণ নিয়তই তাঁহার কলিকাতাস্থ প্রাসাদে আসিয়া আমোদপ্রমোদ করিতেন।

দুর্লভরামের ন্যায় শক্তিশালী রাজনীতিবিশারদ নবাবের

রাজধানী হইতে দূরে থাকায় নবাবীকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিছুদিন পরেই সম্রাট্ শাহআলম্ বঙ্গবিজয়ে আগমন করিলেন। রাজা রামনারায়ণ পূর্ব্বে দুর্লভরামের পরামর্শে নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এখন মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক অবস্থা অবগত হইয়া মীরজাফরের বিরুদ্ধে বাদশাহের সহিত মিলিত হইলেন। মীরজাফর দারুণ সঙ্কট ভাবিয়া ক্লাইবের শরণাপন্ন হইলেন। যাহা হউক, ইংরাজের সহায়তায় এ যাত্রা মীরজাফর রক্ষা পাইলেন। [রামনারায়ণ দেখ।]

৬ই জুলাই ১৭৬০ খৃঃঅঃ বজ্রাঘাতে নবাবপুত্র মীরণের মৃত্যু হয়। এই সুযোগে মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিম শ্বশুরের সর্ব্বনাশসাধনে অগ্রসর হন। এদিকে দুর্লভরাম মীরজাফরের অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়া ইংরাজদিগকে হস্তগত করিতেছিলেন। পূর্ব্বতন নাএবসুবেদার ও প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরামের বিরক্তিতে ও মীরকাসিমের নিকট সমধিক অর্থ পাইবার লোভে ইংরাজকোম্পানী মীরজাফরকে পদচ্যুত করিতে মনস্থ করেন।

দুর্লভরামের পরামর্শেই হলওয়েল শাহ আলমের নিকট কোম্পানীর হইয়া বাঙ্গালার দেওয়ানি লইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। এ সময় দুর্লভরাম ইংরাজদিগকে যে পত্র দেন, সেই পত্রে লিখিতেছিল—"কোম্পানী সুবেদারী, দেওয়ানী ও বক্সীগিরি নিজ নামে গ্রহণ করিয়া মীরজাফরকে নাএব-নাজিম ও মীরকাসিমকে নাএব-দেওয়ান করুন। তিনি নিজে আর রাজস্বসচিবের পদ চাহেন না; কোম্পানীর অধীনে নাএব-বক্সীর (Commander of the Bengal forces) পদ পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। শাহজাদার মন্ত্রিগণকে লিখিয়া তিনি এ সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রস্তুত।' বলিতে কি ইংরাজপক্ষ মীরকাসিমের নিকট প্রভূত অর্থ পাইবার লোভে তখন এ কল্পনা পরিত্যাগ করেন। ১৪ই অক্টোবর (১৭৬০ খৃঃঅঃ) গবর্ণর ভান্সিটার্ট মুর্শিদাবাদে গিয়া মীরজাফরকে রাজ্যচ্যুত করিলেন ও মীরকাসিমকে নবাবীপদ উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া আসিলেন। এই সময় নন্দকুমার ও বৈদ্যরাজ রাজবল্লভই মুর্শিদাবাদে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। তখনও মহারাজ দুর্লভরাম ইংরাজকোম্পানীর নিকট বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নাএব-সুবেদার বলিয়া সম্মানিত। যাহাতে তাঁহার সেই সম্মান লোপ হয়, যাহাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, সেদিকে নন্দকুমারের বিশেষ যত্ন ছিল। অল্পদিন মধ্যেই মীরকাসিম ও ইংরাজদিগের সহিত বাদশাহ শাহআলমের যুদ্ধ বাধিল। মন্ত্রিবরকে কৌশলজালে ফেলিতে পারিলে মীরকাসিমেরও অর্থাগম হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে নন্দকুমার হরকরার হাতে এক জাল চিঠি বাহির করিলেন। মহারাজ দুর্লভরাম ও জগৎশেঠপরিবারের রামচরণ, শাহআলমের শিবিরস্থ এক সেনাপতির সহিত মীরকাসিম ও ইংরাজগণের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন, এরূপভাবের কথাই ঐ পত্রে লিখিত ছিল। দুর্লভরামের উপর ইংরাজপক্ষের অটল বিশ্বাস ছিল, এ কারণ তাঁহারা সহসা ঐ পত্রে আস্থাবান্ হইলেন না। শাহআলমের সহিত গোলযোগ মিটিবার পর অনুসন্ধানে ধরা পড়িল যে, তাহা নন্দকুমারের কার্য্য। এ সময় নন্দকুমারের অসীম প্রভুত্ব, সুতরাং এরূপ দারুণ অপরাধেও ইংরাজপক্ষ নন্দকুমারের বিপক্ষতাচরণ করিতে সাহসী হইলেন না।

মীর কাসিমও মীরজাফরের ন্যায় হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। যাহাতে পূর্ব্বতন হিন্দু কর্ম্মচারী আর মাথা তুলিতে না পারে এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস হয়, সেদিকে নবীন নবাবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বিশেষতঃ এককালে হিন্দুদিগকে সকল উচ্চাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে রাজস্ব আদায়ে ও অপরাপর সাধারণ কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়াই তিনি স্বীয় অভিরুচি অনুসারে হিন্দু-জমিদারগণের অর্থ-শোষণ-পটু নূতন নূতন লোককে উচ্চপদ দিতে লাগিলেন। বৈদ্যরাজ রাজবল্লভকে বেহারের নাএব সুবেদার করিয়াও তাঁহাকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে যখন তিনি দেখিলেন যে, রাজা রাজবল্লভের দ্বারা তাঁহার যে টুকু আবশ্যক তাহা হইয়াছে; ইংরাজদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য তিনি যে জাল পাতিয়াছেন, বৈদ্যরাজ রাজবল্লভ বরং তাহার অন্তরায়; তখন রাজবল্লভের বেহারের নাএব সুবেদারী কাড়িয়া লইয়া মুঙ্গেরদুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। অপরাপর হিন্দু জমিদারও পরে তাঁহার ন্যায় ঐ স্থানে বন্দী হইয়াছিলেন। নন্দকুমারও জালপত্রব্যবহারের অপরাধে মুর্শিদাবাদে বন্দী হন।

অতঃপর ৬ই জুলাই ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজসভায় মীরজাফরকেই পুনরায় নবাব করা স্থির হইল। নন্দকুমার কারামুক্ত হইয়া মীরজাফরের দেওয়ান হইলেন। ইংরাজপক্ষের অনুরোধে মহারাজ দুর্লভরামকে পাণ ও খেলাত দিয়া নিজামতে পুনরায় বাহাল করা হইলেও নিজামতের অধীন হুজুরনবিশী (সনদাদি দিবার ও তাহার নকল রাখিবার কার্য্যালয়), জায়গীরসমূহ ও নবাবের নিজ কোষাগারের দারোগাগিরি, মস্তৌফীগিরি (পদচ্যুত কর্ম্মচারিগণের হিসাব-নিকাশের কার্য্যালয়), এ ছাড়া পাটনা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও জায়গীরসমূহের আদায় তহসীল, মুন্সীখানা (Secretariat)

ও দেওয়ানখানার মুসরফী, এই সকল উচ্চ কার্য্যালয় যাহা পূর্ব্বে দুর্লভরামের অধীন ছিল, নিজামৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নন্দকুমারের উপর ঐ সমুদয়ের কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত নন্দকুমার খালসার কর্ত্তা হইলেন। নিজামতও একপ্রকার খালসার অধীন হইয়া পড়িল। (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে মীরজাফর ইহলোক ত্যাগ করিলেন। পুনরায় উচ্চমূল্যে নবাবীপদ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ কৌন্সিলের চারি জন সভ্য মুর্শিদাবাদে আসিলেন। শূন্য রাজকোষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা লইয়া মীরজাফরের নাবালক পুত্র নজম উদ্দৌলাকে নবাব করা হইল। নাএব-নবাবের পদলাভের আশায় এ সময়ে রাজা নন্দকুমার ও মহম্মদ রেজা খাঁ ইংরাজের উপযুক্ত পূজা দিতে প্রস্তুত হইলেন। অবশেষে অধিক অর্থ পাইয়া মহম্মদ রেজা খাঁকেই নাএব নবাবী পদ দেওয়া হইল। সমগ্র রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মহম্মদ রেজা খাঁর সহিত মহারাজ দুর্লভরাম ও জগৎশেঠ খোশাল চাঁদকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। জুনমাসে ক্লাইব বাদশাহ ও সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি দৃঢ় করিবার জন্য উত্তরপশ্চিমে যাত্রা করেন। এখানেও তিনি আপনার পূর্ব্ববন্ধু দুর্লভরামকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি দিল্লীর দরবার হইতে দুর্লভরামের কার্য্যদক্ষতা জানাইয়া তাঁহাকে 'মহারাজ মহীন্দ্র' খেতাব এবং বেহারের অন্তর্গত নীতপুর পরগণা (বার্ষিক ১৮৭৫০০ টাকা আয়ের এক) জায়গীর দেওয়াইয়া ছিলেন। তৎপরে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর তাঁহারই যত্নে মহারাজ দুর্লভরাম ৬ লক্ষ টাকা আয়ের রঙ্গপুরের পায়রাবন্দদিগর জায়গীর পাইয়াছিলেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৮এ জুলাই নবাব নজম্ উদ্দৌলা ৫৩৬৮১৩১ সিক্কা টাকা বার্ষিক বৃত্তি স্বরূপ লইয়া কোম্পানীর প্রস্তাবানুসারে মহম্মদ রেজা খাঁ, মহারাজ দুর্লভরাম ও জগৎশেঠের উপর সম্পূর্ণ রাজ্যভার ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহাদের শাসনে ইংরাজপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টার তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া রেজা খাঁর ৯ লক্ষ, মহারাজ দুর্লভরামের ২ লক্ষ এবং সেতাব রায়ের ১ লক্ষ টাকা বার্ষিক বেতন নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা মহারাজ দুর্লভরামকে ঐ পদে অধিষ্ঠিত দেখি। ঐ বর্ষের ২১এ মার্চ্চ তারিখের সন্ধিপত্রে নবাব মুবারক উদ্দৌলা নাজিম, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ান্ এবং নবাব মিনাউদ্দৌলার সহিত মহারাজ দুর্লভরাম ও জগৎশেঠ নাএব-মাজিম রূপে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঐ বর্ষেই মহারাজ দুর্লভরাম মহীন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। স্বয়ং বড়লাট হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদে গিয়া তৎপুত্র মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুরকে ৩ সুবার কুল্লের দেওয়ান করিলেন। পরে সুবা বাঙ্গালা ৪ জেলায় বিভক্ত হইলে প্রত্যেক জেলায় এক এক জন কালেক্টার এবং মহারাজ রাজবল্লভের তরফ হইতে এক এক জন দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। ১২০৪ বাঙ্গালা সনে রাজবল্লভের মৃত্যু হয়।

মহারাজ দুর্লভরাম বঙ্গবাসীর মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে "স্বর্গে ইন্দ্র মর্ত্ত্যে মহীন্দ্র" এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত হয়। পিতার ন্যায় তৎপুত্র মহারাজ রাজবল্লভও বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। [রাজা রাজবল্লভ সোম দেখ]

রায়ণ (স্ত্রী) ১ পীড়া। (শব্দরত্না০) ২ ক্রন্দন। ৩ চীৎকার।

রায়ণেন্দ্র সরস্বতী (স্ত্রী) প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যের ভাষ্যবিবরণ নামক টীকাপ্রণেতা। কৈবল্যেন্দ্রের শিষ্য।

রায়ন, রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৬°৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪°১৭´ পূঃ। এখানে একটী গণ্ডশৈলের উপর, সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ২০০ ফিট্ উচ্চে, রায়নের গিরিদুর্গ বিরাজিত।

রায়নগড়, পঞ্জাবপ্রদেশের কেওস্থল রাজ্যের অন্তর্গত একটী দুর্গশোভিত নগর। অক্ষা০ ৩১°৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭°৪৮´ পূঃ। পাবর নদীর বামকূলে একটী নির্জ্জন শৈলপ্রান্তে স্থাপিত, নদী অতিক্রম করিয়া দুর্গে আসিবার জন্য একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু আছে। গোর্খা আক্রমণের পূর্ব্বে উহা বসহর সামন্তরাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল, পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উহা ইংরাজকরে সমর্পিত হয়। অবশেষে বর্ত্তমান 'সিমলাশৈল' জেলার কতক ভূমি লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ইংরাজরাজ এই স্থান কেওস্থল-রাজকে দান করেন। এখানে তিব্বতীয় স্থাপত্যশিল্পপূর্ণ দুইটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরের অধিকারী কএক ঘর ব্রাহ্মণ। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকাভূমির উপসত্বভোগী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই দুর্গ ৫৪০৮ ফুট উচ্চ।

রায়নরসিংহ পণ্ডিত, তর্কসংগ্রহদীপিকাপ্রকাশপ্রণেতা।

রায়না, বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা০ ৩২°৪´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৭°৫৬´৪০´´ পূঃ। লোকসংখ্যা ৫ হাজারের বেশী।

রায়পাটী, বিশালের অন্তর্গত একটী স্থান। (ভবিষ্যব্র০খ০ ৪০।৪১)

রায়পুর, মধ্যপ্রদেশের ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। চিফ্ কমিসনরের শাসনাধীন। অক্ষা০ ১৯°৪৮´ হইতে ২১°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮০°২৮´ হইতে ৮২°৩৮´ পূঃ মধ্যে। ইহার উত্তরে বিলাসপুর, দক্ষিণে বস্তার, পূর্ব্বে সম্বলপুর জেলার

সামন্তরাজ্য এবং পশ্চিমে চাঁদা ও বালাঘাট। ছুইখাদান, কনকের, খয়রাগড় ও নন্দগাঁও সামন্তরাজ্য ইহার অধীন। সর্ব্বসমেত ভূপরিমাণ ১৪৫৪৩ বর্গ মাইল।

পূর্ব্বতন ছত্রিশগড় রাজ্যের দক্ষিণাংশ লইয়া এই জেলা গঠিত। ইহার অধিকাংশ স্থান মহানদীর উত্তর স্রোত, ও তাহার শাখাসমূহে পরিপ্লাবিত। স্থানে স্থানে পর্ব্বতগাত্রবাহিনী শাখা নদীসমূহের উৎপত্তিস্থলে গণ্ডশৈলমালা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সমগ্র জেলাটী বিন্ধ্যপর্ব্বতনিঃসৃত শৈলশাখার বিস্তারজাত অধিত্যকা। উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভূভাগ বনমালা সমাকীর্ণ, উত্তরের অধিত্যকাভূমি ক্রমনিম্ন হইয়া বিলাসপুরের অভিমুখে সমতল ক্ষেত্রে মিশিয়াছে। জঙ্গল ভাগের অধিকাংশ স্থানেই বনশূন্য করিয়া বসবাসের ও চাষবাসের উপযুক্ত করা হইয়াছে।

রায়পুর জেলা ছুইটী খরস্রোতা নদীবিধৌত। ঐ পার্ব্বত্যস্রোতোদ্বয় পরে মিলিত হইয়া মহানদী রূপে প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বত্য স্রোতোদ্বয়ের মধ্যে শিবনাথ প্রধান। উহা চাঁদাপর্ব্বতপ্রান্তনিঃসৃত। প্রায় ১২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে বহিয়া হাম্পনামক শাখানদী ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। এইরূপে কর্করা, তেন্দুলা, কারুণ ও খোর্সী নদী ইহার দক্ষিণ কূলে এবং গুমারিয়া, আম, সুরী, গারাঘাট, যোগ্ বা ও হাম্পশাখা ইহার বামকূলে আসিয়া মিলিত হওয়ায় ইহার জলধারাপাত বড়ই প্রখর হইয়াছে। মহানদী এই জেলায় দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে ও তৎপরে উত্তরপূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া শিবনাথে আসিয়া মিশিয়াছে। পাইরী, সুন্দর, কেশো, কোরার ও নাইনী প্রভৃতি শাখা মহানদীর অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বর্ষার বন্যাকাল ব্যতীত এই সুবিস্তীর্ণ নদীবক্ষ বালুকাময় প্রান্তরের ন্যায় পতিত থাকে। উপরোক্ত নদীমালা ভিন্ন এই জেলার স্থানে স্থানে সুবৃহৎ পুষ্করণীসমূহ বিরাজমান। উহা কাহারও দ্বারা খনন করা হয় নাই। পার্ব্বত্য ঢালুখাতের এক বা ছুই পাশ বাঁধ দিয়া জল আটক রাখা হইয়াছে। বঞ্জারাগণ গোরু চরাইবার জন্য জঙ্গলের মধ্যেও পুষ্করিণী খনন করিয়াছিল।

এখানকার শৈলমালা সাধারণতঃ ১৫ শত ফুট, কেবল মাত্র গৌরগড় অধিত্যকা এবং দক্ষিণে শেহারা হইতে বস্তার ও কনকের পর্য্যন্ত বিস্তৃত শৈলশ্রেণী তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। পর্ব্বতস্থ প্রস্তরগৃহাদি নির্ম্মাণকল্পে ব্যবহৃত হয়।

গণ্ডাই গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ শৈলগহ্বরে ও লোহারা রাজ্যের দিল্লী নগরের সন্নিকটে লৌহের খনি আছে। গাণ্ডাই ও ঠাকুরতোলা নামক স্থানে প্রচুর গেঁড়ীমাটী পাওয়া যায়। বনভাগে শাল, সাজ, তেন্দু ও মহুয়া বৃক্ষই প্রধান।

এই স্থানের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। গোঁড় জাতির কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে এই স্থানে অলৌকিক বীর্য্যসম্পন্ন ও প্রভাবান্বিত রাক্ষস জাতির বাস ছিল। গোঁড় বীরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহারা এইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে। কাব্য-কল্পিত এই পৌরাণিক আখ্যানকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ গোঁড় জাতির সহিত ভুঞ্জিয়া ও কোলেরিয় জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ বলিয়া মনে করেন। কারণ মধ্যভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ছত্রিশগড়েও গোঁড়দিগের সহিত কোলেরিয় জাতির সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। মহানদীর পূর্ব্বাংশে ভুঞ্জিয়া ও বিঞ্জবারগণ অনেক পরবর্ত্তিকাল পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কোলেরিয়গণ সোণাখান পর্ব্বত হইতে দলে দলে সমতল-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উপদ্রব করিত, মহানদীতীরবর্ত্তী ভগ্নদুর্গসমূহ আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় যে, এই জেলা রত্নপুরের হৈহয়বংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ বংশের ২০শ রাজা সুরদেবের রাজ্যারোহণকালে (অনুমান ৭৫০ খৃষ্টাব্দে) ছত্রিশগড় প্রদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। সুরদেব পৈতৃক রাজ্যের উত্তরাংশ শাসন করিতে থাকেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ব্রহ্মদেব রায়পুরে রাজপাট স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ-বিভাগের শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। এই সময় হইতে ছত্রিশগড়ে ছুই রাজবংশ রাজত্ব করিতে থাকেন; অবশেষে নবমপুরুষে ব্রহ্মদেবের বংশ নির্ব্বংশ হইলে, রত্নপুর-রাজবংশের অন্যতম কনিষ্ঠশাখা রাজা জগন্নাথসিংহদেবের পুত্র দেবনাথ সিংহ আনুমানিক ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে রায়পুরে আসিয়া রাজচ্ছত্র ধারণ করেন। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্র-অভ্যুদয় পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ নির্ব্বিঘ্নে রায়পুর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

রায়পুরের রাজবংশ স্বতন্ত্র ভাবে রাজ্যশাসন করিলেও রত্নপুরের হৈহয়বংশীয় রাজন্যগণ কনিষ্ঠ শাখাকে সামন্তরাজ্যরূপে গণ্য করিতেন। রাজিমের দেবমন্দিরস্থ ৭৯৬ সম্বতে (৭৪০খৃঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে সামন্তরাজ জগৎপালের বিজয়বার্ত্তাপ্রসঙ্গে রত্নপুররাজ সুরদেবের পুত্র পৃথ্বীদেব দ্বারা উক্ত সামন্তরাজকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবার কথা লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ইহার কিছু কাল পরেই রায়পুরের রাজবংশ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই হৈহয়বংশীয়গণ কোন রূপে সামাজিক উন্নতি সাধন না করায় কালে তাঁহাদের রাজশক্তির অবনতি ঘটিয়াছিল।

গোঁড় জাতির মধ্যে জাতীয়তার চিহ্নমাত্র ছিল না। এরূপ অবস্থায় মহারাষ্ট্রীয় দল নির্ব্বিবাদে তাহাদের রাজ্য অধিকার করিল।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দল সর্ব্বপ্রথম ছত্রিশগড় আক্রমণ করে। ঐ সময়ে নাগপুররাজ-সেনাপতি ভাস্করপণ্ডিত বাঙ্গালাবিজয়ে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে রত্নপুরাধিপ রাজা রঘুনাথ সিংহকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। নাগপুরপতি রঘুজী ১ম, এই নবজিত ছত্রিশগড়-রাজ্যের শাসনভার ভাস্করপণ্ডিত ও মোহনসিংহের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই প্রথমে রায়পুরাধিপ রাজা অমরসিংহের শাসনাধিকার লইয়া কোনই গোলযোগ উপস্থিত করেন নাই, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তাঁহার খোরপোষের নিমিত্ত ৭ হাজার টাকা কর-ধার্য্যে রাজিম, পাটন ও রায়পুরপ্রদেশ জায়গীরস্বরূপ দান করেন। মহারাষ্ট্রবিপ্লবে নানারূপ পরিবর্ত্তনের পর, ১৮২২ খৃষ্টাব্দের নূতন বন্দোবস্তানুসারে অমরসিংহের পৌত্র রঘুনাথ-সিংহ বড়গাঁও, গোবিন্দ মুরবেণা, নন্দগাঁও ও বালেশ্বর গ্রাম নিষ্কর ভোগ করিতে আদিষ্ট হন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই রায়পুর নগর অবনতির চরম সীমায় পদার্পণ করিতেছিল। বিম্বাজী এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী আনন্দীবাই ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এই নগরের কোন কোন অংশের উন্নতি সাধন করেন।

আনন্দীবাইর পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের অধিকারকালে, সুবাদার বিট্ঠল দিবাকরের হস্তে এখানকার রাজ্যভার ন্যস্ত থাকায়, সমগ্র রায়পুর প্রদেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। তখন অত্যাচার ও বলপূর্ব্বক অন্যায় রাজস্বসংগ্রহ ব্যতীত রাজ্যশাসনের অন্য কোন নীতিই প্রচলিত ছিল না। এই আমূল অধঃপতনের সময়েও সোণাখানের বিঞ্ঝবারগণ দলে দলে আসিয়া এই জেলার পূর্ব্বাংশ উৎসাদন করিতে ক্রটি করে নাই।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অপা সাহেব রাজ্যচ্যুত হইলে, রাজা ৩য় রঘুজীর নাবালক অবস্থায় ইংরাজরাজ নাগপুর রাজ্যের শাসনকার্য্যের পরিদর্শনভার গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ৩য় রঘুজীর সিংহাসনারোহণকাল পর্য্যন্ত নাগপুর রাজ্য কর্ণেল এগ্নিউএর শাসনাধীনে ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে রায়পুর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসোপানে আরোহণ করে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নাগপুররাজ্য ইংরাজাধিকারে আসিবার পরেও, ছত্রিশগড়রাজ্য কর্ণেল এগ্নিউপ্রবর্ত্তিত সুবাদারীপ্রথায় শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ঐ প্রথায় এরূপ সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল যে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ছত্রিশগড়ের যে রাজস্ব নির্দ্ধারিত ছিল, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একমাত্র রায়পুর-বিভাগেই ততোধিক রাজস্ব সংগৃহীত হয়। এই সময়ে কাপ্তেন ইলিয়ট্ ছত্রিশগড় ও বস্তারের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইহা ধমতারী ও রায়পুর এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দুর্গ নামক তিনটী তহশীলে বিভক্ত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিলাসপুর বিভাগ ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটী স্বতন্ত্র জেলা এবং সিমগা তহশীল রায়পুরের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে এখানে বিশেষ কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই, কেবলমাত্র সোণা-খানের বিঞ্ঝারাদার নারায়ণসিংহের উত্তেজনায় কতক-গুলি লোক উপদ্রবের সূচনা করিয়া ইংরাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-রাজের বিচারে নারায়ণসিংহের ফাঁসি হয় এবং তাঁহার অধিকৃত সম্পত্তি ইংরাজরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। সেই সময় হইতে পূর্ব্ববিভাগে পার্ব্বত্যজাতির লুণ্ঠনাদি কমিয়া গিয়াছে এবং সেই জনশূন্য ভূভাগ ক্রমশঃ জনবহুল হইয়া আসিতেছে।

গোঁড়েরাই এখানকার আদিম অধিবাসী। অনেকেই হিন্দুরাজগণের আধিপত্যে হিন্দুর সংস্রবে আসিয়া হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়াছে। অবশিষ্ট জঙ্গলবাসীরা এখনও বন্য-অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা ক্রমশঃই তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সভ্যশ্রেণীর অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। ইহারা বুড়াদেও ও দুলাদেওর পূজা করিয়া থাকে। রায়পুরের গোঁড় এবং ছত্রিশগড়ের ধরগোঁড়েরা পরস্পর স্বতন্ত্র।

[গোঁড়জাতি দেখ।]

কান্‌বারগণ ভুঁইয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই স্থান অধিকার করে। ইহারা এই স্থানের আদিম অধিবাসিশ্রেণীভুক্ত হইলেও হৈহয়বংশী রাজগণের পরামর্শদাতা ও বিশ্বস্ত অনুচর-রূপে নিযুক্ত থাকিয়া অনেকটা সামাজিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই কারণে অনেকে ইহাদিগকে মিশ্ররাজপুত এবং বহু পূর্ব্বকাল হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করেন। পার্ব্বতীয়ের সহবাসে তাহারা পূর্ণরূপ হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই, কতকাংশে তাহারা আদিমজাতির বর্ব্বরতাও গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের রাজপুত বলিবার আরও কারণ আছে। রায়পুরের নাড়া তহশীলের কান্‌বার-সর্দ্দার খরিয়ারের রাজপুত-সর্দ্দারের কন্যার পাণিগ্রহণ করায়, যৌতুকস্বরূপ একটী ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে কান্‌বারজাতির যুদ্ধগৌরব দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র বিদিত ছিল;

এখনও ইহারা ঝাগরাখাণ্ডা নামক তরবারি পূজা করিয়া থাকে। ইংরাজশাসনে কান্‌বারগণ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নিরীহ কান্‌বারগণ কৃষিকার্য্যাদি পরিশ্রম দ্বারা নির্ব্বিবাদে দিনপাত করে। প্রতিবেশী গোঁড়দিগের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকে প্রাচীন সংস্কারবশতঃ বুড়াদেও ও দুলাদেও নামক গ্রাম্যদেবতার উপাসনা করিয়া থাকে, কিন্তু ধনিগণ আপনাদিগকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়াই জানে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। হৈহয়বংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি এখনও ইহারা ভোগদখল করিয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন এখানে বিঞ্জার, ভুঞ্জিয়া, ভূমিয়া, শবর, সাওনরা, খন্দ, খরবার ও কোলজাতির বাস আছে।

এখানে কএকঘর প্রাচীন ব্রাহ্মণেরও বাস আছে। তাঁহারা আপনাদিগকে কনোজীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে হৈহয়বংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা কল্যাণশাহী তাহাদিগকে এদেশে আনাইয়া ভূম্যাদি দানসহ বাস করান। তৎপরে মরাঠীব্রাহ্মণসম্প্রদায় এখানে আইসেন। মরাঠী-ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীকে হীনজ্ঞান করিয়া থাকেন।

রায়পুর, বলোদা, সিমগা, রাণীতলাও, ধমতারী, রাজিম, খয়রাগড়, নন্দগাঁও প্রভৃতি নগরে নানা দ্রব্যের বিস্তৃত কারবার আছে। দেশজাত দ্রব্য সকল কটক, সম্বলপুর, বিলাসপুর, নাগপুর, কাম্‌থা, কিঙ্গেশ্বর, বিন্দ্‌রা বৈরাগড় ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী এবং তত্তৎ স্থানের আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ এখানে আমদানী হইয়া থাকে। এক্ষণে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের এবং গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ বা তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৭৯১ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধাননগর ও মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় বিভাগের বিচার সদর। অক্ষা০ ২১° ১৫' উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১° ৪১' পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৫০ ফুট উচ্চে, নাগপুর হইতে সম্বলপুর ও মেদিনীপুর হইয়া যে রাস্তা কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার ধারে অবস্থিত।

৭৫০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেবকর্ত্তৃক রায়পুরে প্রথম রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণপশ্চিমে নদীতীরবর্ত্তী মহাদেবঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল এগ্নিউএর যত্নে বর্ত্তমান নগরভাগ সৌধমালায় সুসজ্জিত হয়।

নগরের চতুর্দ্দিকেই পুষ্করিণী ও উপবন। কেল্লার পূর্ব্বদিকে ৪০০ বৎসরের প্রাচীন বুড়াপুখুর। উহার পরিধি প্রায় ১ বর্গমাইল ছিল, বর্ত্তমানকালে উহার সংস্কার করিতে পরিসর কমিয়া গিয়াছে। দুর্গের দক্ষিণে মহারাষ্ট্ররাজস্বসংগ্রাহক মহারাজ দালীর প্রতিষ্ঠিত মহারাজজী পুষ্করিণী। ইহার বিস্তার প্রায় অর্দ্ধ বর্গমাইল। দুর্গের অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী জঘন্য জলায় বাঁধ দিয়া শতাধিকবর্ষ হইল তিনি সাধারণের উপকারার্থ এই দীর্ঘিকা গঠন করিয়া যান। ইহারই সন্নিকটে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রায়পুররাজ বিম্বাজী ভোঁস্‌লের প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্রমন্দির। ঐ দেবসেবার জন্য রাজা ভূমিদান করিয়াছিলেন। রায়পুরের কামাবিশদার কোদণ্ডসিংহ কোকো নামক পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে 'গণেশচতুর্থী' উৎসবের সময় গণপতির মূর্ত্তিসমূহ বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে। জনৈক তেলী বণিক্ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অন্য পুষ্করিণী খনন করাইয়া যান। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শোভারাম মহাজন বহু অর্থব্যয়ে উহার তিনধার পাথরের সিঁড়ি দিয়া বাঁধান। শোভারামের পিতা দীননাথ তেলী বাঁধ দিয়াছিলেন। দুই শতাব্দ পূর্ব্বে রাজা বরিয়ারসিংহের প্রতিষ্ঠিত রাজপুষ্করিণী বা বাধ এবং প্রায় ঐ সময়েই নগরের মধ্যস্থলে কৃপালগির মহন্ত স্থাপিত কঙ্কালী দীর্ঘিকা ও ইহার ঠিক মাঝখানে একটী মহাদেবমন্দির স্থাপিত রহিয়াছে। শেষোক্ত দীর্ঘিকা ব্যতীত অপর সকলগুলিরই জল পানযোগ্য।

১৪৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা ভুবনেশ্বর সিংহ কর্ত্তৃক রায়পুর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য বাহিরে পরিখা প্রাকার ও বুরুজাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বহিঃপ্রাচীরের পরিধি প্রায় ১ মাইল হইবে। পূর্ব্বে বুড়াপোখর এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে মহারাজজী পুষ্করিণী দুর্গম দুর্গের গড়খাইরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ যখন রায়পুরে প্রবেশ করেন, তখন ইহার উত্তরদিকের প্রবেশদ্বার ভগ্ন হয় নাই। সম্প্রতি উহার একটী বুরুজ ভাঙ্গিবার জন্য মজুরেরা যখন ভিত্তি খুঁড়িতেছিল, তখন প্রায় ২০ ফুট মাটীর নীচে কতকগুলি প্রাচীন সমাধিস্তম্ভ বাহির হইয়া পড়ে। উহার চারিধার প্রস্তরপ্রাচীর দিয়া ঘেরা, কিন্তু তাহাতে কোন শিলাফলক উৎকীর্ণ নাই।

এখানে দেশজাত শস্যাদি, লাক্ষা, তুলা প্রভৃতি দ্রব্যের বিস্তৃত কারবার আছে। বিভাগীয় কমিশনরগণ এখানে থাকেন এবং রাজকার্য্য পরিচালনার্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত আছে। কাম্‌ঠীসেনাদলের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারল এখানে থাকিয়া দেশীয় পদাতিকদলের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

রায়পুর (অমেঠী), অযোধ্যাপ্রদেশের সুলতানপুরজেলার

একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৩৬৬ বর্গমাইল। অমেঠী ও তপ্পা আসল্ লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

২ একটী গণ্ডগ্রাম। উক্ত উপবিভাগের বিচারসদর। এখানে ফৌজদারী আদালত আছে।

রায়ভাটী[টা] (স্ত্রী) নদীস্রোতোবিশেষ, একদিকে ভাটার টান থাকিতে অন্যদিকে জোয়ারের টান হইলে তাহাকে রায়-ভাটী বা আওড় বলে।

'পুরোঢ়ি পাত্রসঞ্চারো রায়ভাটী সমাহ্বয়ে।' (শব্দরত্নাবলী)

রায়মঙ্গল, বাঙ্গালার সুন্দরবন বিভাগে অবস্থিত স্বনামখ্যাত নদীর মোহানা, গুয়াসুবা নদীর ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। উক্ত মোহানায় হাড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল ও যমুনা আসিয়া মিলিত হই-য়াছে। রায়মঙ্গল ও যমুনা পূর্ব্বদিক্ হইতে আসায় সেই স্থানের নদীগর্ভ সুগভীর, কিন্তু পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গার দিকে জলের গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। মোহানার মধ্যস্থলে বালুর চর পড়ায় নদীর স্রোত দ্বিবিভক্ত হইয়াছে। [দক্ষিণরায় দেখ।]

রায়মল্ল, মিবারের একজন রাণা। প্রসিদ্ধ রাণাকুম্ভের বংশধর। ১৫২৫ সংবতে রাণাপুত্র উদয় পিতৃহত্যা করিয়া মিবার সিংহাসন অধিকার করেন। ঐ সময়ে যুবরাজ রায়মল্ল পূর্ব্ব হইতে পিতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাসন* দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ইদর প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন।

পিতার মৃত্যু সংবাদ এবং পাপিষ্ঠ উদয়ের অত্যাচারকাহিনী অবগত হইয়া তিনি ১৫৩০ সংবতে মিবারের প্রজাগণের কুশল-বিধানার্থ সসৈন্যে পিতৃরাজ্যে উপনীত হন এবং যুদ্ধে রাজ্যাপ-হারী ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট উদয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া দিল্লীশ্বরের প্রসাদলাভার্থ প্রস্তাব পাঠাইলেন এবং স্বীয় কন্যাদানে অঙ্গী-কার করিয়া তৎসমীপে উপনীত হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই।

দিল্লীশ্বর স্বকৃত প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য শেষমল্ল ও সূর্য্যমল্ল নামক উদয়ের পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মিবারাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন এবং প্রাচীন শিয়ার (নাথদ্বার) নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রাণাকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে সংবাদ পাঠাইলেন। রাণা মুসলমানরাজের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলেন। তিনিও যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অধীনে মিবারের অধীনস্থ সর্দ্দার ও সেনানীগণ এবং গির্ণারের সামন্তদ্বয় আসিয়া যোগ দিলেন। রায়মল স্বীয় পরম মিত্রদ্বয়ের সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া রণক্ষেত্রে ৫৮ সহস্র অশ্বা-রোহী ও ১১ সহস্র পদাতিক লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। সমর-ক্ষেত্রে রক্তনদী প্রবাহিত হইল। শেষমল্ল ও সূর্য্যমল্ল বিষম বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পিতৃসিংহাসন উদ্ধারে কৃতকার্য্য হন নাই। দিল্লীশ্বর এই ভীষণ যুদ্ধে পরাজয়ের পর এরূপ শক্তিহীন হইয়াছিলেন যে, তিনি মিবার প্রদেশ আক্রমণে আর পুনরুদ্যম করিতে সমর্থ হন নাই।

যুদ্ধব্যাপারে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিতে দেখিয়া রাণা রায়মল্ল তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া-ছিলেন। অনেকবার উদ্যম করিয়াও যখন বালকদ্বয় নষ্ট-সম্পত্তি উদ্ধারে ব্যর্থপ্রযত্ন হইলেন, তখন তাঁহারা উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া পিতৃব্যচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বীরচেতা রায়মল্লও তাঁহাদের সমুদায় দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই স্বীয় পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন। শেষমল্ল ও সূর্য্যমল্ল রাণা জয়মল্লের পক্ষে মালবরাজ গয়াস্উদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লক্ষ্মী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরাজিত মালব-পতিও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধাচরণে বিরত হন।

রায়মল্লের তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে বাবরশাহের প্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গ (সংগ্রাম) এবং পৃথ্বীরাজই প্রসিদ্ধ। কনিষ্ঠ জয়মল্ল অমিতাচার দোষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন এবং জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতৃ-দ্বয় পিতৃসিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া পরস্পরে বিরোধী হইলে পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হন। সঙ্গ আত্মজীবননাশের আশঙ্কায় গোপনে থাকিবার জন্য বিবাসন ব্রত অবলম্বন করেন এবং মধ্যম পৃথ্বীরাজের অন্যায় আচরণে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে উত্তরাধিকারচ্যুত করিয়া নির্ব্বাসিত করেন।

পিতৃপরিত্যক্ত পুত্র পৃথ্বীরাজ পাঁচজনমাত্র অশ্বারোহী লইয়া পিতৃভবন পরিত্যাগ করিলে পিতা রায়মল্ল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "তুমি বীর স্বীয় ভুজবলে ও সাহসে নিজ জীবন পোষণ ও রক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।"

[পৃথ্বীরাজ দেখ।]

সঙ্গ লুক্কায়িত, পৃথ্বী নির্ব্বাসিত এবং জয়মল্ল নিহত দেখিয়া সূর্য্যমল্ল আপনাকে পিতৃব্য সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জানিয়া এবং নাহরা-মুগরার চারণী দেবী মন্দিরের সেবাধি-কারিণী সন্ন্যাসিনীর ভবিষ্যদ্বাক্য সত্য বিশ্বাসে আশ্বস্তচিত্ত হইয়া রাণার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। এই সময়ে লাক্ষারাণার অন্যতম বংশধর শার্দ্দুলদেব তাঁহার সহিত যোগদান

* যুযুৎসু রাজার পরাজয় দিবস হইতে রাণাকুম্ভ প্রত্যহ রাজাসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকোপরি তিনবার তরবারি ঘুরাইতেন। রায়মল্ল প্রত্যক্ষ করিয়াও এই কুসংস্কারের কোন মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন নাই। একদা কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি সাহসে ভর করিয়া পিতাকে তদ্বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। রাণা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে ইদর রাজ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

করেন। তাঁহারা উভয়েই সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় মালবের সুলতান মুজফ্ফর খাঁর শরণাপন্ন হন এবং মুসলমান সেনার সাহায্যে দক্ষিণসীমান্তস্থিত সদ্রি, বতুর ও নাই হইতে নিমাচ পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ ক্রমশঃ জয়লাভ করিয়া তাঁহারা চিতোরের নিকটবর্ত্তী হইলে, বিদ্রোহীদিগের দমনমানসে রাণা রায়মল্ল গাম্ভীরী নদীতটে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। একজন সামান্য সেনানীর ন্যায় রাণা রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া দ্বাবিংশতি অস্ত্রাঘাতের পর মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইলে সহস্র অশ্বারোহী সেনাসহ পৃথ্বীরাজ তথায় আসিয়া উপনীত হন। পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। সূর্য্যমল্ল পৃথ্বীরাজের অস্ত্রাঘাতে বিশেষরূপে আহত হইলেন। কোন পক্ষেই জয় লাভ হইল না। অবশেষে উভয়েই সসৈন্যে শিবিরে ফিরিলেন। অতঃপর উভয়ে আরও কএকটী খণ্ডযুদ্ধ ঘটে। অবশেষে পৃথ্বীরাজ শঠতাপূর্ব্বক সূর্য্যমল্লের জীবন সংহারে প্রয়াস পান, কিন্তু তিনি স্বীয় কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সূর্য্যমল্ল মিবার হইতে পলাইয়া কান্থালের জঙ্গলে পলায়ন করেন। তিনি তথাকার অরণ্যবাসী আদিম জাতিদিগকে বশীভূত করিয়া দেওলা নগর স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

জয়মল্লহত্যা এবং সংগ্রামসিংহের পলায়নে চিতোর-রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর অভাব অনুধাবন করিয়া রাণা রায়মল্ল বীরহৃদয় ও প্রজাবৎসল পুত্র পৃথ্বীরাজের পূর্ব্বকৃত অপরাধসমূহ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে আগমন করিতে অনুমতি দান করেন। পৃথ্বীরাজ সেই আদেশেই চিতোর প্রবেশ করিতেছিলেন। পথে পিতৃশত্রু সূর্য্যমল্লকে রাজসিংহাসনলাভের প্রয়াসী দেখিয়া তিনি পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি রাজসিংহাসন লাভ করিতে পারিলেন না। বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে রাজ্যলাভ লিখেন নাই। তিনি এক সময় ভগিনীকে নির্য্যাতন করার অপরাধে স্বীয় শ্যালক আবুপতিকে দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। পিতার আনুগত্য লাভের পর, চিতোরে অবস্থিতিকালে, সেই শ্যালক তাঁহার বিশ্বাসভাজন হন এবং অবশেষে বিষপ্রয়োগে ভগিনীপতির প্রাণসংহার করেন।

পৃথ্বীরাজের অকাল মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয় হইয়া অনতিকাল পরেই রায়মল্ল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় যেরূপ বীরত্বে শিশোদীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত বংশধর রাণা সঙ্গও সেইরূপ বীরত্বে বাবরশাহপরিচালিত বিপুল মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। [সংগ্রামসিংহ দেখ।]

রায়মাতলা, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী নদী। [মাতলা দেখ।]

রায়মুকুট, জনৈক প্রসিদ্ধ টীকাকার। তিনি পদচন্দ্রিকা নামে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৩ শক) তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার নাম 'বৃহস্পতি' রাখেন। রায়মুকুটপদ্ধতি নামে তাঁহার রচিত একখানি স্মৃতিগ্রন্থও পাওয়া যায়। রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গৌণকুলীন হইলেও অমরকোষ টীকায় আপনাকে 'কুলীনাগ্রণী' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

রায়ন ভট্ট, যতিসংস্কারপ্রয়োগরচয়িতা।

রায়রাখোল (রেহ্‌ড়াকোল), মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২০° ৫৫´ হইতে ২১° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° হইতে ৮৪° ৪৮´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে বামড়া, পূর্ব্বে আঠমল্লিক ও অঙ্গুল, দক্ষিণে শোণপুর ও পশ্চিমে সম্বলপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৮৩৩ বর্গমাইল। চানপালী ও টীক্কিরা নামক ক্ষুদ্র নদীদ্বয় এখানে প্রবাহিত। বনভাগে শাল, ধুনা, মোম ও লাক্ষা জন্মে। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট লৌহখনি আছে। সম্বলপুর হইতে যে রাস্তা অঙ্গুল হইয়া কটকে গিয়াছে, তাহা এই রাজ্যের মধ্য দিয়া যাওয়ায় দেশীয় বাণিজ্য সেই পথে কটকনগরীতেই চালিত হইতেছে।

পূর্ব্বে রায়রাখোল বামড়ারাজের অধীন ছিল। প্রায় শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে পটনা-রাজগণের দ্বারা ইহা স্বাধীন হইয়া গড়জাতমহলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

রায়রাঘব, হস্তরত্নাবলীপ্রণেতা।

রায়রি, (বেড়ী) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী দুর্গ। পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাদির গমনোপযোগী একটী ক্ষুদ্র নদীর মোহানার নিকটস্থ শৈলশিখরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫°৪৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩°৪৫´ পূঃ। এই দুর্গের প্রকৃত নাম যশোবন্তগড়। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করান। পরে উহা সাবন্তবাড়ীর অধিপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। ক্রমে সেই দস্যুপ্রকৃতিক সর্দ্দারগণের অত্যাচারে এই স্থান দস্যুতার দুর্ভেদ্য কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গ দখল করে, কিন্তু পরবৎসরেই ইংরাজরাজ উহা প্রত্যর্পণ করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রায়রি দুর্গ ইংরাজের হস্তে পুনরর্পিত হয় এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইল।

এই দুর্গের কতকাংশ পর্ব্বতোপরি এবং কতকাংশ চতুর্দ্দিকস্থ সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। ইহার চতুঃসীমায় অসমান প্রাচীর গ্রথিত আছে। প্রাচীরের স্থানে স্থানে ২০ ফিট্ উচ্চ গুম্বজাকার বুরুজশ্রেণী, উহা কামানাদির দ্বারা সজ্জিত। বুরুজ হইতে বুরুজান্তরে সংলগ্ন ১৭ ফিট্ উচ্চ সচ্ছিদ্র প্রাচীর আছে, ঐ ছিদ্রপথে বন্দুক রাখিয়া আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের উপর গোলা বর্ষণ করা যায়। প্রথম প্রাচীরের প্রবেশদ্বার হইতে একটী রাস্তা ঋজুভাবে পর্ব্বতোপরিস্থ দ্বিতীয় দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া মূল দুর্গের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাঙ্গণে আসিয়া মিশিয়াছে। এখানে কএকটী সোপান ঊর্দ্ধে উঠিয়া তৃতীয় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে মূলদুর্গে আসা যায়। এই দুর্গের দেওয়াল বহির্ভিত্তি হইতে ২৫ ফিট্ উচ্চ। উহারই পাদমূলে পর্ব্বতবক্ষঃ বিদারণ করিয়া ২৪ ফিট্ প্রস্থ ও ১৩ ফিট্ গভীর একটী খাত কাটা আছে। দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে পরিখা না থাকায় দুর্গাবরুদ্ধ সেনাদলের রক্ষণার্থ ঐ স্থান শত্রুসৈন্যের গোলাপাতেও দুর্ভেদ্য এইরূপ দৃঢ় করিয়াই নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। দুর্গবাটিকার সর্ব্বোচ্চতলের দেওয়ালের পরিসর ১২ ফিট্। দুর্গশিরোপ্রাচীরের উপর প্রত্যেক ৬০ ফিট্ ব্যবধানে কামান সজ্জিত এক একটী অর্দ্ধগোলাকার বুরুজ আছে।

এই দুর্গের অনতিদূরে হস্তদোলগড় শৈল। উহার সম্মুখভাগের প্রস্তররাশি কাটিয়া গুহা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকল গুহা সহস্রবৎসর পূর্ব্বে কাটা হইয়াছিল। স্থানীয় লোকে উহাকে পবিত্র বলিয়া বোধ করে। এই রেড্ডী নগর পূর্ব্বতন পাটনজনপদের শ্রীহীন রূপান্তরমাত্র। এই দুর্গের বহিঃপ্রাচীরের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে প্রাচীন রেড্ডী নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। লোকে ঐ সকল স্থান ভাঙ্গিয়া প্রস্তরাদি লইয়া গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছে।

রায়রায়ান্, মুসলমানাধিকারে সম্মানসূচক উপাধিভেদ।

রায়লচেরুবু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার নারায়ণবরম্ তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা০ ১৩°৩০´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৯°২৭´৩০´´ পূঃ। বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায়লু নির্ম্মিত বিখ্যাত বাঁধ হইতেই এই স্থানের প্রসিদ্ধি। অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুইটী শৈলের গাত্রে বাঁধ দিয়া এই দীর্ঘিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃতি ১২০ ফিট্ ও খাড়াই ৭০ ফিট্। তিরুপতি হইতে কাঞ্চীপুরের যাত্রিগণ এইগ্রামে আড্ডা লইয়া থাকে।

রায়বলসা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী গিরি ও সঙ্কট। অক্ষা° ১৮°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘিঃ [illegible] পূঃ। এই পথে কাশিমকোট হইতে গল্লিকোণ্ডার পরিত্যক্ত স্বাস্থ্যাবাস অতিক্রম করিয়া জয়পুরে আসা যায়, বিজয়নাগ্রামের মহারাজের এখানে কফিচালের ষ্টেট্ আছে। এইস্থান সমুদ্র হইতে ২৮৫০ ফিট্ উচ্চ।

রায়বরেলী, যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যাবিভাগের অন্তর্গত একটী বিভাগ। ছোটলাটের অধীনে কমিশনর দ্বারা শাসিত। অক্ষা০ ২৫°৩৪´ হইতে ২৬°৩৯´৫´´ এবং দ্রাঘি০ ৮০°৪৪´ হইতে ৮২°৪৪´ পূঃ মধ্য। রায়বেরেলী, সুলতানপুর ও প্রতাপগড় জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার উত্তরে বারাবাঙ্কী ও ফয়জাবাদ, পূর্ব্বে আজমগড় ও জৈনপুর, দক্ষিণে আলাহাবাদ ও ফতেপুর এবং পশ্চিমে উণাও এবং লক্ষ্ণৌ জেলা। ভূপরিমাণ ৪৮৮১.৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত বিভাগের একটী জেলা। যুক্তপ্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষা০ ২৫°৪৯´ হইতে ২৬°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮০°৪৪´ হইতে ৮১°৪০´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে লক্ষ্ণৌ ও বারাবাঙ্কী, পূর্ব্বে সুলতানপুর, দক্ষিণে প্রতাপগড়। দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গা নদী ও পশ্চিমে উণাও জেলা। ভূপরিমাণ ১৭৩৮ বর্গমাইল। রায়বেরেলী নগর ইহার বিচার সদর।

এই জেলার পৃথক্ কোন ইতিহাস নাই। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, ১৮৬৯ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার আয়তনপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল মাত্র। সমগ্র জেলাটী ক্রমোচ্চনিম্ন সমতল ক্ষেত্রে পূর্ণ। স্থানে স্থানে মহুয়া ও আম্রকানন। গঙ্গার উপকূলে বাব্‌লা, পিপ্পল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী বিরাজিত। গঙ্গা ও সাই এখানকার প্রধান নদী; এতদ্ভিন্ন লুণা, বসাহা ও নাইয়া নামে তিনটী শাখানদী আছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই নগরে সাই নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৩ উক্ত জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৩৭১।০ বর্গমাইল। প্রসিদ্ধ বাঈ ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব মহানুভব তিলকচাঁদ এখানে রাজত্ব করিতেন।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। সাই নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৬°১০´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১°২৬´২৪´´ পূঃ। দুর্দ্ধর্ষ ভরজাতি কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থাপয়িতার জাতীয় নামানুসারে ভরৌলী ও পরে অপভ্রংশে বরেলী নামে আখ্যাত হইয়াছে। কিংবদন্তী এই যে, নিকটবর্ত্তী রাহি (রাই) নামক গ্রামের নাম হইতে ইহার রায়-বরেলী নাম হইয়াছে। আর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, এইস্থান পূর্ব্বে রায় উপাধিধারী কোন কায়স্থের অধিকারভুক্ত ছিল। রায়দিগের বাসভূমি ভরৌলী (ভর-কৃত) নগরে পরিণত হইলে, উভয়ের যোগে রায়বরেলী নাম হয়।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রারম্ভে জৌনপুররাজ ইব্রাহিম শর্কি ভরজাতিকে বিদূরিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। তদবধি এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হয়। মুসলমানাধিপতি ইব্রাহিম শর্কি এই নগরে একটী সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করান। উহার ইষ্টক লম্বে ২´ × প্রস্থে ১।´ × উচ্চে ১ ফুট্। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, মুসলমানগণ সম্ভবত ভরজাতিকৃত কোন প্রাচীন দুর্গের ইষ্টকাদি লইয়া এই দুর্গ গঠন করিয়া থাকিবেন। দুর্গের মধ্যস্থলে ২১৬ হাত পরিধি-বিশিষ্ট একটী বাওলী আছে। উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ প্রস্রবণ পর্য্যন্ত খনন করিয়া পরে ইষ্টকপ্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। জলের সমতলে উক্ত প্রাচীর-গাত্রের চতুর্দ্দিকেই গৃহাবলী গ্রথিত আছে। উহার জানালা আচ্ছাদনযুক্ত। ঐ সকল এক্ষণে প্রায় ভগ্নাবস্থায় পতিত।

প্রবাদ, মুসলমানরাজ দুর্গনির্ম্মাণকালে সমস্ত দিন যাহা গাঁথাইয়া রাখিতেন, রাত্রিতে কোন অভাবনীয় কারণে তৎ-সমুদয় ভূমিসাৎ হইয়া যাইত। উত্তরোত্তর এরূপ দুর্ঘটনায় বিরক্ত হইয়া রাজা জৌনপুরবাসী মখ্দুম্ সৈয়দ জাফ্রি নামক মুসলমানসাধুর নিকট ইহার প্রতিকার-প্রার্থনা করেন। তদনুসারে রাজার মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া সাধু একদিন সেই স্থানের চতুঃসীমায় পরিভ্রমণ করিয়া যান। তাহার পর হইতে আর কোনরূপ উপদ্রব ঘটে নাই। দুর্গদ্বারের পার্শ্বে উক্ত সাধুর সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে রাজপ্রাসাদ, মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা নবাব জহান খাঁর সমাধিভবন ও ৪টী মসজিদ প্রধান। উক্ত মসজিদ একটী গুম্বেজ-রহিত এবং মক্কার কা'বা মন্দিরের অনুকরণে গঠিত বলিয়া প্রবাদ। সাই নদীর সেতু স্থানীয় জমিদারদিগের ব্যয়ে নির্ম্মিত।

রায়বাঁশ (দেশজ) বড়সার ফলকযুক্ত বংশখণ্ড।

রায়বাঁশিয়া (দেশজ) যাহারা রায়বাঁশ লইয়া ক্রীড়া করে।

রায়বাঘিনী (স্ত্রী) উগ্রপ্রকৃতি। প্রচণ্ডা ও কলহপ্রিয়া রমণী।

রায়বার (দেশজ) ১ যশোবার্ত্তা। ২ কুৎসা কীর্ত্তন।

রায়শাঁকলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার-প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার অধিপতি ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

রায়শেখর, একজন বৈষ্ণব পদাবলীকার। প্রকৃত নাম শশি-শেখর, বর্দ্ধমানজেলার পড়ান গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য ও নিত্যানন্দবংশসম্ভূত ছিলেন। গোবিন্দদাসের পর তিনি পদ রচনা করেন। কেহ কেহ তাঁহার অপর নাম চন্দ্রশেখরও বলিয়া থাকেন।

রায়সরিষা (দেশজ) সর্ষপভেদ, রাজিকা।

রায়সিংহ, বৈদ্যকসারসংগ্রহ বা রাজসিংহোৎসব নামক বৈদ্যক-গ্রন্থপ্রণেতা।

রায়সেন (রায়সিং), মধ্যভারতের ভোপাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯৫০ ফিট্ উচ্চ একটী পণ্ডশৈলের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২২°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৬´১০´´ পূঃ। এখান হইতে ভারতবিখ্যাত সাঁচির বৌদ্ধকীর্ত্তি ১০ মাইল মাত্র। হোসঙ্গাবাদ হইতে সাগর যাইবার রাস্তা এই স্থানের নিকট দিয়া গিয়াছে। এই দুর্গ দুর্ভেদ্যতায় ও গঠননৈপুণ্যে ইতিহাসে সুপরিচিত ছিল। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে শের শাহ এই দুর্গ অবরোধ ও জয় করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে মরাঠাসৈন্য এই দুর্গ দখল করে, কিন্তু উহার কিছু কাল পরেই ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ভোপালের নবাব উহা মহা-রাষ্ট্রীয়ের হস্ত হইতে কাড়িয়া লন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজদ্বয় ইংরাজরাজের সহিত এখানে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

রায়স্কাম (ত্রি) ধনকাম, যাহারা ধন কামনা করে।

"তমু ত্বা গোতমো গিরা রায়স্কামো দুবস্যতি।" (ঋক্ ১।৭৮।২)

'রায়স্কামঃ ধনকামঃ রায়ো ধনানি কাময়ত ইতি রায়স্কামঃ' (সায়ণ)

রায়স্পোষ (পুং) ধনপুষ্টি। (ত্রি) ধনপুষ্ট।

রায়স্পোষক (ত্রি) ধনপুষ্টিযুক্ত।

রায়স্পোষদা (স্ত্রী) ধনপুষ্টিদায়িনী।

"অগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদে বিষ্ণবে ত্বা" (শুক্লযজুঃ ৫।১)

'রায়স্পোষং ধনপুষ্টিং দদাতীতি রায়স্পোষদা তস্মৈ। ক্বিপ্-প্রত্যয়ঃ। রাজ্ঞো ধনং ক্রয়বিক্রয়াদিনা বহুধা পোষয়িত্বা রাজ্ঞে-ঽর্পয়তি স রায়স্পোষদঃ অগ্নিসংজ্ঞোঽপরঃ সোমানুচরোঽস্তি অনুষ্টুচ্ছন্দোঽধিষ্ঠাতা দেবস্তস্মৈ ধনপুষ্টিদায়িনেঽগ্নয়ে হে হবিঃ ত্বা ত্বাং গৃহ্ণামি।' (বেদদীপ)

রায়স্পোষদাবন্ (ত্রি) ধন বা সৌভাগ্যদাত্রী।

রায়স্পোষবনি (ত্রি) সুবর্ণ রজতাদি ধনপুষ্টির সম্পাদয়িত্রী।

"রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা" (শুক্লযজু° ৫।১২) 'রায়স্পোষবনিঃ সুবর্ণরজতাদিধনপুষ্টেঃ সম্পাদয়িত্রী' (বেদদীপ°)

রায়াণ [ন],বৃন্দারণ্যবাসী জনৈক গোপ। কৃষ্ণমাতা যশোদার ভ্রাতা। কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, গোলকে বিরজাবিহারপ্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধা ভর্ৎসনা করেন। সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণসমীপে অবস্থিত সুদামকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সুদামের শাপে রাধা গোপকন্যারূপে বৃষভানু বৈশ্যের পত্নী কলাবতীর বায়ুগর্ভে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

নবযৌবনা রাধার দ্বাদশাব্দ অতীত হইলে বৃষভানু রায়ান বৈশ্যের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। তখন রাধা সেই দেহে ছায়ামাত্র রাখিয়া অন্তর্দ্ধান হন এবং ছায়ার সহিত রায়ানের বিবাহ হয়। রায়ান কৃষ্ণাংশসম্ভূত ও গোলকের গোপ ছিলেন। মর্ত্যধামে আসিয়া তিনি সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুল হইলেন। রাধার চতুর্দ্দশ বৎসরে কৃষ্ণ কংসভীতিচ্ছলে গোকুলে আনীত হন।

"গতে চতুর্দ্দশাব্দে তু কংসভীতিচ্ছলেন চ।
জগাম গোকুলং কৃষ্ণঃ শিশুরূপী জগৎপতিঃ ॥৪১
কৃষ্ণমাতা যশোদা যা রায়ানস্তৎসহোদরঃ।
গোলোকে গোপকৃষ্ণাংশঃ সম্বন্ধাৎ কৃষ্ণমাতুলঃ* ॥৪২
কৃষ্ণেন সহ রাধায়াঃ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
বিবাহং কারয়ামাস বিধিনা জগতাং বিধিঃ ॥৪৩
স্বপ্নে রাধাপদাম্ভোজং নহি পশ্যতি বল্লভঃ।
স্বয়ং রাধা হরেঃ ক্রোড়ে ছায়া রায়ানমন্দিরে ॥৪৪
স চ দ্বাদশগোপানাং রায়ানঃ প্রবরঃ প্রিয়ে।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে পুরা বিধিঃ ॥৪৫
রাধিকাচরণাম্ভোজদর্শনার্থী চ পুষ্করে।
ভারাবতরণে ভূমের্ভারতে নন্দগোকুলে ॥"৪৬

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৪৯ অধ্যায়)

মতান্তরে প্রকাশ, রায়ান পূর্ব্বজন্মে লক্ষ্মীকে পাইবার প্রত্যাশায় তপস্যা করেন। নারায়ণের বরে তাঁহার লক্ষ্মীলাভ হইলেও লক্ষ্মীর আদেশে তিনি নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীর অনুরোধে ভগবান্ কৃষ্ণাবতারে তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করেন।

রায়াণনীয় (পুং) আচার্য্যভেদ।

রায়েকবাড় (রায়কাবাড়), রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইহারা সূর্য্যবংশী বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে তোগলকবংশের অধঃপতনে হিন্দুস্থানে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইলে প্রতাপ শা ও দণ্ডী শা নামক সূর্য্যবংশীয় রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় কাশ্মীর রাজ্যের রায়কা গ্রাম হইতে বরাইচ, পরে বারাবাঙ্কী জেলার রামনগরে আসিয়া বাস করেন। তদ্বংশধরগণ ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে কোন ভররাজকে পরাভূত করিয়া বিস্তৃত সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপ শা'র পঞ্চম-পুরুষ অধস্তন রাজা হরিহরদেব মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার অধিকৃত রাজ্যমধ্য দিয়া কোন মোগল রাজকন্যা সৈয়দ সালরের সমাধিসন্দর্শনে গমন করেন। রাজা তজ্জন্য রাজকন্যার নিকট হইতে কর আদায় করায় অকবরশাহ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন। পরে রাজা হরিহর দেব সম্রাটের পক্ষ হইয়া কাশ্মীরের রাজবিদ্রোহী শাসনকর্ত্তাকে দমন করেন, তজ্জন্য তিনি পুরস্কারস্বরূপ নয়খানি পরগণা সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই রাজবংশের সহিত উণাও-রাজবংশের কুটুম্বিতা আছে।

রামনগর ও বৌন্দিরাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতার ভৈরবানন্দ নামে এক ভ্রাতা ছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভবিষ্যদ্বাণী জানাইয়া স্বীয় খুল্লতাতকে নিবেদন করেন যে, আপনার আত্মোৎসর্গে আমাদের বংশমাহাত্ম্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তদনুসারে ভৈরবানন্দ চন্দাশিহলী গ্রামে একটী ইন্দারা সমীপে চত্বর গাঁথাইয়া তাহার উপর হইতে কূপ মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। তদবধি সেই স্থান একটী পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। রায়েকবাড়গণ প্রতিবৎসর ঐ তীর্থে আসিয়া থাকে।

স্থানভেদে ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর রাজপুতের মধ্যে আদান প্রদান করে। রায়বেরেলী জেলায় তাহারা বিষেণ ও ঘর্ঘরাবাসী বাঈদিগের কন্যাগ্রহণ এবং আমেঠিয়া, পণবার ও বাঈদিগকে কন্যা দান করে। বেরেলীতে বাচাল ও গৌতমের ঘরে ছেলের বিবাহ দেয়। ফরুখাবাদীরা বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় এবং সোমবংশী, রাঠোর ও চৌহানের ঘরে কন্যাদান করে। ইহারা পুত্রের বিবাহ অপর সকল ঘরেই দিতে পারে।

রায়েন, উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসী জাতিবিশেষ। কৃষক ও মালীর কার্য্য করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। রোহিলখণ্ড ও মিরাট্ বিভাগে হিন্দু ও ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী এই দুই শ্রেণীর রায়েনের বাস আছে। পঞ্জাব প্রদেশে ইহারা 'অরায়েন' নামে পরিচিত। শির্সা, রাণিয়া ও দিল্লীবাসী রায়েনরা হিন্দু ও রাজপুত এবং লাহোরপ্রতিষ্ঠাতা রাজা লবের পৌত্র রায় জাজের বংশধর বলিয়া খ্যাত। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে সাহাবউদ্দীন্ ঘোরীর রাজ্যকালে ইহারা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। জালন্ধরবাসী রায়েনরা বলে যে, তাহারা রাজা করণের ৫ম পুরুষ অধস্তন রাজা ভূতের বংশধর। উচ্ছপ্রদেশে তাহাদের বাস ছিল। গজনীপতি মাহ্মূদ্ তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করে। উচ্ছপতি বসন্তী নামা কোন রায়েন কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা জানাইলে, তাহারা অস্বীকার করে; তদনন্তর রাজা তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তাহারা শির্সা ও পঞ্জাবের নানাস্থানে যাইয়া বাস করে। এই ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে;—

* দেবীভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ২৪ অধ্যায়ে গোকুলবাসী গোপ ও গোপপত্নীগণের দেবাংশত্ব কথিত আছে।

"উচ্ছ না দিতে ভূতিঞা চাতা বসন্তী নায়।
দানা পানি চুক গয়া চাবন মোতিহার॥"

হিসারবাসী রায়নেরা বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে রাজপুত ছিল, ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর, জাতীয় সম্মান হারায় ও সমাজভ্রষ্ট হইয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে এখনও বিয়োহা, চৌহান ও ভাটী প্রভৃতি রাজপুতের গোত্র প্রচলিত দেখা যায়। তন্মধ্যে কট্‌মা গোত্রই রায়েন জাতির আদি গোত্র বলিয়া বোধ হয়।

শির্সাবাসী রায়েনরা বলে যে, শত্রুদলকর্ত্তৃক উচ্ছ হইতে তাড়িত হইয়া তাহারা মুলতানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করায় অব্যাহতি পায়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় তাহারা ঘাঘর নদীর কূলে আসিয়া ভাটনের হইতে ফতেহাবাদের তোহানা পর্য্যন্ত ঘাঘর উপত্যকা অধিকার করিয়া চাসবাস করিতে থাকে। এই সময়ে লুণ্ঠনপ্রিয় ভট্টিদিগের উপদ্রবে শক্তিহীন হইয়া তাহারা বরেলী, পিলিভিৎ ও রামপুর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বাস করে।

রায়োবাজ (পুং) ঋষিভেদ।

রাবোবাজীয় (ত্রি) সামভেদ।

রারা (পুং) ১ সৌন্দর্য্য। ২ আলোক। ৩ জ্যোতি। রায়া এইরূপ পাঠও দেখা যায়।

রাল (পুং) সর্জ্জতরু। (Mimosa Rubicaulis) ধুনোর গাছ। হিন্দী—কিংলি, তৈলঙ্গ—সর্জ্জরসমু। ২ সর্জ্জরস, সালবৃক্ষ নির্য্যাস, চলিত ধুনা। পর্য্যায়—সাল, কনকলোদ্ভব, ললন, সালনির্য্যাস, দেবেষ্ট, শীতল, বহুরূপ, সালরস, সর্জ্জনির্য্যাসক, সুরভি, সুরধূপ, যক্ষধূপ, অগ্নিবল্লভ, কল, কললজ। ইহার গুণ—শীতল, স্নিগ্ধ, কষায়, তিক্ত, সংগ্রাহক, বাঁতপিত্ত, স্ফোটক, কণ্ডু ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

রালকার্য্য (পুং) রালস্ত সালরসস্ত কার্য্যং যত্র। সালবৃক্ষ।

রাব (পুং) রবণমিতি রু-ধ্বনৌ ঘঞ্। শব্দ। (শব্দরত্না°)

রাবজী মোডক, নীতিমুকুলপ্রণেতা।

রাবণ (পুং) রবণস্তাপত্যমিতি রবণ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। যদ্বা রাবয়তি ভীষয়তি সর্ব্বানিতি রু-ণিচ্-ল্যু। ১ মুহূর্ত্ত। ২ লঙ্কাধিপতি, পর্য্যায়—পৌলস্ত্য, রক্ষস্, লঙ্কেশ, দশকন্ধর, দশকণ্ঠ, নিকষাত্মজ, রাক্ষসেন্দ্র, পঙ্‌ক্তিগ্রীব, দশানন, লঙ্কাপতি, দশাস্ত। (জটাধর)

ইহার নাম নিরুক্তি—

"যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না বীরো ভবিষ্যসি॥" (রামায়ণ)

তাঁহার দ্বারা ত্রিলোক দ্রাবিত ও ভীত হইত এই জন্য তিনি রাবণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই রাক্ষসাধিপতি রাবণের উৎপত্তি ও নিধনাদির বিষয় রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মার পৌত্র পুলস্ত্য, তাঁহার তনয় বিশ্রবা, রাবণ এই বিশ্রবার নন্দন।

লঙ্কায় রাক্ষসগণের বাসভূমি ছিল, এই রাক্ষসগণের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর ঘোরতর সংগ্রাম হয়। পরে রাক্ষসগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পাতালে গমন করে। ইহাদিগের মধ্যে সুমালী নামক রাক্ষসের কৈকসী নামে পরম রমণীয়া এক কন্যা ছিল, সুমালী রসাতলে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া এই কন্যার বিবাহের জন্য তাহাকে লইয়া রসাতল হইতে নির্গত হয় এবং মনে মনে চিন্তা করিতে থাকে যে, এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই সন্তান যেন বিষ্ণুকে দমন করিতে পারে।

সুমালী কন্যার বর মনে মনে স্থির করিয়া কন্যাকে কহিলেন পুত্রি! তুমি প্রজাপতিকুলসম্ভূত পুলস্ত্যতনয় বিশ্রবার নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া অতিতেজঃসম্পন্ন শত্রুদমনসমর্থ এক পুত্র প্রার্থনা কর। কৈকসী পিতার আদেশে বিশ্রবা যে স্থলে তপস্যা করিতেছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন বিশ্রবা এই অনবদ্যা কুমারীকে অবলোকন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভদ্রে! তুমি কাহার দুহিতা? কোন স্থান হইতে কি প্রয়োজনেই বা এখানে আসিয়াছ? কৈকসী মুনিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া লজ্জাবনতমুখে বলিলেন, মুনিবর! আমি পিতার আদেশে এখানে আসিয়াছি, আমার নাম কৈকসী, আর সমস্ত বিষয় আপনি তপঃপ্রভাবে অবগত হউন, আর কিছুই আমি বলিতে পারিব না।

বিশ্রবা তপোবলে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে কহিলেন ভদ্রে! তুমি আমা হইতে পুত্র বাসনা করিয়াছ, এখন তোমার যেরূপ পুত্র হইবে, তদ্বিষয় শ্রবণ কর। ক্রূরবান্ধবগণের প্রিয়, ক্রূরস্বভাব, ঘোরাকৃতি, ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসসকল প্রসব করিবে। কৈকসী মুনিবাক্য শুনিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, অতএব আপনার নিকট হইতে ঈদৃশ দুরাচার পুত্র প্রার্থনা করি না, অতএব যাহাতে উত্তম পুত্র হয়, তাহা করুন।

বিশ্রবা কৈকসীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, তোমার কনিষ্ঠ পুত্র মদীয় বংশানুরূপ ধর্ম্মশীল হইবে জানিও। পরে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে কৈকসী বিশ্রবা হইতে এক সুদারুণ বীভৎস রাক্ষস প্রসব করিল। [illegible]

মস্তক, কেশকলাপ প্রদীপ্ত, ওষ্ঠ লোহিত, দন্ত বিশাল, বাহু বিংশতি ও বর্ণ ঘোরকৃষ্ণ। এই পুত্র জন্মিবামাত্র নানাপ্রকার ভয়াবহ উৎপাতসমূহ সংঘটিত হইতে লাগিল। পুত্রের দশগ্রীবা দেখিয়া পিতা পুত্রের দশগ্রীব নাম নির্দ্দেশ করিলেন।

পরে কৈকসীর গর্ভে কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে দুইপুত্র এবং শূর্পণখা নামে এক কন্যা হয়। ধনেশ্বর কুবেরও বিশ্রবা-নন্দন। তিনি তখন লঙ্কায় অবস্থিত ছিলেন। একদা বৈশ্রবণ ধনেশ্বর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে কৈকসী দশাননকে কহিল—পুত্র! এই ভ্রাতাকে নিরীক্ষণ কর, এই কুবের বিপুল ধনের অধিপতি ও তেজঃসম্পন্ন, তুমি যাহাতে এই ভ্রাতার তুল্য ঐশ্বর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

দশানন মাতার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি আপনার নিকট সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ভ্রাতার সদৃশ অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক হইব, অতএব আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। তখন দশানন ভ্রাতৃগণের সহিত ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, ক্রমে সহস্রবৎসর অতীত হইল, তখন রাবণ নিজের একটী মস্তক কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এইরূপে তাঁহার ৯ সহস্র বৎসর অতীত হইল, ক্রমে এক একটী করিয়া ৯টী মস্তক আহুতি প্রদত্ত হইল, তথাচ কিছুই ফলোদয় হইল না। দশসহস্র বৎসর সমাগত হইলে দশগ্রীব দশমশীর্ষ ছেদন করিতে বাসনা করিলে, লোকপিতামহ তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দশানন! আর দশমমস্তক ছেদন করিতে হইবে না, তোমার কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রীত হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

দশানন তখন ভক্তিভরে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! প্রাণীদিগের নিয়তই মৃত্যুভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, অপর কোন ভয় নাই, বিশেষতঃ মৃত্যুসম শত্রু আর নাই, অতএব আমি অমর হইতে বাসনা করি।

তখন ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, পৃথিবীতে কেহই অমর হইতে পারে না, তুমি অমর ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর। রাবণ তখন কহিলেন, ভগবন্! যদি একান্তই আপনি আমাকে অমর বর না দেন, তাহা হইলে যাহাতে আমি দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষঃ, নাগ ও সুপর্ণের অবধ্য হই, আপনি আমাকে এই বর দিন; মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিসকলকে আমি তৃণতুল্য জ্ঞান করি, সুতরাং অন্য প্রাণীর জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই। ব্রহ্মা রাবণের এই কথা শুনিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলেন এবং প্রীত হইয়া রাবণকে কহিলেন, তুমি যে সকল মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার সেই সকল মস্তক সেইরূপই হইবে এবং তুমি মনে মনে যে অভিলাষ করিবে, তাহা প্রাপ্ত হইবে। পিতামহ এইরূপ বলিবামাত্রই অনলে হুত তাহার মস্তক সকল পুনর্বার উত্থিত হইল।

সুমালী রাক্ষস রাবণাদির বরলাভবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভয়পরিহারপূর্ব্বক অনুচরগণের সহিত রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া রাবণকে কহিল, বৎস! তুমি ব্রহ্মার নিকট উত্তম বর লাভ করিয়াছ, আমরা বহুদিন অবধি এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি, এক্ষণে ভাগ্যক্রমে তাহা সফল হইল। আমরা যাহার জন্য লঙ্কাত্যাগ করিয়া পাতালে অবস্থান করিতেছিলাম, আমাদের সে ভয় অপনীত হইয়াছে, বিষ্ণুর ভয়ে আমরা এই স্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম। পুরাকালে লঙ্কানগরী রাক্ষসদিগের অধিকারে ছিল; এক্ষণে তোমার ভ্রাতা কুবের ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি যে কোন উপায়ে লঙ্কানগরী অধিকার কর, লঙ্কা অধিকার করিতে পারিলে রাক্ষসদিগের সুমহৎ কার্য্য করা হইবে। তুমিই লঙ্কায় রাজা হইবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।

রাবণ মাতামহ সুমালীর বাক্য শুনিয়া রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক তন্নগরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য কুবেরের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন, কুবের রাবণের দূতকে বলিয়া দেন যে, 'এই রাক্ষসশূন্যা লঙ্কাপুরী পিতা আমাকে দান করিয়াছিলেন, আমি তজ্জন্যই এইস্থলে পুরী-স্থাপন করিয়াছি, আমার এই রাজ্য ও পুরী তোমারই, অতএব তুমি অকণ্টক রাজ্যভোগ কর, আর আমার রাজ্য ও ধন তোমার সহিত অবিভক্ত হউক।

কুবের এইরূপে দূতকে বিদায় দিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। বিশ্রবা ইহা শুনিয়া কুবেরকে কহিলেন, পুত্র! দশানন আমার নিকট ইহাই বলিয়াছিল, আমি সেই দুর্ম্মতিকে বারংবার তিরস্কার করিয়াছিলাম। পরে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুমি ধ্বংস হইবে' এইরূপ অভিশাপও দিয়াছি। দুর্ম্মতি রাবণ বরপ্রভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছে, অতএব তুমি এইক্ষণ লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অনুচরগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তথায় বাসের জন্য পুরী নির্ম্মাণ কর।

কুবের লঙ্কাপরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া রাবণ অনুচরগণের সহিত লঙ্কায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাবণ ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন পরে মন্দোদরীর

গর্ভে মেঘনাদের জন্ম হয়। তখন রাবণ ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবন জয় করিলেন, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দিক্‌পালগণও পরাজিত হইয়া রাবণের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইলেন। সেই দুর্ব্বৃত্ত প্রথমে কুবেরকে পরাজয় করিয়া পুষ্পকরথ গ্রহণ করিল এবং সেই পুষ্পকরথ সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের সর্ব্বত্র গমন করিতে লাগিল।

দুষ্টপ্রকৃতি রাবণ পথমধ্যে দেবকন্যা, দানবকন্যা, রাজকন্যা ও ঋষিকন্যাদিগকে হরণ করিতে লাগিল। সে যাহাকে রূপবতী দেখিত, তাহার আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিয়া তাহাকে হরণ করিত। কেহই তাহাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারিত না। এইরূপে রাবণ অতিশয় গর্ব্বিত ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল।

একদা রম্ভা নামে এক অপ্সরা নলকুবরকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাহার সমীপে গমন করিতেছিল, দৈবাৎ পথিমধ্যে তাহার রাবণের সহিত সাক্ষাৎ হয়, রাবণ তাহাকে দেখিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে। তখন রম্ভা নিরুপায় হইয়া তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিতে থাকে, "আপনি আমার গুরুজন, আমি আপনার স্নুষা, সুতরাং কন্যাস্থানীয়া, আমাকে ধর্ষিতা করিবেন না।" রাবণ কামমদে উন্মত্ত, সুতরাং তাহার কোন কথা শুনিল না, তাহাকে বলপূর্ব্বক শিলাতলে স্থাপন করিয়া সম্ভোগ করিল।

রম্ভা তখন নিতান্ত অবমানিতা ও ধর্ম্মভ্রষ্টা হওয়ায় ক্রন্দন করিতে করিতে নলকুবরের নিকট উপস্থিত হইল। নলকুবর তাহার এই অবস্থা ও সমস্ত বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিল, "যদি কখন রাবণ কোন অকামা স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক সম্ভোগ করে, তাহা হইলে তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ সপ্তধা ছিন্ন হইবে।"

রাবণ নলকুবরের শাপে আর কোন অকামা স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক সম্ভোগ করিতে পারিত না। স্ত্রীদিগকে হরণ করিয়া ছল, বল, কৌশল বা প্রলোভন ইত্যাদিতে তাহাকে সকামা করিয়া তখন সম্ভোগ করিত। ইহাতেও যে প্রলুব্ধা হইত না, তাহাকে নানারূপ কষ্ট দিত।

রাবণ সহস্রবাহু অর্জ্জুনের পরাক্রমের কথা শুনিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হয়, অর্জ্জুন রাবণকে কারাগারে বন্ধন করিয়া রাখেন। পুলস্ত্য ইহা জানিতে পারিয়া অর্জ্জুনের নিকট ইহার বন্ধনমোচন প্রার্থনা করেন। তখন অর্জ্জুন রাবণকে বন্ধনবিমুক্ত করিয়া তাহার সহিত সখ্যতা-স্থাপন করেন।

পরে রাবণ বানররাজ বালীর পরাক্রমের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থে গমন করেন, বালী তখন সমুদ্র-তীরে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছিলেন। যুদ্ধার্থ রাবণকে আগত দেখিয়া তাহাকে লাঙ্গুলে বন্ধনপূর্ব্বক চারিটী সাগরে ভ্রমণ করাইয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তখন রাবণ নিতান্ত ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইয়া পরাজয় স্বীকার ও তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইল। রাবণের ভয়ে দেবগণও নিতান্ত ভীত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবন অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। রাবণ দেব, দানব প্রভৃতির অবধ্য, এই জন্য কেহই তাহার প্রতিকূলতাচরণে সমর্থ হইত না।

তখন ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিভুবনকে নিতান্ত উৎপীড়িত দেখিয়া ভূভারহরণের জন্য দশরথগৃহে নররূপে অবতীর্ণ হইলেন। নর ভক্ষ্য, সুতরাং উহাদ্বারা মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই, বলিয়া নরের অবধ্যত্ব বর রাবণ গ্রহণ করেন নাই। ভগবানের নররূপ ধারণের ইহাই অন্যতম কারণ।

ভগবানের অবতার রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিতে থাকেন। এই দণ্ডকারণ্যে শূর্পণখা খরদূষণ কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া অবস্থিতা ছিল। শূর্পণখা রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া কামপীড়িতা হয়, তখন শূর্পণখা অতি কমনীয় রমণীবেশে রামলক্ষ্মণকে মোহিত করিতে চেষ্টা করে। শূর্পণখা বারংবার রাম ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও তাহার সঙ্গ ছাড়ে না, তখন লক্ষ্মণ তাহার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন।

শূর্পণখা ইহাতে নিতান্ত অবমানিতা হইয়া রাবণের শরণাগত হয় এবং সীতার অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্যের বিষয় ভ্রাতার নিকট বর্ণনা করে। রাবণ সীতার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তাহাকে হরণ করিবার জন্য মারীচের নিকট গমন করেন। মারীচ রাবণের অভিপ্রায় জানিয়া রামের বলবীর্য্যের পরিচয় এবং তাড়কাবধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন। রাবণ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মারীচকে সঙ্গে লইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করেন। মারীচ সুবর্ণময় মৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার নিকটে বেড়াইতে লাগিলে সীতার আদেশে রামচন্দ্র তাহাকে ধরিতে গমন করেন। মায়ামৃগ কৌশলে রামচন্দ্রকে বহুদূরে লইয়া যাইয়া রামশরে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুর সময় লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

সীতা এই বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র বিপন্ন হইয়াছেন,

নিশ্চয় করিয়া তথায় লক্ষ্মণকে যাইতে আদেশ দেন। সীতাকে অরক্ষিতা অবস্থায় রাখিয়া যাইতে লক্ষ্মণ প্রথমে অস্বীকৃত হইলে সীতা তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। সীতার কটূক্তিতে বিরক্তচিত্ত হইয়া লক্ষ্মণ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

রাবণ তখন সীতাকে গৃহে একাকিনী অবস্থিত দেখিয়া অতিথিবেশে তাঁহার দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে হরণ করেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, জানিতে পারিয়া জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করেন, রাবণের সহিত তখন জটায়ুর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাবণ জটায়ুর পক্ষছেদ করিলে তিনি ভূতলে পতিত হন। রাবণ তখন সীতাকে লইয়া নিরাপদে লঙ্কায় গমন করেন। [রাম ও সীতা দেখ।]

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাস্থাপনপূর্ব্বক বালি রাজাকে বধ করেন, এবং বানরসৈন্য সহায় করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কারাজ্যে উপস্থিত হন। বিভীষণ রাবণকে সীতা ফিরাইয়া দিতে বলেন, কিন্তু রাবণ বিভীষণের হিতকথা না শুনিয়া তাহাকে অপমান করেন। বিভীষণ অপমান ও দুঃখে রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হন। রাম বিভীষণকে মিত্রলাভ করিয়া প্রবল বিক্রমে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণ রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে ক্রমে হীনবল হইতে লাগিলেন। রাবণ রামচন্দ্রের বলবিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করেন, কুম্ভকর্ণও রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পরে মেঘনাদ প্রভৃতি রাবণের পুত্র ও পৌত্রাদি সকলই বিনষ্ট হইল। পুত্রপৌত্রাদি ও সৈন্য সকল বিনষ্ট হওয়ায় রাবণ নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়েন।

রাবণ এই যুদ্ধে মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া প্রবল বিক্রমে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উভয় বীরে ত্রিভুবন ধ্বংসকর তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধ দেখিতে দেবতা, দানব, যক্ষ, পিশাচ প্রভৃতি উপস্থিত হইল। ক্রমে সপ্তরাত্র অতিবাহিত হইল, কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না।

তখন দেবরাজ প্রেরিত মাতলি রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, দেব! অদ্য ইহার বিনাশকাল উপস্থিত, অন্য কোন অস্ত্রে ইহার নিধন হইবে না, আপনি ইহার বধের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন। তখন রামচন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্যপ্রদত্ত অমোঘ ব্রহ্মদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই অস্ত্রের বেগে পবন, ফলকে হুতাশন ও তপন, সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মা, গুরুত্বে মেরু ও মন্দরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদ্বয় অবস্থান করিতেছিলেন। রামচন্দ্র এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে রাবণ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

রাবণ নিহত হইলে অন্তরীক্ষে শুভসূচক দেবদুন্দুভি বাদিত হইল; নভোমণ্ডল হইতে মনোহর ও অনন্যদুর্লভ পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইয়া রামচন্দ্রের রথকে বিকীরিত করিল। পৃথিবীর ভার হ্রাস হওয়ায় পৃথিবী সুস্থা হইলেন। (রামায়ণ)

রাবণ, ১ অর্কপ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। ২ ঋগ্বেদভাষ্য ও শ্রীসূক্তভাষ্যরচয়িতা। ৩ সামবেদভাষ্যকার।

রাবণগঙ্গা (স্ত্রী) রাবণেন কৃতা গঙ্গা। সিংহলদেশে প্রবাহিত নদী বিশেষ। (গরুড়পু০ ৭০ম অ০)

রাবণবংশী, পশ্চিমবঙ্গবাসী জাতিবিশেষ।

রাবণশর্ম্মা (চম্পাতি), বর্ষকৃত্যরচয়িতা।

রাবণহস্ত্র, তারসংযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

রাবণহ্রদ (পুং) হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বস্থ একটী হ্রদ। পুণ্যতীর্থ মানসসরোবরের অদূরে অবস্থিত। এখানকার পুণ্যবারিপ্রবাহ হইতে শতদ্রুনদ উদ্ভূত হইয়াছে।

রাবণারি (পুং) রাবণস্য অরিঃ শত্রুঃ। শ্রীরাম।

"বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্।"
(মহানাটক)

রাবণি (পুং) রবণস্যাপত্যমিতি রাবণ (অত ইঞ্। পা ৪।১।৯৫) ইতি ইঞ্। রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিৎ।

"রাবণিঃ শক্রজিন্মেঘনাদো মন্দোদরীসুতঃ।" (হেম)

২ রাবণের পুত্র মাত্র।

রাবন্ (ত্রি) রাতীতি রা দানে বনিপ্। আহুতি ও দক্ষিণার দাতা। "আদদে রাবসি" শুক্লযজু০ ৬৩০) রাবাসি রা দানে রাতীতি রা বা বনিপ্, আহুতীনাং দক্ষিণানাঞ্চ দাতা ভবসি।' (বেদদীপ)

রাবল, ১ হিমালয়স্থ প্রসিদ্ধতীর্থ বদরীনাথ মন্দিরের পুরোহিতগণের উপাধি। ইঁহারা সকলেই মলবারবাসী নম্বুরী ব্রাহ্মণ।

২ রাজপুত সামন্তগণের উপাধিবিশেষ। রাজপুতপ্রসিদ্ধ মেবাররাজগণও এই সম্মানসূচক উপাধিগ্রহণ করিতেন। পরে তাহারা সংস্কৃত রাণা শব্দ ব্যবহার করেন। মারবাড় রাজবংশ এখনও মহারাবল উপাধিতে সম্মানিত। দঙ্গপুরের আহেরিয়াবংশ, ভাবনগরের রাজবংশ এবং জয়শালমীরের যদুবংশ সকলেই গৌরবজ্ঞাপক রাবল উপাধিতে ভূষিত। এই উপাধি সম্ভবতঃ শকজাতির ছিল। পূর্ব্বে শকসর্দ্দারগণ এই উপাধি ধারণ করিতেন। (Tod. I. p. 213)

রাবলগণপতি, মুহূর্ত্তগণপতি ও সম্বন্ধগণপতিপ্রণেতা। রাবল হরিশঙ্কর সুরির পুত্র।

রাবলপিণ্ডি, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত একটী বিভাগ। তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন ও বিভাগীয় কমিসনর দ্বারা পরিচালিত। অক্ষা০ ৩১° ৩২´ হইতে ৩৪° উ: এবং দ্রাঘি০ ৭১° ৩৭´ হইতে ৭৪° ৩১´ পূ: মধ্য। ভূপরিমাণ ১৫৪৩৫ বর্গমাইল। রাবলপিণ্ডি, ঝিলাম্, গুজরাট ও শাহপুর জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার উত্তরে হাজারা ও পেশাবর জেলা, পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ্য, দক্ষিণে ঝঙ্গ, গুজ্রানবালা ও শিয়ালকোট জেলা এবং পশ্চিমে কোহাট্, বান্নু ও দেরা-ইস্মাইল খাঁ জেলা। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।

এই বিভাগের রাবলপিণ্ডি, ঝিলাম, গুজরাট্, পিণ্ডদাদনখাঁ, ভেরা ও জালালপুর নগর প্রধান। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও ১৮টী নগর আছে।

২ উক্ত বিভাগের একটী জেলা। অক্ষা০ ৩৩° ৩´ হইতে ৩৪° ৪´ উ: এবং দ্রাঘি০ ৭১° ৪৬´ হইতে ৭৩° ৪১´ পূ: মধ্য। ভূপরিমাণ ৪৮৬১ বর্গমাইল। হিমালয় পর্ব্বতের বহি:প্রদেশ, লবণশৈল ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী স্থান লইয়া এই জেলা গঠিত। ইহার উত্তরসীমায় হাজারাজেলা, পূর্ব্বে ঝিলাম (বিতস্তা) নদী, দক্ষিণে ঝিলামজেলা এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ। সিন্ধুনদ পেশাবর ও কোহাট হইতে রাবলপিণ্ডি পৃথক্ রাখিয়াছে। পিণ্ডিঘেব, আটক, ফতেজঙ্গ, গুজরখান্, রাবলপিণ্ডি, মড়ি ও কহুতা নামক ৭টী উপবিভাগে এই জেলা বিভক্ত। রাবলপিণ্ডি নগরে জেলার বিচার সদর।

এই জেলা হিমালয়ের ক্রমোচ্চনিম্ন সানুদেশের শিখরমালায় পূর্ণ। উহারা ক্রমশঃই সিন্ধু-সাগর অন্তর্ব্বেদীর অভিমুখে প্রস্থত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে এইরূপে পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত থাকায়, জেলার সর্ব্বত্রই উপত্যকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রসমূহ নানারূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। কোথাও শ্যামল শস্যক্ষেত্র, কোথাও নিবিড় বনমালা, কোথাও বা উপত্যকাতটধৌতকারিণী নির্ঝরিণীস্রোতঃ কুলকুলনাদে পর্ব্বতকন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতশিখর, যেন নিরন্তর শুভ্রমেঘে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, উহারই নিম্নদেশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার ন্যায় পর্ব্বতগাত্রসমাচ্ছাদী বনমালাসমূহ পর্ব্বতের ঢালুদেশে যেন স্তরে স্তরে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহারই মধ্যস্থলে কোন কোন অগ্রমুখী অধিত্যকাখণ্ডে পার্ব্বত্য পর্ণকুটীরাবলী বনমালার অন্তরালে যেন উঁকি মারিয়া দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। কোথাও পর্ব্বতের তুঙ্গশৃঙ্গে সুদৃশ্যময় মস্জিদ্ উচ্চশিরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই নির্জ্জন প্রান্তরবাসী জনগণকে ধর্ম্মের প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে। স্বভাবসৌন্দর্য্যের এই সকল গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া, শিখ ও ঘকরজাতীয় সর্দ্দারগণের ভীষণাকার গিরিদুর্গসমূহ সমুন্নত শৈলশিখরে অবস্থিত রহিয়াছে। উহা দেখিলেই বোধ হয়, যেন তথাকার রাজগণের প্রচণ্ড রাজদণ্ড সেই সুদূর পার্ব্বত্যপ্রদেশেও অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সীমান্ত শত্রুগণের উপদ্রব নিবারণের জন্যই উক্ত রাজগণ পর্ব্বতপ্রান্তে দুর্গনির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দক্ষিণসীমান্তে পর্ব্বতের ঢালুগাত্র ক্রমশঃই অপেক্ষাকৃত সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। একটী বালুপাথরের পাহাড় এই স্থান হইতে ঝিলাম উপত্যকাকে পৃথক্ রাখিয়াছে।

স্থানবিশেষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও যেমন পৃথক্, ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশেও সেইরূপ ঋতুপার্থক্যও লক্ষিত হয়। যেন স্বভাবসুন্দরী বনদেবী নিজহস্তে রেখা টানিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুর বিপর্য্যয়ও নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। বিপাশা নদীর সমতটে বিস্তৃত মরিগিরিশ্রেণীতে ৮০০০ ফিট্ উচ্চে স্বাস্থ্যাবাস; এইস্থান নানাজাতীয় বৃক্ষে পূর্ণ। এই শৃঙ্গ ক্রমশ: হাজারা জেলায় প্রধাবিত হইয়া কাশ্মীরের তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতে গিয়া মিশিয়াছে, সুতরাং ঐ স্বাস্থ্যাবাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বিচিত্র পার্ব্বত্য চিত্রসমূহ সম্মুখে আসিয়া পড়ে। এই বিভাগে ঋতুর আনুকুল্যে পর্ব্বতগাত্র বনমালা ও শস্যক্ষেত্র সমাচ্ছাদিত দেখা যায়, পক্ষান্তরে পশ্চিমবিভাগে ইহার প্রকৃতি ভিন্নরূপ।

সিন্ধুনদের অপর পারস্থিত পশ্চিম-পার্ব্বত্যভূভাগ সিন্ধুনদের শাখাপ্রশাখাদ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্থানে স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতচূড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাখিয়াছে। এই স্থান শুষ্ক ও অনুর্ব্বর। এখানে অতি স্বল্পপরিমাণেই উদ্ভিজ্জাদি জন্মিয়া থাকে। উপত্যকাদেশ জলবিধৌত পর্ব্বতকন্দরে পরিণত। ঐ সকল খাত একমাত্র বন্যার সময়েই পূর্ণ থাকে।

পার্ব্বতীয় অধিবাসীরা একস্থানে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। অধিকসংখ্যক লোকের একত্র বাসহেতু গ্রামটীও সুবৃহৎ উপনিবেশের মত দেখায়। কারণ এরূপ উষর পার্ব্বত্যভূমে বিভিন্নগ্রামে নিবদ্ধ হইয়া বাস করা সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। পশ্চিমবিভাগের পর্ব্বতরাজির মধ্যে চিত্তপাহাড়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে ভূতত্ত্বের অনেক প্রাচীন নিদর্শন পতিত আছে। উত্তরে শস্যবিহীন মরুসদৃশ উষর-ভূমির মধ্যে চাচ্ উপত্যকা যেন 'ওয়েসিসের' ন্যায় সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

পর্ব্বতশিখরোপরি দুর্গাদিপরিশোভিত আটকনগর সিন্ধু-তীরে অবস্থিত থাকিয়া উন্নতশিরে স্বীয় পূর্ব্বগৌরব জ্ঞাপন করিতেছে।

এখানে যে সকল নদ ও নদী আছে তন্মধ্যে সিন্ধুনদ সর্ব্বপ্রধান। সামান্য পার্ব্বতীয় স্রোতোরূপে হাজারা জেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ইহা চাচ্ ও যুসুফ্জৈর উর্ব্বরপ্রান্তর মধ্যে ১।০ মাইল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আটকের ৩ মাইল দক্ষিণে এই নদীর উপর দিয়া রেলপথবিস্তারের জন্য দৃঢ়বন্ধন লৌহসেতু নির্ম্মিত হয়। ঝিলাম্ (Hydaspes) বা বিতস্তা নদী এই জেলার পূর্ব্বসীমান্তে প্রবাহিত। সোহান নামক নদী মরিশৈল হইতে উদ্ভূত হইয়া গভীর উপত্যকা মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। অবশেষে ফর্বাল সন্নিহিত ধ্বস্তপ্রায় গক্করদুর্গের সমীপদেশে সমতলক্ষেত্রে পড়িয়া জেলার দক্ষিণপশ্চিম অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। রাবলপিণ্ডি নগরের ৩ মাইল দক্ষিণে এই নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত আছে। বন্যা ব্যতীত সকল সময়েই এই নদীতে নৌকাপথে গমনাগমন করা যায়। হাজারাশৈলের জলপ্রবাহই হারোনদী নামে কথিত। ইহা পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া আটকের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে সিন্ধুনদে মিলিয়াছে। ইহার স্রোতোবেগ স্থানীয় কএকটী ময়দার কলে সঞ্চালন-শক্তি (Motive power) দান করিতেছে। পার্ব্বতীয় বনভাগে নানাপ্রকার বৃক্ষ ও নানাজাতীয় জীবজন্তু দেখা যায়।

[বিস্তৃত বিবরণ হিমালয় শব্দে দেখ।]

এখানে খনিজপদার্থের অভাব নাই। কাবাগড়শৈলে 'আব্রি' নামক মর্ম্মরপ্রস্তর পাওয়া যায়, উহা দৃঢ় এবং ঘটী বাটী প্রভৃতি পাত্র প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত। রাবলপিণ্ডি নগরের উত্তরপূর্ব্বে জোহ্রাগ্রামে গন্ধক এবং রট্টহোতর ও সাদকল গ্রামে মেটে-তৈল পাওয়া যায়। কএকটী কয়লার খনিও আছে। পঞ্জাবনর্দ্দারণ ষ্টেট্ রেলওয়ে কোম্পানী উহার কয়লা উত্তোলন করিতেছেন। সিন্ধুস্রোতে বালুকণার সহিত সামান্য পরিমাণে স্বর্ণকণাও পাওয়া যায়। জিপ্‌সাম, লিগ্‌নাইট্ ও এন্থ্রাসাইট্ নামক মূল্যবান্ প্রস্তর পার্ব্বত্যভূভাগে অল্পবিস্তর দৃষ্ট হয়।

ভারতের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই জেলার প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস সমধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতীয় যুগে যদিও গান্ধাররাজ্যের উল্লেখপ্রসঙ্গে এই স্থানের কোন বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি মাকিদনবীর আলেকসান্দারের অভিযান সময়ের অনেক গুলি ঐতিহাসিক ঘটনা এখানকার ভিন্ন ভিন্ন নগরে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। প্লিনি ও আরিয়ানের বিবরণীতে সেই সকল স্থান ঐতিহাসিকতত্ত্বের পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে।

আলেকসান্দারের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্তলেখকগণের বিবরণীতে প্রকাশ যে, সিন্ধুসাগর-দোয়াবে বহু প্রাচীনকাল হইতে তক্ষ নামক জাতির বাস ছিল। প্রবাদ, তাহারাই তক্ষশিলা নগরী স্থাপন করিয়াছিল। আলেকসান্দার, সিন্ধু ও বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী স্থানে এরূপ সুবিস্তৃত, বহুজনপূর্ণ ও বিশেষ সমৃদ্ধশালী নগর তৎকালে পঞ্জাবপ্রদেশে আর দেখেন নাই। ঐ সময়ে এই তক্ষশিলারাজ্য* মগধরাজ্যের অধীন ছিল। এখানকার অধিবাসিবৃন্দ রাজদ্রোহী হইলে যুবরাজ অশোক তাহাদিগকে দমনার্থ পঞ্চনদে উপস্থিত হন। পরে সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিয়া এই স্থান বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামাদিতে সুশোভিত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্‌সিয়াং খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৭ম শতাব্দে এই স্থান পরিদর্শন করিয়া যে সকল বৌদ্ধবিহার ও মঠাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয় যে, মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। এখনও এই জেলার বহুতর স্থানে প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং আজিও অনেক স্থান গৌতমবুদ্ধের জীবনেতিবৃত্তের উপাখ্যানের সহিত সম্নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আলেকসান্দারের সময় হইতে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দ পর্য্যন্ত পশ্চিমভারতসীমান্তের ইতিবৃত্তচিত্র যে গাঢ় অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল, মুসলমান আক্রমণেই সর্ব্বপ্রথমে তাহা উন্মোচিত হয়। মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, উক্ত শতাব্দে তক্ষশিলার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে গক্করজাতির বাস ছিল। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন, ইহারা বর্ব্বর ও অসভ্য এবং [illegible]হত্যা ও বহুস্বামিকবৃত্তি প্রভৃতি নানাবিধ জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত।

১০০৮ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মাহ্মুদ যখন সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করিয়া চাচ্ উপত্যকার সমতলক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হন, তখন রাজপুতনেতা পৃথ্বীরাজের অধীনে কএকজন রাজপুতসামন্ত সম্মিলিত হইয়া মাহ্মুদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ঐ সময়ে প্রায় ৩০ হাজার গক্করসৈন্য ভীমবেগে আক্রমণ করিয়া মুসলমান সেনাদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে রাজপুতগণ মুসলমানের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং ক্রমশঃ সমগ্র উত্তরভারতবাসী বিজেতা মুসলমানের পদানত হয়। অতঃপর মাহ্মুদ গক্করদিগকে পার্ব্বত্য নিভৃত

* এই জেলার মর্গালা গিরিশঙ্কটের উত্তরে শাহদেরী বা ডেরিশাহান্ নামক স্থানে যে বিস্তৃত ধ্বস্ত নিদর্শন পতিত আছে, তাহাই প্রাচীন তক্ষশিলা রাজ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

নিকুঞ্জে স্বাধীনভাবে বাস করিতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ও শস্যসমৃদ্ধিপূর্ণ জনপদ অধিকারে অগ্রসর হইলেন।

১২০৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত খারিজম্-যুদ্ধে সাহাবুদ্দীন্-ঘোরীর পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া জয়োন্মত্ত গক্করজাতি মুসলমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাচরণ করে এবং লাহোর-রাজধানীর প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত সমগ্র পঞ্জাবপ্রদেশ উপদ্রবে উৎসন্ন করিয়া তুলে। এই সংবাদে সংক্ষুব্ধ হইয়া মুসলমান সুলতান সাহাবুদ্দীন্‌ঘোরী অকস্মাৎ ভারতে আসিয়া উপনীত হন এবং বিদ্রোহী গক্করদিগকে দলে দলে নিহত করিয়া বৈরনির্য্যাতনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি জীবননাশের ভয় দেখাইয়া গক্করজাতিকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া ছিলেন।

সাহাবুদ্দীন্ গক্করজাতিকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিশেষ লাভবান্ হন নাই; কারণ তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া স্বীয় পাশ্চাত্যরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতেই রজনীর গাঢ় অন্ধকারে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত একদল গক্কর তাঁহার পদানুসরণ করিয়া সেই ঘোরনিশীথে সিন্ধুনদ সন্তরণপূর্ব্বক নিদ্রিত সাহাব্‌উদ্দীন্‌কে তাঁহার শিবির মধ্যে আক্রমণ ও নিহত করে। পরবর্ত্তী মুসলমান রাজগণের শাসনকালে যখনই গক্করগণ শাসনবিশৃঙ্খলা বা শৈথিল্য দেখিয়াছিল, তখনই তাহারা সুযোগ বুঝিয়া রাজদ্রোহিতাচরণে পরাঙ্মুখ হয় নাই।

মোগলসম্রাট্ বাবরশাহ গক্কররাজধানী ফর্‌বালা আক্রমণ করেন। তিনি স্বহস্ত লিখিত আত্মজীবনীতে ঐ যুদ্ধের বিবরণ এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—[illegible]নগর পর্ব্বতোপরি স্থাপিত। গক্করসর্দ্দার হাতী খাঁ বিশেষ বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা করিয়াও যখন বুঝিলেন, মোগলযুদ্ধে আর উপায়ান্তর নাই এবং মোগলবাহিনী একদিকের দ্বার ভগ্ন করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছে, তখন তিনি অন্যোপায় হইয়া অপর দ্বার দিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে হাতী খাঁ স্বীয় সম্পর্কীয় ভ্রাতা সুলতান সারঙ্গকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হন। উক্ত সুলতান সারঙ্গ বাবরশাহের অধীনতা স্বীকার করায় সম্রাটের নিকট হইতে পুৎবার-রাজ্য পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে গক্করসর্দ্দারগণ মোগল-রাজবংশের সহিত চিরবন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। শেরশাহের হুমায়ুনের যুদ্ধকালে এই গক্করপতি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

দিল্লীসাম্রাজ্যে মোগলরাজকেতন যখন সগর্ব্বে বাত্যা-ন্দোলিত হইয়াছিল, তখন উক্ত সারঙ্গের বংশধরগণ পঞ্জাব-প্রদেশে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের আহৃত রাজ্য সসম্মানে ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু সেই মোগলসাম্রাজ্যের কেন্দ্রশক্তির অবসানে তদ্বংশধরেরা পার্শ্ববর্ত্তী সামন্তরাজগণের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া পড়েন। সর্ব্বগ্রাসী শিখশক্তিপুঞ্জ অবশেষে পঞ্চনদ-বাসী অন্যান্য রাজন্যগণের ন্যায় এই সুপ্রাচীন গক্কররাজকেও আপনার করতলগত করিয়া লইয়াছিল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসাম্রাজ্যরশ্মি শিথিল হইয়া পড়িলে বিখ্যাত শিখসর্দ্দার গুজরসিংহভঙ্গী লাহোর হইতে সদলে বহির্গত হইয়া শেষ স্বাধীন গক্করপতি মক্‌রাব্ খাঁকে আক্রমণ করেন। মক্‌রাব্ শিখসৈন্যের হস্তে গুজরাট-নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে পরাজিত হন এবং বিতস্তা নদীর অপর পারে পলাইয়া যান। এখানে তাঁহার স্বজাতীয় শত্রুদল তাঁহাকে বিশেষ নিষ্ঠুর ভাবে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠন ও বণ্টন করিয়া লয়। কিন্তু তৎকালে ঐ লুণ্ঠনকারী দস্যু-দলের মধ্যে পরস্পর মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সর্দ্দার গুজরসিংহ অবসর বুঝিয়া তাহাদের একে একে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করেন।

শিখগণ আপনাদের চিরপ্রসিদ্ধ অর্থগৃধ্নুতার সহিত রাবল-পিণ্ডি শাসন করিয়াছিল। প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এককপর্দ্দকও তাহারা আদায় করিত, ততক্ষণ তাহারা সামান্য প্রজাকেও ছাড়িয়া দেয় নাই। রাজস্বের অছিলায় তাহারা একে একে সমগ্র রাবলপিণ্ডি-বাসীকে ধনশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। সর্দ্দার গুজরসিংহের পর, তৎপুত্র সাহিব্‌সিংহ ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রদেশ শাসন করেন। তৎপরে উহা পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ-সিংহের অধিকারভুক্ত হয়।

মাল্‌কাসিংহ নামে [illegible]র একজন শিখসর্দ্দার রাবলপিণ্ডি নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অধিকারপূর্ব্বক তথায় স্বীয় বাস-ভবন নির্ম্মাণ করান। তৎকালে এইস্থান একটী সামান্য গ্রামরূপে পরিণত ছিল। আফ্‌গান জাতির উপর্য্যুপরি আক্র-মণ ও গক্করজাতির নানারূপ বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও তিনি অচিরকাল-মধ্যে স্বীয় ভুজবলে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আয়ের একটী ক্ষুদ্র-রাজ্য অধিকার করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মাল্‌কাসিংহের মৃত্যু ঘটিলে, তৎপুত্র জীবনসিংহ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহ সর্দ্দার জীবনসিংহের অধিকার সাব্যস্ত করিয়া একখানি সনদ দেন; কিন্তু জীবনসিংহের মৃত্যুর পর, ঐ সম্পত্তি লাহোর রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। মরি ও অন্যান্য পার্ব্বত্যপ্রদেশে গক্করগণ

অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ যুদ্ধে শিখগণ গক্কর-জাতিকে পরাজিত করিয়া সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশ অধিকার করে। এই যুদ্ধে শিখহস্তে গক্করজাতি প্রায় নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং সমগ্র পার্ব্বত্যপ্রদেশ জনশূন্য মরুভূমির ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছিল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য শিখরাজ্যের সহিত রাবলপিণ্ডিও ইংরাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এখানে বিদ্রোহের সূচনা হইলেও সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই স্থান শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু শিখ ও গক্করজাতির আন্তর্জাতিক কলহ কখনও নিবারিত হয় নাই। জনশূন্য পার্ব্বত্য কন্দরাদিতে ব্রিটীশশাসন বিস্তৃত হইলেও, ইংরাজ-রাজ তথায় রাজকীয় প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে ইংরাজরাজের শক্তির পরিচয় উপলব্ধি করিয়া মরিশৈলবাসী পার্ব্বত্য গক্করজাতি পূর্ব্বতন কলহসূত্রে উত্তেজিত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাহারা তথাকার ইংরাজনিবাস আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করে। ইংরাজগণ কোন দেশীয় বিশ্বস্ত অনুচরের মুখে পূর্ব্বেই এই সংবাদ পায় এবং য়ুরোপীয় রমণী-গণকে স্থানান্তরে রাখিয়া শত্রুদলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। বিদ্রোহিদল মনে ভাবিয়াছিল যে, ইংরাজেরা তাহাদের আগমন-সংবাদ অবগত না থাকায় শত্রুপক্ষের আচম্বিত আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়িবে; কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। বিদ্রোহিদল সম্মুখে আসিতে না আসিতেই সসজ্জিত ইংরাজসেনাবৃন্দ গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ গোলাপাতে আততায়ীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং সেই অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইল। তদবধি আর তাহারা দলবদ্ধ হইতে পারে নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগঠন করিয়া সুবিধা পাইলেই তাহারা ইংরাজাধিকারে অযথা অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে থাকে।

রাবলপিণ্ডি, পিণ্ডিঘেব, হাজ্রো, ফতেজঙ্গ, আটক, মোখাদ্, মরি ও কাম্বেলপুর প্রভৃতি নগর অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী। তন্মধ্যে রাবলপিণ্ডি, আটক, মরি ও কাম্বেল-পুরে ইংরাজরাজের সেনানিবাস আছে। লাহোর, পিণ্ডদাদন খাঁ, মুলতান, পেশাবর, স্বাত, লক্ষ্মণঝোলা ও মরি প্রভৃতি স্থানজাত দ্রব্যের আমদানী লইয়াই এখানকার কারবার। রাবলপিণ্ডি ও হাজ্রো নগর ভিন্ন আর কোথাও তেমন বাণিজ্যের প্রসার নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মরিসহরে য়ুরোপীয় বণিক্ পুঙ্গবগণের যত্নে একটী মদের ভাটী স্থাপিত হয়; এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে দেশীয় কার্পাসবস্ত্র এবং ফতেজঙ্গ ও পিণ্ডিঘেব্ নগরে পশমী কম্বল প্রস্তুতের কারবার আছে।

৩ উক্ত জেলার উত্তরপূর্ব্ব তহসীল। মরিশৈলমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ। ভূ-পরিমাণ ৭৬৯ বর্গমাইল।

৪ উক্ত জেলার প্রধাননগর ও বিচার সদর। এখানে ইংরাজ-সেনাদলের একটী ছাউনী আছে। এই নগর লেহ নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩৩° ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৩° ৬´ পূঃ। অপর পারে এখানকার গোরাবাজার (Cantonment)। এই নদীর জল কর্দ্দমাক্ত এবং কূল উচ্চ হওয়ায়, উহা সাধারণের উপকারে আইসে না।

নূতন নগরাংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে গঠিত হইলেও, এই নগরের চতুষ্পার্শ্বের ধ্বস্ত নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সময় হইতে সময়ান্তরে এই স্থানে নূতন নূতন নগর গঠিত হইয়া কালসহকারে তাহাদের বিলয় সাধন ঘটিয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ কানিংহাম বর্ত্তমান গোরা-বাজারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন নিদর্শন ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, উহা ভট্টিজাতির প্রাচীনতম রাজধানী গজিপুর বা গজনিপুর। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ঐ নগর বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। যবন ও শক প্রভৃতি অপরাপর প্রাচীনজাতিগণ এই স্থানে পূর্ণপ্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এখনও তাহার নিদর্শনস্বরূপ এখানকার একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উক্ত রাজগণের প্রচলিত মুদ্রাসমূহ ইতস্ততঃ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত দেখা যায় এবং সেই স্থলে পতিত ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকাদির ইষ্টকাবলী স্বতঃই যবনপ্রভাবের স্মৃতি উদ্বোধন করিয়া দেয়।

ঐতিহাসিকযুগে এই স্থান ফতেপুর-বাওরি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় ১৪ শতাব্দে মোগল আক্রমণের সময় হইতে এই স্থান ধ্বংসমুখে পতিত হয়। গক্করসর্দ্দার ঝান্দা খাঁ জীর্ণ-সংস্কার দ্বারা এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। তিনি উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাবলপিণ্ডি রাখেন। সৌভাগ্য-লেবী শিখবীর সর্দ্দার মাল্কাসিংহ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর অধিকার করেন। তিনি শাহপুর ও ঝিলাম হইতে বণিক্-দিগকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বরাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। তদ্দ্বারাই ক্রমে এই নগরের উন্নতি সাধিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে কাবুলের পদচ্যুত আমীর শাহসুজা ও তাঁহার ভ্রাতা জমান্ শাহ [illegible] নগরে আসিয়া আশ্রয় লাভ করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে যে স্থানে গক্করসর্দ্দার সুলতান মকুররাব্ খাঁ যুদ্ধ করিয়াছিলেন,

সেই স্থানে দেশীয় সেনাদলের আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ্চ গুজরাতযুদ্ধে পরাজিত হইয়া শিখসর্দ্দার ছত্রসিংহ ও শেরসিংহ অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরাজশাসনাধীনে আসিবার পর, ইংরাজরাজ এখানকার সুশাসন ব্যবস্থা করেন। পার্ব্বত্য শত্রুদল হইতে দেশরক্ষার্থ এখানে একটী গোরাবাজার এবং পরে বিভাগীয় বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে পঞ্জাব নর্দ্দারণ ষ্টেট্ রেলপথ এই নগরের নিকট দিয়া পেশাবর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতিপথ পরিষ্কৃত হইয়াছে।

লেহ্ নামক ক্ষুদ্র নদীর অপর পারে একটী সুপ্রাচীন হিন্দুরাজধানীর উপর বর্ত্তমান গোরাবাজার প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ৯৩১৮ জন দেশীয় ও ইংরাজসৈন্য রক্ষিত ছিল, শেষ আফগান অভিযানের সময় হইতে ইংরাজ-রাজ এখানকার সেনানিবাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া উহার উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় ২৭ হাজার সেনা রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে অস্ত্রাগার স্থাপিত হইয়াছিল। এই সেনানিবাশ লম্বে ৩ মাইল ও প্রস্থে প্রায় দুই মাইল। এখানে ১ দল য়ুরোপীয় অশ্বারোহী ও ১ দল পদাতিক, ১ দল দেশীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং দুইটী কামানবাহী সেনাদল থাকে। শীত ঋতুতে এখানে আরও তিনটী কামানবাহী পার্ব্বত্য সেনাদল আনিয়া রাখা হয়। গ্রীষ্মের সময় তাহারা মরিশৈলের উত্তরাংশস্থিত পর্ব্বতে যাইয়া বাস করে।

রাবিন্ (ত্রি) মেঘনির্ঘোষ, মেঘদুন্দুভি। ২ গভীর নিনাদকারী।

নীলোৎপলালিভিন্নাঞ্জনত্বিষো মধুররাবিণো বহুলাঃ।
তড়িদুদ্ভাষিতদেহা ধারাঙ্কুশবর্ষিণো জলদাঃ॥ (বৃ সঃ ৩২।২১)

রাবী, পঞ্জাব-প্রদেশে প্রবাহিত পঞ্চনদের অন্তর্গত একটী নদী। পুরাণাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে ইরাবতী নামে কথিত। আরিয়ান্ ইহাকে (Hydraotes) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কাঙ্ড়া জেলার কুলু উপবিভাগ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া চম্বা রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইয়াছে। পরে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গুরুদাসপুর জেলার সীমান্ত বহিয়া শাহপুরের নিকট মূল পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তথা হইতে জম্বু পর্য্যন্ত ইহার তীরভূমি ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া আসিয়াছে। মধুপুরের নিকট "বড়িদোয়াব কেনাল" ইহার জলরাশি দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর এই নদীর উভয়কূলে পলিময় সমতল উপত্যকা ভূমি দেখা যায়। এই কারণে সময় সময় বন্যার জল উঠিয়া বেলাভূমি প্লাবিত করে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই নদীর প্রখর স্রোতে দেরা-নানকের নিকটবর্ত্তী তালিসাহিব নামক শিখদিগের পবিত্র তীর্থ জলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। অতঃপর ইরাবতী সিয়ালকোট ও অমৃতসর জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে আসিয়াছে। পরে ক্রমশঃ দ্রুত-গতিতে লাহোর নগর অতিক্রম করিয়া নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুলতান ও মণ্টগোমরী জেলা জলসিক্ত করিয়া অবশেষে এই নদী (শাখাগুলির সহিত অক্ষা০ ৩০°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭১°৫১´ ২০´ পূর্ব্বে) চন্দ্রভাগা নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

বড়িদোয়াব ও হাস্লীখালের জলসঞ্চয় হেতু ইহার স্রোতোবেগ কম হইলেও এই নদীবক্ষে নৌকাপথে বাণিজ্য-পরিচালন বিশেষ সুবিধাজনক নহে। কারণ মুলতান জেলার কুছলম্বা হইতে সরাই-সিধু পর্য্যন্ত স্থান ব্যতীত ইহার গতি আর কোথাও সরল নহে।

রাবেড়্, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার শবদা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২১°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬°৪´৩০´´ পূঃ। জি, আই পি, রেলপথ নগরের একক্রোশ দূর দিয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে নগর পর্য্যন্ত পাকা-রাস্তা আছে। সোণার সরু তার এবং জরির ফুলদার বা বুটীদার কাপড়ের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। বাজার হইতে দুর্গ পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত রাস্তা রহিয়াছে, তাহার উভয়-দিকের অট্টালিকাগুলি ত্রিতল এবং সম্মুখভাগ কাষ্ঠের শিল্পগঠনাদিদ্বারা সুশোভিত। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম এই নগর পেশবাকে অর্পণ করেন। পক্ষান্তরে পেশবাও উহা হোলকর রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

রাবেড়্, মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নর্ম্মদা নদীতটে অবস্থিত। দ্বিতীয়বার উত্তরভারত আক্রমণে আসিয়া পেশবা বাজীরাও এই স্থানে জীবলীলা সংবরণ করেন। এখানে নানা বিচিত্রবর্ণের প্রস্তর দ্বারা তাঁহার সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। উহা একটী সুগঠিত ধর্ম্মশালার মধ্যে স্থাপিত। নদীবক্ষে যে স্থানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়, তথায় একটী পাকা চত্বর গাঁথা হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বন্যায় তাহা ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে।

রাবৌট (স্ত্রী) ভারতীয় প্রাচীন রাজবংশভেদ। (রত্নকোষ)

রাশ্, শব্দ। ভ্বাদি০ আত্মনে০ অক০ সেট্। লট্ রাশতে। লোট্ রাশতাং। লুঙ্ অরাশিষ্ট।

রাশি (পুং) রাশতে ইতি রাশ-শব্দে ইন্, যদ্বা অশূঙ্ ব্যাপ্তৌ-তীতি অশূব্যাপ্তৌ (অশিপণায্যো রুড়ায়লুকৌ চ। উণ্ ৪।১৩২) ইতি ইন্ রুড়াগমশ্চ। ১ ধান্যাদি সমূহ, পর্য্যায়—পুঞ্জ, উৎকর, কূট, পঞ্জুকর, সমাহার। (জটাধর)

অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ইতি রাশি অশূক্, ব্যাপ্তিসংহত্যোরিত্য-নামীতি ইঞ্, নিপাতনাদ্রেফাগমঃ। (ভরত)

"ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্।
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ॥" (শকুন্তলা ১ অং)

২ জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশাংশ। রাশিচক্র দ্বাদশভাগে বিভক্ত, এই দ্বাদশভাগের এক এক ভাগের নাম রাশি। গ্রহগণ এই রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। রাশি ১২টী যথা,—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

রাশিস্বরূপ।

মেষ—পুরুষ, চর, অগ্নিরাশি, দৃঢ়াঙ্গ, চতুষ্পদ, রক্তবর্ণ, উষ্ণস্বভাব, পিত্তপ্রকৃতি, অতিশয় শব্দকারী, পর্ব্বতচারী, উগ্র, পীতবর্ণ, দিবাভাগে বলবান্, পূর্ব্বদিকের অধিপতি, বিষমলগ্ন, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, অল্পসন্তান, রুক্ষবপু, ক্ষত্রিয়বর্ণ, ও সমান অঙ্গ।

বৃষরাশি—স্থির, স্ত্রীপ্রকৃতি, পৃথ্বীরাশি, শীতলস্বভাব, রুক্ষবপু, দক্ষিণ দিগধিপতি, শোভন, ভূমিচারী, বায়ুপ্রকৃতি, রাত্রিকালে বলবান্, চতুষ্পদ, শ্বেতবর্ণ, অতিশয় শব্দকারী, বিষমরাশি, মধ্যমস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, মধ্যমরূপ সন্তান, শুভরাশি, বৈশ্যবর্ণ এবং শিথিলাঙ্গ।

মিথুন—পশ্চিমদিগধিপতি, বায়ুপ্রকৃতি, হরিতবর্ণ, দ্বিপদ পুরুষ, দ্ব্যাত্মক, দ্বিমূর্ত্তি, উষ্ণস্বভাব, মধ্যরূপস্ত্রীসঙ্গপ্রিয় ও মধ্যরূপ সন্তান, বনচারী, শূদ্রবর্ণ, মহাশব্দকারী, চিক্কণ, দিবাভাগে বলীয়ান্, উগ্রস্বভাব এবং শিথিলাঙ্গ।

কর্কট—বহুস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, বহুসন্তানযুক্ত, বহুপদ, চর, স্ত্রীস্বভাব, শ্বেতরক্তমিশ্রবর্ণ, শব্দহীন, শুভরাশি, কফপ্রকৃতি, চিক্কণ, জলরাশি, জলচর, বিপ্রবর্ণ, রাত্রিকালে বলবান্, উত্তরদিগধিপতি এবং শিথিলাঙ্গ।

সিংহ—পুরুষ, স্থির, অগ্নিরাশি, দিনবলী, পীতবর্ণ, রুক্ষশরীর, পিত্তপ্রকৃতি, উষ্ণস্বভাব, পূর্ব্বদিক্‌স্বামী, দৃঢ়াঙ্গ, চতুষ্পদ, সমরাশি, অতিশয় শব্দকারী, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, অল্পসন্ততি, পর্ব্বতচারী, ক্ষত্রিয়বর্ণ, উগ্রস্বভাব এবং ধূম্রবর্ণ।

কন্যা—পিঙ্গলবর্ণ, দ্বিপদ, স্ত্রীরাশি, দ্ব্যাত্মক, দক্ষিণদিগধিপতি, রাত্রিবলী, বায়ুপ্রকৃতি, শীতলস্বভাব, সমরাশি, ভূচর, অসম্পূর্ণভাষী, পৃথ্বীরাশি, বৈশ্যবর্ণ, রুক্ষ, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয় ও অল্পসন্তান এবং সৌম্যরাশি।

তুলা—পুরুষ, চর, নানাবর্ণ, সম, উষ্ণস্বভাব, পশ্চিমদিগধিপতি, বায়ুপ্রকৃতি, চিক্কণ, বনচারী, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, অল্পসন্তান, শূদ্রবর্ণ, উগ্রস্বভাব, দিবাবলী, দ্বিপদ, সমান, শিথিলাঙ্গ।

বৃশ্চিক—স্থির, শ্বেতবর্ণ, স্ত্রী, জলরাশি, উত্তরদিগধিপতি, নিশাবলী, রবশূন্য, বহুপদ, কফপ্রকৃতি, সম, জলচর, বহুস্ত্রীসঙ্গপ্রিয় ও বহুসন্তানযুক্ত, সৌম্য, মনোহরশরীর এবং বিপ্রবর্ণ।

ধনুঃ—পুরুষরাশি, স্বর্ণসদৃশবর্ণ, পর্ব্বতচারী, সমরাশি, অতিশয় শব্দকারী, দিনবলী, পূর্ব্বদিক্‌স্বামী, দৃঢ়াঙ্গ, রুক্ষশরীর, পীতবর্ণ, ক্ষত্রিয়, উগ্রস্বভাব, পিত্তপ্রকৃতি, অল্পসন্তান ও অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, দ্ব্যাত্মক, দ্বিপদ, অগ্নিরাশি এবং উগ্রস্বভাব।

মকর—চররাশি, ভূচর, অর্দ্ধরবযুক্ত, দক্ষিণদিক্‌স্বামী, স্ত্রীরাশি, পিঙ্গলবর্ণ, রুক্ষশরীর, সৌম্য, পৃথিবীরাশি, জলচারী, শীতলস্বভাব, অল্প অপত্য ও অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, বায়ুপ্রকৃতি, রাত্রিবলী, বিষমরাশি এবং বৈশ্যবর্ণ।

কুম্ভ—পদহীন, পুংরাশি, দিনবলী মধ্যমরূপস্ত্রীসঙ্গপ্রিয় ও মধ্যমরূপসন্ততি, স্থিররাশি, মিশ্রবর্ণ, বনচারী, বায়ুরাশি, চিক্কণ, উগ্রস্বভাব, খণ্ডস্বর, বাত, পিত্ত, কফ, শূদ্রবর্ণ, পশ্চিমদিক্‌স্বামী, বিষমরাশি, উগ্রস্বভাব এবং শিথিলাঙ্গ।

মীন—পদশূন্য, স্ত্রীরাশি, কফপ্রকৃতি, জলরাশি, রাত্রিবলী, অল্পশব্দযুক্ত, পিঙ্গলবর্ণ, দ্ব্যাত্মক, জলচর, চিক্কণ, বহুস্ত্রীসঙ্গপ্রিয় ও বহুসন্তানযুক্ত, বিপ্রবর্ণ, শুভ, উত্তরদিগধিপতি, বিষমরাশি এবং শিথিলাঙ্গ।

রাশিদিগের স্বরূপজ্ঞান ও সংজ্ঞা।

মেষ—দ্বাদশ রাশিচক্রের মধ্যে মেষ প্রথম রাশি, সমানঃ শরীর। কালপুরুষের মস্তক, ছাগল ও ভেড়ার সঞ্চারভূমি। গুহা এবং পর্ব্বত ও চোরদিগের বাসভূমি, অগ্নি, ধাতু, আকর এবং রত্নভূমি বুঝায়।

বৃষ—বৃষের ন্যায় আকার, বক্ত্র, কণ্ঠ, গ্রীবাদেশ, বন, পর্ব্বত, গোশালা এবং কৃষিদিগের আবাসভূমি বুঝায়।

মিথুন—বীণা ও গদাধারী, স্কন্ধ, ভুজ, স্ত্রী, নৃত্য এবং গীতস্থান, শিল্পকার্য্য, ক্রীড়া, রতি, গুহ্যদেশ, পাশকাদি ক্রীড়াস্থান ও বিহারস্থান বুঝায়।

কর্কট—কর্কটের ন্যায় আকৃতি, জলচর, বক্ষঃস্থল, সরোবর, পুলিন, ক্ষেত্র, দেবতা, স্ত্রীজাত এবং রমণীর বিহারস্থান বুঝায়।

সিংহ—পর্ব্বতচারী, হৃদয়, বন, দুর্গ, গুহা, পর্ব্বত ও দুর্গমপ্রদেশ বুঝায়।

কন্যা—প্রদীপহস্তা, নৌকাবস্থিতা, জল, চতুঃষষ্টিকলা, জ্ঞানী, উদর, বহুতর তৃণযুক্ত ভূমি, রতি এবং শিলাময়ভূমি বুঝায়।

তুলা—পণধর পুরুষ, উরুজ, নাভি, কটি, বস্তিদেশ, বীথী, দেশভাষা, বিক্রয়স্থান, নগর, পথ, [illegible], জলাধার, পর্ব্বতপার্শ্ব বা পর্ব্বতচূড়া, তৃণময়স্থান ও উত্তমবায়ু এই সকল বুঝায়।

বৃশ্চিক—বৃশ্চিকের ন্যায় আকৃতি, লিঙ্গ এবং গুহ্যপ্রদেশ, গুহা, অপরিষ্কৃতস্থান, গর্ত্ত, প্রস্তর, বিষ, কারাগার, বল্মীক, কীট, অজগর এবং সর্পদিগের বাসভূমি বুঝায়।

ধনু—ধনুর্ব্বিশিষ্ট পুরুষাকার, পশ্চাদ্ভাগে ঘোটকাকার, উরুদেশ, উচ্চনীচভূমি, ঘোটক, বলবান্, অস্ত্রধারী পুরুষ, যজ্ঞ, রথাদি এবং অশ্বস্থান বুঝায়।

মকর—মকরের ন্যায় আকার, জানুদেশ, নদী, নিবিড়বন, সরোবর, জলপ্লাবিতদেশ ও গর্ত্ত এই সকল বুঝায়।

কুম্ভ—স্কন্ধাসক্তকুম্ভ, পুরুষাকার, জঙ্ঘা, উষ্ণবস্তু, জলাধার, পক্ষী, স্ত্রী, শৌণ্ডিক, পদাতিক এবং চোরের নিবাসস্থান।

মীন—মৎস্যদ্বয়যুক্ত আকার, পুণ্য, দেবতা, দ্বিজ, তীর্থ এবং আবাসস্থান, নদী, সমুদ্র ও জলাধার বুঝায়।

মেষ—ওজ, বিষম, চর, ক্রূর, পুরুষ, পৃষ্ঠোদর, পুণ্য, নিশাবলী, অরুণবর্ণ, কুজক্ষেত্র, মঙ্গলের মূলত্রিকোণ, রবির উচ্চতুঙ্গস্থান, শনির নীচস্থান, পূর্ব্বদিক্‌স্বামী, মেষপ্রচারভূমি, গুহা, পর্ব্বত, চোরের স্থান, ধাতু, রত্ন, ভূমি, আকর।

বৃষ—যুগ্ম, সম, স্থির, সৌম্য, স্ত্রী, পৃথ্বী, পৃষ্ঠোদর, পুষ্কর, নিশাবলী, শুক্লবর্ণ, শুক্রক্ষেত্র, চন্দ্রের মূলত্রিকোণ ও উচ্চস্থান, দক্ষিণদিক্‌স্বামী, ভূমিচর, বন, পর্ব্বত, গোষ্ঠাদি এবং কর্ষণোপযুক্ত ভূমি।

মিথুন—ওজ, বিষম, দ্ব্যাত্মক, ক্রূর, পুরুষ, বায়ু, শীর্ষোদর, পুণ্য, দিনবলী, হরিতবর্ণ, বুধক্ষেত্র, রাহুর উচ্চস্থান, কেতুর নীচ, পশ্চিমদিক্‌স্বামী, বনচর, নৃত্য, গীত, শিল্প, ক্রীড়াদিভূমি।

কর্কট—যুগ্ম, সম, চর, সৌম্য, স্ত্রী, জল, পৃষ্ঠোদর, নিশাবলী, পাটলবর্ণ, চন্দ্রের ক্ষেত্র, বৃহস্পতির উচ্চস্থান, মঙ্গলের নীচস্থান, উত্তরদিক্‌স্বামী, জলচর, ক্ষেত্র, সরোবর, পুলিন, দেবতার স্থান ও বিহারভূমি।

সিংহ—ওজ, বিষম, স্থির, ক্রূর, পুরুষ, অগ্নি, শীর্ষোদর, দিনবলী, ধূম্রবর্ণ, রবির ক্ষেত্র, কেতুর মূলত্রিকোণ, পূর্ব্বদিক্‌স্বামী, পর্ব্বতচর, বন, দুর্গ, গুহা, ব্যাধ, অবনী ও দুর্গমস্থান।

কন্যা—যুগ্ম, সম, দ্ব্যাত্মক, সৌম্য, স্ত্রী, পৃথ্বী, শীর্ষোদর, পুষ্কর, দিনবলী, পাণ্ডুবর্ণ, বুধের ক্ষেত্র, মূলত্রিকোণ এবং উচ্চতুঙ্গস্থান, শুক্রের নীচস্থান, দক্ষিণদিক্‌স্বামী, ভূমিচর, কৃতি এবং শিল্প।

তুলা—ওজ, বিষম, চর, ক্রূর, পুং, বায়ু, শীর্ষোদর, পুণ্য, দিনবলী, বিচিত্রবর্ণ, শুক্রের ক্ষেত্র ও মূলত্রিকোণ, শনির উচ্চতুঙ্গস্থান, রবির নীচস্থান, পশ্চিমদিক্‌স্বামী, বনচর, তীর্থস্থানাধিপ, বাগ্মী, নিজগৃহ ও উন্নতভূমি।

বৃশ্চিক—যুগ্ম, সম, স্থির, সৌম্য, স্ত্রী, জল, শীর্ষোদর, পুষ্কর, দিনবলী, সুবর্ণ, বৃহস্পতির ক্ষেত্র ও মূলত্রিকোণ, কেতুর উচ্চতুঙ্গ, রাহুর নীচ, পূর্ব্বদিক্‌স্বামী, পর্ব্বতচর, ঘোট[illegible]র, অশ্বভৃৎ, যজ্ঞ ও অশ্ব।

মকর—যুগ্ম, সম, চর, সৌম্য, স্ত্রী, পৃথ্বী, পৃষ্ঠোদর, নিশাবলী, কর্ব্বূরবর্ণ, শনির ক্ষেত্র, মঙ্গলের উচ্চতুঙ্গস্থান, বৃহস্পতির নীচস্থান, দক্ষিণদিক্‌স্বামী, ভূমিচর, নদী, বন, সরোবর, জলপ্লাবিতদেশ ও গর্ত্ত।

কুম্ভ—ওজ, বিষম, স্থির, ক্রূর, পুং, বায়ু, শীর্ষোদর, পুণ্য, দিনবলী, শনির ক্ষেত্র ও মূলত্রিকোণ, রাহুর মূলত্রিকোণ, পশ্চিমদিক্‌স্বামী, বনচর, উষ্ণ, জলাধার, পক্ষী, শৌণ্ডিকালয় ও দ্যূত।

মীন—যুগ্ম, সম, দ্ব্যাত্মক, সৌম্য, স্ত্রী, জল, শীর্ষোদর, পুণ্য, দিনবলী, স্বচ্ছবর্ণ, বৃহস্পতির ক্ষেত্র, শুক্রের তুঙ্গস্থান, বুধের নীচস্থান, উত্তরদিক্‌স্বামী, জল, পুণ্যভূমি, ব্রাহ্মণ, তীর্থ, নদী ও সমুদ্র।

রাশিদিগের এই সকল সংজ্ঞাদ্বারা নানাপ্রকার গণনা হইতে পারে। নষ্টবস্তুর প্রশ্নগণনায় ঐ সকল বস্তু কোন স্থানে অবস্থিত, তাহার জ্ঞান এবং ঐ সকল রাশির যেরূপ শরীরবিভাগ আছে, সেই সেই স্থানে গ্রহগণের অবস্থিতি বশতঃ ব্রণাদির চিহ্ন এবং গ্রহগণের বলাবলে সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হানি বা দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি জানা যায়।

রাশিদিগের অধিপতি দেবতা।

মেষের দেবতা মেষাকার, বৃষের দেবতা বৃষাকার, মিথুনের দেবতা স্ত্রীপুরুষাকার, মৎস্য, ঘটী, বীণা ও গদাধারী; সিংহ সিংহাকৃতি; কন্যা কন্যাকৃতি এবং জলকলসধারিণী; তুলা তুলাদণ্ডধারী পুরুষ; বৃশ্চিক বৃশ্চিকাকৃতি; ধনু অশ্বের ন্যায় জঙ্ঘা পর্য্যন্ত এবং অবশিষ্ট ধনুকধারী নরের ন্যায়; মকরের দেবতার আকার মৃগমুখের ন্যায়; কুম্ভের দেবতা কুম্ভধারী-পুরুষ এবং মীন মীনসদৃশ। দ্বাদশরাশির দ্বাদশজন অধিপতি উক্তরূপ আকৃতিবিশিষ্ট, এইজন্য রাশিচক্রে উক্ত রাশিদিগের আকার ঐরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

রাশি ওজ, যুগ্ম, বিষম ও সমভেদে চারিপ্রকার। ইহার মধ্যে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ ওজোরাশি। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন যুগ্মরাশি। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ বিষমরাশি। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন সমরাশি। এতদ্ভিন্ন রাশির চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক, ক্রূর ও সৌম্যাদি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর চররাশি। বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ স্থিররাশি। মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন দ্ব্যাত্মকরাশি।

*মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ, ইহাদের নাম ক্রূর-রাশি, বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন সৌম্যরাশি।

রাশিদিগের দ্বিপদাদিসংজ্ঞা।

কন্যা, তুলা, মিথুন, কুম্ভ এবং ধনুর প্রথম অর্দ্ধেকভাগ দ্বিপদসংজ্ঞা; ধনুর শেষ অর্দ্ধেকভাগ এবং মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ ও বৃষ, মেষ ও সিংহ চতুষ্পাদসংজ্ঞা।

মকরের শেষার্দ্ধাংশ, এবং কর্কট, মীন ও বৃশ্চিক ইহাদের কীটসংজ্ঞা, কাহারও কাহার মতে বৃশ্চিক সরীসৃপসংজ্ঞা।

মিথুন, তুলা, কুম্ভ, কন্যা এবং ধনুর পূর্ব্বভাগ বশ্যসংজ্ঞা, মকর এবং ধনুর শেষার্দ্ধ, বৃষ ও মেষ অবশ্যসংজ্ঞা।

মিথুন, তুলা, কন্যা, ধনু, বৃশ্চিক এবং রাত্রিতে বৃষ ও মেষ গ্রাম্যসংজ্ঞা। মকরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ, সিংহ এবং দিবাতে মেষ বৃষ অরণ্যসংজ্ঞা। কর্কট, মীন ও মকরের শেষার্দ্ধ জলজ-সংজ্ঞা। কাহারও কাহারও মতে কুম্ভরাশিরও জলজসংজ্ঞা কথিত হয়।

মেষ, বৃষ, কুম্ভ, মীন ইহারা হ্রস্ব। মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর ইহারা সম এবং সিংহ, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক দীর্ঘ।

মেষ, সিংহ ও ধনু পূর্ব্বদিকের অধিপতি। মিথুন, তুলা, কুম্ভ পশ্চিমদিকের অধিপতি। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন উত্তরদিকের অধিপতি।

যে গ্রহের যে রাশি উচ্চস্থান হয়, তাহা হইতে তৎ-সপ্তমরাশি তাহার নীচস্থান জানিতে হইবে।

রাশিচক্র দ্বারা মানবশরীর-বিভাগ।

মেষরাশি মানবের মস্তক, এইরূপ বৃষ গলদেশ ও তাহার পশ্চাদ্ভাগ; মিথুন হস্ত; কর্কট হৃদয়, স্তন ও তলপেট; সিংহ পৃষ্ঠভাগ ও অন্তঃকরণ; কন্যা পেট ও নাড়ী; তুলা কটি; বৃশ্চিক গুহ্যস্থান; ধনু উরুদেশ ও জঙ্ঘা; মকর জানু, কুম্ভ গুলফ; মীন পদ।

রাশিচক্রদ্বারা মানবশরীর এইরূপ ভাবে কল্পিত হইয়াছে, এই সকল স্থান গ্রহগণের শুভাশুভ বশতঃ শুভাশুভ হয়।

মানবের যে যে অংশে যে যে রাশির অধিকার।

কর্কট কপালের উপরিভাগ, সিংহ দক্ষিণচক্ষুর ভ্রূ, ধনু দক্ষিণচক্ষু, তুলা দক্ষিণকর্ণ, কুম্ভ বামচক্ষুর ভ্রূ, মিথুন এবং মেষ বামকর্ণ, বৃষ কপালের মধ্যস্থল, মকর চিবুক, বৃশ্চিক নাসিকা, কন্যা দক্ষিণগাল, মীন বামগাল। এই সকল স্থানদ্বারা রাশিজ্ঞান হয়, রাশিজ্ঞান হইলে আকৃতি ও স্বভাব জানা যায়।

জাতকের লগ্ন হইতে দ্বাদশ রাশিগৃহে যথাক্রমে মস্তকাদি দ্বাদশ অঙ্গ কল্পিত হইয়া থাকে। জন্মলগ্নে মস্তক, লগ্ন হইতে দ্বিতীয়রাশিতে মুখ, তৃতীয়রাশিতে বাহুদ্বয়, চতুর্থে বক্ষঃস্থল, পঞ্চমে উদর, ষষ্ঠে কটি, সপ্তমে বস্তি, অষ্টমে লিঙ্গ-গুহ্য, নবমে উরুদ্বয়, দশমে জানুদ্বয়, একাদশে জঙ্ঘাদ্বয় এবং দ্বাদশে পাদদ্বয়।

জন্মকালে যে যে রাশিস্থিত যে যে অঙ্গে পাপগ্রহযুক্ত থাকিবে, সেই পাপগ্রহের দশাভোগ সময়ে সেই সেই অঙ্গে উপঘাতাদি এবং শুভগ্রহযুক্ত থাকিলে পুষ্টি ও শুভকল্পনা করিতে হইবে। রাশিদিগের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা অনুসারে এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘসংজ্ঞক গ্রহগণের যোগ বা দৃষ্টিবশে অঙ্গের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা হইয়া থাকে।

রাশিদিগের বলাবল।

মেষাদি দ্বাদশরাশি স্বীয় পতি, তন্মিত্র, শুভগ্রহ কিংবা উচ্চস্থ শুভাশুভগ্রহ, ইহার অন্যতমকর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে বলবান্ হইয়া থাকে। উক্ত পত্যাদিগ্রহ ভিন্ন, অন্য গ্রহকর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে স্বল্পবলী হয়। পত্যাদিগ্রহ এবং শত্রু-গ্রহকর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে মধ্যবলী এবং কোন গ্রহকর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট না হইলে হীনবল হইয়া থাকে।

জাতকপারিজাতে উক্ত হইয়াছে যে, দ্বিপদরাশি সকল কেন্দ্রস্থ হইয়াই দিবাতে বলবান্, তদ্রূপ চতুষ্পদ রাশিসকল কেন্দ্রগত হইয়া রাত্রিকালে, এবং কীটরাশিসকল কেন্দ্রস্থ হইলে সন্ধ্যাকালে বলবান্ হইয়া থাকে।

গর্গের মত এই যে, কেন্দ্রাশ্রিত রাশিগণ পূর্ণবল, পণ-ফরাশ্রিত রাশিগণ মধ্যবল এবং আপোক্লিমস্থিত রাশিগণ হীনবল হইয়া থাকে।

রাশিদিগের অন্ধসময়।

মেষ, বৃষ ও সিংহ ইহারা মহানিশায়; কর্কট, মিথুন ও কন্যা ইহারা মধ্যদিনে; তুলা ও বৃশ্চিক পূর্ব্বাহ্নে; ধনু ও মকর অপরাহ্নে এবং কুম্ভ ও মীন ইহারা উভয়সন্ধ্যায় অন্ধ হইয়া থাকে।

রাশিদিগের বিশেষ সংজ্ঞা।

মেষ, অজ, বস্ত, প্রথম ও ক্রীয় এই কএকটী মেষের পরিচায়ক। এইরূপ বৃষ, ওক্ষ, গো, তাবুরি ও [illegible] বৃষের। বৌধ, নৃযুগ্ম, জিতুম ইহারা মিথুনের। চান্দ্র ও কুলীর কর্কটের। কণ্ঠীরব ও লেয় সিংহের। পাথোন, ষষ্ঠী, অবলা ও তন্বী কন্যার। জূক, বণিক্, সপ্তম ও তৌলি তুলার। কৌর্প্য, অষ্টম, কৌর্প ও অলি বৃশ্চিকের। জৈব, ধনু, তৌক্ষিক এবং চাপ ধনুর। আকোকের, দশম ও চক্র মকরের। হৃদ্রোগ, কুম্ভ ও ঘট কুম্ভের এবং মীন, ঝষ, অন্তিম, [illegible] ও অন্ত্যভ ইহারা মীনরাশির পরিচায়ক হইয়া থাকে।

রাশিদিগের বশ্যাবশ্য।

সিংহরাশি ব্যতীত চতুষ্পদরাশি সকল দ্বিপদরাশির বশীভূত হয়, জলজরাশিসকল দ্বিপদরাশির ভক্ষ্য। আর সরীসৃপ ও কীটসংজ্ঞক রাশিসকল দ্বিপদরাশির বশ্য। সরীসৃপরাশি এবং জলজরাশি ভিন্ন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ রাশিসকল সিংহরাশির বশীভূত হইয়া থাকে।

বিবাহকালীন এই রাশিবশ্যতার প্রয়োজন হয়। বিবাহে বরের রাশির সহিত কন্যার বশ্যতা দেখিতে হয়। বরের রাশি কন্যার রাশির বশ্য হইলে সেই পুরুষ স্ত্রৈণ এবং কন্যার রাশি বররাশির বশ্য হইলে সেই কন্যা পতিপরায়ণা হইয়া থাকে।

জ্যোতিষে এই দ্বাদশরাশি ৬ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এই ৬ ভাগকে ষড়্‌বর্গ কহে। যথা—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ।

যদিও গ্রহগণ দ্বাদশরাশিতে পরিভ্রমণ করেন, তথাচ কোন কোন রাশিতে স্থিতিকালে তাহাদের সেই সেই রাশি এবং তদন্তর্গত নক্ষত্রযোগে এবং অন্যান্য কারণে বিশেষ বিশেষরূপে বলবান্ হইয়া তাহাদের আকর্ষণাদি শক্তির বৃদ্ধি হওয়ায় সেই সেই রাশি সেই সেই গ্রহের ক্ষেত্রনামে উল্লিখিত হইয়াছে।

মেষ ও বৃশ্চিকরাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষ এবং তুলা শুক্রের ক্ষেত্র, মিথুন এবং কন্যা বুধের ক্ষেত্র, কর্কট চন্দ্রের ক্ষেত্র, সিংহ রবির ক্ষেত্র, ধনু ও মীন বৃহস্পতির ক্ষেত্র, মকর এবং কুম্ভ শনির ক্ষেত্র।

রাশির অর্দ্ধাংশের নাম হোরা, তন্মধ্যে বিষমরাশির প্রথম অংশ সূর্য্যের হোরা, দ্বিতীয় অংশ চন্দ্রের এবং সমরাশির প্রথমাংশ চন্দ্রের ও দ্বিতীয়াংশ সূর্য্যের হোরা।

রাশির তিনভাগের একভাগের নাম দ্রেক্কাণ। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, সে সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং সেই রাশি হইতে পঞ্চমরাশির অধিপতিগ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের এবং তাহার নবমরাশির অধিপতি তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হইয়া থাকে।

নবাংশ—রাশিকে ৯ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম নবাংশ। মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিনরাশির মেষাবধি করিয়া নবাংশ নিরূপণ করিতে হয়। এই তিনরাশির প্রথমে মেষের অধিপতি মঙ্গল, সুতরাং প্রথম নবাংশপতি মঙ্গল; দ্বিতীয় বৃষ, তাহার অধিপতি শুক্র, সুতরাং দ্বিতীয় নবাংশপতি শুক্র; তৃতীয়াংশ মিথুন, অধিপতি বুধ, অতএব তৃতীয় নবাংশপতি বুধ। এই প্রকার মেষাদি ৯ রাশির অংশক্রমে যে যে রাশির যে যে গ্রহ অধিপতি, তাহারা সেই সেই অংশের অধিপতি হইয়া থাকে। এইরূপ মকর, বৃষ ও কন্যা এই তিনরাশির মকরাদি করিয়া এবং তুলা, কুম্ভ ও মিথুন তিন রাশির তুলাবধি করিয়া; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই তিন রাশির কর্কটাবধি করিয়া নবাংশ নিরূপণ করিতে হয়।

দ্বাদশাংশ—রাশিকে দ্বাদশভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে দ্বাদশাংশ কহে। যে রাশিকে দ্বাদশাংশ করিতে হইবে, তাহার অধিপতিগ্রহ প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি। পরে পর পর রাশির অধিপতিগ্রহ পর পর অংশের অধিপতি হইয়া থাকেন।

ত্রিংশাংশ—রাশিকে ৩০ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম ত্রিংশাংশ। বিষমরাশির অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভের প্রথম পঞ্চভাগ মঙ্গলের ত্রিংশাংশ। তাহার পর পঞ্চভাগ শনির, তৎপরে অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তৎপরে সপ্তভাগ বুধের, তাহার পর পঞ্চভাগ শুক্রের ত্রিংশাংশ। সমরাশি অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই সকল রাশির প্রথম পঞ্চভাগ শুক্রের, তাহার পর পঞ্চভাগ বুধের, তৎপরে অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তৎপরে সপ্তভাগ শনির এবং তৎপরে পঞ্চভাগ মঙ্গলের ত্রিংশাংশ জানিতে হইবে।

এইরূপে রাশিকে ষড়্‌বর্গ করা হইয়া থাকে। [ইহার বিশেষ বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্বাদশরাশি ও সপ্তবিংশ নক্ষত্র।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু আমরা ঐ গতি অনুভব করিতে পারি না। গতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ কোন চালিত বস্তুতে আরোহণ করিয়া যেমন অচল বস্তুকে চালিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ আমরা সচল পৃথিবীতে আরূঢ় থাকিয়া সূর্য্য ভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দেখিয়া থাকি। এই নিয়মে প্রাতঃকালে সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে এবং সায়ংকালে পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছে দেখা যায়। যে পথ দিয়া সূর্য্যকে আকাশমণ্ডলে গমনাগমন করিতে দেখি, সেটী বাস্তবিক ভূকক্ষ অথবা অয়নমণ্ডল। উহা চক্রাকার, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে, স্থানে স্থানে ঈষদ্বক্র। উহার উত্তরদক্ষিণ কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া যে আর একটী কল্পিতচক্র উহাকে পরিবেষ্টন করে, তাহাকে রাশিচক্র কহে।

রাশিচক্র ও অয়নমণ্ডল উভয়ে দ্বাদশভাগে এবং ৩৬০ অংশে বিভক্ত। উক্ত দ্বাদশরাশির মেষাদি নাম পূর্ব্বে

অভিহিত হইয়াছে। দ্বাদশরাশির এই নামকরণ দ্বাদশনক্ষত্র নামানুসারে হইয়াছে।

৬৬টি তারকাসংযুক্ত যে একটী মেষাকারসদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হয়, তাহার নাম মেষনক্ষত্রপুঞ্জ। ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ যে ভাগে অবস্থিত খগোলবেত্তৃগণ তাহাকে মেষরাশি বলিয়া থাকেন।

ঐরূপ নভোমণ্ডলস্থ ১৪১ তারকাসংযুক্ত বৃষাকারসদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জের নাম বৃষনক্ষত্রপুঞ্জ, ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ যে ভাগে অবস্থিত, তাহাকে বৃষরাশি কহে।

নভোমণ্ডলস্থিত ৮৫ তারকাসংযুক্ত স্ত্রীপুরুষাকারসদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জের নাম মিথুননক্ষত্রপুঞ্জ, ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ রাশিচক্রের যে ভাগে অবস্থিত তাহাকে মিথুনরাশি কহে।

৮৩ তারকাসংযুক্ত কর্কটাকারসদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জের নাম কর্কটনক্ষত্রপুঞ্জ, ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ যে ভাগে অবস্থিত, তাহার নাম কর্কটরাশি।

৯৫ তারকাযুক্ত সিংহাকার নক্ষত্রপুঞ্জের নাম সিংহনক্ষত্রপুঞ্জ, এইজন্য সিংহরাশি ; ১১০ তারকাযুক্ত শস্য ও অনলধারিণী কন্যাকার নক্ষত্রপুঞ্জের নাম কন্যানক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্য কন্যারাশি ; ৫১ তারকাযুক্ত তুলদণ্ডাকার নক্ষত্রপুঞ্জের নাম তুলানক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্য তুলারাশি, ৪৪ তারকাযুক্ত বৃশ্চিকাকার নক্ষত্রপুঞ্জের নাম বৃশ্চিকনক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্য বৃশ্চিকরাশি ; ৬৯ তারকাসংযুক্ত উদ্ধার্দ্ধ নরাকার, নিম্নার্দ্ধ ঘোটকাকার, ধনুর্দ্ধারীর ন্যায় যে নক্ষত্রপুঞ্জ, তাহার নাম ধনুনক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্য ধনুরাশি ; ৫১ তারকাযুক্ত মকরাকার, ছাগবদনসদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জের নাম মকরনক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্য মকররাশি, ১০৮ তারকাযুক্ত ঘটধারী মানবাকার নক্ষত্রপুঞ্জের নাম কুম্ভনক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্য কুম্ভরাশি, ১১৩ তারকাসংযুক্ত পরস্পর পুচ্ছাভিমুখ মীনাকারবিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের নাম মীননক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্য তাহার স্থানকে মীনরাশি কহে।

রাশিচক্রে এই সকল রাশি মেষ হইতে বামাবর্ত্তে অবস্থিত। উক্ত দ্বাদশনক্ষত্রপুঞ্জ অচল বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু উহাদের প্রায় তিন বিকলা করিয়া একটী বাৎসরিক গতি আছে।

আকাশমণ্ডলের মধ্যখণ্ডে রাশিচক্র অবস্থিত। ঐ চক্রের উত্তরদক্ষিণে আরও অসংখ্য তারকা আছে, কিন্তু প্রসিদ্ধ জ্যোতিগ্রন্থে সপ্তর্ষি ও ধ্রুব প্রভৃতি কএকটী নক্ষত্র ভিন্ন অন্য কোন নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ বোধ হয় যে, ঐ সকল নক্ষত্রের অননুভবনীয় দূরতাপ্রযুক্ত মানবদেহে তাহাদের ক্রিয়া স্পষ্ট বোধগম্য হয় না।

এতদ্ব্যতীত আর্য্য জ্যোতির্বিদগণ অসামান্য বুদ্ধিকৌশল সহকারে ২৭টী নক্ষত্রপুঞ্জদ্বারা রাশিচক্র আরও সূক্ষ্মরূপে বিভাগ করিয়াছেন। নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ, ২০ কলা। সুতরাং সপাদ (সওয়া) নক্ষত্রদ্বয়ে এক একটী রাশি হয়।

উক্ত রাশিচক্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, উত্তরফল্গুনী ও চিত্রা এই হইতে দ্বাদশনক্ষত্র বৈশাখাদি দ্বাদশমাসের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাশিচক্র দ্বাদশভাগে বিভক্ত, এই জন্য মাসও ১২টী হইয়াছে। ৩০ অংশে এক একটী রাশি, সুতরাং ৩০ দিনে এক একটী মাস।

রাশিচক্রের সায়ন ও নিরয়ণমত।

চক্রের আদি ও অন্ত নাই, তবে কোন কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উহাদের আদ্যন্ত নিরূপিত হইয়া থাকে। রাশিচক্র বা অয়নমণ্ডলেরও সেইরূপ আদি অন্ত নাই এবং সেইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উহাদের আদি ও অন্ত নিরূপিত হইয়া থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় বাসন্তিকক্রান্তিপাত হইতে এবং এদেশে অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশ হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ নিরূপিত হয়। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় ঐ রাশিচক্রের মধ্যভাগে পূর্ব্বপশ্চিমে ব্যাপ্ত একটী সরলরেখা কল্পিত হয়, উহার নাম বিষুবরেখা। প্রতিবৎসর অয়নমণ্ডলের যে দুইস্থলে বিষুবরেখা মিলিত হয়, তাহাকে ক্রান্তিপাত কহে এবং তথায় সূর্য্যের আগমনে দিবারাত্র সমান হইয়া থাকে। অধুনা ৯ বা ১০ই চৈত্রে একবার এবং ৯ই বা ১০ই আশ্বিনে দ্বিতীয়বার ক্রান্তিপাত হয়, সুতরাং ঐ দুইদিনে দিবারাত্র সমান হইয়া থাকে।

১৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ৩০ বা ৩১ দিনে অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে ও চিত্রানক্ষত্রের ষষ্ঠাংশ ৪০ কলায় ঐ দুই ক্রান্তিপাত হইত, অর্থাৎ ঐ দুই নক্ষত্রের উল্লিখিত অংশের মধ্যে বিষুবরেখা অবস্থিতি করিত এবং ঐ দুইস্থলে উহার সহিত অয়নমণ্ডলের সংযোগ হইত।

আর্য্য-জ্যোতির্বিদগণ অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে যে ক্রান্তিপাত হইত, সূর্য্য তথায় আগমন করিলে মহাবিষুবসংক্রান্তি এবং চিত্রানক্ষত্রের উক্তাংশাদিতে যে ক্রান্তিপাত হইত, সূর্য্য তথায় উপস্থিত হইলে জলবিষুবসংক্রান্তি নামে নির্দ্দেশ করিতেন। এখনও এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এক্ষণে রাশিচক্রের ঐ দুইস্থলে বিষুবরেখার সহিত অয়নমণ্ডলের সম্মিলন হয় না।

য়ুরোপীয়দিগের মতে প্রতিবৎসর ৫০ বিকলা ১৫ অনুকলা, এবং আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতে ৫৪ বিকলা অয়ন-

মণ্ডলের পশ্চিমভাগে সরিয়া যায়, অর্থাৎ ঐ পরিমাণে প্রতিবৎসর বিষুবরেখার সঞ্চালন কল্পিত হয়।

এক্ষণে ৯ই বা ১০ই চৈত্রে রাশিচক্রের অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশ হইতে প্রায় ২১ অংশ অন্তরে, যে স্থান এদেশে মীনরাশির ৯ অংশভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই স্থানে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতেছে, এবং সূর্য্য ঐ দিনে উক্ত ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইলে দিন ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে। এই জন্য য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশে ঐ দিন হইতেই রবির মেষরাশিসংক্রমণ এবং ঐ স্থান হইতে মেষরাশির আরম্ভ স্থিরীকৃত হয়। ইহা সায়ণ নামে প্রসিদ্ধ।

এদেশে চৈত্রমাসের ৩০ বা ৩১ দিনে সূর্য্য অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে উপস্থিত হইলে ঐ অংশ হইতে মেষরাশির আরম্ভ গণনা করা হয়। এই গণনা নিরয়ণ নামে প্রসিদ্ধ।

আর্য্যদিগের মধ্যে শেষোক্ত মত প্রচলিত থাকিবার কারণ এই যে, সায়ণমতে কোন একটী অপরিবর্ত্তনীয় স্থান হইতে মেষরাশির আরম্ভ হয় না, প্রতিবৎসর তাহার আরম্ভ স্থানান্তরে হয়। তৎসম্বন্ধে নিরয়ণমতটী উত্তম, যেহেতু অচল অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে মেষ সংক্রান্তিগণনা করায় একই স্থান হইতে মেষারম্ভ গণ্য হয়। ফলতঃ উক্ত দুই গণনার প্রভেদ এই যে, যে সায়ণমতে এক্ষণে যে দিন মেষসংক্রান্তি হয়, তাহার প্রায় ২১ দিন পরে নিরয়ণমতে ঐ সংক্রান্তি হইয়া থাকে। সায়ণমতে এক্ষণে যে স্থানে মেষরাশির আরম্ভ, নিরয়ণমতে তথা হইতে প্রায় ২১ অংশ পরে মেষারম্ভ হয়। সায়ণমতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অয়নমণ্ডলের যতদূর পশ্চিমে সরিয়া হউক না কেন, তথা হইতে মেষরাশির প্রারম্ভ নির্দ্দিষ্ট হইবে। সুতরাং ঐ মতে মেষাদি দ্বাদশরাশির সীমা কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এমন কি, এক্ষণে যে স্থানকে সায়ণ-মতাবলম্বীরা মেষ রাশি বলেন, ১৩০০০ হাজার বৎসর পরে তাঁহাদের গণনায় ঐ স্থান তুলারাশির অন্তর্গত হইবে।

নিরয়ণমতে দ্বাদশরাশির কোন পরিবর্ত্তন নাই। পুরাকালে মেষাদি দ্বাদশনক্ষত্রপুঞ্জের অধীনস্থ যে মেষ প্রভৃতি দ্বাদশরাশি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এখনও সেই সকল রাশি সেই সকল স্থানভুক্ত হইয়া আছে।

অতএব পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সায়ণ ও নিরয়ণ এই উভয়মতের মধ্যে রাশির স্থিরতা সম্বন্ধে নিরয়ণ মতটী উৎকৃষ্ট, কিন্তু রাশি সকল হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করিতে গেলে সায়ণমত অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। নিরয়ণমতে নক্ষত্রঘটিত ফলের ব্যত্যয় হয় না, কিন্তু রাশিঘটিত ফলের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ আর্য্যদিগের রাশিচক্রটীকে প্রকৃতপ্রস্তাবে নক্ষত্রচক্র বলা যাইতে পারে এবং য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণও উহাকে ঐ নামেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব যদিও সায়ণচক্রটী পরিবর্ত্তনশীল, তথাপি উহাই যে প্রকৃত রাশিচক্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ ঋতু অনুসারে রাশিচক্র বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহারা বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইতে মেষরাশির আরম্ভ নির্দ্ধারণ করিতেন এবং ঐ নিয়মানুসারেই সায়ণমতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ হইয়া থাকে। এ দেশেও এককালে ঐ মত প্রচলিত ছিল। পুরাকালে যখন কৃত্তিকানক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত, তখন ঐ নক্ষত্র হইতে জ্যোতির্বিদ্‌গণ রাশিচক্র বা মেষরাশির আরম্ভ গণনা করিতেন। পরে যখন উক্ত ক্রান্তিপাত অশ্বিনী নক্ষত্রে সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন আবার রাশিচক্রের নূতন সংস্কার হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই মেষারম্ভ অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে গণ্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ ক্রান্তিপাত উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রের ৬ অংশে সরিয়া যাওয়াতে রাশিচক্রের পুনঃসংস্কার আবশ্যক হইয়াছে।

অধুনা এ দেশে কেবল দিনমান ও রাত্রিমান এবং মেষাদি দ্বাদশরাশির লগ্নমান নিরূপণ করিবার নিমিত্ত সায়ণ-মতে গণনার প্রয়োজন হয়।

নিরয়ণ গণনা করায় আর একটী সুবিধা আছে, বৈশাখাদি দ্বাদশমাসে রবির মেষাদি দ্বাদশরাশিতে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা বৈশাখমাসে রবি মেষরাশিতে, জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষরাশিতে এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চৈত্রমাসে মীন রাশিতে অবস্থান করিয়া থাকে। এইরূপে দ্বাদশমাসে মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশরাশি ভোগ করিয়া থাকে।

এইরূপে সৌরমাস স্থিরীকৃত হওয়াতে বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের কোন একটী মাস উল্লিখিত হইলে সেই মাসে রবি যে রাশি ভোগ করে, তাহাই বুঝাইবে এবং কোন রাশির উল্লেখ করিলে তৎসম্বন্ধীয় সৌরমাসও সঙ্কেতে উল্লিখিত হয়। যেমন বৈশাখমাস বলিলে ঐ মাসাধিপ মেষরাশি বুঝায়, সেইরূপ মেষরাশি বলিলেও উহার অধীনস্থ বৈশাখ মাস বুঝাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় রাশিচক্রেরও একটী নিরক্ষবৃত্ত কল্পিত হয় এবং উহার নাম বিষুব রেখা। ঐ রেখার উত্তরদক্ষিণে ২৩ অংশ ২৮ কলা অন্তরে দুইটী বিন্দু কল্পনা করা হয়। উহাদের একটী উত্তরায়ণাক্ষ

বিন্দু অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তরদিকে যাইবার শেষ সীমা, আর একটী দক্ষিণায়নান্ত বিন্দু, অর্থাৎ সূর্য্যের দক্ষিণদিকে যাইবার শেষ সীমা। রাশিচক্রের ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে যে একটী কল্পিত রেখা অবস্থিতি করে, তাহার নাম অয়নান্ত বৃত্ত। সূর্য্য যে পথ দিয়া উত্তরদিকে গমন করে, তাহাকে উত্তরায়ণ এবং যে পথ দিয়া দক্ষিণদিকে যায়, তাহাকে দক্ষিণায়ন কহে।

১৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে মাঘ ও শ্রাবণ মাসের প্রথম দিনে অয়ন পরিবর্ত্তন হইত, অর্থাৎ ১লা মাঘে সূর্য্যের মকররাশিতে প্রবেশ হওয়া অবধি আষাঢ়ের শেষে সূর্য্য মিথুনরাশির শেষাংশগত হওয়া পর্য্যন্ত এই সময় উত্তরায়ণ এবং ১লা শ্রাবণ সূর্য্যের কর্কটরাশিতে প্রবেশ হওয়া অবধি পৌষের শেষে সূর্য্য ধনুরাশির শেষাংশগত হওয়া পর্য্যন্ত এই কাল দক্ষিণায়ন বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু অধুনা উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ২১ দিন পূর্ব্বে অয়ন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সুতরাং ধনুরাশির প্রায় ৯ অংশে আরম্ভ হইয়া মিথুনরাশির প্রায়, ৯ অংশে উত্তরায়ণ শেষ হইয়া থাকে। আর মিথুনরাশির উক্ত অংশে আরম্ভ হইয়া ধনুরাশির প্রায় ৯ অংশে দক্ষিণায়ন শেষ হয়। অতএব এ দেশের পঞ্জিকাতে উত্তর ও দক্ষিণায়নের আরম্ভ ও শেষ যে সময়ে প্রদর্শিত হয়, তাহা ঠিক নহে। অধুনা রাশিচক্রের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রহগণ রাশিচক্রমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে রবি ও চন্দ্রগ্রহের শীঘ্রগতি, রাহু ও কেতুর বক্রগতি এবং অপর পঞ্চগ্রহের সরল, শীঘ্র, মন্দ, বক্র, অতিবক্র, অতিচার ও মহাতিচার এই সপ্তপ্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সমস্ত গ্রহ রাশিচক্রে বামাবর্ত্তে অর্থাৎ মেষ হইতে বৃষ ও তৎপরে মিথুন এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করে, কিন্তু রাহু ও কেতু তদ্বিপর্য্যায়ক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ মেষ হইতে মীন, তৎপরে কুম্ভ এই প্রকারে গতিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। রবিচক্রকে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপলে এই রাশিচক্র অতিক্রমণ করে। ইহাই রবির বার্ষিকগতি, আর ৫৯ কলা, ৮ বিকলা ১০ অনুকলা ইহার দৈনিক গতি। কিন্তু রাশিচক্রের বক্রিমা হেতু সূর্য্যের গতি কখন অধিক শীঘ্র ও কখন মন্দ হইয়া থাকে, এজন্য উক্ত গতিকে মধ্যগতি কহে। রবির দৈনিক শীঘ্রগতি ১ অংশ, ১ কলা, ৫ বিকলা এবং উহা একমাস ধরিয়া প্রত্যেক রাশি ভোগ করিয়া থাকে।

চন্দ্র—চন্দ্র ২৭ দিন ১৯ দণ্ড ১৭ পল ৪২ বিপলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে এবং ১৩ অংশ ১০ কলা, ১৪ বিকলা উহার দৈনিক গতি। রাশিচক্রের বক্রতাপ্রযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ঐ গতিরও কখন কখন ন্যূনাতিরেক হয়। চন্দ্রের প্রত্যেক রাশিভোগকাল ২।০ সপাদ (সওয়া) দুই দিন মাত্র। এইজন্য ২।০ নক্ষত্রে এক-রাশি হইয়া থাকে।

মঙ্গল—দুইটী উপগ্রহসমন্বিত মঙ্গল ৬৮৬ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল ২০ বিপলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। উহার দৈনিক শীঘ্র-গতি ৪৬ কলা ১৮ বিকলা, মন্দগতি ৪ কলা এবং মধ্যগতি ৩১ কলা, ২৭ বিকলা। মঙ্গল ৮০ দিন বক্র এবং ৪ দিন স্থির ভাবে থাকে। মঙ্গল বক্রভাব প্রাপ্ত না হইলে ১ মাস ১৫ দিন করিয়া প্রতিরাশি ভোগ করিয়া থাকে।

বুধ—৮৭ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল ১৭ বিপলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে, কিন্তু উহা অতীব ক্ষুদ্র ও সূর্য্যের অতিনিকটবর্ত্তী থাকায় পৃথিবী সম্বন্ধে রবির ২৮ অংশ ২০ কলার মধ্যে উহার স্থিতি লক্ষিত হয়। সুতরাং সূর্য্য যে সময় যে রাশি গত হয়, তাহার উক্তাংশের মধ্যে বুধ অবস্থিতি করিয়া থাকে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ৪ অংশ ৫ কলা ৩২ বিকলা ২১ অনুকলা, মধ্যগতি ৫৯ কলা এবং ৯ বিকলা এবং ২৪দিন বক্রগতি ও ২ দিন স্থির স্থিতি হয়। যে সময় উহা শীঘ্রগতি প্রাপ্ত হয়, তদবস্থায় ১৮ দিন করিয়া এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকে।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি উপগ্রহচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া ১১বৎসর ১০ মাস ১৫ দিন ৩৬ দণ্ড ৮ পলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ১৪ কলা, ৪৬ বিকলা, মন্দগতি ৪৩ বিকলা, মধ্যগতি ৪ কলা ৫৯ বিকলা ৯ অনুকলা এবং ১২০ দিন বক্রগতি ও ৯ দিন স্থিরস্থিতি। ইহার প্রত্যেক রাশিভোগের কাল ন্যূনাধিক একবৎসর।

শুক্র—শুক্র ২২৪ দিন ৪২ দণ্ড ৩ পলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ১ অংশ ১৬ কলা ৭ বিকলা, ৪৪ অনুকলা এবং ৪২ দিন বক্রগতি ও ৪ দিন স্থিরস্থিতি।

শনি—শনি সপ্ত উপগ্রহপরিবৃত হইয়া ২৯ বৎসর ৫ মাস, ১৭ দিন ১২ দণ্ড ৩০ পলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ৮ কলা ৫ বিকলা, মন্দগতি ১২ বিকলা এবং মধ্যগতি ২ কলা ২৩ বিকলা। ১৪০ দিন বক্রগতি ও ১০ দিন স্থিরস্থিতি। প্রত্যেক রাশিভোগের কাল ন্যূনাধিক ২ বৎসর ৬ মাস।

রাহু—রাহু ও কেতু বক্রগতি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে ১৮ বৎসর ৭ মাস ১৮ দিন ১৫ দণ্ডে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। ইহাদের দৈনিকগতি ৩ কলা ১১ বিকলা। ইহারা প্রতিবৎসর ১৯ অংশ ১৯ কলা ৪৪ বিকলা রাশিচক্রে সরিয়া থাকে ও ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিনে এক এক রাশি অতিক্রম করে।

এই নবগ্রহ সর্ব্বদা এইরূপে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা ভিন্ন য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্গণ অনেক গবেষণা দ্বারা হর্শেল নামক একটী গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গ্রহ অন্যূন ৮৩ বৎসরে রাশিচক্রভ্রমণ এবং ৭ বৎসরে প্রত্যেক রাশিভোগ করে, এই গ্রহ শনির ন্যায় পাপগ্রহ মধ্যে গণ্য।

গ্রহগণের যে রাশিসংক্রমকাল লিখিত হইল, ইহা স্থূলমাত্র। ঐ কালে তাহারা রাশিসংক্রমণ করে বটে, কিন্তু ঠিক সেই প্রকৃত অক্ষাংশে উপস্থিত হয় না। সেই অক্ষাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যে কাল লাগে, তাহাকে সূক্ষ্মসংক্রমণকাল কহে। এই সূক্ষ্মসংক্রমণকাল এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সূর্য্য যে দিনে যে বারে যে অংশ হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে, ২৮ বৎসর পরে সেই দিনে সেই বারে সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ রাশিচক্রের যে অংশ হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইস্থলে সমুপস্থিত হয়। তদবধি মাসসংখ্যা, সংক্রান্তি ও যে তারিখে যে বার, তাহা পুনর্বার সেই সেই প্রকার হইয়া থাকে।

এই প্রকার চন্দ্র ১৯ বৎসর পর সেই প্রকৃত স্থানে প্রত্যাগত হয়। সেই সময় হইতে পূর্ব্বরূপ পূর্ণিমা, অমাবস্যাদি তিথি ও নক্ষত্রের ভোগ হইয়া থাকে। মঙ্গল ৭৯ বৎসর পর, বুধ ৪[illegible] বৃহস্পতি ৮৩, শুক্র ৮, শনি ৫৯ এবং রাহু ও কেতু ৯৩ বৎসর পর রাশিচক্রের অভিন্ন অংশে উপস্থিত হইয়া থাকে।

গ্রহগণের রাশিভোগের যে নির্দ্দিষ্ট কাল অভিহিত হইল, তাহার ভোগাবসান না হইতে যদি উহারা পরবর্ত্তী রাশিতে গমন করে, তবে উহাদিগকে অতিচারী এবং ঐ গমনকালকে অতিচার কহে। অতিচারী হইয়া গ্রহগণ পররাশিতে বিশেষ বিশেষ কাল বাস করিয়া পূর্ব্বরাশিতে প্রত্যাগত হয়। কিন্তু যে গ্রহ প্রত্যাগমন না করিয়া তৎপরবর্ত্তী রাশিগত হয়, তাহাকে মহাতিচারী কহিয়া থাকে।

মেষ প্রভৃতি দ্বাদশরাশি স্ব স্ব গুণানুসারে যে সকল বিশেষ নামে নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তদনুসারে যে মানবজীবনে বিশেষ ফল কল্পিত হইয়া থাকে, তাহার বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত রাশিসকল বিষম ও সম, দিবা ও রাত্রি, পুরুষ ও স্ত্রী এই সকল এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মেষরাশি বিষম, দিবা ও পুরুষ; বৃষরাশি সম, রাত্রি ও স্ত্রী এবং অপরাপর রাশিও ক্রমশঃ এইরূপ যুগ্মভাবে গণ্য হইয়া থাকে।

গ্রহগণ মেষরাশিতে উৎপাদনশক্তি ও বৃষরাশিতে ধারণ বা গ্রহণ করে। তৎপরবর্ত্তী রাশিসমূহ ক্রমান্বয়ে এবংবিধগুণ প্রকাশ করে বলিয়া উহারা উক্তপ্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। যে ৬টী পুরুষরাশি তাহাতে সন্তান জন্মিলে বীর্য্যবান্ এবং যে ৬টী স্ত্রীরাশি তাহাতে কন্যা জন্মিলে কোমলস্বভাবা হয়, ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল অর্থাৎ স্ত্রীরাশিতে পুত্র জন্মিলে ভীরু এবং পুরুষরাশিতে কন্যা জন্মিলে সাতিশয় প্রবলা হয়।

দ্বাদশরাশি চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক, অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু, জল, পূর্ব্বাদিদিক্, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রভৃতি বিভাগ আছে, তাহা রাশিদিগের বিশেষ সংজ্ঞাস্থলে অভিহিত হইয়াছে।

[উহাদিগের ফলাফল ও গুণ রাশিদিগের তত্তদ্শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে যে সওয়া দুই পাদ নক্ষত্রে একরাশি হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

মেষরাশি	১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ও ৩ কৃত্তিকানক্ষত্রের প্রথম একপাদ।
বৃষরাশি	৩ কৃত্তিকার শেষ তিনপাদ, ৪ রোহিণী, ৫ মৃগশিরার প্রথম দ্বিপাদ।
মিথুনরাশি	৫ মৃগশিরার শেষ দ্বিপাদ, ৬ আর্দ্রা, ৭ পুনর্ব্বসুর শেষ ত্রিপাদ।
কর্কটরাশি	৭ পুনর্ব্বসুর শেষপাদ, ৮ পুষ্যা, ৯ অশ্লেষা।
সিংহরাশি	১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ১২ উত্তরফল্গুনীর প্রথমপাদ।
কন্যারাশি	১২ উত্তরফল্গুনীর শেষ ত্রিপাদ, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রার প্রথম দ্বিপাদ।
তুলারাশি	১৪ চিত্রার শেষ দ্বিপাদ, ১৫ স্বাতী, ১৬ বিশাখার প্রথম ত্রিপাদ।
বৃশ্চিকরাশি	১৬ বিশাখার শেষপাদ, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা।
ধনুরাশি	১৯ মূলা, ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১ উত্তরাষাঢ়ার প্রথমপাদ।
মকররাশি	২১ উত্তরাষাঢ়ার শেষ ত্রিপাদ, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠার প্রথম দুইপাদ।
কুম্ভরাশি	২৩ ধনিষ্ঠার শেষ দুইপাদ, ২৪ শতভিষা, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রের প্রথম ত্রিপাদ।
মীনরাশি	২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রের শেষপাদ, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ, ২৭ রেবতী।

এই সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে পূর্ব্বোক্ত বিভাগক্রমে রাশিচক্র হইয়া থাকে।

রাশিক (ত্রি) রাশিবিশিষ্ট। যেমন ত্রৈরাশিক।

রাশিচক্র (ক্লী) রাশীনাং চক্রং। মেষাদি দ্বাদশ রাশ্যাদিযুক্ত বৃত্ত, ইহাকে ভচক্র বা জ্যোতিষচক্রও কহে।

"সপ্তবিংশতিভৈর্জ্যোতশ্চক্রং স্তিমিতবায়ুগম্।
তদর্কাংশো ভবেদ্রাশির্নবর্ক্ষচরণাঙ্কিতঃ॥" (দীপিকা)

[ইহার বিশেষ বিবরণ রাশিশব্দে দেখ।]

তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিবার সময় রাশিচক্র প্রস্তুত করিয়া মন্ত্র স্থির করিবেন, মেষাদি রাশিচক্র অকারাদি অক্ষরবিন্যাস করিয়া স্থির করিবেন। তাহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে—অ, আ, ই ঈ মেষ। উ, ঊ ঋ বৃষ। ৠ ঌ ৡ মিথুন। এ ঐ কর্কট। ও ঔ সিংহ। অং অঃ শ ষ স ল ক্ষ কন্যা। কবর্গ তুলা। চবর্গ বৃশ্চিক। টবর্গ ধনু। তবর্গ মকর। পবর্গ কুম্ভ। যবর্গ মীন।

এইরূপ অক্ষরবিন্যাসে দ্বাদশরাশি কল্পিত হইয়া থাকে। মন্ত্রবর্ণ ও রাশিবর্ণ অনুকূল হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণীয়। রাশি ও মন্ত্রবর্ণ প্রতিকূল হইলে পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে।

শিষ্যের যদি জন্মসময় স্থির না থাকে, এই জন্য যদি তাহার রাশি না জানা যায়, তাহা হইলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ-নাথ্য নামগ্রহণ করিয়া সেই নামের আদ্যক্ষর লইয়া রাশিস্থির করিতে হইবে।

ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ দুঃস্থান, এই জন্য ঐ রাশিস্থ মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই। এই দ্বাদশরাশি লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, শত্রু, কলত্র, মরণ, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই দ্বাদশরাশির মধ্যে লগ্নরাশিস্থ মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধি, ধনরাশিতে নানাপ্রকার সুখভোগ, ভ্রাতৃরাশিতে ভ্রাতৃবৃদ্ধি, পুত্রে পুত্রবৃদ্ধি, বন্ধুতে বন্ধুবৃদ্ধি, এবং শত্রুরাশিতে শত্রুবৃদ্ধি, কলত্রে মধ্যম, অষ্টমস্থে মৃত্যু, নবমে ধর্ম্মবৃদ্ধি, কর্ম্মে সকলপ্রকার সিদ্ধি, আয়ে ধনাদিবৃদ্ধি এবং ব্যয়রাশিস্থে সঞ্চিত ধনের ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব এইরূপে দ্বাদশরাশি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিবেন। * রাশিদিগের শত্রু-মিত্রও দেখিতে হইবে। শত্রুরাশিস্থ মন্ত্রগ্রহণ করিলে শত্রুবৃদ্ধি এবং মিত্র হইলে মিত্রতা লাভ হইয়া থাকে।

রাশিচক্র।

Zodiac.

Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces.

লেট্রোণ, আইডেলার, লাসেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভচক্রের নির্দ্দিষ্ট মৃগশিরাদি ২৭টী নক্ষত্র লইয়া সর্ব্বপ্রথমে কাল্‌দীয় বা বাবিলোনীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আকাশমণ্ডলকে দ্বাদশটী সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া ১২টী রাশি ও রাশিচক্র কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে গ্রীক-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দে বাবিলোনীয়দিগের নিকট হইতে দ্বাদশটী রাশিবিভাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ দ্বাদশ রাশির নাম ও আকৃতি-চিত্র বাবিলোনীয়গণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং গ্রীকগণই বা তৎসমুদায় তাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হয় নাই। গ্রীক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ৪৯৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে তেনেদোস্-বাসী ক্লিওষ্ট্রাটস্ কর্ত্তৃক নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বাদশ বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ৩৮০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে

* "বালং গৌরং পুরং শোণং শমী শোভেতি রাশিষু।
ক্রমেণ ভেদিতা বর্ণাঃ কন্যায়াং শাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

স্বরাশীনামনুকূলং মন্ত্রং ভজেৎ।—
"রাশীনাং শুদ্ধতা জ্ঞেয়া ত্যজেৎ শত্রুং মৃতিং ব্যয়ং।
স্বরাশের্মন্ত্ররাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ॥"

যদা তু স্বরাশেরজ্ঞানং তদা সাধকনামাদ্যক্ষরসম্বন্ধিনং রাশিং গৃহীত্বা গণয়েৎ।—
"অজ্ঞাতে রাশিনক্ষত্রে নামাদ্যক্ষররাশিতঃ॥"

লগ্নং ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশত্রুকলত্রকাঃ।
মরণং ধর্ম্মকর্ম্মায়ব্যয়াদ্বাদশ রাশয়ঃ॥
নামানুরূপমেতেষাং শুভাশুভফলং লভেৎ।
লগ্নে সিদ্ধিস্তথা নিত্যং ধনে ধনসমৃদ্ধিদঃ॥
ভ্রাতরি ভ্রাতৃবৃদ্ধিশ্চ শত্রৌ শত্রুবিবর্দ্ধনঃ।
পুত্রে পুত্রবিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ বন্ধৌ বান্ধববৎপ্রিয়ঃ॥" ইত্যাদি। (তন্ত্রসার)

ইউদোক্সাসের সময় পর্য্যন্ত ১১শটী রাশি নিরূপিত হইয়াছিল, কারণ তৎকালে তুলারাশির কতকাংশে বৃশ্চিকের হুল আসিয়া পড়ায় উহারা এক রাশি বলিয়া পরিগণিত ছিল। এমন কি, Aratus, Hipparchus-এর সময় পর্য্যন্ত (১৫০ খৃঃ পূঃ) তাঁহারা তুলাকে পৃথক্ রাশি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দের প্রারম্ভে Geminus ও Varro সর্ব্বপ্রথমে ঐ দুইটীকে পৃথক্ পৃথক্ রাশি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান।

এই ঘোর সমস্যার মধ্যে পড়িয়া পণ্ডিতবর লেট্রোণ্ মিশরীয় রাশিচক্রচিত্রের (Zodiacal representations) কিংবদন্তীমূলক প্রাচীনত্ব বিলোপ করিতে চাহেন। তাঁহার মতে যে কোন স্তম্ভে বা প্রাচীন পুস্তকে পৃথক্ তুলাচিহ্ন (Balance) দেখা যায়, তৎসমুদায় কিছুতেই খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন, মিশর হউক আর ভারতই হউক তত্তদ্দেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে গ্রীক্ জ্যোতিঃশাস্ত্রের নিকট ঋণী রহিয়াছে।

যদি প্রাচীন বাবিলোনীয়দিগের লিখিত গ্রন্থসমূহ, অথবা অট্টালিকাদির ধ্বংস না হইত; তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সেই সমুন্নত প্রাচ্যজাতির জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ বর্ত্তমান জগতে অভিনব আলোক দান করিতে পারিত। ষ্ট্রাবোর লেখনীতে প্রকাশ, তদ্দেশীয় ধর্ম্মযাজকগণ জ্যোতিঃশাস্ত্রানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। দিওদোরাস্ সিকুলাস্ স্বরচিত ইতিবৃত্তে (Biblioth. Histor. ii. 3.) লিখিয়াছেন, "বাবিলোনীয়গণ দ্বাদশটী দেবতার নামে দ্বাদশ মাসের নাম এবং দ্বাদশটী পশুর নামে আর একটী কি সঙ্কলন করিয়াছিলেন।" এই শেষোক্তটী সম্ভবতঃ রাশির দ্বাদশাংশ বিভাগ ও রাশিচক্রের দ্বাদশটী চিহ্নের অঙ্কিত জীবাকৃতি বলিয়াই অনুমান করা যায়।

বাবিলোনীয়দিগের অট্টালিকা-গাত্রস্থ প্রস্তরফলকে যে সমস্ত জ্যোতির্বিক চিত্র (Astronomical monuments) খোদিত হইয়াছিল, তাহার কএকখানি খণ্ডে নক্ষত্রপুঞ্জের বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতিফলিত দেখা যায়। বোগ্দাদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উপরোক্ত চিত্র-সম্বলিত যে সকল প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহার একখানিতে সসর্প-সূর্য্যমণ্ডল খোদিত রহিয়াছে। ঐ চিত্রখানি সম্ভবতঃ উত্তর-গোলার্দ্ধস্থ Ophiuchus নক্ষত্রপুঞ্জের এবং উহা কাল্দীয় রাশিচক্রের চিত্রফলকের (Planisphere) একটী অংশ মাত্র।

এক এক মাসে সূর্য্যদেব যতদূর পথ অতিক্রম করেন, প্রথম সেই অংশ নিরূপণার্থ রাশিচক্রের দ্বাদশটী ভাগ কল্পিত হয়। পরে Geminus ঐ এক একটী বিভাগকে ২৮ অংশে বিভক্ত করিয়া চন্দ্রের স্বাভাবিক দৈনিক-গতি অবধারণ করেন। প্রথমোক্ত বিভাগটী মিশরবাসী, গ্রীক্ জাতি ও এসিয়ার অপরাপর সুসভ্যজাতি-মাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন এবং শেষোক্ত বিধানটী পারস্য, আরব, হিন্দু ও চীনবাসীরা অনুসরণ করিয়া থাকেন। ঐ ২৮টী অংশ চন্দ্রের গেহ (Station বা abode) বলিয়া কথিত। চন্দ্র উহার এক একটীতে একদিন মাত্র স্থায়ী হন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ যখন মিশর আক্রমণ করেন তখন সেনাপতি দেঁসে (Genaral Desaix) ডেণ্ডেরার (প্রাচীন Tentyra) সুবৃহৎ মন্দিরের একটী বিস্তীর্ণ কক্ষের ছাদতলে (Ceiling) কতকগুলি ভাস্কর-শিল্পচিত্র খোদিত দেখিতে পান। M. Jollois ও M. Devillier ঐ চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে পাঁচ ফুট ব্যাসযুক্ত একটী বৃত্তের মধ্যে সমগ্র নক্ষত্র-জগতের (Celestial globe) একটী পূর্ণ চিত্র দেখিতে পান। বর্ত্তমান সময়ে আমরা রাশিচক্রে এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদিতে যে অনুরূপ আকৃতি নেত্রগোচর করি, তৎসমুদায়ই সেই শিল্পফলকে জীব-জন্তুর অনুরূপ আকৃতি অনুসারে প্রতিফলিত রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সেই নক্ষত্রচক্রের চিত্র দেখিয়া খগোল মধ্যে তত্তদ্ নক্ষত্রাদির সমাবেশ নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। ফরাসী বৈজ্ঞানিক M. Biot ঐ ফলক-গোলকস্থ চারিটী নক্ষত্র* যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে অনুমান করিয়া ঐ চক্রের মৌলিকত্ব অবধারণ করিতে অগ্রসর হন। তিনি ঐ নক্ষত্রচতুষ্টয়ের সন্নিকটে কএকটী মনুষ্যমূর্ত্তি ও মিশরীয় অজ্ঞাত লিপির (Hieroglyphic symbols) সমাবেশ দেখিয়া বিশেষ কৌতূহলী হইলেন এবং তাহার বিশেষত্ব উদ্ঘাটনের জন্য বিস্তর অনুশীলন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রাশিচক্রের যে রাশির নিকটে ঐ নক্ষত্রগুলি রহিয়াছে তাঁহাদের নাম Fomalhaut, Antares, Arcturus β Pegasi। তিনি গণিতের সাহায্যে ফলকস্থ উক্ত তারকাচতুষ্টয়ে অবস্থান ও খগোলস্থ সেই সেই তারকার স্থিতি সামঞ্জস্য করিয়া দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০৬ অব্দে ঐ ফলক খোদিত হইয়াছিল।*

* "He (M. Biot) first verified them by the near agreement of their measured distances from each other on the planisphere with the distances obtained by computation from their known angular distances in the heavens; then by computing the angles of the triangle formed by two of the stars and the centre, or pole, of the planisphere, and also the angles of the triangle in the heavens between the arcs joining the two stars and the pole of the ecliptic in 1750, he found, by comparison, the latitude and longitude of the

উপরোক্ত ডেণ্ডেরামন্দিরের ছাদতল, এস্নে-নগরস্থ মন্দিরদ্বয়ের খিলানগাত্রে, দিওদোরাস্ সিকুলাসের গ্রন্থোল্লিখিত ওসিমাণ্ডিয়াসের স্বর্ণচক্রে (Golden circle of Osymandyas) এবং Scaliger-কৃত *Notes on Manilius* নামক গ্রন্থবর্ণিত মিশরীয়ফলকে ও M. Bianchini কর্তৃক Mémoires de l' Académie des Science (1708), নামক পত্রিকায় প্রকাশিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফলকবিবরণীতে নক্ষত্রমণ্ডলের এবং রাশিচক্রের নির্দিষ্ট গ্রহতারকাসমূহের যে সকল প্রতিকৃতি খোদিত রহিয়াছে, তাহা সকলগুলিতে সমান নহে। ইহার কারণ এই যে, মিশরবাসী প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই পরিদৃশ্যমান্ আকাশবক্ষে নক্ষত্রপুঞ্জে যখন যেরূপ আকৃতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা সেই সময়ে তদনুরূপ প্রতিকৃতিই অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; অধিকন্তু দু একটী স্থলে গ্রীক্‌রাশিচক্রের কোন কোন রাশির অবিকল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। মুসো বিয়াঁচিনীর কথিত ফলকে রাশিচক্রের বহির্দ্দেশে ৩৬ ভাগে বিভক্ত আর একটী বন্ধনী আছে। ঐ বন্ধনীর মধ্যস্থিত ৩৬টী গৃহে ৩৬টী দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। উক্ত প্রত্যেক গৃহই ভগোলের ১০° ডিগ্রী বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে।

এই সকল বিভিন্ন ফলক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন মিশরবাসী ও কাল্‌দীয়গণ খগোল মধ্যে দৃশ্যমান্ প্রসিদ্ধ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিকৃতি আপনাপন উপাস্যদেবতার প্রতিমূর্ত্তি অথবা লিঙ্গমূর্ত্তি (symbols) বা তাহাদের মধ্যে যে সকল মহাপুরুষ আপনাপন কর্ম্মদ্বারা সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহাদের অনুরূপ আকৃতি হইতেই সংগঠিত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহাদের রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের যে প্রতিকৃতি অঙ্কিত বা নাম প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সূর্য্যের প্রত্যক্ষগতি (Apparent motion), কৃষিবিষয়ক শ্রম, অথবা বিভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই দ্বাদশরাশির নাম সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। মাক্রোবিয়াস্ লিখিয়াছেন (Saturnal, lib. i), যে সময়ে সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন (Winter solstice) হইতে বিষুবরেখার অভিমুখে অগ্রসর হন, সেই সময়ে তিনি যে নক্ষত্রপুঞ্জের নিকট থাকেন, তাহার মকরাকৃতি বলিয়া মকর (Capricornus) নাম হইয়াছে।

মেষগণ ভূমির বা পর্ব্বতের অত্যুচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ। সূর্য্যদেব বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিতে করিতে ক্রমশঃ উত্তরমুখে উঠিতে থাকেন; এই ঊর্দ্ধে উঠিবার শক্তি ও প্রচণ্ডতেজকে লক্ষ্য করিয়া মেষ ও বৃষ নাম এবং বর্ষার কোমল স্নিগ্ধ বারিধারা মিথুনের সহিত তুলনায় লিখিত হইয়া থাকিবে। এইরূপে, কর্কটগণ পশ্চাদ্‌গমনকুশল, সূর্য্যদেব যখন আর উত্তরায়ণে উঠিতে না পারিয়া, পুনরায় দক্ষিণায়নে নিম্নে নামিতে থাকেন সেই স্থানে তাঁহার অবস্থা কর্কটের ন্যায় হয় বলিয়া উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জের স্থানের নাম কর্কটরাশি এবং অয়নগতির সেই অংশ কর্কটক্রান্তি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ভাদ্রের নিদারুণ গ্রীষ্মের সহিত সিংহের প্রভাবের তুলনা করা যাইতে পারে। কন্যার যৌবনোদ্গমের ন্যায় শস্যপূর্ণবসুন্ধরা সাধারণের লক্ষ্য হয় বলিয়া আশ্বিনের সূর্য্যগতিকে কন্যা; কার্ত্তিকে ক্ষেত্রজাত শস্যাদি মাপ করিবার সূচনা হয় বলিয়া উহাকে তুলা; অগ্রহায়ণে সূচীবিদ্ধবৎ শীতের প্রাদুর্ভাব উদ্বোধন করে এই জন্য বৃশ্চিক; পৌষে শীতের প্রাখর্য্য তীরের অগ্রসূচীবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া উহা ধনু; মাঘে শীত উদ্গমনশীল, এই জন্য প্রবাহবাহী মকর; ফাল্গুনে বসন্তাগম—জল সুখশীতল, এই জন্য কুম্ভই তাহার নিদর্শন; চৈত্র গ্রীষ্মের সূচনা—বাসন্তিক বায়ু সেবন জন্য বিহারশীল প্রণয়ীযুগলের চিহ্নস্বরূপ একসূত্রবদ্ধ মৎস্যযুগ্ম। প্রকৃতির মাস ও ঋতুর জ্ঞাপক এই সকল পার্থিব নিদর্শনের অনুকরণেই দ্বাদশ রাশিচত্র প্রতিপাদিত হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস।

ফরাসীপণ্ডিত M. Dupuis মিশরবাসীকে রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবক অনুমান করিয়া গণনাদ্বারা স্থির করেন যে খৃষ্টজন্মের ১৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাশিচক্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পরে তিনি স্বীয় ভ্রম নিরাকরণ করিয়া বলেন যে, খৃষ্টের ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উহা অন্ততঃ পক্ষে নিষ্পাদিত হইয়াছিল। (Origine des Cultes, 1796.)

পাশ্চাত্য মনীষিমণ্ডলী স্ব স্ব গবেষণা দ্বারা রাশিচক্রের উদ্ভাবন-কাল বিভিন্ন সময়ে নিরূপিত করিলেও উহা সমীচীন- ও সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। ঐতিহাসিক

---

centre of the planisphere with respect to the positions of the ecliptic and equinoctial point for that year. The position of the centre, thus found, is that which the pole of the world must have occupied about the year 7/6 B. C.; and he thence concludes that the planisphere presents the state of the heavens at the latter epoch. M. Boit afterwards calculated for that epoch the places of the principal stars and determined their situations on a plane by the rules of projection supposed, as above mentioned, to have been used in constructing the Egyptian monument: on comparing the map so formed with an exact copy of the planisphere, he found the stars to fall upon or near the figures to which they were presumed to belong."

Eng. Cyclo, Art & Sc. Vol. IV, p. 1054.

তত্ত্বসমুদ্ভূত গ্রীক্‌জাতির রাশিচক্র সাধারণতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ৯৭০ হইতে ৭০০ অব্দ মধ্যে সঙ্কলিত বলিয়া গ্রাহ্য; কিন্তু প্রত্যেক রাশিগত নক্ষত্রপুঞ্জের নামকরণ ও তাহার চিত্র-সম্পাদন প্রকৃতপক্ষে কোন সময়ে কোন জাতির দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছিল, তাহার কোন সঠিক বিবরণ সংগ্রহের উপায় নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ সূর্য্যের গতি, মাস, বৎসর প্রভৃতি নির্ণয়ার্থ রাশি ও তদন্তর্গত নক্ষত্রপুঞ্জাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন? তাঁহারা নক্ষত্রতত্ত্ব আদৌ অবগত ছিলেন কি না? অথবা তাহা বৈদেশি[illegible]র নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; এতদ্বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য আমরা ঋগ্বেদসংহিতা হইতে কএকটীমাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম।

ঋক্‌সংহিতার (১০।৮৫।১৩) মন্ত্রে অর্জ্জুনী (ফল্গুনীনক্ষত্রদ্বয়) ও অঘা (মঘা?) নক্ষত্রের এবং তৎপ্রসঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য্যের ঋত্বাত্মকগতির উল্লেখ আছে। অন্যত্র দ্বাদশপরিধি, একচক্র ও তিন নাভি এবং ঐ চক্র ত্রিশতষষ্টিসংখ্যক চলাচল অরবিশিষ্ট (ঋক্ ১।১৬৪।৪৮) দেখিয়া উহাকে মাস, বর্ষ, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত নামক প্রধান ঋতুত্রয় এবং ৩৬০ দিন বলিয়া মনে হয়। যাস্ক উহাকে অয়ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন (নিরুক্ত ৭।২৪)। ঋগ্বেদে দেবযান* ও পিতৃযাণ† শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই দেবযান ও পিতৃযাণ দেবলোক বা পিতৃলোকগমনের পথকেই বুঝায়। বৃহদারণ্যকে (৬।২।১৫) ও ছান্দোগ্যউপনিষদে (৪।১৫।৫) দেবলোক শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে;—যে ছয়মাস সূর্য্য উত্তরে রশ্মিদান করেন তাহাই দিবা, মরলোকের দেবলোকে গমনের সেই প্রশস্ত সময়; সূর্য্য যে ছয়মাস দক্ষিণে থাকেন তাহা ধূমময় রাত্রি, সুতরাং তাহা দেবযানের বিপরীত‡। বাজসনেয়সংহিতায় (১৯।৪৭) অগ্নি মরলোকের দুইটী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋক্ ১০।১৮।১ মন্ত্রে পিতৃযাণ অর্থাৎ যমরাজের পথ দেবযানের বিপরীত এবং ঋক্ ১০।৯৮।১১ মন্ত্রে অগ্নি ঋতুদ্বারা দেবযান জানিয়াছিলেন। ঋক্ (১।১২৩৭) ও (১।১৬৪।৪৭-৪৮) কৃষ্ণবর্ণ বা গাঢ়অন্ধকারময় ও শুক্ল বা জ্যোতির্ম্ময় দিনের এবং ঋক্ ৬।৯।১ মন্ত্রে সূর্য্যের দক্ষিণাপথাবর্ত্তনে কৃষ্ণবর্ণ দিন বা রাত্রির বিশেষত্ব উল্লিখিত হওয়ায় উহা স্পষ্টতঃ সাধারণ দিবা বা রাত্রি হইতে পৃথক্ বুঝা যায়। ঐ ছয়মাস দেবতাদিগের রাত্রি। যেমন রাত্রিভাগে কোন যজ্ঞই নিষ্পাদিত হয় না; সেইরূপ দেবতাদিগের রাত্রিতেও তাঁহাদের উদ্দেশে কোন যজ্ঞ উৎসৃষ্ট করিতে নাই। (ঋক্ ৬।৫৮।১)। অতএব এই ছয়মাসব্যাপী দেবযান বা পিতৃযাণ যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন রূপ বৎসরের ষণ্মাসবিভাগ* মাত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উত্তরায়ণ যে দেবলোকে গমনের প্রশস্ত সময়, তাহা মহাভারতে মহাতেজা ভীষ্মদেবের মৃত্যুপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে†। ঋগ্বেদের ১।২৫।৮ মন্ত্রে দ্বাদশ মাসবিভাগ ও ১।২৪।৮ মন্ত্রে বরুণকর্ত্তৃক সূর্য্যের গতিপথ‡ নির্ম্মাণের উল্লেখ এবং ১।৮৬।৪, ১১-১২ মন্ত্রে 'সত্যাত্মক আদিত্যের দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র স্বর্গের চতুর্দ্দিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে ও কদাচিৎ জরাগ্রস্ত হয় না। হে অগ্নি! এইচক্রে পুত্ররূপ সপ্তশতবিংশতি মিথুন বাস করে। পঞ্চপাদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট (আদিত্য) যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধে থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে পুরীষী কহে, অপর কেহ কেহ ছয় অরবিশিষ্ট সপ্তচক্রযুক্ত (রথে) স্তোতমান্ (আদিত্যকে) অর্পিত কহে, যখন তিনি (দ্যুলোকের) অপর অর্দ্ধে অবস্থিত।'¶

উপরোক্ত বিষয়সমূহ এবং ঋগ্বেদের ১।৪১।৪, ১।১১০।২, ৫।৪৫।৭-৮, ১০।৮৫।১ আলোচনা করিলে রাশিচক্র অয়নবৃত্ত, বিষুববৃত্ত, ক্রান্তিপাত (inclination of the ecliptic with the equator) এবং বিষুপদী বা বিষুবসংক্রান্তিদ্বয় আলোচনা করিলে [illegible] না বলিবে যে ঋগ্বেদীয়যুগের আর্য্যঋষিগণ দ্বাদশরাশিবিভাগ অবগত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা মেষাদি নাম কল্পনা না করিয়া বোধ হয় নক্ষত্রাদির সূক্ষ্মতম বিভাগ লইয়া সূর্য্যের রাশিসংক্রমণ গণনা করিতেন। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্-

* ঋক্ ১।৭২।৭। † ঋক্ ১০।২।৭।

‡ অর্চ্চিষোহহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্‌ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং…তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ। ধূম্রাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্যান্‌ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতিমাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্…। (বৃহদা০ ৬।২।১৫) 'ছয়মাস যখন সূর্য্য উত্তরে বা দক্ষিণে গমন করেন।' যাস্ক ও মহাত্মা এই স্থলে উদগয়ন ও দক্ষিণায়ন শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন। ছান্দোগ্যে দেবলোক স্থানে দেবপথ এবং কৌশিতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (১।৩) দেবযান পথই পাওয়া যায়।

* "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।" (গীতা ৮।২৪)

† ভারত ভীষ্মপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়।

‡ 'উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নমার্গস্ত বিস্তারঃ প্রসিদ্ধঃ।' (সায়ণ)

¶ সায়ণাচার্য্য উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ভাষ্যে লিখিয়াছেন:—পুনঃ পুনঃ ভ্রমণশীল মণ্ডলাখ্যচক্র দ্বাদশার অর্থাৎ দ্বাদশসংখ্যক মেষাদিরাশি সমাযুক্ত; সপ্তশতবিংশতিমিথুন অর্থে ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি; পঞ্চপাদ অর্থে পাঁচঋতু। কারণ হেমন্ত ও শিশির এক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, দ্বাদশাকৃতি—দ্বাদশরাশ্যাত্মক দ্বাদশমাস; পুরীষী অর্থে বৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্য; ছয় অর=ছয় ঋতু এবং সপ্তরশ্মি=সপ্তচক্র অথবা অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র ও মুহূর্ত্ত এই পুনঃপুনঃভ্রমণশীল সাতটী চক্র। এই ঋকে সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ গমনরূপ ব্যাপার কি সূচিত হইতেছে না?

যুগে এইরূপ নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া রাশিসংক্রমণের ব্যবস্থা চলিয়াছিল। সুতরাং মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের আদিতেই ঋষিগণ রাশিসংক্রমণ এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ব্যাপার সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে গণনাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঋগ্বেদীয়-যুগের মৃগশিরা (Orion) নক্ষত্রের আবিষ্কার কাল ৪০০০—২৫০০ খৃঃ পূঃ এবং তাহার পূর্ব্বাব্দ (Pre-Orion period) ৬০০০—৪০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। অতএব মনে হয় যে, আর্য্য-ঋষিগণ ঐ সময়ের কোন সময়ে রাশিচক্রতত্ত্ব জনসাধারণে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।* [ঋগ্বেদ দেখ।]

সংহিতা ও ব্রাহ্মণযুগ অতিক্রম করিয়া আমরা কাব্য ও সূত্রযুগে আসিয়া উপনীত হই। মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ মহাকাব্যের বালকাণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথিপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, "তাঁহার জন্মকালে রবি মেষরাশিতে, মঙ্গল মকররাশিতে, শনি তুলারাশিতে এবং শুক্র মীনরাশিতে ছিলেন।" সুতরাং বোধ হইতেছে যে, রামায়ণপ্রণয়নকালে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও মেষাদিরাশি তথনকার ঋষিগণ সম্যক্ বিদিত ছিলেন। [রামায়ণ দেখ।]

বৌধায়নকল্পসূত্রে মীন, মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশির উল্লেখ আছে। সায়ণাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—'অথাত ঋতূনামেব মীমাংসা। বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিনাদধীত গ্রীষ্মে রাজন্যঃ শরদি বৈশ্যো বর্ষাসু রথকার ইতি। আপস্তম্বস্তু হেমন্তে বা শরদি বৈশ্যস্য শিশিরঃ সার্ব্ববর্ণিক ইত্যাহ। (৫।৩।১৮-১৯) অথো খলু যদৈবৈনং শ্রদ্ধোপনমেদথাদধীত সৈবাস্যর্দ্ধিরিতি। অত্র বসন্তাদয়ং সৌরাশ্চান্দ্রাশ্চেতি দ্বিধা ভবন্তি। মেষবৃষভৌ সৌরো বসন্তঃ। মীনমেষৌ বা। মেষাদি রাশিদ্বয়ভানুভোগাৎ ষট্‌ চর্ত্তবঃ স্যুঃ শিশিরো বসন্ত ইতি বচনাৎ। অত্র যাবৎ আদিত্যো মীনমেষয়োস্তিষ্ঠেতি তাবৎকালো বসন্তঃ। এবং বৃষভাদিদ্বন্দ্বেষু ক্রমাদ্‌গ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধেমন্তশিশিরাঃ।"

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে আমরা প্রথমে আর্য্যভট্টকেই দ্বাদশরাশির উল্লেখ করিতে দেখি। বরাহমিহির বৌদ্ধজ্যোতিষী সত্য ভদন্ত ও বাদরায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা উভয়েই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। জ্যোতির্ব্বিদাভরণে এই সত্য ও বাদরায়ণকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলিয়া লিখিত আছে। বরাহমিহিররচিত বৃহজ্জাতকটীকায় উৎপল সত্যের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রাশির চিত্র এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"মেষোবৃষভো বীণাগদাধরঃ মিথুনমস্তসি কুলীরঃ।
সিংহঃ শৈলে কন্যা নৌকাস্থা দীপশস্যকরা ॥১
পুরুষস্তুলাধরো বৃশ্চিকোঽথ ধন্বী নরো হয়াস্থার্দ্ধঃ।
মকরার্দ্ধং মৃগপূর্ব্বং কুম্ভী পুরুষশ্চ মীনমৎস্যৌ ॥"২

বাদরায়ণ ব্রহ্মের শরীরের সহিত দ্বাদশরাশির এইরূপ মিলন করিয়াছেন :—

"মেষঃ শিরোঽথ বদনং বৃষভো বিধাতুঃ
বক্ষো ভবেন্মিথুনং হৃদয়ং কুলীরঃ।
সিংহস্তথোদরমথো যুবতিঃ কটিশ্চ
বস্তিস্তুলাভৃদথ মেহনমষ্টমঃ স্যাৎ ॥১
ধন্বী চাস্যোরুযুগং মকরো জানুদ্বয়ং ভবতি।
জঙ্ঘাদ্বিতয়ং কুম্ভঃ পাদৌ মৎস্যদ্বয়ং চেতি ॥২"

বাদরায়ণের শ্লোকে মেষ ব্রহ্মের মুখস্বরূপ বর্ণিত দেখিয়া এবং মেষরাশিতে বর্ষারম্ভ জানিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর ল্যাসেনের পদানুসরণপূর্ব্বক বাবিলন বা গ্রীক্-সকাশে ভারতীয়ের রাশিচক্রশিক্ষা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেন*, পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক তাহা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহা হইলে চিত্রাকে বরং প্রজাপতির শির বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কারণ তৈত্তিরীয়সংহিতায় চিত্রা-পূর্ণিমায় বৎসরারম্ভের প্রমাণ আছে†। তিনি বলেন যে প্রাচীনকালে এইরূপ বিভিন্ন উপায়ে পঞ্জিকা (Calender) গণনা চলিত। অধ্যাপক মোক্ষমূলর যে মেষ দেখিয়াই গ্রীক্‌জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুকরণ সাব্যস্ত করিবেন, তাহা কোনরূপে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

তৎপরে যবনেশ্বর ও গর্গকে রাশি এবং সপাদনক্ষত্রদ্বয়ে তাহার বিভাগ করিতে দেখা যায়। (রঘুনন্দন জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বরাহমিহির স্বয়ং এইরূপ রাশিবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মৎস্যৌ ঘটী নৃমিথুনং সগদং সবীণং
চাপী নরোঽশ্বজঘনো মকরো মৃগাস্যঃ।
তৌলী সশস্যদহনা প্লবগা চ কন্যা
শেষাঃ স্বনামসদৃশাঃ স্বচরাশ্চ সর্ব্বে ॥"৩

কিন্তু তিনি তাঁহার বৃহজ্জাতকের অন্য একস্থলে রাশিচক্রসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক লিখিয়াছেন—

"ক্রিয়তাবুরিজিতুমকুলীরলেয়পাথোনজুককৌর্প্যাখ্যাঃ।
তৌক্ষিক আকোকেরো হৃদ্রোগশ্চান্ত্যভং চেত্থম্ ॥৮"

এই বচনে দ্বাদশরাশির উল্লেখ করায় এবং ঐ সকল শব্দের সহিত গ্রীকরাশিগুলির শাব্দসম্বন্ধ থাকায় পাশ্চাত্য-

* Vide B. G. Tilak's *The Orion*, 1893.

* India, What can it teach us? pp. 323-824.

† The Orion, p. 204-5.

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ রাশিচক্রের বিষয় যবন অথবা বাবিলোনীয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা যখন জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতায় দ্বাদশরাশির বিভাগ এবং রামায়ণে ও বৌধায়ণকল্পসূত্রে তাহাদের মেষাদিনাম পাইতেছি, তখন আমরা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি যে, উহা আমাদের মৌলিক বস্তু নহে? তবে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে যখন ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে যবনপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, যখন যবনপদদলিত আর্য্যগণ যাবনিকভাষায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; তখন জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতিপরায়ণ যবন রাজগণের উৎসাহে এবং জনসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশে, জ্যোতির্বিদ্‌পণ্ডিতগণ তৎকালপ্রচলিত প্রাঞ্জল যাবনিক শব্দগুলি জ্যোতিষিক পরিভাষারূপে সংস্কৃতশাস্ত্রে গ্রহণ করিয়া রাজভক্তির পরিচয় দিয়া থাকিবেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের Philosophical Transactions নামক পত্রিকায় চতুষ্কোণাকৃতি রাশিচক্রাঙ্কিত একখানি প্রস্তরফলকের উল্লেখ আছে। উহা দাক্ষিণাত্যের মদুরা রাজ্যের অন্তর্গত বের্দ্দাপেট্টানগরের একটী পাগোডার ছাদতলে গ্রথিত ছিল। উহার মিথুনের গৃহে উভয়হস্তে ঢালধারী পুংমূর্ত্তি, কন্যার গৃহে উপবিষ্ট উলঙ্গ রমণীমূর্ত্তি, মকরস্থানে একটী মেষ ও একটী মৎস্যমূর্ত্তি, ঐ দুইটী পরস্পরের নিকট অবস্থিত বটে, কিন্তু বর্ত্তমান রাশিচক্রের নির্দ্দিষ্টমূর্ত্তির ন্যায় একদেহী নহে। বৃশ্চিকস্থানে যে মূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কুম্ভে কেবল একটী কলসী এবং মীনে কেবলমাত্র একটী মৎস্য চিত্রিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই প্রসিদ্ধ ফলকে মকররাশির মেষ ও মৎস্যমূর্ত্তি পরস্পরে স্বতন্ত্র দেখিয়া উহার প্রাচীনত্বই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।*

সর্ উইলিয়ম জোন্স Asiatic Researches নামক পত্রিকার দ্বিতীয়ভাগে জ্যোতির্বিদ্ শ্রীপতিবর্ণিত প্রাচীন রাশিচক্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার চিত্রফলকে মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ ও বৃশ্চিকরাশি তত্তৎ জীবমূর্ত্তিতেই অঙ্কিত আছে। মিথুন গদাধারী পুংমূর্ত্তি ও বীণাবাদিনী স্ত্রীমূর্ত্তি; কন্যা নৌকারোহী রমণীমূর্ত্তি, তাহার একহস্তে প্রদীপ ও অপর হস্তে ধান্যশীর্ষ। তুলায় তুলাদণ্ডধারী একজন মনুষ্য, তিনি উহার একটী পাত্রে ভার দিয়া তৌল নির্দ্দেশ করিতেছেন। ধনু একজন তীরন্দাজের মূর্ত্তি, উহার পদদ্বয় অশ্বখুরের ন্যায়। মকরে মৃগমূর্ত্তি। কুম্ভে একজন ব্যক্তি স্কন্ধস্থ জলপাত্র হইতে জল ফেলিতে ফেলিতে যাইতেছে। মীনরাশিতে একটী মৎস্যের পুচ্ছদেশে আর একটী মৎস্য। শ্রীপতি রাশিচক্র দ্বাদশভাগে (mansions of the sun) বিভক্ত করিয়া, তাহার প্রত্যেকটী ৩০° অংশে বিভাগ করিয়াছেন। পরে ঐ চক্র আবার ২৭টী নক্ষত্র অনুসারে ২৭ ভাগ করিয়া চন্দ্রের গেহ (mansions of the moon) স্থির করিয়া লইয়াছেন।

মিশর, গ্রীক্, বাবিলোনীয় অথবা ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের এই সকল বিভিন্ন প্রকারের রাশিচক্রচিত্র পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ আপনাপন অধ্যবসায়ে এবং পরস্পরে স্বতন্ত্রভাবে যে যে রাশিগত নক্ষত্রের যে অনুরূপ আকৃতি আবিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা আপনাপন গ্রন্থে পৃথক্ পৃথক্ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন†। গ্রীক্ রাশিচক্রের আদিতে মেষরাশি এবং ভারতীয় বৎসরগণনা প্রথমে মেষরাশি হইতে আরব্ধ দেখিয়া উহাকে কখনই গ্রীকের অনুকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কারণ প্রাচীন বৈদিকযুগে দেশভেদে ও ঋতুভেদে বৎসরগণনার স্বতন্ত্র নিয়ম ছিল; তাহা উপরে উক্ত হইয়াছে। [সৌর-জগৎ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

রাশিত্রয় (ক্লী) তিনটী রাশির গুণাত্মক অঙ্কসংজ্ঞাবিশেষ। [ত্রৈরাশিক দেখ।]

রাশিনামন্ (ক্লী) নামকরণের সময় রাশি অনুসারে যে নাম হয়, তাহাকে রাশিনাম কহে। এই রাশিনাম শতপদচক্রানুসারে হইয়া থাকে। রাশিনাম দ্বারা নক্ষত্র এবং তাহার কোন্ পাদে জন্ম ও কোন্ গ্রহের দশা ইহা জানা যায়। প্রবাদ আছে যে, রাশিনাম সকলের সমক্ষে বলিতে নাই, অনেকেরই রাশিনাম ও ডাকনাম সাধারণতঃ এই দুইটী করিয়া নাম থাকে। ধর্ম্মকর্ম্মাদি কার্য্যে কেবল রাশিনাম ব্যবহৃত হয়, সাধারণতঃ ডাক নামেই অন্য কার্য্যাদি হয়।

* "This remarkable monument was discovered in the ceiling of a choultry or pagoda at Verdapettah in Madura; and the separation of the figures in Capricornus seems to indicate that it is of a great antiquity, as it may be reasonably supposed that such a dispoeition preceded in order of time that of a union of the two bodies in one," (Eng. Cyclo. Arts & Sc. Vol. iv. p. 1060)

† "The Zodiacs of India and of ancient Persia may be presumed to have been originally the same as that of the Greeks or Egyptians; for although all of them differ from one another in the details, the points of incedents are too numerous to be accidental, and it is probable that in the course of time the premitive sphere was altered in the countries eastward of Egypt and Chaldaea, as it was by the people of Europe. On the subject of the Indian Zodiac, the reader may consult Bohlen, 'Das Alte Indien, vol ii. p. 252 &c. and the references in notes." *Ibid.*

বোধ হয় রাশিনাম জানিলে যদি মারণাদি করে, এই জন্ত উহা গোপন করিবার নিয়ম প্রচলিত। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে এই নাম[illegible]ণের প্রণালী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সওয়া দুইপাদ নক্ষত্রে এক একটী রাশি হয়, এক একটী নক্ষত্র চারিপাদে বিভক্ত, নক্ষত্রমান ন্যূনাধিক ৬০ দণ্ডে হইয়া থাকে, ইহা চারিভাগ করিলে ১৫ দণ্ডে এক এক পাদ হয়। নক্ষত্রের এই পাদ অনুসারে রাশিনামের আগুক্ষর হইয়া থাকে।

অ ই উ এ কৃত্তিকা, অর্থাৎ কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত মেষরাশিতে জন্ম হইলে এবং কৃত্তিকানক্ষত্রের কোন্ পাদে জন্ম হইয়াছে, তাহা প্রথমে স্থির করিতে হয়। প্রথমপাদে জন্ম হইলে 'অকারাদি', দ্বিতীয়পাদে ইকারাদি, তৃতীয়পাদে উকারাদি এবং চতুর্থপাদে একারাদি নাম হইবে। এইরূপ অন্যান্য নক্ষত্র সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

ও ব বী বু রোহিণী। বে বো ক কী মৃগশিরা। কু ঘ ঙ ছ আদ্রা। কে কো হ হি পুনর্বসু। হু হে হো ড পুষ্যা। ডি ডু ডে ডো অশ্লেষা। ম মি মু মে মঘা। মো ট টি টু পূর্ব্ব-ফল্গুনী। টে টো প পি উত্তরফল্গুনী। পু ষ ণ ঠ হস্তা। পে পো র রি চিত্রা। রু রে রো ত স্বাতী। তি তু তে তো বিশাখা। ন নি নু নে অনুরাধা। নো য যি যু জ্যেষ্ঠা। যে যো ভ ভি মূলা। ভু ধ ফ ঢ় পূর্ব্বাষাঢ়া। ভে ভো জ জি উত্তরাষাঢ়া। জু জে জো খ অভিজিৎ। খি খু খে খো শ্রবণা। গ গি গু গে ধনিষ্ঠা। গো শ শি শু শতভিষা। শে শো দ দি পূর্ব্বভাদ্রপদ। দু থ ঝ ঞ উত্তরভাদ্রপদ। দে দো চ চি রেবতী। চু চে চো ল অশ্বিনী। লি লু লে লো ভরণী।

এইরূপে নক্ষত্রের পাদানুসারে নাম হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন নিম্নোক্ত প্রকারেও রাশিনাম স্থির করা হয়। যথা—

অ ল মেষ। উ ব বৃষ। ক ছ মিথুন। ড হ কর্কট। ম ঠ সিংহ। প থ কন্যা। র ত তুলা। ন য বিছা। ধ ভ ধনু। খ ঝ মকর। গ শ কুম্ভ। দ চ মীন।

ইহা স্থূল, এই নাম দ্বারা কেবল রাশি জানা যায়, নক্ষত্র জানা যায় না। কিন্তু শতপদচক্রানুসারে রাশিনাম রাখিলে রাশি, নক্ষত্র এবং নক্ষত্রের কোন্ পাদে জন্ম তাহা জানা যায়।

রাশিপ (পুং) মেষাদি দ্বাদশরাশির স্ব স্ব গৃহের অধিপতি।

রাশিব্যবহার (পুং) রাশের্ব্যবহারঃ। শস্তরাশিপরিমাণক [illegible] অঙ্ক, যে অঙ্কদ্বারা শস্তরাশির পরিমাণ জানা যায়, তাহাকে রাশিব্যবহার কহে। লীলাবতীতে রাশিব্যবহারের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

"অনণুষু দশমাংশোঽণুষ্বথৈকাদশাংশঃ
পরিধিনবমভাগঃ শূকধান্যেষু বেধঃ।
ভবতি পরিধিষষ্ঠে বর্গিতে বেধনিঘ্নে
ঘনগণিতকরাঃ স্যুর্মাগধাস্তাশ্চ কার্য্যঃ॥" (লীলাবতী)

রাশিভাগ (পুং) একটী রাশির ভাগ বা অংশ। ভগ্নাংশ।

রাশিভাগানুবন্ধ (পুং) ভগ্নাংশের সঙ্কলন। (Addition of a fraction)

রাশিভাগাপবাহ (পুং) ভগ্নাংশের ব্যবকলন।

রাশিভোগ (পুং) রাশের্ভোগঃ। রাশিদিগের ভোগ, গ্রহ-দিগের রাশির ভোগপরিমিত কাল। গ্রহগণ যতদিন ধরিয়া রাশিকে ভোগ করেন, অর্থাৎ রাশিতে অবস্থিত থাকেন, তাহাকে রাশিভোগ কহে। [রাশি শব্দ দেখ।]

রাশিস্থ (ত্রি) রাশৌ তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। রাশিতে অবস্থিত।

রাশীকরণ (ক্লী) স্তূপীকরণ। চলিত গাদা করা।

রাশীকৃত (ত্রি) অরাশিকৃতঃ রাশীকৃতঃ অভূততদ্ভাবে চ্বি। পুঞ্জীকৃত, যাহা স্তূপাকার করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা একত্র করা ছিল না, তাহা একত্র করা হইলে তাহাকে রাশীকৃত কহে।

রাষ্ট্র (পুং ক্লী) রাজতে ইতি রাজ্ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্ ব্রশ্চেতি ষঃ। বিষয়, জনপদ, রাজ্য।

"অশাসংস্তস্করান্ যস্তু বলিং গৃহ্লাতি পার্থিবঃ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং স্বর্গাচ্চ পরিহীয়তে॥" (মনু ৯।২৫৪)

২ উপদ্রব, মরকাদি।

৩ পুরূরবার বংশজাত কাশীর পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।৪)

রাষ্ট্রক (ত্রি) ১ রাজ্য। ২ রাজ্যবাস। ৩ রাজ্যসম্বন্ধীয়।

রাষ্ট্রকর্ষণ (ক্লী) ১ রাজ্যপীড়ন। প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারকরণ।

রাষ্ট্রকাম (ত্রি) রাজ্যপ্রাপ্তির ইচ্ছা। রাজ্যাভিলাষী।

রাষ্ট্রকূট, স্বনাম-প্রসিদ্ধ দাক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিয়রাজবংশ। বর্ত্তমান সময়ে এই বংশীয় রাজপুত-রাজগণ রাঠোর নামেই পরিচিত। প্রাচীন গুহালিপি ও শিলাফলক পাঠে জানা যায় যে, ভোজ ও রট্‌ঠি নামে দুইটি ক্ষত্রিয়-রাজবংশ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন। এই রট্‌ঠি বা রাষ্ট্রিক-রাজগণ এক সময়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া দাক্ষিণাত্যের উত্তরবিভাগে মহাপ্রভাবশালী সুবিস্তৃত মহারাষ্ট্র-রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা আপনাদিগকে সগৌরবে মহারট্‌ঠি বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ কালে মরাঠা নামে প্রসিদ্ধ হন।

পরবর্ত্তিকালে দক্ষিণমরাঠা রাজ্যে রট্‌ঠি বা রট্‌ঠ নামে

আরও কএকজন সামন্তরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ রট্‌ঠজাতীয় কতকগুলি বংশ একশ্রেণীনিবদ্ধ হইয়া সম্ভবতঃ তদর্থপরিচায়ক 'কূট' শব্দের অপভ্রংশে রট্‌ঠকূড় নামে খ্যাতিলাভ করে। পরে তাহা দেশীয় ভাষায় 'রাঠোর' ও সংস্কৃত ভাষায় 'রাষ্ট্রকূট' নামে অভিহিত হইয়াছিল। অথবা প্রাচীন রট্‌ঠজাতির কোন একটী শাখা দাক্ষিণাত্য ভূভাগে বিস্তার লাভ করিয়া কালে রাষ্ট্রকূট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবেন; যেহেতু অন্ধ্রভৃত্য ও শক-ক্ষত্রপগণের প্রভাবহ্রাসের পর, এই রট্‌ঠবংশীয় সর্দ্দারগণ আভীর-জাতির সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যুত্থিত হইয়া স্বাধীনতা-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যেবুর ও মিরাজ-ফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে, চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়সিংহ রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতি কৃষ্ণের পুত্র ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়া দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই চালুক্যবংশ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের প্রারম্ভে প্রাধান্য লাভ করেন; সুতরাং খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের শেষ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকূটবংশের প্রভাবকাল কল্পনা করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহ আলোচনা দ্বারা এই রাষ্ট্রকূটবংশের যে ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে এই রাজবংশ দক্ষিণভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। খরে-পাটন, সাঙ্গলী, নবসারী ও বর্দ্ধা-ফলক অনুশীলন করিলে জানা যায় যে, রাষ্ট্রকূটগণ যদুবংশীয় এবং যদুকুলোত্তম সাত্যকীর মূলবংশ। এই বংশে রট্ট নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রাষ্ট্রকূট হইতেই এই বংশ রাষ্ট্রকূট নামে পরিচিত হয়। শিলালিপিবর্ণিত পৌরাণিক নামগুলি সম্পূর্ণই কল্পনাপ্রসূত, বরং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-রাজ্য-স্থাপয়িতা রট্‌ঠ নামক বিশাল ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে প্রতিষ্ঠালাভান্তে রাষ্ট্রকূট নাম গ্রহণই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ মৌর্য্যরাজ অশোকের সময়েও মহারাষ্ট্ররাজ্যে এই রাজবংশের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকূটগণ প্রকৃতপক্ষে এতদ্দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহারা সময় সময় সাতবাহন, ও চালুক্যবংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত হইয়া বশুতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একবারেই শক্তিহীন হন নাই।

শিলালিপি হইতে ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত যে সকল রাষ্ট্রকূট-রাজগণের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১ম গোবিন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইলোরার দশাবতার গুহামন্দিরের শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম ইন্দ্ররাজ ও পিতামহের নাম দন্তিবর্ম্মা। রবিকীর্ত্তির ঐহোলের শিলাফলকে উৎকীর্ণ আছে যে, রাজা ১ম গোবিন্দ চালুক্যরাজ ২য় পুলকেশীর রাজ্য আক্রমণ করেন ও পরে তাঁহার [illegible] মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। তৎপুত্র [illegible] ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অনেক বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় ইন্দ্ররাজ পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন।

ইন্দ্ররাজ চালুক্যরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া উভয় রাজবংশের মধ্যে পরস্পরে সদ্ভাবস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বিজয়ী দন্তিদুর্গ মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া কাঞ্চী, কেরল, চোল, পাণ্ড্য এবং বজ্রট ও আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি শ্রীহর্ষ প্রভৃতিকে পরাভূতকারী কর্ণাটক সেনাদলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কর্ণাটক-সৈন্যের পরাভবে চালুক্যবংশীয় শেষ স্বাধীন নরপতি রাজা ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মার (বল্লভের) গর্ব্ব খর্ব্ব হয় এবং রাজা দন্তিদুর্গ সমগ্র দক্ষিণভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কাঞ্চী, কলিঙ্গ, কোশল, শ্রীশৈল, মালব, লাট ও টঙ্করাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি উজ্জয়িনী-নগরে বহু স্বর্ণ ও জহরত দান করিয়াছিলেন। কোল্হাপুর জেলার শমনগড়-নগরে উৎকীর্ণ তদীয় একখানি শিলাফলকে তাঁহার রাজ্যকাল ৬৭৫ শকাব্দ লিখিত হইয়াছে।

রাজা দন্তিদুর্গ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে তাঁহার খুল্লতাত কৃষ্ণরাজ রাজা হন। বড়োদানগরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে কৃষ্ণরাজ কর্ত্তৃক স্ববংশীয় কোন রাজার উচ্ছেদসাধনের উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দন্তিদুর্গকে নিহত করিয়াই তিনি সিংহাসনাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাবী ও নবসারীর ফলকে দন্তিদুর্গের মৃত্যুর পর, কৃষ্ণের সিংহাসনপ্রাপ্তির কথাই লিখিত আছে। বংশগৌরববর্দ্ধক মহাপ্রভাবশালী মহারাজ দন্তিদুর্গকে রাজ্যভ্রষ্ট বা নিহত বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অধিক সম্ভব, দন্তিদুর্গের পুত্র অথবা তদ্বংশীয় অপর কোন রাজপুঙ্গব যাহাদের উত্তরাধিকার-স্বত্ব কৃষ্ণরাজ অপেক্ষা প্রবল ছিল, তাঁহাদিগকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া তিনি বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন, ইহাই বিশ্বাস্য। খরডাফলকে দন্তিদুর্গের যে অপুত্রকত্বের কথা লিখিত আছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ ঐ ফলক দুই শতাব্দ পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

কৃষ্ণরাজ শুভতুঙ্গ ও অকালবর্ষ উপাধিতে ভূষিত [illegible] দন্তিদুর্গের পদানুসরণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তিনি চালুক্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত এবং রাহপ্প নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিকে পরাজয়পূর্ব্বক রাষ্ট্রকূটগৌরব

দাক্ষিণাত্য-ভূমে বিস্তার করিয়াছিলেন। এই রাহপ্প কোন্ দেশের নরপতি ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। রাজা কৃষ্ণরাজ অর্থব্যয়ে ইলাপুরে (ইলোরায়) পর্ব্বত কাটাইয়া কৈলাস পর্ব্বত ও তদুপরি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি ৬৭৫ হইতে ৭০৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

অতঃপর তৎপুত্র ২য় গোবিন্দ রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রাজা গোবিন্দ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিশেষরূপ ইন্দ্রিয়সুখনিরত হইয়া পড়েন, সেই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব-নিরুপম রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। তিনিই পরে কৌশল করিয়া স্বীয় ভ্রাতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লন। রাজা গোবিন্দ পরে পার্শ্ববর্ত্তী সামন্ত-নৃপতিগণের সাহায্যে ভ্রাতা ধ্রুবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে সসৈন্যে পরাভূত হন। তৎপরে ধ্রুব-নিরুপম রাষ্ট্রকূট-রাজচ্ছত্রতলে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন

জিনসেন কর্ত্তৃক ৭০৫ শকে বিরচিত জৈন হরিবংশের শেষভাগে লিখিত আছে যে, দাক্ষিণাত্য ভূভাগে কৃষ্ণপুত্র শ্রীবল্লভ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। কাবী ও পৈঠানে প্রাপ্ত প্রশস্তিপাঠে জানা যায় যে, রাজা কৃষ্ণের পুত্র ২য় গোবিন্দের অপর নাম বল্লভ এবং ধ্রুবের নাম কলিবল্লভ ছিল। সুতরাং উক্ত শক-সংবতে ২য় গোবিন্দকে সিংহাসনাধিরূঢ় বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি দেখা যায় না।

রাজা ধ্রুব একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। নিরুপম, কলিবল্লভ ও ধারাবর্ষ এই কয়টী তাঁহার বিরুদ। তিনি কাঞ্চীর পল্লবরাজকে বশীভূত করিয়া করস্বরূপ বহুসংখ্যক হস্তী লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি চেররাজ্যের গঙ্গবংশীয় নরপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কঠিন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। অনন্তর তিনি স্বীয় বাহিনী উত্তরাভিমুখে পরিচালিত করিয়া গৌড়বিজয়ী বৎসরাজগণের রাজধানী কৌশাম্বীপুরী অধিকারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মারবাড়ের মরুদেশে তাড়াইয়া দেন এবং পরে কোশলরাজ্যের অধীশ্বর হন। রাজা ধ্রুব নিরুপম অমিতবিক্রমে রাজ্যশাসন ও বর্দ্ধন করিলেও অধিককাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই; কারণ শিলালিপিপ্রমাণে আমরা দেখিতে পাই যে, ৭০৫ শকে তাঁহার ভ্রাতা বল্লভ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ৩য় গোবিন্দ ৭১৬ শকে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পৈঠান-প্রশস্তি দান করিতেছেন।

যুবরাজ ৩য় গোবিন্দের বলবীর্য্য ও সাহসের পরিচয় পাইয়া রাজা ধ্রুব নিরুপম পুত্রের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে রাজসিংহাসনে উপবেশন করা ধৃষ্টতামাত্র জ্ঞানে, তিনি পিতাকে নিবেদন করেন যে, 'তাঁহার বর্ত্তমান যুবরাজ-পদ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছে।'

পিতার মৃত্যুর পর, গোবিন্দ জগত্তুঙ্গ (১ম) নাম গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার অধীনে রাষ্ট্রকূট সেনাদল অদ্বিতীয় রণকৌশল শিক্ষা করিয়া রণদুর্ম্মদ হইয়া উঠিয়াছিল। সিংহাসনাধিকারের পর, দ্বাদশ জন সামন্ত-নরপতি বিদ্রোহী হইয়া একযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। তিনি একাকী সেই বিরুদ্ধাচারীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি বন্দীভূত গঙ্গবংশীয় চেররাজকে মুক্তি দান করেন, কিন্তু উক্ত রাজা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। রাজা ৩য় গোবিন্দ পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে আনয়নপূর্ব্বক কারারুদ্ধ করিলেন।

অতঃপর গুর্জ্জর ও মালবপতিকে পদানত করিয়া তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তদ্দেশাধিপতি মারাশর্ব্বকে পরাস্ত করিয়া প্রভূত উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে, তিনি শ্রীভবন নামক স্থানে আসিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন। তদনন্তর তুঙ্গভদ্রাতীরে সসৈন্যে সমাগত হইয়া পল্লববংশীয় কাঞ্চীপতি দন্তিদুর্গকে এবং পূর্ব্বচালুক্যবংশীয় বেঙ্গীরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তুঙ্গভদ্রাতীরে শিবিরসন্নিবেশকালে, তিনি পবিত্র রামেশ্বরতীর্থবাসী শিবধারী নামক জনৈক ব্যক্তিকে কিছু ভূমি দান করেন।

রাজা গোবিন্দ ৩য়, স্বীয় ভুজবলে উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কাঞ্চীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড একচ্ছত্রাধীন করিয়াছিলেন। তিনি মহী ও তাপ্তী নদীর মধ্যবর্ত্তী লাট প্রদেশ স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্রকে দান করেন। তদবধি এই প্রদেশে রাষ্ট্রকূটবংশের অপর এক শাখা রাজত্ব করিতে থাকেন। রাজা গোবিন্দ প্রভূতবর্ষ, পৃথ্বীবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও জগত্তুঙ্গ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি ময়ূরখণ্ডী (বর্ত্তমান মোরখণ্ড) নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। কিন্তু ৭৩০ শকে বণি-দিণ্ডোরী ও রাধনপুরের শাসনলিপিতে প্রকাশ যে তিনি তৎকালে ময়ূরখণ্ডীতে বিদ্যমান ছিলেন।

রাজা গোবিন্দ লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র অমোঘবর্ষ রাজা হন। তাঁহার প্রকৃত নাম শর্ব্ব। বীরনারায়ণ, রাজরাজ, নৃপতুঙ্গ ও বল্লভ প্রভৃতি তাঁহার কয়টী উপাধি ছিল। মান্যখেট নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল, তিনি বেঙ্গীর চালুক্যরাজগণকে সমরে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধে প্রেরণ

করেন। কোঙ্কণের শিলাহার-বংশীয় সামন্তরাজ পুল্লশক্তি ও তৎপুত্র কপর্দ্দির ৭৭৫ ও ৭৯৯ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা রাষ্ট্রকূটপতি অমোঘবর্ষের অধীনে সামন্তরূপে উক্ত প্রদেশ শাসন করিতেছেন।

ধারবাড় জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে ৭৮৮ শক তাঁহার রাজত্বের দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষ বলিয়া উল্লিখিত থাকায় আমরা শিলাহার-লিপির ৭৯৯ শককে তাঁহার রাজত্বে ত্রিষষ্টি বর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; সুতরাং তাঁহার রাজ্যারম্ভ কাল সম্ভবতঃ ৭৩৭ শক হইবে।

রাজা অমোঘবর্ষ দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ জৈন মহাপুরুষ জিনসেনের ভক্ত ছিলেন। মহাত্মা জিনসেন স্বরচিত পার্শ্বাভ্যুদয় গ্রন্থে রাজার সুদীর্ঘ রাজ্যশাসন কামনা করিয়া গিয়াছেন। জিনসেনশিষ্য গুণভদ্র উত্তরপুরাণে এবং বীরাচার্য্যকৃত সারসংগ্রহ নামক জৈন গণিতশাস্ত্রে অমোঘবর্ষের শক্তি ও ধর্ম্মপ্রাণতার উল্লেখ আছে। জয়ধবলানামক জৈন-দর্শনে লিখিত আছে,—৭৫৯ শকসংবৎ গত হইলে রাজা অমোঘবর্ষের রাজত্ব কালে উক্ত গ্রন্থখানি সম্প্রাপ্ত হয়। এই সকল আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা এই মাত্র বুঝা যায় যে মহারাজ অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি স্যাদ্বাদ-মতের পোষকতা করিয়া যান।

তিনি প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা* নামে একখানি সংস্কৃতকাব্য প্রণয়ন করেন। দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়িক রত্নমালিকাগ্রন্থে উহা অমোঘবর্ষের রচিত বলিয়া প্রকাশ। রাজার মনে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় তিনি রাজসিংহাসন স্বীয় পুত্রকে সমর্পণ করিয়া সংসারাসক্তি হইতে নিবৃত্ত হন†।

অমোঘবর্ষের পর তৎপুত্র অকালবর্ষ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণ (২য়) এবং উপাধি বল্লভ। তিনি হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ কোকল্লের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ কন্যার গর্ভে তাঁহার জগত্তুঙ্গ নামে এক পুত্র জন্মে। পৃথ্বীরাম নামক একজন সামন্তরাজ কর্তৃক ৭৯৭ শকে জৈনমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎকীর্ণ শিলাফলকে বর্ণিত আছে যে, তৎকালে কৃষ্ণরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; সুতরাং ৭৯৯ শকে অমোঘবর্ষ জীবিত থাকিলেও তৎকর্তৃক বৈরাগ্যবশতঃ রাজসিংহাসন ত্যাগ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণরাজ ঐ দুই বৎসর পিতার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য চালাইয়াছিলেন। ৮২৪ শকে চিকার্য্য বৈশ্যের জৈনমন্দিরপ্রতিষ্ঠাকালে উৎকীর্ণ মূলগুণ্ডের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা কৃষ্ণবল্লভ অমিত-বিক্রমশালী ছিলেন, তাঁহার ভয়ে গুর্জ্জরগণ সন্ত্রস্ত, লাটজনপদবাসী পদানত, গৌড়গণ বশীভূত, সমুদ্রোপকূলবাসী জনগণ শান্তিভ্রষ্ট এবং অঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গ ও মগধদেশাধিপতিগণ অধীনতাস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যকালে ৮২০ শকে (পিঙ্গল সংবৎসরে) গুণভদ্রের শিষ্য লোকসেন কর্তৃক জৈন আদিপুরাণ বা মহাপুরাণের শেষার্দ্ধ-রচনা সমাপ্ত হয়।

অকালবর্ষের পুত্র জগত্তুঙ্গ স্বীয় মাতুলকন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। তিনি রাজ্যাধিকারের পূর্ব্বে পরলোক গমন করায় তৎপুত্র ইন্দ্র (৩য়) পিতামহের সিংহাসন লাভ করেন। রাজ্যাধিকারের পর তিনি নিত্যবর্ষ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। মান্যখেটনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তিনি তাপ্তী তীরবর্ত্তী কুরুন্দক (বর্ত্তমান কুড়োদ) নগরে আসিয়া "পট্টবন্ধোৎসব" সমাধা করেন। এই সময়ে তিনি তুলাপুরুষদান, ২০ লক্ষ দ্রম্মমুদ্রা বিতরণ ও বহুগ্রামদান করিয়াছিলেন। অভিষেক-সময়ে গ্রামদান প্রসঙ্গে তিনি যে সকল শাসন-লিপি প্রচার করেন, তাহা ৮৩৬ শকে উৎকীর্ণ হওয়ায় ঐ সময়কেই তাঁহার রাজ্যারোহণকাল বলিয়া কল্পনা করা যায়। নবসারী জেলার তেন্ন ও গুমরা গ্রামাদি দান হইতে অনুমান হয় যে, রাজা অকালবর্ষের সময়ে সম্ভবতঃ লাটরাজ্য অর্থাৎ রাষ্ট্রকূটবংশের অন্যতম শাখা মান্যখেট-রাজবংশের অধীন হইয়াছিল।

ইন্দ্ররাজ (৩য়) হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ অর্জ্জুনপুত্র অনঙ্গদেবের কন্যা অম্বার (বিজাম্বা) পাণিগ্রহণ করেন। ইহার গর্ভে গোবিন্দ (৪র্থ) নামে এক পুত্র জন্মে। খরে-পাটনের প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, রাজকুমার গোবিন্দ অমোঘবর্ষের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। অধিক সম্ভব যুবরাজ ২য় অমোঘবর্ষই প্রথমে পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। গোবিন্দ কোন উপায়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা অমোঘবর্ষকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং সিংহাসন হস্তগত করেন। ২য় অমোঘবর্ষ অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজা ৪র্থ গোবিন্দ প্রভূতবর্ষ নাম গ্রহণ করিয়া ৮৩৫ শকে

---

* শ্বেতাম্বরমতে উহা বিমলকৃত এবং দিগম্বরমতে অমোঘবর্ষই উহার রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অধ্যাপক উফ্রেক্টকৃত গ্রন্থতালিকায় উহা মেঘবর্ষ রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বা শঙ্করগুরু রচিত একখানি প্রশ্নোত্তরমালিকাও পাওয়া যায়।

† "বিবেকাত্ত্যক্তরাজ্যেন রাজ্ঞেয়ং রত্নমালিকা।
রচিতামোঘবর্ষেণ সুধিয়াং সদলঙ্কৃতিঃ॥"

Vide Bhandarkar's Rep. Sans. Mss. 1883-4.

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সুবর্ণবর্ষ ও সাহসাঙ্ক উপাধি ছিল। তিনি বেঙ্গীর চালুক্য-রাজগণকে বারংবার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ৮৫৫ শকে তিনি মান্যখেট-রাজসিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ছিলেন।

রাজা ৪র্থ গোবিন্দের পর, তাঁহার খুল্লতাত বদ্দিগ (রাজা জগত্তুঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র) অমোঘবর্ষ ৩য় নামধারণপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানী ও সাধুতুল্য ছিলেন। সামন্তরাজগণের প্রার্থনায় তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিলেও স্বয়ং পরমার্থসেবা পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বৃত্তি ও ভোগসুখে লিপ্ত হন নাই। তাঁহার পুত্র যুবরাজ কৃষ্ণ স্বকীয় মহতীশক্তিদ্বারা দন্তিগ, বপ্পুগ ও বিদ্রোহী গঙ্গরাজগণকে পদানত করিয়াছিলেন। উত্তরে হিমাচল ও দক্ষিণে সিংহল এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম-সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভারতবর্ষ তাঁহার প্রভাবে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। গুর্জ্জররাজ তাঁহার ভয়ে কালঞ্জর ও চিত্রকূট দুর্গের বিজয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া পলায়ন করেন। যুবরাজ কৃষ্ণ স্বরাজ্যে একটী আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ ৩য় অমোঘবর্ষ অত্যল্পকাল মাত্র রাজ্যশাসন করিয়া গতায়ু হইলে, অমিতবিক্রম বীরাগ্রগণ্য ৩য় কৃষ্ণরাজ অকালবর্ষ নামধারণ করিয়া রাষ্ট্রকূট সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৮৬২ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাঁহার শ্রীবল্লভ উপাধি দেখা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে উৎকীর্ণ ৮৬৭ শকাব্দের এক খানি শিলালিপি দেখিয়া অনুমান হয় যে, রাজা ৪র্থ গোবিন্দের রাজ্যকালে ৮৫৫ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপির দ্বাদশবর্ষ পরে সম্ভবতঃ কৃষ্ণরাজদেব মান্যখেটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত বর্ষদ্বয়ের মধ্যে ৩য় অমোঘবর্ষের রাজ্যকাল ও কৃষ্ণরাজের সিংহাসনাধিকার সংঘটিত হইয়া থাকিবে। শিলালিপি প্রমাণে ৮৭৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যকাল পাওয়া যায়, কিন্তু সোমদেবকৃত যশস্তিলক নামক জৈনগ্রন্থের সমাপ্তিবাক্যে ৮৮১ শকে গ্রন্থসমাপ্তিপ্রসঙ্গে রাজা কৃষ্ণরাজদেবের শাসনকালের উল্লেখ আছে। তদ্‌গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা কৃষ্ণ অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া পাণ্ড্য, সিংহল, চোল, চের, ও অন্যান্য নরপতিবর্গকে অধীনতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণরাজদেব স্বর্গারোহণ করিলে পর তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা খোট্টিগদেব (খোটিক) সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি যুবরাজ দেবের কন্যা কন্দকদেবীর গর্ভজাত।

খোটিকের পর, তাঁহার ভ্রাতা নিরুপমের পুত্র কক্কল রাজা হন। তিনি কর্ক ২য় বা ৪র্থ অমোঘবর্ষ নামে পরিচিত ছিলেন। রাজা কর্ক অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইলেও চালুক্যরাজ তৈলপের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাঁহার সময় হইতেই দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্য চালুক্যরাজকরে সমর্পিত হয়। ৮৯৬ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, উক্ত শকে মহারাজ কক্কল রাষ্ট্রকূটসিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। ঐ বৎসর অথবা তৎপূর্ব্ব বর্ষে চালুক্যরাজ তৈলপ রাজদণ্ড ধারণ করেন। সুতরাং উহার কিছুকাল পরে সম্ভবতঃ চালুক্য-রাষ্ট্রকূট-সমরে রাষ্ট্রকূট-রাজলক্ষ্মী চালুক্যরাজবংশের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন।

উত্তর-চালুক্যবংশীয় রাজা তৈলপ বা আহবমল্ল স্বীয় ভুজবলে হূণ, গুর্জ্জর ও পাণ্ড্যরাজবিজেতা ২য় কর্ককে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গুজরাত ব্যতীত সমগ্র রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মান্যখেট-রাজকুমারী জাকলদেবীর পাণিপীড়ন করিয়া ধীরে ধীরে অধিবাসীদিগের অন্তরে চালুক্যপ্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা পান। এই সময়ে যুবরাজ ইন্দ্র রট্টকন্দর্প বা ৪র্থ ইন্দ্ররাজ (৩য় কৃষ্ণের পৌত্র) পশ্চিমগঙ্গবংশীয় সামন্তরাজ পের্মানড়ি মারসিংহের সাহায্যে স্বীয় পৈতৃক রাষ্ট্রকূট সিংহাসন পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি কএকবার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ব্যর্থমনোরথ হন। এই রাষ্ট্রকূট-রাজবংশ ৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা দন্তিদুর্গের রাজ্যকাল হইতে রাজা ২য় কর্কের রাজত্ব ৯৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দাক্ষিণাত্যভূমে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত রাজা রাজ্যলক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলে রাষ্ট্রকূটস্বাধীনতা চিরদিনের মত লুপ্ত হয়। গুজরাতের অন্যতম শাখা তৎপূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

এই রাজবংশের অধিকারকালে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন একদিকে প্রশ্রয় লাভ করিয়াছিল, হিন্দুধর্ম্মও তেমনই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ইলোরার পর্ব্বতগুহা কাটিয়া মঠবিহারাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আবার সেইরূপ পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুধর্ম্মেরও গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের জৈনমত দিগম্বর মতের পরিপোষক ছিল।

রাষ্ট্রকূটরাজগণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা প্রসিদ্ধ কবিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া গ্রন্থাদি প্রণয়নবিষয়ে উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহাদের উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলি তৎকালীন কবিত্বোৎকর্ষের পরিচায়ক। রাজা অমোঘবর্ষের প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা ও গুণভদ্র প্রভৃতি জৈন সূরিগণবিরচিত পুরাণদর্শনাদি-রচনা রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার চরম

নিদর্শন। ঐ সকল গ্রন্থে সাময়িক রাষ্ট্রকূটরাজগণের মহিমা কীর্ত্তিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কবিশ্রেষ্ঠ হলায়ুধ স্বরচিত কবিরহস্যে সোমবংশভূষণ রাষ্ট্রকূটকুলোদ্ভূত দক্ষিণাপথাধিপতি কৃষ্ণরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী না হইলে কবি কখনই তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা করিতেন না। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের আরবভ্রমণকারিগণ ভারতীয় এই "বল্লভ"উপাধিধারী রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজন্যবর্গকে '[illegible]হরা' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।
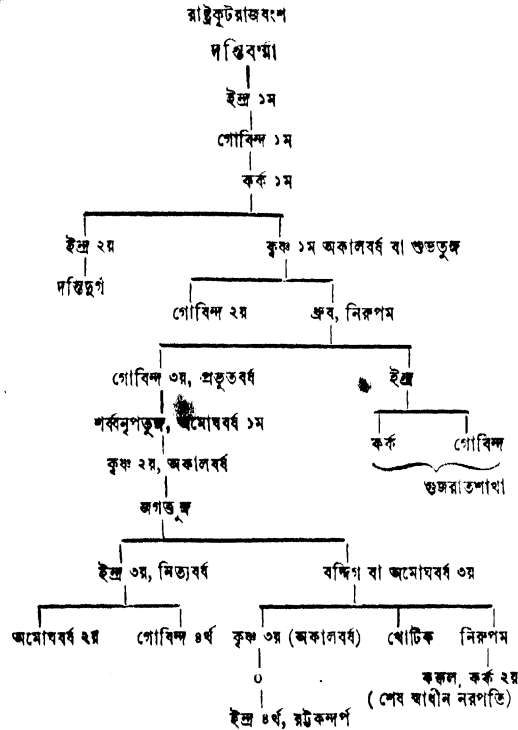
শিলালিপি অনুসরণ করিলে আমরা গুজরাত প্রদেশে রাষ্ট্রকূটবংশের দুইটী বিভিন্ন শাখা দেখিতে পাই। প্রথম শাখার প্রতিষ্ঠাতা কক্করাজ ১ম, তৎপুত্র ধ্রুবরাজ এবং পৌত্র গোবিন্দরাজ। গোবিন্দ নাগবর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ঔরসজাত পুত্র ২য় কক্করাজ ৭৫৭ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

দ্বিতীয় শাখার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহারাজ ধ্রুব নিরুপমের পুত্র গোবিন্দ ৩য়, ৮০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে ভরোচরাজ্য জয় করিয়া মধ্য-গুজরাত বা লাট প্রদেশ স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্রকে অর্পণ করেন। ইন্দ্রের বংশ প্রায় এক শতাব্দ কাল এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইন্দ্ররাজের পুত্র কর্করাজ (সুবর্ণবর্ষ) পরে রাজা হন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দরাজ প্রভূতবর্ষ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন; অতঃপর কর্করাজ মান্যখেটাধিপতি স্বীয় জ্ঞাতিভ্রাতা অমোঘবর্ষের সাহায্যে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। শালুকিকবংশীয় সামন্তরাজ বুদ্ধবর্ষ গোবিন্দরাজের অধীন ছিলেন।

গোবিন্দরাজের রাজ্যকাল অতীত হইলে কর্করাজের পুত্র ধ্রুবনিরুপম ধারাবর্ষ (ধ্রুব ১ম) রাজা হন। তিনি বল্লভ নামক এক নরপতিকে রণে পরাস্ত করিয়াছিলেন ও রণক্ষেত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জীবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র অকালবর্ষ শুভতুঙ্গ ৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরূঢ় হন।

অকালবর্ষের পুত্র ধ্রুবরাজ নিরুপম ধারাবর্ষ (২য়) পিতৃসিংহাসনে আসীন হইয়া ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অণ্‌হিলবাড়ের চাবড় জাতির অধিপতি বল্লভ ও মিহির নামক একজন রাজাকে পরাস্ত করেন। ঐ বর্ষেই সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে, কারণ উক্ত বৎসরেই তাঁহার ভ্রাতা দন্তিবর্ম্মার নামে উৎকীর্ণ শিলাফলক পাওয়া যায়। দন্তিবর্ম্মার পর তৎপুত্র কৃষ্ণরাজ অকালবর্ষ রাজা হন।

গুজরাতের রাষ্ট্রকূটরাজবংশ।
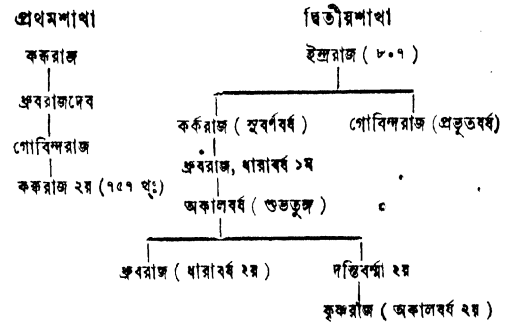
কালে এই রাষ্ট্রকূটবংশ সহায়সম্পত্তি ও বলবীর্য্যহীন হইয়া ভারতের স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহারা কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র সামন্তরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজের হস্তে রাষ্ট্রকূট-রাজগণের প্রভাব খর্ব্ব এবং সাম্রাজ্য হৃত হইলে পর এই রাজবংশ পুনরায় অভ্যুত্থান করিতে সমর্থ হয় নাই।

কএক শতাব্দ পরে আমরা কনোজরাজসিংহাসনে গহরবাড়বংশীয় রাঠোর রাজগণকে উপবিষ্ট দেখিতে পাই। ১১৫৪ সংবতে (১০৯৭ খৃঃ) মদনপাল দেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, কনোজের রাঠোরবংশের প্রতিষ্ঠাতা গহরবাড়-কুলতিলক রাজা চন্দ্রদেব তাঁহার পিতা। পিতামহ মহীচন্দ্র এবং প্রপিতামহ যশোবিগ্রহ।

রাজা চন্দ্রদেব (প্রাচীন কুলজীতে চন্দ্রকেতু বলিয়া বর্ণিত) মালবরাজ ভোজের এবং চেদিপতি কর্ণের মৃত্যুজনিত রাজ্যবিশৃঙ্খলা নিবারণ করিয়া সুশাসন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা জয়চন্দ্র মুসলমান আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরীর সহিত সমরে পরাস্ত ও নিহত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় ১২৫৩ সংবতে উৎকীর্ণ কনোজপতি রাজা লক্ষ্মণদেবের শিলালিপি মুসলমানবিজয়ের তিনবর্ষ পরে প্রচারিত হইলেও উহাতে আদৌ রাঠোরবংশের পরাভবের কথা উল্লিখিত হয় নাই।

কনোজের গহরবাড় বা রাঠোরবংশ

যশোবিগ্রহ
|
মহীচন্দ্র বা মহীতাল
|
চন্দ্রদেব (১০৯৭ খৃঃ)
|
মদনপাল (১১০৯ খৃঃ)
|
গোবিন্দচন্দ্র (১১১৫ খৃঃ)
|
রাজ্যপালদেব (১১৩৪ খৃঃ) | বিজয়চন্দ্র (১১৬৮ খৃঃ)
|
জয়চন্দ্র (১১৭০ খৃঃ, ইনি ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-সেনার হস্তে নিহত হন)
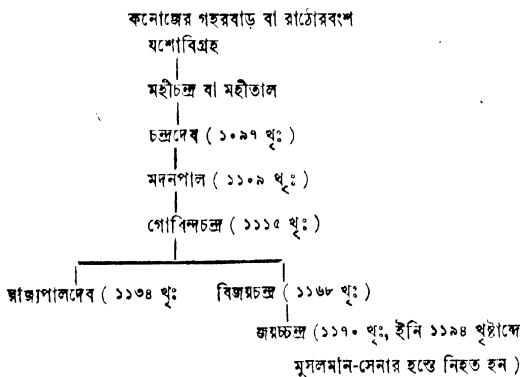
রাজপুতনায় এখনও এই রাঠোররাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন। মারবাড়ের বিখ্যাত যোদ্ধা ও অধিবাসিবৃন্দ এবং যোধপুররাজবংশ এই রাঠোরকুলসমুদ্ভূত। কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনাস্রোতে এই রাঠোরগণ রাজপুতনায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

রাঠোরজাতির ইতিহাস ঘোর কুজ্ঝটিকাজালে সমাচ্ছন্ন। রাঠোরকুল-তালিকা মতে রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধরগণই এই রাজবংশের আদিপুরুষ। গাথাকারদিগের মতে সূর্য্যবংশীয় কশ্যপের কোন বংশধরের ঔরসে দৈত্যকুমারীর গর্ভে রাঠোর-জাতির উৎপত্তি।

গাধিপুর (কনোজ) তাঁহাদের আদি বাসভূমি। ভট্টগ্রন্থে প্রকাশ, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে কনোজসিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া রাঠোররাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় ভাটের এ কথা ইতিহাসসঙ্গত নহে।

যখন সবক্তগীন্‌প্রমুখ তাতারজাতি ভারত-সীমান্তে আসিয়া পেশাবর প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল, তখন দিল্লী, আজমীর, কালঞ্জর ও কনোজপতিপ্রমুখ রাঠোর বীরগণ তাতার-সেনার বিরুদ্ধে লমঘ্‌ন্‌ রণক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। হিন্দুনেতা লাহোরপতি জয়পাল ঐ যুদ্ধের প্রধান উদ্যোক্তা।

এই সময়ে ভারতীয় বিভিন্ন নৃপতিবর্গের মধ্যে যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল, দুই শতাব্দ পরে সেই কুশল অবস্থার অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। তখন সমগ্র পশ্চিম ভারত সর্ব্বনাশকর গৃহবিবাদে জড়ীভূত। ভারতে একাধিপত্যলাভ- ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী কনোজরাজ জয়চাঁদ রাঠোর বীরগণ সাহায্যে দিল্লীর তোমর ও চৌহান এবং অণ্‌হলবাড়ের রাজাদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সর্ব্বনাশ-সাধনে সমুদ্যত হইয়া তিনি যে মহম্মদ ঘোরীকে সাদরে ভারতে আহ্বান করিয়াছিলেন, ১১৯৩ খৃঃ তিরোরীর রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের অধঃপতনের পরবৎসরেই সেই মহম্মদ ঘোরীর দ্বারা তাঁহারও অধঃপতন সাধিত হইয়াছিল। বারাণসী যুদ্ধে জয়চাঁদ মুসলমানহস্তে পরাজিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তদবধি গঙ্গাযমুনার অন্তর্ব্বেদীস্থিত রাঠোররাজ্য বিলুপ্ত হয়।

রাঠোররাজ জয়চাঁদের অধঃপতনের পর, তাঁহার পুত্র রাজ্যভ্রষ্ট শিবাজী (মতান্তরে পৌত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র) দ্বারকায় তীর্থযাত্রামানসে মারবাড়ের অন্তর্গত পালিনগরে আসিয়া বিশ্রাম করেন, ঐ সময়ে একদল দস্যু তথায় আসিয়া নানা উপদ্রব করিতেছিল। রাজকুমার শিবাজী তথাকার অধিবাসী ও আপনার সঙ্গিদলের প্রাণরক্ষার জন্য স্বীয় রাঠোর-সেনাদল-সাহায্যে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিলে, তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে প্রতিপালকরূপে তথায় অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনায় তিনি তথায় বাসস্থাপন করিলেন। তদবধি মারবাড়ে রাঠোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

কনোজ হইতে রাঠোরগণ মারবাড়ে আসিবার শতাব্দত্রয় মধ্যেই প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল। নানা যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতিতে রাঠোরবংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও কর্ণেল টডের সময় রাঠোরজাতির আনুমানিক সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে সমগ্র রাজপুতনার রাঠোরসংখ্যা ১৭৩৯০৯ ধার্য্য হইয়াছে। মোগলবাদশাহগণ প্রভৃত শক্তিসম্পন্ন রাঠোরবীরগণের লক্ষ তরবারির সাহায্যে তাঁহাদের অর্দ্ধেক সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে— "লাখ্ তলুয়ার রাঠোরান্"। সুতরাং তৎকালে রাঠোরদিগের সংখ্যা যে অধিক ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই রাঠোরকুল সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টী শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে ধণ্ডল, ভণ্ডল, চাকিৎ প্রভৃতি কএকটী প্রধান।

রাজস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন রাজবিবরণী হইতে কাল-

কুজের রাঠোররাজগণের যে বংশতালিকা পাওয়া যায় সংক্ষেপে তাহা এখানে প্রদত্ত হইল :—

রাজা নয়নপাল ৫২৬ সংবতে কনোজ জয় করিয়া কামধ্বজ উপাধি সহ রাজপাট স্থাপন করেন। তাঁহার পদরত ও পুঞ্জ নামে দুই পুত্র জন্মে। পুঞ্জের ধর্ম্মবিম্ব, ভামুদ, বীরচন্দ্র, অমরবিজয়, সুজনবিনোদ, পদ্ম, অহিহর, বরদেব, উগ্রপ্রভু, মুক্তামান, ভারত, অলস্কুল ও চাঁদ নামক ত্রয়োদশটী পুত্র হইতে কামধ্বজ উপাধি[illegible] ১৩টী মহাশাখার উৎপত্তি হয়। ক্রমে এই বংশ শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কনোজপতি ধর্ম্মবিম্বের বংশে জয়চাঁদের এবং তদ্বংশধর শিবাজীকর্ত্তৃক মারবাড়-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

[বিস্তৃত বিবরণ মারবাড় ও কান্যকুব্জ শব্দে দেখ।]

মারবাড়বাসী রাঠোরদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, কৃতযুগে মনসাদেবীই এই বংশের কুলদেবী ছিলেন। ত্রেতায় তিনি রাষ্ট্রসেনা নামে পূজিত হন। দ্বাপরে পঙ্কাণী এবং কলিযুগে নাগনেশী নামে তিনি অভিহিতা। এই উপাখ্যানের প্রারম্ভে তাহারা ব্রহ্মা ও মায়াপ্রসঙ্গে জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিয়া মনসাদেবীকে সৃষ্টিশক্তির আধারভূতা করি[illegible]ছেন। রাঠোরজাতিকে বরদান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাষ্ট্রসেনা নাম প্রাপ্ত হন। রাঠোরগণ সোৎসাহে এই কুলদেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

রাঠোরপতি শিবাজীর পৌত্র দহর মারবাড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের শাসিত কর্ণাটকরাজ্যে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে রাষ্ট্রকূটরাজলক্ষ্মী কুলদেবী রাষ্ট্রসেনার প্রতিমূর্ত্তি আনিয়া স্বরাজ্যে স্থাপন করিতে মানস করেন। তিনি প্রতিমূর্ত্তিসহ যানারোহণে মারবাড়ের নাগনগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলে শকটচক্র মৃত্তিকায় এরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া যায় যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা উঠাইতে পারা যায় নাই। রাজা তখন দেবীর 'ভর' হইয়াছে অনুমান করিয়া সেই গ্রামে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নাগনগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া তিনি নাগানেশী আখ্যা প্রাপ্ত হন।

ডাঃ হোর্ণলি বলেন, উত্তরপশ্চিমভারতবাসী বর্ত্তমান রাঠোরগণ গহরবাড়জাতির একটী শাখামাত্র। সম্ভবতঃ রাজা মহীপালদেবের রাজ্যকালে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনৈক্যনিবন্ধন তাহারা পরস্পরে দুইটী স্বতন্ত্র থাকরূপে পরিগণিত হয়। কারণ এই বংশের পাল উপাধিধারী রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং যাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিপোষক ছিলেন তাঁহারা সকলেই চন্দ্র উপাধি ধারণ করিতেন। ধর্ম্মভেদে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া চন্দ্র উপাধিধারিগণ কনোজে আসিয়া রাঠোর নাম গ্রহণ করেন এবং পাল উপাধি লইয়া বৌদ্ধগণ গহরবাড় নামেই পরিচিত হন। পালগণ পূর্ব্বপুরুষাশ্রিত বৌদ্ধধর্ম্মমতসমূহ প্রতিপালন করায় কতকাংশে অনাচারী হইয়া পড়িয়াছেন, সেই জন্য কর্ণেল টড্ গহরবাড়গণের আচারব্যবহার ঘৃণিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাজপুতনায় যোধপুর ও বিকানের-রাজবংশ যেমন রাঠোরজাতির প্রধান, সেইরূপ যুক্তপ্রদেশে এটাজেলার অন্তর্গত রামপুরের রাজবংশ রাঠোরসমাজে সম্মানিত। বর্ত্তমান রামপুররাজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাঠোরপতি জয়চাঁদ হইতে ৩৯ পুরুষ অধস্তন। এতদ্ভিন্ন এখানকার মধ্যঅন্তর্ব্বেদীর মধ্যে আরও দুইটী বিখ্যাত রাঠোরবংশ বিদ্যমান দেখা যায়। ধীর-শা-কি-শাখার রাঠোরেরা করৌলীর রাজাকে আপনাদের গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকার করেন, পক্ষান্তরে তিনিই আবার রামপুরের সামন্তরাজের চরণাশ্রিত। দ্বিতীয় বংশ খিম্‌সীপুরের রাওপরিবার। মথুরাবাসী রাঠোরেরা কৃষ্ণগড়ের রাজাকে আপনাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করেন। ফরুখাবাদী শাখার রাঠোরেরা আপনাদিগকে জয়চাঁদবংশীয় পর্জ্জন্যপালের বংশধর বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। ঐ শাখা হইতে বুদাউনের উসাইৎবংশ উদ্ভূত। আজমগড়ের রাঠোরবংশধরগণ বলেন যে, তাঁহাদের বিংশতিপূর্ব্বপুরুষে জনৈক ব্যক্তি রাজভরদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এখানে বাস করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বাঞ্চলীয় রাঠোরগণ সমাজে হেয়।

রাঠোরজাতির মধ্যে গৌতম, কাশ্যপ প্রভৃতি গোত্র প্রচলিত দেখা যায়। তাঁহারা চৌহান, গহলোত, শকরবার, জজার, চন্দেল, বুন্দেলা, ধাকরে, তোমর, পুণ্ডীর ও সোলাঙ্কীর সহিত পুত্রকন্যার আদানপ্রদান করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রগুপ্তি (স্ত্রী) রাজ্যরক্ষা।

রাষ্ট্রগোপ (পুং) ১ রাজা। ২ রাজপ্রতিনিধি। ৩ রাজ্যের রক্ষাকারী।

রাষ্ট্রতন্ত্র (ক্লী) শাসনপদ্ধতি।

রাষ্ট্রদা (স্ত্রী) রাজ্যদানকারিণী।

রাষ্ট্রদিপ্সু (ত্রি) রাজ্যনাশকারী। প্রজার উচ্ছেদকারী।

রাষ্ট্রদেবী (স্ত্রী) রাজা চি[illegible]াহুর মহিষী।

রাষ্ট্রনিবাসিন্ (পুং) রা[illegible]বসতীতি নি-বস-ণিনি। জানপদ, দেশবাসী। (ত্রিকা৽)

রাষ্ট্রপতি (পুং) রাষ্ট্রিক রাজা।

রাষ্ট্রপাল (পুং) রাষ্ট্রং পালয়তি পাল-অণ্। ১ রাষ্ট্রপতি, রাজা। ২ রাজা উগ্রসেনের পুত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। রাষ্ট্রপালী—কঙ্কাজের।

রাষ্ট্রপালিকা (স্ত্রী) উগ্রসেনের কন্যাভেদ।

রাষ্ট্রভঙ্গ (পুং) রাজ্যনাশ বা উচ্ছেদ।

রাষ্ট্রভয় (ক্লী) শত্রু আক্রমণরূপ রাজ্যের বিপদ।

রাষ্ট্রভৃৎ (পুং) ১ রাজা। ২ রাজ্যপালনকারী। ৩ রাজা ভরতের পুত্রভেদ। পুংলিঙ্গের বহুবচনে—৪ প্রজা। ৫ অক্ষ। (অথর্ব্ব ৭।১০৯।৬) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৬ অপ্সরোভেদ।

রাষ্ট্রভৃতি (স্ত্রী) ১ রাজ্যপালিকা। ২ রাজ্যপালনের উপায়।

রাষ্ট্রভৃত্য (ক্লী) ১ রাজ্যের পোষক। ২ রাজানুচর। ৩ প্রজা।

রাষ্ট্রভেদ (পুং) ১ রাজ্যবিভাগ। ২ রাজ্যবিপ্লব উত্থাপন দ্বারা রাজ্যবিচ্ছেদসাধন।

রাষ্ট্রবর্দ্ধন (ত্রি) ১ রাজ্যবৃদ্ধি। ২ রাজা দশরথ ও রামচন্দ্রের মন্ত্রী।

রাষ্ট্রবাসিন্ (পুং) রাষ্ট্রে বসতীতি বস-ণিনি। রাষ্ট্রনিবাসী, দেশবাসী। (ত্রিকা৹)

রাষ্ট্রবিপ্লব (পুং) রাষ্ট্রস্য বিপ্লবঃ। রাজ্যবিপ্লব, রাজ্যশাসনের প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্ত্তন (Revolution)।

রাষ্ট্রান্তপাল (পুং) ১ সীমান্তরাজ। ২ ঘাটবাল।

রাষ্ট্রি (স্ত্রী) রাণী। রাজ্যেশ্বরী।

রাষ্ট্রিক (ত্রি) ১ রাজ্যবাসী বা রাজ্য সম্বন্ধীয়। ২ প্রজা। ৩ রাজা, শাসনকর্ত্তা। [রাষ্ট্রকূট দেখ।]

রাষ্ট্রিকা (স্ত্রী) রাষ্ট্রং উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যা। ইতি রাষ্ট্র-ঠন্-টাপ্। কণ্টকারিকা। (অমর) ২ রাষ্ট্রবাসী, জানপদ।

"যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥" (মনু ১০।৬১)

৩ রাষ্ট্রপতি।

"কুষ্মাণ্ডমন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠ প্রীতোঽস্মি তব সুব্রত।
সুকৃতস্তে বিজানামি রাষ্ট্রিকোঽস্ত ভবানিহ॥"(হরিবং ১৮৩।২৭)

রাষ্ট্রিন্ (ত্রি) রাজ্যাধিকারী।

রাষ্ট্রিয় (পুং) রাষ্ট্রেঽধিকৃতঃ রাষ্ট্র-(রাষ্ট্রাবারপারাদ্ঘখৌ। পা ৪।২।৯৩) ইতি ঘ, যদ্বা রাষ্ট্রে জাতঃ (তত্র জাতঃ। পা ৪।৩।২৫) ইতি ঘ। ১ নাট্যোক্তিতে রাজশ্যাল, নাটকে বর্ণনার স্থলে রাজকীয় শ্যালককে রাষ্ট্রিয় কহে, ইহা কেবল নাটকেই ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২ রাষ্ট্রাধ্যক্ষ।

"ততঃ সংপ্রেষয়েদ্রাষ্ট্রে রাষ্ট্রিয়ায় চ দর্শয়েৎ।"
(ভারত ১২।৮৫।১২)

রাষ্ট্রী (স্ত্রী) ১ রাজ্ঞী। ২ রাজনশীলা। ([illegible]) (পুং) রাজ্যবৎ (ঋক্ ৬।৪।৫ সায়ণ)

রাষ্ট্রীয় (পুং) রাষ্ট্রে ভব ইতি রাষ্ট্র-ছ। ১ নাট্যোক্তিতে রাজশ্যালক। (ত্রি) ২ রাষ্ট্রসম্বন্ধী।

"ধান্যং হিরণ্যং ভোগেন ভোক্তুং রাষ্ট্রীয়সত্তমঃ।"
(ভারত ১২।৮৭।৯)

রাস, শব্দ। ভ্বাদি৹ আত্মনে৹ অক৹ সেট্। লট্ রাসতে। লোট্ রাসতাং। লুঙ্ অরাসত।

রাস (পুং) রাসনমিতি রাসতেঽত্রেতি বা রাস শব্দে ভাবে অধিকরণে বা ঘঞ্। ১ কোলাহল। ২ ধ্বনি। ৩ ভাষা-শৃঙ্খলক। ৪ গোপীদিগের ক্রীড়াভেদ। (মেদিনী) ৫ বিলাস।

"অস্মদ্বিধস্য মন উন্নয়নৌ বিভর্ত্তি
বহ্বদ্ভুতং সরসরাসসুধাদিবক্ত্রে॥" (ভাগ৹ ৫।২।১২)
'রসঃ মধুরালাপঃ রাসো বিলাসঃ' (স্বামী)

৬ ক্রিয়া। "তজ্জাতিরাসেন সুনির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ
পরস্পরোদ্বীক্ষণবিস্মৃতাবধিঃ।" (ভাগ৹ ৫।১৩।১৭)
'তজ্জাতিরাসেন তজ্জাতিক্রিয়য়া' (স্বামী)

ভগবান্ কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাকেই রাস কহে।

কেহ কেহ এই রাসকে কল্পতরুযাত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর দিন বিভবানুসারে রাসযাত্রাবিধান করা কর্ত্তব্য। এই দিন নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি নানারূপ উৎসব করিতে হয়। যিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখভোগ করিয়া অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর দিন ভগবান্ রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই জন্য ঐ দিনই রাসক্রীড়া বিধেয়। ঐ দিনে রাসযাত্রার পদ্ধতি অনুসারে অর্দ্ধরাত্রে পূজাদি করিয়া উৎসব করিতে হয়।*

ভাগবতে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকমাসে পূর্ণিমার দিন নির্ম্মলগগনে পূর্ণ শশধরের উদয় হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু যোগমায়া অবলম্বন করিয়া বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। শরৎকাল, আকাশ অতি নির্ম্মল, তাহাতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে,

---

* "কার্ত্তিকে পৌর্ণমাস্যাস্তু রাসযাত্রা মহানিশি।
নন্দসূনোঃ প্রকর্ত্তব্যা মহাবিভববিস্তরৈঃ॥
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।
পূজা কার্য্যার্দ্ধরাত্রে তু নয়েৎ শেষং মহোৎসবৈঃ॥
গীতৈর্নানাবিধৈর্বাদ্যৈর্বীণামৃদঙ্গকৈঃ।
নৃত্যৈর্বারাঙ্গনাগীতৈরঙ্গনানাঞ্চ কীর্ত্তনৈঃ॥
চন্দনাগুরুকস্তুরীপঙ্কলেপৈর্বিরাজিতঃ।
বিহরন্তি বিষ্ণুভক্তৈঃ কার্য্য এব মহোৎসবঃ।
ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যে যমুনাপুলিনে বনে।
নিকুঞ্জসদনে কৃষ্ণং গোপীমণ্ডলমণ্ডিতম্।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং [illegible] কর্ণিকাগতম্।

তখন ভগবান্ কৃষ্ণ বামলোচনাদিগের বিমোহনকারী মধুর গীত গান করিতে লাগিলেন। ব্রজকামিনীগণ এই অনঙ্গবর্দ্ধন গীত শুনিয়া অতিশয় আকৃষ্ট হইল। তখন তাহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সে সেই সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ছুটিল। কেহ দুগ্ধ-দোহন, কেহ বা শিশুকে স্তন্যপান, কেহ বা পতিসেবা প্রভৃতি যে যে কোন কার্য্য করিতেছিল, তৎসমুদায়ই পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট চলিল। তাহাদের পতি-পুত্রগণ এই সকল অঙ্গনাদিগকে তথায় যাইতে নিবারণ করিল, কিন্তু তাহারা ফিরিল না। তাহারা এইরূপ বিমুগ্ধা হইয়া গমন করিতে লাগিল যে, তাহাদের বসনাদি বিপর্য্যস্ত হইলেও তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না।

কোন কোন গোপী পতিপুত্রগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তথায় যাইতে পারিল না, তখন তাহারা ঈষৎ নিমীলিত-লোচনে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া দেহপরিত্যাগ করিল, শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে না পারিয়া তাহাদের ইহজগতে দৈহিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু তাহারা বাহিরে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলেও মনোমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই চরণে মনোনিবেশপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিল।

দর্শনাদি শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, পাপ-পুণ্যের ধ্বংস না হইলে মুক্তি হইতে পারে না, এই সকল গোপী-গণের পাপ-পুণ্যের ধ্বংস না হওয়ায় মুক্তি কিরূপে হইবে? যাঁহাদের এরূপ সংশয় হয়, তাঁহারা একটু মনোনিবেশ সহকারে দেখিলেই দেখিতে পাইবেন যে, এই গোপাঙ্গনাদিগের পাপ-পুণ্য ধ্বংস হইয়াই তাহাদের মুক্তি হইয়াছিল।

এই গোপাঙ্গনাদিগের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এক্ষণে তাহারা তথায় যাইতে না পারিয়া তাঁহারই বিষয় কেবল চিন্তা করিতে লাগিল। তখন তাহাদের প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহানলে যে সন্তাপ জন্মিল, তাহাতেই এই সকল গোপিকার অশুভ ক্ষয় পাইল, সুতরাং পাপের ভোগ হইয়া গেল, এবং পরে তাহারা চিন্তাযোগে ভগবান্ অচ্যুতকে প্রাপ্ত হইয়া যে আলিঙ্গন করিল, তাহাতে তাহাদের যে শুভ সম্ভোগ হইল, এই সুখভোগ করায় তাহা-দের পুণ্যের নাশ হইল। যদিও তাহাদের শ্রীকৃষ্ণে উপপতি বোধ ছিল, তথাপি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়ায় তৎকালীন সুখদুঃখ দ্বারা অশেষ কর্ম্মক্ষয় হইয়া দেহত্যাগ করিবামাত্রই তাহাদের মুক্তি হইল।

গোপীগণ কৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়া জানিত, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া তাহাদের জ্ঞান ছিল না। তবে কিরূপে তাহাদের সংসারবিরতি হইল? এইরূপ সংশয়েরও এইরূপ নিরাকরণ হইয়াছে। ভগবান্ কৃষ্ণে, শত্রুমিত্র যে যে রূপে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাদের তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। শিশুপাল প্রভৃতি ভগবানের শত্রুতা করিয়া যখন মুক্ত হইয়াছিল, তখন যাহারা তাঁহার প্রিয় তাহাদের কথা আর কি বলা যাইতে পারে?

দলে দলে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগকে বাক্‌চাতুরীতে বিমোহিত করিয়া কহিলেন,—হে মহাভাগা সকল! তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে তো? আমি তোমাদের কি ইষ্ট সাধন করিব, ব্রজের সমুদয় মঙ্গল ত? এই রজনী অতিঘোরা, ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, অতএব সত্বর তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও, এস্থানে অবস্থান করা তোমা-দের উচিত নহে। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র ও স্বামী তোমাদিগকে না দেখিতে পাইয়া অন্বেষণ করিতেছেন, সত্বর তোমরা গৃহে গমন কর। গোপিকাগণ তখন ঈষৎ প্রণয়কোপে অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, কুসুমিতকানন পূর্ণশশধরের রজতকিরণে রঞ্জিত হইয়াছে, যমুনানিলের লীলাগতিদ্বারা কম্পমান তরু-পল্লবনিকরে ইহার শোভা হইয়াছে, তোমরা যদি ইহা দেখিতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে এখন তোমাদের দেখা হইয়াছে, গোষ্ঠে ফিরিয়া যাও, বিলম্ব করিও না। তোমরা সতী, গৃহে গিয়া নিজ নিজ পতির সেবা কর। বালকগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও। আর যদি তোমরা আমার প্রতি স্নেহে চিত্ত বশীভূত হওয়াতেই আসিয়া থাক, তাহাতেও দোষ হয় নাই, কারণ আমাতে যাবতীয় জন্তুই প্রীত হইয়া থাকে। এখন গৃহে গমন কর। হে কল্যাণীগণ! তোমরা জানিও, অকপটে স্বামীর ও স্বামিবন্ধুগণের সেবা এবং সন্তানপোষণই রমণীগণের পরম ধর্ম্ম। স্বামী দুঃশীল হউন, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড় বা নির্ধন হউন, সদ্গতিকামনাকারিণী নারীগণের তাঁহাকে ত্যাগ করা বিধেয় নহে। কুলকামিনী-গণের উপপতিসেবন ধর্ম্মচ্যুতির প্রধান কারণ। ইহা অযশস্কর, ভয়াবহ এবং সর্ব্বত্র নিন্দিত।

দ্বয়োর্দ্বয়োর্গোপিকয়োর্মধ্যে সত্ত্বমেকধা।
অপরং নটবেশেন মধ্যে তু মুরলীধরম্।
গোপীগণমুখাম্ভোজমধুপানমধুব্রতম্।
কুলালচক্রপ্রতিমং মণ্ডলং পঙ্ক্তিবিভ্রমম্।
হস্তাইশোভিতং কার্য্যং মহিষ্যোরগ্রে চ সন্নিধৌ।
মধ্যে মধ্যে চ গোবিন্দং পার্শ্বয়োরুভয়োঃ কৃতম্॥" (উৎকলকলিকা)

আমার নামশ্রবণ, আমাকে ধ্যান ও আমার গুণকীর্ত্তন করিলে আমার যেরূপ প্রীতি জন্মে, আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ জন্মে না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রিয়বাক্য শুনিয়া ভগ্ন মনোরথ ও বিষণ্নমনে দুর্ব্বারচিন্তায় নিমগ্ন হইল। শোক-হেতু তাহাদের ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, কাহার বিম্বাধর শুকাইয়া গেল। যাহারা স্বামিপুত্রাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে সমুৎসুক হইয়াছিল, তাহারা যখন সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট শত্রুর ন্যায় এইরূপ অপ্রিয় কথা শুনিল, তখন তাহারা ঈষৎ কুপিতা হইয়া উঠিল,—কোপে তাহাদের কণ্ঠরোধ হইল। তখন তাহারা অশ্রুসিক্তলোচন মার্জ্জনা করিয়া গদ্গদবাক্যে কহিতে লাগিল, বিভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার উচিত হয় নাই। আমরা সমুদয় বিষয়বিভব পরিত্যাগ করিয়া তোমার পদতল আশ্রয় করিয়াছি। যেরূপ আদিপুরুষ মুমুক্ষুদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও আমাদিগকে গ্রহণ কর।

পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীদিগের স্বধর্ম্ম, তুমি যে এই উপদেশ দিয়াছ, আমরা তাহাই করিব, কারণ আমরা তোমাকে সেবা করিলেই আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা করা হইবে। কারণ তুমিই শরীরীদিগের প্রিয়তমবন্ধু, আত্মা ও নিত্যপ্রিয়। শাস্ত্রকুশল ব্যক্তিগণ তোমাতেই প্রেম করিয়া থাকেন।

পতিপুত্রাদি দুঃখদায়ক, আমরা তাহাদিগকে লইয়া কি করিব? হে পরমেশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। অনেক দিন হইতে যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা ছেদন করিও না। আমাদের যে চিত্ত, যে করদ্বয় এতকাল স্বচ্ছন্দে গৃহকার্য্যে রত ছিল, তুমি তাহা হরণ করিয়াছ। তোমার পাদমূল হইতে চরণযুগল একপদও চলে না। অতএব ব্রজে ফিরিয়া কি করিব? যদি তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন না হও, তাহা হইলে ধ্যানযোগে আমরা তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হইব। হে অম্বুজাক্ষ! তোমার পদতল কমলার আনন্দ উৎপাদন করে, তোমার সেই পদতল আমরা যে অবধি স্পর্শ করিয়াছি এবং অরণ্যের মধ্যে তুমি যে অবধি আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছ, সেই অবধি আমরা অন্যের নিকট থাকিতে পারি না। আমরা তোমার উপাসনা করিব বলিয়া আগমন করিয়াছি, তোমার সুন্দরহাস্য নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের তীব্র কামাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে, আমরা তাহাতে তাপিত হইতেছি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে দাসী হইতে দাও। ত্রিলোকের মধ্যে এমন কোন কামিনী আছে যে, তোমার মধুরপদরূপ অমৃতময় বেণুগীতে মোহিত হইয়া বিচলিত না হয়। তোমার এই ত্রৈলোক্যমোহনরূপ নিরীক্ষণ করিয়া গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগগণেরও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। যেরূপ আদিপুরুষ দেবলোকের রক্ষক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তুমি সেইরূপ ব্রজের পীড়াপহারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, আমরা তোমার বিরহে ক্ষণকালও জীবিত থাকিব না।

ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ এই ব্রজাঙ্গনাদিগের মধ্যে তারকামণ্ডলিপরিবৃত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শত-বনিতার মধ্যে যূথপতি হইয়া কখন স্বয়ং গান, কখন বা গান-শ্রবণ, কখন বা বৈজয়ন্তীমালা ধারণপূর্ব্বক অরণ্যানী শোভিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কালিন্দীর সেই জ্যোৎস্নান্বিতপুলিন, শীতল বালুকাসমূহে পরিপূর্ণ ছিল, কুমুদগন্ধ সুশীতল গন্ধবহ তথায় মন্দ মন্দ ভাবে প্রবহমাণ। শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোহর পুলিনে প্রবেশ করিয়া গোপাঙ্গনাদিগের সহিত বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন, এবং কর, অলক, ঊরু, নীবি, ও স্তনস্পর্শ করিলেন, এবং তাহাদিগের সহিত পরিহাস, তাহাদের অঙ্গে নখাগ্রপাত, ক্রীড়া, কটাক্ষবিক্ষেপ ও হাস্য দ্বারা মদন উদ্বোধিত করিয়া তাহাদিগকে বিহার করাইতে লাগিলেন।

তখন অনাসক্তচিত্ত ভগবানের নিকট এইরূপ মান লাভ করিয়া গোপিকাগণ অতিশয় মানিনী হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগকে পৃথিবীর যাবতীয় স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বোধ করিতে লাগিলেন। দর্পহারী ভগবান্ তাহাদের সেই সৌভাগ্যগর্ব্ব ও অভিমান দর্শন করিয়া উহা খর্ব্ব ও শান্তি বিধান করিবার জন্য সেই স্থানেই তিরোহিত হইলেন।

গোপিকাগণ সহসা শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া যূথপতির অদর্শনে করিণীগণ যেরূপ ব্যাকুল হয়, তাহারা তদ্রূপ ব্যাকুল হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। গতি, অনুরাগ, হাস্য, বিভ্রমদৃষ্টি, মনোরম আলাপ, বিলাস ও বিভ্রম দ্বারা প্রমদাগণের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে তাহারা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া ভগবান্ কৃষ্ণের বিবিধ চেষ্টা অনুকরণ করিতে লাগিল।

প্রিয়ের গতি, হাস্য, বিলোকন ও আলাপাদিতে প্রিয় সকলের মূর্ত্তি আবিষ্ট হইয়াছিল, অতএব তাহাদের বিহার ও বিভ্রম শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই হইল। সুতরাং সকলেই কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর আমিই এই 'কৃষ্ণ' এই প্রকার কহিতে লাগিল।

অনন্তর তাহারা মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে তাঁহার অন্বেষণে উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল এবং যিনি আকাশের ন্যায় প্রাণীদিগের বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিত সেই পরম পুরুষের কথা বনস্পতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! শ্রীনন্দের নন্দন প্রেম ও হাস্যবিলাসিত কটাক্ষদ্বারা আমাদের চিত্তহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ! হে কুরুবক! হে নাগ! যাহার হাস্য মানিনীদিগের মানহরণ করে, সেই রামানুজ কি এই দিক্ দিয়া গমন করিয়াছেন।" ইত্যাদি রূপে তাহারা প্রতি বৃক্ষ ও লতার নিকট গমন করিয়া অতি করুণভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইল না।

তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অতিশয় বিহ্বলা হইয়া তাঁহার বিবিধ ক্রীড়ার অনুকরণ করিতে লাগিল। এক গোপী কৃষ্ণ হইল, আর এক গোপিকা পুতনা হইয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। একজন শকট হইল, অপর একজন কৃষ্ণ হইয়া তাহাকে পদপ্রহার করিল। এইরূপে গোপিকাগণ বৃন্দারণ্যে ভগবানের সকল প্রকার লীলারই অনুকরণ করিতে লাগিল।

গোপিকাগণ কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন স্তব করিতে লাগিল। এমন সময় হাস্যবদন, পীতাম্বর, বনমালী কৃষ্ণ তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

গোপিকাগণ প্রিয়তমকে সম্মুখে দেখিয়া আনন্দিত হইল। তাহাদের নয়নকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তাহারা যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইল। তাহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানাপ্রকার তাহাদের মনোব্যথা জানাইতে লাগিল। যেমন মুমুক্ষুব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারতাপ মোচন করে, সেইরূপ গোপিকাগণ কেশবদর্শন জন্য পরমানন্দ লাভ করিয়া বিরহজ সন্তাপ পরিত্যাগ করিল।

ভগবান্ কৃষ্ণ বিধুতপাপা সেই সকল গোপিকায় পরিবৃত হইয়া সত্ত্বাদিগুণসমূহে বেষ্টিত পরমাত্মার ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মদনমোহন সেই সকল গোপিকাকে লইয়া কালিন্দীর সুখকর পুলিনে গমনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া গোপিকাগণের মনোব্যথা দূরীভূত হইল। শ্রুতিসমূহ যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডে পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া কর্ম্মের অনুগমনপূর্ব্বক যেন অপূর্ণকামের ন্যায় থাকে, পরে জ্ঞানকাণ্ডে পরমেশ্বরকে দেখিয়া আহ্লাদে পূর্ণকাম হইয়া কামানুবন্ধ পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীগণের কাম সেইরূপ পূর্ণ হইল। তাহারা কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত স্ব স্ব উত্তরীয় বসনদ্বারা অন্তর্যামী ভগবানের আসন রচনা করিয়া দিল। যোগীশ্বরের হৃদয়ে যাহার আসন বিস্তৃত আছে, আজি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভাগত হইয়া তাহাদিগের সহিত সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ত্রৈলোক্যে যত শোভা আছে, তিনি তত শোভার একমাত্র স্থান স্বরূপ শরীরধারণ করিয়া গোপীমণ্ডলের মধ্যে সম্মানিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া কহিল, সখে কৃষ্ণ! কোন্ ব্যক্তি একজন ভজনা করিলে পর তাহাকে ভজনা করেন? কোন্‌ব্যক্তিই বা ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন, আর কোন ব্যক্তিই বা উভয়ের কাহাকেও ভজনা করেন না? ইহার বিষয় আমাদিগকে বলুন।

ভগবান্ কৃষ্ণ গোপীগণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন,—সখীগণ! যাঁহারা স্বার্থসাধন করিতে সচেষ্ট, তাঁহারাই পরস্পর ভজনা করিয়া থাকেন। তাহাতে ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ নাই। স্বার্থ তাহার উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু যাঁহারা ভজনা করেন না, যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগকে ভজনা করে, পিতামাতার ন্যায় তাহারা দুইপ্রকার—এক দয়ালু, দ্বিতীয় স্নেহময়। উক্ত ভজনাদ্বারা দয়ালুব্যক্তিরা নিষ্কৃতিধর্ম্ম এবং স্নেহময় ব্যক্তিগণ সৌহার্দ্দলাভ করিয়া থাকে। এস্থলে অনিন্দিতধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ এই দুইই আছে। সখীগণ! যাহারা আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে ভজনা করি না; কেননা, তাহা হইলে তাহারা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিতে থাকিবে। যেমন নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া যদি সেই ধন হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ধনেরই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অন্যচিন্তা ভুলিয়া যায়। এইরূপ তোমরাও আমার নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া লোক ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে, এই জন্য আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। অথচ তোমরা না দেখিতে পাও, এইরূপে তোমাদিগকেই ভজনা করিয়াছিলাম। অতএব হে প্রিয়াসকল! প্রিয়ের প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের উচিত নহে। তোমরা দৃঢ়তর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।

গোপীগণ ভগবান্ কৃষ্ণের এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পূর্ণকামা হইয়া বিরহজ সন্তাপ পরিত্যাগ করিল।

তাহারা পরমানন্দে পরস্পর পরস্পরের বাহুদ্বারা বাহুবন্ধন করিল। শ্রীগোবিন্দ এই সকল স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত হইয়া রাসলীলা আরম্ভ করিলেন।

ভগবানের এইরূপ রাসোৎসব আরম্ভ হইলে গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপিকাদিগের কণ্ঠধারণ করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক গোপিকা মনে করিতে লাগিল শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে রহিয়াছেন। রাস আরম্ভ হইবামাত্র নভোমণ্ডলে দেবতাবৃন্দ সমাগত হইলে তাহাদের বিমানসমূহে গগন পরিব্যাপ্ত হইল, আকাশ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বসকল শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশোগানে প্রবৃত্ত হইল। রাসমণ্ডলে প্রিয়সঙ্গতা কামিনীদিগের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর ঝণাৎকারে গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপিকার মধ্যে স্বর্ণবর্ণ মণিগণে মণ্ডিত মরকতমণির ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। পদন্যাস, ভুজকম্পন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, বঙ্কিম-কটিতট, কম্পিত কুচমণ্ডল, বিস্রস্তবসন এবং গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বারা কৃষ্ণকামিনীগণের বদনকমল ঘর্ম্মে আপ্লুত হইল। তাহাদিগের কবরী ও কাঞ্চী শ্লথ হইয়া পড়িল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে তড়িন্মালার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। নানা রাগরঞ্জিত-কণ্ঠ গোপীগণ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল, সেই গানে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইল। কৃষ্ণ যেরূপ স্বর ও রাগে গান করিয়াছিলেন, গোপীগণও তদনুরূপ স্বর ও রাগে গান করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের এইরূপ গান শুনিয়া স্বয়ং বিমোহিত হইলেন।

এইরূপে গোপীগণ রাসক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন তাহাদের মল্লিকা শ্লথ হইয়া গেল। কেহ বাহু দ্বারা মাধবের স্কন্ধধারণ করিল, কেহ বা গলদেশে বেষ্টিত উৎপলের ন্যায় সুগন্ধিচন্দনচর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণের করকমল আঘ্রাণপূর্ব্বক রোমাঞ্চিত হইয়া চুম্বন করিল। নৃত্য করিতে করিতে কামিনীগণের কুণ্ডল দুলিতে লাগিল। সেই কুণ্ডলের আভায় ভগবানের গণ্ডস্থল শোভিত হইল। এইরূপে নানাভাবে বিশুদ্ধ তানলয়যুক্ত স্বরলহরীতে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণের বিস্ময়োৎপাদক নৃত্য ও গীত চলিতে লাগিল।

বালক যেরূপ আপনার প্রতিবিম্ব লইয়া ক্রীড়া করে, তেমনি ভগবান্ রমাপতি নানাপ্রকারে আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধকটাক্ষবিক্ষেপ এবং উদ্দামবিলাস ও হাস্য দ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাহার অঙ্গসঙ্গ হইতে যে নিরতিশয় আনন্দ জন্মিল, তাহাতে ব্রজাঙ্গনাদিগের ইন্দ্রিয় সকল আকুল হইয়া পড়িল।

ব্রজাঙ্গনাগণ আনন্দে বিভোর হইল, তাহাদের গলদেশ হইতে মালা বিচ্যুত হইল, আভরণ খসিয়া পড়িতে লাগিল। কেশ আলুলায়িত, দুকূল ও কুচপট্টিকা সকল পূর্ব্বের ন্যায় যথাবৎ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণের বিহার-দর্শনে খেচর-কামিনীরা স্মরশরে পীড়িত হইয়া মুগ্ধ হইলেন। চন্দ্রমাও তারকাগণের সহিত বিস্মিত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ গতি ভুলিয়া গেলেন, সুতরাং রজনী অতি দীর্ঘ হইয়া উঠিল এবং বিহারও অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও যতগুলি গোপী লীলাক্রমে আপনাকে ততগুলি করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ক্রীড়া করিয়া তাহারা যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন ভগবান্ তাহাদের মুখকমল মুছাইয়া দিলেন। তৎপরে তিনি এই কামিনীগণের সহিত যমুনা-সলিলে যাইয়া তথায় নানাপ্রকার জলকেলি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ সুরতক্রীড়াকে অবরোধ করিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন।

শুকদেব পরীক্ষিতকে রাসলীলার বিষয় শ্রবণ করাইলে তাঁহার মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, এইজন্য তিনি শুকদেবকে এইরূপ প্রশ্ন করেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর ভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা, ও রক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে পরদারসম্ভোগরূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ আত্মারাম, তাহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি? আমার এই সংশয় অপনোদন করুন?

তখন শুকদেব কহিলেন, ঈশ্বরদিগের ধর্ম্মাতিক্রম ও সাহস দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেজস্বীদিগের তাহাতে দোষ হয় না। অগ্নি যেরূপ সকলই ভোজন করিয়া থাকেন, তেমনি ঈশ্বরের কোন বিষয়ে দোষ সম্ভবে না। যাহারা ঈশ্বর নহেন, তাহারা কখনও এতাদৃশ আচরণ করিবেন না। রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ বিষ পান করিলেই মৃত্যুমুখে পতিত-হইবে। ঈশ্বরের বাক্য সত্য এবং তাঁহার আচরণও কখন কখন সত্য হয়। অতএব তাঁহারা যাহা বলেন, যাঁহাদের বুদ্ধি আছে, তাঁহারা তাহাই করিবেন। তাঁহারা যাহা করেন, তাহার অনুকরণ করা বিধেয় নহে।

যিনি গোপীদিগের, গোপীর স্বামীদিগের এবং যাবতীয় দেহীর অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং যিনি বুদ্ধ্যাদির

সাক্ষী, তিনি ক্রীড়াচ্ছলে এই দেহ ধারণ করিয়া এইরূপ বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। জীব এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারিবে।

ভগবানের এই রাসলীলা পরমাদ্ভুত এবং সকল পাপনাশক। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এই রাসলীলার বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার ইহলোকে সুখসম্পৎপ্রাপ্তি ও অন্তে বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং ভগবানে পরমাভক্তি লাভ করিয়া অবিলম্বে কামরূপ মানসিক পীড়া হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

(ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, রাসপঞ্চাধ্যায়)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভগবান্ কৃষ্ণ যেরূপে শ্রীমতী রাধিকার সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইল।—

ব্রহ্মকল্পে ভগবান্ সমুদয় সৃষ্টিকার্য্য শেষ করিয়া গোলোকে রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন, এই রাসমণ্ডপ অতি কমনীয় কল্পবৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী এবং মণ্ডলাকৃতি, সুস্নিগ্ধ, সমতল ও সুবিস্তীর্ণ; চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম প্রভৃতি নানা সুগন্ধি দ্রব্যে সুসংস্কৃত। ইহার কোন স্থানে দধি, কোন স্থানে লাজ, শুক্লধান্য প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা পট্টসূত্রের গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং উপরিভাগে দোদুল্যমান নূতন নূতন চন্দনপল্লবে পরিশোভিত চারিদিকে রম্ভাতরু বিরাজিত।

রাসমণ্ডপ উৎকৃষ্ট রত্নসমূহে নির্ম্মিত ত্রিকোটি মণ্ডপ দ্বারা অতিশয় শোভিত হইয়াছিল, ইহাতে সর্ব্বদা রত্নদীপ সকল প্রজ্বলিত ছিল। এই সকল রত্নদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে অন্ধকারসমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল। পুষ্প ও ধূপাদির গন্ধ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়ায় সকলের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিশয় পরিতৃপ্ত হইতেছিল। এইস্থানে নানাবিধ ভোগ্যসামগ্রী এবং মনোহর শয্যাসমূহ নিরন্তর অবস্থিত থাকায় অলৌকিক শোভা হইয়াছিল।

ভগবান্ এইরূপে রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেবগণের সহিত এইস্থানে গমন করেন। তখন ভগবানের পার্শ্বদেশ হইতে এককন্যা আবির্ভূতা হন, এই কন্যার নাম রাধিকা।

[বিশেষ বিবরণ রাধিকা শব্দে দেখ]

রাধিকা, গোপ ও গোপীগণ, ভগবান্ ও রাধা হইতে আবির্ভূত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু রাধিকার সহিত রাসক্রীড়া করেন। পরে ভগবান্ বিরজার সহিত ক্রীড়ায় রত থাকিলে রাধিকা তাহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হন, ভগবান্ তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া বিরজাকে স্থানান্তরিত করেন। রাধিকা ইহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া বিরজাকে শাপ দেন, বিরজাও তাঁহাকে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ প্রদান করেন। রাধিকা তাঁহার শাপে বৃন্দারণ্যে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া রাধিকার সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈ০ ব্রহ্মখ০ ৭-১০ অ০)

বৃন্দাবনে ভগবান্ যে রাসলীলা করেন, তাহার বিষয় উক্ত পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। একদা মধুমাসে শুক্লা ত্রয়োদশীর রজনীতে পূর্ণ শশধরের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গিয়া দেখিলেন যে, বৃন্দাবন যূথিকা, মাধবী, মালতী ও কুন্দ প্রভৃতি পুষ্পের পরিমলবাহী সুগন্ধ বায়ুদ্বারা সুবাসিত ও ভ্রমর সকলের মধুর গুন গুন রবে অতি মনোহর শোভাসম্পন্ন, ঐ বনপ্রদেশে নবপল্লবসংযুক্ত পুংস্কোকিলগণ মনোহর কুহুধ্বনি করিতেছে। এই স্থান রাসক্রীড়ার উপযোগী নূতন ক্ষৌমবসন সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য, মনোরম শয্যা, নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যাদিতে পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে।

ভগবান্ কৃষ্ণ এই রাসমণ্ডপ দেখিয়া কৌতুকবশতঃ গোপিকাদিগের কামবর্দ্ধনের কারণ ভূতবিনোদ মুরলীধ্বনি করিলেন। রাধিকা সেই মোহনমুরলীরব শুনিতে পাইয়া কামাধীনচিত্তে তৎক্ষণাৎ মোহিত হইলেন। তাঁহার মন প্রাণ সেই তানলয়ে লীন হইল। তিনি তখন নিশ্চলভাবে বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মুরলীধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি লোকলজ্জা ও ভয় পরিহার করিয়া বংশীধ্বনি অনুসারে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন তাহার মনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই সর্ব্বদা জাগরিত এবং তাঁহার শরীরের আভায় ও সমুদ্রের সারভূত ভূষণসমূহের দীপ্তিতে চারিদিক্ আলোকিত হইল।

তৎপরে রাধিকার ৩৩জন সখীও বাঁশরীর রবে আকৃষ্টচিত্তে কামবশে মোহিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। রাধিকার এই সকল সখীই রূপ, বেশ, বয়স ও গুণে তাঁহার তুল্য।

এই সকল সখীগণের মধ্যে সুশীলার সহিত ১৬ হাজার, শশিকলার সহিত ১৪ হাজার, চন্দ্রমুখীর সহিত ১৩ হাজার, মাধবীর সহিত ১১ হাজার, কদম্বমালার সহিত ১৩ হাজার, কুন্তীর সহিত ১০ হাজার, যমুনার সহিত ১৪ হাজার, জাহ্নবীর সহিত ১৪ হাজার, শুভার সহিত ১৪ হাজার, পদ্মার সহিত ১৩ হাজার, দুর্গার সহিত ১৪ হাজার, মুকুলার সহিত ১৬ হাজার, কালিকার সহিত ১৪ হাজার, কমলার সহিত ১৩ হাজার, ও সরস্বতীর সহিত ১৩ হাজার গোপী গমন করিল।

এই সকল গোপিকাগণ একত্র সমবেত হইয়া শ্রীমতী

রাধিকার মনোহর বেশ রচনা করিয়া দিল। শ্রীমতী রাধিকা সমস্ত সখীগণের সহিত শুভক্ষণে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে সেই রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রাধিকা তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছেন। দেবী রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা, তাঁহার মনোহর বস্ত্র পরিধান, নয়নযুগল ঈষৎ বঙ্কিম, তিনি গজেন্দ্রগামিনী এবং মুনিদিগেরও মনোহরণে সমর্থা, শ্রীমতী নবীনবেশে নবীন বয়সে এবং রূপে অতি মনোহারিণী, তাঁহার নিতম্ব ও শ্রোণিযুগল অত্যন্ত স্থূল বলিয়া দুর্ব্বহ। তিনি চারুচম্পকবর্ণা, তাঁহার বদনমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। তিনি মালতীমালাযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন।

তখন শ্রীমতী রাধিকাও দেখিলেন রত্নাভরণে বিভূষিত, কোটি কন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধার স্বরূপ নবযৌবন-সম্পন্ন, কিশোর শ্যামসুন্দর তাঁহাকে প্রাণাধিকা বিবেচনায় তাঁহার প্রতি কটাক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছেন। শ্রীমতী সেই পরমাদ্ভুত অনুপমরূপসম্পন্ন বিচিত্রবেশধারী কৃষ্ণকে বঙ্কিমনয়নপ্রান্তে পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়া লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কামবাণে পীড়িত হইয়া পুলকিতগাত্রে মূর্চ্ছিতের ন্যায় চৈতন্যশূন্য হইলেন। এইরূপে ক্রীড়ারসোন্মুখ হরিও কটাক্ষরূপ কামবাণে পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত ভাবে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে মুরলী ও উজ্জ্বল ক্রীড়াকমল স্খলিত হইল, শরীর হইতে পীতধড়া ও শিখিপুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণ চৈতন্য-লাভ করিয়া রাধিকার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীমতীও শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে চৈতন্যলাভ করিয়া তাঁহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন ও পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে রাধার সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়াদি করিয়া শয়ন করিলেন। সেই সুরত সময়ে কামাতুর কৃষ্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কামুকীদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুখাবহ আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কামশাস্ত্রে পারদর্শী, সুরতক্রীড়ায় সুদক্ষ।

এইরূপে রাধিকারমণ নানামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রতিগৃহে গোপাঙ্গনাদিগের সহিত সুরম্য রাসমণ্ডলে রমণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ গৃহাভ্যন্তরে সুরতক্রীড়া করিয়া বাহ্য-প্রদেশে গোপিকাগণ সহ অন্যান্য ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রাধিকার নবলক্ষ গোপিকা সখী ছিল, তখন কৃষ্ণ নবলক্ষ গোপরূপ ধারণ করিলেন। সকলে মিলিত হইয়া অষ্টাদশলক্ষ গোপ ও গোপিকার সমাবেশ হইল। ইহারা সকলেই মুক্তকেশ, বিচ্ছিন্নভূষণ, ছিন্ন ভিন্ন বেশ এবং কাম-বশে মত্ত ও মূর্চ্ছিত। সেই স্থানে কেবল কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, বলয় ও বিশুদ্ধ রত্ন নূপুর প্রভৃতির মনোহর শব্দ নিয়ত হইতে লাগিল। ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাদের সহিত এই প্রকার বিবিধ ক্রীড়া করিয়া যমুনাসলিলে গমনপূর্ব্বক তথায় জল-ক্রীড়া করিলেন।

রাসমণ্ডলে এইরূপে পূর্ণ রাসক্রীড়া আরব্ধ হইলে সুরগণ স্বীয় কলত্র ও অনুচরবর্গের সহিত সুবর্ণরথ আরোহণে গগন-মার্গে সমাগত হইলেন। এই ক্রীড়াদর্শনে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তাঁহারাও কামবাণে পীড়িত হইলেন। এইরূপে তথায় ঋষি, মুনি, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব,যক্ষ,রাক্ষস ও কিন্নরগণ সকলেই আনন্দে স্বীয় স্বীয় পত্নীর সহিত আগমন করিয়া সেই ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, মহাদেব এবং ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই এই স্থলে আসিয়া ভগবানের আশ্চর্য্য এই রাসলীলা সন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন এবং তাঁহারা চন্দন ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণ এইরূপে গোপিনীদিগের সহিত জল ও স্থলপ্রদেশে নানারূপে রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গোপিকাগণ লীলায় হরির সহিত রাসমণ্ডলে ক্রীড়া করিয়া সমস্ত মনোহর নির্জ্জন প্রদেশে এবং কোন সময়ে পুষ্পোদ্যানে, কখন রমণীয় নদীতটে, কন্দরে কন্দরে, নদী সমীপে, নদীতীরে, কুন্দবনে, এবং চম্পকাদি ত্রয়স্ত্রিংশ কাননে এইরূপ নানাস্থানে নানাভাবে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ত্রিংশ দিবারাত্র অতিবাহিত হইল, তথাপিও কামিনীগণের পরিতৃপ্তি হইল না। দেবগণ তখন এই অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া দেখিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ভগবানের এই রাসলীলা যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার ইহ-লোকে সুখসম্পদ্ ও অন্তকালে শ্রীকৃষ্ণপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ১৮ অ°)

হরিবংশে বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে রাসক্রীড়ার কোন উল্লেখ নাই। ভাগবতমতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন রাস হয় এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে মধুমাসে শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে রাস হয়।

পূর্ব্ববর্ণিত রাসলীলারহস্য সম্বন্ধে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন; তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজনগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের নিমিত্ত ভক্তচিত্তবিনোদনের জন্য আত্মারাম ও আপ্তকাম হইয়াও বিবিধ লীলা করেন। তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি এই যে—

"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।"

(পদ্মপুরাণ)

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণামৃতে লিখিয়াছেন—

"প্রকট্যপ্রকটী চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে॥"

অর্থাৎ প্রকট অপ্রকট লীলা এই দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ লীলাময় রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া যে লীলা বিস্তার করেন, তাহারই নাম প্রকটলীলা। অপ্রকটলীলা প্রপঞ্চের প্রত্যক্ষবহির্ভূত। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য ও অনন্ত। এই অনন্ত লীলা সমূহের মধ্যে ঋষিগণ ও প্রেমিক ভক্তগণ সর্ব্বরসমাধুর্য্যময়ী রাসলীলাকেই সর্ব্বলীলার সার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি, রসিকেন্দ্র-মৌলি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও রাসের মহামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন তদ্‌যথা—

"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥"

যদিও আমার শত শত মনোহর লীলা আছে, কিন্তু রাসের কথা মনে পড়িলে আমার মনে কি জানি কি যে একভাবের উদয় হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। তোষিণীটীকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-মহোদয়ও শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই উক্তির অনুসরণ করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই :—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

এই শ্লোকের "তৎপরো ভবেৎ" বাক্যের টীকায় লিখিত হইয়াছে :—

'তস্মাত্তাদৃশীঃ ক্রীড়া অসৌ ভজতে যা শ্রুত্বাপি স্বয়মপি তৎপরো ভবেৎ, যদা যদা শৃণোতি তদা তদাসক্তো ভবতি।'

অর্থাৎ তিনি এমন লীলা সকল প্রকটিত করেন, যে সকল লীলার কথা শ্রবণ মাত্র, অন্যের আর কথা কি, তিনি নিজেও তৎপর হইয়া থাকেন। সুতরাং রাসলীলা যে সর্ব্বলীলার চূড়ামণি, এই সকল বাক্য হইতেই অনায়াসে তাহা প্রতিপন্ন হয়।

বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে রাসলীলার বর্ণনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলাই সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। এই মহাপুরাণে রাসলীলা পাঁচ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ের সমাদর পরিলক্ষিত হয়। মহাভারত হইতে যেমন উহার সারস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিভিন্ন গ্রন্থাকারে জনসমাজে প্রচলিত ও পঠিত হইতেছে, রাসপঞ্চাধ্যায়েরও সেইরূপ প্রচলন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-মহোদয় বলেন, মানুষের দেহের মধ্যে যেমন ইন্দ্রিয়গণ অধিকতর আদরের বস্তু, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ-দেহের মধ্যে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ই পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্বরূপ। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যেমন জাগতিক পদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করি, রাসপঞ্চাধ্যায়রূপ অদ্ভুত পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সেইরূপ শ্রীভগবানের পরমমাধুর্য্যময়ী সর্ব্বচমৎকারিণী রাসলীলা প্রত্যক্ষ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসলীলায় কি কি বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীপাদ সনাতন একটি শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন তদ্‌যথা—

"বংশীসংজল্পিতমনুরতং রাধয়ান্তর্দ্ধিকেলিঃ
প্রাদুর্ভূ্ রাসনমধিপটং প্রশ্নকূটোত্তরঞ্চ।
নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা
কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা॥"

(তোষিণী)

অর্থাৎ বংশীরব, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনাগণের কথোপকথন, ভ্রমণ, শ্রীরাধার সহিত অন্তর্ধানকেলি, শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব, গোপীগণপ্রদত্ত বসনে উপবেশন, গোপীগণের পৃষ্ট কূটপ্রশ্নের উত্তরদান, নৃত্যোল্লাস, রহঃক্রীড়া, জলকেলি, যমুনার তপোবনে বনবিহার, এই সকল বিষয় রাসলীলায় বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা সকলের নিকটেই রাসের মাহাত্ম্য শুনিতে পাই, কিন্তু রাস কাহাকে বলে, রাসের নিগূঢ় মর্ম্ম কি, তাহা সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত প্রিয় অনুচরগণ ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ রাসলীলার যে নিগূঢ় মর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা সাধারণের সুবিদিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সংক্ষেপে এই বিষয়ের আলোচনায় স্ফুটতার আশা অতি অল্প। তথাপি এ সম্বন্ধে দুই একটি কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

রাস কাহাকে বলে? সাধারণতঃ বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্য বিশেষের নামই রাস। শ্রীধরস্বামি-মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাতে এই কথাই বলিয়াছেন তদ্‌যথা—"রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ।" রাসের শাস্ত্রীয় লক্ষণ এই যে—

"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনাং অন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥"

অর্থাৎ নটেরা যাহাদের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা

একে অন্যের কর ধরিয়া করশোভা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, নর্ত্তকীদের মণ্ডলাকার এরূপ নৃত্যের নামই রাস। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত গোপীদিগের রাসক্রীড়াই ইহার উদাহরণ, যথা :—

"তত্রারভতো গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈ র্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যকবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ।"

অর্থাৎ সেই বনে শ্রীকৃষ্ণ, প্রীতিময়ী অনুব্রতা এবং পরস্পরাবদ্ধবাহু রমণীরত্নদের সহিত সংমিলিত হইয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ কারলেন। গোপীমণ্ডলমণ্ডিত রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাঁদের কণ্ঠধারণ করিলেন, প্রত্যেক গোপী মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটেই রহিয়াছেন। অর্থাৎ গোপাগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলেন। যোগেশ্বর কৃষ্ণ এই স্থলে অদ্ভুত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে এক হইয়াও দুই দুই গোপীর মধ্যে উদিত হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাও বাহু বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিকটে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বামে ও দক্ষিণে যেরূপ এক একটি গোপী বর্ত্তমানা, তদ্রূপ প্রত্যেক গোপীর বামে ও দক্ষিণে এক একটী শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল রাসের যে বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীপাদ-গোস্বামি-মহোদয় তোষিণী-টীকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া ব্যাখ্যা পরিস্ফুট করিয়াছেন, সে পদ্যটী এই :—

"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো।
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা॥
ইত্থমাকল্পিতমণ্ডলে মধ্যগঃ।
সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ॥"

অর্থাৎ এক একটি ব্রজাঙ্গনার অন্তরে এক একটি মাধব, আর এক একটি মাধবের অন্তরে এক একটি ব্রজাঙ্গনা এইরূপ মণ্ডলবদ্ধ হইয়া দেবকীনন্দন বেণুগান করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপ্রিয়তমাগণ কবরী ও কাঞ্চীর গ্রন্থি দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া পদবিন্যাস, করচালন, সস্মিত ভ্রূবিলাস, দেহমধ্যভাগ বিচঞ্চল করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, ইহাতে কুচপট চঞ্চল ও গণ্ডস্থলে কুণ্ডল দোদুল্যমান হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দুতে মুখকমল পরিশোভিত হইয়া উঠিল। মেঘের দেহে বিজলীরেখার ন্যায় গোপীগণ শোভা পাইতে লাগিলেন। ইহাই রাসনৃত্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের অপর প্রাচীন টীকাকার বিজয়ধ্বজ, রাস শব্দের যে ব্যুৎপাদন করিয়াছেন তাহা এই :—

'নৃত্যাদিষু ভরতরীতিসংজ্ঞেষু গাতুমুপক্রান্তেষু যোঽধিরসোল্লাসো জায়তে স রসঃ, তৎসম্বন্ধী রসো রাসঃ, তদুদ্রেকেণ ক্রীড়া নৃত্যবিশেষঃ।"

রাসক্রীড়ার প্রণালীও বিজয়ধ্বজের টীকায় লিখিত আছে যথা—

"সমতলতৃণপ্রদেশে বিতস্তিমাত্রোন্নতশঙ্কুং সংস্থাপ্য তৎপরিতঃ সর্ব্বৈঃ স্বপাদমবষ্টভ্য বৃত্তাকারেণ স্থিত্বৈকস্যা বামহস্তং অন্যস্যা নিকটবর্ত্তিনা দক্ষিণপাণিনা সংগৃহ্য স্বশঙ্কাবিষ্টত্বেন বর্ত্তুলাকারভ্রমণং চক্রবৎক্রিয়া রাসক্রীড়া।"

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার সুবিখ্যাত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় লিখিয়াছেন—

"নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া সা রাসক্রীড়া।"

ইহাতে জানা যাইতেছে যে নৃত্যগীত চুম্বনালিঙ্গনাদি রসসমূহই রাস। কেন্দুবিল্বের অমরকবি শ্রীজয়দেব রাসের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহাও এইরূপ। তদ্‌যথা—

"করতলতালতরলবলয়াবলিত কলিত কলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতী প্রশংসে॥
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিত চারুপরামপরামনুগচ্ছতি রামাম্॥"

যদিও এই সকল বাক্য ও পদ্যদ্বারা রাস শব্দের ব্যাখ্যা করা হইল, কিন্তু যে রাসের উৎকর্ষ ও মাহাত্ম্য সকল সাত্ত্বিকপুরাণে একতানে উদ্ঘোষিত হইয়াছে, যে রাসলীলা আত্মারাম মুনিগণের এবং সহস্র সহস্র অমলাত্মা পরমহংসগণের নিয়ত পাঠ্য ও নিত্য ধ্যেয়, তাহার অর্থ কেবল নৃত্যবিশেষেই পর্য্যবসিত হইলে সাধারণের চিত্তে স্বতঃই একপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়। এইরূপ নৃত্যের এত মহিমা কীর্ত্তিত করা হইল কেন? আর সেই মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া গৃহত্যাগী উদাসী সন্ন্যাসিগণ পর্য্যন্ত রাসলীলা শ্রবণ করিতে এত ব্যগ্র হয়েন কেন এবং উহা পরমসাধ্য বলিয়া মনে করেন কেন? তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে এই নৃত্য যে সে নৃত্য নহে। যে নৃত্যের মধুর স্পন্দনে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

মাধুর্য্যতরঙ্গে সংকীর্ত্তিত হইতেছে, নীলনভঃস্থলে চাঁদ হাসিতেছে, বসন্তের কুসুমকাননে সুষমার কেলিনিকেতন কুসুমকলিকা প্রস্ফুটিত হইতেছে, বায়ু মধুবহন করিতেছে, সিন্ধুসমূহ মধুক্ষরণ করিতেছে, ওষধিবর্গ মধুপ্রদান করিতেছে, দিনরজনী মধুময় বলিয়া অনুমিত হইতেছে, আকাশ মধুময় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে—রাসনৃত্য সেই নৃত্য—সেই প্রেমরসময়ের নৃত্য—আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা স্বীয় আনন্দশক্তিস্বরূপিণীদের সহিত প্রেমরসানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য। তাই শ্রীপাদসনাতন গোস্বামিমহোদয় "রাসোৎসব" শব্দের ব্যাখ্যায় রাসশব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই :—

'রাসঃ—পরমরসকদম্বময়ো ব্যাপারবিশেষঃ।'

আবার স্থানান্তরে—

'রাসঃ—প্রেমরসপরিপাকবিলাসবিশেষাত্মকঃ ক্রীড়াবিশেষঃ।'

শাস্ত্রে অনেক স্থলে অনেক প্রকার রসশব্দের ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পদার্থবিজ্ঞানে, বৈদ্যকশাস্ত্রে, সাহিত্যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এই শব্দের বহুলপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে নিহিত রস শব্দের বাচ্যপদার্থ ব্যাখ্যাত হইলে অপরাপর সকল শাস্ত্রেরই রসশব্দের ব্যাখ্যা ব্যক্তিত হইয়া পড়ে। ব্যাকরণ বলেন "রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ।" এই প্রকার ব্যুৎপাদন আস্বাদন অর্থদ্যোতক। কটু অম্ল মধুর প্রভৃতি ষড়্‌রস ইহার বাচ্য। ব্যাকরণ আরও এক প্রকার রস শব্দের ব্যুৎপাদন করেন যেমন "রসতীতি রসঃ"। অর্থাৎ ইনি রসযুক্ত করেন এই অর্থে রস।

সাহিত্যদর্পণকার রসের স্বরূপনিরূপণ করিয়া বলেন—

'সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।'

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রতিরসাদির বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে শৃঙ্গার বা উজ্জ্বলরসের শ্রেষ্ঠতমতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই উজ্জ্বলরসকেই শ্রীপাদ সনাতন পরমরস নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই উজ্জ্বলরসময় ব্যাপার বিশেষই রাস। শৃঙ্গাররস বা উজ্জ্বলরস অপ্রাকৃত, ইহা জড়জগতে, জ্ঞানময়জগতে বা বিজ্ঞানময়জগতে অসম্ভব, সাক্ষাৎ চিন্ময়তত্ত্বেও উজ্জ্বলরসের লেশাভাস পরিলক্ষিত হয় না। মধুর ভজনে যে সকল ভক্ত সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তেই এই পরমরসের স্ফূর্ত্তি হয়, সুতরাং শ্রীভগবানের রাসলীলার মাধুর্য্য তাঁহাদেরই আস্বাদ্য। সুতরাং প্রেমরস পরিপাকে প্রেমরসময় শ্রীভগবান্ নিজের হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপিণী আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা স্বীয় প্রতিবিম্বস্থানীয়া গোপীগণের সহিত বিলাসবিশেষাত্মক যে ক্রীড়াবিশেষ প্রকটিত করেন, তাহারই নাম রাস। শ্রীভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটী পদ্যের টীকায় শ্রীপাদসনাতন উক্ত প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই পদ্যটি এই :—

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্ব প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥"

শিশুরা যেমন নিজের প্রতিবিম্বকে লইয়া খেলা করে, রমেশও ব্রজসুন্দরীগণকে লইয়া তাদৃশ রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত পদ্যের টীকায় সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

"অসৌ প্রেমবশতাস্বভাবেনতন্ময়ক্রীড়াসক্তঃ সন্ স্বরূপশক্তিত্বেন স্বপ্রতিমূর্ত্তিত্বাৎ প্রতিবিম্বস্থানীয়াভিস্তাভিঃ সহ রেমে।"

অর্থাৎ লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই প্রেমবশ, সুতরাং তিনি সততই প্রেমক্রীড়ানুরক্ত। তিনি প্রেমভাবে নিজের স্বরূপশক্তিদ্বারা তাঁহার নিজের প্রতিমূর্ত্তি হইতে উদ্গত প্রতিবিম্বস্থানীয়া ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রমণ করেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, রাসশব্দের গূঢ়মর্ম্ম প্রাকৃতজগতে ব্যাখ্যাত হইবার নহে—ইহা এ জগতের ক্রীড়া নয়, এ জগতেরও ভাব্য নয়,—উহা আনন্দময় জগতেরই প্রেমানন্দময় অতিচমৎকার ক্রীড়াবিশেষ। তাহা না হইলে কি আত্মারাম মুনিগণ রাসলীলাশ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেন? তাহা না হইলে কি কঠোর তপঃসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল শ্রীমদ্‌বাদরায়ণি মুমূর্ষু রাজা পরীক্ষিৎকে রাসলীলা শ্রবণ করাইতেন?

এখানে "বাদরায়ণি" বলিতে বলিতে আরও একটী কথা মনে পড়িতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক স্থলেই "শুক উবাচ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কথাতেই "শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যিনি শুক, তিনিই বাদরায়ণি একই ব্যক্তি। তবে "বাদরায়ণি" বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে সনাতন গোস্বামী বলেন, রাসলীলার প্রভাবপ্রদর্শন জন্যই বক্তার প্রভাব প্রদর্শনার্থ এই নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। শুকদেবের পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার একটি নাম বাদরায়ণ। তাঁহার সেই তপস্যা শ্রীকৃষ্ণোপাসনালক্ষণা। সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করিয়াই তাহার ফলস্বরূপ শুকদেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন। শুকদেবের এই "বাদরায়ণি" নামের সহিত সর্ব্বজ্ঞতা, বৈরাগ্য, কঠোরতপস্যা, এবং প্রেমলক্ষণা উপাসনাদি প্রভৃতি বিজড়িত। তাদৃশ অবস্থাপন্ন বিশুদ্ধ প্রেমিক ভক্তগণই রাসলীলাশ্রবণের প্রকৃত অধিকারী। এ কথাতেও রাসের গূঢ় মর্ম্ম বুঝাও যাইতে পারে।

রাসশব্দের আরও একটী নিগূঢ় মর্ম্ম আছে। শাস্ত্রজ্ঞদিগের অবিদিত নাই রসশ্রুতি বলিয়া কতকগুলি শ্রুতি আছে। রসই যে পরব্রহ্ম ইহাই ঐ সকল শ্রুতির অভিপ্রায়। যথা—“আপোজ্যোতিঃ রসোমৃতং ব্রহ্ম” “স এব ব্রহ্মরূপো ভর্গরসঃ তৃণবৃক্ষৌষধ্যাদিষু স্থাবরেষু চ স এব রসরূপেণ বসতি”ইতি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে হলায়ুধঃ। যোগীযাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

“বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি।”

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

“রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়!”

এতদ্ব্যতীত শ্রুতি আরও বলেন—

“রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।”

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রসস্বরূপ, এই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই অখিল রসামৃতমূর্ত্তি। এই রসরাজ রসিকশেখর রসপরমব্রহ্মলাভের নিমিত্ত চিদানন্দরসময়ী যে ক্রীড়াবিশেষ, তাহাই রাস। এই জন্যই রাস নারায়ণের নাভি-পদ্মজাত ব্রহ্মারও দুর্লভ, এমন কি রাসরসরসিকেন্দ্রমৌলির হৃদয়ে নিয়তবিহারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীও রাসের অধিকারিণী নহেন। রাসলীলা কি উচ্চতম তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। তাই সূক্ষ্মদর্শী ভক্তপ্রবর শ্রীভাগবতব্যাখ্যাতা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন—

“শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাদৈরপিদুর্গমমীক্ষতে।
গোপীনাং রসাবর্ত্তোঽয়ং তেষামনুগতীর্বিনা॥”

অর্থাৎ রাস, আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা গোপীদের রসাবর্ত্ত, তাঁহাদের সকল প্রকার অনুগতিসমূহ ভিন্ন শাস্ত্রবুদ্ধি ও বিবেকাদি দ্বারা রাসের মর্ম্ম অন্য কিছুতেই বুঝা যায় না।

রাসযাত্রা-প্রয়োগ।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া থাকিবে, পরে পূর্ণিমার দিন রাত্রে কল্পবৃক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া উত্তর-মুখে উপবেশনপূর্ব্বক দুইবার আচমন করিবে। পরে স্বস্তি-বাচন করিয়া ‘সূর্য্যঃ সোমো’ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর সঙ্কল্প করিতে হইবে। যথা—‘বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ বিষ্ণুলোকাধিকরণককুলসহিতা-মোদমানত্বকামঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রীতিকামো বা গণেশাদিনানা-দেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীরাধাকৃষ্ণপূজারাসোৎসবকর্ম্মাহং করিষ্যে।’ পরে সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি এবং ন্যাসাদিকার্য করিবে।

অনন্তর গণেশাদি দেবতা পূজা করিয়া মূলপূজা আরম্ভ করিতে হইবে। কূর্ম্মমুদ্রাদ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। যথা—

ধ্যান—“স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজপীড়িতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
পীড়িতা কামবাণেন চিরায়াশ্লেষণোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ।
নিতম্বস্রস্তবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥
দন্তপংক্তিপ্রভোদ্ভাসাঃ স্পন্দমানধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তো বিবিধৈর্বিভ্রমৈঃ সহসা বিভুম্॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, তৎপর শঙ্খে বিশেষার্ঘ সংস্থাপনান্তর পীঠপূজা করিতে হইবে।

পীঠদেবতা যথা,—আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, মণিমণ্ডপ, কল্পবৃক্ষ, মণিবেদিকা, রত্নসিংহাসন, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, অনন্ত, পংপদ্ম, অংসূর্য্যমণ্ডলদ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডল দশকলাত্মনে, সং সত্ত্ব, রং রজস্, তং তমস্, আং আত্মন্, পং পরমাত্মন্, হ্রীং জ্ঞানাত্মন্, বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, *যোগা, সত্বা, ঈশানা, অনুগ্রহা, এই সকল শব্দের আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃ শব্দ এবং শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া পূজা করিবে; যথা ‘ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ’ ইত্যাদি। পরে “ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মনে সংযোগযোগপীঠাত্মনে নমঃ’ বলিয়া পূজা করিবে। পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহনী প্রভৃতি ৬টী মুদ্রা দেখাইবে।

আবাহনমন্ত্র—ওঁ আগচ্ছ ভগবদ্দেব গোপীহৃদয়নন্দন।
সান্নিধ্যং কুরু রাসার্থং গোপীভিঃ সহমণ্ডপে॥

তৎপরে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। এই ষোড়শোপচারের প্রত্যেক উপচারের এক একটী মন্ত্র আছে। যথা—

আসনদানমন্ত্র—ওঁ সর্ব্বান্তর্যামিনে দেব সর্ব্ববীজমমস্তুতঃ।
আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্॥
ইদমাসনং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

স্বাগত—ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবব্রহ্মহরাদয়ঃ।
কৃপয়া দেবদেবেশ মদগৃহে সন্নিধীভব॥
তস্মৈ তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং ভবেৎ।

স্বাগত—কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবনন্তু মে।
যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয় ॥
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য মে।
যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥
পাদ্য—ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভব।
তস্মৈ তে চরণাব্জায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে ॥
আচমন—ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥
অর্ঘ্য—ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্ ॥
অর্ঘের পর পূর্বোক্ত মন্ত্রে আচমনীয় দিতে হয়।
মধুপর্ক—ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণং সুধাত্মকম্।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥
পুনরাচমনীয়—ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥
গন্ধতৈল—ওঁ স্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোকনাথ মহাশয়।
সর্ব্বলোকেষু শুদ্ধাত্মা দদামি স্নেহমুত্তমম্ ॥
স্নানীয়জল—ওঁ পরমানন্দবোধাব্ধি নিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে ॥
বস্ত্র—ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন নিজগুহ্যোরুতেজসে।
নিবারণ বিজ্ঞেয় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥
উত্তরীয়—ওঁ যামাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসংমোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্ ॥
যজ্ঞোপবীত—ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমচলং জগৎ।
যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পিতম্ ॥
আভরণ—স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিতম্ ॥
জল—ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণ গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥
গন্ধ—ওঁ পরমানন্দ সৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরম্।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥
পুষ্প—তুরীয়গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥
ধূপ—ওঁ বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
দীপ—ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
নৈবেদ্য—ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্বিবিধানেকভক্ষণম্।
নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ ॥

পানীয়জল—ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণ গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥
তাম্বূল—ওঁ তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

এইরূপে উপচার সকল দিয়া জপ ও জপসমাধান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

প্রণামমন্ত্র—ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে, 'আবরণং তে পূজয়ামি' এইরূপে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আবরণ-দেবতার পূজা করিবে। যথা—বেণু, কৌস্তুভ, বনমালা, মকরকুণ্ডল, শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যদুশ্রেষ্ঠ, বামন, রাঘব, অসুরান্তক, ভারহারী ও ধর্ম্মসংস্থাপক এই সকল আবরণদেবতা 'প্রণবাদি নমোঽস্তু' মন্ত্রদ্বারা পূজা করিতে হইবে। তৎপরে শ্রীমতী রাধিকার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে।

ধ্যান—ওঁ বিদ্যুদ্গৌরী সুহাসা তরুণশশিমুখী ক্ষৌমসম্বদ্ধদেহা
ভালে সিন্দূরকান্তিবিবিধমণিগণব্যাপ্তশৃঙ্গারবেশা।
শ্রীকৃষ্ণাগ্রৈকদৃষ্টিঃ করকমলসংপীনবক্ষাঃসুনাসা
বৃন্দারণ্যে জয়তি ভবতি রাধা সর্ব্বস্য ধাত্রী ॥

পরে মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খে অর্ঘ্য স্থাপনাদি করিয়া পুনরায় ধ্যান করিবে। অনন্তর যথাবিধানে আবাহনাদি করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। 'ওঁ হ্রীং রাধিকায়ৈ-নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে। রাধিকাপূজারও ষোড়-শোপচারের প্রত্যেক এক একটী বিভিন্ন মন্ত্র আছে। যথা—

আসন—ওঁ রত্নসারবিকাশঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
বরং সিংহাসনং রম্যং রাধে ত্বং প্রতিগৃহ্যতাং ॥
ওঁ রাধে! স্বাগতং সুস্বাগতং।
পাদ্য—ওঁ সদ্রত্নসারপাত্রস্থং সর্ব্বতীর্থোদকং পরম্।
পদপ্রক্ষালনার্থঞ্চ রাধে পাদ্যং প্রগৃহ্যতাং ॥
অর্ঘ্য—ওঁ দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খস্থং সদূর্ব্বাপুষ্পচন্দনং।
পূতযুক্তং তীর্থতোয়ৈরাধেঽর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।
আচমনীয়—ওঁ নানাতীর্থোদ্ভবং পুণ্যং শীতলঞ্চ সুনির্ম্মলং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণাচমনীয়কম্ ॥
তৈল—সুগন্ধামলকীচূর্ণং সুস্নিগ্ধং সুমনোহরম্।
বিষ্ণুতৈলাদিসংযুক্তং স্নানীয়ং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥
স্নানীয়জল—ওঁ নানাতীর্থোদ্ভবং বারি সুগন্ধিবস্তুবাসিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্নানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥
বস্ত্র—ওঁ অমূল্যরত্নখচিতমমূল্যং সূক্ষ্মমেব চ।
বহ্নিশুদ্ধং নির্ম্মলঞ্চ বসনং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥

ভূষণ—অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং কেয়ূরবলয়াদিকম্।
শব্দঞ্চ শোভনং রাধে গৃহ্যতাং ভূষণং মম ॥
গন্ধ—ওঁ কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ সুগন্ধিস্নিগ্ধচন্দনম্।
রাধে চাত্র নিরাধারে মদ্‌গৃহে নাম্নুলেপনং ॥
পুষ্প—ওঁ পারিজাতপ্রসূনঞ্চ গন্ধচন্দনচর্চ্চিতম্।
অতীবসৌরভং রম্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি ॥
ধূপ—ওঁ পার্থিবদ্রব্যসম্ভূতং পার্থিবদ্রব্যসংযুতম্।
জ্বলদগ্নিশিখাপূতং ধূপং দেবি গৃহাণ মে ॥
দীপ—ওঁ অন্ধকারভয়াদ্ধস্তং অমূল্যরত্নমুজ্জ্বলম্।
রত্নপ্রদীপং সৌভাগ্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি ॥
নৈবেদ্য পায়স—ওঁ সংস্কৃতং পায়সং পিষ্টং শাল্যন্নং ব্যঞ্জনান্বিতম্।
শর্করাদধিদুগ্ধঞ্চ নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
মধু—ওঁ আসবং রত্নপাত্রস্থং সুস্বাদু সুমনোহরম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥
তাম্বূল—ওঁ তাম্বূলং পরমং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥
সিন্দূর—ওঁ সিন্দূরং শোভনং রাধে যোষিৎ-সুপ্রিয়ং সদা।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

পরে প্রণবদ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অষ্টসখীর পূজা করিবে। অষ্টসখী যথা—১ মালাবতী, ২ রূপমাধবী, ৩ রত্নমালা, ৪ সুশীলা, ৫ শশিকলা, ৬ পারিজাতা, ৭ পদ্মাবতী, ও ৮ সুন্দরী। এই অষ্টসখীর পূজা করিয়া নিম্নোক্ত স্তবপাঠ করিবে।

স্তব—ত্বং দেবি জগতাং মাতর্বিষ্ণুমায়া সনাতনি।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে দেবি বিষ্ণুপ্রাণাধিকে শুভে ॥
কৃষ্ণবক্ষসি যা রাধা সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতা।
রাসে রাসেশ্বরীরূপা বৃন্দাবনবনে বনে ॥
কৃষ্ণপ্রিয়া চ গোলোকে তুলসী কাননে তু সা।
চম্পাবতী কৃষ্ণসঙ্গে ক্রীড়া চম্পককাননে ॥
চন্দ্রাবলী চন্দ্রবনে শতশৃঙ্গমতী সতী।
বিরজাদর্পহন্ত্রিচ বিরজাতটকাননে।
পদ্মাবতী পদ্মবনে কৃষ্ণা কৃষ্ণসরোবরে ॥

ইত্যাদি রূপে স্তব ও প্রণাম করিয়া হোম করিবে।

পরে কল্পবৃক্ষকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উৎসর্গ করিতে হইবে।

"এতস্মৈ সবস্ত্রপুষ্পাদিরচিতকল্পতরুসংজ্ঞককল্পবৃক্ষায় নমঃ, এতদধিপতয়ে উত্তানাঙ্গিরসায় নমঃ; এতৎ সম্প্রদানাভ্যাং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" এইরূপে উৎসর্গ করিয়া পরে কুশ-তিলাদি লইয়া যথাবিহিত বাক্যে এই কল্পিতবৃক্ষ রাধা-কৃষ্ণকে সম্প্রদান করিতে হইবে।

পরে সেই কল্পবৃক্ষের স্থানে কৃষ্ণপ্রতিমা ও রাধাপ্রতিমা স্থাপন করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতে হইবে।

অনন্তর দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া নানাবিধ উৎসবে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়। এই সকল উৎসবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, তাহার অনুষ্ঠানই বিধেয়।

রাসক (পুং) নাটকভেদ। ইহা হাস্যরসোদ্দীপক নাটক। এক নাটক এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার অভিনেতা ৫ জন। ইহা নানা প্রকার ভাষা এবং ভারতী ও কৈশিকী রীতিতে বর্ণিত হইবে, ইহাতে সূত্রধারের আবশ্যক নাই। এই নাটক বীথি, অঙ্গ ও কলাযুক্ত হইবে। নান্দী শিষ্টার্থযুক্ত, নায়িকা বিখ্যাতা এবং নায়ক মূর্খ হইবে। ইহাতে উত্তরোত্তর ভাবোচ্ছ্বাস বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইহার প্রতিমুখে সন্ধি থাকিবে। 'মেনকাহিত' নামে সংস্কৃত একখানি রাসকের নাম সাহিত্য-দর্পণে উল্লেখ আছে।

"রাসকং পঞ্চপাত্রং স্যান্মুখনির্বহণান্বিতং।
ভাষাবিভাষাভূয়িষ্ঠং ভারতীকৈশিকীযুতম্ ॥
অসূত্রধারমেকাঙ্কং স বীথ্যঙ্গং কলান্বিতম্।
শিষ্টনান্দীযুতং খ্যাতনায়িকাং মূর্খনায়কম্ ॥
উদাত্তভাববিন্যাসসংশ্রিতং চোত্তরোত্তরম্।
ইহ প্রতিমুখং সন্ধিমপি কেচিৎ প্রচক্ষতে ॥"
(সাহিত্যদ° ৬।৫৪৮) [নাটক শব্দ দেখ]

রাসন, যুক্তপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। একটী গণ্ডশৈলের পাদমূলে অবস্থিত। পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ দুর্গের মধ্য-ভাগে একটী প্রাচীন মন্দির পতিত আছে। এক্ষণে উহাতে লিঙ্গমূর্ত্তি নাই, সাধারণে উহাতে পূজা দিতে আসে না। উহার গঠন ও প্রাচীন শিল্পাদি প্রশংসাযোগ্য। গ্রামের চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ স্তূপসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, ঐ স্থানে প্রাচীন রাজবংশী নগর বিদ্যমান ছিল।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে বল্লভদেব জীউ নামক একজন রাজ-বংশীরাজ দিল্লীশ্বরের সেনাদলের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে রাজা পরাজিত হইলে পাঠানগণ নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক অগ্নিদগ্ধ করে। তদবধি এই স্থান ধ্বস্তাবস্থায় পতিত। অতঃপর রামকৃষ্ণ নামক জনৈক ব্যক্তি প্রাচীন রাজবংশী দুর্গ ও নগরের নিকটে রাসন গ্রাম স্থাপন করেন। সম্রাট্ অকবর শাহের সময় এই স্থান একটী পরগণার সদররূপে গণ্য ছিল।

রাসন (ত্রি) ১ আস্বাদন। ২ স্বাদু, সুখসেব্য। সুশ্লিষ্ট রসযুক্ত।

রাসভ (পুং) রাসতে শব্দায়তে ইতি রাস-(রাসিবল্লিভ্যাঞ্চ। উণ্ ৩।১২৫) ইতি অভচ্। ১ গর্দ্দভ, গাধা। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে ইহার উৎপত্তি হয়।

"পদ্ভ্যাশ্চাশ্বান্ সমাতঙ্গান্ রাসভান্ শশকান্ মৃগান্।
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব নানারূপাশ্চ জাতয়ঃ॥"
(মার্ক° পু° ৪৮।২৬)

২ অশ্বতর, খচ্চর।

"স ত্বং রাসভযুক্তেন স্যন্দনেনানুগামিনা।
বারণাবতমদ্যৈব যথা যাসি তথা কুরু॥" (ভারত ১।১৪৫।৭)

রাসভধূসর (ত্রি) গর্দ্দভের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট (Light brown)

রাসভবন্দিনী (স্ত্রী) আরবদেশীয় যূথিকা পুষ্প।

রাসভসেন (পুং) রাজভেদ।

রাসভারুণ [illegible]) গর্দ্দভের ন্যায় অরুণবর্ণ।

রাসভী (স্ত্রী) রাসভ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। গর্দ্দভী।

রাসমণ্ডল (ক্লী) রাসস্য মণ্ডলং। শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া-স্থল, শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন তাহাকে রাসমণ্ডল কহে। [রাসশব্দ দেখ]

রাসযাত্রা (স্ত্রী) রাসস্য যাত্রা উৎসবঃ। কার্ত্তিকীপৌর্ণমাসীতে কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণের উৎসববিশেষ, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই জন্য ঐ তিথিতে তদুদ্দেশে উৎসব করিতে হয়। [রাস শব্দ দেখ]

শক্তিবিষয়ে রাসযাত্রার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্রপৌর্ণমাসীতে পরমারাধ্যা শক্তিদেবীর উদ্দেশে রাস-যাত্রোৎসব করিবার বিধান আছে।

রাসমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া ভৈরবী ও ভৈরবের একত্র পূজা এবং ভৈরবী ও ভৈরবকে একত্র করিয়া কুম্ভ-চক্রবৎ ভ্রমণ করাইতে হইবে। এই সময় নানা প্রকার বাদ্যাদি দ্বারা উৎসব করিতে হয়।

"পৌর্ণমাস্যাং রাসযাত্রাং দেব্যাঃ কুর্য্যাদ্বিশার্দ্ধকে।
পূর্ব্ববচ্চ সমাস্থাপ্য দেবীং দেব্যাসনং যজেৎ॥"
পৌর্ণমাস্যাং চৈত্রপৌর্ণমাস্যাং।
"সম্মুখে রাসসংস্থানং ভৈরবীভৈরবান্বিতম্।
কৃত্বা তান্ পূজয়িত্বা চ ভ্রাময়েৎ কুম্ভচক্রবৎ॥
কোলাহলং মৃদঙ্গাদিবাদ্যৈর্নৃত্যৈঃ সুগীতকৈঃ।
কুর্য্যাদানন্দহৃদয়ঃ সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং দেবীযাত্রা সুখপ্রদা॥"
(রামেশ্বর তন্ত্র ৪৪ পটল)

রাসায়ন (ত্রি) রসায়নসম্বন্ধীয়। [রসায়ন দেখ।]

রাসু নৃসিংহ, দুইজন বাঙ্গালী কবিওয়ালা। ইহাঁরা দুই সহোদর একযোগে কবির গান গাইয়া একনামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ফরাসডাঙ্গার অন্তর্গত গোন্দলপাড়ায় ইহাঁদের বাস ছিল। সখীসংবাদ সঙ্গীতরচনায় ইহাঁরা বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন এবং সেই গান কবির দলে গাইয়া সুখ্যাতি লাভ করিতেন। অনুমান ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁরা সঙ্গীত রচনা করেন। নমুনা—

"শ্যাম তোমার রচিত, পথিক যেমত
হোয়ে শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হ'লে, যায় পুন চ'লে
পুন নাহি চায় ফিরে॥"

রাসেরস (পুং) রাসে ক্রীড়াবিশেষে যো রসঃ অলুক্‌সমাসঃ। ১ গোষ্ঠী। ২ রাস। ৩ শৃঙ্গার। ৪ রসসিদ্ধি। ৫ ষষ্ঠী-জাগরক। ৬ রসাবাস।

'রাসেরসস্তু গোষ্ঠ্যাং স্যাদ্রাসশৃঙ্গারয়োরপি।
রসসিদ্ধিরসাবাসষষ্ঠীজাগরকেঽপি চ॥' (মেদিনী)

৭ উৎসব। (শব্দরত্না°) ৮ পরিহাস। (জটাধর)

রাসেশ্বরী (স্ত্রী) রাসস্য ঈশ্বরী। রাধা।

"রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৭ অ°)

রাস্তা (পারসী) পথ।

রাস্না (স্ত্রী) রসতে ইতি রস আস্বাদনে (রাস্না-সাস্না-স্থূণা-বীণাঃ। উণ্ ৩।১৫) ইতি নপ্রত্যয়েন সাধুঃ। স্বনামখ্যাত লতাবিশেষ। (Ophiorrhiza Mungos) পর্য্যায়—নাকুলী, সুরসা, সুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, ছত্রাকী, সুবহা, রস্তা, শ্রেয়সী, রসনা, রসা, সুগন্ধী, মূলা, রসাঢ্যা, অতি-রসা, দ্রোণগন্ধিকা, সর্পগন্ধা, সর্পাক্ষী, পলঙ্কষা। (জটাধর)

দেশভেদে নাম হিন্দী—সরহাতি, বাঙ্গালা—গন্ধনাকুলী, রাস্না, তামিল—কিরি-পুরন্দর, তেলগু—চেট্টু, যবদ্বীপ—বাজো উলার; সিঙ্গাপুর—দাল কাটিয়া, বেরিয়া, মেণ্ডি। আসামপ্রদে-দের ২০০০ ফিট উচ্চস্থানে, খসিয়াশৈলে, সিংহলে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায় এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপে এই গাছ প্রচুর জন্মে।

ইহার গুণ—গুরু, তিক্ত, উষ্ণ; বিষ, বাত, অস্রদোষ, কাস, শোফ, কম্প, শ্লেষ্মনাশক এবং পাচন। রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে—রাস্না তিন প্রকার, মূল, পত্র ও তৃণ; তন্মধ্যে মূল ও পত্র শ্রেষ্ঠ এবং তৃণ মধ্যম।

"রাস্না তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা।
জ্ঞেয়ৌ মূলদলৌ শ্রেষ্ঠৌ তৃণা রাস্না তু মধ্যমা॥" (রাজনি°)

রাজবল্লভমতে—রাস্না শোথ,আম ও বাতনাশক। ভাবপ্রকাশ-মতে সর্প, লূতা, বৃশ্চিক, ও আখুবিষ, জ্বর, কৃমি ও ব্রণনাশক। ২ ঔষধ বিশেষ। চলিত কাটা আমরুলী। পর্য্যায়—এলাপর্ণী, সুবহা, যুক্তরসা। (অমর) ইহার গুণ—তিক্ত, গুরু, উষ্ণ; কফ ও বাতনাশক, শোথ, শ্বাস, বায়ু, অস্রদোষ, বাত, শূল, উদর, কাস ও জ্বরাদিনাশক। (ভাবপ্র°) ৩ রশনা।

"আদিত্যৈ রাস্নাসি" (শুক্লযজু° ১।৩০)

'রাস্নাসি রশনা অসি' (মহীধর)

৪ রুদ্রপত্নীদিগের মধ্যে অন্যতম।

"নামানি রুদ্রপত্নীনাং সাবধানং নিবোধ মে।

কলা কলাবতী কাষ্ঠা কালিকা কলহপ্রিয়া।

কন্দলী ভীষণা রাস্না প্রম্লোচা ভূষণা শুকী॥"(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত১।২।১৩)

রাস্নাকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র বন্ধনী।

রাস্নাগুগ্গুলু (স্ত্রী) বাতব্যাধিরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রাস্না ৮ তোলা, এবং গুগ্গুলু ১০ তোলা, একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতদ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে বাতব্যাধি রোগাধিকারে গৃধ্রসী নামক রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° বাতব্যাধিরোগাধি°)

রাস্নাতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। (চরক চি° ২৮ অ°)

রাস্নাদশমূল (ক্লী) বাতব্যাধিরোগাধিকারে কষায়ৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রাস্না, শুণ্ঠী, বিড়ঙ্গ, ভেরেণ্ডামূল, ত্রিফলা, দশমূল এবং শ্যামালতা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কাথসেবনে বাতরোগ, শিরোরোগ এবং উরুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

(ভাবপ্র° বাতব্যাধিরোগাধি°)

রাস্নাদিকাথ (পুং) কাথৌষধবিশেষ। ইহা দুইপ্রকার, মধ্যম-রাস্নাদিকাথ এবং মহারাস্নাদিকাথ।

মধ্যমরাস্নাদিকাথ।

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—রাস্না, ভেরেণ্ডামূল, শতমূলী, ঝিণ্টী, দুরালভা, বাসক, গুলঞ্চ, দেবদারু, আতইচ, হরীতকী, মুস্তক, শঠী ও শুণ্ঠী এই সকল মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া এরণ্ডতৈল [illegible]যোগে পান করিলে আমবাত, বাত-বেদনা এবং কটি ও উরুপৃষ্ঠ প্রভৃতির বেদনা নষ্ট হয়।

[illegible]।

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—রাস্না, ভেরেণ্ডামূল, বাসক, দুরালভা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, মুস্তক, শুণ্ঠী, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোঁদাল, মৌরী, ধনে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝিণ্টী, চই, বৃহতী, কণ্টকারী এই সকল [illegible] সমভাগ, রাস্না দ্বিগুণ, এই কাথ [illegible]াবশিষ্ট করিয়া দোষ ও রোগ অনুসারে শুণ্ঠীচূর্ণ, যাবশূকাদিচূর্ণ, অলম্বুষাদিচূর্ণ কিংবা অজমোদাদিচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। রোগের বলাবল অনুসারে বিবেচনায় সহিত [illegible]যুক্ত প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহাদ্বারা সন্ধিগত ও মজ্জাগত সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, আ[illegible], গাত্রকম্প, পক্ষাঘাত প্রভৃতি সমস্ত বাতরোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন যোনিব্যাপৎ, শুক্রদোষ, পুরুষের মেঢ্রগতদোষ ও স্ত্রীগণের বন্ধ্যাদোষ প্রশমিত হয়। ইহা সেবনে স্ত্রীদিগের [illegible]দোষ নিবৃত্ত হয় এবং তাহার গর্ভগ্রহণে ক্ষমতা জন্মে। রাজর্ষি প্রজাপতি এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। (ভাবপ্র° বাতব্যাধিরোগাধি°)

রাস্নাদিলৌহ (ক্লী) রাজযক্ষ্মরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, তেকপর্ণী, শিলাজতু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা, মুতা, বিড়ঙ্গ, সমভাগ সকলের সমান লৌহ মিশাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা সেবনে সকল উপদ্রব-যুক্ত যক্ষ্মা, কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষতক্ষয় প্রভৃতি আশু নিরাকৃত হইয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস° রাজযক্ষ্মরোগাধি°)

রাস্নাপঞ্চক (পুং) কাথৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—রাস্না, গুলঞ্চ, ভেরেণ্ডার মূল, দেবদারু ও শুণ্ঠী এই সকল মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। এই কাথ সেবনে সর্ব্বাঙ্গগত আমবাত প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° বাতব্যাধিরোগাধি°)

রাস্নাব (ত্রি) ১ বেষ্টিত। ২ বন্ধনযুক্ত। [illegible] বন্ধন।

রাস্নাসপ্তক (পুং) কাথৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল, দেবদারু, গোক্ষুর, ভেরেণ্ডামূল ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথে শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জঙ্ঘা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠশূল ন[illegible]। (ভাবপ্র° বাতব্যাধিরোগাধি°)

রাস্নিকা (স্ত্রী) রাস্না।

রাস্প (ক্লী) ১ যজ্ঞাগ্নিতে [illegible]লে ঘৃতদানার্থ পাত্রবিশেষ। (ঋক্ ৫।৪৩।১৪) ২ জুহু, [illegible]।

রাস্পিন (ত্রি) তারস্বরে [illegible]বাক্যপ্রয়োগী।

রাস্পির (ত্রি) হোমাগ্নিতে হবির্দানার্থ জুহুধারী।

রাস্য (ত্রি) ১ রাসযোগ্য। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

রাহ (পারসী) পথ। রাস্তা।

রাহক্ষতি (পুং) রক্তকতের গোত্রাপত্য।

রাহাগর (পারসী) ১ ভ্রমণ। ২ ভ্রমণকারী।

রাহাগিরী (পারসী) ভ্রমণ।

রাহাজানী (পারসী) লুণ্ঠন।

রাহাদার্ (পারসী) পথকরসংগ্রাহক।

রাহাদারী (পারসী) পথকর সংগ্রাহকের কার্য্য।

রাহিত্য (ক্লী) মুক্ত। বিমুক্ত। যেমন কৃপারাহিত্য।

রাহু (পুং) রহ-ত্যাগে বহুলবচনাৎ উণ্। ১ ত্যাগ। রহতি গৃহীত্বা ত্যজতি চন্দ্রমিতি রহ-উণ্ (উণ্ ১।১) ২ গ্রহবিশেষ, রাহুগ্রহ। পর্য্যায়—তম, স্বর্ভানু, সৈংহিকের, বিধুন্তুদ, অভ্রপিশাচ, গ্রহকল্লোল, সৈংহিক, উপপ্লব, শীর্ষক, উপরাগ, সিংহিকাসুনু, কৃষ্ণবর্ণ, কবন্ধ, অসু, অসুর। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে রাহুর জন্ম। সিংহিকার ১৪টী পুত্র, রাহু তাঁহাদের সকলের জ্যেষ্ঠ, অতি বলবান্, রাহু চন্দ্র ও সূর্য্য প্রমর্দ্দনকারী।

"সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেশ্চতুর্দ্দশ।
শঙ্খঃ শম্বলগাত্রশ্চ ব্যঙ্গশাম্বস্তথৈব চ ॥
রাহুর্জ্যেষ্ঠশ্চ তেষাং বৈ চন্দ্রসূর্য্যপ্রমর্দ্দনঃ।
ইত্যেতে সিংহিকাপুত্রা দেবৈরপি দুরাসদাঃ ॥"

(অগ্নিপু° প্রজাপতিনামক সর্গাধ্যায়)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

রাহু দেবসভা হইতে গোপনে অমৃতগ্রহণ করিয়া নিজে পান করিতেছিল, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে সংবাদ দেন। ভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করেন, তখন সুধা বদন হইতে প্রাবিত হইয়া পড়ায় ঐ মস্তক অমর হইয়াছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য বলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া রাহু তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে।

(ভাগবত ৮।৯ অ°)

পুরাণে লিখিত আছে, রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করায় গ্রহণ ঘটে। এই রাহু স্কন্ধচ্যুত দৈত্যশিরঃ রূপে কল্পিত। এই পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমাবেশ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুরাণজ্ঞ ঋষিগণ ও আর্য্যজ্যোতির্বিদ্‌গণ রাহু সম্বন্ধে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোন অংশেই বিজ্ঞান-ভিত্তি উল্লঙ্ঘন করে নাই। আমরা যাহাকে রাহু ও কেতু বলি, পঞ্জিকায় যাহা রাক্ষসমুখ ও ফণাধর সর্পরূপে চিত্রিত, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকেই Nodes বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Nodes শব্দের অর্থ গ্রন্থি।

যে বিন্দুতে গ্রহসমূহের বা ধূমকেতুদিগের কক্ষা (Orbit) সূর্য্যকক্ষাকে (Ecliptic) অতিক্রম করিয়া যায়; কিংবা আরও সূক্ষ্মতম অর্থ ধরিলে, যে স্থানে কোন প্রধান গ্রহকক্ষার উপর তাহার উপগ্রহ-কক্ষা (Orbit of a Satellite) কর্ত্তন করে, তাহাকে Node বলে। মোট কথায়, কোন একটী প্রথম গ্রহ বা উপগ্রহ কক্ষার যে স্থান দ্বিতীয় কক্ষার সংযোগ হয়, সেই গ্রন্থিস্থানই প্রকৃতপক্ষে Node নামে অভিহিত।

যখন কোন গ্রহ উত্তরাভিমুখ গতি (Passing northerly) হইয়া এইরূপ গ্রন্থিপাত করে, তাহাকে Ascending node বা Dragon's head বলে এবং পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্‌গণ ☊ এইরূপ সাঙ্কেতিকচিহ্ন দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের রাহু ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের Ascending node যে এক, তাহা চিত্রে ও বিবৃতিতে প্রমাণিত হইতেছে। অপরপক্ষে যখন কোন গ্রহ দক্ষিণাভিমুখে গতিবান্ (Passing southwardly) হয়, তখন তাহাকে Descending node বা Dragon's tail বলা হইয়া থাকে। উহা ☋ এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে; সুতরাং উহা সর্পাকৃতি কেতুচিহ্নের সহিত বিশেষ অসামঞ্জস্যবোধক নহে।

প্রত্যেক গ্রহই এক সময়ের মধ্যে সূর্য্যকক্ষার দ্বাদশরাশির মধ্য দিয়া আবর্ত্তনকালে রাহু ও কেতুর পাতসম্বন্ধীয় (Positions of the nodes) সংযোগ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং সমগ্র খবৃত্তের চতুর্দ্দিকে একবার আবর্ত্তন করে। সৌরজগতের গ্রহউপগ্রহাদি বিভিন্নস্থানে অবস্থিত থাকাই রাহু ও কেতুর বিশেষ বৈপরীত্যের একমাত্র কারণ*।

সূর্য্যকক্ষা বা অপর গ্রহকক্ষার সহিত অপর কোন গ্রহ বা উপগ্রহ কক্ষার পতন জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থিস্থানে যখন উদ্দিষ্ট গ্রহ সেই সংযোগবিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার সমসূত্রে দূরদেশে অবস্থিত অপর গ্রহে ছায়াপাত জন্য গ্রহণ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

[গ্রহণ শব্দে সূর্য্য, চন্দ্র এবং উপগ্রহবিশিষ্ট বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের ও গ্রহণবিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।] এই বার্হস্পত্য-চন্দ্রগুলির গ্রহণ যন্ত্রবেধদ্বারা অবগত হওয়া যায়। [গ্রহণ দেখ]

গ্রহযাগতত্ত্বে লিখিত আছে যে, রাহু মলয়পর্ব্বতজাত, শূদ্রবর্ণ, দ্বাদশাঙ্গুলপরিমাণ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান, সিংহবাহন, চতুর্ভুজ, খড়্গ, শূল ও চর্ম্মধারী, সূর্য্যাস্য; ইহার অধিদেবতা কাল, প্রত্যধিদেবতা সর্প। রাহু চণ্ডালজাতি, সর্পাকৃতি, অস্থিস্বামী ও নৈঋতদিগধিপতি।

নবগ্রহস্তোত্রে ইহার রূপ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

* "The positions of the nodes of every planet make, in a certain time, a revolution through the signs of the ecliptic, and a real revolution around an actual great circle in the heavens. This peculiar change of node is the result of a perturbation depending on the fact that the bodies of our solar system are not within same plane."

"অৰ্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥"

(নবগ্রহস্তোত্র)

অৰ্দ্ধকায়, ভয়ানক আকৃতি, চন্দ্র ও সূৰ্য্যপীড়ক এবং সিংহিকানন্দন।

রাহু পাপগ্রহ, কেহ কেহ রাহুকে গ্রহমধ্যে গণনা করেন না, রাহু যে গ্রহের সহিত মিলিত হইবেন, তাহারই অধীন হইয়া সেই ফলেরই বাহুল্য করিয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ রাহুর ফল অশুভ।

কেহ কেহ বলেন যে, রাহু ও কেতু গ্রহ নহে, পৃথিবী ও চন্দ্রকক্ষার উত্তর ও দক্ষিণসংলগ্ন স্থানকে রাহু ও কেতু কহে। চন্দ্র যথাকালে উক্ত দুইস্থানে উপস্থিত হইলে পৃথিবীর উপর বিশেষ শক্তিপ্রকাশ করে, বলিয়া উহারা গ্রহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। রাহু পাপগ্রহ, অমঙ্গলকারক, কিন্তু সিংহরাশিতে এবং দশম বা একাদশগৃহে শনিযুক্ত হইলে ঐশ্বর্য্য ও রাজ্য-কারক বলিয়া গণ্য হয়। দূৰ্ব্বা ও চন্দন রাহুর প্রিয়। রাহুগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে শান্তির নিমিত্ত গোমেদমণি ধারণ বা দান প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন গোমেদরত্ন, অশ্ব, নীলবস্ত্র, কম্বল, কৃষ্ণ-তিলতৈল, লৌহপাত্রে কৃষ্ণতিল, এই সকল বস্তু বস্ত্র ও দক্ষিণার সহিত দান করিলে রাহুর দোষ প্রশমিত হয়।

রাহুগ্রহের দৃষ্টিসম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু রাহুর একটু বিশেষত্ব এই যে, মেষ হইতে কন্যা পৰ্য্যন্ত যে কোন রাশিতে উহা থাকে, তাহা হইলে শুভফল হইয়া থাকে। রাহু যে রাশির যে অংশে থাকে, তদপেক্ষা অধিক অংশে উহার পশ্চাদৃষ্টি, তাহা শুভ এবং অল্প অংশে সম্মুখদৃষ্টি তাহা অশুভ।

তম্বাদি দ্বাদশভাবে রাহু থাকিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া থাকে। মেষ হইতে কন্যা পৰ্য্যন্ত এই ৬ রাশির মধ্যে কোন রাশি লগ্ন হইলে এবং তথায় রাহু থাকিলে জাতক অন্যগ্রহ-রিষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহার বিপরীত হইলে রাহু অশুভফলপ্রদ হয়।

ধনস্থানে রাহু থাকিলে এবং উহার প্রতি তদধিপতির দৃষ্টি থাকিলে জাতক প্রচুর ধনোপার্জ্জন করে। নচেৎ অন্যদ্বারে তাহার ধন নষ্ট হইয়া থাকে।

তৃতীয়স্থানে রাহু থাকিলে জাতকের ভ্রাতৃনাশ হয়। কিন্তু ঐ রাহু যদি তুঙ্গী হয়, তাহা হইলে মানব পরাক্রমশালী, গণ্য, জাতিবিরোধী ও সম্পত্তিশালী হয়।

জন্মকালে রাহু তুঙ্গস্থানগত হইয়া চতুর্থস্থানে থাকিলে মনুষ্য উত্তমগৃহে বাস ও উত্তম বাহন লাভ করে। যদি ঐ রাহু উক্ত গৃহের অধিপতি [illegible] দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মিত্র[illegible] স্থাবর সম্পত্তি লাভ করে। পঞ্চমস্থানে রাহু থাকিলে জাতকের সন্তান বিনষ্ট হয়। কিন্তু ঐ রাহু তুঙ্গস্থ ও অধিপতি গ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সন্তান জীবিত থাকে এবং মানব বুদ্ধিমান্ ও সৌভাগ্যশালী হয়। ষষ্ঠস্থানে রাহু থাকিলে জাতক শত্রুজয়ী ও সুখভোগী হয়। কিন্তু প্রায় তাহার প্রথমাস্ত্রীর মৃত্যু হইয়া থাকে। সপ্তমস্থানে রাহু থাকিলে প্রায় তাহার স্ত্রী নাশ বা স্ত্রী অতিরুগ্ন হয়। অষ্টমস্থানে থাকিলে মনুষ্য রোগার্ত্ত, ক্রুরকর্ম্মরত এবং বিপদাপন্ন হয়।

মেষ হইতে কন্যা পৰ্য্যন্ত এই ছয় রাশির মধ্যে কোন রাশি নবমস্থান হইলে এবং তাহাতে রাহু থাকিলে মানব পরম সৌভাগ্যশালী, ভোগী ও অনিয়ত কৰ্ম্মানুরক্ত হয়। নবমস্থ রাহু শুভক্ষেত্রে থাকিয়া তদধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও উত্তমরূপ ফল হইয়া থাকে।

দশম স্থানে রাহু থাকিলে জাতক কামুক, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, এবং তৎরাশ্যধিপতিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মান্য ও উচ্চপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, নচেৎ তাহার পদে পদে কৰ্ম্মহানি ও কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা।

একাদশ স্থানে রাহু থাকিলে এবং তৎরাশ্যধিপতি ঐ স্থানকে দেখিলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত ও নানা উপায় দ্বারা ধনসঞ্চয়ী হয়। দ্বাদশ স্থানে রাহু থাকিলে জাতক দাম্পত্য-সুখবিহীন, অপব্যয়ী, শত্রুযুক্ত ও বিনিন্দিত হয়।

রাহুর গোচরফল—রাহু প্রায় দেড় বৎসরকাল এক এক রাশিভোগ করিয়া অন্য রাশিতে গমন করে। রবি প্রভৃতি গ্রহ বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু রাহু ইহার বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করে। কেতু ইহার ঠিক সপ্তমে থাকে। রাহু ও কেতু বক্রগতি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে ১৮ বৎসর, ৭ মাস, ১৮ দিন, ১৫ দণ্ডে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। ইহাদের দৈনিকগতি ৩ কলা ১১ বিকলা। ইহারা প্রতিবৎসর ১৯ অংশ, ১৯ কলা, ৪৪ বিকলা রাশিচক্রে সরিয়া থাকে ও একবৎসর ৬ মাস ২০ দিনে এক এক রাশি অতিক্রম করে।

রাহু জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে রোগ ও দুর্ভাবনা, দ্বিতীয়ে অর্থনাশ, তৃতীয়ে সম্মান, চতুর্থে বলহানি ও দুর্ভাবনা-যুক্ত, পঞ্চমে মনঃক্লেশ ও কাৰ্য্যহানি, ষষ্ঠে শত্রুনাশ ও সুখবৃদ্ধি, সপ্তমে অশুভ,শত্রুভয়, ক্লীব,পীড়া,অষ্টমে রোগাক্রান্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। নবমে প্রবাস, দশমে সম্মান ও পদবৃদ্ধি এবং একাদশে মিত্র ও অর্থলাভ। দ্বাদশে রোগ, শোক, বধ-বন্ধন ও ভয় হয়।

রাহুর শয়নাদি [illegible]ফল।

জন্মকালে রাহু শয়নভাবে থাকিলে নানা[illegible] অশুভ এবং জন্ম সময়ে মিথুন, সিংহ, কন্যা, কিংবা বৃষ রাশিতে থাকিলে উক্ত ফল না হইয়া শুভ হইয়া থাকে।

রাহু উপবিষ্টভাবে থাকিলে কুষ্ঠাদি রোগ [illegible]কর; নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ, অধার্ম্মিক, স্ত্রৈণ, বহুভাষী এবং শৈশবকালেই রোগাক্রান্ত; কিন্তু নেত্রপাণিভাবস্থ রাহু লগ্নে বা সপ্তমে থাকিলে সকল প্রকার দুঃখ হইয়া থাকে।

রাহু প্রকাশনভাবে থাকিলে ধনবান্, ধার্ম্মিক, নিয়ত বিদেশবাসী, উৎসাহান্বিত, সাত্ত্বিক এবং রাজকর্ম্মচারী; কিন্তু প্রকাশনভাবস্থ রাহু কর্কট কিংবা সিংহ রাশিতে থাকিলে শিরশ্ছেদকর যোগ ঘটিয়া থাকে।

রাহুর গমনেচ্ছাভাবে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি বহু পুত্রবিশিষ্ট, অতিশয় ধনবান্, পণ্ডিত, গুণবান্, দাতা এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হয়।

রাহুর গমনভাবে জন্ম হইলে জাতক কোন জীবের দণ্ডাঘাত চিহ্নবিশিষ্ট, অতিশয় ক্রোধী, খলস্বভাব, পরনিন্দুক, সর্পভীত এবং দুর্দ্ধর্ষ হয়, এবং নানাপ্রকার রোগ জন্য তাহার ধনক্ষয় হইয়া থাকে। তাহার স্ত্রী, বন্ধু, ও ধন নাশ হয়।

রাহুর সভাবসতিভাব সময়ে জন্ম হইলে কৃপণ, ধনবান্, গুণী, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত এবং বিশুদ্ধাচার হয়। উক্ত ভাবাপন্ন রাহু লগ্নে কিংবা পঞ্চমে বা দশমে থাকিলে তাহার ভার্য্যা, পুত্র ও ধননাশ এবং তাহার প্রকৃতি অতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে।

রাহুর আগমভাব সময়ে জন্ম হইলে জাতক সকল লোকের দুঃখদাতা হয় এবং তাহার মিত্রনাশ, জ্ঞাতিনাশ ও নানাপ্রকার ক্লেশ ঘটিয়া থাকে।

রাহুর ভোজনভাব সময়ে জন্ম হইলে জাতক অতিশয় লোভী, মন্দাগ্নিযুক্ত, দুঃখিত, কৃপণ, ক্রূর এবং কলহপ্রিয় হয়। যদি লগ্নে বা দশমে রাহু উক্তভাবে থাকে, তাহা হইলে উত্তমকুলে জন্ম হইয়াও পতিত হইয়া বিখ্যাত হইতে হয়। লগ্ন হইতে সপ্তম বা দশম গৃহে যদি রাহু এইরূপ ভাবে থাকে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয় পত্নীনাশ এবং ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিপদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

জন্মসময়ে রাহু নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে জাতক খঞ্জ, এবং কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি রোগাক্রান্ত, চক্ষুহীন ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। জন্মসময়ে নৃত্যলিপ্সাভাবান্বিত রাহু লগ্নে না থাকিয়া অন্যগৃহে থাকিলে মানব ধনবান্, বহু সম্পদ্‌যুক্ত, নানাবিধগুণান্বিত, দুইটী পত্নী এবং বহু সন্তানবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

রাহুর কৌতুকভাব সময়ে জন্ম হইলে জাতক সমস্ত গুণের আধার, নানাধনদ্বারা ধনবান্ এবং পিত্তশূলরোগে আক্রান্ত হয়। লগ্ন হইতে পঞ্চম সপ্তম, কিংবা দশমস্থান ব্যতীত অন্যস্থানে রাহু কৌতুকভাবে থাকিলে মানব স্ত্রীপুত্রাদির অভাবনিবন্ধন নানাপ্রকার দুঃখভোগ করে। কিন্তু ঐ রাহু তুঙ্গী বা স্বগৃহস্থ হইলে নানাবিধ শুভফল হইয়া থাকে।

রাহুর নিদ্রাভাবে জন্ম হইলে জাতক শোকদুঃখে অভিভূত, নানাস্থানবাসী, ধনহীন ও পুত্ররহিত হয়। পঞ্চম বা সপ্তমে যদি রাহু নিদ্রাভাবে থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র ও স্ত্রীবিশিষ্ট হয়। নবম বা দশম স্থানে এইভাবে থাকিলে তীর্থমৃত্যু এবং দ্বিতীয়, একাদশ বা দ্বাদশস্থানে থাকিলে মানব দারিদ্র্যদোষে অভিভূত হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে।

রাহুরিষ্ট।

জাতবালকের লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, ও দশমস্থানস্থ রাহু পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতবালকের রিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বালক ১০, বা ১৬ বৎসর মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত উহার রিষ্টকাল জানিতে হইবে।

রাহুর শুভফল।

জন্মসময়ে সিংহ, বৃষ, কন্যা বা কর্কটরাশিতে রাহু থাকিলে মানব অতিশয় লক্ষ্মীবান্, রাজরাজাধিপতি, ঘোটক, হস্তী, মনুষ্য, নৌকা এবং মেদিনীমণ্ডলের অধিপতি হয়। রাহু স্বীয় উচ্চগৃহে থাকিলেও উক্ত সমস্ত ফলভোগ এবং দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে।'

রাহুর দশানির্ণয়।

অষ্টোত্তরীমতে রাহুর দশা ১২ বৎসর। রাহুর স্থূলদশা ভোগের কাল ১২ বৎসর, তন্মধ্যে নিজান্তর্দশা ১৷৪ মাস। রাহুর দশা অশুভদশা, এই সময়ে নানাপ্রকার বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। তবে জন্মকালের রাহু উত্তমভাবস্থ হইলে কথঞ্চিৎ শুভ হয়। এই দশার মধ্যে গ্রহের আবার অন্তর্দশা আছে, এই অন্তর্দশাবিভাগ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রা, রা ১৷৪ মাস। রা, শু ২৷৪ মাস। রা, র ০৷৮ মাস। রা, চ ১৷৮ মাস। রা, ম ০৷১০ মাস[illegible] রা, বু ১৷১০[illegible] দিন। [illegible]১৷২৷০ দিন। রা, বৃ ২৷১[illegible] দিন।

[illegible] সমুদায়ে ১২ বৎসর[illegible] [illegible] ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিষা, এবং ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্ম হইলে রাহুর দশা হয়। ইহার [illegible]ক্ষত্রে ৪ বৎসর, প্রতিনক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর, প্রতিদণ্ডে ২৪ দিন এবং প্রতিপলে ২৪ দণ্ড ভোগ হইয়া থাকে। এই যে ভোগকাল লিখিত হইল, ইহা ৬০ দণ্ড নক্ষত্রের পরিমাণ হইলে হইবে, নচেৎ নক্ষত্রের কমীবেশীতে ঐ কালকে

ভাগ করিয়া প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতে হয়।

বিংশোত্তরীমতে রাহুর দশা ১৮ বৎসর। বিংশোত্তরীমতে আদ্রা, স্বাতি, বা শতভিষা নক্ষত্রে জন্ম হইলে রাহুর দশা হয়। এইমতে প্রত্যেক নক্ষত্রেই রাহুর দশা হইয়া ১৮ বৎসর ভোগ হইয়া থাকে। তবে নক্ষত্রের ভোগ অনুসারে ইহারও ভোগ জানিবে।

অন্তর্দশাবিভাগ।

রা, রা ২৷৮৷১২ দিন। রা, বৃ ২৷৪৷২৪ দিন। রা, শ ২৷১০৷৬ দিন। রা, বু ২৷৬৷১৮ দিন। রা, কে ১৷০৷১৮ দিন। রা, শু ৩৷০৷০ দিন। রা, র ০৷১০৷২৪ দিন। রা, চ ১৷৬৷০ দিন। রা, ম ১৷০৷১৮ দিন।

বিংশোত্তরীমতে এইরূপ প্রত্যন্তর্দশা হইবে। বিংশোত্তরী-দশা শুভাশুভ ফলাফল বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়।

রাহুগ্রসন (ক্লী) রাহুগ্রাস, গ্রহণ। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ।

রাহুগ্রস্ত (ত্রি) রাহুকর্ত্তৃক ধৃত বা ভক্ষিত। গ্রহণীভূত যেমন, 'রাহুগ্রস্ত শশধর'।

রাহুগ্রহণ (ক্লী) রাহুকর্ত্তৃক গ্রাস।

রাহুগ্রাস (পুং) গ্রহণ।

রাহুগ্রাহ (পুং) রাহোর্গ্রাহো গ্রহণং যত্র। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ।

'রাহুগ্রাহোঽর্কেন্দোর্গ্রহ উপরাগ উপপ্লবঃ।' (হেম)

রাহুচক্র (ক্লী) রাহোশ্চক্রং। রবি প্রভৃতি সপ্তবারে অশ্বগতিদ্বারা বামাবর্ত্তে যামার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া সপ্তদিকে রাহুর গমন। দিনমানের অষ্টভাগের নাম যামার্দ্ধ, বামাবর্ত্তে অশ্বগতিক্রমে রাহু প্রতিবারে ভ্রমণ করে। রবিবারে আদ্যযামে পশ্চিমে, সোমবারে আদ্যযামে অগ্নিকোণে, মঙ্গলবারে বায়ুকোণে, বুধবারে উত্তরে, বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে, শুক্রবারে নৈঋর্ততে ও শনিবারে ঈশানকোণে থাকে। দ্যূতক্রীড়ায়, যুদ্ধে, বিবাদে বা যাত্রায় শুভফল ইচ্ছা করিলে সম্মুখস্থিত রাহু পরিত্যাগ করিবে। ইহাকে রাহুর ভ্রমণচক্র কহে।

"পশ্চাদর্কে বিধৌ বহ্নৌ সৌম্যাং জ্ঞে বায়বে কুজে।
রক্ষোদিশি ভৃগৌ যাম্যাং গুরাবীশে শনৌ দিনে।
রাহুর্ভ্রমতি যামার্দ্ধাদশ্বগত্যা চ বামতঃ॥
দ্যূতে যুদ্ধে বিবাদে চ যাত্রায়াং সম্মুখস্থিতম্।
রাহুং বিবর্জ্জয়েদ্যত্নাদ্যদীচ্ছেৎ কর্ম্মণঃ ফলম্॥"

(সংকৃত্যমুক্তাবলী)

স্বরোদয়ে রাহুকালানলচক্রের উল্লেখ আছে, যাত্রাকালে এই চক্রদ্বারা যাত্রার শুভাশুভ নির্ণীত হইয়া থাকে।

রাহুর দেহ অঙ্কিত করিয়া মুখ, হৃদয়, উদর, গুহ্য, পুচ্ছ ও মস্তক এই সকল স্থানে নক্ষত্র বিন্যাস করিতে হইবে। ঐ নক্ষত্র অশ্বিন্যাদিক্রমে স্থাপিত করিতে হয়। মুখে এক, হৃদয়ে সপ্ত, উদরে ছয়, গুহে এক, পুচ্ছে ছয়, মস্তকে সাত এই সকল নক্ষত্র ঐ সকল স্থানে কল্পনা করিতে হয়। রাহুর অঙ্গস্থিত-নক্ষত্র এবং গ্রহগণ কোন নক্ষত্রে অবস্থিত আছেন, তাহা স্থির করিয়া ফলনির্দ্দেশ করিতে হয়।

"অথ ষড়ঙ্গভেদেন রাহুচক্রং বদাম্যহম্।
মুখং হৃদুদরং গুহ্যং পুচ্ছং মস্তকমেব চ॥
একং মুখে সপ্ত হৃদি ষড়্ঋক্ষাণি তথোদরে।
ঋক্ষৈকং গুহ্যগং তস্য ষট্ পুচ্ছে সপ্ত মস্তকে॥" ইত্যাদি।

(নরপতি-স্বরোদয়)

রাহুচ্ছত্র (ক্লী) আদ্রক। (রাজনি°)

রাহুড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৯৭ বর্গমাইল।

এই উপবিভাগের অধিকাংশই সমতল। মূলা ও প্রবরা নাম্নী গোদাবরীর শাখানদীদ্বয় এই স্থান দিয়া প্রবাহিত। এখানে আদৌ বনমালা নাই। কেবলমাত্র নদীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের সন্নিকটে আম্রকানন ও তিন্তিড়ীবন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। স্থানীয় গোরক্ষনাথশৈল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯৮২ ফিট্ এবং রাহুড়ীর সমতলক্ষেত্র হইতে ১২০০ ফিট্ উচ্চ। এখানকার মৃত্তিকা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। অধিক বৃষ্টিপাত না হইলে উহাতে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। ওঝার-থালের ৪ মাইল এবং লাখখালের ১৭ মাইল এই মহকুমার মধ্যে থাকায় স্থানীয় অধিবাসীদিগের জলের সুবিধা হইয়াছে।

২ উক্ত উপবিভাগের বিচারসদর ও একটী নগর। অক্ষা° ১৯°২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪২´ পূঃ। মূলানদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। এই নগরের ১॥০ ক্রোশ পূর্ব্বে ধোন্দ-মানমাড়-ষ্টেট্ রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

রাহুদর্শন (ক্লী) রাহোর্দর্শনং যত্র। রাহুর চাক্ষুষজ্ঞান, গ্রহণ, গ্রহণ সময়ে রাহুর সম্যক্জ্ঞান হইয়া থাকে, এই জন্য উহাকে রাহুদর্শন কহে।

"চক্ষুষা দর্শনং রাহোর্যত্তদ্গ্রহণমুচ্যতে।
তত্র কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত গণনামাত্রতো ন তু॥
রাহুদর্শনসংক্রান্তিবিবাহাত্যয়বৃদ্ধিষু।
স্নানমাত্রস্তু কর্ত্তব্যং দানশ্রাদ্ধবিবর্জ্জিতম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

রাহুপ, মিবারের একজন রাণা। রাজপুতকুলতিলক ভরতের পুত্র। রাণা সমরসিংহের পুত্র কর্ণ পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, সমরসিংহভ্রাতা সূর্য্যমল্লের পুত্র ভরত শত্রুর কুহকে পড়িয়া চিতোর পরিত্যাগ করেন এবং সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া তথাকার মুসলমান-শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে অরোর নগরের

শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি পুগলের ভট্টিবংশীয় রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, ঐ কন্যার গর্ভে রাহুপের জন্ম হয়।

কর্ণপুত্র রাহুপের রাজ্যকালে মিবার রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কর্ণের জামাতা শনিগুরু-সর্দ্দার জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা চিতোরের প্রধান প্রধান গহলোতদিগকে নিধন করিয়া স্বীয় পুত্র রণধবলকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। চিতোর-সিংহাসন চৌহানকুলের হস্তগত এবং অকর্ম্মণ্য রাহুপ রাজ্যোদ্ধারে সম্পূর্ণ অক্ষম দেখিয়া জনৈক কুলপাঠকাচার্য্য এই সংবাদ ভরতকে জ্ঞাপন করিলেন। তদনুসারে ভরত পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার মানসে স্বীয় সিন্ধুদেশীয় সেনাদল সঙ্গে লইয়া মিবারে উপনীত হইলেন। চিতোরের অনুগত সর্দ্দারবৃন্দ তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দিলেন। তিনি পল্লীনামক স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী শনিগুরুবংশীয়দিগকে পরাভূত করিয়া চিতোর-সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে, রাহুপ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অনতিকাল পরেই তিনি নাগোর নামক স্থানে মুসলমান-সেনাপতি সামস্ উদ্দানকে পরাস্ত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মিবারের গহলোতবংশীয় রাজপুরুষগণ শিশোদীয় আখ্যায় ভূষিত হন এবং বাপ্পা-প্রবর্ত্তিত বংশোপাধি রাবলের পরিবর্ত্তে বক্ষ্যমাণ "রাণা" শব্দ প্রচলিত হয়।

রাহুপ পরিহাররাজ মোকলরাণাকে পরাস্ত করিয়া স্বনগরে বন্দী করিয়া আনেন। রাণা মোকল মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় রাহুপকে স্বীয় অধিকৃত গদবার প্রদেশ ও জয়ের পুরস্কার স্বরূপ রাণা উপাধি দান করেন। রাহুপ অতি দক্ষতার সহিত ৩৮ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাহুভেদিন্ (পুং) রাহুং ভিনত্তীতি ভিদ্-ণিনি। বিষ্ণু।

রাহুমূর্দ্ধভিৎ (পুং) রাহোর্মূর্দ্ধানং ভিনত্তীতি ভিদ্-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

রাহুমূর্দ্ধহর (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

রাহুরত্ন (ক্লী) রাহুপ্রিয়ং রত্নং রাহো রত্নমিতি বা। গোমেদরত্ন। (রাজনি°)

রাহুল (পুং) বুদ্ধদেবের পুত্র।

রাহুলক (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি।

রাহুলসূ (পুং) রাহুলং সূতে সূ-ক্বিপ্। বুদ্ধদেব। (হেম)

রাহুবৃহস্পতিযোগ (পুং) রাহুণা বৃহস্পতের্যোগঃ মেলনং। এক রাশিস্থিত গুরুরাহু। যখন রাহু বৃহস্পতির সহিত এক রাশিতে অবস্থান করে, তখন তাহাকে রাহুবৃহস্পতিযোগ বা চলিত কথায় গুরুচাণ্ডালিযোগ কহে। বৃহস্পতি যখন রাহুর সহিত একরাশিস্থিত হন, তখন অকাল হইয়া থাকে, অতএব গুরুরাহুজন্য অকালে বিবাহ ও ব্রতযজ্ঞাদি শুভকর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার প্রতিপ্রসব এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কর্ণাট, লাট, অঙ্গ এবং কলিঙ্গদেশে এই গুরু-রাহুযোগ বিরুদ্ধ, ইহা ভিন্ন অন্য দেশে ইহা নিষিদ্ধ নহে। এই প্রতিপ্রসব সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। বৃহস্পতি রাহুর সঙ্গে থাকিলে অতিশয় লজ্জিত হন, কারণ বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ এবং রাহু চণ্ডাল, ব্রাহ্মণের সহিত চণ্ডালের অবস্থান যেরূপ, রাহুর সহিত বৃহস্পতির যোগও তদ্রূপ।*

জাতকের জন্মকালীন রাহু-বৃহস্পতি যদি একত্র থাকে, তাহা হইলে যে ভাবে থাকে, সেই ভাবের অনিষ্ট হয়। বৃহস্পতির সহিত রাহুর যোগ অনিষ্টকারক।

রাহুসংস্পর্শ (পুং) রাহুসংগ্রাম। চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ।

রাহুস্পর্শ (পুং) রাহোঃ স্পর্শো যত্র। উপরাগ। (হলায়ুধ)

রাহুসূতক (ক্লী) চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ।

রাহুহন্ (পুং) রাহুং হন্তি হন্-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

রাহূগণ (পুং) ১ রহূগণের অপত্য। ২ গোতমের গোত্রাপত্য।

রাহূগণ্য (পুং) রহূগণের গোত্রাপত্য।

রাহূচ্ছিষ্ট (পুং) রাহোরুচ্ছিষ্টঃ। ১ লশুন। (ত্রিকা°)

রাহূৎসৃষ্ট (পুং) রাহুণা উৎসৃষ্টঃ পরিত্যক্তঃ। লশুন।

রাহোঁন, পঞ্জাব প্রদেশের জালন্ধর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শতদ্রু নদীর উচ্চতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°১১´ পূঃ। এই স্থান হইতে বর্ত্তমান নদীখাত ১॥ মাইল মধ্যবর্ত্তী স্থান, চরের ন্যায় জঙ্গলপূর্ণ জলায় পরিণত হইয়াছে। এই নগর অতিপ্রাচীন, রাজপুত-রাজগণের অধিকারে ইহা সমধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল। অধুনা রেলপথ ইহার বহুদূর দিয়া গমন করায় বাণিজ্যের আর সুবিধা নাই। তজ্জন্য অধিকাংশ অধিবাসী নগর পরিত্যাগ করিলেও স্থানীয় চিনি ও কার্পাসবস্ত্রের কারবার এখনও চলিতেছে।

রি, গতি। তুদাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ রিয়তি। লোট্ রিয়তু। লিট্ রিরায়। লুট্ রেতা। লৃট্ রেষ্যতি। লুঙ্

* "একরাশৌ স্থিতৌ স্যাতাং যদি রাহুবৃহস্পতী।
বিবাহব্রতযজ্ঞাদি সর্ব্বং তত্র পরিত্যজেৎ॥
ক্বচিদ্ভেদে হ্যপ্যেকরাশৌ সম্পর্কো যদি রাহুযোঃ।
গুরোরাহোরপি তথা ত্যজেদ্বিদ্বান্ ন সংশয়ঃ॥
যত্র যত্র স্থিতো জীবস্তমোযোগেন লজ্জতে।
উপহাসায় কিং ন স্যাদসৎসঙ্গো মনীষিণাম্॥
অস্য প্রতিপ্রসবঃ—
কর্ণাটলাটাঙ্গকলিঙ্গদেশে বৃহস্পতী রাহুযুতো বিরুদ্ধঃ।
শেষেষু দেশেষু ন চাস্তি দোষঃ সর্ব্বত্র কার্য্যং মুনয়ো বদন্তি॥" (মলমাসতত্ত্ব)

অরৈষীৎ। সন্ রিরীষতি। যঙ্ রেরীয়তে। যঙ্ লুক্ রেরয়ীতি রেরেতি। ণিচ্ রায়য়তি। লুঙ্ অরীরয়ৎ।

রিঃফ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত সংজ্ঞাভেদ। জ্যোতিষে জাতকের লগ্নাবধি দ্বাদশ স্থানকে রিঃফ কহে, ব্যয়স্থান।

রিক্ত (ক্লী) রিচ-ক্ত। ১ শূন্য। ২ বন। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ নির্ধন। (শব্দরত্না॰) ৪ শূন্য।

"ভাণ্ডপূর্ণানি যানানি তার্য্যং দাপ্যানি সারতঃ।
রিক্তভাণ্ডানি যৎকিঞ্চিৎ পুমাংসশ্চাপরিচ্ছদাঃ॥" (মনু ৮।৪০৫)

রিক্তক (ত্রি) রিক্ত-কন্। শূন্য।

"পাদং পশুশ্চ যোষিচ্চ পাদার্দ্ধং রিক্তকঃ পুমান্॥"(মনু ৮।৪০৪)

রিক্তা (স্ত্রী) রিচ্-ক্ত-টাপ্। ১ তিথিভেদ, চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিকে রিক্তা তিথি কহে।

"চতুর্থী নবমী চৈব রিক্তা প্রোক্তা চতুর্দশী।" (জ্যোতিঃসারস॰)

রিক্তাতিথি সকল কার্য্যে নিন্দনীয়া, বিবাহাদি সংস্কার এবং বিদ্যারম্ভাদি শুভকার্য্য মাত্রই রিক্তা তিথিতে করিতে নাই।

"ন রিক্তা সর্ব্বকর্ম্মসু" (জ্যোতিঃসারস॰)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রিক্তা তিথিতে বিবাহ হইলে বিধবা হয়, কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষত্ব আছে এই যে, শনিবার দিন যদি রিক্তা তিথি হয়, তবে ঐ দিনে বিবাহ হইলে শুভ হইয়া থাকে।

"রিক্তাসু বিধবা কন্যা দর্শেঽপি স্যাদ্বিবাহিতা।
শনৈশ্চরদিনে চৈব যদি রিক্তা তিথির্ভবেৎ।
তস্যাং বিবাহিতা কন্যা পতিসন্তানবর্দ্ধিনী॥"(দীপিকা)

ইহা ভিন্ন শুক্রবারে যদি রিক্তা তিথি হয়, তাহা হইলে অমৃতযোগ এবং শনিবারে রিক্তা তিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। এই অমৃত ও সিদ্ধিযোগ যাত্রাতে বিশেষ প্রশস্ত।

"চন্দ্রার্কয়োর্ভবেৎ পূর্ণা কুজে ভদ্রা জয়া গুরৌ।
বুধমন্দৌ চ নন্দায়াং শুক্রে রিক্তামৃতা তিথিঃ॥
শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া।
গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (শুদ্ধিদী॰)

রিক্তকুম্ভ (ক্লী) শূন্য কলসসমুথিত শব্দ। খালি কলসীর শব্দ। ২ গভীর শব্দ। ৩ দুর্ব্বোধ্য ভাষা।

রিক্তকৃৎ (ত্রি) খালি করা।

রিক্ততা (স্ত্রী) রিক্তস্য ভাবঃ রিক্ত-তল্-টাপ্। শূন্যতা, রিক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

রিক্তপাণি (ত্রি) রিক্তঃ পাণির্যস্য। রিক্তহস্ত, যাহার হস্ত শূন্য, ব্রাহ্মণ, রাজা ও স্ত্রী ইহাদিগকে রিক্তহস্তে দেখিতে নাই।

"রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ব্রাহ্মণং স্ত্রিয়ং।"
(ভারত ৭।৭৮৪৬ শ্লোক)

রিক্তভাণ্ড (ক্লী) ১ শূন্যপাত্র। ২ ভাণ্ডবিহীন। ৩ বুদ্ধিশূন্য।

রিক্তমতি (ত্রি) শূন্যমন। চিন্তান্বিত।

রিক্তহস্ত (ত্রি) খালি হাত। যাহার হস্তে একটী পয়সাও নাই।

রিক্তার্ক (পুং) রিক্তাতিথিতে যে রবিবার পড়ে।

রিকৃথ (ক্লী) রিচ্যতে বহির্গচ্ছতি নশ্যতীতি রিচ্ (পাতৃ তুদিব বচি রিচিসিচিভ্যস্থক্। উণ্ ২।৭) ইতি থক্। ধন।

"বালদায়াদিকং রিকৃথং তাবৎ রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ॥" (মনু ৮।২৭)

রিকৃথগ্রাহ (ত্রি) ধনগ্রহণকারী।

রিকৃথজাত (ক্লী) সমুদায় সম্পত্তি (মৃতব্যক্তির)।

রিকৃথভাগিন্ (ত্রি) রিকৃথং ভজতে ভজ-ণিনি। ধনভাগী।

"সর্ব্বেষামপ্যভাবে তু ব্রহ্মণা রিকৃথভাগিনঃ।" (মনু ৯।১৮৮)

রিকৃথভাজ্ (ত্রি) রিকৃথং ভজতে ভজ-ণ্বি। ধনভাগী।

রিকৃথহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, রিকৃথস্য হরঃ। ধনহারক, ধনভাগী।

"ন ভ্রাতরো ন পিতরঃ পুত্রা রিকৃথহরাঃ পিতুঃ।
পিতা হরেদপুত্রস্য রিকৃথং ভ্রাতর এব চ॥" (মনু ৮।১৮৫)

রিকৃথহার (পুং) ধনাধিকারী। উত্তরাধিকারী।

রিকৃথহারিন্ (ত্রি) রিকৃথং হরতীতি হৃ-ণিনি। ১ দায়াদ, ধনহারী। ২ মাতুল। ৩ ডুম্বুরবীজ।

রিকৃথাদ (পুং) ১ পুত্র, উত্তরাধিকারী। ধনহারী।

রিকৃথিন্ (ত্রি) রিকৃথমস্যাস্তীতি রিকৃথ-ইনি। ধনহারী, ধনী।

"যোঽভিযুক্তঃ পরেত স্যাৎ তস্য রিকৃথী তমুদ্ধরেৎ।"
(যাজ্ঞবল্ক্যসং ২।২৯)

রিকৃথীয় (ত্রি) উত্তরাধিকারী সম্বন্ধীয়।

রিক্নন্ (পুং) স্তেন, চোর। (নৈঘণ্টু ৩২৪)

রিক্ষা (স্ত্রী) সূর্য্যকিরণের ধূলিকণা।

রিখ্, গতি। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ রেখতি। লোট্ রেখতু। লঙ্ অরেখীৎ।

রিখণ (ক্লী) রিখ-ল্যুট্। স্খলন।

"মুক্ত্যাথ রিখণবিধিং পাদচক্রমণক্ষমঃ।
কুমারঃ পঞ্চবর্ষীয়ঃ কলাভ্যাসং বিধাস্যতি॥" (হেম ৬। ১৫৯)

রিঙ্গ, গতি। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ রিঙ্গতি। লুঙ্ অরিঙ্গীৎ।

রিঙ্গণ (ক্লী) রিঙ্গ-ল্যুট্। স্খলন। অমরটীকামতে, ঔচিত্য ও পিচ্ছিলাদি হইতে যে স্খলন তাহাকে রিঙ্গণ কহে। ধর্ম্মবিলঙ্ঘন এবং হস্তপদাদি দ্বারা চলনও রিঙ্গণ নামে অভিহিত। ধর্ম্মাদি উপচিত বিষয় হইতে অপ্রতিষ্ঠা এবং স্বকীয় বিধান হইতে অন্যথাভাব রিঙ্গণপদবাচ্য।

"যে ধর্ম্মাদ্যপচিতাদপ্রতিষ্ঠায়াং স্বকীয়বিধানাদন্যথাভাবে ইত্যর্থঃ। ঔচিত্যাৎ পিচ্ছিলাদ্দেশে স্খলনে, রমানাথঃ। ধর্ম্ম-বিলঙ্ঘনং রিঙ্গণমিতি স্বামী। বালানাং হস্তপাদাভ্যাং চলনং রিঙ্গণং।" (অমরটীকায় ভরত)

রিঙ্গি (স্ত্রী) গতি। গমন।

রিঙ্গিন্ (ত্রি) হামাগুড়ি।

রিচ, ১ বিরেচন। ২ সম্পর্কবিয়োগ। শূন্যীকরণ। চুরাদি-গণীয়, উভ° অক° অনিট্। সম্পর্ক বিয়োগার্থে চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ রিণক্তি, রিণক্তি, রিণচ্মি। লঙ্ অরিণক, অরিণক্তাং, অরিঙ্ক্ত। লিট্ রিরেচ রিরিচে। লুট্ রেক্তা। লৃট্ রেক্ষ্যতি-তে লুঙ্ অরিচৎ অরৈক্ষীৎ অরিচতাং অরৈক্তাং, অরিচন্ অরৈক্ষুঃ অরিক্ত। চুরাদি পক্ষে লট্ রেচয়তি। ভ্বাদিপক্ষে রেচতি। সন্ রিরিক্ষতি-তে। যঙ্ রেরিচ্যতে। যঙ্লুক্ রেরেক্তি। ণিচ্ রেচয়তি। লুঙ্—অরীরিচৎ। অতি+রিচ্=অতিরেক। বি+অতি+রিচ্—ব্যতিরেক। উদ্+রিচ্=উদ্রেক। বি+রিচ্=বিরেক।

রিজ্, ভর্জ্জন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ রেজতে। লিট্ রিরেজে। লুট্ রেজিতা। লঙ্ অরেজিষ্ট।

রিজিয়া (সুলতান রজিয়া), দাসবংশীয় দিল্লীশ্বর সুলতান আল্‌তামাসের কন্যা। তিনি স্বীয় ভ্রাতা সুলতান রুকন্‌উদ্দীন্ ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হন। তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিনয়, ন্যায়পরতা, মহোদয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। প্রজাবর্গের রক্ষার্থ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যেরূপ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ অদম্য উৎসাহের সহিত ভারতে রাজদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া তিনি পক্ষপাতশূন্য বিচার ও দয়াদাক্ষিণ্যদ্বারা আর্য্যাবর্ত্তবাসী প্রজা সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও রাজ্যপরিচালনশক্তি তাঁহাকে ভারতেতিহাসে সম্রাজ্ঞীপদেই অভিহিত করিয়াছে। তিনি রমণীকুলভূষণ হইলেও "সুলতান রিজিয়া" বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার গুণাবলী তাঁহাতেই অধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল।

সুলতান সামস্‌উদ্দীন্ আল্‌তমাস্ রিজিয়ার মাতাকেই অধিকতর ভাল বাসিতেন। খুস্‌ক্‌ফিরোজী নামক প্রধান প্রাসাদে তাঁহার বাসভবন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুলতান প্রধানা মহিষীর নিকট এই প্রাসাদে আসিয়াই নিরন্তর সাক্ষাৎ করিতেন। এই কারণে পিতার প্রতি কন্যার স্নেহাতিশয্যবশতঃ রিজিয়ার আব্‌দারের মাত্রা অধিক বাড়িয়া ছিল। তিনি পিতার জীবিতকালেই, অতিশয় দাম্ভিকতার সহিত স্বীয় প্রভুত্ব শক্তি সঞ্চালন করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

অন্তঃপুরনিবদ্ধা এই বালবিহঙ্গিনীর অতি শৈশবাবস্থা হইতেই রাজোচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার ললাট-পটে বীরত্ব ও রাজশক্তির পূর্ণরেখা উদ্ভাসিত দেখিয়া সুলতান মনে মনে এই রাজকুমারীকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী করিতে মানস করেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রিজিয়ার রূপের লাবণ্য যেমন বিকশিত হইতে লাগিল, তেমনই তাঁহার রাজ্যশাসনযোগ, বুদ্ধিবৃত্তিও পরিস্ফুট হইতে লাগিল। সুলতান গোয়ালিয়র যুদ্ধবিজয়ে প্রফুল্লিতচিত্তে দিল্লীতে প্রবেশ লাভ করিয়া স্বীয় স্নেহময়ী কন্যাতে এক অপূর্ব্ব রাজভাবের সমাবেশ দেখিয়া রাজসচিব তাজুল্‌মালিক্ মাহ্মুদকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, রাজদপ্তরে লিখিয়া রাখ যে, এই কন্যাই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং আমার মৃত্যুর পর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবে। এই বিষয়ে রাজার ফরমান্ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে সুলতানের প্রিয় অমাত্যবর্গ তাহাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া বলেন যে, উপযুক্ত রাজপুত্রদ্বয় বিদ্যমান থাকিতে রাজকন্যাকে রাজতক্তে উপবেশন করা বিষয়ে রাজার এরূপ অভিমত কেন হইল? তখন সুলতান বলিলেন, আমার পুত্রদ্বয় অকর্ম্মণ্য, সুখসেবী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, সুতরাং তাহারা রাজদণ্ড পরিচালনে সম্পূর্ণ অপারগ। আমার এই কন্যা ব্যতীত দিল্লীসাম্রাজ্য কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। তখন সাধারণের পরামর্শে রিজিয়াই রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়া রহিলেন। কিন্তু অন্যান্য মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে রিজিয়া স্বীয় ভ্রাতা রুকন্‌উদ্দীনের মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন। ইবন্‌বতুতা বলেন, রুকন্‌উদ্দীন্ নিহত হইলে সেনাদল রিজিয়াকেই রাজ্যেশ্বরী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল।

সুলতান রিজিয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার পর, দিল্লী-রাজ্যে পুনরায় শান্তি ও পূর্ব্ববৎ সুশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু উজীরপ্রধান নিজামউল্‌মুল্‌ক্ জুনাইদি রাজকন্যার পক্ষগ্রহণ করিলেন না। তিনি মালিক জানি, মালিক কোচী, মালিক কবীরখাঁ ও মালিক ইজ্‌উদ্দীন মহম্মদ সালারীর সহযোগে সুলতানা রিজিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া দিল্লী-নগরের প্রাচীরদ্বার আক্রমণ করেন। এইস্থানে বহুদিন ধরিয়া উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই সময়ে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা মালিক্ নাসির উদ্দীন্ তাবাসী মুইজ্জী স্বীয় বাহিনী লইয়া দিল্লীশ্বরীর সাহায্যার্থ নগরাভিমুখে অগ্রসর হন ল্যাহোরে সুশাসন স্থাপন করিয়া সুলতানা রিজিয়া

দ্রুতগতিতে অযোধ্যাপতির সহিত মিলিতে অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি যমুনানদী পার হইতে না হইতেই উজীরের পক্ষীয় বিরোধী সেনাপতিগণ নাশির উদ্দীনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করে।

সাহায্যকারীকে পরাজিত ও শত্রুহস্তগত দেখিয়া এবং উপায়ান্তর না পাইয়া সুলতানা রিজিয়া অদৃষ্টবশে চালিত হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহিরে আসিলেন। যমুনাতীরে শিবির সন্নিবেশিত হইল। এই সময়ে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে বিদ্রোহীদলপতি মালিক মহম্মদ সালার ও মালিক কবীর খাঁ আবার সুলতানার পক্ষে আসিয়া যোগ দিলে অপরাপর বিপক্ষেরা পলায়ন করে। ঐ সময়ে সুলতানার অশ্বারোহী সেনাদল তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। সেনানায়ক মালিক কোচী ও তাহার ভ্রাতা ফখর উদ্দীন্ এবং মালিকজানি নিহত হন ও উজীর নিজাম উল্‌মুল্‌ক্ জুনাইদি সিরমুর প্রদেশে পলাইয়া যান।

রাজ্য হইতে শত্রুদল এইরূপে বিতাড়িত হইলে পর রিজিয়া উক্ত উজীরপ্রবরের সহকারীকে নিজাম্-উল্‌মুল্‌ক্ উপাধিসহ মন্ত্রিপদ দান করেন। মালিক সৈফ্‌উদ্দীন্ আইবক বহতু কৎলঘ খাঁ উপাধি ও সেনাপতিপদ পাইলেন। কবীর খাঁ লাহোর প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। সমগ্র পাঠানসাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত হইল। লক্ষ্মণাবতী হইতে দেবল পর্য্যন্ত সুদূর রাজ্যবাসী রাজন্যবর্গ এবং সামন্ত ও অমাত্যগণ রিজিয়ার বশীভূত হইয়াছিল।*

সেনাপতি আইবক বহতুর মৃত্যুর পর মালিক কুতব-উদ্দীন্ হসনঘোরি প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে হিন্দুগণ মুসলমানের অধিকৃত রণথম্বর দুর্গ অবরোধ করেন। রিজিয়ার আদেশে হসনঘোরি ঐ দুর্গাভ্যন্তরস্থ অবরুদ্ধ মুসলমান সেনাদিগকে রক্ষা করিয়া দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলেন।

এই সময়ে রিজিয়ার অনুগ্রহে মালিক ইফ্‌তিয়ার উদ্দীন্ ইতিগীন্ রাজপ্রাসাদের পরিদর্শক এবং আমীর জমালউদ্দীন্ যাকুৎ অশ্ব ও হস্তিশালার পরিরক্ষক এবং তাঁহার পার্শ্বচর নিযুক্ত হইলেন। তুর্কসেনানী ও অমাত্যগণ রাজ্যেশ্বরীর এই অনুগ্রহ দর্শনে বিশেষ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদনে অগ্রসর দেখিয়া সুলতানা রিজিয়া রমণীর বেশভূষা ও অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন এবং পুরুষের বেশ ধারণপূর্ব্বক রাজদরবারে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি শিরে উষ্ণীষ ও অঙ্গরাখায় কাবা পরিধান করিয়াছিলেন। সাধারণকে তিনি স্বীয় গাম্ভীর্য্যময়ী মোহন মূরতিতে মুগ্ধ ও ভয়বিহ্বল করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ এক একবার হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে পরিভ্রমণ করিতেন।

রাজদরবারে আসীন হইয়া তিনি গোয়ালিয়ার আক্রমণের জন্য সেনাদল প্রেরণ করেন। গোয়ালিয়ার পতি দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই, বরং সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া মিন্‌হাজ সিরাজ ও মজদুল উমরা জিয়া-উদ্দীন্ জুনাইদিকে ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে সুলতানা রিজিয়ার সমীপে প্রেণর করেন। সুলতানা এবংবিধআচরণে প্রীত হইয়া মিন্‌হাজকে নাসিরিয়-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও গোয়া-লিয়রের কাজিপদে নিযুক্ত করেন।

১২৩৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্ত্তা মালিক ইজ্‌উদ্দীন্ কবীর খাঁ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর অধীনতাপাশ উচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হন। রিজিয়া এই সংবাদ পাইয়া সদলে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বয়ং বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা সুলতানী সেনার সমক্ষে পরাভবস্বীকারপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইলেন। রিজিয়া সসৈন্যে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন, কবীর খাঁ রিজিয়ার পদে আত্মভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনিও তাঁহাকে মুলতানের শাসনভার দান করেন।

এইরূপে বিদ্রোহদমন ও শাসনব্যবস্থা করিয়া রাজ্ঞী রিজিয়া ১২৪০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে দিল্লীরাজধানীতে ফিরিলেন। এখানে আসিয়াই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তবরহিন্দের* শাসনকর্ত্তা মালিক আল্‌তুনিয়া কএকজন সীমান্তবাসী রাজ-পুঙ্গবের উত্তেজনায় রাজদ্রোহিতার সূত্রপাত করিতেছেন। তদনুসারে তিনি একটী বিস্তৃত বাহিনী লইয়া তবরহিন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদ্দেশে উপনীত হইবামাত্রই বিখ্যাত হাব্‌সী যোদ্ধা আমীর জমালউদ্দীন্ য়াকুতের নিধনকারী রাজদ্বেষী তুর্কসেনানীগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কএকদিন ঘোরতর যুদ্ধের পর সুলতানা রিজিয়া বন্দিনীরূপে তবরহিন্দ্ দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন।

তবরহিন্দ্ দুর্গে বন্দী সুলতানার দুর্দ্দশা অনুভব করিয়া মালিক আল্‌তুনিয়ার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি দিল্লীশ্বরীর এরূপ অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুর্দ্দশার অংশভাগী হইয়া তিনি পুনরায় দিল্লীর ছত্রভঙ্গ

* 'তাজিয়ৎউল্ অমসার' নামক ইতিহাস লিখিত আছে যে সামসুদ্দীন্ আলতমাসের মৃত্যুর পর, উলু খাঁ, কৎলুঘ খাঁ, সঙ্কর খাঁ, আইবক খিতাই, নুরবেগ ও মুরাদবেগ আজামি নামক কএকজন ক্রীতদাস স্বীয় প্রভুর প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়া বিদ্রোহী হন। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জালালউদ্দীনকে তাড়াইয়া সুলতানা রিজিয়াকে সিংহাসনদান করেন। উলুঘ খাঁ রাজ্যের প্রধান সচিব ও শাসনদণ্ডবিধাতা হইলেন। এই উলুঘের কন্যার সহিত রিজিয়ার অপর ভ্রাতা নাশির উদ্দীনের বিবাহ হয়।

* হাবিব্‌উস্ সিয়াবের মতে সরহিন্দ এবং ফিরিস্তার মতে ভাতিণ্ডা।

সেনাদল একত্র করিয়া দিল্লীরাজধানী উদ্ধার মানসে অগ্রসর হইলেন, কারণ তাঁহাকে বন্দী করিবার পরই সকলে মুইজুদ্দীন্‌কে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

রিজিয়ার রাজ্যোদ্ধারবার্ত্তা অবগত হইয়া সুলতান আপন সেনাদল লইয়া বিপক্ষদলের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে সুলতান রিজিয়া ও মালিক আলতুনিয়া পরাজিত হইয়া কৈথলের অভিমুখে পলায়ন করেন। অনুগামী সেনাদল অৰ্দ্ধেকপথ অনুবর্ত্তন করিয়া শেষে তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে। তাঁহারা এইরূপে গোপনে আসিতে আসিতে হিন্দুর হস্তে নিপতিত হইলেন। ১২৪০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুলতান রিজিয়া তিন বৎসর ছয়দিন রাজত্বের পর হিন্দুর হস্তে ভবযন্ত্রণা শেষ করেন।

তাজিয়ৎউল্ অমসরের মতে, উলুঘ খাঁ সুলতানা রিজিয়াকে নিহত করিয়া স্বীয় জামাতা নাশিরউদ্দীন্‌কে সিংহাসনদান করেন। পরে উলুঘ খাঁ স্বীয় জামাতাকে মারিয়া স্বয়ং গিয়াসুউদ্দীন্ বুলবন্ নামে সিংহাসনে আরূঢ় হন।

ইবন্ বতুতার ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, সুলতান সামসউদ্দীন্ আলতমাসের মৃত্যুর পর রুকনউদ্দীন্ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মুইজুদ্দীন্‌কে নিহত করিলে তাঁহার সহোদরা ভগিনী রিজিয়ার তিরস্কারে লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ রিজিয়ার জীবননাশের উদ্যোগে পরিণত হয়। তখন রিজিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ষড়্‌যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া, একদিন শুক্রবারে যখন সুলতান রুকনউদ্দীন্ ভজনার জন্য মসজিদে যাইতেছেন, তখন তিনি প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া করুণ মর্ম্মভেদী কণ্ঠে উপস্থিত রাজপুঙ্গবগণের সমক্ষে আত্মবেদনা নিবেদন করিলেন। তখন সমবেত শ্রোতামণ্ডলী রাজকন্যার বিনীত প্রার্থনায় উত্তেজিত হইয়া মসজিদ হইতে রুকনউদ্দীন্‌কে টানিয়া বাহির করিয়া সাধারণ সমক্ষে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করিল। নাশিরউদ্দীন্ তখন নাবালক থাকায় সাধারণের প্রার্থনায় রিজিয়াই সাম্রাজ্যাধীশ্বরী হইলেন।

রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি পূর্ণপ্রভাবে প্রায় চারি বৎসরকাল রাজ্যশাসন করেন। রমণী হইলেও তিনি পুরুষের ন্যায় ধনুশর, তূণীর, অসি, বর্ম্ম প্রভৃতি ধারণ ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ও নানা পারিষদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া রাজধানীতে বা রণক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি কখনও আপনার কমনীয় মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত রাখিতেন না। হাবসী জাতীয় আপনার এক ক্রীতদাসের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হওয়ায় অমাত্যসাধারণ সন্দেহপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া জনৈক আত্মীয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গৃহী করেন এবং রাজছত্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাশিরউদ্দীনের শিরে শোভিত হয়।

রিটি (স্ত্রী) ১ অগ্নিদাহের চড়চড় শব্দ। ২ বাদ্যযন্ত্রভেদ। ৩ কৃষ্ণলবণ।

রিণীনগর (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

রিৎ (ত্রি) গন্তা। গমনশীল।

রিদ্ধ (ত্রি) পক্ব (শস্যাদি.)।

রিধম (পুং) ১ কামদেব। ২ বসন্ত। (বিশ্ব)

রিম্ব, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্-রিম্বতি। লুঙ্ অরিম্বীৎ।

রিপ, ১ হিংসা, মায়া। (সায়ণ) ২ পৃথিবী, ভূমি। (সায়ণ) ৩ রিপু, ক্ষতিকারক।

রিপণ (George Frederick Samuel Robinson) রিপণের ১ম মার্কুইস্, বাকিংহাম্‌সায়রের ৪র্থ আর্লের কন্যা শ্রীমতী সারার গর্ভে ও রিপণের ১ম আর্লের ঔরসে লণ্ডন নগরে ২৪এ অক্টোবর এই মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার রাজনৈতিক সংস্রবের সূত্রপাত। ঐ বর্ষে তিনি ব্রসেল্‌সে বিশিষ্ট দৌত্যকার্য্যে (Attache) নিযুক্ত হন। ১৮৫৩খৃষ্টাব্দে তিনি হদার্স্‌ফিল্ডের এবং তৎপরে ইয়র্কসায়রের ওয়েষ্ট-রাইডিং হইতে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে পিতৃ উপাধি এবং ঐ বর্ষে নবেম্বর মাসে পিতৃব্যের উপাধির উত্তরাধিকার লাভ করেন।

পার্লিয়ামেণ্টের প্রবেশের অল্প দিন পরেই তিনি যুদ্ধবিভাগে অণ্ডার সেক্রেটারী, তৎপরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষের পক্ষে অণ্ডার সেক্রেটারী (Under Secretary for India), তৎপরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধবিভাগের প্রধান সেক্রেটরী এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সেক্রেটরী অব্ দি ষ্টেট্ (Secretary of the State for India) নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোনের শাসনারম্ভে লর্ড রিপণ মন্ত্রিসভার সভাপতি (Lord President of the council) হইয়াছিলেন, তৎপরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে উদারনৈতিক দলের শাসনাধিকার বিচ্যুত হইলে লর্ড রিপণও স্বেচ্ছায় উক্ত পদ ত্যাগ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাকে (Knight of the garter) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ইহারই দুই বর্ষ পরে আলাবামা-স্বত্ব সম্বন্ধে ওয়াসিংটনে যে সন্ধি হয়, উক্ত গুরুতর কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য লর্ড রিপণ উভক্ষ

রাজ্যের সন্ধিসমিতির প্রধান সভাপতি (Chairman of the High commission) হইয়াছিলেন। দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি মার্কুইস্-পদরূপ মহোচ্চ সম্মানে ভূষিত হইলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রোমান কাথলিক মত গ্রহণ করেন, তজ্জন্য তিনি ফ্রিমাসনের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা (Grand-master of the English Free-mason) পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মহামতি গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ পুনরায় প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

ঐ বর্ষে পার্লিয়ামেণ্টে উদারনৈতিক মন্ত্রিবর্গের প্রাধান্য লাভের সহিত বড়লাট লিটন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে মার্কুইস্ অফ্ রিপণ বড়লাট হইয়া ভারতে আসিলেন; তাঁহার শুভাগমনে ভারতবাসীর হৃদয়ে শান্তিবারি সিক্ত হইল, সীমান্ত গোলযোগ মিটিবার সুযোগ হইল। লর্ড লিটনের রাজ্যবিস্তারনীতির কারণ ভারতের উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে দারুণ সমরানলের সূচনা হইয়াছিল। শান্তিপ্রিয় ও প্রজারঞ্জক লর্ড-রিপণ ভারতে আসিয়াই ভারতসীমার বাহিরে স্থায়িরূপে সৈন্যরক্ষার ঘোর বিরোধী হইলেন। তিনি প্রথমেই দোস্ত মহম্মদের পৌত্র আমীর আবদর রহমনকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইলেন। আমীর শের আলির পুত্র নির্ব্বাসিত আয়ুব খাঁকে হিরাটে আনিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইল। কিন্তু আয়ুব খাঁ এখানে আসিতে না আসিতে বহুসংখ্যক গাজী তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইংরাজসেনাপতি জেনারল বারো শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে মৈবন্দ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সংখ্যায় অল্প ইংরাজসৈন্য বহুসংখ্যক গাজী ও পাঠান সৈন্যের আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। অধিকাংশ ইংরাজ-সেনাপতি ও সেনানী অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া ভীষণ যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। অতি অল্পমাত্র সৈন্য কান্দাহারে পলাইয়া আসিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে প্রধান সেনাপতি লর্ড-রবার্ট বহুসৈন্য সহ গিয়া আয়ুবখাঁকে পরাস্ত করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সম্মান রক্ষা করেন। ইহারই অত্যল্পকাল পরে রুষসেনাপতি স্কোবেলেফ জিওক্-টেপে আক্রমণ করিলেন, সেই সঙ্গে রুষের লোলুপদৃষ্টি কান্দাহারের উপর পড়িল, ভারতীয় ইংরাজগণও তাহাতে বিচলিত হইলেন। কিন্তু দূরদর্শী লর্ড রিপণ আশঙ্কার কোন কারণ মনে করিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে ভারতীয় প্রজাবৃন্দকে সুখে রাখিতে পারিলে, তাঁহাদের অভাবের সময় উপযুক্ত সাহায্য দান করিলে, ভারতে অজন্মা না ঘটিলে এবং প্রজাগণ গবর্মেণ্টের পক্ষে থাকিলে বৈদেশিক আক্রমণের কোন আশঙ্কা নাই। পূর্ব্বে লর্ড মেও উপায় উদ্ভাবন করিলে ও যাহা সুসিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই এবং রক্ষণশীল বড়লাটগণের অমনোযোগিতায় যাহা এতদিন হইতে পারে নাই, এখন লর্ড রিপণ প্রজাবৃন্দের সুবিধা হইবে ভাবিয়াই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল, রাজস্ব ও কৃষিবিভাগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দুর্ভিক্ষ-সমিতির (Famine commission) প্রস্তাব অনুসারে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাগণের অভাব মোচন ও ভূমিসংক্রান্ত কর নির্দ্ধারণের জন্যই উক্ত বিভাগের সৃষ্টি। তিনি স্থির করিয়া গিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই কোন জমির কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। জমির মূল্য বৃদ্ধি, চাষ বৃদ্ধি ও গবর্মেণ্টের ব্যয়ে জমির উন্নতি সাধিত হইলে তবেই খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। দেশের নানা বিষয়িণী উন্নতি ও প্রজার মঙ্গলের দিকে ভারতীয় কৃষিবিভাগ (The Agricultural Department of India) দৃষ্টি রাখিবেন, তজ্জন্য জরিপ, প্রজাপত্তন, জলবায়ুর গতি নির্দ্ধারণ, পশ্বাদির চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার ও অন্তর্বাণিজ্যের রীতিমত তালিকা প্রস্তুত করিবেন। দুর্ভিক্ষ বা দুর্মূল্যের সময় যাহাতে গরিব প্রজা সাধারণ বিশেষ কষ্ট না পান, তজ্জন্য দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার (Famine Fund) স্থাপিত হইল এবং প্রতি বর্ষে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া ঐ ভাণ্ডারে জমা রাখিবার ব্যবস্থা হইল। ৩ জন লোকের উপর ঐ ভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্ব থাকিল, তন্মধ্যে একজন সরকারী ও দুইজন বেসরকারী লোক হইবেন, বেসরকারীর মধ্যে একজন ভারতবাসী হওয়া চাই। ইহার পর লর্ড রিপণের দৃষ্টি মহিসুর রাজ্যের উপর পড়িল। তিনি দেখিলেন, ঐ রাজ্য ৫০ বর্ষ বৃটীশ গবর্মেণ্টের হাতে রহিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বিচার করিয়া দেখিলে উহা তদ্দেশীয় নৃপতির শাসনাধীন হওয়া উচিত। এ কারণ তিনি মহিসুরের হিন্দুনৃপতির হস্তেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অধিকার প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতেই আফগান রাজ্য হইতে বৃটীশ সেনাদল উঠাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত হয়। কোয়েটা ও কুরম্ উপত্যকা হইতে ইংরাজসৈন্য তুলিয়া আনিয়া অল্প সংখ্যক এদেশীয় সৈন্য রাখা হইল। লুণ্ডি কোটাল হইতে খাইবার গিরিসঙ্কটের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তত্রত্য পাহাড়ী সর্দ্দারগণের উপর রহিল। অল্প দিন মধ্যেই সীমান্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

সুবৃহৎ ভারতসাম্রাজ্যের রাজস্ব ও শাসন বিভাগের ক্রমশঃ এক কেন্দ্রীভূত করিবার কারণ ও তজ্জন্য স্থানীয় গবর্মেণ্টের সুশাসন বৃদ্ধি কল্পে স্বায়ত্ত-শাসন বিস্তার লর্ড-রিপণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ভারতবাসীর মধ্যে রীতিমত শিক্ষা বিস্তারের জন্য

কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এত দিন তদনুসারে উপযুক্ত কার্য্য চালাইবার তেমন ব্যবস্থাই হয় নাই। শিক্ষাবিভাগের অসম্পূর্ণ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী হইতেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত, এখন লর্ড রিপণ স্বায়ত্তশাসনেরই প্রসারের সুবিধাজন্য শিক্ষাবিভাগ-সংস্কারে ও ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার হণ্টার (Dr. W. W. Hunter) সাহেবের অধ্যক্ষতায় একটী Educational Commission বসাইলেন। শিক্ষকগণের শিক্ষাবিধান, বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন, পারদর্শিতানুসারে বেতননির্দ্ধারণ, ও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার এই কমিসনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই শিক্ষা-কমিসনের ফল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

লর্ড রিপণের আর একটী প্রধান কার্য্য দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান। লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদপত্রসমূহকে রাজদ্রোহী জ্ঞানে তাঁহাদের স্বাধীনতা বদ্ধ করিয়া যান, তাহাতে দেশীয় প্রায় সকল সংবাদ-পত্রই উঠিয়া যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন (Vernacular Press Act) তুলিয়া দিয়া কি দেশীয় কি য়ুরোপীয় সকল সংবাদপত্রের ধন্যবাদভাজন হন। ইহারই পর ২৫এ জুলাই, কলিকাতা গবর্মেণ্ট হাউসের সুপ্রশস্ত মর্ম্মর হলে তাঁহারই যত্নে যে দরবার (Chapter) হইয়াছিল, তাহাও উল্লেখযোগ্য। ঐ দিন দরবারে কাবুলের রাজদূত ও ভারতের সম্ভ্রান্ত প্রায় দেড় হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। ঐ দরবারে বহাবলপুরের নবাব "নাইট-গ্রাণ্ড কমাণ্ডার" রূপ মহোচ্চ রাজসম্মানে সম্মানিত ও উপযুক্ত খেলাত লাভ করেন। ঐ দিনের বেশভূষা, আদব কায়দা ও সমৃদ্ধি দর্শনে বৈদেশিক দূত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

লর্ড রিপণ ভারতবাসী ও ইংরাজ প্রজাদিগকে একভাবেই দেখিতেন, তাঁহার নিকট শ্বেতকৃষ্ণ ভেদ ছিল না। শাসন-বিভাগে ও সকল বিষয়ে সুবিচারের আশায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংস্কার করাইলেন। তাহাই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ইল্‌বার্টবিল্ নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ঐ আইন উপলক্ষে লর্ডরিপণ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এ দেশীয় ব্যক্তিবর্গ য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় বিচারবিভাগের সকল উচ্চকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহারা যখন য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় "সিভিলিয়ান" হইয়া আসিতেছেন, তখন য়ুরোপীয় বিচারপতির ন্যায় দেশীয় বিচারপতি সমান অধিকারের যোগ্য। য়ুরোপীয় বিচারপতি যেমন দেশীয় ও য়ুরোপীয় উভয়ের বিচার করিবার অধিকারী, দেশীয় বিচারপতিও সেইরূপ য়ুরোপীয়ের বিচার করিতে সমর্থ হইবেন।

ন্যায়পর সমদর্শী রিপণের অভিপ্রায় ব্যক্ত ও ইল্‌বার্ট বিল্ পাশ হইলে য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে দারুণ মর্ম্মভেদী বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কালাআদমী শ্বেতাঙ্গদিগের বিচার করিবে, সমান ক্ষমতা পাইবে, তাহা অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের কষ্টকর হইয়াছিল। অপরদিকে সমস্ত ভারতবাসী ও দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ প্রাণ খুলিয়া লর্ড রিপণের সুখ্যাতি গান করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, লর্ড রিপণের উচ্চ রাজনীতি ও মহদুদ্দেশ্য স্বীকার করিয়াও স্থানীয় গবর্মেণ্ট ও ইংরাজরাজপুরুষগণ য়ুরোপীয়গণের সম্ভ্রমরক্ষার্থ উক্ত দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের জন্য সকলে একমত হইলেন। উভয় পক্ষের বহুবাদ-বিতণ্ডার পর এইরূপ মিটমাট হইল যে, কেবল উপযুক্ত ও বিশিষ্ট দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে, য়ুরোপীয় অপরাধী য়ুরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল বা পুনর্বিচারের জন্য উপস্থিত হইতে পারিবে। এইরূপে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত দণ্ডবিধি পরিগৃহীত হইল।

এ দেশীয় প্রজা ও জমিদারের স্বত্বসম্বন্ধে বহুদিন হইতেই গোলযোগ চলিতেছিল। প্রজারঞ্জক লর্ড রিপণ প্রজাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের খসড়া প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই খসড়াই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া লর্ড দফারিণের সময় Bengal Tenancy Act of 1885 নামে বিধিবদ্ধ হইল।

লর্ড রিপণের সুশাসনকালেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয় ও রাজকুমার ডিউক অব্ কনাট সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে সেরূপ প্রদর্শনী আর হয় নাই। লর্ডরিপণের যত্নে ভারতের প্রত্যেক জেলা হইতে ভারতীয় শিল্প ও দেশজাত সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদর্শনার্থ পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং রাজকুমার কনাট ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষকে লইয়া সেই মহাপ্রদর্শনী খুলিয়া ছিলেন।

ভারতীয় রমণীগণের পক্ষে পরপুরুষের দ্বারা চিকিৎসা বা হাসপাতালে থাকা রীতি বিরুদ্ধ। এ কারণ তিনি দেশীয় রমণীদিগের মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যা-প্রচলনের ব্যবস্থা করেন এবং দেশীয় রমণীর চিকিৎসাধীন হাসপাতাল করিবার আয়োজন করেন। তজ্জন্য এ দেশীয় কএকজন রমণীকে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিখাইবার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পাঠান হয়। লর্ড রিপণের সকল্প পরবর্ত্তী বড়লাটপত্নী লেডী দফারিণ সুসিদ্ধ করেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রুষ মার্ভ আক্রমণ করেন। এই সময় আফগান-সীমা-নির্দ্ধারণের জন্য রুষ ও ইংরাজ গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে পররাষ্ট্রবিৎ, সামরিক ও বৈজ্ঞানিক কতকজন লোক নিযুক্ত হন। ঐ বর্ষে ৩রা ডিসেম্বর, মার্কুইস্ অব্ রিপণ নূতন বড়লাট দফারিণের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া বিলাতযাত্রা করেন। তাঁহার বিলাতগমনের পূর্ব্বে সিমলা শৈল হইতে যখন তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন, সে সময় এ দেশের জন সাধারণ তাঁহাকে যেরূপ আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল, দেশীয়ের নিকট কোন বড়লাট সেরূপ সম্মান ও আদর লাভ করেন নাই। যখন তিনি বিলাতযাত্রা করেন, সে সময় অনেকে পথের ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহার জন্য আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে যে রিপণ ভারতবাসীর অতি প্রিয়, রিপণের মত ভারতহিতৈষী কেহ আসেন নাই, আর কেহ আসিবেন কিনা সন্দেহ!

লর্ড রিপণ বিলাতযাত্রা করিলে অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ তাঁহার শাসননীতির কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, কর্ম্মবীর রিপণও নিজ শাসননীতির বিশেষ সমর্থন করিয়া ইংলণ্ডের নানাস্থানে হৃদয়োন্মাদকর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোনের ৩য় বার প্রধান মন্ত্রিত্বকালে লর্ড রিপণ নৌসেনাবিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা (First Lord of the Admiralty) হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উদার-নৈতিকদলের প্রাধান্যকালে তিনি ঔপনিবেশিক মন্ত্রী (Colonial Secretary) হইলেন। রক্ষণশীল দলের অভ্যুদয়ে তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। লিড্সের "ইয়র্কসায়র কলেজ অব্ সায়ন্স" নামক সভার সভাপতির এবং ওয়েষ্টরাইডিং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার বহুদিন হইতে সভাপতি নিযুক্ত আছেন।

রিপু (পুং) অনিষ্টং রপতীতি রপ বাচি, (রপে রিচ্চোপধায়াঃ। উণ্ ১। ২৭) ইতি কুঃ ইকারশ্চোপধায়াঃ। (রিফ-কথনযুদ্ধ নিন্দাহিংসাদানেষু, (ইষেঃ কিচ্চ। উণ্ ১। ১৪) ইতি বাহুলকাৎ প্রত্যয়ঃ। রিফতি কেচিৎ পঠন্তি, তত্র বাহুলকাদেব ককারস্থ পকারঃ। রিফন্তি ঘোষণার্থং যুধ্যতে হিনস্তি বা নিন্দ্যতে চ সৎপুরুষৈঃ" (নিঘণ্টুটীকায় দেবরাজযজ্বা ৮।২।১০) শত্রু।

"ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিদ্কস্য চিদ্‌রিপুঃ।
কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥" (হিতোপদেশ)

শরীরস্থ ষড়্রিপু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ৬ রিপু। ২ চোরকনামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি০)

৩ লগ্নাপেক্ষা ষষ্ঠস্থান, পর্য্যায় ষট্‌কোণ, রিপুমন্দির।

"ধীস্থানং পঞ্চমং জ্ঞেয়ং যামিত্রং সপ্তমং স্মৃতং।
স্থানং স্থানং তথান্তাখ্যং ষট্‌কোণং রিপুমন্দিরম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৪ ধ্রুবপুত্র শিষ্টির পুত্র। (হরিবংশ ২।১৪-১৫)
৫ যদুর পুত্র। (ভাগবত ৯। ২৩। ২০)

রিপুঘাতিন্ (ত্রি) রিপুং হন্তীতি হন্-ণিনি। শত্রুঘাতী, শত্রুহন্তা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ রিপুঘাতিনী। লতাবিশেষ, চলিত কুচুই লতা। 'কুচিকা বহুবিস্তীর্ণা কুঞ্চিকা রিপুঘাতিনী।'(শব্দচন্দ্রিকা)

রিপুঞ্জয় (পুং) ১ রাজপুত্রভেদ, দিবোদাস। (স্কন্দপুরাণ) ২ সুবীরের পুত্র। (ভাগ০ ৯।২১।২৯) ৩শ্লিষ্টির পুত্র। (হরিবং ৬৮) ৪ বৃহদ্রথবংশীয় রাজা বিশ্বজিতের পুত্র। (ভাগ০ ৯।২২।৪৭)

রিপুতা (স্ত্রী) রিপোর্ভাবঃ তল্-টাপ্। শত্রুতা, বৈরতা, শত্রুর কার্য্য।

রিপুমল্ল (পুং) রাজভেদ। (শত্রুঞ্জয়০ ১।২২২)

রিপুরাক্ষস (পুং) ১ রিপুরূপ রাক্ষস। ২ হস্তিভেদ। (কথাসরিৎসাগর ১২১।২৭৬)

রিন্ফ্, বধ। তুদাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রিম্ফতি। লিট্ রিরিম্ফ।

রিপ্ফ (ক্লী) লগ্নাপেক্ষা দ্বাদশরাশি, জাতকের লগ্ন হইতে দ্বাদশস্থান; ইহা ব্যয়স্থান বলিয়া গণ্য।

"কর্ম্মস্থানঞ্চ দশমং ধং মে শূরণমাস্পদম্।
ছিদ্রাখ্যমষ্টমং স্থানং রিপ্ফাখ্যং দ্বাদশং স্মৃতম্॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

রিপ্র (ত্রি) রীঙ্ শ্রবণে (লীরীঙোর্হ্রস্বশ্চ পুট্‌চ তরৌ শ্লেষণ-কুৎসিতয়োঃ। উণ্ ৫।৫৫) ইতি র, ধাতোর্হ্রস্বঃ প্রত্যয়স্য পুটচ্। ১ অধম পাপ। "গৃভ্ণাতি রিপ্রমবিরস্য তান্বা" (ঋক্ ৯।৭৮।১)

"রিপ্রমনুপাদেয়ত্বেন পাপরূপং' (সায়ণ)

রিপ্রবাহ (ত্রি) পাপবাহক, পাপনাশক।

"ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ" (শুক্লযজু০ ১৫।১৩) 'রিপ্রং পাপং বহতীতি রিপ্রবাহঃ' (গুণবিষ্ণু) 'রিপ্রং পাপং বহতি নাশয়তি' (মহীধর)

রিপ্স্ন্ রব্ধুমিচ্ছুঃ রভ্-সন্, সনন্তাৎ উঃ। আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক, আরম্ভ করিতে অভিলাষী।

রিফ্, ১ কথন, শ্লাঘা। ২ যুদ্ধ। ৩ নিন্দা। ৪ হিংসা। ৫ দান। তুদাদি পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রিফতি। লোট্ রিফতু। লিট্ রিরেফ। লুট্ রেফিতা। লুঙ্ অরেফীৎ।

রিব, গতি। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ রিম্বতি।

রিবারি, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে তাম্র-পাত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

রিভ, রব, শব্দ। ভ্বাদি• পরস্মৈ• অক• সেট্। লট্ রেভতি।

রিমেদ (পুং) অরিমেদ। (রাজনি•)

রিম্ব, গমন। ভ্বাদি• পরস্মৈ• সক• সেট্। এই ধাতু ইদিং। লট্ রিম্বতি। লোট্ রিম্বতু। লুঙ্ অরিম্বীৎ।

রিয়াসী, কাশ্মীররাজ্যের জম্বুবিভাগের অন্তর্গত একটী দুর্গাধিষ্ঠিত নগর। চন্দ্রভাগা নদীর বামকূলে হিমালয় গিরিশ্রেণীর দক্ষিণঢালুদেশে অবস্থিত। অক্ষা• ৩৩°৫´ উঃ এবং দ্রাঘি• ৭৪°৫২´ পূঃ। একটী শৈল শৃঙ্গোপরি দুর্গ স্থাপিত।

রিরংসা (স্ত্রী) রন্তুমিচ্ছা রম্-সন্-রিরংস-অ, টাপ্। রমণ করিতে ইচ্ছা, রমণ করিতে অভিলাষ।

রিরংসু (ত্রি) রন্তুমিচ্ছুঃ রম্-সন্-সনন্তাদুঃ। রমণ করিতে ইচ্ছুক, রমণাভিলাষী।

রিরক্ষা (স্ত্রী) রক্ষা করিবার ইচ্ছা। এই পদটী ব্যাকরণশুদ্ধ নহে।

রিরক্ষিষা (স্ত্রী) রক্ষিতুমিচ্ছা, রক্ষ-সন্ রিরক্ষিষ-অ-টাপ্। রক্ষা করিবার ইচ্ছা। (ভাগবত ৫।৫।৫)

রিরক্ষিষু (ত্রি) রক্ষিতুমিচ্ছুঃ রক্ষ-সন্-উ। রক্ষা করিতে অভিলাষী।

রিরক্ষু (ত্রি) রক্ষা করিতে ইচ্ছুক।

রিরময়িষু (ত্রি) রম-ণিচ্ সন্-উ। রমণ করাইতে ইচ্ছুক।
"গতং রোহিদ্‌ভূতাং রিরময়িষু মৃষাস্ত বপুষা" (মহিম্নঃস্তব)

রিরিক্ষু (ত্রি) রেষ্টুমিচ্ছুঃ রিশ্-সন্-উ। হনন করিতে ইচ্ছুক।

রিরী (স্ত্রী) পিত্তল। (হেম)

রিল্‌হণ (পুং) কাশ্মীরস্থ এক জন রাজপুরুষ। [রিহ্লণ দেখ]

রিশ্, হিংসা। তুদাদি• পরস্মৈ• সক• অনিট্। লট্ রিশতি। লোট্ রিশতু। লুঙ্ অরিক্ষৎ।

রিশ (পুং) হিংসাকারী। ক্ষতিকারক। স্ত্রিয়াং টাপ্। রিশা হিংসাকারিণী। (অথর্ব ১১।৯।১৫)

রিশাদস্ (ত্রি) হিংসাকারী, আমন্ত্রিতানিঘাত। "রিশ হিংসায়াং। রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। তানদন্তীতি রিশাদসঃ অসুন্।' (ঋক্ ১৩৯।৪ সায়ণ)

রিশ্য (পুং) রিশ্যতে হিংস্যতে ইতি রিশ্-ক্যপ্। মৃগ। (ত্রিকা•)

রিষ্, বধ। ভ্বাদি• পরস্মৈ• সক• সেট্। লট্ রেষতি। লিট্ রিরেষ। লুট্ রেষ্টা। লৃট্ রেষিষ্যতি। লুঙ্ অরেষীৎ। রিষ্ ধাতু এই অর্থে একটী দিবাদিগণীয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। দিবাদিপক্ষে লট্ রিষ্যৎ। লুঙ্ অরিষৎ। সন্ রুরুষিষতি। যঙ্ রোরুষ্যতে। যঙ্লুক্ রোরোষ্টি। ণিচ্ রোষয়তি। লুঙ্ অরুরুষৎ।

রিষ (ত্রি) ক্ষতিকরণ। যেমন নবারিষ।

রিষণ্যু (ত্রি) হিংসক। (ঋক্ ১।১৪৮।৫ সায়ণ)

রিষি (পুং) ঋষন্তি জ্ঞানসংসারয়োঃ পারং গচ্ছন্তীতি ঋষয়ঃ, ঋষী গতৌ নাম্নীতি কি রিষির্ইসাদিশ্চ, বিস্তাবিদগ্ধমতয়ো রিষয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ। (অমরটীকাভরত) ঋষি। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ ঋষী।

রিষীক (ত্রি) ১ হিংসাকারী। (পুং) ২ শিব। (হরিবংশ)

রিষীকার (ক্লী) হিংসিতের কাল। "হিংস্রাণাং কালাদীনাম্।"

রিষ্ট (ক্লী) রিষ-ক্ত। ১ ক্ষেম, কল্যাণ। ২ অশুভ, অমঙ্গল।
"স্থালীপিধানে যত্রাগ্নির্দত্তো দর্ব্বীফলেন বা।
গৃহে তত্র হি রিষ্টানামশেষাণাং সমাশ্রয়ঃ॥" (মার্ক•পু• ৫০।৮৯)
৩ অভাব। ৪ নাশ। ৫ পাপ। (ত্রি) ৬ পাপযুক্ত। (পুং) ৭ খড়্গ। ৮ ফেনিল, রক্তশিগ্রুগাছ। (মেদিনী)

রিষ্টভঙ্গ (ত্রি) অমঙ্গলখণ্ডন। [রিষ্টি দেখ।]

রিষ্টক (পুং) রিষ্ট এব স্বার্থে কন্। রক্তশিগ্রু। (শব্দরত্না•)

রিষ্টতাতি (ত্রি) ক্ষেমঙ্কর। সৌভাগ্যদাত্রী।

রিষ্টি (পুং) রেষতি হিনস্তীতি রিষ-ক্তিচ্। ১ খড়্গ। (মেদিনী) (স্ত্রী) ২ রিষ-ক্তিন্। ২ অশুভ, অমঙ্গল। রিষ্ট বা রিষ্টি, চলিত কথায় ফাঁড়া কহে। জাতবালকের প্রথমে রিষ্ট স্থির করিয়া তৎপরে আয়ুর্দায়গণনা করিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর অতীত না হয়, ততদিন রিষ্টকাল, এইকাল পর্য্যন্ত রিষ্ট বিচার করিয়া তাহার শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

জ্যোতিষে জাতকের নক্ষত্র বিশেষের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জন্ম হইলে অথবা পাপ কিংবা শুভগ্রহের দণ্ডে জন্ম হইয়া লগ্নে সেই গ্রহের বেধ থাকিলে অথবা জন্মকালে অথবা রাশিচক্রে গ্রহগণের অবস্থানভেদে তাহারা অশুভদায়ক হইলে জাতকের রিষ্ট হইয়া থাকে। রিষ্ট যোগজ, নিয়ত ও অনিয়তভেদে তিন প্রকার। এই রিষ্ট বহুবিধ—গণ্ডযোগরিষ্ট, পতাকিরিষ্ট, দ্বাদশলগ্নরিষ্ট, গ্রহগণের যোগজরিষ্ট ইত্যাদি। জ্যোতিষে এই সকল রিষ্টের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

রিষ্ট নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে গণ্ডরিষ্ট স্থির করিতে হয়, বালকের জন্মমাত্রই অগ্রে দেখা উচিত তাহার কোনরূপ রিষ্ট হইয়াছে কি না, যখন দেখা যাইবে যে কোনরূপ রিষ্ট হয় নাই, তখন তাহার অন্যান্য বিষয়ের গণনা করা উচিত, নচেৎ অন্য সকল ফল গণনা নিষ্ফল।

গণ্ডরিষ্ট—অশ্বিনী, মঘা ও মূলা নক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ড ও জ্যেষ্ঠা, রেবতী ও অশ্লেষা নক্ষত্রের শেষ ৫ দণ্ড গণ্ডরিষ্ট নামে অভিহিত। কিন্তু যবনাচার্য্য প্রথমোক্ত নক্ষত্রত্রয়ের তিন দণ্ডের স্থলে ৫ দণ্ড বলিয়া গণ্ডরিষ্ট ধরেন। এই সময়ে কাহারও জন্ম হইলে তাহার গণ্ডরিষ্টে জন্ম জানিবে।

দিবা, সন্ধ্যা ও রাত্রিগণ্ড—জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচদণ্ড এবং মূলার আদি তিনদণ্ড, দিবাভাগে হইলে দিবাগণ্ড; অশ্লেষার শেষ পাঁচদণ্ড এবং মঘার প্রথম তিনদণ্ড রাত্রিভাগে হইলে রাত্রিগণ্ড। রেবতীর শেষ পাঁচদণ্ড, এবং অশ্বিনীর প্রথম তিনদণ্ড সন্ধ্যাকালে হইলে সন্ধ্যাগণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

গণ্ডরিষ্টফল—সন্ধ্যাগণ্ডে জন্ম হইলে জাতবালকের নিজের মৃত্যু, রাত্রিগণ্ডে মাতার মৃত্যু, এবং দিবাগণ্ডে পিতার মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, দিবাগণ্ড-নক্ষত্র রাত্রিতে এবং রাত্রিগণ্ড নক্ষত্র দিবাতে ও সন্ধ্যাগণ্ড নক্ষত্র দিবা বা রাত্রিকালে হইলে উক্ত গণ্ডরিষ্ট হয় না।

গণ্ডরিষ্টির ভোগকাল—রেবতী নক্ষত্রে জন্ম হইয়া গণ্ডদোষ হইলে তাহার রিষ্টিকাল আড়াই বৎসর, অশ্বিনী-নক্ষত্রে দশমাস, জ্যেষ্ঠার দেড় বৎসর, মূলার ৬ বৎসর, মঘার ৪ বৎসর ও অশ্লেষার এক বৎসর রিষ্টিকাল নির্ণীত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে অশুভ ঘটিয়া থাকে।

গণ্ডযোগে জাত শিশুর বিধান—উক্ত গণ্ডরিষ্টিতে যাহার জন্ম হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়, অথবা ৬ মাস উত্তীর্ণ না হইলে পিতা তাহাকে দেখিবেন না।

গণ্ডরিষ্টিভঙ্গ—যদি দিবাগণ্ডে কোন কন্যা এবং রাত্রি-গণ্ডে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও গণ্ডদোষ হয় না অর্থাৎ জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচদণ্ড, এবং মূলার আদি ৩ দণ্ড, এই ৮ দণ্ড দিবাগণ্ড, ইহাতে কোন কন্যা এবং অশ্লেষার শেষ পাঁচদণ্ড এবং মঘার আদি তিনদণ্ড রাত্রিগণ্ড, ইহাতে পুত্র জন্মিলে তাহার গণ্ডরিষ্টি হয় না। দিবাগণ্ডনক্ষত্র রাত্রিতে ও রাত্রিগণ্ডনক্ষত্র দিবাভাগে হইলেও গণ্ডদোষ হয় না।

গণ্ডতিথিরিষ্টি—প্রতিপদ্, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী, এবং দ্বাদশী এই সকল গণ্ডতিথি, এইজন্য ইহাকে তিথিরিষ্টি কহে। এই সকল তিথির মধ্যে যে কোন তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ইন্দ্রতুল্য হইলেওজীবিত থাকে না।

গণ্ডরিষ্টিতে জন্ম হইলে যথাবিধানে তাহার শান্তি করা আবশ্যক। শান্তির বিধান এইরূপ—কুঙ্কুম, চন্দন, কুড়, অথবা গোরোচনা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারিটী কলসে রাখিতে হইবে, এবং সহস্রাক্ষ মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ সকল দ্রব্যে বালককে স্নান করাইবে, দিবাতে জন্ম হইলে পিতার সহিত এবং রাত্রিকালে মাতার সহিত এবং সন্ধ্যায় জন্ম হইলে পিতা ও মাতার উভয়ের সহিত স্নান করাইতে হয়। তৎপরে ঘৃত-পূর্ণ কাংস্যপাত্র, ধেনু ও হিরণ্যদান এবং নবগ্রহপূজা বিধেয়।

গণ্ডরিষ্টি স্থির করিয়া তৎপরে পতাকিরিষ্টি নির্ণয় করিতে হয়। পতাকিরিষ্টি বালকের বিশেষ রিষ্টি, পতাকিরিষ্টি থাকিলে সে বালক কিছুতেই বাঁচে না। [পতাকিশব্দে দেখ]

গণ্ডজাতব্যক্তি যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বালক অশেষ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকে।

পতাকিরিষ্টির পর নবগ্রহ রিষ্টিস্থির নির্ণয় করিতে হয়।

রবিরিষ্টি—যদি পাপগ্রহগণ কেন্দ্র বা ত্রিকোণে থাকে, আর শুভগ্রহ লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, ও দ্বাদশ রাশিতে থাকে, এবং সূর্য্যোদয় সময়ে জন্ম হয়, তাহা হইলে জাতক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে, ইহাকে রবিরিষ্টি কহে।

চন্দ্ররিষ্টি—পাপগ্রহদৃষ্ট চন্দ্রলগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম, বা দ্বাদশ স্থানে থাকিলে বালকের সদ্যো মৃত্যু হয়, আর উহাতে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে ৮ বৎসরে এবং শুভাশুভের দৃষ্টিতে চারি বৎসরে মৃত্যু হইয়া থাকে।

পাপযুক্ত চন্দ্ররিষ্টি—লগ্ন, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, এবং দ্বাদশ স্থানের কোন একস্থানে চন্দ্র পাপযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে এবং বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহাদের কোন একটী গ্রহের দৃষ্টি বা সংযোগ না থাকিলে বালকের অকাল মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহাদের দৃষ্টি থাকিলে হয় না।

পাপদ্বয় মধ্যগত চন্দ্ররিষ্টি—যদি চন্দ্র দুইটী পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া লগ্নের চতুর্থে, সপ্তমে কিংবা অষ্টম স্থানে কোন একস্থানে থাকে, তাহা হইলে দেবতা কর্তৃক রক্ষিত হইলেও বালকের জীবন নাশ হয়।

লগ্নক্ষীণ চন্দ্ররিষ্টি—যবনাচার্য্যের মত এই যে, ক্ষীণচন্দ্রলগ্নে বা পাপগ্রহের সহিত কোন কেন্দ্রে অথবা অষ্টম স্থানে পাপ-গ্রহের সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই জাতকের অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে।

মঙ্গলরিষ্টি—যদি লগ্নে মঙ্গল থাকিয়া শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, কিংবা ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে শনির সহিত যুক্ত হয়, কিংবা সপ্তম স্থানে শনি মঙ্গল একত্র থাকে, এবং শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জাতকের সদ্যো মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

বুধরিষ্টি—যদি কর্কটরাশিতে বুধ থাকে, এবং উহা যদি লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানস্থ হয়, এবং চন্দ্রকর্তৃক ঐ বুধ যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের চারি বৎসরে মৃত্যু হয়।

বৃহস্পতিরিষ্টি—বৃহস্পতি যদি মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে থাকিয়া কোন লগ্নের অষ্টম স্থানস্থিত এবং ঐ বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনিকর্তৃক দৃষ্ট হয়, আর শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে জাতকের তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হয়।

শুক্ররিষ্টি—শুক্র যদি সূর্য্যের বা চন্দ্রের গৃহে থাকে, এবং ঐ স্থান লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, বা দ্বাদশ হয়, এবং শুক্র যদি পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের ৬ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

শনিরিষ্টি—শনি লগ্নে থাকিয়া পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ১৬ দিনের মধ্যে, লগ্নে কেবল শনি থাকিলে এক বৎসর মধ্যে এবং পাপগ্রহ যুক্ত হইয়া লগ্নে থাকিলে এক মাসের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে।

রাহুরিষ্টি—রাহু কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কাহারও মতে ১০, আবার কাহারও মতে ১৬ বৎসর মধ্যে জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে।

কেতুরিষ্টি—যে নক্ষত্রে কেতুর উদয় হইবে, সেই নক্ষত্রে কোন বালকের জন্ম হইলে যদি জন্মমুহূর্ত্ত রৌদ্র বা সর্পমুহূর্ত্ত হয়, তাহা হইলে জাতকের অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে।

এইরূপে নবগ্রহ রিষ্টি স্থির করিতে হয়, তৎপরে দ্বাদশ লগ্ন রিষ্টি আছে কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। দ্বাদশ লগ্ন রিষ্টি নিম্নোক্ত প্রকারে জানা যায়।

মেষলগ্নরিষ্টি—মেষ লগ্নে জন্ম হইয়া লগ্নে চন্দ্র ও মঙ্গল এবং মকর ভিন্ন অন্য কোন রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে জাতকের তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়।

বৃষলগ্নরিষ্টি—যদি বৃষ লগ্নে জন্ম হয় এবং ঐ লগ্ন বৃহস্পতি বা শনি হইতে ষষ্ঠ স্থানে স্থিত হয় অর্থাৎ শনি বৃহস্পতি ধনু রাশিতে থাকে, আর অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ দিবসে জাতকের মৃত্যু হয়।

মিথুনলগ্নরিষ্টি—মিথুন লগ্নে জন্ম হইয়া কর্কটে শনি, এবং ধনুতে রবি থাকিলে ১৪ দিনের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়।

কর্কটলগ্নরিষ্টি—জন্ম লগ্ন কর্কট হইলে এবং তুলায় বা কুম্ভ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিয়া মঙ্গল ও রাহুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক ১৪ দিন মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

সিংহলগ্নরিষ্টি—যদি সিংহলগ্নে জন্ম হয়, ও চন্দ্র লগ্নে অবস্থিতি করে এবং মকর ভিন্ন অন্য রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে পিতার সহিত জাতকের মৃত্যু হয়।

কন্যালগ্নরিষ্টি—কন্যা লগ্নে জন্ম এবং ঐ লগ্নে চন্দ্র বৃহস্পতির কেন্দ্রে শনি থাকিলে, মাতার সহিত জাতকের মৃত্যু হয়।

তুলালগ্নরিষ্টি—তুলা লগ্নে জন্ম হইয়া ষষ্ঠে শুক্র এবং লগ্নে চন্দ্র থাকিলে ২০ দিনের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়।

বৃশ্চিকলগ্নরিষ্টি—বৃশ্চিক লগ্নে যদি জন্ম হয় এবং কর্কটে যদি চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে দিবাজাত রাত্রিতে এবং রাত্রি-জাত দিবাভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ধনুর্লগ্নরিষ্টি—যদি ধনু লগ্নে জন্ম হয়, এবং বৃহস্পতি ঐ লগ্নে থাকে, মঙ্গলের গৃহে অর্থাৎ মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে শনি থাকে, তাহা হইলে ২০ দিনের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়।

মকরলগ্নরিষ্টি—মকর লগ্নে জন্ম হইয়া মেষে চন্দ্র ও সিংহে রবি রিষ্ট হয়, ইহাতে জাতকের ১৬ দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়।

কুম্ভলগ্নরিষ্টি—কুম্ভ লগ্নে জন্ম হইয়া চতুর্থে চন্দ্র এবং কন্যা তুলায় শুক্র থাকিলে জাতকের মাতুলের সহিত মৃত্যু হয়।

মীনলগ্নরিষ্টি—যদি মীন লগ্নে জন্ম হয়, ঐ স্থানে চন্দ্র এবং বৃশ্চিকে শনি থাকে, তাহা হইলে ১২ দিনের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়।

পঞ্চস্বরায় রিষ্টের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

যদি রাহু চন্দ্রের গৃহে থাকিয়া চন্দ্রের সহিত কিংবা সূর্য্যের গৃহে থাকিয়া সূর্য্যের সহিত একত্র থাকে, আর শনি ও মঙ্গল লগ্নকে দেখে, তাহা হইলে রিষ্ট হয়, এই রিষ্ট হইলে জাতক একপক্ষ মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে মঙ্গল ও নবমে শনি থাকিলে জাতকের মাতার সহিত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। লগ্নে শনি, তৃতীয়ে বৃহস্পতি ও অষ্টমে চন্দ্র থাকিলে জাতকের রিষ্টি হয়। সপ্তমে শনি, নবমে সূর্য্য, একাদশে গুরু ও শুক্র থাকিলে রিষ্ট হয়, এই রিষ্টিফলে জাত-কের এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। লগ্নে শনি ও মঙ্গল, পঞ্চমে চন্দ্র, এবং দ্বাদশস্থানে বুধ থাকিলে রিষ্ট হয়। লগ্নে শনি ও মঙ্গল, অষ্টমে চন্দ্র বা বৃহস্পতি থাকিলে জাত-কের জীবন বৃথা হয়। রবি ও চন্দ্র ষষ্ঠে থাকিলে রিষ্টি হয়। অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ এবং দ্বাদশ স্থানে বুধ থাকিলে, ষষ্ঠে, বা অষ্টমে চন্দ্র, এবং সপ্তমে শনি থাকিলে জাতক পিতা ও মাতার মৃত্যুকারী এবং নিজেও এক মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যদি শুভ অর্থাৎ সৌম্যরাশি লগ্ন হয় এবং ঐ লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে চন্দ্র এবং চতুর্থে শনি থাকে, যদি জাতকের লগ্নে রবি, শুক্র ও শনি এবং দ্বাদশে বৃহস্পতি, লগ্নে রবি, সপ্তমে মঙ্গল এবং কেন্দ্রে শনি, লগ্নে চন্দ্র ও শনি, এবং দ্বাদশে রবি ও মঙ্গল এবং কোন শুভগ্রহ লগ্নকে না দেখে, লগ্নে মঙ্গল, চতুর্থে রাহু ও দ্বাদশে শনি এবং লগ্নে শনি, অষ্টমে চন্দ্র, ও দ্বাদশে শুক্র, লগ্নে সমস্ত পাপগ্রহ, দ্বাদশে সমস্ত শুভগ্রহ, সপ্তমে বা অষ্টমে রাহু থাকে, ঐ দুইস্থান চন্দ্র বা সূর্য্যের গৃহ হয় এবং শনি ও মঙ্গল লগ্নকে দেখে, তাহা হইলে এই সকল যোগ জন্য রিষ্টিদোষে জাতকের অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে।

মাতৃরিষ্টি—দিবাভাগে জন্ম হইলে শুক্র এবং রাত্রিতে জন্ম হইলে চন্দ্র বালকের মাতা হয়, অর্থাৎ এই দুই গ্রহের

অবস্থানুসারে মাতার শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। যদি দিবসে জন্ম হয়, আর শুক্রগ্রহ পাপগ্রহের সহিত থাকে অথবা তৎকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের মাতৃরিষ্টি হয়। যদি শুক্র পাপগ্রহের আলয়ে থাকে এবং শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জাতকের মাতৃরিষ্ট হয়। যদি রাত্রিকালে জন্ম হয় এবং পাপগ্রহের ঘরে চন্দ্র থাকিয়া অনেকগুলি পাপ-গ্রহের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহার মাতৃরিষ্ট হয়। যদি ক্ষীণচন্দ্রকে সমস্ত পাপগ্রহ অবলোকন করে, এবং যদি কোন শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, যদি অষ্টম বা ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র ও সপ্তমে মঙ্গল পাপগ্রহযুক্ত হয়, যদি মঙ্গল চন্দ্রের অষ্টমে এবং ঐ স্থান যদি লগ্নের ষষ্ঠ হয়, তবে মাতৃরিষ্ট হইয়া থাকে। আর যদি শুক্রগ্রহকে মঙ্গল দেখে, লগ্ন বা লগ্ন হইতে ৪র্থস্থানে বলবান্ পাপগ্রহ থাকে; লগ্ন ও চতুর্থস্থানস্থিতগ্রহ দ্বারা এবং চতুর্থাধিপতি গ্রহের অবস্থান দ্বারা মাতৃরিষ্ট স্থির করিতে হয়।

যদি চন্দ্র শনি ও মঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী হয়, অথবা রবি ও মঙ্গলের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে মাতৃরিষ্ট হয়। যদি কেন্দ্র স্থানে পাপগ্রহের সহিত চন্দ্র পাপ গ্রহগণ কেন্দ্র ও ত্রিকোণে থাকে এবং পাপগ্রহযুক্ত শুক্রের চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকে, যদি চন্দ্র পাপগ্রহ দ্বারা অবলোকিত হয়, এবং ষষ্ঠে পাপগ্রহ থাকে, যদি লগ্নের সপ্তম স্থানে সূর্য্য উচ্চ বা নীচ রাশিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাত-কের মাতৃরিষ্ট হয়। এই সকল মাতৃরিষ্ট হইলে জাতকের মাতৃবিনাশ হইয়া থাকে।

পিতৃরিষ্ট—দিবাভাগে সূর্য্য এবং রাত্রিতে শনি জাতকের পিতা হইয়া থাকে এবং রাত্রিতে রবি পিতার ভ্রাতা ও দিবসে শনি পিতার ভ্রাতা হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানে রবি অবস্থান করিয়া শনি ও মঙ্গলকর্তৃক অবলোকিত হয়, এবং বৃহস্পতি ও শুক্র যদি না দেখে তাহা হইলে জাতকের পিতৃরিষ্ট হয়। দ্বিতীয়স্থানে রাহু ও শুক্র, অষ্টমস্থানে চন্দ্র ও শনি, মঙ্গল মিত্রগৃহে লগ্ন হইতে চতুর্থস্থানে অবস্থান করে, যদি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে মঙ্গল, দ্বাদশস্থানে দুই বা তিন পাপগ্রহ থাকে এবং তাহাতে শুভ-গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, যদি রবি অষ্টমস্থানে কিংবা রাহুর সহিত মিলিত হইয়া জন্ম লগ্নে থাকে।

লগ্ন হইতে ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে মঙ্গল এবং দশমে শনি থাকে, যদি চন্দ্র শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত না হইয়া তিনটি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, লগ্ন হইতে চতুর্থস্থানে শনি, সপ্তম কিংবা দশম-স্থানে মঙ্গল থাকে, চন্দ্র বা মঙ্গল পাপগ্রহযুক্ত হইয়া অষ্টমস্থানে থাকে, সপ্তমে মঙ্গল এবং অষ্টমে শনি ও রবি থাকিয়া যদি শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট না হয়; সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থিত, সেই রাশি হইতে সপ্তমরাশিতে শনি ও মঙ্গল থাকিলে, অথবা অন্য কোন রাশিতে শনি ও মঙ্গলের মধ্যে রবি থাকে, এই সকল যোগ জাতকের পিতৃরিষ্টকারক, এই সকল পিতৃরিষ্ট হইলে অচিরে জাতকের পিতৃবিয়োগ হইয়া থাকে।

ভ্রাতৃরিষ্ট—ধনস্থানে শনি ও মঙ্গল এবং তৃতীয়স্থানে রাহু থাকিলে জাতকের ভ্রাতৃরিষ্ট হয়।

লগ্ন ও রাশ্যধিপরিষ্ট—লগ্নাধিপতি ও রাশ্যধিপতিগ্রহ অস্তমিত হইয়া লগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিতে থাকিলে যথাক্রমে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে জাতকের মৃত্যু ঘটে।

শুভগ্রহরিষ্ট—শুভগ্রহগণ অশুভ ও বক্রগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম অথবা উভয় স্থানে থাকিয়া কোন শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হইলে একমাস মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়।

পাপগ্রহরিষ্ট—কোন একটী বলবান্ পাপগ্রহ শত্রুদৃষ্ট ও শত্রু-গৃহস্থিত হইয়া লগ্নের অষ্টমস্থানে থাকিলে জাতকের মৃত্যু হয়।

প্রথমে এই সকল রিষ্ট বিচার করিয়া তাহার শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়। রিষ্ট হইলেই যে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিতে হইবে তাহা নহে। রিষ্টভঙ্গ আছে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে।

রিষ্টভঙ্গযোগ—যদি কেন্দ্র স্থানে এবং ত্রিকোণে অর্থাৎ নবপঞ্চমে একটীও শুভগ্রহ থাকে, আর সেই গ্রহ অস্তমিত না হইয়া উদিতাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে জাতকের সকল দোষ নষ্ট করিয়া তাহাকে দীর্ঘায়ু এবং পীড়ারহিত করে। শুভগ্রহগণ সম্পূর্ণ বলবান্, পাপগ্রহগণ দুর্ব্বল, এবং শুভগ্রহের ক্ষেত্রে লগ্ন হইয়া শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক সমস্ত আপদ্ হইতে অব্যাহতি পায়। পূর্ণচন্দ্র শুভগ্রহের ক্ষেত্রে থাকিয়া শুভগ্রহের নবাংশে থাকিলে রিষ্টভঙ্গ হয়। বিশেষতঃ চন্দ্র যদি শুক্রকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে সকল প্রকার দোষ একেবারে নষ্ট হয়। যেরূপ গরুড় সমস্ত সর্পকুল বিনাশ করে, তদ্রূপ শুভগ্রহের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্র বালকের সমস্ত রিপুদোষ নষ্ট করে।

যদি পূর্ণচন্দ্র আপনার উচ্চ বা স্বগৃহে, অথবা মিত্র শুভগ্রহ বা নিজের ষড়্‌বর্গে থাকিয়া শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয় এবং পাপগ্রহযুক্ত কিংবা পাপগ্রহ অথবা তাৎকালিক শত্রুগ্রহ-কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে দিনপতি যেরূপ হিমরাশি নষ্ট করে, উক্ত চন্দ্রও সেইরূপ সমুদয় রিপুদোষ বিনষ্ট করিয়া থাকে। চন্দ্র হইতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম রাশিতে পাপগ্রহ না থাকিয়া শুভগ্রহ থাকিলে সকল রিষ্ট ভঙ্গ হয়।

যদি শুক্লপক্ষে রাত্রিতে এবং কৃষ্ণপক্ষে দিবাভাগে জন্ম হয় এবং শুভাশুভ গ্রহগণ অবলোকিত চন্দ্র ষষ্ঠ বা অষ্টমস্থানে

থাকে, তাহা হইলে উক্ত চন্দ্র শিশুকে বিনাশ না করিয়া তাহাকে সকল দোষ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

তুলা, ধনু ও মীন রাশির মধ্যে কোন একটী রাশি জন্ম-লগ্ন হইলে তাহাতে শনি থাকিলে সমস্তরিষ্টদোষ নষ্ট হয়, কিন্তু অন্য রাশি লগ্ন হইয়া তাহাতে শনি থাকিলে মৃত্যু হয়। লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ বা একাদশস্থানে যদি রাহু থাকে, এবং ঐ রাহু যদি শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে রিষ্টভঙ্গ হয়।

মেষ, বৃষ, কিংবা কর্কট রাশিতে রাহু অবস্থান করিলে রিষ্টভঙ্গ হয়। শনি ও রাহু মিলিত হইয়া যদি সিংহ রাশিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতকের সমস্ত রিষ্টভঙ্গ হইয়া সে ভূপতি হয়। যদি লগ্নে বুধ, সপ্তমে শুক্র এবং কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি থাকে, শুক্র স্বগৃহে এবং পাপগ্রহগণ পাপক্ষেত্রে থাকিয়া শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, চন্দ্র বুধ, শুক্র বা বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে বা দ্বাদশাংশে থাকিলে কিংবা লগ্নাধিপতির তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, দশম বা একাদশস্থ হইয়া শুভদৃষ্ট হইলে সকল রিষ্টদোষ বিনষ্ট হয়। (জাতকচ০ জ্যোতিস্তত্ত্বপ্র০)

জাতকের এইরূপে রিষ্ট ও রিষ্টভঙ্গ (ফাঁড়া) স্থির করিতে হয়। যে সকল জাতকের রিষ্ট থাকে, তাহাদের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

রিষ্ফ (ক্লী) রিঃ ফ, লগ্নাবধি দ্বাদশ স্থান।

রিষ্য (পুং) রিষ্যতে ইতি রিষ-ক্যপ্। মৃগবিশেষ। 'ঋষ্য ঋশ্যো রিশ্যো রিষ্য এণঃ স্যাদেণকোঽপি চ।' (শব্দরত্না০)

রিষ্যমূক (পুং) ঋষ্যমূকপর্ব্বত। [ঋষ্যমূক দেখ]

রিষ্ব (ত্রি) রিষ বধে (সর্ব্বনিঘৃষ্বরিষ্বেতি। উণ্ ১। ১৫৩) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। বধক।

রিসোদ, বেরাররাজ্যের বাসীমজেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। প্রাচীন নাম "ঋষিবৎক্ষেত্র"। অক্ষা০ ১৯° ৫৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬°৫১´ পূঃ। ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে হাইদরাবাদ সেনাদলের একটী বিভাগ এই নগরের উপকণ্ঠস্থিত চিচাম্বা গ্রামে একদল রোহিলা দস্যুকে ঘোরতর যুদ্ধের পর বশীভূত করে।

রিহ্, বধ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রেহতি। লোট্-রেহতু। লিট্ রিরেহ। লৃট্ রেহিষ্যতি।

রিহৎ (অব্য) লেহনকরণ। রিহস্ এইরূপ পাঠও দেখা যায়। (নৈঘণ্ট০ ৩।২)

রিহাণ (ত্রি) ১ সেবাকরণ। ২ পদলেহন। ৩আনুগত্যাস্বীকার।

রিহায়স্ (পুং) ১ দস্যু। ২ চোর, স্তেন। (নৈঘণ্ট০ ৩।২৪)

রিহ্লণ, কাশ্মীরস্থ একজন রাজপুঙ্গব। (রাজতর০ ৭।১৩৮)

রিহ্বন্ (পুং) চোর।

রী, ১ রব। ২ গতি। ৩ বধ। ক্র্যাদি০ প্যা০ পরস্মৈ০ অক০ পক্ষে সক০ অনিট্। লট্ রিণাতি। রিণীয়াৎ। লঙ্ অরিণাৎ। লিট্-রিরায়। লুট্ লৃট্ রেষ্যতি। লোঙ্ রীয়াৎ। লুঙ্ অরৈষীৎ, অরৈষ্টাং অরৈষুঃ। অরেষ্ট অরেষাতাং অরেষত। সন্ রিরীষতি-তে। যঙ্-রেরীয়তে। যঙ্লুক্ রেরয়ীতি রেরেতি। ণিচ্ রেপয়তি। লুঙ্ অরীরিপৎ।

রী (স্ত্রী) রী-ক্বিপ্। ১ গতি। (শব্দরত্না০) ২ রব। ৩ বধ।

রীঢ়া (স্ত্রী) ঘৃণা। "মোচ রীঢ়া জুগুপ্সাচ হৃণীয়া হৃণিয়া ঘৃণা' ইতি বাচস্পতিঃ, অয়স্ত লজ্জায়াং প্রসিদ্ধেঃ "প্রমাদাৎ ঘৃণায়াং প্রযুক্তঃ ইতি কলিঙ্গঃ" (অমরটীকায় ভরত)

রীঠা (স্ত্রী) রীঠাকরঞ্জ।

রীঠাকরঞ্জ (পুং) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। হিন্দী রীঠা। বম্বে—রিথা, তামিল—পিন্নান কোট্টই। তৈলঙ্গ—রীঠাকরঞ্জ মনেচট্টু। সংস্কৃত পর্য্যায়—গুচ্ছক, গুচ্ছপুষ্পক, গুচ্ছফল, অরিষ্ট, মঙ্গল্য, কুম্ভবীজক, প্রকীর্য্য, সোমবল্ক, ফেনিল। ইহার ফলগুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাত, কফ, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি, বিষ ও বিস্ফোটনাশক। (রাজনি০)

রীঢ়ক (পুং) পৃষ্ঠবংশ। (হেম)

রীঢ়া (স্ত্রী) রিহ-বন্ধে ঔণাদিকঃ ক্তঃ। অবজ্ঞা। (অমর)

রীণ (ত্রি) রী-ক্ত, ওদিতশ্চেতি ন। ১ স্রুতজলাদি। ২ ক্ষরিত। (অমর)

রীতি (স্ত্রী) রী-ক্তিচ্-ক্তিন্ বা। ১ আরকূল, পিত্তল। ২ প্রচার। ৩ স্যন্দ। (অমর) ৪ লৌহকিট্ট, লৌহমল, মণ্ডূর। ৫ দগ্ধ স্বর্ণাদি মল। (ধরণি) ৬ সীসা। ৭ শ্রবণ। ৮ গতি। ৯ স্বভাব, ইহার পর্য্যায় রূপ, লক্ষণ, ভাব, আত্মা, প্রকৃতি, সহজ, রূপতত্ত্ব, ধর্ম্ম, সর্গ, নিসর্গ, শীল, সতত্ত্ব, সংসিদ্ধি। (হেম)

"নিশান্ত ক্লিষ্ট চক্রাহ্বরীতিহ্রস্বো রসক্রমঃ।"

(কথাসরিৎসা০ ১৪। ৬২)

১০ স্তুতি। "মহীব রীতিঃ শবসাসরৎ পৃথক্" (ঋক্ ২।২৪।১৪) 'মহীব রীতিঃ মহতী স্তুতিরিব'. (সায়ণ) ১১ কাব্যের আত্মা। (বামন) এক একটী রীতি অনুসারে কাব্য বর্ণিত হয়, এই জন্য বামন রীতিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই রীতি ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্য্যগুণভেদে গৌড়, বৈদর্ভ ও পাঞ্চাল এই তিন প্রকার।

"ওজঃপ্রসাদমাধুর্য্যগুণত্রিতয়ভেদতঃ।
গৌড়বৈদর্ভপাঞ্চালরীতয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (কাব্যচন্দ্রিকা)

গুণত্রয়ের লক্ষণ—

ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বং মাংসলং পদডম্বরম্।
বাক্যার্থ পদমগ্রাম্যং প্রসাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

শব্দার্থয়োস্তু রসবন্মধুরং পরিকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্বলোকাবগম্যং যদ্গ্রাম্যং তদভিধীয়তে।
সুশ্রাব্যমপিগম্ভীরং প্রসন্নমুপনাগরম্॥"

গ্রাম্যের উদাহরণ যথা—

"কন্যে মন্যেঽপ্যসৌ ধন্যো যস্ত্বামত্র বিবাহয়েৎ।
নাল্পেন তপসা লভ্যঃ সুন্দরস্ত্রীসমাগমঃ॥"

উপনাগর যথা—

"ত্বদ্বিম্বাধরং স্বাদু নাবিদন্নবিদোজনাঃ।
বসুধায়াং সুধাভাবান্ মৃষা স্বর্গং যিয়াসবঃ॥
শব্দালঙ্করণং তৎ স্যাদ্ যদনুপ্রাস ভাস্বরম্।
বর্ণাবৃত্তিরনুপ্রাসঃ পদে পাদে বিধীয়তে।
পদাবৃত্তিস্তু যমকমাদিমধ্যান্ত সর্ব্বগম্॥"

রীতিত্রয়ের উদাহরণ যথা—

"গঙ্গো[illegible]জটাজুটাগ্রংফণিস্ফূর্জ্জংফুৎকৃতিভীতি-
সম্ভূক্তিচমৎকারস্ফুরৎ সম্ভ্রমা।
আনন্দামৃতবাপিকা বিদধতী চিত্তে গিরীশ প্রভোস্বাং
পায়াল্লবসঙ্গমে ভগবতী লজ্জাবতী পার্ব্বতী॥
ভবতো বিরহব্যাধিমধিগম্য সসম্ভ্রমা।
কামিনী যামিনীকান্তং কৃতান্তমিব পশ্যতি॥
হস্তালি সন্তাপনিবৃত্তয়েঽস্যাঃ কিং তালবৃন্তং তরলীকরোষি।
উত্তাপ এষোঽস্মরতাপহেতুর্নতল্রুবোনব্যজনাপনেয়ঃ॥"
(কাব্যচন্দ্রিকা)

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে, পদসংঘটনার অর্থাৎ উত্তমরূপে পদযোজনার নাম রীতি, ইহা রসের উপকারিণী। এই রীতি চারি প্রকার বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী। যে স্থলে মাধুর্য্যব্যঞ্জক বর্ণদ্বারা সুললিত পদরচনা করিয়াও তাহা অবৃত্তি বা অল্পবৃত্তিযুক্ত থাকে ও তাহাকে বৈদর্ভী রীতি কহে। যে স্থলে ওজঃপ্রকাশক বর্ণদ্বারা পদ রচনা হয় এবং ঐ পদ সকল সমাসবহুল হইয়া থাকে, তাহাকে গৌড়ী রীতি কহে। যে স্থলে বৈদর্ভী ও গৌড়ী এই দুইটী রীতি ভিন্ন অন্য বর্ণদ্বারা সমাসযুক্ত ৫টী বা ৬টী পদ দ্বারা সুললিত রচনা হয়, তথায় পাঞ্চালী রীতি হইয়া থাকে।

বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতির মধ্যস্থা যে রীতি, তাহাকে লাটী কহে অর্থাৎ যাহা বৈদর্ভীও নহে এবং পাঞ্চালীও নহে এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তিনী তথায় লাটী রীতি হইয়া থাকে।

"পদসংঘটনা রীতিরঙ্গসংস্থা বিশেষবৎ।
উপকর্ত্রী রসাদীনাং সা পুনঃ স্যাচ্চতুর্বিধা॥
মাধুর্য্যব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈরচনা ললিতাত্মিকা।
অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে॥
ওজঃপ্রকাশকৈর্বর্ণৈর্বন্ধ আড়ম্বরঃ পুনঃ।
সমাসে বহুলা গৌড়ী বর্ণৈঃ শেষৈঃ পুনর্দ্বয়োঃ॥
সমস্তপঞ্চষপদো বন্ধঃ পাঞ্চালিকা মতা।
লাটী তু রীতি বৈদর্ভী পাঞ্চাল্যোরন্তরাস্থিতা॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৯ পরি°)

রীতিক (ক্লী) পুষ্পাঞ্জন। (রাজনি°)

রীতিকা (স্ত্রী) ১ কুসুমাঞ্জন। (শব্দচ°) ২ পিত্তল।

"অষ্টৌ সীসকভাগাঃ কাংসস্য দ্বৌ তু রীতিকাভাগঃ।
ময় কথিতো যোগো[illegible] বিজ্ঞেয়ো বজ্রসংঘাতঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৫৭।৮)

রীতিপুষ্প (ক্লী) রীতেঃ পিত্তলস্য পুষ্পমিব তদাকৃতিত্বাৎ। কুসুমাঞ্জন। (অমর)

রীর (পুং) শিব। (জটাধর)

রীরী (স্ত্রী) পিত্তলভেদ।

রীব্, ১ গ্রহণ। ২ আচ্ছাদন। ভ্বাদি° উভয়° সক. সেট্। লট্ রীবতি-তে। লোট্ রীবতু-তাং। লুঙ্ অরীবীৎ, অরীবিষ্ট।

রু, ১ শব্দ, ধ্বনি। ২ বধ, ৩ গতি। তুদা° পরস্মৈ° অক: সেট্। গত্যর্থে ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ রৌতি রবীতি। লিট্ রুরাব, রুরুবতুঃ, রুরুবিথ। লুট্ রবিতা। লৃট্ রবিষ্যতি। লুঙ্ অরাবীৎ, অরাবিষ্টাং অরাবিষুঃ। সন্[illegible]ষতি। যঙ্ রোরূয়তে। যঙ্লুক্ রোরবীতি। ণিচ্ রাবয়তি। লুঙ্ অরীরবৎ। ভ্বাদিপক্ষে রবতে। অরবিষ্ট।

রু (পুং) শব্দ। (একাক্ষরকোষ)

রুআ (দেশজ) ১ রোপণ করা। ২ বংশনির্ম্মিত গৃহছাদের আড় কাঠ হইতে যে সকল বংশদণ্ড ঢালুভাবে চারিদিকে রোয়াকের খোটায় ঝুলাইয়া দেয়।

রুই (দেশজ) মৎস্যভেদ, রোহিত মৎস্য।

রুইদাস, রয়দাসী বা রুইদাসী নামক বৈষ্ণবধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক। ইনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাধক রামানন্দস্বামীর শিষ্য। প্রবাদ এই যে, চর্ম্মকারজাতির মধ্যেই তিনি স্বীয় ধর্ম্মমত বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপরাপর সাম্প্রদায়িক লোকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হয় নাই। কিন্তু শিখজাতির আদিগ্রন্থে তাঁহার রবিদাস নাম এবং তাঁহার রচিত কোন কোন গ্রন্থ উহাতে সন্নিবিষ্ট থাকায় অনুমান হয় যে, তিনি এককালে সাধারণে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এখনও কাশীবাসী শিখদিগের মুখে যে সকল স্তব বা সঙ্গীত শ্রুত হওয়া যায়, তাঁহার অধিকাংশই রুইদাসের বিরচিত।

ভক্তমালগ্রন্থ ভিন্ন উক্ত মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে আর

কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে:—রামানন্দস্বামীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এক ব্রহ্মচারী ভগবানের ভোগসামগ্রী সংগ্রহার্থ প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। একদিন টহলে গিয়া সে এক বণিকের গৃহে উপনীত হয় এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তু আনিয়া গুরুর হস্তে অর্পণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বণিক্ সৈনিকদিগের খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় করিত।

রামানন্দস্বামী ভোগনিবেদন কালে ভগবানের সাক্ষাৎ না পাইয়া, অন্তরে চিন্তা করিলেন, বোধ হয় ভোগের দ্রব্যে কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; তদনুসারে তিনি ব্রহ্মচারীকে ডাকাইয়া ভোগসামগ্রীর আহরণবৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক হইলেন। ব্রহ্মচারীর মুখে যথাপূর্ব্ব শ্রুত হইয়া তিনি মনের খেদে তাহাকে বলিলেন,'হা চামার'। গুরুবাক্য লঙ্ঘন হইবার নহে, অচিরে ব্রহ্মচারী দেহত্যাগ করিয়া চর্ম্মকারগৃহে আশ্রয় লইলেন। জাতকর্ম্মের পর তাঁহার রুইদাস নাম রাখা হইল।

শিশু রুইদাস পূর্ব্বজন্মের সদ্গুরুর আশ্রয় ও সাধুসঙ্গের ফলে, পূর্ব্বজন্মের ব্যাপার বিস্মৃত না হইয়া জাতিস্মর হন। গুরুদেবের সহিত আপনার বিচ্ছেদসূচনা করিয়া তিনি অহরহঃ আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বিন্দুমাত্রও দুগ্ধপান করিতেন না। শিশুর এরূপ ভাব দেখিয়া জনকজননী উৎকণ্ঠিত হইলেন, তাঁহারা পুত্রের জীবনাশঙ্কা জানিয়া মঙ্গল কামনায় রামানন্দস্বামীর সন্নিধানে উপনীত হইলেন। স্বামীজী পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সেই শিষ্য সন্দর্শনে আসিলেন। গুরুর দর্শনলাভ করিয়া শিশুর দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল।

"তৃষিত চাতকে যেন জলধারা মিলে।
দরিদ্রের রতন যেন মিলে হারাইলে॥
দুনয়নে বহে ধারা না পারে কহিতে।
গুমরিয়া রহে নারে দুঃখ নিবেদিতে॥" (ভক্তমাল)

রামানন্দ কৃপা করিয়া তাহার কর্ণে মহামন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্রলাভে পুলকিতচিত্ত শিশু স্তন্যপান করিল এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বিষ্ণুপদেই অনুরক্ত রহিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রুইদাস স্বীয় জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিল এবং তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহাতে বৈষ্ণবসেবা করিত। একদা দ্রব্যের মহার্ঘতানিবন্ধন ভগবান্ বৈষ্ণবরূপে তাহার সমীপে আসিয়া স্পর্শমণি দান করেন। বিষ্ণুভক্ত রুইদাস সে তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যে সমাদর করেন নাই।

ইহার প্রায় ত্রয়োদশ মাস পরে বিষ্ণু পুনরায় আপন ভক্তকে দেখিতে আগমন করেন। তিনি স্পর্শমণির অনাদর দেখিয়া পুনরায় ভক্তপরীক্ষার্থ কোন এক নিভৃত স্থানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া রাখেন। রুইদাস কাঞ্চনের প্রলোভনে বিশেষ বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থান পরিত্যাগ করেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণুভক্তের মনোভাব বুঝিয়া স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, ঐ ধন তুমি স্বকীয় কার্য্যে অথবা দেবসেবায় ব্যয় কর। রুইদাস স্বীয় ইষ্টদেব কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুজ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বারা একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শালগ্রামশিলা স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং সেই মন্দিরের অধ্যক্ষ হইলেন।

ব্রাহ্মণেরা বিদ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, 'মহারাজ আপনার রাজ্যে এক চর্ম্মকার শালগ্রাম অর্চ্চনা করিতেছে এবং সমস্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া সকলের জাতিচ্যুতি ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছে।' রাজা ব্রাহ্মণমণ্ডলীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তদণ্ডেই সেই চর্ম্মকারসুতকে ডাকাইয়া শালগ্রাম পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। রাজাদেশ মত রুইদাস সেই স্থানের একটী নির্দ্দিষ্ট আসনোপরি শালগ্রাম রক্ষা করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ নানা স্তবস্তুতি করিয়াও সেই স্থান হইতে শিলারূপী নারায়ণকে উঠাইতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে রুইদাস স্বয়ং তাহা কোলে লইলে রাজা তাঁহার পরমার্থ সাধনাবিষয়ে সংশয়শূন্য হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অযথা ঈর্ষাপরতা হইতে বিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন।

এই সময়ে চিতোররাজমহিষী ঝালী রুইদাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ রাজপত্নীর ঈদৃশ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহাচরণে উপক্রম করিলে, তিনি শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হন। স্বীয় শিষ্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে রুইদাস অনতিকাল মধ্যেই চিতোরে আসিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর তাঁহার পরামর্শ মতে একদিন রাজপত্নী ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। ব্রাহ্মণেরা রাজপ্রাসাদে আগমনপূর্ব্বক ভোজনপংক্তিতে উপবেশন করিয়া ভোজনকালে পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখেন যে, প্রত্যেক দুইজন ব্রাহ্মণের মধ্যে একএকজন রুইদাস অবস্থান করিতেছেন। তখন তাহারা ভক্তিবিহ্বলচিত্তে তাঁহার শরণাগত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

রুক (ত্রি) বহুপ্রদ। (শব্দমালা)

রুকনুউদ্দীন্ দবীর, সামাএল আত্কিয়া নামক গ্রন্থ রচয়িতা। ঐ গ্রন্থে ভগবানের ও মুসলমান সাধুগণের মাহাত্ম্য এবং অলৌকিক কার্য্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রুকন্ উদ্দীন্ (শেখ), জনৈক মুসলমান সাধু। আবুলফতে নামে পরিচিত। ইনি মুলতানবাসী বিখ্যাত মুসলমান সাধু সেখ বহাউদ্দীন্ জাকারিয়ার পৌত্র ও শেখ সদরউদ্দীন্ আরিফের পুত্র। ইনি ১৩১০ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন্ সিকেন্দর সানির রাজ্যকালে জীবিত ছিলেন।

রুকনুউদ্দীন্ ফিরোজ (সুলতান), দিল্লীর দাসবংশীয় নরপতি সুলতান সামসউদ্দীন্ আলতমাসের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১২৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তিনি রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন, কিন্তু স্বীয় যথেচ্ছপ্রকৃতিনিবন্ধন ছয়মাস কালের মধ্যেই অমাত্যগণ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ হইলেন। উক্ত বর্ষের ১৯শে নবেম্বর সর্ব্বসাধারণের অভিমতে সুলতানা রিজিয়া রাজতক্তে উপবেশন করিয়াছিলেন। রুকনুউদ্দীন্ কারাগারেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

রুকনুউদ্দীন্ মসাউদ্ মসিহি, জাবিতাৎ-উল্-ইলাজ নামে আরবী ভাষায় একখানি হেকিমি গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি একজন সুকবি, ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

রুকনুউদ্দৌলা য়াৎকাদ্ খাঁ, কাশ্মীরবাসী জনৈক মুসলমান, ইহার প্রকৃত নাম মহম্মদ মুরাদ। মোগলসম্রাট্ ফরুখসিয়রের মাতা সাহিবা নিশবান্ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানই রুকনুউদ্দৌলার জন্মভূমি। এই কারণে বাল্যাবস্থা হইতেই উভয়ের পরিচয় ছিল।

যখন সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাচারে ফরুখ্সিয়র উৎকণ্ঠিত-চিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাতা স্বীয় বাল্যবন্ধু মুরাদের সহিত পুত্রের সম্মিলন করিয়া দেন। এই ব্যক্তি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়েরই হস্ত হইতে সম্রাট্কে মুক্ত করিয়া দিবেন এবং বিনা যুদ্ধে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে ইহলোক হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন, এইরূপ আশ্বাসবাক্যে ও তোষামোদে সম্রাট্ ফরুখ্সিয়রকে বশীভূত করিয়া রাজ্যের একটী উচ্চ কর্ম্মচারীর পদ লাভ করেন। ক্রমে তিনি সম্রাটের অনুগ্রহে রুকনুউদ্দৌলা উপাধি সহ ৭ হাজারী মনসবদার-পদ ও তদনুরূপ জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট্ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি নিজাম উল্-মুলকের নিকট হইতে মুরাদাবাদ বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যান্য ভূ-সম্পত্তির সহিত একটী সুবৃহৎ সুবাদারী সংগঠনপূর্ব্বক রুকনের হস্তে তাঁহার রক্ষণভার অর্পণ করিলেন। এই কারণে অনেকেই ফরুখ্সিয়রের উপর চটিয়া উঠিলেন। সৈয়দদ্বয় ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফরুখ্সিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রুকন্ উদ্দৌলাকে লাঞ্ছনার সহিত কারারুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তাহাকে অশেষবিধ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার গুপ্তধনসমূহের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজ্যকালে রুকন্ উদ্দৌলার মৃত্যু হয়।

রুকন্ কাশী (হাকিম), একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি ও রাজবৈদ্য। ইনি প্রসিদ্ধ পারস্যপতি মহাত্মা শাহআব্বাসের বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। কোন কারণে পারস্যপতির ক্রোধে নিপতিত হওয়ায় তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি মোগল-সম্রাট্ অকবরশাহের অধীনে নিযুক্ত হইলেন এবং যথাক্রমে জাহাঙ্গীর ও শাহজহান বাদশাহের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত বিশেষ সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য সমাধান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত সম্রাটের রাজত্বকালে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি মক্কাতীর্থে গমন করেন। মক্কা-সন্দর্শনার্থ পারস্যে আসিয়া এখানে কিছুদিন বাসের পর ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগত হন। তাঁহার রচিত প্রায় লক্ষ বয়াৎ পাওয়া যায়।

রুকিয়াবেগম (সুলতান), মোগল-সম্রাট্ বাবর্ শাহের পৌত্রী ও মীর্জা ছন্দলের কন্যা। ইনি মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের প্রধানা মহিষী ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। জাহাঙ্গীর-তনয় শাহজহান ভূমিষ্ঠ হইবার পর অকবর সেই বালককে স্বীয় প্রধানা পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই লালনপালনে নিয়োগ করেন। ইনি নূরজাহান বেগমের আশ্রয়দাত্রী ছিলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে আগ্রানগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রুক্কাম (ত্রি) আলোক বা জ্যোতি। (তৈত্তিরীয়স° ১।২।৩।৩)

রুক্প্রতিক্রিয়া (স্ত্রী) রুজঃ প্রতিক্রিয়া নিরসনং। চিকিৎসা। রোগের প্রতিকার। (অমর)

রুক্ম (ক্লী) রোচতে শোভতে ইতি রুচ্ (যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ। উণ্ ১। ১৪৫) ইতি মক্, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। ১ কাঞ্চন, স্বর্ণ।

"রুক্মনিষ্কসহস্রে দ্বে ষোড়শাশ্বশতানি চ।
সৎকৃত্য কেকয়ীপুত্রং কৈকেয়ো ধনমাদিশৎ॥"(রামা° ২।৭০।২১)

২ ধুস্তূর। ৩ লৌহ। ৪ নাগকেশর। (পুং) ৫ বর্ণ। (ত্রি) ৬ দীপ্তিশীল। "দিবি রুক্ম ইবোপরি" (ঋক্ ৫।৬১।১২) 'রুক্মঃ রোচমানঃ' (সায়ণ)

রুক্মকবচ (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ। কম্বলবর্হির পুত্র। (হরিবংশ ৩৬ অ°) ভাগবত মতে উশনার আত্মজ (ভাগবত ৯।২৩।৩৩), বিষ্ণুপুরাণ মতে উশনা রাজার পৌত্র ও শিতেষুর পুত্র। অপর নাম রুচক।

রুক্মকারক (পুং) রুক্মং স্বর্ণালঙ্কারং করোতীতি কৃ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্, ততঃ স্বার্থে কন্। স্বর্ণকার। (অমর)

রুক্মকেশ (পুং) ভীষ্মকরাজের পুত্রভেদ। (ভাগবত ১০।৫২ অ°)

রুক্মপাশ (পুং) স্বর্ণালঙ্কার পরিধানার্থ সূত্রবিশেষ। (শতপথব্রা০ ৬।৭।১।৭)

রুক্মপুর (ক্লী) নগরভেদ। এখানে গরুড় বাস করেন।

রুক্মপূর্ব্ব (ত্রি) সোণার পাত মোড়া বা কলাই করা।

রুক্মপ্রস্তরণ (ত্রি) স্বর্ণপুষ্পাদি চিত্রিত বহির্বাসভেদ। (অথর্ব্ব ১৪।২।৩০) বারাণসী কাপড়।

রুক্মবাহু (পুং) ভীষ্মকরাজার পুত্রভেদ। (ভাগ০ ১০।৫।২২)

রুক্মময় (ত্রি) স্বর্ণনির্ম্মিত। স্বর্ণমণ্ডিত।

রুক্মমালিন্ (পুং) ভীষ্মকরাজের পুত্রভেদ। (ভাগ০ ১০।৫২।২২)

রুক্মরথ (ত্রি) ১ স্বর্ণনির্ম্মিত রথ। ২ রুক্মরথ বা দ্রোণের রথ। ৩ দ্রোণ। ৪ শল্যের পুত্র। ৫ মহন্তের পুত্র। ৬ ভীষ্মকের পুত্র। ৭ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি ৩৮।১৮)

রুক্মবক্ষস্ (ত্রি) স্বর্ণনির্ম্মিত বক্ষাভরণযুক্ত (মরুৎ)। 'রুক্মবক্ষসঃ রুক্মং রোচমানাভরণং বক্ষস্যুরসি যেষাং তাদৃশাঃ।' (ঋক্ ২।৩৪।২ সায়ণ)

রুক্মবৎ (ত্রি) ১ স্বর্ণাভরণযুক্ত। ২ স্বর্ণযুক্ত। (পুং) ৩ রুক্মির নামান্তর। (হরিবংশ)

রুক্মবতী (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটী চরণ, প্রত্যেক চরণে ১০টী করিয়া অক্ষর। উহার ১, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০ বর্ণ লঘু ও ২, ৩ ও ৭, ৮ বর্ণ গুরু। ২ রুক্মির পৌত্রী ও অনিরুদ্ধের পত্নী। (হরিবংশ)

রুক্মবাহন (ত্রি) ১ স্বর্ণরথযুক্ত। ২ দ্রোণাচার্য্য।

রুক্মস্তেয় (ক্লী) স্বর্ণচৌর।

রুক্মাঙ্গদ (পুং) রাজাবিশেষ। (হিতোপদেশ ১ পরি০)

রুক্মিন্ (পুং) রুক্মো বর্ণবিশেষোঽস্ত্যস্য ইনি। ভীষ্মকরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিলে রুক্মী প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। [রুক্মিণী দেখ।]

রুক্মিণী (স্ত্রী) রুক্মিণী প্রিয়াং ভীষ্। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীভেদ। পর্য্যায়—শ্রী, রমা, সিন্ধুজা, সামা, চলা, হীরা, চঞ্চলা, বৃষাকপায়ী, চপলা, ইন্দিরা, লক্ষ্মী, পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, হরিপ্রিয়া। (জটাধর)

রুক্মিণীর বিষয় হরিবংশে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—বিদর্ভদেশে কুণ্ডিননগরে ভীষ্মক নামে এক নরপতি ছিলেন, তাহার রুক্মিনামে পুত্র এবং রুক্মিণী নামে এক কন্যা জন্মে। ক্রমে রুক্মিণী পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় রূপবতী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর এই রূপের কথা শুনিয়া তাহার প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। এদিকে রুক্মিণীও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া 'অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন তেজস্বী জনার্দ্দনই আমার পতি হইবেন' বলিয়া অভিলাষ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রুক্মী পরশুরামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়া কৃষ্ণের প্রতি অতিশয় বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ কংসঘাতী, এই জন্য ঐ বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া উঠিল। রুক্মী রুক্মিণীর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কিছুতেই বিবাহে সম্মত হইলেন না।

এদিকে জরাসন্ধ ভীষ্মকের নিকট চেদিরাজ শিশুপালকে কন্যাপ্রদান করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বকালে চেদিরাজ বসুর বৃহদ্রথ নামে এক পুত্র হয়। তিনি মগধরাজ্যে গিরিব্রজ নামে এক নগর সংস্থাপন করেন। তাহারই বংশে জরাসন্ধের জন্ম হয়। চেদিরাজ দমঘোষও ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দমঘোষের শিশুপাল প্রভৃতি পাঁচটী পুত্র হয়। এই পুত্র সকল বসুদেবভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দমঘোষ ও জরাসন্ধ উভয়েই একবংশীয় বলিয়া দমঘোষ জরাসন্ধের সহায়তার জন্য স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শিশুপালকে প্রদান করেন। তদবধি জরাসন্ধ শিশুপালকে পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করেন। মহীপতি কংস জরাসন্ধের জামাতা। কংস কৃষ্ণকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে বৃষ্ণিবংশের সহিত জরাসন্ধের বৈরভাব দৃঢ়তর হয়।

এদিকে জরাসন্ধ শিশুপালের নিমিত্ত ভীষ্মকসমীপে রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিলে ভীষ্মক তাঁহাকে কন্যাদান করিতে সম্মত হন। পরে বিবাহের জন্য জরাসন্ধ শিশুপালকে লইয়া বিদর্ভনগরে যাত্রা করিলে রাম ও কৃষ্ণ পিতৃস্বসার প্রীতিসম্পাদনের জন্য বৃষ্ণিগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ক্রথকৌশিক তাহাদিগকে যথাবিধানে স্বভবনে লইয়া গেলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন রুক্মিণী ইন্দ্রাণীর পূজা করিবার জন্য রথে আরোহণ করিয়া দেবমন্দিরোদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অসামান্যরূপলাবণ্যবতী রুক্মিণী দেবালয়সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সহসা কৃষ্ণের নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন। কৃষ্ণ সেই শুক্লদুকূলবাসা রূপবতী রুক্মিণীকে দেখিয়া নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন অনঙ্গ তাঁহার অন্তরাত্মাকে হুতাশনের ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ বলদেবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। অতঃপর রুক্মিণী যখন দেবার্চ্চনা করিয়া দেবালয় হইতে বহির্গত হইতে ছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিতেছেন দেখিয়া জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি রাজন্যবর্গ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে

তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে পরাজিত করিয়া অবশেষে রুক্মিণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। রুক্মী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা ভীষ্মকের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি গোবিন্দকে বিনাশ এবং রুক্মিণীকে না লইয়া গৃহে প্রবেশ করিব না। তখন রুক্মী সৈন্যসমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন এবং নর্ম্মদাতীরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। রুক্মী তখন ক্রোধবশে শ্রীকৃষ্ণের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া শরপ্রহারে রুক্মীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। তখন রুক্মী বিষম আর্ত্তনাদ করিয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

এদিকে রুক্মিণী ভ্রাতাকে মূর্চ্ছিত ও ভূমিলুণ্ঠিত দেখিয়া স্বামিচরণে তাঁহার জীবন ভিক্ষা করিলেন। তখন কৃষ্ণ রুক্মীকে অভয়প্রদান করিয়া স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রুক্মী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া আর কুণ্ডিননগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তিনি বিদর্ভদেশের এক প্রান্তে এক বৃহৎপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন, ঐ পুরী ভোজকট নামে প্রসিদ্ধ হয়।

এদিকে প্রভু কৃষ্ণ বলদেব ও বৃষ্ণিগণের সহিত দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী ছিলেন। রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, মহাবল, প্রদ্যুম্ন, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু ও চারু এই দশপুত্র এবং চারুমতী নামে এককন্যা হয়। বহুকাল অতীত হইলে রুক্মী নিজ দুহিতার বিবাহের নিমিত্ত স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করেন। এই স্বয়ম্বরস্থলে শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে রুক্মিদুহিতা সুভাঙ্গী বরমালা অর্পণ করেন।• (হরিবংশ)

রুক্মিণী স্বয়ং লক্ষ্মীর অবতার। পূর্ব্বে হেমকূট পর্ব্বতে যখন দেবগণ সমবেত হইয়া অংশাবতারের কল্পনা করেন, তৎকালে তাঁহারা প্রথমেই লক্ষ্মীকে বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মি! তুমি অগ্রে পতির সহিত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হও। তথায় কুণ্ডিননগরে ভীষ্মকপত্নীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া কেশবের জন্য প্রতীক্ষা কর। (হরিবংশ ১০৮ অ০)

রুক্মিণী স্বর্গবিহারিণী স্বয়ং লক্ষ্মী এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতেও রুক্মিণীর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল না। ২ স্বর্ণক্ষীরী। (রাজনি০)

রুক্মিণীব্রত (স্ত্রী) যোষিদ্ব্রতভেদ। বৈশাখমাসের শুক্লাদ্বাদশীতিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। চারিবৎসর কাল এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে এই ব্রতের বিধান এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রতের পূর্ব্বদিন হবিষ্যাদি করিয়া থাকিতে হয়। ব্রতদিনে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হইবে। সঙ্কল্প যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রী অমুকীদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা পুত্রপৌত্রাদ্যবচ্ছিন্নসন্ততিধনধান্যসৌভাগ্যাদিপ্রাপ্ত্যুত্তরবিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামা অদ্যারভ্য বর্ষচতুষ্টয়ং যাবৎ রুক্মিণীব্রতমহং করিষ্যে" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করিতে হয়। পরে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া পুরুষসূক্ত দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। তৎপরে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি, পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ ও দশদিক্পাল পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া যথাশক্তি পাদ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। পাদ্যাদি উপচারের বিশেষ কএকটী মন্ত্র আছে।

পাদ্যদান—ওঁ পাদ্যমধ্বশ্রমহরং শীতলং সুমনোহরম্।
পরমানন্দজনকং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥

অর্ঘ্য—ওঁ দূর্ব্বাচন্দনগন্ধাঢ্যমর্ঘ্যমেতৎ প্রযত্নতঃ।
গৃহাণ রুক্মিণীকান্ত প্রসন্নো ভব মে সদা ॥

আচমনীয়—নানাতীর্থোদ্ভবং বারি সুগন্ধি সুমনোহরম্।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং শ্রীনিবাস প্রিয়াসহ ॥

মাল্যদান—ওঁ নানাকুসুমগন্ধাঢ্যং সূত্রগ্রথিতমুত্তমম্।
বক্ষঃশোভাকরং চারু মাল্যং নম্র সুরেশ্বর ॥

যজ্ঞোপবীত—ওঁ তন্তুসন্তানরচিতং সর্ব্বদা বন্দনং করে।
গৃহাণাবরণং শুদ্ধং নিরাভরণসুব্রতম্ ॥

আভরণ—ওঁ নানারত্নসমাযুক্তং স্বর্ণমুক্তাদিনির্ম্মিতম্।
প্রিয়য়া সহ দেবেশ গৃহাণাভরণং মম ॥

বিবিধদ্রব্য দান— ওঁ দধিক্ষীরগুড়াম্রাজ্যপূতলড্ডুকখণ্ডকান্।
গৃহাণ রুক্মিণীনাথ সনাথং কুরু মাং প্রভো ॥

ধূপ—ওঁ কর্পূরাগুরুগন্ধাঢ্যং পরমানন্দদায়কম্।
ধূপং গৃহাণ বরদ বৈদর্ভ্যা প্রিয়য়া সহ ॥

দীপ—ওঁ ভক্তানাং গেহসক্তানাং সংসারধ্বান্তনাশনম্।
দীপমালোকয় বিভো জগদালোকনাদরাৎ ॥"

এইরূপে এই সকল মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া পরে যথাশক্তি জপ ও জপ সমাপন, স্তবপাঠ ও প্রণামাদি করিতে হইবে। পরে লক্ষ্মীর আবরণাদি দেবতা পূজা করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ ও কথা শুনিতে হয়।

ব্রতপ্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে চারি বৎসর কাল ধরিয়া এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। শৌনক কর্তৃক এই ব্রতের বিধান জিজ্ঞাসিত হইয়া সূত শৌনককে এই ব্রতের উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। ব্রতকথার স্থূল-তাৎপর্য্য—আমূল দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠাসংবাদ,শর্ম্মিষ্ঠা কর্তৃক দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ, শুক্রের অভিশাপ এবং বৃষপর্ব্বানন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী ভাবে যযাতি রাজার নিকট অবস্থিত ও এই রুক্মিণীব্রতের প্রভাবে রাজার প্রণয়পাত্রী হইয়া অবশেষে তাহার প্রধানা মহিষী পদপ্রাপ্তি। অশোককাননে সীতা সরমার সহিত এই ব্রত করিয়া সবংশে রাবণনিধনের পর পুনরায় রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হন। দ্রৌপদী এই ব্রত করিয়া পাণ্ডবদিগকে পতিলাভ করিয়াছিলেন। রমাদেবী জামদগ্ন্যের নিকট প্রথমে এই ব্রত গ্রহণ করেন। পরে তিনি এই ব্রতপ্রভাবে স্বামী ও পুত্রের সহিত সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী হইয়া অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্রতপ্রভাবে ইহকালে সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গ হইয়া থাকে।

(কল্কিপু° ৩১ অ°)

রুক্মিদর্প (পুং) রুক্মিণি ভীষ্মকপুত্রে দর্পো যস্য, সঃ তস্য রুক্মিনাশকত্বাৎ। বলদেব। (হলায়ুধ)

রুক্মিদারিন্ (পুং) রুক্মিণং দারয়তীতি দৃ-ণিচ্-ণিনি। বলদেব।

রুক্মিভিৎ (পুং) রুক্মিণং ভিনত্তি ভিদ-ক্বিপ্। বলদেব।

রুক্মেষু (পুং) রাজভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।৩৩ ও হরিবংশ)

রুক্সদ্মন্ (ক্লী) মল।

রুক্ষ (ত্রি) রুহ ঔণাদিক স। ১ অপ্রেম। ২ অচিক্কণ। ৩ নীরস।

"দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ।

রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মো রুক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

বৈদিক প্রয়োগে দীপ্ত ও উজ্জ্বল অর্থবোধক।

রুখড়, দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভেদ। অওঘড়মত-প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মগিরি স্বীয় যোগিগুরু গোরক্ষনাথের নিকট মন্ত্র ব্যতীত কর্ণকুণ্ডলাদি কয়টী নিজ চিহ্ন প্রাপ্ত হন; তিনি তাহাই আবার গুদড়, রুখড়, সুখড় প্রভৃতিকে দান করেন।

এই সম্প্রদায়ী কোন শিষ্য মরিলে, রুখড়েরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। শবদেহকে স্নান করায়, বিভূতি মাখায়, বস্ত্র পরিধান করায় এবং সমাধি দিয়া শেষে তাহার সমুদায় সম্পত্তি অধিকার করিয়া লয়।

ইহারা এক একটী কষায়বর্ণরঞ্জিত খেল্‌কা এবং দুই কর্ণে তাম্র বা পিত্তলের কুণ্ডল পরে। ঐ কুণ্ডলকে ইহারা খেচরী মুদ্রা বলিয়া থাকে।

ইহারা খর্পর অর্থাৎ নারিকেল-মালাতে ধুপাগ্নি জ্বালাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং যাহা কিছু ভিক্ষা পায়, তাহা ঐ খর্পরেই গ্রহণ করে। এই সম্প্রদায়ী যে সকল সন্ন্যাসী মদ্য ও মাংস ব্যবহার করে, তাহারা উখড় নামে পরিচিত।

রুগন্বিত (ত্রি) রুজা অন্বিতঃ ৩-তৎ। পীড়াযুক্ত।

রুগ্‌দাহ (পুং) রুজা দাহঃ। রোগদ্বারা দাহ।

রুগ্‌ভেষজ (ক্লী) রুজঃ ভেষজং। রোগের ঔষধ।

রুগ্ন (ত্রি) রুজ-ক্ত, ওদিতশ্চেতি নঃ। রোগাদিদ্বারা কুটিলীকৃত। পর্য্যায়—ভুগ্ন।

"ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্ন-

স্ত্বাং সংস্মরন্নেবগতঃ পিতা তে।" (রামায়ণ ২।১০২।৯)

২ রোগী। (রাজনি°)

রুগ্মী, জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত পঞ্চম পর্ব্বত। (জৈন হরি° ৫।১৫)

রুগ্‌বিনিশ্চয় (পুং) রুজঃ বিনিশ্চয়ঃ। রোগনির্ণয়।

রুচ, ১ দীপ্তি। ২ অভিপ্রীতি, অভিলাষ, প্রীতিপ্রকাশ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ রোচতে। লোট্ রোচতাং। লিট্ রুরুচে। লুট্ রোচিতা। লৃট্ রোচিষ্যতে। লুঙ্ অরুচৎ, অরোচিষ্ট, অরোচিষাতাং, অরোচিষত। সন্ রুরুচিষতে, রুরোচিষতে। যঙ্ রোরুচ্যতে, যঙ্‌লুক্ রোরোচিতি। ণিচ্ রোচয়তি-তে। লুঙ্-অরূরুচৎ-ত।

রুচ্ (স্ত্রী) আলোক, জ্যোতিঃ, বিদ্যুৎ, ঔজ্জ্বল্য।

রুচ (ত্রি) উজ্জ্বল। দীপ্তিমন্ত। (শুক্লযজুঃ ৩১।২০)

রুচক (ক্লী) রোচতেঽনেনেতি রুচ-(বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৩৭) ইতি কুন্। ১ সর্জ্জিকাক্ষার। ২ অশ্বাভরণ। ৩ মাল্য। ৪ সৌবর্চ্চল। (ভাবপ্র°) ৫ মাঙ্গল্যদ্রব্য। "হারেণ চ মহার্হেণ রুচকেন চ ভূষিতম্।" (ভাগবত ৩।২৩।৩১) 'রুচকেন মঙ্গলদ্রব্যেণ' (স্বামী) ৬ উৎকট। (মেদিনী) ৭ স্বাদুরস। (শব্দরত্না°) ৮ রোচনা। ৯ বিড়ঙ্গ। (হেম) ১০ লবণ। ১১ দক্ষিণদিক্। (বৃহৎস° ৫৩।৩৫) ১২ মাতুলুঙ্গক। (পুং) ১৩ বীজপূর। ১৪ নিষ্ক। ১৫ দন্ত। ১৬ কপোত। (মেদিনী) ১৭ মেরুর সন্নিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ। "ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা।" (বিষ্ণুপু° ২।২।২৬) ১৮ সমচতুরস্র স্তম্ভ। (বৃহৎস° ৫৩।২৮) ১৯ যদুবংশীয় রাজভেদ। [রুক্মকবচ দেখ।] ২০ হরিবর্ষের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। (জৈন হরি° ৫।১৯) ২১ মঙ্গলগ্রহে জন্মিলে রুচক হয়।

রুচা (স্ত্রী) রুচ-ক্বিপ্,পক্ষে টাপ্। ১ দীপ্তি। ২ শোভা। ৩ ইচ্ছা।

"তস্মৈ তস্মৈ ন রুচামভ্যুপৈতি ততশ্চাহং ক্ষমমস্তমন্যে।"

(ভারত ৩।৫।১৩)

৪ শারিকা-শুকবাক্য। (শব্দরত্না°)

রুচি (স্ত্রী) রুচ্যতে ইতি রুচ-(ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ১।১৯)

ইতি ইন্ সচ কিৎ। ১ অভিষঙ্গ। ২ অনুরাগ। ৩ আসক্তি। ৪ স্পৃহা। ৫ অভিলাষ। ৬ গভস্তি, কিরণ। ৭ শোভা।

"লক্ষ্মীবিনোদয়তি যেন দিগন্তলম্বী,
সোঽপি ত্বদাননরুচিং বিজহাতি চন্দ্রঃ।" (রঘু ৫।৬৭)

৮ বুভুক্ষা। (হেম) ৯ গোরোচনা। (রাজনি॰) ১০ আলিঙ্গনবিশেষ। নায়িকা নায়কের সম্মুখে জানুর উপরি উপবেশন করিয়া বক্ষঃস্থলে বক্ষ দিয়া অবস্থান বিশেষ। (কামশাস্ত্র)

রুচি (পুং) রোচতে শোভতে ইতি রুচ-ইন্ সচ কিৎ। প্রজাপতি বিশেষ। সুযজ্ঞ বা যজ্ঞ, রৌচ্যমনুর পিতা। ইহার পত্নীর নাম আকৃতি। (মার্কণ্ডেয়পু॰ ৯৫অ॰) [রৌচ্য শব্দ দেখ]

রুচিকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অপ্, রুচেঃ করঃ। প্রীতিকর, রুচিকারক। (পুং) ২ কেশবের পুত্রভেদ।

রুচিত (ত্রি) রোচতে ইতি রুচ্ (রুচিবচি-কুচি-কুটিভ্যঃ কিতচ্। উণ্ ৪।২৮৫) ইতি কিতচ্। ১ মিষ্ট বস্তু। রুচ-ক্ত। ২ অভিলষিত।

"মাতলে কশ্চিদত্রাপি রুচিতস্তে বরো ভবেৎ।"(ভাঃ ৫।১০০।১৬)

(ক্লী) রুচ-ভাবে-ক্ত। ৩ ইচ্ছা।

"বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিতং যদি তেঽনঘ।" (ভা॰৩।২৯৬।৩৭)

রুচিতবৎ (ত্রি) ইচ্ছানুরূপ। (ঐতরেয়ব্রা॰ ১। ২১)

রুচিতা (স্ত্রী) রুচের্ভাবঃ তল্-টাপ্। রুচির ভাব বা ধর্ম্ম, রুচিত্ব।

রুচিদত্ত, উপাধি মহামহোপাধ্যায়, অঘবিবেচনপ্রণেতা। ২ মনুস্মৃতিটীকারচয়িতা। ৩ দেবদত্তের পুত্র এবং শক্তিদত্ত ও মতিদত্তের ভ্রাতা,ইনি জয়দেব পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশমকরন্দ, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, তর্কপাদ, তর্কসার ও রঘুদেব কৃত পদার্থখণ্ডনব্যাখ্যার মকরন্দ নামে টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। উপনয়লক্ষণ, উপাধিপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, তর্কগ্রন্থটীকা, তৃতীয় চক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, দ্বিতীয় চক্রবর্ত্তিলক্ষণ-টীকা, দ্বিতীয় স্বলক্ষণ-টীকা, পক্ষতা-পূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থটীকা, পক্ষতাসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, প্রত্যক্ষবাদ, প্রত্যক্ষাদিতৃতীয়, প্রথমপ্রগলভলক্ষণটীকা, বাধান্ত, বিরুদ্ধ পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, বিরুদ্ধসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, ব্যাপ্ত্যনুগমটীকা, সব্যভিচার পূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থটীকা, সামান্যনিরুক্তিটীকা এবং রুচিদত্তীয় নামক ক্ষুদ্র ন্যায় গ্রন্থগুলি তাহার রচিত ও তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশের অংশরূপে গৃহীত।

রুচিদেব (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত জনৈক নায়ক।(১১০।১২৩)

রুচিধামন্ (ক্লী) সূর্য্য। (শিশুপালবধ ৯। ১৩)

রুচিনাথ মিশ্র, একজন বিখ্যাত আলঙ্কারিক, ইঁহার রচিত অলঙ্কারশাস্ত্রের বচন রসপ্রদীপে প্রভাকর এবং আর্য্যাসপ্তশতীতে অনন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রুচিপতি, বৈজেন্দ্রিয়-গ্রামনিবাসী জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি স্বীয় প্রতিপালক নরসিংহপুত্র রাজা ভৈরবসিংহের আদেশে অনর্ঘরাঘবটীকা প্রণয়ন করেন।

রুচিপর্ব্বন্ (পুং) ভারতবর্ণিত জনৈক যোদ্ধা। (ভার॰ দ্রোণপর্ব্ব)

রুচিফল (ক্লী) রুচিজনকং ফলং। অমৃতাহ্ব। (রাজনি॰)

রুচিপ্রভ (পুং) দৈত্যভেদ। (মহাভারত)

রুচিভর্ত্তৃ (পুং) ১ সূর্য্য। ২ আনন্দবর্দ্ধনকর্ত্তা। ৩ স্বামী।

রুচির (ক্লী) রোচতে ইতি রুচ্ (ইতি মদিমুদীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্। ১ মূলক। ২ কুঙ্কুম। ৩ লবঙ্গ। (রাজনি॰) (পুং) ৪ সেনজিৎপুত্র। (হরিবংশ ২০। ২১) (ত্রি) ৫ সুন্দর। ৬ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা॰ ২৭।৪০) ৭ মিষ্ট। (উজ্জ্বল)

রুচিরকেতু (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

রুচিরদন্ত (ত্রি) সুন্দর দন্তবিশিষ্ট।

রুচিরদেব (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসাগর ৬৭।৬)

রুচিরধী (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

রুচিরপ্রভাবসম্ভাব (পুং) নাগভেদ।

রুচিরবদন (ত্রি) সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন।

রুচিরবাক্ (ত্রি) বাগ্মী। সুবক্তা।

রুচিরশ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

রুচিরা (স্ত্রী) রোচতে ইতি রুচ্ কিরচ্ ততষ্টাপ্। ১ গোরোচনা। (রাজনি॰) ২ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩ টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"জভৌ সজৌ গিতিরুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ" (ছন্দোম॰)

এই ছন্দের ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ও ১০ বর্ণ লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। এই ছন্দের চতুর্থ ও নবমাক্ষরে যতি। উদাহরণ যথা—

"পুনাতু বো হরিরতি রাসবিভ্রমী পরিভ্রমন্ ব্রজরুচিরাঙ্গনান্তরে।
সমীরণোল্লসিত-লতান্তরালগো যথা মরুত্তরলতমালভূরুহঃ॥"
(ছন্দোম॰)

৩ নদীভেদ। (রামা॰ ৪।৪০।২০) ৪ কুঙ্কুম। ৫ মূলক। ৬ লবঙ্গ।

রুচিরাঞ্জন (পুং) রুচিরঃ সুন্দরোঽঞ্জনঃ। শোভাঞ্জন। (রাজনি॰)

রুচিরাপাঙ্গী (স্ত্রী) সুন্দরনয়নবিশিষ্টা স্ত্রী।

রুচিরাশ্ব (পুং) রুচিরঃ সুন্দরোঽশ্বো যস্য। রাজবিশেষ। ইনি দেবাপির শ্বশুর। (কল্কিপু॰ ১৮ অ॰)

২ সেনজিতের পুত্রভেদ। ৩ সুন্দর ঘোটক।

রুচিরাসুত (পুং) পালকাপ্যের গর্ভজাত তনয়।

রুচিরুচি (ক্লী) সামভেদ।

রুচিবহ (ত্রি) আলোক আনয়নকারী। (পা॰ ৬।৩।১২১ বার্ত্তিক॰)

রুচিষ্য (ত্রি) রুচ্যতে ইতি (রুচিভুজিভ্যাং কিষ্যন্। উণ্‌ ৪।১৭৮) ইতি কিষ্যন্। ১ মিষ্টবস্তু। (উজ্জ্বল) ২ অভিপ্রেত।
"ন পৃণীং কাময়ে কৃৎস্নাং সন্তুষ্টোঽস্মিপদৈস্ত্রিভিঃ।
এষ এব রুচিষ্যামো বরো দানবসত্তম।"(হরিবংশ ২৫৪.৬০)

রুচী (স্ত্রী) রুচি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্‌। রুচি।

রুচ্য (ক্লী) রোচতে ইতি রুচ্‌ (রাজসূয়সূর্য্যমৃষোদ্যেতি। পা ৩।১।১১৪) ইতি কপ্‌ প্রত্যয়েন নিপাতিতং। ১ সৌবর্চ্চল। (রাজনি°) (পুং) ২ কতকবৃক্ষ। ৩ শালিধান্য। (রাজনি°) ৪ পতি। (হেম) (ত্রি) ৫ সুন্দর। ৬ রুচিকর।
"পক্বং বর্ণকরং রুচ্যং মাংসশুক্রবলপ্রদম্‌।
পিত্তাবরোধি বাতঘ্নং হৃদ্যং গুর্ব্বনুলোমনম্‌॥" (রাজব°)

রুচ্যকন্দ (পুং) রুচ্যঃ কন্দো যস্য। শূরণ। (রাজনি°)

রুচ্যবাহন (পুং) হব্যবাহন।

রুজ্‌ ১ ভঙ্গ। ২ রোগ। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্‌, পক্ষে চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ রুজতি। লিট্‌ রুরোজ। লুট্‌ রোক্তা। লৃট্‌ রোক্ষ্যতি, লুঙ্‌ অরৌক্ষীৎ অরৌক্তাং অরৌক্ষুঃ। সন্‌ রুরুক্ষতি যঙ্‌ রোরুজ্যতে। যঙ্‌ লুক্‌ রোরোক্তি। চুরাদিপক্ষে লট্‌ রোজয়তি। লুঙ্‌ অরূরুজৎ।

রুজ (ত্রি) ১ ভঙ্গপ্রবণ। ২ ভঙ্গ। ৩ ক্ষত। ৪ বেদনা। (অথর্ব্ব ১৬।৩।২)

রুজস্কর (ত্রি) পীড়াদায়ক। ২ রোগকারক।

রুজা (স্ত্রী) রুজ-কিপ্‌ পক্ষে টাপ্‌। ১ রোগ। ২ ভঙ্গ। (মেদিনী) ৩ পীড়া। ৪ কুষ্ঠ (Costus speciosus) ৫ মেষী। (হেম)

রুজাকর (ক্লী) রুজাং রোগং করোতীতি কৃ-ট। ১ কর্ম্মরঙ্গফল, কামরাঙ্গা। (পুং) ২ ব্যাধি। (ত্রি) ৩ ব্যাধিকারক।

রুজাপহ (ত্রি) রুজাং অপহন্তি অপ-হন-ক। পীড়ানাশক।

রুজাবৎ (ত্রি) রুজা বিদ্যতে ঽস্য মতুপ্‌ মস্য ব। পীড়াযুক্ত, পীড়িত।

রুজাবিন্‌ (ত্রি) রুজা বিদ্যতেঽস্য (বহুলং ছন্দসি। পা ৫।২।১২২ ইতি বিনি) পীড়িত, পীড়াযুক্ত।

রুজাসহ (পুং) রুজাং সহতে ইতি সহ-অচ্‌। ধন্বনবৃক্ষ।

রুট্‌ ১ স্তেয়, চৌর্য্য। ২ দীপ্তি। ৩ প্রতিঘাত। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। দীপ্তি ও প্রতিঘাতার্থে ভ্বাদি° আত্মনে° দীপ্তি অর্থে অক° এবং প্রতিহতি অর্থে অক° সেট্‌। স্তেয়ার্থে লট্‌ রুণ্টতি। লুঙ্‌ অরুণ্টীৎ। প্রতিঘাতার্থে লট রোটতে। লিট্‌ রুরুটে। লুট্‌ রোটিতা। লুঙ্‌ অরোটিষ্ট। নিচ্‌ রোটয়তি। রুট ১ রোষ। ২ দ্যুতি। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্‌। লট্‌ রোটয়তি। লুঙ্‌ অরুরুটৎ।

রুট্‌ (ইংরাজী) ১ ধাতু। ২ মূল। Root শব্দজ।

রুটী (হিন্দী) ময়দাদ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

রুটীবালা (হিন্দী) ১ রুটী প্রস্তুতকারক। ২ রুটী-বিক্রয়কারী।

রুঠ্‌, ১ স্তেয়করণ। ২ গতি। ৩ আলস্য। ৪ প্রতিঘাত। ভ্বাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ লুণ্ঠতি। লুঙ অলুণ্ঠীৎ। এই ধাতু ইদিৎ। রুঠ-পরিভাষণ, কথন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট রোঠতি। লুঙ্‌ অরোঠীৎ।

রুণস্করা (স্ত্রী) সুখসন্দোহ্যা গাভি, যে গাভিকে সুখে দোহন করা যায়।

রুণা (স্ত্রী) সরস্বতী নদীর একটী শাখা। (ভারত বনপর্ব্ব)

রুণ্‌রুণ (দেশজ) অব্যক্ত মধুর শব্দবিশেষ।

রুণুঝুনু (দেশজ) মল নামক পদালঙ্কারের বাদ্যশব্দ।

রুণ্ড (পুং) কবন্ধ, ছিন্নপাদহস্ত।
"তেনারোপ্য স্থলং পৃষ্ঠঃ স রুণ্ডঃ পুরুষোঽভ্যধাৎ।
নিকৃত্তহস্তচরণো নষ্টাংক্ষিশ্রোত্রোঽস্মি শত্রুভিঃ॥" (কথাস° ৬৫।১১)

রুণ্ডিকা (স্ত্রী) রুণ্ডঃ কবন্ধোঽস্ত্যত্রেতি রুণ্ড-ঠন্‌। যুদ্ধভূমি। ২ দ্বারপিণ্ডিকা। ৩ বিভূতি। (শব্দরত্না°)

রুত (ক্লী) রু-ক্ত। পশুপক্ষী প্রভৃতির শব্দ। পর্য্যায়— বাশিত, বাসিত। "অনুহুং কুরুতে ঘনধ্বনিং নতু গোমায়ুরুতানি কেশরী।" (শিশুপালবধ ১৬।২৫)

রুদ্‌, ১ বেদন। ২ অশ্রুবিমোচন। অদাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্‌। লট্‌ রোদিতি রুদিতঃ রুদন্তি। লোট হি-রুদিহি। লিঙ্‌-রুদ্যাৎ। লঙ্‌ অরোদীৎ, অরোদৎ, অরুদিতাং অরুদন্‌, অরোদীঃ অরোদঃ। লিট রুরোদ, রুরুদতুঃ। লুট্‌ রোদিতা। লৃট্‌ রোদিষ্যতি। লুঙ্‌ অরুদৎ, অরোদীৎ। অরুদতাং অরোদিষ্টাং অরুদন্‌ অরোদিষুঃ।

এই ধাতু অশ্রুবিমোচন অর্থে অকর্ম্মক এবং শব্দযুক্ত, ক্রন্দনে সকর্ম্মক। সন্‌ রুরুদিষতি। যঙ্‌ রোরুদ্যতে। যঙ্‌-লুক্‌ রোরোত্তি। ণিচ্‌ রোদয়তি। লুঙ্‌-অরুরুদৎ।

অনু+রুদ—অনুরোদন। উপা+রুদ=বিলাপ। প্র+ রুদ=ক্রন্দন।

রুদ্‌ (ত্রি) ক্রন্দন, শোক, চীৎকারশব্দ, ব্যথা, পীড়া।

রুদথ (পুং) রোদিতীতি রুদ রোদনে-(রুদিবিদিভ্যাং ঙিৎ। উণ্‌ ৩।১১৬) ইতি অথ সচ ঙিৎ। ১ কুক্কুর। ২ শিশু। (উজ্জ্বল)

রুদন (ক্লী) ক্রন্দন। শোককরণ।

রুদন্তিকা, রুদন্তী (স্ত্রী) রোদনং রুৎ অতি বন্ধনে অচ্‌ ঙীপ্‌। ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—স্রবত্তোয়া, সঞ্জীবনী, অমৃতস্রবা, রোমাঞ্চিকা, মহামাংসী, চণপত্রী, সুধাস্রবী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, কৃমি, রক্ত, পিত্ত, কফ, শ্বাস ও মোহনাশক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রোদনশীল। রুদ-শতৃ

করিয়া রুদৎ শব্দ হয়। এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'রুদতী' এই পদ হইয়া থাকে।

"ধরিত্রি পুষ্পাঞ্জলিরেষ তুভ্যং
সুতা মদীয়াস্তব পালনীয়া।
ইতীব রম্ভা নমিতাগ্রমৌলিনা
ভৃশং রুদন্তী মকরন্দবিন্দুনা॥" (উদ্ভট)

রুদাকি, জনৈক পারসীকবি ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি জন্মান্ধ হইলেও সঙ্গীতবিদ্যা ও কবিত্বকলায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা আহম্মদ সামানির পুত্র আমীর নশরের রাজ্যকালে ইঁহার প্রতিভা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ইঁহার এই অদ্ভুত ঐশীশক্তির জন্য রাজা ও রাজদরবারের প্রত্যেক আমীর ওমরাহই ইঁহাকে সমধিক সম্মান করিতেন। রাজা নশর ইঁহাকে এরূপ ভালবাসিতেন যে তিনি রুদাকি ব্যতীত কোথাও একাকী গমন করিতেন না। রাজানুগ্রহে ইনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া একজন শ্রেষ্ঠ ওমরাহ মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার সেবার জন্য দুইশত ক্রীতদাস নিযুক্ত ছিল এবং যখন ইনি স্বীয় প্রভুর সহিত রণক্ষেত্রে গমন করিতেন, তখন ইঁহার নিজ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রায় ৪ শত উষ্ট্রে বহন করিয়া লইয়া যাইত। ইনি ৯২৫ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় অনূদিত পিল্‌পের উপকথামালা পারস্যকবিতায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। রাজা নশর উহা পাঠ করিয়া কবিকে ৪০ হাজার দর্হামমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার রচিত একখানি দিবান্ পাওয়া যায়।

ইঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ্ উদ্দীন্ আবু আবদুল্লা। সমরকন্দ বা বুখারা প্রদেশের রুদক নামক স্থানে জন্মহেতু ইনি রুদাকি নামে খ্যাত হন। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

রুদিত (ক্লী) রুদ-ক্ত। ১ ক্রন্দন। (ত্রি) ২ রোদনবিশিষ্ট।

"কেশকীটাবপতিতং ক্ষুতং শ্বভিরবেক্ষিতম্।
রুদিতঞ্চাবধূতঞ্চ তং ভাগং রক্ষসাং বিদুঃ॥"
(ভারত ১৩।২৩৬)

রুদৌলী, অযোধ্যাপ্রদেশের বারবাঙ্কীজেলার অন্তর্গত একটী নগর ও রুদৌলীপরগণার বিচারসদর। অক্ষা° ২৬° ৪৪´ ৫৫˝ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৪৭´ ২০˝ পূঃ। প্রবাদ, রুদ্রমল্ল নামক একজন ভরজাতীয় সর্দ্দার এই নগর স্থাপন করেন। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

রুদ্ধ (ত্রি) রুধ-ক্ত। নদী প্রাকারাদি দ্বারা কৃতবেষ্টন, পর্য্যায়—বেষ্টিত, বলয়িত, সংবীত, আবৃত। "আলোকে নরপতিপথে সূচীভেদ্যৈস্তমোভিঃ।" (মেঘদূত ৩৯)

রুদ্ধক (ক্লী) লবণ। [রুচক দেখ।]

রুদ্ধমূত্র (ত্রি) মূত্রকৃচ্ছ্র।

রুদ্ধা (অব্য) বদ্ধ।

রুদ্র (পুং) রোদয়তীতি রুদ-ণিচ্-(রোদেণিলুকচ। উণ্ ২।২২) ইতি রক্ প্রেশ্চ লুক্। ১ আদিত্যপত্র বৃক্ষ। (রাজনি.) ২ শিব। "ত্রিজটশ্চীরবাসাশ্চ রুদ্রঃসেনাপতির্বিভুঃ।' (ভারত ১৩।১৭।৪৬)

৩ গণদেবতাবিশেষ; এই গণদেবতা অগ্নিমূর্ত্তি 'রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ' (তিথিতত্ত্ব)

জগৎসৃষ্টিকালে ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে ক্রোধরূপে রুদ্রদেবের উৎপত্তি হয়। ভূত, প্রেত ও পিশাচাদি রুদ্রসৃষ্টি। সংহার কালে ইনিই সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। রুদ্রের সংখ্যা একাদশ—১ অজ, ২ একপাৎ, ৩ অহিব্রধ্ন, ৪ পিণাকী, ৫ অপরাজিত, ৬ ত্র্যম্বক, ৭ মহেশ্বর, ৮ বৃষাকপি, ৯ শম্ভু, ১০ হরণ, ১১ ঈশ্বর। (ভাগবত)

'অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ।
জয়ন্তো বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকোঽপ্যপরাজিতঃ।
বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রো হরো রুদ্রা ইমে স্মৃতাঃ॥' (জটাধর)

গরুড়পুরাণে ৬ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা, বিশ্বরূপহর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত। (অগ্নিপুরাণে কেবল ত্বষ্টৃ স্থানে কৃত্তিবাস নাম দেখা যায়।)

কূর্ম্মপুরাণমতে, ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য দুষ্কর তপোঽনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না, এজন্য বহু দিন পরে তাহার অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে তাহার নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হয়, এই অশ্রুবিন্দু হইতে ভূতপ্রেতাদির উৎপত্তি হইল। তৎপরে ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাণময় রুদ্র আবির্ভূত হন, এই রুদ্রদেব সহস্র সূর্য্যসদৃশ এবং যুগান্তকালীন অগ্নির তুল্য, এই রুদ্রদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াই অতিশয় রোদন করিতে থাকেন। ইহাকে রোদন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা 'মারোদীঃ' অর্থাৎ রোদন করিও না এবং তুমি উৎপত্তিমাত্রেই রোদন করিয়াছ, এইজন্য জগতে রুদ্র এই নামে খ্যাতিলাভ করিবে, এই কথা বলিয়াছিলেন। যথা—

"রুরোদ সস্বরং ঘোরিং দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ।
রোদমানং তদা ব্রহ্মা মারোদীরিত্যভাষত।
রোদনাৎ রুদ্র ইত্যেবং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি॥" (কূর্ম্মপু° ১০)

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া ইহার অন্য সপ্তনাম, অষ্টস্থান এবং স্ত্রী ও পুত্রাদির বিষয় এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—ভব, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই সপ্তনাম; সূর্য্য, জল, মহী, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ব্রাহ্মণ ও চন্দ্র

এই অষ্টমূর্ত্তি এবং সুবর্চ্চলা, উমা, বিকেশা, শিবা, স্বাহা, দিশা, দীক্ষা ও রোহিণী নামে পত্নী এবং শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজ্ঞা, স্কন্দ, ও বুধ এই সকল তাঁহার পুত্র। যিনি রুদ্রদেবকে পূর্ব্বোক্ত অষ্টমূর্ত্তিতে আরাধনা করেন, রুদ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরমপদ প্রদান করিয়া থাকেন। (কূর্ম্মপু০ ১০ অ০)

পদ্মপুরাণে রুদ্রদেবের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে,—

ব্রহ্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার ভ্রূমধ্য হইতে রুদ্র আবির্ভূত হন, ইনি আবির্ভূত হইয়াই রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, হে পুত্র! তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ, বল, তাহা এখনি আমি সম্পাদন করিব। তখন রুদ্র বলিয়াছিলেন, আমার নাম, স্থান এবং ভার্য্যা পুত্রাদির বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিন, তাহা হইলে আমি রোদন হইতে নিবৃত্ত হইব। ব্রহ্মা তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি জাতমাত্রই রোদন করিয়াছিলে, এই জন্য তোমার নাম রুদ্র; ইহা ভিন্ন ঋতধ্বজ, মনু, মন্যু, উগ্ররেতা, শিব, ভব, কাল, মহিনস, বামদেব ও ধৃতব্রত এই সকল নাম হইবে। ইন্দ্রিয় সমূহ, অসুহৃদ, ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী, তপস্যা, চন্দ্র ও সূর্য্য এই স্থানে তুমি বাস কর। ধৃতি, ধী, অসিলোমা, নিয়ুৎ, সর্পি, বিলম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, ও দীক্ষা এই সকল তোমার পত্নী হইবে। পুত্র তুমি এই সকল পত্নীর সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া জগৎ পূর্ণ কর। ব্রহ্মা তাহাকে এই কথা বলিলে রুদ্র ভূত প্রেত ও বিকৃতাকার ভৈরবাদির সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা জগৎবিদ্রাবকারী এই প্রকার রুদ্র সৃষ্টি দেখিয়া রুদ্রকে কহিলেন, জগদ্ধ্বংসকারক এইরূপ সৃষ্টি হইতে বিরত হও এবং এখন তুমি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তিরোহিত হইলেন। যিনি রুদ্রদেবকে ঐ সকল নামে বা ঐ সকল স্থানে পূজা করেন, তাহার ভূতাদি ভয় থাকে না। (পদ্মপু০ স্বর্গখ৮অ০

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম অংশে ৮ অধ্যায়ে রুদ্রসর্গের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বিষ্ণু ও রুদ্রকে যদি কেহ ভেদ বুদ্ধিতে দেখেন, তাহা হইলে তাহার নরক হইয়া থাকে। অভেদবুদ্ধিতে বিষ্ণু ও রুদ্রকে দেখিলে মুক্তিলাভ হয়।

কৌর্ম্মমতে—"সদৈব দেবো ভগবান্ মহাদেবো ন সংশয়ঃ।
মন্যন্তে জগতো যোনিং বিভিন্নং বিষ্ণুমীশ্বরাৎ।
মোহাদবেদনিষ্ঠাত্বা তে যান্তি নরকং নরাঃ॥
বেদানুবর্ত্তিনং রুদ্রং দেবং নারায়ণং তথা।
একীভাবেন পশ্যন্তি মুক্তিভাজো ভবন্তি তে॥" (কূর্ম্মপু০১৩অ০)

পুরাণাদিতে রুদ্রের উৎপত্তি ও মূর্ত্তিসম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, উহা জগতের আদিদেব মহাদেবের প্রকৃতিভেদ মাত্র। সময় বিশেষে তিনি শান্তমূর্ত্তিধর সদাশিব, আবার সময়ান্তরে তিনি বিশ্বনাশকারী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগজ্জন সমক্ষে প্রকট হইয়াছেন। জগতের আদিমতম সেই মহাপুরুষ পরে স্রষ্টা, পাতা ও লয়কর্ত্তারূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মূর্ত্তিধৃত ত্রিত্বে রূপান্তরিত হন। পুরাণান্তরেও মহেশ্বরের আদিত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

পৌরাণিক রূপক-পট উন্মোচন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগৎ সৃষ্টির আদিভূত রূপতন্মাত্র তেজোরূপী মহাভূতে রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার রুদ্রতেজের পরিচায়ক হইয়াছে এবং সেই ঐশী ওজধাতুর অগ্নিময় মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সাধারণে তাঁহার পূজা করিতেছে।

শিবপূজাপদ্ধতিধৃত "রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ" বাক্যে রুদ্রের মূর্ত্তিতত্ত্বের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। জগতের আদিপিতার রুদ্রমূর্ত্তি অগ্নিময় ছিল, সুতরাং ইহাদ্বারা সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সৃষ্টিপ্রকরণোক্ত রূপতন্মাত্রের তেজোভাবই বিশ্বস্রষ্টার রুদ্রমূর্ত্তির অবান্তর কল্পনা মাত্র।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রাচীন সংহিতাযুগে আর্য্যগণ প্রকৃতির মধ্যে কোন বস্তুকে রুদ্র বলিয়া উপাসনা করিতেন। ঋক্‌সংহিতার ১ম মণ্ডলের ২৭ সূক্তে ১০ মন্ত্রের "জরাবোধ তৎ বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং।" বচনে স্পষ্টই বিবৃত হইয়াছে যে, রুদ্রই অগ্নি এবং যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যজ্ঞে প্রবেশকারী*।

যাস্ক উক্ত ঋক্‌সম্বন্ধে 'অগ্নিরপি রুদ্র, উচ্যতে' এবং সায়ণ 'রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে' লিখিয়াছেন। ১৷৩৯৷৪ মন্ত্রে মরুদ্গণকে "রুদ্রাসঃ" বলা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য 'রুদ্রাসঃ অর্থে রুদ্রপুত্রাঃ মরুতঃ' লিখিয়াছেন। এরূপ স্থলে তিনি মরুদ্গণের পিতা হইতেছেন। ১৷৪৩৷১-৫ মন্ত্রে রুদ্র অভীষ্টবর্ষণকারী, মহৎ, যজ্ঞপালক, উদকরূপঔষধিযুক্ত, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রুদ্ ধাতুর প্রকৃত অর্থ শব্দ বা গর্জ্জন করা হইতে রুদ্রকে অগ্নিরূপী, ঝড়ের উদ্ভাবয়িতা শব্দায়মান দেব এবং জ্যোতির্ম্ময় ও বর্ষণকারী দেবতা (ঋক্ ২৷৩৩ ও ৭৷৪৬ সূক্ত এবং ৬৷৪৯৷১০) বলিয়া গ্রহণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আদিম অর্থে রুদ্রশব্দ অগ্নি বা বজ্রকে উদ্দেশ

* মহাদেব যজ্ঞের অধিকারী। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব জটা ছিঁড়িয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। বীরভদ্র রুদ্রগণের বিকার—ইহাই পৌরাণিক কল্পনা।

করিয়াই প্রয়োগ করা হইয়াছিল * এবং ঋক্ ৬।২৮।৭ ও ১০।১২৫।৬ মন্ত্রেও তাঁহার সর্ব্বসংহারিত্বশক্তির পরিচয় আছে।

এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদের ১।৪৩।১, ১।৬৪।২, ১।৮৫।১, ১১।১১৪।১, ১।১২২।১, ১।১২৯।৩, ২।১।৬, ২।৩৩।১, ২।৩৪।২, ৩।২।৫, ৪।৩।১, ৫।৩।৩, ৫।৪২।১, ৫।৫১।১৩, ৫।৫২।১৬, ৫।৫৯।৮, ৫।৬০।৫, ৬।২৮।৭, ৬।৪৯।১০, ৬।৫০।৪, ৬।৬৬।৪ প্রভৃতি পাঠ করিলে রুদ্রকে মরুদ্গণের পিতা ও অগ্নি বলিয়াই মনে হয়। (ঋক্ ৭।১০।৪, ৭।৩৫।৬, ৭।৩৬।৫, ৭।৪০।৫, ৭।৪১।১, ১০।১২৫।৮ প্রভৃতি মন্ত্রে রুদ্র অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিন্, ভগ, পূষন্ ব্রহ্মণস্পতি ও সোম নামক বিভিন্নদেবতারূপে গৃহীত হইয়াছে। (ঋক্ ১০।১২৫।৬ এবং অথর্ব্ব ৪।৩০।৫ মন্ত্রে রুদ্রের সংহারকমূর্ত্তির উপাসনা দেখা যায়।) (ঋক্ সংহিতার ১।১৩৬ সূক্তের ১ম ও ৭ম মন্ত্রে—

"কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্ত্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥"
"বায়ুরস্মা উপামন্থৎপিনষ্টি স্মা কুনন্নমা।
কেশী বিষস্য পাত্রেণ যৎ রুদ্রেণাপিবৎ সহ ॥" ৭

কেশিন্ শব্দে যেরূপ রশ্মিযুক্ত সূর্য্য, বায়ু বা অগ্নিকে বুঝায় অপরপক্ষে সুদীর্ঘ কেশ বা জটাবিলম্বিত পুরুষ। তিনি অগ্নি, জল এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করিতেছেন। আবার তিনি জ্যোতিদ্বারা সর্ব্বজগৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং সায়ণের মতে এই মহানুভাব কেশী দৃশ্যমানমণ্ডলস্থ জ্যোতিঃ ভিন্ন আর কেহই নহে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ৫।৪।৩।১ মন্ত্রে রুদ্র শব্দে বৈদ্যুতাগ্নি বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

কেশী বায়ুমথিত জল (বিষ) রুদ্রের সহিত পান করেন। এই প্রসঙ্গ হইতে সমুদ্রমন্থন ও রুদ্রের বিষপান ও নীলকণ্ঠনামরূপ পৌরাণিক উপাখ্যান সংগঠন কোন মতেই অসামঞ্জস্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

(বাজসনেয়সংহিতার ৩।৫৭-৫৯ সূক্তে রুদ্রের বিবরণ আছে, তথায় তিনি অম্বিকার ভ্রাতা এবং এক অংশভাগী। স্ত্রীলোকের সহিত অংশভাগী বলিয়া তিনিও ত্র্যম্বক নামে অভিহিত (শতপথ ২।৬।২।৯); কিন্তু বেদদীপকার লিখিয়াছেন যে, 'ত্রীণি অম্বকানি নেত্রাণি যস্য তাদৃশ দেবমেব ত্রিনেত্রোঽয়ং দেব ইতি।' সুতরাং রুদ্রকে ত্রিনেত্র এবং অম্বিকার অংশভাগী বা স্বামী সাজাইতে পুরাণকারদিগকে যে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই, তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায়।) ঋক্সংহিতার ৭।৫৯।১২ মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ ত্র্যম্বকশব্দের মূলশব্দার্থের সহিত এইরূপ পৌরাণিক ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—"অত্র শৌনকঃ। ত্রিরাত্রং নিরতোঽপোষ্য শ্রপয়েৎ পায়সং চরুং। তেনাহুতিশতং পূর্ণং জুহুয়াচ্ছংসিতব্রতঃ সমুদ্দিশ্য মহাদেবং ত্র্যম্বকং ত্র্যম্বকেত্যৃচা। এতৎপর্ব্বশতং কৃত্বা জীবেৎ বর্ষশতং সুখী" (ঋগ্বি° ২।২৭। "ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণু-রুদ্রাণামম্বকং পিতরং যজামহ ইতি শিষ্যসমাহিতো বশিষ্ঠো ব্রবীতি।" ইত্যাদি

এই ত্র্যম্বক পুষ্টিবর্দ্ধন, জগদ্বীজ, সংসারযন্ত্রণামোচনকারী, সাযুজ্যমোক্ষদানকারী ও পুণ্যগন্ধি।

ঋগ্বেদে যে ত্র্যম্বক শতবর্ষ পরমায়ুদানকারী যজ্ঞেশ্বর ও মৃত্যুবন্ধমোচনকারী, শুক্লযজুর্ব্বেদে তিনিই রুদ্র, সর্ব্বলোক-নিয়ন্তা, যাতুধানী ও সর্পধ্বংসকারী (১৬।১-৬৫) এবং অথর্ব্ববেদে তিনি ভেষজাধিপ, নীলশিখণ্ড, কর্ম্মকৃৎ ও ভব, শর্ব্ব, অগ্নি, পশুপতি, অর্য্যমা, মহাদেব, বরুণ প্রভৃতি নামে

* বেদরচনা কালে শব্দায়মান ও ভয়ঙ্কর ঝড়ের উদ্ভাবয়িতা অগ্নিরূপী বজ্র বা স্বয়ং অগ্নি "রুদ্র" নামে আর্য্যসমাজে পূজিত হইলেও কিরূপে তিনি পৌরাণিক মহাদেবরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে আর্য্যগণ যখন প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু বা কার্য্যে এক এক নিয়ামক কর্ত্তার অস্তিত্ব অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন,তখন তাঁহারা তত্তদ্বিষয়ের একএকটী দেবতা গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। কালে যখন তাঁহারা জ্ঞানের উৎকর্ষতানিবন্ধন একই নিয়ম ও একই সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্য বলিয়া সমগ্র জাগতিক-ব্যাপারকে উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিলেন, তখন তাঁহারা সমুদায় সৃষ্টির একজন স্রষ্টা, পাতা ও লয়কর্ত্তা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। (তৎকালে সংহিতাযুগে ভয়ঙ্কর বজ্র ব্যতীত বিনাশকারী আর অন্য দেবতা ছিল না। সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র ধ্বংসকারী দেবতা নাই দেখিয়া আর্য্যবৈদিকগণ একঈশ্বরের ধ্বংসকারী রূপককে কঠোর বজ্রের শক্তি ও গুণপুঞ্জবোধক রুদ্র নাম করিয়া ঐশী শক্তির সেই রূপকের উপাসনায় রত হইয়াছিলেন।)

আর্য্যজগতের প্রকৃতিতত্ত্ব যখন পৌরাণিকদেবত্বে রূপান্তরিত হইতে লাগিল, তখন ভারতবাসী পৌরাণিক হিন্দুগণ সমগ্রজগতের বিনাশকারিণী শক্তিকে সেই রুদ্র নামেই উপাসনা করিয়াছিলেন। ক্রমে পৌরাণিকী কথা যতই বাড়িতে লাগিল, উমা দুর্গা অম্বিকা কালী বা করালী ততই মহাদেবের পত্নী-রূপে গৃহীত হইয়া পড়িলেন। ঋগ্বেদে এই সকল দেবীর পরিচয় নাই কিন্তু মণ্ডূক উপনিষদে অগ্নির সাতটী চঞ্চলজিহ্বার মধ্যে কালী ও করালী নামের উল্লেখ দেখা যায়। দুর্গাও অগ্নির একটী নাম ছিল, যখন বেদের বজ্র বা অগ্নিরূপ 'রুদ্র', পুরাণের সংহারকারী মহাদেব হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন অগ্নির বা অগ্নিজিহ্বার নামগুলিও দেবদেবের পত্নী বা অঙ্গরূপিণী বলিয়া গণ্য হইতে বিলম্ব রহিল না। বাজসনেয়সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগিনীস্বরূপ লিখিত হইয়াছেন। কেনোপনিষদে উমার উল্লেখ আছে, কিন্তু তথায় তিনি রুদ্রের পত্নী নহেন, ব্রহ্মার স্বরূপ ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন। বেদের স্থানে স্থানে রুদ্রের 'ভব' নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভবের সহিত গ্রীকদিগের সূর্য্যদেব Phoebus এর একতা নির্ণয় করিয়াছেন।

পূজিত *। পুরাণে ও মহাভারতে যে পাশুপত অস্ত্রের উল্লেখ আছে তাহা অথর্ব্ববেদের ১৪।৫।৯ মন্ত্রে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন শতপথব্রাহ্মণে ১।৭।৩।৮, ৬।১।৩।৭-১৯, ৯।১।১।১, ৯।১।১।৬ ও শাঙ্খায়নব্রাহ্মণ ৬।১-৯ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১-৩ প্রভৃতি আলোচনা করিলে রুদ্রকে অগ্নি ও কার্ত্তিকেয়ের পিতা বলিয়া জানা যায়, তিনি শতশীর্ষযুক্ত, শতচক্ষুবিশিষ্ট ও শতবাণধারী। তিনি এইরূপ বীভৎসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তীর-ধনুর্হস্তে জীবের ভীতির কারণ হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে তিনি ঈশান, মহেশ্বর, মহাদেব, অনন্ত, প্রণব, সর্ব্বব্যাপিন্ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

অথর্ব্বশিরসোপনিষদে রুদ্রকে ঈশান, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ, যম, মৃত্যু, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা সংজ্ঞায় অভিহিত দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থের "দেবা হ বৈ স্বর্গং লোকং অগমন্। তে দেবা রুদ্রং অপৃচ্ছন্ কো ভবান্ ইতি। সোঽব্রবীদ্ অহং একঃ প্রথমং আসন্ বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিদ্ মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি। সোঽন্তরাদ্ অন্তরং প্রাবিশদ্ দিশশ্চান্তরং সম্প্রাবিশৎ। সোঽহং নিত্যানিত্যো ব্যক্তাব্যক্তোঽহং ব্রহ্মাব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ প্রত্যঞ্চোঽহং দক্ষিণাঞ্চ উদঞ্চোঽহং অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ দিশশ্চ প্রতি-দিশশ্চাহং পুমান্ অপুমান্ স্ত্রী চাহং সাবিত্র্য অহং গায়ত্র্য অহম্ ত্রিষ্টুব্ জগত্য অনুষ্টুপ্ চাহং ছন্দোঽহং গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নি-রাহবনীয়োঽহং সত্যোঽহং গৌর অহং গৌর্য্য অহং জ্যেষ্ঠোঽহং বরিষ্ঠোঽহং আপোঽহং, তেজোঽহং ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসো ঽহং" ইত্যাদি বাক্যে রুদ্রকে নিখিলপতি জগন্নিয়ন্তা বলিয়াই মনে হয়। দেবগণ তাঁহার অক্ষয় অব্যয়ত্ব অবলোকন করিয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহার ঈশান, মহেশ্বর ও মহাদেব নামের বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে†।

কৈবল্যোপনিষদে আশ্বলায়ন ব্রহ্মাকে ব্রহ্মবিদ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শিবেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কালে বলিয়াছিলেন, "জগৎপাতা পরমেশ্বর উমাসহায় (উমাপতি), আদিমধ্য অন্ত-বিহীন, সর্ব্বজীবপ্রভু, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ, প্রশান্ত, সমস্ত সাক্ষী ইত্যাদি। অপিচ—"স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্, স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স আত্মা পরমেশ্বরঃ। স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুং অত্যেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিমুক্তয়ে। * * * যঃ শতরুদ্রীয়ং অধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ুপূতো ভবতি" ইত্যাদি।

নীলরুদ্রোপনিষদের গ্রন্থারম্ভে লিখিত আছে,—"অপশ্যন্ চাবরোহন্তং দিবিতঃ পৃথিবীময়ঃ। অপশ্যং অপশ্যন্ তং রুদ্রং নীলগ্রীবং শিখণ্ডিনম্।" এই গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে শতরুদ্রীয়ের অনেক বচন পাওয়া যায়। শেষোক্ত উপনিষদ্দ্বয়ের বর্ণনার সহিত পৌরাণিক রুদ্রের অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই সময়ে রুদ্র বিষপানে নীলকণ্ঠ, যোগিশ্রেষ্ঠ ও চিরজটাপরিশোভিত হইয়াছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারতে এবং অপরাপর পুরাণাদিতে রুদ্রের যথেষ্ট উপাখ্যান বর্ণিত আছে।* কামদেবভস্ম, দক্ষযজ্ঞনাশ, উমার বিবাহ, গঙ্গাবিবাহ প্রভৃতি বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। [শিব শব্দ দেখ।]

২ বিশ্বকর্ম্মার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু০ ১।১৫।১২২)

৩ স্বনামখ্যাত কবিবিশেষ। ইনি বিদ্যাবিলাসের পুত্র এবং ভাববিলাসপ্রণেতা। এই কবি মানসিংহপুত্র ভাব-সিংহ রাজার সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

"অন্যোপদেশবিনিবেশবিদগ্ধবুদ্ধি-
শ্রীভাবসিংহনরসিংহনিয়োগযোগাৎ।
সম্পাদিতো বিবিধভাববিকাশভাজাম্
প্রীত্যৈ ভৃশং ভবতু ভাববিলাসএষঃ॥"(ভাববিলাস ১৩৪)

রুদ্র, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকার ও সুপণ্ডিত। ১ একজন কবি, ইনি ধর্ম্মাধিকরণিক রুদ্র নামে পরিচিত। ২ জ্যোতি-শ্চন্দ্রার্ক, প্রশ্নরত্নটীকা, মেঘমালা ও স্ফুটবিবরণ-প্রণেতা। ৩ ত্রৈলোক্যসুন্দরী-রচয়িতা। ৪ যুদ্ধকৌশলপ্রণেতা। ৫ রুদ্র-কোষ নামক অভিধান-সঙ্কলয়িতা। মেদিনীকর ও মল্লিনাথ ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৬ স্বরদীপিকা-রচয়িতা।

রুদ্র, নেপালের একজন রাজা। ইনি নেপালের অপর বিভাগের রাজা ভোজদেব ও লক্ষ্মীকামের সমসাময়িক। ২ ওরঙ্গলের কাকতীয়বংশীয় একজন নরপতি। প্রোঢ়রাজের পুত্র। ইনি প্রতাপরুদ্র ১ম নামেও পরিচিত ছিলেন। ৩ এক-

---

* অথর্ব্ববেদ ২।২৭।৬, ৫।২১।১১, ৬।৯৩।১, ৭।৮৭।১, ৮।২।৭, ৮।৫।১০, ১০।১।২৩, ১১।২।১-৩১, ১২।৪।১৭, ১৩।৪।৪ এবং ১৫।৫।১-৭ দ্রষ্টব্য।

† ঈশান—'যঃ সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনীভির্জননীভিঃ পরমশক্তিভিঃ (অভিত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বদৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ (ঋক্ ৭।৩২।২২) তস্মাদ্ ঈশানঃ। যঃ সর্ব্বান্ লোকান্ সংভক্ষঃ সং-ভক্ষয়ত্যজস্রং সৃজাতি বিসৃজতি বাসয়তি তস্মাদ্ উচ্যতে মহেশ্বরঃ। যঃ সর্ব্বান্ ভাবান্ পরিত্যজ্য আত্মজ্ঞানযোগৈশ্বর্য্যে মহত মহীয়তে তস্মাদ্ উচ্যতে মহাদেবঃ।' (ভাষ্য)

* রামায়ণ ১।১৪।১, ১।২৫।১০, ১।৩৬।২০, ১।৭৫।১৪, ৫।৪৪।৭, ৫।৪৪।৪৬, ও ৬।১১৯।১ এবং মহাভারত শান্তিপর্ব্ব দেখ। এতদ্ভিন্ন হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র ১২৮ অঃ, লিঙ্গপুরাণ ৫।২১, ৬।১৩, ২৯।২৩, বরাহপুঃ ১৩৮।৮, শিব বায়বীয় ১২।১ প্রভৃতি গ্রন্থে রুদ্র শব্দের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

জন হিন্দুনরপতি। ইনি তৈলঙ্গাধিপতি বলিয়া পরিচিত। দেবগিরির যাদবরাজ জৈত্রপাল ইহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

রুদ্রআচার্য্য, শক্তিরত্নাকরোক্ত তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ।

রুদ্রক (পুং) বৌদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর)

রুদ্রক রামপুত্র, বৌদ্ধভেদ।

রুদ্রকবচ (ক্লী) রুদ্রস্য কবচম্। রুদ্রের কবচ, শিবনামসমূহের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গরক্ষক। কুঙ্কুম গোরোচনাদি দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া ধারণ করিতে হয়। এই কবচ ধারণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র, ধনার্থী ধন, বিদ্যার্থী বিদ্যা এবং মোক্ষকামী মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।

"বক্ষ্যামি রুদ্রকবচমাত্মং প্রাণস্য রক্ষকম্।
অহোরাত্রং মহাদেব রক্ষার্থং দেবনির্ম্মিতম্ ॥
ওঁ রুদ্রো মামগ্রতঃ পাতু পৃষ্ঠতঃ পাতু শঙ্করঃ।
কপর্দ্দী দক্ষিণে পাতু বামপার্শ্বে তথা হরঃ ॥
শিবঃ শিরো মে চ পাতু ললাটে নীললোহিতঃ।
নেত্রয়োস্ত্র্যম্বকঃ পাতু মুখে পাতু মহেশ্বরঃ ॥
কর্ণয়োর্নাসিকায়াঞ্চ জিহ্বায়াং শম্ভুরব্যয়ঃ।
শ্রীকণ্ঠস্ত গলে পাতু বাহ্বোঃ পাতু পিণাকধৃক্ ॥
হৃদয়ং মে মহাদেব ঈশ্বরস্ত তথোদরম্।
নাভৌ কুক্ষৌ কটিস্থানে পাতু সর্ব্বং প্রজাপতিঃ ॥
উরুজানূ মহাদেবঃ পাদৌ পাতু মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বং রক্ষতু ভূতেশঃ সর্ব্বগাত্রাণি যত্নতঃ ॥
পরশুং শূলখট্বাঙ্গং দিব্যাস্ত্রং রৌদ্রমেব চ।
নমস্কারায় দেবেশং রক্ষ মাং জগদীশ্বর ॥
রক্ষোভ্যো গ্রহপীড়াভ্যো রোগশোকার্ণবেষু চ।
পাপেভ্যো নরকেভ্যশ্চ ত্রাহি মাং ভক্তবৎসল ॥
জন্মমৃত্যুর্জ্জরা ব্যাধিঃ কামঃ ক্রোধো শমো দমঃ।
লোভমোহমদাশ্চাপি ত্যজন্তু ভুবনেশ্বর ॥
ত্বং গতিস্ত্বং মতিশ্চৈব ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং পরায়ণঃ।
কায়েন মনসা বাচা ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্ত মে ॥
ইত্যেতদ্রুদ্রকবচং পঠতঃ পাপনাশনম্।
মহাদেবপ্রসাদেন দুর্ব্বাসঃপরিকীর্ত্তিতম্ ॥
ন তস্য পাপলেশোঽস্তি ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে।
প্রাপ্নোতি সুখমারোগ্যং পুণ্যমায়ুপ্রবর্দ্ধনম্ ॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥
দেহে চেদং হৃদি স্যস্য শিবকল্পো ভবেন্নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥"
ইতি স্কন্দপুরাণে রুদ্রকবচং সমাপ্তং। (তন্ত্রসার)

এই রুদ্রকবচ ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতাদি দ্বারা স্নান এবং কবচশোধনের প্রণালী অনুসারে শোধন ও পূজা করিয়া হস্ত, হৃদয় বা কণ্ঠদেশে ধারণ করিতে হয়।

রুদ্রকলস (ক্লী) গ্রহাদি শান্তিকার্য্যে ব্যবহৃত কলসভেদ।

রুদ্রকবি, বাবখানচরিত্র-রচয়িতা।

রুদ্রকবীন্দ্র (পুং) একজন কবি। [রুদ্রভট্ট দেখ।]

রুদ্রকালী (স্ত্রী) দুর্গাদেবী। শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

রুদ্রকোটি (স্ত্রী) প্রাচীন তীর্থভেদ, মহাবলিপুরের নিকট একটী গণ্ডশৈলোপরি স্থাপিত। (স্কান্দে নাগরখ: ১০২।৩)

রুদ্রগণ (পুং) রুদ্রস্য গণঃ। শিবপার্ষদসমূহ। এই গণসমূহ মহাদেবের সেবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল গণ রুদ্রনামে অভিহিত এবং সকলেই জটা ও অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত। দেবেন্দ্রের আজ্ঞানুসারে ইহারা সকলে ত্রিদিবধামে অবস্থিত। ইহাদের সংখ্যা এককোটি, এই গণসমূহ পাপিষ্ঠদিগকে বিস্মিত এবং ধার্ম্মিকদিগকে পালন করিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই অতিশয় বলবান্ এবং যোগীদিগের বিঘ্নসকল হরণ করিয়া থাকেন।

"অপরে রুদ্রনামানো জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ।
দেবেন্দ্রস্য নিয়োগেন বর্ত্তন্তে ত্রিদিবে সদা ॥
তেষাং সংখ্যাশ্চৈককোটিস্তে সর্ব্বে বলবত্তরাঃ।
কুর্ব্বন্তি হি সদা সেবাঃ হরস্য সততং গণাঃ।
বিস্ময়ন্তি চ পাপিষ্ঠান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ পালয়ন্তি চ।" ইত্যাদি।
(কালিকাপু০ ২৯ অ০)

রুদ্রগর্ভ (পুং) অগ্নি।

রুদ্রগীত (ক্লী) অগস্ত্যকর্ত্তৃক রুদ্রস্তব।

রুদ্রগীতা (স্ত্রী) অগস্ত্যরুদ্রসংবাদ।

রুদ্রচণ্ডী (স্ত্রী) রুদ্রা চণ্ডী। রুদ্রযামলোক্ত দেবীমাহাত্ম্য। যেরূপ মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীনামে খ্যাত, সেইরূপ রুদ্রযামলে দেবী চণ্ডিকার যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহাকে রুদ্রচণ্ডী কহে। এই রুদ্রচণ্ডী পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল বিঘ্ন বিদূরিত হয়। রবিবারে এই রুদ্রচণ্ডী পাঠ করিলে নবাবৃত্তিফল লাভ হয়। এইরূপ সোমবারে পাঠ করিলে সহস্রাবৃত্তিফল, মঙ্গলবারে শতাবৃত্তিফল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে লক্ষাবৃত্তিফল এবং শনিবারে কোটি আবৃত্তিফল লাভ হইয়া থাকে। এই চণ্ডীপাঠফলে ধন, ধান্য ও আরোগ্যাদি লাভ হয়। রুদ্রযামলে হরগৌরীসংবাদে এই চণ্ডী বিবৃত হইয়াছে।

"অস্য চণ্ডিকামহামন্ত্রস্য মহারুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দশ্চণ্ডিকা-দেবতা রুদ্রচণ্ডীজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

চণ্ডিকাং হৃদয়ে ন্যস্ত স্মরণং যঃ করোত্যপি।

অনন্তফলমাপ্নোতি দেবি চণ্ডীপ্রসাদতঃ॥

রবিবারে যদা চণ্ডীং পঠেদ্বাগমসম্মতাম্।

নবাবৃত্তিফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥" ইত্যাদি।

(রুদ্রযামলে রুদ্রচণ্ডী)

রুদ্রচন্দ্র (পুং) একজন প্রাচীন হিন্দুরাজা।

রুদ্রচন্দ্রদেব, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের নাম।

[প্রতাপরুদ্র দেখ।]

রুদ্রচন্দ্র দেব, ঊষারাগোদয়নাটিকা ও যযাতিচরিত-নাটক-প্রণেতা।

রুদ্রচাঁদ, কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় একজন রাজা। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

রুদ্রচ্ছত্র (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজপুত্র।

রুদ্রজ (পুং) রুদ্রাৎ জাতঃ ইতি জন-ড। পারদ। (রাজনি°)

রুদ্রজটা (স্ত্রী) রুদ্রস্য জটা। লতাবিশেষ। পর্য্যায় রৌদ্রী, জটা, রুদ্রা, সৌম্যা, সুগন্ধা, সুবহা, ঘনা, ঈশ্বরী, রুদ্রলতা, সুপত্রা, সুগন্ধপত্রা, সুরভী, শিবাহ্বা, পত্রবল্লী, জটাবল্লী, রুদ্রাণী, নেত্রপুষ্করা, মহাজটা, জটরুদ্রা। গুণ কটু, শ্বাসকাস, হৃদ্রোগ এবং ভূতরক্ষোনাশক। (রাজনি°) ২ মধুরিক, মৌরী। (ভরত)

রুদ্রজপ (পুং) রুদ্রের উদ্দেশক স্তববিশেষ।

রুদ্রজপন (ক্লী) নিম্নস্বরে রুদ্রস্তবপাঠ।

রুদ্রজাপক (ত্রি) রুদ্রস্তবপাঠকারী।

রুদ্রজাপিন্ (ত্রি) যে রুদ্রস্তব জপ করে।

রুদ্রজাপ্য (ক্লী) রুদ্রের উদ্দেশে বাজসনেয়সংহিতায় যে স্তব উক্ত হইয়াছে।

রুদ্রট, কাব্যালঙ্কাররচয়িতা। ভট্ট বামুকের পুত্র। ইঁহার উপাধি শতানন্দ। ইনি ৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকে শৃঙ্গারতিলকপ্রণেতা রুদ্রভট্ট বলিয়া মনে করেন।

রুদ্রতনয় (পুং) জৈনহরিবংশোক্ত তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণ।

রুদ্রতৈল, বাত ও শ্লেষ্মানাশক তৈলৌষধ। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

রুদ্রত্ব (ক্লী) রুদ্রস্য ভাবঃ ত্ব। রুদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

রুদ্রদত্ত (পুং) জনৈক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা।

রুদ্রদত্ত, ১ আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রভাষ্য ও আপস্তম্বীয়শ্রৌতপ্রায়শ্চিত্তভাষ্যরচয়িতা। ২ রুদ্রদত্তীয় নামক জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা।

রুদ্রদত্ত পন্ত, আলমোরাবাসী একজন পণ্ডিত। ইনি কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় রাজগণের আখ্যায়িকা রচনা করেন।

রুদ্রদামন্, শকজাতীয় জনৈক খ্যাতনামা নরপতি। প্রসিদ্ধ খহরাত (খগারাত)-কুলতিলক মহারাজ চষ্টনের পৌত্র। চষ্টন মালবের অধীশ্বর হইলেও কেবল ক্ষত্রপ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাতবাহনদিগের অধিকৃত জনপদ জয় করিয়া মহাক্ষত্রপ উপাধিগ্রহণ করেন। তৎপুত্র জয়দামের রাজ্যশেষে সাতবাহনকুলতিলক গোতমীপুত্র শাতকর্ণি (অনুমান ১৩৩ খৃঃ অঃ) খহরাতবংশ ধ্বংস করিয়া দাক্ষিণাত্যে আবার সাতবাহনবংশগৌরব প্রতিষ্ঠা করেন*। তাঁহার প্রভাবে রাজপুতনা হইতে সমস্ত দাক্ষিণাত্যভূমি এবং পশ্চিম-ভারতীয় শকক্ষত্রপগণ একচ্ছত্রতলে সমানীত হইয়াছিল। অধিক সম্ভব, সেই সময়ে দক্ষিণাপথে শাতকর্ণির হস্তে পরাভূত খহরাতবংশীয় শকসৈন্যদল মালবপতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই উক্ত সেনাদলের সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া জয়দামের পুত্র রুদ্রদাম পুনরায় পশ্চিমভারতে শকাধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গির্ণর হইতে আবিষ্কৃত রুদ্রদামার সুবৃহৎ শিলাফলকে লিখিত আছে যে, তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম আকরাবন্তী (মালবপ্রদেশ), অনূপ, নীবৃদ্, আনর্ত্ত, সুরাষ্ট্র, শ্বভ্র, ভদ্রকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর, কুকুর, অপরান্ত, নিষাদ প্রভৃতি জনপদ স্বীয় বীর্য্যবলে জয় করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথাধিপতি শাতকর্ণিকে পুনঃপুনঃ জয় করিয়াও তাঁহার সহিত নিকট সম্বন্ধপ্রযুক্ত তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন নাই। যৌধেয়গণ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। তিনি অপরাপর পরাজিত নৃপতিবর্গকে পুনরায় স্ব স্ব রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করেন। ধর্ম্ম ও কীর্ত্তিবৃদ্ধির জন্য এবং বহুবর্ষ গোব্রাহ্মণের হিতের জন্য অতিসুন্দর এক সেতুনির্ম্মাণ করাইয়া দেন।†

উক্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি পঞ্চনদ হইতে কোঙ্কণ পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণির সহিত তাঁহার নিকট-কুটুম্বিতা ছিল।

গোতমীপুত্র সাতকর্ণি যে সকল জনপদ অধিকার করেন, সম্ভবতঃ তাঁহার বংশধরগণ সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ ব্যতীত সুরাষ্ট্র প্রভৃতি সমুদায় জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন; কারণ ঐ সকল জনপদ তাঁহার কুটুম্ব শাতকর্ণি-

* গোতমীপুত্র শাতকর্ণি অসিক, অশ্মক, মূলক, কুকুর, অপরান্ত, অনূপ, বিদর্ভ, আকর, অবন্তী, বিন্ধ্যাবৎ, পারিযাত্র, সহ্য, কৃষ্ণগিরি, মচ, শ্রীস্তন, মলয়, মহেন্দ্র, শ্রেষ্ঠগিরি ও চকোর পর্ব্বত জয় করিয়াছিলেন।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ, ৪র্থ অংশ ২২ পৃষ্ঠা।

রাজ্যের অধিকারে ছিল। মহারাজ বাশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ি ১৩০ হইতে ১৫৪ খৃষ্টাব্দ, গোতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি ১৫৪ হইতে ১৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রাসমূহ আলোচনা দ্বারা ১৩০ হইতে ১৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজতক্তে উপবিষ্ট ছিলেন। এরূপ স্থলে উক্ত দুই শাতকর্ণির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, মহাক্ষত্রপ কন্যার সহিত শাতকর্ণি রাজার প্রিয়পুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণির (চতুরপন) বিবাহ হইয়াছিল‡। ইহাতে বোধ হয় যে, রুদ্রদামের শিলাফলকোক্ত সাতকর্ণি যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি হইবেন। অধিক সম্ভব তিনি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রুদ্রদামদুহিতা মঢরার সহিত স্বীয় পুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র-চতুরপনের বিবাহ দিয়াছিলেন এবং সেই সম্বন্ধসূত্রেই সম্ভবতঃ রুদ্রদাম দক্ষিণাপথে হস্তক্ষেপ করেন নাই। উক্ত শকরাজ-কন্যার পুত্র (মঢরীপুত্র) শকসেন নামে খ্যাত।

রুদ্রদেব (পুং) যযাতিচরিতরচয়িতা।

রুদ্রদেব, আর্য্যাবর্ত্তের একজন রাজা। রাজা সমুদ্রগুপ্ত (৩৫০ খৃঃ।) ইঁহাকে নিহত করেন। ২ নেপালের একজন রাজা।

রুদ্রদেব, ১ কৌতুকচিন্তামণি-প্রণেতা। ২ জ্যোতিশ্চন্দ্রার্ক-রুচিকাশিকা ও জ্যোতিষচন্দ্রিকা-রচয়িতা। ৩ বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তভূষণটীকা-প্রণেতা। ৪ প্রতাপনারসিংহ নামক দীধিতি-রচয়িতা। প্রতিষ্ঠানপুরনিবাসী তোরোনারায়ণের পুত্র ও অনন্তের শিষ্য। উক্ত গ্রন্থে তিনি অগ্নিহোত্রহোম, অন্ত্যেষ্টি-প্রয়োগ, আপস্তম্বাহ্নিক, পাকযজ্ঞপ্রকাশ, পূর্ত্তপ্রকাশ, যতি-সংস্কার, সন্ন্যাসপদ্ধতি ও বৌধায়নীয় সোমপ্রয়োগ প্রভৃতির মীমাংসা করেন। ৫ গুণবতী নাম্নী প্রবোধচন্দ্রোদয়টীকা-রচয়িতা।

রুদ্রধর, কৃত্যচন্দ্রিকা, বিবাদচন্দ্রিকা ও শ্রাদ্ধচন্দ্রিকারচয়িতা চণ্ডেশ্বরের শিষ্য। ২ পুষ্পমালারচয়িতা। ৩ ব্রতপদ্ধতি-প্রণেতা। ৪ শ্রাদ্ধবিবেক, শুদ্ধিবিবেক ও লঘুরুদ্রধর নামক দীধিতিরচয়িতা। রঘুনন্দন, কমলাকর ও নীলকণ্ঠ ইঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি লক্ষ্মীধরের পুত্র এবং হলধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

রুদ্রধর ভট্ট, শার্ঙ্গধরসংহিতাটীকা-প্রণেতা।

রুদ্রনন্দিন্, একজন প্রাচীন কবি।

রুদ্রনাথ, বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তভূষণটীকা-রচয়িতা।

[রুদ্রদেব দেখ।]

রুদ্রনাথ, হিমালয়স্থ শৈবতীর্থভেদ। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থান রুদ্রগড় নামে খ্যাত।

রুদ্রনিধি, হিমালয়স্থ দেবস্থানভেদ। (হিমবৎ ৯।৫৭)

রুদ্রন্যায় বাচস্পতি, বৃন্দাবনবিনোদকাব্য ও ভাববিলাস-কাব্য-প্রণেতা। ইনি স্বীয় প্রতিপালক মানসিংহ পুত্র ও ভগবদ্দাসপৌত্র রাজা ভাবসিংহের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া ভাববিলাস প্রণয়ন করেন।

রুদ্রন্যায় বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গালাবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র ও ভবানন্দ পণ্ডিতের পৌত্র। ইনি সাধারণে ন্যায়বাচস্পতি বা বাচস্পতি নামে পরিচিত ছিলেন। অধিকরণচন্দ্রিকা, কারকপরিচ্ছেদ, কারকবাদ, কারকব্যূহ, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিটীকা, কুসুমা-ঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা, বাদ পরি-চ্ছেদ, বিধিরূপানিরূপণ, শব্দপরিচ্ছেদ এবং অনুমিতি টীকা, আখ্যাবাদব্যাখ্যা, উদাহরণলক্ষণটীকা, উপনয়লক্ষণটীকা, উপাধি পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, কেবলান্বয়ী গ্রন্থটীকা, চিত্ররূপবাদার্থ, তর্কগ্রন্থটীকা, তৃতীয় চক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, তৃতীয় প্রগল্ভলক্ষণ-টীকা, দ্বিতীয় চক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, দ্বিতীয় প্রগল্ভলক্ষণটীকা, দ্বিতীয় স্বলক্ষণটীকা, পক্ষতাপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, পক্ষতাসিদ্ধান্ত-গ্রন্থটীকা, প্রতিজ্ঞালক্ষণটীকা, প্রথমচক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, বিরুদ্ধ-পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, বিরুদ্ধসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, বিশেষবাদটীকা, ব্যাপ্ত্যনুগমটীকা, সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সব্যভিচার-পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সব্যভিচারসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা ও সামান্যনিরুক্তি-টীকা প্রভৃতি কয়খানি ন্যায়গ্রন্থ ও চম্পূ ইঁহার রচিত। এতদ্ভিন্ন ইনি পিতামহ ভবানন্দ বিরচিত কারকাদ্যর্থনির্ণয় নামক একখানি টীকা এবং দ্রব্যকিরণাবলীপরীক্ষা ও গুণপ্রকাশ-বিবৃতিভাবপ্রকাশিকা নাম্নী রঘুনাথকৃত কিরণাবলীর টিপ্পনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

রুদ্রপণ্ডিত (পুং) [রুদ্রহরি দেখ।]

রুদ্রপত্নী (স্ত্রী) রুদ্রস্য পত্নী। ১ দুর্গা।

"সান্নিধ্যং তত্র রাজেন্দ্র রুদ্রপত্ন্যা কুরূদ্বহ।
অভিগম্য চ তাং দেবীং ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ॥"

(ভারত ৩।৮৩।১৫৮) ২ অতসী। (রত্নমালা)

রুদ্রপল্লীয় খরতর শাখা, জৈনসম্প্রদায়ভেদ। পদ্মচন্দ্রের গুরু জিনশেখর সূরি রুদ্রপল্লীতে এই শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। মতান্তরে পদ্মচন্দ্রই এই শাখার প্রবর্ত্তক।

রুদ্রপাল (পুং) রাজভেদ।

† Ind. Anti. vol. vii. p. 261.

‡ Bhandarkar's Dekkan, p. 29-36.

রুদ্রপীঠ, দেবীপীঠভেদ। (যোগিণীতন্ত্র ১৭)

রুদ্রপুত্র (পুং) দ্বাদশমনু, রুদ্রসাবর্ণি।

রুদ্রপুর (ক্লী) জনপদভেদ। (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

রুদ্রপুর, যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বথুয়ানালার তীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৬°২৬´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৩°৩৯´ ২৫´´ পূঃ। এখানে ভরজাতির একটী সুবিস্তৃত দুর্গের ধ্বংশাবশেষ আছে। গুড় ও স্থানীয় শস্যের কারবারের জন্য এইস্থান প্রসিদ্ধ।

রুদ্রপুর, যুক্তপ্রদেশের তরাই জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। অক্ষা০ ২৮° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৯° ২৬´ ৬´´ পূঃ। কতকগুলি ধ্বস্ত মন্দির ও প্রাচীন মসজিদ্ এখানকার প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের শাসনসমৃদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। এই গ্রামের পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ আম্রকানন আছে।

রুদ্রপূজন (ক্লী) রুদ্রস্য পূজনং। রুদ্রদেবের পূজা।

রুদ্রপ্রতাপ (পুং) [রাজা প্রতাপরুদ্র দেখ।]

রুদ্রপ্রয়াগ (পুং) হিমালয়স্থ তীর্থভেদ। এখানে মন্দাকিনীর সহিত গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। (হিমবৎখ ৮।১০৪)

উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের গড়বাল জেলায় এখনও রুদ্রপ্রয়াগ তীর্থে দেবমন্দিরাদি বিদ্যমান আছে। এখনও কেদারনাথ ও বদরিনাথ-শৈলশিখরবিধৌতকারিণী মন্দাকিনী নদী কলকল-নাদে পার্ব্বতীয় অধিত্যকা ভূমি উত্তরণপূর্ব্বক এখানে অলকা-নন্দার সহিত মিলিত হইতেছে। ইহা পঞ্চপ্রয়াগের একতম। হিমালয়তীর্থযাত্রিগণ এখানে আসিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া থাকে। মন্দাকিনী-অলকানন্দা-সঙ্গমের ৬ মাইল দূরে পর্ব্বত-বক্ষে একটী গহ্বর আছে, উহা ভীম-কা চুল্‌হা নামে খ্যাত।

রুদ্রপ্রিয়া (স্ত্রী) রুদ্রস্য প্রিয়া। ১ হরীতকী। ২ পার্ব্বতী।

রুদ্রভদ্র, নদবিশেষ। (হিমবৎ ১৮।১০)

রুদ্রভট্ট, ১ জগন্নাথবিজয়কাব্যরচয়িতা। ২ রুদ্রভাষ্যপ্রণেতা। ৩ শৃঙ্গারতিলক নামক অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা। পদ্যাবলীতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

রুদ্রভট্ট অযাচিত, একজন সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। অচ্ছাবক-প্রয়োগপ্রণেতা যাজ্ঞিক রঘুনাথের পিতা।

রুদ্রভট্ট কবীন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি। পদার্থমালা প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা লোগাক্ষি-ভাস্করের পিতামহ। ইনি লৌগাক্ষি রুদ্রভট্ট নামেও পরিচিত ছিলেন।

রুদ্রভট্ট বৈদ্য, সন্নিপাতকলিকা ও বৈদ্যজীবনটীকা-রচয়িতা। ইঁহার কৃত আরও চারিখানি বৈদ্যকগ্রন্থের টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোণেরভট্টের পুত্র ও বিষ্ণুভট্টের পৌত্র।

রুদ্রভাষ্য (ক্লী) অহোবল-রচিত একখানি প্রসিদ্ধ ভাষ্য।

রুদ্রভূ (স্ত্রী) রুদ্রস্য ভূঃ স্থানং। শ্মশান।

রুদ্রভূতি (স্ত্রী) ১ রুদ্রাহ্বায়ণির গোত্রাপত্য। ২ তদ্বংশীয় একজন আচার্য্য।

রুদ্রভূমি (স্ত্রী) ১ জ্যোতিষোক্ত ভূমির প্রকারভেদ। ২ শ্মশান।

রুদ্রভৈরবী (স্ত্রী) দুর্গামূর্ত্তিভেদ।

রুদ্রমণি, চণ্ডীসপর্য্যাক্রম ও লক্ষ্মীপূজাবিবেকপ্রণেতা।

রুদ্রমণি ত্রিপাঠিন্, প্রশ্নশিরোমণি নামক জ্যোতিগ্রন্থ রচয়িতা। ইনি কমলেন্দুপ্রকাশপ্রণেতা বাল্মীকি কবির পিতা।

রুদ্রম দেবকুমার, অমরুশতকটীকাপ্রণেতা।

রুদ্রময় (ত্রি) রুদ্রস্বরূপে ময়ট্। রুদ্রস্বরূপ। রুদ্ররূপ।

রুদ্রমহাদেবী (স্ত্রী) রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী।

রুদ্রমাদেবী, ওরঙ্গলের কাকতীয়বংশীয় একজন রাণী। তিনি স্বীয় স্বামী (মতান্তরে পিতা) গণপতির মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। মার্কো পোলো যখন এই প্রদেশ পরিভ্রমণে আসেন, তখন (১২৫৭ খৃঃ) তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি প্রায় ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২য় প্রতাপরুদ্রদেবকে সিংহাসন দান করেন।

রুদ্রমূর্ত্তি (পুং) রুদ্রের রূপ বা আকৃতি। (হরশীর্ষ ৪১।৫।১) ২ ক্রোধের পূর্ণ প্রতিকৃতি। ৩ প্রচণ্ড মুখাকৃতি।

রুদ্রযামল (ক্লী) ভৈরব ও ভৈরবীর কথপোকথনচ্ছলে বর্ণিত একখানি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থ।

রুদ্ররায় (পুং) নবদ্বীপের একজন হিন্দুরাজা। [নবদ্বীপ দেখ]

রুদ্ররাশি (পুং) শিলালিপিবর্ণিত একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

রুদ্রযজ্ঞ (পুং) রুদ্রের উদ্দেশে কৃত যাগভেদ।

রুদ্ররোদন (ক্লী) স্বর্ণ।

রুদ্ররোমা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর-মাতৃভেদ।

রুদ্রলতা (স্ত্রী) রুদ্রলতাবিশেষ। রুদ্রজটা। (রাজনি০)

রুদ্রলোক (পুং) ১ রুদ্রগণের বাসভূমি। ২ শিবলোক। (শিব সনৎ০ ১০।১)

রুদ্রবট (ক্লী) তীর্থভেদ। মহাভারতে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। (ভারত ৩। ৪০৯২ শ্লোক)

রুদ্রবদ্গণ (ত্রি) রুদ্রগণ-পরিবেষ্টিত (সোম)। (তৈত্তিরীয়স০)

রুদ্রবৎ (ত্রি) ১ রুদ্রসদৃশ। ২ ইন্দ্র (ঐতরেয়ব্রা০ ২। ২০) ৩ অগ্নি। (বিংশব্রা০ ২১। ১৪। ১৩)

রুদ্রবরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে কএকটী মন্দির বিদ্যমান আছে।

রুদ্রবর্ত্তনি (পুং) ১ কঠোর পথ। ২ স্তুতিমার্গ (অশ্বিদ্বয়) (ঋক্ ৮।২২।১) 'রোদনশীলমার্গৌবা স্তূয়মানমার্গৌ' (সায়ণ)

রুদ্রবিংশতি (স্ত্রী) রুদ্রদেবতাকা বিংশতিঃ। প্রভবাদি ষষ্টি-বর্ষের অন্তর্গত বিংশতি বর্ষ। ষষ্টিবর্ষের শেষ ২০ বৎসর রুদ্রবিংশতি। "আদ্যা তু বিংশতির্ব্রাহ্মী দ্বিতীয়া বৈষ্ণবী স্মৃতা। তৃতীয়া রুদ্রদৈবত্যা শ্রেষ্ঠা মধ্যাধমা ভবেৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব) [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

রুদ্রবীণা (স্ত্রী) রুদ্রস্য বীণা। বীণাভেদ। (সঙ্গীত-নারায়ণ)

রুদ্রব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

রুদ্রশর্ম্মন্ (পুং) চণ্ডীবিলাসনাটক ও তাহার টীকাপ্রণেতা, ইঁহার উপাধি ত্রিপাঠিন্।

রুদ্রসম্প্রদায়িন্, বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। [বল্লভাচার্য্য দেখ।]

রুদ্রসরস্ (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ।

রুদ্রসর্গ (পুং) রুদ্রকৃতঃ সর্গঃ। রুদ্র কর্ত্তৃক সৃষ্টি। রুদ্র হইতে যাহাদের উৎপত্তি হয়, সেই সকল রুদ্র সৃষ্টি নামে অভিহিত। [রুদ্রশব্দ দেখ।]

রুদ্রসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

রুদ্রসাবর্ণি (পুং) মনুভেদ, দ্বাদশমনু। ভাগবতে লিখিত আছে যে এই মন্বন্তরে সুধামাখ্য অবতার, ঋতধামা ইন্দ্র এবং হবিরাদি দেবতা, তপোমূর্ত্তি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, দেববৎ ও উপদেবাদি মনুপুত্র হইয়াছিলেন। (ভাগবত ৮। ১৩ অঃ)

রুদ্রসাবর্ণিক (ত্রি) রুদ্রসাবর্ণির কালসম্ভূত বা তৎসম্বন্ধীয়।

রুদ্রসিংহ, মিথিলার খণ্ডবালবংশীয় জনৈক রাজা। ছত্রসিংহের পুত্র ও মহেশ্বরসিংহের পৌত্র। ইনি সুবোধিনী ও ব্রতাচার প্রণেতা রত্নপাণির প্রতিপালক ছিলেন।

রুদ্রসিংহ, আসামের আহোমবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি রঙ্গপুর ও জোরহাট্ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রচলিত মুদ্রা সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত হইয়াছিল। [কামরূপ দেখ।]

রুদ্রসিংহ, একজন হিন্দুনরপতি। রাঘবপাণ্ডবীয়টীকাপ্রণেতা কুমার শশধরের পিতামহ।

রুদ্রসুন্দরী (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ।

রুদ্রসূ (স্ত্রী) রুদ্রং তৎপরমিতি পুত্রং সূতে সূ-ক্বিপ্। একাদশ পুত্রের জননী। "বিশ্বসূর্দশপুত্রাস্তাদেকাধিকাতু রুদ্রসূঃ। (শব্দরত্ন০)

রুদ্রসূক্ত (ক্লী) সূক্তভেদ।

রুদ্রসূরি, শব্দচিন্তামণি নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। পুণ্য-নাথের পুত্র।

রুদ্রসৃষ্টি (স্ত্রী) রুদ্রকৃতা সৃষ্টিঃ। রুদ্রসর্গ, রুদ্রের সৃষ্টি।

রুদ্রসেন (পুং) ভারত যুদ্ধের জনৈক যোদ্ধা। (ভারত ৭ পর্ব্ব)

রুদ্রসেন ১ম, পশ্চিমক্ষত্রপ-রাজবংশের একজন শকরাজ, রুদ্রসিংহের পুত্র। ২০০ খৃঃ অঃ বিদ্যমান ছিলেন।

রুদ্রসেন ২য়, জনৈক শকক্ষত্রপ। ২য় দামজড়শ্রীর পরে মালব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজা বীরদামার পুত্র। ইনি ২৫০ খৃঃ অঃ বিদ্যমান ছিলেন।

রুদ্রসেন ১ম, ২য় ও ৩য়, দাক্ষিণাত্যের বকাটকবংশীয় মহারাজ। [বাকাটকবংশ দেখ।]

রুদ্রসোম (পুং) ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিৎসা০ ৬৪। ১১০)

রুদ্রস্কন্দ স্বামিন্, ঔদ্গাত্রসারসংগ্রহ নামে দ্রাহ্যায়ণশ্রৌত-সূত্রভাষ্য ও দ্রাহ্যায়ণগৃহ্যসূত্রবৃত্তিরচয়িতা। বীররাঘব ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রুদ্রস্বর্গ (পুং) রুদ্রলোক।

রুদ্রস্বামিন্ (পুং) শিলালিপি বর্ণিত জনৈক রাজা।

রুদ্র হিমালয় (পুং) হিমালয় পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গ। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত। অক্ষা০ ৩০°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৯°৯´ পূঃ। চীনতাতারের অভিমুখে পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত। মর্ণটন বলেন, ইহার পাঁচটী শৃঙ্গই তুষারাবৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২৩৯০ ফিট্ উচ্চ।

রুদ্রহূতি (ত্রি) স্তোতৃগণ কর্ত্তৃক হুত। রুদ্র। "স্বাহা রুদ্রায় রুদ্রহূতয়ে" (শুক্লযজুঃ ৩৮। ১৬) 'রুদ্রৈঃ স্তোতৃভির্হূয়তে আহূয়তে ইতি রুদ্রহূতিঃ তস্মৈ স্তোতৃস্তুতায়' (বেদদীপ০)

রুদ্রহৃদয় (পুং) উপনিষদ্ভেদ।

রুদ্রা (স্ত্রী) ১ রুদ্রজটা। জটাধারী। ২ নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি০) ৩ হিমালয়স্থ নদীভেদ। (হিমবৎ ৮।১৯)

রুদ্রাক্রীড়া (পুং) রুদ্রস্য আক্রীড়া দেবনং যত্র। শ্মশান। (ত্রিকা০)

রুদ্রাক্ষ (ক্লী) রুদ্রস্য অক্ষি কারণত্বেনাস্ত্যস্যেতি, অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ স্বনামখ্যাত বৃক্ষবীজ (পুং) ২ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ (Elæocarpus Ganitrus)। পর্য্যায় তৃণমেরু, অমর, পুষ্পচামর। ইহার ফলের পর্য্যায় শিবাক্ষ, সর্পাক্ষ, ভূত-নাশন, পাবন, নীলকণ্ঠাক্ষ, হরাক্ষ, শিবপ্রিয়। ইহার গুণ—অম্ল, উষ্ণ, বাত, কৃমি, শিরোরোগ, গ্রহপীড়া ও বিষনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি০)

রুদ্রাক্ষ স্থূল প্রশস্ত, স্থূল রুদ্রাক্ষ ও নার্ম্মদ শিবলিঙ্গ ক্ষুদ্র প্রশস্ত।

"রুদ্রাক্ষং শিবলিঙ্গঞ্চ স্থূলং স্থূলং বিশিষ্যতে।
শালগ্রামো নার্ম্মদঞ্চ সূক্ষ্মঃসূক্ষ্মো বিশিষ্যতে॥" (মেরুতন্ত্র ৯প্র০)

রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া শিবপূজা করিতে হয়। যদি কেহ রুদ্রাক্ষমালা ধারণ না করিয়া শিবপূজা করে, তাহা হইলে ঐ পূজা নিষ্ফল হয়।

"বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাত্তস্য ফলপ্রদঃ॥" (লিঙ্গপু০)

রুদ্রাক্ষমালা, ভস্ম ও ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ না করিয়া শিব-পূজা করিবে না, এইরূপ বিধান আছে। কিন্তু যদি কেহ ইহা ধারণ না করিয়া পূজাদি করে, তাহা হইলে পূজার কিঞ্চিন্মাত্রও ফল হইবে না, তাহা নহে, তবে বৈলক্ষণ্য ফলের অভাব হইবে, এইমাত্র বুঝিতে হইবে।

তন্ত্রসারে রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যো নরঃ।
রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ভক্ত্যা স শৈবং লোকমাপ্নুয়াৎ॥"

'নববক্ত্রন্তু রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্বামবাহুনা।
চতুর্দ্দশ মুখঞ্চৈব শিখায়াং ধারয়েদ্বুধঃ॥' ইত্যাদি তন্ত্রসার।

মস্তকে, হস্তদ্বয়ে, কণ্ঠে ও করদ্বয়ে যে ব্যক্তি রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সেই ব্যক্তি শিবলোক লাভ করিতে পারে। সাধক নববক্ত্র রুদ্রাক্ষ বামবাহুতে এবং চতুর্দ্দশমুখরুদ্রাক্ষ শিখাতে ধারণ করিবে। একবক্ত্র রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, এই একবক্ত্র রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হয়। দ্বিবক্ত্র রুদ্রাক্ষ হরগৌরীস্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষধারণে গোহত্যা-জনিত পাপ নষ্ট হয়। ত্রিবক্ত্র রুদ্রাক্ষ অগ্নিস্বরূপ, উহা ধারণে ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। চতুর্বক্ত্র রুদ্রাক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষ ধারণে নরহত্যাজনিত পাপ; পঞ্চবক্ত্র-রুদ্রাক্ষ কালাগ্নিস্বরূপ, ইহা ধারণে অগম্যাগমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণজনিত পাতক, ষড়্বক্ত্র রুদ্রাক্ষ কার্ত্তিকেয়স্বরূপ, ইহা ধারণে গর্ভহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট হয়। সপ্তমুখরুদ্রাক্ষ স্বয়ং অনন্ত, ইহা ধারণে সুবর্ণস্তেয়জনিত পাপ, অষ্টমুখরুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ গণপতি, ইহা ধারণে মিথ্যাবাক্যকথনজন্য পাপ বিদূরিত হয়। নবমুখরুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ ভৈরবস্বরূপ, ইহাধারণে শিবসাযুজ্য, দশবক্ত্র রুদ্রাক্ষ বিষ্ণু-স্বরূপ, ইহা ধারণে ভূতপ্রেত ও পিশাচাদির ভয়বিনাশ, একাদশমুখরুদ্রাক্ষধারণে নানাপ্রকার যজ্ঞফল লাভ, দ্বাদশমুখরুদ্রাক্ষ সূর্য্যস্বরূপ, ইহা ধারণে সকল প্রকার কামনা পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষ শ্রীকণ্ঠ, ইহা ধারণে পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার হইয়া থাকে।

একবক্ত্র হইতে চতুর্দ্দশবক্ত্র পর্য্যন্ত রুদ্রাক্ষ অশেষ প্রকার পাপনাশক। এই যে সকল রুদ্রাক্ষের বিষয় কথিত হইল, এই সকল রুদ্রাক্ষ নিশ্ছিদ্র ও সুপক্ক হইবে। নচেৎ উহা মঙ্গলজনক নহে। রুদ্রাক্ষ পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা অভিষেক করিয়া ধারণ করিতে হয়। রুদ্রাক্ষ প্রতিষ্ঠাকালে পঞ্চাক্ষরমন্ত্র ও ত্র্যম্বকাদিমন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।'

"নিশ্ছিদ্রাশ্চ সুপক্কাশ্চ রুদ্রাক্ষধারণে স্মৃতাঃ।
পঞ্চামৃতং পঞ্চগব্যং স্নানকালে প্রযোজয়েৎ।
রুদ্রাক্ষস্য প্রতিষ্ঠায়াং মন্ত্রং পঞ্চাক্ষরং তথা।
ত্র্যম্বকাদিঞ্চ মন্ত্রঞ্চ তথা তত্র প্রযোজয়েৎ॥" (তন্ত্রসার)

ত্র্যম্বকাদিমন্ত্র যথা—"ওঁ হৌং অঘোরে হোং ঘোরে, হুং ঘোর ঘোরতরে ওঁ হ্রৈং হ্রীং শ্রীং ঐং সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমোঽস্তু রুদ্ররূপিণে হুঁ হুং"

এই মন্ত্রদ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া ধারণ করিতে হয়। একমুখ-রুদ্রাক্ষ হইতে চতুর্দ্দশমুখরুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হইলে তাহাদের প্রত্যেকের একএকটী ধারণের মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রপাঠ করিয়া ধারণ করিতে হয়।

মন্ত্র যথা—১ ওঁ ওঁ ভৃশং নমঃ। ২ ওঁ ওঁ নমঃ। ৩ ওঁ ওঁ নমঃ। ৪ ওঁ হ্রীঁ নমঃ। ৫ ওঁ হুং নমঃ। ৬ ওঁ ওঁ হুং হুং নমঃ। ৭ ওঁ হুং ওঁ ওঁ নমঃ। ৮ ওঁ নমঃ। ৯ হুং নমঃ। ১০ ওঁ হং নমঃ। ১১ ওঁ হ্রীং নমঃ। ১২ ওঁ হ্রীঁ নমঃ। ১৩ ওঁ ক্ষাং ক্ষৌং নমঃ। ১৪ ওঁ নমো নমঃ।

এই চতুর্দ্দশটী মন্ত্রে যথাক্রমে চতুর্দ্দশমুখরুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হয়।

"রুদ্রাক্ষে দেহসংস্থে তু কুক্কুরো ম্রিয়তে যদি।
সোঽপি রুদ্রপদং যাতি কিং পুনর্মানবা গুহ॥
সপ্তবিংশতিরুদ্রাক্ষমালয়া দেহসংস্থয়া।
যঃ করোতি নরঃ পুণ্যং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥
যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যো রুদ্রাক্ষং ভুবি ষণ্মুখম্।
তস্য প্রীতো ভবেদ্রুদ্রঃ স্বপদঞ্চ প্রযচ্ছতি॥
বিনা মন্ত্রেণ যো ধত্তে রুদ্রাক্ষং ভুবি মানবঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥" (তন্ত্রসার)

যদি কুকুরের মরণকালেও তাহার দেহে রুদ্রাক্ষ থাকে, তাহা হইলে সেই কুকুরও রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। শ্রেষ্ঠ মানবের কথা আর কি বলা যাইতে পারে, মৃত্যু সময়ে মানবের দেহে রুদ্রাক্ষ থাকিলে তাহার রুদ্রলোক প্রাপ্তি নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

২৭টী রুদ্রাক্ষের মালা গাথিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া জীব যে সকল কার্য্য করে, তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ষণ্মুখরুদ্রাক্ষ দান করে, সে ব্যক্তির প্রতি রুদ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপন পদ প্রদান করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি বিনা মন্ত্রে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত নরকে গমন করিয়া থাকে।

তন্ত্রসারে অন্যবিধ আর ১৪টী মন্ত্র বিহিত হইয়াছে, প্রথম হইতে ১৪টী পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্রে ধারণ করিতে হয়।

মন্ত্র যথা—১ ওঁ ঐং। ২ ওঁ শ্রীং। ৩ ওঁ ঐং ক্রুং। ৪ ওঁ হ্রীং

হূং। ৫ ওঁ হ্রীং। ৬ ওঁ ঐং হ্রীং। ৭ ওঁ হ্রীং। ৮ ওঁ রুং রং। ৯ ওঁ হ্রাং। ১০ ওঁ হ্রীং। ১১ ওঁ শ্রীং। ১২ ওঁ হ্রাং হ্রীং। ১৩ ওঁ ক্ষৌঁ নমঃ। ১৪ ওঁ তমাং। এই ১৪টী মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হয়।

"রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতির্দ্বে
ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলে দ্বাদশদ্বাদশৈব।
বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পৃথগনিয়মিতং চৈকমেকং শিখায়াং
বক্ষস্যষ্টাধিকাংশঃ কলয়তি কলুষং সঃ স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ॥"

যে ব্যক্তি কণ্ঠদেশে দ্বাত্রিংশৎ, মস্তকে দ্বাবিংশতি, প্রতিকর্ণে ৬টী ৬টী, দক্ষিণহস্তে দ্বাদশ, বামবাহুতে ষোড়শ এবং বক্ষঃস্থলে অষ্টোত্তরশতরুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তাঁহার সকল পাপ ধ্বংস হয় এবং স্বয়ং তিনি নীলকণ্ঠস্বরূপ হইয়া থাকেন। (তন্ত্রসার)

তিথিতত্ত্বে ইহার উৎপত্তি ও ধারণাদির বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রুদ্রাক্ষনামনিরুক্তি।

"ত্রিপুরস্য বধে কালে রুদ্রস্যাক্ষ্ণোঽপতংস্তু যে।
অশ্রুণো বিন্দবস্তে তু রুদ্রাক্ষা অভবন্ ভুবি॥"

(সংবৎসরপ্রদীপধৃত তিথিতত্ত্ব)

মহাদেব যখন ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন, তখন তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়াছিল, তাহাতেই ইহার উৎপত্তি হয়। রুদ্রের অক্ষি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম রুদ্রাক্ষ হইয়াছে।

তন্ত্রাদিশাস্ত্রে ১ হইতে চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল রুদ্রাক্ষের মধ্যে পঞ্চবক্ত্র রুদ্রাক্ষ সুলভ, এই জন্য প্রত্যেকের যথা বিধানে এই পঞ্চমুখরুদ্রাক্ষ ধারণ করা বিধেয়। পঞ্চবক্ত্র রুদ্রাক্ষ স্বয়ং রুদ্রস্বরূপ, ইহার নাম কালাগ্নি, এই রুদ্রাক্ষধারণে অগম্যাগমন ও অভক্ষ্যভক্ষণ জনিত পাতক সকল বিনষ্ট হয়। এই রুদ্রাক্ষধারণকালে 'হুং নমঃ' এই মন্ত্র প্রত্যেকে অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া শিবনির্ম্মাল্যোদকে প্রক্ষালন করিয়া পরে ধারণ করিতে হইবে।

"পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ংরুদ্রঃ কালাগ্নির্নাম নামতঃ।
অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণাৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ॥
হুং নমঃ ইতি প্রত্যেকমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা
শিবাম্ভসা প্রক্ষাল্য ধারণীয়ং" (তিথিতত্ত্ব)

একাদশীতত্ত্বে লিখিত আছে যে, বৈদিকজপ হোমাদি যে কোন কার্য্য করা যাউক না কেন, রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া করিতে হয়, নচেৎ উহা নিষ্ফল হইবে। ধ্যানধারণাহীন হইয়াও যদি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা যায়, তাহা হইলে কেবল ইহার মাহাত্ম্যে পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে।

"অরুদ্রাক্ষধরো ভূত্বা যদ্ যৎ কর্ম্ম চ বৈদিকম্।
করোতি জপহোমাদি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥
ধ্যানধারণহীনোঽপি রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ বুধঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥" (একাদশীতত্ত্ব)

দেবীভাগবতে রুদ্রাক্ষের উৎপত্তি ও গুণাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।—একদা ষড়ানন কৈলাসে ভগবান্ রুদ্রদেবকে রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্যাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "পুরাকালে যখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ত্রিপুরাসুরের নিকট পরাজিত ও নিপীড়িত হন, তখন আমি দেবগণের অনুরোধে ত্রিপুরকে বধ করিবার জন্য অঘোর নামক দিব্যাস্ত্রের স্মরণ করিয়া সহস্র বৎসর উন্মীলিত নয়নে অবস্থান করিয়াছিলাম, ক্ষণকালের নিমিত্তও চক্ষুর নিমেষ ত্যাগ করি নাই, তাহাতে আমার চক্ষু আহত হওয়ায় নেত্র হইতে জলবিন্দু নিপতিত হইয়াছিল, সেই নেত্রবিন্দু হইতে রুদ্রাক্ষ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়।" এই রুদ্রাক্ষ ৩৮ প্রকার। তন্মধ্যে সূর্য্যরূপ নেত্র হইতে দ্বাদশ প্রকার, পিঙ্গলবর্ণ চন্দ্ররূপ নেত্র হইতে ষোড়শ প্রকার ও শ্বেতবর্ণ অগ্নিরূপ নেত্র হইতে দশপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রাক্ষ উৎপন্ন হয়। এই রুদ্রাক্ষ আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ রুদ্রাক্ষ জাতিতে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ রুদ্রাক্ষ ক্ষত্রিয়, মিশ্রবর্ণ রুদ্রাক্ষ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রাক্ষ শূদ্র।

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ স্ব স্ব বর্ণোক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণজাতীয় রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবেন, কদাচ ক্ষত্রিয়জাতীয় রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবেন না। এই সকল রুদ্রাক্ষ এক হইতে চতুর্দ্দশ মুখ। এই সকল বিভিন্ন মুখ রুদ্রাক্ষের বিভিন্ন প্রকার ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষ ধারণে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিদূরিত হয়। দ্বিমুখ রুদ্রাক্ষ দেবদেবীস্বরূপ, ইহা ধারণে দ্বিবিধ পাপ, ত্রিমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ অনলস্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষ স্ত্রীহত্যাপাপ, চতুর্ম্মুখ রুদ্রাক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা নরহত্যাপাপ, পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ রুদ্রস্বরূপ, ইহার নাম কালাগ্নি, ইহা অভক্ষ্যভক্ষণ ও অগম্যাগমনজনিত পাপ, ষণ্মুখ রুদ্রাক্ষ কার্ত্তিকেয়স্বরূপ, ইহা ব্রহ্মহত্যাদি পাপ, সপ্তমুখ রুদ্রাক্ষের নাম অনঙ্গ, ইহা ধারণে স্বর্ণস্তেয়াদি পাপ, অষ্টমুখ রুদ্রাক্ষের নাম বিনায়ক, ইহা গুরুপত্নী ও অগম্যাগমনজনিত পাপ এবং নবমুখরুদ্রাক্ষ ভৈরবস্বরূপ, ইহা ভ্রূণহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশক। দশমুখরুদ্রাক্ষ জনার্দ্দন

স্বরূপ, ধারণ করিলে পিশাচ ও বেতালাদির উপদ্রব শান্তি হয়। একাদশমুখ সাক্ষাৎ রুদ্রস্বরূপ,ধারণ করিলে অশ্বমেধ ও বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞের ফল লাভ হয়। দ্বাদশমুখ রুদ্রাক্ষ কর্ণে ধারণ করিলে আদিত্যগণ সন্তুষ্ট এবং গোমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ এবং নানাপ্রকার পাপমুক্তি হয়। ত্রয়োদশমুখ রুদ্রাক্ষ অতি দুর্লভ, যদি কখনও কেহ ভাগ্যবলে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কার্ত্তিকেয় তুল্য হইয়া সকল প্রকার কামনা ও অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ইহার প্রভাবে স্বর্ণরৌপ্যাদি প্রস্তুত করিতে শিখে এবং সকল প্রকার ভোগসুখ প্রাপ্ত হয়। চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষ মস্তকে ধারণ করিলে শিবতুল্য হয়।

রুদ্রাক্ষ অতিপূজনীয়, দেবগণ সর্ব্বদা অতিযত্নে ইহার পূজা করিয়া থাকেন। রুদ্রাক্ষ ধারণে জীবের পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে। মস্তকে ২৪, হৃদয়ে ৫০, বাহুদ্বয়ে ১৬, ও দুই মণিবন্ধে ১২, রুদ্রাক্ষের মালা এই নিয়মে ধারণ করিবে। ১০৮, ৫০, ২৭টা রুদ্রাক্ষের মালা প্রস্তুত করিয়া জপ করিতে হয়। ইহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞাদির ফল লাভ এবং একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার হয়। অন্তকালে তাহার শিবলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

রুদ্রাক্ষ জপ করিতে হইলে মালা করিয়া জপ করিতে হয়, ব্রহ্মা রুদ্রাক্ষের মুখ, রুদ্র বিন্দু ও বিষ্ণু পুচ্ছ। এই রুদ্রাক্ষ ভোগ ও মোক্ষফলপ্রদ। রক্ত, শুক্ল ও মিশ্রবর্ণ পঞ্চমুখ পঞ্চবিংশতি রুদ্রাক্ষ দ্বারা গোপুচ্ছের মত ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকারে মুখে মুখে পুচ্ছে পুচ্ছে সংযুক্ত করিয়া মালা গাঁথিবে। মালা গাঁথিবার সময় উর্দ্ধমুখে মেরু রাখিয়া তাহার উপরে গ্রন্থি দিবে। এইরূপ মালা গাঁথিয়া পরে শোধন করিয়া ধারণ করিবে। এই মালা প্রথমে গন্ধোদকে ও পঞ্চগব্যে স্থাপন করিয়া নির্ম্মল জলে ধুইয়া মন্ত্রপূত করিবে। অনন্তর শিবের ষড়ঙ্গ মন্ত্রের অন্তর্গত অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা স্পর্শ করিয়া 'হুঁ' এই মন্ত্রে মালাগুলি একত্র করিতে হইবে। পরে তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করিয়া 'সদ্যোজাত' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শতবার প্রোক্ষণ করিতে হইবে। অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ এবং বিশুদ্ধ ভূমিতে রাখিয়া তাহার উপরে শিব ও ভগবতীর ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে মালার প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে দেবতার যে মন্ত্র সেই মন্ত্রে ঐ মালা পূজা করিতে হয়।

রুদ্রাক্ষমালা মস্তকে, কণ্ঠে, কর্ণে বা বাহুযুগলে ধারণ করিবে। স্নান, দান, জপ, হোম, বৈশ্বদেব, বলি, দেবপূজা, প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ এবং দীক্ষাকালে রুদ্রাক্ষ ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। রুদ্রাক্ষ ধারণ না করিয়া এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে।

রুদ্রাক্ষধারণের ফল ত্রিলোকবিখ্যাত। রুদ্রাক্ষের দর্শনে পুণ্য, স্পর্শে কোটিগুণ পুণ্য, ধারণে শতকোটিগুণ পুণ্য এবং প্রতিদিন জপ করিলে লক্ষকোটিসহস্র গুণ ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি হস্তে, বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠে, কর্ণে বা মস্তকে রুদ্রাক্ষধারণ করে, সে সাক্ষাৎ রুদ্রস্বরূপ হয়। রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে মানব সকল প্রাণীর অবধ্য, মহাদেবের ন্যায় দেবাসুরের বন্দনীয় এবং সকল প্রকার পাতকবিরহিত হইয়া থাকে। একমাত্র রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া জীব জপ ও ধ্যানাদি বিহীন হইলেও ইহার প্রভাবে পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে।

রুদ্রাক্ষের মহিমার বিষয় নিম্নোক্তরূপ একটী পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত আছে ;—কোশলদেশে গিরিনাথ নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার গুণনিধি নামে এক পুত্র হয়, এই পুত্র কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্। গুণনিধি ক্রমে অতিশয় দুর্বৃত্ত হইয়া উঠে। গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে গুণনিধি গুরুপত্নী চন্দ্রাবলীতে আসক্ত হয়. পরে গুরুকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিয়া গুরুপত্নীকে লইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাকে। পরে ঘোর দুর্বৃত্ত হইয়া মাতাপিতাকেও নিহত করে।

গুণনিধি এতই দুর্বৃত্ত হইয়াছিল যে, তাহার আর কোনরূপ পাপকে পাপ বলিয়া বোধ ছিল না। কোনরূপ কুকার্য্য করিতে সে পরাঙ্মুখ হইত না। তাহাকে দেখিলে লোকসকল ভয়ে পলায়ন করিত। স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা ও সুরাপান প্রভৃতি কোন পাতকই তাহার আর বাকী ছিল না।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে সেই নরাধম মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য যমালয় হইতে সহস্র যমদূত এবং শিবালয় হইতে একটী দূত আসিল। যমদূত ও শিবদূতে বিবাদ উপস্থিত হইলে যমদূত জিজ্ঞাসা করিল, গুণনিধি অতি পাপপরায়ণ, তোমরা ইহাকে কি নিমিত্ত লইতে আসিয়াছ ? তখন শিবদূত কহিল, গুণনিধি অতিপাপপরায়ণ সত্য, কিন্তু গুণনিধি যে স্থলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তত্রত্য ভূমির দশহস্ত নিম্নে রুদ্রাক্ষ আছে, সেই রুদ্রাক্ষের প্রভাবে ইহার পাপক্ষয় হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে তোমাদের অধিকার নাই, আমরা ইহাকে শিবলোকে লইয়া যাইব। তখন গুণনিধি দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবদূতের সহিত শিবলোকে গমন করিল।

(দেবীভাগবত ৯।৪-৭ অ০)

স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতেও রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ২ উপনিষদ্ভেদ।

রুদ্রাক্ষমালা (স্ত্রী) রুদ্রাক্ষ বীজদ্বারা প্রস্তুত মালিকা।

রুদ্রাচার্য্য (পুং) জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

রুদ্রাণী (স্ত্রী) রুদ্রস্য পত্নী (ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্বরুদ্রেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি ঙীষ্। দুর্গা।

"রুদ্রস্যেয়ন্তু রুদ্রাণী রৌদ্রং হন্তি করোতি যা।"(দেবীপু° ৪৫ অ)

২ রুদ্রজটা। (রাজনি°)

রুদ্রাধ্যায়িন্ (ত্রি) রুদ্রস্তবপাঠকারী।

রুদ্রাধ্যায় (পুং) ১ রুদ্রের উদ্দেশকৃত যজুর্ব্বেদীয় সূক্ত। শ্রাদ্ধকার্য্যে পঠনীয় গ্রন্থাংশভেদ। ইহা যজুর্ব্বেদীদিগের বৃষোৎসর্গে পঠিত হইয়া থাকে।

রুদ্রায়ণ (পুং) রোরুকদেশাধিপতি একজন রাজা।

রুদ্রারি (পুং) রুদ্র অরির্যস্য। কামদেব।

রুদ্রাবর্ত্ত (পুং) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

রুদ্রাবস্কন্ট (ত্রি) রুদ্রকর্ত্তৃক বিনষ্ট। (তৈত্তিরীয় সং ৩।৫।৬।২)

রুদ্রাবাস (পুং) রুদ্রস্য আবাসঃ। কাশী, মহাদেব এই স্থানে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, এই জন্য ইহাকে রুদ্রাবাস কহে।

রুদ্রিয় (ত্রি) ১ রুদ্রসম্বন্ধীয়। রুদ্রভব। ২ প্রশংসাবাদক। ৩ আনন্দদায়ক। (ক্লী) ৪ রুদ্রশক্তি। ৫ সুখ। (সায়ণ ২।১১।৩২) ৬ বহুবচনে মরুদ্গণকে বুঝায়।

রুদ্রী (স্ত্রী) বীণাভেদ, রুদ্রবীণা। (শব্দরত্না°)

রুদ্রৈকাদশিনী (স্ত্রী) একাদশ রুদ্রানুবাকজপ অর্থাৎ অঘমর্ষণসূক্ত জপ।

"সুক্রিয়ারণ্যকজপো গায়ত্র্যাশ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বপাপহরা হ্যেতে রুদ্রৈকাদশিনী তথা॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩। ৩০৯)

রুদ্রোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

রুদ্রোপস্থ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (হরিবংশ)

রুধ্, রুধির। রুধ-আবৃতি, আবরণ, রোধ। রুধাদি° উভয়° সক° অনিট্। ২ কামনা, অভিলাষ। অনুরোধ। দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। এই ধাতু অনুপূর্ব্বক প্রয়োগ হইয়া থাকে। লট্-রুণদ্ধি, রুন্ধঃ রুন্ধন্তি। রুণৎসি। রুন্ধে, রুন্ধাতে রুন্ধতে। লিঙ্ রুন্ধ্যাৎ রুন্ধীত। লোট্ রুণদ্ধু, রুন্ধাং। রুন্ধি, রুণধানি। লঙ্ অরুণৎ, অরুন্ধাং অরুন্ধন্ অরুণৎ অরুণঃ অরুদ্ধ। লিট্ রুরোধ রুরুধে। লুট্ রোদ্ধা। লৃট্ রোৎস্যতি তে। লুঙ্ অরুধৎ অরোৎসীৎ, অরুধতাং অরৌদ্ধাং, অরুধন্, অরোৎসুঃ। অরুদ্ধ অরুৎসাতাং অরুৎসত। সন্ রুরুৎসতি-তে। যঙ্ রোরুধ্যতে। যঙ্লুক্ রোরোদ্ধি। ণিচ্ রোধয়তি। লুঙ্ অরুরুধৎ। দিবাদি পক্ষে লট্ অনুরুধ্যতে।

অনু+রুধ=১অনুবর্ত্তন। ২ ইচ্ছা।

অব+রুধ=অবরোধ। আ+রুধ=অপনয়। উপ+রুধ=১ নিবারণ। ২ নিষেধ। ৩ আচ্ছাদন। নি+রুধ=নিরোধ, নিবারণ, বন্ধন।

রুধিক্রা (স্ত্রী) ইন্দ্রকর্ত্তৃক পরাজিত অসুরভেদ। (ঋক্ ২।১৪।৫)

রুধির (ক্লী) রুণাদ্ধি রুধ্যতে ইতি বা রুধ (ইষিমদিমুদীতি। উণ্ ১। ৫২) ইতি কিরচ্। শরীরস্থ রসধাতুভব। পর্য্যায়—রক্ত, অস্র, অসৃক্, কীলাল, ক্ষতজ, শোণিত, লোহিত, অস্বক্, শোণ, লোহ, চর্ম্মজ। (রাজনি°) [রক্তশব্দ দেখ]

(পুং) ২ মঙ্গলগ্রহ। (মেদিনী) ৩ মণিভেদ। ৪ নগরভেদ। [শোণিতপুর দেখ।]

রুধিরতাম্রাক্ষ (ত্রি) রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট।

রুধিরপায়িন্ (পুং) রক্তপানকারী। রাক্ষস।

রুধিরপ্রদিগ্ধ (ত্রি) রক্তাক্ত। রক্তম্রক্ষিত।

রুধিরপ্লাবিত (ত্রি) রক্তাপ্লুত।

রুধিররূষিত (ত্রি) রক্তাচ্ছাদিত।

রুধিরলেশ (পুং) রক্তচিহ্ন, রক্তের দাগ।

রুধিরবিন্দু (পুং) রক্তের ফোঁটা।

রুধিরাখ্য (রুধিরাক্ষ), মূল্যবান্ প্রস্তর বা মণিভেদ। এই মণিকে কেহ উপরত্ন, কেহ বা স্বল্পমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ ও গরুড়পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই মণির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎসংহিতা ও অগ্নিপুরাণে ইহার গুণাগুণের বিষয় কিছু উল্লিখিত নাই, গরুড়পুরাণে সামান্য মাত্র আছে।

এই মণির উৎপত্তির বিষয় এইরূপ বর্ণিত দেখা যায়—অগ্নিদেব যথাভিলষিত দানবের রূপ ধারণ করিয়া নর্ম্মদা নদীতে কিছু নিক্ষেপ করেন। নর্ম্মদা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর তাহা হইতে ইন্দ্রগোপকীটের চিহ্নবিশিষ্ট শুকচঞ্চুতুল্য এক প্রকার মণি উৎপন্ন হয়, এই মণি প্রমাণে পীলুফলের ন্যায়। পণ্ডিতগণ এই মণির নাম রুধিরাখ্য নির্দ্দেশ করেন। শিল্পিগণ এই মণি উত্তোলন করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার কারুকার্য্য করিয়া থাকে। এই মণির মধ্যস্থল বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ ও পার্শ্বদেশ ইন্দ্রনীল তুল্য। এই রত্ন পক্ব হইলে বজ্রবর্ণ (হীরক) হইয়া থাকে। যিনি এই মণি ধারণ করেন, তাহার সুখৈশ্বর্য্যাদি নানারূপ শুভ হইয়া থাকে। *

* "হুতভুগ্ রূপমাদায় দানবস্য যথেপ্সিতম্।
নর্ম্মদায়াং নিচিক্ষেপ কিঞ্চিন্নাদি ভূতলে॥

রুধিরানন (স্ত্রী) মঙ্গলগ্রহের বক্রগতি বিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, অস্তমন নক্ষত্রের পঞ্চদশ বা ষোড়শ নক্ষত্র হইতে মঙ্গলের বক্র হইলে রুধিরানন নামে বক্র হইয়া থাকে।

"রুধিরাননমিতি বক্রং পঞ্চদশাৎ ষোড়শাচ্চ বিনিবৃত্তে।"

(বৃহৎসংহিতা ৬। ৪)

রুধিরান্ধ (পুং) নরকভেদ।

রুধিরাময় (পুং) রুধিরনির্গমরূপ ব্যাধি, রক্তপিত্তরোগ।

রুধিরাবিল (ত্রি) রক্তময়।

রুধিরাশন (ত্রি) রুধিরং অশনং যস্য। রক্তভোজী রাক্ষস।

রুধিরোদ্গারিন্ (ত্রি) ১ রক্তবমনকারী। (পুং) ২ বার্হস্পত্য ষষ্টিসম্বৎসরের সপ্তপঞ্চাশৎ বর্ষ।

রুপ্, বিমোহন, আকুলীকরণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ রুপ্যতি। লোট্ রুপ্যতু। লঙ্ অরুপ্যং। লিট্ রুরোপ। লুঙ্ অরোপীৎ, পুষাদিত্বাৎ অঙ্ অরুপৎ।

রুভেটি (স্ত্রী) কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা। ধূম, বাষ্প।

রুম (পুং) ঋগ্বেদবর্ণিত একজন ব্যক্তি। (ঋক্ ৮। ৪। ২) (পারস্য) ২ তুরস্কের সুলতানের অধিকৃত মুসলমানরাজ্য।

রুমা (স্ত্রী) ১ সুগ্রীবভার্য্যা। ২ বিশিষ্ট লবণাকর।

রুমাভব (ত্রি) রুমানামক লবণাকর জাত।

রুমাল (পারসী) চতুষ্কোণ ক্ষুদ্রবস্ত্রখণ্ড, মুখ বা হাত মোছা ও গাত্রে আবরণ দিবার জন্য আদৃত, মুসলমান-সমাজে ইহার অধিক ব্যবহার আছে।

রুমন্বৎ (ত্রি) ১ ঋষিভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব) ২ সুপ্রতীকের পুত্র। (কথাসরিৎসা° ৯। ৪৪) ৩ পর্ব্বতভেদ।

(পা° ৮। ২। ১২)

রুশ্র (পুং) রম্ (চকিরম্যো রুচ্চোপধায়াঃ। উণ্ ২। ১৪) ইতি রক্ উপধায়াশ্চ উত্বং। অরুণ। (উজ্জ্বল)

রুয্যক, শ্রীকণ্ঠচরিতপ্রণেতা মঙ্খের গুরু ও রাজানক তিলকের পুত্র। ইনি ১১৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত অলঙ্কারসর্ব্বস্ব, জাহ্লনকৃত সোমপালবিলাসের অলঙ্কানুসারিণী নাম্নী টীকা, কাব্যপ্রকাশসঙ্কেত, শ্রীকণ্ঠস্তব; সহৃদয়লীলা, সাহিত্যমীমাংসা ও হর্ষচরিতবার্ত্তিক পাওয়া যায়। ইঁহার অপর নাম রাজানক রুচক।

তত্রেন্দ্রগোপকলিতং শুকবক্ত্রবর্ণং
সংস্থানতঃ প্রকটপীলুসমানমাত্রং।
নানাপ্রকারবিহিতং রুধিরাখ্যয়ন্তং
সংস্কৃতা তত্ত্ব খলু সর্ব্বসমানমেব ॥
মধ্যেন্দুপাণ্ডুরমতীববিশুদ্ধবর্ণং
তচ্চেন্দ্রনীলসদৃশং পটলং তুলে স্যাৎ।
দৈবর্য্যাত্মভূত্যজননং কথিতং তদেব
পরক তৎকিল ভবেৎ সুরবজ্রতুল্যং॥" (গরুড়পু° ৭৮ অ°)

রুয়া (দেশজ) রোপণ করা, যথা ধান রোয়া।

রুরু (পুং) রৌতীতি রু (রুশাতিভ্যাং ক্রুন্। উণ্ ৪। ১০৩) ইতি ক্রুন্। মৃগবিশেষ।

"রুরূন্ কৃষ্ণমৃগাংশ্চৈব মেধ্যাংশ্চানান্ বনেচরান্।
বাণৈরুন্মথ্য বিবিধৈর্ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যবেদয়ৎ ॥"

(ভারত ৩। ৫০। ৭)

ইহার মাংসগুণ—স্নিগ্ধ, গুরু, মন্দাগ্নিকারক এবং বলপ্রদ। (রাজনি°) ২ দৈত্যভেদ। ভগবতী দুর্গা এই দৈত্যকে বিনাশ করেন। (কথাসরিৎসা° ৫৩। ১৭১)

ইহার মাংসগুণ—স্নিগ্ধ, গুরু, মন্দাগ্নিকারক এবং বলপ্রদ। (রাজনি°) ২ দৈত্যভেদ। ভগবতী দুর্গা এই দৈত্যকে বিনাশ করেন। (কথাসরিৎসা° ৫৩।১৭১)

৩ ক্রূরসত্ত্ববিশেষ, ইহার চলিত নাম ভারশৃঙ্গ। এই জন্তু সর্প হইতেও অতিশয় ক্রূর। ইহলোকে যাহারা হিংসা করে, তাহারা পরলোকে যমযাতনা পায় এবং হিংসিত প্রাণী রুরু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই লোকদিগকে পীড়িত করিয়া থাকে। এই নরক রৌরব নামে অভিহিত।

"ইহলোকেঽমুনা যে তু হিংসিতা জন্তবঃ পুরা।
ত এব রুরবো ভূত্বা পরত্র পীড়য়ন্তি তং॥
তস্মাদ্রৌরবমিত্যাহুঃ পুরাণজ্ঞাঃ মনীষিণঃ।
রুরুঃ সর্পাদতিক্রূরো [illegible] পুরাতনৈঃ॥"

(দেবীভাগ° ৮।২২।১০-১১ ও ভাগবত ৫।২৬।১১)

৪ স্বনামখ্যাত মুনিবিশেষ। এই মুনি চ্যবনের পৌত্র ও প্রমতির পুত্র। পত্নী প্রমদ্বরার বিয়োগ হইলে ইনি নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ দেবীভাগবতের ২।৮ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

৫ ঋষি প্রমতির ঔরসে ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত পুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব) ৬ বিশ্বদেবার অন্তর্ভুক্ত দেবগণভেদ। ৭ মনুসাবর্ণির অন্তর্গত সপ্তর্ষির একজন। ৮ ভৈরবভেদ। (রুরুভৈরব) ৯ ফলবৃক্ষবিশেষ। (পা° ৪।৩।১৩৮)

রুরুক (পুং) সূর্য্যবংশীয় রাজভেদ। (হরিবংশ)

রুরুক্ষণি (ত্রি) ধ্বংস করিতে ইচ্ছাশীল। (ঋক্ ৯।৪৮।২)

রুরুৎসু (ত্রি) ১ বন্ধনেচ্ছু (কেশাদি)। ২ বাধাদানেচ্ছু।

রুরুদিষু (ত্রি) রোদিতুমিচ্ছুঃ, রুদ-সন্, সনন্তাৎ উ। রোদন করিতে ইচ্ছুক।

রুরুভৈরব (পুং) ভৈরবভেদ। দুর্গাপূজার সময় এই ভৈরবকে পূজা করিতে হয়।

'রুরুবে ভৈরবায় নমঃ' (দুর্গাপূজাপ০)

রুরুমুণ্ড (পুং) পর্ব্বতভেদ। উরুমুণ্ড পাঠও দেখা যায়।

রুরুশীর্ষন্ (ত্রি) মৃগশীর্ষযুক্ত (তীর)। শৃঙ্গশীর্ষন্ বা হস্তিশীর্ষক। (ঋক্ ৬।৭৫।১৫ সায়ণ)

রুবকার (পারসী) ব্যস্ত, ব্যগ্র, কার্য্যবক্ত।

রুবকারী (পারসী) কার্য্যবিবরণী (Proceedings)।

রুবণ্যু (ত্রি) রবণীয়, শব্দনীয়। "আবো রুবণ্যুমৌশিজো" (ঋক্ ১।১২২।৫)

'রুবণ্যুং রবণীয়ং শব্দনীয়ং' (সায়ণ)

রুবথ (পুং) রৌতি রু (রুবিদিভ্যাং ডিৎ। উণ্ ৩।১১৬) ইতি অথ, সচ ডিৎ। কুকুর। (উজ্জ্বল)

রুবরু (পারসী) সম্মুখে, মুখোমুখিভাবে।

রুবু (পুং) রু-কু। এরণ্ডবৃক্ষভেদ, রক্তৈরণ্ড। (রাজনি০)

রুবুক, রুবুক্, রুরুক (পুং) রুবুরেব স্বার্থে কন্। এরণ্ড বৃক্ষ। ২ রক্তৈরণ্ড।

রুশ্, হিংসা। তুদাদি০ পরস্মৈ০ অক০ সেট্। লট্ রুশতি। লোট্ রুশতু। লিট্ রুরোশ। লুট্। রোষ্টা। লৃট্ রোক্ষ্যতি। লুঙ্ অরুক্ষৎ। সন্ রুরুক্ষতি। যঙ্ লুক্ রোরোষ্টি। নিচ্ রোশয়তি। লুঙ্ অরূরুশৎ।

রুশঙ্গু (পুং) ঋষিভেদ। নৃষঙ্গু ও রুষদ্গু পাঠও দেখা যায়।

রুশদ্‌পশু (ত্রি) ১ দীপ্ত পশুযুক্ত। ২ প্রকাশিত হবিঃ। ৩ প্রকাশিত কিরণ। "অভূত্বয়া রুশদ্‌পশুঃ" (ঋক্ ৫।৭৫।৯)

'রুশদ্‌পশুঃ দীপ্তপশুমান্, প্রকাশিতহবিরিত্যর্থঃ, অথবা পশবঃ কিরণাঃ রুশদ্রশ্মিঃ' (সায়ণ)

রুষদূর্ম্মি (ত্রি) দীপ্ত-জ্বাল। "রুশদূর্ম্মে অজর" (ঋক্ ১।৫৮।৪)

'হে রুশদূর্ম্মে দীপ্তজ্বাল' (সায়ণ)

রুশদ্গু (ত্রি) ১ রোচমান রশ্মি। (ঋক্ ৫।৩৪।৭) (পুং) ২ ঋষিভেদ।

রুশদ্রথ, একজন রাজা। তিতিক্ষুর পুত্র। (ভাগবত ৯।২৩।৩) রুষদ্রথ এইরূপ পাঠও দেখা যায়।

রুশদ্বৎসা (স্ত্রী) দীপ্তসূর্য্য যাহার বৎস হইয়াছে।

"রুশদ্বৎসা রুশতী" (ঋক্ ১।১১।৩২)

'রুশদ্বৎসা রুশদ্ দীপ্তঃ সূর্য্যঃ বৎসো যস্যাঃ সা।' (সায়ণ)

রুশৎ (ত্রি) রুশ-শতৃ। দীপ্যমান।

"রুশদ্ভির্বপুভিরাচরন্তো অন্যান্যা" (ঋক্ ১।৬২.৮)

'রুশদ্ভিঃ দীপ্যমানৈঃ' (সায়ণ)

রুশন (দেশজ) লশুন।

রুশনা (স্ত্রী) রুদ্রপত্নীভেদ। (ভাগ০ ৩।১২।১৩)

রুশম (পুং) ১ ঋগ্‌বেদোক্ত জনপদ বিশেষ। ২ তত্রত্য লোক।

"ভদ্রমিদং রুশমা অগ্নে" (ঋক্ ৫।৩০।১২)

'রুশম ইতি কশ্চিদ্‌জনপদবিশেষঃ। অত্র রুশমশব্দেন তত্রত্যা জনা উচ্যন্তে' (সায়ণ)

রুশমা (স্ত্রী) বেদোক্ত ব্যক্তিবিশেষ। ইনি 'আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শীঘ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ' এই কথা বলিয়া ইন্দ্রের সহিত বিরোধ করেন এবং স্বয়ং কৌশলপূর্ব্বক পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্ব ভ্রমণ করিয়াই জয়লাভ করিয়াছিলেন। (পঞ্চবিংশব্রা০ ১৫।১৩।৩)

রুশেকু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগ০ ৯। ২৩। ৩০)

রুষ্, ক্রোধ। দিবাদি০ পরস্মৈ০ অক০ সেট্। লট্ রুষ্যতি। লোট্ রুষ্যতু। লিট্ রুরোষ। লুট্ রোষ্টা। লৃট্ রোষিষ্যতি। লুঙ্ অরোষীৎ, পুষাদিত্বাৎ অরুষৎ। সন্ রুরুষিষতি, রুরোষিষতি। যঙ্ রোরুষ্যতে। যঙ্লুক্ রোরোষ্টি। নিচ্ রোষয়তি। লুঙ্ অরূরুষৎ। রুষ, বধ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ রোষতি।

রুষ্ (স্ত্রী) রুষ্যতি রুষ-ক্বিপ্। ক্রোধ।

রুষ, লালবর্ণের গুড়া পালিসতৈল। স্বর্ণালঙ্কারাদি উজ্জ্বল করিতে উহা ব্যবহৃত হয়।

রুষ, রুষিয়া দেশের অধিবাসী। [রুষিয়া শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রুষঙ্গু (পুং) ভারতবর্ণিত একজন ব্রাহ্মণ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

রুষদ্গু (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

রুষা (স্ত্রী) রুষ-ক্বিপ্, ভাগুরিমতে টাপ্। অমর্ষ। পর্য্যায়—ক্রোধ, মন্যু, ক্রুধা, কোপ, প্রতিঘ, রুট্, ক্রুধ্। (হেম)

রুষিত (ত্রি) রুষ্যতি স্মেতি রুষ-ক্ত (রুষ্যমত্বরসংঘুষাস্বনাম্। পা ৭।২।২৮) ইতি পক্ষে ইট্। ক্রোধযুক্ত, রুষ্ট।

"তং নাগপাশৈর্বলিনন্দনো বলী-
ঘ্নন্তং স্বসৈন্যং রুষিতো ববন্ধ হ॥" (ভাগবত ১০।৬৮ অ০)

রুসিয়া, (রুষসাম্রাজ্য) যুরোপের পূর্ব্বাংশ এবং এসিয়ার উত্তরাংশস্থ একটী সুবিস্তীর্ণ রাজ্য। ভূপরিমাণ ৮৬,৬০,০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ সমস্ত ভূমণ্ডলের একষষ্ঠাংশ। এরূপ আয়তনে বিস্তীর্ণ হইলেও লোকসংখ্যা তুলনা করিলে কিন্তু অনেক কম। ১৯০১ সালের লোকগণনায় প্রায় ১৩৫০০০০০০ অর্থাৎ পৃথিবীর লোকসংখ্যার $\frac{1}{18}$ অংশ মাত্র। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের পরিমাণ আরও বাড়িয়া ছিল। ঐ বর্ষে রুষসম্রাট্ চীনসম্রাটের নিকট হইতে পেচিলি উপসাগরস্থ লাওটাং উপদ্বীপ, আর্থার বন্দর, তলিএনবান, নিকটস্থ সমুদ্র ও তাহার উত্তরভাগস্থ ভূভাগ ইজারা লইয়াছিলেন। ১৮৯৯

খৃষ্টাব্দে ঐ সমুদায় লইয়া কোয়াঙ্-তুঙ্ নামে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়। এই প্রদেশের ভূপরিমাণ ১২২৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে চীনে বক্সার-বিদ্রোহের পর সমস্ত মাঞ্চুরিয়া একপ্রকার রুষসম্রাটের শাসনাধীন হয়। এই সঙ্গে মোঙ্গলিয়াতেও রুষপ্রভাব বিস্তৃত হয়। এমন কি, আন্তর্জাতিক সীমান্ত-কমিসন দ্বারা আফগান্-তুর্কিস্থানে ৩৫° ৩৮′ ১৭″ উঃ অক্ষাংশ এবং ৬২° ২১′ ৫২″ পূঃ দ্রাঘিমাংশ পর্য্যন্ত রুষসাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি রুষ-[illegible]ান যুদ্ধে রুষিয়া মাঞ্চুরিয়া হারাইতে বসিয়াছেন।

অল্পদিন মধ্যে লোকসংখ্যায় ও নানা বিষয়ে রুষসাম্রাজ্য অনেকটা উন্নত হইয়াছে। ১৮৫৬-১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যে সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৪০ লক্ষ মাত্র ছিল, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় ১২ কোটি ৯০ লক্ষ হইয়াছে।

রুষসাম্রাজ্য প্রধানতঃ ৪টী দেশে বিভক্ত, এই দেশচতুষ্টয়ের মধ্যে আবার নানা প্রদেশ আছে। নিম্নে প্রত্যেক দেশ এবং তদন্তর্গত প্রদেশসমূহের, তাহার পরিমাণ ও জনসংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ		বর্গমাইল	লোকসংখ্যা
১ য়ুরোপীয় রুষিয়ায়—			(১৮৯৭ খৃঃ অঃ)
অর্খঙ্গেলেস্ক	…	৩৩১৬৪০	৩৪৭৫৮৯
অষ্ট্রাখান	…	৯১৩২৭	৯৯৪৭৭৫
আজব সাগর	…	[illegible]৫২০	
উফা	…	[illegible]	২২২০৪৯৭
একাতেরিনোস্লাব্	…	২৪৪৭৮	২১১২৬৫১
এস্থোনিয়া	…	৭৮১৮	৪১৩৭২৪
ওরেণবর্গ	…	৭৩৮১৬	১৬০৯৩৮৮
ওরেল্	…	১৮০৪২	২০৫৪৭৪৯
ওলোনেৎস্	…	৫৭৪৩৯	৩৬৬৭১৫
কজন	…	২৪৬০১	২১৯১০৫৮
কলুগা	…	১১৯৪২	১১৮৫৭২৬
কিব্	…	১৯৬৯১	৩৫৭৬১২৫
কুর্স্ক	…	১৭৯৩৭	[illegible]৯৬৫৭৭
কোব্নো	…	১৫৬৯২	১৫৪৯৪৪৪
কোস্ত্রোমা	…	৩২৪৯০	১৪২৯২২৮
কোরলণ্ড	…	১০৫৩৫	৬৭২৬৩৪
খরকোব	…	২১০৪১	২৫০৯৮১১
খেরসোন	…	২৭৫২৩	২৭৩২৮৩২
গ্রোদ্নো	…	১৪৯৩১	১৬১৭৮৫৯
চেরণিগোব	…	২০২৩৩	২৩২১৯০০
টম্বোব	…	২৫৭১০	২৭১৫৪৫৩
টারিডা	…	২৪৪৯৭	১৪৪৩৫৬৬
টুলা	…	১১৯৫৪	১৪৩২৭৪৩
ডনভূভাগ	…	৬৩৫৩২	২৫৭৫৮১৮
ত্বের	…	২৫২২৫	১৮১২৮২৫
নিজ্নি-নবগোরোদ	…	১৯৭৯৭	১৬০০৩০৪
নবগোরোদ	…	৪৭২৩৬	১৩৯২৯৩৩
পেন্জা	…	১৪৯৯৭	১৪৯১২১৫
পেরম্	…	১২৮২১১	৩০০৩২০৮
পোদোলিয়া	…	১৬২২৪	৩০৩১৫১৩
পোলতবা	…	১৯২৬৫	২৭৯৪৭২৭
প্স্কোব্	…	১৭০৬৯	১১৩৬৫৪০
বেসারাবিয়া	…	১৭৬১৯	১৯৩৩৪৩৬
মস্কো	…	১২৮৫৯	২৪৩৩৩৫৬
মিন্স্ক	…	৩৫২৯৩	২১৫৬১২৩
মোঘিলেব	…	১৮৫৫১	১৭০৮০৪১
য়রোস্লাব	…	১৩৭৫১	১০৭২৪৭৮
রয়াজন	…	১৬২৫৫	১৮২৭৫৩৯
বিতেবস্ক	…	১৭৪৪০	১৫০২৯১৬
বিল্না	…	১৬৪২১	১৫৯১২১২
বোলহিনিয়া	…	২৭৭৪৩	২৯৯৭৯০২
বোলোগ্দা	…	১৫৫৪৯৮	১৩৬৫৫৮৭
বোরোনেজ্	…	২৫৪৩৩	২৫৩৬২৫৫
ব্যংকা	…	৫৯৩২৯	৩০৮২৭৮৮
সামারা	…	৫৮৩২১	২৭৬৩৪৭৮
সারাটোক	…	৩২৬২৪	২৪১৯৮৮৪
সিম্বিরস্ক্	…	১৯১১০	১৫৪৯৪৬১
সেণ্টপিটার্স্বার্গ	…	২০৭৬০	২১০৭৬৯১
স্মোলেন্স্ক্	…	২১৬৩৮	১৫৫১০৬৮
	মোট	১৯০২২০২	৯৪২১৫৪১৫
২ ফিনলণ্ডে—			
অবোজর্ণিবর্গ	…	৯৩৩৩	৪১৩৩৫১
উলিঅবর্গ	…	৬৩৯৫৭	২৫৬৭৩০
কুওপিও	…	১৬৪৯৯	২৯৭১২০
তবাস্তেহস্	…	৮৩৩৪	২৭১৯৪৩
নয়লণ্ড	…	৪৫৮৪	২৫৮৮০৪
লাদোগা হ্রদ	…	৩০৯৪	
বসা	…	১৬১০৫	৪২৯৪৪৫

বিবোর্গ ...	১৩৫৭০	৩৭২০১৫
সেণ্ট-মাইকেল ...	৮৮১৯	১৮৩৮১১
মোট	১৪৪২৫৫	২৪৮৩২৪৯
৩ পোলণ্ডে—		
ওয়ার্স ...	৫৬২৩	১৯৩৩৬৮৯
কালিস্জ্ ...	৪৩৯২	৮৪৬৭১৯
কিল্শে ...	৩৮৯৭	৭৬৩৭৪৬
পিওতর্কৌ ...	৪৭২৯	১৪০৯০৪৪
প্লোক্ ...	৪২০০	৫৫৬৮৭৭
রদোম্ ...	৪৭৬৯	৮২০৩৬৩
লব্লিন্ ...	৬৫০১	১১৫৯৪৬৩
লোমজা ...	৪৬৬৭	৫৮৫৭৮১
সিড্ল্সে ...	৫৫৩৫	৭৭৫৩১৬
সুবল্কি ...	৪৮৪৬	৬০৪৯৪৫
মোট	৪৯১৫৯	৯৪৫৫৯৪৩
য়ুরোপীয় রুষিয়ায় মোট—	২০৯৫৬১৬	১০৬১৫৪৬০৭
৪ এসিয়াস্থ রুষিয়ায়—		
উত্তর ককেসিয়ায়—		
কুবান্ ...	৩৪৪৪১	১৯২২৭৭৩
তেরেক ...	২৬৮২২	৯৩৩৪৮৫
ষ্টাব্রোপোল্ ...	২৩৩৯৮	৮৭৬২৯৮
মোট	৮৬৬৬১	৩৭৩২৫৫৬
ট্রান্স্ককেসিয়ায়—		
এরিবান্ ...	১০০৭৫	৮০৪৭৫৭
এলিজাবেথ্পোল্ ...	১৬৭২১	৮৭১৫৫৭
করস্ ...	৭৩০৮	২৯২৪৯৮
কুতৈস্ ...	১৩৯৬৮	১০৭৫৮৬১
কৃষ্ণসাগর ...	২৮৩৬	৫৪২২৮
দঘেস্তান্ ...	১১৩৩২	৫৮৬৬৩৬
তিফ্লিস্ ...	১৫৩০৬	১০৪০৯৪৩
ও জকৃতলী ...	১৫৪১	
বকু ...	১৫০৯৫	৭৮৯৬৫৯
মোট	৯৪১৮২	৫৫১৬১৩৯
ষ্টেপিস্তে—		
অক্মোলিন্স্ক্ ...	২২৯৬০৯	৬৭৮৯৫৭
উরল্স্ক্ ...	১৩৯১৬৮	৬৪৪০০১
তুর্গৈ ...	১৭৬২১৯	৪৫৩১২৩
সেমিপলতিন্স্ক্ ...	১৮৪৬৩১	৬৮৫১৯৭
মোট	৭৫৫৭৯৩	২৪৬৪২৭৮

তুর্কিস্থানে—		
ফরগণা ...	৩০৬৫৪	১৫৬০৪১১
সমরকন্দ ...	২৬৬২৭	৮৫৭৮৪৭
সেমির্যেচেন্স্ক্ ...	১৫২২৮০	৯৯০১০৭
সৈয়রদরিয়া ...	১৯৪৮৫৩	১৪৭৯৮৪৮
কাস্পীয়সাগর ...	১৬৯৩৮১	
ট্রান্সকাস্পিয়ান্ ...	২১৪২৩৭	৩৭২১৯৩
মধ্যএসিয়ার মোট	১৫৪৮৮২৫	৭৭২১৬৮৪
পশ্চিমসাইবেরিয়ায়—		
তোবলস্ক ...	৫৩৯৬৫৯	১৪৩৮৪৮৪
তোম্স্ক ...	৩৩১১৫৯	১৯২৯০৯২
পূর্ব্বসাইবেরিয়ায়—		
ইকুৎস্ক ...	২৮৭০৬১	৫০৬৫১৭
ত্রান্স-বৈকালিয়া ...	২৩৬৮৬৮	৬৬৪০৭১
য়কুৎস্ক ...	১৫৩৩৩৭	২৬১৭৩১
যেনিসেস্ক্ ...	৯৮৭১৮৬	৫৫৯৯০২
আমুর ...	১৭২৮৪৮	১১৮৫৭০
প্রিমোস্কয়া ...	৭১৫[illegible]২	২২০৫৫৭
সথালিন ...	২৯৩৩৬	২৮১৬৬
মোট সাইবেরিয়ায়	৪৮৩৩৪৯৬	৫৭২৭০৯০
এসিয়াস্থ রুষিয়ায় মোট	৬৫৬৩১৬৪	২২৬৯৭৪৬৯

ইতিহাস।

রুষদেশের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দ হইতে আরম্ভ। তৎপূর্ব্বে রুষসাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার অতি অস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের প্রাচীন পুরাণ আলোচনা করিলে মনে হয়, যে য়ুরোপীয় রুষিয়া ও এসিয়াতিক রুষিয়ার মধ্যস্থান এবং বর্ত্তমান কাস্পীয়সাগরের উভয় পার্শ্ব হইতে উত্তরসমুদ্র পর্য্যন্ত শাকদ্বীপ বিস্তৃত ছিল, হিমপ্রলয়ে শাকদ্বীপের উত্তরাংশের ভূসংস্থান সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। হিমপ্রলয়ের পর প্রথমতঃ আর্য্যজাতি শাকদ্বীপ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তৎপরে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। এই জন্য কাস্পীয়সাগরতীরে বহুকাল আর্য্যপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। খৃঃ পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানকার আর্য্যশাখাসম্ভূত শাকগণের প্রভাবে একসময় সমস্ত এসিয়া ও য়ুরোপ প্রকম্পিত হইয়াছিল। অবশেষে চীন ও পারসিকগণের আক্রমণে শাকগণ নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ঐ শাকদিগের সহিত ভারতের সংস্রব হইয়াছিল। [শাকদ্বীপ ও ভোজকব্রাহ্মণ দেখ।] জরথুস্ত্র-মতাবলম্বী পারসিকগণের

অত্যাচারে সৌর শাকদ্বীপিগণের যথেষ্ট দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, এই সময়ে তাহারা নৃপতিবিহীন, সমাজহীন ও ধর্ম্মহীন জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়।

পারসিক ও চীনজাতির অভ্যুদয়কালেও রুষদেশের গঠন বা 'রুষ' নামকরণ হয় নাই। সে সময়েও এই দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে ও এক এক জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তের অধীনে বিভক্ত ছিল। পারসিকপ্রাধান্যকালে যেমন অগ্নিপূজা প্রচার হইয়াছিল, চীনদিগের প্রাধান্যকালেও প্রথমে কন্‌ফুচি ও শেষে বৌদ্ধমত প্রচারিত হয়। কিন্তু সাধারণ লোক পূর্ব্ব হইতেই রীতিমত উপদেশ ও আচার্য্য অভাবে অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্নই ছিল। এমন কি, তাহারা যে পূর্ব্বতন শাক-জাতির বংশধর, তাহাও এককালে ভুলিয়া গিয়াছিল। যুরোপীয় রুষিয়ার পশ্চিমাংশে শলভ (Slav) নামে এক বিস্তৃত আর্য্যশাখার বাস ছিল। বর্ত্তমান রুষগণ তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

রুষ নাম কখন ও কেন হইল? তাহার একটা ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, রৌষ, রোষিয়া, রোষিয়ানে (Rous, **Rossia,** Rossiane) শব্দ হইতে "রুষ" শব্দের উৎপত্তি। আবার কাহারও মতে, রক্সলনী (Rhoxolani) নামে মেদ (Medish) জাতির একশাখা হইতে রুষ নামের সৃষ্টি। অধুনাতন ঐতিহাসিকগণের মতে, ফিনিস্ ভাষায় "রুওচি" (Ruotsi) বলিলে সুইদিস্‌দিগকে বুঝায়। আবার কোন কোন পাশ্চাত্যপণ্ডিত মনে করেন যে, ঐ শব্দ সুইদিস্ রোষমেন্ (Rothsmenn) শব্দেরই অপভ্রংশ; 'রোষমেন্' শব্দের অর্থ নাবিক বা সামুদ্রিক। তাহারা স্কন্দনাভদেশীয় সামন্ত, কালে তাহারাই সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে। আরব ও য়িহুদীদিগের প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের অস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে রুষবাসিগণ যুরিক, সিনেউস্ ও ত্রুবর নামক তিন ভ্রাতাকে উত্তর হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল। ৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঐ তিন ভাই নবগোরোদে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা "বরঙ্গী" (Varangians) নামে প্রসিদ্ধ। গোষ্টমিসল নামে এক সমাজপতিই তিন ভাইকে দেশশাসন করাইবার জন্য আনাইয়া ছিলেন। প্রবাদ এই যে, রুরিক লুব রাত্ত নামক এক সুইদিসরাজের পুত্র। গোষ্টমিসলের কন্যা উর্মিলার সহিত তাহার বিবাহ হয়। পূর্ব্বে রুষ ও স্কন্দনাভগণ পৃথক্ জাতি বলিয়াই গণ্য ছিল; রাজকুমার রুরিকের যত্নে উভয় জাতি এক হইয়া যায়। তিন ভাইর মধ্যে রুরিক লাদোগা, সিনেয়ুস্ বিলো-ওজেরোতে এবং ত্রুবর ইজ্‌বর্স্ক নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দুই ভাইর কোন পুত্র না হওয়ায়, তাঁহাদের মৃত্যুর পর রুরিক তাঁহাদের বিশাল রাজ্যও নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন এবং 'বেলিকি-নিয়াজ' অর্থাৎ মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন।

রুরিক যখন রুষদেশে আসেন, সেই সময়ে আস্কোল্দ ও দির নামে দুই বীরও তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন। রুরিকের সহিত উভয়ের বিরোধ হওয়ায় দুইজনে ভাগ্যপরীক্ষা করিবার জন্য কনস্তান্তিনোপলে আসিলেন। পথে তাঁহারা খাজরজাতির নিবাস শস্যপূর্ণ কিফ্ জনপদ দেখিতে পান। ঐ কিফ্ নামক স্থানেই সেণ্ট আনড্রু রুষদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। আস্কলড ও দির্ দুইশত যুদ্ধজাহাজ লইয়া দুইবর্ষ কাল পরে বস্‌ফোরস্ উপসাগরে পৌঁছিলেন ও বৈজন্তী (Byzantine) সাম্রাজ্যের রাজধানী লুণ্ঠন করিলেন। তৎকালে বৈজন্তীরাজ্যে ৩য় মাইকেল অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী শলভদিগকে পরাজয় করিয়া অল্পদিন মধ্যেই রুরিক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে রুরিক ওলেগ নামক এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নিজ প্রিয়পুত্র ইগোরকে রাজ্য দিয়া যান। ৮৮২ খৃষ্টাব্দে ওলেগ বুবিচি-রাজ্যের রাজধানী স্মোলেন্‌স্ক জয় করেন। জয়োল্লাসে উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি আস্কল্দ ও দিরের অধিকারভুক্ত কিফ্ রাজ্য জয়ের সঙ্কল্প করেন। তিনি বালক ইগোর ও দলবল সঙ্গে লইয়া শলভ-বণিকের বেশে কিফে উপস্থিত হইলেন। অসন্দিগ্ধ আস্কল্দ ও দির তাঁহাদের শিবিরে আমন্ত্রিত ও তথায় নিহত হইলেন। অল্পায়াসে কিফ্‌রাজ্য ইগোরের শাসনাধীন হইল। ৯০৩ খৃষ্টাব্দে ইগোর প্‌স্কোফ্‌বাসিনী ওল্‌গা নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিবাহ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, ওল্‌গার পিতৃবংশ রুরিকের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্‌স্কোফ্ শাসন করিতেন।

কিফে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ওলেগ্ বৈজন্তী অধিকারের জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। স্থলে ও জলে উভয় দিক্ দিয়া কনস্তান্তিনোপলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে দার্শনিক লিও বৈজন্তীর সম্রাট্। তিনি ওলেগের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। বৈজন্তীবাসী গ্রীকগণ কর দিয়া সন্ধিপ্রার্থনা জানাইল। ওলেগের দূত সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইল। বৈজন্তীসম্রাট্ বাইবেল স্পর্শ করিয়া এবং রুষগণ বরুণ (Perun) ও বল-(Valos) দেবের নামে শপথ করিয়া উভয় পক্ষ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। যত

দিন ওলেগ জীবিত ছিলেন, তত দিন তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, সাধারণ লোকে তাঁহাকে ডাকডাকিনী-সিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিত। সর্পাঘাতে ওলেগের মৃত্যু হয়। তখন ইগোর পূর্ণ আধিপত্য পাইলেন। এই সময়ে রুষ ইতিহাসে পেচেনেগ (Petcheneg) জাতির কথা পাওয়া যায়।

৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইগোর বৈজন্তীজয়ে উদ্যোগ করেন। তিনি পোন্তাস্, পফ্লাগোনিয়া ও বিথ্যনিয়া প্রদেশ দিয়া বস্ফোরাসে দেখা দিলেন। ঐ সময়ে রুষগণের অত্যাচারে ঐ সকল প্রদেশ একপ্রকার জনশূন্য ও ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছিল। যাহা হউক, বৈজন্তী-রণতরীসমূহ ভীমবিক্রমে দেশরক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে ইগোর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসেন। পরবর্ষেই তিনি ক্ষতিপূরণ ও নষ্টগৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া পুনরায় বৈজন্তী আক্রমণ করিলেন। এবার আর গ্রীকগণ যুদ্ধ করিলেন না, সহজেই কর দিতে সম্মত হইলেন। এই সময় হইতেই উভয়জাতির মধ্যে পরস্পর মিলনের সূত্রপাত।

শলভজাতির দ্রেবলীয় (Drevlian) নামক একশাখা বহুদিন হইতে ইগোর শাসনে বড়ই পীড়িত হইয়াছিল। তাহারা মলে নামক এক রাজকুমারকে নায়ক করিয়া ইগোর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। সদলবলে ইগোর তাহাদের নিকট পরাজিত ও নিহত হইলেন।

ইগোরের বালকপুত্র স্বিআটোস্লাফ পিতৃরাজ্য পাইলেন। তাঁহার জননী বীরমহিলা ওলগা পুত্রের অভিভাবিকাস্বরূপে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি পতিহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মনোযোগী হইলেন। যেখানে যত দ্রেবলীয় ছিল, তাহাদের প্রাণনাশের আদেশ হইল। স্ত্রীলোকের এরূপ জিঘাংসা কেহ কখন দেখে নাই। বড় বড় গর্ত্ত মধ্যে কতশত দ্রেবলীয়ের জীবন্ত সমাধি হইল! দ্রেবলীয়দিগের রাজধানী ইস্কোরোষ্ট সহর ভস্মীভূত হইল। ওলগা শেষাবস্থায় খৃষ্টানমত গ্রহণ করেন। ৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দীক্ষিত হন। সম্রাট্ কনষ্টাইন্ পর্ফিরোজেনিটাস্ তাঁহার ধর্ম্মপিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র স্বিয়াটোস্লাফ্ কিন্তু পিতৃধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই, অথবা তাঁহার প্রজাবর্গও খৃষ্টান মতের অনুবর্ত্তী হয় নাই। তিনি মহাতেজস্বী ও বীরপুরুষ ছিলেন। তৎকালে পেচেনেগ নামক মোগলজাতিরই একশাখা ডন্নদীর তীরে বাস করিত। স্বিআটোস্লাফ তাহাদিগকে জয় করেন। তাঁহারই সময় রুষরাজ্য বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়। তিনি য়রোপোল্ক নামক এক পুত্রকে কিফ, ওলেগ নামক পুত্রকে নবজিত দ্রেবলীয়দিগের রাজ্য ও ব্লাদিমীরকে নবগোরোদ রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। পেচেনেগদিগের সহিত কএকটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি বল্গা-নদীতীরবাসী বুল্‌গেরিয়দিগকে আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও প্রত্যাগমনকালে তিনি নিপারনদীর জলপ্রপাতে সদলে নিহত হন। বুলগেরিয়া-রাজকুমার সেই রুষরাজের কপালে পানপাত্র করিয়াছিলেন।

রুষরাজকুমারগণের মধ্যেও পরস্পর বিদ্বেষিতায় দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। ব্লাদিমীর নৃশংসতা ও লাম্পট্যের অবতার! তিনি জ্যেষ্ঠ য়রোপোল্কের প্রাণ সংহার করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। এদিকে য়রোপোল্ক তৎপূর্ব্বেই ওলেগের প্রাণনাশ করায় এখন ব্লাদিমীরই সমস্ত রুষরাজ্যের অধিপতি হইলেন।

তিনি গালিসিয়ারাজ্য দখল করিয়া পৈতৃকরাজ্যের সামীল করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার নানা ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ হয়। এ কারণ তিনি য়িহুদী, মুসলমান ও সে সময়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃষ্টানগণের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতগণের মুখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত অবগত হইয়া গ্রীকখৃষ্টানমতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বৈজন্তীসম্রাটের অধিকারভুক্ত ক্রিমিয়াদেশস্থ চারসোনেসাস্ নগরী অধিকার করিয়া তথাকার রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি খৃষ্টান হইলে রাজকন্যাকে পাইবেন এইরূপ উত্তর আসিল। তখন তিনি কনস্তান্তিনোপলে গিয়া খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন ও বৈজন্তী-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর কিফে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পিতৃপুরুষগণের উপাস্য বজ্রধর পেরুণদেবের প্রতিমা নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন এবং তৎপর দিবস সমস্ত প্রজাকে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। রাজাদেশে সমস্ত রুষ খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। মৃত্যুকালে রুষরাজ আপন পঞ্চপুত্র মধ্যে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া যান। তন্মধ্যে য়রোস্লাফ নবগোরোদ, ইজিআস্লাপ পোলোৎস্ক, বোরিস রোস্তোফ, গ্লেব মুরোম, স্বিআটোস্লাফ দ্রেবলীয় ও অপর পুত্রগণ অপরাপর প্রদেশ পাইলেন। অল্পদিন পরেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বিআটোপোল্ক বোরিস্ ও গ্লেবকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজধানী কিফ্ অধিকার করেন। য়রোস্লাফ পোলদিগের সাহায্যে স্বিআটোপোল্ককে তাড়াইয়া আবার কিছুদিনের জন্য পিতৃসিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া নির্ব্বাসনে জীবনাতিপাত করি-

লেন। য়রোস্লাফ্ পেচেনেগ্‌দিগের যুদ্ধেও জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে সর্ব্বপ্রথম "রুষকীয় প্রবদা" অর্থাৎ রুষপ্রবন্ধ নামক রুষজাতির আদি ধর্ম্মশাস্ত্র-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। য়রোস্লাফের পর রুষরাজ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার ও অরাজকতার সূত্রপাত হয়। রুষরাজ্য বিভিন্ন রাজার শাসনাধীনে নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। য়রোস্লাফের পুত্র ইজিয়াস্লাফ্ অতিকষ্টে বিরক্তিকর অন্তর্বিদ্রোহের মধ্যে ২৪ বর্ষকাল রাজ্যশাসন করেন। ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে দুইপুত্র থাকিলেও তিনি নিজ সহোদর সেবোলোদকে কিফ্‌রাজ্য দিয়া যান, কিন্তু ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে সেবোলোদের মৃত্যু ঘটিলে ইজিয়াস্লাফের পুত্র স্বিআটোপোল রাজা হইয়াছিলেন। আবার তাঁহার মৃত্যু হইলে সেবোলোদের পুত্র (বৈজন্তীসম্রাট্ কনস্তান্তিন্ মনমেকাশের দৌহিত্র) ব্লাদিমীর মনমথ ১১১৩ হইতে ১১২৫ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি 'পুকেনী' নামধেয় (পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া) একখানি উপদেশগ্রন্থ লিখিয়া যান; তাহাতে প্রাচীন রুষসমাজের সরল আলেখ্য দেখিতে পাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য লইয়া দীর্ঘকাল বিবাদ চলিয়া ছিল। অবশেষে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জর্জ্-দোলগোরুকি কিফ্‌রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হইল। ষড়যন্ত্রীরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের দলপতিকে রাজ্যের অধিপতিপদে বরণ করিল। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত দোলগোরুকির পুত্র বোগোলিও-উবস্কি সেই দলপতিকে তাড়াইয়া নগর অধিকার করিলেন। এই সময় কিফ্‌রাজধানী হইতে সমস্ত পবিত্র দেবচিত্র, অলঙ্কার ও গির্জ্জার ঘণ্টাগুলিও গৃহীত হইয়াছিল। দোল্-গোরুকির কিফ্ সহরে রাজপাট স্থাপনের ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সুজ্‌দলে তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপুত্র আণ্ড্রু অপরদিকে রাজ্যবিস্তারে আগ্রহ ছিল। তিনি বড় নবগোরোদে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি নবগোরোদ সহর আক্রমণ করিতে গিয়া যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করেন। তাঁহার সৈন্যসামন্ত অনেকেই নবগোরোদীয়গণের হস্তে বন্দী ও ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনার সভাসদ্‌গণের হস্তেই নিহত হন। আণ্ড্রু একজন দৃঢ়চেতা ও মহাবীর ছিলেন। তাঁহার হত্যাকাণ্ডের পর ঘাতকগণের উপযুক্ত সাজা না হওয়ায় রাজ্যের চারিদিকে সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। নবগোরোদ, প্স্কোফ ও স্মোলেনস্কবাসী একত্র হইয়া আণ্ড্রুর ভ্রাতা জর্জকে ১২১৫ খৃষ্টাব্দে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাজয় করিল। ১২২০ খৃঃ, নিজনি নবগোরোদনগরী প্রতিষ্ঠিত ও বোল্‌হিনিয়ার এক রোমকের হস্তে শাসনভার প্রদত্ত হইল। কিন্তু ব্লাদিমীর নামে আর একব্যক্তি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল। কএকটী ভীষণ যুদ্ধের পর সেই রোমকবীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচার ও কঠোরতায় প্রজাবৃন্দ সকলেই অসন্তুষ্ট ছিল। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে পোলদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন।

১২২৪ খৃষ্টাব্দে মোগলেরা রুষরাজ্য আক্রমণ করিল। এই সময় পোলোব্‌তেজেরা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু এ যাত্রা মোগলদিগকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা আবার রুষরাজ্যে দেখা দিল। তাহারা বল্‌গানদীতীরস্থ ফিনিস্-বুল্‌গেরিয়দিগের রাজধানী বোলগরী ধ্বংস করিয়া রয়জানে আসিল। ঐ নগরও লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইল। সুজ্‌দলরাজের বিপুল বাহিনী আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল। ওকানদীতীরে কোলম্না নামক স্থানে তাহারাও পরাজিত হইল। তৎপরে মোগলেরা মস্কৌ, সুজদল, য়রোস্‌বন্ ও অপর বহু সহরে অগ্নিদান করিয়া পৈশাচিক কাণ্ড করিতে লাগিল।

সুজদলের মহাসামন্ত যুরি নবগোরোদ-রাজ্যের সীমারক্ষার্থ সীতনদীতীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তিনিও মোগলদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হইলেন। এই সময় গালিসিয়ার রুষরাজকুমার দানিএল আসিয়া মোগলপতি বটুর আনুগত্য স্বীকার করিলেন। পরবর্ত্তী বর্ষে মোগলেরা স্তেব অধিকার করিয়া রুষের দক্ষিণাংশ লুট করিতে লাগিল। অতঃপর চেঙ্গিস্ খাঁর পৌত্র মঙ্গু কিফ্ দখল করিতে অগ্রসর হইলেন। কিফের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রাণভয়ে সহর ছাড়িয়া পলাইল। সমৃদ্ধিশালী রুষের প্রাচীন নগর মোগলকরে বিলুণ্ঠিত ও হতশ্রী হইল। নবগোরোদ ব্যতীত একে একে সমগ্র রুষরাজ্য মোগলদিগের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল। অল্পদিন পরে মোগলনায়ক বটু সসৈন্যে পূর্ব্বাভিমুখে ফিরিলেন। বল্‌গানদীতীরে "সরাই" নামে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। পেচেনেগ, পোলোব্‌জেস্ প্রভৃতি বর্ব্বরগণ আসিয়াও এখানে মিশিল। তৎপরে রুষিয়া বহুদিন ঐ সকল বর্ব্বরের করদ রহিল। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে মোগলেরা ইস্‌লাম্‌ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

যুরির মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা য়রোস্লাফ সুজ্‌দলরাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, রাজ্য ছারখারে গিয়াছে, পুরু-

সমৃদ্ধি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি নগরের পুনঃসংস্কার করাইলেন। ঐ সময়ে মোগলঅধিনায়ক তাঁহাকে তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ পাঠাইলেন। য়রোদ্লাফ মানরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া মোগলসভায় উপস্থিত হইলেন। মোগলনায়ক তাঁহাকে উপযুক্ত খেলাত ও তাঁহার পূর্ব্ব উপাধি মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ পথপর্য্যটনে য়রোস্লাফের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। পথেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপুত্র আণ্ড্ ১২৪৬ হইতে ১২৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুজ্‌দল রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার অপর পুত্র আলেক্‌সান্দার বড় নবগোরোদে রাজত্ব করিতেন। তিনি ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সুইদিস্‌দিগকে হারাইয়া রুষসমাজের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। বলিতে কি, রুষদিগের সেই দুর্দ্দিনে আলেক্‌সান্দার নেবস্কি ও দমিত্রি দোন্‌স্কোই রুষদিগের মধ্যে মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল! আজও রুষিয়ায় আলেক্‌সান্দার নেবস্কি ঋষি (Saint) বলিয়া পূজিত হইতেছেন। নবগোরোদের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেও সামাজিকদিগের সহিত বিরোধে পেরিআস্লাবল জলিস্স্কিতে চলিয়া আসেন।

১২০১ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর অসিধারী বীরগণ (German Sword-bearing knight) লিবোনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রমে রুষের অভ্যন্তরে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, ঐ সময়ে নগরবাসীর আহ্বানে তাঁহাদের ত্রাণকর্ত্তারূপে আলেক্‌সান্দার উপস্থিত হইলেন এবং ১২৪২ খৃষ্টাব্দে পিপাস্‌হ্রদের তীরে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। সেই যুদ্ধ তুষারযুদ্ধ (Battle of the ice) নামে ইতিহাসে প্রথিত। আলেক্‌সান্দর এইরূপে জয়দৃপ্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেও তিনি মোগলদিগের প্রভাব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই, বরং তাঁহাকে মোগলরাজধানী সরাইনগরে আসিয়া মোগলনায়কের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। নবগোরোদবাসিগণ বহুদিন স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইলেও ১২৬০ খৃষ্টাব্দে মোগলাধিপ খানের অধীনতা স্বীকার করিয়া করদানে সম্মত হইয়াছিল। সরাই হইতে ফিরিবার কালে আলেক্‌সান্দর পথিমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পশ্চিমরুষিয়া খণ্ড খণ্ড ভূভাগে বিভক্ত ছিল, এখন লিথুয়ানীয় রাজকুমারগণের ছত্রাধীন হইল। বিল্‌নায় তাঁহাদের রাজধানী হইল এবং শ্বেতরুষভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইল। কিছুদিন পরে পলিষ-রাজকুমারীর সহিত লিথুয়ানীয় রাজকুমার জগীত্রত্যোর বিবাহ হইলে ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগ পোলণ্ডের অন্তর্গত হইল।

পূর্ব্বরুষিয়ায় আলেকসান্দারের পুত্র দানিএল ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। দেবদূত সেণ্ট মাইকেলের গির্জ্জায় তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়, পীটার দি গ্রেটের সময় পর্য্যন্ত ঐ স্থানেই রুষরাজগণকে গোর দেওয়া হইত।

দানিএলের পর তাঁহার দুই পুত্র যুরি ও ইবান ক্রমান্বয়ে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যুরি দলিলোবিচ্ মস্কৌরাজ্য জয় করেন। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ইবান্ কালিতার রাজা হন। তাঁহার যত্নে মস্কৌ রাজধানী বিশেষ সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র অহঙ্কারী সিমিয়ন সমস্ত রুষগণের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মস্কৌর প্রাধান্যরক্ষায় তাঁহার যত্ন থাকিলেও তাঁহার মৃত্যুর পর সুজ্‌দলই আবার প্রধান হইয়া উঠে। তাঁহার কনিষ্ঠ ২য় ইবান্ ১৩৫৩ হইতে ১৩৫৯ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন। তৎপুত্র দোন্‌স্কোই দমিত্রি ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে মোগলাধিপতি মমইর সহিত যুদ্ধ করিয়া কুলিকবোরণক্ষেত্রে জয়শ্রী অর্জ্জন করেন। মোগলেরা তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া তোক্তমিষের সেনাপতিত্বে অল্পদিন পরে রুষরাজ্য আক্রমণ করিল। তাহাদের হস্তে মস্কৌনগরী অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইল। বহু সংখ্যক অধিবাসী নিহত হইল। দমিত্রির পর তৎপুত্র বাসিল ১৩৮৯ হইতে ১৪২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মস্কৌ ও ব্লাদিমীর এই উভয় রাজ্যে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। তৎপরে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অন্ধ বাসিল রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ৩য় ইবান্ প্রবলপ্রতাপে ৪৩ বর্ষ রুষসাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে ও বীরত্বে রুষিয়ার সামন্তরাজ্যগুলি বিলুপ্ত এবং তিনি সমস্ত রুষিয়ার একছত্র অধিপতি বলিয়া গৃহীত হন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন যে, তাহার বিস্তৃত রাজ্যের পূর্ব্বদিকে পরাক্রান্ত লিথুয়ানীয় রাজ্য, একপাশে রয়জান ও ত্বের নামক স্বাধীন রাজ্য, দক্ষিণে মোগলাধিকার এবং নবোগোরদ ও প্‌স্কোফে তখনও সাধারণতন্ত্রের শাসন চলিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে রুষপতি সমৃদ্ধিশালী নবগোরোদ নগর অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সাধারণ-তন্ত্রের মধ্যে দলাদলী বাধাইয়া ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি নগর অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তথায় সাধারণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র রহিল না। রুষরাজের বিদ্বেষিগণ মস্কোভূভাগে নির্ব্বাসিত ও তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রুষপতি নবগোরোদে সমাগত জর্ম্মণ বণিকগণের বহু পণ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। সেই জন্য প্রায় সকল বিদেশী নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তাহাতে নগরের শোভাসমৃদ্ধির হ্রাস ঘটিল, সেই পর্য্যন্ত নবগোরোদ সহর শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে প্‌স্কোফের প্রধান সহর ব্যৎকা রুষরাজের অধিকারভুক্ত ও সেই সঙ্গে সাধারণতন্ত্রও বিলুপ্ত হইল। ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে রয়জানের সামন্তকে নিজ ভগিনী অর্পণ করিয়া কৌশলে তাহার সামন্তরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে তিনি ত্বেরনামক সামন্তরাজ্য নিজ শাসনাধীন করিয়া রুষদেশ হইতে সামন্তশাসনপ্রথা একপ্রকার বিলুপ্ত করিলেন। কিন্তু রুষপতি ইবান্ বৈজন্তীসম্রাটের পাণিগ্রহণ করিয়া দ্বিশীর্ষ জয়ধ্বজ ব্যবহার করায় রুষের চিরশত্রু মোগলদিগের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মোগলপতির মহাশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হইল। তাহারই ধ্বংসাবশেষের উপর কাজান এবং সরাই বা অস্ত্রাখান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মোগলপতি আহম্মদ খাঁ দূতের হস্তে নিজ প্রতিকৃতি পাঠাইয়া দিলেন! রুষপতি পূর্ব্বপ্রথানুসারে সেই চিত্রের নিকট মস্তক অবনত না করিয়া মোগলদূতের সমক্ষে তাহা পদদলিত করিলেন। এ সংবাদ অবিলম্বে মোগলপতির নিকট পৌছিল ও ত্বরায় যুদ্ধবার্ত্তা ঘোষিত হইল। উভয় পক্ষ সসৈন্যে সম্মুখীন হইলেন! ইবান্ সম্মুখে মোগলসৈন্যসমুদ্র দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া পলায়নই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া সসৈন্যে ফিরিলেন। এ দিকে মোগলসৈন্য কোন দৈবদুর্ঘটনায় ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। এইরূপে উভয়পক্ষ বিনা যুদ্ধে গৃহে ফিরিল।

ইবান্ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার পররাষ্ট্র গ্রহণে মনোযোগী হইলেন। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রের্ম্মিয়া জয় করিয়াছিলেন, ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে ব্যৎকা ও তাহার দশ বর্ষ পরে উত্তরে পেচোরা পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন। তৎপরে পোলণ্ডরাজ আলেক্‌সান্দারের সহিত যুদ্ধে ঘটে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইবান্ বেস্‌না নদীতট পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভূভাগ দখল করিয়া লইলেন। পরে উভয় রাজায় সন্ধি হইল। ইবান্ পোলণ্ডপতিকে নিজ হেলেন নাম্নী কন্যাদান করিলেন। কথা থাকিল, রুষরাজকন্যার ধর্ম্মকর্ম্মে পোলণ্ডপতি কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। অবশেষে এই সূত্রেই রুষপতির সহিত পোলণ্ডরাজের যুদ্ধ বাধিল। কার্য্যকালে পোলণ্ডের সামন্তেরা পোলণ্ডপতিকে সাহায্য করিল না। বেদ্রোসা-যুদ্ধে পোলণ্ডরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। যাহা হউক, ১৫০১ খৃষ্টাব্দে, ইস্‌বোর্স্কের নিকট সিরিজার-ণাক্ষেত্রে টিউটনিক মহাসামন্ত হের্ম্মাণের নিকট পরাজিত হইয়া রুষগণ বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (১৪৭২ খৃষ্টাব্দে) বৈজন্তীরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র সোফিয়ার সহিত ইবানের বিবাহ হয়। সোফিয়ার পিতা টমাস্ কনস্তান্তিন্ পালিওলোগসের সহোদর। কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে টমাস্ রোমে পলাইয়া আসেন। রুষরাজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে বহুসংখ্যক গ্রীক বৈজন্তীয় আচার ব্যবহার লইয়া রুষরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত বহুসংখ্যক খৃষ্টান-ধর্ম্মগ্রন্থ রুষ রাজধানীতে আনীত হয়। ঐ সঙ্গে অনেক ইতালীয় স্থপতিও আসিয়াছিল। তন্মধ্যে বোলনের আরিষ্টটল্ ফিওরাবেন্তি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। মস্কোনগরের অনেক প্রাচীর ও প্রসিদ্ধ অট্টালিকা তাঁহারই নির্ম্মিত।

ইবান্ কেবল যে বৈদেশিকদিগকে আদর করিয়া আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি জর্ম্মন্, ভিনিশীয়, পোপ প্রভৃতি য়ুরোপীয় রাজশক্তির সহিতও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সুদেবণিক অর্থাৎ আইন-পুস্তক প্রচার করিয়া রুষরাজ্যে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে আপন জ্যেষ্ঠ-পৌত্রকে রাজ্যভার না দিয়া দ্বিতীয় পুত্র বাসিলকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। বাসিল ইবানোবিচ্ ১৫০৫ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত পিতৃপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্‌স্কোফের স্বাধীনতা লোপ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে সলভ জাতির সাধারণতন্ত্র চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। অতঃপর রয়জান ও নবগোরোদ-সেভেরস্কি তাঁহার শাসনাধীন হইল। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি সিজিস্‌মন্দকে পরাজয় করিয়া স্মোলেনস্ক পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্দ্ধর্ষ মোগলগণ রুষরাজ্য আক্রমণ করিল। তিনি আপনার রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিতে ও কর দিতে সম্মত হইলেন। যাহা হউক, মোগলগণের প্রস্থানের সহিত তিনি অতি কঠোরভাবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বৈদেশিক রাজগণের সহিত তিনি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। জর্ম্মণ-রাজদূত হেরবর্ষ্টাইন তৎকালের রুষরাজসভার সমৃদ্ধি উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে রুষ-সিংহাসনে ভীমপ্রকৃতি ইবান্ অভিষিক্ত হইলেন। সেই সময়ের রুষ ইতিহাস নরশোণিতে লিখিত হইয়াছে। ৩য় ইবান্ বাসিল ও ৪র্থ ইবান্ যথাক্রমে ১৫৩৩ হইতে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভীম পরাক্রমে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। বাসিল মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী হেলেন গ্লিনস্কার তত্ত্বাবধানে

ইবান্ ও রিউরি নামক দুই পুত্র রাখিয়া যান। সেই মহিলা রাজ্যশাসনে অতি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ষড়যন্ত্রকারীর বিষপ্রয়োগে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে সেই বুদ্ধিমতী মহিলার জীবলীলা শেষ হয়। বালক রাজকুমারদ্বয় শুইস্কি ও বেলস্কি প্রভৃতির প্রধান রাজপুরুষবর্গের কবলে পতিত হইলেন। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই ইবান্ এই ষড়যন্ত্রীদিগের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য প্রথমেই কুক্কুর দ্বারা শুইস্কির দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিলেন। এইরূপে স্বাধীনতার পরিচয় দিয়া তিনি শত্রুদিগকে বিচলিত করিয়াছিলেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জার উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজমুকুট শিরে ধারণ করিলেন। তৎপূর্ব্বে আর কেহ 'জার' উপাধি ধারণ করেন নাই। লাটিন সিজার (Cæsar) অর্থাৎ কেশরী শব্দ অপভ্রংশে শলভ-ভাষায় জার বা ৎসার। ইহার পর তিনি বীরমহিলা অনাস্কাসিয়া রোমানোবার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ বর্ষেই মস্কৌ সহরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস যে, ইবানের মাতুলবংশ গ্লিনাস্কিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অনর্থ ঘটিয়াছিল এই বিশ্বাসে তাহারা গ্লিনাস্কি পরিবারের একজন প্রধান ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলে। তৎপরে রুষপতি ইবান্ সিলভেষ্টার ও আলেক্সিস্ আদাসেফ নামক পুরোহিতদ্বয়ের পরামর্শে ও আপনার মনোরমা পত্নীর মন্ত্রণাগুণে রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি বিধানে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার যত্নে তাঁহার পিতামহের প্রচারিত সুদেবনিক্ নামক আইন পুস্তকের নূতন সংস্করণ ও স্তোগ্লাফ্ অর্থাৎ শতঅধ্যায় সম্বলিত আইন পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি কাজান ও তাহার দুইবর্ষ পরে অস্ত্রাখানের অধিপতি হইলেন। মোগলরাজশক্তি এই সময়ে প্রায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। দক্ষিণ ও পূর্ব্বে এইরূপে বিজয়লাভে উদ্দীপ্ত হইয়া পশ্চিম অধিকার বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। সুইডিস্ ও টিউ-টনিক সামন্তগণের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কয়েকজন বৈদেশিক সূত্রধরকে আনাইবার জন্য জর্ম্মণিতে লোক পাঠান, কিন্তু জর্ম্মণেরা তাহার প্রতিবন্ধকতা আচরণ করায় তিনি জর্ম্মণদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে রুষবাহিনী লিবোনিয়া আক্রমণ করিল। কতকগুলি নগর অধিকার করিয়া বসিল। জর্ম্মণশাসনকর্ত্তা পোলণ্ডরাজ সিজিসমন্দ অগষ্টাসের সহিত যোগদান করিল। যখন রুষসেনাদল বিদেশে এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত, সেই সময়ে রুষপতি ইবান্ সিলভেষ্টার ও আদাসেফের কর্ম্মে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। এই সময়ে কুমার আনদ্রু কুরবস্কি পোলদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাজভয়ে পোলণ্ডে গিয়া আশ্রয় লয়েন। পোলণ্ডপতি তজ্জন্য রুষ-রাজকে ভর্ৎসনা করিয়া এক পত্র পাঠান।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ইবান্ মস্কৌনগরের নিকট-বর্ত্তী আলেকসান্দ্রোবস্ক পল্লীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুসহ গিয়া বাস করিলেন। তাঁহার তোষামোদকারিগণ ভাবিলেন যে, রাজা বুঝি তাহাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। তাহারা সকলে গিয়া অনেক উপরোধ অনুরোধের পর রাজাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিলেন। রুষপতি প্রাসাদে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তিনি অপরিচ্নিক্ নামক কতকগুলি শরীররক্ষী নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের দ্বারা রুষপতি প্রজাগণের উপর অতিশয় অন্যায় ব্যবহার ও অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মস্কৌএর আর্চবিসফ্ ফিলি-পের হত্যা, তাহার ভ্রাতৃবধূ আলেকজান্দ্রার প্রাণদণ্ড ও নবোগোরদের নাগরিকদিগের উপর নৃশংস আচরণে সমস্ত রুষিয়া বিচলিত হইয়াছিল। এই সময়েই তিনি মস্কৌসহরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

উক্ত ইবানের রাজত্বকালে ইংরাজজাতির সহিত রুষিয়ার সংস্রব ঘটে। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডপতি চতুর্থ এডবার্ডের রাজত্বকালে চীন ও ভারতে যাইবার পথ বাহির করিবার জন্য উইলোবির তত্ত্বাবধানে তিনখানি জাহাজ প্রেরিত হয়। উইলোবি ও তাহার নাবিকদল তুষার মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করে। একমাত্র চান্‌সেলার্ শ্বেতসাগর দিয়া নিরা-পদে রুষরাজসভায় উপস্থিত হন। ইবান্ তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেন এবং রুষরাজ্যে কুঠীস্থাপনের ও বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করে।

তৎপরে ইবান্ টিউটনিক সামন্তগণের সহিত বাল্টিক প্রদেশে অনবরত যুদ্ধ করিতে থাকেন। তাঁহার অত্যাচারে ঐ প্রদেশ জনমানবশূন্য ও নরপিশাচের রঙ্গভূমি হইয়াছিল।

১৫৭১ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়া হইতে মোগলেরা আসিয়া পুনরায় রুষরাজ্য আক্রমণ এবং মস্কৌ নগরে অগ্নিদান করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিল। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ডপতি সিজিস্মন্দ অগষ্টাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার কোন বংশধর না থাকায় উত্তরাধিকার লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ইবান্ পোলণ্ডের অধিকারী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ষ্টেফেন বাটোরি পোলণ্ডের রাজপদে নির্ব্বাচিত হইলেন। বৃদ্ধ ইবান্ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি লিবোনিয়ার জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। অতঃপর যেরমাক্ নামক একজন

কসাকদস্যু সাইবিরিয়া আক্রমণ করে। রুষপতি তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডবিধানে অগ্রসর হইলে দস্যুপতি তাঁহার পদানত হইয়া তাহার জয়লব্ধ সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ইবান্ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সপ্তম মহিষীর মৃত্যু হইলে তাঁহার বন্ধু ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সভা হইতে পুনরায় কোন সুন্দরী মহিলার পাণিগ্রহণের অভিলাষ জানাইলেন। তদনুসারে রুষরাজদূতের সহিত আরল অফ্ হাণ্টিংডনের কন্যা রুষরাজধানীতে আনীত হইলেন। রুষরাজ সেই কন্যার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার সহিত রুষরাজের বিবাহেরও সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজকন্যা যখন রুষরাজের পারিবারিক আচরণের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি আর কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রুষপতি আণ্টনি জেঙ্কিন্সনের হস্তে রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট এক প্রীতিলিপি প্রেরণ করেন। ঐ লিপিতে প্রকাশ, ইংলণ্ড ও রুষিয়া এক হইয়া পরস্পরের শত্রুদমনে নিযুক্ত থাকিবেন। উক্ত প্রীতিলিপি হইতে ইংরাজদিগেরই অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা রুষরাজ্যে বাণিজ্য করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু রুষপক্ষে বিশেষ কিছুই সুবিধা হয় নাই। বৃদ্ধবয়সে ইবান্ হঠাৎ একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া লোহযষ্টি দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আঘাত করেন। সেই আঘাতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুসংস্কার ও ষড়যন্ত্রকারীদিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে রুষরাজ ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

ইবানের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র থিওডোর ২৭ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বড় দুর্ব্বল এবং কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন। তাঁহার চিত্তও এত দুর্ব্বল ছিল যে, তিনি গীর্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি গণনা ভিন্ন অন্য আমোদ উপভোগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং রাজ্যের শাসনক্ষমতা বোরিস্ গডুনফ্ নামক তাঁহার এক উচ্চাভিলাষী শ্যালকের হস্তে নিপতিত হয়। তিনি ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বলবতী রাজ্যশাসনস্পৃহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। কিন্তু শাসনদক্ষতাগুণে তিনি সকলকেই বশীভূত করিতে পারিতেন। বোরিসের সিংহাসন-লাভের পথে দুর্ব্বলচিত্ত থিওডোর ও তাঁহার শিশুভ্রাতা দ্মিত্রি ভিন্ন অন্য কোন অন্তরায় ছিল না। দ্মিত্রি পূর্ব্ব হইতেই কৌশলক্রমে যারোস্লাব্ প্রদেশে উগলিচ্ নগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বোরিস্ দ্মিত্রিকে সিংহাসনের অনধিকারী বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইবানের সপ্তম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। কিছুদিন পরে ১৫৯১ খৃঃ অঃ ১৫ই মে দ্মিত্রি উগলিচ্ নগরে গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে উগ্লিচ্ নগরে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু বোরিস্ নির্দ্দয় ব্যবহারে সকলকে শাসন ও অনেককে নির্ব্বাসিত করিলেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার খাঁ মস্কো নগর আক্রমণ করিলেন এবং লুণ্ঠন ও নরহত্যা দ্বারা তদ্দেশবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। সাক্ষিগোপাল সম্রাট্ থিওডোর কেবল ঘণ্টাধ্বনি গণনা করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন "রুষিয়ার সাধুপুঙ্গবগণ রুষিয়ারক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেন।" বোরিস্ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এবং মস্কো নগরের চতুর্দ্দিকে পরিখা-খননাদি দ্বারা বিপক্ষের আক্রমণ হইতে নগররক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মোগলগণ পরাজিত হইল এবং বহু সহস্র মোগলের শোণিতে মস্কোএর উপকণ্ঠ সিক্ত হইয়া গেল। বোরিস্ নগররক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের অনুরাগভাজন হইতে পারিলেন না। সাধারণে বলিতে লাগিল, তিনি দ্মিত্রির গুপ্তহত্যারূপ দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা ঢাকিবার জন্য মোগলদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া পুনর্ব্বার যশোলাভের চেষ্টায় ছিলেন। বোরিসের ভাগিনী থিওডোরপত্নী রাজ্ঞী আইরিণ এই সময়ে এককন্যা প্রসব করিলেন। কিছুদিন পরেই ঐ কন্যার মৃত্যু হইল। জনশ্রুতি এইরূপ যে, বোরিস্ ভাগিনেয়ীকে বিষপ্রয়োগে হনন করেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথ উক্ত কুমারীর চিকিৎসার্থ ইংলণ্ড হইতে এক বিজ্ঞ চিকিৎসক পাঠাইয়া ছিলেন।

বোরিস্ ক্রমে ক্রমে রাজ্যশাসন সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। স্মোলেনস্ক নগর সুরক্ষিত হইল, আর্কেঞ্জল নির্ম্মিত হইল এবং মোগলদিগের আক্রমণ-নিবারণার্থ রাজ্যসীমা সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত হইল। সুইডিসগণ নার্ভায় বিতাড়িত হইল এবং য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সহিত রাজনীতির আলোচনা চলিতে লাগিল।

এই সময়ে অকর্ম্মণ্য সম্রাট্ থিওডোর প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্কন্দনাভীয় রুরিকবংশের বিলোপ হইল।

১৫৯৮ খৃঃ অঃ সর্ব্বসাধারণের নির্ব্বাচনে গডুনফ বোরিস্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ রাজ্যলাভের উপযুক্ত নাই। এই জন্য প্রথমে তিনি সিংহাসনগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া একমঠে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। এইরূপে ৬ সপ্তাহ

অতিবাহিত হইল। পরে সর্ব্বসাধারণের প্রার্থনায় বোরিস্ শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই বোরিসের শাসনদক্ষতা সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতে লাগিল। প্রথমেই তিনি অভিজাতগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিলেন। এই কার্য্য ৩য় ইবানের সময়ে আরব্ধ হইয়া ৪র্থ ইবানের সময় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ইহা রুষিয়ার পক্ষে মহোপকার সাধন করিয়াছিল। কিন্তু উচ্চাভিলাষী বোরিস্ বরাবর যুরিক-বংশের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন। ১৬০১ খৃঃ অঃ রুষিয়ায় এক মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সময়ে বোরিস্ বিশেষরূপে দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা করেন নাই। এই সময়ে জনরব উঠিল যে, ইবানের সপ্তমস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র দ্মিত্রি জীবিত আছেন—তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

১৬০৩ খৃঃ অঃ লিথুয়ানীয়ার অন্তর্গত ব্রেজিলের রাজকুমার আদম বিস্নিওউএকি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক ভৃত্যকে প্রহার এবং অপমানজনক গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল,—"মহাশয় যদ্যপি আপনি আমার যথার্থ পরিচয় জানিতেন, তাহা হইলে আজ আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেন না।" তখন রাজ-কুমার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" ভৃত্য উত্তর করিল—"আমি ইবানপুত্র দ্মিত্রি।" তৎপরে তিনি গুপ্তঘাতকের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত আশ্চর্য্যকাহিনী বিবৃত করিলেন। তৎপরে তিনি সম্রাটের নামের মুদ্রাঙ্কিত এক স্বর্ণময় 'শীল' এবং খ্যাপ্তিজমের বা দীক্ষার সময়ে যে স্বর্ণময় 'ক্রুশ' ব্যবহৃত হইয়াছিল—তাহাও প্রদর্শন করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া ব্রেজিলের রাজকুমার কৃত্রিম দ্মিত্রির গল্প বিশ্বাস করিলেন। পোলণ্ডবাসী সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ জাল দ্মিত্রিকে লইয়া দলবদ্ধ হইলেন। জাল দ্মিত্রি পরমসুখে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় বোরিস্ ব্রেজিলের রাজকুমারকে কহিলেন যে, যদি তিনি জাল দ্মিত্রিকে ধরাইয়া দিতে পারেন, তবে ভূমিসম্পত্তি ও প্রচুর অর্থ পুরস্কার পাইবেন। কিন্তু ব্রেজি-লের রাজকুমার ইহার কোন উত্তর না দিয়া জাল দ্মিত্রিকে পোলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সান্দোমিরের প্যালাটাইন মনিস্জেক রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থানের জেইসুট সম্প্রদায়েরা তাঁহার সহিত এইরূপে ষড়যন্ত্র করিল যে, যদি তিনি রুষিয়ার সম্রাট্ হইয়া রোমকগির্জ্জার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত রুষিয়ায় প্রচলিত করেন, তবে জেইসুটসম্প্রদায় তাঁহাকে সিংহাসনারোহণ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন। জাল দ্মিত্রি তাহা স্বীকার করিলেন এবং মনিস্জেকের কনিষ্ঠা কন্যা মেরিণাকে বিবাহ করিয়া নবগোরোদ ও প্স্কোফ নগর নবপরিণীতা পত্নীকে প্রদান করিলেন এবং অঙ্গীকার করিলেন যে, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই শ্বশুরকে দশসহস্র ফ্লোরিণ পুরস্কার দিবেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি মনিস্জেক ও পোলণ্ডের রাজাকে স্মোলেন্স্ক ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ প্রদান করিলেন। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে পোলণ্ডের সিজিস্মন্দ বার্ষিক ৪০০০০ ফ্লোরিণ রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিয়া দ্মিত্রিকে মস্কোনগরের জার বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই সময়ে বোরিস্ এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়া প্রচার করিলেন যে,—"দ্মিত্রি নাম জাল, এই দুষ্টের প্রকৃত নাম গ্রিগোরী ওত্রেপিফ, এব্যক্তি বিধর্ম্মী মহান্ত (Monk)—রুষিয়ার গ্রীকমতানুবর্ত্তী সাধারণ ধর্ম্মমত পরিত্যাগপূর্ব্বক লাটিন বা রোমকমত স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।"

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ৩১এ অক্টোবর দ্মিত্রি সসৈন্যে রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। অনেকেই তাঁহার সহিত যোগদান করিল। যে যে প্রধান সহরে উপস্থিত হইলেন, সেখানকার রাজপুরুষেরা তাঁহার রসদ যোগাইতে লাগিল। ২৩এ নবেম্বর, তিনি নবগোরোদ সেবেরস্কিতে পৌঁছিলেন। বাস-মনোক্ নামে একজন পাকা যোদ্ধা ঐ স্থানের দুর্গরক্ষা করিতে-ছিলেন। তিনি দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া জলদগম্ভীর স্বরে সকলকে শুনাইলেন, 'আমাদের মহারাজ জার মস্কোসহরে অবস্থিতি করিতেছেন। তোমরা যে দ্মিত্রির সহিত আসিয়াছ, এ দুর্ব্বৃত্ত দস্যু, ইহার সহিত তোমাদিগকে উপ-যুক্ত শাস্তিভোগ করিতে হইবে।' সেই দুর্গাধ্যক্ষের সাহসের গুণে আক্রমণকারীরা কিছুই করিতে পারিল না। তিন মাস অবরোধের পর ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। পথে তাহারা বোরিস্-প্রেরিত ধনরত্ন লুটিয়া লইল। সেই অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া দ্মিত্রি পুতিবল্, সিবস্ক ও বোরোনেজ্ নামক দুর্গত্রয় অধিকার করিয়া বসিলেন। বোরিস্ তখন পীড়িত, তথাপি তিনি পঞ্চাশহাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। জার-সৈন্যেরই পরাজয়ের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। কেবল বাস-মানোকের বীরত্বে ও রণকুশলতায় সে যাত্রা রুষপতি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। তজ্জন্য রুষরাজ তাঁহাকে রাজধানীতে আনিয়া উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিলেন।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী দোব্রিনিচি রণক্ষেত্রে আবার ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধে দ্মিত্রি পরাজিত হইলেন। তাঁহার পক্ষীয় সৈন্যগণ অনেকেই বন্দী ও রাজ-সৈন্যহস্তে নিহত হইল। কেবল কসাক পদাতিকগণের কৌশলে দ্মিত্রি পোলণ্ডে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেখানে গিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। নানা কৌশলে ও নানা প্রলোভন দেখাইয়া বোরিসের কএকজন প্রধান সেনানায়ককে হাত করিয়া ফেলিলেন। বিষপ্রয়োগ দ্বারা রুষপতির প্রাণনাশের চেষ্টা হয়, কিন্তু ষড়্যন্ত্রকারিগণের কৌশল ব্যর্থ হইল। ইহারই পর দ্মিত্রি বোরিস্‌কে জানাইলেন, 'তুমি আমার রাজ্য জোর করিয়া দখল করিয়া বসিয়াছ, মঙ্গল চাহ ত সিংহাসন ছাড়িয়া দাও।" বাস্তবিক বোরিসের সময়ও শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রেল, মন্ত্রিসভায় রুষপতি শেষবার সিংহাসনে বসিলেন। এই দিন তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত বৈদেশিককে আদর অভ্যর্থনা করিলেন, পানভোজন ও যথেষ্ট আমোদ চলিল! কিন্তু অকস্মাৎ রুষরাজের নাকমুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল! অল্পক্ষণ মধ্যেই বোরি-সের জীবলীলা শেষ হইল। অনেকের বিশ্বাস যে শত্রুর কৌশলে অকালে (৫৩ বর্ষ বয়সে) রুষপতি কালকবলে পতিত হইয়াছিলেন।

বোরিস অসাধারণ কার্য্যকারিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে মহানুভব পিতর (Peter) রুষিয়ায় যে সংস্কার প্রচলন করিয়াছিলেন, বোরিস্ তাহার ভিত্তিশিলা পত্তন করিয়া যান। তিনি স্বদেশীয় অনেক যুবককে ইংলণ্ডে শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রুষিয়ার ভূমিতে প্রজাস্বত্বসংস্থাপন করিয়া শ্রমজীবীদিগকে ক্রীতদাসত্বের সীমা হইতে অনেকটা উন্নতির পথে আনয়ন করিয়াছিলেন।

বোরিসের মৃত্যুর পর মস্কোনগরস্থ তাঁহার দলস্থ ব্যক্তি-বৃন্দ তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র ২য় থিওডোরকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিল। সুইস্কি এবং মৃষ্টিস্লাবিস্কি তরুণ জারকে সাহায্য করিবার জন্য মস্কো গমন করিলেন। বাস-মানফ্ সৈন্যাধ্যক্ষতাগ্রহণ করিবার জন্য মস্কো প্রেরিত হইলেন; কিন্তু থিওডোরের পক্ষে সিংহাসন লাভের আশা কম জানিয়া তিনি ৭ই মে দ্মিত্রিকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং স্বয়ং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন। এদিকে থিওডোরের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণ সৈন্য লইয়া ক্রেমলিন দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা অবিলম্বে মস্কোএর নিকটবর্ত্তী ধনশালী বণিকবৃন্দপূর্ণ ক্রেমনো-সেলো নামক এক নগর আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই কার্য্য সহজেই অনুষ্ঠিত হইল। নগরবাসী বণিকগণ মস্কো নগরে গমন করিয়া সকলকে দ্মিত্রিকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য আহ্বান করিল।

থিওডোর ও তাঁহার জননী নিহত হইলেন এবং তাঁহা-দিগের মৃতদেহ নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে সমাহিত হইল। বোরিসের দেহও সেই স্থানে বিদূরিত হইল। পেত্রিয়াস্ নামক একজন সুইডিস্ দূত এই সমস্ত ঘটনার সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হইল যে, থিওডোর ও তজ্জননী দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গলদেশে ফাঁসির চিহ্ন স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কোন কোন লেখক এবং রুষিয়ার প্রাচীন ঐতিহাসিক কুবাসফ্ বলেন যে, বোরিসের লাবণ্যবতী দুহিতা জেনিয়া খৃষ্টমঠে সন্ন্যাসিনী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুয়েডিস্ দূত পেত্রিয়াস্ বলেন যে, তিনি বল-পূর্ব্বক বিজেতার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছিলেন। জাল দ্মিত্রি যখন দেখিলেন যে, সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে, তখন ১৬০৫ খৃঃ ২০এ জুন রাজধানীতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার যাত্রা যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল—তাহা বর্ণনাতীত। দ্মিত্রি প্রথমে বিজ্ঞতার সহিত প্রজাবর্গের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা ইবানের পূর্ব্বকৃত ঋণাদিও পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন। তিনি আনন্দসহকারে স্বীয় জননীকে গ্রহণ করিলেন। মাতাও তখন তাঁহাকে যথার্থ দ্মিত্রি বলিয়া স্বীকার করিলেন, পরে কিন্তু তিনি উহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি মঠমধ্যবর্ত্তী সন্ন্যাসিদল হইতে উদ্ধার পাইবার আনন্দে প্রথমে স্বীকার করিয়াছিলেন।

দ্মিত্রি তাঁহার প্রচ্ছন্ন রোমকধর্ম্মমতের প্রতি অনুরাগ-বশতঃ প্রজাসাধারণে বিরাগভাজন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে মনিস্জেকদুহিতা মেরিনা (দ্মিত্রির পূর্ব্ব-পরিণীতা) মস্কোনগরে উপস্থিত হইলেন এবং ১৮ই মে তারিখে তাঁহাদের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রচুর ফলাহারের আয়োজন হইল।

কিন্তু ২৯শে তারিখে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বাসিলাই সুইস্কি,—দ্মিত্রি যাঁহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—এই বিদ্রোহের অধিনায়ক ছিলেন।

একদিন রাত্রিতে জার সৈন্যকলরবে নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রাজপ্রাসাদ বিদ্রোহিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

তদ্দর্শনে তিনি ৩০ ফিট্ উচ্চ বাতায়নপথ হইতে ভূমিতে লম্ফপ্রদান করিলেন—তাহাতে তাঁহার পদদ্বয় ভগ্ন হইয়া গেল। তৎপরে তিনি ধৃত হইয়া নিহত হইলেন। বাস্‌মানফ্ তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হইলেন। জাল দ্মিত্রির মৃতদেহ ভস্মীভূত হইল। অনেক পোলণ্ডবাসী নিহত হইল, কিন্তু মেরিণা ও তাঁহার সপত্নীগণ বন্দিনী হইলেন। এইরূপে রুষিয়ার ইতিহাসে এই অত্যদ্ভুত শাসন-বিভ্রাটের যবনিকা পতিত হইল। জাতীয় ঐতিহাসিকগণ এই শাসনকালকে বিপজ্জনক কাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্মিত্রির বিনাশের পরে বোইআরগণ (Boiars) সমবেত হইয়া বাসিলাই ইবানোবিচ্ সুইস্কিকে সম্রাট্ মনোনীত করিল। তিনি কিন্তু কোষ ও বলের অভাবে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল যে, দ্মিত্রি জীবিত আছেন। এই সমস্ত জনরবের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহার মত পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক উগ্‌লিচ্ নগরে হতভাগ্য রাজপুত্রের শবের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ইহার পরে অপর দুই ব্যক্তি জাল দ্মিত্রি সাজিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। রুষিয়ার এই দুর্দ্দিনে ১৬০৯ খৃঃ পোলণ্ডবাসিগণ রুষিয়া আক্রমণ করিয়া স্মোলেনস্কনগর অবরোধ করিল।

সুইস্কি ক্লুশিনো নামক স্থানে পরাজিত এবং বন্দীকৃত হইলেন। বিদ্রোহী সৈন্যগণ তাঁহাকে মঠে সন্ন্যাসী হইতে বাধ্য করিল। অবশেষে তিনি সিজিস্‌মন্দের হস্তে সমর্পিত হন এবং তথায় আজীবন কারারুদ্ধ থাকিয়া জীবলীলা সম্বরণ করেন। রুষিয়ার রাজমুকুট সিজিস্‌মন্দের পুত্র লেডিস্‌লসের মস্তকে শোভিত হইল। ইনি দুই বৎসর যাবৎ রুষিয়ার রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া মস্কো নগরে স্বীয়নামে মুদ্রা-প্রচার করেন। সাম্রাজ্যের দুরবস্থায় সকলেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিল। অবশেষে নিজ্‌নি-নবগোরোদবাসী মিনিন নামক এক কসাই রুষিয়ার উদ্ধার সাধন করিল। এই ব্যক্তি স্বদেশবাৎসল্যের সাধুমন্ত্রে দেশবাসীকে উত্তেজিত করিয়া রাজকুমার পজ্মারস্কির সহিত মিলিত হইল। শেষোক্ত ব্যক্তি সৈন্তাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। মিনিনের হস্তে রাজ্যশাসন ভার অর্পিত হয়। পরাক্রমশালী রাজকুমারের বীরত্বে পোলণ্ডবাসীরা রুষিয়া পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৬১২ খৃঃ, বৈআরগণ আর এক নূতন সম্রাট্ নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করে। দেশের দুর্দ্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অগ্নিদাহে মস্কোনগর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কেবল ক্রেমলিন ও ২।১ টা প্রস্তরাট্টালিকা রক্ষা পাইল। পোলগণ কোষাগার লুণ্ঠন করিল।

এই সময়ে অলিরিয়াস্ নামক ১৭শ শতাব্দীর একজন পর্য্যটক রুষিয়ার বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল। তিনি বলেন—অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যের সঙ্গে ইউনিকর্ণ নামক একশৃঙ্গ হরিণের মণিমুক্তা খচিত মহামূল্য শৃঙ্গ পোলগণ অপহরণ করে। মস্কোবাসিগণ তজ্জন্য চিরকাল বিলাপ করিত। মৃষ্টিস্‌লাবিস্কি ও পজ্মারস্কি উভয়ে রুষিয়ার শাসনদণ্ড ত্যাগ করিলেন। অবশেষে মাইকেল রোমানফ্ নামক এক ১৬ বৎসর বয়স্ক যুবা সিংহাসনপ্রার্থী হইলেন। তাঁহার পিতা ফিলারেট্ অতি সদ্‌গুণশালী ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। রোমানফ্ মাতৃপক্ষে যুরিকবংশের সহিত সম্বদ্ধ ছিলেন। আনষ্টিসিয়া রোমানবা ভীমকর্ম্মা ইবানের (The Terrible) প্রথমা পত্নী ছিলেন।

উক্ত তরুণ বয়স্ক রোমানফ্ সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে সাধারণের নিকট কোন কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করিলেন। দেশের অবস্থা এ সময়ে বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। সুইডিস্ ও পোলগণ রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করিয়াছিল। কসাকগণ গ্রামাদি লুণ্ঠন দ্বারা অধিবাসিগণকে উপক্রুত করিতে লাগিল। ওদিকে সিজিস্‌মন্দের পুত্র লেডিস্‌লস্ জার উপাধি পরিত্যাগ করিলেন না। ১৬১৭ খৃঃ তিনি একদল সৈন্য লইয়া মস্কোএর প্রাচীরসন্নিহিত হইলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া ১৬১৮ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ ও ১৪ বৎসরের জন্য সন্ধি করিলেন।

১৬১৭ খৃঃ লাডোগাহ্রদের নিকটবর্ত্তী ষ্টল্‌বোডো নামক স্থানে আর এক সন্ধি হইয়াছিল। তাহাতে রুষগণ রাজ্যের কিয়দংশ সুইডিস্‌গণকে দিতে বাধ্য হয়। রোমানফের পিতা ফিলারেট পূর্ব্বে ওয়ার্স নগরে কারারুদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে তিনি মুক্তি পাইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ইনি ১৬১৯ খৃঃ মস্কো আসিয়া "পেট্রিয়ার্ক বা প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ" নিযুক্ত হইলেন। পিতাপুত্রে পরস্পরে বলপুষ্টি করিতে লাগিলেন। সমস্ত কাগজপত্র উভয়ের যুক্তনামে প্রচারিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষ বা পেট্রিয়ার্কের স্বতন্ত্র ধর্ম্মাধিকরণ ছিল এবং তিনি সর্ব্বদা সম্রাটের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিতেন। 'পিটার দি গ্রেট' বা মহানুভব পিতরের সময়ে ১৭২১ খৃঃ এই পেট্রিয়ার্ক পদ খর্ব্বীকৃত হয়। তিনি ইংলণ্ডের অনুকরণে আপনাকে ধর্ম্মক্রিয়ার ও রাজ্যশাসনের প্রধান নায়ক বলিয়া প্রচারিত করেন। মাইকেলের রাজত্বকাল তত ঘটনাসঙ্কুল নহে। তথাপি

তিনি দেশের উন্নতি ও সৈন্যসংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বিদেশবাসিগণ রুষিয়ায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে রুষিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বার উন্মুক্ত হইল। সুইডেনের গাষ্টাভাস্ আডল্‌ফাস্ পরস্পরের সাহায্যার্থ জারের সহিত এক নূতন সন্ধি করিলেন—তদনুসারে রুষ রাজসভায় এক সুইডিস্ দূতের আবির্ভাব হইল। ১৬২৯ খৃঃ একজন ফরাসী দূত মস্কৌতে উপস্থিত হইল। কামাননির্ম্মাণ-কার্য্যের উন্নতি সাধনার্থ লৌহের কারখানাসমূহে ওলন্দাজ ও জর্ম্মণ শিল্পিগণ নিযুক্ত হইলেন। ইংলণ্ডীয় বণিক্‌গণ দলে দলে রুষিয়ায় আসিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিল। স্কচ্ সৈন্যগণ সৈন্যদল পুষ্টি করিতে লাগিল।

১৬৪৫ খৃঃ আলেক্সিস্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমেই রুষিয়ার ব্যবহারশাস্ত্র সঙ্কলন ও সংস্কার করিলেন। উক্ত আইন ৩য় ও ৪র্থ ইবানের সংগৃহীত আইনের অবলম্বনে নির্দ্ধারিত হয়। অনন্তর সম্রাটের আদেশ অনুসারে শিক্ষিত ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ ও বৃদ্ধবৃন্দ আইনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে মনোনিবেশ করিলেন। রাজকুমার ওডোইএবিস্কি ও বল্কোনিস্কি এই কার্য্যের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। আড়াইমাস দীর্ঘ পরিশ্রমে উক্ত পুস্তক সম্পাদিত হইল। ঐ পুস্তক অদ্যাপি মস্কৌ নগরে "অরুঝেনিয়া পালডোর" মধ্যে পরিরক্ষিত রহিয়াছে। উষ্ট্রাআলিফ্ সগর্ব্বে বলেন যে, এই আইনে য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্ব ও স্বাধীনতার সাম্যবাদ প্রচারিত হয়। এই উদারনীতি অবলম্বন করিয়াই অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের ব্যবহারশাস্ত্র সকল সংস্কৃত হইয়াছিল। কথিত আছে, আলেক্সিস্ সমস্ত আবেদনকারীদিগকে স্বয়ং রাজসমীপে আসিবার অনুমতি দেন।

আলেক্সিসের প্রিয় বসতিস্থান কোলোমেন্‌স্কো নামক গ্রামে তাঁহার শয়নপ্রকোষ্ঠের বহির্বাতায়নে একটী টিনের বাক্স লম্বিত থাকিত। সম্রাট্ নিদ্রাভঙ্গে যেমন বাতায়ন সমীপে উপস্থিত হইতেন, তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রার্থিগণ তাহাদের আবেদন সহ উপস্থিত হইত এবং তাঁহাকে সম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বাক্সে আবেদন পত্রসকল নিক্ষেপ করিত। পরে সম্রাট্ সেই সমস্ত বিচার করিতেন। আক্রেন এবং কসাকদিগের দেশ অধিকার তাঁহার রাজত্বের মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এণ্ড্রুস্জোবো নামক স্থানের সন্ধিতে রুষগণ নীপরনদীর সীমান্তবর্ত্তী দেশসমূহ অর্থাৎ স্মোলেন্‌স্ক, চার্ণিকফ্, কিফ্ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন। ১৬৬৯ খৃঃ পোলণ্ডের সহিত দুর্বালনের সন্ধিতে রুষিয়ার উক্ত স্থানসমূহ পোলগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে রুষগণ উহা পুনরধিকার করিল। মুদ্রার ভার হ্রাস করিবার জন্য ১৬৪৮ খৃঃ মস্কৌ নগরে এক বিদ্রোহ ঘটে। এবং ষ্টেঙ্কা রেজিন নামক একজন কসাক আর একটী বিদ্রোহ উত্থাপিত করে। অক্‌সফোর্ড গ্রন্থালয়ের আস্‌মোলিয়ান্ সংগ্রহে ইহার সুন্দর বর্ণনা লিখিত আছে। রেজিন ৩ বৎসর ধরিয়া বল্গা নদীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ ধ্বংসসাৎ করেন। আলেক্সিস্ তাঁহাকে ধৃত করিয়াও ক্ষমা করেন। কিন্তু তিনি কারামুক্ত হইয়াই পুনর্ব্বার দ্বিতীয় বিদ্রোহ উত্থাপন করেন। "সাধারণের সাম্য ও স্বাধীনতা সংস্থাপন করিবেন—"এই প্রলোভন বাক্যে তিনি দুইলক্ষ ব্যক্তিকে স্বীয় দলভুক্ত করেন। অষ্ট্রাকান সহজেই তাঁহার অধিকৃত হইল এবং তিনি নিজ্‌নিনবগোরোদ হইতে কাজান পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচারে রুষগণ প্রপীড়িত হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি ১৬৭১ খৃঃ ধৃত হইয়া নিহত হইলেন। সম্রাট্ আলেক্সিস্ ১৬৭৬ খৃঃ, ৪৮শ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অডিন নাস্‌চোকিন্ তাঁহার রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগিতায় এণ্ড্রুস্জোবোর সন্ধি মীমাংসিত হয়। আলেক্সিস্ উদারপ্রকৃতি ও সদাশয় সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে রুষিয়া সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। এই সময় হইতেই রুষিয়া বহুশতাব্দী সঞ্চিত ঘনান্ধকার হইতে সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়া উঠে এবং য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে অন্যতম শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয়। বোরিস্ গড্‌নফের ন্যায় আলেক্সিস্ রুষিয়ায় সর্ব্ববিধ উন্নতির সূত্রপাত করিয়া যান।

আলেক্সিসের মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মেরিয়া মিলোস্‌লাবিস্কিয়ার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র ৩য় থিওডোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৬৭৬-৮২ খৃঃ অব্দ ছয়বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য তত ভাল ছিল না এবং তাঁহার রাজ্যকালে কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। তাঁহারই রাজত্বকালে, "রোজ্‌রিয়াড্‌নিক্‌নিগি" বা কৌলীন্যসংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থরাশি ভস্মীভূত করা হয়। এই পুস্তক দ্বারা কুলমর্য্যাদা ও বংশগৌরব লইয়া রাজসরকারে নানা গোলযোগের আবির্ভাব হইত। কোন স্বভাবকুলীন, কোন গৌণ বা ভঙ্গকুলীনের অধীনে কার্য্য করিতে পারিতেন না। তজ্জন্য রাজকার্য্যে বহু অনিষ্ট হইত। ইহা নিবারণ করিবার জন্য থিওডোর ঘোষণা করিলেন যে, রাজসভার সকলের কুলগ্রন্থের বিচার হইবে। তচ্ছ্রবণে সকল কুলজ্ঞবৃন্দ আসল ও নকল সকল প্রকার কুলগ্রন্থ রাজসরকারে সমর্পণ করিল। থিওডোর মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বাসিলি গলিট্‌জিন ও ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের

সহায়তায় কুলীনমণ্ডলীর সমক্ষে সেই পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপীকৃত গ্রন্থরাশিতে অগ্নিপ্রদান করিলেন। এই প্রকারে সমস্ত কুলজী একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

থিওডোরের মৃত্যুর পর রাজ্যে অরাজকতার সূত্রপাত হইল। আলেক্সিসের দুই পত্নীর মধ্যে প্রথমা মেরিয়া থিওডোর ও ইবান নামে পুত্র ও কয়েকটী কন্যা প্রসব করেন। দ্বিতীয়া পত্নী নেটালিয়া নারিস্কিনা, পিতর ও নেটালিয়া নামক সন্তানের জননী ছিলেন। সপত্নীদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষকগণের হস্তে রাজসংসার বড়ই উৎপীড়িত হইল। থিওডোরের অনুজ ইবান বড় দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া সকলে পিতরকে মনোনীত করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু মেরিয়ার গর্ভজাত সোফিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কার্য্যকুশলা ও প্রগল্ভা ছিলেন। তৎকালে রুষিয়ার রাজকুলললনাগণের দুর্গতির সীমা ছিল না। কারণ রাজপুত্র ভিন্ন প্রজাবর্গের পুত্রের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই কারণে অনেক রাজকুমারী আজীবন আইবুড় থাকিতে বাধ্য হইতেন। সোফিয়া আলেক্সিসের প্রিয়তমা কন্যা। তাঁহার মনে রাজদণ্ড-পরিচালনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি দুই এক জন সর্দ্দারের সাহায্যে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলেন এবং বিমাতাপক্ষীয় কএকজনকে নিহত করিলেন। অবশেষে তিনি বিমাতার দুই ভ্রাতাকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপরে সাধারণের চেষ্টায় ইবান ও পিতর দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একত্র সম্রাট্ হইলেন এবং রাজকুমারী সোফিয়া তাঁহাদের নাবালককাল পর্য্যন্ত রাজপ্রতিনিধি ও রক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলেন। সোফিয়া বাসিলি গলিট্জিনকে প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। তিনি অবিলম্বে ক্রিমিয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ১৬৮৯ খৃঃ পিতর ইউডুকিয়া লোপুখিনা নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিবাহে দাম্পত্যসুখ জন্মিল না। এই বিবাহে পিতরের আলেক্সান্দর ও আলেক্সিস্ নামক দুই পুত্র জন্মে। প্রথমটী ছয়মাস জীবিত ছিল। দ্বিতীয়টীও দুর্ভাগ্যের জন্য উত্তরকালে রুষিয়ার ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছিল। সোফিয়া ও গলিট্জিনের প্ররোচনায় পুনরায় বিদ্রোহ হইল। কেহ বলেন, পিতরের প্রাণসংহার করাই এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য। অবশেষে পিতরের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিরা প্রবল হইয়া উঠিল। বিদ্রোহিগণ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল এবং সোফিয়া সুসান্না নামে মঠাভ্যন্তরে চিরদিনের জন্য সন্ন্যাসিনী সাজিতে বাধ্য হইলেন। তথায় ১৫ বৎসর জীবিত থাকিয়া তিনি ৪৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এইরূপে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ উপস্থিত হইলে পিতরের (the great) শাসনকাল আরম্ভ হইল। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইবান্ দুর্ব্বলচিত্ত ও রুগ্ন বলিয়া শাসনকার্য্যে যোগ দিতে পারিলেন না। ইবান্ পরে বিবাহ করেন এবং তাঁহার ৩টী কন্যাসন্ততি জন্মে। তাহাদের একটীর বিষয় পরবর্ত্তি-কালের ইতিহাসে স্মরণীয় আছে। ইবান নিভৃতে জীবনযাপন করিয়া ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে ৩০ বৎসর বয়সে গতাসু হইলেন।

স্থানাভাবে আমরা মহানুভব পিতরের রাজত্বের অতিস্থূল কথা বলিয়া যাইব। তিনি ১৬৮৭-১৭২৫ খৃ অঃ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। পিতর প্রথমেই দেখিলেন যে,রুষিয়ায় বাণিজ্য-কার্য্যোপযোগী ভাল বন্দর এবং পোতাশ্রয় নাই। শ্বেত-সাগরের বন্দর সর্ব্বদা তুষারাচ্ছন্ন। এই অভাব দূরীকরণার্থ তিনি অন্যদিকে বন্দরনির্ম্মাণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি বেতন দিয়া এক বৈদেশিক সৈন্য পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তুরুষ্ককে আক্রমণ করিয়া ডন নদীর মোহানা আজফ সাগরে বন্দর খুলিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওলন্দাজ ইঞ্জিনিয়ার জানসেনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় পিতরের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হইল। অবশেষে ১৬৯৬ খৃঃ, তিনি জয়লাভ করিলেন এবং বিজয়োল্লাসে মস্কো নগরে প্রবেশ করিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে পিতর লেফর্ট এবং সেনাপতিদ্বয় গলোভিন এবং বস্নিম্জিনের সহিত বিদেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিনি কিছুদিন হলণ্ডের ডক্ বা পোতাশ্রয় সাউমে কার্য্যশিক্ষা করিলেন। তৎপরে তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া ৩ মাস অবস্থিতি করেন। এবং তাঁহার ডেপ্টফোর্ডে অবস্থানের কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি প্রসিদ্ধ শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ারদিগকে স্বদেশে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহা-দিগের দ্বারা রুষগণকে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভিনিস্ যাত্রা করিবেন এমন সময়ে স্বীয় রাজধানীতে বিদ্রোহের সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই গর্ডন এবং অন্যান্য সেনাপতিগণের দ্বারা বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছিল। পিতর মস্কোতে পৌঁছিলে অতি নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহিগণের প্রাণদণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ১৭০৬ খৃঃ ডননদীর নিকটবর্ত্তী কসাকগণ এবং ১৭০৯ খৃঃ মোজপ্পা নামক স্থানের কসাকগণ দ্বাদশ চার্লসের শরণাগত হইয়া বিদ্রোহী হইল। পিতর ১৭০০ খৃঃ নার্ভার যুদ্ধে দ্বাদশ চার্লসের সহিত একবার পরাস্ত হন। তজ্জন্য পিতর বিশেষরূপে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। রুষসেনাপতি শিরারমেট্রেফ্ সুইডিস্ সেনাপতি স্লিপিনবাচ্কে সম্পূর্ণরূপে লিবোনিয়া ও অন্য একটী যুদ্ধে

পরাস্ত করিলেন। নেবা অধিকার করাই পিতরের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে সৈন্যগণ বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।

১২শ চার্লস্ এক্ষণে পোলণ্ড আক্রমণ সংকল্প ত্যাগ করিয়া রুষিয়া আক্রমণ করিলেন। চার্লস সগর্ব্বে বলিয়া ছিলেন—"রুষিয়ার সম্রাট্ মস্কৌতে আমার সহিত সন্ধি করিবেন।" (অর্থাৎ পরাজিত হইবেন।)

পিতর প্রত্যুত্তর করিলেন,—"প্রিয় ভ্রাতা দিগ্বিজয়ী সেকন্দরের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি দেখিবেন, আমি দরায়ুস্ নহি।"

লেস্না নামক স্থানে সুইডিস্ সৈন্যাধ্যক্ষ লোবেল্হপ্ত রুষসৈন্যের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেন। নামেমাত্র তিনি সে দিন বিজয়ী হইলেও তাঁহার বহু সৈন্যক্ষয় হইল। অনন্তর ১৫ই জুন পল্টেবার সমরক্ষেত্রে ভয়াবহ যুদ্ধের অভিনয় হইল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরে সুইডিস্গণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। চার্লস নিজের রণনৈপুণ্যের অভাবেই পরাস্ত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধজয়ের সঙ্গে কসাকবিদ্রোহিগণের স্বাধীনতা চিরতরে লুপ্ত হইল, তাহাদের সাধারণ শাসনপ্রণালী অন্তর্হিত হইল। তাহারা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে মস্কোএর সম্রাটের অধীন হইল।

১৭১২ খৃঃ পিতর মার্থা স্কাব্রনস্কা নাম্নী এক কৃষক-দুহিতাকে কাথারাইন নাম দিয়া বিবাহ করেন। এই কৃষক-দুহিতা ১৭০২ খৃঃ মেরিয়েনবর্গের অবরোধকালে বন্দিনী হইয়াছিল। ইঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্তই অজ্ঞাত। কাথারাইন গ্রীক ধর্ম্মমতে দীক্ষিতা হইলেন। পিতর পূর্ব্বে তাঁহার প্রথমা পত্নী ইউদোকিয়াকে রোমকধর্ম্মমত ও রক্ষণশীলের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পিতর এক্ষণে নানাবিধ সংস্কারদ্বারা রুষিয়ার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে মনোযোগী হইলেন। তিনি অন্যান্য যুরোপীয় রাজ্যের আদর্শে রুষিয়ায় সভ্যতালোক বিস্তার করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য তিনি নানা স্থানের শিক্ষিত বিদ্বদ্‌বৃন্দ এবং শিল্পীদিগকে উপযুক্ত বেতন দিয়া পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পেট্রিয়ার্কশিপ বা ধর্ম্মাধ্যক্ষতা পদ উঠাইয়া দিলেন। এবং সম্রান্ত ও কুলীনবংশীয় ভদ্রলোকদিগকে শাসন ও সৈন্য-সংক্রান্ত নানাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়জীবী বণিকদিগকে নানাভাগে বিভক্ত করিলেন। কিন্তু কৃষক-গণের দাসত্বভাব তখনও বর্ত্তমান থাকিল এবং কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল।

পিতরের সময়েই রুষিয়ার কুলক্রমাগত প্রাচ্যভাব বিদূরিত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিবর্ত্তিত হইল। এতদিন পর্য্যন্ত রুষিয়ার স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা বিদ্যমান ছিল। পিতরের সংস্কারে স্ত্রীলোকবৃন্দ চিরাগত অবরোধের অন্ধকার হইতে স্বাধীনতার আলোকে মুক্তপক্ষা বিহঙ্গিনীর ন্যায় আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুরুষবৃন্দ প্রাচ্যদেশ-সুলভ দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফের পরিবর্ত্তে ক্ষৌরমসৃণমুখে পাশ্চাত্য-ভাবে অভ্যস্ত হইলেন। য়ুরোপীয় প্রথানুসারে সৈন্য দলের সংস্কার হইতে লাগিল। ১২শ চার্লস যৎকালে বেন্দারে নির্ব্বাসিত হন, পিতর ষ্টাসিস্লস্ লেস্জিন্স্কিকে পোলণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত করেন এবং ২য় অগষ্টাস্ পুনরায় ওয়ার্স'তে আগমন করেন। পিতর পরে লিবোনিয়া এবং এস্থোনিয়া অধিকার করেন। পোলণ্ডের অন্তর্গত কোরলণ্ড নামক স্থান রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য তিনি কৌশলে তত্রত্য ডিউকের সহিত তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রী অর্থাৎ ইবানকন্যা আন্নার বিবাহ দিয়াছিলেন। ইনি পরে রুষিয়ার সম্রাজ্ঞী হইয়াছিলেন।

পিতর ইহার পরে তুরুস্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া আজফ তুরুস্কদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধি ১৭১১ খৃঃ প্রুথ নামক স্থানে সংঘটিত হয়। কথিত আছে, কাথারাইনের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে পিতর এ যাত্রা রক্ষা পান। ইহার পরে তিনি কাথারাইনকে ধর্ম্মপত্নী এবং সম্রাজ্ঞীরূপে গ্রহণ করেন। ১৭১৩ খৃঃ পিতর সুইডিস্দিগের সহিত যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়া কএকটী স্থান অধিকার করেন। ১৭১৭ খৃঃ পুনর্ব্বার দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া পারিসে আগমন করেন। এবার কাথারাইন তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। রাজা রাণীর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত আশ্চর্য্য ও কৌতুকাবহ ঘটনায় পূর্ণ। ১৭২১ খৃঃ পুনরায় সুইডেনের সহিত পিতরের সন্ধি হয়—তাহাতে তিনি লিবোনিয়া, এস্থোনিয়া, ফিনল এবং ইঙ্গ্রিয়া প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হন। পিতর ১৭০৩ খৃঃ হইতে সেণ্ট-পিটর্স্বর্গ নামক রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

১৭২২ খৃঃ নৌকারোহণে বল্গা নদীতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া অনেকগুলি প্রদেশ অধিকার করেন। এই সময়ের পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়পুত্র আলেক্সিসের মৃত্যু ঘটে। ১৭২৫ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী মহানুভব পিতর কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার ন্যায় অদ্ভুতকর্ম্মা সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন সংস্কারক সম্রাট রুষিয়ার সিংহাসনে আর কেহ আরোহণ করে নাই।

পিতরের মৃত্যুর পর রুষিয়ায় দুইটী দলের আবির্ভাব হইল। একদল বিধবা রাজ্ঞী কাথারাইনকে সিংহাসন দিতে ইচ্ছা করিল, অন্যদল আলেক্সিসের পুত্রকে সম্রাট্ করিতে সঙ্কল্প করিল। পিতরের প্রিয়পাত্র মেন্‌সিকফ্ এই সময়ে অতীব ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ব্বে মস্কৌ নগরের পথে পথে রোটিকা বিক্রয় করিতেন। যাহা হউক ইহাঁর মন্ত্রণাকালে রুষিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত প্রথা পদ্ধতি সকল অক্ষুণ্ণ থাকিল। কাথারাইন রাজ্যশাসনে ক্ষমতাশালিনী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে পরের পরামর্শ শুনিয়া চলিতে হইত। ১৭২৭ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি আলেক্সিসের পুত্র দ্বিতীয় পিতর এবং তদভাবে হলষ্টিনের ডিউকের সহিত পূর্ব্বপরিণীতা আন্নাকে এবং এলিজাবেথ ও তাঁহার কন্যাগণকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। রাজপ্রতিনিধিত্ব এক মন্ত্রণাসভাদ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। এই সভার সভ্যশ্রেণীর দুই কন্যা, হলষ্টিনের ডিউক মেন্‌সিকফ এবং অন্য ৮ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মেন্‌সিকফই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তিনি স্বীয় কন্যার সহিত দ্বিতীয় পিতরের বিবাহ দিতে কাথারাইনের সম্মতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডলগরুকিসের প্রাধান্যে তাঁহার পূর্ব্ব ক্ষমতা বিলুপ্ত হইতে লাগিল। তিনি প্রথমে স্বীয় জন্মভূমিতে প্রেরিত,পরে সাইবিরিয়ার অন্তর্গত বেরেজফনামক স্থানে নির্ব্বাসিত হন। তথায় ১৭২৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

এই সময়ে ডলগরুকিস্-দলের প্রাধান্য হইল। সম্রাট্ এই বংশীয় নেটালিয়ার প্রণয়ে পতিত হইলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। নূতন সম্রাট ২য় পিতরের কার্য্যে স্পষ্টই বোধ হইতে লাগিল, তিনি অচিরে পিতর দি গ্রেটের সংস্কারাবলীর মূলোচ্ছেদ করিবেন। তদনুসারে সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে মস্কৌতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু অকস্মাৎ ১৭৩০ খৃঃ জানুয়ারী, তরুণ সম্রাট্ বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি অচিরমৃতা স্বীয় সহোদরা নেটালিয়ার নাম লইয়া বলিতে লাগিলেন,—"শকট প্রস্তুত কর, আমি ভগিনীর নিকট গমন করিব।" ইহাঁর শাসনকালে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। কেবল সাক্সনী প্রদেশের মরিস কোর্‌লাণ্ড প্রদেশ হস্তগত করিবার মানসে হলষ্টিনের বিধবা ডাচেস্ আন্নাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করেন।

২য় পিতরের মৃত্যুর পরে সিংহাসনের জন্য অনেক প্রার্থী উপস্থিত হইল। কিন্তু মন্ত্রিসভা আন্নাকেই সম্রাজ্ঞী মনোনীত করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন আন্না সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের সম্মতিক্রমে চলিবেন। এইজন্য গুপ্ত মন্ত্রিসভার সভ্যগণ আন্নাকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেনঃ—

(১) এই মন্ত্রণা-সভা উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে, সম্রাজ্ঞী এই সভার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কার্য্য করিবেন। (২) এই সভার অনুমতি ব্যতীত রাণী যুদ্ধ-ঘোষণা বা সন্ধি করিতে পারিবেন না। অথবা কোন কর নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। (৩) কুলীন বা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে তিনি উপযুক্ত বিচার ব্যতীত হঠাৎ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে অথবা তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন না। (৪) তিনি সভার সম্মতি ব্যতীত পতি-নির্ব্বাচন কিংবা উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিতে পারিবেন না। এই সমস্ত নিয়মের অন্যথা করিলে তিনি সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইবেন। আন্না এই সমস্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মস্কৌতে আসিলেন। তিনি অবিলম্বে জানিতে পারিলেন যে, উক্ত মন্ত্রণা-সভার হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা থাকিয়া তিনি সাধারণের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কএকজন সম্ভ্রান্ত লোকের অধীন হইয়াছেন। তৎপরে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষকদিগকে সমবেত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রুষিয়ার মন্ত্রণাসভার ভিত্তিশিলা উৎপাটিত হইল। আন্না এক্ষণে জর্ম্মণ-দেশীয় এক মন্ত্রদাতার পরামর্শে পরিচালিত হইয়া পূর্ব্ব শত্রুদিগের প্রতি বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। রুষিয়ার আবার দুঃসময় উপস্থিত হইল। জর্ম্মণদিগের দ্বারা দেশ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অনেক রুষ ভদ্রলোক নিহত ও সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী ভলন্‌স্কি ১৭৪০ খৃঃ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বাইরেণের কোপেই তাঁহার অধঃপতন হইল।

এই সময়ে পোলণ্ডের সিংহাসনশূন্য হওয়ায় ষ্টানিস্লসকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু রুষগণ বিরোধী হওয়ায় ষ্টানিস্লসের চেষ্টা ফলবতী হইল না। তিনি অতি কষ্টে ডান্‌জিক হইতে পলায়ন করিলেন। এই সূত্রে তুরুষ্কের সহিত রুষিয়ার এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধ (১৭৩৫—৩৯ খৃঃ) চারি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াবাসিগণ রুষিয়ার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিল। রুষ-সেনাপতিগণ এই যুদ্ধে অনেকগুলি নগর অধিকার করেন। অবশেষে অষ্ট্রীয়দিগের সহিত তুরুষ্কদিগের বেলগ্রেড-নগরে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। তদনুসারে ১৭৩৯ খৃঃ এই যুদ্ধের অবসান হইল। ১৭৪০ খৃঃ সম্রাজ্ঞী আন্নার মৃত্যু হয়। তিনি দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভগিনীর পৌত্র অর্থাৎ মেক্‌লেন্‌বর্গের ডাচেস্ কাথারাইনের

পুত্র ইবান্‌কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইহার নাবালক অবস্থায় বাইরেণকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বাইরেণ ক্ষমতাচ্যুত হইয়া সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও শান্তি স্থাপিত হইল না। জর্ম্মণদিগের কর্তৃত্ব অপ্রিয়কর মনে করিয়া একদল পিতর দি গ্রেটের কন্যা এলিজাবেথকে সিংহাসন দিবার সঙ্কল্প করিতে লাগিল। এলিজাবেথ সৈন্যগণের সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে অনেক সুবিধা প্রদান করিলেন। এই সৈন্যগণের সহায়তায় এলিজাবেথের দল রাত্রির মধ্যে অপর-দলস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিল। আন্না, তাঁহার স্বামী ও ভাবী বালক সম্রাট্ সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন। এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ৬ষ্ঠ ইবান স্ক্লুস্‌বর্গের কারাগারে বন্দী হইলেন। আন্না পতিপুত্রের সহিত নির্ব্বাসিত হইলেন। নির্ব্বাসনেই ১৭৪৬ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইল।

বাইরেণ নির্ব্বাসন হইতে পুনরায় রুষিয়ায় আসিতে আজ্ঞা পাইলেন। এলিজাবেথ পেট্রেভ্না (১৭৪১—১৭৬২ খৃঃ) জর্ম্মণ প্রভুত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক রুষমন্ত্রী সকল নিয়োগ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই এলিজাবেথ তাঁহার ভাগিনেয় হলষ্টিনের বর্ত্তমান ডিউককে আহ্বান করিলেন। তিনি পিওর থিওডোরোভিচ্ নামে কোরলাণ্ড শাসন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীক ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ১৭৪৪ খৃঃ, তিনি রাজকুমারী সোফিয়াকে বিবাহ করেন। সোফিয়া দীক্ষাকালে কাথারাইন নাম গ্রহণ করিলেন। ১৭৪৩ খৃঃ রুষগণ সুইডেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিন্‌লণ্ড দেশে কিয়ুমেন-নদীর তটবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হইলেন এবং আবোর সন্ধিতে উক্ত যুদ্ধ মীমাংসিত হইয়া গেল। তৎপরে রুষিয়ার সহিত ফ্রেডারিক্ দি গ্রেটের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৭৫৬—৬২ খৃঃ)। ১৭৫৭ খৃঃ আপ্রাক্সিন ৮৫০০০ রুষসৈন্য লইয়া রুষিয়ার সীমান্ত উত্তীর্ণ হইয়া প্রুসিয়ার পূর্ব্বভাগ অধিকার করিলেন এবং গ্রসজাগেসডর্ফ নামক স্থানে লেওয়াল্ডকে পরাস্ত করিলেন। রুষ-সেনাপতি জয়লাভ সুলভ দেখিয়া অত্যাচারাদি না করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ১৭৫৮ খৃঃ রুষ-সেনাপতি ফামর জর্ণডর্ফ নামক স্থানে ফ্রেডারিক কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবৎসর ১৭৫৯ খৃঃ রুষ-সেনাপতি সাল্টিকফ্ পাল্টজিন্ নামক স্থানে প্রুসীয়দিগকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু ঐ বৎসরেই কুনারস্‌ডর্ফ নামক স্থানে ফ্রেডারিক সম্পূর্ণরূপে পরাজয় লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার ৮০৯০ সৈন্য ও ১৭২টী কামান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফ্রেডারিক্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প করেন। ১৭৬০ খৃঃ রুষগণ বার্লিন নগরে প্রবেশ করে এবং বহুসংখ্যক নরহত্যা ও লুণ্ঠন দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা বিস্তার করে। ফ্রেডারিক তদ্দর্শনে বিষাদের সহিত বলিয়াছিলেন, "বর্ব্বর রুষগণ আমাদিগের উপর কি ভীষণ অত্যাচারই করিতেছে। ইহারা দয়ামায়া ভূগর্ভে সমাহিত করিয়াছে।" পর বৎসরে রুষগণ পমারেনিয়া অধিকার করিল। ফ্রেডারিক বিনষ্টপ্রায় হইলেন। কিন্তু ১৭৬১ খৃঃ এলিজাবেথের মৃত্যু হওয়ায় ফ্রেডারিক বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইলেন। এলিজাবেথ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অলসপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার নৈতিকচরিত্র ভাল ছিল না। তিনি প্রিয়পাত্রগণের দ্বারা সতত চালিত হইতেন। পিতরের মৃত্যুর পর হইতে কোন উপযুক্ত সম্রাট্ রুষিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিল না। কিন্তু এলিজাবেথের রাজত্বকালে রুষিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃঃ ইবান সুবালফের উদ্যোগিতায় রুষিয়ার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় মস্কোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ভাষা ও সাহিত্য বিশেষরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভাগিনেয় হলষ্টিনগটার্প ৩য় পিতর উত্তরাধিকারী মনোনীত হইলেন। সাধারণে প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, তিনি জর্ম্মণদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম কার্য্যাবলী সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। পরে জর্ম্মণদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অবশেষে ১৭৬২ খৃঃ তিনি এক সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন যে, কুলীনগণকে রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য করা হইবে না এবং এখন হইতে গুপ্ত মন্ত্রণাসভা তিরোহিত হইবে। তিনি প্রচলিত ধর্ম্মমতের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া লুথরের সংস্কারে পক্ষপাতিতা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সৈন্যদল সংগঠনে জর্ম্মণ-রণকৌশল প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৩য় পিতরের আচার ব্যবহার বড় কদাকার ছিল। তিনি সর্ব্বদাই মদের নেশায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। অধিকন্তু তিনি অনেক প্রতিভাশালী ফরাসীদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহাঁদের দ্বারা রুষিয়ার নানা বিষয়ে উন্নতি হইতেছিল। ২য় ফ্রেডারিক, যিনি রুষিয়ার সহিত পরাজয়ে এতদিন ম্রিয়মাণ ছিলেন, এক্ষণে রুষীয়রাজনীতির পরিবর্ত্তনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পিতর প্রুসীয় সম্রাটের একজন স্তাবক ছিলেন। ফ্রেডারিক্ পূর্ব্বপ্রুসিয়া প্রদান করিয়াও রুষিয়ার সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু পিতর সেদিকে

কোন মনোযোগ করিলেন না। অধিকন্তু প্রুসিয়া হৃতরাজ্য ফিরাইয়া দিয়া ফ্রেডারিকের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তিনি স্বীয় পত্নী কাথারাইনের সহিত অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত বাস করিতেছিলেন। শেষে কাথারাইনকে পরিত্যাগ করিয়া মঠে আজীবন সন্ন্যাসিনী করিয়া রাখিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাজ্ঞী কাথারাইন স্থিরচিত্তে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি এক ষড়যন্ত্রে লিপ্তা হইলেন এবং অবিলম্বে পেটারহফ্ নামক স্থানের আবাসভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি ২০০০০ লোকের অধিনায়কতা গ্রহণ করিলেন। হতভাগ্য সম্রাট্ সম্রাজ্ঞীর যুদ্ধোদ্যোগ দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে রাজ্য ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সেণ্টপিটর্সবর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। রাজকুমারী ড্যাসকফ্ এই ঘটনার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ লিখিয়াছিলেন—তাঁহার মুখে শুনিয়া মিসেস্ ডব্লিউ ব্রাডফোর্ড নামক এক ইংরাজমহিলা ১৮৪০ খৃঃ ঐ কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক জর্ম্মণমহিলা কৌশলে রুষগণের কুসংস্কারের প্রতি পক্ষপাতিতা দেখাইয়া বিস্তীর্ণ রুষসাম্রাজ্যের অদ্বিতীয়া অধীশ্বরী হইলেন। দুই বৎসর পরে কারারুদ্ধ ৬ষ্ঠ ইবান রক্ষিবর্গের দ্বারা নিহত হইলেন।

এই সময় সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হইল এবং য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ পোলণ্ডবিভাগে নানা গোলযোগের অবতারণা করিতে লাগিলেন। ১৭৬৭খৃঃ ফরাসীদিগের প্ররোচনায় তুরুষ্কগণ রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। পোলণ্ডের সহিত রুষিয়ার সম্বন্ধচ্ছেদ করাই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল।

রুষ-সেনাধ্যক্ষ গলিট্জিন্ প্রধান উজিরকে আক্রমণ করিলেন এবং ১৭৬৯ খৃঃ খোটিন নগর অধিকার করিলেন। পর বৎসরে রুমাণ্টজফ্ ক্রিমিয়ার খাঁ এবং তুরুষ্কের সহযোগীদিগকে পরাজিত করিয়া ১৭৭০ খৃঃ কাগুল নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ১৭৭১ খৃঃ ডলগরুকি ক্রিমিয়া অধিকার করিলেন এবং আলেক্সিস্ অর্লফ্ জলযুদ্ধে এসিয়ামাইনরের নিকট তুরুষ্কদিগকে পরাস্ত করিলেন। এই জলযুদ্ধে রুষ-সৈন্যগণ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের পরিচালকতায় যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন।

১৭৭৪ খৃঃ কুচুক-কৈনার্ডি নামক স্থানে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। তুর্ক সুলতান ক্রিমিয়ার মোগলদিগের স্বাধীনতা অঙ্গীকার করিলেন। রুষগণ সুলতানের নিকট হইতে এই প্রদেশ গ্রহণ করিল। ক্রিমিয়া কিছুদিন পরে রুষ-রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত সুলতান, ডননদীর মোহানায় আজফ্ ও নিপর নদীর মোহনায় কিনবার্গ নামক বন্দর ও পোতাশ্রয় এবং ক্রিমিয়ার অন্তর্গত সমস্ত সুরক্ষিত দুর্গগুলি রুষদিগকে প্রদান করিল। ১৭৭১ খৃঃ মস্কৌনগরে প্লেগ প্রাদুর্ভূত হইয়া সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ নাশ করিল।

আর্চবিসপ আম্ব্রোস্ সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে উপায় অবলম্বন বিষয়ে দুই এক কথা বলিতে গিয়া উত্তেজিত জনতা কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। পুগাচেফ নামক এক কসাক অবিলম্বে এক বিদ্রোহের সূচনা করিল এবং আপনাকে তৃতীয় পিতর বলিয়া ঘোষণা করিল। বহুসংখ্যক লোক তাঁহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। ক্রিমিয়ার মোগলগণও বিদ্রোহে যোগদান করিল।

২য়া কাথারাইন বিদ্রোহ-দমনের জন্য যে সমস্ত সেনানী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা প্রথমে পরাভূত হইল। বিদ্রোহিগণ রক্তপাত ও লুণ্ঠনে মহাবিভীষিকার সঞ্চার করিল। পুগাচেফ্ কাজান প্রভৃতি নগরও অধিকার করিলেন। যদ্যপি তিনি বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন, তবে কাথারাইনকে সিংহাসন লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণ দলস্থ সহযোগীদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে তিনি বিবিকফ্ দ্বারা পরাজিত ও সুবারফ্ নামক স্থানে ধৃত হইলেন। তিনি লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া মস্কৌতে আনীত ও নিহত হইলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য চারিজন প্রধান বিদ্রোহীও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। এই প্রকারে কাথারাইনের যত্নে কসাকদিগের সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হইল। তাঁহার সময়ে ব্যবহারশাস্ত্র সঙ্কলিত ও বিধিবদ্ধ হইল। ইহাকে রুষিয়ার আইনসংগ্রহের ৬ষ্ঠ কাল বলিয়া সকলে কীর্ত্তন করেন। কিন্তু এই আইন সংস্কারেও ক্রীতদাস ও কৃষকগণের বিশেষ কোন উপকার হইল না। ১৭৬৭ খৃঃ এক ঘোষণাপত্রে প্রচারিত হইল যে, তাহারা তাহাদের প্রভুর বিরুদ্ধে কোন অন্যায় ও অবিচারের নালিশ করিতে পারিবে না। প্রভুগণ তাহাদিগকে ইচ্ছামত সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত অথবা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন। বাজারে দাসগণের ক্রয়বিক্রয় তখনও প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল।

বিচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে নানা উপবিভাগের বা জেলার সৃষ্টি হইল। কাথারাইন পাদ্রিদিগের নিষ্কর ভূমি ও দাসদাসী প্রভৃতি লইয়া কার্য্যানুসারে প্রত্যেকের বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ১৭৮৩ খৃঃ ক্রিমিয়া রুষিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৭৮৭ খৃঃ তুরুষ্কের পুনর্ব্বার যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। অটোমান সুলতানের যুদ্ধোদ্যোগের

যথেষ্ট কারণ ছিল। সম্রাজ্ঞী কাথারাইন যৎকালে দক্ষিণ রুষিয়ায় ভ্রমণ করেন এবং সম্রাট্ ২য় জোসেফের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেই সময়ে সুলতানের মনে নানা সন্দেহের সূত্রপাত হয়। সুইডেনও সুযোগ পাইয়া স্বীয় হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশায় সেই বৎসরে রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ৩য় গাষ্টাভাস্ যুদ্ধ চালাইতে অসমর্থ হইয়া ভেরেলা নামক স্থানে পূর্ব্বের মত সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করিলেন। তুর্কদিগের সহিত যুদ্ধেও কাথারাইন জয়লাভ করিলেন। সেনাপতি পোটেমকিন্ ও চাকফ্ এবং সুবারফ্ খোটিন অধিকার করিলেন। ১৭৮৯ খৃঃ শেষোক্ত সেনাপতি ফকৃমানি ও রিমনিক্ নামক স্থানের যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং ১৭৯০ খৃঃ এক ভীষণ যুদ্ধে ইস্মাইলকে বন্দী করিলেন। ১৭৯২ খৃঃ জেসের সন্ধিতে কাথারাইন ও চাকফ্ ওবাগ্ ও নিষ্টর নদীর মধ্যবর্ত্তী উপকূলভাগ অধিকার করিলেন।

অবিলম্বে কাথারাইন পুনর্ব্বার পোলণ্ডের ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। টার্জোভিকা নামক সহযোগীদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্ত কাথারাইন ৮০০০০ রুষ সৈন্স ও ২০০০০ কসাক সৈন্স পোলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ১৭৯৪ খৃঃ সুবারফ্ ওয়ার্স দুর্গ অধিকার করিয়া অধিবাসীদিগকে নিহত করিলেন। পর বৎসর ষ্টানিস্লস্ তাঁহার রাজমুকুট উন্মোচন করিলেন এবং পোলণ্ডে তৃতীয় বিভাগ উপস্থিত হইল। পোলণ্ডের স্বাধীনতাসূর্য্য একেবারে অস্ত গেল। পোলগণ ভল্টেয়ার, ডাইডারো প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবকারীদিগের সহানুভূতি পাইয়াও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিল না। কাথারাইন ফরাসী বিপ্লবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অকস্মাৎ ১৭৯৬ খৃঃ ১৭ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হইল। বৈদেশিক লেখকগণ তাঁহার চরিত্র যথেচ্ছ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নৈতিক চরিত্র যাহাই হউক না কেন, মহানুভব পিতরের পরে তত্তুল্যা প্রতিভাশালিনী উপযুক্তা সম্রাজ্ঞী রুষিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করে নাই। অত্যাপি কাথারাইনের স্মৃতি রুষিয়ায় সম্ভ্রমের সহিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পল জননীর জীবদ্দশায় প্রায়ই নির্জ্জনে বাস করিতেন, তজ্জন্য তিনি জননীর ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কথিত আছে যে, কাথারাইন্ এক উইলের দ্বারা পলকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। উক্ত উইল রীতিমত স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। কিন্তু পলের বন্ধু কুরফিন, কাথারাইনের মৃত্যু হইবামাত্র উইলখানি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। পলের শাসনকাহিনী অতিসংক্ষেপে বর্ণিত হইল। পল প্রথমেই তুরুস্কের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া ফরাসী-বিপ্লবের প্রতিকূলতাচরণ করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

ভেরোণার যুদ্ধক্ষেত্রে সুবারফ্ রুষ ও অষ্ট্রীয়-সৈন্যের সেনাধ্যক্ষ হইলেন। ১৭৯৯ খৃঃ, তিনি ফরাসী সেনানায়ক মোরোকে আডা নদীর তীরে পরাজিত করিয়া জয়োল্লাসে মিলানে প্রবেশ করিলেন। ইহার পরে তিনি ম্যাকডোনাল্ডের সহিত টেব্বিয়ার যুদ্ধে এবং সেই বৎসর নোভি নামক স্থানে জুবার্টের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তৎপরে তিনি ফরাসীদিগকে সুইজারলণ্ড হইতে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে আল্পস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। অবশেষে তিনি বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

এখন পলের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া তিনি বোনাপার্টের শরণাপন্ন হইলেন। বোনাপার্টও তোষামোদ দ্বারা পলকে স্বীয় দলভুক্ত করিতে উপায় অবলম্বন করিলেন এবং সমস্ত রুষ-বন্দীর কারামোচন করিয়া, তাহাদিগকে নূতন পোষাক এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া পলের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সঙ্কল্পে পল বোনাপার্টের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৮০১ খৃঃ ২৩শে মার্চ্চ রাত্রিতে পল গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। প্লোটাজুবফ্, বেনিংসেন ও পহ্লেন্, এই তিনজনই এই শোচনীয় ঘটনার মূল। পল ক্রমে ক্রমে রাজকোষ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

পলের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ১ম আলেকসান্দর ১৮০১ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ১৮২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রুষিয়ার সম্রাট্ ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে তিনি রাজনীতি পরিবর্ত্তন করিলেন এবং ১৮০৫ খৃঃ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইলেন। প্রথমে ২রা ডিসেম্বর অষ্টারলিট্জ্ নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। তাহাতে রুষগণ ২১০০০ সৈন্য, ১৩৩টী কামান ও ৩০টী পতাকা হারাইলেন। রুষগণ বলেন যে, অষ্ট্রিয়-সহযোগীদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহাদের এই ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত হইল। যাহা হউক প্রেস্বর্গের সন্ধিতে উক্ত যুদ্ধের অবসান হয়। পরে ১৮০৭ খৃঃ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ৪র্থ সংঘর্ষ সংঘটিত হইল। ১৮০৭ খৃঃ নেপোলিওন

রুষসেনাপতি বেনিংসেনকে আইলো নামক স্থানে যুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটিল, কিন্তু কোন পক্ষের জয় পরাজয় স্থিরীকৃত হইল না। অবশেষে টিলসিট্এর সন্ধিদ্বারা ফ্রিডলাণ্ড যুদ্ধের অবসান হইল। এই সন্ধিতে প্রুসীয়সম্রাট ফ্রেডারিক্ ৩য় উইলিয়ম, তাঁহার অর্দ্ধেক রাজ্য হারাইলেন। পোলণ্ডে তাঁহার যে সমস্ত অধিকৃত স্থান ছিল, তাহা সাক্সনীর রাজা প্রাপ্ত হইলেন। য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ভাবিতে লাগিলেন যে, নেপোলিওন ও আলেক্সান্দর গোপনীয় মন্ত্রণায় য়ুরোপ ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আলেক্সান্দরের রাজত্বকালে ফিনলণ্ড-বিজয় একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। ১৮০৯ খৃঃ. ১৭ই সেপ্টেম্বর ফ্রেডারিক স্থাম নামক স্থানের সন্ধিতে সুইডেন পূর্ব্ব-বোথনিয়া সমেত ফিনলণ্ড রুষকে প্রদান করিলেন। কিন্তু ফিনগণ একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত হইল। উক্ত শাসন আজ পর্য্যন্ত তথায় বিদ্যমান আছে। জর্জ্জিয়া পূর্ব্বেই রুষ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে পারস্যের সহিত রুষিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে ১৮০৬ খৃঃ রুষিয়া শির্বাণ প্রদেশ প্রাপ্ত হন।

১৮০৯ খৃঃ নেপোলিওনের বিরুদ্ধে ৫ম সংঘর্ষ হয়। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে আলেক্সান্দর নেপোলিওনকে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। আলেক্সান্দর প্রথমে যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তুরুষ্কের সহিত বিবাদ হওয়ায়, মিশ্লো নামক সেনানীর অধীনে একদল রুষসৈন্য তুরুষ্ক আক্রমণ করে। ১৮১২ খৃঃ বুখারেষ্ট নগরের কঙ্গ্রেস্ দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। রুষিয়া পূর্ব্বাধিকৃত মলড্রেভিয়া এবং ওয়ালাসিয়া পরিত্যাগ করিলেন। কেবল খোটিন ও বেন্দার তাঁহার অধিকারে রহিল। অবশেষে রুষিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। রুষিয়া, ফ্রান্সের সহিত মিত্রতার জন্য য়ুরোপীয় অন্যান্য সম্রাটের নিকট নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য রুষিয়াকে ফ্রান্সের পক্ষ ত্যাগ করিতে হইল। নেপোলিওনও অবিলম্বে রুষিয়া-বিজয়ের মহাআয়োজন করিলেন (১৮১২ খৃঃ)।

১৮১২ খৃঃ ৯ই মে নেপোলিওন পারিসনগরী হইতে ড্রেস্ডেন যাত্রা করিলেন। তথায় ৬,৭৮০০০ সৈন্যে তাঁহার বিশাল অনীকিনী গঠিত হইল। তন্মধ্যে ৩৫৬০০০ ফ্রান্সবাসী সৈন্য। ইহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য রুষগণ ৩৭২০০০ সৈন্য সমাবেশ করিল। নেপোলিওন দ্রুতবেগে নীপর নদী উত্তীর্ণ হইয়া স্মোলেনস্ক পৌছিলেন। যুদ্ধে রুষসৈন্য পরাজিত হইল। তৎপরে বোরোদিনো নামক স্থানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রুষসৈন্য পুনরায় পরাস্ত হইল। এই স্থান হইতে নেপোলিওন মস্কো যাত্রা করিলেন। কিন্তু তত্রত্য নগরবাসিগণ পূর্ব্বেই মস্কো ত্যাগ করিয়াছিল। নেপোলিওন মস্কো নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরাধ্যক্ষ রোষ্টপচিন নগরে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন। ৬ দিন পর্য্যন্ত হুতাশন ভীমবিক্রমে মস্কো দগ্ধ করিলেন এবং নগরের অধিকাংশই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। নেপোলিওন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সেই ভীষণদৃশ্য ধ্বংসাবশিষ্ট মস্কোপ্রান্তে ৫ সপ্তাহ বাস করিয়া সন্ধির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, আলেক্সান্দর সহজেই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইবেন এবং তিনিও মানে মানে স্বদেশে ফিরিবেন। কিন্তু ফরাসীবীর নেপোলিওন রুষগণের কূটবুদ্ধিতে অপ্রতিভ হইলেন। অবশেষে ১৮ই অক্টোবর নেপোলিওন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্বদেশযাত্রা করিলেন। শীতের প্রকোপ বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠিল। ফরাসীসৈন্য পূর্ব্বেই পথিমধ্যস্থ গ্রাম ও বাজারাদি বিধ্বস্ত করিয়াছিল, সুতরাং প্রত্যাগমন কালে নেপোলিওন ক্রমাগত তুষারাচ্ছন্ন ও জনশূন্য গ্রাম নগরের ভিতর দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে খাদ্য পেয় মিলিল না। অরণ্যপ্রদেশে লুক্কায়িত কসাক-সৈন্যগণ গুপ্তভাবে ফরাসীসৈন্য আক্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে অনাহারে শীতাধিক্যে এবং শত্রুর আক্রমণে সৈন্যদলে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। অবশেষে ফরাসীগণ বহুক্ষতি সহ্য করিয়া ২৯এ নবেম্বর বেরেসিনা নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদী উত্তরণেও বহু সৈন্যক্ষয় ঘটিল। এই নদীতীরের যুদ্ধের ন্যায় লোকভয়ঙ্কর চিত্র ইতিহাসে প্রায় দৃষ্ট হয় না। স্মর্গনী নামক স্থানে নেপোলিওন সৈন্য-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পারিস যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে সেই ৬ লক্ষ সৈন্যসমন্বিত বিশাল সেনাদলের কঙ্কাল-স্বরূপ কেবল ৮০০০০ সৈন্য নীমেন নদী পার হইল। নেপো-লিওনের ভীষণ সেনাদল বৃথাড়ম্বরে বিনষ্ট হইল।

এই সময় প্রুসিয়ার সম্রাট্ ফ্রেডারিক ৩য় উইলিয়ম প্রুসিয়ার উন্নতির জন্য রুষিয়ার সহিত সখ্যস্থাপন করিলেন। ১৮১৩ খৃঃ ড্রেস্ডেনের যুদ্ধ এবং ঐ বৎসর ১৬ই অক্টোবর লিপজিগে জাতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৮১৪ খৃঃ রুষ-গণ সহযোগিগণের সহিত ফ্রান্স আক্রমণ করিল, কিন্তু পারিস আক্রমণ কালে রুষদিগের বহুসৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ এবং সেণ্টহেলেনায় নেপোলিওনের নির্ব্বাসনের পরে রুষগণ ডাঞ্জিগ ও লোয়েস অধিকার করিল। ঐ বৎসরে পোলণ্ডের শাসনপ্রণালীর অনেক সুব্যবস্থা হইল এবং

তথায় রুষশাসন দূরীভূত হইল। ১৫২৫ খৃঃ রুষসম্রাট্ আলেক্সান্দর ডননদীর মোহানায় নিকট টাগনরগ নামক স্থানে অকস্মাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

তাঁহার সময়ে রুষসাম্রাজ্য চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়। ফিনলণ্ড, পোলণ্ড, বেসারাবিয়া, ককেশসের অন্তর্গত দেশস্থান, শিরবান, মিঙ্গ্রেলিয়া, এবং ইমারেশিয়া প্রভৃতি স্থান রুষসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইঁহার রাজত্বকালে দাস ও শ্রমজীবিগণের অবস্থা বহুলপরিমাণে উন্নত হইয়াছিল। রাজ্যনিকৃগণ সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সময়ে কাজান, খারকফ্ এবং সেণ্টপিটর্স বর্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত সংস্কার কার্য্যে রাজমন্ত্রী স্পেরানিস্কি সর্ব্বতোভাবে সম্রাট্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন; পরে তিনি অন্যান্য কারণে সম্রাটের বিরাগভাজন হন। ইহার পরে তিনি নিজ্‌নি নবগোরোদ ও সাইবিরিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। স্পেরানিস্কির পরে মন্ত্রীত্রয় শিস্কফ্, নবোসিল্টজেফ্ এবং আরাক্‌চিফ্ রুষিয়ার রাজকার্য্যপরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত দুইজন লোকরঞ্জক হইতে পারেন নাই। এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অনেকাংশে খর্ব্বীকৃত হয়। অনেক উদারনৈতিক অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হইলেন। এই সময়ে সম্রাট্ সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া নানা গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ সঙ্কটজনক সময়ে সম্রাট্ প্রাণত্যাগ করেন। অনেক সমালোচকগণ তাঁহাকে ভালভাবে সমালোচনা করেন নাই। নেপোলিওন, তাঁহাকে বৈজন্তী গ্রীকগণের ন্যায় কপটাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মন্দলোক ছিলেন না। তবে তাঁহার হৃদয়ের তেমন বল ছিল না।

রুষসাম্রাজ্যের নিয়মানুসারে সম্রাট্ পলের ২য় পুত্র কনষ্টাষ্টাইন্ প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কারণ আলেক্সান্দর অপুত্রক ছিলেন। অধিকন্তু তিনি নিজের স্বাধীনেচ্ছানুসারে জুলিয়া নাম্নী রোমান কাথলিক মতাবলম্বিনী এক পোলিস্ রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনের স্বত্বত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রুষিয়ার প্রজা সাধারণ স্বদেশে সাধারণতন্ত্রপরিচালিত রাজতন্ত্রপ্রথা প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, তদনুসারে অবিলম্বে এক বিদ্রোহ উত্থাপিত হইল। কিন্তু বিদ্রোহী দল অকৃতকার্য্য হইল এবং বহুরক্তপাতের পর বিদ্রোহের অবসান হইল। পাঁচ জন বিদ্রোহী হৃত এবং অধিকাংশ সেনা সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইল।

পরে কনষ্টাণ্টাইনের ভ্রাতা নিকোলাস্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার শাসনকালে উদারনৈতিক শাসন সঙ্কুচিত হইল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রুষ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ব্যবহারশাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়া বিধিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইল। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত নিয়ম প্রচলিত হয়। মুদ্রাযন্ত্রের কঠোর বিধান সত্ত্বেও সাহিত্য এই সময়ে অত্যন্ত বিস্তৃত এবং উন্নত হইয়াছিল। নিকোলাস্ ১৮২৬-২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত পারস্যের সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন।

এলিজাবেথপোল এবং জাভানবুলক নামক স্থানে পারসিকগণ রুষের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তুর্কমাচহে নামক স্থানের সন্ধিতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারী উক্ত যুদ্ধের অবসান হয়। এই যুদ্ধে রুষসম্রাট্ পারসিকদিগের নিকট হইতে ২ কোটী রুবল যুদ্ধের ব্যয় এবং এরিবান্ ও নাখিচেবান নামক স্থানদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নিকোলাস্ গ্রীকগণের স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, প্রাচীন মতাবলম্বী খৃষ্টানগণের উপরে তিনি প্রভুত্ব করিবেন। তজ্জন্য তুরুস্ক গ্রীকের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। তাহাতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রুষিয়া মধ্যস্থ হইয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি হইতেই ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ২০এ অক্টোবর নাভারিনোর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। তাহাতে উক্ত সহযোগীদিগের গোলাবর্ষণে তুরুস্করণতরী সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। তৎপরে নিকোলাস্ একাকী তুরুস্কের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এসিয়ায় পাস্কেউইচ্ তুলদল তুর্কসৈন্য পরাস্ত করিয়া আর্জরুম অধিকার করিলেন এবং য়ুরোপে দিএবিশ্চ গ্রাওউজিরকে জয় করিলেন। রুষসৈন্য বল্কান উত্তীর্ণ হইয়া আদ্রিয়ানোপলে প্রবেশ করিল। এইস্থানে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে তুরুস্কের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পোলগণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হয়। তদনুসারে পাস্কেউইচ ওয়ার্‌স অধিকার করেন। তখন সেখানে ওলাউঠা পীড়া সংক্রামক ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে গ্রাণ্ডডিউক কনষ্টান্টাইন প্রাণত্যাগ করিলেন। এখন পোলগণের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে নিকোলাসের অনুগ্রহের উপর ন্যস্ত হইল। তদনুসারে প্রাচীনকালের পালাটিনেটের আদর্শে তথায় শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। ওয়ার্স, লুবলিন প্লক, রেডম, মড্‌লিন এই কয়স্থানে পূর্ব্বোক্ত শাসন প্রচলিত হইল। বিল্‌নায় বিশ্ববিদ্যালয় যাহা মিকিউইক্জ

ও লিলিওয়েল কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা উঠিয়া গেল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের আন্ধিয়ার স্কেলেসি নামক স্থানে তুরুষ্কের জন্ত একটী সন্ধি স্থাপিত হইল। তাহাতে রুষিয়া তুরুষ্কের রাজ্যশাসনে কিয়ৎ পরিমাণে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার পাইলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিপ্লাবের পরে নিকোলাস্ হাঙ্গারিয়ান্ বিদ্রোহদমনের জন্ত সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ জোসেফকে পাস্কেউইচ সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্ত দিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রুষ-সম্রাট্ তুরুষ্ককে বিভাগ করিয়া লইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তাহাতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তাঁহার পক্ষ না হইয়া বিপক্ষ হইল। এই স্মরণীয় যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে আল্মা, বালাক্লাভা, ইঙ্কারমান্, টেহের ক্লায়, প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধ এবং সিবাষ্টপোলের অবরোধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। টড্‌লিবেন সিবাষ্টপোলকে দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী বীর সেনাপতি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে কেহই ছিলেন না। ১৮৫৫ খৃঃ রুষগণ উক্ত নগরের দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ ভঙ্গ করিয়া পুনরায় উত্তরদিকে সমবেত হইল। এই বৎসর সম্রাট্ নিকোলাস্ অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

নিকোলাসের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় আলেক্‌সান্দর ৩৭শ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১৮৫৫—৮১ খৃঃ) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদনুসারে ১৮৫৬ খৃঃ পারিস্‌নগরে সন্ধি হইল। এই সন্ধিদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, রুষিয়া কৃষ্ণসাগরে কোন রণপোত রাখিতে পারিবেন না। তিনি প্রাচ্য খৃষ্টানের উপর আধিপত্য ত্যাগ করিবেন। রুষীয় বেস্‌সারেবিয়ার কিয়দংশ ও ডেনিউচ-সন্নিহিত প্রদেশ লইয়া রোমানিয়ার সৃষ্টি হইল। পরে বার্লিনের সন্ধিদ্বারা রোমানিয়া রুষিয়াকে প্রদত্ত হইয়াছিল। সিবাষ্টপোল পুনর্নির্ম্মিত হইল। সুতরাং অসংখ্য নরহত্যা দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিমিয়ার যুদ্ধের যে কি ফললাভ হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা দুর্ঘট।

আলেক্‌সান্দর ইহার পরেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দাসগণের মুক্তি প্রদান রূপ মহাকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। নিকোলাস্ ইহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণ তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক ইহা কার্য্যে পরিণত হইল। ১৮৬৩ খৃঃ পুনর্ব্বার পোলিস্ বিদ্রোহ হওয়ায় পোলণ্ডের স্বাধীনতা একেবারেই লুপ্ত হইল।

ইহার সময়ে তুর্কিস্থান ক্রমে ক্রমে রুষিয়ার শাসনাধীন হয়। ১৮৬৫ খৃঃ তাস্‌কন্দ অধিকৃত হয় এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২য় আলেক্‌সান্দর তুর্কিস্থানের শাসনব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। ১৮৫৮ খৃঃ সেনাপতি মুরাভিফ্ চীনদিগের সহিত একটী সন্ধি করেন, তাহাতে আমুর নদীর বামতীরস্থ সমস্ত ভূভাগ রুষসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পূর্ব্ব এসিয়ার ভ্লাদিভষ্টক নামে একটী নূতন বন্দর ও পোতাশ্রয় এই সময়ে খোলা হয়। ১৮৭৭ খৃঃ রুষিয়া শ্লাভোনিক খৃষ্টানের পক্ষ হইয়া তুরুষ্কের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়। প্লেভনা নামক স্থানের ভয়ঙ্কর অবরোধের পরে রুষগণ কনষ্টাণ্টিনোপল পর্য্যন্ত অধিকার করে। পরে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সানষ্টিফানোর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তদ্দ্বারা রোমানিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল, সার্ভিয়ার আয়তন বর্দ্ধিত হইল এবং তুরুষ্কের অধীনস্থ প্রদেশে স্বাধীন বুলগেরিয়া রাজ্যের সৃষ্টি হইল। পরে বার্লিনের সন্ধিদ্বারা উক্ত সর্ত্তের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। তদনুসারে রুষিয়া বেসারাবিয়া স্থানে যে সকল প্রদেশ হারাইয়াছিলেন, এখন তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং ককেশস পর্ব্বতের দিকে রাজ্য সীমা বৰ্দ্ধিত হইল। বুলগেরিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইল এবং দক্ষিণ ভাগের নাম রুমেনিয়া হইয়া তথায় একজন খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে রুষিয়ায় নিহিলিষ্টদল বিস্তৃত হওয়ায় রুষিয়ায় নানারূপ অশান্তি এবং অন্তর্বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশিত হইল। নিহিলিষ্ট বা শূন্যবাদিগণ সম্রাটের জীবননাশের ষড়যন্ত্র করে। প্রতিক্ষণেই সম্রাটের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। ১৮৬৬ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল কারাকোজফ্ সেণ্ট পিটর্সবর্গে সম্রাট্‌কে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। পরে আলেক্‌সান্দর যৎকালে পারিসে ৩য় নেপোলিওনের সহিত দেখা করিতে যান, তৎকালে বেরেজোস্কি নামক একজন পোল সম্রাটকে গুলি করিয়াছিল। পরে ১৮৭৯ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল সলোভিঅফ্ পুনরায় সম্রাটকে গুলি করে। এ যাত্রাও তিনি কৌশলে রক্ষা পান। পরে তাঁহার শীতাবাসের অট্টালিকা উড়াইয়া দিতে এবং তাঁহার গাড়ী বিনষ্ট করিতে নানা চেষ্টা হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৮১ খৃঃ ১৩ই মার্চ্চ তারিখের ষড়যন্ত্র হইতে তিনি নিস্তার পাইলেন না। পাঁচ জন ষড়যন্ত্রকারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তন্মধ্যে সোফিয়া নাম্নী একটী মহিলা ছিল। এই প্রকারে ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২য় আলেকসান্দর শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠপুত্র নিকোলাস্ পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ৩য় আলেক্‌সান্দর নামে সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ খৃঃ ইহার জন্ম হয়।

১৮৫৫-১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট্ ২য় আলেকসান্দরের রাজত্ব সময়ে রুষসাম্রাজ্য ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ যে সকল

পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তৎপরবর্ত্তী ১৮৮২-১৯০২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ দশ বৎসর মধ্যেও তাহার শতাংশের একাংশ সংস্কারও হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সময়ে সুশৃঙ্খলে ও সুবন্দোবস্তে রাজ্যশাসনকামনায় রাজা ২য় আলেকসান্দর শাসনবিধি, শিল্প ও কৃষি, সমাজনীতি ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার সাধন করিয়া রুষের জাতীয় জীবনে একটী আমূল পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রজাবর্গের দাসত্বমোচন, তাহাদিগকে ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকার দান, মিউনিসিপাল ও প্রাদেশিক (প্রজাসম্বন্ধীয়) স্বায়ত্তশাসনবিধি, উচ্চ ও নিম্ন ধর্ম্মাধিকরণ সমূহ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে সংস্কার করিয়া তিনি য়ুরোপবাসী পাশ্চাত্য জাতিগণের সহিত রুষদিগকে নৈতিক উন্নতিতে সমকক্ষ করিতে যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু মানসিক ও নৈতিক এবং শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। অধিকাংশ প্রজাই মূর্খ, বর্ব্বরজনোচিত দুর্ব্ব্যবহারপূর্ণ ও অন্নক্লিষ্ট। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনসভা এই সকল দুর্বৃত্তের অত্যাচার দমনে বিশেষ উদ্যম প্রকাশ করিয়া সুশাসনের বন্দোবস্ত করিতে করিতে ক্রমশঃই যেন পরিশ্রান্ত ও কাতর হইয়া পড়িতেছেন। ধর্ম্মাধিকরণ—ন্যায় ও পক্ষপাতশূন্য বিচার দেখাইয়া এবং দুর্বৃত্তদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সাধারণের সন্তোষবিধান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। শিক্ষাবিভাগ ও শিল্পবিভাগে বিশেষ কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই।*

এই রাজার রাজত্বকালে কএকদিন মাত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ক্রমে সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ব্বতন অরাজকতা পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিল। উদারনৈতিকদল প্রথমে রাজতন্ত্রের আমূলসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহারাও রাজবিরোধী হইয়া উঠিলেন। জাতীয় ও সামাজিক স্বপ্নোল্লাসে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবকারী ষড়যন্ত্রে তাঁহারা আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। কাজেই রুষজাতির উন্নতির আশা একেবারে অতলসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেল। উত্থানের প্রথ উদ্যম ও হৃদয়বিদারী যন্ত্রণা আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। রুষবাসীর আগ্রহ হতাশে পরিণত হইয়া রহিল।

শিক্ষাবিভাগের নিম্নপ্রাইমারি শিক্ষায় বিশেষ ফললাভ হইল না। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ শিক্ষাবিভাগের রাজবিধি পরিবর্ত্তনের জন্য দলগঠন করিল; কিন্তু তাহারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস না করিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণের আশ্রয়গ্রহণ করিল। এই মিলিত-দল প্রথমে উদ্দেশ্য বিষয়ে রাজানুগ্রহে কতক পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ব্বোধ প্রজাগণ রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিকৃত ভাষা প্রয়োগ করিলে রাজা সার্ব্বজনিক রাজদ্রোহের (Agrarian disturbance) আশঙ্কা করিয়া সকলকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইলেন। পুলিশকর্ত্তৃক সকলে ধৃত ও বন্দী হইল, কতক লোক রাজ্য ও জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইল। যাহারা পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল, তাহারা রাজার অন্যায় বিচার ও পুলিশের অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়া ঘোর রাজশত্রু হইয়া দাঁড়াইল। দিবাভাগে সেন্টপিটার্সবর্গের প্রকাশ্য রাজপথে তাহাদের হস্তে শস্ত্রধারী পুলিশদলপতি জেনারল মেজেণ্ট্সোফ নিহত হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তাহারা সম্রাটের জীবন লইতে কএকবার চেষ্টা করে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে সোলোভিফ্ নামে একব্যক্তি সম্রাটের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ৬টী গুলি চালায়, সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট্ সে যাত্রা অব্যাহতি পান। অতঃপর ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে মস্কৌনগরের সন্নিকটে রাজকীয় রেলশকট (Imperial train) ধ্বংস করিবার চেষ্টা হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ষড়যন্ত্রকারিদল তাঁহার শীতপ্রাসাদের (Winter-palace) ভোজনাগারের তলে ডিনামাইট্ রাখিয়া সম্রাট্ পরিবারের ধ্বংসের চেষ্টা করে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যথা সময়ে সম্রাট্ ভোজনপাত্রের সম্মুখে আসিয়া না পড়ায় এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পান। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার অনুচরের মধ্যে ১০ জন নিহত ও ৩৪ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ বিদ্রোহদল নূতন ষড়যন্ত্র করিল। সম্রাট্ তাঁহার শীতপ্রাসাদের সমীপদেশে সামরিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে ষড়যন্ত্রকারিগণের রক্ষিত কতকগুলি বোম্ অগ্নিসংযোগে ঘোরতর শব্দে বিস্ফারিত হইয়া রাজার ও অশ্বের অঙ্গে ক্ষত উৎপাদন করে। এই প্রবল ক্ষতযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অচিরে রাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সম্রাট্ ২য় আলেকসান্দার মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজদ্রোহী

* "In the Imperial administration, the corruption and long established abuses which had momentarily vanished began to reappear. Industrial enterprises did not always succeed, education produced many unforeseen and undesireable practical results. The liberty of the press not unfrequently degenerated into licence".

(Britannica, Vol 32. P. 347.)

প্রজাবর্গের মনোবেদনা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, পুলিশের কঠোর শাসনেও মর্ম্মপীড়িত প্রজাগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে, তখন তিনি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় রাজশক্তির প্রভাব ভুলিয়া গেলেন। প্রজাবর্গের প্রার্থিত কোন কোন বিষয়ে সান্ত্বনা বিধানে অগ্রসর হইয়া তিনি জেনারল লোরি মেলিকোফ্‌কে মধ্যবিভাগের সচিব (Minister of the interior) পদ প্রদান করেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যু ঘটে সেই দিনই প্রাতঃকালে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও রাজ্যের গণ্যমান্য লোক লইয়া একটী কমিশন সংগঠিত করিতে একখানি আজ্ঞাপত্র (Ukase) স্বাক্ষর করিয়া যান। তাঁহার নির্দেশানুসারে ঐ কমিশন বা সভা রাজ্যের যাবতীয় বিভাগের শাসনবিধি সংস্কারের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র ৩য় আলেকসান্দার রুষ-সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৮৮১-১৮৯৪ খৃঃ)। তিনি উদারনৈতিকমতের (Liberalism) বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি উদ্ধত প্রজাগণের দণ্ডবিধানার্থ স্বতঃই এই উন্নতপ্রথার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বীয় পিতৃদেব-প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত শাসনপ্রণালীর একেবারে বিলয় করিতে সমর্থ হন নাই, কোন কোন স্থলে উহার প্রভাব খর্ব্ব করিয়াছিলেন মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত রাজার রাজ্যকালে গ্রাম নগরাদির স্বায়ত্তশাসন যেরূপে বিধিসিদ্ধ হইয়াছিল, এখন উহার কর্ত্তৃত্বভার কেবল-মাত্র রাজকর্ম্মচারিগণের উপর ন্যস্ত হইল। ভূম্যধি-কারিগণের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়া প্রজাবর্গকে যে স্বাধীনতা দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল এখনকার কন্‌জারবেটিভ্ দল তাহা মনোমত জ্ঞান করিলেন না। তাঁহাদের মতে, মূর্খ প্রজাগণ সম্ভবতঃ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। এরূপস্থলে ভূম্যধিকারিগণ তাহাদের মধ্য হইতেই এক একজন মোড়ল (Landchiefs) স্থির করিয়া দিবেন, তাহারাই সাধারণ প্রজার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকিবে। য়ুরোপের অন্যান্য রাজ্যে পার্লিমেন্টসভার আদর্শে সংস্কারকদলের অনুমোদনে সম্রাট্ ২য় আলেকসান্দার কর্ত্তৃক এখানে যে জেমষ্টভো-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমান কনজারবেটিভ্‌দলের অনুমোদনে রাজকীয় সাধারণ শাসন-সমিতির একটা শাখারূপে পরিগণিত হইল এবং যাহাতে ঐ সভা পূর্ব্বপ্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে কোন কার্য্য পরি-চালনা করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা হইয়া গেল, এমন কি, মিউনিসিপাল-সমিতির ক্ষমতাও অনেকাংশে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, যে সকল স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর দ্বারা রুষ-সাম্রাজ্যকে পশ্চিম য়ুরোপীয় সুশাসিত রাজ্যসমূহের সহিত সমান উন্নতস্তরে স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়া-ছিল, তাহাই রুষজাতির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া বর্ত্তমান রুষ-মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল; আবার রুষ-সাম্রাজ্যে পুরাতন রাজতন্ত্রের উদয় হইল এবং সেই সঙ্গে পুনরায় বিদ্রোহিদলের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল।

প্রজা-সাধারণের শিক্ষা ও শাসন-বিষয়ক উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইয়া রাজবিরোধিদল ক্রমশঃ জাতীয়তা জলাঞ্জলি দিতে লাগিলেন এবং তাহারাই নিহিলিজম্ ও এনার্কিজম্ সম্প্র-দায়ের স্রষ্টা হইয়া পড়িলেন। মর্য্যাদাসম্পন্ন শিক্ষিত-সম্প্রদায় যখন প্রথমে এই বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা রাজদ্বেষীদিগকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইলেন। পরে যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, জাতীয়তা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও রাজতন্ত্র (the great principle of nationality, orthodoxy and autocracy) একযোগে প্রবাহিত না থাকিলে রুষ-সাম্রাজ্যের আর মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী শ্লাভোফিল্ প্রতিপাদিত এই রাজতন্ত্রের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দারের শিক্ষাগুরু ও পরামর্শদাতা মঃ পোবিডোনেষ্টসেফ্ রাজার অন্তরে এই জাতীয়তা-প্রভাব প্রবেশ করাইয়া দেন। সম্রাট্ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেও জাতীয়তা ও ধর্ম্মপ্রাধান্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি তখন হইতে বিশেষ মনোযোগের সহিত রুষিয়ার বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের মনোবেদনা হ্রাস করিতে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ রুষিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভাষা ও ধর্ম্মের পার্থক্য আছে;—ফিনলণ্ডবাসী বা ফিনিস্‌ও সুইডিস্ ভাষায় কথা কয়, এই সুইডিস্ ও ফিন্‌গণ প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী। বল্টিক-প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে জর্ম্মান্, লেট্ ও এস্থ-ভাষা প্রচলিত। ইহারা লুথার-মতানুসারী। দক্ষিণপশ্চিম রুষ প্রদেশবাসী পোলগণের ভাষা পোলিশ, ইহারা রোমান্ কাথলিক্। য়িহুদীগণের ভাষা য়িদিস্। মধ্য-বল্‌গা ও ক্রিমিয়াবিভাগবাসী ইস্‌লাম-ধর্ম্মা-বলম্বী মুসলমানগণ তাতার ভাষায় কথা কহে। ককেশস্ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির বাস এবং তাহাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। যাহাতে এই সকল জাতির ভাষা, ধর্ম্ম ও পুরুষপরম্পরাগত জাতীয় ও স্থানীয় শাসনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে সম্রাট্‌দিগের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যখন যে জনসমাজে এই নূতন জাতীয় প্রথার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন সেইস্থানের

অধিবাসীদিগের মধ্যে তথাকার প্রধানতম জাতি রুষদিগের ভাষা, ধর্ম্ম ও শাসনপদ্ধতি-বিস্তারের চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। সম্রাট্ ১ম নিকোলাস ও ২য় আলেকসান্দারের রাজত্ব সময়ে এরূপ চেষ্টার নিদর্শন অতি বিরল; কিন্তু সম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দার প্রজার অভিপ্রায়, ইষ্টানিষ্ট ও মনোভাব না বুঝিয়াই ধারাবাহিকরূপে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার আদেশে তত্তদ্দ্বানের শাসনসমিতিসমূহ ঠিক্ রুষ অনুকরণে বা তাহারই মিশ্রভাবাপন্ন হইয়া গঠিত হইয়াছিল। রাজকীয় শাসনবিধিসমূহে, ধর্ম্মাধিকরণে, এমন কি বিদ্যালয়সমূহেও রাজভাষা প্রচলনের ব্যবস্থা হয়, রুষভাষার বিস্তারকল্পেও তিনি শিক্ষাবিভাগে নূতন বিধি প্রচার করিয়াছিলেন। রাজশাসনানুসারে প্রাচ্য ধর্ম্মস্রোত অর্থাৎ ইস্লাম ধর্ম্ম রুষিয়ায় প্রশ্রয়লাভ করে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য ধর্ম্মগ্রহণ রাজনিয়মে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বৈদেশিক অধিবাসিগণকে ভূম্যধিকারী হইবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। স্থলবিশেষে বৈদেশিকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ভূমি কাড়িয়া লইয়া কোন গোঁড়া রুষকে দান করিবার জন্য বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে। এই কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইয়া স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণ রাজাদেশ অতিক্রম করিয়াও অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন, এমন কি, যদি কোন বিরোধিদল রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে বাধা প্রদানে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইত। সকল জাতির মধ্যে য়িহুদীগণের কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়াছিল। রুষিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমাংশে নজরবন্দীর ন্যায় তাহারা বাস করিত। কোন কোন নগরেও তাহাদের বাস আছে, কিন্তু তত্তৎস্থানে রাজনিদেশানুসারে তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। য়িহুদীগণ প্রায়ই উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে পীড়ন করা তাহাদের ব্যবসা। তাহারা অভাবগ্রস্ত রাজকর্ম্মচারীদিগকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিত। এই কারণে শাসনকর্ত্তারা তাহাদের উপর যথানিয়মে শাসনবিধি প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। এই রাজ্যশাসনশৈথিল্য হেতু অনেক সময় সুদখোর য়িহুদীগণ প্রজার অনিষ্ট করিয়াও অব্যাহতি লাভ করিত। সম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দার এই সংবাদ লাভ করিয়া রাজবিধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রচার করিলেন, এমন কি সেই রাজাজ্ঞায় য়িহুদীগণের শিক্ষা ও বাণিজ্যোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া গেল।

তাঁহার রাজত্বকালে বৈদেশিকের সহিত রাজনৈতিক সংস্রবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাঁহার পিতার রাজ্যকালে রুষসাম্রাজ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, জর্ম্মনির সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া আত্ম-সম্মান রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ; বিগত ক্রিমীয় যুদ্ধে দক্ষিণপূর্ব্ব রুষিয়ার যে সকল প্রদেশ শত্রুর করতলগত হইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার, সুলতানের শক্তি খর্ব্বীকরণ ও ক্ষুদ্রতম শলভ জাতির মধ্যে রুষীয় প্রভাব বর্দ্ধন এবং মধ্য এসিয়ায় ধীরে ধীরে রুষসাম্রাজ্য বিস্তার।

বর্লিন্ কংগ্রেসে বিসমার্ক কর্ত্তৃক সেণ্টপিটার্সবর্গের মন্ত্রিসভাকে যৎসামান্য রাজনৈতিক সাহায্য দানের প্রস্তাব এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে রুষিয়ার রাজ্যজয়ী শক্তিকে খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে অষ্ট্রো-জর্ম্মণ এলায়েন্স্ নিষ্পাদিত হইতে দেখিয়া সম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া জর্ম্মণির বন্ধুত্ব ও সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু পুনরায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গোপনীয় সন্ধিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া উভয় সম্রাটই পূর্ব্বতন সম্বন্ধস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলেন। পরবর্ত্তী বর্ষে ডান্‌জিক্ নগরে নবীন জার ও বৃদ্ধ জর্ম্মাণ সম্রাটের সাক্ষাৎকারে পরস্পরে সৌহার্দ্দ পরিবর্দ্ধিত হইল। ১৮৮৪ খৃঃ স্কিয়ার্নেভিক্ নগরে তিনজন সম্রাট্ একত্র হইয়া তিন বৎসরের জন্য Three Emperors' League সংগঠন করেন। এরূপ একটী মহতীসন্ধি পরস্পরে স্বাক্ষরিত হইলেও রুষ-সম্রাটের মনে জর্ম্মাণ-সম্রাটের মৈত্রতাসম্বন্ধে ঘোর অসদ্ভাব রহিয়া গেল, তিনি মন্ত্রিবর বিস্মার্কের কথার আভাসে স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, রুষ-সাম্রাজ্যের শত্রুতা কল্পনাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে তাঁহার সন্দেহের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি রুষসাম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য ফরাসীদিগের চিরন্তন বীর্য্যহীনতা অনুমত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না, পরস্পরের সংযোগবাঞ্ছা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তখন হইতেই তিনি জর্ম্মণসাপেক্ষে সামঞ্জস্যসাধক শক্তিপুঞ্জের (The Balance Power) প্রতি কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্কিয়ার্নেভিকের সন্ধিকাল উত্তীর্ণ হইলে, সম্রাট্ আর তাহা "রিনিউ" করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

এই সময় হইতেই তিনি অল্পে অল্পে ফরাসী-রাজ্যের সহিত মিত্রতাস্থাপনে আকৃষ্ট হন এবং জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া ও ইতালির মিলিত শক্তির (The Triple Alliance) বিরুদ্ধে তুল্য-শক্তি সংগঠন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ফ্রান্সের সহিত কার্য্যতঃ কোন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন নাই। কেন না ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহার বন্ধুত্বের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যাহাতে এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত রূপ কোন দায়িত্ব স্বীকার (Requisite guarantee)

করেন নাই। পরে যখন রুষ-সম্রাট্ সংবাদ পাইলেন, তাঁহার ত্রি-মৈত্রীসন্ধিবদ্ধ শত্রুদল যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতেছেন, তখন তিনি বিশেষরূপেই আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মিল, যদি এই সন্ধিবদ্ধ শত্রুদলের সহিত য়ুরোপে একটা মহাসমর সমুত্থিত হয়, তাহা হইলে, ফ্রান্সের সহিত একযোগ হইয়া যুদ্ধ করা ব্যতীত এরূপ প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে তাঁহার রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। তদনুসারে তিনি এই অভাব মোচনে অগ্রসর হইলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একটী সামরিক সভা (military convention) গঠিত হইল। রুষ ও ফরাসীপক্ষের সামরিক উচ্চতম কর্ম্মচারিগণ একত্র হইয়া উভয়পক্ষের উপকারার্থ যুদ্ধ সম্পর্কীয় নানা বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইলেন। এই সময়ে রুষ ও ফরাসী-রাজ্যে বিশেষ সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ফরাসী নৌসেনাপতি জারভিসের অধীনে একটী নৌবাহিনী ক্রনষ্টাড্ নগরে আসিয়া উপনীত হয়। রাজার আদেশে তাহাদের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। উহার দুই বৎসর পরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রুষ-নৌসেনাপতি আবেলান্ পারি ও টুলোঁ নগর সন্দর্শনে গমন করেন। তথায় তাঁহার ততোধিক সম্মাননার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তখনও উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত "Alliance" বা মিলন শব্দ সার্থকতার সহিত প্রযুক্ত হয় নাই। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রুষসম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দারের মৃত্যুর পর, ফরাসী মন্ত্রিসভায় প্রেসিডেন্ট্ মঃ রিবো (M. Ribot) চেম্বার অবডেপুটীতে উভয়রাজ্যের মিত্রতা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে পূর্ব্বকৃত সন্ধির মুখ্য সন্দেহগুলি আদৌ অপনোদিত হয় নাই। অতঃপর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রাজকীয় কার্য্য ব্যপদেশে M. Félix Faure সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে আসিয়া উভয় জাতির মৈত্র্য-সম্বন্ধ বিশদ করিয়া যান। এই মৈত্র্যব্যাপারে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ও রুষ-সম্রাট্ পরস্পরে হৃদয়ানন্দজ্ঞাপক অভিনন্দন বক্তৃতা পাঠ করেন। তদবধি উভয়-রাজ্য *'nations alliées'* নামে ঘোষিত হয়।

সম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দার দক্ষিণপূর্ব্ব য়ুরোপে আপনার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৃষ্ণসাগরতীরে অবস্থিত রুষ-নৌবাহিনীর বলবৃদ্ধি করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের সন্ধিমর্ম্ম বিঘোষিত হইলে পর, সম্রাট্ ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আশঙ্কায় প্রস্তুত থাকিবার অভিপ্রায়ে বাটুমনগর দুর্গাদির দ্বারা পরিশোভিত করিয়া লইলেন। ঐ স্থান একটী বন্দর ও নৌসেনার আড্ডা হইয়া রহিল। বল্কান্ প্রায়োদ্বীপের অধিবাসিবর্গের কুব্যবহারে তিনি পূর্ব্ব হইতেই ক্রোধান্বিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজবিপ্লবে মধ্যস্থ হইতে মানস করিয়াও তিনি সে কার্য্য হইতে বিরত হন, কারণ তাহাতে সমস্ত য়ুরোপে একটী প্রলয়কর যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। রাজকুমার আলেক্সান্দার ও পরে মঃ ষ্টাম্বোলফ্ সাহেবের অধীনে বুলগেরীয় গবর্মেণ্ট উপর্য্যুপরি রুষ রাজনীতির বিপক্ষতাচরণ করিলেও, সেণ্টপিটার্সবর্গের মন্ত্রিসভা প্রকাশ্যে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের এই অসদ্ভাব নাশের চেষ্টা করেন। তাঁহাদের সুপরামর্শ দিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহভাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজ্যকালে এসিয়াখণ্ডে রুষরাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই জেনারল স্কোবেলেফ্ টেক্কে তুর্কোমানদিগের বাসভূমি অধিকার করেন। তদনন্তর সম্রাট্ ঐ প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যসীমাভুক্ত করিতে আদেশ দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মের্ব (ওয়েসিস্) হস্তগত করিয়া রুষসেনা আফগানস্থান অভিমুখে অগ্রসর হয়। রুষসাম্রাজ্য ও আফ্গানস্থানের সীমানির্দ্দেশই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে পাঞ্জ্দে নামক স্থানে এই সূত্রে রুষ ও আফগান-সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রুষসেনার আফগান-সীমান্তে আগমন ভারতাভিযানের সূচনা বুঝিয়া ইংরাজরাজ মধ্যস্থ হইয়া রুষসীমা-নির্দ্দেশার্থ সেণ্টপিটার্সবর্গ-মন্ত্রিসভার সহিত সন্ধিস্থাপনে সম্মত হন। কিন্তু উপরোক্ত পাঞ্জ্দে-যুদ্ধে রুষসেনার হঠকারিতা দেখিয়া ইংরাজরাজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি মিত্ররাজ আমীরের সম্মানরক্ষা ও আত্মরাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রুষসাম্রাজ্যের সীমানির্দ্দেশক সন্ধি হইয়া গেল।

অতঃপর অগ্রগামী রুষসেনা হিরাট পরিত্যাগ করিয়া মহৎ উদ্যমে সুদূর পূর্ব্বএসিয়ার পামীর অধিত্যকা মুখে ধাবিত হইল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-রুষের স্বাক্ষরিত সন্ধিসর্ত্তে রুষ পামীর ছাড়িয়া দেন। সম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দারের রাজত্বকালে মধ্যএসিয়াখণ্ডে রুষরাজ্যসীমা ৪২২৮৯৫ বর্গ কিলোমিটার বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর সম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দার পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র ২য় নিকোলাস্ যথানিয়মে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। পিতার স্থায় তুল্য-চরিত্র নিবন্ধনই হউক, আর মৃত পিতার প্রতি সম্মানরক্ষার্থই হউক, সম্রাট্ নিকোলাস্ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক-কার্য্যের রাজনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে উদারনৈতিকদলের প্রভাবে রাজকীয় শাসনবিধির

অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে ভাবিয়া উদার-নৈতিক-দলপতিগণ যে ভরসা পাইয়াছিলেন, ত্বের প্রদেশীয় লিবারল-দলের আবেদনে রাজার অসম্মতিজ্ঞাপক প্রত্যুত্তরে তাহাদের সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল।

বর্ত্তমান জার নিকোলাস্ যুবাপুরুষ। বয়সের চাঞ্চল্য থাকিলেও শিক্ষাগুণে সুমতিসম্পন্ন। তিনি জীবনের মুখ্য-বিষয়ে পিতার ন্যায় চরিত্রবান্ হইলেও ততদূর কূটনীতি-বিৎ নহেন। তিনি পিতার ন্যায় সমগ্র রুষসাম্রাজ্যকে একমাত্র রুষজাতির বাসভূমি (Policy of Russification) করিতে ইচ্ছুক হইলেও য়িহুদী, ধর্ম্মান্তরবিশ্বাসী ও ভিন্নধর্ম্মী ব্যক্তির উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য আদেশ প্রচার করেন। শিক্ষিত রাজকর্ম্মচারিগণ যথেষ্ট সম্মানের সহিত অত্যাচারনিবারক রাজাজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে রুষসাম্রাজ্য হইতে ভিন্নধর্ম্মীর প্রতি অত্যাচার রহিত হইয়া গেল। রুষবাসীকে প্রকৃত রুষজাতির অন্তর্ভুক্ত করণরূপ পিতার কূটনীতি নিকোলাস যে একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এমত নহে। তিনি ফিন্‌লণ্ডবাসী মাত্রকেই পিতৃপ্রবর্ত্তিত প্রথায় রুষ করিয়া লইয়াছিলেন, তদ্বিরুদ্ধে ফিন্‌লণ্ডবাসীয় ফিন্ ও অন্যান্য জাতির আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক সংস্রবেও তিনি স্বীয় পিতৃদেবের পদানুসরণ করেন। তিনি প্রথমে ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্ববৃদ্ধি, জর্ম্মণির সহিত সদ্ভাবস্থাপন, বাল্‌কান্ প্রায়োদ্বীপের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, শলভজাতির উপর আধিপত্যবিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হন। দক্ষিণপূর্ব্ব য়ুরোপের সার্ব্বিয়া, মণ্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়া প্রদেশের অধিপতির সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন ঘটে। কারণ বুল্‌গেরিয়াপতি রাজা ফার্দ্দিনান্দ ষ্টাম্বোলোফ্‌কে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রুষসম্রাটের নিকট গমনপূর্ব্বক পরস্পরে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। রুষের পশ্চিম-দেশবাসী শত্রু হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব য়ুরোপ রক্ষার্থ রুষসচিব প্রিন্স্ লোবানোফ্ (Minister of foreign affairs) তুর্ক-সম্রাটের (Ottoman emperor) সহিত সদ্ভাববৃদ্ধি ও তাঁহার বলবৃদ্ধি বিষয়ে সচেষ্ট হন।

এই সময়ে ইংরাজগবর্মেণ্ট আর্ম্মেনীয়দিগের স্বার্থরক্ষায় কৃতসংকল্প হইয়া বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা দেখাইলে রুষিয়ার সহিত বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়।

প্রিন্স লোবনোফের মৃত্যুর পর, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কাউণ্ট মুরাভিফ্ উক্ত বৈদেশিক-সচিবপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি লোবনোফ্ প্রবর্ত্তিত পূর্ব্ব রুষনীতি অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে গ্রীক্‌দিগের সহিত তুরুষ্কের যুদ্ধ বাধে। সেণ্টপিটার্সবর্গ রাজসরকার হইতে তাহাদের উভয়পক্ষকেই সাহায্যদান করা হয় নাই। যুদ্ধশেষে জার উভয়পক্ষের সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বীয় বন্ধুভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার পর ক্রীটের উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা লইয়া যখন পুনরায় গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন জার স্বীয় ভ্রাতৃসম্পর্কীয় গ্রীক্‌রাজকুমার জর্জকেই তৎপদে মনোনীত করেন। এই কার্য্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষা ব্যতীত রাজপুত্র জর্জের যোগ্যতা বিচার করা হয় নাই।

সম্রাট্ ২য় নিকোলাসের রাজ্যাধিকারের পরে, সাইবিরিয়ার মধ্য দিয়া রুষজাতির উদ্যোগে একটী সুবৃহৎ রেলপথ বিস্তৃত হয়। এই রেলপথের অধিকাংশ ব্যয় চীনপতির স্কন্ধে পড়ে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের চীনজাপানীযুদ্ধে চীনরাজ পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সিমোনোসেকির সন্ধিপত্রে চীন-রাজ জাপানরাজ মিকাডোকে যে সকল প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন, রুষরাজ মাঞ্চুরিয়ায় স্বাধিকার জানাইয়া তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে ঐ সন্ধির সর্ত্ত সংশোধিত হয়। রেলপথবিস্তার, দুর্গনির্ম্মাণ প্রভৃতি আর্থিক ব্যয়সাধন করিয়া রুষসম্রাট্ চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আর্থারবন্দর ও লিয়াওতাঙ্গ প্রায়োদ্বীপে স্বীয় রাজশক্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। [সাইবিরিয়া দেখ।]

রুষিয়া রাজ্যবিস্তারাকাঙ্ক্ষা প্রতিপোষণ করিয়া রুষসম্রাট্‌কে উত্তরোত্তর সেনাদল বৃদ্ধি করিতে হয়। এই সামরিক-প্রণালীর সংস্কার কার্য্যে জারকে প্রভূত অর্থব্যয়ও করিতে হইয়াছিল। জাতীয় বল ও অস্ত্রশস্ত্রবৃদ্ধি বিষয়ে শক্তিশালী রাজন্যগণের (The Great Powers) সহিত পরস্পরের সন্ধিবন্ধন ব্যতীত এরূপ বলরক্ষার অন্য উপায় নাই এবং শক্তিসম্পন্ন রাজগণ একের বলবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া পরস্পরে একযোগে বিরুদ্ধা-চারী হইতে পারে ভাবিয়া রুষসম্রাট্ স্বীয় বৈদেশিকসচিব কাউণ্ট মুরাভিফের দ্বারা স্বীয় সেনাবলবৃদ্ধি ও বৈদেশিকরাজ্য-রক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব য়ুরোপীয় 'শক্তিপুঞ্জকে' জ্ঞাপন করিলেন। এই বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য হেগনগরে একটী আন্তর্জাতিক বৈঠক বসিল। মীমাংসায় বিশেষ কিছুই নিষ্পত্তি হইল না। ঐ সভা The Hague conference বা Peace conference নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমান রুষিয়ার শিল্পোন্নতি ও বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক ও সামরিক বিপ্লবের কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি সুদীর্ঘ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সাধারণের অবগতির জন্য কএকটী-মাত্র ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা গেল।

সুদূরপূর্ব্বে ব্লাদিভষ্টক্ বন্দরে এবং চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর্থারবন্দর প্রভৃতি স্থানে রুষদিগের ট্রান্স-সাইবিরিয় রেল-পথ বিস্তৃত হওয়ায় বাণিজ্যের সুবিধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক আয়োজনেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এইরূপে বাণিজ্য বা যুদ্ধ ব্যপদেশেই হউক রুষজাতি উজুনাদা-মের্ব্বরেলপথ বিস্তার করিয়া আফগানসীমান্তবর্ত্তী হিরাট্ নগরের সম্মুখে খুস্ক পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছেন। ভারতের বাণিজ্যগ্রহণই রেলপথ বিস্তারের গূঢ় উদ্দেশ্য।

বিগত চীনযুদ্ধের অবসানে জাপান দেখিলেন, রুষরাজ বিনা বাক্যব্যয়ে ও চীনসম্রাট্‌কে মিত্রতাসূত্রে ভুলাইয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। আর্থারবন্দরে সুদৃঢ় রুষদুর্গ স্থাপিত হইল। রুষগণ আপনাদের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া ক্রমশঃই বাণিজ্যবিস্তারের ভান করিয়া জাপানের অধিকৃত কোরিয়ারাজ্যে রেলপথ বিস্তার করিতে লাগিলেন। রুষ-রাজের এই অনধিকার প্রবেশে (Aggressive measure) আত্মক্ষতির সম্ভাবনা বুঝিয়া জাপপতি রুষসম্রাটের সমীপে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। রুষমন্ত্রিসভা জাপানকে নগণ্য শক্র জানিয়া জাপরাজের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরিয়ার রুষরাজ-প্রতিনিধি বৃদ্ধ আলেক্‌সিফ্ উন্নত জাপগণের সমরসরঞ্জাম দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। রুষসম্রাটের আদেশে সেনাপতি কুরোপাট্‌-কিন্ রুষবাহিনীর নায়ক হইয়া এসিয়ার পূর্ব্বসীমান্তে (Far East) রওনা হইলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শীতারম্ভে জাপগণ রণতরী ভাসাইয়া আর্থারবন্দরের সম্মুখে অকস্মাৎ উপনীত হইলেন। আমোদ প্রমোদে মত্ত রুষগণ অতর্কিত আক্রমণে বিব্রত ও ভীত হইয়া পড়িল, জাপানী গোলার আঘাতে রুষের কয়েক-খানি রণতরীসমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল। অপমানিত রুষ-সেনাপতি রাজার আদেশে দুর্দ্ধর্ষ জাপদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমশঃই যুদ্ধের উপর যুদ্ধ চলিল। লিয়াওয়াঙ্গ, শা-হো ও মুকদেনের যুদ্ধে রুষসেনা উপর্য্যুপরি বিপর্য্যস্ত হইবার পর অবরুদ্ধ আর্থারবন্দর জাপানের হস্তগত হইল। আর্থার-দুর্গাধ্যক্ষ রুষ-সেনাপতি ষ্টোয়েশেল রুষসেনার আগমন আশায় এতদিন নির্ভর করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। দুর্গেরও খাদ্য-ভাণ্ডার পরিশূন্য হইয়া আসিল। বহিঃশত্রুর প্রচণ্ড গোলা বৃষ্টিতে অযথা বলক্ষয় দেখিয়া এবং উপায়ান্তর রহিত হইয়া তিনি জাপ-সেনাপতি নোগীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। এদিকে জাপ-নৌসেনাপতি টোগো প্রশান্ত মহাসাগর পথে রুষ-সৈন্যের আগমন-পথ রুদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। যখন রুষ-রাজের বল্টিকবাহিনী ভীমবেগে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন আদ্‌মিরাল্ টোগো যবদ্বীপের সমীপবর্ত্তী সাগরবক্ষ হইতে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দেখিতে দেখিতে রোজ্‌ডেস্‌ভান্‌ট্‌স্কি-পরিচালিত রুষনৌবাহিনী জাপানসমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপনীত হইল। নৌসেনাপতি টোগো উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সুসিমা উপসাগরে রুষ-বাহিনী আক্রমণ করিলেন। জলগর্ভ হইতে আচম্বিত অগ্ন্যুদ্গম দ্বারা রণতরীসমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ভগ্ন বা জলমগ্ন হইতে দেখিয়া নৌবাহিনীর সেনাবৃন্দ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা আকস্মিক বিপদ্ দেখিয়া ভয়ে জড়ীভূত হইল। আততায়ী জাপদিগকে সেই রজনীর গাঢ় অন্ধকারে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। রুষসেনাপতি উত্তেজনাবাক্যে অধীনস্থ সেনাবৃন্দকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেও সকলেই নিশ্চল ও নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে টোগোর বাহিনী তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। রুষ-আদ্‌মিরাল রোজডেস্‌-ভান্‌স্কি আহত ও বন্দী হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রুষদিগের কএকখানি যুদ্ধজাহাজও টোগোর হস্তগত হইল।

এইরূপ বিপর্য্যয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া জার কুরোপাট্‌কিন্‌কে প্রত্যাগত হইতে আদেশ পাঠান এবং তাঁহার পদে সেনাপতি লিনেভিচ্‌কে নিযুক্ত করেন। লিনেভিচ্ কএকটীমাত্র খণ্ড-যুদ্ধে জাপসংঘর্ষে উপস্থিত থাকিলেও বিশেষ ফল দেখাইতে পারেন নাই। প্রত্যেক আক্রমণেই তাঁহাকে পশ্চাদ্‌পদ হইতে হইয়াছিল।

পোর্টআর্থার দখলের পর, কিছুদিন যুদ্ধ স্থগিত থাকে। তাঁহার পর পুনরায় জাপগণ অপদ্ধত সাঘেলিয়ান্ দ্বীপ আক্র-মণ করে। এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট মহামতি রুজ্‌ভেল্‌টের আগ্রহে ও উদ্যোগে এবং জাপপতি মিকাডোর বদান্যতায় উভয় পক্ষের বিগ্রহশান্তির নিমিত্ত সন্ধির প্রস্তাব হয়। রুষ ও জাপপক্ষে অনর্থক রাক্ষসোচিত জনক্ষয় ও অর্থনাশ না করাই এই সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্য। সভ্যজগৎ বৃথা স্বজাতিরক্তপাতে বড়ই কাতর, তাই দয়া ও ধর্ম্মের আধারভূত মহাত্মা রুজ্‌ভেল্ট উভয়পক্ষকে বিনয়-বচনে তুষ্ট করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যুক্তরাজ্যে শান্তিবৈঠক বসান। জারের পক্ষ হইতে রুষরাজমন্ত্রসচিব মঃ উইট্‌টি (M. Witte) এবং মিকাডোর পক্ষে ব্যারণ কমুরা প্রভৃতি উপনীত হইয়া সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে বাদানুবাদ করেন। সুখের বিষয় বিজেতা জাপপতি স্বীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও

রুষসম্রাট্ জারের সম্মানরক্ষা করিয়াছেন। এরূপ মহানুভবতার পরিচয় বৌদ্ধজীবনের উচ্চতম নিদর্শন।

উক্ত বর্ষের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে উভয়পক্ষ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া পরস্পরের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করেন।

রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব যেমন দেশ হইতে দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল, তদনুরূপেই স্বদেশীয় শিল্পজাত ও পরিশ্রমলব্ধ বস্ত্রাদি পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতেরও আদর বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পণ্যদ্রব্য সরবরাহের সুবিধা থাকায় ও বৈদেশিক রাজধানীর সহিত সংশ্রব হেতু রুষিয়ার কারবার কারখানা সমূহ দেশজাত দ্রব্যোৎপাদনে প্রভূত শ্রম ব্যয় করিয়াছে। দ্রব্যবিশেষের কএকবৎসরের ব্যবহার বা খরচতালিকা লক্ষ্য করিলেই বর্ত্তমান বাণিজ্যের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে এখানকার নানা বিষয়িণী শিল্পোন্নতি কার্য্যে ১৩১৮০৪৮ জন স্থলে ২০৯৮২৬২ জন লোক কার্য্য করিতেছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রুষসাম্রাজ্যে সূত্রনির্ম্মাণকল্পে ১১৭০ লক্ষ কিলোগ্রাম তুলা ব্যবহার হইত, কিন্তু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে উহা ২৫৭০ লক্ষ কিলোগ্রাম বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে লোদজ্ নগর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে একখানি সামান্য গণ্ডগ্রাম ছিল, কার্পাসবস্ত্র ও সূত্রকার্য্যের (Cotton Industry) পরিবৃদ্ধি হেতু উহার জনসংখ্যা ৩ লক্ষেরও অধিক হইয়াছে। ১৯০২ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত রুষসাম্রাজ্যে প্রায় ৬৯৭০০০০ চর্কা বা সূতাকাটাকল (Spindle) ছিল।

লোহা, ইস্পাত ও মেটেতৈলের (Petroleum) কারবার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ১৮৯২ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই সকল দ্রব্যের মূল্য ১৪২০ লক্ষ হইতে ২৭৬০ লক্ষ রুবল্ মুদ্রা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দেশের অবস্থাবিবরণীর (Statistics) উপরোক্ত অঙ্কসংখ্যাগুলি অনুধাবন করিলে স্বতঃই বুঝা যায় যে, 'রাখিলেই রাখে' এই কথার সার্থকতা রুষে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হইতেই রুষের সাময়িক সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু উহা দেশে অর্থনীতিসঙ্কট ঘটাইয়াছে। যদি হেন্‌রী নর্ম্মান্ কৃত "All the Russias" নামক পুস্তকে (লণ্ডন, ১০৯২) প্রদত্ত কোন কোন অঙ্কসংখ্যা আমরা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই অর্থসঙ্কটব্যাপার অধিক অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইবে না। তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫৮০টী ব্যবসায়ীকোম্পানি ১০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা ঐ বৎসরেই নয়মাসের মধ্যে অংশীদারদিগকে শতকরা ১০ টাকার অধিক লাভাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাণিজ্যের এইরূপ অভাবনীয় উন্নতির জন্য সুবিজ্ঞ ও কার্য্যকুশল রাজস্বসচিব M. Witte অকাতর পরিশ্রমে রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

ধর্ম্ম।

এই বিস্তীর্ণ রুষরাজ্যে বহুসংখ্যক লোকের বাস হেতু সাম্প্রদায়িকতাও বিশেষরূপে প্রবল। আদম সুমারির তালিকানুসারে ঐ সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনসংখ্যা এইরূপ নির্ণীত হইয়া থাকে ;—

প্রকৃত গ্রীক সমাজ ও তন্মত-নিরপেক্ষসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা প্রায় ৯ কোটি ৬০ লক্ষ ; ইউনাইটেড্ চার্চ্চ ও আর্ম্মেণীয় ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ; রোমান্ কাথলিক ১ কোটি ১২ লক্ষ ; প্রোটেষ্টাণ্ট ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার, য়িহুদী ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার, মুসলমান ১ কোটি ২১ লক্ষ ৫০ হাজার ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সর্ব্ব-সমেত ২৭ লক্ষ।

সমগ্র রুষসাম্রাজ্য ৬৪টী ধর্ম্মাচার্য্যের ধর্ম্মশাসনের (Bishopric) সীমাভুক্ত। ধর্ম্মাচার্য্যদিগের অধিকারভুক্ত ঐরূপ বিভাগগুলিতে ৩ জন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Metropolitans) এবং ৬২ জন ধর্ম্মযাজক (Arch-bishops and bishops) নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমান সময়ে রুষিয়ার বিস্তীর্ণ ধর্ম্মসমাজে মঠের সংখ্যা অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় ৪৯৭ মঠ (Monasteries) ও ২৬৮ ব্রহ্মচারিণী-নিবাস (Nunnery) ছিল এবং তাহাতে সর্ব্বসমেত ৮০৭৬ যতি (Monk) ও ৬৯৭৮ ব্রহ্মচারী (Male aspirants) এবং ৮৯৪২ শ্রমণী (Nun) ও ২৭১৬৬ জন ব্রহ্মচারিণী (Female-aspirants) বাস করিয়া থাকেন।

রুষিয়ার "পবিত্র মহাধর্ম্মসঙ্ঘ" (The Holy Synod) সাধারণে উল্লেখযোগ্য। এই ধর্ম্মসভার ধনভাণ্ডার ও আয়বিবরণ শুনিলে চমৎকৃত হইতে হইবে। উক্ত সভাসম্পৃক্ত ভূসম্পত্তির প্রভূত রাজস্ব এবং অসংখ্য গীর্জ্জা ও মঠসমূহ নির্দ্ধারিত শুল্কদানে ইহার ভাণ্ডারগৃহ স্বতঃই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিগত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় আয়ব্যয়-বিবরণীতে এই সভার ভাণ্ডারে ২৩,৫০০০০০ রুবলমুদ্রা-দানের হিসাব লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

শিক্ষাপ্রণালী।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ আদর নাই। পদার্থবিজ্ঞানে অনাস্থা ও শিল্পবিষয়ে হতাদর এবং পাশ্চাত্য রাজ্যসমূহের নিয়মতন্ত্র (Democratic Government), উচ্চশিক্ষা ও বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধনবান্ ব্যক্তিদিগের

ইচ্ছা ও রাজপ্রশ্রয় থাকায় নিম্নশ্রেণীর লোকের পক্ষে বর্ণজ্ঞান ও প্রাথমিকশিক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কারণ পাশ্চাত্যানুকরণপ্রয়াসী সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ ধনকুবেরগণ সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে পক্ষপাতী ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন অজ্ঞ প্রজাবৃন্দের বিদ্যোন্নতি বিষয়ে শিক্ষাসভার (Ministry of public instruction) নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত থাকায় বিগত ১৯শ শতাব্দার শেষ কুড়িবৎসর বিদ্যোন্নতিসংক্রান্ত কোন চেষ্টা বা উদ্যম দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান রাজশাসনের উদারতায় পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষাসভার সম্মতিক্রমে শিল্পবিদ্যার উন্নতিকল্পে সম্প্রতি (১৯০০ খৃঃ অঃ) কতকগুলি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংস্কৃতাদি বৈদেশিকভাষা এবং গ্রীক ও লাটিন্ বিদ্যার প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠের যথেষ্ট আদর বাড়িয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎকর্ষতা সাধিত হয় নাই। প্রাথমিকশিক্ষার উন্নতিসম্বন্ধে বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে "Sunday school" স্কুলস্থাপনের ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া অজ্ঞ কৃষকদিগের শিক্ষাদানের পথ পরিষ্কৃত করা হইয়াছে মাত্র। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফিন্‌লণ্ড ব্যতীত সমগ্র রুষসাম্রাজ্যে যতগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল :—

যে সভার অধীন	স্কুলসংখ্যা	মোট ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা
সাধারণ শিক্ষাসভা	৩৭০৪৬	২৬৫০০৫৮
পবিত্র মহাধর্ম্মসঙ্ঘ	৪০০২৮	১৪৭৬১৩৪
সাম্রাজ্ঞী মেরীর শিক্ষাসমিতি	১৫৩	৫১৯৮
মধ্যদেশীয় মন্ত্রসভা	৫৫৩	২০৫১০
নৌবিভাগীয় ঐ	৪	৩৭৯
সামরিক ঐ	৮৪৮	৪৬৪২০
বিভিন্ন	৬৭	৪৬৫৮

মধ্যদেশীয় শিক্ষাসভার অধীনে এবং বিভিন্ন লোকের সাহায্যে পরিচালিত বিদ্যালয়াদি—

স্থানীয় বিদ্যালয়	রাজকীয় সাহায্যে	স্থানীয় শিক্ষা সমিতিদ্বারা	কুঠী বা গুপ্তদানে	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
য়ুরোপীয়রুসিয়া	২৪০৭	২৩১১৫	৪১৫	২৬৯৫১	২১১১১৯৭
পোলণ্ড	৯৮	২৮৯৯	২৯	৩০২৬	২০৬৯৭৩
ককেশিয়া	৯৫	১০২২	৮	১১২৫	৮৮৬৪৩
পশ্চিম সাইবিরিয়া	৩১	১০৬	২	১৩৯	৩৩২৭৯
পূর্ব্ব ঐ	১০	১৭১	৯৯	৫০০	১০৭০৭
তুর্কিস্থান	৪৫	৬০	০	১০৫	৪৩০৫
আমুরবিভাগ নিজ রাজস্বে	৪০৮			৪০৮	১৪৪১৮

উপরোক্ত সাধারণ ও রাজকীয় বিদ্যালয় ব্যতীত রুষিয়াবাসী অপরাপর ব্যক্তির জাতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র পাঠাগারের বন্দোবস্ত আছে। য়িহুদীদিগের মধ্যে হেদার এবং মুসলমানদিগের মধ্যে মাদ্রিসা ও মোক্তাব লইয়া গণনা করিলে প্রায় ৩০ হাজার পাঠশালা স্থাপিত দেখা যায়। ইহা ছাড়া, সেনাদলকে সামান্য ভাষাশিক্ষাদানের জন্য ৭৫০০ রেজিমেণ্টাল্ স্কুল এবং কসাক্ সেনাবৃন্দের মধ্যে ভোইস্কো (Voiskos) বা বারিক-বিদ্যালয় আছে।

ফিন্‌লণ্ড-বিভাগে বিদ্যাশিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। হেল্‌সিং-ফোর্সের ইউনিভার্সিটি সভার অনুমোদনে ও প্রস্তাবে এখানকার শিক্ষানীতির যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, এখানে যে যে শিক্ষা-সমিতির অধীনে যতগুলি বালক বা বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল :—

সাধারণ শিক্ষাসভার অধীনে——	বালকবিদ্যালয়	বালিকাবিদ্যালয়
জিম্‌নাসিয়া ও প্রোজিম্নাসিয়া	২০৭	৩৪৬
রিয়াল্‌স্কুলেন	১১৩	
মধ্যবৃত্ত বালিকা-বিদ্যালয়	...	১১
স্পেশিয়াল স্কুল	৫	
নর্ম্মাল স্কুল	৯	
নর্ম্মাল শেমিনারি ও প্রাক্টিকাল স্কুল	৫২	
সম্রাজ্ঞী মেরিইন্‌ষ্টিটিউটের অধীন—		
জিম্নাসিয়া ও ইন্‌ষ্টিটিউটনা	...	৬২
সাময়িক মন্ত্রিসভার অধীন—		
কাডেট্ কর্পশ্ ও স্পেশিয়াল স্কুল	৩৫	...
কসাক্ ভোইকো (Voiskos)—		
জিম্নাসিয়া ও প্রোজিম্নাসিয়া	৬৭	২২
বিভিন্ন সমিতির (Various ministries)—		
কৃষিবিদ্যালয়	১২	...
নিম্নশ্রেণীর ঐ	১০৫	...
শিল্পবিদ্যালয় (Technical school)	১১	
বণিজবিদ্যালয় (Commercial school)	১৬	...
পবিত্র মহাধর্ম্মসঙ্ঘের অধীন—		
সেমিনারি	৫৮	
বালিকাবিদ্যালয়	...	৬৯
নর্ম্মাল স্কুল	১৪	

য়ুরোপীয় রুষিয়া ও রুষ-সাম্রাজ্যের মধ্যে ন্যূনাধিক ২৭০০ প্রাথমিক বিদ্যায় সাধারণ শিক্ষাসভার অনুমত্যানুসারে পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে বুঝায় যে, মোট সংখ্যার প্রায় দশাংশ রাজকীয় সাহায্যে ও কর্তৃত্বাধীনে পরিরক্ষিত রহিয়াছে

এবং অবশিষ্টাংশ স্থানীয় মিউনিসিপালিটী ও জেমষ্টভো-দিগের সাহায্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

উপরোক্ত তালিকার অঙ্ক হইতে জানা যায় যে, সমগ্র রুষ-সাম্রাজ্যের অধিবাসী সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৪.৮ জন পুরুষ এবং ১.৬ জন স্ত্রীলোক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা-লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতিরও বিশেষ কোন সুব্যবস্থা নাই। ওলোনেট্স্, এস্থোনিয়া, তুলা, লিবোনিয়া, আর্খাঞ্জেল্ট ও নবগোরোদ নামক কয়টী প্রদেশে ৬৩৮ হইতে ৯৮৩০ জন অধিবাসীর মধ্যে একটী মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখা যায়। আবার কোভ্নো প্রভৃতি যুরোপীয় রুষিয়ার অপরাপর প্রদেশেও হাজার লোকের মধ্যে এইরূপ একটী মাত্র বিদ্যালয় আছে, সুতরাং তত্তদ্স্থানে লোকদিগের শিক্ষাবিষয়ে যে কিরূপ ব্যাঘাত জন্মে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

রুষিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের উৎকৃষ্টতর নিদর্শন এই যে, প্রায় ৭২৭৭ টী গ্রাম্যবিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার চর্চার জন্য উদ্যান বা ময়দান সংলগ্ন আছে। ৯৫১ টী বিদ্যালয়ে মধুমক্ষিকা ও মধুচক্রের চাস শিক্ষা দেওয়া হয়। ৩২২৮৮টী বিদ্যালয়ে রেশমের গুটী প্রস্তুত প্রণালী এবং ৮৬৫টী বিদ্যা-লয়ে বালকগণকে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ৩০৫ টী বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র দেশীয় "Slöjd" শিখান হয় এবং প্রায় ৪৫৫৬টী বিদ্যলয়ে বালিকাগণকে সূচীকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

অধিবাসী।

রুষিয়ার বিভিন্ন জাতির বাস আছে। উহাদের ভাষা বর্ণমালা, সভ্যতা ও রীতিনীতি পরস্পরে স্বতন্ত্র, য়ুরোপের সহিত সুসম্বন্ধ হইলেও রুষিয়ায় পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় সভ্যতার অনেক বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এখানকার অধিবাসিগণ অধি-কাংশই ককেসীয়বংশসম্ভূত এবং অবশিষ্ট অর্থাৎ প্রায় শতাংশের একাংশ মোগল জাতির বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত।

রুষিয়ার অদ্যাপি ককেশীয় জাতির যে সকল বংশধর বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা শ্লভনীয়, ৎসুদে বা ফিন্, তুর্ক বা তাতার, জর্ম্মান্, য়িহুদী ও গ্রীক্ প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত। সমগ্র অধিবাসীর প্রায় ৩/৪ শ্লভনীয় শাখা সমুদ্ভূত। উহারা আবার রুষ, পোল, লিথুয়ানীয়, লিট্টে, বালাটীয় ও সার্ব্বিয় প্রভৃতি নামে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে রুষের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। ইহারা সাম্রাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে নিপার ও বল্‌গা নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে বাস করে। এতদ্ভিন্ন উত্তরে য়ুরাল পর্ব্বত ও শ্বেত-সাগরের মধ্যস্থলে এবং দক্ষিণে ডন্ ও নিষ্টার নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অসংখ্য রুষের বাস আছে। এই সুদৃঢ় বিস্তৃত রুষজাতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নামক দুইটী বিভাগে বিভক্ত। উক্রেনে প্রদেশেই ক্ষুদ্র বা লিট্‌ল্ রুষের বাস। ইহাদেরই বংশধরগণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "কসাক" জাতি। ইহাদের বলবীর্য্য, সাহস ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় কাহারও অবিদিত নাই। ক্রমে পোল, তাতার ও কাল্‌মাক্ জাতি আসিয়া ইহাদের সহিত মিসিয়াছে। কসাক-গণ সম্পূর্ণরূপ স্বাধীন, কোন প্রভুর নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করে নাই। পক্ষান্তরে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট অথবা নাইট উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত জর্ম্মণদিগের নিকট বৃহৎ বা গ্রেট্-রুষসম্প্রদায়ের অনেকেই আত্মবিক্রীত। ইহারা স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে অক্ষম। সকলেই স্ব স্ব প্রভুর নিদেশ অনু-সারে কার্য্য করিতে বাধ্য। ইহারা Bondsmen বলিয়া পরিচিত। এই বৃহৎ বিভাগের মধ্যে অনেকেই এখন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

পোল ও রুষজাতি একত্র পোলণ্ড প্রদেশের শাসনাধীনে বাস করে। ভোল্‌হিনিয়া, পোড়োলিয়া ও গ্রোদ্‌নো প্রদেশ বাদে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। পোলদিগের আচার ব্যবহার রুষদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সভ্যজাতির গৌরবস্বরূপ শিল্পবিদ্যা উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য, এমন কি, শ্রমফললব্ধ সকল শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যে তাহারা অপেক্ষাকৃত পরাঙ্মুখ।

বিল্‌না ও মিন্সক্ প্রদেশে লিথুয়ানীয় জাতির বাস। সংখ্যা ১৫ লক্ষের অধিক হইবে না। ইহাদের প্রচলিত ভাষা সাধারণ শ্লভনিক্ ভাষা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন, ইহাতে রুষ ভাষাগত অনেক শব্দের বিমিশ্রণ দেখা যায়। ইহারা সকলেই কৃষিজীবী, এখনও সভ্যতাসোপানে আরোহণ করে নাই বলিলেও চলে।

লিথুয়ানীয়দিগের বাসভূমির উত্তরে কুর্লাণ্ড ও লিবোনিয়া নামক স্থানে লিট্টে জাতির বাস আছে। উহাদের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। ইহাদের ভাষা রুষ অথবা লিথুয়ানীয়দিগের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা চাস বাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কুর্লাণ্ডবাসী লিট্টেগণ কুর নামে পরিচিত। এই প্রদেশে উপনিবেশী সম্ভ্রান্ত জর্ম্মাণ বংশধর-গণের নিকট ইহারা বিক্রীত (Bondsmen), সম্রাট্ আলেকসান্দার কোন কোন বিষয়ে ইহাদের ঋণ বা বন্ধন মোচন করাইয়া কতক পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়া যান।

স্লাচ বা বালাটীয়গণ প্রুথ্ ও নিষ্টার নদীর মধ্যবর্ত্তী বেসা-রাবিয়া নামক প্রদেশে বাস করে, সংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক

হইবে না। লাটিন, গ্রীক্, ইতালীয় ও তুর্কী ভাষার মিশ্রণে ইহাদের ভাষা গঠিত। ইহারা বিশেষ পরিশ্রমের সহিত ভূমিকর্ষণ ও শস্য বপন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ধনীপুত্রদিগের নিকট ইহারা ক্রীতদাসরূপে গণ্য ছিল, কিন্তু শতাধিক বর্ষ হইল ইহারা সেই হীন সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী সার্ব্বিয় বা রেজ্ বংশ আসিয়া মিশিয়াছে। একাটারিনোগ্রাফ্ বিভাগেও এই জাতির উপনিবেশ দেখা যায়।

ফিন্লণ্ড উপসাগরের উভয় তীরবাসী ফিন্ বা ৎসুদে জাতির খাঁদা নাক ও চেপ্টা মুখাকৃতি লক্ষ্য করিয়া জাতিতত্ত্ববিদ্গণ উহাদিগকে মোগলবংশসম্ভূত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বল্পকেশী ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট দেখিয়া কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদ্ উহাদিগকে ককেশীয় জাতির মধ্যে আসন দিতে যত্নবান্। ফিন্লণ্ড-উপকূলবাসী ফিন্জাতি কৃষিজীবী ও গোমেষাদির পালক। ইহাদেরই অন্যতম শাখা যাহারা ৬৫° উঃ অক্ষাংশে যাইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের বাসভূমি লাপলণ্ড এবং তদ্দেশবাসী ফিন্গণ লাপলণ্ডার নামে খ্যাত। ইহারা কেবল মাত্র বল্গা হরিণ পালন দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের সংখ্যা কএক সহস্র মাত্র।

ফিন্লণ্ড উপসাগরের দক্ষিণভূভাগে এস্থিশ্ বা এস্থোনীয় জাতির বাস। এক মাত্র কৃষিই ইহাদের প্রধান অবলম্বন। ইহাদের প্রচলিত ভাষা অনেকাংশে ফিন্দিগের মত। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহারা স্থানীয় সামন্ত বা ভূম্যধিকারিগণের নিকট দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। পরে সম্রাট্ আলেক্সান্দার ইহাদিগকে মুক্তিদান করেন। ইহাদের সংখ্যা ৫ লক্ষেরও অধিক।

এস্থোনীয়দিগের বাসভূমির দক্ষিণে (৫৮° উঃ অক্ষাংশে) সলিস্ নদীর উভয় কূলে লিবি বা লিবোনীয় নামক একটী ক্ষুদ্র জাতির বাস আছে। উহারা কৃষিজীবী ও ফিন্-ভাষায় কথা কয়।

উপরোক্ত ৎসুদে জাতির পূর্ব্ববিভাগীয় শাখা পশ্চিম বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন্ সময়ে ও কিরূপ ঘটনাস্রোতে পরিচালিত হইয়া ইহারা ফিন্ জাতির বাসভূমি ফিন্লণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায় ৫ শত মাইল ব্যবধানে রুষ জাতির এই সুবিস্তৃত বাসভূমি অতিক্রম করিয়া যুরাল পর্ব্বতমালার পশ্চিম ঢালে ও মধ্য বল্গা নদীর তীরে আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। ইহাদের মধ্যে সিরিয়ানে, পার্ম্মীর, ভোগুলে, বোতিয়াকে, চুবাস, চেরিমিজ, মোর্দ্ভাইন ও টেপসিয়ারে প্রভৃতি কয়টী থাক দেখা যায়।

ডুইনা নদীর শাখা ব্যচেগ্দা নদী ও কাম নদীর মধ্যস্থলে, বিশেষতঃ ব্যচেগ্দার উভয়কূলে ও সাইসোলা নদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সিরিয়ানে শাখার বাস। ইহারা রুষিয়ার পূর্ব্বোত্তর সীমান্তে বনমালাসমাচ্ছাদিত পার্ব্বত্য ভূভাগে বিচরণ করিয়া ইচ্ছামত বন্যপশু শিকার করে এবং তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদের ভাষা অনেকাংশে পার্ম্মীয়দিগের অনুরূপ। কথিত ভাষা রুষ। কামা ও বিয়ৎকা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে সিরিয়ানে জাতির বাস ভূমির দক্ষিণে পার্ম্মিয় জাতির বাস। ইহাদের ভাষার সহিত ফিন্দিগের ভাষার অনেকটা মিল আছে, কিন্তু সকলেই রুষ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহারা সিরিয়ানেদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। কৃষিবিদ্যা ব্যতীত ইহারা বন্যপশু শিকার ও উক্ত নদীদ্বয়ে মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

য়ুরাল পর্ব্বতের ৫৮° হইতে ৬০° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যবর্ত্তী ঢালু প্রদেশে মধ্যকার বোগুলেগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। ইহাদের মুখাকৃতি চক্রাকার, চিবুকাস্থি বিস্তৃত এবং মুখমণ্ডল শ্মশ্রুবিহীন। অনেকাংশে কালমাক জাতির ন্যায় দেখা যায়। ভাষাগত সাদৃশ্য লইয়া অনুমান করিলে ইহাদিগকে ৎসুদে অথবা মগয়ার জাতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যে হেতু উভয় ভাষার সহিতই ইহাদের কথিত ভাষার মিল আছে। বন্যপশু শিকার করিয়াই ইহারা প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ বা দলে আবদ্ধ থাকিয়া স্থানে স্থানে বাস করে। কখনও কোথাও ৫টী বা ৬টী পরিবারের অধিক বাস করিতে দেখা যায় না। ইহারা কোন স্থানে অধিক দিন বাস করে না। এক স্থানের আবশ্যকীয় ভোজ্যাদি নিঃশেষিত হইলে ইহারা অন্যত্র সরিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক খৃষ্টধর্ম্মের গ্রীক-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অবশিষ্ট লোক এখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঘোর পৌত্তলিক (Heathen)।

বোতিয়াক জাতি পার্ম্মীয়দিগের বাসভূমির পশ্চিমে বিয়ৎকা ও কামা নদীর উৎপত্তি-স্থান-সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেছে। ভাষা ও শারীরিক গঠনে ইহারা ফিন্জাতির তুল্য, দেখিলে কিছুতেই পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা কৃষিজীবী এবং গোমেষাদি ও মধুমক্ষিকা পালন ও বর্দ্ধনবিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। স্বজাতির মধ্যে দোষ ও অত্যা-

চারের বিচারের জন্য ইহারা আপনাদিগের মধ্য হইতেই একজন মণ্ডল নির্ব্বাচন করিয়া লয়। সকলেই প্রায় খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের উপর মাথাগণা রাজকর নির্দ্ধারিত আছে।

চুবাস ও চেরিমিজগণ বল্গা নদীর উভয় কূলে কাসান নামক প্রদেশের নিকটে বাস করে। চুবাসগণকে বল্গা নদীর পশ্চিম কূলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়। ইহারা সকলেই গ্রীক সমাজভুক্ত খৃষ্টান্।

এই চুবাস জাতির বাহ্য আকৃতি তুর্ক বা তাতার জাতির অনুরূপ এবং এই শেষোক্ত জাতিদ্বয়ের সহিত তাহাদেরও ভাষাগত অনেক সাদৃশ্য আছে। এই ভাষা ফিন্ ভাষার রূপান্তর মাত্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইহারা চাস বাস করে এবং গো মেষাদি পালন ও মক্ষিকার চাস রাখে।

চেরিমিজ্জাতির ভাষায় তুর্কভাষার অনেক একরূপ শব্দের ব্যবহার আছে, কিন্তু অধিকাংশ শব্দই ফিনিস্ ভাষার ধাতু হইতে গৃহীত। ইহাদের শারীরিক গঠন লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, এক সময়ে এই জাতির মধ্যে তুর্করক্ত প্রবাহিত ছিল। ইহারা পরিশ্রমশীল, কৃষিকার্য্যপারদর্শী ও গবাদি পালনকারী। ইহাদের মধ্যে অনেকেই গ্রীক্সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়াছে, এখনও সকল লোকে গ্রীক্ ও মুসলমান জাতির পর্ব্বোৎসবে যোগদান করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত চুবাসদিগের বাসভূমির পশ্চিমে মোর্দ্বি বা মোর্দ্ববাইন্ জাতির বাস। নিজনি-নবগোরোদ ও কাসান প্রদেশের মধ্যে প্রবাহিত সুরনদীর তীরভূমে ইহারা চাস বাস করিয়া স্বচ্ছন্দ মনে বিহার করিয়া থাকে। ইহাদের সহিত বহুপূর্ব্বকাল হইতে প্রকৃত রুষ জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহারা সকলেই খৃষ্টান্ ধর্ম্মাবলম্বী, এই কারণে ইহাদের আবয়বিক গঠন সম্পূর্ণরূপ রুষদিগের অনুরূপ দেখা যায়, কিন্তু ইহারা ফিন্ জাতির ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। এখানে বিস্তৃত নেবুর বাগান আছে। এই নেবু বনে ইহারা মধুমক্ষিকার বাস রাখিয়া সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত মধু উৎপাদন করে। উহা সমগ্র রুষিয়ার মধু অপেক্ষা সর্ব্বত্র বিশেষ আদরণীয়।

টেপসিয়ার জাতিই ফিন্দিগের সর্ব্বপূর্ব্বশাখা। কামানদীর পূর্ব্বদিক্গামী বিয়ালয়া শাখানদীর কূলে এই জাতি বাস করে। গবাদি পশুপালন, মধুমক্ষিকা রক্ষা ও বন্যপশুশিকার ইহাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়। ইহাদের ভাষায় ফিনিস্ ও তুর্কপ্রভাব দৃষ্ট হয়। খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে ইহাদিগকে আলোকিত করিতে পারে নাই। ইহাদের কতকাংশ ইস্লাম্ধর্ম্মাবলম্বী ও অপরাংশ পৌত্তলিক।

এই সুবিস্তীর্ণ রুষসাম্রাজ্যে কৃকেশীয়জাতির তৃতীয় নিদর্শন তুর্ক বা তাতার জাতি। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১৩শ শতাব্দ মধ্যে ইহারা মোগল প্রভৃতি বিজেতৃবর্গের সহিত রুষিয়ারাজ্যে পদার্পণ করিয়া বসবাস করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই তাতারজাতি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে;—১ কাসানবাসী তাতার, ২ বশ্কীর, ৩ মেট্সেরিয়াক্ ও ৪ নোগাই-তাতার।

এই চারিশ্রেণীর মধ্যে কাসন-তাতারেরাই অপেক্ষাকৃত সভ্যতাসোপানে আরূঢ়। ইহাদের মধ্যে প্রায় ½ অংশ এখনও ইস্লামধর্ম্মের আশ্রয়তরু বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভাষা মার্জ্জিত ও তুর্ক বর্ণমালাবিন্যাসের নিয়মাধীন। ইহাদের মধ্যে সাধারণ ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যাভ্যাসের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে লিখন, পঠন এবং কোরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ সটীক বিবৃত করা হইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে তুর্ক, পারস্য ও আরবী ভাষা এবং গণিতবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। ওরেন্বর্গ নগরের ৪॥০ ক্রোশ দূরে গার্গালীগ্রামে ধর্ম্মযাজক বা পুরোহিতবর্গের ধর্ম্মপদ্ধতি অভ্যাসের জন্য একটী স্বতন্ত্র শিক্ষাসভা স্থাপিত আছে। নগরভাগে কারবারী মহাজনদিগেরই বাস। সাধারণ লোকে গ্রামমধ্যে থাকিয়া চাসবাস করে। তথায় চর্ম্মকার, মুচী, দরজী, রংদার, কামার, ছুতার প্রভৃতির অভাব নাই। ইহারা সকলেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

য়ুরাল পর্ব্বতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঢালুদেশে ৫২° হইতে ৫৬° অক্ষা° মধ্যে বশকীর জাতির বাস। ইহারা ভাষাদি অপরাপর বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে কাসন-তাতার জাতির অনুরূপ, কিন্তু বাহ্য আকৃতিতে মোগলীয় ছাঁচের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ইহারা কোন একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না, শীতের সময় গ্রামে গ্রামে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং গ্রীষ্মের সময়ে ইচ্ছামত দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ভ্রমণে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে ইহারা আপনাপন বাসভূমির নিকট কয়েকটী মাত্র ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া থাকে। উহার উৎপন্ন দ্রব্যে ইহাদের অন্ন বস্ত্রের সংকুলান হয় না। বন্য অশ্ব ধরিয়া পালন ও বিক্রয় ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রকৃষ্ট উপায়। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের ৩০ হইতে ৫০টী এবং অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু সংসারে ১০০০ হইতে ২০০০ পর্য্যন্ত অশ্ব-পালন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মহিষ, ছাগল ও ভেড়া পুষিয়া ও মৌমাছির চাক্ পালন করিয়া ইহারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করে। খরগোষ, খ্যাক্শিয়াল ও নেকড়ে বাঘ ধরিবার জন্য ইহারা বাজপাখীকে শিকার প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকে।

মেটমেরিয়াক্-সম্প্রদায় বশ্‌কীর জাতির মধ্যেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করে। ইহারা গোমেষাদি ও মৌচাক হইতে আপনাদের জীবনোপায় অর্জন করিয়া থাকে। এই উভয় জাতিই ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী।

ক্রিমিয়া-প্রায়োদ্বীপে, আজোফ্ সাগরের পূর্ব্বোপকূলে, ককেসস্ পর্ব্বতের উত্তরপাদমূলে এবং ষ্টেপি নামক বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে নোগাই তাতারেরা বাস করে। কৃষিকার্য্য ও চামড়ার জুতা লাগাম প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয় ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা ছাগ, দুম্বা, ভেড়া, অশ্ব প্রভৃতি গৃহ-পালিত জন্তু পালন করিয়া থাকে।

এখানে টিউটন-শাখাভুক্ত যতগুলি লোক বাস করে, তাহাদের সংখ্যা তুর্ক সম্প্রদায়ের অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম নহে। উহারা জর্ম্মণ ও সুয়েডিস্ নামে খ্যাত। উহাদের মধ্যে কএকঘর দিনেমার আসিয়া মিশিয়াছে। বল্টিক্ সাগরোপকূলবর্ত্তী প্রদেশে ও ফিন্‌লণ্ড উপসাগরতীরে লিভ্‌ও এস্থোনীয় জাতির মধ্যে বহুসংখ্যক জর্ম্মণ বংশ বাস করিতেছে। তাঁহারা অসিধারী বীর বলিয়া পূজিত এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় ও রাজসম্মানপ্রাপ্ত। তথাকার জনসাধারণ এই সম্মানার্হ রাজপুঙ্গব বা অমাত্যগণ (nobility)-রূপে গণ্য। ১৩০০ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যখন এই অসিধারী-বীরগণের (Order of the knights of sword-bearers) অধীনে এই প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল, তখন ঐ সকল জর্ম্মণবংশের আদিপুরুষগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। রুষসাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে, রাজধানী দ্বয়ে, দক্ষিণ রুষিয়ায় এবং ক্রিমিয়া বিভাগে বহু শত জর্ম্মণ পরিবারের বাস আছে। ফিন্‌লণ্ড উপসাগরের উত্তরকূল ও বোথনিয়া উপসাগরের পূর্ব্বকূলে অসংখ্য সুয়েডিসগণ বাস করিয়াছে।

উত্তর ও মধ্যরুষে য়িহুদীর বাস নাই, কিন্তু বর্ত্তমান রুষিয়ারাজ্যের যে সকল স্থান পোলণ্ডরাজ্যের অধিকারে ছিল, তাহাতে বহুসংখ্যক য়িহুদীর বাস আছে। ইহারা স্বর্ণ ও রূপ্যকার, দরজী, মুচী ও মদ্যচোলাই প্রভৃতি কার্য্য করে। সমগ্র দক্ষিণরুষে বাণিজ্যব্যপদেশে গ্রীকগণ নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতেছে। ক্রিমিয়া প্রায়োপদ্বীপের কয়েকখানি গ্রামে একমাত্র গ্রীক্ জাতির বাস দেখা যায়। এখানে তাহারা ক্ষেত্রাদি রক্ষা করিয়া চাস বাস করে অথবা উদ্যান রক্ষা করিয়া নানা প্রকার গাছ-গাছড়া উৎপন্ন করিয়া থাকে।

ভাষা এবং দেহের গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিলে কালমাক্‌দিগকে স্বভাবতঃই মোগলবংশসমুদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়। এই জাতির বিভিন্ন শাখা আজিও রুষিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশের তৃণাচ্ছাদিত ষ্টেপি প্রান্তরে বাস করিতে দেখা যায়। ১৭৭১ ও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে চীন-সাম্রাজ্যের আমন্ত্রণে অধিকাংশ কালমাক্ রুষিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সোঙ্গারিয়া প্রদেশে যাইয়া বাস করিয়াছে, ইহাদের মধ্যে পাঁচটী থাক বা জাতিবিভাগ আছে।

রুষিয়ার যে অংশে এই কালমাক্‌গণ বাস করে, তথায় কৃষিকার্য্যের উপযোগী ক্ষেত্রাদি না থাকিলেও তাহারা সুন্দর বন্দোবস্তের সহিত আপনাপন অশ্ব, গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, ভেড়া, উষ্ট্র প্রভৃতি পালন করিয়া থাকে। তৃণাচ্ছাদিত ষ্টেপি প্রান্তরে তাহাদের পালিত পশুসংখ্যা ৩০ লক্ষেরও অধিক। রুষিয়ার অন্যান্য প্রদেশে তাঁহারা পশম, চুল, সূক্ষ্মরোম, বসা, ছাগ, অশ্বগবাদির চামড়া, ছাগচর্ম্ম প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এই কালমাক্‌গণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লামা আছেন। তাঁহাদের নিকট এখনও সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ দেখা যায়। তাঁহাদের শাসন পদ্ধতি স্বতন্ত্র, উহা তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি। দরবেৎ জাতির খান্‌ই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি আটজন মন্ত্রী ও বিচারপতি এবং সেণ্ট-পিটার্সবর্গ হইতে সম্রাট্‌প্রেরিত একজন প্রতিনিধির সাহায্যে রাজার ন্যায় স্বজাতিগণের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

১৭৭১ ও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বহুসংখ্যক কালমাক্ চীন-সাম্রাজ্যে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে, অবুষ্টসেই-সার্ট প্রদেশের দক্ষিণে য়ুরাল ও বল্‌গা নদীর মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ষ্টেপি প্রান্তর জনশূন্য হইয়া পড়ে। তখন বুকাই সর্দ্দারের অধীনে কির্‌ঘিজ্ কসাক জাতির কয়েকটী শাখা কালমাক্ পরিত্যক্ত ভূমিতে আসিয়া বাস করে। কির্‌ঘিজ কসাকের এই দ্বিতীয় উপনিবেশ বুকাইর দল (Bukei horde বা Little Horde) নামে পরিচিত। আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যে এই ক্ষুদ্র কসাক-সম্প্রদায় কালমাক্ বা মোগলজাতির অনুরূপ। ইহাদের ভাষার সহিত তুর্কভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। কালমাক্ জাতির ন্যায় ইহারাও ভ্রমণশীল। কোন একস্থানে চিরস্থায়িরূপে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে না। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যাইবার সময় আপনাদের পালিত উষ্ট্র, গোমেষাদি জন্তুসমূহ লইয়া যায়। অশ্ব এবং ছাগ ইহাদের মূলধন, কারণ ঐ দুইটী পশুই ইহারা ওরেনবর্গ, ট্রোইস্ক ও অষ্ট্রাখান নগরে বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। কোন কোন ধনী কসাক ২০ হাজার পর্য্যন্ত ছাগ পালন করে। ইহাদিগকে যব, গোধূম ও ছোলা

প্রভৃতি শস্যের অতি অল্প পরিমাণেই চাস করিতে দেখা যায়। শীতকালে বনপ্রদেশ হইতে লোমশ পশু শিকার করিয়া ইহারা তাহার লোম বিক্রয় করে। গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন সাইগা হরিণ-শাবকগণ বন হইতে বহির্গত হইয়া নবজাত তৃণের লোভে প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইহারা দলবদ্ধ হইয়া শিকারে বহির্গত হইয়া থাকে। ঐ হরিণমাংস তাহাদের উপজীবিকা এবং চর্ম্ম হইতে ইহাদের আবশ্যকীয় অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিরঘিজ কসাকগণ ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহারা তেমন গোঁড়ামী দেখায় না।

শাসনপদ্ধতি।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে শাসনপদ্ধতির নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ও সুবন্দোবস্ত সংসাধিত হইলেও, রুষসাম্রাজ্যে পূর্ব্বতন রাজবিধিসমূহের বিশেষ কোনরূপ সংস্কার সাধিত হয় নাই। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ১ম আলেকসান্দার দ্বারা রাজকীয় শাসনবিধির একটী সম্পূর্ণ নিয়মতন্ত্র (a scheme of constitutional government) সঙ্কলিত হয়। এই মহদ্ব্যাপারে স্পেরানস্কি তাঁহার সহযোগী ছিলেন।

যদিও সংস্কারকার্য্যে রাজকীয় মন্ত্রিসভার এই প্রথম উদ্যম এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নবোৎসাহে ঐ সভা রাজনৈতিক ও শাসনসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; তথাপি নানা বিঘ্নবিপত্তি সমুপস্থিত হওয়ায় উহা সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে (Napoleonic wars) সমস্ত য়ুরোপকে বিপর্য্যস্ত করায় এই মহদুদ্দেশ্যের ঘোর অন্তরায় হইয়াছিল।

আততায়ী ফরাসী সৈন্যের আক্রমণরূপ ভয়াবহ বিপৎপাত হইতে রুষিয়া অব্যাহতি পায় নাই, তাঁহাকেও নিরন্তর আত্মরক্ষায় ব্যগ্র থাকিতে হইয়াছিল, কাজে কাজেই রাজবিধির কোনরূপ আমূল সংশোধন বা পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাজা ১ম আলেকসান্দর স্বীয় উদ্যম পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আপনার প্রিয় সহচর নোভোসিল্টসেফ্ ও ফরাসী নীতিবিদ্ দেকাম্পের (Lawyer Deschamps) সাহায্যে পুনরায় রাজবিধির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করান। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ পোলণ্ডবাসীকে স্বতন্ত্র শাসনবিধি দান করেন। অনন্তর সমগ্র রুষ সাম্রাজ্যে স্বাধীন ও ন্যায়পর বিচারপদ্ধতি বিস্তারের অভিপ্রায়ে তিনি ওয়ার্স নগরে একটী প্রাতিনিধিক মন্ত্রিসভা (Dist) স্থাপন করিয়াছিলেন। রুষিয়ার এই *Une assemblee des notables* সভা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ২য় আলেকসান্দারের শাসনকালে পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হয়। উক্ত বর্ষের ১৭ ফেব্রুয়ারী (১লা মার্চ) সম্রাট্ মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে, রুষ-প্রতিনিধিদিগকে রাজবিধি প্রবর্ত্তন, সংশোধন বা সঙ্কলন কার্য্যে বাদপ্রতিবাদশক্তি দান করিয়া কাউণ্ট লোরি মেলিকোয়োর বিবরণীতে স্বীয় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ঐ পাণ্ডুলিপির বিধিগুলির বাক্যবিন্যাস রাজানুমোদিত হইলেও ৪ঠা মার্চ্চ মন্ত্রিসভার (Committee of ministers) উপর উহার শেষ মঞ্জুরের ভার পড়ে, কিন্তু হঠাৎ রাজার মৃত্যু ঘটায় সেই মহৎ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ৮ই মার্চ্চ তারিখে ঐ রাজানুশাসন (Imperial decree) মন্ত্রিসভার সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইলে সেই দিন সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে উহা অনুমোদিত হইয়া গেল; অধিকন্তু ইহার পর ২৯এ এপ্রিল তারিখে সম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দার এই বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ একটী রাজাদেশ (manifesto) প্রচার করেন—"The Voice of God orders us to take in hand the work of government vigorously, in our hope in God's providence, and with faith in the power and truth of Autocratic power, which We are called upon to enforce and to protect from all attempts against it."

সে যাহাই হউক, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২য় আলেকসান্দার মন্ত্রিসভাকে যে সকল শক্তিদান করিয়া যান, তাহা অদ্যাপিও নিয়মিত ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। সময়ে সময়ে ঐ সভা পূর্ণরূপে "মন্ত্রিত্বের" শাসক-শক্তি ধারণ করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল মাত্র।

সম্রাট্ ৩য় আলেকসান্দারের রাজত্বকালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে (Local self-government) অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রজাবর্গের স্বায়ত্ত-শাসন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটীর স্বায়ত্ত-শাসনবিধি ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে "জেমষ্টভো" বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধীয় বিধিসমূহের অনেক সংশোধন হইয়াছিল। জেমষ্টভো বা সম্ভ্রান্ত সভায় সাধারণ প্রজার প্রবেশাধিকার নাই। তথায় তাহারা আপনাপন পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারে না, কিন্তু তাহারা যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করে, বিভাগীয় শাসনকর্ত্তৃগণ তাঁহাদের মধ্য হইতেই সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এই জেমষ্টভো সভার সভ্যগণ যাহা সুবিচার বা অবিচার করিবেন, তাহা যদি শাসনকর্ত্তার অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে তাহাই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য করিতে হইবে।

মিউনিসিপাল স্বায়ত্তশাসনসমিতিও ঐরূপ সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু প্রজাবর্গের স্বায়ত্তশাসনসমিতি শাসনকর্ত্তৃবর্গের নির্দ্ধারিত মণ্ডল বা গ্রামপতিদের (Landchiefs) হস্তে ন্যস্ত। এই প্রজা-সভা স্ব স্ব জাতি ও প্রদেশের এক একটী বিভাগের মধ্য হইতে এক একজন বিচারপতি (Cantonal jndges) নির্ব্বাচিত করিতে পারেন, ঐ বিচারকগণ দোষী ব্যক্তিকে বিচারার্থ বিচারাদালতে (*Volostnoi sudiya*) না আনিয়া সকল প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। তাহারা কখন কখন "কাজির বিচার" করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে কুণ্ঠিত নহেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রুষিয়ার সর্ব্বত্র ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য Justices of peace স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। দুইটী রাজধানী ও ছয়টী প্রধান নগর ব্যতীত অপর সকল স্থান হইতে এই শান্তিসভা উঠাইয়া দেওয়া হয়।

সমগ্র য়ুরোপীয় রুষিয়া ৫০টী শাসনবিভাগে (Government) বিভক্ত, তন্মধ্যে রাজাদেশে প্রথমে ৩৪ টীতে জেমস্টভো সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে আরও তিনটী বিভাগে ঐরূপ সংগঠনের আদেশ প্রচারিত হইলেও তথায় প্রজাবর্গের শিক্ষা ও নৈতিক অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান এবং দুর্ভিক্ষ দমন প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহাদের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব্ব করা হইয়াছে। সেণ্টপিটার্সবর্গ, মস্কো, কিব্ ও পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের আদেশ অনুসারে বাণিজ্যপ্রধান নগরসমূহে শাসনের যেরূপ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত রহিয়াছে বা পরে হইয়াছে, তাহা কতকাংশে অবরোধের অবস্থার (A lesser state of seize) অনুরূপ।

কৃষি ও বাণিজ্য।

শাসনের কঠোরতা হেতু য়ুরোপীয় রুষিয়ায় প্রজাপীড়নের অভাব হয় না। সময় সময় রাজদ্রোহিতার বিষময় ফলে রাজ্য ছারখার যাইবার উপক্রম হয়। সুখের বিষয়, এই সকল দুর্দ্ধর্ষ প্রজা রাজনৈতিক নহে। তাহারা ভূমিকর্ষণ বা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াই আপনাপন জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। প্রায় ⅘ অংশ রুষবাসী হলচালনা করিতেছে। স্থান বিশেষে ভূমির অবস্থা ভাল না হওয়ায় অথবা অত্যধিক শীতের প্রাবল্য থাকায় এখানে চাস বাসের বিশেষ সুবিধা ঘটে না। জিতোমির হইতে কিব্, তুলা, রয়জান, সিম্বির্স্ক ও উফা পর্য্যন্ত দক্ষিণপশ্চিম হইতে পূর্ব্বোত্তরে একটী রেখাপাত করিলে দক্ষিণ ও উত্তর রুষিয়ার ভূমির অবস্থা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইতে পারে, এই রেখার দক্ষিণে অষ্ট্রাখানের মরু ও উত্তর ককেশিয়ার প্রেরি-প্রান্তর পর্য্যন্ত প্রায় ২৭ কোটি একার ভূমি কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাপূর্ণ। এখানে শস্যক্ষেত্র তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর ও বনমালা বিরাজিত। সময় সময় অনাবৃষ্টি হেতু এখানে শস্যাদির অভাব ঘটিয়া থাকে।

উত্তরবিভাগে তুষারজলপ্লাবিত বা তুষারসিক্ত মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির অভাব হেতু তদ্বিভাগে শস্য অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার মৃত্তিকা কোথাও এঁটেল কাদা, কোথাও বা বালুর মত, এই জন্য উহাকে শস্যোৎপাদনোপযোগী করিতে অধিক পরিমাণে সার লাগে। পোদলিয়া, মধ্য রুষিয়া, রয়জান ও উত্তর বল্গা প্রদেশের মৃত্তিকায় ফস্ফেট্স্ পাওয়া যায়।

রুষিয়ার এই বিস্তীর্ণ ভূমিপৃষ্ঠ কয়েকটী রেখা বা বন্ধনী দ্বারা কৃষিক্ষেত্রের বিভাগ নির্দ্দেশ করা যায়। সর্ব্বদক্ষিণের প্রেরি-বিভাগে ধান্যক্ষেত্র ও গোচারণভূমি ("Prairie zone") নামে খ্যাত। ইহার উত্তরে পূর্ব্বোক্ত মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে "Ante-Steppe zone" এখানে কেবল বন ও মধ্যে মধ্যে শস্যক্ষেত্র। ইহার উত্তরে তৃণপূর্ণ ময়দান ও বন যেন একটী স্বতন্ত্র বন্ধনী দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, তাহারও উত্তরদিকে নিবিড় বনমালা, উহা Forest zone নামে অভিহিত। নিম্নোক্ত তালিকায় বন, প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্রাদির পরিমাণ দেওয়া গেল :—

বিভাগ	য়ুরোপীয় রুষ	পোলণ্ড
শস্যক্ষেত্র ও কর্ষিতভূমি	২৮৭৮৬৮০০০	১৫৯৩০০০
ময়দান ও গোচারণ ভূমি	১৭৪৯৫৮০০০	৫৬০৫০০০
বনমালা	৪২৫৬২২০০০	৬৬৬৩০০০
অকর্ষিত ভূমি	২১০০৬০০০০	১৬৩১০০০

সমগ্র রুষ সাম্রাজ্য ধরিতে গেলে মোট ভূমির ১০ ভাগের ৬ ভাগ জমিতে প্রতিবর্ষে ধান্যাদি শস্যের চাস হইয়া থাকে। ১৯০০ খৃঃ অঃ এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে যে পরিমাণ ভূমি চাস হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

প্রদেশ		ভূমির পরিমাণ একার
য়ুরোপীয় রুষ		১৭৮৯৬৩৬০০
পোলণ্ড		১০৭৭০০০০
কুবান্, ষ্টাভ্রোপোল টেরেক ও দাগেস্তান	উত্তর ককেসিয়ায় চারি গবর্মেণ্ট	১০৪৭০৭০০
তোবল্স্ক, তোমস্ক, যেনিসিস্ক ও ইর্খুট্স্ক	সাইবিরিয়ার ৪ গবর্মেণ্ট	৯১৮২০০০
অক্মোলিনস্ক, সেমিপালাটিনস্ক ও তুর্গাই এবং তুর্কিস্থান শেমি-রায়েশেন্স্ক	মধ্য এসিয়ায় চারি প্রদেশ	২১৩১৪০০

এই সকল কর্ষিত স্থানেও বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পোলণ্ড ও বল্টিক সাগরোপকূলবর্ত্তী রাজ্যসমূহে ভূমির উৎকর্ষতানিবন্ধন প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। মধ্য এবং উত্তর মধ্য রুষিয়ায় কেবল মাত্র রাই ও ওট্ (oat) জন্মে, দক্ষিণ ও পশ্চিম বিভাগে রাই, ওট্, যব, গোধূম, কাওনিদানা, মক্কা প্রভৃতি এবং পশ্চিমে আলুর চাস হইয়া থাকে।

শস্যাদি ব্যতীত এখানে চিনির জন্য প্রভূত পরিমাণে বিট্‌পালঙের চাস হয়। ঐ চিনি এবং ক্ষেত্রজাত শণ হইতে দড়ি; তিসি প্রভৃতি তৈলকর বীজ হইতে তৈল, দ্রাক্ষা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া রুষবাসী বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর রুষিয়ায় ১৯৯৯০০০০ গালন এবং ককেশিয়ায় ১৭০০০০০০ গালন মধ্য এসিয়ায় ১১৬০০০ গালন মদ্য চোলাই হইয়া থাকে।

উপরে শিক্ষাপ্রস্তাবে মধুমক্ষিকার ও গুটির চাসের উল্লেখ করিয়াছি। মধুচক্র হইতে মোম্ ও মধু এবং গুটী হইতে বস্ত্রবয়নোপযোগী রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। রুষিয়ার মৎস্য ধরার ব্যবসাও আছে। উত্তর মহাসাগরের মার্ম্মাণ উপকূলে, শ্বেতসাগরে, লাদোগা ও ওনেগা হ্রদে, বল্টিক্, কাস্পীয়, কৃষ্ণ ও আজব সাগরে; আরল হ্রদে এবং বল্‌গা ও য়ুরাল প্রভৃতি নদীতে মাছ ধরিয়া থাকে। মাছের ব্যবসার আয়ও নিতান্ত কম নহে।

নানা বিষয়ের কল কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ রুষের নানাস্থানে রেলপথ বিস্তার হইয়াছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার বিখ্যাত ট্রান্স-সাইবিরিয়ার রেলপথ বিস্তৃত হয়। তখন বৈকাল হ্রদের উপর রেলপথ ছিল না, উহার পার্শ্ব ঘুরিয়া পথ বিস্তারের সঙ্কল্প হয়। বর্ত্তমান রুষজাপান-যুদ্ধের সময় বৈকাল হ্রদের বরফের উপর দিয়া লাইন বসান হইয়াছিল। পরে পাকা পথ প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯০০-১ খৃষ্টাব্দে চীন-বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে রুষ যখন আর্থারবন্দর অধিকার করেন, তখন রাজ্যরক্ষা ও বাণিজ্যের উপায় স্বরূপ মাঞ্চুরিয়ায় হার্বিনে ও ব্লাদিভষ্টকে রেলপথবিস্তৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বাণিজ্য পথ ট্রান্স-ককেসিয়া প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ফর্গনা পর্য্যন্ত প্রধাবিত। ঐ পথ প্রথমে উজুনাদা ও ক্রাস্নোভোদ্স্ক হইতে ৬০৪ মাইল মের্ব্ব (Merv) পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখান হইতে একটী শাখা ১৯৪ মাইল হিরাটের নিকটবর্ত্তী খুস্ক নগরে পৌছিয়াছে। এখান হইতে উত্তরপূর্ব্ব মুখে মরুদেশ ঘুরিয়া আমুর নদীতটস্থ চার্জুই, বুখারা, কট্টিকুর্গান, সমকন্দ, খোকন্দ ও আন্দিজান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখান হইতে পুনরায় তাস্কেন্দ ২০৪ মাইল এবং নিউমার্ঘিলন ও কুবা পর্য্যন্ত ৫০ মাইল বিস্তৃত দুইটী শাখা আছে। এই রেলশাখা ২৩১৯ মাইল বিস্তৃত এবং ইহার অধিকাংশ স্থান সামরিক বিভাগের (Military railway battations) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত, মধ্য এসিয়া রেলপথের তাস্কেন্দ শাখা পুনরায় বিস্তৃত করিয়া সর্-দেরিয়া হইতে কজালিনস্ক ও তথা হইতে ওরেনবর্গ পর্য্যন্ত যাইতেছে। এই পথে রুষিয়ার তুলার বিপুল কারবার চলিতেছে।

এই ট্রান্স-ককেসিয়া রেলপথের আর একটা শাখা কৃষ্ণ-সাগরোপকূলস্থ বন্দরে বাটুম ও পোতি হইতে টিফ্‌লিস্ হইয়া বকু পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কার্স নগর পর্য্যন্ত ইহার একটী শাখা লাইন আছে। এই রেলপথের সহিত রুষিয়ার মূল রেল-পথের সংযোগ হইয়াছে। বকু হইতে কাস্পীয় সাগর পার হইয়া উজু নাদায় আসিলে এই রেলপথ দ্বারা লোকে মধ্য-এসিয়া পারস্য ও হিরাট সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিতে পারে। ঐ পথে সেণ্টপিটার্সবর্গ বা মস্কৌ রাজধানী গমনের সুবিধা হইয়াছে। এই পথ আপাততঃ বাণিজ্য বিষয়ের উন্নতিকল্পে বিস্তৃত হইলেও উহার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন গূঢ়তর রহস্য রহিয়াছে।

ভূতত্ত্ব।

রুষিয়ার ভূগর্ভমধ্যে প্রাচীন জগতের নিদর্শনসমূহ প্রোথিত থাকিলেও অপরাপর দেশনিহিত পদার্থের ন্যায় উহার কোন স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এই কারণে ইহার ভূপৃষ্ঠ ও সমভাবে ক্রমোচ্চনিম্ন অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ভূমির উপরিভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিলে কোথাও কর্দ্দম, কোথাও বালুকা, কোথাও খণ্ড খণ্ড প্রস্তরস্তূপ বা গণ্ডশৈল দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। ঐ সকল মৃত্তিকাস্তর শিলিউরীয় যুগের উর্দ্ধতন স্তর (ascending series) বলিয়াই অনুমিতি হয়। অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বতন স্তরে পদার্থসমূহ (deposits) কতকপরিমাণে দৃঢ়ীভূত অবস্থায় ক্ষুদ্র অধিত্যকাভূমে দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ উহার কোন পরিবর্ত্তন বা বিপর্য্যয় সাধিত হয় নাই।

ভূতত্ত্ববিদ্গণ এখানকার প্রাচীনতম স্তরসমূহের দৃঢ়কর্দ্দম, মার্ল (ফুলখড়িমিশ্রিত মৃত্তিকা বিশেষ) ও বালুকাস্তর-সঞ্চিত ভূগর্ভনিহিত পদার্থ সকল আলোচনাপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, উত্তর ওয়েল্‌সের শ্লেট প্রস্তরময় দৃঢ় পর্ব্বত সকল ভূযুগের যে সময়ে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, রুষিয়ার উপরোক্ত প্রাচীনযুগীয় বালুকাদিস্তরও সেই সময়ে গঠিত হয়। রুষিয়ার অন্য কোন স্থানের প্রাচীনস্তরে আগ্নেয়গিরিস্রাবিত ধাতব-

স্তরের সন্নিবেশ দেখা যায় না। কেবলমাত্র যুরাল পর্ব্বতমালায় ঐ শ্রেণীর প্রস্তর স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। রুষিয়ার অন্তত্র নিহিত আদিমস্তর সমূহ (Soft primœval strata) এখনও সমাবস্থায় পতিত থাকিলেও যুরালপ্রদেশে তাহা Metamorphous rocks, crystalline schists limestone ও quartz প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই যুরাল পর্ব্বতের পশ্চিমে পার্ম্ম, ওরেনবার্গ, কাসাব, নিজনি-নবগোরোদ, য়ায়োস্লাব, কোষ্ট্রোমা, বিয়ৎকা ও বোলোদ্‌গা প্রদেশের প্রাচীন কণিকা স্তরের (older sedimentary srata) উপর পার্ম্মীয় প্রস্তর স্তর বিস্তৃত দেখা যায়। উহাতে Palæogoic যুগের জীবসজ্বের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বিদ্যমান আছে। কয়লা যুগীয় স্তরে যে সকল বৃক্ষ ও মৎস্যাদির চিহ্ন অন্তত্র নিহিত অবস্থায় পাওয়া যায়, এখানকার উপরোক্ত যুগের নিহিত জীববৃক্ষাদি (Fauna and flora) সেই জাতীয় হইলেও, আকৃতগত পার্থক্য অনুসারে তাহাদের অন্ত শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই পার্ম্মীয় যুগস্তরে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের উৎপত্তি। গ্রিট, বালুপাথর, মার্ল, কনগ্লোমারেট, লাইমষ্টোন, জিপ্‌সাম, লবণ, তাম্র, গন্ধক প্রভৃতি পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই পার্ম্মীয় যুগনিহিত পদার্থসমূহের মধ্যে কয়লার চিহ্ন-মাত্রও বিদ্যমান নাই। দক্ষিণ যুরাল পর্ব্বত হইতে ওরেণবর্গের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের পালিওজোইক্ ও ক্ষুটোলাইন প্রস্তরস্তরে সৈন্ধবলবণের খনি আছে। স্থানে স্থানে লবণজলোদ্গারী প্রস্রবণ দেখা যায়।

পোলণ্ডরাজ্যের কোন কোন শাসনবিভাগে Younger seconder ও tertiary যুগস্তরই প্রধান। তথায় পালিওজোইক যুগের প্রস্তরস্তর স্থানে স্থানে বিরাজিত দেখা যায়। ফিন্‌সের চতুর্দ্দিকে ডিভোনীয় প্রস্তরস্তরে বিভিন্ন ও আশ্চর্য্য গঠনের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল এবং লাইমষ্টোন্ ও কয়লা রহিয়াছে। রুষসাম্রাজ্যে সিলিউরীয় স্তরের প্রাধান্য হেতু আদৌ কয়লা জন্মিতে পারে নাই।

ওনেগা উপসাগরে এবং যুরাল পর্ব্বতের পশ্চিম ঢালু-দেশের স্বর্ণ পাওয়া যায়; কিন্তু উক্ত পর্ব্বতের সাইবিরিয়া সীমায় বিস্তৃত স্বর্ণখনি আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যুরাল পর্ব্বতের পশ্চিমে ৫৭°৪০´ উঃ অক্ষাংশ প্লাতিনাম্ ধাতুর ৬টী খনি লইয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল। রুষিয়ায় রূপা নাই, কিন্তু পার্ম্ম ওরেনবার্গ ও বিয়ৎকাবিভাগে তাম্র ও লৌহের অনেক খনি আছে। স্থানে স্থানে পারদ, সেঁকোবিষ, নিকেল, কোবাল্ট, সৌবীরাঞ্জন ও বিসমাথ্ দেখিতে পাওয়া যায়।

ওনেগা ও লাদোগা উপসাগরের উত্তর সীমায় উৎকৃষ্ট মর্ম্মর ও দানাদার পাথরের খনি আছে। সেণ্টপিটার্সবর্গের হর্ম্ম্যাবলী সের্দোবেলের বিখ্যাত মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। উহার বর্ণ ধবল ও লোহিতাভ।

উপরে যে সৈন্ধব লবণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এখানকার একটী প্রধান বাণিজ্য উপকরণ। যুরাল পর্ব্বতের উবলী নামক স্থানে প্রভূত লবণ উত্তোলিত হয়।

রুষ-সাহিত্য।

রুষ-সাহিত্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—কথিত ও লিখিত। প্রথম ভাগে 'বিলিনি' অর্থাৎ প্রাচীন রুষিয়ার গল্পাবলী। ভ্রমণকারী ভট্টকবিগণ সেই প্রাচীন গাথা মুখে মুখে সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকে। গত ৪০ বৎসরের মধ্যে রুষীয় সাহিত্যিকগণ উক্ত প্রাচীন গাথাকে কালানুযায়ী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

(১) প্রাচীন বীরগণের কীর্ত্তি, (২) কিফের রাজকুমার ব্লাদিমিরের যুগ, (৩) নবগোরোদ যুগ, (৪) মস্কো যুগ, (৫) কসাক গাথা, (৬) পিতরের যুগ ও (৭) আধুনিক কাল। বর্ত্তমান ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে এই সমস্ত সাহিত্য সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হইতেছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মাইরিল বা ক্রুষ্‌দানিলক্ নামক একজন কসাক সর্ব্বপ্রথমে এই প্রাচীন গাথা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খৃঃ লিক্ষ্‌জিগ্ নগরে ঐ গুলি জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদিত হয়। প্রথম যুগে যে সকল বীরের গাথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেগুলি প্রকৃতি-পূজার নামান্তর মাত্র। যেমন ভগ্না (হিন্দুর গঙ্গার ন্যায়) ভসেস্‌্লাবিত, মিকুল, এবং স্বিয়াটোগর অর্থাৎ দেশীয় নদী ও পর্ব্বত প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা এই যুগে পূজিত হইয়াছিলেন। গরিনিক্ সর্প, বাসুকি বা অনন্তের ন্যায় ইঁহার মাথায় মণি আছে ও ইনি নিধিরক্ষক। আবার নৃসিংহ-অবতারের ন্যায় এখানে অর্দ্ধ সর্প ও অর্দ্ধ মনুষ্য পূজিত হইতেন, একজন ভীমকায় ঔদরিক দেবতার বর্ণনা অতীব ভয়ানক। এতদ্ভিন্ন নাইটিংগেল নামক অপদেবতার গাথা আছে।

দ্বিতীয় যুগের সাহিত্য কিফের রাজকুমার ব্লাদিমিরের অত্যাশ্চর্য্য কাহিনীপূর্ণ। ইঁহার সময়ে রুষিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। উপরোক্ত সাহিত্য ব্যতীত রুষিয়ার সর্ব্বত্রই ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা প্রকার প্রাচীন গাথা প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা রুষিয়ার পৌরাণিক যুগের ও দেবতত্ত্বের সুন্দর আভাষ পাওয়া যায়। রুষিয়ার দেবতত্ত্ব আলোচনা করিলে বেশ বোধ হয়, যেন উহা কোন বৈদেশিক দেবতত্ত্বের অনুরূপেই কল্পিত

হইয়াছে। বিশেষ গবেষণার সহিত ইহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় এবং প্রাচীন ভারতীয় দেবতত্ত্বের সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, ভারতীয় পৌরাণিক যুগের সার্ব্বজনীন দেবসমাজ সুদূর য়ুরোপপ্রান্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। রুষিয়ার এই সমধর্ম্মী (Comparative) দেবসমাজ এই অভিনবত্বার উদ্ঘাটনে সম্যক্ উপযোগী।

দ্বিতীয় বিভাগ—লিখিত সাহিত্য। নবগোরোদের শাসনকর্ত্তা অষ্ট্রোমিরের আদেশে গ্রিগোরী কর্ত্তৃক এইগুলি সর্ব্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ হয়। ১০৭৬ খৃঃ গ্রীক সাহিত্য হইতে সঙ্কলন করিয়া প্রথম রুষীয় ভাষায় এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বা শব্দকোষ সঙ্কলিত হয়। অবশেষে নূতন ও প্রাচীন টেষ্টামেণ্ট লইয়া রুষিয় লিখিত সাহিত্যের ২য় যুগ আরব্ধ হয়। থিওডিসিয়াসের লেখা হইতে রুষীয় মধ্যযুগেও প্রাচীন পৌত্তলিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঝিডিয়াডা নামক গ্রন্থকার বৈজন্তী লেখকগণের বাগাড়ম্বরপূর্ণ সমাসযুক্ত বাক্য ব্যবহার করেন। এই সময় হইতে রুষীয় ভাষায় শেষ বিস্তার হইতে থাকে।

নেষ্টরের ইতিহাসের সহিত রুষিয়ায় ঐতিহাসিক সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। তৎপরে কিফ্, নবগোরোদ, ভল্‌হিনিয়া প্রভৃতি স্থানে ঐতিহাসিক সাহিত্যের বহু বিস্তৃতি হয়। এই সকল প্রাচীন ইতিহাসে অনেক কৌতুকোদ্দীপক উপন্যাসের মূল সূত্র বিদ্যমান আছে।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ভ্রমণবৃত্তান্তবিষয়ক সাহিত্যের পুষ্টি হইতে থাকে। দানিয়েল্ নামক একব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তই এই সাহিত্যের ভিত্তি। তৎপরে আথানেসিয়াস্ নিকিটিন্ নামে টাবর নগরের এক বণিক্ ১৪৭০ খৃঃ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অনেক ভারতীয় তত্ত্ব জানা যায়। ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে এবং হাক্‌লুইট্ সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ব্লাদিমির মোনোমাখ্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পুত্রগণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনেক জ্ঞাতব্যতত্ত্ব জানা যায়। ইহাতে শলভোনিক সম্রাট্‌গণের দৈনন্দিন জীবনী সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে তুরকের বিশপ্‌সাইরিলের ধর্ম্মোপদেশ হইতে ধর্ম্ম সাহিত্যের উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু এই সাহিত্য বৈজন্তীর ন্যায় অলঙ্কারযুক্ত বাক্যপূর্ণ। অধিকাংশই উৎপ্রেক্ষা ও রূপকে পূর্ণ, এই সাহিত্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর জীবনচরিতও বর্ণিত আছে।

গল্প সাহিত্যে ইগরই প্রথম স্থান অধিকার করেন। নবগোরোদের নিকটবর্ত্তী ইগরের রাজকুমার পালাভট্‌জেস নামক স্থানে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই সমস্ত অলৌকিক কাহিনী উপন্যাসচ্ছলে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুঁথি কাথারাইনের পুস্তকাবলীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। ইগরের পুস্তক হইতে অনেক প্রত্নতত্ত্ব ও শব্দরহস্য জানিতে পারা যায়। প্রাচীন বুলগেরিয়ার অনেক গল্প রুষীয় সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। উক্ত কিফের যুদ্ধকাহিনী উপন্যাস সাহিত্যের একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন দ্রাকুলার উপন্যাস অতীব বিস্তৃত ও হৃদয়গ্রাহী-বর্ণনায়-পূর্ণ।

আইন সাহিত্যের মধ্যে (১০১৮-১০৫৪ খৃঃ) নবগোরোদের ইতিহাসে রক্ষিত প্রাচীন আইন সংগ্রহই সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। এই সংগ্রহ স্কন্দনাভীয় আইনের অনুরূপ। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, তৎকালে রুষিয়ার সভ্যতা অন্যান্য য়ুরোপীয় প্রদেশের সহিত তুল্য কক্ষে স্থাপিত ছিল। অনন্তর ১৪৯৭ এবং ১৫৫০ খৃঃ আইনের সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন হয়। আলেক্সিসের আইন সংগ্রহও এক অপূর্ব্ব বস্তু। ইহার দণ্ডবিধি আইনে এইরূপ আছে—স্ত্রীলোকে পতিহত্যা করিলে তাহাকে জীবিত অবস্থায় গোর দেওয়া হইবে। সাক্ষীদিগের নিকট সত্য জানিবার জন্য তাহাদিগকে নানারূপ মন্ত্রণা দেওয়া হইত। আদালতের সাক্ষিগণ অক্ষত অবস্থায় ফিরিতে পারিতেন না। বহু কশাঘাত খাইয়া এবং দুই একটী অঙ্গ হারাইয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিতেন। আসামী অপেক্ষা সাক্ষীর লাঞ্ছনা শতগুণে অধিকতর ছিল। যিনি তামাক সেবন করিতেন, তাঁহার নাক্ কাটিয়া দেওয়া হইত। অবশেষে পিতর দি গ্রেটের সময়ে এই কঠোর আইনের বিধি সকল সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হয়।

১৫৫৩ খৃঃ সর্ব্বপ্রথমে মস্কৌতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় এবং ১৫৫৪ খৃঃ আপষ্টল্ নামক পুস্তক সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রিত হয়। ইবান থিওডোরফ্ এবং পিতর মষ্টিস্লাভেট্‌জ নামক দুইজন সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাকরের স্মৃতির জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে দুই প্রকাণ্ড স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৫৮১ খৃঃ সর্ব্বপ্রথম শলভোনিক বাইবেল মুদ্রিত হয়।

ইবান্ দি টেরিব্লের সময়ে "গার্হস্থ্য আচার" নামক প্রকাণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হয়। প্রথমে সিল্‌ভষ্টার নামক এক নীতিজ্ঞ স্বীয় পুত্রবধূ পেলাজিয়াকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই ক্রমে সাধারণে সুপরিচিত হইয়া মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকে রুষীয় জীবনের উজ্জ্বল চিত্র বিদ্যমান। এই পুস্তকপাঠে স্পষ্টই দৃষ্ট হয় যে গৃহস্থালীতে পত্নীর প্রতি পতির সর্ব্বতোমুখী

প্রভুত্ব ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে পত্নীকে যে কোন শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন। সর্ব্বতোভাবে স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তন করাই স্ত্রীর একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। মোগলগণের সময় হইতে রুষিয়ায় স্ত্রীলোকদিগের অবরোধপ্রথা সৃষ্ট হয়। ১৬শ শতাব্দীতে কৌলীন্যমর্য্যাদা সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ১৭শ শতাব্দীতে বহুগ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে তোবলস্ক নগরবাসী সাজ্জিয়াসের 'ক্রোনোগ্রাফ' অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

'আজফের অবরোধ' একখানি গদ্যকাব্য, ইহা কাদম্বরীর ন্যায় সমাসবহুল সালঙ্কারবাক্যে লিখিত। তৎপরে গ্রিগোরী কোটো সিখিনের রুষিয়ার ইতিহাস নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিত হয়। তৎপূর্ব্বে এত বড় পুস্তক আর লিখিত হয় নাই। ১৮৪০ খৃঃ উহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে রুষীয় জীবনের সমস্ত সামাজিক চিত্রই জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত দেখা যায়। তৎপরে ক্রিঝানিক্ নামক এক পণ্ডিত রুষ ভাষাসমূহের ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ সঙ্কলন এবং ১৮৬০ খৃঃ রুষ সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সূচিত হইয়াছে। এইকালে ধর্ম্মাধিকরণ লইয়া সম্রাটের সহিত পাদ্রিগণের যে বিরোধ হয়, ডিয়ান ক্যান্সির বক্তৃতাধ্বনিতে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। মস্কো নগরে ইঁহার সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান ছিল। ইনি বিশালকায় ব্যক্তি ছিলেন। ইহার উচ্চতা সাড়ে চারি হাত ছিল।

১৬২৮ হইতে ১৬৮০ খৃঃ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পলোটজ্‌স্কির আবির্ভাব হয়। তাঁহার সময়ে প্রাচীন যুগ সমাপ্ত হইয়া রুষ-সাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব হইল। তিনি সম্রাট্ থিওডোরের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সময়েই রুষিয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক সাহিত্যক্ষেত্রে বিকীর্ণ হইতে থাকে। তিনি Garland of Faith বা ভক্তিমালিকা নামে প্রকাণ্ড ধর্ম্মগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাঁহার ঐন্দ্রজালিক লেখনীতে রুষিয়ায় যুগান্তর উপস্থিত হইল। গ্রাক ও ইতালীয় সাহিত্য রুষভাষায় অনুবাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর মাইকেল রোমানোসফ্ নামক লেখকের অবিশ্রান্ত লেখনী বহুতর উপাদেয় গ্রন্থ প্রসব করিতে লাগিল। তিনি মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুস্তক লিখিতে লাগিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার লেখনী সমান চলিতে লাগিল। অবিলম্বে টাটিস্‌টীফ্ নামক রাজমন্ত্রী রুষিয়ার ইতিহাস লিখিলেন। ইহার পরে ট্রেডিয়া কোবিস্কি নানা কাব্য রচনা করিলেন। তৎপরে এলিজাবেথের রাজ্যকাল হইতে রুষীয় সাহিত্যে ফরাসীপ্রভাব সংক্রামিত হইল এবং আলেক্‌সান্দার সুমারোকফ্ কাব্য, নাটক, আখ্যান, ইতিহাস প্রভৃতি ফরাসী আদর্শে রচনা করিলেন। তাঁহার উদ্যোগিতায় ১৭৫৬ খৃঃ সেন্টপিটার্সবর্গে সর্ব্বপ্রথম রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সাইমন পলোটজ্‌স্কির ধর্ম্মবিষয়ক নাটকাবলী অভিনীত হইতে লাগিল। তৎপরে মাইকেল খেয়াস্কফ নামক কবি দুইখানি প্রকাণ্ড মহাকাব্য রচনা করিলেন। দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত 'রোষিয়াড়া' এবং ১৮শ সর্গে বিভক্ত ব্লাদিমির। তৎপরে বোন্দানোভিচ্ কিউপিড ও সাইকির বৃত্তান্ত অবলম্বনে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। ইঁহার রচনা অতি মধুর ও সুললিত।

ইবান্ খেমনিজার হইতে বর্ত্তমান ঔপন্যাসিক লেখকের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই সমস্ত উপন্যাসে প্রাচ্যভাবের সম্পূর্ণ ছায়া বিদ্যমান। এই সমস্ত উপন্যাস অনেক প্রাচ্য-গ্রন্থের অনুবাদ বলিলেও হয়।

খেমনিজার প্রথমে জেলার্টের অনুবাদ করিয়া পরে মৌলিক গ্রন্থ লিখিতে থাকেন। প্রথমে ভিসিন্ নামক নাটক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি বিদ্রূপের কশাঘাতে রুষসমাজের অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত সুন্দর ভ্রমণবৃত্তান্ত রুষ-সাহিত্যের একটী অলঙ্কার স্বরূপ। অতঃপর সুকবি ডার্‌জাবিনের আবির্ভাব হইল। ইনি কাথারাইনের রাজসভায় সভাকবি ছিলেন। ইঁহাকে রুষিয়ার মিল্টন বলা যাইতে পারে। ইঁহার 'ঈশ্বরস্তোত্র' সমস্ত য়ুরোপে বিখ্যাত। এই সময়ে রাডিস্‌চেফ্ ও নোভিকফ্ উদ্দীপনাপূর্ণ কাব্য লিখিয়া নির্ব্বাসিত হন।

তৎপরে আলেক্‌সান্দরের রাজত্বকালে নিকোলাস্ কারাম-জিন্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার রুষসাম্রাজ্যের ইতিহাস রুষ-সাহিত্যের বিরাট্ স্মৃতিস্তম্ভ। এতদ্ভিন্ন তিনি উপন্যাস, ও কাব্য রচনা সকল বিষয়ে সমভাবে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন।

ইহার পরে প্লেটন দ্মিত্রিএফের সময় হইতে রুষসাহিত্যে ইংরাজ কবিগণের প্রভাব সংক্রামিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ইবান্ ক্রিলফ্ (১৭৬৮-১৮৪৪ খৃঃ) নামক সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক দেশীয় সাহিত্যে নানা অলঙ্কার প্রদান করিলেন। ইঁহার উপন্যাসে রুষিয়ার জাতীয় জীবন অতি সুন্দর ভাবে লিখিত আছে। পরে সুকবি ঝুকোভিস্কি কাব্যক্ষেত্রে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইঁহার সময় হইতে "রোমাণ্টিক স্কুল" বা অলৌকিক কাহিনীর সূত্রপাত হয়।

ইনি অনুবাদে অতি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৮০২ খৃঃ ইনি ইংরাজ-কবি গ্রের এলিজির রুষানুবাদ করেন। তাহা সর্ব্বত্রই সাদরে গৃহীত হয়। অতঃপর তিনি জর্ম্মাণ কবি গেটে, শিলার, উহ-লণ্ড এবং ইংরাজকবি বাইরন, মুর ও সাদি হইতে পদ্যানুবাদ প্রচারিত করেন। তিনি নানা বৈদেশিক কাব্যের সুললিত কবিতা সকল রুষভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি রস্তম ও জোহাবের মহাভারত হইতে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অতি সুললিত ছন্দে অনুবাদ করেন। ফির্দ্দোসীর শাহনামা এবং হোমার ও ওডেসিরও পদ্যানুবাদ করিয়া যান। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া গ্নেডিক্ হোমরের ইলিয়ড্ অনুবাদ করিলেন। অনন্তর নিকোলাসের সভায় রাজকবি পুষ্কিন্ প্রাদুর্ভূত হইয়া রুষ-সাহিত্যকে নানা রত্নালঙ্কারে সুশোভিত করিলেন। নাটক, কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধাদি সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সর্ব্বতত্ত্বভেদিনী প্রতিভা ছিল। অবশেষে রহস্য প্রিয় কবি গ্রিবইডফ্ প্রহসন রচনায় অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তাঁহার "গোর অট্ উমা" বা "অতি বুদ্ধির পোঁদে দড়ি" নামক প্রহসন য়ুরোপীয় সাহিত্যের অপূর্ব্ব রচনা। এই সময়ে কজ্লফ্ নামক কবি স্কচ্‌কবি বার্ণসের 'সাটার্ডে নাইট' রুষ ভাষায় অনুবাদিত করেন। ইনি রুষিয়ার অন্ধকবি বলিয়া খ্যাত।

পুষ্কিনের মৃত্যুর পরে সর্ব্বপ্রধান কবি (১৮১৪-১৮৩৮ খৃঃ) লারমণ্টফ্ প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার লেখনী বিয়োগান্ত কাব্য রচনায় শক্তিশালিনী ছিল। তিনি পূর্ব্বে স্কটলণ্ডবাসী ছিলেন। তৎপ্রণীত 'ডেমন' বা দানবকাব্য অতি উপাদেয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

অতঃপর কলটজফ্ নিকিটিন নামক কবিদ্বয় গীতি-কবিতায় বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। ইহার পরে জেগোস্কিন নামক ঔপন্যাসিক জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রুষিয়ার সারওয়াল্টার স্কট। অবশেষে নিকোলাস্ গোগল নামক সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক লেখনী ধারণ করেন। ইনি ব্যঙ্গকাব্যে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তৎপ্রণীত "উন্মাদের স্মৃতি" নামক গ্রন্থে যেরূপ অপূর্ব্বকল্পনা ও রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তৎপ্রণীত 'প্রেতাত্মা' অপূর্ব্ব কাব্য। গোগল পরিশেষে পাগলের ন্যায় নিজ রচনাবলীতে অগ্নি প্রদান করেন। তিনি ১৮৫২ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তাঁহার সময় হইতে মৌলিক রুষ উপন্যাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে ইবান্ টার্জেনিফ্ নামক আধুনিক ঔপন্যাসিক থাকারে ও ডেকেন্সের আদর্শে অনেক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তৎপরে আলেক্‌সান্দর হার্জেন্ নামক স্বাধীন লেখক "কে দোষী" নামক অপূর্ব্ব উপন্যাস রচনা করেন। স্বাধীনচিত্ততার জন্য তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তৎসম্পাদিত 'কলোকল' (বা ঘণ্টাধ্বনি) নামক সংবাদ-পত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গ্রাহক ছিল। অতঃপর দস্তোভিস্কি (১৮৮১ খৃঃ) 'দরিদ্রলোক' ও 'প্রেতপুরীর পত্র' নামক দুই অপূর্ব্ব উপন্যাস রচনা করেন। তৎপরে কাউণ্ট টলষ্টই নামক বিখ্যাত নাটককারের প্রতিভা নানাভাবে রুষ সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুবাদ বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কাউণ্ট এল্ টলষ্টই সর্ব্বজন বিদিত লেখক। তাঁহার "যুদ্ধ ও শান্তি" অগ্রন্থ।পূর্ব্ব

১৮৮৩ খৃঃ ইবান্ টার্জ্জোনিয়োর মৃত্যু হয়। তিনিই রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁহার "ভদ্রলোকের আবাস-ভবন" নামক গ্রন্থ পৃথিবীর সমস্ত ভাষারই অলঙ্কার স্বরূপ হইবার যোগ্য। তৎপ্রণীত "ভার্জ্জিন সইল" বা 'অহল্যা ভূমি' অপূর্ব্ব বস্তু। এই সময়ে বেলিনিস্কি নামক এক প্রসিদ্ধ সমালোচক জন্মগ্রহণ করেন। কারামজিনের সময় হইতে রুষীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য দীর্ঘ পদক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। পলেভই রুষ সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি টেলিগ্রাফ নামক প্রধান রুষ সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও আমলোটর অনুবাদক। অতঃপর সলোভি-এফ্ ২৯ ভাগে বিভক্ত প্রকাণ্ড রুষিয়ার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। এই সময়ে কাষ্টামারফ নামক বিখ্যাত লেখক "য়ুরোপদূত" গ্রন্থ ও বহু সমালোচনা পূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। উষ্ট্রিয়ালোফ্ পিতর দি গ্রেটের সময়ের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইহার পর অনেক লেখক বৈদেশিক ইতিহাসও রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক বেষ্টুজেফ্ রিউমিন রুষীয় ইতিহাসের উপাদান নামক পুস্তকের ১ম ভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন (১৮৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত)। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে প্রকাণ্ড সাহিত্যক কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বর্ত্তমানকালে মেসার্স পিপিনের শলভোনিক সাহিত্যের ইতিহাস উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বর্ত্তমানকালে রুষিয়ার কবির মধ্যে মৈকফ্, জাজিকফ্ ও পলোনিস্কি প্রভৃতি প্রধান।

রুষিয়ার পণ্ডিতগণ শব্দবিজ্ঞানে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভষ্টোকফ্ নামক অধ্যাপক শলভোনিক ভাষা-রহস্য নামক বিরাটগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বহু অভিধান ও শব্দকোষ সংগৃহীত হইয়াছে। হিল্‌ফারডিং জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে এক বৃহদ্‌গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। মিনায়েফ্ নামক অধ্যাপক 'ভারততত্ত্ব' সম্বন্ধে নানা কথা লিখিতেছেন।

বর্ত্তমান রুষীয় সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস লেখা এস্থলে অসম্ভব। এজন্য অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

পুষ্কিন ও লার্মণ্টোফের পরবর্ত্তী যুগের সর্ব্বপ্রধান কবি মেক্রাসফ্ ১৮৭৭ খৃঃ প্রাণত্যাগ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী কবি রুষিয়ায় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৮৯৫ খৃঃ আপুখ্টিন নামক গীতি-কবির মৃত্যু হয়। তৎপরে ১৮৯৭ খৃঃ এর মধ্যে আপোলন মৈকফ্ এবং পলোনিস্কি নামক দুই প্রসিদ্ধ কবির মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁরা রুষিয়ায় সর্ব্বজনবিদিত কবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বর্ত্তমান কালের কবিগণের মধ্যে এ-করিমুফিস্কি, ইবান বুনিম্ এবং কনস্তান্তাইন্ বোমোণ্টেরের নাম করা যাইতে পারে। শেষোক্ত ব্যক্তি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ইংরাজকবি শেলির কাব্য রুষকবিতায় অনুবাদ করেন।

ঐতিহাসিক সাহিত্যে বর্ত্তমান কালে রুষগণ বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। এস্থলে তাহার বিবরণ প্রদান করা একরূপ অসম্ভব। "রুষিয়ান্ এনটিকোয়ারী" বা রুষপ্রত্নতত্ত্ব-সমিতির প্রকাশিত ঐতিহাসিকতত্ত্ব বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন কেবল ইতিহাসক্ষেত্রের আলোচনায় বহুসংখ্যক সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। ১৮৯৭ খৃঃ সেণ্টপিটর্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক বেষ্টুঝেফ্-রিউমিন পরলোক গমন করেন। তিনি ৩২শ বৎসর ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎসঙ্কলিত রুষিয়ার ইতিহাসের কেবল প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়-ভাগের প্রথমার্দ্ধ প্রচারিত হইয়াছে। সলোভিএফ্ ও কষ্টোমারফ্ নামক ঐতিহাসিক দ্বয়ের মৃত্যুতেও রুষিয়ার ইতিহাসচর্চ্চা মন্দীভূত হইয়াছে।

ইদানীন্তন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অধ্যাপক মিলিউকফ্ রুষীয় শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অধ্যাপক বিল্বাসফ্ "কাথারাইনের রাজ্যকাল" নামক গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ১৮৯৯ খৃঃ রুষকবি পুষ্কিনের মৃত্যুদিনের শততম বার্ষিক সভাস্থলে বর্ত্তমান রুষ-কবিগণ নানারূপ কবিতাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত রুষপণ্ডিত ম্যাক্সিম্ কোভালেভ্স্কি "যুরোপে অর্থনীতিশাস্ত্রের ইতিহাস" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। ১৮৯৯ খৃঃ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিউচএভস্কি রুষিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতাবিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফ্ "মধ্যযুগে ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু গোগল ও টলষ্টয় প্রভৃতির ন্যায় বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অদ্যাপি রুষিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। টলষ্টয় বৃদ্ধবয়সে Resurrection বা পুনরুত্থান নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস রচনা করিয়া অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। নব্য লেখকগণের মধ্যে এ-চেখব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তরুণবয়সেই বিশেষ লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গোর্কি, আর্টেল, ষাসিন্স্কি প্রভৃতি লেখকগণ গল্পরচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছেন।

রুষ্ট (ত্রি) রুষ-ক্ত, বিকল্পপক্ষে ইড়ভাবঃ। রোষযুক্ত, ক্রুদ্ধ।

রুষ্টি (স্ত্রী) রুষ-ক্তিন্। ক্রোধ, কোপ।

রুষ্য (অব্য) রোষযুক্ত। (রামায়ণ ২।৯৮।১২)

রুস্তুমাৎ (আরবী) ভূম্যধিকারিগণ প্রজার নিকট হইতে অন্যায়রূপে খেসারত স্বরূপ যে কর বা সেলামী আদায় করিয়া থাকেন।

রুস্তম, পারস্যের একজন যোদ্ধা। ইতিহাসে তিনি রুস্তম দাস্তান এবং জাবুলীস্থানের অধিবাসী হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি রুস্তম জাবুলী নামেও পরিচিত ছিলেন। নরীমান তনয় শামের পৌত্র ও জালজারের পুত্র। এরূপ অদ্বিতীয় বীর ও প্রসিদ্ধ রণকুশলী পারস্যে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। কয়ানীয়বংশীয় ষষ্ঠ রাজা বাহ্মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

রুস্তম আলী (মোলানা), তফ্সীর-সঘীর নামক কোরাণের টীকাপ্রণেতা। ইনি কনোজবাসী আলী আসঘরের পুত্র। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

রুস্তমকাদ্ খোজিয়ানী (খাজা), জনৈক বিখ্যাত পারসী কবি। খোরাসানপতি সুলতান ওমারের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন। (১৪০৮ খৃঃ)

রুস্তম জমান্ খাঁ, গুজরাতের একজন সেনাপতি। প্রকৃত নাম ইল্লীয়ার খাঁ। শেখ আবদুল শোভানের পুত্র। ইনি প্রথমে গুজরাতের শাসনকর্ত্তা নবাব মুবারিজ্ উল্‌মুলক্ সরবলন্দ খাঁর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। সম্রাট্ ফরুখ্শিয়ার ইহাকে ৬ হাজারী মনসব্দার করিয়া রুস্তম জমান্ উপাধি দান করেন। সম্রাট্ মহম্মদশাহ নবাব সরবলন্দ খাঁকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা অজিতসিংহ মারবাড়ীকে গুজরাতের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিলে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বিজয়াদশমীর দিন রণক্ষেত্রে ইল্লীয়ার খাঁ প্রাণত্যাগ করেন।

রুহ, বীজজন্ম, উৎপত্তি। ২ প্রাদুর্ভাব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ রোহতি। লোট্ রোহতু। লিট্ রুরোহ, রুরুহতুঃ। লুট্ রোঢ়া। লৃট্ রোক্ষ্যতি। লুঙ্ অরুক্ষৎ। সন্ রুরুক্ষতি। যঙ্ রোরুহ্যতে। যঙ্ লুক্ রোরোঢ়ি। ণিচ্ রোহয়তি। রোপয়তি। লুঙ্ অরূরুহৎ অরূরুপৎ। অধি+

আ+রুহ=আরোহণ। বি+অপ+রুহ=ব্যপরোহণ। অব+রুহ=অবরোহণ। প্র+রুহ=প্ররোহ, জনন।

রুহ্ (ত্রি) রোহতীতি রুহ (ইগুপধেতি। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক। ১ জাত। ২ আরূঢ়।

"বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ।" (মনু ১।৪৮)

রুহক (ক্লী) ছিদ্র। (শব্দচন্দ্রিকা)

রুহা (স্ত্রী) রোহতি ছিন্নাপি পুনরুৎপদ্যতে ইতি রুহ-ক, টাপ্। দূর্ব্বা। ১ "নীলদূর্ব্বা রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্ব্বিকা।" (ভাবপ্র০) ২ মহাসমঙ্গা। (রাজনি০)

রুহিরুহিকা (স্ত্রী) রুহ-ইন্ রুহিরুৎপত্তিঃ রুহি রুহিণা পুনঃ পুনরুদ্ভবেন কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্। উৎকণ্ঠা।

রুহ্বন্ (পুং) রোহতীতি রুহ (শীঙক্রুশি রুহীতি। উণ্ ৪।১১৩) ইতি ক্বনিপ্। বৃক্ষ।

রূক্ষ, পারুষ্য। অদন্ত চুরাদি, পরস্মৈ০ অক০ সেট্। লট্ রূক্ষয়তি, রূক্ষাপয়তি।

রূক্ষ (ত্রি) রূক্ষয়তীতি রূক্ষ পারুষ্যে পচাদ্যচ্। ১ অপ্রেম। ২ অচিক্কণ।

"ঊর্দ্ধাঙ্গুলিঃ স কণ্ডূয়ন্ ধুষন্ রূক্ষান্ শিরোরুহান্।" (ভারত ১।১৫৩।৬)

(পুং) ৩ বৃক্ষ। ৪ বরক তৃণ। (রাজনি০)

রূক্ষগন্ধক (পুং) রূক্ষো গন্ধো যস্য কন্। গুগ্‌গুলু। (রাজনি০)

রূক্ষণ (ত্রি) শুষ্ককরণ। বৈদ্যকমতে স্থূলকায় ব্যক্তিকে কৃশতা-করণ। "অতিস্নিগ্ধস্য রূক্ষণম্" (সুশ্রুত)

রূক্ষণাত্মিকা (স্ত্রী) ১ কৃষ্ণচণক বৃক্ষ, কাল ছোলা। ২ লঙ্কা নামক শিম্বীধান্য, চলিত তেওড়া। (রাজনি০)

রূক্ষতা (স্ত্রী) রূক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। রূক্ষত্ব। রূক্ষের ভাব ও ধর্ম্ম, কর্কশতা।

রূক্ষদর্ভ (পুং) রূক্ষঃ কর্কশো দর্ভঃ। হরিদর্ভ, শরপত্রদর্ভ।

রূক্ষপত্র (পুং) রূক্ষাণি পত্রাণি যস্য। শাখোট বৃক্ষ। (রাজনি০)

রূক্ষপেষম্ (অব্য০) রূক্ষং পিনষ্টি পিষ্-ণমুল্। নির্দ্দয়ভাবে পেষণ, কর্কশভাবে পেষণ। এই শব্দ অব্যয়, 'রূক্ষপেষং পিনষ্টি' এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

রূক্ষপ্রিয় (পুং) রূক্ষস্য প্রিয়ঃ। যবভৌষধ। (রাজনি০)

রূক্ষস্বাদুফল (পুং) রূক্ষং স্বাদু চ ফলং যস্য। ধন্বনবৃক্ষ।

রূক্ষা (স্ত্রী) রূক্ষয়তীতি রূক্ষ-অচ্-টাপ্। দন্তিবৃক্ষ। (রাজনি০)

রূক্ষিকা (স্ত্রী) রূক্ষ, কর্কশ।

রূঢ় (ত্রি) রুহ-ক্ত। ১ জাত।

"যেন স্ত্রিয়ঃ সংশ্রয়দোষরূঢ়ং স্বভাবলোলেত্যযশঃ প্রমৃষ্টং।" (রঘু ৬।৪১)

২ প্রসিদ্ধ।

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।" (রঘু ২।৫৩)

(পুং) ৩ প্রসিদ্ধ শব্দ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অপেক্ষা না করিয়া শব্দবোধজনক শব্দ, যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া অর্থবোধ জন্মায় তাহাকে রূঢ় শব্দ কহে। যৌগিক, যোগরূঢ় বা রূঢ় শব্দ এই তিন প্রকার। ইহার মধ্যে সঙ্কেতযুক্ত যে নাম তাহাকে রূঢ় কহে এবং ইহাকে সংজ্ঞাও বলা যায়। এই রূঢ় শব্দ আবার নৈমিত্তিক, পারিভাষিক, ও ঔপাধিক ভেদে তিন প্রকার।

"রূঢ়ং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্তিতে।
নৈমিত্তিকী পারিভাষিক্যৌপাধিক্যপি তদ্ভিদা॥"
"জাতিদ্রব্যগুণস্পন্দৈর্ধর্ম্মৈঃ সঙ্কেতবত্তয়া।
জাতিশব্দাদিভেদেন চাতুর্ব্বিধ্যং পরে জগুঃ॥" (শব্দশক্তিপ্র০)

কোন কোন পণ্ডিতের মতে—জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া এই চতুর্বিধ ধর্ম্মদ্বারা এই রূঢ় শব্দ আবার চারি প্রকার। গো গবয়াদি শব্দ গোত্ব, গবয়ত্ব জাতি দ্বারা সঙ্কেতিত হওয়ায় ইহা রূঢ় হইয়াছে, সুতরাং ইহা 'জাত্যা রূঢ়ঃ' জাতি দ্বারা রূঢ়। পশু ও আঢ্যাদি শব্দ, লাঙ্গুল ও ধনাদি দ্রব্যদ্বারা সঙ্কেতিত হওয়ায় 'দ্রব্যেণ রূঢ়ঃ' এই শব্দ দ্রব্য দ্বারা রূঢ় হইয়াছে। ধন্য ও পিশুনাদি দ্রব্য পুণ্য ও দ্বেষাদি গুণদ্বারা সঙ্কেতিত হওয়ায় 'গুণেন রূঢ়ঃ' গুণদ্বারা রূঢ় হইয়াছে। চল ও চপলাদি শব্দ ক্রিয়া দ্বারা সঙ্কেতিত হওয়ায় ইহা রূঢ় হইয়াছে। এই চারি-প্রকার রূঢ় শব্দ।

পারিভাষিক, নৈমিত্তিক এবং ঔপাধিকের লক্ষণ যথা—

"জাত্যবচ্ছিন্নসঙ্কেতবতী নৈমিত্তিকী মতা।
জাতিমাত্রে হি সঙ্কেতাদ্ব্যক্তের্ভানং সুদুষ্করম্॥
যন্নামজাত্যবচ্ছিন্নসঙ্কেতবৎ সা
নৈমিত্তিকী সংজ্ঞা যথা গোচৈত্রাদিঃ॥" (শব্দশক্তিপ্র০)

যে নাম জাত্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেতযুক্ত, অর্থাৎ 'গো' এই শব্দ উচ্চারণ করিলে গোত্ব জাতিত্ব এই শব্দেই পূর্ব্বাপর সঙ্কেতিত হইয়াছে, সুতরাং গোত্ব জাত্যবচ্ছিন্ন গো শব্দকেই প্রতিপন্ন করিতেছে, এবং শব্দবোধেরও কোন হানি হয় না, এইজন্য ইহার নৈমিত্তিক সংজ্ঞা হইয়াছে।

"উভয়াবৃত্তিধর্ম্মেণ সংজ্ঞা স্যাৎ পারিভাষিকী।
ঔপাধিকী ত্বনুগতোপাধিনা যা প্রবর্ত্ততে॥
উভয়াবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্নসঙ্কেতবতী সংজ্ঞা পারিভাষিকী, যথাকাশডিত্থাদি। যা চানুগতোপাধ্যবচ্ছিন্নসঙ্কেতবতী সংজ্ঞা সা ত্বৌপাধিকী যথা ভূতদূত্যাদিঃ।" (শব্দশক্তিপ্র০)

যে সংজ্ঞা উভয়াবৃত্তি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সঙ্কেতযুক্ত তাঁহাকে নৈমিত্তিক, যথা আকাশ ও ডিথাদি। আর যে শব্দ অনুগত উপধ্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেতযুক্ত, তাহাকে ঔপাধিকরূঢ় কহে। যথা ভূত দূত প্রভৃতি শব্দ। [যোগরূঢ় শব্দ দেখ।]

রূঢ়কি (রুরকি), যুক্তপ্রদেশের শাহরাণপুর জেলার একটী তহসীল। গঙ্গার পশ্চিমকূলে শিবালিক শৈলমালার পাদমূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৮৯ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। একটী নাত্যুচ্চ-পর্ব্বতগণ্ডের শিখরদেশে সোলানী নদীগর্ভের অদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৫২´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৫´৪°´´ পূঃ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরভাগ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ।

গঙ্গার খাল কাটার পূর্ব্বে এই নগর সামান্য একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে পরিণত ছিল। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া যখন গঙ্গার খাল এই নগরের পার্শ্ব দিয়া বিস্তৃত হয়, তখন এখানে খালকাটার কারখানা ও লৌহের কারখানা এবং পরে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশীয় ছাত্রবৃন্দকে স্থাপত্যবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য এখানে The Thomson Civil Engineering College স্থাপিত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে এই শ্রেণীর এইরূপ সুবৃহৎ বিদ্যালয় আর দ্বিতীয় নাই। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথমে সেনাদলের একটী ছাউনী হয়। পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রকৃত প্রস্তাবে একটী গোরাবাজার স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন জলবায়ুর পরিমাণ-নির্দ্দেশক এখানে একটী সুন্দর Meteorological observatory আছে।

রূঢ়প্রণয় (ত্রি) রূঢ়ঃ প্রণয়ঃ। প্রগাঢ় প্রণয়, অতিশয় প্রণয়।

রূঢ়বংশ (ত্রি) রূঢ়ঃ বংশঃ। প্রসিদ্ধবংশ, খ্যাতবংশ।

রূঢ়ি (স্ত্রী) রুহ-ক্তিন্। ১ জন্ম। ২ প্রাদুর্ভাব। ৩ প্রসিদ্ধ।

"রূঢ়ি পরম্পরায়াতা সেয়মস্মদ্গৃহে স্থিতা।"(রাজতর° ৪।২৭১)

৪ আরোহণ।

"গচ্ছত্যধস্তৃণগুণঃ শ্রিতকূপযন্ত্রঃ
পুষ্পাশ্রয়া সুরশিরো ভুবি রূঢ়িমেতি॥" (রাজতর° ১।২৮০)

৫ রূঢ় শব্দনিষ্ঠ শক্তি, রূঢ় শব্দ।

"লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্‌যোগাপহারিণী।
কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ॥"

(কুমারভট্টকারিকা)

রূপ, তৎকৃতি, রূপকরণ, এই ধাতু অদন্তচুরাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ রূপয়তি। লুঙ্ অরুরূপৎ।

রূপ (ক্লী) রূয়তে কীর্ত্ত্যতে রৌতীতি বা রু (খষ্পশিল্পশষ্পেতি। উণ্ ৩।২৮) ইতি দীর্ঘশ্চ, রূপয়তীতি রূপ-অচ্ বা। ১ স্বভাব। ২ সৌন্দর্য্য। ৩ নামক। ৪ পশু। ৫ শব্দ। ৬ গ্রন্থাবৃত্তি। ৭ নাটকাদি। ৮ আকার।

"তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্॥" (মনু ৩।৭৭)

৯ শুক্লাদি। (বিশ্ব) হেমচন্দ্র প্রভৃতিতে নামক স্থানে'নাণক' এই অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

রূপ ১৬ প্রকার, যথা—১ হ্রস্ব, ২ দীর্ঘ, ৩ স্থূল, ৪ চতুরস্র, ৫ বৃত্ত, ৬ শুক্ল, ৭ কৃষ্ণ, ৮ নীলারুণ, ৯ রক্ত, ১০ পীত, ১১ কঠিন, ১২ চিক্কণ, ১৩ শ্লক্ষ্ণ, ১৪ পিচ্ছিল, ১৫ মৃদু, ১৬ দারুণ। (মহাভারত মোক্ষধর্ম্মপ°)

রূপের লক্ষণ—

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্‌ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্‌ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥"

(উজ্জ্বলনীলমণি)

অভূষিত অঙ্গ কোন ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া শোভমান হইলে তাহাকে রূপ কহে।

নৈয়ায়িকদিগের মতে—ইহা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চক্ষুরিন্দ্রিয় এই রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারাই করিতে হয়। রূপ দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষ কারণ, চক্ষু ইহার সহকারিকারণ।

এই রূপ শুক্লাদি ভেদে অনেক প্রকার। নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার; জলাদি পরমাণুরূপ নিত্য এবং তদ্ভিন্ন অন্য অনিত্য।

"চক্ষুর্গ্রাহ্যং ভবেদ্রূপং দ্রব্যাদেরুপলম্ভকম্।
চক্ষুষঃ সহকারি স্যাচ্ছুক্লাদিকমনেকধা।
জলাদিপরমাণৌ তন্নিত্যমন্যৎ সহেতুকম্॥"

রূপ শব্দ উত্তর পদস্থিত হইলে উপমানবাচক হইয়া থাকে।

'স্যুরুত্তরপদে প্রখ্যঃ প্রকারঃ প্রতিমো নিভঃ।
ভূতরূপোপমাঃ কাশঃ সন্নিভঃ প্রথিতঃ পরঃ॥' (হেম)

শাস্ত্রে অতিশয় রূপের নিন্দা আছে। যাহারা অত্যন্ত রূপবান্ তাহারা প্রায়ই দুঃখী হইয়া থাকে। দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা উমা মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অতিশয় রূপসম্পন্না নারী নানাগুণবিভূষিতা হইয়াও কেন তাহারা দুঃখিতা ও কান্তসৌখ্যবিবর্জ্জিতা হইয়া থাকে। ইহাতে মহাদেব বলিয়াছিলেন, অতিশয় রূপই দুঃখের কারণ, এইজন্য লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ রূপ ইচ্ছা করেন না, পুরুষ বা স্ত্রী যে কেহ হউক অতিরূপ দ্বারা অল্পায়ুঃ বা সুখহীন হইয়া থাকে। দময়ন্তী ও সীতা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, এইজন্য ইঁহারা দুঃখিতা ও কান্তসুখবর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। এই

রূপের জন্য অহল্যা বন্ধ্যা এবং তিলোত্তমা দাসী হইয়াছিল। অতএব অতিরূপই দুঃখের কারণ।*

রূপ শব্দের বৈদিক পর্য্যায় নির্ণিক, বব্রি, বর্প, বপুঃ, অমতি, অপ্স, প্সু, অপ্ন, পিষ্ট, পেশ, কৃশন, শ্মর, অর্জ্জন, তাম্র, অরুষ, শিল্প। (বেদনি° ৩ অ°)

রূপ, ত্রিগর্ত্ত বা কোটকাণ্ড্রার জনৈক নরপতি।

রূপক (ক্লী) রূপয়তীতি রূপি-ণ্বুল্। ১ নাটক। 'রূপারোপাত্তু রূপকং' রূপ আরোপিত হয়, এজন্য নাটককে রূপক কহে। রূপক নাটকাদিভেদে দশ প্রকার। ইহা ভিন্ন উপরূপক ১৮ প্রকার, সর্ব্বসমেত রূপক ২৮ প্রকার।

নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্কবীথ্য ও প্রহসন এই দশ প্রকার রূপক, এবং নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্যক, ব্যান, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ ও ভাণ এই অষ্টাদশ প্রকার উপরূপক। ২ মূর্ত্ত। (সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

"আদিশ্যতাঞ্চ চিত্রে কিমালিখামীহ রূপকম্।"

(কথাসরিৎসা° ৫৫।৪৩)

৩ কাব্যালঙ্কারভেদ, রূপক অলঙ্কার। ইহার লক্ষণ—

"রূপকং রূপিতারোপাৎ বিষয়ে নিরপহ্নবে।"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৬৯)

নিরপহ্নব বিষয়ে যে স্থলে রূপিতের আরোপ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে, প্রকৃত বিষয় গোপনের নাম নিরপহ্নব, যে স্থলে প্রকৃত বিষয় গোপন না করিয়া উপমেয়ে উপমানের আরোপ হয়, তথায়ই এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। এই লক্ষণ আরও একটু পরিস্ফুট ভাবে বলিতে গেলে এইরূপ বলা যায়। প্রতিষেধের অভাব হইয়া যে স্থলে উপমানে উপমেয়ের আরোপ হইয়া থাকে, সেই স্থলেই এই অলঙ্কার হইবে। আরোপ শব্দে তাদাত্ম্যাধ্যাস, অর্থাৎ তদ্রূপতা উপমেয়ে উপমানের একরূপতা, কথন কথন তাহাই তাদাত্ম্যাধ্যাস।

এই রূপক অলঙ্কার তিনপ্রকার পরম্পরিত, সাঙ্গ ও নিরঙ্গ।

"তৎপরম্পরিতং সাঙ্গং নিরঙ্গমিতি চ ত্রিধা।"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৭০)

যে স্থলে কোন বস্তুর আরোপ অন্য বস্তুর আরোপণের কারণ হইয়া থাকে, তথায় পরম্পরিত রূপক হয়, এই পরম্পরিত রূপক শ্লিষ্ট ও অশ্লিষ্ট নিবন্ধন চারিপ্রকার হয়।

"যত্র কস্যচিদারোপঃ পরারোপণকারণং।
তৎপরম্পরিতং শ্লিষ্টাশ্লিষ্টশব্দনিবন্ধনং।
প্রত্যেকং কেবলং মালারূপকঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৭১)

পরম্পরিত রূপক কেবল শ্লিষ্ট ও কেবল অশ্লিষ্ট এবং শ্লেষ দ্বারা মালারূপও অশ্লেষে মালারূপ এই চারি প্রকার।

যে স্থলে কেবল শ্লিষ্ট পদদ্বারা এই রূপক হয়, তথায় কেবল শ্লিষ্ট, অশ্লিষ্ট পদদ্বারা হইলে কেবল অশ্লিষ্ট, এবং শ্লেষদ্বারা মালারূপে বর্ণিত হইলে শ্লিষ্ট মালারূপক এবং শ্লিষ্ট না হইলে অশ্লিষ্ট মালারূপক হইবে।

উদাহরণ—

"আহবে জগদুদ্দণ্ডরাজমণ্ডলরাহবে।
শ্রীনৃসিংহ মহীপাল স্বস্ত্যস্তু তব বাহবে॥
অত্র রাজমণ্ডলং নৃপসমূহ এব চন্দ্রবিম্ব-
মিত্যারোপো রাজবাহোঃ রাহুত্বারোপে নিমিত্তং"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

হে শ্রীনৃসিংহ মহীপাল! যুদ্ধকালে জগতে উদ্ধত রাজমণ্ডলে (চন্দ্রমণ্ডলে) রাহুরূপ বাহুর তোমার মঙ্গল হউক।

এইস্থলে শ্লেষে নৃপসমূহে চন্দ্রবিম্বের আরোপ, এবং রাজবাহু রাহুত্বে আরোপের কারণ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল, শ্লেষদ্বারা আরোপ হওয়ায় শ্লিষ্ট পরম্পরিত রূপক হইল। এই রূপ যে স্থলে শ্লেষদ্বারা হইবে না, তথায় অশ্লিষ্ট পরম্পরিত রূপক হইবে।

মালারূপক উদাহরণ—

"মনোজরাজস্য সিতাতপত্রং শ্রীখণ্ডচিত্রং হরিদঙ্গনায়াঃ।
বিরাজতি ব্যোমসরঃ সরোজঃ কর্পূরপুরপ্রভমিন্দুবিম্বং॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

কর্পূরপুঞ্জসদৃশ চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত আছে। এই চন্দ্র-

---

* উমোবাচ।
রূপাতিশয়সম্পন্না নানাগুণসমন্বিতাঃ।
কিমর্থং দুঃখিতা জাতাঃ কান্তসৌখ্যবিবর্জ্জিতাঃ॥
ঈশ্বর উবাচ।
দময়ন্তী তথা সীতা রূপাতিশয়পারগা।
দুঃখিতা তেন সংজাতা কান্তসৌখ্যবিবর্জ্জিতা॥
অহল্যা বন্ধকী জাতা কপিলস্য চ যোষিতা।
রূপস্য তু প্রভাবেন দাসী জাতা তিলোত্তমা॥
তস্মাদ্রূপঞ্চ নেচ্ছন্তি লক্ষণজ্ঞাস্তপোধনাঃ।
অতিরূপেণ স্বল্পায়ুঃ পুরুষো যোষিতোঽপি বা।
অথবা সৌখ্যহীনস্তু জায়তে তু মহাতপে॥"
(দেবীপুরাণ নন্দাকুণ্ডপ্রবেশাধ্যায়)

মণ্ডল কামনরপতির সিতাতপত্র, দিগঙ্গনায় চন্দ্রতিলক, বা আকাশগঙ্গায় পদ্ম।

এই স্থলে মালারূপে মনোজাদির রাজত্বাদিতে আরোপ এবং চন্দ্রবিম্বের সিতাতপত্রত্বাদিতে আরোপের নিমিত্ত হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

সাঙ্গ রূপক—

"অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ।
সমস্তবস্তুবিষয়মেকদেশবিবর্ত্তি চ ॥
আরোপ্যাণামশেষাণাং শাব্দত্বে প্রথমং মতম্।
যত্র কস্যচিদার্থত্বমেকদেশবিবর্ত্তি তৎ ॥"

(সাহিত্য দ° ১০।৬৭২-৬৭৪)

অঙ্গের সহিত অঙ্গীর যদি রূপণ অর্থাৎ আরোপ হয়, তাহা হইলে সাঙ্গরূপক হয়। ইহা আবার দুই প্রকার—সমস্তবস্তু-বিষয় ও একদেশবিবর্ত্তি। অশেষ আরোপ্যের অর্থাৎ উপমানের যদি শাব্দত্বে আরোপ হয়, তাহা হইলে সমস্তবস্তুবিষয়ক রূপক, আর যে স্থলে কোন আরোপ্যমাণের অর্থরূপে আরোপ হয়, তাহা হইলে একদেশবর্ত্তি রূপক হইয়া থাকে।

নিরঙ্গ রূপক আবার দুইপ্রকার, কেবল ও মালারূপক, যে স্থলে কেবল একমাত্র অঙ্গের রূপণ অর্থাৎ আরোপ হয়, তথায় নিরঙ্গ-রূপক হইবে।

"নিরঙ্গং কেবলস্যৈব রূপণং তদপি দ্বিধা।
মালা কেবলরূপত্বাৎ তেনাষ্টৌ রূপকে ভিদাঃ ॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৭৬)

কোন কোন স্থলে সাঙ্গরূপকেও আরোপ্য বিষয় শ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

যে রূপকালঙ্কারে বর্ণনা মাধুর্য্যে অতিশয় বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক হয়।

"অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্যং রূপকং যত্তদেবতদ্।"

উদাহরণ—

ইদং বক্ত্রং সাক্ষাৎ বিরহিতকলঙ্কঃ শশধরঃ
মুক্তাধারাধারশ্চিরপরিণতং বিম্বমধরঃ।
ইমে নেত্রে রাত্রিন্দিবমধিকশোভে কুবলয়ে
তনুর্লাবণ্যানাং জলধিরবগাহে সুখতরঃ ॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৭৮)

তোমার এই মুখ কলঙ্করহিত চন্দ্র, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্তু এই মুখে কিছুমাত্র কলঙ্ক নাই, অধর সুধাধারার আধার এবং চিরপরিণত বিম্ব, নেত্রদ্বয় রাত্রিন্দিব অধিক শোভাযুক্ত নীলোৎপল, শরীর লাবণ্যের সমুদ্র এই শরীর অবগাহনে অতিশয় সুখকর।

এই শ্লোকে মুখে চন্দ্রের আরোপ, অধরে বিম্বের, নেত্রে কুবলয়ের, শরীরে লাবণ্যসমুদ্রের আরোপ হইয়াছে, এই সকল আরোপ হওয়ায় রূপক এবং এই রূপকে বর্ণনায় অতিশয় বৈচিত্র্য থাকায় অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক হইল।

রূপক ও পরিণামালঙ্কারে এইরূপ ভেদ আছে—প্রকৃত বিষয়ে কোন এক বস্তুর আরোপ হইলে রূপক ও আরোপ্যমাণ বস্তু আরোপ বিষয়ের অভিন্নরূপে অর্থ প্রস্তুত কার্য্যের উপযোগী হইলে পরিণাম অলঙ্কার হয়। কিন্তু পরিণাম অলঙ্কারে যে আরোপ হইবে, তাহার বর্ণনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হওয়া চাই, কিন্তু রূপকে তাহা হইবে না, আরোপমাত্রই রূপকালঙ্কারের বিষয়, এবং যে স্থলে আরোপ অভিন্নরূপে প্রকৃতার্থের উপযোগী হইবে, তথায় পরিণাম হইবে।

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

৪ সংখ্যাবিশেষ।

"সঙ্কালী প্রোচ্যতে গুঞ্জা সা তিস্রো রূপকং ভবৎ।
রূপকৈর্দ্দশভিঃ প্রোক্তঃ কলঞ্জো নাম নামতঃ ॥" (যুক্তিক°)

৫ উপমান। "যত্র তু রূপ্যরূপকয়োঃ সাদৃশ্যমস্ফুটমিতি।"

(সাহিত্যদর্পণ ১০ পরি°)

৬ মুদ্রা। "গুঞ্জাত্রয়স্য মূল্যং পঞ্চাশদ্রূপকাগুণযুতস্য।"

(বৃহৎসংহিতা ৮১।১২)

রূপকতাল (পুং) তালভেদ, বাদ্যের তাল বিশেষ।

রূপকর্ত্তৃ (পুং) রূপস্য কর্ত্তা। বিশ্বকর্ত্তা। (রামা° ৫।২২।১৩)

রূপকার (পুং) ভাস্কর, মূর্ত্তিকার। (কথাসরিৎসা° ৩৭।৯)

রূপকৃৎ (ত্রি) রূপং করোতি কৃ-কিপ্ তুক্ চ। ত্বষ্টা। (শত°ব্রা° ১১।৪।৩।১৭) (পুং) ২ ভাস্করমূর্ত্তিকর। (কথাসরিৎসা° ৩৭।৯)

রূপগড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর বরোদারাজ্যের নবসরি বিভাগের অন্তর্গত একটী দুর্গ। শোণগড়-নগর হইতে ৭॥০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে প্রস্রবণের জলে পরিপূর্ণ একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। বরোদা-সীমান্তে অবস্থিত এই দুর্গ ভীলবিদ্রোহদমনে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল।

রূপগোস্বামী, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য ও একজন কবি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হন। সংস্কৃতভাষায় ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলি প্রেম ও মাধুর্য্যভাবে পূর্ণ। ইনি মহাপ্রভুর পরমভক্ত ও পার্শ্বচর বলিয়া খ্যাত।

ইনি কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের বংশধর। সনাতনরচিত লঘু-তোষিণী হইতে ইঁহাদের এইরূপ একটী বংশলতিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধদেব, তৎপুত্র রূপেশ্বর ও

হরিহর। রূপেশ্বর রাজ্যতাড়িত হইয়া পৌরস্ত্যরাজ্যের অন্তর্গত শেখররাজ্যে বাস করেন। তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ নৈহাটীতে আইসেন। এখানে পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ নামে তাঁহার পাঁচপুত্র জন্মে। মুকুন্দতনয় কুমার বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ফত্তেয়াবাদে যান। তিনি সনাতন, রূপ ও বল্লভ নামে তিনটী উপযুক্ত পুত্র লাভ করেন।

বংশতালিকামতে,—সনাতন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, রূপ মধ্যম ও শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা বল্লভ সর্ব্বকনিষ্ঠ। মতান্তরে রূপ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সনাতন ও অনুপম তাঁহার ভ্রাতা।

রামকেলিগ্রামে ইহাঁদের নিবাস ছিল। শ্রীরূপগোস্বামী বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। বিবিধবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া ইনি গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দীন্ হুসেনশাহের (১৪৯৪-১৫২১ খৃঃ) উজীর নিযুক্ত হন। হুসেন শাহ হিন্দু-কর্ম্মচারিগণকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। উজীর শ্রীরূপ রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া প্রধান অমাত্য ও সাকর-মল্লিক উপাধি লাভ করেন। যবনের কর্ম্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বীয় ভবনের নিকট শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামক দুইটী জলাশয় খনন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে কদম্বকানন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অগ্রজের সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় গমন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির উপাসনা করিতেন।

প্রবাদ আছে, একদিন প্রভাতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে, সেই দুর্দ্দিনে উভয়ে রাজাদেশ মান্য করিয়া রাজ-দরবারে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারা পথের ধারে কুটীর মধ্য হইতে কএকটী অস্ফুট বাক্য শুনিতে পাইলেন। ভিক্ষুক-প্রণয়িনী বলিতেছে, নাথ! প্রভাত হইয়াছে, গাত্রোত্থান কর ও ভিক্ষায় বহির্গত হও। ঘরে আজ তণ্ডুলাদি কিছুই নাই। পত্নীর এবংবিধ বাক্যশ্রবণে বৃদ্ধ ভিক্ষুক বলিল, এখনও প্রভাত হয় নাই, এরূপ ঘোর ঘনঘটায় মনুষ্যের বহির্গমন অসম্ভব। শৃগালাদি লোলুপ পশুও এরূপ দুর্ঘটনায় বিবর হইতে বহির্গত হয় না। একমাত্র ক্রীতদাস বা নফরেরাই প্রভুর আদেশে এরূপ সময়ে আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাপালনতৎপর হয়।

দরিদ্র ভিক্ষুকের বাক্যে শ্রীরূপের চৈতন্যোদয় হইল। রাজার দাসত্ব তাঁহাকে শৃগালাদি অপেক্ষা হেয় করিয়াছে জানিয়া তিনি রাজসম্মান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিবেক আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল, সংসার ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি সেই দিনেই সুলতান সমীপে উপনীত হইয়া রাজকার্য্যসমাপনান্তে তীর্থ-যাত্রার বাঞ্ছা জানাইলেন। অনেক ওজর আপত্তির পর, রাজা তাঁহাকে তীর্থ সন্দর্শনে গমন করিতে অনুমতি দিলেন, তিনিও প্রেমোল্লাসে বিভোর হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকার কালে শ্রীরূপ একদিন সংবাদ পাইলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপ ধামে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার শরণ লইতে শ্রীরূপের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাত্রাকালে রামকেলি গ্রাম সন্দর্শন করিয়া যান। এখানে বিষয়বিরাগী রূপসনাতন প্রভুর শ্রীচরণ লাভ করেন। অনতিবিলম্বে রূপ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দীনবেশে নীলাচলে যাইয়া প্রভুর চরণাশ্রিত হইলেন, পরে তাঁহারই আদেশে বৃন্দারণ্যে যাইয়া লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার ও অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি এই—

উজ্জ্বলনীলমণি, উৎকলিকাবল্লরী, উদ্ধবদূত, উপদেশামৃত, কার্পণ্যপুঞ্জিকা, কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, গঙ্গাষ্টক, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, গৌরাঙ্গসুরকল্পতরু, চৈতন্যাষ্টক, ছন্দোহষ্টাদশক, দানকেলিকৌমুদী, নাটকচন্দ্রিকা, পদ্যাবলী, পরমার্থসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, প্রেমেন্দু-সাগর, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মথুরামহিমা, মুকুন্দমুক্তারত্নাবলীস্তোত্রটীকা, যমুনাষ্টকরসামৃত, ললিত-মাধব নাটক, বিদগ্ধমাধব নাটক, বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ব্রজ-বিলাসস্তব, শিক্ষাদশক, সংক্ষেপামৃত বা সংক্ষেপভাগবতামৃত, সাধনপদ্ধতি, স্তবমালা, হংসদূতকাব্য, হরিনামামৃতব্যাকরণ, হরেকৃষ্ণমহামন্ত্রার্থনিরূপণ, লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, বৃহৎগণোদ্দেশ-দীপিকা, শ্রীরূপচিন্তামণি, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু, প্রযুক্তাখ্যচন্দ্রিকা, রাগময়ীকণা, তুলস্যষ্টক, বৃন্দাদেব্যষ্টক, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, বৃন্দাবনধ্যান, চাটুপুষ্পাঞ্জলি ও প্রেমেন্দু-কারিকা। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদগ্ধমাধব ও ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে উৎকলিকাবল্লরীর রচনা সমাপন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-তোষিণীতে তাঁহার রচিত দুইখানি রসামৃতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৪১১ শকে তাঁহার জন্ম ও ১৪৮০ শকে তাঁহার অন্তর্ধান। তিনি ২৭ বৎসর কাল গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট ৪৩ বৎসর কাল বৃন্দাবনধামে বৈরাগ্যাবস্থায় অতিবাহিত করেন। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি বৃন্দারণ্যে থাকিয়া ৮৪টী বনতীর্থ উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণবজগতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটী বিস্তৃত লীলাক্ষেত্র প্রকটন করিয়া যান। তাঁহার ভক্তিযুক্ত ভাববিন্যাস ও লিপিকৌশল এবং তীর্থনির্দ্দেশক শ্লোকাবলী পাঠ করিলে হৃদয়ে স্বতঃই আনন্দ ও বিমোহন

ভাবের উদয় হইয়া থাকে। নিম্নে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম:—

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥"

(দ্বিতীয়লহরী ১১ শ্লোক)

শ্রীরূপগোস্বামীর "কারিকা" নামে একখানি বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থও পাওয়া যায়। চারিশতাব্দ পূর্ব্বের সেই প্রাচীন বাঙ্গালা এতাদৃশ প্রাঞ্জল যে, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্যে লিখিত হইয়াছে যে, "শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জয়। অথবস্তুনির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণনির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ, স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধাতে বসে। শব্দগুণ কর্ণে, গন্ধগুণ নাসাতে, রূপগুণ নেত্রে, রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগের মূল দুই। হঠাৎ শ্রবণ ও অকস্মাৎ শ্রবণ ইত্যাদি।"

রূপ ও সনাতন বাঙ্গালায় একনামে "রূপসনাতন" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারা একত্র ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনা করেন। উভয় ভ্রাতার জীবনী একস্রোতে প্রবাহিত হওয়ায় উহা বিশদ ভাবে সনাতন শব্দে বিবৃত হইবে। [সনাতন গোস্বামী দেখ।]

রূপগ্রহ (ত্রি) রূপং গ্রাহয়তি গ্রহ-অচ্। রূপগ্রহণকারী চক্ষুঃ।

রূপচন্দ্র, রূপমঞ্জরী নামমালা-রচয়িতা। গোপালের পুত্র। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রূপচন্দ্রগণি, একজন প্রসিদ্ধ জৈনপণ্ডিত।

রূপচাঁদা, স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্যভেদ।

রূপজ (ত্রি) রূপেণ জায়তে জন-ড। রূপজাত, রূপদ্বারা জাত।

রূপণ (ক্লী) রূপ-ল্যুট্। ১ আরোপকরণ। ২ প্রমাণ। ৩ পরীক্ষা।

রূপতত্ত্ব (ক্লী) রূপস্য তত্ত্বং। শীল, স্বভাব।

'স্যাদ্রূপং লক্ষণং ভাবশ্চাত্মপ্রকৃতিরীতয়ঃ।
সহজো রূপতত্ত্বঞ্চ ধর্ম্মসর্গৌ নিসর্গবৎ॥' (হেম)

রূপতম (ত্রি) অতিশয় রূপশালী। (শত° ব্রা° ৩।৩.৪।২৩)

রূপতা (স্ত্রী) রূপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। রূপত্ব, রূপের ভাব বা ধর্ম্ম।

রূপদীয়া, যশোহরজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে মধ্যবঙ্গ রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

রূপদেব, পদ্যাবলী-ধৃত একজন কবি।

রূপদেব কবি, (পণ্ডিত), সানন্দগোবিন্দ নামে গীতগোবিন্দ-বিবরণপ্রণেতা।

রূপধর (ত্রি) রূপস্য ধরঃ। রূপবিশিষ্ট, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট।

রূপধারিন্ (ত্রি) রূপং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, রূপবান্।

রূপধৃৎ (ত্রি) রূপং ধরতি ধৃ-কিপ্ তুক্চ্। রূপবান্ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট।

রূপধেয় (ক্লী) বাহ্যরূপ। (অথর্ব্ব° ২।২৬.১)

রূপনগর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। আরাবল্লী শিখরোপরি দেসুরি ও সোমেশ্বর গিরিসঙ্কটের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের পর্ব্বতগাত্র দুরারোহ, এই কারণে এই পথে শত্রু আসিতে পারে না।

দেসুরির সোলাঙ্কি রাজপুত কর্ত্তৃক ১১১২ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়। যোধপুররাজ রূপনগর-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ-কামনায় বলপূর্ব্বক এই নগর অধিকার করেন।

রূপনগর (রূপণাগড়), রাজপুতনার কিষণগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

রূপনন্দ, বৌদ্ধভেদ।

রূপনয়ন (পুং) যোগশতক-টীকা-প্রণেতা।

রূপনাথ, মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর জেলায় অন্তর্গত প্রাচীন নগরভেদ। এখানে অশোকের অনুশাসনলিপি খোদিত ছিল। এই অনুশাসন হইতে মনে হয়, এই স্থান এক সময়ে বহু লোকপূর্ণ ছিল।

রূপনাথ, আসাম প্রদেশের জয়ন্তীপার্ব্বত্য বিভাগে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এইস্থান হিন্দুর একটী তীর্থ। প্রতিবৎসর বহুশত লোক শ্রীহট্ট হইতে এই দেবমন্দির সন্দর্শনে আসিয়া থাকে। ইহার সন্নিকটে চুণাপাথরের পর্ব্বতাংশে কয়েকটী সুবৃহৎ গুহা আছে। উহার এক একটী ভূগর্ভে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার তলদেশ গমন অসম্ভব। স্থানীয় লোকেরা উহার একটী গহ্বর নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকে যে, এই সুড়ঙ্গ দিয়া এক সময়ে চীনসৈন্য ভারতাক্রমণে আসিয়াছিল। অপর একটী গহ্বরের ছাদের আবরণ-প্রস্তরে হিন্দু-দেবসমাজের চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়।

রূপনারায়ণ (পুং) ১ মহাদানপ্রয়োগপদ্ধতিরচয়িতা। বাচস্পতি মিশ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ ব্যবহারচমৎকারদীধিতিপ্রণেতা। নাথমল্লের পৌত্র ও ভবানীদাসের পুত্র। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

রূপনারায়ণ, বাঙ্গালার হুগলী জেলায় প্রবাহিত একটী নদ। মেদিনীপুর জেলায় প্রবাহিত শিলাই নদী দারিকেশ্বর নদে সঙ্গত হইবার পর হুগলী জেলায় মধ্যদিয়া এই নামে প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। অক্ষা° ২২°১২´৩০´´ উঃ

এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩´ পূঃ। কইলাঘাট নামক পারঘাটার ২ মাইল দক্ষিণে মেদিনীপুর হাই-লেভেল কেনাল ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। এই নদীর স্রোত অতি প্রখর। সময় সময় ভীষণ বন্যায় কূলপ্লাবিত করিয়া থাকে। এই কারণে মেদিনীপুর সীমান্তে ইহার কূলে ২৯ মাইল ২৩৭৩ ফিট্ দীর্ঘ বাঁধ আছে। সকল সময়ে এই নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে।

রূপনারায়ণ, মিথিলার একজন রাজা। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

রূপনারায়ণ-রসুলপুর-খাল, রূপনারায়ণ হইতে রসুলপুর নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী খাল। মেদিনীপুর জেলার হিজলী বিভাগে প্রবাহিত। রূপনারায়ণ নদের নিকট এই খাল কাটিয়া হল্‌দী পর্য্যন্ত গিয়াছে। উহা বাঁকা খাল নামে পরিচিত, আবার হল্‌দী নদী হইতে তিরোপকিয়া খাল আসিয়া রসুলপুর নদীতে মিলিয়াছে। উক্তখালে জোয়ার ভাঁটা খেলে।

রূপনারায়ণ ঘোষ, একজন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী কবি। তিনি অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের সমকালেই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মকরন্দঘোষের সন্তান। যশোহর নগরে এই বংশের বাস ছিল। যশোহরে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে ঐ বংশের জগন্নাথ ও বাণীনাথ নামক দুই সহোদর স্বদেশ ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জ আমডালা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তথাকার করবংশীয় মৌলিক কায়স্থ জমিদার কুলীনাগ্রণী উভয় ভ্রাতাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আপনার দুই কন্যার পাণিগ্রহণে অনুরোধ করেন। আভিজাত্য নাশের ভয়ে তাঁহারা স্বীকৃত না হইয়া পলায়ন করেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ ধৃত হইয়া পদ্মার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হন, মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁহাকে কর মহাশয়ের কন্যা বিবাহের প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ বিস্তর যৌতুকের লোভে ময়মনসিংহ বাফলা গ্রামের জমিদার যাদবেন্দ্র রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই জগন্নাথের বংশধর রূপনারায়ণ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের শেষসময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাঙ্গালা অনুবাদে সংস্কৃতের যথেষ্ট ছায়া আছে। তিনি কবি কালিদাসের রঘুবংশের বর্ণনা মার্কণ্ডেয় মুনির বর্ণনা মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। নমুনা—

"গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে।
দুস্তর সাগর যাহি উড়ুপে তরিতে॥
প্রাংশুগম্য মহাফল লোকের কারণ।
হাতে ত পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন॥
পরন্তু ভরসা এক মনে ধরিতেছে।
বজ্রবিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে॥"

রূপনারায়ণ সেন, সুপদ্মষট্‌কারক ও সুপদ্মসমাসসংগ্রহ-রচয়িতা। পয়োগ্রামে ইহাঁর বাস ছিল। ইনি ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

রূপনাশন (পুং) রূপস্য নাশনম্ অদর্শনং যত্র। পেচক। (শব্দরত্না°)

রূপপ (পুং) ১ জাতিভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৫০) ২ সহ্যাদ্রি-বর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩১।৪৯)

রূপপতি (পুং) ত্বষ্টা। (শত°ব্রা° ১১।৪।৩।৭)

রূপপুর (ক্লী) নগরভেদ।

রূপভাগানুবন্ধ (পুং) মূলরাশির সহিত ভগ্নাংশের সঙ্কলন।

রূপভাগাপবাহ (পুং) কোন মূলরাশি হইতে ভগ্নাংশের ব্যবকলন।

রূপভেদ (পুং) রূপস্য ভেদঃ। বিভিন্নরূপ। (ক্লী) ২ তন্ত্রভেদ।

রূপমঞ্জরী, শ্রীরাধিকার একজন সখী। রাধিকার খুল্লতাত বিভাঙ্গুর কন্যা। যাবটে ইহাঁর নিবাস ছিল। এই প্রিয় নম্রসখী শ্রীরূপমঞ্জরী পরমাসুন্দরী ও গোরোচনার ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা ছিলেন। ইনি সর্ব্বদাই শ্রীরাধিকার নিকটে বাস করিতেন। ললিতার কুঞ্জের উত্তরে ইহাঁর রূপোল্লাসা নামে কুঞ্জ ছিল। রঙ্গণমালিকা ও লবঙ্গমালিকা নামে তাঁহার আরও দুইটী নাম পাওয়া যায়। ইহার বয়স সাড়েতের বৎসরের তের দিন ন্যূন অর্থাৎ ইনি আধ্যাত্মিক জগতের চিরযৌবনা। ইহার নিত্যরূপের কখনই বিপর্য্যয় ঘটে না। বৈষ্ণবগণ বলেন, এই শ্রীরূপমঞ্জরীই গৌরাঙ্গলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ২ বৈদ্যকগ্রন্থভেদ।

রূপমতী, একজন গণিকানর্ত্তকী। ইনি পরে মহারাজ বাজ্‌বাহাদুরের মহিষী হন। [বাজ্‌বাহাদুর দেখ।]

রূপমালী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। প্রতিচরণে ৯টী করিয়া অক্ষর থাকে, ইহার সকল অক্ষর লঘু।

রূপমালিন্ (পুং) সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৪।৩৩)

রূপযৌবন (ক্লী) রূপ ও যৌবন। (ত্রি) ২ রূপ ও যৌবনবিশিষ্ট।

রূপরাম, এক বাঙ্গালী কবি। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রণয়ন করেন। ইনি অপর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর সহপাঠী ছিলেন। ইহার পুস্তকের শব্দাড়ম্বর লক্ষ্য করিয়া ঘনরাম লিখিয়াছেন—

"শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে জ্ঞান শুনিবে কি?"

রূপবৎ (ত্রি) রূপমস্যাস্তীতি (রূপরসাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৫) ইতি মতুপ্, মস্য বঃ। আকারবিশিষ্ট।

"বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কালকর্ম্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈ তেজোরূপবৎস্পর্শশব্দবৎ॥" (ভাগ° ২।৫।২৭)

২ সৌন্দর্য্যযুক্ত। "সত্যবাক্ পুজিতো বক্তা রূপবাননহংকৃতঃ" ॥ (ভারত ৩।৪৫।১২) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। রূপবতী-নদীভেদ।

রূপবতী, মালবরাজ বাজবাহাদুরের মহিষী। ইনি নর্ত্তকীকন্যা। রূপে মুগ্ধ হইয়া বাজবাহাদুর ইঁহার পাণিপীড়ন করেন। রূপমণি ও রূপমতী নামেও ইনি মুসলমান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইঁহার রচিত অনেক গান আছে। [বাজবাহাদুর দেখ।]

রূপবাস, রাজপুতনার ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। চিত্তোরগড়-রাজবংশধর রূপসিংহ এই নগর স্থাপন করেন। এখানে তাঁহার বাসভবন ছিল। সেই হেতু রূপবাস নাম হইয়াছে। রাজা রূপসিংহ মোগলাই ধরণে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। নগর পার্শ্বে কএকটা সুবৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উহার একটী বলদেবজীর মূর্ত্তি, দ্বিতীয়টী তাঁহার পত্নী, তৃতীয়টী হস্তিনাপুরাধিপতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এবং চতুর্থ কোন বুদ্ধ বা জৈন তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন এখানে দুইটী স্তম্ভ আছে। দুইটারই গাত্রে খোদিত লিপি আছে। উহা এতই অস্পষ্ট যে, পাঠ করা দুরূহ।

রূপবাসিক (পুং) জাতিভেদ। এই শব্দ রূপবাহিকের পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

রূপবাহিক (পুং) জাতিভেদ।

রূপবিপর্য্যয় (পুং) রূপস্য বিপর্য্যয়ঃ। রূপের বৈপরীত্য।

রূপশস্ (ত্রি) রূপভেদ।

" রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ " (ঋক্ ১।১৬৪।১৫)

' রূপশঃ রূপভেদেন' (সায়ণ)

রূপশালিন্ (ত্রি) রূপেণ শালতে শোভতে শাল-ণিনি। সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, সৌন্দর্য্যশালী।

রূপশাহী, বুন্দেলখণ্ডবাসী জনৈক কায়স্থ কবি। পর্ণা (পন্না) নগরের নিকটবর্ত্তী বাঘমহল স্থানে ইঁহার বাস ছিল। ইনি পর্ণার বুন্দেলাজাতীয় মহারাজ হিন্দুপতির সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি রূপবিলাস কাব্য রচনা করেন।

রূপশিখা (ত্রি) অগ্নিশিখা নামক রাক্ষসের কন্যাভেদ।

রূপর্ষি, লুম্পাক জৈনদিগের নাগপুরিয়া শাখার প্রবর্ত্তক। ইনি মালসাবড় গোত্রসম্ভূত ছিলেন। এই শাখার মতবিরোধী অপর একটী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকও এই নামে পরিচিত, কিন্তু তিনি ইন্দ্রগোত্রীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রূপসমৃদ্ধ (ত্রি) রূপশালী। যাহার রূপে কোন খুঁৎ নাই।

রূপসমৃদ্ধি (স্ত্রী) সুন্দর রূপসম্পন্ন।

রূপসংপদ্, রূপসম্পত্তি (স্ত্রী) রূপমেব সম্পদ্। উত্তমরূপ, রূপসম্পদ্। সৌন্দর্য্য। কমনীয়তা।

রূপসা, খুলনা জেলায় প্রবাহিত নদীভেদ।

রূপসিংহ, একজন হিন্দু রাজা। ইনি ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীরের পুত্র মহম্মদ মুআজিমের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেন।

রূপসিদ্ধি (পুং) ব্যক্তিভেদ। (কথাসরিৎসা০ ৫৪।১৭)

রূপসী (ত্রি) সুন্দরী।

রূপসেন (পুং) ১ বিদ্যাধর ভেদ। ২ রাজগৃহের একজন রাজা।

রূপস্থ (ত্রি) রূপযুক্ত।

রূপস্বিন্ (ত্রি) রূপবান্। সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট।

রূপহানি (স্ত্রী) ১ রূপনাশ। ২ ন্যায়মতে বিরোধবাক্য বিন্যাসের প্রকারভেদ।

রূপা, সহ্যাদ্রিপাদনিঃসৃত নদীভেদ। (দেশা০ ১৬৫।১২)

রূপা (দেশজ) রৌপ্য (Silver) [রজত দেখ।]

রূপাজীবা (স্ত্রী) রূপেণ সৌন্দর্য্যেণ আজীবতীতি আ-জীব-অচ্-টাপ্। বেশ্যা।

" রূপাজীবাশ্চ বাদিন্যো বণিজশ্চ মহাধনাঃ।
শোভয়ন্ত কুমারস্য বাহিনীঃ সুপ্রসারিতাঃ ॥"

(রামায়ণ ২।৩৬।৩)

রূপাধিবোধ (পুং) দৃশ্যবস্তুর জ্ঞান (ইন্দ্রিয়জ)।

রূপার, পঞ্জাব প্রদেশের অম্বালা জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। সিমলা-শৈলের পাদমূলে শতদ্রু নদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৭৭ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহশীলের বিচার সদর। শতদ্রুনদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩০°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬°৩৩´ পুঃ। এই নগর অতি প্রাচীন। আদিনাম—রূপনগর।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হরিসিংহ নামক একজন শিখসর্দ্দার এই নগর অধিকারপূর্ব্বক হিমালয়পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে আপনার শাসনশক্তি বিস্তার করে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বীয় সম্পত্তি চরৎসিংহ ও দেবসিংহ নামক পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। চরৎসিংহ রূপার জনপদে স্বাধিকার লাভ করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শিখ-যুদ্ধের সময় এই রাজবংশ শিখজাতি পক্ষাবলম্বন করায় ইংরাজরাজ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। সরহিন্দ্ খাল কাটা উপলক্ষে এখানে অনেক য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীর বসতি হইয়াছে।

এখানে প্রতি বৎসর দুইটী মেলা হইয়া থাকে। প্রতি জ্যৈষ্ঠমাসে শাহ খলিদের সমাধিমন্দির সম্মুখে মহাসমারোহে সাধুবরের স্মৃতিরক্ষার্থ উৎসব হয়। এই উপলক্ষে এখানে

প্রায় ৫০ হাজার হিন্দুমুসলমান সমাগত হইয়া থাকে। অপরটী চৈত্রমাসে শতদ্রুনদে স্নানোপলক্ষে সমাহিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে লক্ষ লোক এখানে স্নান করিতে আইসে। হিমালয়-পর্ব্বতবাসী বিভিন্ন জাতির সহিত বাণিজ্য-পরিচালনার্থ এখানে একটী সুবৃহৎ হাট আছে। স্থানীয় শস্যাদি, নীল, চিনি, কার্পাসবস্ত্র ও লোহপাত্রাদি এখানকার বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ।

রূপাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকাম্বা বিভাগের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য ও তাহার প্রধান নগর। এখানকার সর্দ্দারগণ বড়োদার গাইকোবাড়কে ও ইদরের রাজাকে কর দিয়া থাকে। সর্দ্দার ঠাকুর মানসিংহ রেহবাত-বংশীয় রাজপুত। ইনি স্বীয় রাজধানীতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়াছেন।

রূপাবচর (পুং) বৌদ্ধমতে দেবতাভেদ।

রূপাবলী (স্ত্রী) শব্দের বিভক্তিবর্ণনা।

রূপাশ্রয় (পুং) সুন্দর পুরুষ। যাহাকে রূপ আশ্রয় করিয়াছে।

রূপাষ্ট (ত্রি) আটপ্রকার স্বভাববিশিষ্ট।

রূপাস্ত্র (পুং) রূপমেব অস্ত্রং যস্য। কামদেব। (ত্রিকা°)

রূপিকা (স্ত্রী) রূপমস্য অস্তীতি রূপ-ঠন্। শ্বেতার্কবৃক্ষ।

"পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়াঃ পয়োগুড়ঃ।" (সুশ্রুত ৫।৬)

রূপিন্ (ত্রি) রূপমস্যাস্তীতি রূপ-ইন্। রূপযুক্ত, রূপবিশিষ্ট, মূর্ত্তিবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ রূপিণী।

রূপী (হিন্দি) বানর। বাঁদর। (ইংরাজী) রৌপ্যমুদ্রা। Rupee শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দি রূপেয়া বা রূপিয়া শব্দ হইতে গৃহীত।

রূপেন্দ্রিয় (পুং) রূপগ্রহণোপযুক্তং ইন্দ্রিয়ং। রূপগ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপগ্রহণ হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে রূপেন্দ্রিয় কহে। (সুশ্রুত)

রূপেয়া (হিন্দি) রৌপ্যমুদ্রা।

রূপেশ্বর (পুং) ১ শিবলিঙ্গভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

রূপেশ্বরী (স্ত্রী) রূপাণামীশ্বরী। দেবী বিশেষ। প্রভবাদি ষষ্টিসংবৎসরের মধ্যে একাবিংশতিবর্ষে এই দেবীর পূজা করিতে হয়। এই দেবীকে পূজা করিলে সকল অভীষ্টলাভ হইয়া থাকে।

"রূপেশ্বরী প্রকর্ত্তব্যা বৃষযুগ্মব্যবস্থিতা।
জটামুকুটভাবেন্দুত্রিশূলোরগভূষণা॥
মণিমৌক্তিকশোভাঢ্যা সিতচন্দনচর্চ্চিতা।
পূজিতা কুসুমৈস্তৈস্তৈঃ সর্ব্বকামফলপ্রদা॥"

(দেবীপু° সংবৎসরদেবতাপু°)

রূপোপজীবন (ক্লী) সুন্দর মূর্ত্তি দেখাইয়া জীবিকার্জ্জনকারী। বহুরূপী।

রূপোপজীবিন্ (ত্রি) রূপেণ উপজীবয়তি জীব-ণিনি। যাহারা রূপদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, রূপ বেচিয়া খায়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। রূপোপজীবিনী, বেশ্যা।

"চৈত্রে তু চিত্রকরলেখকগেয়সক্তান্
রূপোপজীবিনিগমজ্ঞহিরণ্যপণ্যান্।" (বৃহৎস° ৫।৭৪)

রূপ্য (ক্লী) আহতং রূপং অস্যাস্তীতি রূপ (রূপাদাহত-প্রশংসয়োর্যপ্। পা ৫।২।১২০) ইতি যপ্। আহত স্বর্ণ, রজত। (অমর) ২ ধাতুবিশেষ, চলিত রূপা।

"সুবর্ণস্য মলং রূপ্যং রূপ্যস্যাপি মলং ত্রপু।
জ্ঞেয়ং ত্রপুমলং সীসং সীসস্যাপি মলং মলম্॥"

(ভারত ৫।৩৯।৭৯)

রূপ্য সুবর্ণের মল। পর্য্যায়—শুভ্র, বসুশ্রেষ্ঠ, রুধির, চন্দ্রলোহক, শ্বেতক, মহাশুভ্র, রজত, তপ্তরূপক, চন্দ্রভূতি, সিত, তার, কলধৌত, ইন্দ্রলোহক, রৌপ্য, ধৌত, সৌধ, চন্দ্রহাস, খর্জ্জূর, দুর্ব্বর্ণ, শ্বেত, রঙ্গবীজ, রাজরঙ্গ, লোহরাজক, কলধৌত। গুণ—স্নিগ্ধ, কষায়, অম্ল, বিপাকে মধুর, বাতপিত্তহর, রুচিকর, বলিপলিতনাশক। (রাজনি°)

ইহার নাম উৎপত্তি ও মারণাদির বিষয় বৈদ্যকে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধ করিবার সময় অতিশয় ক্রোধপূর্ণ নেত্রে তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাহার দক্ষিণ নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তাহা হইতে তেজোময় রুদ্রের এবং বামনেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু বিনির্গত হইলে উহা হইতে রূপ্যের উৎপত্তি হইল। এই রৌপ্য চিকিৎসার জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে মারণ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। যে রৌপ্য গুরু, চিক্কণ, কোমল, দগ্ধ বা ছেদন করিলে শুভ্রবর্ণ, আঘাতসহ অর্থাৎ পাত করিলে যাহা ফাটিয়া না যায়, চন্দ্রের ন্যায় বিপুল প্রভাসম্পন্ন ও স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট। যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতদলযুক্ত, লঘু এবং যাহা দগ্ধ, ছেদন ও আঘাত করিলে বিকৃতাকৃতি হয়, তাহা অপকৃষ্ট।

গুণ—শীতবীর্য্য, কষায়, অম্লমধুররস, মধুরবিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখনগুণযুক্ত, এবং বায়ু, পিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগনাশক।

অশোধিত রৌপ্য—সেবন করিলে শারীরিকতাপ, বিবন্ধ, বলবীর্য্যক্ষয় ও দেহপুষ্টির ব্যাঘাত হয় এবং বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব রৌপ্য শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

শোধনবিধি—রৌপ্য পিটিয়া উত্তমরূপে পাত প্রস্তুত

করিতে হইবে, পরে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া উষ্ণ অবস্থায়ই যথাক্রমে তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র এবং কুলথকলায়ের ক্বাথ প্রত্যেক দ্রব্যে তিন তিন বার নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ করিলে রৌপ্য শোধিত হয়।

মারণবিধি—প্রথমে রূপার পাত করিয়া যে পরিমাণ পাত হইবে, তাহার তিন অংশের এক অংশ হরিতাল অম্ল-দ্বারা একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে, পরে ঐ মর্দ্দিত হরিতাল ঐ রূপার পাতে লেপন করিয়া একটী মুষাতে ঐ পত্রগুলি রাখিয়া মুখবন্ধ করিয়া দিবে, তৎপরে ৩০ খানি বনঘুটে দ্বারা পুটে পাক করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশবার হরিতাল লেপন ও পুটপাক করিলে রৌপ্য ভস্ম হয়।

মতান্তর—মনসার ক্ষীর দ্বারা মাক্ষিক পেষণ করিয়া তদ্দারা রূপার পাতগুলি পূর্ব্বোক্ত হরিতালের ন্যায় লেপন করিবে, তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে চতুর্দ্দশবার পুটে পাক করিলে রৌপ্য ভস্ম হয়। (ভাবপ্র০)

(ত্রি) প্রশস্তং রূপং অস্ত্যাস্তীতি রূপ-যৎ। ২ সুন্দর। (মেদিনী) (ক্লী) ৩ উপমেয়। (সাহিত্যদ০)

রূপ্যাধ্যক্ষ (পুং) রূপস্য রূপ্যে বা অধ্যক্ষঃ। নৈষ্কিক। (অমর) ইংরাজী Master of the mint.

রূম (ক্লী) জনপদভেদ। গ্রীসরাজ্য, কেহ কেহ তুরুস্কের সুলতানের অধিকৃত রাজ্যকে রূম বলিয়া থাকেন।

রূমাল (পারসী) ঘর্ম্মনিষেকার্থ হস্তস্থিত বস্ত্রখণ্ড বিশেষ। (Handkerchief)

রূর (ত্রি) ১ উত্তপ্ত। ২ অগ্নিদগ্ধ।

রূবুক (পুং) এরণ্ডবৃক্ষ। (শব্দমালা)

রূষ, বিস্ফুরণ। অদন্ত চুরাদি০ পর০ অক০ সেট্। লট্ রূষয়তি। লুঙ্ অরুরূষৎ।

রূষক (পুং) রূষয়তীতি রূষ-ণ্বুল্। বাসক। (অমর)

রূষণ (ক্লী) ১ সাজান। ২ শোভিতকরণ। ৩ অনুলেপন। ৪ আচ্ছাদন।

রূষিত (ত্রি) রূষ-ক্ত। গুণ্ডিত, বিস্ফুরিত।

"যঃ সুখেনোপধানেষু শেতে চন্দনরূষিতঃ।
বীজ্যমানো মহার্হাভিঃ স্ত্রীভির্মম সুতোত্তমঃ॥"
(রামায়ণ ২।৪২।১৫)

রে (অব্য০) সম্বোধনবিশেষ।

"সম্বোধনেঽঙ্গ ভোঃ পাট্ প্যাট্ হে হৈ হংহোঽয়ে রেঽপি চ।
"তত্র মন্দমিবালোক্য সাভিপ্রায়ঃ সমাং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ রে কিমীদৃক্ ত্বং সঞ্জাতঃ কথ্যতামিতি॥"
(কথাসরিৎসা০ ৩২।১৫৫)

রেঅৎ (পারসী) প্রজা।

রেআৎ (আরবী) স্বত্বত্যাগ। মহকুপ। মার্জ্জনা। অনুগ্রহ।

রেআতী (আরবী) বিচারনিষ্পত্তির পর প্রাপ্য টাকার যে অংশ প্রজাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ছাড় টাকা বা ভূমি।

রেউয়া (দেশজ) ভবিষদ্বক্তা।

রেউচিনী (পারসী) বণিক্ দ্রব্যবিশেষ (Rubarb)

রেউড়ি (দেশজ) শর্করা বা গুড়পাকের পর যখন অপেক্ষাকৃত সাদা পিণ্ডাকার হয়, তখন তাহার চক্রাকার ক্ষুদ্র পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তদুপরি তিল বসান হয়। ঐ মিষ্টান্ন গোলাব মিশ্রিত হইয়া গুলাবী রেউড়ী নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

রেওয়া (দেশজ) হিসাবপত্র খতিয়ানে যথানিয়মে সন্নিবেশ-কার্য্য।

রেওতা, ব্যঞ্জনভেদ। (পাকপ্রণালী)।

রেঁদা (দেশজ) কাষ্ঠের উপরিভাগ মসৃণ করণার্থ ছুতারের ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ।

রেওতী, (রেবতী) যুক্তপ্রদেশের বালিয়াজেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৫°৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৪°২৫´১৩´´ পূঃ। নগর ভাগ বিশেষ অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। এখানে নিকুম্ভ রাজপুত-দিগের বাস আছে।

রেওতীপুর, (রেবতীপুর) যুক্তপ্রদেশের গাজীপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৫°৩২´১৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৩°৪৫´১৯´´ পূঃ। সকরবাড় ভূইহারগণ এখানকার প্রধান অধিকারী।

রেক্ শঙ্কা। ভ্বাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ রেকতে। লিট্ রিরেকে। লুঙ্ অরেকিষ্ট।

রেক (পুং) রেক শঙ্কায়াং বা রিচ্-ঘঞ্। ১ শঙ্কা। ২ নীচ। ৩ বিরেচন। (মেদিনী)

"বস্তির্বাতবিকারান্ পৈত্তান্ রেকঃ কফোত্থবান্ বমনং।"
(বাভট উত্তরস্থা০ ৪০ অ০)

৪ ভেক। (ত্রিকা০)

রেকপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক ও তন্নামক উপবিভাগের একটী নগর। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই তালুক ও ভদ্রাচলম্ বিভাগ মধ্যপ্রদেশের সীমা-ভুক্ত করা হইয়াছে। উহা বর্ত্তমান গোদাবরী জেলার এজেন্সী ভূভাগ মধ্যেঃপরিগণিত।

রেকণস্ (ক্লী) রিণক্তীতি রিচ্ (রিচের্ধে মেধিৎ কিচ্চ। উণ্ ৪।১৯৮) ইতি অসুন্, চাৎ প্রত্যয়স্য ধুট্, বিত্বাৎ কুত্বং। স্বর্ণ। (উজ্জ্বল)

রেকা (স্ত্রী) রেক শঙ্কায়াং অচ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। সন্দেহ। (হেম)

রেকাব (আরবী) ১ অশ্বপৃষ্ঠাসনে আরোহণ করিবার জন্য

অথবা উপবিষ্ট হইয়া পদদ্বয় রাখিবার নিমিত্ত উভয় পার্শ্বে চর্ম্ম-সংলগ্ন যে লৌহনির্ম্মিত বেড় থাকে (Stirrup)। ২ ক্ষুদ্র ভোজনপাত্র।

রেকাবী (আরব) ভোজনপাত্রভেদ। ছোট রেকাব।

রেকু (ত্রি) ১ শূন্য। ২ স্বজনপরিত্যক্ত। ৩ নির্জ্জন। ৪ গুপ্ত।

রেখা (স্ত্রী) লিখ্যতে ইতি লিখ বিলেখনে (বিদ্‌ভিদাদিভ্যোঙ্‌। পা ৩।৩।১০৪) ইতি ভিদাদিত্বাৎ অঙ্‌, টাপ্‌, রলয়োরৈক্যাৎ লস্ত রত্বং। ১ অল্পক। ২ ছদ্ম। ৩ আভোগ। ৪ উল্লেখ। (বিশ্ব) এইস্থলে উল্লেখ শব্দের অর্থ দণ্ডাকারলিপিবিশেষ। চলিত দাঁড়ী, কসী।

"যাবতী যাবতী রেখা গ্রহাণামষ্টবর্গকে।
তাবতীং দ্বিগুণীকৃত্য অষ্টাভিঃ পরিশোধয়েৎ॥
অষ্টোপারত্তবেদ্রেখা অষ্টাভ্যান্তরবিন্দবঃ।
যত্র রেখা ন বিন্দুশ্চ তৎসমং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মানব-শরীরে হস্ত, পদ ও কপালাদির রেখা দেখিয়া মানবের শুভাশুভ নির্ণীত হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণ ও সামুদ্রিকে ইহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করা গেল।

"রেখাভির্বহুভির্দুঃখং স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রক্তাভিঃ শ্রিয়মাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ॥"
(সামুদ্রিক)

করতলে বহুরেখা থাকিলে দুঃখী এবং অল্প রেখা থাকিলে ধনহীন, ঐ রেখা যদি রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মীলাভ এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে ভৃত্য হইয়া থাকে।

যদি হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যরেখার অন্তর্গত যবচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভ হইয়া থাকে। যাহার হস্তমধ্যে অঙ্কুশ, বজ্র ও ছত্র চিহ্ন থাকে, তাহার নানাবিধ ঐশ্বর্য্য এবং শতবৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে। যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষের করতলস্থিত রেখাসমূহ মধ্যে ধনুরাকৃতি, পদ্ম বা তোরণের ন্যায় কোন চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে তাহার রাজ্যলাভ ও অশেষ প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ এবং দীর্ঘায়ুঃ লাভ হইয়া থাকে। যে রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর মূল অতিক্রম করে, এবং ঐ রেখা যদি ছিন্ন ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহার পরমায়ুঃ শতবৎসর হয়। যদি আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলের নিম্ন হইতে মধ্যমাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহারও আয়ুঃ শত বৎসর হয়।

যদি কাহারও আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে গমন করিয়া অনামিকার মূলের শেষে মিলিত হয়, তাহা হইলে ৫০ বা ৬০ বৎসর পরমায়ু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা যদি ঐ আয়ুরেখাকে ভেদ করে, তাহা হইলে তাহার অল্পায়ুঃ হয়।

যে পুরুষের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নে যে কএকটী রেখা থাকিবে, তাহার সেই সংখ্যানুসারে ভার্য্যা হইবে। হস্তের মণিবন্ধ হইতে যে রেখা উত্থিত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত গমন করে, তাহার নাম ঊর্দ্ধরেখা। ঐ ঊর্দ্ধরেখা থাকিলে নানাবিধ সুখৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে।

যাহার ললাটে চারিটী বক্রাকার রেখা থাকে, তাহার অশীতি বৎসর পরমায়ু এবং ঐরূপ পাঁচটী রেখা থাকিলে শত বৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে। নারীদিগের করতলে বহুরেখা থাকিলে বিধবা এবং যদি নির্দ্দিষ্ট রেখা না থাকে, তাহা হইলে দরিদ্রা হয়।

করতল মধ্যে পৃথক্ দুইটী পিতৃ ও মাতৃরেখা আছে, মাতৃরেখা তর্জ্জনীর মূল অবধি অঙ্গুষ্ঠের মূল পর্য্যন্ত আয়ুরেখার নিম্নদেশ দিয়া সরলভাবে অঙ্কিত থাকে, এবং পিতৃরেখা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মূলের মধ্যভাগ হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। করতলে যাহার পিতৃরেখা পূর্ণরূপে অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ রেখা যাহার করতলে অর্দ্ধরূপে অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি অপরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জানিতে হইবে।

করতলে কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে রেখা উত্থিত হইয়া অনামিকা ও মধ্যমার মধ্যভাগে সংযুক্ত হইলে শতবর্ষ পরমায়ু হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ পর্য্যন্ত যে কতিপয় রেখা গমন করিয়াছে, ঐ রেখা যদি ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে পরমায়ু অল্প এবং বৃহৎ হইলে বহুপুত্র হইয়া থাকে। (সামুদ্রিক)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যাহার ললাটে তিনটী সমান রেখা থাকে, তাহার ৬০ বৎসর পরমায়ু ও পুত্রপৌত্রাদি নানাবিধ সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। দুইটী রেখা থাকিলে ৪০ বৎসর এবং একটী রেখা থাকিলে ২০ বৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে।

"ললাটে যস্ত দৃশ্যন্তে তিস্রো রেখাঃ সমাহিতাঃ।
সুখী পুত্রসমাযুক্তঃ স ষষ্টিং জীবতে নরঃ॥
চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি দ্বিরেখাদর্শনান্নরঃ।
বিংশত্যব্দমেকরেখা আকর্ণান্তাঃ শতায়ুষঃ॥" (গরুড়পু° ৬২অ°)

জ্যোতিঃশাস্ত্রে লঙ্কা হইতে মেরুপর্য্যন্ত অর্থাৎ যাম্যোত্তরে অথবা গ্রহাদির স্থাননির্ণয়ার্থ গণিতসাপেক্ষ যে সকল দণ্ডাকার লিপি কল্পনায় ভূ বা খ-পৃষ্ঠে বিলম্বিত করা হইয়াছে, তাহাই রেখা নামে অভিহিত।

রেখাংশ (পুং) দ্রাঘিমাংশ। যাম্যোত্তরবৃত্তের এক এক ডিগ্রি।

রেখাকার (ত্রি) দাঁড়ির ন্যায় আকারবিশিষ্ট।

রেখাগণিত (পুং) রেখায়া গণিতং প্রমাণস্বরূপাদি যত্র। শ্রীজয়সিংহ মহারাজের সভাপণ্ডিত দ্বিজসম্রাট্ জগন্নাথকৃত গণিত গ্রন্থ বিশেষ। জয়সিংহের তুষ্টির জন্য জগন্নাথ পণ্ডিত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রেখাগণিত শব্দ সর্ব্বপ্রথমে গণিতজ্ঞ পণ্ডিতসম্রাট্ জগন্নাথ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই জন্য প্রাচীন অভিধানাদিতে উক্ত শব্দের ব্যবহার নাই। শুল্বসূত্রই জ্যামিতি বা জিওমেট্রী শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ। কারণ Geo = পৃথিবী এবং Metry = মিতি, সুতরাং জ্যামিতির পরিবর্ত্তে ভূমিতি শব্দকেই রেখাগণিতের যথার্থ বাচক বলা যাইতে পারে। কিন্তু শুল্বসূত্র ও জিওমেট্রী এই দুইটী শব্দ অভিন্নার্থ। শুল্বয়তি (বেধাঃ) পৃথিবীং পরিমাতি ইতি শুল্বঃ (দুর্গাদাস)।

"We must look Sulva portion of the Kalpa-sutras for the earliest beginning of geometry among the Brahmans" (Burnell's Catalogue of Sanskrit Mss, p. 29)

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের বিশ্বাস, আর্য্যঋষিগণ রেখাগণিতের রহস্য অবগত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ য়ুরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিত বুর্ণেল স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণই জগতে রেখাগণিতের রহস্য উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

যজ্ঞীয় বেদী নির্ম্মাণ করিবার জন্য ঋষিগণ শুল্বসূত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং এই রেখাগণিত হইতে পরে পরিমিতি ও ক্ষেত্রতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছিল।

জগতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদের মধ্যে ভারতীয় রেখাগণিতের মূলসূত্র নিহিত আছে। শুল্বসূত্র সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে বৌধায়ন, আপস্তম্ব, মানব, মৈত্রায়ণীয় ও কাত্যায়ন শুল্বসূত্রই প্রধান, যজুর্ব্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫।৪।১১।১) শুল্বসূত্রের মূলতত্ত্ব বিবৃত আছে। এ গুলি বেদের কল্পসূত্রের অন্তর্গত। এই শুল্বসূত্রের মূলতত্ত্ব অবগত হইলে ভূমি, ক্ষেত্র, কোটী, ভুজ, ব্যাস, ব্যাসার্দ্ধ প্রভৃতি আনয়ন করা যায়।

ভারতে রেখাগণিতের মূলতত্ত্ব অবিদিত থাকিলে ব্রহ্মগুপ্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত এবং ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীতে ক্ষেত্রতত্ত্বের রহস্য প্রকটন করিতে পারিতেন না।

আমাদিগের মনে হয়, যৎকালে আর্য্যসভ্যতার আলোক মিশরদেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল, তৎকালে আর্য্যঔপনিবেশিকগণ রেখাগণিততত্ত্ব মিশরে প্রথমে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই হেতু মিশরীয় নৃপতি সিসস্ত্রিসের রাজত্বকালে ভূমিমাপনের জন্য রেখাগণিতের প্রচলন হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত শাস্ত্র মিশর এবং গ্রীসদেশে বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। [জ্যামিতি শব্দ দেখ।]

যাঁহারা বলেন, ভারতে পরিমিতি (Mensuration) ছিল, রেখাগণিত ছিল না,—তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, লীলাবতীর টীকাকার মুনীশ্বরের গ্রন্থ পাঠ করিলে সন্দেহ দূর হইবে—

"ক্ষেত্রং নাম সমভূমিঃ। তদতিদেশত্বেন যৎকিঞ্চিৎ ত্রিকোণপ্রদেশাধিকং তৎ ত্র্যস্রাদিক্ষেত্রং ব্যপদিশ্যতে। * * * তত্র ক্ষেত্রং ত্র্যস্রং চতুরস্রং, বর্ত্তুলং চাপক্ষেত্তি চতুর্দ্ধা।

পঞ্চাস্রাদিকং ত্র্যস্র-চতুরস্রঘটিতমিতি তদনন্তর্গতমেবেতি বোধ্যং ॥" (মুনীশ্বরের লীলাবতী)

এক্ষণে জগন্নাথ সম্রাটের রেখাগণিত দেখা যাউক। বারাণসীর সংস্কৃতকলেজের গণিত ও জ্যোতিষাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী গণকতরঙ্গিণীগ্রন্থে লিখিয়াছেন—"অরবীভাষাতঃ সংস্কৃতে জগন্নাথকৃতো যুক্লেদাখ্যগ্রন্থস্যাপ্যনুবাদো রেখাগণিতনাম্না প্রসিদ্ধোঽস্তি যত্র পঞ্চদশাধ্যায়াঃ সন্তি। অস্য গণিতস্য রেখাগণিতমিতি নামকরণং প্রথমং জগন্নাথসম্রাজৈবাকারি * * *॥" অর্থাৎ আরবী ভাষায় যুক্লিডের যে অনুবাদ ছিল, সেই গ্রন্থ হইতে জগন্নাথ পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। জগন্নাথ সম্রাট্ই প্রথমে এই গণিতের রেখাগণিত নাম প্রদান করেন।

জগন্নাথ তৈলঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ। সম্রাট্ অরঙ্গজিব তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনিয়া সভাপণ্ডিত করেন এবং আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা দেন। তৎপরে জয়পুররাজ গণিতজ্ঞ জয়সিংহ অরঙ্গজিবের নিকট হইতে জগন্নাথকে প্রার্থনা করিয়া স্বীয় সভায় আনয়ন করেন। জয়সিংহের সভায় জগন্নাথ জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে রেখাগণিত ও সিদ্ধান্তসম্রাট্ই সর্ব্বপ্রধান। রেখাগণিত ও সিদ্ধান্তসম্রাটের আরম্ভে জগন্নাথ লিখিয়াছেন—

"অরবীভাষয়া গ্রন্থো মিজাস্তীনামকঃ স্থিতঃ।
গণকানাং সুবোধায় গীর্ব্বাণ্যা প্রকটীকৃতঃ ॥"

যাহা হউক, জগন্নাথের রেখাগণিত যুক্লিডের জিওমিট্রির আরবীয়ভাষাস্থ অনুবাদ হইতে সংস্কৃতে অনুবাদিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি জগন্নাথ স্বীয় রেখাগণিতে উহার ভারতীয় উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বৈদিকপণ্ডিত ছিলেন না,—নতুবা সমস্ত তত্ত্ব তিনি প্রকটিত করিতে পারিতেন।

জগন্নাথ রেখাগণিতপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"যেনেষ্টং বাজপেয়াদ্যৈর্মহাদানানি ষোড়শ।
দত্তানি দ্বিজবর্য্যেভ্যো গোগ্রামগজবাজিনঃ॥
তস্য শ্রীজয়সিংহস্য তুষ্ট্যৈ রচয়তি স্ফুটং।
দ্বিজঃ সম্রাট্ জগন্নাথো রেখাগণিতমুত্তমম্॥
অপূর্ব্ববিহিতং শাস্ত্রং যত্র কোণাববোধনাৎ।
ক্ষেত্রেষু জায়তে সম্যক্ ব্যুৎপত্তির্গণিতে তথা॥
শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে।
পারম্পর্য্যবশাদেতদাগতং ধরণীতলে॥
তচ্ছিন্নং মহারাজ-জয়সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ।
প্রকাশিতং ময়া সম্যক্ গণকানন্দহেতবে॥
অত্র গ্রন্থে পঞ্চদশাধ্যায়াঃ সন্তি। অষ্টসপ্তত্যুত্তরচতুঃশতং শকলানি সন্তি।"

অর্থাৎ যিনি বাজপেয় যজ্ঞ ও ষোড়শ মহাদান করিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগকে গো, গ্রাম, হস্তী ও অশ্বাদি দান করিয়াছেন, সেই জয়সিংহের তুষ্টির নিমিত্ত পণ্ডিতসম্রাট্ জগন্নাথ রেখাগণিত রচনা করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে—কোণজ্ঞান হইতে ক্ষেত্রতত্ত্বে গণিত শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে। এই অপূর্ব্ব শিল্পশাস্ত্র ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎপরে পারম্পর্য্যবশতঃ এই শাস্ত্র ধরণীতলে আগত হইয়াছিল। কিন্তু (নানাকারণে) ঐ শাস্ত্র (ভারতবর্ষ হইতে) উচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে মহারাজ জয়সিংহের আদেশে গণকদিগের আনন্দের জন্য আমি সেই (লুপ্ত) শাস্ত্র পুনঃ প্রকাশ করিতেছি।

এই রেখাগণিত গ্রন্থ ১৫শ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহাতে ৪৭৮টী শকল (Proposition) অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিতেছি।

তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে ৪৮, দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১৪, তৃতীয়ে ৩৭, চতুর্থে ১৬, পঞ্চমে ২৫, ষষ্ঠে ৩৩, সপ্তমে ৩৯, অষ্টমে ২৫, নবমে ৩৮, দশমে ১০৯, একাদশে ৪১, দ্বাদশে ১৫, ত্রয়োদশে ২১, চতুর্দ্দশে ১০, এবং পঞ্চদশাধ্যায়ে ৬টী প্রতিজ্ঞা আছে।

কিন্তু জয়পুর-প্রদেশে মুদ্রিত জগন্নাথের রেখাগণিত গ্রন্থে ১৩শ অধ্যায়ে ১৪১টী নূতন অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা এবং ১৯৬টী নূতন অনুশীলনী আছে। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা সংখ্যা আরও অধিক হইয়া পড়ে।

মূল যুক্লিড, মির্জাস্তি ও জগন্নাথের রেখাগণিত এই ৩খানি যুগপৎ আলোচনা করিলে অবিলম্বে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। যুক্লিডের গ্রন্থ হইতে মীর্জা উলুগবেগের গ্রন্থে অনেক নূতন প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। আবার জগন্নাথের গ্রন্থে তদপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, জগন্নাথ কেবল আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, বস্তুতঃ উক্ত শাস্ত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমাধ্যায়ের ৪৭শ প্রতিজ্ঞা ১৬ প্রকারে উপপন্ন করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে জগন্নাথ লিখিয়াছেন, "শ্রীমদ্-রাজাধিরাজ-প্রভুবর-জয়সিংহস্য তুষ্ট্যৈ দ্বিজেন্দ্রঃ। শ্রীমৎ সম্রাট্ জগন্নাথ ইতি সমভিধারূঢ়িতেন প্রণীতে গ্রন্থেঽস্মিন্ নাম্নি রেখাগণিত ইতি সুকোণাববোধ প্রদাতর্য্যধ্যায়োঽধ্যেতৃ-মোহাপহ ইহ বিরতিং ষষ্ঠসংখ্যো গতোঽভূৎ॥"

উক্ত রেখাগণিত লোকমণি নামক লেখক ১৭৮৪ সংবৎ (বা ১৬৪৯ শকে) রবিবার শুক্লা চতুর্থী নিশিতে অনুলিপি করেন।

"যুগবসুনগভূবর্ষে শুচিশুক্লে যুগতিথৌ রবেৰ্ব্বারে।
ব্যালিখল্লোকমণিঃ কিল সম্রাজামাজ্ঞয়া পুস্তম্॥"

জগন্নাথ পণ্ডিতের রেখাগণিত গদ্যে রচিত, কিন্তু শ্লোকাকারে রচিত "সিদ্ধান্তচূড়ামণি" নামে একখানি রেখাগণিত দেখা যায়, জগন্নাথের রেখাগণিতের তুলনায় এই সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি অতি উৎকৃষ্ট, নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন। রেখাগণিতে প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থক্ষেত্র (4th Proposition)—

"যত্র ত্রিভুজদ্বয়মস্তি তত্রৈকত্রিভুজস্য ভুজদ্বয়ং তদন্তরগত-কোণশ্চ দ্বিতীয়ত্রিভুজস্য ভুজদ্বয়েন তদন্তরগতকোণেন চ সমানং যদি ভবতি, তদা প্রথমত্রিভুজস্য শেষকোণদ্বয়ং তৃতীয়ভুজশ্চ দ্বিতীয়ত্রিভুজস্য কোণাভ্যাং তৃতীয়ভুজেন চ সমানং ভবতি।"

উপরোক্ত অংশ পাঠ করিলে যুক্লেডের অনুবাদই মনে হয়। কিন্তু ৪র্থ প্রতিজ্ঞার সমস্ত তত্ত্ব উক্ত সংজ্ঞায় পরিস্ফুট হয় নাই।

"একত্রিকোণস্য ভুজৌ ক্রমেণ
তুল্যৌ তথান্যস্য ভুজাদ্বয়াভ্যাং।
তদাদ্বয়মধ্যো প্রগতৌ চ কোণৌ
সমানকৌ চেদনয়োস্ত পাদৌ॥
তুল্যৌ ভবেতাং সমবাহসম্মুখৌ
কোণৌ মিথস্ত্র্যপ্রগতৌ সমানৌ॥
ত্রিকোণকৌ ক্ষেত্রফলেন তুল্যৌ
স্যাতামিতি ক্ষেত্রবিদো বদন্তি॥" ৪॥

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কোন অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না। ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রেখাগণিতে দেখা যায়:—

"যস্য ত্রিভুজস্য কোণদ্বয়ং সমানং তৎ-
কোণসংবদ্ধি ভুজদ্বয়মপি সমানং ভবতি।"

সিদ্ধান্ত-চূড়ামণিতে—

"যদি ত্রিকোণস্য সমানকোণৌ
স্যাতাং তয়োঃ সম্মুখবাহুকাবপি।
তুল্যৌ ভবেতামিতি দর্শয়াশু
চেদ্রৈখিকং বেৎসি কুশাগ্রবুদ্ধে॥"

রেখাগণিতে ৮মক্ষেত্র—"যস্য ত্রিভুজস্য ভুজত্রয়ং অন্যত্রি-ভুজস্য ভুজৈঃ সমানং ভবতি। তদা তস্য কোণত্রয়মপি অন্য ত্রিভুজস্য কোণৈরবশ্যং সমানং ভবিষ্যতি।"

সিদ্ধান্ত-চূড়ামণিতে—

"যস্য ত্রিকোণস্য ভুজত্রয়ঞ্চেৎ
ভুজৈঃ সমানং ক্রমশোঽন্যকস্য।
ত্রিকোণকৌ তৌ সমানরূপৌ
স্যাতামিতি ত্বং খলু দর্শয়াশু॥ ৮॥" ইত্যাদি

এই প্রকার সুললিত ছন্দে গ্রথিত সিদ্ধান্তচূড়ামণির পাঠ দেখিয়া কখনই ইহাকে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। জগন্নাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, রেখাগণিত ভারতবর্ষ হইতে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল—পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে ভারতবর্ষের লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের ভাণ্ডারই লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

গ্রীস্ দেশস্থ রেখাগণিতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, পিথাগোরসের সময়েই গ্রীসে রেখাগণিত শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তিনি প্রথমাধ্যায়ের ৩২শ ও ৪৭শ প্রতি-জ্ঞার উদ্ভাবন করেন। পিথাগোরসের জীবনচরিতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, তিনি ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে রেখাগণিত শাস্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল। কারণ তৎকালে বৌদ্ধযুগের সংঘর্ষপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা সভ্যতা মন্দীভূত হয় নাই। তখনও ব্রাহ্মণ্যের লীলানিকেতন ভারতবর্ষে সকল শাস্ত্রেরই সম্যক্ অনুশীলন হইত। পরে বৌদ্ধবিপ্লবে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল।

যাহা হউক পিথাগোরস্ যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতীয় শাস্ত্রপ্রচার উচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় নাই। পিথাগোরস্ ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে প্রত্যাগত হইয়া প্রচার করিলেন—"ত্রিভুজের তিন কোণ একত্র দুই সমকোণের সমান এবং সমকোণী ত্রিভুজে ভুজকোটীর বর্গক্ষেত্র, কর্ণাঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমান।"—এই অভিনবতত্ত্ব গ্রীসে অজ্ঞাত ছিল। ইহা হইতে গ্রীসে ক্ষেত্রতত্ত্ব ও পরিমিতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে ভারতবর্ষে বৌদ্ধবিপ্লবে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড লুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল। বৌদ্ধযুগের পরে ভারতে মুসলমান আক্রমণেও বহুশত বৎসর বৈদিকশাস্ত্রের কোন অনুশীলন হইল না। সুতরাং এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, ভারতে রেখাগণিত উচ্চতর সোপানে কেন আরোহণ করিতে পারে নাই। সিদ্ধান্তচূড়ামণিতে ৩২শ ও ৪৭শ প্রতিজ্ঞা এইরূপ লিখিত আছে—

"ত্র্যস্রস্য চেদ্ভুজঃ কোঽপি বর্দ্ধিতো বাহ্যকোণতঃ।
তদ্দূরগতকোণাভ্যাং সমানো ভবতি ধ্রুবং॥
ত্রিকোণস্থিতকোণানাং ত্রয়াণাং গণকেশ্বর।
সমকোণদ্বয়সমাঃ সংযুতিঃ সর্বদা ভবেৎ॥৩২
কর্ণান্তবাহুদ্বয়সংস্থিতৌ যৌ
বর্গৌ তয়োঃ সঙ্কলনং বিচক্ষণ।
কর্ণস্থবর্গেণ সমানকং স্যা-
দেবং সুসিদ্ধং কুরু রৈখিকজ্ঞঃ॥"৪৭

যাহা হউক, রেখাগণিততত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি হইবে যে, ইহার জন্ম ভারতীয় ঋষি-মস্তিষ্কে। কারণ ত্রিভুজের ভুজ, কোটী ও কর্ণরহস্য প্রথমে ঋষিরাই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। আর গ্রীসের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, পিথাগোরাসের পূর্ব্বে গ্রীসে রেখাগণিত বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। পিথাগোরাস্ উপরোক্ত তত্ত্বব্যতীত সরলপৃষ্ঠ ঘনক্ষেত্রবিষয়ক অভিনবতত্ত্ব গ্রীসে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি ৫৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইটালীতে টরেণ্টাম্ নগরে নিজ নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তথায় তিনি গণিত ও জ্যোতিষের অনেক তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। অবশেষে—"পৃথিবী নিজ অক্ষোপরি পরিভ্রমণ করেন এবং নক্ষত্র নিশ্চল"—এই উপদেশ প্রদান করায় সাধারণ বিদ্বৎবর্গ তাঁহাকে অনশনে নিহত করিয়াছিলেন। ইহা-দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, হয়ত তিনি বৈদেশিকতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এত নির্য্যাতন হইয়াছিল।

পিথাগোরসের পরে গ্রীসদেশে রেখাতত্ত্বের যথেষ্ট আলো-চনা হইতে লাগিল। তৎপরে প্লেটোর শিষ্য জ্যামিতির সূত্র-পাত করিলেন। তিনি এবং মিনীকমস্ নামক রৈখিকজ্ঞ পণ্ডিতদ্বয় শঙ্কুচ্ছিন্নক্ষেত্রের (Geometry বা Conics) অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন। এই সময়ে সূচীক্ষেত্র পৃষ্ঠফলনির্ণয়ের উপায় উদ্ভাবিত হইল। [শঙ্কুচ্ছেদ ও সূচীক্ষেত্র দেখ।]

কিন্তু তখনও যুক্লিডের জন্ম হয় নাই। মিনীকমাসের পরে আর্কিমিদিস্ জ্যামিতি বা রেখাগণিতের অনেক উন্নতি সাধন

করেন। তিনি ২৮৭ খৃঃ পূঃ রেখাগণিত সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়ন করে। ইহার পূর্ব্বে গোলঘনফলের নিয়ম গ্রীসে অজ্ঞাত ছিল, আর্কমিদিস্ ইহা আবিষ্কার করেন। আর্কমিদিস্ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন,—"যে ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া আমি গোলঘনফল আবিষ্কার করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পরে সমাধিস্তম্ভে সেই ক্ষেত্রটী আঁকিয়া দিও।"—আজিও তাঁহার সমাধিতে সেই ক্ষেত্রটী অঙ্কিত থাকিয়া সেই অতীত কীর্ত্তির স্মৃতি উজ্জীবিত রাখিয়াছে।

আর্কমিদিসের পরে য়ুক্লিডের আবির্ভাব হয়। তিনি আথেন্স নগরে ও আলেক্জাণ্ড্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখাগণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি উক্ত শাস্ত্রের পরিবর্দ্ধন করিয়া এক সংশোধিত পুস্তক প্রচার করেন।

ইদানীন্তনকালে সমগ্র পৃথিবীতে যে রেখাগণিতের আলোচনা হইতেছে,—য়ুক্লিডকে তাহার মূল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। রেখাগণিত শব্দ য়ুক্লিডের সহিত একার্থবাচক হইয়াছে। য়ুক্লিড রেখাগণিত শাস্ত্রের জন্মদাতা না হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার পিতা। কারণ রক্ষণ, পোষণ, পালন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তিনিই রেখাগণিতের যথার্থ পিতৃপদবাচ্য।

য়ুক্লিডের পরে রেখাগণিত আর উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নাই। অবিলম্বে গ্রীসে রোমকশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রোমকশাসনে উক্ত শাস্ত্র একেবারেই নিশ্চল ছিল। কেবল বিথিয়াস্ নামক রোমকপণ্ডিতজ্ঞ গ্রীক জ্যামিতির অনুবাদ মাত্র করিয়াছিলেন।

ইহার পরে বহুশত বৎসর পৃথিবীতে রেখাগণিতের আলোচনা হয় নাই। কারণ রোম-সাম্রাজ্য-ধ্বংসের পরে য়ুরোপখণ্ড অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পরে যখন খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে মুসলমান-শিক্ষা-সভ্যতার উন্নতযুগ প্রবর্ত্তিত হইল, তখন বোগদাদে সমরকন্দনগরে মীর্জা উলুগ্‌বেগের আলোচনায় রেখাগণিত পুনরায় অনুশীলিত হইতে থাকে। তৎপরে যখন ১৬শ শতাব্দীতে য়ুরোপে শিক্ষা-সভ্যতার নবযুগ আবির্ভূত হইল, তখন এই শাস্ত্র পুনরায় আলোচিত হইতে লাগিল।

১৫৭০ খৃঃ ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে য়ুক্লিডের রেখাগণিত মুদ্রিত হইয়াছিল। য়ুক্লিডের পরে যাহারা রেখাগণিতের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন, তন্মধ্যে রোভের ভাল, পাস্কাল, কেপলার ও দেকার্টে সর্ব্বপ্রধান। দেকার্টের ব্যবচ্ছেদক বা বৈজিক জ্যামিতি দ্বারা সংখ্যাগণিত ও রেখাগণিতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

য়ুক্লিডের সময়ে রেখাগণিতের সীমা যতদূর ছিল, এক্ষণে সেই সীমা শতদিকে শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে জগন্নাথের রেখাগণিত মুদ্রিত ও হিন্দিভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু এই শাস্ত্রের কোন উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। [শুল্বসূত্র দেখ।]

রেখান্তর (ক্লী) দ্রাঘিমান্তর। কোন বেধশালার নির্দ্দিষ্ট যাম্যোত্তর রেখার পূর্ব্ব বা পশ্চিমের ব্যবধান-স্থান।

রেখাভূমি (স্ত্রী) রেখাস্থিতা ভূমিঃ। লঙ্কা ও সুমেরু-পর্ব্বতের মধ্যগত দেশ। লঙ্কা ও সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যে রেখা কল্পনা করিয়া অক্ষাংশ স্থির করিতে হয়, এই রেখার সমসূত্রে যে সকল দেশ আছে, তাহাকে রেখাভূমি (Equator) কহে।

"যল্লঙ্কোজ্জয়িনীপুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদিদেশান্ স্পৃশন্
সূত্রং মেরুগতং বুধৈর্নিগদিতা সা মধ্যরেখাভুবঃ।
আদৌ প্রাগুদয়োঽপরত্র বিষয়ে পশ্চাদ্ধি রেখোদয়াৎ
স্যাত্তস্মাৎ ক্রিয়তে তদন্তরভুবং খেটৈর্ঘ্ণং স্বং ফলম্॥"
(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

রোহিতক দেশ, অবন্তীদেশ এবং তৎসন্নিহিত সরোবর, ও কুরুক্ষেত্র এই সকল স্থানকে রেখাভূমি কহে।

রেখায়নি (পুং) রেখায়নের গোত্রাপত্য।

রেখিন্ (ত্রি) রেখাস্ত্যস্তীতি রেখা-ইনি। রেখাযুক্ত, রেখাবিশিষ্ট। "ছিন্নাভিরুর্দ্ধ্বপতনং বহুরেখারেখিনো নিঃস্বাঃ।"(বৃহৎস° ৮৮।২০)

রেখ্‌তা (পারসী) ১ মিশ্রিত। গাঁথ্‌নির মসলা (Mortar)

রেঙ্গটী পাহাড়, আসাম প্রদেশের কাছাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। লুসাই শৈলমালা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রসৃত হইয়াছে। সোণাই ও ধলেশ্বরী নদী ইহার উভয় পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত।

রেঙ্গন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকাণ্ঠা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য ও তন্নামক নগর।

রেঙ্গমা, আসাম প্রদেশের নাগা শৈলমালার অন্তর্গত একটী গিরিভাগ। মিকির-শৈলের একটী অংশ যমুনা ও কালিয়ানী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°১৫´ হইতে ২৬°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩°২৪´ হইতে ৯৩°৪০´ পূঃ মধ্য। এই পর্ব্বতাংশে রেঙ্গমা নামাজাতির বাস আছে। ইহারা অপরাপর নাগা বা মিকির জাতির ন্যায় অসভ্য নহে, কিন্তু আকৃতিগত সাদৃশ্যে রেঙ্গমা নাগা ও মিকির জাতির বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। নাগা জাতির এই শাখা ধনেশ্বরী (ধানশ্রী) নদীর পূর্ব্বদেশ হইতে এখানে আসিয়াছে।

রেঙ্গুন, নিম্নব্রহ্মের পেগুবিভাগের অন্তর্গত ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। ব্রহ্মদিগের মধ্যে রণকুন্ বা হাহাবাড়ী নামে খ্যাত।

পশ্চিমে ওসিং তৌঙ্গ ও পূর্ব্বে ইরাবতী নদীর টৌ বা চীন-বকিরমোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রতট লইয়া এই জেলা গঠিত। ভূপরিমাণ ৪২৩৬ বর্গ মাইল। অক্ষা° ১৬° হইতে ১৭° উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° হইতে ৯৫° পূঃ মধ্য। এই স্থানের প্রাচীন নাম বোথার দেশ, এখনও চীন-বকির নামে তাহার কতক রক্ষিত আছে।

ইহার উত্তর সীমায় থারাবতী, খে-গ্যিন্ জেলা, পূর্ব্বে খে-গান্ এবং পশ্চিমে পোনেথ্যা ও দক্ষিণে সমুদ্র। রেঙ্গুন যখন জেলাকারে গঠিত হয়, তখন স্তাব্ রুগেল নদী হইতে তৌঙ্ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ পেগু-যোমা শৈলপ্রান্তবর্ত্তী ভাবরু নামক ভূভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উহা তৌ-গুর বিভাগে এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের খেগ্যিনের শাসনাধীনে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। অতঃপর কব্লিয়া থানা খেগ্যিনে, যোঙ্গে থানা হেঞ্জাদার এবং পশ্চিমের কতকাংশ থোনেগ্ সদরের সহ মিলিত হইয়াছে। পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পেগু,হ্লায়গু সিরিয়স্ নগর বিভাগ রেঙ্গুন হইতে বিচ্যুত করিয়া নূতন পেগু-জেলার পত্তন হইয়াছিল।

এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিছুই নাই, সমুদ্রোপকূল হইতে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র ক্রমশঃই উন্নত হইয়া উত্তরে উঠিয়াছে। পেগুয়োমা শৈলের ক্রমনিম্ন ঢালুপ্রদেশ উহার সমতাভেদ করিয়া মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পেগু নদী দক্ষিণে,হ্লৈঙ্গ উপত্যকায় এবং রেঙ্গুনের উত্তরের কোন কোন স্থানে সমুদ্রের খাঁড়ি সমূহ ভূগর্ভভেদ করিয়া দেশাভিমুখে চলিয়াছে। উহাতে জোয়ার ভাটা সমভাবে বর্ত্তমান। মহাজনী নৌকা বা বাষ্পীয় পোত সকল এই খাঁড়ি মুখে সচরাচর গমনাগমন করিয়া থাকে। ঐ খাঁড়ি সকলের মধ্যে বব্লে, পক্ন্,প্যান-হ্লৈঙ্গ ও থ-কাপিন্ (বেসিন্ খাঁড়ি) উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল খাঁড়ি দিয়া ইরাবতী, চীন-বকির প্রভৃতি নদীতে ষ্টীমারগুলি স্বেচ্ছামত যাতায়াত করিয়া থাকে।

পেগুযোমা পর্ব্বত এই জেলার উত্তর হইতে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে আসিয়াছে। ঐ দক্ষিণবাহিনী শাখা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমশাখা দক্ষিণপশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া হ্লৈঙ্গ ও পগন্মুন নদীপ্রবাহিত উপত্যকা দেশকে বিভক্ত করিয়াছে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণপূর্ব্বে আসিয়া পেগু নদীতটে সমতলক্ষেত্রে মিশিয়া গিয়াছে। উপরোক্ত পশ্চিম শাখার ১৭°অক্ষাংশ দক্ষিণে সুবিখ্যাত শিউদাগোন পাগোদা বিদ্যমান।

এখানকার নদীসমূহের মধ্যে হ্লৈঙ্গ বা জয় প্রধান। ১৭°৩০´ উঃ অক্ষাংশে এই জেলায় প্রবেশ করিয়া ১৬°৩০´ উঃ অক্ষাংশে রেঙ্গুন নদী নাম ধারণ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। ওকন্, মগোয়ি, হ্মবি, লিএন্গুন ইহার শাখা নদী। বব্লে, পানহ্লৈঙ্গ প্রভৃতি খাঁড়ি ইহার সহিত ইরাবতীর সংযোগ রাখিয়াছে। পুগুনচুন নদী পেগুয়োমা শৈল হইতে উদ্ভূত হইয়া পেগু নদীতে মিশিয়াছে। উক্ত পর্ব্বতের পূর্ব্ব ঢাল হইতে পেগু নদীর উদ্ভব রেঙ্গুন নগরের নিকট উহা রেঙ্গুন নদীতে মিলিয়াছে। এই পেগুনদী দিয়া ষ্টীমারযোগে পেগু-নগরে যাওয়া যায়।

এখানকার প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। তামিল ও তেলগু উপাখ্যানমালা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দ পূর্ব্বে তৈলঙ্গের অধিবাসিগণ বাণিজ্যব্যপদেশ সমুদ্রপথে যাইয়া ব্রহ্মোপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাঁহারা এখানে আসিয়া মুন্ জাতিকে অধিবাসিরূপে দেখিতে পান। এখনও পেগুয়ানগণ আপনাদিগকে মুন্ জাতীয় বলিয়া পরিচিত করে। তৈলঙ্গের অধিবাসিবৃন্দ এখানে কিছুকাল বাসের পর তলৈঙ্গ নামে খ্যাত হয়।

তালপত্রে লিখিত স্থানীয় রাজবিবরণীতে প্রকাশ,—'ভারতে গৌতমবুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পর দুই ভ্রাতা এখানে আসিয়া শিউদাগোন্ পাগোদা স্থাপন করেন। আখ্যায়িকাবর্ণিত এই সুবৃহৎ ধর্ম্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং গৌতমবুদ্ধের উপদেশপ্রাপ্ত পুণ্যদেহ ভ্রাতৃদ্বয় কে? তাহার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই। ঐতিহাসিক-তত্ত্বের আলোচনায় জানা যায় যে, তৃতীয় মহাবোধিসঙ্ঘের আদেশানুসারে স্বর্ণ ও উত্তর বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ সুবর্ণভূমিতে গমন করেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইরাবতীর 'ব' দ্বীপ ভূমি তখন বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী মতবিরোধিগণের প্রবল মত প্রচার হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। প্রায় কএক শতাব্দ ধরিয়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্মসেবী প্রচারকবৃন্দের সহিত বৌদ্ধপ্রচারকদিগের ভারত-বহির্ভূত প্রদেশে বিবাদ চলিয়াছিল। অবশেষে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের শেষভাগে যখন ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম ঘোর বিতণ্ডার পর ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, তখন বৌদ্ধগণ নির্ব্বিরোধ হইয়া ব্রহ্মরাজ্যে আপনাদের ধর্ম্মমত বিস্তার করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধবিরোধ হইতে কালে রাজগণের মধ্যে ধর্ম্মমতস্বাতন্ত্র্য হেতু গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতেই ক্রমে পেগুনগরে ধর্ম্মস্রোতঃপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে নূতন রাজধানীরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। থা-তুন-রাজের নাগ (নাগা?) বংশীয় মহিষীর গর্ভজাত থ-ম-ল ও বি-ম-ল নামক পুত্রদ্বয় পিতৃকর্তৃক সিংহাসনাধিকারে বঞ্চিত হওয়ায় এবং ধর্ম্মান্তরে আস্থাপ্রযুক্ত ৫৭৩ খৃঃঅব্দে পেগুনগর স্থাপনপূর্ব্বক

তথায় যাইয়া বাস করেন। থ-ম-ল তথাকার রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্বদিকে স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, তিনিই পরে মার্ত্তাবান্ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, ভ্রাতা বি-ম-ল রাজাসনে সমাসীন হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ইনি সিওঙ্গ নগর স্থাপন করিয়া তথায় যাইয়া বাস করেন। ইহারই অধিকারকালে ৫৯০ খৃষ্টাব্দে বিজ্জ ন গ-য়ন্ (বিদ্যানগর) রাজ্যের অধীশ্বর পেগু আক্রমণ করেন এবং পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় হইতে ৭৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই বংশে ত্রয়োদশ জন রাজা রাজত্ব করেন। শেষোক্ত বর্ষে যে রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি পশ্চিমে আরাকান্ পর্ব্বতমালা হইতে পূর্ব্বে সালবিন্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র রামন্ন দেশ এবং শ্রীভ্রষ্ট থা-তুন্ রাজ্য স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া লন। এ সময়েও নিম্নব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হয় নাই। দশম পেগুরাজ পুন্-ন-বীক (ব্রাহ্মণ হৃদয়), এবং তাঁহার পুত্র টেক্-থা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। টেক্-থার মৃত্যুর পর পেগুর ওয় রাজবংশের অবসান হয় এবং কএকজন রাজ্যাপহারী উপর্য্যুপরি রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। প্রথম তিনটী রাজবংশ কতকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং টেক্-থাই বা কোন্ সময়ে পরলোক গমন করেন, তাহা অজ্ঞাত থাকায় তৎপরবর্ত্তী অরাজকতার ইতিহাস অন্ধকারগর্ভে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় ৯ম ও ১০ম শতাব্দে এখানে যে ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হয়, তৈলঙ্গ-ঐতিহাসিকগণ তৎসমুদায় বিবরণ গোপন রাখায়, এই প্রদেশের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে পগানরাজ অ-নব্-র-হত এই স্থান জয় করেন, তৎপরে প্রায় দ্বি-শতাব্দ কাল উহা ব্রহ্মগণের অধীন থাকে। অতঃপর ব্রহ্মরাজ্যে গৃহবিবাদজনিত বলক্ষয় ঘটিলেও মোগল-সম্রাট্ কুবলাই খাঁ (১২৮৩-৮৪ খৃঃ) কর্ত্তৃক চীনসৈন্য সাহায্যে ব্রহ্মরাজধানী অধিকৃত হইলে, ব্রহ্মরাজ আত্মরক্ষার্থ বেসিন প্রদেশে পলায়ন করেন। তৈলঙ্গগণ এই সুযোগে স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা করে এবং প্রকাশ্যতঃ বিদ্রোহী হয়। ব-রি-যু নামা এক ব্যক্তি মার্ত্তাবানের ব্রহ্মজাতীয় শাসনকর্ত্তাকে নিহত করিয়া তদধিকৃত প্রদেশে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময়ে পেগুর বিদ্রোহ-দলপতি আ-থাম্-বোন্ সদলে আসিয়া ব-রি-যুর সহিত যোগ দেন। মিলিত বিদ্রোহী সেনাদল ব্রহ্মরাজসৈন্যকে পরাজিত করিয়া প্রোম নগরের দক্ষিণে প-দোঙ্গ নগর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দেয়। ইহার পর তৈলঙ্গ সেনাদল পেগুনগরে প্রত্যাবৃত্ত হয়; কিন্তু অচিরে উভয় দলপতির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল, ক্রমশঃ উভয়পক্ষে যুদ্ধ অবশেষে রণক্ষেত্রে আ-থাম্ বোন্ (ত-ব-বা) ভবলীলা শেষ করিলে সাধারণের সম্মতিক্রমে ব-রি-যু সমগ্র বিজিত প্রদেশের রাজা হন। অনতিকাল পরেই আ-থাম্-বোনের পুত্রদ্বয় ব-রি-যুকে গুপ্তভাবে নিহত করেন এবং ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি চারি বৎসর কালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৩৮৫ হইতে ১৪২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রজ-দী রিৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে ব্রহ্মগণ নিম্নব্রহ্ম আক্রমণ করে। তিনি বাহুবলে ব্রহ্মসৈন্য পরাজিত করিয়া ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে মার্ত্তাবান ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করেন, এই সময়ে ব্রহ্মরাজের সহিত যুদ্ধ ব্যতীত রেঙ্গুনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

রাজা রজ-দী-রিতের রাজ্যকালে পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ প্রথমে এখানে আসিয়া উপনীত হয়। নিকোলাস্ কোণ্টি ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে পেগুনগরে থাকিয়া তথাকার সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রজ-দী-রিতের ১০ম পুরুষ অধস্তন রাজা ব্যা-গুণ-রণের সময়ে আণ্টনিও কোরুরিয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মার্ত্তাবানের সন্ধি নিষ্পত্তি করে। তদবধি সৌভাগ্যান্বেষী পর্ত্তুগীজ সেনাদলের সহিত পেগুরাজের বিশেষ সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

আনুমানিক ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে তৌঙ্গুরাজ ত-বিন্-শ্বে-তি পেগু জয় করেন। তৎপরে তিনি মার্ত্তাবান অধিকারপূর্ব্বক পেগুতে প্রত্যাবৃত্ত ও সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজছত্র ধারণ উপলক্ষে তিনি শ্বে-মদ্ম ও শিউ-দাগোন প্যাগোদার উপরে নূতন ছত্র দান করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে শ্যাম জাতিকে পদদলিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে রাজকরদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৎসিৎ তৌঙ্গের শাসনকর্ত্তা কৌশলে রাজা ত-বিন্-শ্বে-তিকে ইহলোক হইতে সরাইয়া স্বয়ং রাজমুকুট ধারণ করেন।

এই ঘটনায় রাজ্যে ঘোর বিপ্লব সমুপস্থিত হয়। অবশেষে সাধারণের অভিমতে রাজসিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী ভুয়িন্-নৌঙ্গ রাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজা ভুয়িন্ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে তৌঙ্গু অধিকার করেন। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আবা রাজধানীতে রাজপতাকা স্থাপন করিলেন। অচিরকাল মধ্যে তিনি তেনাসেরিম হইতে আরাকান এবং সমুদ্রতট হইতে উত্তরে শানরাজ্য পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু

হয়। রাজা ভুরিন্‌-নোঙ্গ বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। তিনি রাজধানীতে সুদৃঢ় প্রাচীর ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া যান। তাঁহার স্থাপিত অপর একটী নগরের ধ্বস্ত নিদর্শন অদ্যাপিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ধর্ম্মে তাঁহার বলবতী আস্থা ছিল। তিনি সিংহলরাজের নিকট হইতে গৌতমবুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন আনাইয়া তদুপরে প্যাগোদা নির্ম্মাণ করান। তিনি নট বা অপদেবতার প্রীত্যর্থে বার্ষিক উৎসব রহিত করিয়া যান।

রাজা ভুরিন্ নোঙ্গের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র নন্দভুরিন্ রাজা হন। ব্রহ্মেশ্বর ব্যতীত অপরাপর সকল রাজন্যবর্গই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

রাজা নন্দভুরিন্ ব্রহ্মপতি এতাদৃশ উদ্ধত আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ১৫৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে তাঁহার রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হন। ব্রহ্মপতি ভীত হইয়া ও তাঁহার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া চীনরাজ্যে পলায়ন করেন। রাজা নন্দভুরিন্‌কে উত্তর ব্রহ্মে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া শ্যামপতি বিদ্রোহী হইলেন। রাজা এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাঁহার বিরুদ্ধে ৪টী অভিযান পাঠান। ১৫৮৫, ১৫৮৭, ১৫৯০ ও ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত রাজসৈন্য উপর্য্যুপরি শ্যামপতির যুদ্ধে পরাজিত হইলে রাজা অপমানে উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি ক্রোধে এতই অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কেহ তাঁহাকে সৎপরামর্শ দান করিলেও, তিনি তাহার প্রতি বিসদৃশ আচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ক্রমশঃ তিনি ঘোরতর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তৈলঙ্গ বৌদ্ধ যতিগণ তাঁহার সহিত মনোমালিন্য ঘটাইলে তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের নির্ব্বাসিত করেন, রাজকোপে পড়িয়া কতকগুলি যতি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর, 'ব' দ্বীপ বিভাগ একবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে এবং তথায় অরাজকতা বিরাজ করিতে থাকে। এই সুযোগে আরাকানবাসীরা সিরিয়ন্ অধিকার করে। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে পেগু হস্তান্তরিত হয় এবং রাজা নন্দভুরিন্ তেঙ্গুতে বন্দিভাবে প্রেরিত হন। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য রাজ্য অরাজক থাকে।

আরাকানপতি স্বীয় পর্ত্তুগীজ সেনাপতি ফিলিপ ডি ব্রিটোকে ১৬০০ খৃঃ সিরিয়মের শাসনভার দান করেন। এই ব্যক্তি রাজার অনুগ্রহ লাভ করিলেও, দস্যুজাতির স্বধর্ম পরিত্যাগ করেন। সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোয়ার পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধির সহিত ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। পরে স্থানীয় তৈলঙ্গ অধিবাসীদিগকে হস্তে হস্তগত করিয়া তাহাদের অভিমতে শাসনকর্ত্তা ব্রিটো পর্ত্তুগাল-পতির নামে পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন এবং স্বয়ং তথাকার রাজা হইলেন।

ব্রিটো রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সিরিয়ান্ নগরের শ্রীসম্পাদন করেন। তিনি এখানে গীর্জ্জা ও দুর্গ নির্ম্মাণ করান। তৌঙ্গু ও আরাকানপতি তাঁহার বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিয়াও বিফলমনোরথ হন। উক্ত রাজন্যবর্গের সেনাপতিগণ পর্ত্তুগীজসমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করেন। কএকজন বন্দীও হইয়াছিলেন। অতঃপর ফিলিপ্ ডি ব্রিটো তাঁহার পরম শত্রু তৌঙ্গুরাজ ও মার্ত্তাবান্‌পতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তিনি অধিককাল বিশ্বস্ত ভাবে না থাকিয়া পুনরায় তৌঙ্গুপতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এই সময়ে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে ধৃত ও বন্দী করিয়া লইয়া যান। রাজবিচারে পর্ত্তুগীজ-রাজ্যাপহারীর শূলারোপণ ব্যবস্থা হইয়াছিল। অতঃপর পর্ত্তুগীজগণ আর পেগুরাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

এই সময় হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পেগু ব্রহ্মরাজের অধীন থাকে। ইঁহাদের অধিকারকালেই ইংরাজ-বণিক্‌গণ রেঙ্গুনে বাণিজ্য বিস্তার করিতে চেষ্টা পায়। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সিরিয়মে কুঠি-স্থাপনের জন্য রাজার নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। ১৭০৯ হইতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ বণিক্ দল তথায় যাইয়া বাস করিতে থাকে। এদিকে উত্তর প্রদেশ হইতে উপর্য্যুপরি আক্রমণ এবং গৃহবিচ্ছেদে জর্জ্জরিত হইয়া ব্রহ্মরাজ্য ক্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়ে। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পেগুবাসিগণ প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহিতাচরণ করিয়া দুইবার সিরিয়াম্ আক্রমণ করে, ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ইংরাজ বণিক্‌দিগের সহায়তা লাভে বঞ্চিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজের কুঠিগুলি পোড়াইয়া দেয়। অতঃপর তাহারা আবা অধিকার করে, কিন্তু ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মুৎ-ষো-বো-বাসী মৌঙ্গ-অঙ্গ-জয় রাজধানী পুনরায় হস্তগত করিয়া স্বয়ং আলোঙ্গ-পয় (আলোম্প্রা) নাম ধারণপূর্ব্বক রাজাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বংশ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন। আলোঙ্গ-পয় রাজ্যাধিকারের চারি বৎসর মধ্যেই পেগু, তাবয় ও মার্গুই অধিকারপূর্ব্বক শ্যামরাজ্য জয়ে অগ্রসর হন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরাজ-ব্রহ্মযুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। ইংরাজবাহিনী নদীমুখে প্রবেশ করিয়া রেঙ্গুন অধিকার করে। যুদ্ধাবসানে ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি করিয়া ইংরাজগণ ব্রহ্মরাজকে পেগুরাজ্য ছাড়িয়া দেন। পুনরায় বাণিজ্যসংক্রান্ত

বাদবিসম্বাদ লইয়া ইংরাজ-ব্রহ্মের দ্বিতীয় সমর সংঘটিত হয় (১৮৫২ খৃঃ)। এই যুদ্ধে ইংরাজরাজ জয় লাভ করিয়া যান্দাবুর-সন্ধিপত্রানুযায়ী সমগ্র রেঙ্গুন জেলা, পেগু, ইরাবতী ও তেনা-সিরিম বিভাগ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

এই জেলায় প্রত্নতত্ত্বের কএকটী শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন পতিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মনোহারী শিল্পচাতুর্য্য ও গঠনপ্রণালী আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্বান্-তে নগরের শ্বে-দাগোন পাগোদা এখনকার প্রসিদ্ধ ও পরম আদরের বস্তু। ইহার মধ্যস্থলে গৌতম-বুদ্ধের কেশগুচ্ছ সযত্নে সংরক্ষিত আছে। শ্বে-ম-দ পাগোদা তলৈঙ্গ জাতির গৌরবকীর্ত্তি। উপরোক্ত স্বান্-তে নগরের অনতিদূরে আরও কতকগুলি প্রাচীন পাগোদা বিদ্যমান আছে। উহা প্রাচীন থক্কাঙ্গনগর ও মিন্-গ্লাদোন্ ক্ষব্-বি নগরের অতীত কীর্ত্তি বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ। হ্লৈঙ্গ ও তানবু নগর অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নূতন স্থানে গঠিত হইলেও উহা বহু প্রাচীন নগর বলিয়াই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বিবৃত রহিয়াছে।

এখানে রেশমী ও কার্পাসবস্ত্র, শুঁটকি মাছ, মৃৎপাত্র, লবণ, মাদুর প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। নৌকা পথেই স্থানীয় বাণিজ্য বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়া থাকে, তবে ইরাবতী-ভেলী-ষ্টেট্ রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় কেমেন্দিন্, শৌক্-তব্, হ্লাব্-গা, ক্ষব্-বি, বনেটচুঙ্গ তৈক-গী, পালোন ও ওকন নগরের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, সিত্তুঙ্গ-রেল-পথ পেগু হইতে তোঙ্গ-গু পর্য্যন্ত গিয়াছে।

২ নিম্নব্রহ্ম প্রদেশের রাজধানী। পেগু পু-জুন্-দোঙ্গ ও হ্লৈঙ্গ নদীর সঙ্গমস্থলে হ্লৈঙ্গনদীর বামকূলে অবস্থিত। নদীর অপর তীরবর্ত্তী দা-লা নগর এই নগরের উপকণ্ঠ বলিয়া পরি-গণিত। ভূপরিমাণ ২২ বর্গ মাইল। অক্ষা° ১৬°৪৬′৪০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৬°১৩′১৫″ পূঃ।

তলৈঙ্গ জাতির কিংবদন্তী ও উপাখ্যান-মালা হইতে জানা যায় যে, পু ও ত-পব্ নামক ভ্রাতৃদ্বয় ৫৮৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রেঙ্গুন নগরস্থলে প্রথমে একটী গ্রাম পত্তন করেন। তাঁহারা ভগবৎ কৃপায় গৌতমবুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভে পাপবিমুক্ত হন। তাঁহারা তদনন্তর বুদ্ধদেবপ্রদত্ত কেশরাশি লইয়া তাঁহারই আদেশ মত শ্বে-দাগোন পাগোদা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্নিম্নে উহা স্থাপন করেন। ৭৪৬ হইতে ৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা পুন্-ন-রী-ক পেগু সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি এই নগরের জীর্ণ সংস্কার করিয়া অরম্মণ নাম রাখেন এবং পরে উহা পুন-রায় দগোন নামে খ্যাত হয়।

তলৈঙ্গ বিবরণীতে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগণ কর্ত্তৃক নগরাধি-কার, রজ-দী-রিৎ-তনয় ব্যা-ন্যা-কিন্ কর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ এবং ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভগিনী সিন্ সবু কর্ত্তৃক প্রাসাদ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয় যথাযথ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রাজভগিনী সিন্ সবুর উদ্দেশে এখানে একটী জাতীয় উৎসব সমাহিত হইয়া থাকে। এই সময়ের অব্যবহিত পরেই দগোন নগরের আর কোন সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় না; হ্লৈঙ্গ তীরবর্ত্তী দা-ল্য নগর ও পেগু তীরবর্ত্তী সিরিয়ম্ নগর তখন যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

গাস্পার বাল্‌বি ১৫৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে পেগুনগর পরিদর্শনে আসিয়া দগোন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এখানকার গৃহগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও সোণার জলকরা। উহার চারিদিক্ তদ্দেশ-বাসীর মনোমত উদ্যানাদি দ্বারা পরিশোভিত। ঐ সকল গৃহে তলৈঙ্গগণ বাস করে। তাহারা দগোনের পাগোদার পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত আছে। এই দগোনের শাসনকর্ত্তাই কুঠিওয়াল ইংরাজ, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। পেগুরাজ তখন এখানকার সর্ব্বেশ্বর।

ব্রহ্ম ও পেগুরাজের উপর্য্যুপরি যুদ্ধে দগোনের শাসনভার বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে অলোঙ্গ-পয় ব্রহ্মরাজধানী আবা নগর হইতে তলৈঙ্গ সেনাদল বিতাড়িত করিয়া তলৈঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। তিনি দগোনে আসিয়া স্থানীয় সুবৃহৎ পাগোদা পুনরায় সংস্কৃত করিয়া দেন। অতঃপর নগরভাগের শোভা সম্পাদন করিয়া তিনি এই নগরের রণ-কুন্ (রণশেষ) নাম রাখেন। তদবধি রেঙ্গুন নগরে তাঁহার প্রতিনিধি স্থাপিত হন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এখানে ব্রহ্ম ও পেগুবাসীদিগের যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। পেগুরাজ রেঙ্গুন অধিকার করিলেও ব্রহ্মরাজ বো-দ-পন অচিরে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া নষ্ট-রাজ্য উদ্ধার করেন। [ব্রহ্ম ও পেগু শব্দ দেখ।]

এই সময়েই ইংরাজ বণিক্‌গণ রেঙ্গুন নগরে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার্থ কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আরাকান্ ও চট্টগ্রামে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ব্রহ্মরাজ সরকারের মত বিরোধ উপস্থিত হয়। তদনুসারে উভয়ের মনোবাদভঞ্জনার্থ কর্ণেল সাইমস্ কোম্পানীর দূতরূপে আবার রাজদরবারে উপনীত হন। এই দৌত্য কালে ইংরাজ-রাজ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন নগরে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরাজ-ব্রহ্মযুদ্ধ শেষ হয়। তৎপরে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজরাজ এইস্থান শাসন করেন। উক্ত

বর্ষে য়ান্দাবুর সন্ধি অনুসারে ইংরাজরাজ এই স্থানের স্বত্ব ত্যাগ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রাজা কুন্-সৈন্-মিন্ (থরাবতী রাজকুমার নামে প্রসিদ্ধ) ওক-ক-লা-ব নামক স্থানে নগর ভাগ উঠাইয়া আনেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পর রেঙ্গুন ইংরাজের হস্তগত হয়। তদবধি উহা ইংরাজ-শাসনে রহিয়াছে। ইংরাজরাজের অধিকারে আসিবার পর নগরের যথেষ্ট সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

রেচ (পুং) ফুস্ফুস্ বায়ুনির্মুক্ত করণরূপ যোগপ্রক্রিয়াভেদ।

রেচক (পুং) রেচয়তীতি রিচ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ যবক্ষার। (ত্রিকা°) ২ জয়পালবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ ক্রীড়ার্থ জলনিক্ষেপযন্ত্র। চলিত পিচ্‌কারী।

"সিচ্যমানোঽচ্যুতস্তাভির্হসন্তীভিঃ স্ম রেচকৈঃ।
প্রতিসিঞ্চন্ বিচিক্রীড়ে যক্ষীভির্যক্ষরাড়িব॥" (ভাগব° ১০।১০।৯)

৪ প্রাণায়ামভেদ, পূরক, কুম্ভক ও রেচকভেদে প্রাণায়াম তিন প্রকার। বায়ুরোধ করিয়া পুনরায় নিঃসারণ করার নাম রেচক।

"প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।" (ভাগবত ৩।২৮।৯)
[বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম শব্দে দেখ।]

(ক্লী) ৫ কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা। (রাজনি°) (ত্রি) ৬ ভেদক। ৭ তিলকবৃক্ষ।

রেচন (ক্লী) রিচ্-ল্যুট্। মলভেদন, পর্য্যায় প্রস্কন্দন, বিরেক, বিরেচন, রেক, রেচনা। (শব্দরত্না°)

সুশ্রুতে রেচন দ্রব্যের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে— মূল, ছাল, তৈল, স্বরস ও ক্ষীর অর্থাৎ আঠা এই ছয়প্রকার রেচন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মূলবিরেচনের মধ্যে অরুণবর্ণ তেউড়ীমূল; ত্বকবিরেচনের মধ্যে লোধ্রছাল, ফলবিরেচনের মধ্যে হরীতকী; তৈলের মধ্যে এরণ্ডতৈল; স্বরসের মধ্যে কারবেল্লিকার রস এবং ক্ষীরের মধ্যে মনসাবীজের ক্ষীর শ্রেষ্ঠতম।

ত্রিবৃতা, শ্যামা, দন্তী, ইন্দুরকানী, সপ্তলা, যবতিক্তা, মেঢ়াশৃঙ্গী, রাখালশশা, বিড়ঙ্গ, মনসাবীজ, স্বর্ণক্ষীরিলতা, চিতা, অপাঙ্গ, কুশ, কাশ, লোধ, কাম্পিল্লক, রম্যক, পাটলা, পুগ, হরিতকী, আমলকী, বিভীতক, নীলিনী, সোঁদাল, এরণ্ড, পূতিকা, মহাবৃক্ষ, সপ্তচ্ছদা, আকন্দ ও লতাফটকী এই সকল রেচকবর্গ। এই সকল দ্রব্যদ্বারা দেহের অধোভাগ সংশোধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য সেবন করিলে বিরেচন হইয়া শরীরের গ্লানি নষ্ট হয়। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে প্রথম পঞ্চদশটী অর্থাৎ ত্রিবৃতা হইতে কাশ পর্য্যন্ত দ্রব্যের মূল গ্রহণ করিতে হয়। লোধ হইতে পাটলা পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলির বল্কল, তন্মধ্যে কেবল কমলাগুণ্ডীর রজঃ। পুগ হইতে এরণ্ড পর্য্যন্ত দ্রব্য সকলের ফল, কিন্তু সোঁদাল ও করঞ্জের পত্র গ্রহণ করা যায়। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট দ্রব্যের ক্ষীর গ্রহণ করিবে। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৪ অ°) [বিরেচন শব্দ দেখ।]

রেচনক (পুং) রেচয়তীতি রিচ্-ণিচ্-ল্যু ততঃ স্বার্থে কন্। কম্পিল্লক। (রাজনি°)

রেচনা (স্ত্রী) রিচ্-যুচ্-টাপ্। কাম্পিল্ল। (শব্দরত্না°)

রেচনী (স্ত্রী) রিচ্যতে হনয়েতি রিচ-ল্যুট্-ঙীপ্। কাম্পিল্ল। (শব্দরত্না°) ২ কালাঞ্জনী। ৩ দন্তিবৃক্ষ। (রাজনি°) ৪ শ্বেতত্রিবৃতা। (মেদিনী) ৫ বটপত্রী।

"বটপত্রী তু কথিতা মোহিনী রেচনী বুধৈঃ।" (ভাবপ্র°)

রেচিত (ক্লী) ১ ভেদিত, পরিত্যক্ত। ২ অশ্বের গতিভেদ। ৩ নৃত্যকালে নর্ত্তকের হস্তসঞ্চালন-ক্রিয়াবিশেষ।

রেচী (স্ত্রী) রেচয়তীতি রিচ-ণিচ্-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কম্পিল্লক। ২ অঙ্কোঠ। (রাজনি°)

রেচ্য (পুং) প্রাণায়ামাঙ্গ মুচ্যমান বায়ু।

"পূরকঃ কুম্ভকো রেচ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ।
নাসিকাকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো ধ্মাতুঃ পূরক উচ্যতে।
কুম্ভকো নিশ্চলশ্বাসো মুচ্যমানস্তু রেচকঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(ত্রি) ২ ভেদক।

রেজ্, দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ রেজতে। লোট্ রেজতাং। লিট্ রিরেজে। লুট্ রেজিতা। লুঙ্ অরেজিষ্ট।

রেজা খাঁ, (মহম্মদ), বঙ্গের নবাব জাফর আলী খাঁর মৃত্যুর পর নাবালক নবাব নজম উদ্দৌলা বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে ইনি ইংরাজ কোম্পানীর অনুমতিক্রমে বঙ্গের প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে)।
[মহম্মদ রেজা খাঁ দেখ।]

রেট্, ১ পরিভাষণ, উক্তি। ভ্বাদি° উভ° দ্বিক° সেট্। লট্ রেটতি-তে। লোট্ রেটতু-তাং। লিট্ রিরেট-টে। লুট্ রেটিতা। রেটিষ্যতি-তে। সন্ রিরেটিষতি-তে। যঙ্ রেরেট্যতে। যঙ্ লুক্ রেরেটি। ণিচ্-রেটয়তি। লুঙ্ অরিরেটৎ।

রেট (ইংরাজী) ১ বাজার দরের হার। Rate শব্দজ। (দেশজ) কটিদেশে ধারণার্থ রৌপ্যালঙ্কারভেদ।

রেড্ডীবংশ, দাক্ষিণাত্যের কোণ্ডবীড়ু প্রদেশের একটী সামন্তরাজবংশ। দোন্তী অন্না রেড্ডির পোলিয় বেম রেড্ডি নামক এক পুত্র ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভুজবলে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সাধারণে প্রোল বা প্রোলয় নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পর যথাক্রমে অনবেম রেড্ডী (১৩০৯ খৃঃ), অলিয়বেমরেড্ডি (১৩৬৯ খৃঃ), কোমারগিরি বেম রেড্ডি

(১৩৮১ খৃঃ), কোমতি বেন্নারেড্ডি (১৩৯৫ খৃঃ) রাচ বেন্না-রেড্ডি (১৪২৩ খৃঃ) সিংহাসনাধিকার করেন। এই শেষোক্ত রাজার রাজ্যকালে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ কোণ্ডবীড়ু আক্রমণ করিলে এই রাজবংশের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে।

রেড্ডিবরু, প্রাচীন তৈলঙ্গবাসী কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। ইহারা উচ্চ শ্রেণীর শূদ্র ও ক্ষত্রিয়াচারী। এক সময়ে ভুজবলে রাজ্যশাসন করিয়াছিল। [রেড্ডিবংশ দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে অনেকে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে। নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত বনপর্ত্তি ও যদ্‌বাল নামক স্থানের ভূম্যধিকারিগণ এই বংশসম্ভূত।

রেণী, বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। এখানে খস্‌খসের পাখার কারবার আছে। এক একখানি পাখা ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

রেণু (পুং স্ত্রী) রিণাতীতি রী-গতি-রেষণয়োঃ (অজিবৃরীভ্যো ণিচ্চ। (উণ্‌ ৩।৩৮) ১ ধূলি।

"মানুষীকরণরেণুরস্তি তে পাদয়োরিতি কথা প্রথায়সী।
ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজং নাথ দারুদৃশদোঽস্তু কা ভিদা॥"
(উদ্ভট)

২ পর্পট। ৩ রেণুকা। ৪ বিড়ঙ্গ।

"জন্তুঘ্নং ভস্মকং রেণুঃ ক্রিমিঘ্নং চিত্রতণ্ডুলম্।
ক্রিমিশত্রুঃ বিড়ঙ্গশ্চ গর্দ্দভং তচ্চ কেবলম্॥" (বৈদ্যকরত্নমা°)

৫ ঋগ্‌মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ (ঋক্ ৯।৭০ ও ১০।৮৯ সূক্ত)।
৬ বিকুক্ষির পুত্রভেদ। (স্ত্রী) ৭ বিশ্বামিত্রের পত্নীভেদ।

রেণুক (ক্লী) তন্নামক ফলবিষভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ২অ°) ২ রেণুকবীজ। (চক্রদ°)

রেণুক আচার্য্য, পারস্করগৃহ্যকারিকা ও রুদ্রপদ্ধতিরচয়িতা। মহেশের পুত্র ও সোমেশ্বর দীক্ষিতের পৌত্র। ইনি ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

রেণুককাট (ত্রি) ধূলি আলোড়ন বা খননকারী।
'রজস উদ্ভেদকঃ' (ঋক্ ৬।২৮।১ সায়ণ)

রেণুকদম্বক (পুং) ধূলিকদম্ব। (রাজনি°)

রেণুকা (স্ত্রী) রেণুনা কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্। Hydnocarpus wightiauum) মরিচাকৃতি সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। পর্য্যায়—দ্বিজাহরেণু, কৌন্তী, কপিলা, ভস্মগন্ধিনী, কান্তা, নন্দিনী, মহিলা, রাজপুত্রী, হিমা, রেণু, হরেণুকা, সুপর্ণী, শিশিরা, শান্তা, বৃত্তা, ধর্ম্মিণী, পাণ্ডুপুত্রী, কপিলোমা, হৈমবতী, পাণ্ডুপত্নী। গুণ—কটু, শীতল, কণ্ডূতি, তৃষ্ণা, দাহ ও বিষনাশক এবং মুখবৈরস্যকারক। (রাজনি°)

২ পরশুরামের মাতা। ইহার বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—রেণুকা বিদর্ভরাজতনয়া ও জমদগ্নির পত্নী, ইহার গর্ভে রুমথান্, সুসেন, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম এই পাঁচ পুত্র জন্মে।

একদা রেণুকা স্নান করিতে গঙ্গায় গিয়া দেখেন যে, উত্তমমাল্যধারী, পরমসুন্দর, চন্দ্রসন্নিভ, তরুণ রাজা চিত্ররথ অনুরূপা রমণীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন। রেণুকা তাদৃশ নরপতিকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কামাতুরা হইয়া রাজার প্রতি অভিলাষ করেন। রেণুকার এই অভিলাষ হইবামাত্রই তাহার শরীর হইতে ক্লেদ নিঃসৃত হইল, তখন রেণুকা নিজের মানসিক গতি বুঝিতে পারিয়া সত্বর নিজাশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে জমদগ্নি রেণুকার মনোবিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া রুমণ্বৎ প্রভৃতি পুত্রগণকে রেণুকাকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ দেন, কিন্তু কোন পুত্রই মাতৃহত্যায় সম্মত হইল না। পরে পরশুরাম তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে মাতৃবধের জন্য আদেশ করেন। পরশুরাম পিতার আজ্ঞানুসারে রেণুকার মস্তক ছেদন করেন। জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে বলেন, পরশুরাম প্রথম বরেই মাতার পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। জমদগ্নির বরে রেণুকা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন। (কালিকাপু° ৮২ অ°)
[পরশুরাম দেখ।]

রেণুকা, সহ্যাদ্রিশৈলের অন্তর্গত তীর্থভেদ। স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডের রেণুকামাহাত্ম্যে ইহার বিবরণ সবিস্তার লিখিত আছে।

রেণুকাকবচ (পুং) রুদ্রযামলোক্ত ধারণীয় ঔষধভেদ।

রেণুকাসুত (পুং) রেণুকায়াঃ সুতঃ। পরশুরাম। (হেম)
"আর্চীকনন্দনো রামো ভার্গবো রেণুকাসুতঃ।"
(ভারত ৩।৯৯।৪৩)

রেণুগর্ভ (পুং) ১ জ্যোতিষোক্ত হোরানির্ণায়ক যন্ত্রবিশেষ (Hour-glass)। (ত্রি) ২ বালুকাপূর্ণ পত্রাদি। ৩ পুষ্পাদি।

রেণুত্ব (ক্লী) রেণোর্ভাবঃ ত্ব। রেণুর ভাব বা ধর্ম্ম।

রেণুদীক্ষিত, একজন প্রাচীন পণ্ডিত ও গ্রন্থকার।

রেণুপ (পুং) জাতিবিশেষ।

রেণুপদবী (স্ত্রী) ধূলিময় পথ।

রেণুপালক (পুং) প্রবরাধ্যায়োক্ত ঋষিভেদ।

রেণুমৎ (পুং) রেণুগর্ভজাত বিশ্বামিত্রের পুত্র।

রেণুরূষিত (পুং) রেণুনা রূষিতঃ। গর্দ্দভ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ ধূলিরক্ষিত।

রেণুবাস (পুং) রেণৌ পরাগে বাসো যস্য। ভ্রমর। (ত্রিকা॰)

রেণুশস্ (অব্য॰) ধূলিযুক্ত।

রেণুসার (পুং) রেণুরেব সারো যস্য। ১ কর্পূর। (ত্রিকা॰)

রেণুসারক (পুং) রেণুসার এব স্বার্থে কন্। কর্পূর। (শব্দরত্না॰)

রেতঃকুল্যা (স্ত্রী) নরকভেদ।

রেতকুণ্ড, কুমায়ুনজেলার অন্তর্ভুক্ত হিমালয় পর্ব্বতোপরিস্থ তীর্থভেদ।

রেতজ (ত্রি) পুত্র, রেতোজাত।

রেতজা (স্ত্রী) রেতমিব জায়তে ইতি জন-ড, টাপ্, সর্ব্বে সান্তা অদন্তাশ্চ ইতি ন্যায়াৎ অত্রাকারান্তরেতশব্দঃ। ১ বালুক। সকল স্থলে সান্ত শব্দ অদন্ত হয়। এই ন্যায়ানুসারে 'রেতস্' শব্দ স্থলে 'রেত' এইরূপ শব্দ হইল।

রেতন (ক্লী) শুক্র। (শব্দচ॰)

রেতস্ (ক্লী) রীয়তে ক্ষরতীতি রী-ক্ষরণে (স্রুরীভ্যাং তুট্ চ। উণ্ ৪।২০১) ইতি অসুন্ তস্য তুট্ চ। ১ শুক্র।

"স্ত্রীণাং রজোময়ং রেতো বীজাঢ্যমিন্দ্রিয়ং নরে।
তস্মাৎ সংযোগতঃ পুত্রো জায়তে গর্ভসম্ভবঃ।
প্রথমেঽহনি রেতশ্চ সংযোগাৎ কললঞ্চ যৎ॥"

(হারীত শারীরস্থা॰ ১অ॰)

স্ত্রীলোকদিগের রজঃকেও রেতঃ কহে। [শুক্র দেখ।]

২ পারদ। (মেদিনী) ৩ জল। 'বৃষ্টিলক্ষণানাং অপাং দেবানাং রেতস্ত্বাদ্রেত উচ্যতে। তথাচোপনিষদ্, দেবানাং রেতো বর্ষমিতি' (নিঘণ্টুটীকা ৩।১২)

রেতস (পুং) শুক্র।

রেতস্য (ত্রি॰) ১ বীজ-বহনকারী। ২ বহিষ্পবমান স্তোত্রের প্রথম শ্লোক।

রেতস্বৎ (ত্রি) বীজযুক্ত। গর্ভিত।

রেতস্বিন্ (ত্রি) উর্ব্বর। উৎপাদকশক্তিপূর্ণ। বীজাপ্লুত।

রেতঃসিচ্ (ত্রি) ইষ্টকাভেদ। (শত॰ব্রা॰ ১০।৪।৩।১৪)

রেতঃসিচ্য (ক্লী) শুক্রনির্গমন।

রেতিন্ (ত্রি) ১ গর্ভিত। ২ রেতোধারিণী।

রেতোক, একজন প্রাচীন কবি।

রেতোধা (ত্রি) গর্ভিণী। শুক্রধারণ করিয়া যাহার গর্ভ হইয়াছে।

রেতোধেয় (ক্লী) গর্ভধারণ।

রেতোভক্ষণ (ক্লী) শুক্ররূপ অপেয় দ্রব্যভক্ষণ। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে এরূপ অলেহ্য অপেয় ভক্ষণের চান্দ্রায়ণবিধি নিবদ্ধ হইয়াছে।

রেতোমার্গ (পুং) শুক্রনির্গমন পথ (Seminal duct)।

রেত্য (ক্লী) পিত্তল। (অমরটীকায় নীলকণ্ঠ)

রেত্র (ক্লী) রীয়তে ক্ষরতীতি রী-বাহুলকাৎ ত্র। ১ রেতঃ। ২ পীযূষ। ৩ পটবাস। ৪ সূতক। (মেদিনী)

রেনেল, (মেজর জেমস্), ভারতের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী ইতিবৃত্তলেখক। তিনি ইংরাজাধিকৃত ভারতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সঙ্কলন করিয়া একখানি ভারতেতিহাস প্রণয়ন করেন। ভারতের ভূবৃত্তান্তবিবরণ য়ুরোপ-সমাজে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট ভারতীয় ভৌগোলিক-তত্ত্বের পিতার স্বরূপ পূজিত হইয়াছেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডননগরে "বাঙ্গালার মানচিত্র" প্রকাশ করেন। উহাতে পূর্ব্বহিন্দুস্থানের বাণিজ্যভাণ্ডার ও রণক্ষেত্র সমূহের স্থাননির্দ্দেশসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপরে ১৭৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ও বেহারে মানচিত্র, ১৭৭৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ও বেহারের গমনাগমন-পথবিবরণী, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র-নদের বিবরণসহ হিন্দুস্থানের মানচিত্র ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাঁহার পুস্তকগুলির ইংরাজী নাম উদ্ধৃত করা গেল। ঐ পুস্তকগুলি পশ্চিম এসিয়া ও ভারতীয় প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী *।

রেপ, ১ শব্দ। ২ গমন। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ শব্দার্থে অক॰ গমনার্থে সক॰ সেট্। লট্ রেপতে। লোট্ রেপতাং। লিট্ রিরেপে। লুট্ রেপিতা। লিচ্ রেপয়াত। লুঙ্ অরিরেপৎ।

রেপ্ (ইংরাজী Rape) বলাৎকার।

রেপ (ত্রি) রেপ্যতে নিন্দ্যতে ইতি রেপ-ঘঞ্। ১ নিন্দিত। ২ ক্রূর। ৩ কৃপণ। (মেদিনী)

রেপল্লী, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী তালুক। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণকূলে সমুদ্রতট হইতে মঙ্গলগিরি শৈলমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৬৪৪ বর্গমাইল।

---

* 1. A Bengal Atlas, containing maps of the Theatre of war and Commerce on that side of Hindustan, London, 1780.

2. Atlas of Bengal and Behar, London, 1780-81.

3. Description of the Roads in Bengal and Behar 4to and 12 mo. London 1778-99.

4. Memoir of a Map of Hindustan, with an Account of the Ganges and Brahmaputra Rivers, London 1788.

5. Marches of the British Armies in the Peninsula of India, during the campaigns of 1791.

6. Geographical System of Herodotus examined and explained, 4to, London, 1800.

7. Geography of Herodotus examined and explained, 2 vols London, 1830.

8. Geographical Illustrations of the expedition of Cyrus and the Retreat of the Ten Thousand Greeks, with Plates, atlas folio, 2vol. fol, and 4to, London, 1816.

9. A treatise on the Comparative Geography of Western Asia. 2 vols 8vo. 1831.

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং রেপল্লী তহসীলের বিচার সদর। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের কোনও পূর্ব্বপুরুষ ১৭০৫ খৃঃ উহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রেপস্ (ক্লী) রপ্ (রপেরত এচ্চ। উণ্ ৪।১৮৯) ইতি অসুন্ অতঃ এং। ১ অবদ্য, অনিন্দনীয়। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ২ অধম। ৩ ক্রূর। ৪ কৃপণ। (মেদিনী)

রেফ (পুং) রিফ্যতে ইতি রিফ্-ঘঞ্, যদ্বা 'রাদি ফন্' ইত্যনেন বর্ণস্বরূপার্থে রশব্দাদিফন্ প্রত্যয়ঃ। ২ রবর্ণ, রকার, কোন বর্ণের মস্তকে রকার থাকিলে তাহাকে রেফ কহে।

"পরৈর্গতো যঃ শিরসাপি ধার্য্যতে
সমাগতে সন্নমি যাতি নম্রতাম্।
গুণৈঃ পরেষাং দ্বিগুণত্বমীহতে
রেফেণ তুল্যা প্রকৃতির্মহাত্মনাম্॥" (উদ্ভট)

২ রাগ। (শব্দরত্না০) ৩ শব্দ।

"প্রিয়ঞ্চ বক্তস্তরবিন্দহস্তাং কণ্ঠে চ সামানি সমস্তরেফান্।"
(ভাগবত ৮।২০।২৫)

(ত্রি) রিফ (অবস্থাবমাধমাবর্রেকাঃ কুৎসিতে। উণ্ ৫।৫৪) ইতি অপ্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ৪ কুৎসিত।

রেফবৎ (ত্রি) রেফযুক্ত। রেফবিশিষ্ট।

রেফবিপুলা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। [রবিপুলা দেখ।]

রেফস্ (ত্রি) রিফতীতি রিফ্-অসুন্। ১ ক্রূর। ২ অধম। ৩ দুষ্ট। (শব্দরত্না০)

রেফিন্ (ত্রি) রেফ-অস্ত্যর্থে ইনি। রেফযুক্ত।

রেভ, শব্দ। ভ্বাদি০ আত্মনে০ অক০ সেট্। লট্ রেভতে। লোট্ রেভতাং। লিট্ রিরেভে। লুট্ রেভিতা। নিচ্ রেভয়তি। লুঙ্ অরিরেভৎ।

রেভ (ত্রি) ১ কর্কশ শব্দকারী। ২ স্তুতিবাদক। ৩ বৃথা বাক্যব্যয়।

রেভ, ১ ঋষিভেদ, অসুরেরা ইহা কূপে নিক্ষেপ করেন। দশরাত্র ও নয় দিবস পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। (ঋক্ ১।১১২।৫, ১।১১৬।২৪) ২ কশ্যপবংশীয় ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ৮।৯৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

রেভণ (ক্লী) রেভ শব্দে ভাবে ল্যুট্। গোধ্বনি, গোরুর শব্দ।

রেভসূনু (পুং) রেভ ঋষির পুত্রদ্বয়। ইহারা ঋক্ ৯।৯৯-১০০ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

রেভিল (পুং) নায়কভেদ। (মৃচ্ছকটিক ৪৪।৬)

রেমদা, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

রেমি (ত্রি) রমণকারী। (পা০ ৩।২।১৭১ বার্ত্তিক ২)

রেমুনা, বাঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। বালেশ্বর নগরের ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা০ ২১°৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬°৫৮´ পূঃ। প্রতিবৎসর মাঘ মাসে এখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মূর্ত্তির উদ্দেশে একটী প্রসিদ্ধ মেলা হয়, এই মেলা প্রায় ১৩ দিন থাকে।

বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে এখানে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। দেবমন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত এবং উহার গাত্রে নানা কামশাস্ত্রীয় চিত্র খোদিত আছে।

এক সময় এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। গঙ্গবংশীয় নরপতিগণ এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়া শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২১৮ সংবতে গঙ্গবংশীয় রাজা ২য় নরসিংহদেব এই নগর হইতে শাসন দান করিয়াছিলেন।

রেরিবন্ (ত্রি) প্রেরয়িতা, প্রেরক।

"অহং বৃক্ষস্য রেরিবা" (তৈত্তিরীয় উপ০ ১।১০।১)
'রেরিবা প্রেরয়িতা' (শাঙ্করভাষ্য)

রেরিহ (ত্রি) জিহ্বা দ্বারা পুনঃ পুনঃ লেহন।

রেরিহাণ (পুং) ১ শিব। ২ অসুর। ৩ চোর। (শব্দরত্না০)

রেলঙ্গী, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত জমিদারীর একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা০ ১৬°৪১´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১°৪১´৪০´´ পূঃ। এখানে প্রায় ৫ হাজার লোকের বাস আছে। স্থানটী বেশ সমৃদ্ধিশালী ও বাণিজ্যসম্ভারপূর্ণ।

রেলওয়ে (Railway=রেলপথ), লৌহবর্ত্ম। পরস্পর সমান্তরালভাবে স্থাপিত লৌহদণ্ডদ্বয়, ইহা বাষ্পীয় শকটাদির গমনাগমনে বিশেষ উপযোগী। শকটচক্রের অনবরত ঘর্ষণ হ্রাস করিবার জন্যই এই কৌশল অবলম্বিত হয়। ট্রাম-পথ হইতেই রেলপথের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে বাষ্পীয় যান যে রেলপথে যাতায়াত করিতেছে, তাহার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি ইংলণ্ড দেশে হইয়াছিল।

এদিকে উত্তর ইতালীর অন্তর্বর্ত্তী প্রাচীনকালের নগরসমূহের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ রেলপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাইয়াছেন। ঐ সমস্ত প্রস্তরগ্রথিত পাথর মধ্যে কিয়দ্দূর ব্যবহিত ও সমান্তরালভাবে অবস্থিত মর্ম্মরপ্রস্তরনিবদ্ধ রেলপথের নিদর্শন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। তবে উক্ত পথে বাষ্পীয় ইঞ্জিনে পরিচালিত শকট চলিয়াছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ঐ সমস্ত মর্ম্মরনির্ম্মিত রেলে শকটচক্রের ঘর্ষণচিহ্ন দেদীপ্যমান আছে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বহুশতাব্দী পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রাচীন অধিবাসিগণ শকটচক্রের ঘর্ষণ হ্রাস করিবার জন্য প্রস্তরগ্রথিত পথে দ্রুতবেগে শকটচালনা করিতেন।

যাহা হউক, রেলপথ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর কোন প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় না। ইদানীন্তনকালে যে রেলপথের বৃদ্ধিতে পৃথিবী লৌহময় হইয়া যাইতেছে, যাহাদ্বারা লোকে দুই দণ্ডে দুই মাসের পথ যাইতেছে, যাহা দ্বারা দেশসমূহের দূরত্ব মন্দীভূত হইয়াছে, সেই রেলপথের উৎপত্তি ট্রামওয়ে হইতে সাধিত হইয়াছে। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ১৬০২ হইতে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ট্রামওয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তৎকালে ভারী বোঝাইপূর্ণ গাড়ী সকল একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার বিশেষ অসুবিধা ছিল। ভারবাহী পশুগণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বোঝাই ভিন্ন অধিক বহন করিতে পারিত না, তজ্জন্য বাণিজ্যাদি কার্য্যের যৎপরোনাস্তি অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা নিরাকরণ মানসে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ শিল্পিগণ নিউকাসল নগরের পাথুরিয়া কয়লার খনি হইতে টাইন নদীর তীর পর্য্যন্ত একটী ট্রামপথ প্রস্তুত করেন। নর্দ্দাম্বরলণ্ড এবং ডরহামের খনি হইতেও নদীতীর পর্য্যন্ত অন্য পথ এই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই পথ কাষ্ঠময় কড়ির সাহায্যে নির্ম্মিত। অর্থাৎ সমান্তরালভাবে অবস্থিত ঈষদুচ্চ কাঠের কড়ি পাতিয়া পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহাতে গাড়ীর চাকা ট্রামরেখাচ্যুত না হয়, তজ্জন্য কাঠের কড়ির পার্শ্বদেশ কিছু উন্নত ও মধ্যস্থল কিছু নিম্ন করিয়া খোদা হয়। প্রথমতঃ ওক্‌কাষ্ঠের রেলই ব্যবহৃত হইয়াছিল। অতঃপর উক্ত সমান্তরাল কড়িগুলি পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত কাষ্ঠখণ্ডের সহিত পেরেক দিয়া দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকিত।

চাকার ঘর্ষণে রেল সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বদলাইয়া দেওয়া হইত। ক্রমে ক্রমে শকটচালকগণ অশ্বদিগের দ্রুতগমনের সুবিধার্থ সমান্তরাল কড়ির উপর ঈষদুচ্চ রেল প্রস্তুত করিয়া লইল এবং রেলপথে মাটী ফেলিয়া বড় বড় কড়িগুলি ঢাকিয়া দেওয়া হইল। সাধারণে পথে চালিত গাড়ী হইতে ট্রামপথে চালিত গাড়ী সহজে অনেক ভারী বোঝাই বহন করিতে সমর্থ হইল। অন্যপথে একটী অশ্বে ১৭ কোয়াটারের বেশী বহন করিতে পারিত না। কিন্তু নবপ্রবর্ত্তিত ট্রামপথে একটী অশ্বে অনায়াসে ৪২ কোয়াটার বহন করিতে লাগিল। ইহাতে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইল। বহুদিন পর্য্যন্ত ট্রামপথের আর কোন উন্নতি হইল না। পরে ১৭৬৭ খৃঃ কোলক্রকডেল লৌহ কোম্পানার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ রেণল্ড সাহেবের পরামর্শে কাঠের রেলের পরিবর্ত্তে ঢালাই লৌহের রেল পরীক্ষাস্থলে ব্যবহৃত হইল। কিন্তু তখনও কেহ স্বপ্ন বা কল্পনায় ভাবে নাই যে, এই শকটে মনুষ্য যাতায়াত করিবে। কয়লার খনি হইতে কয়লা সকল নদী ও সমুদ্রতীরে বহন করিবার জন্য ট্রামপথে অশ্বচালিত শকট ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

প্রথমে লৌহনির্ম্মিত রেল সকল ৫ ফিট্ দীর্ঘ, ৪ ইঞ্চ প্রস্থ এবং ১১/৪ ইঞ্চ বেধবিশিষ্ট হইয়াছিল। প্রত্যেক রেলে ৩টী ছিদ্র থাকিত, ঐ ছিদ্র সকল পেরেক দিয়া পূর্ব্বোক্ত কাঠের কড়িতে দৃঢ়বদ্ধ হইত। ট্রামের পথ ইংরাজী অক্ষর H এইচএর উপর ভাগের ন্যায় হইত অর্থাৎ দুই পার্শ্ব হইতে মধ্যস্থল কিছু নিম্ন থাকিত। তজ্জন্য গাড়ীর চাকা স্থানচ্যুত হইতে পারিত না। কিন্তু নিম্ন রেলপথের একটু বিশেষ অসুবিধা ছিল। সর্ব্বদা ধূলি-কর্দ্দমে আবৃত থাকায় গাড়ী চলিবার বড় অসুবিধা হইত।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ১৭৮৯ খৃঃ জেসফ নামক ইঞ্জিনিয়ার সর্ব্বপ্রথমে লফবরো নামক স্থানে উচ্চরেলের প্রতিষ্ঠা করিলেন। গাড়ীর চাকাগুলির একপার্শ্ব মধ্যস্থল হইতে একটু বর্দ্ধিত হইল, সেইজন্য চাকাগুলি উচ্চ রেলপথ হইতে স্থানচ্যুত হইল না। উচ্চ রেলগুলি প্রথমে ৬ ফিট ব্যবধানবিশিষ্ট ছিল।

ক্রমে ক্রমে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিত্ত রেলওয়ের উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত হইল। লিভারপুল ও মাঞ্চেষ্টরের মধ্যে বাণিজ্যের জন্য জলপথ থাকিলেও তাহাতে অল্পসময়ে বাণিজ্যদ্রব্য প্রেরণের বিশেষ অসুবিধা ছিল। এই অসুবিধা সত্বেও উক্ত নগরদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যহ ১২০০ টন দ্রব্য যাতায়াত করিত, এবং প্রত্যেক টনে ১৮ শিলিং করিয়া ব্যয় হইত। যাহা হউক ১৮১০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সমস্ত ট্রামগাড়ী ও রেলগাড়ী অশ্বদ্বারা পরিচালিত হইত এবং এক একখানি গাড়ী ব্যবহৃত হইত। অর্থাৎ অনেকগুলি গাড়ী পরস্পর সংযুক্ত করিবার প্রথা তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

লোকোমোটিভের সৃষ্টি।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স ওয়াট্ কর্ত্তৃক বাষ্পের শক্তিতে পরিচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়, কিন্তু তাহাতে শকট চালিত হইতে পারে একথা তখনও কেহ ভাবিতে পারেন নাই। উচ্চ প্রতিভাশালী ইঞ্জিনিয়ারগণ ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া "লোকোমোটিব," বা গতিশীল ইঞ্জিনের আবিষ্কার করিলেন। ওয়াট্, সিমিংটন, ট্রেভিথিক্, ব্লেঙ্কিনসপ, চাপমান, ব্রান্টন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে রেলপথে, গাড়ী সকল ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিলেন। ইহাঁরা সকলেই জর্জ ষ্টিফেন্‌সনের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক। স্বয়ংচালিত

গতিশীল ইঞ্জিন ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ট্রেভিথিক কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইল। তিনি লণ্ডন নগরের নিকট নিজের উদ্ভাবিত ইঞ্জিনিয়ারের আদেশ সর্ব্বজনসমক্ষে প্রদর্শন করিলেন। সেই বিরাট্ লোকারণ্য তাঁহার অদ্ভুত আবিষ্কারে বিস্ময়াপ্লুত হইয়া গেল। ইহাই লোকোমোটিবের ভিত্তি। অবশেষে ১৮০৪ খৃঃ অঃ, তিনি মার্থার টিড্ভিল রেলপথে ইঞ্জিন দ্বারা রেল গাড়ী পরিচালিত করিলেন। পৃথিবীর এই সর্ব্বপ্রথম ইঞ্জিনে ১০ টন বোঝাই গাড়ী ঘণ্টায় ৫ মাইল মাত্র টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন ইঞ্জিনিয়ারগণ ইঞ্জিনের সম্পূর্ণতাকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিলেন না এবং সকলেই ইহার অধিক উন্নতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। ১৮১১ খৃঃ অঃ ওয়াইলাম্ রেলপথে ট্রেভিথিকের ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৮২১ খৃঃ ষ্টকটন ও ডার্লিংটন রেলপথ প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক আইন প্রচারিত হইল। তৎপূর্ব্বে রেলপথে কেবল বোঝাই মাল ব্যতীত কোন মনুষ্য যাতায়াত করিত না। হেটন রেলপথে ৬০ টন বোঝাই গাড়ী ঘণ্টায় ৪½ মাইল বেগে যাতায়াত করিতেছিল। কিলিংওয়ার্থ রেলপথে কেবল ৪০ টন বোঝাই গাড়ী ঘণ্টায় ৬ মাইল বেগে চলিতেছিল।

জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌শন প্রথমে ষ্টকটন ও ডার্লিংটন রেলপথের ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বাষ্পীয় শক্তিতে পরিচালিত গতিশীল ইঞ্জিনের দ্বারা রেলপথে গাড়ী চালাইতে হুকুম দিলেন। তদনুসারে ৩৮ মাইল রেলপথ প্রস্তুত হইল। Fish belly বা মৎস্যোদরের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট নূতন রেলদ্বারা পথ নির্ম্মিত হইল।

এই সময়ে নটিংহাম্‌নিবাসী টমাস্ গ্রে নামক এক প্রতিভাবান্ ব্যক্তি 'আরোহিবর্গের সুবিধার জন্য দেশের সর্ব্বত্রই রেলপথ বিস্তার করা উচিত'—এই সম্বন্ধে নিজের উদ্ভাবিত সঙ্কল্প গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি ১৮২০ খৃঃ "Observatious ou a general Iron Railway" অর্থাৎ সাধারণ লৌহরেলপথ সম্বন্ধে মন্তব্য নামক একখানি পুস্তক প্রচারিত করিলেন। কিন্তু তখনও সাধারণে গ্রের দূরদর্শিতা ও সাধুউদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

তৎপরে ১৮২২ খৃঃ, লণ্ডনবাসী উইলিয়াম জেম্‌স নামে একব্যক্তি লিবারপুল ও মাঞ্চেষ্টরের মধ্যে রেলপথ বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে ১৮২৪ খৃঃ ২৯এ অক্টোবর লিবারপুলবাসী জোসেফ সাণ্ডার্স নামে একব্যক্তি লিবারপুল ও মাঞ্চেষ্টরের মধ্যবর্ত্তী রেলপথ সম্বন্ধে এক আদর্শ প্রকাশিত করিলেন। জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌শন এই পথের জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনেক আপত্তি উত্থাপনের পরে গবর্ণমেণ্ট শেষে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কিন্তু ১৮৩০ খৃঃ ১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে এ পথে গাড়ী যাতায়াত করে নাই।

সর্ব্বপ্রথমে ষ্টকটন্ এবং ডার্লিংটন্-রেলপথে গাড়ীতে মনুষ্য-আরোহী যাতায়াত করিয়াছিল। ১৮২৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে এই রেলপথ খোলা হয়। এই রেলপথে প্রথমতঃ ৩৪ খানি ছোট ছোট গাড়ী একখানি ইঞ্জিনে সংযুক্ত হইয়া ৯০ টন বোঝাই লইয়া চলিয়াছিল। একজন অশ্বারোহী সাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য ইঞ্জিনের অগ্রে ধাবিত হইত। প্রথমে রেলগাড়ী ঘণ্টায় ১০ মাইল হইতে ১২ মাইল পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। কোন কোন স্থানে ১৫ মাইল বেগে চলিয়াছিল। কিন্তু বোঝাই গাড়ী এত বেগে চলিত না। অক্টোবর মাসে "Experiment" নামক একখানি রেলগাড়ী সর্ব্বপ্রথমে আরোহী লইয়া যাত্রা করিয়াছিল। গাড়ীর ভিতরে ৬ জন এবং বহির্দ্দেশে ১৫ জন আরোহী লইয়া ২ ঘণ্টায় ষ্টকটন হইতে ডার্লিংটন্ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রথম ভাড়া ১ শিলিং নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রত্যেক আরোহী ১৪ পাউণ্ডের অধিক দ্রব্য সঙ্গে লইতে পারিতেন না। প্রথমে মালের ভাড়া প্রতি মাইলে প্রত্যেক টনে ৫ পেন্স ছিল, তৎপরে উহা কমিয়া ½ পেনি হইল। এই নবপ্রবর্ত্তিত রেল-পথ প্রতিষ্ঠিত হইবার অনতিবিলম্বে কয়লার দর কমিয়া গেল। পূর্ব্বে একটনের মূল্য ছিল ১৮ শিলিং, এক্ষণে উহার মূল ৮ শিলিং মাত্র হইল।

ষ্টকটন রেলপথের আদর্শে ১৮২৬ খৃঃ মঙ্কলণ্ড রেলপথ খুলিল এবং কেণ্টারবরী ও হুইটষ্টেবল্ প্রভৃতি স্থানেও রেলপথ স্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু যখন ১৮৩০ খৃঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর লিবারপুল ও মাঞ্চেষ্টরের রেলপথে আরোহী যাতায়াত করিতে লাগিল, তখন সকলেই ভাবিল, জগতে মনুষ্যের গতিসম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৩৮ খৃঃ লণ্ডন ও বার্ম্মিংহামের মধ্যে রেল খুলিল। এই পথের দৈর্ঘ্য ১১২¼ মাইল। আরোহী গাড়ী ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে চলিতে লাগিল। ৪।৫ বৎসরের মধ্যে গ্রেটবৃটনের মধ্যে চতুর্দ্দিকে বড় বড় রেলপথ সকলের আদর্শ প্রস্তুত হইল। অবিলম্বে ১৮০০ মাইল রেলপথের জরিপ শেষ হইল এবং দশকোটী পাউণ্ড মূলধন এই কার্য্যে খাটান হইল। কিন্তু রেলপথ নির্ম্মাণ তত অনায়াসসাধ্য হইল না। মৎস্যোদরাকৃতি রেল সকলে অনেক অসুবিধা হইতে লাগিল। তজ্জন্য 'ফ্ল্যাটবটমড' রেলের সৃষ্টি হইল। এই রেল পরে

ভিগ:নালেস্ রেল নামে অভিহিত হইত। তৎপরে “ব্রিজ-রেল” নামক অন্ত একপ্রকার রেল ব্যবহৃত হইয়াছিল। গ্রেটওয়েষ্টার্ণ নামক রেলপথে প্রথমে ইহার প্রচলন হয়। এই সমস্ত রেল প্রস্থভাবে সজ্জিত কাঠের কড়ির উপরে স্ক্রু দ্বারা সংবদ্ধ হইত। এই প্রকারে ৮ প্রকার রেলপথ ব্যবহারের পর রেলওয়ে কোম্পানী “ডব্‌ল হেডেড” বা ‘দুইমাথা সমান’ রেলের প্রচলন করিলেন। এইরূপ রেলই পরিশেষে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এইরূপ একগজ রেলের ওজন ৬২ পাউণ্ড। ইহা পরে “বুলহেডেড” রেল নামেও কথিত হয়। ১৮৪৭ খৃঃ, মিঃ ডব্লিউ ব্রিজেস্ আডাম্‌স দুইখানি রেল যুড়িবার নূতন প্রথা উদ্ভাবন করেন।

এইরূপে চতুর্দ্দিকে যখন রেলওয়ে বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন কর্ত্তৃপক্ষগণ রেলগাড়ীর বেগ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঞ্জিননির্ম্মাণের প্রতিযোগিতায় জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌শনের “রকেট” নামক ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইল। তদনুসারে ইঞ্জিননির্ম্মাতৃগণের মধ্যে ষ্টিফেন্‌শনের ‘রকেট’ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় তিনি ডিরেক্টরগণের নিকট প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। রকেটের দুইটী বাষ্পনলের ব্যাস ৮ ইঞ্চি এবং পরিচালক চাকার ব্যাস ৪ ফিট ৮½ সাড়ে আট ইঞ্চি ছিল। সমস্ত ইঞ্জিনখানির ওজন ৪ টন ৫ কোয়াটার মাত্র। সাধারণতঃ এই ইঞ্জিন ঘণ্টায় ১৪ মাইল এবং দ্রুতবেগে চলিলে ২৯ মাইল বেগে চলিতে পারিত। এই ইঞ্জিনের ‘বয়েলার’ প্রতি ঘণ্টায় ১১৪ গ্যালন জলকে ১৮¼ ঘনফুট বাষ্পে পরিণত করিত।

বহুকাল এই দুই শ্রেণীর ইঞ্জিনে রেলগাড়ী পরিচালিত হইত। একটী চারিচাকার অপরটী ছয়চাকার ইঞ্জিন। তৎপরে নানাপ্রকার ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বাদশচক্র ইঞ্জিন প্রসিদ্ধ। ১৮৮৫ খৃঃ ইঞ্জিনের বেগ প্রতি-ঘণ্টায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

প্রকৃতপ্রস্তাবে ১৮৩০ খৃঃ লিবারপুর ও মাঞ্চেষ্টর রেলপথ খুলিবার ২৫ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৪ খৃঃ গ্রেটবৃটেনে ৮০৫৩ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার ৡ অংশ ডবল লাইন, অবশিষ্ট সিঙ্গল লাইন। এই সমস্ত রেলপথ নির্ম্মাণে প্রতি মাইলে ৩৫০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃঃ রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৬৪৪২ মাইল হয়। ইহাতে প্রত্যেক মাইলে ৩৭০০০ পাউণ্ড খরচ হয়। ১৮৮৩ খৃঃ শেষ পর্য্যন্ত ১৮৬৮১ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। কোন কোন রেলপথে তিন লাইন এবং চারি লাইন পর্য্যন্ত রেল বসান হইয়াছে। লণ্ডন হইতে রাগবী পর্য্যন্ত ৮০ মাইল পথে ৪টী লাইন আছে। দুইটীতে অবিশ্রান্ত মাল যাতায়াত করিতেছে। লণ্ডন এবং উত্তর পশ্চিম রেল কোম্পানীর অধীনে ২৮ মাইল তিন লাইন এবং ১১৪ মাইল চারি লাইন রেলপথ আছে।

সাধারণ লোকের যত্নে যে সকল রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ডের ‘গ্রেট ওয়েষ্টার্ন রেলওয়ে’ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। ১৮৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহা ২২৬৮ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার পরে লণ্ডন ও নর্থ ওয়েষ্টার্ন, মিডল্যাণ্ড, নর্থ বৃটিশ, এবং কালিডোনিয়া রেলপথ যথাক্রমে ১৭৯৩, ১৫৩৪, ১৩৮১, ১০০৬ এবং ৮৭৭ মাইল দীর্ঘ।

১৮৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে রেলপথ বিস্তৃতির জন্য ৭৮৫০০০০০০০৲ টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে গড়ে প্রতি মাইল ৪২০০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ষ্টেশন নির্ম্মাণ এবং নানা প্রকার নূতন অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রতি মাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী খরচ লাগিয়াছিল। যে সময়ে জোসেফ্ লক্ গ্রাণ্ড জংশন রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলেন, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে রেলপথ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই পথ-নির্ম্মাণকালে অনেক বিস্তীর্ণ নদীর উপরে সেতু এবং পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য এই পথনির্ম্মাণে প্রতি মাইল ৫৩০০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছিল। এই পথ সকল স্থানে সমতল ক্ষেত্রে নির্ম্মিত হয় নাই। ইহা কোন স্থানে উচ্চ স্থানারোহণ এবং কোন স্থানে নিম্নারোহণপূর্ব্বক রেলগাড়ী এই পথে চলিত। স্কট-লণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে কোন কোন স্থানে রেলপথ নির্ম্মাণে ৫০০০০০০৲ টাকা প্রতি মাইলে ব্যয়িত হইয়াছিল। কারণ এই সকল পথের অনেক স্থানে বড় বড় খিলান করা হইয়াছিল।

পথ প্রস্তুত ভিন্ন অন্যান্য কার্য্যেও বিস্তর খরচ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মাইল রেলপথে—

ব্যবস্থাগ্রহণ পার্লামেণ্টের ব্যয়	...	২০০০ পাউণ্ড
ভূমিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণাদি	...	৭০০০ "
পথ ও ষ্টেশন নির্ম্মাণ প্রভৃতি	...	১৮০০০ "
লোকোমোটিভ পরিচালনাদি	...	৩০০০ "
সংগৃহীত টাকার সুদ প্রভৃতি	...	৬০০০ "
		৩৬০০০ পাউণ্ড।

এতদ্ভিন্ন গাড়ী নির্ম্মাণ ও কারখানাদি প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে প্রচুর ব্যয় হইয়া থাকে। একখানি ইঞ্জিনে ন্যূনকল্পে ১৫৪০০৲ টাকা, ও একখানি আরোহী গাড়ীতে গড়ে ২৭৮০৲ টাকা খরচ হয়।

রেল কোম্পানীর কার্য্যোপযোগী সমস্ত দ্রব্যকে রোলিং ষ্টক বা 'কার্য্যভাণ্ডার' কহে। এই সকল কারখানায় নূতন গাড়ী প্রস্তুত এবং পুরাতন গাড়ী মেরামত করা হয়। আরোহী গাড়ী, মালগাড়ী এবং গবাদি পশু-বহনোপযোগী নানা প্রকার গাড়ী নির্ম্মিত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ ইংলণ্ডের রেল-কোম্পানীর কারখানায় ১২১৪৪ খানি ইঞ্জিন,৩৭৪৭৪ আরোহী গাড়ী, ও ৩২৯৮২২ মাল গাড়ী মজুত ছিল।

রেলপথ আবিষ্কারের পূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টার ও লিবারপুলের মধ্যে প্রত্যহ ২০ হইতে ৩০ খানি অশ্বযান যাতায়াত করিত। ১৮৩৬ খৃঃ পোর্টার তাঁহার জাতীয় উন্নতি নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—গ্রেট্‌বৃটনে অশ্বশকটে প্রত্যহ ৪২০০০ আরোহী এবং বৎসরে ৩০০০০০০০ যাত্রী যাতায়াত করে। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির ৫ শিলিং ব্যয় হয়। কিন্তু রেলপথ সৃষ্টির পরে ৬০০০০০০০০ যাত্রী প্রত্যেকে ১২ পেনি ব্যয়ে যাতায়াত করিতেছে।

রেলপথ-নির্ম্মাণপ্রণালী।

প্রথমে মানচিত্র দেখিয়া পথ ঠিক করা হইয়া থাকে। পরে জরীপ কার্য্যে পথের বিবরণ ও মানচিত্র অঙ্কিত হয়। পথের মধ্যে যে সকল নদী ও পর্ব্বত বা জলাভূমি থাকে, তৎসমুদায়ের মধ্যে সেতু বা সুড়ঙ্গাদি নির্ম্মাণের জন্য পূর্ব্বেই আদর্শ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই সমতল ভূমি প্রস্তুতের জন্ত কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে মাটী ফেলিতে হয়, কোন স্থানে উচ্চ ভূমি খনন করিয়া সমতল করিতে হয়। কোন স্থানে পর্ব্বতের মধ্যে সুড়ঙ্গ খনন ও নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে হয়। মাটী ফেলিয়া সমতল হইলে তাহার উপরে ব্যালাষ্ট, ইট ও পাথরের খোয়া পাতিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে স্লিপার এবং চেয়ার সকল সেই খোয়ার মধ্যে প্রোথিত হয়। ইহার উপরে কাঠের বা লোহার কড়ি সকল দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। তৎপরে লৌহ রেল সকল এই কড়ির সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া থাকে।

রেলপথ-নির্ম্মাণে যে সমস্ত বাঁধ বা Embankment গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে লিবারপুল ও মাঞ্চেষ্টর রেলপথের ৪২ মাইল দীর্ঘ জলাভূমির বাঁধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার নাম চাটমস্। এই জলা কোন স্থানে ১০ হইতে ৩০ ফিট্ গভীর এবং কর্দ্দমময়। এই পথে ৬৭০০০০ ঘনগজ বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রেট্ বৃটনের রেলপথে যে সমস্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে, তন্মধ্যে এডিনবর্গ ও গ্লাস্‌গো রেলের কালাওয়রিজ সুড়ঙ্গই সর্ব্বপ্রধান। এই সুড়ঙ্গ অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ। কিন্তু এই সুড়ঙ্গ ঋজুভাবে নির্ম্মিত হয় নাই। সমস্ত সুড়ঙ্গ অর্দ্ধবৃত্তাকার, তাহার ব্যাসার্দ্ধ এক মাইল।

এতদ্ভিন্ন লণ্ডন ও বার্ম্মিংহামের মধ্যস্থ কিল্‌সবি সুড়ঙ্গ ২৩৯৮ গজ দীর্ঘ, ৩০ ফিট্ বিস্তৃত ও ৩০ ফিট্ উচ্চ। ইহাতে দুইটী বায়ুনল প্রোথিত আছে, তাহার ব্যাস ৬০ ফিট্। এই সুড়ঙ্গে ৩০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল অর্থাৎ প্রতি গজে ১২৫০ টাকা খরচ হয়। বাথ এবং চিপেনহামের মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ সমতল হইতে ৭০ ফিট্ নিম্নে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ্য ৩১৩০ গজ বা প্রায় এক ক্রোশ। ইহার বিস্তৃতি ৩০ ফিট্ ও উচ্চতা ২০ ফিট্। ইহাতে ২৫ ফিট্ ব্যাসবিশিষ্ট ১১টী বায়ুনল আছে। ডোভরের নিকট সেক্‌সপীয়ার-সুড়ঙ্গ ১৪৩০ গজ দীর্ঘ—এই সুড়ঙ্গ স্তম্ভ দ্বারা সুরক্ষিত। ইংলণ্ড-দেশীয় রেলপথে বহু সুড়ঙ্গ বিদ্যমান আছে। ১৮৫৭ খৃঃ সমস্ত রেলপথে প্রায় ৭০ মাইল সুড়ঙ্গ পথ ছিল। ১৮৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত উহা ১০০ মাইলে পরিণত হইয়াছে। উপরোক্ত সুড়ঙ্গ ব্যতীত মাঞ্চেষ্টার ও লিঙ্কনশায়ার রেলপথে একটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম সুড়ঙ্গ আছে, উহার দৈর্ঘ্য ৩ মাইল।

রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে হইলে অনেক বড় বড় নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ এবং দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী খাদের উপরে ভায়েডাক্ট বা বৃহৎ সোপান প্রস্তুত করিতে হয়। অনেক সময়ে জনাকীর্ণ সহরের মধ্য দিয়া পথ প্রস্তুত কালে সাধারণের যাতায়াতের পথ নিম্নে রাখিয়া খিলানের উপরে রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইষ্টক কিংবা প্রস্তরের গাঁথনিতে সেতু নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মাঞ্চেষ্টর ও বার্ম্মিংহাম রেলপথে কংলিটন নামে একটী বৃহৎ ভায়েডাক্ট আছে। উহা অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্তরে গঠিত। উহার উচ্চতা ১০৬ ফিট্। ইহার প্রতি গজ পথে ১১৩০ টাকা খরচ হইয়াছিল। ঐ পথের ইষ্টকনির্ম্মিত ডেন নামক ভায়েডাক্ট ৫২৭ গজ দীর্ঘ এবং ৮৮ ফিট্ উচ্চ। ইহাতে ৬৩ ফিট্ ব্যাসবিশিষ্ট ২৩টী খিলান আছে। মিনাই প্রণালীর উপরে যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ৬১৬ ফিট্ দীর্ঘ এবং জলের উপর হইতে ১০৪ ফিট্ উচ্চ। ইহার প্রতিগজে ২৭৪০ টাকা খরচ হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের ফোর্থ নামক সোপান সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম এবং অত্যদ্ভুত কারুকার্য্যসম্পন্ন। কুইন্সফেরির নিকট একটী বৃহৎ প্রণালীর উপরে এই সেতুটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মিঃ জন ফাউলার এবং মিঃ বেঞ্জামিন বেকারের অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলে এই সোপান প্রস্তুত হইয়াছিল। সেতুটীর দৈর্ঘ্য ১২ মাইল। ইহার দুইটী প্রধান খিলানের ব্যাস

১৭০০ ফিট্ অর্থাৎ ১৭০০ ফিট অন্তরে স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। কারণ মধ্যবর্ত্তী জলের গভীরতা ৩০০ ফিট্, এই জন্য সেই স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে স্তম্ভ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ৬৭৫ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট দুইটী খিলান ও ১৬৮ ফিটের ১৫টী খিলান ইহাতে বিদ্যমান আছে। সেতুটী জোয়ারের সময়ে জলের উপর হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ এবং কোন কোন স্থান ৩৬১ ফিট উচ্চ। ইহার ৪টী প্রকাণ্ড স্তম্ভের ব্যাস ৫০ ফিট। জলের নিম্নে ৭০ পর্য্যন্ত মাটী খুঁড়িয়া স্তম্ভের ভিত্তি পত্তন করা হইয়াছিল। জলের উপরে পথ করিতে ৪৪৫০০ টন ইস্পাত ব্যবহৃত হইয়াছে। সোপানের বিস্তার ১২০ ফিট, এই সোপান-নির্ম্মাণ করিতে ১৬০০০০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রেলপথে ষ্টেশন বা বিশ্রাম স্থান সকল কিয়দ্দূর অন্তরে নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই সকল স্থানে স্থানীয় আরোহীবৃন্দ এবং মালাদি রেলে গৃহীত হইয়া থাকে। পথের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ষ্টেশন প্রস্তুত হয়। ইংলণ্ডে যে সকল টার্মিনাস্ ষ্টেশন আছে, তন্মধ্যে গ্রেট নর্দ্দার্ণ, গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ ও সাউথ ওয়েষ্টার্ণ ষ্টেশন গুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রত্যেক ষ্টেশনে আরোহীদিগের অবতরণ স্থানে প্লাট্‌ফর্ম্ম নির্ম্মিত হয়। প্লাট্‌ফর্ম্ম সকল রেলপথ হইতে কিছু উচ্চ হইয়া থাকে। তাহাতে আরোহী স্বচ্ছন্দে উঠিতে ও নামিতে পারে। সীমান্ত ষ্টেশনে রেলপথ সকলের উপরে বড় বড় ছাদ প্রস্তুত হয়। ১৮৪৯ খৃঃ হইতে ইংলণ্ডের ষ্টেশন সকলে ছাদ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই সময়ে লাইম ষ্ট্রীট ও লিবারপুল ষ্টেশনে প্রথমে ছাদ নির্ম্মিত হয়। উক্ত ছাদ ৩৭৪ ফিট দীর্ঘ এবং স্তম্ভের উপর খিলানভাবে অবস্থিত। বার্ম্মিংহামের নিউ ষ্ট্রীট ষ্টেশনের ছাদ ৮৪০ ফিট দীর্ঘ। ইংলণ্ডে এত বড় ষ্টেশন আর নাই। চেয়ারিংক্রস্ রেলের ক্যানন-ষ্ট্রীট ষ্টেশন এক অদ্ভুত কীর্ত্তি; এই ষ্টেশনের উচ্চতা ৬০ ফিট। উক্ত ষ্টেশনে ১৮৬৭ খৃঃ ৮০০০০০০ লোক গাড়ীতে উঠিয়াছিল। এই ষ্টেশনের প্লাট্‌ফর্ম্ম ৭২১ ফিট দীর্ঘ। এই ষ্টেশন হইতে ৯টী রেলপথ বিভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে। উক্ত ষ্টেশনের ক্ষেত্রফল ১৫২৬৩২ ঘন ফুট। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডে বর্ত্তমান কালে নির্ম্মিত ষ্টেশন সকলের মধ্যে সেণ্ট পাঙ্ক্রাস্ ষ্টেশন বিশেষ বিখ্যাত। মাল ষ্টেশন সকলের মধ্যে কিংসক্রস্ সর্ব্ব প্রসিদ্ধ। এই ষ্টেশন হইতে ১২টী রেল চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা মাল বহন করিতেছে। ৯০ একর ভূমিখণ্ডে উক্ত ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়াছে। গোল আলু ও কয়লা নামাইবার স্থানের ক্ষেত্রফল ৮½ একর। এই সমস্ত মাল বহনের জন্য সর্ব্বদাই ৮৪ খানি ইঞ্জিন সজ্জিত ও ১১½ মাইল স্থান কেবল কয়লার গাড়ী অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

উপরোক্ত ষ্টেশন ভিন্ন দুই তিনটী বা ততোধিক রেলপথের সংযোগ স্থলে জংশন ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গাড়ী ও ইঞ্জিন-নির্ম্মাণের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা সকল প্রস্তুত করিতে হয়।

নাগরিক রেলপথ।

বড় বড় জনাকীর্ণ সহরের মধ্যে রেলপথ বিস্তারের জন্য সর্ব্ব প্রথমে ১৮৩৭ খৃঃ মিঃ চার্লস্ পার্সন্ নামে এক ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল রেলপথ সচরাচর বড় বড় স্তম্ভের উপরে অবস্থিত অথবা ভূমির নিম্নে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে পার্লামেণ্ট এই রেলপথ নির্ম্মাণে অনুমতি দেন নাই, পরে ১৮৫৪ খৃঃ পার্লামেণ্ট এই রেলপথ-নির্ম্মাণে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে ১৮৬০ খৃঃ এই রেলপথের কার্য্য আরম্ভ হয়। জন ফাউলার নামক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের কর্তৃত্বাধীনে ১৮৬৩ খৃঃ পাডিংডন রাস্তা হইতে ফারিংডন রাস্তা পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হয়। অবশেষে ১৮৮৪ খৃঃ "ইনার সার্কল" নামক লণ্ডনের মধ্যবর্ত্তী রেলপথ সম্পূর্ণ হয়। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৩ মাইল মাত্র। পরিশেষে উহা ৪০ মাইলে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক অর্দ্ধ মাইল অন্তরে ষ্টেশন আছে। এই পথনির্ম্মাণে প্রত্যেক মাইলে ৫০০০০০০৲ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। ভূমিনিম্নে পথ-নির্ম্মাণেই অধিক খরচ হইয়াছে। অনেক স্থলে এই পথ নদীর নিম্ন দিয়াও প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ৯ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট ঢালাই লৌহনলের মধ্য দিয়া রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। এই পথ-নির্ম্মাণকালেই টেমস্ নদীর তলে বিখ্যাত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সেতু জলপৃষ্ঠ হইতে ১৩ ফিট নিম্নে অবস্থিত। এই পথ ৭০ ফিট দীর্ঘ লৌহস্তম্ভ সকলের উপর অবস্থিত। আবার অনেক স্থলে উক্ত রেলপথ ভূমি হইতে ৬০ ফিট উচ্চ স্তম্ভের উপরে নির্ম্মিত। কোন স্থলে ৪২ গজ নিম্নে ৪২১ ফিট দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মিত আছে। ক্লার্কেনওয়েল নামক স্থানে ৭২৮ গজ দীর্ঘ একটী সুড়ঙ্গ আছে। ৩৩ ফিট গভীর পাথর কাটিয়া এই পথ প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে সাধারণ রাস্তার উপরে ৬০ ফিট ইষ্টকের উচ্চ খিলানের উপরে এই পথ অবস্থিত আছে। মিঃ ফাউলের অদ্ভুত প্রতিভাবলে উক্ত সমস্ত পথই প্রস্তুত হইয়াছে। ডমার্টিন ষ্টেশনের নিকট রেলপথ ২½ মাইল পর্য্যন্ত ভূমিতলের নিম্নে অবস্থিত। উক্ত সুড়ঙ্গ ২৭ ফিট বিস্তৃত। ইহার ভিতর দিয়া দুইটী রেলপথে অবিশ্রান্ত গাড়ী চলিতেছে।

নাগরিক রেল সকলের মধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরের উচ্চ রেলপথ অতীব বিস্ময়জনক। ১৮৭২ খৃঃ এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। জনাকীর্ণ সহরে অসংখ্য শকট এবং মনুষ্যের পথ অব্যাহত রাখিয়া উক্ত কোম্পানী ১৬ হাত উচ্চে এই রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অর্থাৎ বড় বড় দ্বিতল গৃহের ছাদের সন্নিকট দিয়া এই পথ অগ্রসর হইয়াছে। ১৮৮০ খৃঃ প্রারম্ভে ৩৪৩ রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং প্রত্যহ এই রেলপথে ২৬৫০০০ যাত্রী যাতায়াত করিয়াছিল। ২ মিনিট অন্তরে আরোহী-গাড়ী যাতায়াত করে। যিনি যত দূরই যাউন না কেন, ভাড়া ২½ পেনি অর্থাৎ দুই আনার অধিক নহে। এই উচ্চ রেলপথ ৪৪ ফিট্ দূরে দূরে অবস্থিত লৌহস্তম্ভের উপর খাড়া, রেলপথের নিম্নে ট্রামপথেও লক্ষ লক্ষ লোক, অশ্বশকটে এবং পদব্রজে লক্ষ লক্ষ লোক চলিয়াছে, আবার উপরে রেলপথে প্রতি দুই মিনিটে চলিতেছে। অপূর্ব্ব ব্যবস্থাগুণে কোন গোলমাল নাই। এই সকল উচ্চ রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে প্রত্যেক মাইলে ৮১৩৭৭০৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

ইংলণ্ড দেশে দুইখানি রেলের সাধারণ বিস্তার ৪ ফিট্ ৮½ ইঞ্চি। ইহাকে "ন্যাসনাল গেজ" বা জাতীয় পরিমাণ কহে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গেজের (Gauge) রেলও আছে। গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলপথে প্রথমে ৭ ফিট্ "গেজ" ব্যবহৃত হইয়াছিল— ইহার নাম ছিল "ব্রড গেজ" বা বিস্তৃত পরিমাণ এবং ৪ ফিট্ ৮½ গেজের নাম "ন্যারো-গেজ" বা সংকীর্ণ পরিমাণ।

পৃথিবীর ভিন্নদেশে নিম্নলিখিত রূপ রেল পরিমাণ প্রচলিত আছে :—

দেশ ও আদর্শ গেজ।

	ফুট ইঞ্চি
ইংলণ্ডের আদর্শ গেজ	৪´ ৮½´´
আয়র্লণ্ডে ,,	৫´ ৩´´
মধ্য য়ুরোপে ,,	৪´ ৮½´´
রুষিয়ার আদর্শ গেজ	৫´ ০´
নরওয়ে দেশে (২ প্রকার)	৪´ ৬´´; ৩´ ৬´´
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	৫´ ৬´´
ভারতবর্ষের সাধারণ গেজ	৫´ ৬´´
মিটার গেজ	৩´ ৩৷৴´
কাঞ্চীপুরম্ রেলে	৩´ ৬´´
জাপান	৩´ ৬´´
ইজিপ্ত বা মিশরে	৪´ ৮½´´
কানাডায় (তিন প্রকার)	৫´ ৬´´; ৫´ ৮½´´; ৩´ ৬´´
মেক্সিকো (দুই প্রকার)	৪´ ৮½´´; ৩´ ৩´´
ইউনাইটেডষ্টেটস্ (৬ প্রকার)	৪´ ৯´´; ৪´ ৮½´´; ৬´ ০´; ৫´ ০; ৩´ ০; ২´ ০
অষ্ট্রেলিয়া (৪ প্রকার)	৫´ ৩´´; ৩´ ৬´´; ৪´ ৮½´´; ৫´ ৩´
নিউজিলণ্ড (দুই প্রকার)	৫´ ৩´´; ৩´ ৬´´

১৮৭৩ খৃঃ মি ডব্লিউ, টি থর্ণটন "ভারতে রেলপথের গেজ" নামে এক চিন্তাশীল প্রবন্ধে কোন্ 'গেজ' সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা প্রদর্শন করেন। তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ৫ ফিট্ 'গেজ' দ্রুতগামী ইঞ্জিনের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক।

গত ৪০ বৎসরের রেলবিবরণী পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে, "ডবল হেডেড" বা দ্বিশিরস্ক অর্থাৎ এই আকারের রেলই সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ত্তমানকালে লৌহরেলের পরিবর্ত্তে ইস্পাতের রেলের প্রচলন হইতেছে। পূর্ব্বে ১খানি রেলে ২৫ বৎসর কার্য্য চলিত,—কিন্তু এখন ১০ বৎসরের মধ্যে রেল ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ডের আরোহী গাড়ীর ও ডাকগাড়ীর ইঞ্জিন সকল ঘণ্টায় ৪০ হইতে ৬০ মাইল পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের গ্রেট নর্দ্দার্ণ রেলপথে দ্রুতগামী রেলগাড়ী কিংসক্রস্ হইতে গ্রাহাম পর্য্যন্ত ১০৫¼ মাইল পথ অবিশ্রান্ত বেগে গমন করে। এই ইঞ্জিন ঘণ্টায় ৫৩½ মাইল চলিয়া ১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে উক্ত পথ গমন করে। গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলপথে দ্রুতগামী গাড়ী ৫৩⅓ মাইল বেগে যায়। সাধারণ আরোহী গাড়ী সকল সচরাচর ৪০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। যে সমস্ত গাড়ী সকল ষ্টেশনে থামে, তাহারা ১৯ হইতে ২৮ মাইল এক ঘণ্টায় এবং মালগাড়ী ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে যায়।

বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হওয়ায় আমেরিকা প্রভৃতি দেশের "একস্প্রেস্" বা দ্রুতগামী ডাকগাড়ী সকল ঘণ্টায় ৫০ হইতে ৮০ মাইল বেগে গমন করিতেছে। এ বিষয়ে আমেরিকা য়ুরোপকে পশ্চাৎপদ করিয়াছে। য়ুরোপীয় মহাদেশে ডাকগাড়ী সকল বহুসহস্র মাইল চলিতে চলিতে ঘণ্টায় (গড়ে বিশ্রাম সময় সমেত) ৩০ মাইল যায়। কিন্তু ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ দেশে ৪০ মাইল বেগে গমনকারী গাড়ী সকল বিশ্রাম সময় শুদ্ধ ৬২৯০০ মাইল পথ অবিরত গমন করিতে পারে। ফিলাডেলফিয়া ও আটলান্টিক নগরের মধ্যে রেলগাড়ী ৫০ মিনিটে ৫৫½ পথ গমন করে। টাইম-টেবলে গাড়ীর লিখিত গতি ৬৬½ মাইল। কোন কোন স্থলে ঘণ্টায় ৭১ মাইল। ইদানীন্তন গ্রেটবৃটনের কোন কোন ডাকগাড়ী ৫৯ মাইল হইতে ৭১ মাইল বেগে চলিতেছে

ফ্রান্সে ডাকগাড়ী পারিস হইতে আরাম্‌ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল ১ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে গমন করে। আমেরিকা ও জর্ম্মণীর কোন কোন রেলপথে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে কখন কখন ডাকগাড়ী চলিয়া থাকে।

রেলওয়ে সংক্রান্ত আইন।

ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের আদেশ ব্যতীত কোন কোম্পানী রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না। ১৮৩২ খৃঃ পার্লামেণ্টে এক আইন পাস হইয়াছিল, তদনুসারে প্রতি মাইলে প্রত্যেক চারিজন যাত্রীর নিকট হইতে অর্দ্ধপেনী শুল্ক গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৪২ খৃঃ পার্লামেণ্ট উক্ত কার্য্য পরিদর্শনের জন্য কএক জন পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। এই সময়ে রেলওয়ে আইন পুনরায় সংস্কৃত হইয়া বিধিবদ্ধ হয়। ইহার নাম "বোর্ড অব্‌ ট্রেড"। এই বোর্ড ইচ্ছামত রেল কোম্পানীর সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং শুল্ক আদায় করিয়া থাকেন। ১৮৭৩ খৃঃ নূতন রেল আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে কমিশনার নিযুক্ত হইয়া রেলের বিষয় পর্য্যালোচনা করেন। ১৮৮০ খৃঃ "রেল কর্ম্মচারীর দায়িত্ব"-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। তদনুসারে রেল-যাত্রিগণ গার্ড বা পরিচালকের অনবধানতায় হত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ক্ষতি-পূরণ পাইতে অধিকারী হন।

রেল-গাড়ীর উন্নতি।

ইংলণ্ডে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গাড়ী সকল রেলপথে ব্যবহৃত হয়।—

(১) প্যাসেঞ্জার ট্রেন বা যাত্রীগাড়ী হইতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই ৩ শ্রেণীর গাড়ী থাকে। এতদ্ব্যতীত লগেজ ও ব্রেকভান, হর্সবক্‌স ও ক্যারেজট্রাক্‌ প্রভৃতি গাড়ীও থাকে। (২) মালগাড়ী—ইহাতে সর্ব্ববিধ বাণিজ্য-দ্রব্যবহনোপযোগী গাড়ী থাকে। আবৃত ও অনাবৃত দুই প্রকার গাড়ী ইহাতে ব্যবহৃত হয়। যে প্রকার দ্রব্যই হউক, তদুপযোগী মালগাড়ী সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, ছাগ ও মহিষাদি পশুদিগের গমনোপযোগী গাড়ী, কয়লার গাড়ী ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের ও আকারের গাড়ী মালগাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকে।

প্রথমে যে সমস্ত প্রথম শ্রেণীর গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার ওজন ৩½ টন ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫ ফিট্‌ ও বিস্তৃতি ৬½ ফিট্‌ এবং ৪ ফিট্‌ ৯ ইঞ্চি উচ্চতা। এই গাড়ী ৩টী কামরায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক কামরায় ৬জন হিসাবে ৩ কামরায় ১৮ জন লোকের স্থান থাকিত। পূর্ব্বে প্রত্যেক গাড়ীর ৪ খানি চাকা থাকিত। বর্ত্তমানকালে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে এই গাড়ী ৩০ ফুট লম্বা এবং চারি কামরায় বিভক্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী সকলও সমান দীর্ঘ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ৫টী কামরায় বিভক্ত থাকে। পূর্ব্বে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গদি ছিল না। অনেক সময় ২।৩ খানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী একত্র সংযুক্ত থাকে। ১৮৫৮ খৃঃ ইংলণ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গদি ব্যবহৃত হইয়াছিল। এক্ষণে ইংলণ্ডের অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী বঙ্গদেশের দ্বিতীয় শ্রেণী গাড়ীর সমান।

আমেরিকার বাল্টিমোর ও ওহিও রেলপথে যে সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী আছে, সেগুলির নির্ম্মাণকৌশল অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। এই সকল গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমনাগমন করা যায়। এই পথ ঠিক "করিডোরের" মত ২ ফিট বিস্তৃত। আমেরিকার গাড়ী সকলে যে বিলাস ও স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা আছে, তাহা অন্য কোন দেশের গাড়ীতে নাই। প্রত্যেক চলনশীল গাড়ীর প্রকোষ্ঠে পানীয় জল, বরফ এবং খাদ্যাদি সর্ব্বদা পাওয়া যায়। শৌচাগার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছে। শীতকালে গাড়ী সকল অগ্নির উত্তাপে গরম রাখা হয়, শীতাতপে যাত্রীর কোন কষ্টই হয় না। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে পুস্তক ও সংবাদপত্র আছে। যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে তৎ-সমুদায় অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন। এই সকল গাড়ী নানাপ্রকার আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আবার দূরগামী যাত্রিগণের নিদ্রা যাইবার স্বতন্ত্র গাড়ী সংযুক্ত থাকে। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যুতালোক ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল গাড়ীতে যাত্রিগণ ইচ্ছামত করিডোরে ভ্রমণ করিতে পারে এবং ফেরিওয়ালাগণ চলনশীল গাড়ীতে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ যাত্রিগণের বহু সহস্র মাইল রেলপথ অতিক্রম কালেও গাড়ী হইতে নামিবার প্রয়োজন হয় না।

অন্যান্য দেশের রেলপথ।

য়ুরোপখণ্ড।—১৮২৬ খৃঃ ফ্রান্সদেশে প্রথম ট্রামপথ প্রস্তুত হয়। ১৮৩৩ খৃঃ তদ্দেশের গবর্ণমেণ্ট রেলপথ স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৪২ খৃঃ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট রেলপথের ব্যয়ের অর্দ্ধেক পরিমাণ দিতে প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী অবশিষ্ট ব্যয় দিয়া কএক বৎসরের মিয়াদে রেলপথ প্রস্তুত করেন। ১৮৫৭ খৃঃ বড় বড় ছয়টী কোম্পানী নানাদিকে রেলপথ নির্ম্মাণ করেন। ১৮৮৪ খৃঃ প্রায় ২৪০০০ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়।

১৮৩০ হইতে ১৮৩৩ খৃঃএর মধ্যে বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্ট

রেল প্রচলনের চেষ্টা করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে ৩০০ মাইল পথ প্রস্তুত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোম্পানীকে পথনির্ম্মাণে অনুমতি প্রদান করেন। তাহাতে ১৮৭০ খৃঃএর মধ্যে ১৪৮০ মাইল রেলপথ প্রস্তুত হয়।

১৮৪০ খৃঃ হলণ্ড দেশে প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীতে প্রথম রেল খোলা হয়। প্রুসিয়ার গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে জর্ম্মণীতেও ১৮৭৮ খৃঃ ৫০৮০ মাইল এবং অন্যান্য কোম্পানীর তত্বাবধানে ৬০০০ মাইল রেলপথ প্রস্তুত হইল। তৎপরে অধিকাংশ রেলপথ গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন। ১৮৮৫ খৃঃ তথায় ১৩০০০ মাইল গবর্ণমেণ্ট রেল পথ এবং ১০০০ মাইল অন্যান্য কোম্পানীর রেলপথ ছিল।

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী প্রদেশে ১৮২৪-২৮-খৃঃ এর মধ্যে প্রথম ট্রামপথ প্রচলিত হয়। তথায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট রেলপথ নির্ম্মাণ বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে ২০০০ মাইল ষ্টেট রেলওয়ে এবং ৬০০০ মাইল অন্যান্য কোম্পানীর রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছিল। হাঙ্গেরীতেও ২০০০ মাইল ষ্টেটরেল এবং অন্যান্য কোম্পানীর ৩০০০ মাইল রেলপথ আছে। এই প্রদেশে ১৮৮০ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে ৫০টী রেল কোম্পানী পার্ব্বত্য রেলপথ বিস্তারে সংস্থাপিত হইয়াছে।

১৮৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত সুইজরলণ্ড দেশে ২০০০ মাইল রেল-পথ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী রেলপথের সুড়ঙ্গ আল্পস্ পর্ব্বত ভেদ করিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। পৃথি-বীতে এত বড় সুড়ঙ্গ আর নাই। ইহা দৈর্ঘ্যে ৯½ মাইল।

১৮৬০ খৃঃ হইতে ইটালীতে রেলপথ দ্রুতবেগে বিস্তৃত হইতে থাকে, এবং ১৮৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০০ মাইল পথ প্রস্তুত হয়। ১৮৪৮ খৃঃ স্পেন দেশে প্রথম রেলপথ হইয়া-ছিল এবং ১৮৭০ খৃঃ এর মধ্যে তথায় ৫০০০ মাইল পথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৮৫৩ খৃঃ পর্ত্তুগালে প্রথম রেল খোলা হয়। এখানকার অর্দ্ধেকের অধিকপথ গবর্ণমেণ্টের নির্ম্মিত।

স্কন্দনাভ বা সুইডেন ও নরওয়ে দেশে রেল অতি মন্দ-গতিতে বিস্তৃত হইয়াছে। সুইডেনে প্রায় ৫০০০ মাইল পথ প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮৫৭ খৃঃ রুষিয়ায় রেলপথ নির্ম্মিত হয়। ১৮৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত তথায় ১৫০০০ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হয়।

১৮৬০ খৃঃ য়ুরোপীয় তুরস্কে রেল নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং ১৮৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত তথায় ১২০০ মাইল পথ নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন রোমানিয়ায় ১০০০ মাইলের অধিক রেল আছে।

আমেরিকার কানাডা প্রদেশে ১৮৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ৯১১৩ মাইল রেল এবং ৬৭০৫ মাইল ট্রামপথ প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮৮২ খৃঃ তথায় গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক বৃহৎ রেলপথ নির্ম্মিত হয়, ইহার দীর্ঘতা ২৯০৫ মাইল। ১৮৮৪ খৃঃ পর্য্যন্ত মেক্সিকো দেশে ১২২০ মাইল রেল প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রেজিলে প্রায় ১৪০০ মাইল রেলপথ হইয়াছে। চিলেতে ১৩৭৮ মাইল এবং পেরুতে ২০৩০ মাইল পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। মিশর দেশে প্রায় ১০০০ মাইল পথে রেলগাড়ী চলিতেছে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কএকটী প্রদেশে নিম্নলিখিতরূপ রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে।

দেশ	রেলপথের দৈর্ঘ্য
ইউনাইটেড কিংডম	২১৬৫৯
ইউনাইটেড ষ্টেটস্ (আলাস্কা বাদে)	১৮৬৩৯৬
জর্ম্মণী	৩০৭৭১
বেলজিয়ম্	৩৭৮১
ফ্রান্স	২৫৮৯৮
য়ুরোপীয় রুষিয়া	২৯৪১৪
অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী	২১৮০৫
বৃটীশ নর্থ আমেরিকা	১৬৮৭০
ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ	২১৪৭৬
নিউসাউথওয়েল্স	২৬৯১

১৮৮৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০২৮৮৭ মাইল রেলপথ ছিল। ১৮৯৮ খৃঃ উহা বর্দ্ধিত হইয়া ৪৬৬৫২৪ মাইলে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ ১৩ বৎসরে শতকরা ৫৪ মাইল বাড়িয়াছে। অনুপাত হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা ৮০ মাইল এবং ভারতবর্ষে ৮৩½ মাইল বাড়িয়াছে। কেবল জাপানে আশ্চর্য্যজনকরূপে বাড়িয়াছে অর্থাৎ শতকরা ৯৫ মাইল হইয়াছে।

প্রতি বৎসর রুষিয়ার পাবলিক ওয়ার্কস্ বা পূর্ত্ত-বিভাগ হইতে মে-জুন মাসের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর রেলপথ সংক্রান্ত একটী বিস্তৃত তালিকা প্রকাশিত হয়। যাঁহারা সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাঁহারা উহা পাঠ করিবেন। ১৮৭৯-৮৩ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে ইউনাইটেড রেলপথে ১০০০০০০০০০ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। এই রেলপথে ১৮৮৮ খৃঃ কেবল মালের মাশুল হইতে ৩৪২০০০০০০ আয় হইয়াছে। ১৮৯৮ খৃঃ নিম্নলিখিত দেশের রেলপথে যে মূলধন ন্যস্ত ছিল তাহার তালিকা।

[illegible]	৫৮০২২৫০০০	পাউণ্ড
অষ্ট্রিয়া	২৩০০৫৩০০০	,,

হাঙ্গেরী	৮৪৯৭০০০০	পাউণ্ড
ফ্রান্স	৬৪০১৮৬০০০	,,
ইউনাইটেড কিংডম	১১১৩৪৪৬৮৪৬২	,,
ইউনাইটেড ষ্টেটস্	২২২১৪৭০০০০	,,
বৃটীশ আমেরিকা	১৯৩৩৪৩০০০	,,
নিউসাউথওয়েল্‌স্	৩৪৪২৪০০০	,,

১৮৬৯ খৃঃ উত্তর আমেরিকার মধ্যদিয়া একটী সুদীর্ঘ রেলবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমে এই পথের দৈর্ঘ্য ১৪০০ মাইল ছিল।

১৮৯৮ খৃঃ শেষ ভাগে নিম্নলিখিত কএকটী রেল কোম্পানীর কারখানায় যে প্রকার গাড়ী মজুত ছিল, তাহা অবগত হইলে রেলওয়ের বিস্তীর্ণ কারবারের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

দেশ	ইঞ্জিন	যাত্রিগাড়ী	মালগাড়ী
ইউনাইটেডষ্টেটস্ রেল কোং	৩৬২৩৪	৩৫৫৩৫	১২৯২৫৭৬
গ্রেটবৃটনে	১৯৪৭৯	৪৪০৫৩	৬৬৪৮৩৩
ফ্রান্সে	১০৬১১	২৭১৭৯	২৭৯৫৩৪
জর্ম্মণীতে	১৬৮৮৪	৩৩৬৬৪	৩৬১৫০৬
ভারতবর্ষে	৪৫৩৮	১৩২৬৩	৮৯১০৮

নিম্নলিখিত তালিকায় ১৮৯৮ খৃঃ কএকটী দেশের রেল কোম্পানীর মূলধন লিখিত হইল।

দেশ	মূলধন—পাউণ্ড (১৫ টাকা)
জর্ম্মণী	৫৮০২২৫০০০
অষ্ট্রিয়া	২৩০০৫৩০০০
হাঙ্গেরী ষ্টেটরেল	৮৪৯৭০০০০
ফ্রান্স	৬৪০১৮৬০০০
গ্রেটবৃটন	১১৩৪৪৬৮৪৬২
ইউনাইটেডষ্টেট্‌স্	২২২১৪৭০০০০
বৃটীশ আমেরিকা	১৯৩৩৪৩৮০০
অষ্ট্রেলিয়া	৩৮৪২৪০০০

পৃথিবীর যে সকল সুদীর্ঘ রেলপথ বড় বড় মহাদেশের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া ভূমণ্ডলকে নাড়ী-বলয়ের ন্যায় বেষ্টন করিয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ১৮৬৯ খৃঃ একটী সুদীর্ঘ রেলপথ পূর্ব্বে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের তীরদেশ হইতে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। এই পথ ১৮৪৮ মাইল দীর্ঘ। কিন্তু এই পথের মধ্যে সহস্র মাইল প্রান্তরের মধ্যে মনুষ্য বসতির কোন চিহ্ন নাই।

এই পথনির্ম্মাণের পরে ১৮৮১ সান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে নিউঅর্লিন্স পর্য্যন্ত অন্য একটী সুদীর্ঘ রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার দৈর্ঘ্য ২৪৮৯ মাইল।

তৎপরে কানাডিয়ান্-প্যাসিফিক রেলপথ নির্ম্মিত হইয়া আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ ব্যবধান সন্নীভূত করিয়াছে। এই রেলপথ আটলাণ্টিক তীরবর্ত্তী মণ্ট্রিল নগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী বাঙ্কুবর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য ২৯০৬ মাইল। এই সকল রেলপথই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ছিল, কিন্তু ১৮৯১ খৃঃ সাইবিরিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় উক্ত পথ সকলের দীর্ঘতা খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। রুষ-গবর্ণমেণ্ট সুদীর্ঘ রেলপথ দ্বারা এসিয়া মহাদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংযুক্ত করিয়াছেন। এই দীর্ঘতম রেলপথ ৪০৭৩ মাইল দীর্ঘ, ইহা সেণ্টপিটর্সবর্গের ১৭৬৯ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত, চেলিয়া বিন্‌স্ক নগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরতীরবর্ত্তী ব্লাদিভষ্টক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার একটী ৫০০ মাইল শাখা চীন গবর্মেণ্টের অন্তর্গত ডাল্‌নী ও আর্থার-বন্দর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। বিগত রুষ-জাপান-যুদ্ধে এই রেলপথের উপযোগিতা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ১৯০৩ খৃঃ হইতে এই পথে মাল ও যাত্রী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বৈকাল হ্রদের দক্ষিণতীরে ১৭০ মাইল পথ অতীব দুর্গম বলিয়া আজিও তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই। এক্ষণে যাত্রী ও মালপূর্ণ রেলওয়ে ট্রেণ বড় খেয়ার ষ্টিমারে বৈকাল হ্রদ পার হইয়া থাকে। বৈকাল হ্রদের বিস্তৃতি ৪০ মাইল এবং মধ্যে মধ্যে উহা বরফাচ্ছন্ন থাকে। তাহা সত্ত্বেও সমস্ত রেলগাড়ী খানি ষ্টিমারে বৈকাল হ্রদ পার হইয়া থাকে। এই সাইবিরিয়া রেলপথ-নির্ম্মাণে রুষ গবর্মেণ্ট শত শত নদীর উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অব, টম, ইয়াণ্ডিষ্,· ইয়েনসী,ও সুঙ্গারী নদীর সেতুগুলি অতীব আশ্চর্য্যজনক। আর দুইটী দীর্ঘ রেলপথ সংকল্পিত হইয়াছে। আফ্রিকার উত্তর সীমা সুয়েজযোজক হইতে দক্ষিণ সীমা উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমা বিউনস্ এরিস্ হইতে চিলিদেশের উপকূল পর্য্যন্ত। শেষোক্ত পথের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে চলিল। কেবল সুড়ঙ্গ দ্বারা আন্দিজ্ পর্ব্বত ভেদ করিতে বাকী আছে।

বর্ত্তমানকালে বড় বড় জনাকীর্ণ নগরের মধ্যে দূরাগত যাত্রিগণের সুবিধার জন্য উচ্চ রেলপথ-নির্ম্মাণের প্রথা অনেক স্থলে অবলম্বিত হইয়াছে। ১৮৩১ খৃঃ নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার স্তথার সর্ব্ব প্রথমে এই রেলপথের আদর্শ প্রস্তুত

করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৭০ খৃঃ হইতে এই পথে ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৭৮ খঃ নিউইয়র্কে এই প্রকার চারিটী সমান্তরাল রেলপথ নির্ম্মিত হয়। তৎপরে ব্রুক্লিন ও শিকাগো নগরেও উক্ত প্রকার পথ প্রস্তুত হয়। জর্ম্মণীতে বার্লিন নগরে ঐ প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃঃ লিবার পুলে এইরূপ পথ নির্ম্মিত হয়। ১৯০০ খৃঃ বোষ্টন নগরে এই পথ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই সকল পথ বড় বড় লৌহস্তম্ভ অথবা প্রস্তরগ্রথিত খিলানের উপরে অবস্থিত। এক স্তম্ভ হইতে অন্য স্তম্ভ পর্য্যন্ত দীর্ঘাকার লৌহ কড়ি সকল লম্বিত হয়, পরে তাহার উপরে সাধারণ পথের ন্যায় সমস্ত পথই লৌহদণ্ডে নির্ম্মিত হয়।

সাউথ লণ্ডন রেলওয়ে কোম্পানী টেম্‌স নদীর নিম্নে যে তলবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়াবহ। নিউ ইয়র্কের ইঞ্জিনিয়ার বীচ্ ও গ্রেটহেড দ্বারা ইহাও নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার বিবরণ [সুড়ঙ্গ শব্দে দেখ] অন্যত্র প্রদত্ত হইবে। গ্রেটহেড্ ১০ ফিট্ ৯ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটী ঢালাই লৌহ নল জলের উপরিভাগ হইতে ৪০ ফিট্ নিম্নে স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রকারে দুইটী সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯০২ খৃঃ পার্লামেণ্ট এইরূপ সুড়ঙ্গ রেল নির্ম্মাণে আদেশ দেন, তদনুসারে ১০০০০০০০০ টাকা মূলধন তদুদ্দেশ্যে সংগৃহীত হয়। তদনুসারে হ্যামার্স স্মিথ হইতে লণ্ডনের মধ্য দিয়া উত্তর সীমা পর্য্যন্ত একটী দীর্ঘ সুড়ঙ্গ রেল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পথের ব্যাস ১৫ ফিট। গ্রেটহেডের আদর্শ অনুসারে ১৮৯৩ খৃঃ অষ্ট্রিয়ার বুদাপেস্ত নগরে এইরূপ, সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এই তলবর্ত্ম স্তম্ভ দ্বারা সুরক্ষিত। এই আদর্শ বোষ্টন এবং প্যারিস নগরেও গৃহীত হইয়াছে। তৎপরে নিউইয়র্কেও তলবর্ত্ম রেল প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯০২ খৃঃ ৮ মাইল সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত হয়। এই সুড়ঙ্গ পথে গাড়ী ঘণ্টায় ১৫ মাইল বেগে চলিয়া থাকে।

সাধারণতঃ এই সমস্ত পথে বৈদ্যুতিক রেল ট্রেণ যাতায়াত করে। আবার একখানি ট্রেণই তলবর্ত্ম হইতে উপরিস্থিত রেলপথে যাতায়াত করিতে পারে। ৫০০ গজ অন্তরে এক একটা ষ্টেশন আছে। এই সুড়ঙ্গ রেলপথ সাধারণতঃ ৩ প্রকার—

(১) গভীর মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত লৌহনলে নির্ম্মিত পথ। এই সকল পথ এত গভীর যে, ভূগর্ভস্থ ষ্টেশন হইতে আরোহিদিগকে উপরের রাস্তায় উঠাইতে ও নামাইতে লিফ্‌ট বা কলের উত্তোলন যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) ভূতলে কিঞ্চিৎ নিম্নে নির্ম্মিত রেলপথ। এই সকল পথ ১২ হইতে ১৫ ফিটের অধিক গভীর নয়। সুতরাং যাত্রিগণকে উঠাইতে নামাইতে যন্ত্রশক্তির প্রয়োজন হয় না। সাধারণ সিঁড়িদ্বারা সকলে উঠানামা করিতে পারে। কিন্তু এই পথের অসুবিধা এই যে, নগরের ভূগর্ভস্থ জল, গ্যাস, বিষ্ঠা ও বিদ্যুতাদির নলসমূহ জালের ন্যায় ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, তজ্জন্য এই নাতিগভীর পথে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া থাকে।

(৩) প্রথমে ভূমির উপরে ক্রমনিম্ন এবং ক্রমোচ্চ বড় বড় খিলান নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণের গতিবিধির পথ নিরাপদ করিয়া পরে খিলানের নিম্নে রেলপথ নির্ম্মিত হয়। কলিকাতার চিৎপুর-সেতুর খিলানের নিম্নস্থ এবং বোম্বে, ফেলেডি ও ফ্রেঞ্চ সেতুপ্রভৃতির নিম্নস্থ রেলপথ ইহার কতকটা দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

এই সকল সুড়ঙ্গ রেল নির্ম্মাণে যে প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা অবর্ণনীয়। কারণ ভূগর্ভে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস বা অঙ্গারাম্ল বাষ্প, গন্ধকবাষ্প, জলীয়বাষ্প এবং বিশুদ্ধ বায়ুর অভাববশতঃ সকলের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত পথে বিদ্যুচ্চালিত রেলগাড়ী চলিয়া থাকে। ঐ সমস্ত তাড়িত ইঞ্জিনের শক্তি ৬৫০ অশ্বশক্তির তুল্য।

উপরোক্ত উচ্চপথ ও নিম্নপথ-নির্ম্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আমেরিকার উচ্চ রেলপথের প্রত্যেক মাইলে ৩০০০০০০ হইতে ৪০০০০০, লাণ্ডন নগরের ১৫ ফিট্ ব্যাসবিশিষ্ট তলপথে প্রতি মাইলে ২০০০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জমির মূল্য, ষ্টেশন নির্ম্মাণ ও অন্যান্য ব্যয় স্বতন্ত্র। লণ্ডনের ক্যানন ষ্ট্রীটের নিম্নস্থ রেলপথ নির্ম্মাণে প্রত্যেক মাইলে ১০০০০০০০ পাউণ্ড খরচ পড়িয়াছিল। নিউইয়র্কে ২১ মাইল ভূগর্ভস্থ রেলপথ-নির্ম্মাণের জন্য ৩৫০০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। নিউইয়র্কে ৪০ মাইল ডবল লাইন উচ্চ রেলপথ আছে। এই পথে প্রতিবৎসর ২২১০০০০০০০ লোক চলাচল করিয়া থাকে। লণ্ডনের ১০০ মাইল ভূগর্ভস্থ ও উচ্চ রেলপথে প্রতিবৎসর ১৫০০০০০০০০ যাত্রী যাতায়াত করে। সেণ্ট্রাল্ লণ্ডন রেলপথে ১৯০০ খৃঃ অব্দে ২৯শে অক্টোবর এক দিনে ২২৪৯৬১ যাত্রী চলিয়াছিল। ঐ রেলে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ভলাণ্টিয়ারগণ প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

বর্ত্তমানকালে যুরোপে সাধারণ রেলপথে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলিতেছে। ১৯০৫ খৃঃ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয়, ষ্টেট রেলের জন্য গবর্ণমেণ্ট এক খানি আদর্শ বৈদ্যুতিক গাড়ী আনাইয়াছেন, এক্ষণে উহার প্রচলন বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে। এই তাড়িতয়েলের প্রচলনে অশ্ব চালিত

ট্রাম সকল অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতেই আমেরিকা ও য়ুরোপের নাগরিক রেল সমূহ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে পরিচালিত হইতেছে। ১৮৯৯ খৃঃ নিউইয়র্কে ৫০৬৫৮ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ১৭৯৬৯ মাইল পথও নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তথায় ১৯২১৭ মাইল ট্রাম পথে ৫৮৭৩৬ গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। ইহার মূলধন ১০২৩৪১৯৯৮৬ পাউণ্ড, আবার ঐ মূলধন কোম্পানীর কাগজ বা জাতীয় ঋণ গ্রহণ দ্বারা এক বৎসরে ২০০০০০০০০ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯০০ খৃঃ ৩০এ জুন পর্য্যন্ত নিউইয়র্ক রেল, ট্রাম ইত্যাদি নানাপ্রকারের গাড়ী মোট ৪৫৩৯০৩১৮ মাইল পথ চলিয়াছে। ঐ বৎসর য়ুরোপে ৫০৯২ মাইল পথে বৈদ্যুতিক গাড়ী যাতায়াত করিয়াছে। ১৮৯৯ খৃঃ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দেশে বৈদ্যুতিক রেলপথ ও মোটর গাড়ীর তালিকা—

গ্রেটবৃটেন	৯০০	২০০০
জর্ম্মণী	২৩০০	৫৪৮০
অষ্ট্রিয়াহাঙ্গেরী	১৮০	২৯১
বেলজিয়ম্	১২০	২০০
স্পেন	১৬৬	১৪৪
ফ্রান্স	৮০০	১০০০
ইটালী	২৩৫	৩১৮
সুইজরল্যাণ্ড	২৫০	৩৫০

লাইট রেলওয়ে।

১৮৯৬ খৃঃ পার্লামেন্টের আদেশ অনুসারে গ্রেটবৃটনে বিদ্যুচ্চালিত লঘুরেল চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তদবধি নানাস্থানে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল পথে রেলগাড়ী ২৫ মাইল বেগে চলিয়া থাকে। এই রেলের 'গেজে' ২॥০ ফিট কিন্তু আবার অনেক লাইটরেলের 'গেজ' ৪ ফিট ৮॥০ ইঞ্চি। ১৯০১ খৃঃ ৩৬৬৯ মাইল লাইট রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে। য়ুরোপের সকল দেশেই লাইটরেল বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানাস্থানেও তাহা বর্ত্তমান দেখা যায়।

পার্ব্বত্য রেলওয়ে।

যে সকল রেলপথ সমতল ভূমি হইতে পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয়, তাহাদিগকে পার্ব্বত্যরেলপথ কহে। একহাজার ফিট পথ চলিয়া যদি কোন গাড়ী ৩০ ফিট উপরে উঠিতে পারে, তবে তাহাকে পার্ব্বত্যরেল বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ এই সকল রেল প্রতি হাজার ফিটে ৩০ ফিট উচ্চে উঠিয়া থাকে। এই পার্ব্বত্যরেলপথ ৩ ভাগে বিভক্ত—

(১) ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন ভাবে উর্দ্ধদিকে বা উচ্চস্থান হইতে নিম্নদিকে নির্ম্মিত সাধারণ রেলপথ। ইহাকে "ষ্ট্যাণ্ড-হিস্‌ন" রেল কহে। (২) Rack রেলওয়ে অর্থাৎ ক্রমোচ্চ পথ বরাবর খাঁজকাটা ভাবে নির্ম্মিত, গাড়ীর চাকাও তদনুরূপ খাঁজকাটা ভাবে গঠিত হয়। চাকা দাঁতে দাঁতে মিলিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এই পথে গাড়ী ইঞ্জিনচ্যুত হইলেও অকস্মাৎ নিম্নদিকে পড়িয়া যাইতে পারে না, দাঁতে দাঁতে বদ্ধ হইয়া থাকে। র‍্যাকরেলপথ সমতল স্থলে সোজাভাবে সাধারণ রেলের মতও নির্ম্মিত হয়। (৩) Cable রেলপথ—এই পথ কতকটা দাঁতকাঁটা পথের মত। একটী ঈষদ্ বক্র লৌহদণ্ডে দাঁতকাটা থাকে, পরে তদনুরূপ দাঁতবিশিষ্ট চাকা দাঁতে দাঁতে মিশিয়া উপরে উঠিতে থাকে।

উপরোক্ত পার্ব্বত্য রেলপথ সকল সাধারণ 'গেজ' বা তদপেক্ষা অল্প পরিসর 'গেজে' নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দেশের অবস্থাভেদে পথের ক্রমোচ্চতা বা ক্রমনিম্নতা হইয়া থাকে। ১০০০ ফিট দীর্ঘ পথে ৬০ ফিটের অধিক উচ্ছ্রায় হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ক্রমোচ্চ পথ প্রতি হাজার ফিটে ৬০ ফিট উচ্চে উঠিয়া থাকে, সে স্থলে ইঞ্জিন বেশী ভার বহন করিয়া উঠিতে পারে না।

সুইজরলণ্ডদেশের অলবুল রেলপথ প্রতি হাজার ফিটে ৪৫ ফিট উচ্চ, কোন কোন স্থলে হাজারে ৩৫ ফিট উচ্চ। সেণ্ট গথার্ড নামক স্থানের পার্ব্বত্য রেলপথে ইঞ্জিন ঘণ্টায় ৩ মাইল মাত্র উঠিতে পারে, এই স্থানের উচ্ছ্রায় ৩৯ ফিটে ১ ফুট।

যে স্থলে প্রতি ৪০ ফিটে ১ ফুট উচ্চপথ তথায় র‍্যাক রেলওয়ে ব্যবহৃত হয়। র‍্যাক রেল ১০০০ ফিটে ২৫০ ফিট উচ্চে উঠিতে পারে। ইহার অধিক উঠা র‍্যাক রেলের অসাধ্য

মাউণ্ট ওয়াশিংটন এবং রিজি লাইন নামক র‍্যাক-রেলপথ নির্ম্মিত হইবার পরে নানাস্থানে এই আদর্শে র‍্যাক রেল প্রস্তুত হইতেছে। কোন কোন র‍্যাকের দাঁত বক্রভাবে গঠিত। কিন্তু কর্ণেল্ লকার পিলাটাস্ নামক র‍্যাক-রেলে সোজা দাঁতের ব্যবহার করিয়াছেন। এই পথ পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই পথে গাড়ী সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণের ন্যায় খাড়া ভাবে উঠিতে থাকে অর্থাৎ এই পথ প্রত্যেক ১০০০ ফিটে ৪৮০ ফিট উচ্চে উঠিয়াছে। কোন কোন রেলপথে দুইপার্শ্বে সাধারণ রেল বসান থাকে অথচ মধ্যস্থলে একটী নূতন র‍্যাক থাকে; তদ্দ্বারা গাড়ী সকল দৃঢ়ভাবে উঠিয়া থাকে।

আবট (Abt) র‍্যাক পথে গাড়ী সকল অল্পঘর্ষণে উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। এই র‍্যাক পথে ৩টী রেল পাতা থাকে, তন্মধ্যে দুইটী মসৃণ রেল এবং একটী র‍্যাক রেল। র‍্যাকরেল পথে সুড়ঙ্গাদি থাকিলে বড় অসুবিধা হইয়া থাকে।

ইদানীন্তনকালে পার্ব্বত্য রেলপথে বৈদ্যুতিক "মোটর" ব্যবহৃত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে বার্মেনের পার্ব্বত্য রেলপথে তাড়িত মোটর প্রচলিত হয়। এই পথের উচ্চতা প্রতি হাজারে ১৮৫, তৎপরে মণ্ট সেলীভ নামক স্থানে ঐ মোটর প্রচলিত হয়। এখানকার উচ্চতা প্রতি হাজারে ২৫০। জাংফ্রৌ নামক পার্ব্বত্য রেলের উচ্চতা হাজারে ২৫০;—এই পথের রেলগাড়ী উপরস্থিত বৈদ্যুতিক তারে সংলগ্ন হইয়া দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। কলিকাতার বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ীসংলগ্ন দণ্ড যেমন বৈদ্যুতিক তারে লগ্ন হইয়া চলিতে থাকে, এ সকল বৈদ্যুতিক রেলপথে গাড়ী সকল অবিকল উক্ত ভাবে চলিয়া থাকে। পৃথিবীতে যে সমস্ত পার্ব্বত্য রেল আছে—তন্মধ্যে জাংফ্রৌ রেলপথ অত্যদ্ভুত বিস্ময়জনক। ইহার অধিকাংশ পথ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ দ্বারা গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক হাজার ফিটে ২৫০ ফিট্ উচ্চে উঠিতে উঠিতে ইহা ৫০০০ মিটার বা ৬ মাইল উচ্চে উঠিয়াছে। এই পথের অন্তর্গত ১২ মাইল রাস্তা চির-তুষার সীমা অতিক্রম করিয়াও ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে বিভীষিকাময়ী বেগবতী তুষারনদী ভীমবেগে পতিত হইতেছে, এই ভয়াবহ নৈসর্গিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া মনুষ্য-কীর্ত্তি যেন প্রকৃতির তুষারময় অট্টহাস্যকেও উপহাস করিয়া কোন অনির্দ্দেশ্য সঙ্কল্পে অবনীকে অমরাবতীর সহিত সংযোগ করিবার জন্যই ধাবিত হইয়াছে।

এই সকল পার্ব্বত্য রেল গাড়ীতে ৬০ জনের অধিক যাত্রী যাইতে পারে না এবং মালও ৬ টনের অধিক বোঝাই করা যায় না। গাড়ী ঘণ্টায় ৬ হইতে ৮ মাইল পর্য্যন্ত বেগে যাইতে পারে। যেখানকার পথ অত্যন্ত খাড়াই, তথায় ট্রেণের পশ্চাদ্-ভাবে একখানি ইঞ্জিন সংযুক্ত হয়।

'র‍্যাক ও কেব্‌ল' রেলপথ নির্ম্মাণে অত্যন্ত খরচ পড়িয়া থাকে। এক হাজার গজ পথ নির্ম্মাণ করিতে ৩০০০ পাউণ্ড হইতে ৩২০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত খরচ হয়। ১৮৯৭ খৃঃ এর শেষভাগে পৃথিবীতে ৭১ মাইল মাত্র র‍্যাকরেল হইয়াছিল।

কেব্‌ল বা রজ্জুচালিত রেলপথ সকল দুই প্রকার,—

(১) দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা বরাবর উচ্চস্থানে গাড়ী সকল উঠিতে থাকে অর্থাৎ রজ্জুর অপর প্রান্তে মোটর-ইঞ্জিনের শক্তিতে গাড়ী সকল নিম্ন হইতে উপরে উঠিতে থাকে।

(২) রজ্জুর দুইপ্রান্তে গাড়ী সংলগ্ন থাকে। একখানি নামিতে থাকে, সেই শক্তিতে বিপরীত দিকের গাড়ীখানি উপরে উঠিতে থাকে। এই শেষোক্ত প্রণালীতে অধিকাংশ পর্ব্বতের কেব্‌ল (Cable) রেলগাড়ী চালিত হয়।

পূর্ব্বে এই সকল ঊর্দ্ধগামী গাড়ীর যাত্রিগণ গাড়ীর উঠা ও নামার সঙ্গে সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া চলিতেন। অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে 'চিৎ' বা 'কাৎ' হইয়া পড়িতেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে গাড়ী সকল এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়া থাকে যে, গাড়ীর আরোহণ ও অবরোহণে যাত্রিগণ বিচলিত হয় না—ঠিক সমতলে লম্বাভাবে উপবেশনের ন্যায় সোজা বসিতে পারে।

কেব্‌ল রেলপথের উচ্চতা র‍্যাক রেলপথ হইতে অনেক অধিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রতি হাজার ফিটে ৬৫০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। এই সকল গাড়ীতে ৩২ হইতে ৪৮ জন আরোহী বসিতে পারে। এক হাজার গজ পথনির্ম্মাণে ১০০০০ পাউণ্ড হইতে ৩০০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল পথ অতীব বিপজ্জনক। মধ্যে মধ্যে বেগবতী তুষার-নদী-চালিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের বেগে রেল-পথ ও গাড়ী প্রভৃতি বিনষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। চিরনীহার-সীমান্তবর্ত্তী রেলপথসমূহে বিপদের আশঙ্কা সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক। অনেক সময়ে এই তুষার স্রোত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারগণ বড় বড় প্রস্তরপ্রাচীর নির্ম্মাণ করেন এবং যেখানে তুষারপাতের সম্ভাবনা অধিক, সে স্থানে তাঁহারা পর্ব্বতের মধ্যে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তন্মধ্যে রেলপথ নির্ম্মাণ করেন। কোন কোন সুড়ঙ্গ ৩।৪ ক্রোশ দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতশিখরস্থিত সুড়ঙ্গ পথ বিদ্যুদালোকে আলোকিত। বর্ত্তমানকালে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বত্য রেলপথের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। বর্ত্তমান-কালে পৃথিবীর যে যে স্থানে পার্ব্বত্য রেলপথ আছে, নিম্নে তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

আড্‌হিসন লাইন বা ঊর্দ্ধগামী ক্রমোচ্চ রেলপথ।

স্থানীয় রেলের নাম	রেলপথের দৈর্ঘ্য মাইল	ক্রমোচ্চের অনুপাত ফুট হিসাব	প্রতি মাইলের ব্যয় পাউণ্ড হিসাব
সিংহলের কাডুগান্নবরেল	১২	১ : ৪৫	অজ্ঞাত
সেণ্টগথার্ডপার্ব্বত্যরেল	৩৯	১ : ৩৭	৬৮৮৭৩
দার্জ্জিলিং হিমালয়রেল	৪০	১ : ২৮	৪৫৭৫
বেনেজুইলার কারাকাস্	২৩	১ : ২৭	২৫০০০
মেক্সিকো রেল	১৪	১ : ২৫	অজ্ঞাত
পেরুর রেল	১০০	১ : ২৫	৩১৯৬০
সুইজরলণ্ডের সুদস্ত রেল	৭	১ : ২৫	১০৪৮০
লাণ্ডকোয়ার্ট	১৩॥০	১ : ২০	১১৫২০
ডাউন—ক্রইক্স্	৫	১ : ২২	অজ্ঞাত
পেন্সিল্‌ভেনিয়া	১৪	১ : ১৬৷	অজ্ঞাত
ব্রেজিলের কাণ্টাগেলো	৬।০	১ : ১২	২০০০০

র‍্যাকরেলের তালিকা।

স্থানীয় রেলের নাম	রেলপথের দৈর্ঘ্য মাইল	ক্রমোচ্চের অনু-পাত ফুট হিসাব	প্রতি মাইলের ব্যয় পাউণ্ড হিসাব
ব্রানস্থইকের হার্জ্জরেল	৪॥০	১ : ১৬	১০৪৫৮
বোস্‌নিয়ার মোষ্টার	১৭	১ : ১৬	অজ্ঞাত
ষ্টাইরিয়ার ইসেনার্জ্জ	৯	১ : ১৪	৪৫১৬০
স্থমাত্রার পাডাংরেল	১৯	১ : ১২	১১৪০০
স্থইজারলণ্ডে জার্মট	৪	১ : ৮	৭১৫০
ইংলণ্ডে স্নোডেন	৪॥০	১ : ৫॥০	১১৫৫০
কলোরডো-পাইক্‌সপীক	৮॥০	১ : ৪	১১৪০৯
স্থইজারলণ্ডে রথন	৪॥০	১ : ৪	১৭৬৮৪
ভিজুয়ানরিগ্নি	৪	১ : ৪	২৬২০৮
অষ্ট্রিয়ার সাল্‌জবার্গ	৩॥০	১ : ৪	১৯৮৪০
বেঙ্গেরনাম	১০	১ ; ৪	১০০৪০
অষ্ট্রিয়ার স্কাফ্‌বর্গ	৩॥০	১ : ৩	অজ্ঞাত

স্থইজারলাণ্ড দেশে আল্পস্ পর্ব্বতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধাক (Rack) ও তার (Cable) রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

কেব্‌লরেলের নাম	কতগজ দীর্ঘ	প্রতিহাজার ফিটে উচ্চতা	সমুদ্র হইতে উচ্ছ্রয় ফিট	প্রতিমাইলে ব্যয় পাউণ্ড
বীট্‌নবর্গ	১৭৫০	৪০০	৩৬৩৮	১৯৪০০
বিএল্‌মাগলিঙ্গেন	১৭৭৭	৩২০	২৮৮৪	১৫৩০০
বদর্জ্জেনষ্টক্	৯০৪	৫৭৫	২৮৮০	৮৬০০
নিউসাটেল্	৪০২	৩৭০	১৮০৮	৬৭০০
জিস্‌ব্যাচ্	৩৫০	৩২০	২১৭৫	৫০০০
লুসার্ণ	১৫৫	৫৩০	১৭০০	২৮০০
লুসানি	১৬২০	১১৬	১৫৭৫	১২১৩০০
লটারক্রুনেন	১৩১০	৬০০	৪৮৭২	২৮৪০০
লুগানো	২৬০	২৩৮	১১০৬	৬৪০০
মাঞ্জিলি	১১০	৩০২	১৭৭২	২০০০
স্তাল্‌ভেটোর	১৬৪৮	৬০০	২৮৯৪	২২২০০
রিহ্‌নেক্	১৩৪০	২৬০	২২০৫	১৯৫০০
টেরিটেট্‌গিলন	৬০৫	৫৭০	২২৬১	১৭৪০০
জুরিচ্‌বর্গ	১৭৮	২৬০	১০৮০	৯৪০০
রাগাজ্	৮৩৩	৬০৪	২৩১৬	৮৮০০
ট্যাণ্ণারহর্ণ	৩৯৬৯	৬২০	৬০৬৩	৪৭৯০০
কমোমেন্তাও	১৩৩৪	১৩০	২২২২	১৫২০০
সেণ্টগালেনমুহ্‌লেক	৩৪০	২২৮	২৪৩৭	১০০০০
ডলডারজুরিচ	৮৮৩	১৭৭	১৭৯৪	১১৩০০

উপরোক্ত রেলপথসমূহ মনুষ্যের শিল্পবিজ্ঞানের অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ। পার্ব্বত্য রেলপথের মধ্যে মুরেণ নামক পথের ভায়েডাক্ট বা উপত্যকার উপরিস্থিত প্রস্তরগ্রথিত প্রকাণ্ড খিলানসমূহ অদ্ভুত শিল্পকীর্ত্তির পরিচয়। এই রেলগাড়ী প্রায় খাড়াপাহাড়ে সোজাসুজি উঠিতে থাকে। জাংক্রোএর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পিলাটাস্, ক্রনিগ ও স্তাল্‌ভেটোরের পর্ব্বতগাত্রে উর্দ্ধগামী পথ সকল অপূর্ব্ব বিস্ময়াবহ। পৃথিবীতে ইহা অতুলনীয়।

ভারতীয় রেলপথ।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতীয় রেলপথের কল্পনাও কোন ইঞ্জিনিয়ারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে গমনাগমন সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ভারতে রেলপথের আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হৃদয়ে কবি বলিয়াছিলেন,—

"কলেতে চলেছে গাড়ী নাম বাষ্পরথ।
ছয়দণ্ডে চলে যায় ছ'দিনের পথ॥
কি আশ্চর্য্য দেখি আঁখি মেলিতে মেলিতে।
কতদূর গিয়া পড়ে পবন গতিতে॥"

রেলপথের পূর্ব্বে কাব্যের পুষ্পকরথের প্রসঙ্গ তুলিয়া ভারতবাসী চিত্তবিনোদন করিতেন। রেলগাড়ী দেখিয়া কল্পনাকুশল বঙ্গবাসী কবি বলিলেন—

"ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ।"

যাহা হউক বাল্মীকি এবং কালিদাসের পুষ্পকরথ কল্পনা-কক্ষে অবস্থান করুন। ভারতবাসী রেলগাড়ী চড়িয়া তীর্থ-প্রসূত পুণ্যোপচয় স্বর্গে গমন করিতে থাকুন। "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা পুরী দ্বারবতী—" প্রভৃতি মোক্ষদায়ক মহাতীর্থ সকলে ভারতবাসী অনায়াসে যাতায়াত করিতেছেন। রেলযাত্রী ২৪ ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে কৈলাস-পর্ব্বতে যাইয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা-শৃঙ্গে কাঞ্চনস্রাবী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছে, বঙ্গোপসাগরের অদূরবর্ত্তী কলিকাতা হইতে ৪৩ঘণ্টায় আরবসাগরতীরবর্ত্তী বোম্বে যাইতেছে—৬০ ঘণ্টায় কালকা হইতে কন্যাকুমারিকা যাইতেছে। ৫০ ঘণ্টায় নবদ্বীপ হইতে নৈমিষারণ্যে যাইতেছে। সপ্তাশ্বযোজিত সূর্য্যরথ উদয়াচল হইতে অস্তাচলে যাইতে না যাইতে সপ্তশত অশ্বশক্তিচালিত দ্রুতগামী বাষ্পরথে চড়িয়া পাটলিপুত্রবাসী পুরীধামে যাইতেছে। বস্তুতঃ ভারতে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। রেলপথের লৌহজাল নদ, নদী, হ্রদ, পর্ব্বত, প্রান্তর, কান্তার ও মরুস্থল অতিক্রম করিয়া ভারতকে বেষ্টন করিতেছে। কৃষ্ণা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী, সরযূ, সরস্বতী, যমুনা, ভাগীরথী—লৌহময়ী

মেখলা পরিয়া যেন মর্ম্ম বেদনার যাতনা লাঘব করিবার জন্যই কল কলধ্বনিতে ছল ছল নয়নে বারিনিধিপানে চলিয়াছেন। মুগ্ধহৃদয় ভারতবাসী ইংরাজের বিশ্বকর্ম্ম-বিভূষিত শিল্পবিজ্ঞানের কল কৌশল দেখিয়া মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। ময়দানবের বংশধরগণ বোধ হয় একেবারেই নির্ম্মূল হইয়াছে। পুরোচনেরও সন্তানবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী কবি ভূগর্ভে বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালা সৃষ্টি করিয়াছেন—কিন্তু বঙ্গদেশে কোন জুলিয় ভার্ণো জন্মে নাই যে, বাঙ্গালী-দিগকে পাতালে যাইবার পথ বলিয়া দিবে। সেই জন্যই বঙ্গবাসী কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাই তাঁহারা বৈদেশিক বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালায় গমন করিতেছেন। ইংলণ্ডে যৎকালে স্মাভয়, নিউকোমেন, ট্রেভিথিক, জেমস্‌ওয়াট্ এবং জর্জ্জ ষ্টিফেনশন্ প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারগণ পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিতকারী ইঞ্জিনের কল কৌশল অনু-ধ্যানে রত ছিলেন, তখন বণিগ্‌বৃত্তিকুশল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কামদুঘারূপিণী ভারতভূমিকে সহস্রধারায় দোহন করিবার নিমিত্ত বংসের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে ১৮৪১ খৃঃ সার্ ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনশন নামক এক ব্যক্তির মস্তিষ্কে ভারতে রেলপথপ্রচলনের সংকল্প উদিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৪ খৃঃ ২রা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে তিনি ইহার লিখিত বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। ১৮৪৪ খৃঃ ৮ই নবেম্বর "মেসার্স হোয়াইট এণ্ড বরেট" নামক একটী বণিক্ সম্প্রদায়—গ্রেট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি" নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষে বোম্বে হইতে গোদাবরী তীরবর্ত্তী করিঙ্গা পর্য্যন্ত রেলপথ-বিস্তারের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। তাঁহাদের সংকল্পিত রেলপথ বোম্বে হইতে ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইবে এরূপ প্রার্থনাও তাঁহাদের ছিল। কিন্তু এই কোম্পানীর আবেদন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। ইহার পরেই মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনশন এবং সার্, জি লাপেণ্ট ইংরাজ গবর্মেণ্টকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভারতে রেলপথ না খুলিলে কামধেনু দোহনের সুবিধা হইবে না। বাণিজ্যে সুবিধা হইবার জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট কতকটা সম্মত হইলেন।

১৮৪৪ খৃঃ ২রা ডিসেম্বর ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেন্‌শন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী নামক নব প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন এবং ডিরেক্টরদিগকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, যদি তাঁহারা অন্ততঃ শতকরা ৪ টাকা সুদের গ্যারাণ্টী বা প্রতিভূ হয়েন, তাহা হইলে রেল কোম্পানী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ১৮৪৪ খৃঃ ১৩ই ডিসেম্বর তিনি পুনরায় পত্র লিখিলেন যে, ডিরেক্টরগণের গ্যারাণ্টী পাইলে সওদাগরগণ টাকা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; সুতরাং অবিলম্বে রেলওয়ে কার্য্য আরব্ধ হইবেক।

অবশেষে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ২০এ জানুয়ারী ইষ্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর নব প্রতিষ্ঠিত কমিটিতে ডিরেক্টরগণ এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহারা দশ লক্ষ টাকা শতকরা ৩ টাকা হিসাবে গ্যারাণ্টী থাকিবেন। কিন্তু রেলপথ প্রথমে মীর্জ্জাপুর হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত ১৪০ মাইল নির্ম্মিত হইবে—ইহার ব্যয় স্বরূপ ৩০০০০০ পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ডিরেক্টরগণের মূল পত্র হইতে নিম্নে দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত হইল।*

অবশেষে ১৮৪৫ খৃঃ ৭ই মে তারিখে ইংলণ্ডের ডিরেক্টরগণ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলকে রেলকোম্পানীগণের সম্বন্ধে এক পত্র লিখিলেন, "which is the first official recognition of the desirability of railways for India" ইহাই ভারতে রেলসংক্রান্ত সরকারী প্রথম পত্র। রেল কোম্পানীর তাৎকালিক বিবরণে দেখা যায় যে, ভারতে আরোহী পাওয়া যাইবে না, মাল দ্বারা লাভ হইবে। যাহা হউক, ভারতে রেলপথ হইতে পারে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য ডিরেক্টরগণ মিঃ সিম্‌স, সি, ই, নামক একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে ভারতে পাঠাইলেন। তিনি ১৮৪৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে পদার্পণ করিলেন। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর বিপুল গবেষণাসম্বলিত এক পত্র ডিরেক্টর-গণকে লিখিলেন। তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্য হইতে দুই একটী কথা লিখিত হইল—

"ইংরাজ গবর্মেণ্ট রেলকোম্পানীকে ভূমি কিনিয়া দিবেন। গবর্মেণ্ট রেলওয়ে আমদানী ও রপ্তানির উপর কোন শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত করিতে সাত বৎসর লাগিবে। রেল কোম্পানী কম ভাড়া লইয়া গবর্মেণ্টের ডাক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহন করিবেন। সমস্ত রেলকোম্পানী একটী সাধারণ আদর্শ অনুসারে পথ নির্ম্মাণ করিবেন।" এই প্রকার বিস্তৃত মন্তব্য সহিত এক পত্র ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরিত হইল। ১৮৪৬ খৃঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী এই পত্র ইংলণ্ডে পৌঁছিল। ১৩ই মার্চ্চ ইঞ্জিনিয়ারগণের বিবরণী ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের নিকট অর্পিত হইল।

---

* "To encourage the introduction of railways into India, and on the condition that the bonus should be withdrawn when the railway net profits exceed 3 per cent upon the outlay of one million."

তৎপরে মিঃ সিম্‌স কাপ্তেন বইলো এবং ওয়েষ্টার্ণ নামক ইঞ্জিনিয়ারগণ একবাক্যে সাক্ষ্য দিলেন যে, ইংলণ্ডেও যেমন ভাবে রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে, ভারতেও ঠিক তদনুরূপে রেলপথ প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ নানাপ্রকার হেতুগর্ভ যুক্তিদ্বারা ডিরেক্টরদিগের অযথা আপত্তির খণ্ডন করিলেন এবং কলিকাতা হইতে মীর্জ্জাপুর পর্য্যন্ত রেলপথে এক আদর্শ প্রস্তুত হইল। এই আদর্শে রেলপথের পূর্ব্বসীমান্ত ষ্টেসন কলিকাতায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে এই পথ ভাগীরথীর বামতীর দিয়া কিয়ৎ দূর যাইয়া বর্দ্ধমানের সন্নিহিত কোন স্থানে গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণ তীর দিয়া সোজাসুজী কাশী যাইবে, তথা হইতে মীর্জাপুর যাইবে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার একটী শাখা বর্দ্ধমান হইতে রাজমহল, অন্য শাখা গয়া, পাটনা ও দানাপুর যাইবে এরূপ সঙ্কল্প হইয়াছিল। তৎপরে দিল্লী ও মীর্জাপুর হইতে অন্য ৪টী শাখা-পথের কল্পনাও হইয়াছিল—

(১) কাণপুর হইতে ফরাকাবাদ, (২) আগ্রা হইতে আলিগড়, (৩) দিল্লী হইতে মিরাট ও (৪) কর্ণুল হইতে হিমালয়স্থ সিমলা।

অবশেষে প্রথমে কাণপুর হইতে আলাহাবাদ অথবা বারাকপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত একটি আদর্শ পথ হইবে, এই প্রস্তাব অবলম্বিত হইল। তৎকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের গবর্ণর জেনেরল এবং সার্ হার্ব্বার্ট ম্যাডক, অনরেবল এফ্ মিলেট এবং সি, এইচ্ কোমারণ রাজস্বসচিব ছিলেন। গ্রীষ্মকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতায় ছিলেন না, সুতরাং ম্যাডক রেলকোম্পানীর প্রস্তাব আলোচনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে মিঃ সিম্‌স যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সচিবগণের মনঃপূত করিবার জন্য ডিরেক্টরগণের নিকট যুক্তিপূর্ণ পত্র লিখিলেন। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় দূরদৃষ্টি দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, প্রথমে পরীক্ষার জন্য ক্ষুদ্র পথ নির্ম্মাণের কোন দরকার নাই, রেল কোম্পানী অবিলম্বে বৃহৎ পথের সূত্রপাত করুন। কোম্পানী কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। ১৮৪৬ খৃঃ ৯ই মে ম্যাডকের এই প্রস্তাব ডিরেক্টরদিগের নিকট পৌছিল এবং ইহার এক অনুলিপি সিমলাপ্রবাসী গবর্ণর জেনেরলের নিকট প্রেরিত হইল। লর্ড হার্ডিঞ্জ সর্ব্বান্তঃকরণে ম্যাডকের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তাঁহার পত্র হইতে কএক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি ডিরেক্টরগণকে লিখিলেন যে, ভারতে রেল হইলে কোম্পানীর সকল বিষয়ে সুবিধা হইবে এবং ইংরাজ-রাজত্ব অধিকতর দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে।

১৮৪৬ খৃঃ গ্রীষ্মকালে এই বিষয় লইয়া পালিয়ামেণ্ট মহা-আন্দোলন হইতে লাগিল এবং অক্টোবর মাসে ডিরেক্টর-সভা হইতে মন্তব্য বাহির হইল।

ডিরেক্টরগণের মন্তব্য।

রেলপথের নাম ও সঙ্কল্প	পথের বিশেষ বিবরণ	শাখা
১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী.	কলিকাতা হইতে মীর্জাপুর পরে দিল্লী বিস্তার	রাজমহল, পাটনা, দানাপুর, কাশী, কয়লার খনি সকল, মিরাট।
২। গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলা	বোম্বাই হইতে করিঙ্গা	আরঙ্গাবাদ, নাগপুর, হায়দরাবাদ।
৩। গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ অব বেঙ্গল	কলিকাতা হইতে রাজমহল	
৪। কলিকাতা ডায়মণ্ড হারবার	কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত বিস্তার	
৫। কলিকাতা ও গ্রেট ইষ্টার্ণ বেঙ্গল	কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ এবং ভগবান্ গোলা।	মালদহ, রঙ্গপুর ও দিনাজপুর পর্য্যন্ত বিস্তার
৬। কলিকাতা বারাকপুর	দমদমা দিয়া বারাকপুর	
৭। ডাইরেক্ট নর্দ্দার্ণ "	কলিকাতা হইতে ভগবানগোলা	রাণাঘাট হইতে কলারোয়া, কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণগঞ্জ, কাশীপুর হইতে বারাসত।
৮। গ্রেট নর্থ ইণ্ডিয়া	আলাহাবাদ হইতে দিল্লী	মীর্জাপুর, কাশী, মিরাট প্রভৃতি।
৯। দিল্লী—লুধিয়ানা	দিল্লী, মিরাট ও লুধিয়ানা	
১০। মান্দ্রাজ রেল কোম্পানী	মান্দ্রাজ হইতে ওয়াল্লাজানগর	আর্কট, বেল্লুর, বঙ্গালোর, মহিসুর, কড়পা, বেল্লারী, হায়দরাবাদ, ত্রিচীনপল্লী প্রভৃতি।
১১। মান্দ্রাজ, বেল্লুর ও আর্কট	মান্দ্রাজ হইতে বেল্লুর, কড়পা	হায়দরাবাদ
১২। মান্দ্রাজ, পুঁদিচেরী		আর্কট
১৩। বোম্বে আগ্রা দিল্লী	বোম্বাই হইতে সুরাট দিয়া দিল্লী বরোদা গোয়ালিয়র, ইন্দোর	মীর্জাপুর, আলাহাবাদ, নর্ম্মদা হইতে ভূপাল, উজ্জয়িনী হইতে কাণপুর, ঝান্সী, ফরুখাবাদ।
১৪। বোম্বাই সুরাট বরোদা		
১৫। দক্ষিণ মান্দ্রাজ	নাগপট্টন হইতে পালঘাট এবং কালিকট।	

১৮৪৬ খৃঃ অক্টোবর মাসে ডিরেক্টর-সভা হইতে গবর্ণর জেনেরলের নিকট যে মন্তব্য আসিয়াছিল, তাহা হইতে উক্ত তালিকা গৃহীত হইল।

এই সকল পথের মধ্যে এই গত ৫০ বৎসরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কেবল ১, ৩, ৮, ৯ এই চারিটী পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। ৭ম পথটী ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে খোলা হইবে। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেল এতকাল পরে সেই প্রাচীন প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলেন।

তৎকালে বাঙ্গালা দেশের ইঞ্জিনিয়ারদিগের মধ্যে লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ফর্বেস্ নামে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে প্রথমে কলিকাতা হইতে মীর্জাপুরের মধ্য দিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইল। প্রথমে ডিরেক্টরগণ রেল কোম্পানীকে ৮৯ বৎসরের মিয়াদে রেলপথ নির্ম্মাণে আদেশ দিলেন, কিন্তু উক্ত আজ্ঞাপত্রে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, গবর্ণমেণ্ট সুবিধা মনে করিলে মিয়াদের সময়ের পূর্ব্বেও ক্ষতিপূরণ করিয়া যে কোন রেলপথ কিনিয়া লইতে পারিবেন এবং শতকরা ৪ টাকা সুদে ৫০০০০০০ পাউণ্ড টাকা লইবেন, তাহাও বিজ্ঞাপিত হইল। আরও স্থিরীকৃত হইল যে, প্রতি মাইল ১৫০০০ পাউণ্ড হিসাবে ৩৩০ মাইল পথ প্রথমে নির্ম্মিত হইবে। খরচ বাদে যাহা লাভ হইবে, তাহা রেলকোম্পানী ও ডিরেক্টরগণ বিভাগ করিয়া লইবেন।

পরে ১৮৪৬ খৃঃ ১৯এ ডিসেম্বর ডিরেক্টরগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া রেলকোম্পানী এবং গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে অব বেঙ্গল কোম্পানীকে জানাইলেন। ১৮৪৭ খৃঃ উভয় কোম্পানী একত্র হইয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম ধারণ করিল। ১৮৪৭ খৃঃ ১৮ই আগষ্ট রেলকোম্পানী কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই সময়ে ডিরেক্টরগণ মান্দ্রাজ হইতে আর্কট এবং বোম্বে হইতে কল্যাণ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণেও আদেশ প্রদান করিলেন। গ্রেটইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলা কোম্পানীর সভাপতি ডিরেক্টরগণের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং ১৮৪৮ খৃঃ ৬ই জুন তিনি ডিরেক্টরগণের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানী ৬০০০০ এবং গ্রেটইণ্ডিয়া পেনিন্‌সুলার রেলকোম্পানী ৩০০০০ পাউণ্ড ডিরেক্টরগণের নিকট জমা দিলেন।

এই প্রকার নানা বাদানুবাদের পরে ১৮৪৯ খৃঃ ২৯ এ জানুয়ারী ডিরেক্টর রেলকোম্পানীদিগকে অধিকতর সুবিধা প্রদান করিলেন। অবশেষে ১৮৪৯ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট ইষ্টইণ্ডিয়া ও গ্রেটইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলকোম্পানী ডিরেক্টরগণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন। ৪½ সাড়ে চারি বৎসর বাদানুবাদের পরে ভারতে রেলপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পাকা বন্দোবস্ত হইল। উভয় কোম্পানী এক্ষণে রেলপথ-নির্ম্মাণে বদ্ধপরিকর হইলেন।

তদানীন্তন রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল কেনেডী পূর্ব্ববর্ত্তী ইঞ্জিনিয়ারগণের নানা ভ্রমসংশোধন করিয়া এক প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিলেন। ভারতের রেলওয়ে-ইতিহাসের সহিত কর্ণেল কেনেডির নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে প্রস্তাব করিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল।

কর্ণেল কেনেডী পূর্ব্ববর্ত্তী ইঞ্জিনিয়ারগণের ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন যে,—কলিকাতা হইতে রাজমহলের পাহাড়ের মধ্য দিয়া বনারস্ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করা অসম্ভব, এইজন্য গঙ্গা নদীর সহিত সমান্তরাল ভাবে রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং গঙ্গার বামতীরে রেলপথ করিয়া চিৎপুর সীমান্ত ষ্টেশন করা অপেক্ষা গঙ্গার দক্ষিণতীরে সীমান্ত ষ্টেশন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে রেলপথ বিস্তার করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি গ্রেটইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলকোম্পানীদিগেরও ভ্রম দেখাইয়া দিলেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথ।

এই কোম্পানী প্রথমে কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি পর্য্যন্ত রেল-বিস্তারের সঙ্কল্প করিলেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে ১২১ মাইল। এই সময়ের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডালহৌসী রেলকোম্পানীদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ আগষ্টমাসে কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথের "কণ্ট্রাক্ট" বিলি হইতে লাগিল। এই কোম্পানীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ টার্ণবুল ১৮৫০ খৃঃ মে মাসে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ১৮৫১ খৃঃ কলিকাতা হইতে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডের মূল্যনির্দ্ধারণ ও পথের স্থান মীমাংসিত হইল।

মিঃ সিম্‌স্ ডিরেক্টরগণের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, চিৎপুরই সীমান্ত ষ্টেশন হইবে এবং তথা হইতে গঙ্গার ধার দিয়া ফোর্টউইলিয়াম্ পর্য্যন্ত একটী রেলপথ নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু ১৮৫০ খৃঃ এপ্রিল মাসে তিনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া হাবড়ায় সীমান্তষ্টেশন করিবার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন যে, বারাকপুরের সন্নিহিত পল্তাঘাটের নিকটবর্ত্তী হুগলীনদীর উপরে একটী বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইবে। পরে তিনি কাশীপুরের নিকট সেতুনির্ম্মাণের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। মিঃ সিম্‌স্ ইংলণ্ডীয় 'ব্রড-গেজ' ও 'ন্যারো-গেজ'এর মাঝামাঝি

৫ ফিট ৬ ইঞ্চি পরিমাণ একটা নূতন 'গেজ' স্থির করিয়া রেলচালনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

লর্ড ডালহৌসী ১৮৫০ খৃঃ কর্ণেল কেনেডীকে ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই স্থানে ডব্লিউ আর্‌স্কিন বেকার নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫১ খৃঃ জানুয়ারী মাসে কলিকাতা হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত ৪০ মাইল জরীপ শেষ হইল। এই স্থানে তৎকালে একটী বৃহৎ জঙ্গল ছিল। যাহা হউক কলিকাতা হইতে হুগলী পর্য্যন্ত এই পথের জন্য 'কণ্ট্রাক্ট' প্রদত্ত হইতে লাগিল।

মেসার্স হাণ্ট, ব্রে এণ্ড এল্‌মস্লে নামক কোম্পানী হাবড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত ২৬॥০ মাইল পথের নির্ম্মাণ জন্য কণ্ট্রাক্ট লইলেন। মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং হুগলী হইতে পাণ্ডুয়া এই ১০ মাইল এবং মেমারী হইতে বর্দ্ধমান এই ১২ মাইল ভার পাইলেন। এই প্রকারে অবিলম্বে হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২১ মাইলের কণ্ট্রাক্ট বিলি হইল। হাবড়া হইতে প্রথম ৭০ মাইল পথ ৮০০০ পাউণ্ড প্রতি মাইল হিসাবে চুক্তি করা হইল। ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, ৩ বৎসরের মধ্যে কণ্ট্রাক্টর-দিগকে রেলপথ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।

১৮৫৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে ই, আই, আর কোম্পানীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কৃতকার্য্যের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে দৃষ্ট হইল, তখন ২৬০০০০০০ ইটের কম রাস্তানির্ম্মাণ শেষ হইবে না। প্রথমে রাস্তার মাটী ফেলিতে প্রতিমাইলে ৩৪ একর জমির মাটী লাগিয়াছিল, এইরূপে ২৫৭০০০০০০ ঘনফুট ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলায় বন্যার প্রকোপ অধিক বলিয়া বহুশত কালভার্ট ও খিলান নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। বালির খাল, সরস্বতী, মগরা ও বাঁকানদীর উপরে সেতুনির্ম্মাণে তৎকালে অনেক ব্যয় পড়িয়াছিল। হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যে সকল সেতু নির্ম্মিত হইল, তাহার পরিমাণ ১০২৯ গজ। প্রথমে ষ্টেশন সকল সামান্য ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুর, চন্দননগর, বর্দ্ধমান, এই সকল প্রত্যেক ষ্টেশনে ১৮৬৮০ টাকার অধিক খরচ পড়ে নাই।

রেলপথ নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারীতে কার্য্যারম্ভ হইয়া ১৮৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত ৩৭ মাইল রেলপথের কার্য্য সম্পূর্ণ হইল এবং ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড ডাল-হৌসী কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২১ মাইল রেলপথ খুলিয়া দিলেন। বর্দ্ধমানে তদুপলক্ষে মহাড়ম্বরে সাহেব-ভোজন হইয়া গেল। ডালহৌসী হাবড়া হইতে গাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমানে যান নাই। সেই ১৮৫৫ খৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারী বঙ্গদেশের এক স্মরণীয় দিন। সে দিন হাবড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলী ও বর্দ্ধমানে সহস্র সহস্র নরনারী লোকারণ্যের অপূর্ব্ব শোভা প্রদর্শন করিয়াছিল। চতুর্দ্দিক্ শঙ্খঘণ্টা এবং হুলাহুলী ধ্বনিতে বিদীর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গবাসী বিস্ময়মিশ্রিতকৌতুকে-নিমগ্ন মুগ্ধনেত্রে ইংরাজের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিয়াছিল। প্রথমে অনেকে রেলগাড়ীতে চলিতে সাহস করে নাই। পরে বহুসংখ্যক যাত্রী যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তৃতীয়শ্রেণী-যাত্রীর সংখ্যা প্রত্যহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানী দ্বিগুণতর উৎসাহে রেলপথ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত পথের নক্সা প্রস্তুত হইল।

কিন্তু বঙ্গদেশে প্রথম রেলগাড়ী চলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে মান্দ্রাজ ও বোম্বে রেলগাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল।

ভারতে সর্ব্বপ্রথমে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলপথে বোম্বে হইতে টানা পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চলিয়াছিল। তৎপরে ১৮৫৫ খৃঃ ইষ্টইণ্ডিয়া এবং ১৮৫৬ খৃঃ মান্দ্রাজ রেলপথে গাড়ী চলিয়াছিল।

ভারতের রেলপথের মধ্যে গ্রেটইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলপথে অত্যাশ্চর্য্য নির্ম্মাণকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পথ নির্ম্মাণ করিতে উক্ত কোম্পানী যেরূপ অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। এই কোম্পানী ১৮৪৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উপর ও ভিতর দিয়া রেলপথ চালাইতে সঙ্কল্প করেন এবং তজ্জন্য ১৮৪৫ খৃঃ মে মাসে তাঁহারা বোম্বে গবর্মেণ্টের নিকট দরখাস্ত করেন। ঐ বৎসর উক্ত কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষ মিঃ জন চাপমান এবং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ক্লার্ক অক্টোবর মাসে বোম্বে আসিয়া পৌছিলেন এবং বোম্বে হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত পথের নক্সা প্রস্তুত করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট অর্পণ করিলেন। বোম্বের আর্থার-বন্দর সন্নিহিত চার্চগেট নামক স্থানে তাঁহারা সীমান্ত ষ্টেশন মনোনীত করেন। অবিলম্বে ক্লার্ক পশ্চিমঘাট পর্ব্বত জরীপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পর্ব্বত ২০০০ ফিট উচ্চ এবং মধ্যে মধ্যে গভীর অববাহিকা ও খাদপূর্ণ। পর্ব্বতের উপরে পথ করিতে প্রতি ১৮ ফিটে ১ ফুট উচ্চ্র করা ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। ১৮৫০ খৃঃ জেম্‌স বার্কলেও এই পথের ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮৫২ খৃঃ উক্ত পথের আদর্শ প্রস্তুত করিয়া লর্ড ডাল-হৌসী ও কর্ণেল কেনেডীকে দেখাইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ ১০ই আগষ্ট উক্ত আদর্শ গবর্ণর জেনেরল কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল।

তৎপরে কাপ্তেন ক্রফোর্ড অসামান্য কৌশল সহকারে পথ-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। বোম্বের তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলফিনষ্টোন কোম্পানীকে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

বোম্বে বুড়ীবন্দর নামক স্থানে সীমান্ত-ষ্টেশন স্থাপিত হইল। বোম্বের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রশাখা। তজ্জন্ত বোম্বে হইতে কল্যাণ পর্য্যন্ত রেলপথে ১১১ এবং ১৯৩ গজ দীর্ঘ দুইটী বৃহৎ ভায়েডাক্ট করিতে হইয়াছিল। এই ভায়েডাক্ট জোয়ারের জল হইতে ৩০ ফিট উচ্চ। ১৮৫৩ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল বোম্বে হইতে টানা এবং মহিম্ পর্য্যন্ত রেল চলিল এবং ১৮৫৪ খৃঃ ১লা মে কল্যাণ পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। কল্যাণ হইতে কাসারা এবং কাসারা হইতে ইগাৎপুরী ষ্টেশন পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য রেলপথে অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পথের দুইটী উপত্যকা-সেতু বা ভায়েডাক্ট ১২৪ ও ১৪৩ গজদীর্ঘ, নিম্নের খাদ ১২৭ ও ১৩০ ফিট গভীর। ইহার উপরে অপূর্ব্ব প্রস্তর-খিলান নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১১৭টি কালভার্ট এবং ৩০ ফিট খিলানযুক্ত ৪৪টী প্রস্তর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎপরে রেলপথ পর্ব্বত-গাত্র বিদারণপূর্ব্বক সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম সুড়ঙ্গ ১৩০ গজ দীর্ঘ ইহার পরেই একটী ভায়েডাক্ট ১৪৩ গজ দীর্ঘ ও ৮৪ ফিট উচ্চ এবং অপরটী ৬৬গজ দীর্ঘ ও ৮৭ ফিট উচ্চ। এই স্থানে ৪৯০ গজদীর্ঘ এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ—তাহার পরে ৩টী সুড়ঙ্গ ২৩৫, ১১৩, এবং ১২৩ গজ দীর্ঘ এবং ৯০ফিট উচ্চ একটী ভায়েডাক্ট। তৎপরে এহিগাম নামক অপূর্ব্ব ভায়েডাক্ট, ইহা ২৫০ গজ দীর্ঘ এবং উপত্যকা হইতে ২০০ফিট উচ্চ। এই বিরাট সেতুর পরে ৪৯০ এবং ৪১২ গজ দীর্ঘ দুইটী সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ এবং ৭০ ও ৫০ গজ দীর্ঘ দুইটী ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ কাটা হইয়াছে। ইহার পরে আরও ৩টী সুড়ঙ্গ যথাক্রমে ২৬১, ১৪০ এবং ৫৮ গজ দীর্ঘ। ইহা ব্যতীত এই পার্ব্বত্য পথে আরও ১৫টী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপে এই দুরারোহ বিপদসঙ্কুল দুর্গম সহ্যাদ্রিশিখরে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমস্ত সুড়ঙ্গ পথে ১২৪১০০০০ ঘনফুট নিরেট পাথর কাটিতে হইয়াছে এবং ১২৪০০০০ ঘনফুট নূতন করিয়া গাঁথিতে হইয়াছে। এই পার্ব্বত্য পথের দৈর্ঘ্য ৯ মাইল মাত্র। ১৮৬১ খৃঃ ২২শে জানুয়ারী এই সহ্যাদ্রিশিখরে সুড়ঙ্গ পথে প্রথম রেলগাড়ী চলিয়াছিল।

তৎপরে এই পথ ভোশাবাল জংশন পর্য্যন্ত যাইয়া এক-শাখা নাগপুর ও অন্ত শাখা তাপ্তী নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাণ্ড খান্দেশের মধ্য দিয়া বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী জব্বলপুরে পৌছিয়াছে। এইস্থানে এই লাইন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেলপথের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ১৮৫৫খৃঃ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বর্দ্ধমান হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ বর্দ্ধমান হইতে ময়ুরাক্ষী নদী তীর পর্য্যন্ত ৪৫ মাইলের জরীপ শেষ হয়। মিঃ টার্ণবুল এই পথের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। তিনি অবিলম্বে রাজমহল হইতে আলাহাবাদ ও আলাহাবাদ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত পথের জরীপ আরম্ভ করিলেন। এই পথ ৯৭॥০ মাইল। ময়ু-রাক্ষীর উপরে সেতু নির্ম্মিত হইল, ইহাতে ৫০ ফিট দীর্ঘ ২৪টী খিলান আছে, অজয়-নদীর সেতুতেও ৫০ ফিট দীর্ঘ ৩২টী খিলান আছে। ১৮৫৯ খৃঃ ২০এ জুলাই মিঃ টার্ণবুল ইঞ্জিনে চড়িয়া অজয় ও ময়ুরাক্ষী পার হইয়া সাঁইথিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে যাত্রিগণ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ইহার পরেই দ্বারকা নদীর উপরে ৬০ ফিট্ দীর্ঘ ৭টী খিলানযুক্ত এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হইল। তৎপরে ব্রাহ্মণী নদীর উপরেও এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হয়। অবশেষে ১৮৬০ খৃঃ অক্টোবর মাসে লর্ড ক্যানিংএর সময়ে বর্দ্ধমান হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত গাড়ী চলিল। কর্ণেল বেকার ও মিঃ টার্ণবুল সোণার পদক পুরস্কার পাইলেন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা সকলেই রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইল।

রাজমহল হইতে এই পথ ভাগলপুরে অগ্রসর হইল। লর্ড ক্যানিং ১৮৬১ খৃঃ নবেম্বর মাসে এই পথে রেলগাড়ী চালাইতে আদেশ দিলেন। তৎপরে এই পথ মুঙ্গের দিয়া পাটনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। এইস্থানে মুঙ্গেরের নিকট কেবল ৯০০ ফিট্ দীর্ঘ একটী সুড়ঙ্গ কাটা হইয়াছে, ইহা ভিন্ন ইষ্টইণ্ডিয়া রেলকোম্পানীর আর কোন সুড়ঙ্গ করিতে হয় নাই। এই সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রতিমাসে কেবল ৪ ফিট মাত্র সুড়ঙ্গ কাটা হইত। এইস্থান হইতে কিউল পর্য্যন্ত রেলপথে গঙ্গার স্রোতোবেগ নিবারণ করিবার জন্ত মোট ২১৭০০ খিলান প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপে রেলপথ পাটনাবিভাগের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল। এই সময়ে ১৮৫৭ খৃঃ ২৫এ জুন দানাপুরের সিপাহী-গণ বিদ্রোহী হইল। ভারতে তখন সিপাহী-বিদ্রোহের অনল চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কুমরসিংহ নামক একজন বিদ্রোহী এই সময়ে রেলকোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল। তাহারা কর্ম্মনাশা নদীর উপরে নির্ম্মিত সেতুর অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে কোম্পানীর ৪২০০০৲ টাকা লোকসান হয়। ইহার পরেই প্রসিদ্ধ শোণ-সেতু নির্ম্মিত হয়। ইহা তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় সেতু বলিয়া বর্ণিত

ছিল। ইহা ১২৭৭ গজ অর্থাৎ প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত। ১৫০ ফিট্ বিস্তারবিশিষ্ট ২৮টী খিলান ইহাতে আছে। প্রথমে রেলকোম্পানী শোণনদীর উপরে সেতুনির্ম্মাণে সাহসী হন নাই, পরে টার্নবুল ও বেকার এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৫৬খৃঃ এই সেতুর কার্য্যারম্ভ হয়, এই সেতুতে নদীর নিম্নস্থ ভিত্তিশিলা হইতে রেলপথ ৮২ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। সেতুটী ৪৭৭১ ফিট্ দীর্ঘ।

অবশেষে ১৮৬১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড এলগিন কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত ৬১০ মাইল পথ রেলগাড়ী চালাইতে আদেশ দিলেন। শত শত বঙ্গবাসী হিন্দু অনায়াসে গয়াকাশী যাইতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ ১৫ খানি গাড়ী এই পথে অনবরত চলিতে লাগিল। প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাইলে ৬০০৲ টাকা লাভ হইতে লাগিল।

এই প্রকারে রেলপথ শনৈঃ শনৈঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। আলাহাবাদে সুপ্রসিদ্ধ যমুনাসেতু নির্ম্মিত হইল—ইহা ৯৫৭ গজ দীর্ঘ এবং ২০৫ ফিট্ বিস্তৃত ১৪টী খিলানের উপর অবস্থিত। এইস্থানে গঙ্গা যমুনার অপূর্ব্ব পবিত্র সঙ্গম। এই সেতুর এক একটী গার্ডার বা লৌহকড়ি ২১৬ ফিট্ দীর্ঘ। ১৮৬৫ খৃঃ ১লা আগষ্ট কলিকাতা হইতে রেলগাড়ী এই সেতুর উপর দিয়া আগ্রা পর্য্যন্ত ধাবিত হইল।

তৎপরে দিল্লীতে পবিত্রসলিলা যমুনার উপরে ৮২০ গজ দীর্ঘ অর্থাৎ অর্দ্ধমাইল বিস্তৃত এক সেতু নির্ম্মিত হইল, ইহাতে ২০৫ গজ বিস্তৃত ১২টী খিলান আছে।

১৮৬৫ খৃঃ বর্দ্ধমান হইতে লক্ষ্মীসরাই পর্য্যন্ত কর্ড লাইন বা সোজা রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইল। পূর্ব্ব নির্ম্মিত পথ ৩২৭ মাইল দীর্ঘ, কিন্তু নূতন কর্ড লাইন ২৬০ মাইল হইল; এই পথ বহুসংখ্যক কয়লার খনির মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়াছে।

তৎপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চারিদিকে শাখা প্রশাখা-রেলপথ বিস্তার করিয়া ভারতক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিয়াছেন।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ।

লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিলে তথায় কলিকাতা হইতে রেলপথ বিস্তারের সঙ্কল্প হইতে লাগিল। ১৮৫২-৫৩ খৃঃ এই পথের সূত্রপাত হয়। ১৮৫৪ খৃঃ লেপ্টেনাণ্ট গ্রেটহেড আর, ই কলিকাতা হইতে ঢাকা তথা হইতে চট্টগ্রাম, এবং তথা হইতে আকায়াব পর্য্যন্ত জরীপ করিতে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বড় বড় নদী ব্যবধান থাকায়—রেলপথের নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অবশেষে কলিকাতা হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত সোজা খাল কাটিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। কিন্তু মিঃ পার্টন নামক ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত পথের আদর্শ এবং পদ্মার উপরে এক সেতুর আদর্শ গবর্মেণ্টের নিকট পাঠাইলেন। তৎকালে ১৮৫৮ খৃঃ ৩০এ জুলাই লণ্ডনে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী গঠিত হইল। ১৮৫৮ খৃঃ ৩১এ ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেলপথের কণ্ট্রাক্ট বিলি হইতে লাগিল।

বৌবাজার ষ্ট্রীট যেখানে সার্কুলার রোডে মিশিয়াছে, সেই স্থলে সীমান্ত ষ্টেশন নির্ম্মাণের কার্য্য আরব্ধ হইল। এই ষ্টেশনের ক্ষেত্রফল ১৪১ একর। এই ষ্টেশনের প্লাটফর্ম ১০০০ ফিট দীর্ঘ এবং ২৭ ফিট বিস্তৃত। এখানকার বিশ্রাম-গৃহ ২০০ দীর্ঘ এবং ৪০ ফিট বিস্তৃত ও উচ্চ। এই অট্টালিকার আদর্শ প্রাচীন নিনেভে নগরীর আদর্শে নির্ম্মিত। এই রেলপথে কুমার ও ইছামতী নদীর উপরে দুইটী সুন্দর-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে ৮০ ফিট বিস্তৃত ১২টী খিলান আছে।

এই রেলপথ প্রথমে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং পদ্মার উপরে সেতু নির্ম্মাণ ব্যয়বহুল বলিয়া স্থগিত থাকিল। ১৮৬৫ খৃঃ কুষ্টিয়া হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৬২ খৃঃ প্রথমে শিয়ালদহ হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত গাড়ী চলিয়াছিল। তৎপরে এই পথ উত্তরে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে মাতলা ও ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে অর্থাৎ ১৯০৫ সেপ্টেম্বরে ইহার এক শাখা রাণাঘাট হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য শাখা প্রশাখাও চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

১৮৫৫ খৃঃ অঃ এপ্রিল মাসে গবর্মেণ্ট বোম্বে-বরোদা এবং সেণ্টাল ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রেলপথ নির্ম্মাণের আদেশ দেন। প্রথমে বোম্বে হইতে সুরাট পর্য্যন্ত ১৮৩ মাইল পথে গাড়ী চলিয়াছিল। তৎপরে সুরাট হইতে আহ্মদাবাদ পর্য্যন্ত ১৪২ মাইল পথ প্রস্তুত হয়। এই পথে নর্ম্মদা ও তাপ্তীর উপরে নির্ম্মিত সেতুদ্বয় আশ্চর্য্যজনক।

ঐ বর্ষে সিন্ধু ও পঞ্জাব-রেলের কার্য্যারম্ভ হইয়া করাচী-বন্দর হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত ১০৮ মাইল পথ বিস্তৃত হয়। তৎপরে এই পথ মূলতান হইতে লাহোর পর্য্যন্ত এবং তৎপরে লাহোর হইতে অমৃতসর ও তথা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত পথ নির্ম্মিত হয়।

১৮৪৫ খৃঃ অঃ মান্দ্রাজ-রেল-কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জরীপ কার্য্য আরম্ভ হয়। মিঃ সিম্‌স্ প্রথম ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ হয়। মান্দ্রাজের সীমান্ত ষ্টেসন

রায়পুরম্ নামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত হইল। প্রথমে মান্দ্রাজ হইতে বেপুর ৪০৬ মাইল পথ প্রস্তুত হয়। পরে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

গ্রেট সাদার্ণ রেলওয়ে কোং প্রথমে নাগপট্টন হইতে ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত ৭৮½ মাইল পথ নির্ম্মাণ করেন।

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বেঙ্গল নাগপুর কোম্পানী ও আসাম বেঙ্গল কোম্পানীই বিশেষ বিখ্যাত। নাগপুর কোম্পানী রেলপথ নির্ম্মাণ দ্বারা বঙ্গদেশকে উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। তজ্জন্য জগন্নাথ ক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ তীর্থ পুরীধাম বঙ্গবাসীর অনায়াস-গম্য হইয়াছে। এই পথে রূপনারায়ণ,মহানদী ও দামোদর এই ৩টী বিশাল নদীর উপরে অপূর্ব্ব কৌশলময় বিরাট সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। খড়্গপুর হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত পথ অত্যন্ত পর্ব্বতসঙ্কুল, তজ্জন্য অনেক পাথর কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এই পথ মান্দ্রাজ রেল ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সহিত সংযুক্ত। ইহারও সীমান্ত ষ্টেসন হাবড়ায় অবস্থিত। বর্ত্তমান কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানী হাবড়ায় একটী সাধারণ সীমান্ত ষ্টেশন নির্ম্মাণ করিতেছেন।

আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানী চট্টগ্রাম হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত দুর্গম পথে ১৮৯৫ খৃঃ প্রথমে রেল খুলিয়াছেন। পার্ব্বত্য পথের মধ্যে এই রেলপথটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পথে ৮।৯ সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাহর নামক সুড়ঙ্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ৪০০ গজের অধিক দীর্ঘ। এই পথ অনেক দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরের উপর দিয়া ধাবিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই পথ বড় বিপজ্জনক হয়,—জলস্রোতে রেলপথ প্রভৃতি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

গত বৎসর (১৯০৪ খৃষ্টাব্দ) কাল্কা নামক সীমান্ত ষ্টেসন হইতে গবর্ণর জেনারলের গ্রীষ্মকালের আবাসভবন ও রাজধানী সিমলা পর্য্যন্ত একটী পার্ব্বত্য রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পথেও অত্যদ্ভুত নির্ম্মাণকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু পথ আজিও বিপন্মুক্ত বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। এই পথ দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলপথের ন্যায় সর্পগতিতে হিমালয়ের উপরে উত্থিত হইয়াছে। পর্ব্বতে আরোহণকালে দার্জ্জিলিং পথের ন্যায় অগ্রে ও পশ্চাতে দুই খানি ইঞ্জিন সংযুক্ত হইয়া থাকে। দার্জ্জিলিং রেলপথের অদ্ভুত ব্যাপার অনেকেই দেখিয়াছেন। এই পথ নির্ম্মাণ করিতে বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল। এই পথের নির্ম্মাণনৈপুণ্যও অতীব বিস্ময়াবহ।

বর্ত্তমানকালে নির্ম্মিত সেতু সকলের মধ্যে ভাগীরথী নদী তীরস্থ হুগলী ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর নির্ম্মিত জুবিলী সেতু সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। এই স্থানে গঙ্গার বিস্তৃতি প্রায় সহস্র গজ। কিন্তু গঙ্গার মধ্যস্থলে কেবল দুইটী মাত্র স্তম্ভের উপর সমস্ত সেতু ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। এই সেতুতে যত বড় লৌহ গার্ডার ব্যবহৃত হইয়াছে, তত বড় গার্ডার ভারতবর্ষের কুত্রাপি নাই। উহার মধ্য স্প্যান্টী ৪৮০ গজ দীর্ঘ। এই সেতু দ্বারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ নৈহাটীগ্রামে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার প্রবর মিঃ লেস্লী এই সেতুর উদ্ভাবয়িতা।

ভারতবর্ষীয় রেলপথ সমূহের 'গেজ' ৫ প্রকার ৫½, ৩⅜, ৪, ২½, এবং ২ ফিট।

ভারতীয় রেলপথ সমূহে গবর্মেণ্টের রেলপথের প্রথম প্রচলন হইতে ১৮৯৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ৫৭৮১১৪৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হইয়াছে। কেবল ১৯০১ খৃঃ হইতে রেলপথে গবর্মেণ্টের লাভ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯০০ খৃঃ গবর্মেণ্ট ৮৭২৩৯ টাকা লাভ করিয়াছেন। ১৯০১ খৃঃ অব্দে ১১৫৪১১৯ টাকা লাভ হইয়াছে। ১৯০২ সালের ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে ২৫৪২২৯ মাইল রেলপথ ছিল। তৎপরে দুই বৎসরে প্রায় ৪ হাজার মাইল পথ বাড়িয়াছে।

নিম্নে কএকটী রেলপথের তালিকায় প্রথম খোলার তারিখ, পথের দৈর্ঘ্য ও কোম্পানীর মূলধন লিখিত হইল।

রেলপথের নাম	খোলার তারিখ	পথের দৈর্ঘ্য	মূলধন—পাউণ্ড
১। বোম্বে বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া।	১৮৬০	১১০৫	১৪৫৭৮৫৪২
২। মান্দ্রাজ রেলওয়ে	১৮৫৬	১৩৯৪	১৯৮০৭৩৩২
৩। আসাম বেঙ্গল	১৯০৫	৬৩৫	১০৪১৪৯৪৬
৪। বেঙ্গল-নর্থ ওয়েষ্টার্ণ	১৮৭৫	.২৮০	৯৯৭৩১৩০
৫। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল	১৮৮২	১২৫	১২৯৫৪০৭
৬। বেঙ্গল নাগপুর	১৮৮৬	১৮০৯	২১১৯২৩২৬
৭। ব্রহ্ম	১৮৭৭	১১৭৭	১১৯৯২৭৪০
৮। দিল্লী অম্বালা-কাল্কা	১৮৯১	১৬২	২৯৪৫১৪৬
৯। ইষ্ট ইণ্ডিয়া	১৮৫৪	২০৩৪	৪৯৪৪৩৪৯২
১০। গ্রেটইণ্ডিয়ান্ পেনি	১৮৫৩	১৬৯৬	৪২৯৮৭২০৪
১১। ইণ্ডিয়ান মিডলাণ্ড	১৮৯৬	১৩০৬	১৩৪২৮৬০৮
১২। রাজপুতানা-মালব	১৮৭৩	১৬৪৩	১৫৪৩৫৪৬২
১৩। রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন	১৮৮৪	৩২৪	১৩২৩০৬৯
১৪। সাউথ ইণ্ডিয়ান	১৮৬১	১১১০	৮৩৬২১৯০
১৫। সাদার্ণ মারহাট্টা	১৮৮৪	১৫৯২	১২৮২৫৮৮৭

বৈদেশিক ও নেটিভ ষ্টেট রেলপথ কোম্পানী দ্বারা চালিত।

১৬। নিজাম্ ষ্টেট	১৮৭৫	৭৪৩	৬৭০০৪৮৭
১৭। ওয়েষ্টইণ্ডিয়া পর্ত্তুগীজ	১৮৮৭	৭৪	১৬৩৪২০২
ষ্টেট (রাজকীয়) রেলওয়ে।			
১৮। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল	১৮৬২	১১৮৬	১৪৭৫৯৬৭২
১৯। নর্থওয়েষ্টার্ণ	১৮৬১	৩৭৪৩	৫৬৫৩২১৭০
২০। আউধ রোহিলখণ্ড	১৮৬২	১১৩৪	১৪২৫২৯৭৩
দেশীয় ষ্টেটরেল।			
২১। ভবনগর-গণ্ডাল	১৮৮০	৪৫৫	২২৫৬৪৭০
২২। যোধপুর-বিকানীর	১৮৮২	৭৩৬	২০৫০০২৮

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের সহিত অন্যান্য রেলপথের সংযোগ এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে নৈহাটী হইতে ব্যাণ্ডেল জংশনে সংযুক্ত; এতদ্ভিন্ন মণিহারী-ঘাটেও উভয় রেলওয়ের সংযোগ আছে। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ইষ্টার্ণ বেঙ্গলের সহিত দমদম জংসন ও রাণাঘাট জংসনের সহিত সংযুক্ত।

আসাম-বেঙ্গল গোয়ালন্দ এবং চাঁদপুরে ষ্টীমার দ্বারা অথবা যাত্রাপুর দিয়া ইষ্টার্ণ বেঙ্গলের সহিত যুক্ত।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল—মগরা জংসনে ই, আই, আর এর সহিত যুক্ত।

দেওঘর রেল—বৈদ্যনাথ জংসনে ই আই, আর এর সহিত মিলিত। বেঙ্গল ও নর্থওয়েষ্টার্ণ—দিঘাঘাট, মোকামা-ঘাট, এবং কনোয়া ঘাটে ইষ্টইণ্ডিয়ার সহিত এবং বরহোয়াল বা অযোধ্যা ঘাটে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ডের সহিত সংযুক্ত।

আউধ ও রোহিলখণ্ড—বরহোয়াল, মোগলসরাই, কানপুর ও আলিগড়ে সম্মিলিত।

ইণ্ডিয়ান মিডলাণ্ড—কাণপুর, টুণ্ডলা এবং মাণিকপুর।

রোহিলখণ্ড কুমায়ূনরেল—বরেলী লক্ষ্ণৌ-জংসন।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা—জব্বলপুরে যুক্ত।

বেঙ্গল নাগপুর রেল—হাবড়া, আসানসোল, কাটনি।

বোম্বে-বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া—আগরা ফোর্ট, দিল্লী, হাতরাস, কাণপুর।

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ—গাজিয়াবাদ, সাহারণপুর, এবং অম্বালা-কাণ্টনমেণ্ট।

রেলপথ সমূহের তালিকা।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলের শাখা-সমূহ—

তারকেশ্বর শাখা—সেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর।

লুপলাইন—খানা জংশন হইতে কিউল জংশন।

আজিমগঞ্জ শাখা—নলহাটী হইতে আজিমগঞ্জ।

সাউথ বিহার শাখা—কিউল হইতে গয়া।

মোগল-সরাই-গয়া শাখা—মোগল-সরাই হইতে গয়া।

ডালটনগঞ্জ শাখা—শোণ ইষ্টব্যাঙ্ক হইতে ডাল্টনগঞ্জ।

পাটনা-গয়া—বাঁকিপুর হইতে গয়া।

অণ্ডাল লুপ—অণ্ডাল হইতে আলিপুর।

বড়বানি লুপ—ইক্‌রা জংশন হইতে বড়বানি।

জব্বলপুর লাইন—নাইনি জংশন হইতে জব্বলপুর।

ঝরিয়া ব্রাঞ্চ—সীতারামপুর হইতে কাতরাসগড়।

এতদ্ভিন্ন মূল পথ হাবড়া হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত।

অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে—

মূলশাখা মোগলসরাই হইতে সাহারাণপুর।

শাখা—মোগলসরাই হইতে লক্ষ্ণৌ (ইহাকে লুপ কহে)।

দেরাদুন শাখা—লক্সর জংসন হইতে দেরাদুন।

বরেলি-আলিগড় শাখা—বরেলি হইতে আলিগড়।

লক্ষ্ণৌ-কাণপুর শাখা—

বারহাম্-ঘাট শাখা—বারহাম ঘাট হইতে বড়বাঁকি।

মোরাদাবাদ শাখা—মোরাদাবাদ হইতে চান্দৌসি।

অযোধ্যাঘাট শাখা—ফরক্কাবাদ হইতে অযোধ্যা-ঘাট।

কাটদোয়ারা শাখা—কাটদোয়ারা হইতে নাজিরাবাদ।

মোরাদাবাদ-দিল্লী—দিল্লী হইতে মোরাদাবাদ।

আনোয়ারগঞ্জ-বরোয়াল শাখা—মিটার 'গেজে' নির্ম্মিত।

আলাহাবাদ-ফরক্কাবাদ রেল—অযোধ্যাঘাট হইতে ফাফামাউ।

পালামৌ-মাধোগঞ্জ শাখা।

রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ে—

মৈলানি হইতে সাহাজাহানপুর। তৎপরে পাওয়ান ট্রামওয়ে রেলওয়ে। লক্ষ্ণৌ আইসবাগ শাখা। লক্ষ্ণৌ-বরেলি বিভাগ। বরেলি কাট-গুদাম শাখা।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে—

মূলপথ হাবড়া হইতে নাগপুর। শাখা পথসমূহ—ইষ্টকোষ্ট বা খড়্গপুর হইতে ভিজাগাপত্তম। ইহাকে পুরী জগন্নাথ শাখাও কহে।

পার্লাকিমেডি লাইট্ রেল।

গণ্ডিয়া-নাইনপুর ও সিওনি শাখা।

সিনি আসেনসোল—আসানসোল হইতে চক্রধরপুর।

ধামতারি রায়পুর শাখা।

কাটনি শাখা—বিলাসপুর জংসন হইতে কাটনি পর্য্যন্ত।

সম্বলপুর শাখা ও আসানসোল শাখা।

ভোজুদী শাখা—হাবড়া হইতে ভোজুদী।

বোম্বে-বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে—

ইহার উত্তর বিভাগের নাম রাজপুতানা মালব রেলওয়ে। মূল পথ বোম্বে হইতে দিল্লী। শাখাপথ—

বিরামগাম বা গাইকোয়ার-মেসানা।

খেরালুশাখা—মেসানা হইতে খেরালু।

পাটানাশাখা—মেসানা হইতে পাটানা।

কালোল-বিজাপুর। আগ্রা-বান্দিকুই। কাণপুর-আচনেরা।

আজমীর খাণ্ডোয়া। সামিক্ষা—রেবারি।

রাজপুতনা-মালব রেলওয়ে—

দক্ষিণবিভাগে বোম্বে হইতে ওয়াধান জংসন।

তাপ্তী-ভ্যালি রেলওয়ে—সুরাট হইতে আমালনের।

বরোদা গত্রা ও উজ্জয়িনী শাখা—আমেদাবাদ ঢঙ্কা শাখা।

আনন্দ গত্রা শাখা। পাটী শাখা।

নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে—

পেশাবার হইতে দিল্লী। লাহোর হইতে দিল্লী। লাহোর হইতে করাচী। মালাকবাল-সারগোড়া শাখা। নওসেরা মার্দ্দান-দরগাই শাখা। পেশাবার জামরুদ বিভাগ। রাবলপিণ্ডি-খুসালগড়-পাল শাখা।

বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ও ত্রিহুতষ্টেট রেলওয়ে—

কাটিহার হইতে আগ্রাফোর্ট। মোকামাঘাট ও শোণপুর। বেতিয়া শাখা—মুজাফরপুর হইতে বেতিয়া। দ্বারকা হইতে বৈরাগ্নিয়া কানোয়াঘাট-শাখা। ছাপরা, সাহাগঞ্জ বিভাগ ভাট্নি বেনারস্ শাখা। বালিয়া-আউধ-বিহার শাখা। বারহাজ বাজার শাখা। উস্কা বাজার ও অযোধ্যা মণ্ডিঘাট শাখা। নেপালগঞ্জ রোড। তুলসীপুরশাখা। নান্পাড় কাটারনিয়ান ঘাট। জৌনপুর শাখা। কোপালগঞ্জ রোড ডোরিঘাট।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে—

সাত ভাগে বিভক্ত,—১ ইষ্টার্ণ সেক্সন বা পূর্ব্ববিভাগ। ২ নর্দ্দার্ণ সেক্সন বা উত্তর বিভাগ। ৩ সাদার্ণ সেক্সন বা দক্ষিণ বিভাগ। ৪ সেণ্ট্রাল সেক্সন বা মধ্যবিভাগ (১৯০৫ খৃঃ বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলগবর্মেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়া এই নাম কথিত হইয়াছে।) ৫ঢাকাবিভাগ। ৬কুচবিহারবিভাগ। ৭বিহার বিভাগ। এতদ্ভিন্ন ১৯০৫ খৃঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর রাণাঘাট হইতে লালগোলা পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ-বিভাগ খুলিয়াছে।

পূর্ব্ববিভাগ—কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ।

ঢাকা বিভাগ—ঢাকা হইতে জগন্নাথগঞ্জ।

দক্ষিণ বিভাগ—কলিকাতা হইতে বজ্‌বজ।

„ „ ডায়মণ্ড হারবার।

„ „ ক্যানিং।

উত্তরবিভাগ—দামুকদিয়া ঘাট হইতে সিলিগুড়ি। এই স্থানে দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলপথ আরম্ভ।

বেঙ্গল ডুয়ার্স—জলপাইগুড়ি হইতে লালমণির হাট জংসন।

„ „ মাদারি হাট।

লালমণির হাট জংসন হইতে „

ব্রহ্মপুত্র সুলতানপুর—শান্তাহার জংসন হইতে ফুলছড়ি।

মধ্যবিভাগ—কলিকাতা হইতে খুলনা।

রাণাঘাট „ বনগ্রাম।

বিহারবিভাগ—কলিকাতা, পার্ব্বতীপুর, মণিহারী ঘাট ও কনোয়া ঘাট।

আসামবিভাগ—কলিকাতা, দামুকদিয়া ঘাট।

সারাঘাত হইতে পার্ব্বতীপুর ও কাওনিয়াঘাট।

তিস্তা হইতে যাত্রাপুর। যাত্রাপুর হইতে ধুবড়ি।

ধুবড়ি হইতে ডিব্রুগড়।

কাউনিয়া-কুচবিহার শাখা। গিতালদহ হইতে ধুবড়িঘাট।

কোচবিহার শাখা—মোগলহাট হইতে জয়ন্তী।

রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ—রাণাঘাট হইতে লালগোলা।

রাণাঘাট কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ে—রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে—মগরা হইতে তারকেশ্বর।

হাবড়া আমতা লাইট রেলওয়ে—তেলকলঘাট হইতে আমতা।

হাবড়া শিয়াখালা লাইট রেলওয়ে—হাবড়া হইতে শিয়াখালা।

বারাসাত বসিরহাট লাইট রেলওয়ে—বারাসাত হইতে বসিরহাট পর্য্যন্ত।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের শাখা—আজিকল-মঙ্গলোর, বেজবাড়া-মান্দ্রাজ, ইষ্ট কোষ্ট রেলওয়ে (বেঙ্গল নাগপুর ও মান্দ্রাজ) মোরারপুর-ধর্ম্মপুরী, নীলগিরি, কোলার স্বর্ণখনি, তিরুপতির কৃষ্ণগিরি।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের শাখা—অমরাবতী-ভোপাল-ইটার্সী, বীণা-গুণ-বরণ, ধন্দ-মন্মাড়, প্রাঙ্-গঞা, গোয়ালিয়র-লাইট, ইণ্ডিয়ান-মিডলাণ্ড, খাম গাঁও।

সাউথ মাহাট্টা রেলের শাখা—বেল্লারী-কৃষ্ণ, বেল্লারী-রায়-দুর্গ, বিরুর-সিমোগা, ঘণ্টাকুল-মহিসুর, হিন্দুপুর-যশোবন্তপুর, হস্পেট-কঠর, কোলংপুর ষ্টেট, মহিসুর-ষ্টেট, মহিসুর-নঞ্জনগুড় ষ্টেট।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের শাখা—নয়াবরম্ মুটুপেট, পণ্ডিচেরী সোরানুর-কোচিন, তিনিবেল্লী-কুইলন। কারিকল-পেরলম্।

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের শাখা—ভগবানগোলা কলিয়ারী, জম্মু-

কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ-সাদিপালি, জালন্ধর-কর্পূরতলা, কত্রি-রোহিরি, লয়ালপুর-মানেবাল, সাউদার্ণ পঞ্জাব।

ভারতীয় রেলপথসমূহের ব্যবধানমান (Gauge) ও বিস্তৃতি বিবরণ এবং কোন্ কোন্ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ষ্টাণ্ডার্ড গেজ বা আদর্শ ব্যবধানমান ৫´—৬´´।

১ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত ষ্টেট রেলওয়ে—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, বেঙ্গল সেন্ট্রাল, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার, ইণ্ডিয়ান মিডলণ্ড, ভোপাল-ইটার্সী (বৃটীশবিভাগ), মান্দ্রাজ রেলওয়ে, গধ্রা-রতলম্-নগ্দা (বোম্বে বরোদার অন্তর্গত), বেজবাড়া (নিজামরাজ্যে), সালেম-আমের (মান্দ্রাজ)।

২ গবমেণ্ট দ্বারা চালিত ষ্টেট রেল সকল—নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, আউধ-রোহিলখণ্ড, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, মুর্শিদাবাদ ব্রাঞ্চ, জালন্ধর-কর্পূরতলা-সুলতানপুর।

৩ গ্যারাণ্টিড কোম্পানী দ্বারা চালিত—বোম্বে-বরোদা-সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, মান্দ্রাজ রেল কোম্পানী, হরিদ্বার-দেরা (আউধ রেলের অন্তর্গত)।

৪ বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে পরিচালিত—দিল্লী-অম্বালা কাল্কা (মার্টিন কোম্পানী), তারকেশ্বর (সেওড়াফুলি হইতে), সাউথ-বিহার (লক্ষ্মীসরাই গয়া), সাউদার্ণ পঞ্জাব, তাপ্তী-উপত্যকা, কলিকাতা পোর্ট কমিশনার রেলওয়ে।

৫ কোম্পানী চালিত দেশীয় ষ্টেট রেলওয়ে—বিণা-গুণবরণ, ভোপাল-উজ্জয়িনী, নিজাম গ্যারাণ্টিড ষ্টেট রেলওয়ে, নগ্দা-উজ্জয়িনী, পেটলাড়-কাম্বে (বোম্বে বরোদা), পেটলাড তারাপুর, কোলার গোল্ডফিল্ড।

৬ দেশীয় ষ্টেট রেলওয়ে—রাজপুর-ভাতিন্দা, জম্বু-কাশ্মীর, লুধিয়ানা-ধুরি-জখল, জালন্ধর কর্পূরতলা সুলতানপুর।

'মিটার গেজ' বা ৩´-৩⅜´´ ব্যবধানমানে নির্ম্মিত রেলপথ।

৭ কোম্পানী দ্বারা চালিত ষ্টেট রেলসমূহ—বেঙ্গল এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, ত্রিহুত ষ্টেট এবং সিগৌলী, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, লক্ষ্ণৌ বরেলী, রাজপুতানা-মালব, পালানপুর দেশা, সাউদার্ণ মার্হাট্টা, গন্টাকুল-মহিসুর, মহিসুর বিভাগ, সাউথ ইণ্ডিয়ান, তিন্নেবেলি কুইলন, যোধপুর হায়দ্রাবাদ, আসাম বেঙ্গল, ব্রহ্মদেশ রেলওয়ে, নীলগিরি রেলওয়ে, বেল্লারী-রায়দুর্গ, হুব্লেট-কত্তুর (সাউথ মার্হাট্টা)।

মিটার গেজ বলিয়া কথিত কিন্তু ২´—৬´´ ব্যবধানমান।

৮ গবমেণ্ট চালিত ষ্টেট রেল—ইষ্টার্ণ বেঙ্গল নর্দার্ণ বিহার, কাউনিয়া-ধুবড়ি, রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর, তিস্তা-কুড়িয়াগ্রাম, সান্তাবাড়ী এক্‌ষ্টেন্‌সন, কাণপুর-বরেবাল।

৯ সাহায্য প্রাপ্ত (assisted) কোম্পানী—দেওঘর রেলওয়ে ময়মনসিংহ-জামালপুর, জগন্নাথগঞ্জ রেলওয়ে, রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন, বেঙ্গল-ডুয়ার্স, ডিব্রু-সদিয়া, আমেদাবাদ-পরান্তিজ, নোয়াখালি (আসাম বেঙ্গল)।

১০ একেশ্বর চালিত (unassisted company)—লেডো এবং টিকক-মার্গারিট।

১১ কোম্পানী চালিত নেটিভ ষ্টেট রেলওয়ে—গায়কবাড় মেসানা, হায়দরাবাদ গোদাবরী উপত্যকা, কোলাপুর রেলওয়ে, হিন্দুপুর-যশোবন্তপুর, মহিসুর-নঞ্জনগুড, বিরুর-সিমোগা, পালনপুর দেশা, বিজাপুর-কলোলকাছি, জয়পুর, শোরাণপুর-কোচিন, তেন্নিবেলি-কুইলন, ত্রিবাঙ্কুর রেলওয়ে।

১২ নেটিভ ষ্টেট চালিত নেটিভ ষ্টেট রেলওয়ে—যোধপুর-বিকানীর, উদয়পুর-চিতোর, ভবনগর-গণ্ডাল, জুনাগড়-পোরবন্দর, জেটালসর-রাজকোট, জামনগর রেলওয়ে, প্রাঙ্-গধ্রা।

স্পেশাল 'গেজ' ২´—৬´´ এবং ২´—০´´।

১৩ কোম্পানী চালিত ষ্টেট লাইন—রায়পুর ধামতারি (বেঙ্গল-নাগপুর) জব্বলপুর-গণ্ডিয়া, তিরুপাপর-কৃষ্ণগিরি, মোরারপুর-ধর্ম্মপুরী।

১৪ ষ্টেট লাইন—নৌসেরা-দুর্গাই (নর্থ ওয়েষ্টার্ণ), খুসাল গড়-কোহাট থাল।

দাগুট ও যোড়হাট (শিলং) রেলপথ, ২´ ০´´ ব্যবধানমান।

১৫ বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে (assisted) চালিত—দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান, হাবড়া-আমতা, হাবড়া-শিয়াখালা, তেজপুর-বালিপাড়া, ২´ ০´ ব্যবধানমান।

১৫ বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে (assisted) চালিত—বর্সিলাইট, পাওয়ান, কাল্কা-সিমলা, ঠাটন-ডুইনাজেক, মথুরা-জেলা, বক্তিয়ারপুর-বিহার, শাহদরা-সাহারণপুর, দ্বারা থেরিয়া।

স্বতন্ত্র কোম্পানী দ্বারা—বারসত-বসিরহাট, তারকেশ্বর-মগরা।

রেলা, সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে একটী প্রসিদ্ধ পীরের আস্তানা আছে।

রেব, প্লুতগতি, (লাফাইয়া যাওয়া)। ভ্বাদি আত্মনে° অক° সেট্। লট্ রেবতে। লোট্ রেবতাং। লিট্ রিরেবে। লুট্ রেবিতা। ণিচ্ রেবয়তি। লুঙ্ অরিরেবৎ।

রেবট (পুং) রেবতে ইতি রেব বাহুলকাৎ অটচ্। ১ শূকর। ২ বেণু। ৩ বাতুল। ৪ বিষবৈদ্য। (স্ত্রী) ৫ দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ।

রেবণ (পুং) অনেক প্রসিদ্ধ মীমাংসক। চরিত্রসিংহ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

রেবণসিদ্ধ, রসরত্নাকরপ্রণেতা।

রেবত (পুং) ১ জম্বীর, জামির লেবু। (জটাধর) ২ আরগ্বধ বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৩ রাজবিশেষ, ইনি রেবতীর পিতা এবং বলরামের শ্বশুর। (মহাভারত) দেবী ভাগবতে লিখিত আছে, ইনি আনর্ত্তের পুত্র এবং শর্য্যাতির পৌত্র। রেবত স্বীয় কন্যা রেবতীকে কোন্ বরে সমর্পণ করিবেন, তাহা জানিবার জন্ত রেবতীর সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মা বলরামকে এই কন্যা সমর্পণ করিতে আদেশ দেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে রেবত রেবতীকে বলরামের হস্তে সমর্পণ করেন। (৭।৭-৮ অ°)

৪ অন্ধক বা অনন্তরাজের পুত্রভেদ। ৫ বর্ষভেদ।

রেবত, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ২৭।৩০)

রেবত আয়ুষ্মৎ, বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

রেবতক (স্ত্রী) রেবত ইব কায়তীতি কৈ-ক। পারাবত। (রাজনি°)

রেবতি (স্ত্রী) কামদেবপত্নী। (ত্রিকা°)

রেবতিপুত্র (পুং) রেবতীর তনয়।

রেবতী (স্ত্রী) রেবতস্যাপত্যং স্ত্রী, রেবত-অণ্ ন বৃদ্ধিঃ-ঙীষ্। ১ নক্ষত্রভেদ, এই নক্ষত্র অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের শেষ নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের সংখ্যা ২৭। এই নক্ষত্র মৎস্যাকৃতি, এবং ৩২টী তারকাযুক্ত। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুষাখ্য সূর্য্য। এই নক্ষত্রে মীনরাশি। শতপদ চক্রানুসারে এই নক্ষত্রে নামকরণ করিলে 'দে, দো, চ, চি,' চারিটী পাদে উক্ত চারিটী অক্ষরের আদ্যক্ষর নাম হইয়া থাকে।

এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুন্দর-আকৃতি, শত্রুনাশক, বিদ্বান্, নৃপসেবক, বিদেশবাসী ও শূর হয়। (কোষ্ঠীপ্র°) অষ্টোত্তরীমতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে শুক্রের দশা হয়, নক্ষত্রের পরিমাণ মোটামুটি ৬০ দণ্ড ধরিলে এক একটী নক্ষত্রে ৫।৩ পাঁচ বৎসর তিনমাস কাল ভোগ হইয়া থাকে। প্রতিনক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং একদণ্ডে ১ মাস, ১ দিন ৩০ দণ্ড ভোগ হইয়া থাকে। নক্ষত্রের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেইস্থলে দশার ভোগ্য ভুক্ত নির্ণয় করিতে হইলে ৫ বৎসর ৩ মাসকে ভাগ করিয়া স্থির করিতে হয়। [মীনরাশি শব্দ দেখ]

২ মাতৃকাভেদ। ৩ স্ত্রীগবী। (অজয়পাল) ৪ দুর্গা।

"রেবা তু নর্ম্মদা দেবী নদী বা রেবতী মতা।
অতিথগুনবদ্ধা বা লোকে দেবী প্রকীর্ত্তিতা॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

৫ বালগ্রহবিশেষ। বালকগণ এই গ্রহকর্তৃক পীড়িত হইলে এই গ্রহের পূজাদি করিতে হয়। ইহার চিকিৎসার বিষয় সুশ্রুতে ও ভাবপ্রকাশে এইরূপ আছে—

অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, শ্যামলতা, পুনর্নবা, মৃণালি, মাষাণি ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদিগের কাথসেক; যব, অশ্বকর্ণী, অর্জুন, ধাতকী, তিন্দুক ও কুষ্ঠ বা সর্জ্জরস সহযোগে পাককরা তৈল অভ্যঙ্গে; কাকোল্যাদিগণ যোগে পাককরা ঘৃত পানে; কুলখ, শঙ্খচূর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য প্রদেহে এবং গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, যব, যবফল ও ঘৃত ইহাদিগের ধূপ প্রাতে ও সায়ংকালে প্রয়োগ করিলে এই গ্রহাবেশ নিরাকৃত হয়।

শ্বেতপুষ্প, খই, দুগ্ধ, শালি অন্ন ও দধিদ্বারা গোয়াল ঘরে বলি নিবেদন করিয়া এবং নদী সঙ্গমে ধাত্রী ও কুমারকে স্নান করাইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্তব করিতে হয়—

"নানাশস্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যানুলেপনা।
চলৎকুণ্ডলিনী শ্যামা রেবতী তে প্রসীদ তু॥
উপাসতে যাং সততং দেব্যো বিবিধভূষণাঃ।
লম্বা করালা বিনতা তথৈব বহুপুত্রিকা।
রেবতী শুষ্কনাসা চ তুভ্যং দেবী প্রসীদ তু॥"
(সুশ্রুত উত্তর° ৩১ অ° এবং ভাবপ্র° মধ্য° ৪র্থ ভাগ)

৬ বলদেবপত্নী। রেবতের কন্যা, রাজা রেবত ব্রহ্মার আদেশে বলরামের সহিত ইহার বিবাহ দেন। [রেবত দেখ।]

৭ রৈবত মনুর মাতা। [রৈবত মনু দেখ]

রেবতী, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। [রেওতী দেখ।]

রেবতী, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

রেবতীদ্বীপ, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ জনপদ, পূর্ব্বচালুক্য-রাজ মঙ্গলীশ ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে এইস্থান জয় করিয়াছিলেন।

রেবতীপুর, যুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। [রেওতীপুর দেখ।]

রেবতীভব (পুং) ১ রেবতীজাত। ২ শনিগ্রহ।

রেবতীরমণ (পুং) রেবত্যাঃ রমণঃ। ১ বলরাম। ২ বিষ্ণু।

রেবতীশ (পুং) রেবত্যাঃ ঈশঃ। বলরাম।

রেবতীসুত (পুং) স্কন্দভেদ।

রেবত্য (ত্রি) ১ প্রসিদ্ধ। ২ সুন্দর। (পা° ৪।৪।১২২)

রেবন্ত (পুং) সূর্য্যপুত্রবিশেষ। ইনি গুহ্যকদিগের অধিপতি। সূর্য্যদেবের বড়বা রূপধারিণী সংজ্ঞা নামক পত্নীর গর্ভে রেবন্তের উৎপত্তি হয়। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে রাজগণ তোরণপ্রান্তে প্রতিমা বা ঘটে সূর্য্যপূজার বিধানানুসারে রেবন্তের পূজা করিবেন। ইহার ধ্যান—

"সূর্য্যপুত্রং মহাবাহুং দ্বিভুজং কবচোজ্জ্বলম্।
জলতং শুক্লবস্ত্রেণ কেশান্ বিভ্রত্য বাসসা॥
কশাং বামকরে বিভ্রদক্ষিণে তু করে পুনঃ।
খড়্গং কৃত্ত মহাতীক্ষ্ণং সিতসৈন্ধবসংস্থিতম্॥"
(কালিকাপু° ৮৫অ°)

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে যখন লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে দ্বারোপান্তে অশ্বের সহিত রেবন্তকে যথাবিধানে পূজা করিতে হয়।

"দ্বারোপান্তে সুদীপ্তস্তু সংপূজ্যো হব্যবাহনঃ।
যবাক্ষতম্বতোপেতৈ স্তণ্ডুলৈশ্চ সুতর্পিতঃ॥
উরভ্রবস্তির্ব্বরুণো গজবস্তির্ব্বিনায়কঃ।
পূজ্যঃ সাশ্বৈশ্চ রেবন্তো যথাবিভববিস্তরৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

রেবন্তমনুসূ (স্ত্রী) রেবন্তং মনুঞ্চ সূতে সূ-কিপ্। সংজ্ঞা।

রেবা (স্ত্রী) রেবতে উৎপ্লুত্য গচ্ছতীতি রেব-অচ্-টাপ্। নর্ম্মদানদী।

"রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং" (মেঘদূত ২০)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, রেবানদীতে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। (বরাহপু॰) [নর্ম্মদা শব্দ দেখ।]

২ কামপত্নী রতি। ৩ নীলীবৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ দুর্গা।

"রেবা তু নর্ম্মদা দেবী নন্দা বা রেবতী মতা।
অতিথগুনবন্ধা বা লোকে দেবী প্রকীর্ত্তিতা॥"
(দেবীপু॰ ৪৫ অ॰)

৫ সামভেদ।

রেবা, মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা॰ ২২°৩৯´ হইতে ২৫° ১২´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮০°৪৬´ হইতে ৮২°৫১´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১০০০০ বর্গমাইল। ইহার উত্তর সীমা বান্দা, আলাহাবাদ, ও মীর্জাপুর জেলা; পূর্ব্বে মীর্জাপুর জেলার কতকাংশ ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত দেশীয় সামন্তরাজ্য; দক্ষিণে ছত্তিশগড়, মণ্ডলা ও জব্বলপুর জেলা এবং পশ্চিমে বাঘেলখণ্ডের অন্তর্গত মৈহর, নাগোদ, সোহাবল ও কোঠী নামক দেশীয় সামন্ত রাজ্য। এই রাজ্যের পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর অংশে গঙ্গার উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া পর-পর তিন থাক অধিত্যকায় শোভিত গিরিমালা, তাহার উত্তরপূর্ব্বাংশে বিন্ধ্যাচল ও পন্নার গিরিমালা, পন্নার অধিত্যকা ছাড়াইয়া তাহারই সমরেখায় কৈমুর গিরিমালা উঠিয়াছে। এই রাজ্যের একতৃতীয়াংশ কৈমুর গিরিমালার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে, শোণনদের অববাহিকায় অবস্থিত। শোণনদ এই রাজ্যের দক্ষিণসীমায় উঠিয়া রাজ্যের মধ্যদিয়া উত্তর-পূর্ব্বসীমা ভেদ করিয়া মীর্জাপুর জেলায় গিয়াছে, ইহার প্রধান শাখা মহানদী। রাজ্যের অপরাংশে তমসা বেহের, বিলন্দ প্রভৃতি শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আলাহাবাদ জেলায় গিয়া পড়িয়াছে।

এই রাজ্য খনিজ ও বনজাত দ্রব্য-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। এখানকার রামনগর পরগণায় উমারিয়া গ্রামে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া গিয়াছে, এবং কয়লা তুলিয়া আনিবার জন্য বিলাসপুর-এতাবা রেলওয়ের কাট্‌নি-উমারিয়া শাখা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার জোহিলা-নদীর উপত্যকায় ও সোহাগপুরেও অত্যুৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া গিয়াছে।

এখানে নানাপ্রকার মাটী দেখা যায়—'মেড়' বা কালামাটী, 'সেজবন্' বা শ্বেতাভ, 'দোমাট' অর্থাৎ মেড় ও সেজবন্ মিশ্রিত, 'ভাটা' বা লাল শুক্‌না অনুর্ব্বর মাটী। রেবার বনে শাল, খদির, সর্জ্জ, তিন্দু প্রভৃতি বড় গাছ, লাক্ষা, মহুয়া, বুড়া, রঞ্জন, ও গঁদ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

এই রাজ্যের অধিবাসী অধিকাংশই হিন্দু, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও কুড়্মির সংখ্যাই বেশী। তৎপরে গোঁড়, কোল প্রভৃতি আদিম জাতি। মুসলমানের সংখ্যা এখানে তেমন বেশী নাই। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য হইতেই অধিকাংশ রাজস্ব আদায় হয়। মোট আয় প্রায় ২২ লক্ষ টাকা।

এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাত্‌না ও দভৌরা ষ্টেসন এবং রাজ্যের মধ্যদিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইবার বড়রাস্তা গিয়াছে।

ইতিহাস।—রেবার বর্ত্তমান রাজবংশ ব্যাঘ্রদেবের সন্তান। ব্যাঘ্রদেব গুজরাত হইতে আসিয়া শোণ ও তমসা-প্রবাহিত জনপদ অধিকার করেন। তৎপূর্ব্বে এই প্রদেশ চন্দেল, চেদি বা কলচুরি, চৌহান্, সেঙ্গর ও গোঁড় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। রেবার রাজভাটগণের মতে ৫৮০ সম্বতে ও বারার ভাটগণের মতে ৬৮৩ সংবতে ব্যাঘ্রদেব দলবল লইয়া কালঞ্জরের ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে মর্ফা নামক দুর্গে আসিয়া বাস করেন। মর্ফার ১২ মাইল উত্তরে বাঘেলবাড়ী ও ১২ মাইল দক্ষিণে বাঘোলান গ্রাম ব্যাঘ্রদেবের পূর্ব্ব স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু ভাটগণ যে, সংবৎ স্থির করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

পিয়াবন ও অলহাঘাট হইতে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে এই সমুদায় প্রদেশ তত্রত্য চেদিপতি গাঙ্গেয়দেবের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার বংশধর ডাহলীয় রাজা নরসিংহ দেব ১২১৬ সংবতে এবং তাঁহার ভ্রাতা বিজয় সিংহ দেব ১২৩৮ সংবতে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এমন কি, ত্রৈলোক্যবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, ১২৯৭ সংবতে (১২৪০ খৃষ্টাব্দে) তিনি তমসার উপত্যকা প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। এরূপ স্থলে ঐ সকল স্থানে ব্যাঘ্রদেবের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ব্যাঘ্রদেব ও তাঁহার বংশধরগণের আধিপত্য বিস্তারের সহিত এই প্রদেশ বাঘেলখণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

ভাটদিগের গ্রন্থে ব্যাঘ্রদেবের পিতার নাম সিদ্ধরাজ জয়সিংহ, এবং তৎপরে কর্ণদেব, সোহাগদেব, শার্ঙ্গদেব, বিশাল দেব, ভানুদেব, অনীকদেব ও বিল্লনদেব এই কয়জন বংশধরের নাম পাওয়া যায়। এই বিল্লনদেবের পুত্র দলকেশ্বর দেব ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ মলকেশ্বর মিন্‌হাজের তবকাৎই নাসিরি নামক ইতিহাসে "দলকি-ব-মলকি" নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার ৮ম পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাঘ্রদেবকে আমরা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর লোক বলিয়া গণ্য করিতে পারি। চেদিরাজগণের প্রতাপ-সূর্য্য অস্তমিত হইলে তদ্বংশীয় কোন রাজা এই প্রদেশে অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে কুতব্ উদ্দীন্ আইবক কালঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করেন, সে সময়ে এখানে চন্দেলপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুতব্ উদ্দীনের মৃত্যুর পর চন্দেলরাজ কালঞ্জর দুর্গ ও তাঁহার পূর্ব্বাধিকারভুক্ত সমস্ত জনপদ পুনরায় দখল করিয়া লইলেন।

মুসলমান ইতিহাস হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, তৎপরে ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীপতি বয়ানা, কনোজ, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কালঞ্জর ও জমু আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। 'জমু' কোথায় তাহা মুসলমান্ ইতিহাসে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নাই, গোয়ালিয়র হইতে ৫০ দিনের পথ এই মাত্র লিখিত আছে। ইহাতে ঐস্থান রেবারাজ্যের অন্তর্গত বান্ধোগড় বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তৎকালে চন্দ্রাত্রেয়গণ যেমন কালঞ্জরে, সেইরূপ বাঘেলগণ বান্ধোগড়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীপতি উলুঘ খাঁর (পরে যিনি সম্রাট্ বল্‌বন্ নামে খ্যাত হন) অধীনে কালঞ্জরপতিকে পরাজয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। এইবার মুসলমান-সৈন্য কালঞ্জর ছাড়াইয়া এক রাণার অধিকারে গিয়া পড়িল। মুসলমান ইতিহাসে তিনি দলকি-ব-মলকি নামে খ্যাত, কালঞ্জর বা মালবপতির তাঁহার উপর কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যাও যেমন অসংখ্য, ধনরত্নও সেইরূপ অজস্র। তাঁহার দুর্গগুলি সুরক্ষিত ও সুদৃঢ়। তাঁহার রাজ্য নানা জঙ্গল ও অক্রবক্র গিরিমালায় সমাচ্ছন্ন। তৎপূর্ব্বে কোন মুসলমান-সৈন্য এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। যখন মুসলমানসৈন্য রাজধানীতে পৌছিল, রাজা অতি সাবধানে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গ সহ দুর্গম গিরিপ্রদেশ আশ্রয় করিলেন। প্রথমে সেই দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে কোন মুসলমান-সৈন্য উঠিতে সমর্থ হয় নাই। উলুঘ্ খাঁর উৎসাহবাক্যে রজ্জু ও মইসাহায্যে মুসলমান-সৈন্য সেই দুরারোহ গিরিতেও উঠিয়া পড়িল। রাণা সপরিবারে বন্দী হইলেন। এই সময় মুসলমানেরা যে ধনরত্ন লুঠিয়া পাইয়াছিল, তাহা আর গণিয়া শেষ করা যায় না।* মুসলমান ঐতিহাসিক যে দলকি-ব-মলকি নামক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি এক ব্যক্তি নহেন। বাঘেল-ভট্টগ্রন্থোক্ত দলকেশ্বর ও মলকেশ্বর নামক দুই রাজকুমার।

দলকেশ্বর ও মলকেশ্বরের পর বরিয়ার-দেব, তৎপরে বল্লাল রাজা হন। ভট্টগ্রন্থমতে এই বল্লালদেব দিল্লীশ্বর তিমুরশাহকে সাহায্য করায় তাঁহার নিকট বহু খেলাত সহ কালঞ্জর দুর্গ লাভ করেন। ভট্টগ্রন্থে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এককালেই অগ্রাহ্য। আবুলফজলের আইন-ই-অকবরী হইতে জানা যায়, ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে নাসির উদ্দীন্ ১ম মান্দ্রুদের আদেশে উলুঘখাঁর অভিযানের ৫০ বর্ষ পরে আলাউদ্দীন্ মুহম্মদ খিলিজী বান্ধোগড় আক্রমণ করেন, তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল। এ সময়ে বাঘেলরাজের প্রভাবে দিল্লীশ্বরও বিচলিত হইয়াছিলেন। মুসলমানঐতিহাসিক নিয়ামৎ-উল্লার বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, সিকন্দর লোদীর সময় ভাটের রাজা ভিড় (ভট্টগ্রন্থমতে ভীর) মীর্জাপুরের নিকট গঙ্গাতীরে কান্তিৎ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। প্রায় ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মুবারক খাঁকে আক্রমণ ও বন্দী করেন। অল্পদিন পরেই তিনি মুবারককে ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় সুলতান সসৈন্যে কান্তিতে উপস্থিত হইলেন। রায় ভীর গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন; সুলতানও তাঁহার কান্তিতের অধিকার স্বীকার করিয়া খেলাত দানে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। কিন্তু বাঘেলরাজ নিজ প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে পলাইয়া আসিলেন। সিকন্দর তাঁহাকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। খানঘাটী বা গঙ্গৈনি (কথোলি) নামক স্থানে রাজকুমার বীরসিংহদেব সসৈন্যে আসিয়া সুলতানের গতিরোধ করিলেন। হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কুমার বীরসিংহ পরাজিত হইলেন। সুলতান অবিলম্বে বান্ধোগড়ে পৌছিলেন। রাজা ভীর সরগুজাভিমুখে পলায়ন করেন, পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সুলতান বান্ধোগড়ের ১০ ক্রোশ উত্তর কাকুন্দ নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত রসদের অভাবে তাঁহাকে ফিরিতে হইল।

অল্পকাল পরেই জৌনপুরের হোসেনশাহ সিকন্দরের

* Elliot's Muhammadan Historians, vol. II, 366.

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। এই সময় বাঘেলরাজকুমার সুলতানের সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে দিল্লীশ্বর আর কোন অত্যাচার না করিয়া বাঘেলরাজ্য ছাড়িয়া যান। ইহারই অত্যল্পকাল পরে সুলতান সিকন্দর লোদীর বাঘেল-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছা হইল। বাঘেলপতি শালিবাহন দিল্লীশ্বরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে, ৯০৪ হিজরীতে (১৪৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে) শালিবাহন ভগিনী-দানে অসম্মত হইলে সিকন্দর পুনরায় ভাট আক্রমণ করিলেন। তাহার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণ দুর্ভেদ্য বান্ধোগড় জয় করিল। সিকন্দর সমস্ত রাজ্য ধ্বংস ও জনশূন্য করিয়া জৌনপুরে ফিরিলেন।

শালিবাহনের পর বীরসিংহদেব রাজা হইলেন। তৎপুত্র রাজা বীরভানুদেব। রাজভাট অক্ষেশ বীরভানু সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"দিল্লী কে জিতেক সর্দ্দার মনসবদার
রাজা রাও উমরাও সভি কো নিপাত ভও।
বেগম বিচারি বহি কিতহু ন পাই থা,
বান্ধোগড় গাঢ়ো গূঢ় তাকো পছ্ পাত ভও।
শেরশাহ সলিল প্রলেয়ে কো বঢ়ো অক্ষেশ
বূরৎ হুমায়ুন কে মহা হি উৎপাত ভও।
বস্গীন্ বালক অকবর বচাই-বে কো,
বীরভান [illegible]তি অ[illegible]খবর কো পাত ভও।"

অর্থাৎ দিল্লীতে সর্দ্দার, মন্সবদার, রাজা, রাও, উমরাও সকলই নিপাত হইল। অভাগিনী বেগম (হুমায়ুনপত্নী) কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে সুদৃঢ় বান্ধোগড় তাঁহার আশ্রয়স্থল হইল। অক্ষেশ বলেন, তৎপরে শেরশাহের প্রভাব চলিল। যদিও হুমায়ুন জলমগ্ন হইতে রক্ষা পাইলেন, তাঁহার মহা উৎপাত ঘটিল এবং কেবল বীরভানুরূপ অক্ষয়বট আশ্রয় করিয়া বালক অকবর রক্ষা পাইয়াছিলেন।

বাস্তবিক শেরশাহের অত্যাচারে হুমায়ুন রাজ্যচ্যুত হইলে অকবরের মাতা শিশুকে লইয়া বান্ধোগড়ে পলাইয়া যান। এখানেও প্রবাদ আছে যে, বীরভানুদেব সৈন্য দিয়া বালক অকবরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অকবরের সিংহাসনলাভের পূর্ব্বেই বীরভানুর পুত্র রামচন্দ্র দেব পিতৃরাজ্য লাভ করেন। অকবর দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত হইলে তিনি বাঘেলরাজের উপকার কখন বিস্মৃত হন নাই। অকবরের শাসনকালের ইতিহাসে রাজা রামচন্দ্রের নামও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র রাজা হন। ঐ বর্ষে সিকন্দর শূরের পুত্র ইব্রাহিম আসিয়া রামচন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণ করেন। গঙ্গাতীরস্থ করাগ্রাম হইতে রামচন্দ্রের তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে। এই শাসনপত্র খানি "অকবরশাহ-গাজী"র ৩য় বর্ষে অর্থাৎ ১৫৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। ভারতপ্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন প্রথমে এই রামচন্দ্রের সভাতেই গান করিতেন। অকবর তাঁহার ৭ম বর্ষে (১৫৬২ খৃষ্টাব্দে) রামচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইয়া তানসেনকে আনাইয়া ছিলেন, তাহাতে রামচন্দ্র বড়ই মর্ম্মাহত হন। যখন আসফ্ খান্ গড়া আক্রমণে যাত্রা করেন, রামচন্দ্র তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য অস্ত্র-ধারণ করেন। অবশেষে পরাজয়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি অকবরের বশ্যতাস্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অকবরের ১৪শ বর্ষে রামচন্দ্র কালঞ্জর দুর্গ হারাইলেন। তজ্জন্য অপমানের ভয়ে নিজে না গিয়া রামচন্দ্র পুত্র বীরভদ্রকে দিল্লী-দরবারে পাঠান। তাহাতে অকবর রামচন্দ্রের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ২৮শ বর্ষে যখন তিনি শাহাবাদে উপস্থিত, তৎকালে তিনি ভাট অভিমুখে আপনার সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। এ সময় বীরভদ্র অকবরকে অনেক বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করেন। পরে রামচন্দ্র নিজে অকবরের নিকট হাজির হইলেন। অকবর কিন্তু অতি সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের পর তৎপুত্র বীরভদ্র রাজা হন। তিনি দিল্লী হইতে নিজ রাজধানীতে ফিরিবার সময় পাল্‌কী হইতে পড়িয়া গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিকানেরের রাঠোররাজ কল্যাণমলের কন্যার সহিত বীরভদ্রের বিবাহ হয়। সেই রাজকন্যা পতির সহমরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বর অকবর তাঁহার শিশু পুত্রগণের দিকে চাহিয়া রাণীর অনুমরণে বাধা দেন।

অকস্মাৎ বীরভদ্রের মৃত্যুতে বান্ধোগড়ে বিশৃঙ্খলা ঘটিল; এই সময়ে বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে রাজসম্পর্কিত এক যুবক বাঘেলসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। ইনিই বর্ত্তমান রেবানগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এ দিকে অকবর বিক্রমজিৎকে ধরিয়া আনিবার জন্য ইস্মাইল্ কুলিখান্‌কে সসৈন্যে বান্ধোগড়ে পাঠাইলেন। বিক্রমজিৎ মোগলসেনা-পতির নিকট লোক পাঠাইয়া রাজধানী অবরোধ করিতে নিষেধ করেন। অকবর বিক্রমজিতের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। আটমাস অবরোধের পর অকবরের ৪২শ বর্ষে বান্ধোগড় মোগল-অধিকারভুক্ত হইল।

অকবর তাঁহার ৪৭শ বর্ষে রামচন্দ্রের পৌত্র দুর্য্যোধনকে ভাটরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে উপযুক্ত খেলাত পাঠাইয়াও সম্মানিত করিয়াছিলেন। তৎপরে

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে (তাঁহার ২১শ বর্ষে) রামচন্দ্রের অপর পৌত্র অমরসিংহ দিল্লীর দরবারে সামন্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু শাহজাহান তাঁহার রাজ্যের ৮ম বর্ষে রতনপুরপতিকে শাসন করিবার জন্য আব্‌দুল্লাখান্ বাহাদুরকে সসৈন্যে পাঠাইয়া দেন। অমরসিংহ বিনা যুদ্ধে বশ্যতাস্বীকার করেন। অমরসিংহের পর তৎপুত্র অনুপসিংহ রাজা হন। শাহজাহানের ২৪শ বর্ষে অনুপসিংহ চৌরাগড়ের জমিদার দয়ারামকে আশ্রয়দান করেন, তজ্জন্য চৌরাগড়ের জায়গীরদার পাহাড়সিংহ বুন্দেলা অনুপসিংহকে আক্রমণ করেন। অনুপসিংহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে রেবা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শৈলমালায় আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইহার ৫ বর্ষ পরে আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ সলাবৎখান্ অনুপসিংহকে দিল্লীর দরবারে লইয়া যান, এখানে তিনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে পাঁচহাজারী মনসবদার পদ দিয়া তাঁহাকে বান্ধু ও পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহের শাসনাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ দলকেশ্বর হইতে অনুপ পর্য্যন্ত বাঘেলরাজগণের যেরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। অনুপের পরবর্ত্তী বাঘেলরাজগণ সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নীরব। তৎপরে ভট্টগ্রন্থে ভানুসিংহের নাম আছে। ইনি অনুপসিংহের পুত্র কি না, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ভট্টকবিগণ ভানুসিংহকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ভানুসিংহের পর অনিরুদ্ধ রাজা হন। অনিরুদ্ধের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র অদ্ভুতসিংহ ৬ মাসের শিশু। এই সংবাদ পাইয়া পন্নারাজ ছত্রশালের পুত্র হৃদয়শাহ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে রেবা আক্রমণ করেন। শিশু অদ্ভুতসিংহকে লইয়া তাঁহার মাতা প্রতাপগড়ে পলাইয়া যান। হৃদয়শাহের মৃত্যুর পর অদ্ভুতসিংহ পিতৃরাজধানী অধিকার করেন। তিনি ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তৎপুত্র অজিতসিংহ রাজা হইলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র জয়সিংহদেব রাজ্যাধিকার পাইলেন। এই জয়সিংহের রাজত্বকালে রেবারাজ্যে বৃটিশপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহ বৃটীশগবর্মেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে সতীদাহ উঠিয়া যায়। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ পিতৃসম্পদ লাভ করিলেও তিনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পুত্র রঘুরাজসিংহকে সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রঘুরাজসিংহের মৃত্যু হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটীশগবর্মেণ্টকে সাহায্য করায় গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বহু জায়গীর দান, পোষ্যপুত্র গ্রহণের অধিকার ও সম্মানসূচক ১৯টি তোপ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র মহারাজ বাহাদুর ব্যঙ্কটেশ-রমণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রেবারাজের ৬৯১টি অশ্বারোহী, ৩১৩৫টি পদাতি ও ৫৪টি কামান আছে।

নিম্নে রেবারাজগণের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

নাম	আনুমানিক অভিষেককাল	মন্তব্য
১। ব্যাঘ্রদেব	খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দ	
২। কর্ণদেব		
৩। সোহাগদেব		সোহাগপুরস্থাপয়িতা
৪। শার্ঙ্গদেব		
৫। বিশালদেব		
৬। ভানুদেব		
৭। অনীকদেব		
৮। বিহ্লণদেব		
৯। দলকেশ্বর	১২৪০ খৃঃ অঃ	মুসলমান ইতিহাসে উভয়ে দলাক ও মলকি নামে খ্যাত
১০। মলকেশ্বর		
১১। বরিয়ারদেব	১৩০০ খৃঃ অঃ	
১২। বল্লালদেব	১৩৩০ "	
১৩। সিংহদেব	১৩৬০ "	
১৪। ভৈরবদেব	১৩৯০ "	
১৫। নরহরিদেব	১৪২০ "	
১৬। ভীরদেব	১৪৫০ "	
১৭। শালিবাহনদেব	১৪৯৪ "	
১৮। বীরসিংহদেব	১৫২০ "	বীরসিংহপুর-প্রতিষ্ঠাতা
১৯। বীরভানুদেব	১৫৪০ "	
২০। রামচন্দ্রদেব	১৫৫৪ "	
২১। বীরভদ্র	১৫৯১ "	
২২। বিক্রমাদিত্য	১৫৯২ "	রেবানগরী-প্রতিষ্ঠাতা
২৩। দুর্য্যোধন	১৬০১ "	
২৪। অমরসিংহ	১৬২০ "	
২৫। অনুপসিংহ	১৬৪৫ "	
২৬। ভানুসিংহ	১৬৭০ "	
২৭। অনিরুদ্ধসিংহ	১৫৯৫ "	
২৮। অদ্ভুতসিংহ	১৭২৫ "	
২৯। অজিতসিংহ	১৭৭৫ "	
৩০। জয়সিংহদেব	১৮০৯ "	
৩১। বিশ্বনাথসিংহ	১৮২৫ "	
৩২। রঘুরাজসিংহ	১৮৫৪ "	
৩৩। ব্যঙ্কটেশরমণ	১৮৮০ "	

রেবা, বাঘেলখণ্ডের অন্তর্গত রেবারাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা০ ২৪°৩১´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি০ ৮১°২০´ পূঃ; আলাহাবাদ হইতে ১৩১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই প্রায় বিশহাজার। এই নগর তিনটী দুর্গপ্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত, তন্মধ্যে শেষ প্রাকারের মধ্যে রেবারাজের প্রাসাদ অবস্থিত।

রেবাকান্থা (রেবা অর্থাৎ নর্ম্মদার কণ্ঠ বা কিনারা)—বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীনে একটী পলিটিকাল এজেন্সি। ৬১টী ছোট বড় মিত্র বা করদ রাজ্য লইয়া ১৮২১-২৬ খৃষ্টাব্দে এই এজেন্সি গঠিত। এই ৬১টী রাজ্যের মধ্যে ৩টীকে কর দিতে হয় না, ৫টী বৃটীশ গবর্মেণ্টের করদ (ইহার মধ্যে তিনটীর নিকট বরোদার গাইকবাড়ও কর পাইয়া থাকেন), ১টী ছোট উদয়পুরের এবং অবশিষ্টগুলি বরোদার গাইকবাড়ের অধীন করদ।

রাজ্যগুলি অক্ষা০ ২১°২৩´ হইতে ২৩°৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৩°৩´ হইতে ৭৪°১৮´ পূঃ পর্য্যন্ত, নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণকূল হইতে বরাবর ৫০ মাইল, এবং মহীনদী ছাড়াইয়া নর্ম্মদার উত্তরাংশে ১২ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তর সীমায় ডুঙ্গরপুর ও বাঁসবাড়ার মেবাড় রাজ্য; পূর্ব্বে ঝালোদ উপবিভাগ, পাঁচমহলের দোহাদ, খান্দেশ জেলা ও ভোপাবরএজেন্সির আলিরাজপুর ও কতকগুলি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য, দক্ষিণে বরোদারাজ্য ও সুরাত জেলা; এবং পশ্চিমে ভরোচ, বরোদারাজ্য, পাঁচমহল, খেড় ও আহ্মদাবাদ জেলা। উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১৪০ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তার ১০ হইতে ৫০ মাইল। মোট ভূপরিমাণ ৪৭৯২ বর্গ মাইল। এই ভূভাগের দক্ষিণে রাজপিপ্‌লা গিরিমালা ও মধ্যভাগে বিন্ধ্যাদ্রি প্রসারিত হইয়াছে। এখানে নানাস্থানে নানা খনিজ দ্রব্যের আকর পাওয়া যায়। ঐ খনিজ দ্রব্যের মধ্যে অকীক, চুনি, নানা বর্ণের মর্ম্মর ও নানাপ্রকার দানাদার পাথর আছে। ইহার অধিকাংশ বনভূভাগ, তাহাতে শহয়া, মেহগনি, শিশু, বেহেদা, তিন্তড়ী, নানাপ্রকার আম্র, অর্জ্জুন, বিল্ব, খদির প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। জীব জন্তুর মধ্যে এখানে ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক, বন্য বরাহ, শাম্বরহরিণ, চিত্রমৃগ, নীলগাই ও বাইসন মহিষ এবং পক্ষিজাতির মধ্যে নানাপ্রকার হংস, কারণ্ডব, তিত্তিরি ও জলচর পক্ষী দেখা যায়।

খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতাব্দ পর্য্যন্ত রেবাকান্থা কোলি ও ভীল সর্দ্দারগণের শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় ১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতাব্দে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে মুসলমান আক্রমণে রাজপুত-সর্দ্দারগণ এখানে আসিয়া কোলি ও ভীলগণের অধিকার গ্রাস করিয়া বসেন। তন্মধ্যে রাজপিপ্‌লার রাজাই সর্ব্বপ্রধান। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে আহ্মদাবাদের সুলতানগণ সমস্ত রেবাকান্থা অধিকার করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই ভূভাগে মরাঠাদিগের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

এখানকার সর্দ্দারগণের কনিষ্ঠ বংশ সময় সময় নূতন রাজ্য অধিকার করিয়া লইতেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার বলিয়া গণ্য। মরাঠাদিগের লুটপাটে এই প্রদেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বরোদার গাইকবাড় তৎপ্রতিবিধানে মনোযোগী না হওয়ায় শান্তিস্থাপনকল্পে বৃটীশ গবর্মেণ্ট এই প্রদেশে হস্তক্ষেপ করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত গাইকবাড়ের সন্ধি হয়। তাহাতে গাইকবাড়ের অধীনস্থ সমস্ত করদ রাজ্য বৃটীশ শাসনাধীন হইল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুমেবাসের সর্দ্দার বৃটীশগবর্মেণ্টের অধীন হন। ঐ সময়েই সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত পাঁচমহলের রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব বৃটীশগবর্মেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রেবাকান্থার পলিটিকাল এজেন্সি গঠিত হইল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঐ এজেন্সি তুলিয়া দিয়া সর্দ্দারগণের হস্তেই শাসনভার প্রদত্ত হয়। পরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এজেন্সি স্থাপিত এবং সর্দ্দারগণের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট হইল। ৬১টী রাজ্যের মধ্যে রাজপিপ্‌লাই সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দার বলিয়া গণ্য। ছোট উদয়পুর, বারিয়া, শুঁঠ, লুনাবাড়া ও বালাসিনোর এই কয়টী ২য় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য ও স্ব স্ব প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। অবশিষ্ট ৫৫টীর মধ্যে সংখেড় মেবাসের অধীন ২৬, পাণ্ডুমেবাসের অধীন ২২, দোরকামেবাসের অধীন ৩টী, এবং নিকর কদানা ও সঞ্জেলি রাজ্য ৩য় শ্রেণির বলিয়া গণ্য।

রেবাচল, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত পর্ব্বত ভেদ।

রেবাদণ্ড, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর কোলাবাজেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বাণিজ্যবন্দর। আলীবাগ সদর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৮°৩২´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭২°৫৮´ পূঃ।

এখানে পর্ত্তুগীজজাতির অনেক কীর্ত্তি আছে। কারণ একসময়ে ইহা পর্ত্তুগীজাধিকৃত কোঙ্কণরাজ্যের মধ্যে শেষ উপনিবেশ ছিল। এখানকার গুম্বেজপরিশোভিত কোলিদুর্গ ও নগরপ্রাচীর দেখিবার জিনিষ। কোণ্ডলিকা নদীমোহানার বন্দরাংশ পোতাদি রক্ষার বিশেষ উপযোগী। ঐ স্থানের জল প্রায় ৩৫ ফিট গভীর। এখানে রেশমীবস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

রেবারি, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও জেলার রেবারি নামক স্থানবাসী বেনিয়াজাতির একটী শাখা; ইহারা প্রধানতঃ কার্পাস বস্ত্র

বিক্রয় করিয়া থাকে। গয়া নগরে ইহাদের কএক ঘর আছে। রাজপুতনা ও হিন্দুস্থানের অপরাপর স্থানে ইহাদের বাস আছে। তথায় ইহারা উষ্ট্র, ছাগ, ভেড়া প্রভৃতি পালন করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। অধিকাংশ লোকই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, কোথাও কোথাও ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী রেবারিও দেখা যায়। রাজপুতনার হিন্দু রেবারিগণ বিশেষ সুচতুর এবং ভট্টি অথবা দাউদ-পুত্রগণের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দস্যু। ইহারা অপরের দলবদ্ধ বিচরণকারী উষ্ট্রাদি পশু এরূপ কৌশলে অপহরণ করে যে, তাহা মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রথমে তাহাদের দলস্থ একব্যক্তি ভীমবেগে পশুদল মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম লক্ষ্য পশুর গাত্রে বর্শা বিদ্ধ করে। ঐ ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত নির্গত হইলে সে বরষার মুখে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া রক্তসিক্ত করিয়া লয়। পরে সেই সরক্ত বস্ত্রখণ্ড লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করে। রক্ত গন্ধে মোহিত হইয়া দ্বিতীয় পশুটী যেমন তাহার পদানুসরণ করিতে থাকে, অমনি দলস্থ অপর পশুগুলি গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। এইরূপে তাহারা ঐ পশুগুলিকে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া যায় এবং আপনারা পরস্পরে বিভাগ করিয়া লয়।

গুজরাতের রেবারিগণ আপনাপন উষ্ট্রছাগাদি পশুদল লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং তাহাদের দুগ্ধ ও পশমাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

রেবারি, পঞ্জাব প্রদেশের গুর্গাঁও জেলার একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ৪২৬ বর্গমাইল। উক্ত জেলার উত্তরপশ্চিম পার্ব্বত্য প্রদেশ লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। এখানকার মৃত্তিকা বালুপূর্ণ হইলেও স্থানীয় আহীর অধিবাসীদিগের যত্নে প্রচুর জল সরবরাহের জন্য কৃষিক্ষেত্রসমূহ প্রভূত শস্যশালী হইয়াছে। জয়পুর নামক শৈলদেশ হইতে কএকটী পর্ব্বতগাত্রবাহিনী খরস্রোতা ক্ষুদ্র নদী এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত দেখা যায়। ঐ নদীমালার মধ্যে হংসবতী ও সাহেবী নদীই প্রধান।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহশীলীর বিচার-সদর; দিল্লী হইতে জয়পুর যাইবার পথে (অক্ষা° ২৮°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৪০´ পূঃ) অবস্থিত। এখানে রিবারি-ফিরোজপুর এবং রাজপুতনা মালব রেলপথের একটী জংসন আছে।

এই নগর অতি প্রাচীন। এখনও পিত্তল বাসনের কারবার এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর এই স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর সমৃদ্ধিতে পদার্পণ হইয়াছে। এখানকার বাণিজ্যভাণ্ডার এখনও মুক্ত হস্তে বৈদেশিকের নিকট আপনার স্বদেশীয় রত্নরাশি ঢালিয়া দিতেছে। মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় এইস্থান পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যায়। বর্ত্তমান নগরের পূর্ব্বপ্রাচীর পার্শ্বে বুধিরেবারি নামক স্থানই প্রাচীন রেবারি নগরের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন। স্থানীয় লোকে বলে যে, কোন সময়ে রাজা কম্বপাল এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান নগরভাগও সহস্রাব্দের কম হইবে না। রাজা রেব স্বীয় রেবতী নাম্নী কন্যার নামানুসারে এই নগরের নামকরণ করেন। এখানকার দেশীয় সামন্তরাজগণ মোগল অধিকারকালে প্রায় অর্দ্ধ স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই নগরপ্রান্তবর্ত্তী গোকানগড় নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। উহা এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও তাঁহাদের রাজশক্তির পরিচয় দিতেছে। তাঁহারা যে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাদের প্রচারিত মুদ্রাদি হইতে বেশ বুঝা যায়। ঐ সকল রাজন্যবর্গের প্রচলিত মুদ্রা আজিও গোলকশিক্কা নামে প্রসিদ্ধ।

মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, এই নগর প্রথমে মহারাষ্ট্রকরে ও পরে ভরতপুরের জাটরাজগণের হস্তে নিপতিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী প্রদেশ ইংরাজ করে আসিবার কাল পর্য্যন্ত এই নগর ভরতপুররাজের অধীন ছিল। পরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রেবারি পরগণা ইংরাজ শাসনাধীন হইলে এই নগরে বিচার সদর স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত সদরের নিকটবর্ত্তী ভরাবাস নামক স্থানে একটী সেনানিবাস বা গোরাবাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা নশিরাবাদে স্থানান্তরিত হইলে, স্থানীয় বিচারসদরও গুর্গাঁও নগরে উঠিয়া গিয়াছিল। ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে দস্যুর লুণ্ঠনভয় সাধারণের মন হইতে তিরোপিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী সামন্তরাজ্যসমূহ হইতে দলে দলে বণিক্‌দল আসিয়া এখানে বসতি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নগরের শ্রীবৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিল।

ইংরাজরাজ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর ভরতপুররাজের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তেজসিংহ নামা জনৈক সর্দ্দারকে ইজারা দেন। তাঁহার বংশধরগণ সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে পূর্ণপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু গৃহবিবাদে, যথেচ্ছচারিতায় ও অমিতব্যয়িতা দোষে এই সামন্তবংশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইবামাত্রই তেজসিংহের পৌত্র রাও তুলারাম স্বয়ং স্বাধীনভাবে রেবারির শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া

কামান চালাইয়া লইলেন। অত্যল্পকাল মধ্যে সেনাদল সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং দুর্দ্ধর্ষ মেও জাতিকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। বস্তুতঃ তিনি যেন ইংরাজরাজকে উপেক্ষা করিয়াই এই সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। ক্রমশঃই বিদ্রোহী-দলে যোগ দিয়া ইংরাজের সর্ব্বনাশ সাধনরূপ তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ব্যক্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তিনি মনে মনে ইংরাজ-রাজকে বড় ভয় করিতেন। দিল্লী হইতে ইংরাজ সেনাদল তাঁহাকে দমনার্থ অগ্রসর হইলে, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা গোপালদেব, ইংরাজ শিবিরে আসিয়া বশ্যতা স্বীকার না করিয়া পলাতক বেশে দ্বারে দ্বারে আশ্রয় লাভের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। এই অবস্থায় তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু ঘটে।

নগরভাগ পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষা নিম্নস্তরে স্থাপিত। এই কারণে সময় সময় পর্ব্বতপ্রবাহিত নদীমালা হইতে বন্যার জল আসিয়া নগর প্লাবিত করে। ১৮৭৩ খৃঃ সাহেবী নদীর বন্যাপ্রবাহ অসাধারণরূপে উদ্বেলিত হইয়া ৭ মাইল দুর হইতে ছুটিয়া আসিয়া নগর ভাসাইয়া দিয়াছিল। এখানকার পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাও তেজসিংহ প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা, উহা প্রস্তর সোপান শ্রেণী দ্বারা বাঁধান। পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বেই দেবমন্দির আছে। নগরবাসিগণ ঐ দীর্ঘিকার স্নান করিয়া প্রত্যহ দেবমন্দিরাদি-সন্দর্শন করিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর পার্শ্বে সুবৃহৎ উদ্যান, সাধারণ লোকে প্রত্যহ ঐ স্থানে বায়ুসেবনার্থ বিচরণ করিয়া থাকে। রেলষ্টেসনের নিকটে ঐরূপ আর একটী সুন্দর দীর্ঘিকা আছে। উহা চারিপার্শ্বেই মস্জিদ-পরিশোভিত।

পিত্তল ও কাঁসা পিতল ধাতুর পাত্রাদির জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন এখানে অতি উৎকৃষ্ট মাথার পাগড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাজপুতনায় সুদূর বিস্তৃত রেলপথ থাকায় এখন নানাস্থানের পণ্যদ্রব্য আবশ্যকীয় স্থানসমূহে সমানীত হইতেছে। পূর্ব্বে এই রেবারির হাট হইতে রাজপুতনার সর্ব্বত্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হইত। এখানে বিচারাদালত ও রাজকার্য্যালয় ব্যতীত টাউনহল, সরাই, গবর্মেণ্টস্কুল প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে।

রেবাস, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবাজেলার আলীবাগ উপ-বিভাগের অন্তর্গত একটী বন্দর। আলীবাগ হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ৪৭´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৮´ ৩০´´ পূঃ। এখানে অধিকাংশই মৎস্যব্যবসায়ীর বাস। বোম্বাই হইতে প্রত্যহ এখানে ষ্টীমার যাতায়াত করে। স্থানীয় শস্যাদির বাণিজ্যের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

রেবেলগঞ্জ, বাঙ্গালার সারণজেলার অন্তর্গত একটী নগর। [গোদনা দেখ।]

রেবোত্তরস্ (পুং) বৈদিক ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১২।৮।১।১৭)

রেশম, তুঁত গাছে যে নানা প্রকার পলু বা কীট জন্মে, তাহারই কোষ বা গুটী হইতে যে সূক্ষ্ম সূত্র বাহির হয়, তাহাই রেশম। নানা প্রকার রেশম-কীট বা পলু হইতে রেশম বাহির করা হয়। তাহারাও আবার প্রধানতঃ বন্য ও গৃহপালিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

গৃহপালিত তুঁত পোকা বা রেশমকীটও নানা প্রকার। তাহাদের নাম যথা—(১) বিলাতী পলু (Bombyx mori), (২) বড় পলু (Bombyx textor), (৩) নিস্তারি, মাদ্রাজী বা বা কেনারী পলু (Bombyx crœsi), (৪) দেশী বা ছোট পলু (Bombyx fortunatus), (৫) চীনাপলু (Bombyx sinensis), এ ছাড়া আরাকানী পলু (Bombyx arracanensis); বড় পাট বা আসামী পলু ও মেদিনীপুরের বুলু এই কয় প্রকার কীট উল্লেখযোগ্য। আরাকানী ও বড় পাট বড় পলুরই অন্তর্গত। মেদিনীপুরের ঈষৎ হরিদ্বর্ণের আভাযুক্ত শ্বেতকোষ-উৎপাদনকারী বুলু ও আসামের ছোট পাট চীনা পলুর অন্তর্গত। এই গুলিকে গৃহপালিত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

বন্য রেশম কীটও নানাপ্রকার, তন্মধ্যে থিওফিলা (Theophyla) জাতীয় কীটই ব্যবহারোপযোগী সুন্দর কোষ প্রস্তুত করে। ওসিনারা (Ocinara), ত্রিলোকা (Trilocha) ও রঙ্গো-সিয়া এই তিন জাতীয় কীট অতি নিকৃষ্ট কোয়া প্রস্তুত করে।

উপরোক্ত নানা প্রকারের তুঁত পোকা ভিন্ন আরও কয়েক জাতীয় কীট গুটী প্রস্তুত করে। তন্মধ্যে যে সকল গুটী হইতে একথাই সূতা বাহির হয়, তাহাই বেশী আদৃত। যে সকল গুটী হইতে একথাই সূতা হয়, তাহাদের নাম—

(১) বিলাতী কোয়া (Bombyx Lacyocampa otus) (২) সাংহাই কোয়া, (৩) আসামের মুগা (Antheræa Assama) ও তসর-গুটী (Antheræa milytta) প্রধান। এইরূপ কাটাই করার উপযুক্ত আরও নানা প্রকার কোয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সে গুলি এত দুর্লভ যে জঙ্গল হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহা দ্বারা ব্যবসা চালান এক প্রকার অসম্ভব।

যে সকল কোয়া কাটাই করা যায় না অর্থাৎ যে কোয়ার একথাই সূতা বাহির করা যায় না, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য, এই জাতীয় গুটীর মধ্যে রেড়ীর কোয়া (Attacus Risini ও Attacus Atlas) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহারা রেড়ীর পাতা খাইয়া কোষ নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইহার মধ্যে আটকাস্ আটলাস্ প্রকারের কীট আটকাস রিসিনী অর্থাৎ

খাঁটী রেড়ীর কোয়া অপেক্ষা প্রায় দশগুণ রেশম দিয়া থাকে, কিন্তু এই রেশম তুঁতের রেশম অথবা গরদ বা এণ্ডির রেশমের ন্যায় কোমল নহে। Attacus cynthia নামক যে বন্য রেশম-কীট পাওয়া যায়, তাহা গৃহপালিত রেড়ীর কীটেরই জাতিভেদ মাত্র। ক্রিকিউলা (Cricula) জাতীয় নিকৃষ্ট রেশম-কীট ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাওয়া যায়। রাঁচী অঞ্চলে ইহার সূতা ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া আর শত শত প্রকার নিকৃষ্ট রেশম কীট আছে, কিন্তু তাহাদের রেশম কাজে আসে না। ফ্রান্স দেশে নাসপাতি ফলের গাছে এক প্রকার মাকড়সা রেশম কোষ প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহার কোয়া হইতে সূতা বাহির করিয়া ছোট ছোট দুই একখানি কাপড়ও প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা কোন কালে ব্যবসায়ের উপযোগী হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

গৃহপালিত রেশম-কীটের মধ্যে বড় পলুই শ্রেষ্ঠ। কাহারও বিশ্বাস, মণিপুর হইতে প্রথম এদেশে বড় পলু আনীত হয়। বন্য রেশম কোষসমূহের মধ্যে বিলাতী কোয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে কীট এই কোষ প্রস্তুত করে, উহা কোয়ারকাস্ আইলেক্স নামক গাছের পাতা খায়। যত প্রকার বিলাতী কোয়া আছে, সমস্তই চীন দেশ হইতে কোন না কোন সময়ে বিলাতে গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশে যত প্রকার রেশমকীট পালিত হয়, তন্মধ্যে বড় পলুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ প্রভৃতি জেলায় পলু উৎপন্ন করিবার জন্য বিস্তৃত তুঁতের চাষ আছে। বাঙ্গালায় কিরূপে তুঁতের চাষ হয়, সংক্ষেপে তাহাই লিখিতেছি।

তুঁতের চাষ।

শীতকালে কোদাল দিয়া এক এক হাত গভীর করিয়া জমি খুঁড়িয়া রাখিতে হয়। বৈশাখ পর্য্যন্ত এইরূপে জমি ফেলিয়া রাখিয়া পরে বৃষ্টি পড়িলেই দুইবার চাষ দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসেও একবার চাষ দেওয়া হয়। বর্ষাশেষ হইয়া গেলেই জমিতে লাঙ্গল ও মৈ দিতে হয়। এইরূপে চাষ দিলে জমি উত্তম প্রস্তুত হইবে। তখন একটী দড়ি দিয়া লাইন ঠিক করিয়া কোদাল দিয়া এক হাত অন্তর মাটীতে একটী কোপ দিয়া যায়। পরে সেই কোপান জমিতে ছোট ছোট এক একটী ডাল পোতা হয়।

মাঘ ফাল্গুনে ডাল লাগাইতে হইলে অগ্রহায়ণে জমি খুঁড়িয়া পৌষ মাসে চাষ শেষ করিতে হয়। পরে ডাল লাগাইবে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ও মেদিনীপুর অঞ্চলে মাঘ ফাল্গুন মাসে জমিতে ডাল লাগান হয়। সেই ডালগুলি পাকা অথবা আঙ্গুলের মত সরু সরু হইবে। কাটা হইলে এক মাস পর্য্যন্ত ছায়ায় রাখিয়া ৩।৪ দিন অন্তর তাহাতে জল দিতে হইবে। সকল জমিতেই তুঁত গাছ জন্মে। তবে ভাল চাষ হইলে শীঘ্র শীঘ্র গাছ বড় হয়। ডাল লাগাইবার পর যখন গাছ গুলি ঠিক লাইন করিয়া ৪।৫ অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিবে, তখন একবার খুরপি দিয়া নিড়াইতে হইবে। আড়াই মাস পরেই সেই গাছ এক হাত দেড় হাত উচ্চ হইয়া উঠিবে। এই সময় গাছের পাতা নিতান্ত নরম ও পাতলা হয়। এই পাতাকে নৈচা পাতা বলে। নৈচা পাতা যদি রেশমের পলুকে শেষাবস্থায় দেওয়া যায়, তাহা হইলে পোকার রসা নামে এক প্রকার রোগ হয়। এই কারণ ঐ সময় গাছগুলি একবার গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানে লাঙ্গল দিতে হয়। তৎপরে যে নূতন গাছ বাহির হইবে। তাহাই প্রথম পোকা পুষিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

তুঁতের জমিতে পুষ্করিণী বা পগারের মাটী উত্তম সার। নীলের সিটী প্রতি বিঘায় পাঁচ গাড়ী, পচা গোবরের সার প্রতি বিঘায় ১০ গাড়ী, পচা পলুর নাদী প্রতি বিঘায় দুই গাড়ী, খোল প্রতি বিঘায় আধমণ—তুঁতের জমির পক্ষে ইহাই উত্তম সার। সার ভিন্ন তুঁতের আবাদের তেজ থাকে না। এ ছাড়া আরও পাইট করিবার ব্যবস্থা আছে। তুঁতের জমিতে প্রায় জল দিবার রীতি নাই। যেখানে জল দিবার সুবিধা আছে, সেখানে জল সিচাইলে বৎসরে একই জমিতে দুইবারের অধিক পাতা কাটিতে পারা যায়। অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, চৈত্র, ভাদ্র ও আষাঢ় এই চারি মাসে চারিবার পাতা কাটিয়া পলু পোষা যায়। পরে মাঘী ও বৈশাখী আরও দুইটী বন্দ অর্থাৎ বৎসরে ছয়বার পলু পোষার রীতি বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে প্রচলিত আছে। রীতিমত আবাদ করিলে দুই বৎসর পরে প্রতি বিঘায় একশত মণ পাতা হইতে পারে। পলুকে একশত মণ পাতা খাওয়াইতে পারিলে পাঁচ মণ আন্দাজ কোয়া হইতে পারে। বীজের উপযুক্ত কোয়া হইলে দুই টাকা সের বিক্রয় হয়। অর্থাৎ ২৫৲ টাকা খরচ করিয়া এক বিঘা জমিতে বৎসর ১০০৲ হইতে ৪০০ টাকার কোয়া হইতে পারে। এদেশে সাধারণে যে নিয়মে চাষ করে তাহাতে কিছু বেশী খরচ পড়ে। কিন্তু যদি তুঁত গাছ বড় হইতে দেওয়া যায়, তবে আর আবাদের খরচ লাগে না। অন্যান্য দেশে বড় গাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশমের পলু পালন করে। এ কারণ এদেশ অপেক্ষা অন্যান্য দেশের রেশমের কোয়া সস্তা। এদেশেও অপর দেশের ন্যায় বড় তুঁত গাছ প্রস্তুত করা আবশ্যক। গাছ বড় করিতে হইলে চারি পাঁচ বৎসর গাছের পাতা খরচ করিতে নাই। পরে পাঁচ বৎসর পরে গাছ ব্যবহারোপযোগী হয়। অবশ্য কৃষকদিগের পক্ষে এরূপ গাছ রক্ষা করা সাধ্যায়ত্ত নয়।

জমিদারগণের এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ইহাতে জমিদারের যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে।

সকল প্রকার তুঁত গাছই যে পলুর পক্ষে উপযুক্ত তাহা নয়। বড় বড় কাল ফলপ্রদ যে তুঁত গাছ দেখিতে পাই, তাহাতে পলুর সুবিধা হয় না। ছোট পলুজাতীয় পোকা এই গাছের পাতা খাইয়া প্রায়ই কালশিরা রোগে মরিয়া যায়। তবে অন্যান্য জাতি এই প্রকার পাতা খাইয়া অতি সামান্য রেশম প্রস্তুত করে। ছোট পলু বাঙ্গালার দেশী তুঁত ভিন্ন অন্য কোন তুঁত পাতা খাইয়া সুবিধা মত কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে না। বিলাতী তুঁত, চীনে তুঁত, ফিলিপাইনের তুঁত প্রভৃতি কয়েক জাতীয় তুঁতের গাছ বড় হয়। ইহাদের পাতা খাইয়া পলু উত্তম কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে।

রোপণের সময় উপস্থিত হইলে একটী বোতল মধ্যে কর্পূরের জলে দুই ঘণ্টা কাল তুঁতের বীজ ভিজাইয়া রাখিবে। দুই ঘণ্টা পরে বোতল হইতে বীজ বাহির করিয়া রোপণ করিতে হইবে। এরূপ ভাবে বীজ রোপণ করিলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয়। এদেশে সাধারণতঃ গাছের ছোট ছোট ডাল কাটিয়া তাহাই লাগান রীতি। গুঁড়ি মোটা হইবে, পাতা ও ডাল বেশী হইবে, গাছে না চড়িয়া নিম্ন হইতেই সহজে ডাল নামাইতে পারা যাইবে, এইরূপ নিয়মে তুঁত গাছ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিতে হইলে প্রথম চারি বৎসর পৌষ বা মাঘ মাসে সাত হাতের উপর যত ডাল হইবে, সেই সব ডাল নামাইয়া কাটিয়া দিতে হইবে। তুঁত পাতাই রেশম-কীটের জীবন এবং রেশমলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। তাই প্রথমেই তুঁতের চাষে উল্লেখ করা হইল।

রেশম-কীটের বিবরণ।

প্রথমেই ছোট পলু বা দেশী পলু, চক্রা কেনেরী বা মান্দ্রাজী পলু, চীনা ও বুলু বড় পলু এই পাঁচ প্রকার রেশম পোকার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চীনা, বুলু ও বড় পলু মেদিনীপুর জেলাতেই অধিক দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলাতেও অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পোকা বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র স্বভাবতঃ জন্মে। ইহার কোয়া বা গুটী অতি সুন্দর, শ্বেতবর্ণ ও বৃহদাকার। বড় পলুর রেশম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দুঃখের বিষয়, বড় পলুর কোয়া প্রস্তুত করা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে এবং ইহার রেশমের চালানও প্রায় বন্ধ হইয়াছে। বড় পলু হইতে যাহা কিছু ধলী রেশম, তাহা প্রায় দেশীয় তাঁতীরা বেশী দরের কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য কিনিয়া রাখে। মেদিনীপুর অঞ্চলে সাদা লালী বা হরিদ্রাবর্ণ পাটখিলা ও সবুজের আভাযুক্ত সাদা এই চারি প্রকার রংএর বড় পলু দেখা যায়। বড় পলুর প্রজাপতি চৈত্রমাসে ডিম পাড়ে, সেই ডিম পুনরায় মাঘমাসে মুখায় অর্থাৎ তাহাতে পোকা বাহির হয়। এদেশে অতিযত্নে পলু পুষিবার নিয়ম আছে।

এদেশে রেশম উৎপাদনকারিগণ পলু পুষিবার জন্য উপযুক্ত ঘর করিয়া রাখে। প্রায় মাটির দেওয়ালযুক্ত দুই খানি ঘর হয়। কেহ কেহ ডবল বেড়া দিয়াও ঘর প্রস্তুত করে। ঘরটী এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, যেন তাহাতে শীতের বা গ্রীষ্মের হাওয়া চলাচল করিতে না পারে। ঘর গুলিতে একটী করিয়া প্রশস্ত দ্বার ও ঘরের উপরদিকে একটী বা দুইটী ছোট খিড়কী থাকা আবশ্যক। ঘরটীর কোন দিক্ দিয়া যেন মাছি আসিতে না পারে। এই জন্য খিড়কীতে ও দ্বারের উপরে দুই খানি চিক ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। যতক্ষণ রৌদ্র থাকিবে, ততক্ষণ চিক ফেলিয়া রাখা উচিত। যে সময়ে মাছির উপদ্রব বেশী, সেই সময় বেশী সাবধান থাকিতে হয়। যে ঋতুতে সচরাচর যে মুখে হাওয়া বহে, তাহার বিপরীতমুখী ঘরে পলু পোষা উচিত। পলু যখন কোয়া কাটিয়া প্রজাপতিরূপে বাহির হয়, তখন তাহারা বীজোৎপাদনের উপযোগী হয়। প্রজাপতি কোষ হইতে বাহির হইয়াই স্ত্রীপুরুষে সঙ্গত হয়। দুই এক দিনের মধ্যেই ডিম পাড়িতে থাকে। এক একটী প্রজাপতি ৪০০।৫০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়িয়া ফেলে। ডিম পাড়িবার পরেই কোষ-জীবিগণ প্রজাপতিকে মারিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া ফেলে। সব ডিমই যে কাজে লাগে তাহা নয়। কতক ডিম ফোটে না, কতক ডিম মাকড়ে খায়, কতক বা টিকটিকী ও ইন্দুরের ভক্ষ্য হয়। এইরূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহারও সকল প্রজাপতির ডিমে সমান কোয়া হয় না। বড় পলুর চারিটী মাত্র প্রজাপতির ডিমে, নিস্তারী পলুর ছয়টী মাত্র প্রজাপতির ডিমে এবং ছোট পলুর দশটী প্রজাপতির ডিম হইতে এক সের কোয়া হইতে পারে।

তুঁতপাতাই পলুর জীবন। ডিম হইতে যখন পলু কেবল মাত্র মুখাইবে, তখন দেড়মণ কোয়ার পলু বড় ডালার আধ খানিতে থাকিবে। দেড়মণ কোয়া প্রস্তুত করিতে গেলে ৪০ খানি বড় বড় ডালা চাই। প্রত্যেক ডালা আন্দাজ ৪ হাত লম্বা ও ৩ হাত চওড়া অথবা যদি ডালাগুলি গোল হয়, তাহা হইলে তাহাদের ব্যাস ৩৷০ হাত হওয়া চাই। ডালা ছোট হইলে পরিশ্রমও বেশী হয়। ডালায় রাখিবার প্রথমাবস্থায় পলুকে ফাঁক ফাঁক করিয়া রাখিতে হয়। এ সময় যত পাতা খাওয়াইতে পারিবে, ততই পলু বড় হইবে। ৩০ দিন পাতা খাইয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া প্রায় ১০০ গুণ স্থানে ছড়াইয়া পড়িবে। ঐ ৩০ দিনের মধ্যে ৪ বার কলপ অর্থাৎ পলু ৪ বার খোলস

ছাড়ে। এক একবার খোলস ছাড়িবার পরে পলু প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়া উঠে। অর্থাৎ যে পলু প্রথমে আধ ডালায় থাকে, প্রথম খোলস অর্থাৎ মেটে কলপের পরে দেড় ডালায় রাখিতে হইবে। দো-কলপের পরে ৪॥০ ডালায় রাখিতে হইবে। তে কলপের পর ১৩ ডালায় এবং এবং শোধের কলপ সারা হইলে অর্থাৎ শেষ বার খোলস ছাড়িবার পর ৪০ ডালায় রাখিতে হইবে।

শীতকালে ৩০ খানি ডালাতেও ১॥০ মণ কোয়া প্রস্তুত হইবার উপযুক্ত পলু রাখা যাইতে পারে। দেড়মণ কোয়া প্রস্তুতের জন্য ৩০ মণ তুঁত পাতার যোগাড় চাই। পাতা যদি বাঁচিয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কোন গতিকে টানা-টানী পড়িলে বিশেষ ক্ষতি। দেড়মণ কোয়ার জন্য বড়পলুর ১৫০ চোকড়ীর ডিম, নিস্তারীর ২৫০ চোকড়ীর ডিম ও ছোট পলুর ৪০০ চোকড়ীর ডিম রাখা চাই। যে দেশে পাতা অধিক পাওয়া যায়, সেখানে ইহার দ্বিগুণ ডিম রাখিলেও ক্ষতি নাই। মুর্শিদাবাদের লোকেরা ৫০০ নিস্তারীর চোকড়ীর বা ছোটপলুর ৮০০ চোকড়ীর ডিম হইতে ১॥০ মণ কোয়া বাহির করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল মনে করে। যদি ডিমের বদলে কোয়া আনিয়া ডিম পাড়ান হয়, তবে যত চোকড়ী বলা গিয়াছে তাহার দ্বিগুণ কোয়া চাই। যে দেশে তুঁতপাতার সুবিধা নাই, সেখানে দেড়মণ কোয়া প্রস্তুত করিবার জন্য ৫০০ নিস্তারী কোয়ার ডিম চাই।০

পূর্ব্বে যে ৪০ খানি ডালার কথা বলিলাম, সেই ডালা ঢাকা দিবার জন্য ৮০ খানি পুঁটিমাছ ধরা জালের মত মাপসই জাল আবশ্যক। পলুর উপর জাল বিছাইয়া ঐ জালের উপর তাজা পাতা দিলে পলু নীচেকার ময়লা পাতা হইতে উপরের তাজা পাতা খাইতে উঠে। তিনবার পাতা দিবার পরে, পলুসমেত জালখানি অপর এক ডালায় রাখিতে হয় এবং যে ডালায় প্রথমে পলু ছিল, সেই ডালার ময়লা ঘরের বাহিরে আনিয়া ঝাড়িতে হয়। অপর ডালার উপর যে পলু রাখা হইল, তাহার উপরও অপর একখানি জাল বিছাইয়া তাজা পাতা দিতে হইবে। তিনবার পাতা দিবার পর অর্থাৎ একদিন পরে আবার উপরের জালখানির সহিত পলু অন্য ডালায় রাখিয়া নীচের জাল ও ডালা বাহিরে আনিয়া ময়লা পরিষ্কার করিতে হয়। এইরূপে প্রত্যেক ডালার জন্য দুইখানি করিয়া জালের আবশ্যক।

দ্বিতীয় ডালার উপর পলু বড় ঘন হইয়া থাকিলে, এক ডালার পলু দুই ডালায় রাখিতে হয়। যদি দেখা যায় যে, অনেক পলু ময়লা পাতার উপর নিশ্চল ভাবে পড়িয়া আছে, উপরে উঠিতেছে না, তখন কলপ ছাড়িতেছে বুঝিতে হইবে। আর যে পলুগুলি উপরে উঠিয়া যায়, তবে তাহার উপর জাল না দিয়া কেবল পাতা দিতে হইবে। রহা-পলুর ডালা যে মাচানে রাখা হয়, সেই মাচানে রাখিতে হইবে। তাহাতেও সম্ভবতঃ তিন চারিবার পাতা দেওয়া বন্ধ রাখিতে হয়। পলুর ঘর বেশী ঠাণ্ডা হইলে আরও দুই একবার পাতা খাইয়া তবে রহিতে পারে। জাল তুলিলে পর যদি দেখা যায় যে, অল্পসংখ্যক পলু পড়িয়া আছে, তবে সেই রহা পলুগুলি খুঁটিয়া উঠাইয়া উপরের পলুর সহিত মিশাইয়া দিয়া তাহার উপর জাল দিয়া পাতা দিতে হইবে। পরদিন ডালা পরিষ্কার করিবার সময় পূর্ব্ববৎ রহা ও কাচী পলুকে পৃথক্ পৃথক্ ডালায় রাখিয়া পাতা ছড়াইয়া দিয়া মাচানে রাখিয়া ২৪ ঘন্টা পাতা দেওয়া বন্ধ রাখিবে। এ সময়ে ঘর যাহাতে গরম থাকে তাহা করা উচিত।

পলু যখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে, তখন বঁটি দিয়া অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া পাতা কুচাইয়া পলুর উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। পলু যত বড় হইতে থাকিবে, পাতাও সেইরূপ বড় বড় করিয়া কুচাইয়া দিবে। দোকলপের পর সরু সরু আস্ত আস্ত ডাল শুদ্ধ পাতা দেওয়া যাইতে পারে। পলুকে নরম হইতে ক্রমে শক্ত-পাতা খাইতে দেওয়া হয়।

প্রথমে যে পলুপোকা উঠে, তাহাকে কড়াপাতা দিয়া তাহার পরবর্ত্তী ওঠা পলুকে যদি নরম পাতা খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইতে রসানামে একপ্রকার রোগ ধরে।

বিলাতী পলুর ডিম আলগাই পাওয়া যায়। বড় পলুর ডিম কাপড়ের উপর লাগিয়া থাকে। দেশীপলুর ডিম ডালা বা কাগজের উপর পাড়ান হয়, তাহাতেই ডিমগুলি আঁটিয়া থাকে। তুঁতিয়ার জলে ডিম ধুইয়া লইতে হয়। ডিম যে ঘরে থাকে, সে ঘর যেন অধিক ঠাণ্ডা বা অধিক গরম না হয়। ছোট পলু, নিস্তারী, চীনা ও বুলু এই কয় পলুর বেশী শীতগ্রীষ্মে বড় ক্ষতি হয় না। ছোট পলু নিস্তারী প্রভৃতির ডিম মুখাইলে তাহার উপর ছোট ছোট পাতা কাটিয়া বিছাইয়া দিতে হয়। প্রাতঃকাল হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত পলু পোকা মুখাইতে থাকে, এ জন্য মুখান পলুর উপর বৈকালে পাতা ছিটাইয়া দেওয়া উচিত। ভাল ডিম ভাল করিয়া রাখিলে দুই দিবসেই প্রায় সমস্ত মুখাইয়া পড়ে। প্রথম দিবসের পোকা নীচের থাকে ও শেষ দিবসের পোকা উপরের থাকে রাখিতে হয়। প্রত্যহ প্রাতে বেলা দ্বিপ্রহরে ও রাত্রি ৯ টার সময় পাতা দিতে হয় এবং একদিন অন্তর বেলা দ্বিপ্রহরে পাতা দিবার পর জাল দিয়া ডালা পরিবর্ত্তন ও পলু ঘন হইলে পাতলা করিয়া দিতে হয়। পলু গ্রীষ্মের সময় মুখাইয়া ২৩।২৪ দিন পাতা খাইয়া কোয়া তৈয়ার

করে। সেই সময় গোড়া পলুকে প্রত্যহ চারি পাঁচ বার পাতা দিলে ১৮।১৯ দিনের মধ্যে পাতা খাইয়া কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে। শীতের সময় সচরাচর ৩০।৪০ দিনে কিন্তু ঘর গরম করিয়া রাখিলে ২৪।২৫ দিনেও কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে। পলুর ঘর অতি সাবধানে ও আস্তে আস্তে ঝাট দিতে হয়, যেন ধুলা না উড়ে। ধুলা লাগিলে পলুর কালশিরা নামে রোগ জন্মে।

পলুর রোগ।

পলুর নানাপ্রকার রোগ জন্মে। তন্মধ্যে কটারোগই কিছু বেশী সংক্রামক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক গৃহে এক স্থানে ১২ জাতীয় পলু পালিত হয়, তন্মধ্যে ১১ জাতীয় পলু বিশুদ্ধ বীজ হইতে উৎপন্ন এবং কেবল এক জাতীয় কটা-রোগযুক্ত বীজ হইতে উৎপন্ন। এই বার জাতীয় পলুর মধ্যে অল্পদিন মধ্যেই রেড়ীর পলু ও তুঁত গাছের বন্য পলু ভিন্ন অপর সকল পলুই একত্র সংস্রবে অল্পবিস্তর কটারোগাক্রান্ত হইয়াছিল। সুতরাং রোগী পলুকে সুস্থ পলুর সহিত একত্র রাখিতে নাই। কালশিরা ও রসা রোগের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নানা জাতীয় পলু একই ছোট ঘরে রাখিয়া দেখা গিয়াছে, যে ছোট পলু যত সহজে রোগাক্রান্ত হয়, নিস্তারী পলু তত সহজে হয় না। আবার নিস্তারী পলু যত সহজে রোগে পড়ে, বড় পলু তত সহজে রোগে পড়ে না। গৃহপালিত পলুগুলি বেশী সংক্রামক রোগগ্রস্ত হয়, কিন্তু বন্য পলুগুলি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন দ্বারা সহজে সেরূপ রোগগ্রস্ত হয় না, পোষা পলু অপেক্ষা বন্য পলু স্বভাবতঃ চঞ্চল ও বলিষ্ঠ। কোন কোন পোষা পলু আবার দেখিতে বন্য পলুর মত। ফ্রান্সদেশে মরিকো বা কাক্রী নামক এক প্রকার পলু দেখা যায়, তাহারা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় বলবান্। এসিয়া মাইনরের স্মার্ণা-নগরের নিকট বুর্ণাবৎ গ্রামে পলুর বীজের একটী বড় কারখানা আছে। ঐ কারখানায় পলুর গায়ে জিব্রার ন্যায় কাল কাল ডোরা হয়। এই জাতীয় পলু বড় বলবান্ ও সহজে রোগা-ক্রান্ত হয় না। ঘরের মধ্যে পলুর পালনই পলুর রোগের কারণ। প্রত্যেক খোপে বা ঘরায় ১৬।১৭ ডালা পলু না রাখিয়া কেবল ৮।১০ খানি ডালামাত্র রাখিলে এবং প্রত্যেক ডালায় ২।৩ কাহন পলু না রাখিয়া দেড় কাহন বা দুই কাহন রাখিলে পলু পোকা বেশ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে। উপরোক্ত কটা (Pebrine) রসা (Grasserie) ও কালশিরা (Flacherie) রোগ ব্যতীত চুণা বা ছিট (Muscardine), লালী বা রাঙ্গী, মাছি, কোয়াকাটা পোকা বা কাণ কুটুর ও দোরেপোকা, গাজ্‌লা কোয়া, ডবল কোয়া বা গেঁঠে কোয়া প্রভৃতি রোগ এবং পিপীলিকা, মাকড়সা, টিক্‌টিকি, বোল্‌তা প্রভৃতির উৎপাত পলুর অনিষ্টকর।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মেন্‌ভিল্ সাহেব প্রথমে কটারোগের বীজ আবিষ্কার করেন, কিন্তু তৎকালে তিনি ইহাকে চুণারোগের বীজ বলিয়া অনুমান করেন; তৎপরে ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে পাস্তর সাহেব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ইহাকে চুণারোগের বীজ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু এদেশের রেশম-জীবিগণ তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতে কটা ও চুণা ভিন্ন রোগ বলিয়াই জানে। কটা রোগের বাহ্য লক্ষণ য়ুরোপ ও বাঙ্গালায় এক প্রকার নহে। এদেশে সাধারণতঃ এইরূপ লক্ষণ দেখা যায়—

১। পলু মুখাইবার সময় ৩০ দিন পরে হঠাৎ বহুসংখ্যক পলুর প্রাণহানি।

২। মৃত্যুর পূর্ব্বে পলুর বর্ণ কটা ও স্বচ্ছ।

৩। আকারে ছোট হয়, অথবা নিয়মিত পালন করিলেও ছোট বড় দেখায়। এদেশে যেমন বাহ্যলক্ষণে পলুর রঙ্ কটা হয়, বিলাতে সেইরূপ পলুর গায়ে গোলমরিচের গুঁড়ার মত বাহিরে ছোট ছোট কাল দাগ হয়। কিন্তু অণুবীক্ষণদ্বারা দেখিলে উভয় স্থানের রোগের বীজে পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

বিলাতে ও অন্যান্য দেশে যেখানে বৎসরে একবার মাত্র পলু পোকা হয়, সেখানে অনায়াসেই কটারোগ দমন করা যায়, কারণ তথায় অণ্ডগুলি ১০ মাস কাল ফোটে না, ঐ সময় বেশ পরীক্ষা চলিতে পারে, কিন্তু এদেশে ৮ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে পলু মুখায় বলিয়া পরীক্ষার সময় থাকে না। কটারোগেরও আবার তারতম্য আছে। যদি চোক্‌ড়ি বা প্রজাপতি পরীক্ষাকালে শতকরা ৮০।৯০ টার প্রত্যেকটাতেই যদি ভূরি ভূরি কটারোগের বীজ দেখা যায়, তবে সেই চোক্‌ড়ির ডিম হইতে কখনই পলু হইতে পারে না, কিন্তু যদি ঐ গুলিতে ২।৪টী কটার বীজ দেখা যায়, তবে চোক্‌ড়ির ডিম হইতে কোয়া হইলেও হইতে পারে। এই কটারোগই চুণা, রসা, কালশিরা ও লালী ইত্যাদি রোগের সহায়তা করে। এ কারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কটার প্রতিকার সর্ব্বাগ্রে করা আবশ্যক। কেমন করিয়া কোথা হইতে নির্দ্দোষ পলুর মধ্যে কটারোগ আসে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এ কারণ যেখানে যেখানে বীজের কারখানা আছে, সেখানে অণুবীক্ষণযন্ত্র রাখা আবশ্যক, পরীক্ষা না করিয়া কোন চোক্‌ড়ী কারখানায় পোষা উচিত নয়। প্রত্যেকবারেই পরীক্ষা করিয়া ডিম রাখা উচিত। কটার বীজটা যে কি তাহাও এখনও ঠিক নির্ণীত হয় নাই। কটার মধ্যে যে আবার অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু দেখা যায়, তাহাই কটার বীজাণু। এই বীজাণু দীর্ঘজীবী। ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। চোক্‌ড়ী ও কোয়াতেই অধিক পরিমাণে বীজাণু থাকে। এ কারণ পলু পাকিয়া উঠিলে পাকা পলুগুলি চন্দ্রকীতে দিয়া সে গুলি কিছু

দূরে অন্য ঘরে দেওয়া উচিত। চোকড়ী কাটাই, আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা ও কোয়া মজুত রাখা এ সকল পলুর ঘর হইতে কিছু দূরে অন্য ঘরে করা উচিত। রেশম কাটাই করিতে গেলে কোয়া ভাপাইতে ও সিদ্ধ করিতে হয়। কি কটা, কি চুণা, কি কালশিরা এই সকল রোগের বীজাণু ৫।৭ মিনিটে জলে সিদ্ধ হইলে মরিয়া যায়।

সাবধান হইবার জন্য নির্ব্বাচনের পর পলুর ঘর বীজ হইতে ভিন্ন হওয়া উচিত। বীজ যে ঘরে রাখা হয়, সেখানে ইন্দুর ও অপর জন্তুর উপদ্রব হইতে পারে। ডালার কোয়া ইন্দুর বা পিপীলিকায় না খায়, এইজন্য পলুর ঘরে যেরূপ বন্দোবস্ত থাকে, বীজের ঘরেও সেরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। মাচানের খুঁটী চারিটীর নিম্নে মেজের উপর আধহাত উর্দ্ধে ৪ খানি শরা বসাইয়া দিলে মাচানের উপর ইন্দুর উঠিতে পারে না। শরা চারিখানি গোবর মাটী দিয়া খুঁটার সহিত ভাল করিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। বীজের ঘরে মাচানের উপর হইতেও ইন্দুর আসিতে পারে, এইজন্য ঐ ঘরে খুঁটী চারিটীর উপরেও চারিখানি শরা আঁটিয়া রাখা উচিত। শরা আঁটিয়া রাখিয়া তাহার উপর সেঁকো বিষ দিতে হয়। বীজের ঘরে বাঁশের খুটী না করিয়া যদি উপর হইতে শিকল ঝুলাইয়া সেই শিকলের উপর কোয়ার ডালা রাখিবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে নিম্ন হইতে ইন্দুর বা পিপীলিকা উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। কটা পরীক্ষা করিতে হইলে যেদিন চোকড়ী ঢাকিয়া রাখা যায়, তাহার ৫ দিন পরে পরীক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। পরীক্ষাকালে যে বীজাণুগুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইগুলি বাছিয়া লইতে হইবে। কালশিরার বীজ, রসার দানা ও চুণার বীজ এ সকল কিছু দেখিতে হয় না। কটার বীজ পরীক্ষা অতি সহজ, অভ্যাস হইলে প্রতিদিন ৩০০ চোকড়ী পরীক্ষা চলিতে পারে। কটারোগের বীজ পাকিলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ৬০০ গুণ বাড়িয়া ঠিক তিলের মত দেখায়, ঐ বীজ পাকিতে ১০ হইতে ২০ দিন সময় লাগে। তবে সেই সঙ্গে কালশিরা থাকিলে ১০ দিনের মধ্যেই কটার বীজ পাকিয়া উঠে। ডিমের দোষে কটা হয় তাহা নহে, ডালায়, ঘরে, চন্দ্রকীতে, কেবল উঠানে, লাট কোয়ার কাসারের গাদায় ও নাদী দেওয়া জমিতে এবং বিশুদ্ধ ডিম হইতেও পলুর কটারোগ জন্মিতে পারে। এ কারণ পরীক্ষিত ডিমগুলি ও ঘর ডালা প্রভৃতি তুঁতিয়ার জলে ধুইয়া লইয়া পলু পোষা উচিত। পলু মুখাইবার পূর্ব্বে চন্দ্রকীগুলি উত্তপ্ত করিয়া তাহাতেও তুঁতিয়ার জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কটারোগ এ দেশে শীতকালেই দেখা যায়, অন্য সময় কটারোগের বীজ, পলুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া অন্যান্য রোগ টানিয়া আনে। যে ডিমে কটা রোগ নাই, সেই ডিম হইতে পলু পুষিলে অন্যান্য রোগ হয় না। কটাযুক্ত বীজ হইতে পলু ২৫ দিনের মধ্যে পাকাইতে পারিলে কিছু কোয়া পাওয়া যাইতে পারে।

চুণা রোগ হইলে অনেক সময় গন্ধক জ্বালাইয়া তাহা নিবারণ করা যায়। রহা অবস্থাতেই চুণারোগের বীজ পলুর গায়ে উৎপন্ন হয়। এই রোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংক্রামক। কটারোগ যেমন শোদের কলপ শেষ হইবার পরেই দেখা দেওয়া সম্ভব, চুণা রোগ সেরূপ নহে। প্রথম যে দিন কাসারের মধ্যে ২। ১টী পলু দেখা যাইবে, সেই দিনই সকল ডালার ভালরূপে ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। যেন কোন ডালাতে মরা পলু না থাকে। প্রথম দিন ময়লা পরিষ্কার করিবার পরেই পলুকে পাতা না দিয়া তুঁতিয়ার জলে পলুর ঘর নিকাইয়া ফেলা উচিত। আধসের গন্ধক জ্বালাইয়া দিয়া দরজা জানালা ৪।৫ ঘণ্টা বন্ধ রাখিবে। পরে পলুকে পাতা দিলে চুণারোগ কাটিয়া যায়।

চুণারোগের পরেই রসা রোগ পলুর পক্ষে অনিষ্টকর। য়ুরোপে রসা রোগে পলুর বিশেষ ক্ষতি হয় না, এজন্য য়ুরোপীয় রেশমতত্ত্ববিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই। রসা কি কারণে জন্মে, তাহাও য়ুরোপে জানা নাই। এ দেশে কিন্তু কখন কখন রসারোগে সমস্ত পলুই মারা যায়। এ কারণ এ দেশের রেশমকারিগণ রসা রোগের লক্ষণ ভাল করিয়া জানিয়া রাখে। এ দেশে অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রায় অনাবৃষ্টির কারণ বায়ু বেশ শুষ্ক থাকে। ২।৩ মাস বৃষ্টি না হইয়া হঠাৎ যদি একদিন অতিশয় বৃষ্টি হয় ও সেই সময় যদি পলু রোজে থাকে, তবে ঐ সমস্ত পলু প্রায় রসায় মারা যায়। আবার কলপ চারিটী হইবার সময় একটী পলুও মারা না গেলে পাকিবার সময় ২।৪টী পলুতে রসা হয়। পাকিবার সময় এইরূপ য়ুরোপেও ২।৫টির রসা হইতে দেখা যায়। অধিক দিন বৃষ্টি না হইয়া হঠাৎ একদিন বৃষ্টি হইলে পলুকে বড় তুঁত গাছের পাতা দিলে আর রসা হয় না। রোজের পলুকে পাতা দিবার সময় কোমল পত্রগুলি ফেলিয়া কড়া পাতা দিলেও সেই পলুতে আর রসা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এ কারণ রেশম-চাষিগণের সকলেরই কতকগুলি বড় তুঁত গাছ থাকা আবশ্যক। আবশ্যক হইলেই ঐ গাছের পাতা ভাঙ্গিয়া পলুকে খাওয়াইলেই রসা নিবারণ করা যাইতে পারে। রোজের পলুকে ছায়া স্থানের পাতা খাওয়াইলে রসা, লালী ও কালশিরা এই তিন প্রকার রোগই জন্মিয়া থাকে। যে সকল কারণে রসা হয়, সেই সকল কারণে কালশিরা রোগও হইতে পারে, এজন্য য়ুরোপস্থ পণ্ডিতগণ এই উভয় রোগকে অভিন্ন বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রসা সংক্রামক নহে, কালশিরা রোগই সংক্রামক।

এ দেশে আট হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ডিম মুখায় বলিয়া বড় পলু ভিন্ন অন্ত পলুর ডিম ভাপিয়া যাইতে পারে না, কিন্তু বিলাতে ১০ মাস ধরিয়া ডিম সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। এই সময়ে ডিমের অযত্ন হইলে তাহা ভাপিয়া যাইতে পারে, কোথাও বা রৌদ্রে ও বায়ুতেও শুকাইয়া যাইতে পারে, অথবা আর্দ্র হইয়া ছাতা ধরিতে পারে। এইরূপে দূষিত ডিম হইতে যে পলু হয়, তাহাতে সচরাচর কালশিরা জন্মে। কিন্তু ঐ গুলি সাবধানে রাখিয়া তুঁতিয়ার জলে ধুইয়া লইলে আর কালশিরা রোগ হইতে পারে না। পরিপাকশক্তির হ্রাস, অন্ত্রের মধ্যে রসাল বা দুষ্পাচ্য পত্রের অবস্থান, এবং ত্বক্ হইতে বাষ্প-উদ্গমের বাধা হইলে পলুর অন্ত্রের মধ্যে কালশিরার বীজাণু উৎপন্ন হয়। আবার তুঁতের পাতা জলের সহিত মিশাইয়া রাখিলেও তাহাতে কালশিরার অণু জন্মে। কোন পলুর কালশিরা হইয়াছে কি না ঠিক করিয়া লইতে হইলে, তাহার অন্ত্রের রস অণুবীক্ষণযন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত। যদি অন্ত্রের রসে কালশিরার অণু না থাকে, তবে কালশিরা হয় নাই, ঠিক করিতে হইবে। অণু থাকিলে তবে নিশ্চয় কাল-শিরা হইয়াছে জানিবে। কাহারও মতে কালশিরা রোগের বীজাণু একই প্রকার, আবার কাহারও কাহারও মতে এই জাতীয় রোগের বীজাণু দুই প্রকার। এক প্রকার অণু হইতে গ্যাটীম্ রোগ জন্মে, তাহাই এদেশে সলফা, তাতকে বা হাঁসা নামে প্রসিদ্ধ। কালশিরা রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আলোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, হাঁসা পলু ও কালশিরা পলু একই অণু হইতে জন্মে। অর্থাৎ ঐ দুই রোগের সংস্রবে যে অণুগুলি দেখা যায়, তাহা একই অণুর বিভিন্ন অবস্থা। কালশিরার পলুর মধ্যে যেমন বিন্দুবৎ অণু থাকে, হাঁসা পলুর মধ্যেও সেইরূপ সূত্রখণ্ডের ন্যায় অণু দেখা যায়। হাঁসা পলু মরিয়া গেলে কালশিরা পলুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূতিগন্ধযুক্ত হয়। উভয় প্রকার পলু মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উভয়ের রসেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রখণ্ডবৎ অণু সকল চলাচল করিতেছে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহা দেখা যায়, কখন কখন কালশিরা ও কটারোগ একত্র হইয়া পাকিবার পূর্ব্ব দিবসেই হঠাৎ পলু মরিয়া যায়। এ দেশের অনেক পলু ব্যবসায়ীর বিশ্বাস—রাতচোরা নামক পেচক জাতীয় এক প্রকার বৃহদাকার পক্ষী পলুর উপর দিয়া গিয়া অভিসম্পাত করাতেই পলুর এইরূপ হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এ কুসংস্কারের কিছুমাত্র মূল নাই। হঠাৎ পলু মরিয়া গেলে তাহাকে উপ্‌রা-খাওয়া বলে। এরূপ স্থলে উপরের ডালার পলু মরিল না, কিন্তু তাহারই নিম্নের ২।৩ ডালার পলু সবই মরিয়া গেল; আবার তাহারই নিম্নের একখানি ডালার হয়ত কোন পলু মরে নাই এরূপ দেখা যায়। ইহার কারণ এই ঘরের নিম্নভাগ অপেক্ষা উপর ভাগের বায়ু অধিক দূষিত। এ কারণ 'উপ্‌রা খাওয়া' মাচানের উপর দিকেই অধিক হয়। সর্ব্বোপরিস্থ ডালাখানির পলু প্রায় উপ্‌রা খাওয়া হইয়া মরে না, তাহার কারণ তাহার উপর বায়ু অনেকটা চলাচল করে। মোটের উপর অপরিষ্কার ও আবদ্ধ বায়ুর কারণেই উপ্‌রা-খাওয়া হইয়া থাকে। আবদ্ধ বায়ুর মধ্যে নিতান্ত ক্ষীণ পলু থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাদের কালশিরা জন্মে। যে দ্বার ও জানালা দিয়া উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, সেই দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া ঊর্দ্ধ খিড়কীগুলি খুলিয়া রাখিলে বায়ুর চলাচল হইলে কখনই এইরূপ হয় না।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে এ দেশে তুঁতের পাতায় তেমন আঁস থাকে না বলিয়া ঐ সময়ের পাতা খাইয়া পলুর অবয়ব গঠন সম্বন্ধে কিছু ব্যাঘাত হয়। তাহাতেই লালী বা রাঙ্গী জন্মে। অনেক সময় এই রোগ পুরুষানুক্রমিক হইয়া পড়ে। এ জন্য পাকিবার সময় যে পলুতে অধিক লালী হয়, তাহার সঙ্গ ব্যবহার করা উচিত নয়। লালীর ফরাসী নাম কুর অর্থ থর্ব্বাকার। বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার একটী নাম কুরকুটে, অর্থ থর্ব্বাকার। পলু কোয়া প্রস্তুত না করিয়া লোহিত বর্ণ থর্ব্বাকার হইয়া পড়ে বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে। নৈচাপাতা, ছায়াস্থানের পাতা ও অল্প পাতা খাইতে দিলেও পলুর রাঙ্গী হয়। বর্ষাকালে অথবা আর্দ্রস্থানে কোয়া থাকিলে তাহাতে অনেক সময় গাজ্‌লা লাগে। গাজ্‌লা কোয়া হইতে সূতা বাহির হয় না, এই কোয়া কাটাইবার সময় অনেক বেগ পাইতে হয়, গাজ্‌লা কোয়া হইতে মোটা খমরুর সূতাই বেশী পাওয়া যায়। গাজ্‌লা দোষ নিবারণেরও উপায় আছে। পলু চন্দ্রকীতে রাখিয়া ঐ চন্দ্রকীগুলি কোন ঘরে তাহা উত্তমরূপে আটিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া দাও। সেই আবদ্ধ ঘরে দুই মণ সদ্য পোড়া শামুক বা ঘুটিং রাখিতে হইবে, ঐ ঘুটিংএর প্রভাবে ঘরের বায়ুর জলীয় ভাগ টানিয়া যায়। এখানে কোয়া হইতে পলুর মুখ দিয়া যেমন সূত্র বাহির হয় অমনি শুকাইয়া যায়।

এ দেশে কখন কখন দুইটী পলুতে একটী কোষ প্রস্তুত করে। অবশ্য বড় পলু, ছোট পলু ও নিস্তারী পলুর মধ্যে এরূপ কোয়া অতি বিরল। য়ুরোপ, চীন ও জাপানে কখন কখন দুই তিনটা পলু একত্র একটী কোয়া নির্ম্মাণ করে। এরূপ কোয়াকে গেঁটে কোয়া (Double cocoon) বলে। এ দেশে এক কাহন মধ্যে একটী গেঁটে কোয়া বাহির করাও কঠিন, কিন্তু য়ুরোপ, চীন ও জাপানে শতকরা কখন কখন ৬০।৭০টী পর্য্যন্ত গেঁটে কোয়া দেখা যায়। গেঁটে কোয়া কাটাই করা যায় না, এজন্য কেহ

কেহ পৃথক্ করিয়া লইয়া বীজের জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু গেঁটে কোয়ার বীজ হইতে যে কোয়া হয়, তাহাতে অধিকাংশ গেঁটে কোয়াই বাহির হইয়া থাকে, সুতরাং গেঁটে কোয়া ব্যবহার করা উচিত হয়। য়ুরোপে ও জাপানে অধিক গেঁটে কোয়া জন্মে বলিয়া তথায় ব্যবসায়ীরা গেঁটে কোয়া বেচিয়া প্রায়ই বিক্রেতাকে ঠকাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর ও পঞ্জাবে বম্বিক্স 'মরী' (Bombyx mori) জাতীয় অবশ্য বিলাতী পলুতে গেঁটে কোয়া অধিক দেখা যায়। গেঁটে কোয়া সকের জন্য কখনও ব্যবহার করিতে নাই।

পলুর পালন।

সকল পলুর পালনপ্রথা এক প্রকার নয়। বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটী পলুর পালনপ্রথা লিপিবদ্ধ হইল।

বড়পলু।—এদেশে যত প্রকার রেশমের কোয়া হয়, তন্মধ্যে বড়পলুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বড়পলুর কোয়া শ্বেতবর্ণ ও দেখিতে অতিসুন্দর। মেদিনীপুর অঞ্চলে শ্বেত, পীত, হরিত, পাটল এই চারিবর্ণের কোয়া দেখা যায়। বড়পলুর ডিম ফোটাইতে দশমাস লাগে। ইহার ডিম ভাল করিয়া মুখাইতে হইলে কাপড়ের উপর ডিম পাড়ান উচিত, তাহার ১৫ দিন পরে জলে ধুইয়া ভাল ডিমগুলি কাপড় হইতে খসাইয়া লইতে হয়। পরে ছায়ায় লইয়া শুকাইয়া বেলেমাটীর হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ ভাল করিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। হাঁড়ীতে রাখিবার পূর্ব্বে হাঁড়ীর তলায় পেঁজা তুলা আল্‌গা করিয়া ছাড়াইয়া রাখা উচিত। মশারির কাপড়ের দুইটী থলি চাই, এক একটী থলির মধ্যে ২ ছটাক ওজনের ডিম রাখিবে। থলির মধ্যে ডিম পাত্‌লা ও আল্‌গা ভাবে যেন থাকে। হাঁড়ীর মুখ হইতে থলির ব্যবধানে যেন আট অঙ্গুলি ফাঁক থাকে। সে ঘরে যেন কোন প্রকার অগ্নিজ্বালান অথবা অধিক বায়ু সঞ্চালন না হয়। রৌদ্রও যেন প্রবেশ করিতে না পারে। অথবা যে ঘর অধিক শীতল সেই ঘরে ঝুলাইয়া রাখিবে। ১৫ দিন হইতে ২ মাস পর্য্যন্ত বেশী শীত খাওয়াইয়া পরে দিবারাত্র দশ বার দিন সমান ভাবে ৭৫° ডিগ্রী উত্তাপে রাখিতে পারিলে ডিম বেশ ভাল রকম ফুটিয়া উঠে। ইচ্ছা করিলে অতি অল্পকাল মধ্যেও বড়পলুর ডিম ফুটান যাইতে পারে। অত্যধিক শীত খাওয়াইয়া পরে উত্তাপে রাখিলে অসময়ে ডিম ফুটিতে পারে। সদ্যপ্রসূত বড়পলু বা বিলাতী পলুর ডিম খাঁটী হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ৫ মিনিট ডুবাইয়া জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইয়া গরম জায়গায় রাখিয়া দিলে ছোট পলুর ডিমের মত ১০।১২ দিন মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে বেশী গরম হয় বলিয়া বড়পলু পোষা উচিত নয়।

বিলাতীপলু।—বিলাতী পলুর পালন অনেকটা বড়পলুরই মত। প্রভেদ এই যে বড়পলুর ডিমকে ৬০° হইতে ৫০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত ফারেনহিট্ দিতে হয়, কিন্তু বিলাতী পলুর ডিমকে ৪০° হইতে ৩০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত ঠাণ্ডায় রাখিতে হয়। এ কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিলাতীপলু পোষা সুবিধাজনক নহে। বেশী শীত পড়িলে বিলাতী পলুর ডিম দার্জ্জিলিং বা অন্য কোন উচ্চ শৈলে পাঠাইয়া ২।১ মাস পরে নিম্ন প্রদেশে আনিয়া গরম জায়গায় রাখিয়া দিলে ১০।১২ দিনের মধ্যেই পলু মুখাইয়া পড়ে। অপর সময়ে বরফ কলের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সকল সময়ই ৩০° কি ৪০° ডিগ্রী ঠাণ্ডা খাওয়াইতে হয়। মান্দ্রাজ সহরের বরফের কারখানায় বিলাতীপলু পালনের উদ্যোগ চলিতেছে। নিম্নবঙ্গে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ভাদ্র মাসে বিলাতীপলু পালন করিলে প্রায়ই কালশিরা রোগে মারা যায়। আবার সাধারণ এদেশী তুঁত পাতা খাইয়া বিলাতীপলু পুষিতে হইলে বড়বড় তুঁত গাছ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এরূপ করিতে পারিলে ছোট পলু বা নিস্তারীপলু অপেক্ষা বিলাতীপলু পোষায় অধিক লাভ আছে। আবার ছোট পলুর পক্ষে বড় তুঁত গাছের পাতা নিতান্ত অনিষ্টকর। একারণ যিনি বড় বড় তুঁত গাছ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে বিলাতীপলু পোষাই কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের রেশম শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু বিলাতী পলুতে আয় বেশী। এদেশী ৫।৮টী রেশমের কোয়ায় ব্যবহারোপযোগী যতটা রেশম সূত্র প্রস্তুত হয়, বিলাতী পলুর ৩।৪টী একত্র কাটাই করিলে সেইরূপ রেশম প্রস্তুত হইতে পারে। কি বিলাতী পলু কি বড় পলু উভয়ের ডিমই হইবার পরে অন্ততঃ দেড় মাস কাল উষ্ণ স্থানে রাখিয়া শীত খাওয়াইবার জন্য বরফের বাক্সে অথবা শীতপ্রধান পাহাড়ে রাখা উচিত। বিলাতী পলুর পালন সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম নাই, কেবল বড়গাছের পাতা অথবা কড়া পাতা খাওয়াইতে পারিলে বিলাতী পলু হইতে ভাল কোয়া পাওয়া যায়। শীত খাওয়াইবার পূর্ব্বে বড়পলু বা বিলাতী পলুর ডিম তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে হয়।

ছোট পলু ও নিস্তারী পলু—বিলাতী ও বড় পলুকে যেরূপ শীত খাওয়াইতে হয়, নিস্তারী, ছোট পলু ও চীনার পলুর ডিম সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম প্রয়োজন হয় না, এই সকল পলু কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই মুখাইয়া থাকে। এই সকল পলু পালন করা অতি সহজ বলিয়াই বিলাতী ও বড় পলুতে উৎকৃষ্ট রেশম হইলেও, এ দেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ ছোট পলু প্রভৃতি পালন করিয়া থাকে। সকল প্রকার পলুকেই মুখাইবার পূর্ব্বে তুঁতিয়ার জলে ধুইয়া লওয়া আবশ্যক।

ছোট পলু, নিস্তারী পলু ও বড় পলু পাকিলে অনায়াসেই চিনিয়া লওয়া যায়। পাকা পলু বাছিয়া লইয়া কোয়া প্রস্তুতের জন্য চন্দ্রকীর উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। বিলাতী পলু পাকিলে সহজে চেনা যায় না। আবার চন্দ্রকীর উপর রাখিয়া দিলেও তেমন ভাল কোয়া জন্মায় না। পাকা বিলাতী পলু গুলি প্রায় চন্দ্রকীর উপরে চলিয়া বেড়ায় এবং সুবিধা পাইলে দেওয়াল বাহিয়া মট্‌কার উপর গিয়া কোয়া প্রস্তুত করে। এ কারণ এই পলুর কোয়াপ্রস্তুতকালে কিছু সাবধান হওয়া আবশ্যক। পলু রেজে উঠিবার কালে ঘরার খুঁটী গুলি ও কাঠী গুলিতে শুক্‌না ঝাউর ডাল অথবা অরহরের শুক্‌না ডাল গোছা গোছা করিয়া সারি বাধিয়া দেওয়া উচিত। বিলাতী পলু পাকিতে আরম্ভ করিলেই ডালের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ক্রমে ডালা হইতে বাহিরে আসিয়া ঘরার কাঠির উপর আসিয়া শুক্‌না পাতা খাইয়া তাহারই মধ্যে কোয়া প্রস্তুত করিতে থাকে। পাতা দিবার পর যে পলু পাতার উপর না থাকিয়া ডালার চারিদিকে আসিয়া পড়ে, তাহাদিগকে পাকা বলিয়া জানিবে। অবিলম্বে সে গুলি বাছিয়া লইয়া চন্দ্রকীর নীচে রাখিয়া দিলে তাহাতেই কোয়া প্রস্তুত করে। অধিকাংশ বলবান্ পলুই ঘরা হইতে পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালশিরা রোগগ্রস্ত হইলে সেরূপ পলায়নের চেষ্টা থাকে না। এরূপ স্থলে বিলাতী পলু দেশীয় পলুর ন্যায় কাসারের মধ্যে কোয়া রাখে। দেশীয় পলুর কাসারী কোয়া বীজের জন্য রাখা উচিত।

তসর।

'সাল,' আসন, অর্জ্জুন, হরিতকী, বয়ড়া, কুল, জিওল, দেশী আব্‌লুস, সিধা, মহুয়া, কস্তি, ঢাক, লোধ, শিমুল, করমচা, জাম, অশ্বথ, ফল্‌সা, রেড়ী, সেগুন, বাদাম এই সকল বৃক্ষে স্বভাবতঃ তসরকীট জন্মে। যেখানে স্বভাবতঃ তসরকীট হয়, সেখানে কোন নূতন গাছ পুতিলে সেই গাছের পাতা খাইয়াও কখন কখন তসরকীট কোষ প্রস্তুত করে। যে গাছের পাতা তীব্র গন্ধযুক্ত অথবা তিক্ত গন্ধে বা স্পর্শে ক্লেশদায়ক, ঐ সকল পাতা তসরকীটে খায় না। নিতান্ত ছোট গাছের পাতাতেও ছাড়িয়া দিলে তাহা খায় না। ইহারা স্বভাবতঃ বড় গাছের কড়াপাতা খাইয়া কোষ প্রস্তুত করে। তসর কীটও বন্য ও গৃহপালিত দুই অবস্থায় দেখা যায়, সাঁওতালেরা প্রধানতঃ ৩টী ঋতু বা বন্দে তসরকীট পালন করে। প্রথম বা ধুরিয়া বন্দে বৈশাখ মাসের প্রথমে তসর কীট পালন করিতে হয়। কারণ ঐ সময়ে পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত অধিকাংশ বীজের কোয়া হইতে পতঙ্গ কাটিয়া বাহির হয়। যে রাত্রে পতঙ্গ বাহির হয়, তাহার পর দিনই ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিতে কেবল আট দিন মাত্র লাগে। পরে সেই সকল কীট ফুটিয়া প্রায় দুই মাস পাতা খাইয়া পরে কোয়া প্রস্তুত করে। এই ধুরিয়া বন্দের বড় বোঁটাযুক্ত ছোট ছোট কোয়া গুলি বর্ষাতি বন্দের বীজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। এই কোয়ার মধ্যে যে কীট থাকে, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ। সবল কীট যে কোয়ার মধ্যে থাকে, ঐ গুলি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ও তাহাদের বোঁটা গুলি ছোট ছোট। বর্ষাতি বন্দের যে ছোট ছোট অথচ সাদারঙের কোয়াগুলি যাহা বীজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়, উহাকে 'লারিয়া' কোয়া বলে। লারিয়া কোয়া হইতে ৬ই কি ৭ই জ্যৈষ্ঠ কোয়া কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয়। পরদিবসই তাহারা ডিম পাড়ে। আট দিন পরেই ডিমগুলি মুথায়, পরে সেই কীট গুলি দেড়মাস কাল গাছে থাকিয়া পাতা খাইয়া আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের প্রথমে কোয়া প্রস্তুত করে। বর্ষাতি বন্দের লারিয়া কোয়া তৎপরে তৃতীয় বন্দ অর্থাৎ 'জাড্ডুই' বন্দের বীজের জন্য রাখা হয়। জাড্ডুই বন্দের উপযুক্ত গুটী হইতে ২০এ ২১এ শ্রাবণ প্রজাপতি বাহির হয়। তৎপরদিন তাহারাও ডিম পাড়ে। পূর্ব্বের ন্যায় এ ডিম গুলিও আটদিনেই ফুটিয়া উঠে। দুইমাস কাল আহার করিয়া আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহে কোয়া প্রস্তুত করে। কীটাবস্থায় তসরকীটকে দিবারাত্র বাহিরে গাছের উপর রাখিয়া দিতে হয়। অন্য সময়ে ঘরের ভিতর রাখা যাইতে পারে। বেশী বীজের কোয়া রাখিতে হইলে ঘরের মাঝে না রাখিয়া বাহিরে একটী বাঁশের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য গুটীগুলির উপরে একটী খড়ের ছাউনী করিয়া দিতে হয়। যে দিন দুই একটী প্রজাপতি কাটিয়া বাহির হইতে দেখা যায়, সেই দিনই বাঁশ গাছি নামাইয়া কোয়া গুলিকে ধনুকের আকারে বাঁধিয়া বাঁশে ঝুলাইয়া দিতে হয়। রাত্রি ৯৷১০টার সময় গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয়। বাহির হইবামাত্র পুরুষগুলি উড়িয়া যায়। স্ত্রী গুলি ধনুকের উপরেই বসিয়া থাকে। রাত্রি ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পুরুষগুলি আসিয়া ধনুকের উপর বসিতে থাকে। যে গুলি উড়িয়া গিয়াছিল, সেই গুলি আসে কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রত্যূষে ধনুক গুলি ঘরের মধ্যে আনিয়া রাখিয়া দেয়। বৈকালে স্ত্রী গুলিকে বড় বড় পাতার ঠোঙার মধ্যে রাখিয়া ঠোঙার মুখ কাটি দিয়া আবদ্ধ করিয়া দেয়। ফাঁকা ঠোঙার মধ্যে যতই সে উড়িতে চেষ্টা করে, ততবারই সে কতক গুলি করিয়া ডিম পাড়ে। বন্য অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রজাপতি এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া গিয়া বহু গাছে ২৷৪টী করিয়া ডিম পাড়িয়া রাখে। ঠোঙার মধ্যে ডিম পাড়াইলে পাঁচ দিন পরে ঠোঙা গুলি খুলিয়া প্রজাপতি গুলি ফেলিয়া দিতে হয় ও ডিমগুলি

সাবধানে খুটিয়া লইতে হয়। পরে ভাল করিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া উপরিস্থিত ধূলি ও পালক ফুঁদিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। ঠোঙার মধ্যে রাখিয়া কাটি দিয়া গাছের ডালে আঁটিয়া দেওয়া উচিত। পিপীলিকা নিবারণের জন্য গাছের গুঁড়িতে ভেলার তৈল লেপিয়া দিতে হয়। অষ্টম দিবসে ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয়। এই সময়ে কীটপালককে প্রত্যহ সমস্ত দিন গাছের তলায় থাকিয়া সেই পোকাগুলিকে চৌকী দিতে হয়। সাঁওতালেরা আঠাকাঠি ও ধনু লইয়া গাছতলায় বসিয়া পোকার চৌকী দেয়। ঠোঙাগুলি ছোট ছোট গাছে সংলগ্ন করিয়া দেওয়াতে পোকাগুলি সেই গাছের পাতা খাইয়া ফেলে, পরে সেই পোকা সমেত গাছের ডালগুলি কাটিয়া অন্য গাছে লাগাইয়া দেয়। গাছের পাতা নিতান্ত সরস হইলে কিম্বা সূর্য্যের উত্তাপ নিতান্ত প্রখর হইলে শেষাবস্থায় তসরকীটে রসারোগ ধরে। তাহাতে অধিকাংশই মরিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন বৃষ্টি হইলে তসর পোকা ভাল হয়।

রেড়ী বা এরণ্ড গাছের পাতা খাইয়া যে সকল পোকা নিকৃষ্ট জাতীয় পোকা প্রস্তুত করে, তাহাকে এণ্ডি বলে। এণ্ডির কোয়া কাটাই করা যায় না। এক একটী কোয়া হইতে এক এক গাছি সূতা বাহির হয় না। ধুনিয়া ও পিঁজিয়া কাপাসের ন্যায় ইহা হইতে সূতা বাহির করিতে হয়। এণ্ডি গুটীর সূতা পশম কাপাস এমন কি গরদের সূতা অপেক্ষাও শক্ত। এণ্ডি গুটীর মধ্যে অল্প বিস্তর প্রায়ই ঘোর পাটকিলা রংএর কোয়া দেখা যায়। এই পাটকিলা রংএর কোয়ার পরিমাণ যত কম হয়, ততই ভাল। বীজের কোয়া বাছিয়া পালন করিতে পাঁচ ছয় বন্দের পাটকিলা গুটী ধ্বংস করিয়া পরিষ্কার সাদা কোয়া রাখা যাইতে পারে। য়ুরোপে এণ্ডির কাপড় অপেক্ষা এণ্ডির কোয়াই অধিক চালান যায়। পাটকিলা কোয়া মিশাল করায় তেমন দাম হয় না। পাটকিলা কোয়া হইতে যে সূতা হয়, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া সাদা করা দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য।

পলু পোকার যেমন কালাশিরা ও কটারোগ হয়, আসামের এণ্ডি পোকারও সেইরূপ কালাশিরা ও কটারোগ হইতে দেখা যায়। সেখানে ঐ দুই রোগে অনেক সময় এণ্ডি পোকার সর্ব্বনাশ করে। বগুড়া ও কোচবিহারের এণ্ডি পোকা আসামের এণ্ডিপোকা অপেক্ষা সবল। ঐ দুই স্থানে এখনও কটারোগ প্রবেশ করিতে পারে নাই। এণ্ডিকীটপালন আসাম দেশের একটী প্রধান উপজীবিকা। পলুপোকা পালন করিবার সময়ে যে উপায়ে মাছির উৎপাত নিবারণ করিতে হয়, এণ্ডিপোকা পালনের সময়ও ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। পলুপোকা ও এণ্ডিপোকা উভয়ই প্রায় এক নিয়মে পালন করিতে হয়। তুঁত পোকা কোয়া প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত হইলে তাহাকে যেমন সহজেই বাছিয়া ডালা হইতে পৃথক্ করা যায়, এণ্ডিপোকা কোয়া প্রস্তুতের উপযুক্ত হইলে সেরূপে সহজে বাছিয়া লওয়া যায় না। ঐ সময়ে যেমন পলু পোকাকে চন্দ্রকীর মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়, এণ্ডিকোয়া প্রস্তুতের পক্ষে কিন্তু তাহা উপযুক্ত নয়। বিলাতী পলুর কোয়া প্রস্তুতের জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়, এণ্ডির কোয়া প্রস্তুতের জন্য সেইরূপ বন্দোবস্তই করা উচিত। এণ্ডির কোয়া ঘাইয়ে বা বানকে কাটাই করা যায় না। যে পোকা ডালা হইতে বাহিরে গিয়া কোয়া প্রস্তুত করে, সে গুলি স্বভাবতঃই অধিক সবল। বীজের জন্য তাহা হইতে সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণের কতকগুলি কোয়া বাছিয়া রাখা উচিত। তুঁত পলুর কোয়া হইতে প্রজাপতি কাটিয়া বাহির হইতে ৮ হইতে ২০ দিন পর্য্যন্ত লাগে, কিন্তু এদেশে এণ্ডির কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইতে গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন ও শীতকালে ৩০ দিন পর্য্যন্ত লাগে। এণ্ডির কোয়া কাটাই করা যায় না বলিয়া সমস্ত গুটী হইতেই প্রজাপতি বাহির হইতে দেওয়া উচিত। অনেকে এণ্ডির কোয়া রৌদ্রে শুকাইয়া অভ্যন্তরস্থ ইষে বা জীবন্ত কীটগুলি মারিয়া ফেলে। এরূপ শুক্না ইষে সমেত গুটীতে ২০০০ হইতে ২৫০০টায় এক সের হয়, কিন্তু জীবন্ত ইষে থাকিলে ৭০০।৮০০ কোয়াতেই এক সের হয়। লাট এণ্ডিকোয়ার দর এক মণের ১০০৲ টাকা হইলে শুক্না ইষে সমেত কোয়ার দাম মাত্র ২০৲ টাকা হয়। এণ্ডিকোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইতে দিলে তাহা অনেক কাজে আসে। হংসকুক্কুটাদি অনেক পাখীর আহার্য্য হইতে পারে। সে গুলি সারের গাদায় পুতিয়া দিলে সারের তেজ বাড়ে। কুকী প্রভৃতি কোন কোন অসভ্য জাতি কোষ হইতে ইষে বাহির করিয়া তাহা পাক করিয়া খায়। এণ্ডির লাটকোয়া রেশমের লাট কোয়ার মত সহজে কাটাই করা যায় না। তবে ক্ষারমিশ্রিত জলে ২.৩ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে, পরে রেশমের লাটের ন্যায় সহজেই কাটাই করা যাইতে পারে। কলাপাতা অথবা যে কোন প্রকার নূতন গাছের ক্ষার ব্যবহার করা উচিত। রেশমের লাট কোয়া কাটাই করিয়া যে পরিমাণে লাভ হয়, এণ্ডি কাটাই করিয়াও সেই পরিমাণে লাভ হইতে পারে। এণ্ডি সূতা মটকার সূতার চেয়ে শক্ত। ইহার দাম সের করা ৭.৮ টাকা। তসর কোয়ার লাট এণ্ডি কোয়া অপেক্ষা সহজে কাটাই করা করা যায়। কিন্তু তাহাও কিছুক্ষণ ক্ষার জলে সিদ্ধ করিয়া না লইলে সহজে সূতা বাহির হয় না। যত প্রকার রেশম সূতা এদেশে প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে কেটেই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। কেটের

কাপড় ক্রমাগত ব্যবহার করিলেও ৬।৭ বৎসর স্থায়ী হয়। ১০ গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া কেটের থান ৫।৬ টাকায় পাওয়া যায়।

চসম।

চসম বলিলে ঠিক এক রকম জিনিস বোঝা যায় না।—১ চন্দ্রকী হইতে কোয়া ঝুড়িবার সময় কোয়ার উপর যে আঁইস বা ফেঁসো বাদ যায়, তাহার নাম চসম। ২ ফেঁসোর ন্যায় অতি অল্প আঁইসযুক্ত ছেনিয়া কোয়াকেও চসম বলে। ৩ কাটাই করিবার সময় কোয়ার গুছি বা থাই বাহির করিতে যে রেশম টুকু বাদ যায়, তাহাও চসম। ৪ গেঁটে কোয়া কাটাই করা যায় না, এ কারণ তাহাকেও চসম বলা হয়। ৫ রেশমের লাট কোয়া ও তসরের লাট কোয়াও চসম বলিয়া গণ্য। ৬ এণ্ডি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় কোয়াকেও চসম বলা যায়। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী ও মালদহ জেলাতে রেশমের লাট কোয়া বা চসম হইতে মটকা, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে লাট তসরের কোয়া হইতে কেটে; রংপুর, দিনাজপুর, আসাম, পূর্ণিয়া,বগুড়া, জলপাইগুড়ী, কোচবেহার, চট্টগ্রাম, গয়া, শাহাবাদ ও পুরী প্রভৃতি স্থানে এণ্ডির কোয়ায় এণ্ডি নামক কাপড় প্রস্তুত হয়।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিলাতে চসমের ব্যবহার কেহই জানিত না। ঐ সময় হইতেই বিলাতে চসমের ব্যবহার আরম্ভ। সেই অবধি তথায় রেশম অপেক্ষা চসমের অত্যধিক আদর বাড়িয়া যাইতেছে। চসম পরিষ্কার করিয়া ধুনিয়া পিঁজিয়া লইবার জন্য বড় বড় কল কারখানা প্রস্তুত হইতেছে। চসমের কারখানায় যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ও বহুমূল্যের কলের ব্যবহার দেখা যায়, রেশম শিল্পের অন্য অন্য বিভাগে সেরূপ কলের বন্দোবস্ত নাই। বিলাতে চসম হইতে সাটিন, নিকৃষ্ট জাতীয় মখমল ও নানা প্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

রেশম কাটাই করিবার উপায়।

কোয়াগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া অথবা কার্ব্বন বাইসালফাইড্ দিয়া মারিয়া ফেলিতে হয়। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে ভাপ্ খাওয়াইতে হয়। যেখানে বেশী কোয়া কাটাই হয়, সেখানে ভাপ্ দিবার জন্য তুন্দুলের আবশ্যক। তুন্দুলে ৫ মিনিটকাল ১৬০° ডিগ্রী উত্তাপে রাখিয়া দিলে কোয়ার মধ্যস্থ পোকা নিশ্চয় মরিয়া যায়। তুন্দুল করিবার পরে একদিন রৌদ্রে দিয়া ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। ঘুটিং চুণের ঘরে কোয়া রাখিয়া দিলেও সহজে শুকাইয়া যায়। সেই ঘরে অগ্নি বা আলোক লইয়া যাওয়া উচিত নয়।

এদেশে কোয়া কাটাই করিয়া সুতা বাহির করিবার জন্য তিনটী আয়োজনের আবশ্যক, ১ম, একটী ঘাই বা গরম জলের পাত্র যেখানে কোয়াগুলি ঘুরিয়া থাকে ও সুতা বাহির হয়। ২য়, একটী চস্‌মা অর্থাৎ দুইটী লৌহশলাকার প্রান্ত ভাগে সংলগ্ন দুইটী ক্ষুদ্র ও সচ্ছিদ্র চীনা মাটীর পাত্র। যে কাষ্ঠ-ফলকের সম্মুখে ঐ শলাকা দুইটী সংলগ্ন থাকে, তাহারই অপর-ভাগে আরও দুইটী পিত্তলের শলাকা লম্বভাবে খাড়া থাকে। ঘাইয়ের মধ্যগত কতকগুলির কোয়ার থাই চসমার একটী ছিদ্র দিয়া তবিলের চরকীতে লাগাইয়া দিতে হয়। ৩য়, তবিল বা চরকী। এই চরকীতে রেশমের থাই আটকাইয়া দিয়া হাতল দিয়া ঘুরাইলে ঘাইয়ের কোয়া হইতে সুতা আপনি খুলিয়া আসিতে থাকে। একটী কোয়া শেষ হইলে আর একটী কোয়া সেইস্থানে তৎক্ষণাৎ রাখিতে হয় এবং তাহারও থাই পূর্ব্ববৎ লাগাইয়া দিতে হয়। তবিলের উপর লক দুইটী ঠিক একস্থানেই পাছে জড়াইয়া যায়, তজ্জন্য তাহার উপরি ভাগে একটী দণ্ড জাঁতার সহিত ঘুরিতে থাকে। যে দণ্ডটী ঐরূপে খেলিতে থাকে,তাহার উপরি ভাগে দুইটী কাচের ক্ষুদ্র শলাকা খাড়া থাকায় দণ্ডটী বামে ও দক্ষিণে খেলে বলিয়া লক্ দুইটী তবিলের উপর একই স্থানে না জড়াইয়া ২।৩ ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া জড়াইতে থাকে। ইহাতে সুবিধা এই লক ছিঁড়িয়া গেলেই উহার থাই সহজে খুজিয়া পাওয়া যায় এবং রেশমের বন্দিগুলি কাটাই হইতে, হইতেই শুকাইয়া যায়।

বিলাতে রেশম কাটাইএর তিনটী প্রণালী প্রচলিত দেখা যায়;—১, ইতালীয় প্রণালী ২, ফরাসী প্রণালী; ৩, রোটেলিনো গালবিয়াটী প্রণালী। ইতালীয় প্রণালীতে কাটাই করিলে একটী সুতার সহিত নিকটস্থ সুতার সম্বন্ধ রাখিতে হয় না। এমন কি, কাটাই করিতে করিতে সুতা ছিঁড়িয়া গেলে নিকটস্থ সুতার কাটাই বন্দ রাখিয়া সুতার থাই তবিলের সহিত যোগ করিয়া দিবার কোন আবশ্যক হয় না। এই প্রণালীতে সুতা বাহির করিতে গেলে দুইটী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাচের চাকার প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে সেই চাকা দুটী ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা, ঐ চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে সবমাটী। ফরাসী প্রণালী প্রায় বঙ্গদেশের প্রণালীর মত; ইহাতে পাশাপাশী দুইটী সুতা ফের দিয়া কাটাই করিতে হয়। ইহা অতি সহজ বলিয়া সকলে এই প্রণালীর পক্ষপাতী। রোটে-লিনো গালবিয়াটী প্রণালী ইতালীয় অপেক্ষাও জটিল। এই প্রণালীতে একই সুতা দুইটী ভিন্ন স্থানে ফের দিয়া কাটাই করিতে হয়। তজ্জন্য চারিটী সরু কাচের চাকা দরকার; অধিকতর সংঘর্ষণ দ্বারা শেষ সুতাগুলি দৃঢ় ও সুগোল ভাবে সম্মিলিত করিয়া সুতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে বলিয়া এই জটিল প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুতা প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ব্যবহারের পক্ষে নানাবাধাও ঘটে। বঙ্গদেশের প্রণালী অতি সহজ ও অতি অল্প ব্যয়সাধ্য।

রেশম কাটাইএর জন্য এখন যুরোপে নানা প্রকার কল প্রস্তুত হইতেছে। মালদহ অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ২০০০৲ মণ থমরু রেশম প্রস্তুত হয়। বীরভূম জেলাতেও যে যে গ্রামে পলু পোষা হয়, সেখানে কিছু কিছু থমরু প্রস্তুত হইয়া থাকে। মালদহের রেশম অপেক্ষা বীরভূমের থমরু নিকৃষ্ট। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দির নিকট বসোয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি কএকটী গ্রামে যে সকল পট্টবস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা বীরভূমের থমরু রেশম হইতে। কিন্তু ঐ জেলার মীর্জাপুর প্রভৃতি যে সকল গ্রামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাপড় বোনা হয়, তাহাতে মালদহের রেশমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। থমরু রেশমের ফলন অধিক হয়। একজন কাটানী বানকী রেশমের তিনগুণ থমরু রেশম কাটাই করিতে পারে। বানকী রেশম এককালে কেবল দুই বন্দী প্রস্তুত হয়, কিন্তু থমরু এককালে ছয় বন্দী হইতে পারে ও কাটাই খরচ অনেক কম পড়ে।

রেশমের ইতিহাস।

সাধারণের বিশ্বাস যে চীন দেশই রেশমের প্রথম জন্মস্থান, এই চীন হইতেই ভারতে ও যুরোপে রেশম গিয়াছে; কিন্তু যখন এ দেশের লোক চীনের নামগন্ধ জানিত না, তাহারাও পূর্ব্ব হইতে ভারতে রেশমের ব্যবহার প্রচলিত। এদেশে ধর্ম্ম কর্ম্মে দেশজাত দ্রব্য ভিন্ন বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের নিয়ম নাই। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কালে সর্ব্বত্র পট্টবস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে রেশম বিদেশীয় হইলে এদেশীয়েরা কখনই ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যবহার করিতেন না। কেহ কেহ "ক্ষৌমে বসনে বসানা" ইত্যাদি বৈদিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিবাহে ব্যবহৃত উক্ত ক্ষৌম বস্ত্রকেই রেশমী বস্ত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সংহিতাদিতে ক্ষৌম শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী বৈদিক ও স্মৃতি সাহিত্যে যেখানে ক্ষৌম বস্ত্রের উল্লেখ আছে, সেখানে প্রাচীন টীকাকারেরা ক্ষৌমশব্দের শণ নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এরূপস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রে পট্টবস্ত্রের ব্যবহারের প্রসঙ্গ থাকিলেও বৈদিক সময়ে রেশমের প্রকৃত ব্যবহার ছিল কিনা তৎপক্ষে সন্দেহ।

অথর্ব্ববেদীয় কৌশিকসূত্রে "ক্ষৌমিকীং বৈশ্যায়" (৫৭।৩) অর্থাৎ বৈশ্যকে ক্ষুমানির্ম্মিত মেখলা দিবে। এই ক্ষৌম শব্দ দেখিয়াও কেহ কেহ "রেশম" কল্পনা করেন, কিন্তু মনুসংহিতাকার নিজেই ঐ ক্ষৌম শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী।" (২।৪২) অর্থাৎ বৈশ্যের শণসূত্রই মেখলা হইবে। ক্ষৌম শব্দে পট্টবস্ত্রও বুঝায়, কিন্তু ঐ পট্টবস্ত্রের অর্থ শণের পাট, তাহা রেশম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনুসংহিতায় রেশম ও তসর বস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

"কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ॥" (মনু ৫।১২০)

অর্থাৎ কৌষেয় ও পশম লোনামাটী দিয়া পরিশুদ্ধ করিবে। অংশুপট্ট বা রেশম শ্রীফল দ্বারা এবং গৌরসর্ষপ দ্বারা ক্ষৌম-বস্ত্র শোধন করিবে। উক্ত প্রমাণ হইতে দুই প্রকার রেশমের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এদুটীর মধ্যে একটী তসর ও অপরটী রেশম। তসর গুটী হইতে যে নিকৃষ্ট রেশম পাওয়া যাইত, তাহাই কৌষেয় এবং পট্ট বা বড় পাট নামক পলুর কোষ হইতে যে অংশু পাওয়া যাইত, তাহাই অংশুপট্ট নামে অভিহিত। মনুসংহিতায় চীন প্রভৃতি জনপদবাসী ভারতবর্ষের অন্তর্গত জাতি বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। অথচ মনুসংহিতায় চীনাংশুক অর্থাৎ চীনদিগের নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয় যে, মনুসংহিতা-রচনাকালে ভারতবর্ষে কৌষেয় ও অংশুপট্ট নামে যে দুইপ্রকার বস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা চীনাংশুক হইতে স্বতন্ত্র। মহাভারতে রাজসূয় পর্ব্বাধ্যায়ে দেখাযায় যে চীনগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে চীনাংশুক উপহার দিয়াছিল।—

"প্রমাণরাগস্পর্শাঢ্যান্ বাহ্লীচীনসমুদ্ভবম্।
ঊর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব পট্টজং কীটজন্তথা॥" (সভা ৫২।২৬)

সম্ভবতঃ ঐ সময়েই ভারতবর্ষে প্রথম চীনাংশুকের প্রচলন হইয়া থাকিবে। ধর্ম্মকর্ম্মে না হইলেও চীনাংশুক ভারতবাসীর বিলাস সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। যথা—

"চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য"
(কালিদাসের শকুন্তলা ১ম অঙ্ক)

সম্ভবতঃ চীনাংশুক ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিলাসের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইলে চীনজাতীয় পলু এদেশে আনীত ও তাহার প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত সাহিত্যে রেশম কীটের নাম পুণ্ডরীক। এখনও মালদহ অঞ্চলে যাহারা রেশমকীট পালন করে, তাহারা পুণ্ডরীকাক্ষ বা পুণ্ড্র বা পুঁড়ো নামে খ্যাত। পুণ্ডরীক শব্দই অপভ্রংশে পোঁড়, পোলু, পুলু বা পলু হইয়াছে। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট পুণ্ডরীক নামক এক বণিক শাখার সন্ধান জৈনদিগের কল্পসূত্রে পাওয়া যায়। মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত ও যথেষ্ট পলুর ব্যবসা প্রচলিত ছিল। এখানে যাহারা পলুর ব্যবসা করিত, তাহাদের মধ্যে এক উচ্চ শ্রেণী জৈনশাস্ত্রে পুণ্ডরীক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে কৌষেয়, পট্ট, ক্রিমিজসূত্র, কীটতন্তু, কীটসূত্র, কীটজ, দুকূল ও দুগুল এই কয়েকটী রেশমের পর্য্যায় পাওয়া যায়। উক্ত নাম গুলি দ্বারাও বৈদেশিক

সংস্রবের কোন প্রকার আভাস পাওয়া যায় না। চীন ভাষায় শৌ (Tsau) অর্থে কোয়া, শি (Tsi) অর্থে পলুকীট বোঝায়, এই শি হইতেই মোগল সিকে, কোরিয়া সির, গ্রীক সেরিকোন্, লাটিন সেরিকম্ (Sericum) জর্ম্মান্ সিডেন (Seiden), ফরাসী সোয়ি (Soie), রুষ সিওলক্ (Sheolk), আংগ্লো-সাক্সন সিওল্ক (Seolc) আইস্লণ্ডীয় সিল্কে (Silke), ও ব্রহ্মদেশীয় সা (Tsa)। উক্ত নামগুলি দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়, চীন ও মোঙ্গোলিয়া হইতে রেশম য়ুরোপে গিয়া পঁহুছিয়াছে। আসামী ভাষায় পাট শব্দে কোয়া, কাশ্মীরি ভাষায় পাট-শব্দে রেশম, এমন কি তামিল ভাষায়ও পট্টু শব্দে রেশম বুঝাইয়া থাকে। বিভিন্ন ভাষার ঐ শব্দগুলি সংস্কৃত পট্ট শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। উদ্ধৃত বিভিন্ন ভাষার শব্দ সমূহ হইতে কি বোঝা যাইতেছে না যে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী ব্রহ্মবাসিগণ চীনদিগের নিকট হইতে রেশমের নামগ্রহণ করিলেও কি দাক্ষিণাত্যে কি সুদূর উত্তর ভারতে কোথাও বৈদেশিক নাম গৃহীত হয় নাই। ইহাদ্বারা অংশুপট্ট বা ভারতীয় রেশম যে ভারতবাসীর নিজস্ব তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মহাভারতে পলুপোকা 'কৃমি' নামে উক্ত হইয়াছে।* এখনও কাশ্মীর অঞ্চলে পলু-পালনকারিগণ ক্রিমিকনামে খ্যাত। এমন কি রামায়ণেও আসামের উত্তরাংশ কোষকার বলিয়া প্রথিত হইয়াছে—

"মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রান্ শুঙ্গাংস্তথৈব চ।
ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্॥"

(কিষ্কিন্ধ্যা ৪০।২৩)

রামায়ণের বর্ণনা হইতেই মনে হয়, হিমালয়ের ক্রোড়স্থ কোষকার নামক জনপদ হইতে অতি পূর্ব্বকালে চীন ও ভারতবাসী রেশম বা তসরের সন্ধান পাইয়া থাকিবে।' বাইবেলের প্রাচীন অংশে সেরিকোথ (Sherikoth öf Issiah 19. IX) নামে রেশমের উল্লেখ আছে। ভাষাবিদ্গণ ঐ শব্দ হইতে চীনের সহিত সংস্রব স্বীকার করেন। এদিকে হিব্রু মেশি ও দোমসেক্, আরবী দিমস্কে ও কুশ এবং পারসিক অব্রেশম বা রেশম একপর্য্যায়বাচক শব্দ। এই সকল শব্দের সহিত চীন বা ভারতীয় রেশম শব্দের কোন প্রকার সংস্রব নাই।

চীন-ইতিহাসে লিখিত আছে, ফোহি নামক চীন-সম্রাটের পত্নী সিলিংচী ২৭০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রেশমের সূতা আবিষ্কার করেন, কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, চীনের ইতিহাসে যে সকল প্রাচীনতম গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা খৃষ্ট জন্মের তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ঐ সময়ে চীনের অত্যাশ্চর্য্য প্রাচীর-নির্ম্মাতা চীন-সম্রাট্ চি-হোয়াঙ-তি সমস্ত প্রাচীন চীনগ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর চীনের প্রাচীন ইতিহাস স্মৃতি হইতে পুনরায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ স্থলে চীন ইতিহাসের অতি প্রাচীন ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অবশ্য খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দে চীনে যে রেশম ও তসরের বাণিজ্য চলিতেছিল, ঐ সময়ের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, রোমসম্রাট্ জষ্টিনিয়ান্ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে কয়েকজন সন্ন্যাসী যতির নিকট চীনের রেশমী বস্ত্রের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদিগকে চীন দেশে পুনরায় যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারাই চীনদেশ হইতে চীনাপলুর উৎকৃষ্ট ডিম লইয়া রোমে ফিরিয়া আইসেন। সেই বীজকোষ হইতেই য়ুরোপে রেশম প্রস্তুতের সূত্রপাত ও সেই সময় হইতে রেশমের ব্যবসাও ক্রমে ক্রমে য়ুরোপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এইরূপে চীনের রেশম য়ুরোপে প্রচারিত হইলেও তৎপূর্ব্বে রোমকসাম্রাজ্যে রেশম অপরিজ্ঞাত ছিলনা। প্লিনির বর্ণনা হইতে জানা যায়—আসিরীয়া দেশে পলু পোকা জন্মিত। দক্ষিণ য়ুরোপ হইতেও বন্য পলুপোকা ও রেশম প্রস্তুতপ্রণালী অতি সামান্য ভাবে লোকের জানা ছিল। প্লিনির মতে প্লেটেশের কন্যা পাম্ফিলী (Pamphile) কোষ নামক দ্বীপ হইতে রেশম কাটাই ও রেশম বোনার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই সকল প্রমাণে দেখা যাইতেছে, চীনের রেশম এখন য়ুরোপের সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রচলিত হইলেও অতি পূর্ব্বকালেও দক্ষিণ য়ুরোপের লোকেরা বন্য রেশমকীটের বৃত্তান্ত অবগত ছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর সমস্ত য়ুরোপে চীনের রেশম আদৃত হওয়ায় একমাত্র চীনকেই সাধারণে রেশমের আদি জন্মভূমি বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

ফরাসীপণ্ডিত বৈতাড় (M. Boitard) বলেন যে, রেশম ভারতের জিনিস। তাঁহার মতে, সম্রাট্ জষ্টিনিয়ান্ (Justinian) সন্ন্যাসিগণের দ্বারা যে রেশমকীটের ডিম্ব আনাইয়া ছিলেন, তাহা চীনদেশ হইতে নহে, পঞ্জাবের প্রান্তে সিরহিন্দ নামক উত্তরভারত হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। চীনেরা দুর্ভেদ্য প্রাচীর হইতে বহির্গত হইয়া সুগন্ধি ও গরমমসলার পরিবর্ত্তে হিন্দুকে রেশম দিয়া যাইত। অত্যুর্ব্বর অনুগাঙ্গ প্রদেশে পরে ঐ রেশমেরও চাষ বিস্তৃত হইয়াছিল।

প্রোকোপিয়াসের (Procopius de Bello Gallico) বর্ণনা হইতেও জানিতে পারে যে, ৫০০ হইতে ৫৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কএকজন সন্ন্যাসী ভারত হইতে রোমক-সম্রাট্ জষ্টিনিয়ানের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতে পাইলেন,

* "কৃমির্হি কোষকারস্থ বধ্যতে স্ব পরিগ্রহাৎ।" (ভারত ১২।৩২৯।২৯)

সম্রাটের ইচ্ছা নয় যে আর পারস্য হইতে রেশম খরিদ করেন। তখন তাঁহারা সম্রাটকে জানাইলেন যে, যদি তিনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে তাঁহারা রোমরাজ্যের মধ্যেই রেশম জন্মাইতে পারেন, আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। তাঁহারা আরও জানাইলেন যে নানা জাতিসমাকুল ভারতের সেরিন্দা (সর্‌হিন্দ্) নামক স্থানে তাঁহাদের বহুকালের বাস। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা রেশমকীট আনিয়া দিতে পারেন।

আবার বৈজন্তীবাসী থিওফানেশ (Theophanes of Byzantium) খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিয়াছেন যে—সম্রাট্ জষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে একজন পারসিক লাঠির মধ্যে লুকাইয়া কতকগুলি রেশমকীটের ডিম বৈজন্তীরাজধানীতে আনিয়াছিল। তাহা হইতেই রোমকেরা রেশমকীট-পালন-প্রথা ও রেশমোৎপাদন শিক্ষা করিয়াছিল, তৎপূর্ব্বে রোমরাজ্যে আর কেহ রেশমপালন ব্যাপার জানিত না।

উদ্ধৃত প্রমাণগুলি হইতে মনে হইতেছে—যে য়ুরোপীয় সাধারণের বিশ্বাস থাকিলেও চীন হইতে রোম-রাজধানীতে রেশমকীট যায় নাই। ভারতসীমান্ত সর্‌হিন্দ্ অথবা তাহারই নিকটবর্ত্তী পারস্যসীমা হইতে সম্ভবতঃ রেশমবীজ রোমরাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ভারতে বহুকাল হইতে রেশমের চাষ প্রচলিত, এবং ভারত হইতেও যে প্রাচীন সুসভ্য দেশসমূহে রেশমের বীজ গিয়া থাকিবে, তাহাও অসম্ভব নহে।

ভারতে এখন যতপ্রকার রেশমকীট দেখা যায়, তাহার সকল গুলিকে আমরা ভারতীয় বলিতে প্রস্তুত নহি। রেশম-তত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা ফলে এই ভারতেই প্রধানতঃ ১৫ প্রকার পলুকীট ও ৩১ প্রকার তসরকীটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল জাতির মধ্যেও আবার কতকগুলি উপজাতি দেখা যায়। ঐ সকলের মধ্যে বিলাতী পলু (Bombyx mori), ও চীনা পলু (Bombyx sinensis) এবং এই দুই শ্রেণীর কতকগুলি উপজাতিকে আমরা ভারতীয় বলিতে প্রস্তুত নহি, উহারা বিভিন্ন সময়ে ভারতে আনীত ও প্রতিপালিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে চীনাপলু কতদিন হইল এদেশে আনীত হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। উহা বহুকাল হইতে বঙ্গবাসী হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী পলু চীনের সকল প্রদেশে, কাশ্মীর, আফগানিস্থান, পারস্য, বোখারা, সিরীয়া, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, সুইডেন, রুষিয়া, তুরুষ্ক, ইজিপ্ট, আল্‌জিরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশেই এখন জন্মিতেছে, কিন্তু ইহার আদি জন্মস্থান চীনদেশ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বঙ্গদেশে বিলাতী পলু-পালনের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু ইহা গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান স্থানেই ভাল রকম জন্মে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার স্পিড সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১২০ বর্ষ হইল বড় পলু ইতালী হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। হটন সাহেবের মতে, এই রেশমকীট চীন হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে; তবে কতকাল হইল আনা হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু এই পলুকে আমরা বিদেশগত বলিতে প্রস্তুত নহে। ইহা "দেশী" পলু নামে এদেশে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; এই নামহইতেই এই পলুকে গৌড়ীয় বা ভারতীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই। ১২০ বর্ষের পূর্ব্বে প্রকাশিত ফরাসী বাণিজ্য-কোষ হইতে জানিতে পারি যে তৎপূর্ব্বে কাসিমবাজার, চরিপাল, জঙ্গীপুর, রাধানগর, সোণামুখী, নদীয়া, বগুড়া, রঙ্গপুর ও নিম্ন আসামে এই কীট প্রচুর পরিমাণে পালিত হইত।

কাশ্মীরে পূর্ব্বাপর রেশমের চাষ চলিতেছে। এখানে চীন ও বোখারা হইতে ভাল রেশমকীট আনা হইতেছে। পাস্তর প্রণালীতে এখানে ইতালীয় রেশমকোষ আনাইয়া চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বৃটীশ-গবর্মেণ্টের কৃষিবিভাগের যত্নে ও য়ুরোপীয় রেশম বণিকগণের যত্নে কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া নহে, ভারতের নানাস্থানে দেশীয় ও বিদেশীয় নানা প্রকার রেশমের চাষ বিস্তার হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, যে রেশম-ব্যবসায়ে দেশীয়গণ এক সময় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের রেশম ব্যবসায় আর সেরূপ আগ্রহ নাই।

রেশমের বাণিজ্য।

সকল সভ্য দেশেই সৌখীন জিনিস বলিয়া রেশমের আদর ও বাণিজ্য আছে। বহু সহস্র বর্ষ হইতে চীনদেশে সমভাবে রেশম-বাণিজ্য চলিতেছে। অন্য দেশে অল্প বিস্তর রেশমের আমদানী রপ্তানী হইলেও চীনদেশে আমদানী নাই, কেবল রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, চীন বরাবর কাহারও নিকট রেশমের জন্য মুখাপেক্ষী নহে। চীনের সকল জেলাতেই যেমন প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়, তেমনি নানা দেশে চীন হইতে সেই সকল উৎপন্ন রেশম রপ্তানী হইয়া থাকে। ঐ সকল রেশম হইতে রুমাল, চাদর, শিরস্ত্রাণ, সাটিন, ফিতা প্রভৃতি নানা জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চীনের মত জাপানেও যথেষ্ট রেশম উৎপন্ন হয়। জাপানে একপ্রকার আজি পোকা জন্মিয়া বহু রেশমের কোয়া নষ্ট করিয়া থাকে। তথাপি এখানে রেশমী বস্ত্রাদি যথেষ্ট প্রস্তুত হয় এবং বিলাত ও ভারতের বাজারে যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, পারস্য প্রভৃতি স্থানে যে রেশম উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশ অন্তর্বাণিজ্যেই যায়। পারস্যে য়েজ্‌দ্‌প্রদেশে হোসেন কুলী খাঁ নামে এক প্রকার উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মধ্য এসিয়ায় বোখারা রেশমব্যবসায় একটী

প্রধান স্থান। চীনের রেশম অপেক্ষা এখানকার রেশম নিকৃষ্ট। এখানকার প্রধানতঃ তিন প্রকার রেশম ভারতে রপ্তানী হয়, তাহা লবি-অবি (নদী তীরোৎপন্ন), বর্দ্দনজই ও চিল্লা-জায়দার। শেষোক্ত রেশমই শ্রেষ্ঠ, ইহা হজরৎ ইমাম্ ও কুবাদ প্রদেশে জন্মে।

ভারতবর্ষে যথেষ্ট রেশম উৎপন্ন হইলেও য়ুরোপের বাজারে ভারতীয় রেশম অপেক্ষা চীন, জাপান, শ্যাম ও পারস্তের রেশমই বেশী আদৃত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যত্নে বঙ্গে উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত করাইবার চেষ্টা হয়, এজন্য তাঁহারা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের জমিদারবর্গকে অনুরোধ করেন, ঐ সময়ে ইতালী হইতে কএক জন রেশমকর এদেশে আসেন। সে সময়ে ইতালীয় প্রথায় রেশম জন্মিলেও পরে এ দেশীয়রা ঐ প্রথা তেমন সুবিধাজনক নহে মনে করিয়া গ্রহণ করে নাই। ভারতের সকল স্থান অপেক্ষা বঙ্গদেশেই বেশী রেশম উৎপন্ন হয়। এখান হইতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, এমন কি কাশ্মীর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রেশম রপ্তানী হইয়া থাকে। বারাণসীতে যে উৎকৃষ্ট রেশম কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার রেশম অধিকাংশ বঙ্গদেশীয়। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। তাহা দেখিতে বিলাতী রেশম বস্ত্রের ন্যায় পরিষ্কার। বিলাতী রেশম ধৌত করিলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু দেশী রেশম সেরূপ নষ্ট না হইয়া বরং ধুইলে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়। এদেশে থাড়ি করিয়া সকল রেশমই প্রায় রঙ্ করা হয়, বাজারে ১৪ প্রকার রঙের রেশম বস্ত্র দেখা যায় যথা—গাঢ়নীল বা কাল, ফিকে নীল বা ছেয়ে রং, লাল ও গোলাপী, বাসন্তী বা হলুদে রঙ্, জরদ বা কমলানেবুর রঙ্, সবুজ, বৈগুনী, বর্নেশ বা সুরমাই, পীতাম্বরী, সোণালী, হীরামণ-কণ্ঠী, ময়ূরকণ্ঠী, ধুপছায়া ও আসমানী। বালুচরে রেশমের উপর জরীর কাজ করিয়া "রেইয়া" ও "মেখলা" নামক বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রেইয়ার আসামী রমণীদিগের ব্যবহারোপযোগী চাদর ও মেখলায় তথায় কোমরবন্দ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপ ও আমেরিকায় সকল দেশে রেশম উৎপন্নের যথেষ্ট চেষ্টা থাকিলেও ফ্রান্স সকল দেশকেই পরাজয় করিয়াছে। অপর সকল দেশ অপেক্ষা ফ্রান্স হইতেই অধিক রেশম অন্যদেশে রপ্তানী হয়। ইংলণ্ড সকল দেশ অপেক্ষা ফ্রান্স হইতেই অধিক রেশম খরিদ করেন।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে কত পরিমাণ রেশম ও চশম উৎপন্ন হয় এবং কত আমদানী ও কত রপ্তানী হয়, তাহার একটী মোটামুটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল; ইহা হইতে বিভিন্ন দেশের রেশমের অবস্থা কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন দেশে মোট উৎপন্ন।

দেশ	রেশম-মণ	চসম্-মণ	মোট উৎপন্ন-মণ
চীন	২৬২৫০০	২১২৫০০	৪৭৫০০০
জাপান	৯৭৫০০	৮০০০০	১৭৭৫০০
মলয় উপদ্বীপ	২৩৭৫০	১৮৭৫০	৪২৫০০
ভারতবর্ষ	১৫৬২৫	১৩৫০০	২৯১২৫
মধ্যএসিয়া	২৬০০০	২১৬২৫	৪৭৬২৫
এসিয়াস্থ তুরুষ্ক	১৭৫০০	১৬২৫০	৩৩৭৫০
য়ুরোপীয় তুরুষ্ক	৪০০০	১২৫০	৫২৫০
বল্কানরাজ্য	৭৫০	৩৭৫	১১২৫
গ্রীস্	৮৭৫	৫০০	১৩৭৫
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরি	৬৬২৫	৫৫০০	১২১২৫
ইতালী	১০৫০০০	৯০০০০	১৯৫০০০
ফ্রান্স	১৮০০০	১৫০০০	৩৩০০০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	২০০০	১২৫০	৩২৫০
সুইজর্লণ্ড	৭৫০	১২৫০	২০০০
জর্ম্মণী	...	১২৫	১২৫
বৃটন	...	৭৫০	৭৫০
মরোক্কো	১২৫	১২৫	২৫০
ইউনাইটেডষ্টেট ও কানাডা	১২৫	১২৫০	১৩৭৫
মেক্সিকো	২৫	...	২৫

বিভিন্ন দেশে আমদানী।

দেশ	রেশম-মণ	চসম্-মণ	মোট আমদানী-মণ
চীন	...	...	...
জাপান	২৫০	৫০	৩০০
মলয় উপদ্বীপ	৪৩৭৫	...	৪৩৭৫
ভারতবর্ষ	১৫০০০	১৫০০০	৩০০০০
মধ্যএসিয়া	১০০০	...	১০০০
য়ুরোপীয় রুষিয়া	১১২৫০	৫০০০	১৬২৫০
আরব	৩০০	...	৩০০
এসিয়া তুরুষ্ক	৫০০০	...	৫০০০
য়ুরোপীয় তুরুষ্ক	৫০	...	৫০
বল্কানরাজ্য	১৫০	...	১৫০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	১২৫০০	১৩৫০০	২৬০০০
ইতালী	৩৫০০০	১৯১২৫	৫৪১২৫
ফ্রান্স	১৩২৭৫০	১৬৪৭৫০	২৯৭৫০০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	৩১২৫০	...	৩১২৫০
সুইজর্লণ্ড	৫৪৩৭৫	৩২৫০০	৮৬৮৭৫
জর্ম্মণী	৫৪৩৭৫	৩২৫০০	৮৬৮৭৫

দেশ	রেশম-মণ	চসম-মণ	মোট আম্‌দানী-মণ
বেলজিয়ম্‌	১৮৭৫	...	১৮৭৫
বৃটন	২৮৫০০	৮২২৫০	১১০৭৫০
মিসর	৪২৫০	...	৪২৫০
টিউনিস ও ত্রিপলী	১৮৭৫	...	১৮৭৫
আলজিরিয়া	৭৫০	...	৭৫০
মোরোকো	১৬২৫	...	১৬২৫
ইউনাইটেড্‌ষ্টেট ও কানাডা	৬৬২৫০	১৫৭৫০	৮২০০০
মেক্সিকো	২৫০	...	২৫০
অষ্ট্রেলিয়া	...	৩৫০০	৩৫০০

বিভিন্ন দেশে রপ্তানী।

দেশ	রেশম-মণ	চসম্‌-মণ	মোট রপ্তানী-মণ
চীন	১১৮৭৫০	৯৪৫০০	২১৩২৫০
জাপান	৭১০০০	৪৫০০০	১১৬০০০
মলয় উপদ্বীপ	১৮৭৫	৩০০০	৪৮৭৫
ভারতবর্ষ	৪০০০	১৫০০০	১৯০০০
মধ্যএসিয়া	৩১২৫	১৫৭৫০	১৮৮৭৫
এসিয়াস্থ তুরুষ্ক	১৫৫০০	১৩৭৫০	২৯২৫০
য়ুরোপীয় তুরুষ্ক	৩৩৭৫	৫০০	৩৮৭৫
বল্‌কানরাজ্য	২৫০	...	২৫০
গ্রাস্‌	৫৫০	...	৫৫০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	১০৩৭৫	৯৬২৫	২০০০০
ইতালী	১৩০০০০	৪১৭৫০	১৭১৭৫০
ফ্রান্স	৬০৭৪০	৪৭৫০০	১০৮২৫০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	১২৫০	১০০০	২২৫০
জর্ম্মণী	১২২৫০	১৩৭৫০	২৮০০০
বেলজিয়ম্‌	৫০০	...	৫০০
বৃটন	২৬২৫	১০৮৭৫	১৩৫০০
মিসর	১০০	...	১০০

বিভিন্ন দেশে রেশমের ব্যবহার।

দেশ	দেশীয়রেশম	বিদেশীয়রেশম	মোট
চীন	১৪৩৭৫০	...	১৪৩৭৫০
জপান	২৮৭৫০	২৫০	২৯০০০
মলয় উপদ্বীপ	২৫০০০	৪৩৭৫	২৯৩৭৫
ভারতবর্ষ	১১৮৭৫	১৫৬২৫	২৭৫০০
মধ্যএসিয়া	২১২৫০	...	২১২৫০
য়ুরোপীয় রুষিয়া	...	১১২৫০	১১২৫০
লেভাণ্ট	২৮৭৫	১০০০০	১২৮৭৫
ইতালী	৩৭৫০	৬২৫০	১২০০০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	২৫০০	৯০০০	১১৫০০
ফ্রান্স	১৬২৫০	৭৩৭৫০	৯০০০০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	১০০০	৩০০০	৪০০০
সুইজর্লণ্ড	...	৩৫০০০	৩৫০০০
জর্ম্মণী	...	৪৭৫০০	৪৭৫০০
বৃটন	...	২২৫০০	২২৫০০
ইউনাইটেডষ্টেট ও কানাডা	...	৬৬২৫০	৬৬২৫০
মেক্‌সিকো	...	২৫০	২৫০
মিসর ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ		৬২৫০	৬২৫০

বিভিন্ন দেশে রেশমসূত্রের ব্যবহার।

দেশ	মোট-মণ	দেশ	মোট-মণ
চীন	১৮১২৫০	জাপান	৩৯০০০
মলয় উপদ্বীপ	৩৪৩৭৫	ভারতবর্ষ	৩৩০০০
মধ্যএসিয়া	২৬৬২৫	য়ুরোপীয় রুষিয়া	১৩৭৫০
লেভাণ্ট	১৩৩৭৫	অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	১৭২৫০
ইতালী	১৫৭৫০	স্পেন ও পর্ত্তুগাল	৫০০০
সুইজর্লণ্ড	৩৮১২৫	জর্ম্মণী	৭৭৫০০
বৃটন	৩৬২৫০	ইউনাইটেডষ্টেট ও	
মেক্‌সিকো	৩৭৫	কানাডা	৭১২৫০
মিসর ও আফ্রিকার		অষ্ট্রেলিয়া	১২৫০
অন্যান্য দেশ	৮৫০০		

বিভিন্ন দেশে চসম্‌-সূত্রের ব্যবহার।

দেশ	দেশীয় চসমসূত্র	বিদেশীয় চসমসূত্র	মোট মণ
চীন	৩৭৫০০	...	৩৭৫০০
জাপান	১০০০০	...	১০০০০
মলয় উপদ্বীপ	৫০০০	...	৫০০০
ভারতবর্ষ	৫০০	৫০০০	৫৫০০
মধ্যএসিয়া	৫৩৭৫	...	৫৩৭৫
য়ুরোপীয় রুষিয়া	...	২৫০০	২৫০০
লেভাণ্ট	৫০০	...	৫০০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	২৫০০	৩২৫০	৫৭৪০
ইতালী	৫০০০	৭৫০	৫৭৫০
ফ্রান্স	২৭৫০০	১২৫০০	৪০০০০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	...	১০০০	১০০০
সুইজর্লণ্ড	৩৩৭৫	...	৩৩৭৫
জর্ম্মণী	৬২৫০	২৩৭৫০	৩০০০০
বৃটন	১৩৭৫০	...	১৩৭৫০
ইউনাইটেডষ্টেট ও কানাডা	৪৭৫০	২৫০	৫০০০

দেশ	দেশীয় চসমসূত্র	বিদেশীয় চসমসূত্র	মোট মণ
মেক্সিকো	...	১২৫	১২৫
মিসর ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ		২২৫০	২২৫০
অষ্ট্রেলিয়া	...	১২৫০	১২৫০

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী।

খৃঃ অব্দ	রেশম	চসম্	কোয়া	মোট মূল্য (টাকা)
১৮৮৩।৮৪	৭৪৫০	১১০৭৫	৫৫০	৬২৭৫০০০৲
১৮৮৪।৮৫	৬৬২৫	১১৯০০	১১৫০	৪৬৩৮০০০৲
১৮৮৫।৮৬	৪৪৭৫	১২৮০০	৭০০	৩৩২২০০০৲
১৮৮৬।৮৭	৫৬০০	১২৭৫০	১৪২৫	৪৮৪৩০০০৲
১৮৮৭।৮৮	৫৬৫০	১২৪৭৫	২১৫০	৪৮০৮০০০৲
১৮৮৮।৮৯	৫৪০০	১৬৪২৫	৪৬৭৫	৫১৮৭০০০৲
১৮৮৯।৯০	৭৪০০	১৫৪০০	৩২৭৫	৬৩৯৮০০০৲
১৮৯০।৯১	৬২৭৫	১৩৬৫০	১৮২৫	৫২১০০০০৲
১৮৯১।৯২	৬৪৭৫	১২৬৫০	১৬২৫	৫১৮৬০০০৲
১৮৯২।৯৩	৮১৭৫	১৩৫৭৫	৯৫০	৬১৭৫০০০৲

ভারতে রেশমের আমদানী।

খৃং অব্দ	পরিমাণ	মূল্য
১৮৮৫।৮৬	১৩২৫	৪৯২৫
১৮৮৬।৮৭	৪৫০	২০২৫
১৮৮৭।৮৮	৪২৫	২২২৫
১৮৮৮।৮৯	১৬২৫	৭৫০
১৮৮৯।৯০	১৫৭	৭০০

রেশমী (দেশজ) রেশম হইতে উৎপন্ন।

রেশমী মিঠাই (দেশজ) শর্করা পাকবিশেষ হইতে প্রস্তুত মিষ্টান্নভেদ।

রেশয়দারিন্ (ত্রি) হিংসিতের প্রতিহিংসাকারী।

রেশী (স্ত্রী) জল। (তৈত্তিরীয়সং ৩।৩।৩।১)

রেষ, হ্রেষা, ঘোটকশব্দ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ রেষতে। লোট্ রেষতাং। লুঙ্ অরেষিষ্ট।

রেষ (পুং) ১ ক্ষতি, হানি। ২ হিংসা।

রেষণ (ক্লী) রেষ-ল্যুট্। ১ অশ্বশব্দ, হ্রেষারব। ২ ব্যাঘ্রের চিৎকার। (ত্রি) ৩ হিংসন। আঘাতকরণ। ৪ ক্ষতি, হিংসা।

রেষা (স্ত্রী) ব্যাঘ্রের নিনাদ। অশ্বের হ্রেষারব।

রেষিন্ (ত্রি) হিংসাশীল।

রেষ্ট (ত্রি) ক্ষতিকারক, হিংসাকারী, দ্বেষী, দ্বেষ্টা।

রেষ্মচ্ছিন্ন (ত্রি) প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতে উচ্ছিন্ন বা বিদীর্ণ।

রেষ্মন্ (পুং) প্রলয় কাল। (শুক্লযজু° ১৬।৩০)

রেষ্মমথিত (ত্রি) প্রবল বাত্যায় দলিত।বিধ্বস্ত

রেষ্ম্য (ত্রি) প্রলয়কালেও যিনি বিদ্যমান থাকেন।

"নমো বাত্যায় চ রেষ্ম্যায় চ নমো বাস্তব্যায় চ"

(শুক্লযজু° ১৬।৩০)

'রিষ্যন্তে নশ্যন্তি ভূতান্যত্রেতি রেষ্মা প্রলয়কালঃ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।৩।৩৫) ইতি মনিন্, তত্র ভবঃ রেষ্ম্যঃ তস্মৈ প্রলয়েঽপি বিদ্যমানায়' (বেদদীপ)

রেসলপুর, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

রেহলী, মধ্যপ্রদেশের সাগরজেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১৩০১ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ৪২১ বর্গমাইল নিষ্কর ও ৮৮০ বর্গমাইল ভূমির রাজস্ব ধার্য্য আছে।

২ সাগরজেলার অন্তর্গত একটী নগর ও রেহলী উপ-বিভাগের সদর। সোণার ও দেহার নদীসঙ্গমের অদূরে উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত। অক্ষা° ২৩° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৫০ ফিট্ উচ্চ। এই স্থান সমধিক উর্ব্বর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। গুড়, দোলোচিনি ও গমের ব্যবসার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে গোঁড়রাজগণ এথানে রাজত্ব করিতেন। তৎপরে বলদেববংশীয় রাথালজাতির এক শাখা নিকটবর্ত্তী খামারিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকে। তাহারা খামারিয়া হইতে রাজপাট উঠাইয়া রেহলী নগরে রাজধানী স্থাপন ও সুদৃঢ় দুর্গাদির দ্বারা তাহা সুরক্ষিত করে। পন্নার বুন্দেলাসর্দার রাজা ছত্রশাল আহীরজাতির নিকট হইতে এই স্থান জয় করিয়া লন। পরে তিনি ফরুখাবাদের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ বঙ্গশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পেশবা বাজীরাও ঐ সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করায় প্রত্যুপকার স্বরূপ অন্যান্য সম্পত্তির সহিত তিনি পেশবাকে এই স্থান দান করেন। বর্ত্তমান দুর্গ উক্ত পেশবার যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সময়ে এথানে অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় মহারাষ্ট্রপুঙ্গব আসিয়া বাস করেন। এথনও তাঁহাদের ভগ্নপ্রায় অট্টালিকাসমূহ বিদ্যমান আছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সাগরজেলার সহিত রেহলী ইংরাজরাজের অধিকারভুক্ত হয়।

রৈ, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ রায়তি। লোট্ রায়তু। লিট্ ররৌ। লুট্ রাতা। লুঙ্ অরাসীৎ।

রৈক্ক (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। রয়িক এইরূপ পাঠান্তর আছে।

(ছান্দোগ্য উপ° ৪।১।৩)

রৈক্কপর্ণ (পুং) জনপদভেদ। (ছান্দোগ্যউপ° ৪।২।৫)

রৈথ (পুং) রেথের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।১১২)

রৈগ্রাম, স্কন্দপুরাণ বর্ণিত একটী পুণ্যক্ষেত্র। ক্ষীরাব্ধির পশ্চিম

তীরে অবস্থিত। এখানে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বাস ছিল। সহ্যাদ্রিখণ্ডের অন্তর্গত কামাক্ষী-মাহাত্ম্যে রৈক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

রৈণব (পুং) রেণুর গোত্রাপত্য। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪) ২ সামভেদ।

রৈণুকেয় (পুং) ১ পরশুরাম। ২ রেণুকার গর্ভজাত।

রৈতস (ত্রি) রেতঃ সম্বন্ধীয়। (শত° ব্রা° ১৪।৫।৫।২)

রৈতিক (ত্রি) রীতি বা পিত্তল সম্পর্কীয় বা তদ্ঘটিত। (সুশ্রুত)

রৈত্তিক, ঋষিপ্রবর্ত্তিত গোত্রভেদ। (স্কান্দে নাগরখ° ১০৮।১৭)

রৈত্য (ত্রি) পিত্তলনির্ম্মিত পাত্র।

"তাম্রায়ঃ কাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।"(মনু৫।১১৪)

'রীতিঃ পিত্তলং তন্ময়ং পাত্রং রৈত্যং' (কুল্লূক)

রৈভ (পুং) রেভের গোত্রাপত্য।

রৈভী (স্ত্রী) ১ ঋক্মন্ত্রভেদ। (ঋক্ ১০।৮৫।৬) ২ আথর্ব্বণীয় মন্ত্রদ্বয়। (অথর্ব্ব ২০।১২৭।৪৬)

রৈভ্য (পুং) সুমতির পুত্র ও দুষ্মন্তের পিতা। (ভাগ° ৯।২০।৭) ২ মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু° ৬৩।৫১) জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। কেশবার্ক মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

রৈবত (পুং) ১ স্বর্ণালুবৃক্ষ। (গরুড়পু° ২০৮ অ°) ২ শৈলভেদ। এই পর্ব্বতে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন।

(ভারত ১।২২১।৬) [উজ্জয়ন্ত ও গির্ণর দেখ।]

৩ শঙ্কর। (মেদিনী) ৪ দৈত্যবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে, এই দৈত্য বালগ্রহের অন্যতম।

"অদিতিং রেবতীং প্রাহুর্গ্রহস্তস্যাস্তু রৈবতঃ।

সোঽপি বালান্ মহাঘোরো বাধতে বৈ মহাগ্রহঃ॥"

(ভারত ৩।২২৮।২৮)

রেবত্যাং ভবঃ রেবতী-অণ্। ৫ বর্ত্তমান কল্পীয় পঞ্চম মনু। এই মনু রেবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি দুর্দ্দম-রাজপুত্র, এই মন্বন্তরে বিকুণ্ঠ অবতার, বিভু ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবতা, হিরণ্যরোমাদি সপ্তর্ষি। বলি ও বিন্ধ্যাদি সেই মনুর পুত্র। (ভাগবত) মৎস্যপুরাণের মতেও রৈবত পঞ্চম মনু। এই মনুর সময় দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা, সপ্তাশ্ব, এই ৭ জন সপ্তর্ষি, অভূতরজস্ প্রভৃতি দেবতা; তত্ত্বদর্শী অরুণ, বিত্তবান্ হব্যপ, কাপ, মুক্ত, নিরুৎ-সুখ, সত্ত্ব, নির্মোহ, প্রকাশক, ধর্ম্মবীর্য্য ও বলোপেত এই দশজন রৈবতমনুর পুত্র। (মৎস্যপু° ৯ অ°) ৬ রুদ্রভেদ।

"অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।" (মৎস্যপু° ৯।২৯)

৭ সামভেদ। ৮ ব্রহ্মর্ষিভেদ। (ললিতবিস্তর) ৯ বালরোগ-বিশেষের অধিষ্ঠাতৃ-অপদেবতাবিশেষ। ১০ মেঘ। (নিঘণ্টু ১।১০) ১১ সোমলতাবিশেষ।

"অগ্নিষ্টোমো রৈবতশ্চ যথোক্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ।" (সুশ্রুত ৪।২৯)

১৩ ঋষিবিশেষ।

"নারদঃ সুমহাতেজা ঋষিভিঃ সহিতস্তদা।

পারিজাতেন রাজেন্দ্র রৈবতেন চ ধীমতা॥" (ভারত ২।৫।১১)

(ত্রি) ১৪ ধনবান্।

"রৈবতা সো হিরণ্যৈরভি স্বধাভিঃ" (ঋক্ ৫।৬০।৪)

'রৈবতা সো ধনবন্তঃ' (সায়ণ)

১৪ রাজভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব) ১৫ আনর্ত্তের (কুশস্থলী) রাজা কর্কুদ্মিনের পিতৃপুরুষ। ১৬ রাজা অমৃতোদনের ঔরসে রেবতীর গর্ভজাত পুত্রভেদ। ১৭ আনর্ত্তরাজধানী কুশস্থলীর সন্নিকটস্থ পর্ব্বতভেদ। ১৮ শাকদ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ।

(লিঙ্গপু° ৫৬।১৭)

রৈবতক (পুং) স্বার্থে কন্। রৈবতপর্ব্বত। পর্য্যায় উজ্জয়ন্ত।

"ততঃ কতিপয়াহস্য তস্মিন্ রৈবতকে গিরৌ।

বৃষ্ণ্যন্ধকানামভবদুৎসবো নৃপসত্তম॥" (ভারত ১।২২০।১)

২ শকুন্তলা-বর্ণিত দ্বারপালভেদ। ৩ রৈবতক পর্ব্বতবাসী জাতি। (ক্লী) ৪ পারেবতবৃক্ষ। (রাজনি°)

রৈবতিক (ত্রি) রেবতী (রেবত্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।১।১৪৬) ইতি ঠক্। রেবতীর অপত্য।

রৈবতিকীয় (ত্রি) ১ রেবতীসম্বন্ধীয়। ২ রেবতীসম্ভব।

রৈবত্য (ক্লী) ১ ধন। অর্থ। ২ সামভেদ।

রৈষ্ণায়ন (পুং) গোত্রভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

রো, টমাস (Sir Thomas Roe), একজন ইংরাজ রাজদূত। ভারতে বাণিজ্য-বিস্তারের প্রত্যাশায় ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেমস্ ইঁহাকে মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সভায় পাঠাইয়া দেন। ইংলণ্ডেশ্বরের সৌজন্যতা দেখিয়া ও উপহারপ্রাপ্তে প্রীত হইয়া ভারতেশ্বর টমাস রো'র বাণিজ্যোন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব শ্রবণ করেন। এই দেশহিতকর উদ্দেশ্যসাধনার্থে তিনি ইংরাজ-দূতের সহিত কএকদিন পরামর্শ করেন। সুযোগ পাইয়া রাজদূত সম্রাটের চিত্তবিনোদনার্থ মনোহারী বাক্যলহরী প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ তাঁহার আলাপে পরি-তুষ্ট হইয়া ইংরাজজাতিকে ভারতবাণিজ্যের অনেকগুলি বিষয়ে অধিকার দান করিয়াছিলেন।

দিল্লী রাজদরবারে এবং ভারতবর্ষে অবস্থিতিকালে টমাস রো দিল্লীর ও ভারতের অন্যান্য স্থানের তাৎকালীন বিবরণ স্বীয় পত্রাদি মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ঐ সকল আলোচনা করিলে সে সময়ের ভারতেতিহাসের অনেক প্রকৃত বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

রোক (পুং) রুচ্-ঘঞ্, ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ ক্রয়ভেদ। ২ দীপ্তি। "দিবশ্চিদাতে রুচয়ন্ত রোকাঃ" (ঋক্ ৪।৬।৭) 'তে রোকান্তর্দীয়া দীপ্তয়ঃ' (সায়ণ)

(ক্লী) ৩ ছিদ্র। (অমর) ৪ নৌকা। ৫ চল। (মেদিনী)

রোক (দেশজ) বিক্রম। সাহস।

রোক্কে (দেশজ) ১ গতিরোধপূর্ব্বক। ২ গতি সংযত রাখিয়া গমন। যেমন 'বামে রোক্কে'।

রোক্কো (দেশজ) গাড়ীর গতি স্থিরকরণ।

রোগ (পুং) রুজ্যতেঽনেনেতি রোজনমিতি বা রুজ-ঘঞ্ যদ্বা রুজতীতি রুজ-(পদরুজবিশস্পৃশো ঘঞ্। পা ৩।৩।১৬) ইতি কর্ত্তরি ঘঞ্। ১ কুষ্ঠৌষধ। (মেদিনী)

২ দেহভঙ্গকার। পর্য্যায়—রুজ্, রুজা, উপতাপ, ব্যাধি, গদ, আময়, অপাটব, আম, আতঙ্ক, ভয়, উপঘাত, ভঙ্গ, আর্ত্তি, তমোবিকার, গ্লানি, ক্ষয়, অনার্জ্জব, মৃত্যুভৃত্য, অম, মান্দ্য, আকল্প। (হেম) পাপের ফল রোগ, পাপ করিলে রোগ হইয়া থাকে। পাপের গুরু লঘুভেদে রোগেরও গুরু লঘু আছে। পাপ অতিপাতক, মহাপাতক ও অনুপাতক ভেদে তিনপ্রকার, সুতরাং রোগও অতিপাতকজ, মহাপাতকজ ও অনুপাতকজ ভেদে তিন প্রকার।

অতিপাতকাদি পাপের অনুষ্ঠান করিলে প্রথমে নরক ভোগ হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত সেই পাপ নরকভোগের পরে আবার ব্যাধিরূপে দেহকে পীড়িত করে। সুতরাং পাপই একমাত্র রোগের কারণ। নিষ্পাপ ব্যক্তি রোগ ভোগ করে না। রোগ হইলে রোগের কারণ যে পাপ তাহার প্রায়শ্চিত করিতে হয়। পাপের ক্ষয় হইলে রোগেরও ক্ষয় হয়। ইষ্টমন্ত্রজপ, হোম, দান ও সুরার্চ্চন প্রভৃতি দ্বারাও রোগের শান্তি হইয়া থাকে। অর্শ প্রভৃতি রোগ অতিপাতকজ। কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাস, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অক্ষিনাশ এই সকল রোগ মহাপাতকজ। জলোদর, যকৃৎ, প্লীহা, শূল, শ্বাস, অজীর্ণ, জ্বর, সর্দ্দি, রক্তার্ব্বুদ, বিসর্প প্রভৃতি রোগ উপপাতকজ। কর্ম্মবিপাকে কোন্ পাপে কি রোগ হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে*। [কর্ম্মবিপাক শব্দ দেখ]

যাহারা পথ্যাশী, বিজিতেন্দ্রিয়, দেবদ্বিজভক্ত এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী, তাহাদের রোগ হয় না। বৈদ্যকমতে রোগ ও রোগের কারণাদির বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে॥" (বাগ্ভট)

দোষের বৈষম্যকে রোগ কহে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ যখন বৈষম্যপ্রাপ্ত হয়, তখনই রোগ হয়। দোষের সাম্য থাকিলে শরীর নীরোগ হয়। আহার বিহারাদি এইরূপ ভাবে করিতে হইবে যে, যাহাতে দোষের বৈষম্য না হয়, দোষের বৈষম্য হইলেই রোগ হইবে। রোগ শরীরের দুঃখদায়ক।

নিজ ও আগন্তুভেদে রোগ দুই প্রকার। প্রথমে বায়ু প্রভৃতি দোষ কুপিত হইয়া পরে যে স্থলে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে নিজ এবং যে স্থলে রোগ উৎপন্ন হইয়া পরে বাতাদি দোষকে কুপিত করে, তাহাকে আগন্তু রোগ কহে। এই সকলপ্রকার রোগের অধিষ্ঠান দেহ ও মন। তন্মধ্যে জ্বর প্রভৃতি রোগের অধিষ্ঠান দেহ এবং মদ, মূর্চ্ছা, সংন্যাস প্রভৃতির আধার মন। (বাগ্ভট)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দোষের বিষমতা রোগ এবং সমতাই আরোগ্য। রোগমাত্রই প্রাণীদিগের বিশেষ ক্লেশদায়ক। এই রোগ চারিপ্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানসিক এবং কায়িক। ইহার মধ্যে যে রোগ স্বভাবজাত তাহাকে স্বাভাবিক যথা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু; ইহা স্বাভাবিক রোগ, এই স্বভাবজাত রোগ সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন জন্ম হইতে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাকেও সহজ রোগ কহে, যেমন জন্মান্ধ প্রভৃতি।

---

* "মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে।
উপপাপোদ্ভবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্ভবম্॥
দুষ্কর্ম্মজা নৃণাং রোগা যান্তি চৈব ক্রমাচ্ছমম্।
জপৈঃ সুরার্চ্চনৈর্হোমৈর্দানৈস্তেষাং শমো ভবেৎ॥
পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্য পরিক্ষয়ে।
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ শমঃ॥
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাশা অতীসারভগন্দরৌ॥
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনম্।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ।
জলোদরযকৃৎপ্লীহা শূলরোগব্রণানি চ॥
শ্বাসাজীর্ণজ্বরচ্ছর্দ্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ।
রক্তার্ব্বুদবিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ॥
অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাপাদ্ভবন্তি হি।
অন্যে চ বহবঃ রোগা জায়ন্তে রোগসঙ্করাঃ॥
উচ্যন্তে হি নিদানানি প্রায়শ্চিত্তানি চ ক্রমাৎ।
মহাপাপেষু সর্ব্বং স্যাৎ তদর্দ্ধমুপপাতকে।
দদ্যাৎ পাপেষু ষষ্ঠাংশং কল্প্যং ব্যাধিবলাবলম্॥" (মলমাসতত্ত্ব)

অভিঘাতাদিজনিত কিংবা জন্মান্তর-ভাবি রোগকে আগন্তুক রোগ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, দীনতা, ক্রূরতা, শোক, বিষাদ, ঈর্ষা, অসূয়া, ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মোহ, তম ও সংন্যাস প্রভৃতিও আগন্তুক। পাণ্ডু প্রভৃতি রোগকে কায়িক কহে।

এই রোগ আবার কর্ম্মজ, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ এই উভয় জনিত বলিয়া তিনপ্রকার কথিত হইয়াছে।

কর্ম্মজ রোগ—পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবল দুষ্কর্ম্ম হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্মজ রোগ কহে, এই কর্ম্মজ রোগ দোষত্রয়ের দুষ্টতাবশতঃ উৎপন্ন হয় না। এইরোগ কেবল ভোগ ও প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা চিকিৎসাসাধ্য নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি রোগ নির্ণয়পূর্ব্বক চিকিৎসিত হইলেও যে সকল রোগের উপশম হয় না, তাহাকে কর্ম্মজ রোগ কহে।

"যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতো যথাব্যাধিচিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ো কর্ম্মজো বুধৈঃ॥" (ভাবপ্রঃ)

দোষজ রোগ।—অনিয়মিত আহার ও বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে দোষজ রোগ কহে। ইহাতে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবল সুকৃত থাকিলে আহার ও বিহারাদির নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও কোন রোগ হয় না এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব দোষজ ব্যাধির কারণও যে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহাকে দোষজ ব্যাধি কিরূপে বলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম দোষজ ব্যাধির মূলকারণ বটে, কিন্তু অনিয়মিত আহার বিহার দ্বারা বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া যে রোগসমূহের হেতু হইয়া থাকে, তাহাও প্রত্যক্ষ লক্ষিত হয়, সুতরাং উহাদিগকে ঐ হিসাবে দোষজ ব্যাধি বলা যায়।

কর্ম্মদোষজ রোগ।—যদি দোষ অল্পপরিমাণে দূষিত হয়, তাহাতে অতি প্রবল রোগ জন্মে, তাহা হইতে তাহাকে কর্ম্মদোষজ রোগ কহে। প্রবলতম দুষ্কর্ম্মই এই রোগের মূল কারণ। দোষের অল্পতা হেতু রোগের অল্পতা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া অল্পদোষেও রোগ প্রবল হয়। দুষ্কৃতক্ষয় হইলে তবে ঐ রোগের ক্ষয় হইয়া থাকে। এই রোগে স্বল্পদোষও উক্ত রোগের অন্যতর কারণ, যেহেতু অল্পদোষও রোগোৎপত্তির কারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং দোষ ও কর্ম্ম এই উভয় হেতুদ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে কর্ম্মদোষজ রোগ কহে।

দুষ্কর্ম্মক্ষয় হইলে দুষ্কর্ম্মকৃত রোগসমূহ, উপযুক্ত ঔষধ প্রযুক্ত হইলে দোষজরোগ সকল এবং দুষ্কর্ম্ম ও দোষক্ষয় হইলে কর্ম্মদোষজ রোগ সকল ক্ষয় হইয়া থাকে। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োজিত হইলে দোষজরোগসমূহ ক্ষয় হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দোষজ ব্যাধির মূল কারণ দুষ্কর্ম্ম, ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যাদি আবশ্যক, তাহার অভাবজনিত ক্লেশভোগ দ্বারা এবং কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি মনের অপ্রীতিকর দ্রব্য ভক্ষণাদি জনিত ক্লেশভোগ দ্বারা দুষ্কর্ম্মের হ্রাস হয়। তৎপরে ঔষধ প্রযোজিত হইলে রোগসমূহের প্রত্যক্ষীভূত হেতুর অর্থাৎ কুপিত দোষের ক্ষয় হইয়া থাকে।

রোগ সমূহ সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য ভেদে তিন প্রকার, ইহার মধ্যে সাধ্য রোগও আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। যে রোগ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয়, তাহাকে সাধ্য; যে রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না, তাহা অসাধ্য; যে রোগ চিকিৎসা দ্বারা স্থগিত থাকে এবং চিকিৎসা না করিলে প্রাণ বিনাশ করে, তাহাকে যাপ্য রোগ কহে। যত্নের সহিত স্তম্ভ যোজনা করিলে পতনোন্মুখ গৃহ যেরূপ রক্ষিত হয়, উপযুক্ত ঔষধাদি দ্বারা সুচিকিৎসিত হইলে যাপ্য রোগীরও শরীর তদ্রূপ রক্ষিত হইয়া থাকে।

রোগোৎপাদক দোষের প্রকোপজনিত অন্যান্য যে সকল বিকার উৎপন্ন হয়, তাহার নাম উপদ্রব। (ভাবপ্রঃ পূর্ব্বখঃ)

রোগ, রোগের কারণ ও তাহা নিরূপণাদির বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

পুরুষে সুখ দুঃখ সংযোগ হইলেই তাহাকে রোগ কহে। এই দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই তিন প্রকার দুঃখ সপ্ত প্রকার রোগে পরিণত হয়। সপ্ত প্রকার যথা—১ আদিবলজাত, ২ জন্মবলজাত, ৩ দোষবলজাত, ৪ সংঘাতবলজাত, ৫ কালবলজাত, ৬ দৈববলজাত ও ৭ স্বভাববলজাত।

১ আদিবলজাত।—এই রোগ দুই প্রকার, মাতৃদোষজাত ও পিতৃদোষজাত, মাতৃদোষপ্রযুক্ত জন্মান্ধ, বধির, মূক, মিনমিন ও বামন প্রভৃতি। এই মাতৃদোষ আবার দুই প্রকার, রসজনিত দোষ এবং দৌহৃদজনিতদোষ। (গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে আহার বিহারাদির অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌহৃদ কহে, এই দৌহৃদ পূরণ না হইলে সন্তানে দোষ জন্মে।)

দোষবলজাত।—আতঙ্ক অথবা মিথ্যা আহারবিহারজনিত যে সকল রোগ, তাহাদিগকে দোষবলজাত রোগ কহে। এই

দোষবলজাত রোগ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক, শারীরিক দোষও দুই প্রকার, আমাশয় আশ্রিত ও পক্বাশয় আশ্রিত। পূর্ব্বোক্ত সকল রোগকে আধ্যাত্মিক রোগ কহে। আগন্তু রোগই সংঘাতবলজাত রোগ, আগন্তুক রোগ দুই প্রকার, শস্ত্রাঘাত জনিত ও হিংস্রজন্তুকৃত। এই আগন্তুক রোগ আধিভৌতিক রোগ নামে অভিহিত হয়।

শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা প্রভৃতি কারণে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগকে কালবলজাত রোগ কহে। এই কাল-বলজাত রোগ দুই প্রকার, যথা—ঋতুবিপর্য্যয়জাত, ও স্বাভাবিক ঋতুজনিত, দেবদ্রোহ ও অভিশাপাদি জনিত অথবা অথর্ব্ববেদোক্ত মারণ প্রভৃতি কার্য্য করিলে নানা প্রকার উপসর্গ-জনিত যে রোগ হয়, তাহাকে দৈববলজাত রোগ কহে। এই দৈববলজনিত রোগ আবার দুই প্রকার, বিদ্যুৎ বা বজ্রাঘাতকৃত এবং পিশাচাদিকৃত। ইহাদিগকে আরও দুই প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে, আকস্মিক (যাহা ঘটনাক্রমে জন্মে) এবং সংসর্গজাত।

ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি স্বভাববলজাত রোগও দুই প্রকার, কালকৃত ও অকালকৃত। অতিশয় যত্ন করিলেও কিছুতে যাহা রোধ করা যায় না, তাহা কালকৃত এবং যত্ন না করিলেও যাহা অনায়াসেই ঘটে, তাহাকে অকালকৃত কহে।

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই সকল প্রকার রোগের মূল, রোগ হইলেই তাহাদের ন্যূনাধিকভাবে লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এই সমস্ত বিশ্ব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ ব্যতীত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ রোগ সমূহও বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ব্যতীত থাকিতে পারে না। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা রোগের একমাত্র আশ্রয়, সুতরাং রোগ উহাদিগকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না।

দোষ, ধাতু এবং মলের পরস্পর সংসর্গ স্থান এবং কারণ-ভেদে বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। সপ্তধাতু ও দোষকর্তৃক দূষিত হইয়া যে সকল রোগ জন্মে, সেই সকল রোগের রসজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ, অস্থিজ, মজ্জজ এবং শুক্রজ এই সকল নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে আবার রসধাতু দূষিত হইলে অন্নে অশ্রদ্ধা, অরুচি, অপাক, অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, হৃল্লাস, তৃপ্তি (ক্ষুধার অভাব), শরীরের গৌরব, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, মার্গের উপরোধ, কৃশতা, মুখবৈরস্য, অবসন্নতা, অকালে কেশের সঙ্কোচ ও পক্বতা প্রভৃতি বিকার জন্মে। শোণিত দূষিত হইলে কুষ্ঠ, বিসর্প, পীড়কা, নীলিকা, তিল, ব্যঙ্গ, ছুচ্ছ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্দর, রক্তপিত্ত, এবং মুখ, মলদ্বার ও মেঢ্রদেশে পাক প্রভৃতি বিকার জন্মে। মাংস দূষিত হইলে—অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অর্শ, অধিজিহ্বা, উপ-কুশ, গলগণ্ডিকা, অলজী এবং মাংস সংস্থতি প্রভৃতি বিকার জন্মে। মেদ দূষিত হইলে—গ্রন্থি, বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ওষ্ঠপ্রকোপ, মধুমেহ, অতিস্থূলতা, ও অতিশয় ঘর্ম্ম-নির্গম প্রভৃতি বিকার উপস্থিত হয়। অস্থি দূষিত হইলে—অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতোদ, ও কুনখ প্রভৃতি বিকার হয়। মজ্জা দূষিত হইলে—তমোদৃষ্টি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শরীরের গৌরব, ঊরু ও জঙ্ঘার স্থূলতা, চক্ষের অভিষ্যন্দী প্রভৃতি রোগ জন্মে। শুক্র দূষিত হইলে—ক্লীবতা, প্রহর্ষণ (গায়ে কাটা দেওয়া বা শরীর রোমাঞ্চ হওয়া), শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি বিকার জন্মে। মলাশয় দূষিত হইলে—ত্বক্‌রোগ, মলরোধ বা অতিশয় মল নিঃসৃত হয়। শারীরিক কোন ইন্দ্রিয়ের স্থান দূষিত হইলে—ইন্দ্রিয় কার্য্যের অপ্রবৃত্তি অথবা অস্বা-ভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। দোষ সকল কুপিত হইয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে ধাবিত হইতে থাকে, তাহার মধ্যে যে স্থানে সেই কুপিত দোষের সংসর্গে অন্তদোষ বিগুণ হয়, সেই স্থানেই রোগ হইয়া থাকে।

এইস্থলে এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে যে, জ্বরপ্রভৃতি রোগ বায়ু, পিত্ত, ও কফ এই তিন দোষকে নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, কি তাহাদিগের বিরাম আছে? যদি নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদা সকল প্রাণীর পীড়িত থাকিতে হয়। যদি বায়ু, পিত্ত ও কফ ভিন্ন এবং জ্বরাদিরোগ ভিন্ন এই-রূপ বলা যায়, তবে জ্বরকালে অন্য প্রকার লক্ষণ না হইয়া কি নিমিত্ত কেবল বায়ু, পিত্ত ও কফের লক্ষণ দৃষ্ট হয়? এ কারণ বায়ু পিত্ত কফই জ্বরাদি রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার মীমাংসায় বলা হইয়াছে যে, বায়ু, পিত্ত ও কফেই জ্বরাদিরোগ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহাতে নিত্য অবস্থিতি করে না। যেমন বিদ্যুৎ, বাত, বর্ষা, ও বজ্র আকাশ ব্যতীত প্রকাশ পায় না, অথচ তাহারা নিয়ত আকাশে থাকে না, অন্য কোন কারণ দ্বারা আকাশে সম্ভূত হয়, জ্বরাদিরোগও তদ্রূপ অন্য কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তরঙ্গ বা বুদ্‌বুদ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, অথচ জল থাকিলেই, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ বা বুদ্‌বুদ থাকে না, অন্য কারণদ্বারা তাহা জলে উৎপন্ন হয়, জ্বরাদিরোগও তদ্রূপ অন্য কারণ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফে উৎপন্ন হয়।

কোন প্রকার স্বাভাবিক নিয়মলঙ্ঘনে অথবা ঋতুর প্রভাবে বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে একটী বা ততোধিক দোষ বৃদ্ধি হয়।

সেই বর্দ্ধিত দোষ সেইরূপ কোন কারণে কুপিত হয়, ঐ কুপিত দোষ শরীরের কোন একদেশ আশ্রয় করিলে এক-দেশগত রোগ জন্মে। সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত হইলে জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গগতরোগ হয়। দোষ কুপিত হইয়া শরীরের একদেশই আশ্রয় করুক, বা সমস্ত শরীরই আশ্রয় করুক, দোষের প্রকোপ মাত্রই রক্তের প্রকোপ হয়। রক্ত কুপিত হইলেই উষ্ণ ও অধিকতর বেগবান্ হইয়া উঠে। তজ্জন্য প্রায় সকল রোগেই জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ শরীর উষ্ণ এবং ধমনী বেগবতী বলিয়া অনুভব হয়।

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটী রোগজ্ঞানের কারণ।

"নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতং॥" (সুশ্রুত)

যাহা দ্বারা দোষ কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে, তাহাকে নিদান কহে, বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট ভেদে নিদান দুই প্রকার। বিরুদ্ধ আহার বিহারাদিকে বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্ত্তিনিদান, এবং কুপিত বাতাদিদোষকে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিনিদান বলা যায়।

রোগ বিশেষ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা ভাবিরোগ অনুমান করা যায়, তাহার নাম পূর্ব্বরূপ। পূর্ব্ব-রূপও দুইভাগে বিভক্ত, সামান্য ও বিশেষ। যে পূর্ব্বরূপ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষের কোনও বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না হইয়া কোন ভাবিরোগমাত্র অনুমান করা যায়, তাহাকে সামান্য পূর্ব্বরূপ কহে। আর যে পূর্ব্বরূপ দ্বারা ভাবিরোগের দোষভেদ পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ কহে। এই বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে রূপ কহে। বস্তুতঃ যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা উৎপন্নরোগ অবগত হইতে পারা যায়, তাহার নাম রূপ কহে।

নিদান বিপরীত বা রোগ বিপরীত অথবা এতদুভয়ের বিপরীত কার্য্যকারক ঔষধ বিশেষ সেবন এবং তদ্রূপ আহার বিহারাদি দ্বারা রোগের উপশম হইলে তাহাকে উপশয় কহে। ইহার বিপরীতের নাম অনুপশয়। এই উপশয় ও অনুপশয় দ্বারা রোগের গূঢ় লক্ষণ নির্ণয় করিতে হয়। দোষ সকল যেরূপ কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ব বিশেষে অবস্থান বা বিচরণপূর্ব্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালানুসারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ৮ প্রকার জ্বর, ৫ প্রকার গুল্ম এবং ১৮ প্রকার কুষ্ঠ প্রভৃতি বিভেদের নাম সংখ্যা। দ্বিদোষজ ত্রিদোষজ রোগের কুপিত দোষসমূহ কোন দোষ কি পরিমাণে কুপিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক দোষের লক্ষণ বিবেচনাপূর্ব্বক যে অল্পাংশ বিভাগ করা হয়, তাহার নাম বিকল্প। ঐরূপ রোগের মিলিত দোষসমূহ মধ্যে যে দোষ স্বকীয় নিদান দ্বারা দূষিত হয়, তাহাই প্রধান এবং ঐ কুপিত দোষসংসর্গে অন্য দোষদ্বয় কুপিত হইলে তাহা অপ্রধান নামে অভিহিত হয়। যে রোগ সমুদয় নিদানদ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং যাহার পূর্ব্বরূপ ও রূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সেই রোগ বলবান্, আর যাহা অল্প নিদানদ্বারা উৎপন্ন হইয়া অল্পমাত্র পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রকাশ করে, তাহা হীনবল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই সমুদয় রোগই সাধারণতঃ দোষজ ও আগন্তুক দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে যে সকল ভেদ বলিয়াছি, তাহা এই দুইভাগের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের পৃথক্ এক একটী বা মিলিত দুইটী অথবা তিনটী দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা-দিগকে দোষজ কহে। একটী দোষ কুপিত হইলে অপর দুই দোষকেও কুপিত করিয়া তুলে, এজন্য কোন রোগই এক দোষজ হয় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে যে, একটী, দুইটী বা তিনটী দোষ রোগের প্রথম উৎপাদক হয়, তদনুসারে রোগও একদোষজ, দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যে সকল রোগ অভিঘাত, অভিচার, অভিশাপ ও ভূতা-বেশ প্রভৃতি কারণ বশতঃ সহসা উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম আগন্তুক। স্ব স্ব নিদানানুসারে দোষ বিশেষ কুপিত না হইলে দোষজ রোগের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু আগন্তুক রোগের প্রথমেই যাতনা প্রকাশ পাইয়া পরে দোষ বিশেষকে কুপিত করে, ইহাই উভয়বিধ রোগের পার্থক্য।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ দোষজ রোগোৎপত্তি বিষয়ে বিপ্রকৃষ্ট নিদান। বিবিধ অহিতজনক আহার-বিহারাদি রূপ নিদান দ্বারা ঐ তিন দোষ কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন কতিপয় উৎপন্ন রোগ ও রোগ বিশেষের নিদান হয়। যেমন জ্বর-সন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, জ্বর ও রক্তপিত্ত এই উভয় রোগ হইতে রাজযক্ষ্মা, প্লীহাবৃদ্ধি হইতে উদররোগ, উদররোগ হইতে শোথ, অর্শ হইতে উদররোগ বা গুল্ম, প্রতিশ্যায় হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয়রোগ এবং ক্ষয়রোগ হইতে ধাতুশোষ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই সকল রোগোৎপাদক রোগের মধ্যে কোন কোন রোগ

অন্য রোগ উৎপাদন করিয়াও স্বয়ং বর্ত্তমান থাকে, এবং কোন রোগ অন্য রোগোৎপাদন করিয়া নিবর্ত্তিত হয়।

রোগ-পরীক্ষা।

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্মভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥" (চরক)

রোগ হইলে প্রথমে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাহার যথাজ্ঞান চিকিৎসা বিধেয়। চিকিৎসার প্রথম উপায় রোগ-পরীক্ষা। যথাযথরূপে রোগনির্ণয় না হইলে তাহার চিকিৎসা হইতে পারে না। অনিশ্চিত রোগের কোন ঔষধ ফলপ্রদ হয় না, বরং তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে।

রোগপরীক্ষার শাস্ত্রে তিনটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রথমে রোগীর নিকট সমুদয় অবস্থা শুনিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সহিত তাহা মিলাইতে হইবে। তৎপরে অনুমান দ্বারা রোগের আগন্তুক দোষ ও তাহার বলাবল নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। রোগীর নিকটে অবস্থা অবগত হইবার সময়ে সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। রোগীর বর্ণ, আকৃতি. পরিমাণ অর্থাৎ ক্ষীণতা বা পুষ্টতা ও কান্তি এবং মল, মূত্র নেত্র প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় তাহা দর্শন করিয়া, রোগীর মুখ হইতে তাহার সমস্ত অবস্থা এবং অন্ত্রকূজন, সন্ধি-স্থানে বা অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহের স্ফুটন প্রভৃতি শরীরগত যে সকল লক্ষণ শ্রবণ করা আবশ্যক, তাহা শ্রবণ দ্বারা শারীরিক গন্ধ প্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষার জন্য সর্ব্বশরীরগত গন্ধ এবং মল, মূত্র, শুক্র ও বান্ত-পদার্থ প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণ দ্বারা আর সন্তাপ ও নাড়ী গতি প্রভৃতি স্পর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। অগ্নিবল, শারীরিকবল, জ্ঞান ও স্বভাব প্রভৃতি বিষয় সকল কার্য্যবিশেষ দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, অরুচি, গ্লানি, নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি রোগীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হয়।

লক্ষণে অতি সামান্যমাত্র ভিন্ন দুই বা তিনটী রোগের মধ্যে কোন্ রোগ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে প্রথমে সামান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে, তাহা দ্বারা উপকার বা অপকার বুঝিয়া রোগ নির্ণয় করিবে। লক্ষণ বিশেষদ্বারা সাধ্যতা, অসাধ্যতা বা যাপ্যতা নিশ্চয় করিতে হয়। রোগীর অরিষ্ট লক্ষণ উপস্থিত হইলে মৃত্যু স্থির করিতে হয়। রোগীর নাড়ী, মূত্র, নেত্র, জিহ্বা প্রভৃতি বিশেষরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

রোগোৎপাদক দোষ—সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া যে সকল মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাকে অরিষ্ট লক্ষণ কহে। বস্তুতঃ যে কোন লক্ষণদ্বারা ভাবিমৃত্যু অনুভব করিতে পারা যায়, তাহারই নাম অরিষ্ট চিহ্ন। চিকিৎসক এই অরিষ্ট চিহ্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। এই অরিষ্ট লক্ষণ রোগ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না, কিন্তু তথাপি রোগীকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর জীবন থাকে, ততক্ষণ তাহার চিকিৎসা করা বিধেয়। কোন কোন রোগে কিরূপ অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাইলে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা, তাহার বিষয় বৈদ্যকশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অরিষ্টলক্ষণ—শরীরের যে সকল অঙ্গ স্বভাবতঃ যে প্রকার থাকে, তাহার অন্যথা হইলে রোগীর মৃত্যু স্থির করিতে হইবে। শুক্লবর্ণের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা, রক্ত প্রভৃতি বর্ণের অন্য প্রকার বর্ণ হওয়া, স্থিরের অস্থিরতা, অস্থিরের স্থিরতা, স্থূলের কৃশতা ইত্যাদি প্রকার স্বভাবের বিপরীত হইলে অরিষ্ট লক্ষণ স্থির করিতে হয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, শরীর বা স্বভাবের কোনরূপ বিকৃত ঘটিলেই তাহাকে অরিষ্ট লক্ষণ বলা যায়।

যে সকল রোগীর ভোজন না করিলেও মলমূত্রের, প্রাচুর্য্য বা ভোজন করিলেও মলমূত্রের অভাব, স্তনমূল, হৃদয় বা বক্ষঃস্থলে বেদনা, কোন অঙ্গের মধ্যস্থল স্ফীত ও উভয়দিক্ কৃশ, অথবা মধ্যস্থল কৃশ ও উভয়দিক্ স্ফীত, অর্দ্ধাঙ্গে শোথ, বা সমস্ত শরীর শুষ্ক এবং স্বর নষ্ট, হীন, বিকল বা বিকৃত হওয়া বা দন্ত, মুখ, নখ প্রভৃতি স্থানে বিবর্ণ পুষ্পের ন্যায় চিহ্ন বা দৃষ্টিমণ্ডলে ভিন্ন প্রকার বিকৃতরূপ দর্শন কেশ বা অঙ্গ তৈলাভ্যঙ্গের ন্যায় দেখান, ইত্যাদি প্রকার অরিষ্টচিহ্ন জানিতে হইবে। অতিসার রোগে অরুচি বা দুর্ব্বলতা, কাসরোগে তৃষ্ণাভিভূততা, ক্ষীণতা, বমন, অরুচি, সফেনপূয় রক্তবমন, হস্তপদ ও মুখস্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণ বিশেষ অরিষ্টজনক।

অসাধ্য রোগের লক্ষণ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্যভেদে রোগ তিনপ্রকার। সাধ্যরোগও যদি যথা-বিধি চিকিৎসা না হয়, তাহা হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূঢ়গর্ভ এবং উদররোগ এই ৮ প্রকার রোগ স্বাভাবিক অসাধ্য। বল ও মাংসক্ষয়, শ্বাস, তৃষ্ণা, শোষ, বমি ও জ্বর এই উপদ্রব বা মূর্চ্ছা, অতিসার, ও হিক্কা উপস্থিত হইলে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে। যে যে রোগে যে যে উপদ্রব নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে এবং প্রমেহ রোগে চিত্র

আবিষ্টের ন্যায় এবং অত্যন্ত ধাতুক্ষরণ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইলে তাহা অসাধ্য।

কুষ্ঠরোগ—ক্ষত অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া রসনিঃসরণ, চক্ষুরক্তবর্ণ ও স্বরভঙ্গ এবং বমন, বিরেচন, নস্য, নিরূঢ়বস্তি ও উত্তরবস্তি, এই পঞ্চকর্ম্মে কোন ফল না দর্শিলে অসাধ্য এবং অর্শরোগ, তৃষ্ণা,অরুচি, অতিশয় বেদনা, অতিশয় রক্তনিঃসরণ, শোথ ও অতিসার এই সকল উপদ্রব হইলে, ভগন্দররোগে বায়ু, মূত্র, পুরীষ, ক্রিমি এবং শুক্র এই সকল নিঃসৃত হইলে, অশ্মরীরোগে নাভি ও কোষ স্ফীত হইলে এবং প্রস্রাব বন্ধ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইলে, মূঢ়গর্ভরোগে গর্ভকোষে শূলবেদনা, কুক্ষিদেশে রক্ত বদ্ধ হওয়া এবং যোনিমুখ সমাচ্ছাদিত হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহা অসাধ্য হয়। যে যে রোগ যে সকল উপদ্রবে অসাধ্য হয়, তাহা তত্তদ্ রোগবর্ণনা স্থলে অভিহিত হইয়াছে। [তত্তদ্ রোগ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রোগ অসাধ্য হইলে তাহা রোগীর নিকট কহিবে না, এবং রোগীকে সামান্য রোগ বলিয়া সর্ব্বদা আশ্বস্ত করিবে। কারণ রোগী জীবনের প্রতি হতাশ্বাস হইলে অনেক সাধ্য রোগও অসাধ্য হয়। রোগীর অনুগত, বিশ্বস্ত ও প্রিয়ব্যক্তি ২।১ জন সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া আশ্বাসপূর্ণ প্রিয়বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। রোগীর নিকট অধিক লোক থাকা উচিত নহে। যে গৃহ শুষ্ক,পরিষ্কৃত এবং যাহাতে উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, সেইরূপ সুন্দর গৃহে রোগীর বাসস্থান স্থির করা বিধেয়। রোগীর শয্যা শুষ্ক ও সুকোমল হইবে।

রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই যথাবিধানে তাহার চিকিৎসা করিবে। দোষের অল্পতা হইলেও উপেক্ষা করা উচিত নহে, যে হেতু রোগ অল্প হইলেও অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় বিকার উপস্থিত হইতে পারে।

শরীর ধারণ করিলেই রোগ ভোগ করিতেই হইবে, যাহার রোগ হয় তাহাকে রোগী কহে। এই রোগী চিকিৎস্য ও অচিকিৎস্য ভেদে দুই প্রকার। যে রোগীর প্রকৃতি, বর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ বিকৃত না হইয়া স্বভাবে আছে, এবং যে রোগী সুখ ও দুঃখজনক ক্রিয়াদিতে বিহ্বল না হন এবং চিকিৎসকের বাধ্য ও ইন্দ্রিয় দমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহাকে চিকিৎস্য রোগী কহে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধশীল, অবিচারিত কার্য্যকারী, ভয়শীল, ব্যাকুলচিত্ত, শোকাভিভূত, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবী, এবং চিকিৎসকের বাক্যানুসারে না চলিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে চলিয়া থাকে, তাহাকে অচিকিৎস্য রোগী কহে। অর্থাৎ চিকিৎসক এইরূপ রোগীকে চিকিৎসা করিবেন না। (সুশ্রুত, ভাবপ্র°)

রোগকাষ্ঠ (ক্লী) পত্রাঙ্কচন্দন, চলিত বকম কাঠ। (রাজনি°)

রোগগ্রস্ত (ত্রি) জ্বরযুক্ত, পীড়িত।

রোগঘ্ন (ক্লী) রোগং হন্তীতি হন-টক্। ১ ঔষধ। (ত্রি) ২ রোগনাশক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ রোগঘ্নী।

"ত্রিফলা সর্ব্বরোগঘ্নী ত্রিভাগঘৃতমূর্চ্ছিতা" (সুশ্রুত ১।৪৪)

রোগজ্ঞ (পুং) রোগং জানাতীতি জ্ঞা-ক। বৈদ্য। (রাজনি°)

রোগজ্ঞান (ক্লী) রোগবিষয়ে অভিজ্ঞতা।

রোগদ (ত্রি) পীড়াদায়ক।

রোগনাশন (ত্রি) ১ রোগহর (ঔষধ)। ২ রোগনিগ্রহণ। ৩ রোগদমন।

রোগপতি (পুং) রোগস্য পতিঃ। জ্বর, যে কোন কঠিন রোগ হউক না কেন, তাহারা জ্বরকে আশ্রয় না করিয়া প্রবল হইতে পারে না, এইজন্য জ্বর রোগপতি। (বৈদ্যকনি°)

রোগপ্রদ (পুং) জ্বরদায়ক।

রোগভাজ্ (ত্রি) রোগং ভজতে ভজ-ণ্বি। রোগযুক্ত, রোগী।

"দান্তঃ সুখী সুশীলো দুর্ম্মেধা রোগভাক্ পিপাসুশ্চ।
অল্পেন চ সন্তুষ্টঃ পুনর্ব্বসৌ জায়তে মনুজঃ॥" (বৃহৎস° ১০১.৪)

রোগভূ (স্ত্রী) রোগাণাং ভূঃ স্থানং ব্যাধিমন্দিরত্বাৎ। শরীর।

রোগমার্গ (পুং) রোগাণাং মার্গঃ। শাখাদি রোগাবর্ত্ত। এই রোগমার্গ শাখা, মর্ম্মাস্থিসন্ধি ও কোষ্ঠ এই ত্রিবিধ। ইহার মধ্যে শাখাশব্দে রক্তাদি ধাতুসমূহ ও ত্বক্ ইহা,বাহ্যরোগমার্গ, মর্ম্ম অস্থিসন্ধিস্থান মধ্যে রোগমার্গ এবং কোষ্ঠ অভ্যন্তর রোগমার্গ। (চরক সূত্রস্থা° ১১ অঃ) [রোগ দেখ]

রোগমুক্ত (ত্রি) রোগাৎ মুক্তঃ। রোগ হইতে মুক্ত।

রোগমুরারি (পুং) নবজ্বরাধিকারে রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ত্রিকটু, তাঁমা প্রত্যেক সমভাগ, সীসা অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য যথা নিয়মে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান পাণ ও আদার রস। এই ঔষধ সেবনে নবজ্বর আশু প্রশমিত হয়। (রসকৌ°)

রোগরাজ (পুং) রোগাণাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। রাজযক্ষ্মরোগ।

"ইতি ব্যাধিসমূহস্য রোগরাজস্য হেতুজম্।
রূপমেকাদশবিধং হেতুশ্চোক্তশ্চতুর্বিধঃ॥" (চরক চি°৮অ°)

রোগলক্ষণ (ক্লী) রোগাণাং লক্ষণং নিদান, রোগব্যঞ্জক চিহ্ন।

রোগবিজ্ঞান (ক্লী) রোগস্য বিজ্ঞানং। যে সকল উপায় দ্বারা রোগের সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহাকে রোগবিজ্ঞান কহে। দর্শন, স্পর্শ ও প্রশ্ন এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা রোগ জ্ঞান হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা তিন প্রকার। মূত্র ও জিহ্বাদি দর্শন, নাড়ী প্রভৃতি স্পর্শ ও দূতাদিকে প্রশ্ন করিলে সকল জানা যায়।

"দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈর্ব্যাধেজ্ঞানং ত্রিধামতম্।
দর্শনান্মূত্রজিহ্বাদ্যৈঃ স্পর্শনান্নাড়িকাদিভিঃ।
প্রশ্নৈর্দূতাদিবচনাদিতি ত্রেধা সমুচ্যতে॥"
(ভৈষজ্যরত্না°) [রোগ দেখ]

রোগবিনিশ্চয় (পুং) রোগস্য বিনিশ্চয়ঃ। ১ রোগনিশ্চয়, রোগনির্ণয়। ২ মাধবকৃত রুগ্‌বিনিশ্চায়ক গ্রন্থ।

রোগশান্তক (পুং) রোগান্ শাময়তীতি শান্তি-ণ্বুল্। ১ বৈদ্য, চিকিৎসক। রোগের শান্তি বিধান করেন, এই জন্য বৈদ্যকে রোগশান্তক কহে। (শব্দচ°)

রোগশান্তি (স্ত্রী) রোগমুক্তি, পীড়ার অপনোদন।

রোগশিলা (স্ত্রী) রোগায় রোগানবৃত্তয়ে শিলা। মনঃশিলা।

রোগশিল্পিন্ (পুং) রোগে শিল্পীব। বৃক্ষবিশেষ, স্বর্ণালীবৃক্ষ। চলিত শরালু বা সোণালু গাছ। (জটাধর)

রোগশ্রেষ্ঠ (পুং) রোগেষু শ্রেষ্ঠঃ। জ্বর। (রাজনি°)

রোগহ (ক্লী) রোগান্ হন্তীতি হন্-ড। ঔষধ। (শব্দচ°)

রোগহরদ্রব্য (ক্লী) রোগহরং দ্রব্যং। রোগনাশক বস্তু, যে দ্রব্য দ্বারা রোগ বিনষ্ট হয়।

"দ্রব্যাণি মধুরাদীনি বক্ষ্যে রোগহরাণ্যহম্।
শালিষষ্টিকগোধূমক্ষীরঞ্চৈব তথা মধু॥" (গরুড়পু° ১৭৭অ°)

রোগহারিন্ (পুং) রোগং হরতি, হৃ-ণিনি। ১ বৈদ্য। (ত্রি) ২ রোগনাশক।

রোগহৃৎ (ত্রি) রোগং হরতি হৃ-কিপ্ তুক্ চ। রোগনাশক।

রোগহেতু (পুং) রোগস্য হেতুঃ। রোগের হেতু, রোগের কারণ, বৈদ্য রোগনিদান স্থলে প্রথমে রোগের হেতু নিশ্চয় করিবেন।

রোগাধীশ (পুং) রোগস্য অধীশঃ। রাজযক্ষ্মরোগ। (রাজনি°)

রোগাসন (পুং) জ্বর। (বৈদ্যকনি°)

রোগাহ্বয় (পুং) কুষ্ঠৌষধ, কুড়। (বৈদ্যকনি°)

রোগিত (ত্রি) ১ রোগযুক্ত। পীড়িত। ২ কুকুরের উন্মাদ রোগ। চলিত কথায় হন্যা।

রোগিতরু (পুং) রোগিণাং শোকনাশকস্তরুঃ। অশোকবৃক্ষ।

রোগিন্ (ত্রি) রোগোঽস্যাস্তীতি রোগ-ইনি। রোগযুক্ত। পর্য্যায়—ব্যাধিত, বিকৃত, গ্লান, গ্লান, মন্দ, আতুর, অভ্যান্ত, অভ্যমিত, রুগ্ন, সাময়, অপটু, আমযাবী, গ্লাস্নু (অমর)

রোগিবল্লভ (ক্লী) রোগিণাং বল্লভং প্রিয়ং। ঔষধ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ রোগিপ্রিয়।

রোগোদক (ক্লী) রোগজনকং উদকং। মলিন দুর্গন্ধাদিযুক্ত রোগজনক জল।

রোগ্য (ত্রি) ১ অপথ্য। অহিত। (শব্দচ°) ২ রোগসম্বন্ধী।

রোচ (ত্রি) রুচ-ঘঞ্। ১ রুচিকর। ২ আলোকিত। (অথর্ব্ব ১৭।১।২১) (পুং) ৩ রাজভেদ।

রোচক (পুং) রোচয়তীতি রুচ্ ণিচ্-ণ্বুল্। ১ ক্ষুধা, পর্য্যায়—বুভুক্ষা, অশনা, জিঘৎসা, রুচি। (হেম) ২ কদলী। (শব্দরত্না°) ৩ রাজপলাণ্ডু। ৪ অবদংশ। ৫গ্রন্থিপর্ণভেদ। নেপালে 'ভাণ্ডউর' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পর্য্যায়—নিশাচর, ধনহর, কিতব, গণহাসক। গুণ—মধুর, তিক্ত, কটু, লঘু, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, শীতল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, স্বরভেদ, অস্রজ্বর, বিষ ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র°) ৬ কাচকুপ্যাদিকারক।

"মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা।" (রামা° ২।৮২।১৩)
'রোচকাঃ কাচকুপ্যাদিকর্ত্তারঃ ইতি কতকঃ'। (টীকা)
(ত্রি) ৭ রুচিকারক।

রোচকদ্বয় (ক্লী) লবণদ্বয়, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণ। (বৈদ্যকনি°)

রোচকিন্ (ত্রি) ১ ক্ষুধাযুক্ত। ২ ইচ্ছাশীল।

রোচন (পুং) রোচয়তীতি রোচি-নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। ১ কূটশাল্মলি। (অমর) ২ কাম্পিল্ল। (ভাবপ্র°) ৩ শ্বেতশিগ্রু। ৪ পলাণ্ডু। ৫ আরগ্বধ। ৬ করঞ্জ। ৭ অঙ্কোঠ। ৮ দাড়িম। (রাজনি°) ৯ রোগাধিষ্ঠাতৃ-দেবযোনিবিশেষ।

"কুম্ভাস্যঃ কুম্ভমূর্দ্ধা চ রোচনো বৈকৃতো গ্রহঃ।" (হরি°১৬৮অ°)

১০ বিষ্ণুর ঔরসে দক্ষিণার পুত্রদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের একজন দেবতা। (ভাগবত ৪।১।৭) ১১ স্বারোচিষ মন্বন্তরের ইন্দ্র। (ভাগবত ৮।১।২০) ১২ ভারতবর্ষের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ।

"তুঙ্গপ্রস্থো নাগগিরী রোচনঃ পাণ্ডুরাচলঃ।" (মার্কপু° ৫৭।১৩)

(ত্রি) ১৩ রোচক। ১৪ দীপ্তিশালী। "অন্তশ্চরং রোচনং রুক্মাভং মহাবলং ধর্ম্মনেতারমীড্যং।" (হরিবংশ ১২৯।৩৫)

১৫ শোভমান।

"ভৃঙ্গালিকোকিলকুভঙ্ভির্বাশনৈঃ পশ্য লক্ষ্মণ।
রোচনৈর্ভূষিতাং পম্পামস্মাকং হৃদয়াবিষম্॥" (ভট্টি৬।৭৩)

১৫ অনুরাগকর। (ভাগ° ৩।১০।১১) ১৬ কামের পঞ্চবাণের একতম। ১৭ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩১।৭)

রোচনক (পুং) রোচয়তীতি রোচি-ল্যু, ততঃ কন্। ১ জম্বীর। (রাজনি°) ২ গুণ্ডা-রোচনী, কম্পিল্লীকা। ৩ বংশরোচনা। স্বার্থে কন্। রোচনশব্দার্থ।

রোচনফল (পুং) রোচনং রুচিকরং ফলমস্য। বীজপূরক।

রোচনস্থা (স্ত্রী) ১ আলোকে অবস্থানকারী। ২ আকাশে বাসকারী।

রোচনফলা (স্ত্রী) রোচনং রোচকং ফলমস্যাঃ। চিচিণ্টা, চলিত ফুটী। (রাজনি°)

রোচনা (স্ত্রী) রোচতে বা, রুচ্-(বহুলমন্ত্রাপি। উণ্ ২।৭৮) ইতি যুচ্-টাপ্। ১ রক্তকহ্লার। ২ গোপিত্ত। ৩ গোরোচনা।

"কর্ণৌ চর্ম্ম চ বালাংশ্চ বস্তিং স্নায়ুঞ্চ রোচনাং।
পশুষু স্বামিনাং দদ্যাৎ মৃতেম্বঙ্গানি দর্শয়েৎ॥" (মনু ৮।২৩৪)

৪ বরযোষিৎ। (মেদিনী) ৫ বসুদেবপত্নী। (ভাগ° ৯।২৪।৪৫) ৬ আকাশ, স্বর্গ। ৭ কৃষ্ণশাল্মলী। (মরাঠী=কালী সাম্বরী)। ৮ বংশরোচনা। ৯ পর্ব্বতভেদ। (জৈন হরি° ৫।২০৭)

রোচনামুখ (পুং) দৈত্যভেদ। (ভারত ৫।৩৬৮৫)

রোচনাবৎ (ত্রি) আলোকযুক্ত। উজ্জ্বল। দীপ্তিমান্।

রোচনিকা (স্ত্রী) রোচনৈব স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। ১ বংশরোচনা। (রাজনি°) ২ গুণ্ডারোচনী। (রত্নমালা)

রোচনী (স্ত্রী) রোচতে ইতি রুচ্ 'কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি' ল্যুট্ ততো ঙীষ্। ১ আমলকী। ২ গোরোচনা। ৩ মনঃশিলা। ৪ শ্বেতত্রিবৃতা। ৫ গুঁড়ারোচনী নামে খ্যাত বণিক্‌দ্রব্যভেদ। পর্য্যায়—কম্পিল্ল, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ, কম্পীল, কাম্পিল, কাম্পিল্য, রেচনী। (ভরত) ৬ দন্তী। ৭ দীপ্তিমান্ আকাশ। (ঋগ্বেদ ১।১০২।৮)। ৮ তারকা। ৯ সামভেদ।

রোচমান (পুং) রোচতে ইতি রুচ-শানচ্। ১ অশ্বগ্রীবাস্থিত রোমাবর্ত্ত। 'শ্রীবৃক্ষো হৃদয়াবর্ত্তো রোচমানো গলোদ্ভবঃ।'(ত্রিকা) ২ নৃপবিশেষ। (ভারত ১।৬৭।১৮) (ত্রি) ৩ দীপ্যমান।

"রোচমানৈঃ সমাযুক্তচূড়ামণ্যঙ্গদাদিভিঃ।
থক্ষর্ক্ষকুলসন্ততিসংসিদ্ধৈরিব ভূষিতম্॥"(কথাসরিৎসা° ৭৪।৭৮)

৪ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।

রোচি (স্ত্রী) আলোক, রশ্মি (মার্কপু° ৬৩।৬)। নীলকণ্ঠ "স্বরোচিভিঃ রোচিভিঃ" স্থলে 'বিষয়বাসনা জ্বালাভিঃ' অর্থ করিয়াছেন। (হরিবংশ)

রোচিন্ (ত্রি) রোচতে ইতি রুচ-ণিনি। রোচিষ্ণু, অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিশীল।

রোচিষ (পুং) বিভাবসুর পুত্রভেদ। (ভাগবত ৬।৬।১৬)

রোচিষ্ণু (ত্রি) রোচতে তচ্ছীলঃ রুচ্ (অলংকৃঞ্ নিরাকৃঞিতি। পা ৩।২।১৩৬) ইতি ইষ্ণুচ্। অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিশীল। পর্য্যায়—রিভ্রাজ, ভ্রাজিষ্ণু। (অমর)

"তত্র শূকরবৃন্দানি ভিন্দন্ বাণৈর্নিরন্তরম্।
শ্যামলাম্বররোচিষ্ণুস্তমাংসীব রবিঃ করৈঃ॥"
(কথাসরিৎসা° ৯৮।৯)

২ রোচক। (সুশ্রুত)

রোচিস্ (ক্লী) রোচতেঽনেনেতি রুচ বাহুলকাৎ ইসিন্ (উণ্ ২।১১২) ১ প্রভা, দীপ্তি।

"রথাঙ্গপানেঃ পটলেন রোচিষা-
মৃষিত্বিষঃ সংবলিতা বিরেজিরে॥" (মাঘ ১।২১)

রোচী (স্ত্রী) রোচতে ইতি রুচ-ইন্, বা ঙীষ্। হিল-মোচিকা। (শব্দরত্না°)

রোচ্য (ত্রি) রুচ্-ণ্য। (যজযাচরুচপ্রবচর্চ্চশ্চ। পা ৭।৩।৬৬) ইতি কবর্গাদেশো ন। ১ প্রকাশ্য। ২ প্রীতিবিষয়।

ষোড়শ ভাগ সম্পূর্ণ।